ওঁ বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

পাবমান পর্ব্ব।

(১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরস্থে

"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ।

RMIC LIBRARY
Acc No. 168275
Class No: 294 113
Date 11.3.93
St: Card
Class;
Cat:
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পবমানং পর্ব্ব।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যা-তীর্থ-মহেশ্বরং॥ ১॥
তৃতীয়ং পর্ব্ব সোমস্য পবমানস্য সংস্তুতিঃ।
উচ্চাত ইতি গায়ত্র্যশ্চত্বারিংশচ্চতুর্যুতাঃ॥ ২॥

* • *

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
উচ্চা তে জাতং অন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে।
৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
উগ্রঁ শর্ম্ম মহি শ্রবঃ॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২র র৲ ১ ৭ ১ র র
১। ওম্॥ উচ্চা। তেজা ৩ তামন্ধাসা ২ঃ। দিবিসদ্ভূম্যাদদাই।
২ ১ ২· ১ ৩ ৫র র ২
উগ্রঁশা ২ ৩ র্ম্মা ৩। মা ২ হা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। উপ্।
৩ ৫
শ্রা ২ ৩ ৪ বাঃ॥ ১॥

• • •

২ ১র ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ৫
২। উচ্চাতে ২ ৩ ৪ জা। তমন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবাইসা ২ ৩ ৪ ভু।

২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ৩
মিয়াদদাই। উগ্রংশা ২ ৩ র্ম্মা। মহায়ে ৩। শ্রা ২ বা ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ই॥ ১॥

• • •

৫র র র র ২ ২ ১ — ৩ ৫
৩। হাহাউচ্চাতেজা। হা ৩। হা ৩ ই। তামা ২ ন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ।

২ ১ র ২ ২ ২ ৩ ৫ ১ ২
দিবিসন্তু মিয়া ১ দা ৩ দে। উগ্রংশা ২ ৩ ৪ র্ম্মা। ওমো৩।

৪ ৫ ৪ ৫
মহোবা। শ্রো ৫ বো ৬ হাই॥ ১॥

• • •

১ র র র ৪ ৫ ২ ১ র২ ২
৪। উ ২ ৩ ৪ চ্চাতেজা ৫। তমোহোন্ধাসাঃ। দিবিসন্তু মিয়া ১

২ ২ ৩ ৫ ১ S ২
দা ৩ দে। উগ্রংশা ২ ৩ ৪ র্ম্মা। মাহা ৩ উবা ৩ ৪ ৩।

২ ৫
শ্রো ৩ ৪ ৫ বো ৬ হাই। ১॥

• * •

৫ র র ২ ১ ১র ২ ২ ১ ২ র
৫। উচ্চাতেজা। তম। ধাসা ২ ৩ ঃ। ওমো ৩ বা দিবিসন্তু।

১ ২ ১র S ২ ১ ২
মিয়াদা ১ দে ২ ৩। ওমো ৩ বা। উগ্রাংশা ১ র্ম্মা ২ ৩।

১র S ২ ১ ^ ৩ ৫র র ২
ওমো ৩ বা ৩। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শ্রবা ৩

১ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

• * •

৩ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৮ ৩২ ৩
১০। উচ্চা ৩ ৪ ঔহোবা। তেজা ২। তমা ৩ ৪ ৫। ধা ২ ৩ ৪
৫ ২ ১ র র ২র ১ ৭ ২ ৩ ২ ১
সাঃ। দিবিসদ্‌ভূম্যাদদে। উগ্রও শা ২ ৩ র্ম্মা। মহি শ্রবো।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ ০ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ১॥

৫ র রর র র র র ২ ১ র র ২র
১১। উচ্চাতেজাতমন্ধসোদোহাইদোহা ৬ এ। দিবিসদ্‌ভূম্যাদদে।
১ ২ ৭ ২ ২ ১ ২ ১ ২
দো ৩ হাই দো ৩ হা ৩ এ। উগ্রও শা ২ ৩ র্ম্মা। দো ৩ হাই।
২ ২ ২ ১ ২
দো হা ৩ এ। মহিশ্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩ঃ।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥

৩ ২র ৩র ৪র ৫ ২ ১ ৫ ২ — ১ ২র
১২। উচ্চাতেজাতমন্ধসাঃ। দিবাই সা ২ ৩ ৪ দ্‌ভু। মিযা ২ দদে।
১র ২ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২
ওম্। ও ৩ বা। ও ৩ বা। ববা ২ ৩ হোই। উগ্রও শা ২ ৩ র্ম্মা।
S ২ S ১ ১ ১ ৮ ২ ৩ ২ ১ ১
ও ৩ বা। ও ৩ বা। ববা ২ ৩ হোই। মহিশ্রবো ২।
৩ ৫র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যযুরে ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ — ২ ১ ২
১৩ উচ্চা ৩ ইজাতমন্ধসাঃ। দিবা ইসা ২ দভু ১। মিয়া ২ ৩ দদাই
১ ২ ১ ২ ২র ৮ ১ ১ ১
উগ্রও শর্ম্মা। মহা ২ ৩ ই। শ্রবাউ। বা ৩ স্তোমে ৩ ৪ ৫॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'উচ্চা' (উপরি, স্বর্গলোকে) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'অন্ধসঃ' (রসস্য, অমৃতস্য ইত্যর্থঃ) 'জাতং' (জন্ম) ভবতীতি শেষঃ ; সত্ত্বভাবঃ দেবলোকজাতঃ ইত্যর্থঃ ; যৎ 'দিবি' (স্বর্লোকে) 'সৎ' (অবস্থিতঃ সন) 'ভূম্যা' (ভৌমজন্তুঃ, অস্মাদৃশান পাপিনঃ ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং (তেজোপূর্ণং, তেজোময়ং) 'শর্ম্ম' (কল্যাণং) 'মহি' (মহৎ) 'শ্রবঃ' (অন্নং, শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দদে' (প্রযচ্ছ) । মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ ; পরমকল্যাণলাভায় বয়ং সত্ত্বভাবপূর্ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ । (৩প—৫অ—১থ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বর্গলোকে তোমার সম্বন্ধীয় রসের জন্ম ; অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবলোকজাত ; স্বর্লোকে অবস্থিত হইয়া অস্মাদৃশ পাপীদিগকে তেজোময় কল্যাণ এবং মহতী শক্তি প্রদান কর । (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম কল্যাণলাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই ॥ (৩প—৫অ—১থ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং ।

অমহীয়ুর্ঋষিঃ । হে সোম ! 'তে' তব সম্বন্ধিনঃ 'অন্ধসঃ' রসস্য 'উচ্চা' উপরি 'জাতং' জন্ম । অপিচ, 'দিবি' দ্যুলোকে 'সৎ' বিদ্যমানং "উগ্রং" উদ্গূর্ণং 'শর্ম্ম' সুখং 'মহি' মহৎ 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'ভূম্যা দদে' (ইত্যত্র যথামনন্তি । বিসর্জ্জনীয়লোপঃ সাংহিতিকঃ) ভূমিঃ ভৌমজন্তুঃ অস্মাদৃশঃ ভুমিষ্ঠৈরাদীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ (৩প-৫অ-১থ-১সা) ॥

* * *

প্রথম (৪৬৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

———:•:———

সত্ত্বভাব দেবতার করুণাধারারূপে পৃথিবীর মানবের মস্তকে নামিয়া আসে । দেবতার ধন, দেবতাই কৃপা করিয়া মানুষকে সেই স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদ দেন । এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকেই সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে । আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক এবং তদনুষঙ্গিক পরম কল্যাণ আমরা লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম । হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানব তেজস্বী ও আত্মশক্তিশালী হয় । মানুষের মন হইতে পাপের আবিলতা প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে । সুতরাং তিনি কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারেন ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য নাই । ভাষ্যকার সোমরস মাদক মাদকদ্রব্যকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন । একটা মাদক দ্রব্য, যাহা

মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া আনে, তাহা যে কিরূপে শক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে, তাহা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। শুধু তাই নয়, সোমকে স্বর্গজাত বলা হইয়াছে অর্থাৎ সোম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। এ সম্বন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সাধারণ মাদকদ্রব্য স্বর্গজাত বা দিব্যশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বাপরই 'সোম' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও 'সোম' পদে ঐ অর্থের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। সত্ত্বভাবই দেবতাব, দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও কল্যাণদায়ক। তাহাই মানুষকে অনন্ত কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে। তাহাই মানুষকে অসীমশক্তির অধিকারী করে। সত্ত্বভাব পরমব্রহ্মেরই শক্তি। সেই ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে মানুষ ব্রহ্মের শক্তি লাভ করে, সুতরাং স্বতঃই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় পরিদৃষ্ট হইবে॥ (৩প - ৫অ—১খ - ১সা)॥ •

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১২   ৩ ১২
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।

১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ২
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ২ ॥

•.•

গেয়-গানং।

১র   ২   ১   ২   ১২র   ১২   ২
১। স্বাদাইষ্ঠায়া। মদাইষ্ঠায়া। পবস্বসো। ধাধা ১ রা ২ ৩ য়া।

১   ২   ১   ২
ইন্দ্রায়াপা। তবাইসু ২ ৩ তা ৩ ৪ ও:।

১
ও২ ৪৫ ই। ডা॥ ২॥

•.•

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান ত্রয়োদশটী। উহাদের নাম—"আভিগব," "সাতোকব", "ঋষভ পাবমানম্" "আগ্নেয়ে দে," "ইন্দ্রাণ্যাঃসাম" "ঐশদেবে দে", "সোহম্মম," "সোহীয় সাম," "সামহীয়বম্।"

২র ১ — ৮ — ১ ২ ১ — ১ — ১ — ১
২। স্বাদিষ্ঠয়া ২ ইয়া ২ ইয়া। মদিষ্ঠা য়া ২। পবস্বসো ২। ইয়া ২ ইয়া।
২র১ — র ১ — ১ — ১ ২১
মধারায়া ২। ইন্দ্রায়া পা ২। ইয়া ২ ইয়া। স্তবাইসু ২ ৩
২ ১
তা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ২॥

* * *

২র ২ — ১ ২ ১ — ১ —
৩। স্বাদিষ্ঠয়ৌহো ২। ইয়া। মদিষ্ঠা য়া ২। পবস্বসৌহো ২।
১ ২রর — র১ — ১ ৩১
ইয়া। মধারায়া ২। ইন্দ্রায় পৌহো ২। ইয়া। স্তবাইসু
২ ১
২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা ২॥

* * *

২ ^ ৩ ৫ ২১র ১ ৭ ২^ ৩ ৫
৪। ওইস্বা ২ ৩ ৪ দী। ষ্ঠয়া৩মাদিষ্ঠয়া। ও ২ ৩ ৪ বা।
১ ২ র ১র ২ ২^৩ ৫ ১ ^ ৩
পবস্বসোমধারয়া ৩। ও ই ২ ৩ ৪ন্দ্রা। যা ২ পা
৫র র ২ র৩২
২ ৩ ৫ ঔ হোবা। ৩বেসুতা S ১ঃ॥ ২॥

* * *

৩ ২^ ৩ ৫ ২ ^র ১ ৭ ২^ ৩ ৫
৫। উহুাই। স্বা ২ ৩ ৪ দী। ষ্ঠয়া ৩মাদিষ্ঠয়া। ও ২ ৩ ৪ বা।
১ ২ র ১র ২ ২ ৪ ১^ ৩
পবস্বসোমধারয়া৩ঃ উহুাই। ইন্দ্রা ৫ য় পা। তা২ বা ২ ৩
৫র র ৩ ৫
৪ ঔ হোবা। সু ২ ৩ ৪ তাঃ॥ ২॥

* * *

৪র ৫ ২ ১২ ৪ ৫ ২২ ১ ৫
৬। স্বাদাইষ্ঠয়া। মহিষ্ঠয়া ৩। পাবা ৩ স্বাসো। মধারয়া ৩। আইন্দ্রা
৪ ৫ ৫ ৪
৩ য়াপা ৩। হাউ। তবা ৫ ইসুতাউ। বা॥ ২॥

* * *

৪র ৫ র ৪ ৫ র ৪ ৫ র ৪র র ৪ ১ ২ —
৭। স্বাদিষ্ঠয়ামদিষ্ঠয়াপবস্বসোমধারয়াই। ত্রা ৫ য়পা। তবা ২ ই। ম ২।

— ১র ৩ ২ ৫র র ৩ ৫
তবা ২ ই। উ ২। তবা ৩ ৪ ঔহোবা। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ ॥ ২॥

৫র র র র ৪ ৫ ২ ২ ১র ২র ৩ ৫
৮। ঔহোহুম্ হা এহিয়া। হা ৩ হাই। স্বাদাইষ্ঠায়া। মা ২ ৩ ৪ দী।

২র ৩ ৫ ৫র র র র ৪ ৫ ২ ২ ২ ২র ৩
উইমা দী। ঔহোহুম্হা এহিয়া। হা ৩ হাই। ষ্ঠ্যাপাব। স্বা

৫ ২র ৩ ৫ র র র র ৪ ৫ ২ ২
২ ৩ ৪ সো। ও স্বা ২ ৪ সো। ঔহোহুম্হাএহিয়া। হা ৩ হাই।

১ ২র ৩ ৫ ২র ৩ ৫ র র র র
মধা রয়া। ঈ ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। ওঈ ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। ঔহোহুম্ হা

৪ ৫ ২ ২ ১ ২র ৩ ৫ ২র
এহিয়া। হা হাই। যপাতবাই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ওই

৩ ৫ র র র র ৪ ৫ ২ ২
সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঔহোহুম্ হাএহিয়া। হা ৩ হা ৩ ৪।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম হৃন্নিহিত 'সোম' (শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্) 'ইন্দ্রায় পাতবে' (ইন্দ্রস্য পানার্থং, যদ্বা অস্মান্ ভগবৎসমীপে নয়নার্থং ইতি ভাবঃ) 'স্বাদিষ্ঠয়া' (স্বাদুতময়া, প্রীতিজনকেন) 'মদিষ্ঠয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রবহ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ উদ্বোধিতো ভবতু—ইতি ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ—১খ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ভগবৎ সমীপে লইবার জন্য প্রীতিজনক পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও। (ভাব এই যে,—ভগবল্লাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হউক) ॥ (৩প—৫অ—১খ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ। হে সোম! 'ইন্দ্রায়' 'পাতবে' পাতুং 'সুতঃ' অভিষুতস্ত্বং 'স্বাদিষ্ঠয়া' স্বাদুতময়া 'মদিষ্ঠয়া' অতিশয়েন মাদয়িত্র্যা 'ধারয়া' 'পবস্ব' ক্ষর। (৩প—৫অ—১খ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (৪৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে। মানুষের হৃদিস্থিত সুপ্ত দেবভাব যখন জাগরিত হয়, সাধনার দ্বারা মানুষ যখন অন্তরস্থ সুপ্তচৈতন্যকে আপনার বশীভূত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, প্রকৃত পক্ষে তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। সেই দেব-ভাবকে জাগাইবার জন্য সাধনার ও প্রার্থনার প্রয়োজন। হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে উদ্বোধিত করিবার প্রার্থনাই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন। হৃদয়ের ভক্তি দিয়াই তাঁহার আরাধনা করিতে হয়। ভগবান্ যখন আমাদিগের হৃদয়ের সেই ভাবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, তখনই আমাদিগের পূজা আরাধনা সার্থক হয়। প্রকৃত পূজা পুষ্প-বিল্বদল দিয়া নয়—উহা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পূজা হৃদয়ের পূজা। এখানে সেই মহাপূজারই প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'আমাদিগের বিশুদ্ধ ভাব-কুসুম দিয়া যেন তাঁহার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারি, আমাদিগের পূজা যেন তাঁহার পদতলে পৌঁছে, সেই পূজা যেন তাঁহার গ্রহণযোগ্য হয়,—এই প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই ॥ (৩প-৫অ—১খ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত। উহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম—"আজিগম" "সুরূপম্" "সুরূপোত্তরম্" "জমদগ্নে শিল্পে দ্বে" "উহুবাই" "সংহিতম্" "সকুলং" "গম্ভীরম্"।

নিম্নলিখিত গেয়গানটি দ্বিতীয় সামের গেয়গানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল; যথা—

৪র ৫ র   ৪   ৪   ২ — ১   ২

৯। স্বাদিষ্ঠয়াম। দা৫ ইষ্ঠয়া। পবা২। স্বা২৩গো।

১ — ১   ২   — ১   ৭

মধা ২ রায়া। আ২৩ইন্দ্রা। যা২পা। তবা২৩।

২   ৫

হাউবা৩। সু২৩৪তাঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২ র ১ — ২ ২ ১
১। বৃষাপবা। স্বধারায়া ২। মরুত্বতাই। চমৎসা ২ ৩ রাঃ। বাইশ্বা ২ ৩।
২ ১ ৩ ৫ র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
দা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। নওজসা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ॥

* * *

৪ ৫ ৩ ৫ ২ ১ ৩ ৫ ৩ ৫
২। বৃষাহাউ। পা ২ ৩ ৪ বা। স্বাধারা ২ ৩ ৪ য়া। মা ২ ৩ ৪ রু।
৩ ৫ ২ ৩ ৫ ১ ২র ১
ত্বা ২ ৩ ৪ তাই। চামৎসা ২ ৩ ৪ রাঃ। বাইশ্বাদ ধা ২ ৩।
১ ১ ৩ ৫র ৩ ৫
না ২ ও ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জা ২ ৩ ৪ সা ॥ ৩ ॥

* * *

৪ ৫র ৪ ৫ র ৫ ১ ২ ১ ১ ৩
৩। বৃষাপব। স্বধারা ৩ য়া। মারুত্বতা ই। চাম ২ ৎসা
৫ ১ ২ ১ ৩ ২ ১
২ ৩ ৪ রাঃ। বিশ্বাদা ১ ধা ২। নও ৩। জা ২ ৩ ৪
৫ ৫
সো ৩ হাই। ৩।

* * *

৪ ৫ ৪ ২ ১ ৩ ২ ২ ১র ৫ ২
৪। আইবৃষা। পবা। ইহা। ঔ ৩ হো স্বধারা ২ ৩ ৪ য়া। ম।
১ ২ ২ ১ ৩ ২
রু। ত্বতে ৩ হাই। চ। মা। ৎসরা ২ ৩ হা ৩ ৪ ই।

৫ র র　　র　র ২র　　২
বিশ্বাদশাহাউ। নওজপাহাউ। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ ৫ বা

২ ১র র ১র　১　১ ১ ১ ১
৬ ৫ ৬। অস্মেরায়া ২ উওশ্রবা ২ ৩ ৪ ৫ : ॥ ৩॥

* * *

৫ র　৩ ২　৪　৫　২ ১ ^　৩ ২　৩র ৪র ৫　১ ২
৫। বৃষা। পাবা। এহিয়া। স্বপা ২। রয়া ৩ ৪ ঔহোবা। মারু

৩র ৪র ৫　১ র　২　২　২　১　২　২
৩ ৪। ঔহোবা। ঘতেচমা ১ ৎপা ৩ রাঃ। ঔ ৩ হো ৩ ১ য়ে ৩।

র　　১ ২র১২র ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔ হো ২ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। বিশ্বাদধান ওজসা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

* * *

১　১র　২　১ ১ ১ ১　২
৬। বৃষাপাবা ২ ৩। হোহোই ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। স্বপারায়া ২ ৩।

১র　২　১ ১ ১ ১　১　১র　২
হোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। মরুত্বাতে ২ ৩। হোহোই। ঔ

১ ১ ১ ১　১র　২　১
৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। চমাৎপারা ২ ৩ ৪। হোহোই। ঔ ৩ হো ২

১ ১ ১　১　১র　২　১ ১ ১ ১
৩ ৪ ৫। বিশ্বাদাধা ২ ৩। হোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫।

১　১র　২
নওজাসা ২ ৩। হোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৩॥

* * *

২ ১ ২^ ৩র র　৫　২ ১ ২^ ৩র র　৫
৭। বৃষাপাবা। ঔহোহো ২ ৩ ৪ বা। স্বপারায়া। ঔহোহো ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ২^　৩র র　৫　২ ১ ২^　৩র র
মরুত্বাতা। ঔহোহো ২ ৩ ৪ বা। চমাৎপারা। ঔহোহো

৫　২ ১ ২^　৩র র　৫
২ ৩ ৪ বা। বিশ্বাদাধা। ঔহোহো ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ২ ৩র র ৫

ন ওজসা। ঔহোহো ২৩৪ বা।

৪

হো৫ই। ডা॥৬॥

* * *

৫র ৪ ৫ ৪৫ ২ ১ ২ ১ ∧ ৩

৮। ঔহোহোহাই। বৃষা। পবস্বা ৩ ধারয়া। মারু ২ ত্বা ২৩৪

৫ ১ ৭ ১ ∧৩ ৫ র ৪

ভাই। আই। চমা ২৩। চমা ২ৎসাঃ ২৩৪ রাঃ। ঔহোহো-

৫ ৪৫ ১ ৩ ৫ ২∧৩

হাই। বিশ্বা। দধা ২ না ২৩৪ ও। জাসা॥

৫র র ২ ৩২

২৩৪ ঔহোবা। ওই। জসা॥৩॥

* *

৫র্র ৪ ৫ ২ ১২ ২ ১ ∧৩

৯। বৃষাঔহোহোহাই পবা ৩ স্বাধা ১ রায়া ৩। মারু ২ ত্বা ২

৫ ৩২ ১ ৭ A ৩ ৫ র

ভাই। চমা ৩ ই। ওই। চমা ২ৎসা ২৩৪ রাঃ। বিশ্বা

র ৪ ৫ ১ A৩ ৫ ১ A ৩

ঔহোহোহাই। দধা ২ না ২৩৫ ও। জা ২ সা ২৩৪

৫র র ২A ৩ ৫

ঔহোবা। ওই। জ ২৩৪ বা॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভিমতফলবর্ষক, অভীষ্টপূরক ব) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মৎসরঃ' (আনন্দ-দায়কঃ) সন্ 'মরুত্বতে' (বিবেকজ্ঞানদানায়) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'পবস্ব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); 'চ' (অপিচ) 'ওজসা' (আত্মশক্ত্যা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি ধনানি, পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'দধানঃ' (প্রযচ্ছন্, অস্মান্ প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সত্ত্বভাবসমন্বিতাঃ সন্ তৎপ্রভাবেন পরমধনং মোক্ষং প্রাপ্নুয়েম ইতি ভাবঃ॥ (৩প-৫অ—১খ-৩সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

অভিমতফলবর্ষক অথবা অভীষ্টপূরক হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আনন্দদায়ক হইয়া বিবেকজ্ঞান-প্রদানের জন্য ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও; অপিচ আত্মশক্তির দ্বারা পরমধন আমাদিগকে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাবসমন্বিত হইয়া যেন পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হই)। (৩প—৫খ—১খ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভৃগুর্ব্বারুণির্ঋষিঃ। হে সোম! ত্বং ‘বৃষা’ স্তোতৄণামভিমতস্য বর্ষকঃ সন্ ‘ধারয়া’ স্বদীয়য়া ‘সবস্ব’ দ্রোণকলশমাগচ্ছ। পবিত্রমতিক্রম্য। আগত্য ত্বং যজ্ঞাভিরিন্দ্রায় দীয়সে তদা ‘মরুত্বতে’ সহায়া মরুতো যস্য সন্তি তস্মৈ ইন্দ্রায় ‘মৎসরঃ’ মদকরশ্চ ভব। কীদৃশঃ? ‘বিশ্বা’ বিশ্বানি সর্ব্বাণি সাপ্তানি বা ধনানি ‘ওজসা’ আত্মীয়েন বলেন যুক্তঃ সন্ স্তোতৃভ্যস্তানি প্রযচ্ছন্ ত্বং মাদয়িতা ভবেতি সমন্বয়ঃ॥ (৩প—৫খ—২গ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৪৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব মানবের অভিমতফলবর্ষক—অভীষ্টপূরক। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য—মুক্তি-লাভ। সেই পরম আকাঙ্ক্ষার ধন মুক্তি দিতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বভাব। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষ পাপপঙ্কিলতার হস্ত হইতে নিস্তার পায়; সুতরাং সহজেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। তখন মানুষের মন হইতে হীন-কামনা-বাসনা দূরীভূত হয়। সুতরাং কামনার অপূর্ণতা হেতু তাহাকে আর দুঃখ পাইতে হয় না। দুঃখের অভাবই—সুখ বা আনন্দ। তাই সত্ত্বভাবের আবির্ভাবে মানুষ আনন্দ লাভ করে। অপিচ, সত্ত্বগুণ-জনিত যে শক্তি, তাহাই প্রকৃত মহাশক্তি। সত্ত্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই মহাশক্তির অধিকারী হয়। মানুষের তখন অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। বিশ্ব তখন তাহার আপনার হইয়া যায়, সে তখন বিশ্বের সারভূত পরমধনের অধিকারী হয়। এই মন্ত্রে সেই পরমধনলাভের উপায়ভূত হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের জন্য প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার ভাব—আমরা যেন পরমসম্পৎ সেই সত্ত্বভাব-লাভে কৃতার্থ হই, পরমানন্দের অধিকারী হইয়া যেন আমরা পরাশান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি।" *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান সপ্তটী। উহাদের নাম—"সোমসাম," "আগুভার্গবম্," "বৈশ্বদেবম্," "ইন্দ্র সাম," "যৌক্তাশ্বম্" "যৌক্তোত্তরম্"।

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যঃ তে মদো বরেণ্যঃ তেনা পবস্ব অন্ধসা।

৩ ১ ২ ৩ ২
দেবাবীঃ অঘশ৺সহা॥ ৪॥

গেয় গানং।

৪ ৫ ১ ২A ৩ ৫ ৩ ৫ ৪ ৫
১ যাস্তাই। মাদো। বারাও২৩৪বা। নী২৩৪য়াঃ। তাইনা।

১ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ৫ ৪ ৫
পাবা। স্বা৩আও২৩বা। ধা২৩৪সা। দাইবা।

১ ২A ৫ ৩ ৫
বাইরা। ঘাশাও২৩৪বা। গা২৩৪হা॥ ৪॥

৪ ৫ ১A ৩ ২ ১ ২ ২ ৩৩২ ১ ২
২। যস্তেমদাঃ। বরাইণিয়োঃ। তাইনাপাবা৩স্বা৩। অন্ধসা। দাইবারাই

৫ ৭ ৭
৩৪। হাউ। ঘশা৫৬সহা। হো৫ই। ডা॥ ৪॥

৩২ A ৩ ৫ ২১ ২A ৩ ৫ ২A
৩। যস্তা৩২ইমা২৩৪দাঃ। বরাইণায়া। আ২৩৪বা। হা।

৩ ৫ ২ ১ র ২ ১ ১A ৩
ও২৩৪বা। হাই। তাইনাপব। স্বআন্ধাসা। ও২৩৪

৫ ২A ২ ৫ ২ ১ ২A ৩
বা। হা। ও২৩৪বা। হাই। দাইবাবাহরা। ও২

৫ ২A ৩ ৫ ২ ১ A ৩
৩৪বা। হা। ও২৩৪বা। হা৩ই। ঘা২শা

৫র র ২ র ১ ১ ১ ১ ২
২৩৪ঔহোবা। সহোরম্নী৩ষ্টা২৩৪৫ঃ॥ ৪॥

২ ১　　৪র ৫ র　　১ র ২　　১ ২　　— ১
৪। যস্তাইমা ২ ৩ দোবয়েণিয়াঃ। তাইনাপব। স্বন্ধান্ধা ১ সা ২, দাইবা
— ১　　২ ১　　৫　৪　　৫
২ বার্হনা ২ ৩। ঘশো ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ হো ৬ হাই ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তে' (তব ত্বয়ি বা) 'দেবাবীঃ' (দেবকামঃ, দেবভাবপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অঘশংসহা' (পাপনাশকঃ) 'বরেণ্যঃ' (সর্ব্বৈঃ বরণীয়ঃ শ্রেষ্ঠতমঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'যঃ' (যঃ রসঃ, অমৃতং ইত্যর্থঃ) বিদ্যতে, 'তেন' 'অন্ধসা' (রসেন, অমৃতেন) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মান প্রাপ্নোতু); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ; অস্মাকং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ উপজায়তু—ইতি ভাবঃ ॥ (৩প-৫অ-১খ-৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাতে দেবভাবপ্রদায়ক পাপনাশক সর্ব্বলোক বরণীয় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরমানন্দদায়ক যে রস আছে, সেই রসের—অমৃতের সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটী প্রর্থনা-মূলক; ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হউক) ॥ (৩প—৫অ—১খ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অমহীয়ুর্ঋষিঃ। হে সোম! 'তে' তব 'দেবাবীঃ' দেবকামঃ 'অঘশংসহা' রাক্ষসানাং হন্তা 'বরেণ্যঃ' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'যঃ' রসো বিদ্যতে তেন রসেন 'অন্ধসা' আদরণীয়েন 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৩প-৫অ-১খ—৪সা) ॥

* * *

চতুর্থ (৪৭০) সামের মর্ম্মার্থ ।

———•——

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাব-প্রদায়ক। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ আছে এবং সেই জন্য মানুষের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্বের মিলন হইয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা দেন—দেবত্ব ও পশুত্বের একত্র মিলন। সত্ত্বগুণ দেবভাবের পরিচায়ক এবং রজঃ ও তমঃ পশুত্ব নির্দ্দেশ করে। সাধনার বলে যখন মানুষ এই রজঃ ও তমের ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখনই তাহার মধ্যে প্রকৃত দেবভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ বিহীন

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই দেবভাব। যাঁহার হৃদয়ে এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি দেবভাবের অধিকারী হয়েন। তাই শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাব-প্রদায়ক।

শুদ্ধসত্ত্বকে পাপনাশক বলা হইয়াছে। রজঃ ও তমের বিনাশে পাপনাশ অবশ্যম্ভাবী। রজঃ ও তমঃই পাপের জনক। যখনই সেই রজঃ ও তমঃ নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন পাপের অস্তিত্বও নষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশক। হৃদয় হইতে সেই পাপ দূরীভূত হইলে মানুষ বিমল আনন্দলাভ করে। সেই আনন্দ সকলেরই প্রার্থনার বস্তু। সেই আনন্দলাভ করিলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না। তাই এই আনন্দের মূলীভূত কারণ শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রে সোমকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অন্বয়ের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার শব্দগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না সত্য, কিন্তু মূলভাবগত বৈষম্য যথেষ্ট আছে। সোমরস নামক মাদকদ্রব্য কিরূপে যে দেবভাব-প্রদায়ক, পাপনাশক (অথবা ভাষ্যমতে রাক্ষসনাশক) হইতে পারে তাহা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মার্থ দৃষ্টে অধিগত হইবে। (৩প ৫দ ১খ ৪সা)॥ *

— —•— —

পঞ্চমং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

হরিঃ এতি কনিক্রদৎ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৫ র ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ ২ — ১ র ২

১। যস্ত্রো। মা ৩ দা। বা। ইয়া। রাইণা ১ যা ২ ঃ। তাইনাপব।

১ ২র ২র২ ১ — ১ ১ A ৩

স্ব। ঔ ৩ হো। বাহা। ধসা ২। দাইবা ২ ৩। বা ২ ইরা

৫র র ২ A ৩ ২

২ ৩ ৪ ওহোবা। ঘসা৬ সাহা ১॥ ৫॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ঊনবিংশ-বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম "ভাসম্" "সোমসাম" "প্রত্যোপস্থাম্।

৫ র র ১ ২ ২ ৫
১। ভিস্ত্রোবাচাঃ। উদাই। উদা ৩ ১ উ। বায়ে ৩। গা ২ ৩ ৪ ভে।

র র ২ ২ ২ ২ ৫
গাবোমিমা। ভিধাই। ভিধা ৩ ১ উ। বায়ে ৩ না ২ ৩ ৪ বাঃ।

র ২ ১ ২ ২
হরিয়েতী কনাই কনা ৩ ১ উ। বায়ে ৩।

৫
কা ২ ৩ ৪ দাৎ। ৫॥

* . *

৫ র র ১ ২ ২ ১র র ২ ২
২। ভিস্ত্রোবাচাঃ। উদাইয়া ৩ ভে। গাবোমিমাস্তিধা ১ ইনা ৩

২ র ৩ ৫ ১ ^ ৩ ৫র র
বাঃ। হরিয়েস্তো ২ ৩ ৪ হাই। কা ২ না ২ ৩ ৪ ওহোবা।

৩ ৫
ক্রা ২ ৩ ৪ দাৎ। ৫॥

* . *

২ র ১ ৫ ২ র ১ ২র র ১
৩। ভিস্ত্রোবাচো ২ ৩ ৪ হাই। উদীরস্তাই। গাবোমিমা ২ ৩ ৪

৫ ২ র১ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
হা ভিধেনবাঃ। হরিয়াইস্তো ২ ৩ ৪ হাই। কনায়ে ৫।

নিম্নোদ্ধৃত একটী গেয়-গান চতুর্থ সামের গেয়-গানের অন্তর্গত। মুদ্রাকর প্রমাদে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট না হওয়ায় নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল। ১৬শ পৃষ্ঠায় পঞ্চম সামের প্রথম গেয়-গান বলিয়া যেটী মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও চতুর্থ সামের অন্তর্গত। মুদ্রাকর-প্রমাদই উহার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হওয়ার প্রধান কারণ। যাহা হউক, পাঠকালে গেয়-গান দুইটীকে চতুর্থ সামের গেয়-গানরূপেই সন্নিবিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। যথা,—

৫ র র র ৫ ২র ২র র ২র ১র র
যস্তেমদোবরেণিয়া ৩ এ। তেনাপবস্বান্ধসা। দেবাবীয়া ২ ৩।

২ ১ ২ ১ ২ ২A A ৫
হাই। ঘাশাউবা। শাহাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥ ৪॥

* . *

১ ২ ৩ ৫ র র ২ ১ ২ র ১ ২ ৩
ক্রা ২ দা ২ ৩ ৪ ওহোবা। অস্মভ্যঙ্গাতুবিত্তমা

১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ৫ ॥

৫ ৪র র ৫ ৬ ৫র ৪ ৫ ২র র ৩ ২১৩
৪। ত্রিস্রোবাচউদীরতো। বাহাই। গাবোমিমা ৩। তীধেনা ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৫র র ৩ ৫
বাঃ। হারীরাইতো। কা ২ না ২ ৩ ৪ ওহোবা। ক্রা ২ ৩ ৪ দাৎ ॥ ৫ ॥

৪ ৩ র ৪ ২৩র৫ ১ র ২ ১ ১
৫। ত্রিস্রোহ ৫ বা। চা ৩ উদীরতাই। গাবোমিম। তিধাইনা ১ বা

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
২ ৩ঃ। হোবা ৩ হাই। হরাইরা ১ ইতা ২ ৩। হোবা ৩ হাই।

১ ২ ১ ২ ৩ ৫র র ৩ ৫
কনায়ে ৩। ক্র ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ দাঃ ॥ ৫ ॥

৪ র র র ৪ ২র ১র ২ ১র
৬। ত্রিস্রোবাচা ৫ উদীরতাই। গাবোমিমন্তিধেনবঃ। হরিয়া ২ ৩

২ — ১ ১ ২ ১ ২ ৩
ইতো। কনৌ ২। হুবাই। হো ৩ বা ৩। ক্রা ২ দো ২ ৩ ৪

৫র র ২র ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ওহোবা। হাওবা। ওবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ত্রিস্রঃ বাচঃ' (ত্রিবিধাঃ বাচঃ, ঋক্-যজুঃ-সামভিঃ ইত্যর্থঃ) 'উদীরতে' (গায়ন্তি প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); তেন 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'মিমন্তি' (উদ্দীপ্তাঃ ভবন্তি; যদ্বা—দীপয়ন্ত—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) অপিচ, 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'কনিক্রদৎ' (উদ্বোধয়ন্ত অস্মাকং চিত্তবৃত্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ-সত্ত্বভাবঃ ইতি ভাবঃ) 'এতি' (আগচ্ছতু অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসমন্বিতং জ্ঞানং অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (৩প—৫খ—১থ—৫সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

ঋক-যজুঃ-সাম মন্ত্রের দ্বারা আমরা প্রার্থনা করিতেছি তদ্দ্বারা জ্ঞান-কিরণসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে উদ্দীপিত হউক; অপিচ, জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করুক; পাপহারক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সমন্বিত জ্ঞান আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুক।)॥ ৫ ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

ত্রিত ঋষিঃ। 'তিস্রো বাচঃ' ঋগাদিভেদেন ত্রিবিধাঃ, 'উদীরতে' স্তুতীঃ প্রোদ্গায়ন্তি ঋত্বিজঃ। 'ধেনবঃ' আশিরেণ প্রীণয়িত্র্যঃ 'গাবঃ' 'মিমন্তি' শব্দায়ন্তে দোহার্থং। 'হরিঃ' হরিত-বর্ণঃ সোমশ্চ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন্। গচ্ছতি কলশম্। (৩প—৫অ—১৪ সা)॥

* * *

পঞ্চম (৪৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ * ‡—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা বিদ্যমান। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'গাবঃ' ও ধেনবঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে আমরা জ্ঞানকিরণ ও জ্ঞানরশ্মি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। উভয় পদই একার্থক, কেবলমাত্র প্রার্থনার দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য দুইটী বিভিন্ন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উভয় পদের অর্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'হরিঃ' পদে 'যিনি পাপ হরণ করেন' এই অর্থে 'পাপহারক'। শুদ্ধসত্ত্ব বা সদ্ভাবসমূহ পাপ বিনষ্ট করে, কলুষ বিদূরিত করিয়া মানুষকে পবিত্র করে। তাই মন্ত্রে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবনের একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ বেদগানে দ্যুলোক ভূলোক পূর্ণ করিতেছেন,—পবিত্র করিতেছেন; কেহ বা পবিত্র সোমরস প্রস্তুত করিতেছেন এবং তাঁহারই অদূরে দাঁড়াইয়া পয়স্বিনী গাভীগণ হাম্বারবে দিক মুখরিত করিতেছে। যেন তাহারা তাহাদের অসীম স্নেহের দান গ্রহণ করিবার জন্য ঋষিগণকে আহ্বান করিতেছে।* (৩প—৫অ—১৪—৫সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান ছয়টী; উহাদের নাম,—"বৈষ্টম্ভে," "পার্ষ্টে" "হে বে" "সুজ্ঞতুবৈষ্টম্ভম্" "পার্ষ্টে হিং"।

১ ২ ৩ ৫র র ২ ১ ২ র ১ ২ ৩
ক্রা ২ দা ২ ৩ ৪ ওহোবা। অস্মভ্যঙ্গাতুবিত্তমা

১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ৫ মৃ॥ ৫॥

* * *

৫ ৪র র ৫ ৪ ৫র ৪ ৫ ২র র ৩ ২১৩
৪। তিস্রোবাচউদীরতো। বাহাই। গাবোমিমা ৩। তী ধেনা ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৫র র ৩ ৫
বাঃ। হারীরাইতৌ। কা ২ না ২ ৩ ৪ ওহোবা। ক্রা ২ ৩ ৪ দাৎ॥ ৫॥

* * *

৪ ৩ র ৪ ২৩র৫ ১ র ২ ১ ১
৫। তিস্রোহ ৫ বা। চা ৩ উদীরতাই। গাবোমিম। তিধাইনা ১ বা

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
২ ৩ঃ। হোবা ৩ হাই। হরাইরা ১ ইতৌ ২ ৩। হোবা ৩ হাই।

১ ২ ১ ২ ৩ ৫র র ৩ ৫
কনায়ে ৩। ক্র ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দী ২ ৩ ৪ শাঃ॥ ৫॥

* * *

৪ র র র ৪ ২র ১র ২ ১র
৬। তিস্রোবাচা ৫ উদীরতাই। গাবোমিমস্তিধেনবঃ। হরিয়া ২ ৩

২ — ১ ২ ২ ১ ২ ৩
ইতো। কনৌ ২। হ্বাই। হো ৩ বা ৩। ক্রা ২ দো ২ ৩ ৪

৫র র ২র ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ওহোবা। হাওবা। ওবা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'তিস্রঃ বাচঃ' (ত্রিবিধাঃ বাচঃ, ঋক্-যজুঃ-সামভিঃ ইত্যর্থঃ) 'উদীরতে' (গায়ন্তি প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); তেন 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'মিমন্তি' (উদ্দীপ্তাঃ ভবন্তি; যদ্বা—দীপয়ন্তু—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) অপিচ, 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'কনিক্রদৎ' (উদ্বোধয়ন্তু অস্মাকং চিত্তবৃত্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ-সত্ত্বভাবঃ ইতি ভাবঃ) 'এতি' (আগচ্ছতু অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসমন্বিতং জ্ঞানং অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—১খ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঋক-যজুঃ-সাম মন্ত্রের দ্বারা আমরা প্রার্থনা করিতেছি তদ্দ্বারা জ্ঞান-কিরণসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে উদ্দীপিত হউক; অপিচ, জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করুক; পাপহারক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সমন্বিত জ্ঞান আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুক।)॥ ৫॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

ত্রিত ঋষিঃ। 'তিস্রো বাচঃ' ঋগাদিভেদেন ত্রিবিধাঃ, 'উদীরতে' স্তুতীঃ প্রোদ্গায়ন্তি ঋত্বিজঃ। 'ধেনবঃ' আশিরেণ প্রীণয়িত্র্যঃ 'গাবঃ' 'মিমন্তি' শব্দায়ন্তে দোহার্থং। 'হরিঃ' হরিত-বর্ণঃ সোমশ্চ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন্। গচ্ছতি কলশম্। (৩প—৫অ—১খ ৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (৪৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ • ‡—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা বিদ্যমান।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'গাবঃ' ও 'ধেনবঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে আমরা জ্ঞানকিরণ ও জ্ঞানরশ্মি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। উভয় পদই একার্থক, কেবলমাত্র প্রার্থনার দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য দুইটী বিভিন্ন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উভয় পদের অর্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'হরিঃ' পদে 'যিনি পাপ হরণ করেন' এই অর্থে 'পাপহারক'। শুদ্ধসত্ত্ব বা সদ্ভাবসমূহ পাপ বিনষ্ট করে, কলুষ বিদূরিত করিয়া মানুষকে পবিত্র করে। তাই মন্ত্রে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবনের একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ বেদগানে দ্যুলোক ভূলোক পূর্ণ করিতেছেন,—পবিত্র করিতেছেন; কেহ বা পবিত্র সোমরস প্রস্তুত করিতেছেন এবং তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া পয়স্বিনী গাভীগণ হাম্বারবে দিক মুখরিত করিতেছে। যেন তাহারা তাহাদের অসীম স্নেহের দান গ্রহণ করিবার জন্য ঋষিগণকে আহ্বান করিতেছে।" (৩প—৫অ—১খ—৫সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান ছয়টী; উহাদের নাম,—"বৈষ্টম্ভে," "পাষ্টৌহে," "হে বে" "কুলকুটৈষ্টম্" "পাষ্টৌহে"।

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় ইন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিং আসদং ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতাই পবস্বামা ২। ধুমত্তমাঃ। অর্কস্যে ২। নিমা ২ ৩। সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ইষোবৃধে ১ ॥ ৬ ॥

* * *

২। আ ২ ৩ ৪ ইন্দ্রা। যা ২ ৩ ৪ ইন্দ্রো। মরুত্বতে ৩। পা ২ ৩ ৪ বা। স্বা ২ ৩ ৪ মা। ধুমাত্তমা ৩ঃ। আ ২ ৩ ৪ র্কা। স্যা ২ ৩ ৪ যো। নিমাসদা ২ ৩ ৪ ৫ মৃ ॥ ৬ ॥

* * *

৩। ইন্দ্রায়াইন্দো ২ ৩। হা। ঔ ৩ হোবা। মরুত্বাতে ২ ৩। হা। ঔ ৩ হোবা। পবস্বাম্মা ২। হা। আ ৩ হোবা। ধুমত্তামা ২ ৩ঃ। হা। ঔ ৩ হোবা। অর্কস্যযো ২ ৩। হা। ঔ ৩ হোবা। নিমাসাদা ২ ৩ মৃ। হা। ঔ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥

* * *

৪ ৫র র র ৪ ৪ ১ ২১ ২
৪। ইন্দ্রায়েন্দো। এ৫। মরু। ত্বতাই। পবস্বমধুমত্তা ২৩ মাঃ।
১ S ২ ১ ২ ১ S ২
হুবাই। হো০বা। অর্কাস্তা ২৩ যো। হুবাই। হো ৩ বা।
১র ২
নিমাসা ২৩ দা ৩ ৪৩ যু। ২৩৪৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥

* *

৫ র র র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায়েন্দোহাউ। ম। রু। ত্বতে ৩ হাউ। পবস্বমধু। মা।
১ ২ ১ ১ ২ ১
ত্তমা ২ ৩ হাউ। অর্কা। স্যযো ২ ৩ হা ৩ ই। নিমা ২ ৩।
৫ ৪ ৫
হো ২৩৪ বা। সা ৫ দো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

* * *

৫ র র ৪৫ ৪৫ ২ ১ ২ ১২ ১ ২
৬। ইন্দ্রায়েন্দোবা। ওবা। মরুত্বতোবা। ওবা। পবস্বযোবা।
১২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৫ ৬
আবা। ধুমত্তমোবা। ওবা ৩। অর্কাহাউ। স্যবোহাউ।
২১২ ১ ৫ ৪ ৫
নিযোৱা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

* * *

৪ ৫র র র র৫ র ৪ ১ ২১২ S ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দোমরুত্বতে। ওহাই পবস্বমধমত্তমঃ। ও ৩ হা ৩ ৪ ৫।
২ ৫ ১১ ১ A ৩ ৫র র
ও ৩ ৪ হা। আর্কস্যাযো ২ ৩। না ২ ইমা ২ ৩ ৪ ওহোয়া।
২ ৩ ৫
উপ্। সা ২ ৩ ৪ দাম্ ॥ ৬ ॥

* * *

৫ র র র ৫ ১ ২ ১ ২
৮। ইন্দ্রায়েন্দোমরুত্বা ৬ তাই। পবস্বম। ধুমাত্তা ১ মা ২ ৩ ৪ ঃ।
৫ র ৫ ৪ ৫
অর্কস্যযোনিমা ৬ হাউ। সা ৫ দো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

* * *

168275
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং – হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ); অপিচ 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভিষ্টবর্ষকঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ— ভগবল্লাভায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু – ইতি ভাবঃ॥ (৩প – ৫দ – ১খ – ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; অপিচ ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্ট-পূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক)। (৩প—৫দ—১খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কশ্যপ ঋষিঃ। হে 'ইন্দো' সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ 'অর্কস্য' অর্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবস্ব' ক্ষর। ৬।

* * *

ষষ্ঠ (৪৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয়ই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থানীয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবৎচরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চলিবার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের

পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" (৩প—৫অ—১খ—৬দা)॥

—•—

সপ্তমং সাম।

২ ১ ৩ ১র ২র৩ ১র ২র ৩ ২
অসাবি অংশুঃ মদায় অপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২
শ্যেনো ন যোনিং আসদৎ॥ ৭॥ *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৫
১। আসা। বিয়ংশুর্ম্মা ৩ ১ উবা ২ ৩। দা ২ ৩ ৪ বা। আপ্সু-
৪ ৫ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২র ১র
দাক্ষাঃ। গিরা ৩ ১ উবায়ো ৩। ষ্ঠা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। শ্যেনীনা ২ ৩
২ ৫
য়ো। নিমা ৩ ১ উবা ২ ৩। সা ২ ৩ ৪ দাৎ॥ ৭॥

৪৫র ৪ ১ ৭ — ১ ৭ — ১ ২র ১ ২
২। অসাবিয়া। শুর্ম্মদা ২। য। আপ্সুদাক্ষা ২ঃ। গাইরিষ্ঠাঃ। শ্যাইনো
১ ২ ৫ ৪ ৫
১ নায়ো ২ ৩। নিমো ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৬ হাই॥ ৭॥

৫ র ৩২৮৩ ৫ ১ ৭ ২৮ ৩ ১ ২ ৮৩
৩। অসা। বিয়াও ২ ৩ ৪ বা। শূমেদায়া। ও ২ ৩ ৪ বা। আপ্সাও
৫ ২ ১র ২ ০ ৫
২ ৩ ৪ বা। দক্ষোগিরাই। ষ্ঠাও ২ ৩ ৪ বা।
২র ১র র র২৩ ১ ১ ১ ১
শ্যেনোনয়োনিমাসদা ২ ৩ ৪ ৫ ৬॥ ৭॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম,—"ইষবৃধীয়ম," "ইন্দ্রসাম," "বৈশ্বদেবে দ্বে"; "আগ্নেয়ং দ্বে" "বৈশ্বদেবম্," "আগ্নেয়ং।"

৫র ৩ ২ ৲ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৲ ৩ ৫
৪। অগ্না। বিশ্বোবা ও ২ ৩ ৪ বা। শুর্ম্মদায়ো। বা ও ২ ৩ ৪ বা।

৩ ২ ৲ ৩ ৫ ১ ২ ৲ ৩ ৫
অপ্‌সু। দক্ষোবা ও ২ ৩ ৪ বা। গিরাই। ষ্ঠৌবাউ ২ ৩ ৪ বা।

র ৩ ২ ৲ ৩ ৫ ১ ২ ৲ ৩
শ্যেনঃ। নযোবা ও ২ ৩ ৪ বা। নিমা। সাদোবাও

৫ ৪
২ ৩ ৪ বা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৭ ॥

* . *

৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ র র র র
৫। অগ্না। বৃহগ্নাহাই। অ৺শুর্ম্মদায়াপ্‌সুদক্ষোগিরিষ্টাউহবা ২ ৩

১ ২ ১ ৲ ৩ ৫র র
হোই। শ্যা ২ ৩ ইনো ৩। না ২ য়ো ২ ৩ ৪ ঔ হোবা।

২ ২ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
নিমাসদা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ॥ ৭ ॥

* . *

৪ ৫র ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ র
৬। অগ্নাব্য৺শুঃ। ঔহোবাহাই। মদা ২ ৩ য়া। আপসুদক্ষো-

২ ১ ২ ২ ১ ৲ ৩ ৫র
গিরিষ্ঠাঃ। শ্যাইনোনা ৩ য়ো ৩। না ২ ইমা ২ ৩ ৪ ঔ

র ২ ৩ ৫
হোবা। উপ্‌। সা ২ ৩ ৪ দা ৫ ॥ ৭ ॥

* . *

৩ ২ র ৫র ৪ ৫র ৪ ২ ১ র
৭। ইহা ৩ ১ ২ উ ৪। ইহা। সাব্য৺শুর্ম্মদায়। ইহা। অপ্‌সুদক্ষো-

২ ৩ ৫ ২র ১র ৲ ৩ ২ ৩
গিরিষ্ঠা ৩ ৪ ৫ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ হা। শ্যেনোনয়ো ২ নিমা ৩ ৪ ৫। ঔ

৫ ১ ৲ ৩ ২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ হা। আ ২ সদা ৩ ৪ ৫ ৬। ঔ ২ ৩ ৪ হা ॥ ৭ ॥

* . *

৩ ৫ ৩ ৫ ৫ ২ ১ ৩
৮। অস ২ ৩ ৪। বিয়৬ শুঃ। মদা ২ ৩ ৪ যা ৬। হাউ। আপসুদা

৫ ২ ১ ৫ ১ ২ ২
২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। গিরাইষ্ঠা ২ ৩ ৪ হাই। শ্যাইনোনা ৩ যো ৩।

১ ২ ১ ৫ ৫
নাইমা ২ ৩ হা ৩ ৩ ই। সা ২ ৩ ৪ দো ৬ হাই ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদায়' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা—ভক্তানাং অভীষ্টপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'অংশুঃ' (জ্ঞানকিরণঃ) 'অসাবি' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইতি যাবৎ) অপিচ 'অপ্সু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু সম্মিলিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'দক্ষঃ' (প্রবৃদ্ধঃ, অনন্তশক্তি-বিধায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; অপিচ, 'শ্যেনো ন' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীলঃ সন্) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদয়ং সত্ত্বভাবযুতেন দিব্যজ্ঞানেন পূর্ণং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫দ—১খ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত, শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রাপক জ্ঞানকিরণ পবিত্র এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অনন্তশক্তিবিধায়ক হউক এবং শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল হইয়া আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থঃ—আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হউক।) ॥ (৩প—৫দ—১খ—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

জমদগ্নির্ঋষিঃ। 'গিরিষ্ঠাঃ' পর্ব্বতে জাতঃ 'অংশুঃ' সোমঃ 'মদায় মদার্থং 'অসাবি' অভিষুতঃ। 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'দক্ষঃ' প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। কিঞ্চ। 'শ্যেনো ন' যথা শ্যেনো বনাদাগত্য স্থানমাসীদতি তদ্বৎ 'অয়ং' সোমঃ 'যোনিং' স্বকীয়স্থানং 'আ সদৎ' আসীদতি ॥ (৩প—৫দ—১খ—৭সা) ॥

* * *

সপ্তম (৪৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। সত্ত্বভাবযুক্ত পবিত্র জ্ঞান লাভের নিমিত্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান দিব্যজন্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের মধ্যেও তাঁহারই বিকাশ; তাই মানুষের হৃদয়েও জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মানুষ যখন আবিলতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তখন সে স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মূলতঃ কোনও প্রভেদ না থাকিলেও, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—দিব্যজন্মা জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু সেই হৃদয় একটু উন্নত ও পবিত্র হওয়া চাই। তাই এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে উন্নত হৃদয়ের জন্যও প্রার্থনা আছে।

জ্ঞান যখন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ ও মোক্ষদায়ক হয়। এই জ্ঞানের বীজ আমাদিগের হৃদয়ে নিহিত আছে সত্য, কিন্তু ভগবানের করুণা ভিন্ন সে বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয় না। তাই, একভাবে ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অভিষিক্ত করে।

ভাষ্যকার 'অংশুঃ' পদে সোম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। 'অংশুঃ' পদে জ্ঞান, জ্ঞানকিরণ প্রভৃতি অর্থেরই সঙ্গতি দেখা যায়। (৩প-৫অ-১থ-৭সা)।•

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥ ৮ ॥

• . •

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪র ৫ ১২র S ২ ২
১। পবস্বদো। হোহোবাহাই। ক্ষাসাধনা ৩ঃ। ঔ ৩ হো ৩ ৪ ই।
র ৫র ৩র ২ র ১র ২ ১ ২ ৩র ২ S
ঔ ৩ হো ৩ ৪ ই। ঔহো। বাহাই। দেবেভ্যঃ পাই। তয়েহরা ৩

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী; উহাদের নাম, "সোমসামানি চত্বারি"; "চ্যাবনানি চত্বারি।"

২　২　　র ৫র　৩র ২　১ ২র S
ই। ঔ৩হো৩৪ই। ঔহো। বাহাই। মরুদ্ভ্যোবা৩।

২　২　　র ৫র　৩র ২　১ ৯ ৩
ঔ৩হো৩৪ই। ঔহো। বাহা৩ই। বা২বা২৩

৫র র　৩　৫
৪ঔহোবা। মা২৩৪দাঃ॥ ৮॥

* * *

৪৫　৪র৫　৫　২র১র　র — ১　২ —
২। পবস্বদক্ষসাধনঃ। ও৬বা। দেবেভ্যঃ পীতয়া২ওই। হরা২ই।

১ ২র — ১　৪　৫　৪　৫
মরুদ্ভ্যোবা২। ও২৩। যবোবা। মা৫দো৬হাই॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরে' (হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দক্ষসাধনঃ' (আত্মশক্তিসাধকঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপেভ্যঃ, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বরূপিণাং ইত্যর্থঃ। তথা 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিবেকরূপিভ্যঃ দেবেভ্যঃ যদ্বা—বিবেকরূপিণাং দেবানাং ইত্যর্থঃ) তথা 'বায়বে' (আশুমুক্তিদায়কস্য দেবস্য ইত্যর্থঃ), পীতয়ে' (প্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া সহ অস্মাকং হৃদি উপজায় ইতি ভাবঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। ভগবল্লাভায় সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৫অ ১খ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পাপহারক শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মশক্তিসাধক পরমানন্দদায়ক তুমি শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বিবেকরূপী দেবগণের এবং আশুমুক্তিদায়ক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও (এ মন্ত্রও প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)॥ (৩প—৫অ—১খ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দৃঢ়চ্যুত আগস্ত্য ঋষিঃ। হে 'হরে'! হরিতবর্ণ পাপহর্ত্তর্বা সোম! 'দক্ষসাধনঃ' দক্ষো বলস্তস্য সাধকঃ 'মদঃ' মদকরস্ত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। কিমর্থং? 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ 'পীতয়ে' পানায়। তথা 'মরুদ্ভ্যঃ' 'বায়বে' চ 'পীতয়ে' পানায় 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৩প—৫অ—১খ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (৪৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্বে একটী মন্ত্রে (৩প-৫অ-১খ-৫সা) 'হরিঃ' পদে ভাষ্যকার 'হরিতবর্ণঃ সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ স্থলে 'হরিঃ' পদে 'পাপহারক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারও বর্ত্তমান মন্ত্রে 'হরে' পদে "পাপহর্ত্তর্বা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বাপর পূর্ণসঙ্গতি না থাকিলেও আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ঐক্য-সাধন হইতেছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই। উদাহরণস্বরূপ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই ভাষ্যের সহিত উহার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। সে বঙ্গানুবাদটী এই,—'হে হরিৎবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানার্থ ক্ষরিত হও।' ব্যাখ্যাকার 'হরে' পদে 'পাপহারক' অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের ন্যায় ঐ 'হরে' পদে আমরা সোমকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। সত্ত্বভাবই পাপহরণকারী। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবসাদৃশ্য লাভ করে। সত্ত্বের মধ্য দিয়াই মিলন সম্ভবপর হয়। মানুষের মধ্যে দেবভাব উপজিত হইলেই দেবতার সহিত মিলন হয়। সেই মিলনের পথে,—মুক্তির পথে—লইয়া যায়—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ভাব গ্রহণ করেন। যখন সেই ভাবরাশি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তখনই মোক্ষলাভ ঘটে। যাহাতে আমাদিগের মধ্যে সেই ভাব সঞ্চার হয়, তাহার জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৩প-৫অ-১খ-৮সা)।

নামং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।

১ ২ ৩ ২ ১

মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ৯ ॥

* * *

গেয় গানং।

৪৫ ২র র র ১ ৩ ৫ ২র ১

১। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা ২ ইত্রে ২ ৩ ৪ সো। মোঅক্ষারা ২ ৫।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫

মদাইষুসা ৩। ঈ ৩ যা ৩। র্ব্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হাই ॥ ৯ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম— "প্রাজাপত্যে দ্বে।"

৪ ৫ ২র র র ১ ৩ ৫
২। প। র্বৈপারো। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা২ইত্রে২৩৪গো।

২র ১ ১ ২ ২ ১ ৩
মোঅক্ষারা২৫। মদাইম্ সা৩হা৩। র্ব্ব২ধা২৩৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ৩। অগো২৩৪৫।৯॥

* * *

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ২১২র১ ২র৩২১
৩। পাহ৫রী। স্বানো৩গা৩ইরিষ্ঠাঃ। পবিত্রেগো। মোঅক্ষরাৎ।

২১২র ১ ৪ ৫ ১ ২ ২
পবিত্রে। গোমো২৩। ক্ষারাৎ। ওই। মদো। বা৩৪৩৩

৫ ৪ ২ ১র ২ ১ ৩
৩৪বা। যুবা। সর্ব্বধাঃ। অপায়ে৩। মা২দা২৩৪

৫র র ২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ৩। যুসর্ব্বধাঅসী২৩৪৫।৯॥

* * *

৪ ২ ১২৩র২১ ৩ ৫ ২ ৩
৪। ঔ৩হোই। ইহহাহহাই। ঔ২হো২৩৪বা। পরাইস্বা

৫ ২৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩
২৩৪নো। গিরা২৩৪ইন্টাঃ। পাবত্রে২৩৪গো। মোঅক্ষা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
২৩৪রাৎ। মদাইম্২৩৪সা। র্ব্বধাপা২৩৪গো।

৪ ২ ১২৩র২১ ৩
ঔ৩হোই। ইহহাহহাই। ঔ২হো২৩৪৫বা

২ ১৩ ১ ১ ১ ১
৬৫৬ এ৩। উপা২৩৪৫।৯॥

* * *

৪ ৫ ২ — — ১ ৩র২ ১
৫। পা। র্বৈস্বানাঃ। গা২ই। রিষ্ঠা২স্বা। হাহাই। ওবা২৩

১ ২ ১ ৭ ৩র২ ১
হোই। পবিত্রেগো। মোঅক্ষারা২৫। হাহাই। ওবা২৩

৩ ৩২ ৩র২ ১ ১ ২ ১
হোই। মদা২ ইষুণা। হাহাই। ওবা২৩হো। র্ব্বধো

৫ ৪ ৫
২৩৪বা। আ৫গো৬হাই॥ ৯॥

• • •

৫র রর র ৪৫ — — ১ ৩
৬। পর্য্যোহোবাহাইস্বানাঃ। গা২ই। রিষ্টা২য়া। ও২৩৪।

৩র ২ ৩র২ ১২ ১২ ১ ২ ১ ৭
হোহোই। হাহা। হোবা। হোবা। পবিত্রেসো। মোঅক্কারা

৩ ৩র২ ৩র২ ১২ ১
২৫। ও২৩৪। হাহোই। হাহা। হোবা। মদা

৩২ ৩ ৩র২ ৩র২ ১ ২ ১২
২ইষুণা। ও২৩২। হাহাই। হাহা। হোবা। হোবা৩।

২ ১ ৫ ৪ ৫
র্ব্বধো২৩৪বা। আ৫গো৬হাই॥ ১০॥

• • •

168275

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা—ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যাক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃ সঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধূনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং স্বতমেব সঞ্চায়তে। অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থনামহে; এতাদৃশঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—১খ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে স্বতঃ সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-

সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (৩প—৫অ—১খ—৯সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যাঃ পরস্যাশ্চ কাশ্যপোঽসিত ঋষিঃ। অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিক্ষরতি 'স্বানঃ' সুবানঃ অভিষূয়মাণঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী গিরৌ বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু স্তোতৃকেষু 'সর্ব্বধা' অসি সর্ব্বস্য ধাতা দাতা বা ভবসি॥ 'স্বানঃ'—সুবানঃ'—ইতি অক্ষরণ অন্যা—ইতি চ সায়ণঃ পাঠৌ॥ (৩প-৫অ ১খ—৯সা)॥

* * *

নবম (৪৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর। এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (৩প—৫অ—১খ—৯সা)॥ *

* এই সাম মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"আদ্যং বৈদন্বতম্", "দ্বিতীয়ং বৈদন্বতম্", "তৃতীয়ং বৈদন্বতম্", "চতুর্থং বৈদন্বতম্", "আঙ্গিরসস্য পদস্তোভৌ দৌ"।

দশমং সাম

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র ৩ ২
পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াꣳসি নপ্ত্যোর্হিতঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বানৈর্যাতি কবিক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

* . *

গেয়-গানং।

৫ র ৪ ৫ ১ র র র র ২
১। পরিপ্রিয়াদিবঃকাবীঃ। বয়াꣳসিনপ্তোর্হিতঃ। স্বানৈর্য্যা ২ ৩ ন্তী।
১ — ১ — ২ ৩ ২ ১ A ৩
আযা ২। ইয়া ২ ঈ ৩ য়া। কবিক্রতো ২। যা ২ ৩ ৪
৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১০ ॥

* . *

৪ ৪ ১Sর র ২ ১ র র ২ ১
২। পরিপ্রিয়া ৫ দিবঃ কবাইঃ। বয়া ২ হো ১ বাꣳসিনপ্ত্যোবোর্হিতঃ।
র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ —
স্বানৈর্য্যা ২ ৩ ন্তী হুবা। হোবা। হোবা। হুবা ২ ই।
S ২ ৩ ২ ২ A ৩ ৫র র
ঈ ৩ য়া। কবিক্রতো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা
২ ১ ১ ১ ১ ১
ঈ ৩ যা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (মেধাবী, প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ) 'কবিক্রতুঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, বুদ্ধিমান্—জনঃ ইতি যাবৎ) 'স্বানৈঃ' (অধ্বর্য্যুঃসহিতেন, সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্রিয়াঃ' 'বয়াংসি' (শক্তীঃ, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'নপ্ত্যোর্হিতঃ' (অহোরাত্রয়োঃ স্থিতং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'পরিযাতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ তথা সৎকর্ম্মসাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৩প · ৫অ—১খ—১০সা) ॥

* . *

অথবা,

'কবিঃ' (মেধাবী) 'কবিক্রতুঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ,—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'সধ্যোর্হিতঃ' (সাধকানাং হৃদি সদা বর্ত্তমানঃ ইতি ভাবঃ); 'দিবঃ' (হৃদ্রূপস্ত দ্যুলোকস্ত ইতি যাবৎ) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি) 'বয়াংসি' (অন্নানি, শক্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বানৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ সহ) 'পরিযাতি' (গচ্ছন্তি, উদ্বোধিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকোঽয়ং। সাধকানাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বঃ নিত্যমেব বর্ত্ততে। সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন চ সা শক্তি উদ্বোধিতা ভবতি ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—১খ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা দ্যুলোকের প্রিয় শক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক; ভাব এই যে,—জ্ঞানী এবং সৎকর্ম্মসাধকগণই আত্মশক্তি লাভ করেন)। (৩প—৫অ—১খ—১০সা)।

অথবা,

মেধাবী ক্রান্তপ্রজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব (ভগবান্) সাধকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। হৃদয়রূপ দ্যুলোকের প্রিয়শক্তিসমূহ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই উদ্বোধিত হইয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। সাধকহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যকাল বিরাজিত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সে শক্তি উদ্বোধিত হইয়া থাকে।)। (৩প—৫অ—১খ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবি'র্ম্মেধাবী। 'কবিক্রতুঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা সোমঃ 'সধ্যোঃ' অভিষবণফলকয়োঃ 'হিতঃ' নিহিতঃ। 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'প্রিয়া' প্রিয়াণি 'বয়াংসি' বয়ন্তি গচ্ছন্তীতি বয়াংসি প্রাবাণঃ তানি। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—শ্যেনা অতিথয়ঃ পর্ব্বতানাং ককুভঃ ইতি। 'স্বানৈঃ' অভিষুণ্বদ্ভিরধ্বর্য্যুভিঃ 'পরিযাতি' গচ্ছতি। 'স্বানৈঃ'—সুবানৈঃ ইতি সামগাঃ পাঠৌ। ১০।

* * *

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১।

* * *

দশম (৪৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিলতাসম্পন্ন। ইহার প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"কবি ক্রান্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হইয়া দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষীগণের নিকট গমন করেন।"

এ ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের কি উচ্চ ভাব সূচিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। 'অভিষুত হইয়া সোম দ্যুলোকে পক্ষিগণের নিকট গমন করে'—ইহার তাৎপর্য্য কি? দ্যুলোকের পক্ষী বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না।

যাহা হউক, আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে যে দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। স্থূল-দৃষ্টিতে ভাব বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই। সাধক-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান চিরবিরাজমান আছেন এবং সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার শক্তি জাগরিত হইলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হন, উভয় অন্বয়ই এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষিত না হইলে, হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান না হইলে, কি আর শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হওয়া যায়? না—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে? তাই, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার এবং তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় পন্থার অনুসরণেই মানুষ আত্মশক্তির অধিকারী হয়েন। জ্ঞান ও কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়াই সাধক আপনার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। জ্ঞানের জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে সাধক দেখিতে পান—তিনিই সেই। তাঁহাতে ও সাধকে স্বরূপতঃ কোনও প্রভেদ নাই—এই জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের হৃদয় হইতে সমস্ত দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়। তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

জ্ঞান সাধনের সহিত কর্ম্ম-সাধনেরও সাদৃশ্য আছে। সৎকর্ম্মের সাধনা দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিলে, সৎভাবে জীবন যাপন করিলে, শত্রুগণ হীনবল হয়। সৎকর্ম্মজনিত শক্তির নিকট তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তাই সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই সাধক অনায়াসে আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সৎকর্ম্মের প্রেরণাই তাঁহাকে ঊর্দ্ধমুখে পরিচালিত করে। সুতরাং সাধক পরিণামে মুক্তি লাভ করেন। (৩প—৫অ—১খ—১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"পূর্ব্বমৌর্ণায়বম্," এবং "উত্তরমৌর্ণায়বম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আৰ্চ্চিকঃ।

পবমানং পৰ্ব্ব (তৃতীয়ং পৰ্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ র ২র ৩২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনাম্।
৩ ২ ৩১ ২
স্থতা বিদথে অক্রমুঃ॥ ১॥

* * *

গেয় গানং।

২ ১ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ৩
প্রসোমা ২ ৩ ৪ সাঃ। মদচ্যুতঃ। ঔ ২ ৩ হোবা ৩। শ্রবা ২ সা
৫ ১ ৭ — ১ ১ ২ ৩
২ ৩ ৪ ইনাঃ। ওইমঘোনা ২ ম্। স্থতা ২ ৩ঃ। বা ২ ইদ
৫র র ২র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। থে অক্রমূ। ২ ৩ ৪ ৫ঃ। ১।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কাঃ) 'স্থতাঃ' (অভিষুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ, পবিত্রকারকাঃ ইত্যর্থঃ), 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'মঘোনাং' (হবিষ্মতাং, সৎকৰ্ম্মসাধনশীলানাং) 'নঃ' (অস্মাকং)

'বিদথে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'শ্রবসে' (সিদ্ধিপ্রদানায়) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নোতু—অস্মান্ ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণি সিদ্ধিলাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামঃ॥ (৩প-৫অ-২খ—সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মসাধনশীল আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনে সিদ্ধিপ্রদানের জন্য আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য আমরা যেন শুদ্ধ-সত্ত্বকে প্রাপ্ত হই)॥ (৩প—৫অ—২খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্যাবাশ্বঋষিঃ। 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'মদচ্যুতঃ' মদস্রাবিণঃ 'সুতাঃ' সুতঃ অভিষুতঃ সন্তঃ 'মঘোনাং' হবিষ্মতাং 'নঃ' অস্মাকং সম্বন্ধিনি 'বিদথে' যজ্ঞে 'শ্রবসে' অন্নায় কীর্ত্তয়ে বা 'প্রাক্রমুঃ' প্রগচ্ছন্তি। 'মঘোনাং'—'মঘোনঃ' ইতি চ পাঠৌ। (৩প-৫অ—২খ-১সা)॥

* * *

প্রথম (৪৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাব-লাভের দ্বারা সৎকর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রার্থনা আছে। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র না হইলে, হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার না হইলে, সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। সৎকর্ম্মসাধনের পরিণতি—মোক্ষলাভ। তাই সেই মোক্ষ বা পরাগতি প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনা।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'মদচ্যুতঃ' পদে ভাষ্যকার 'মদস্রাবিণঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ঐ পদে 'আনন্দদায়কঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি হিন্দি-ব্যাখ্যাতেও আমাদের পরিগৃহীত ঐ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। 'মঘোনাং' পদে ভাষ্যে 'হবিষ্মতাং' অর্থ দৃষ্ট হয়। সৎকর্ম্মসাধনই প্রকৃষ্ট হবিঃ। তাই ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসাধনশীলানাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্রবসে' পদে 'সিদ্ধিলাভায়' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কার্য্যে সফলতালাভ করিলেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ হয়। তদনুসারে আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'সিদ্ধিলাভায়' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বিদথ' শব্দে যজ্ঞ—সৎকর্ম্ম বুঝায়। তাই 'বিদথে' পদে 'সৎকর্ম্ম সাধনে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে॥ (৩প-৫অ—২খ-১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সৌভরম্"।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ র২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত উর্ম্ময়ঃ।

১২ ৩ ১ ২
বনানি মহিষা ইব ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র র ১ ২ ১ ২ — ১ ১ র ২
প্রসোমাসাঃ। বাইপশ্চিতঃ। আপো ১ নায়া ২। ত্তা উর্ম্ময়ঃ।

১ ২ — ১ ২ ২ ১ ২র ১ ২
বানা ১ নিমা ২। আঔ ৩ হো। হিসাইব ইড়া ২ ৩ ভা।

১
৩ ৪ ও। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অপঃ' 'উর্ম্ময়ঃ' (অপাং উর্ম্ময়ঃ যথা সততং স্বয়মেব উদ্ভবন্তি তদ্বৎ) অথবা 'বনানি মহিষা ইব' (বনানি যথা স্বতমেব প্রবৃদ্ধানি ভবন্তি তদ্বৎ) 'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনাং, যদ্বা পরাজ্ঞানসম্পন্নানাং আত্মোৎকর্ষসাধনশীলানাং সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্র নয়ন্ত' (স্বতমেব উদ্ভবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতঃমেব সঞ্জায়তে। (৩প—৫অ—২ম-২সা)।

অথবা,

'বনানি মহিষা ইব' (মহিমান্বিতসাধকঃ যথা জ্যোতিঃ প্রাপ্নোতি যদ্বা পশবঃ যথা স্বভাবতঃ বনং গচ্ছন্তি তদ্বৎ)। 'অপঃ' (অপাং, অমৃতানাং) 'উর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ প্রবাহাঃ,—সদৃশাঃ ইতি যাবৎ) 'বিপশ্চিতঃ' (পরাজ্ঞানদায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্রণয়ন্তঃ' (আগচ্ছন্তি, আগচ্ছন্তু—অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ); প্রভূতপরিমাণেন সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—২থ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপের (জলের) উর্ম্মিমালা যেমন সতত আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়, অথবা বনসমূহ যেমন আপনা-আপনিই প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে; সেইরূপ পরা-জ্ঞানসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসাধনশীল সাধকদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভূত,

হইয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষ-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃই সঞ্জাত হয়।)। (৩প—৫অ—২খ—২সা।)॥

অথবা

মহিমান্বিত সাধক যেমন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন অথবা পশুগণ যেমন স্বভাবতঃ বনে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ অমৃতের প্রবাহসদৃশ পরাজ্ঞান-দায়ক সত্ত্বভাবসমূহ, আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (ভাব এই যে,—প্রভূতপরিমাণে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক।) ।২ ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিতঋষিঃ। 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'প্র নয়ন্ত' পাত্রাণি প্রতি গচ্ছন্তি। কিমিব? 'অপউর্ম্ময়ঃ অপ ইতি ষষ্ঠী ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়া। অপামূর্ম্ময়ঃ অতএব বহ্বৃচাঃ—অপাময়স্তীতি পঠন্তি তে যথা সততমুত্তরন্তি তদ্বৎ। বাহুল্যোহয়ং দৃষ্টান্তঃ। অর্বস্তো গমনে দৃষ্টান্তান্তরমভিধীয়তে 'বনানি মহিষাঃ' প্রবৃদ্ধাঃ মৃগা ইব। অথবা স্বাশ্রয়াৎ প্রস্রবণে প্রথমো দৃষ্টান্তঃ। দ্বিতীয়স্তু দশাপবিত্রাদনঃ প্রদেশে। (৩প—৫অ-২খ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৪৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

দ্বিবিধ উপমায় মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রকাশক এক অতি উচ্চ ভাব সূচিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সৎকর্ম্মশীল হও, আত্মোৎকর্ষ সাধন কর, ভগবানে মন সংন্যস্ত কর, হৃদয়ের আবিলতা দূরে যাইবে, হৃদয় নির্ম্মল হইবে—দেব-ভাবের আবির্ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।'

মন্ত্রের 'অপঃ উর্ম্ময়ঃ' উপমায় বুঝাইতেছে,—'হৃদয় পবিত্র কর; সত্ত্বভাব আপনিই আপরিত হইবে।' প্রশান্ত সুনির্ম্মল জলের বীচিবিক্ষোভ যেমন স্বাভাবিক, উর্ম্মি সমুদ্ভব যেমন আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়, তাহাতে যেমন অপরের সহায়তা আবশ্যক হয় না; তেমনি আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ের পবিত্রতা সাধিত হইলে, সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে সে হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হয়েন।

দ্বিতীয় উপমায় অর্থাৎ 'বনানি মহিষা ইব' উপমা-বাক্যেও একই ভাব দ্যোতনা করে। প্রকৃতির প্রভাবে তরুগুল্মলতা প্রভৃতি যেমন আপনা-আপনিই পরিবর্দ্ধিত হয়, সে পরিবর্দ্ধনে যেমন প্রকৃতির প্রভাব বর্ত্তমান; সেইরূপ আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আপনা-আপনিই প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পরিবর্দ্ধনে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় সত্ত্বভাব সঞ্চারে আত্মোৎকর্ষ সাধনই মূলীভূত।

মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—পরিশুদ্ধ পরিমার্জ্জিত অন্তরে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব বা সদ্ভাবসমূহের সমাবেশ হয়। সুতরাং, সদ্ভাবের অধিকারী হইলে, সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, হৃদয় নির্ম্মল কর, আত্মার উৎকর্ষ-সাধনে প্রযত্নপর হও। ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রে যে ভাব প্রকটিত করে, নিম্নে তাহার আভাষ লউন। মূলতঃ উভয়ই একের অভিব্যক্তি। উভয়ত্রই সদ্ভাব আহরণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক।' কিরূপ ভাবে? বন্য পশুগণ যেমন বনের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভাবে। বনের মধ্যেই পশুগণ থাকে তাহাদের পক্ষে সেখানে যাওয়াই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিক নয়, অন্য স্থানে থাকিলেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহারা পুনরায় বনে চলিয়া যায়। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাবের আবির্ভাবও সেইরূপ স্বাভাবিক। অসৎকর্ম্মের ফলে, অথবা সাধনার অভাবে, মানুষ অধঃপতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে পুনরায় আপনার স্বস্থানে আসিতে হইবে—মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাবের উপজন হইবে। এই দিক দিয়া আমরা 'বনানি মহিষা ইব' উপমার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। অথবা, পশু যেমন অতিশয় বেগের এবং আগ্রহের সহিত বনের মধ্যে গমন করে, তেমনি বেগে, তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিত, সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক—উপমা এই ভাবেরও দ্যোতনা করে।

'অপঃ উর্ম্মিঃ'—অমৃতের প্রবাহ সদৃশ। এই উপমা সত্ত্বভাবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। অমৃতপানে মানুষ অমর হয়। সত্ত্বভাবের উপজনেও মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতপ্রবাহ সদৃশ বলা হইয়াছে। 'হৃদয় সত্ত্বভাবের বন্যায় কানায়-কানায় পূর্ণ হউক, অন্য কোনও ভাবের যেন স্থান না থাকে। আমরা যেন সত্ত্বময় হইয়া যাই,—মন্ত্র এবম্বিধ প্রার্থনাই সূচিত করিতেছে। (৩প—৫অ—২খ—২সা)।*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

১২　৩　১২　৩২　৩১　২　৩　৩　১২

পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে।

৩　২৩　১　১

বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৩ ॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সৌভরম্"।

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪ ২১র র র ২ ২ ৲ ৩
পবস্বেন্দো ৫ বৃষাসুতাঃ। কৃধী নো যশসোজনায়ে ৬। বাইশ্বা অা
৫ ১ ৲ ৩ ৫র র ৩ ৫
২৩৪পা। দ্বা ২ ইষা ২৩৪ ঔহোবা। জা ২৩৪হী ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'বৃষা' (অভিমতফলবর্ষকঃ) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ); তথা ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'জনে' (জনপদেষু, ইহজগতি ইতি যাবৎ) 'যশসঃ' (যশস্বিনঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণান্ ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু); অপিচ, ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান্ সর্ব্বান্) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, রিপূশত্রূন্) 'অপজহি' (বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেয়ং—ইতি ভাবঃ ॥ (৩প-৫অ ২খ-৩স)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ অভিমতফলবর্ষক তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হও অর্থাৎ ভগবানের করুণাধারারূপে ক্ষরিত হও; এবং আপনি আমাদিগকে ইহজগতে সৎকর্ম্মপরায়ণ কর; এবং তুমি আমাদিগের সর্ব্ববিধ রিপুশত্রুদিগকে বিনাশ কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমরা যেন রিপুশত্রুদিগকে জয় করিতে পারি।)॥ (৩প—৫অ—২খ—৩স)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমহীয়ুঋষিঃ। হে 'ইন্দো' সোম! 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বৃষা' সেক্তা ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। 'জনে' জনপদেষু 'নঃ' অস্মান্ 'যশসঃ' যশস্বিনঃ 'কৃধি' কুরু। 'বিশ্বা' সর্ব্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্ 'অপ জহি' মারয়। (৩প-৫অ—২খ-৩স)।

* * *

তৃতীয় (৪৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ত্রিধা বিভক্ত এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। তাহার প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব লাভের জন্য, দ্বিতীয় অংশে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য এবং শেষাংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা আছে।

মন্ত্রের প্রার্থনা বিশ্বপ্রেমের দ্যোতনা করে। শুধু নিজের জন্য এই প্রার্থনা নয়—এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গলের জন্য। 'বিশ্ববাসী সকলে উন্নত হউক, পবিত্র হউক, সকল লোক সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হউক; বিশ্বের সকল লোক চিরদিনের জন্য রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করুক';—মন্ত্রের মধ্যে এই বিশ্বজনীন প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'সূত্রে মণিগণা ইব' বিশ্ব একসূত্রে বাঁধা। এক অংশকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কাহাকেও ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই। কেবল একজন পূর্ণভাবে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে না। কারণ, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উপর ক্রিয়া করে। পারিপার্শ্বিক অসৎ অবস্থার মধ্যে থাকায় সদ্ব্যক্তিরও কিয়ৎপরিমাণে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং নিজে শুধু সত্ত্বভাবান্বিত হইলে চলিবে না—সমগ্র বিশ্বকে সত্ত্বভাবে পূর্ণ করা চাই। তবেই নিরাপদে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্যই এই বিশ্বজনীন প্রার্থনা।

অন্যদিক দিয়াও এই বিশ্বজনীন প্রার্থনার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ভগবানেরই বিকাশ। সুতরাং এই পারিদৃশ্যমান জগৎকে অবহেলা করিয়া সেই বিশ্বপ্রভুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি এই বিশ্বের মধ্যেও আছেন। তাই সাধক বলেন,—'বিভুপ্রেম পূর্ণ নয় বিশ্বপ্রেম বিনা।' বিশ্বপ্রেমের মধ্য দিয়া সেই বিশ্বপিতার সন্ধানলাভ সম্ভবপর। বিশ্ব যদি উন্নত হয়, আমিও উন্নত হইব। বিশ্বের শত্রু যদি বিনাশ পায়, তবে আমিও চিরদিনের জন্য রিপুকবল হইতে মুক্তিলাভ করিব। বিশ্বের মধ্যে আমি ডুবিয়া আছি। তাহার ভাব-প্রবাহ আমার হৃদয়কূলে আসিয়া আঘাত করে, তাহাতে তরঙ্গ তুলে। সুতরাং বিশ্ব যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে, আমার মধ্যেও সেই ভাবের ছায়া পড়িবে। তাই বেদমন্ত্রের মধ্যে এই সার্ব্বজনীন প্রার্থনা। মন্ত্রে যে 'নঃ' পদ পরিদৃষ্ট হয়, সেই 'নঃ' পদেই বিশ্বভাব দ্যোতনা করিতেছে। (৩প—৫অ—২খ—৩সা) ॥ *

— * —

চতুর্থং সাম।

২ ৩　১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে।

১ ২ ২　৩ ১ ২
পবমান স্বর্দ্দৃশম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বৃষকম্।"

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ২ ১র ২ ১ র ২
১। বৃষাহিয়া। সিভানু২৩না। দ্যুমন্তংত্বাহাবা১মাহা২৩৪ই।

৩ ২ ১ ২ ১ ৫ ৩ ৫
পবা৩। মানস্বৰো২৩৪বা। দৃ২৩৪শাম্॥৪॥

* * *

৪ র র ৪ ২ ১ ২র১Sর র —
২। বৃষাহিয়া৫সিভানুনা। দ্যুমন্তংত্বাহবা২মহে। হা২ই।

— S ২ ১ ২র ১ ২ — —
উ২ হো৩বা। পবমানস্বর্দৃশম্। হা২ইউ২।

S ২ ৩ ২
হো৩বা। হুবো৩৪৫ই। ডা॥৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'বৃষা' (অভিমতফলবর্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং, সর্ব্বজ্ঞং ইত্যর্থঃ) 'ভানুনা দ্যুমন্তং' (তেজসা দীপ্তিমন্তং, অতিশয়েন তেজস্বিনং—তেজোময়ং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম। ভগবান্ অস্মান্ পরিত্রায়তু—ইতি ভাবঃ।)॥ (৩প-৫অ—২খ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান্! আপনি নিশ্চয়ই অভিমতফলবর্ষক হয়েন। পবিত্রকারক হে দেব! সর্ব্বজ্ঞ তেজোময় আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই। ভগবান আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (৩প—৫অ—২খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভৃগুঋষিঃ। হে 'সোম'! ত্বং 'বৃষা' অভিলষিতফলানাং বর্ষিতা 'অসি হি' ভবসি খলু। তস্মাৎ হে 'পবমান' পূয়মান পুনান বা সোম। 'স্বর্দৃশং' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং 'ভানুনা' তেজসা

'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তম্ অতিশয়েন তেজস্বিনমিত্যর্থঃ। স্তুতিমন্তং বা 'ত্বা' ত্বাং 'হবামহে' যজ্ঞেষু আহ্বয়ামহে। (৩প—৫অ—২থ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৪৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ নিত্যসত্যপ্রকাশক এবং অপরাংশ প্রার্থনা-মূলক। ভগবান্ মানবের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন—এই নিত্যসত্য প্রথমাংশে বিবৃত হইয়াছে। তিনিই জীবের একমাত্র গতি। তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে মানবের উপর করুণাধারা অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সেই কল্পতরুমূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। তিনি মানবের সর্ব্বাভীষ্টপূরক।

মানবের এমন হিতৈষী যে দেবতা, কাহার মন না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়? কিন্তু মোহমায়ার আচ্ছন্ন মানুষ; সেই পরম দেবতাকে ভুলিয়া যায়, তাঁহার আরাধনায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে না। মানুষ দুর্ব্বল, চারিদিকে রিপুগণের দ্বারা আক্রান্ত। তাই তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে। যাহাতে সেই পরম দেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, রিপুগণ আমাদিগকে যাহাতে পথ ভুলাইয়া না দেয়, মন্ত্রে সেই প্রার্থনা করা হইতেছে। ভগবৎ চরণে প্রার্থনা-পরায়ণ হইলে আর রিপুগণ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না—অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই প্রার্থনা-পরায়ণ হইবার উপযোগী শক্তি ও মনোবৃত্তি লাভের জন্য এই প্রার্থনার সূচনা। (৩প ৫অ ২থ ৪সা)। *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতি।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ৩র ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ৩ ৫
১। ইন্দুরোহোবাহাই। পাবী। ষ্টচা। ২ই। তনো ২ ৩ ৪ বা।
২র ১ ৫ ২ ১ ২র ২র ২ ৩
হাহোই। হো ৩ হা। প্রিয়াঃ কবী। নাম্মা। তিরো।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম,—"বৃষকাণি ত্রীণি।"

৫ ২র ১ ৫ ২ ১ ৪ ৩
২৩৪হা। হাহোই। হো৩হা। সৃজা২৫। অশ্বো

৫ ২র র ৫ ২ ১ ৪ ৩
২৩৪হা। হাহোই। হো৩হা৩। রা২য়া

৫র র ৩ ৫
২৩৪ঔহোবা। ঈ২৩৪বা॥ ৫॥

* * *

৪ ৫ ৪র৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৩
২। ইন্দুঃ পবিষ্টচেতনঃ প্রিয়ঃ কবাই। হু৩মৃহুম্। নাম্ম ২৩৪

৫ ১ ২ ৫ ২ ১ ৪ ৩
তীঃ। সৃজাদা২৩শ্বাম্। হু৩মৃহু৩ম্। রা২থা২৩৪

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা ঈ২৩৪বা॥ ৫॥

* * *

৪ ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪৪র ৫ ৪ ২ ৪ ৪ ১
৩। ইন্দুঃ পবিষ্টচেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাম্মতঃ সৃ। জা৫দশ্বাম্। ওবা২

১ ১ ৪ ৩ ৫র র ৩ ৫
৩। ওবা২৩। রা২থা২৩৪ঔহোবা। ঈ২৩৪বা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চেতনঃ' (জ্ঞানদায়কঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ঃ' (দেবানাং প্রিয়ঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'কবীনাং' (ক্রান্তদর্শিনাং, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং ইত্যর্থঃ) 'মতিঃ' (মত্যা, স্তুত্যা) 'পবিষ্ট' (পবতে, ক্ষরতি, তেষাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইত্যর্থঃ); 'অশ্বং রথীরিব' (রথী যথা সজ্জীকৃতানাং অশ্বানাং গতিবেগোৎপাদনেন স্বতমেব উর্দ্ধং সৃজতি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকানাং হৃদি দেবভাবং) 'সৃজৎ' (সৃজতি)। সাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ সন্তঃ সত্ত্বভাবং লভন্তে; বয়ং তু ভগবৎকৃপয়া সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ-২খ ৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়ক চৈতন্যস্বরূপ দেবতাদিগের প্রিয় সত্ত্বভাব আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নগণের স্তুতির দ্বারা ক্ষরিত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়েন। রথী যেমন সজ্জীকৃত অশ্বসমূহের গতিবেগোৎপাদনে স্বতঃই

ঊর্ম্মিসমূহের সৃষ্টি করেন, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে দেবভাব-সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া সত্ত্বভাব লাভ করেন; আমরাও যেমনি ভগবৎকৃপায় যেন সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—২খ—৫সা।)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র উত্তরস্যাশ্চ কশ্যপঋষিঃ। 'চেতনঃ' প্রজ্ঞাপকঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রীতিকরঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'কবীনাং' ক্রান্তকর্ম্মণাং স্তোতৄণাং 'মতিঃ' মত্যা স্তুত্যা 'পনিষ্ট' পবতে। 'অশ্বং' হয়ং 'রথীরিব' রথীব ঊর্ম্মিং 'সৃজত' সৃজতি। (৩প—৫অ ২খ—৫সা।)।

* * *

পঞ্চম (৪৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা সত্ত্বভাব লাভ করেন। সত্ত্বভাব জ্ঞানদায়ক ও দেবতাগণের অতিশয় প্রিয়। দেবভাব ও সত্ত্বভাব পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানুষ যখন প্রার্থনা ও সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা নিজের হৃদয়কে পবিত্র করেন, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে অপবিত্রতা, মোহকালিমা দূরীভূত হয়, তখন তিনি সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন। ভগবানই সত্ত্বভাবের উৎস। কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার কৃপায় মানুষ সেই অমূল্য সম্পৎ লাভ করেন। যাঁহারা প্রকৃতই বুদ্ধিমান্, তাঁহারা জগতের অসার বস্তুর জন্য লালায়িত না হইয়া সেই পরম ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, এবং সেই আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হইলে ভগবান্ তাহা পূর্ণ করেন। তাই বলা হইয়াছে—"কবীনাং মতীঃ পনিষ্ট।"

ভগবৎ-কৃপায় সত্ত্বভাব আমাদিগের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করুন—এই প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজাত হইলে মানবের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়; তাই পরোক্ষভাবে সেই সত্ত্বভাব-লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত "অশ্বং রথীরিব" উপমা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ উপমার কোনও তাৎপর্য্যার্থ প্রকট করেন নাই। আমাদের অর্থ—'রথী যেমন সজ্জীকৃত অশ্বের গতিবেগ উৎপাদনে ঊর্ম্মির সৃষ্টি করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি। এখানে 'ঊর্ম্মি' পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। গতিবিশিষ্ট হইলে তরঙ্গোৎপত্তি যেমন স্বাভাবিক; সেইরূপ, ভগবানের প্রতি গতিবিশিষ্ট হইলেই হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। এখানে, উপমার অর্থে, 'ঊর্ম্মি' শব্দের অর্থ 'সজ্জীকৃত অশ্বসমূহের গতিতরঙ্গ'। যথা—"পঙ্‌ক্তীকৃতানাং অশ্বানাং নমনোন্নমনসমাকৃতিঃ। অতিবেগসমাযুক্তা গতিঃ ঊর্ম্মিরুদাহৃতা"। অশ্বের গতিবেগ হইতে উৎপন্ন তরঙ্গের সহিত শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন দেবভাবের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে গতি অথবা ক্ষিপ্রকারিতাই উপমার লক্ষ্য। সাধকের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব স্বতঃই অচিরে

দেবভাব-সমূহকে উৎপাদন করেন। সত্ত্বভাবসমন্বিত সাধকগণ দেবভাবের অধিকারী হয়েন। 'অথং রথীরিব' উপমায় এই সত্যই পরিব্যক্ত হইয়াছে॥ (৩প-৫দ ২খ ৫সা)॥*

—•—

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৬ ॥

* . *

গেয়-গানং।

৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ — ১ —
১। অসৃক্ষাও তা প্রবাজিনাঃ। গাব্যা ২ সোমা ২।
র ১ ২ — ১ — — ১২
সোঅশ্বয়াশ ১ ক্রা ২ সোবী ২। রায়া ২ শবঃ।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥

• . •

৫ র ৫র ২ ১র র র র. ১ ২ ১র র
২। অসৃক্ষতা প্রা ৬ বাজিনাঃ। গব্যাসোমাসো অশ্বয়া ২ ৩ হাই। শুক্রাসো
২ ২ ১ ১ ২ ৩ ৫রর ৩ ৫
বা ৩ ১ ই। রয়া ২ ৩। শা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। থা ২ ৩ ৪ ভী॥

• . *

৩ ৪ ৩৪র ৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২ ৩ ১
৩। অসৃক্ষতপ্রবাজিনাঃ। এ ৩। গব্যাসোমা। সো ৩ আশ্বা ৩ য়া। শুক্রা
২ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ৪ ৫
২ সো ২ ৩ ৪ বী। রয়ো ২ ৩ ৪ বা। শা ৫ বো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্। সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম, "কৌত্সস্য সামানিত্রীণি।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যা' (জ্ঞানেচ্ছয়া) 'অশ্বয়া' (পরাজ্ঞানলাভায়) তথা 'বীরয়া' (বীরেচ্ছয়া, বীর্য্যলাভায়, কর্ম্মসামর্থ্যলাভায় ইত্যর্থঃ) 'শুক্রাসঃ' (বীর্য্যবন্তঃ) 'বাজিনঃ' (বলবন্তঃ) 'আশবঃ' (আশুমুক্তি-দায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্রাসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, প্রকর্ষেণ উৎপাদ্যন্তে সাধকৈঃ তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ অভীষ্টপূরকং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫খ—২খ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, এবং কর্ম্মসামর্থ্য লাভের জন্য বীর্য্যবন্ত বলবন্ত আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সাধকগণ-কর্তৃক হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয় (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক-গণ অভীষ্টপূরক সত্ত্বভাব লাভ করেন)॥ (৩প—৫খ—২খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজিনঃ' বলবন্তঃ 'আশবঃ' বেগবন্তশ্চ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'গব্যা' গবেচ্ছয়া 'অশ্বয়া' অশ্বেচ্ছয়া 'বীরয়া' বীরেচ্ছয়া চ 'প্রাসৃক্ষত' ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রকর্ষেণ সৃজ্যন্তে। ৬।

* * *

ষষ্ঠ (৪৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —০— ——

সত্ত্বভাব পরমশক্তির আধার। যাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তাঁহারা অসীমশক্তির অধিকারী হয়েন। বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলাত্মা বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু নিবিষ্টভাবে তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অসীমশক্তির খেলা চলিয়াছে। আমাদিগের এবং সকল দেশেরই মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে এই সত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ সাধক হরিদাসের জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত এবং অন্যবিধ অমানুষিক নির্য্যাতন করা হয়। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবাপন্ন সাধক অসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া সেই সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়—এ বুঝি তমোগুণের ক্রিয়া, নিশ্চেষ্টতা, দুর্ব্বলতা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার নিকটে ঐ সকল অত্যাচার অতি নগণ্য, তাহা হরিদাসকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—অত্যাচার তাঁহার সত্ত্বভাবের শক্তির বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়া অত্যাচারীকে অসীম লজ্জা দিয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের জন্য অঙ্গুলী অঙ্গুলী করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। তাহাতে তাঁহাদের

অনেকেরই বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি বা অপ্রসন্নতা লক্ষিত হয় নাই। ইহা কি অদ্ভুত আত্মশক্তির পরিচায়ক! সত্ত্বভাবের প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে বিপুল শক্তির সঞ্চার হয়, তাহার নিকট জগতের অন্যান্য সকল শক্তি অতি নগণ্য। তাই তাঁহারা অনায়াসেই সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ করিতে পারেন। সেই জন্যই সত্ত্বভাবকে বীর্য্যবস্তু বলা হইয়াছে এবং বীর্য্যলাভের আশায় সাধকগণ এই সত্ত্বভাবের উন্মেষণের জন্য সাধনা করেন।

সত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়। তাহা মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। তাই সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক। মানুষের চরম কামনা—মোক্ষলাভ। সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মোক্ষলাভ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৩প ৫দ—২খ—৬সা)।•

সপ্তমং সাম।

১২ ৩১ ২ ৩১র ২র ৩ ১২
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১২
বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা ॥ ৭ ॥

গেয় গানং।

৪৫৪৫ ৩২ ১ ৩ ৫র র ৩ ৫
১। পা৲স্বদি। বয়া৺। বা২য়া৲৩৪ঔহোবা। য়ু২৩৪ষাক্।

৪ ৫৪৫ ৩২ ১৯৩ ৫র র
আইন্দ্রংগচ্ছা। তুতা৲ই। তূ২তা২৩৪ঔহোবা।

৩ ৫ ২র ১ ২ ৩২
মা২৩৪দাঃ। বায়ু৲৮হো১ই। আ২৩রো। হধা

১ ৩ ৫র র ৩ ৫
৩। হা২মা২৩৪ঔহোবা। মা২৩৪ণা॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান তিনটী। উহাদের নাম—"কার্ত্তবেশস্ত্র ত্রীণি।"

৩৪৫ র র ২ ৩ ৫ ১র — ১ — ৪
২। পবস্বদেব ঐ। ক্ষী ঐহী ২ ৩ ৪ য়া। আয়ুষাগৈ ২ হীঐ ২ হী ৩

২ ১ র — ১ — ২ ২ ১ ২
য়া। ইন্দ্রং গচ্ছতুতেমদ ঐ ২ হী ঐ ২ হী ৩ য়া। বায়ুমারো ৩ ১

২ ১ ১ ৪ ৫
২ ৩ হধো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ পো ৬ ৯ ইং॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দেবঃ (দ্যোতমানঃ দ্যুতিমান্ বা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধি) মদঃ (পরমানন্দঃ) 'আয়ুষক্ ইন্দ্রং' (আনন্দময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছতু' (প্রপ্নোতু ইত্যর্থঃ); তথা ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' (বায়ুধর্ম্মণা, বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগমনেন ইতি ভাবঃ) 'আরোহ' (প্রাপ্নুহি—অস্মানিতি শেষঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধ্বা তৎসাহায্যেন ভগবন্তং লভামহে ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—২খ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভূত হও; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; এবং তুমি বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে—আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)। (৩প—৫অ—২খ—৭সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

নিধ্রুবিঃ কাশ্যপঋষিঃ। 'দেবঃ' দ্যোতমানস্ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। অপিচ তব 'মদঃ' মদকরো রসঃ 'আয়ুষক' অনুষক্তং যথা তথা ভবতি ইন্দ্রং প্রতি গচ্ছতু। অপিচ, ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' ধারকেন রসেন 'আরোহ' প্রাপ্নুহি। 'দেবআয়ুষক' 'দেবায়ুষগ' ইতি পাঠৌ॥ ৭॥

সপ্তম (৪৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ধারণশক্তি-বিশিষ্ট। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। সেই শক্তিদ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব যখন মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন তাহা মানুষকে ভগবদভিমুখে পরিচালিত করে। পরিণামে সেই আদি সত্ত্বসমুদ্রে মানুষ আত্মলীন করে অর্থাৎ মোক্ষ-

লাভ করে। সমজাতীয় বস্তুরই পরস্পর মিলন হয় এবং সমভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তাই মানুষ যখন সত্ত্বভাবান্বিত হয়েন, তখন তিনি স্বতঃই সেই মূল সত্ত্বময় ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন। পরস্পরের আকর্ষণের তীব্রতা হেতু গতিবেগও তীব্র হয়। সুতরাং সাধক অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। সত্ত্বভাব সাধককে ধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে বলিয়াও সাধক আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সত্ত্বভাব দ্যোতমান্—পরম তেজোময় বস্তু। স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং মানুষকেও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়। পরমজ্যোতিঃ লাভে সাধক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অজ্ঞানতাই পাপ, অজ্ঞানতাই দুঃখ। সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মন্ত্রে তাই সেই আনন্দদায়ক ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—"হে দীপ্তিশালী সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শব্দ বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।" (৩প-৫অ-২খ-৭সা)।

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ র ২র ৩ ২
পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্।

১ ২ ৩২ ৩২
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১
১। পাবা। মানো। অজীজা ২ ৩ ৪ নাৎ। দিবশ্চিত্রাম্।

২ র ১ ১ ৫ ৩
নতন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বা ২ ৩। না ২ রা ২

৫র র ৩ ৫
৩ ৪ ঔহোবা। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী। উহাদের নাম "শাম্মদে (২)"

৫ র   ১   ২   ২   ১ ২ ১   ২
২। পবমানাঃ। অজাইজা ৩ নাৎ। দিবশ্চিত্রা ২ ৩ ৯ হা ৩ ই।
২ ২ ৩   ৫   ৩   ৫   ৩   ৫
নাতন্যা ২ ৩ ৪ তুম্। জ্যো ২ ৩ ৪ তীঃ। বা ২ ৩ ৪ ইশ্বা।
৪ ৫   ৪   ৫
নরোবা। বৃ ৫ হো ৬ হাই ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) ''দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, দ্যুলোকসম্বন্ধি ইত্যর্থঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং) 'তন্যতুং ন' (অশনিমিব, মহাতেজসম্পন্নং মুক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বব্যাপকং) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ, জ্ঞানালোকং) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, সৃজয়তি)। ভগবান জগদ্ধিতায় মুক্তিপ্রদং জ্ঞানালোকং জগতি বিচ্ছুরতি— ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ-২খ ৮সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকসম্বন্ধি বিচিত্র, মহাতেজসম্পন্ন, অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ, মহৎ, বিশ্বব্যাপক জ্ঞানালোক সৃষ্টি করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতের হিতের জন্য মুক্তিদায়ক জ্ঞানালোক জগতে বিচ্ছুরিত করেন।)॥ (৩প—৫অ—২খ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমহীয়ুর্ঋষিঃ। 'পবমানঃ' সোমঃ 'বৃহৎ' মহৎ 'বৈশ্বানরং' বৈশ্বানরাখ্যং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'চিত্রং' বিচিত্রং 'তন্যতুং ন' অশনিমিব 'অজীজনৎ' অজনয়ৎ॥ (৩প-৫অ—২খ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (৪৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

জ্ঞান-স্বরূপ, ভগবান্ হইতে জ্ঞান-জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞান নিখিল বিশ্বে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানই শক্তি। ভগবৎপ্রদত্ত সেই শক্তির বলে মানুষ আপনার অসীম উন্নতি সাধন করিতে পারে—আপনাকে ব্রহ্মপদে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের

প্রভাবেই মানুষ দেবতা হয়, এবং দিব্যশক্তির অধিকারী হইয়া আপনার পরম মঙ্গলের সন্ধান করিতে পারে। সৃষ্টির মূলে এই জ্ঞান বিদ্যমান। জ্ঞান হইতেই জগতের উৎপত্তি। ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে মিলন-সেতু—এই জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা মানুষ আপনার স্বরূপ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে।

ভগবান্ কৃপা করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য এই স্বর্গীয় জ্ঞান জগতে প্রকাশিত করেন। জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত মুক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। ভগবান্ তাঁহার সন্তানগণকে অধঃপতিত রাখিতে পারেন না। তাই তাহাদিগকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করেন। সেই জ্ঞানালোকের সাহায্যে মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করে - মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই অসীম করুণার কথাই বিবৃত হইয়াছে। (৩প—৫অ—২খ—৮সা)।*

—•—

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।

১ ২ ৩ ১ ২

মধো অর্ষন্তি ধারয়া॥ ৯॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫ ২র র র র ১ ২

১। পারো। স্বানাস। ইন্দবোমদায়ব। হণা ২ ৩ গিরা ৩ ৪।

৩ ২ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫

মধো ৩ ৪ অর্ষা ৩। তিধো ২ ৩ ৪ বা। রা ৫ য়ো ৬ হাই॥

• • •

৪ ৫ ২র ১র ১ —১ র র

২। পারী। স্বানাসইন্দবাওবা ২ ৩ হোবা ২ ৩ হা ২ ঈয়া। মদায়বর্হণাগিরা।

১ —১ র র ১

ওবা ২ ৩ হোবা ২ ৩ হা ২ ঈয়া। মধোঅর্ষন্তিধারয়াওবা ২ ৩ হোবা

—১ ৳ ৩ ৫র র ৩ ৫

২ ৩ হা ২ ঈয়া ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩৪ পা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"জানিত্রে দে।"

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১২র ১২র ১
৩। পাহ ১ রী। স্বানা ৩ সা ৩ ইন্দবাঃ। মদা ২ সুবর্হণা ২ গিরা।
২ ১ র — ২ ২ ৩ র ২ ১
মধো ২ ৩ অর্যা। উর্ম্মিরিণা ২। ঈ ৩ যা। তিধারয়া।
২ ৪ ৫ র
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মধো' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'সর্হণা' (মহত্ত্বা, মহত্ত্বাদি-সম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যবন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৩অ - ৫অ—২থ - ৯কা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)। (৩প—৫অ—২থ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্বয়োঃ কাশ্যপোঽসিতঋষিঃ। 'স্বানাসঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'বর্হণা মহত্যা 'গিরা' স্তুতিরূপয়া বাচা 'মধো' ইতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ (৩।১৮৫)। সন্দো মদকরাঃ সোমাঃ 'ধারয়া' সহ দেবানাং 'মদায়' তদর্থং 'পর্য্যর্ষন্তি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরন্তীত্যর্থঃ। 'মধো' 'সুতা' ইতি সাময়চঃ পাঠৌ। ৩প—৫অ—২থ ৯সা)।

* * *

নবম (৪৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ * ‡—

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব - সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়,

সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়,—হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা মানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন। সৎকার্য্য-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনারও প্রয়োজন। কর্ম্ম-সাধনে মানুষের কর্তৃত্ব; কিন্তু ফলদাতা ভগবান। তাঁহার করুণা-লাভের জন্য প্রার্থনা করা চাই। প্রার্থনার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অভিমুখে মনের একাগ্রতা জন্মে—সমগ্র কর্ম্ম-শক্তি লক্ষ্য-সাধনে কেন্দ্রীভূত হয়। সৎকর্ম্মের সঙ্গে প্রার্থনা মোক্ষলাভের বিশিষ্ট উপায়। সাধক আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া যখন তাঁহার নিজের শুভাশুভ সদসৎ সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ হয়। প্রার্থনার দ্বারা সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দের উদয় হয়—এই নিত্যসত্যও এই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৩প—৫অ—২খ—৯সা)।*

—•—

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
পরি প্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্ম্মাবধিশ্রিতঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
কারুং বিভ্রৎপুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

গেয় গানং।

৫ র ১ ১ — ১ র র র ৭ — ১র
পরিপ্রাসি। ষ্যদৎকাবী ২ঃ। সিন্ধোরূর্ম্মাবাধিশ্রিতা ২ঃ। কারু ২৩ম্।
১ ৯ ৩ ৫র র ২ ১৩১ ১ ১ ১
বা ২ ইভ্রা ২ ৩ ॥ ঔহোবা। পুরুস্পৃহা ২৩৪৫ম্ ॥ ১০ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"সংক্রোড়ম্" "নিক্রোড়ম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'সিন্ধোঃ' (সত্ত্বসমুদ্রস্য) 'ঊর্ম্মৌ' (তরঙ্গে, প্রবাহে) 'অধিশ্রিতঃ, (আশ্রয়প্রাপ্তঃ, সত্ত্বগুণান্বিতঃ ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ, (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ বরণীয়ং, সর্ব্বলোক-প্রার্থনীয়ং) কারুং (জ্ঞানং) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন্) তৎ জগতি 'পরিপ্রাসিষ্যদৎ' (প্রযচ্ছতি)। সত্ত্বভাবান্বিতঃ জ্ঞানী জনঃ জগতি পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—২খ—১০সা)।

অথবা,

'সিন্ধোরূর্ম্মাবধিশ্রিতঃ' (ঊর্ম্ময়ঃ যথা সিন্ধুং আশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি, অথবা সিন্ধুঃ যথা স্বাশ্রিতাঃ ঊর্ম্মীঃ পরিস্পন্দতে তদ্বৎ) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'কারুং' (পরাজ্ঞানং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) 'পরিপ্রাসিষ্যদৎ' (কৃতার্থম্মন্যঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ সাধনাপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভতে।)॥ (৩প—৫অ—২খ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বসমুদ্রের প্রবাহে আশ্রয়প্রাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণান্বিত প্রাজ্ঞজন সর্ব্বলোক-প্রার্থনীয় জ্ঞান ধারণ করিয়া তাহা জগতে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবান্বিত জ্ঞানিজন জগতে পরাজ্ঞান প্রদান করেন)॥ (৩প—৫অ—২খ—১০সা)॥

অথবা,

ঊর্ম্মি-সমূহ যেমন সিন্ধুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে অথবা সিন্ধু যেমন স্বাশ্রিত ঊর্ম্মিসমূহকে স্পন্দিত করে; সেইরূপ ক্রান্তপ্রজ্ঞ সাধকগণ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক সাধনা-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৩প—৫অ—২খ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পরি প্রাসিষ্যদৎ' পরিস্পন্দতে 'কবিঃ' মেধাবী 'সিন্ধোরূর্ম্মাবধিশ্রিতঃ, আশ্রিতঃ সন্ 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'কারুং' স্তোতারং 'বিভ্রৎ' ধারয়ন্ সোমঃ পরিস্পন্দতে ইতি সম্বন্ধঃ। 'কারুং' কারম্ 'ইতি পাঠে'॥ (৩—৫অ—২খ—১০সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোগাখ্যানে পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥২॥

* * *

দশম (৪৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহারা সত্বগুণান্বিত তাঁহারা সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসেন; বিশ্বের হিতের জন্য তাঁহারা আপনার শক্তিকে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা যে পরম ধন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহা জগৎবাসীকে দান করিয়া তাহাদিগের জীবন পবিত্র ও সার্থক করিয়া তুলিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্যসত্যটীই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এই বিশ্বজনীনতা হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত। আর্য্যগণ বিশ্বের একত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এই উদার ভাব কার্য্যক্ষেত্রেও প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বের মঙ্গলে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, বিশ্ববাসী সকলে যদি পরাজ্ঞান লাভ করে, তবেই নির্ব্বিঘ্নে আপনার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত হইলে সাধক নিজেকে বিশ্বমঙ্গলে নিয়োজিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। কারণ তখন 'ত্বং' ও 'অহং' এর পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। সুতরাং সাধক যাহা করেন, তাহাই বিশ্বমঙ্গল সাধন করে। তাঁহাদিগের শক্তি জ্ঞান সমস্তই জগৎবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করেন।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ 'কারুং' পদ। ঐ পদের 'গোঃ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। 'গো' অর্থে জ্ঞান। সুতরাং 'কারুং' পদে 'জ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর 'সিন্ধোঃ' পদে 'সত্ত্বসমুদ্রস্ত' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর আমরা ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং এক্ষেত্রে ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে অধিগত হইবে।

প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। এখানেও সোমরসকে টানিয়া আনা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"নদী তরঙ্গে আধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।" বলা বাহুল্য, আমরা এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি নাই।

মন্ত্রের উপমাবাক্য—'সিন্ধোরূর্ম্মাবধিশ্রিতঃ'। এই উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য নিষ্কাশনে মন্ত্রের অর্থ বিশদীকৃত হইতে পারে। ঊর্ম্মি-সমূহ সিন্ধুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, সিন্ধুতেই তাহার উৎপত্তি, আবার সিন্ধুতেই তাহার লয়। উভয়ের যেমন আধার ও আধেয় সম্বন্ধ, সাধকের ও পরাজ্ঞানের সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, হৃদয়ে আপনা-আপনি জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তখন সিন্ধুতে ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, হৃদয়েও জ্ঞানের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। আর সেই তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া সাধক জ্ঞানাধারের প্রশান্ত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপমার এই তাৎপর্য্য আমরা অনুভব করি। (৩প—৫অ—২খ—১০সা)।০

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ঔপনম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।

১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দুং দেবা অয়াসিষুঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ — ১ র র — ১ ২ —
১। ইহা২ ইহা। উপোষুজাতমা২ প্তুরাম্। ইহা। ইহা২

১ র — ১ ২ —
ইহা। গোভির্ভঙ্গম্পরা২ ইষ্কৃতাম্। ইহা। ইহা২ ইহা।

র র — ১ ২
ইন্দুন্দেবাঅয়া২ সিষুঃ। ইহা ১ ॥

১ ৱ র — ১ র ১
২। উপোবুজাতমা ২ প্তুরাম্। উপা। গোভ' ২ ৩ ইহাই। ভঙ্গস্পরা

— ১ ১ র ১র —
২ ইস্কৃতাম্। উপা। ইন্দু ২ ৩ ৮ হোই। দেবা অয়া ২।

১২ ২৮
সিযুরা ৩ ১ ওবা ২ ৩ উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

• • •

৪ ৫র ৪র ৫ ১ ২ ৩ S ২ ২
৩। উপোম্বো। হোইজাতাম্। আপ্তুৎরাম্। ঔ ৩ হো ৩ ব ৩

১ ২ ৩ ৫ ১ ৭ — ১ র ২
গোভির্ভা ২ ৩ ৪ স্নাম্। ওইপারিস্কৃতা ২ ম্। ইন্দূ ২ ৩ ম্। দেবা

৫র র ২র ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ঔ হোবা। অয়াসিম ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুজাতং' (সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং, সৎকর্ম্মণা, সজ্ঞানেন চ পূর্ণবিকশিতং) 'অপ্তুরং (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং অমৃতসদৃশং ইত্যর্থঃ) 'ভঙ্গং' (রিপুনাশকং) 'গোভিঃ পরিস্কৃতং' (বিশুদ্ধজ্ঞানেন সুসংস্কৃতং) 'ইন্দুং' (সত্ত্বভাবং) 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ) 'উপায়াসিষুঃ' (উপগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি); দেবভাবান্বিতাঃ জনাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ ৩থ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ॥

সৎকর্ম্মের ও সজ্ঞানেরদ্বারা পূর্ণবিকশিত সৎকর্ম্মসঞ্জাত অমৃতসদৃশ, রিপুনাশক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। (৩প—৫অ—৩থ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমহীয়ুর্ঋষিঃ। 'সুজাতং' সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং 'অপ্তুরং' বসতীবরীভিঃ প্রেরিতং 'ভঙ্গং' শত্রুণাম্ভঞ্জকং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'পরিস্কৃতং' অলঙ্কৃতং সংস্কৃতং। 'ইন্দুং' সোমং 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ 'উপায়াসিষুঃ' উপগচ্ছন্তি। (৩প—৫অ-৩থ—১সা)॥

• • •

প্রথম (৪৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একটীর আবির্ভাবে অন্যটীর উপস্থিতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা নিজের হৃদয়কে হীন কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা হৃদয় হইতে পশুভাবকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছেন, তাঁহারা স্বতঃই সেই অসীম সত্ত্ব-সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পরাজ্ঞান তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই জ্ঞানালোকের সাহায্যে অতি সহজেই তাঁহারা আপনাদের সত্যপথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। জ্ঞানের তীব্রালোকে অজ্ঞানান্ধকার পলায়ন করে। সুতরাং আঁধারলোকবাসী রিপুগণও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। পরিণামে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'অপ্তুরং' পদে বিবরণকার 'অপ্সু ভবতীতি অপ্তুরং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অপ্' শব্দে অমৃত বুঝায়, তাই আমরাও তাঁহার অনুসরণে ঐ পদে 'অমৃত-সদৃশং' ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। 'দেবা' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রাদয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। (৩প - ৫খ ৩থ ১দ)॥ *

দ্বিতীয় সাম।

৩ ১ ২ ৩ উ ৩ ২ ৩ ১ ২

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ॥ ২॥

গেয়-গান।

৫ র র ২ ৮ ৩ ৫ ১ ৮ ৩ ৫

পুনা৹নোআ। ক্রামীদা২৩৪ভী। বিশ্বা২মা২৩৪র্দ্ধাঃ।

২ ৩ ৫ ১ ৮ ৩ ৫ ১ ৮ ৩

বীচর্ষা২৩৪ণীঃ। শুম্ভা২ন্তা২৩৪ইবী। প্রা২ম্।

৫ র র ৩ ৫

২৩৪ওহোবা। ধী২৩৪ভীঃ॥ ২।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম,—"বামানি ত্রীণি।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচর্ষণিঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ—ইতি যাবৎ) 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'মৃধঃ' (রিপূন্) 'অভ্যাক্রমীৎ' (অতিক্রামতি, পরাজয়তি। ; শুদ্ধসত্ত্বঃ হৃদ্‌গতান্ রিপুশত্রূন্ বিদূরয়তি ইতি ভাবঃ ; তদা ভগবান 'ধীতিভিঃ' (সদ্বুদ্ধিভিঃ) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, ক্রান্তদর্শিনং জনং ইত্যর্থঃ) 'শুম্ভন্তি' (অলং কুর্ব্বন্তী, অলংকরোতি ইত্যর্থঃ)। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ রিপুজয়ী ভবতি, সঃ ভগবৎকৃপয়া শুভবুদ্ধিং লভতে—ইতি ভাবঃ। (৫প ৫অ—৩খ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব সমস্ত রিপুকে পরাজিত করেন ; (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদ্গত রিপুশত্রুদিগকে বিদূরিত করেন) ; তখন ভগবান্ সদ্বুদ্ধির দ্বারা সেই মেধাবী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করেন। (ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক রিপুজয়ী হয়েন ; তিনি ভগবৎকৃপায় শুভবুদ্ধি লাভ করেন।)। (৫প—৫অ—৩খ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিচর্ষণিঃ' দ্রষ্টা 'পুনানঃ' সোমঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'মৃধঃ' শত্রুসেনাঃ 'অভ্যাক্রমীৎ' অতিক্রামতি। 'বিপ্রং' মেধাবিনং তং সোমং 'ধীতিভিঃ' শুচিভির্ব্বা 'শুম্ভন্তি' অলং কুর্ব্বন্তি। (৫প-৫অ—৩খ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৪৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী'—যাহার যেমন ভাবনা তিনি তদনুরূপ ফলও লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র রাখিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তদনুরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান করেন। যিনি আত্মোৎকর্ষসাধনে তৎপর, তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। বিশ্বমঙ্গল-নীতির বিরোধী না হইলে সকলের আন্তরিক প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। যিনি সৎপথে থাকিয়া আপনাকে পবিত্র ও উন্নত করিতে চাহেন, ভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া মোক্ষলাভের পথে পরিচালিত করেন। তাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—মেধাবী ব্যক্তিকে ভগবান সদ্বুদ্ধি প্রদানের দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। যিনি আপনাকে পবিত্র রাখিতে বদ্ধপরিকর, তিনি নিশ্চিতই রিপুজয়ের দিকে মনোনিবেশ করিবেন। কারণ, তাহা না হইলে সাধনার প্রাথমিক অংশই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আর

যিনি ঐকান্তিকভাবে রিপুজয়ের জন্য সচেষ্ট হয়েন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন।

'ধীতিভিঃ' পদে বিবরণকার "কর্ম্মভিঃ বুদ্ধিভিঃ বা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণে 'সদ্বুদ্ধিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ তাঁহার সন্তানকে যে বুদ্ধি প্রদান করেন তাহা সদ্বুদ্ধি, তাহা পরিণামে অশেষ মঙ্গলের পথে মানুষকে পরিচালিত করে। তাই "ধীতিভিঃ" পদে 'সদ্বুদ্ধিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বিচর্ষণিঃ' পদে পূর্ব্বাপরই 'আত্মোৎকর্ষসাধক' 'সর্ব্বজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থ করা হইয়াছে। এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গত লক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে অবগত হওয়া যাইবে। (৩প—৫অ ৩খ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২

ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ৫ ১ ২র ১ ২ ১ ২ S

১। আবিশন্কালা ৬ শং সুতাঃ। বাইশ্বা অর্ষন্। অভাইশ্রোয়া ৬ঃ। ও ৩

২ ১ ২A ৩ ৩ ১ ১ ১ A ৫

হা ৩। ওবা। ও ২ ৩ ৬ হাই। ইন্দু ২ ৩ ৪। আ ২ ইন্দ্রা

৫র র ২ র ৩ ১ ১ ১ ১

২ ৩ ৪ ঔহোবা। যাধীয়তে ২ ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

৪র ৩ ৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২A

২। আবিশন্কলশম্। সুতা ৩ঃ। বাইশ্বাঃ। অষন্। অভা ই শ্রোয়া।

৩র র ৫ ১ ২র ২ —

ঔহোহো ২ ৩ ৪ বা। ঔহোহো ১ ই। ইন্দূরা ১ ইন্দ্রা ২। য।

১র A ৩ ৫র র ৩ ৫

ধীয়া ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রিংশবর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বৈরূপম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'শ্রিয়ঃ' (সম্পদঃ) 'অভ্যর্ষন্' (অভিতো গময়ন্, ধৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'কলশং' (আধারং, হৃদ্রূপং ইত্যর্থঃ) 'আবিশন্' (গময়ন্ অধিতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীতয়ে ইত্যর্থঃ) 'ধীয়তে' (নিধীয়তে, অভিষিঞ্চতু অস্মান্ ইতি ভাবঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। পরমসম্পদদায়কং সত্ত্বভাবং ভগবল্লাভায় বয়ং প্রাপ্নুয়াম—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৩খ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সকল সম্পদ ধারণ করিয়া আমাদিগের হৃদয়রূপ আধারে অধিষ্ঠিত হইয়া (সেই সত্ত্বভাব) ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পরমসম্পদদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবল্লাভের জন্য আমরা যেন প্রাপ্ত হই॥ (৩প—৫অ—৩খ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'সোমঃ' 'কলশং' দ্রোণম 'আ বিশন্' 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'শ্রিয়ঃ' সম্পদঃ 'অভ্যর্ষন্' অভিতো গময়ন্ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সোমঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'ধীয়তে' দশাপবিত্রে অধ্বর্য্যুভির্নিধীয়তে॥ (৩প—৫অ—৩খ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৪৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে সদ্ভাব উন্মেষণের লক্ষ্য পরিদৃষ্ট হয়।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষ পরম সম্পদের অধিকারী হয়েন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষনীয় সকল বস্তুই আছে। তাই বলা হইয়াছে,—"বিশ্বাঃ শ্রিয়ঃ অভ্যর্ষন্।" হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে মানুষ সত্ত্বভাবের উৎস সেই পরম পুরুষের দিকে অগ্রসর হয়। সত্ত্বভাবের এই শক্তি আছে বলিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে—'আমরা যেন পরমসম্পদ সত্ত্বভাব লাভ করি; সেই সত্ত্বভাব যেন আমাদিগকে সেই অনন্ত-পুরুষ জগৎপিতার দিকে প্রেরণ করে। আমাদিগের কর্ম্ম, চিন্তা, বাক্য যেন তাঁহার সাধনায় নিয়োজিত হয়।'

ভাষ্যকার 'কলশং' পদে 'দ্রোণং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'কলশ' শব্দে আধার, পাত্র বুঝায়। সত্ত্বভাবধারণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পাত্র—আমাদিগের হৃদয়। তাই 'কলশং' পদে 'হৃদয়ং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (৩প—৫অ—৩খ-৩সা)।

—•—

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ * ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২
অসর্জ্জি রথ্যোযথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
কার্ষন্ বাজী ন্যক্রমীৎ ॥ ৪ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ২ ১র ২ ১ ২র ১ ৭ ৬ ৩
অসার্জ্জয়া। থি। যোষা ২ ৩ থা। পবিত্রে। চা। মুবো ২ ঃ সু
৫ ২র ১ ২ ১ ২ ১
২ ৩ ৪ তাঃ। কার্ম্মন্ব ২ ৩ জী। নিয়ক্রমাইৎ। ঔ ২ ৩
৪ ৫ ৪
হোবা হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথ্যো যথা' (অশ্বঃ যথা রথে নিযুজ্যতে তদ্বৎ) 'চম্বোঃ' (দ্যুলোকভূলোকয়োঃ অবাস্থিতঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'অসর্জ্জি' (সৃষ্টঃ ভবতি, সমুদ্ভবতি); 'বাজী' (শক্তিসম্পন্নঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'কার্ম্মন্' (কার্ম্মণি, রিপুসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'ন্যক্রমীৎ' (অভিক্রামতি, পরাজয়তি—শত্রূন্ ইতি শেষঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ঃ সাধকঃ বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং লভতে তথা রিপুজয়ী ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৩প ৫অ ৩খ—৪সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অশ্ব যেমন রথে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পবিত্র হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়েন; শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব রিপু-সংগ্রামে শত্রু-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"ঔশনেষে।"

দিগকে পরাজয় করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয় সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন এবং রিপুজয়ী হয়েন।)। (৩প—৫অ—৩খ—৪সা।।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রভুবসুর্ঋষিঃ। 'রথ্যো যথা' রথসম্বন্ধী অশ্ব ইব স যথা বিসৃজ্যতে যজ্ঞে তদ্বৎ 'চম্বোঃ' অধিষবণফলকয়োঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'অসর্জ্জি' 'পবিত্রে' সৃষ্টোঽভূৎ। তথাভূতো 'বাজী' বেগবান্ সোমঃ 'কার্ষ্মন্' কার্ষ্মণি যুদ্ধে ইতরেতরাকর্ষণাৎ। অত্র দেবানামাকর্ষণবতি যজ্ঞাখ্যে সংগ্রামে 'ন্যক্রমীৎ' নিতরাং ক্রামতি। (৩প—৫অ—৩খ—৪সা)॥

• . •

চতুর্থ (৪৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাব পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়েন। প্রশ্ন হইতে পারে—সত্ত্বভাব যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তবে বিশিষ্ট কোন স্থানে উপজিত হয়েন—এ কথার অর্থ কি? সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান বটে, কিন্তু পবিত্র সাধক-হৃদয়ে তাহা বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আরও, সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকলে তাহা উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সত্ত্বভাব ধারণের ও তাহা কাজে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত শক্তি থাকা চাই। হৃদয়ের পবিত্রতা দ্বারা সেই শক্তি লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে সাধক অপূর্ব্ব শক্তিসমন্বিত হয়েন। সেই শক্তির সাহায্যে তিনি রিপুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন। সত্ত্বভাবের এই শক্তিই এখানে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথ্যো যথা' উপমা-বাক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। উপমার ভাব এই যে,—অশ্ব যেমন রথে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্বভাবসমূহ পবিত্র হৃদয়ে সঞ্জাত হইয়া থাকে। পবিত্র হৃদয়ই সত্ত্বভাবের আধার—উপমার ইহাই লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রান্তর্গত দু একটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'চম্বোঃ' পদের 'দ্যাবাপৃথিবী' অর্থ নিরুক্তে দৃষ্ট হয়। আমরা তাহার অনুসরণে ঐ পদে দ্যুলোক-ভূলোকয়োঃ অবস্থিতঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৩প—৫অ—৩খ—৪সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের, ষট্‌ত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "সোম সাম।"

পঞ্চমং সাম।

২উ ৩ ।১ ২ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র যদ্গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অয়াসো অক্রমুঃ।
১ ২ ৩ ২উ ৩ র ২
ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্ ॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং

৪ ৫ ২র র ১ ২ ৩র ২
১। প্রযদ্গাউ। গাবোনা ৩ ভূর্ণা ১ য়া ২ ৩ ৪ ঃ। ত্বেষা ৩ ঃ।
১ ২র র ১ ২ ১ ২
আয়া ২ সোঅক্রমুঃ। ঘ্নন্তাঃ কা ২ ৩ ষ্ণাম্। অপাত্বচম্।
র ১ ^ ৩ ৫র র ২^ ^ ৫
ঔহো ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥

• • •

২ ১ ২ ৫র ৫র ১ র ২ র ১ ৭
২। প্রযদ্গা ৩ বোনভূর্ণয়াঃ। ত্বাইষা অয়া। সোঅক্রমু ২ ৩ ঃ।
১ র ৫ ১ ^ ৩ ৫র র
ঘ্না ২ ৩ ৪ ন্তোহাই। কা ২ ষ্ণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১
অপত্বচা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ ন' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ যথা জ্যোতিষা অজ্ঞানদয়ং ক্ষিপ্রং উদ্ভাসয়ন্তি, অথবা, ভক্তিযুক্তে যথা ভক্ত্যং ক্ষিপ্রং প্রাপ্নুবন্তি, তদ্বৎ) 'ভূর্ণয়ঃ' (তরণশীলাঃ, স্তোতৄণাং পোষকাঃ) 'ত্বেষাঃ' (দীপ্তাঃ, জ্যোতির্ময়াঃ) 'অয়াসঃ' (গমনকুশলাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'কৃষ্ণাং ত্বচং' (কৃষ্ণাবরণং, অজ্ঞানান্ধকারং) 'অপঘ্নন্তঃ' (বিনাশকারিণঃ) 'যৎ' (যে সত্ত্বভাবাঃ ইতি যাবৎ) তে সত্ত্বভাবাঃ 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্তয়ন্তু, সৎকর্ম্মণি মোক্ষপথি চ অস্মান্ ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতেন সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং মোক্ষং লভেম ইতি ভাবঃ। (৬প-৫খ-৩ধ-৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন জ্যোতির দ্বারা অজ্ঞহৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, অথবা স্তুতিবাক্য যেমন ক্ষিপ্রতার সহিত স্তুত্যকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্তোতৃদিগের পোষক, জ্যোতিষ্মান্, আশুমুক্তিদায়ক অজ্ঞানান্ধকারবিনাশকারী যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগকে সৎকর্ম্মে মোক্ষপথে প্রবর্ত্তিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব সাহায্যে আমরা যেন মোক্ষলাভ করি।)। (৩প—৫অ—৩খ—৫সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মেধ্যাতিথিঋষিঃ। 'সৎ' যে 'তূর্ণয়ঃ' ক্ষিপ্রাঃ 'ত্বেষাঃ' দীপ্তাঃ 'অয়াসঃ' অয়াঃ গমনকুশলাঃ 'কৃষ্ণাং' 'ত্বচং' 'অপঘ্নন্তঃ' আভিষবেণ নিরস্যন্তঃ শুক্লৈঃ সম্বরণকর্ম্মা (ভূ প০)। ইদৃগ্ভূতাঃ সোমাঃ 'প্রাক্রমুঃ' যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'গাবো ন' উদকানীব তানি যথা ক্ষিপ্রমধঃ পতন্তি তদ্বৎ। গাবঃ এব বা উপমীয়তে তা যথা স্বগোষ্ঠমাশু গচ্ছন্তি তদ্বৎ। অথবা গাবঃ স্তুতিবাচঃ তা যথা স্তুত্যং প্রতি ক্ষিপ্রং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ যজ্ঞং প্রবর্ত্তয়ন্তি তান্ স্তবে ইতি শেষঃ। 'যৎ' 'যে' ইতি সাম্ন ঋচঃ পাঠৌ। (৩প—৫অ—৩খ ৫সা)।

পঞ্চম (৪৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানের বিকাশে সেইরূপ অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানব মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং আমরাও পরিণামে মোক্ষলাভে সমর্থ হইব। ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

মন্ত্রান্তর্গত 'গাবঃ' পদে পূর্ব্বাপর আমরা 'জ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। নৈঘণ্টুতে 'গাবঃ' পদ 'পরম উদক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইতেই বোধ হয় ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'উদকানীব'। উদক যেমন ক্ষিপ্রগতিতে অধঃপতিত হয়, সোম তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার 'গাবো ন' উপমাবাক্যের ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। একবিধ অর্থ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় অর্থ—গরুসকল যেমন ক্ষিপ্রগমনে স্বগোষ্ঠাভিমুখে গমন করে, এবং তৃতীয় অর্থ স্তুতিবাক্য যেমন ক্ষিপ্রগতিতে স্তুত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়; সেইরূপ সোম-সমূহ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা প্রথম দুইটী অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কারণ, আমাদের 'গাবঃ' এবং 'সোমাঃ' লৌকিক গোবৎস এবং সোমরূপ মাদকদ্রব্যের অতিরিক্ত এক স্বর্গীয় সামগ্রী। মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদের পরিগৃহীত ভাব পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের তৃতীয় ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং তৎসঙ্গে আমাদের মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। 'গাবঃ' পদে জ্ঞানকিরণ অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমরা সেই অর্থেরই

সার্থকতা উপলব্ধি করি। তাহাতে 'গাবো ন' উপমাবাক্যের অর্থ হয় এই যে,—'জ্ঞানরশ্মি-সমূহ যেমন আলোক দ্বারা অজ্ঞানজনকে উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হউক এবং সেই সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হই এবং মোক্ষপদ লাভ করি।' আবার 'গাবো ন' উপমাবাক্যের ভাষ্যকার-পরিগৃহীত তৃতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও, একটা ভাব উপলব্ধি হইতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়,—স্তুতিসমূহ যেমন ক্ষিপ্রতার সহিত স্তোতাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক, আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া মোক্ষপথে স্থাপন করুক। 'গাবো ন' উপমাবাক্যের এই ভাবেই সার্থকতা অনুভব করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভূর্ণয়ঃ' পদ পোষণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তদনুসারে আমরা 'ভূর্ণয়ঃ' পদে 'ভরণশীলাঃ, স্তোতৄণাং পোষকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বিবরণকারও 'ভরণ-শীলাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভূর্ণয়ঃ' পদের 'ভ্রমণশীলাঃ' অর্থও গ্রন্থান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। ভ্রমণশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্রগতিবিশিষ্ট সর্ব্বত্রগ। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রগ বলিতে এই বুঝায় যে, উৎকর্ষসাধিত হইলেই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী। যে হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণের উপযোগী হয়, সেই হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তাহাতে কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র জাতি ধর্ম্মের বিচার নাই। এই অর্থেই 'ভূর্ণয়ঃ' পদের 'ভ্রমণশীলাঃ' অর্থের সার্থকতা। 'কৃষ্ণাং ত্বচং' পদদ্বয়ে গাঢ়কৃষ্ণ আবরণ বুঝায়। যাহা ভেদ করিয়া আলোক আসিতে পারে না, তাহাই—কৃষ্ণাবরণ। সুতরাং ঐ পদদ্বয়ে অন্ধতমসা অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করে। অজ্ঞানতার অপেক্ষা বস্তুর স্বরূপ আবরণকারী আর কি হইতে পারে? অন্ধকারময়ী রজনীতে যেমন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবানের বা শুদ্ধসত্ত্বের আলোকরশ্মি তিষ্ঠিতে পারে না। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেই তাহা ভগবদধিষ্ঠানের উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানতাই যে 'কৃষ্ণাং ত্বচং' পদের লক্ষ্য, তাহা নানা ভাবে প্রতীত হয়। 'ত্বচং' পদে ভাষ্যকার সম্বরণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ অনুরূপ। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। নিম্নে এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, যথা—"যে সোমসকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হইয়া কৃষ্ণত্বক্‌দিগকে হনন করিয়া বিচরণ করেন তাহাদিগকে স্তব কর।" এই অনুবাদের টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, 'কৃষ্ণত্বক্‌' বলিতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণত্বক্‌' বলিতেই যদি অনার্য্যের উল্লেখ হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, ভীম প্রভৃতিও তো অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান! এমন কি, নবদূর্ব্বাদলকান্তি রামচন্দ্রও এই দল হইতে বাদ পড়েন না। কবির ভাষায় তাঁহার বর্ণ—ঘনশ্যাম আবরণ মাত্র। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। (৩অ ৫প—৩খ ৫সা)। *

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একচত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"কাক্ষে দ্বে।"

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১২ ২ ১ ২ ৩ ২
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎ সোম মৎসরঃ।
৩র ২র ৩ ১২
নুদস্বাদেবযুং জনম্ ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ৩র ৫ ১ ২ — ১ ২ র ১ ২
অপঘ্নৌ। হোইপাবা। স্যাইমা ১ র্ধা ২ঃ। ক্রাতুবিৎসো। মমাৎসা

— ১ ১ ৮ ৩ ৫র র
১রা২ঃ। নুদা ৫ ৩। স্বা২দা২৩৪ঔহোবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১
বয়ুঞ্জনা২৩৪৫ম্ ॥ ৬ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মৎসরঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) ত্বং 'মৃধঃ' (শত্রূন, রিপূন) 'অপঘ্নন্' (বিনাশয়ন, বিনাশ্য) 'পবসে' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'ক্রতুবিৎ' (সৎকর্ম্মণাং ক্রমবেত্তারঃ, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অদেবযুং' (অদেবকামং, পাপরূপান্ শত্রূন) 'নুদস্ব' (প্রেরয়, অস্মৎ সকাশাৎ বিদূরয় ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু, তথা পাপিনাং পাপান্ বিনাশয়তু—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ-৩খ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক তুমি রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও; জ্ঞানদায়ক তুমি পাপরূপ শত্রুদিগকে আমাদিগ হইতে বিদূরিত কর। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আমাদিগকে রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক এবং পাপিগণের পাপ বিনাশ করুক।)। (৩প—৫অ—৩খ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অন্যাঃ পরস্তাশ্চ নিরুক্তির্বিধিঃ। হে 'সোমঃ!' 'মৎসরঃ' মদকরঃ যঃ ত্বং 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন্ 'অপ ঘ্নন্' মারয়ন্ 'ক্রতুবিৎ' অস্মভ্যং প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছন্ 'পবসে' ক্ষরসি স ত্বং 'অদেবয়ুং' অদেবকামং জনং রাক্ষসবর্গং 'দূরম' প্রেরয়। (২প—৫অ-২খ—৬স)।

* . *

ষষ্ঠ (৪৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—ভগবানের করুণা-ধারা ক্ষরিত হয়। ভগবান্ তাঁহার সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত রাখেন না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিবশে অসৎপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে সত্য; কিন্তু সে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না। নিজের কর্ম্মের ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল নীতির প্রভাবে সে আবার প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয়।

মানুষ যখন আপনার কর্ম্মফলে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, তখন ভগবানের করুণাদত্ত শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের পথ ত্যাগ করিয়া আবার মঙ্গলময় পথে চলিতে বাধ্য হয়; তেমনই পাপীর বিনাশ ঘটে। যে পাপী ছিল, তখন সেই নবজীবন লাভ করে—ইহাই পাপীর মৃত্যু। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"আমি সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

মানুষের হৃদয়ে যখন সদ্ভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন পায়। তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"জগতের পাপীদিগকে দূর করিয়া দাও প্রভু! তোমার অমৃতময় সদ্ভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস করিয়া দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হউক।"

মন্ত্রে পাপরূপ শত্রুসমূহের বিনাশের প্রার্থনা আছে। 'অদেবয়ুং' পদের অর্থ বিবরণকারের মতে,—"যো দেবান্ যষ্টুং ন কাময়তে ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ যে জন দেবগণের পূজা করিতে কামনা করে না অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি। 'পাপী ব্যক্তিকে দূর কর'—বলিতে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাবে আমাদিগকে পাপ সম্বন্ধ হইতে দূরে রক্ষা কর, আর এক ভাবে পাপীদিগের পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষ-পথে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (৩প ৯অ—৪খ—৬সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান—একটী। উহার নাম "বৈশ্বদেবম্।"

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্য্যমরোচয়ঃ।
৩ ১র ২র ৩ ২
হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৭ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ২ — ১২ ২ ৫ ১রর
এ অয়াপবা। স্বধা২। রয়া৩১উবা২৩। উ৩৪পা। যয়াসূর্য্য-
— ১২ ২ ৫ ১র রর
মরো২। চয়া৩১আবা২৩। উ৩৪পা। হিন্বানোমানুষা
১ ২ ২ ৫
২২ইহোই। আপআ৩১উবা২৩। উ৩২৩৪পা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'হিন্বানঃ' (সেবমান, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মানুষীঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-জনকেন) 'অপঃ' (অমৃতসম্বন্ধিনা) 'যয়া ধারয়া' (যেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানরশ্মিং) 'রোচয়ঃ' (প্রকাশয়সি) 'অয়া' (অনয়া, তেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অমৃতস্বরূপং জ্ঞানং অস্মাকং হৃদি উপজায়তু ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ ৩খ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যদিগের হিতজনক অমৃত-সম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত কর, সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (ভাব এই যে, অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)॥ (৩প—৫অ—৩খ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মানুষীঃ' মনুষ্যাণাং হিতানি 'অপঃ' উদকানি 'হিন্বানঃ' প্রেরয়ন্ ত্বং 'যয়া' ধারয়া 'সূর্য্যম্' 'রোচয়ঃ' প্রকাশয়ঃ। তয়া 'অয়া' অনয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর। ৭।

* * *

সপ্তম (৪৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়। তাই হৃদয়ে জ্ঞান-সমন্বিত সত্ত্বভাবের উপজনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে সোম! সেই ধারা-সহকারে ক্ষরিত হও, যাহা দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে।" 'সোমকে' অবশ্য মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মাদকদ্রব্য কিরূপে মানুষের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ করিতে পারে? আর তাহা কিরূপেই বা সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে? এই ব্যাখ্যা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। আমরা যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য নয়, তাহা বহু উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ। তাহা সত্ত্বভাব। 'সূর্য্য' শব্দেও আমরা জ্ঞান, জ্ঞানরশ্মি—যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সূর্য্যালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানালোকে তেমনই অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে'—এই ভাবেই 'সূর্য্য' পদের অর্থের সার্থকতা। (৩প—৫পে ৩খ ৭সা)।*

—— • ——

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে।
২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
বব্রিবাꣳসং মহীরপঃ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ২৩৫ ১ — ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩
স হো ৩ ৪ ৩ ই। পবস্ব। যআ ২ বিথা। ইন্দ্রং বৃত্রা ৩। যাহন্তা।
৫ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২র ১
২ ৩ ৪ বে। ওবা ৩ ওবা। বব্রিবা ২ ৩ ꣳসাম্। মাহীরপা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা। ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বৈশ্বদেবঃ সূর্য্যসাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যঃ' (ত্বং) 'মহীঃ অপঃ' (মহাস্বাদকানি, অমৃতপ্রবাহান্ ইত্যর্থঃ) 'বব্রিবাংসং' (নিরুদ্ধকারিণং) 'বৃত্রায় হন্তবে' (বৃত্রং হন্তুং, পাপনাশায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'আবিথ' (রক্ষসি, তস্য শক্তিস্বরূপঃ ভবসি ইত্যর্থঃ); 'সঃ' (তথাবিধঃ ত্বং) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবতঃ পাপনাশিকা শক্তিঃ বয়ং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ—৩খ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অমৃতপ্রবাহ-নিরুদ্ধকারী পাপকে নাশ করিবার জন্য বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে রক্ষা কর অর্থাৎ তাঁহার শক্তিস্বরূপ হও; তুমি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পাপনাশিকা শক্তি আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)॥ (৩প—৫অ—৩খ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমহীয়ুর্ঋষিঃ। হে সোম! যস্ত্বং 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' মহাস্বাদকানি 'বব্রিবাংসং' নিরুদ্ধবানং 'বৃত্রায়' বৃত্রং 'হন্তবে' হন্তুং 'ইন্দ্রম্' 'আবিথ' অরক্ষঃ 'স' ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। সোমং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রো মহাস্বাদকানিরুদ্ধানং বৃত্রং জঘানেত্যর্থঃ। (৩প—৫অ—৩খ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (৪১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের মঙ্গলময় শক্তিই অমঙ্গল বিনাশ করে। সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি। সেই শক্তিপ্রভাবে জগতের পাপ তাপ বিনষ্ট হয়। তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"পাপ নাশ করিবার জন্য তাঁহার শক্তিস্বরূপ হও।" মানুষ যতই পাপী অধঃপতিত হউক না কেন, তাহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। মানুষ যখন পাপের পথে বিচরণ করে, তখন তাহার হৃদয়ের সমস্ত উচ্চভাব নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ধারায় সেই নিরুদ্ধ উচ্চভাব-সমূহ আবার পূর্ণতেজে প্রকাশিত হইতে পারে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বৃত্র নামক অসুরের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। "হে সোম! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহাররূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও। সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আরও যে একটু লিখিয়াছেন তাহা এই—

"সোমপানে প্রমত্ত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।" এই ব্যাখ্যানুসারে দেখা যায় যে, বৃত্র একটী বলবান্ অসুর ছিল এবং জগতের যাবতীয় জল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কোনও অসুরের পক্ষে সসাগরা পৃথিবীর জল অবরুদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। সুতরাং ব্যাখ্যাকারগণ এই বৃত্রবধের একটী রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন, "মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনা-পূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পৌরাণিক বৃত্র অসুরের গল্প উৎপন্ন।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রচলিত ব্যাখ্যা একটী রূপক ব্যাখ্যা মাত্র। ঋগ্বেদের ভাষ্যকারও একস্থলে (১ম - ৩২সূ - ৫ঋ) 'বৃত্রতরং' পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—'বৃত্রতরং অতিশয়েন লোকানাং আবরকং অন্ধকাররূপং।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ অনৈক্য নাই,- যদিও তিনি বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যে বৃত্রকে অসুর বলিয়াই কল্পনা করিয়াছেন। (৩প - ৫অ - ৩খ—৮সা) ॥ *

—•—

নবমং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দ্রো মদেষ্বা।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
অবাহন্ নবতীর্ন্নব ॥ ৯ ॥

* * *

গেয় গানং।

৫ র র ২র ১ ২ ১ ২র ১ ১ ২
১। অয়া বীতী। পারিস্রবা। যস্তইন্দাউ মাদাইষুবা। অবাহা
২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
৩ ন্মা ৩। নবতো ২ ৩ ৪ বা। না ৫ বো ৬ হাই ॥

* * *

২ ১র র ২৲ ৩র ১ ২ ২র ২ ২র র ৲ ৩
২। অয়া বীতা। ঔহোবা। ঔহো ৬ ৪ ই। ঔ। হো ২। বা
৫র র ১ ২ ১ ২৲ ৩র ১ ২ ৩র
২ ৩ ৪। ঔহোবা। পরিস্রব। যস্তইন্দা। ঔহোবা। ঔহো

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বার্ত্রঘ্নম্।"

২র ১ ৮ ২ ৫র র ৯ ৫র

৩৪ ই। ঔ। হো২। বাঁ২৩৪। ঔহোবা। মদে২

১র র ২৮ ৩র১২ ৩র২ ২র

ষুবা। অবাহমা। ঔহোবা। ঔহো৩৪ই। ঔ।

১ ৮ ৩ ৫র র ২১র ১১১১

হো২। বা২৩৪। ঔহোবা। নবতীর্নবা ২৩৪৫॥

* * *

৪৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১২র ১২

ও। অয়া২৫বী। তা৩ই পা৬রিস্রবা। যাস্তইন্দো। মদাইষু

— ১ ২ ২ ৩র২১ ২ ৪৫

১বা২। অবাহা৩মা। নবতীর্নবা। ঔ৩হোবা।

৪

হো৫ই। ডা। ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'যঃ' (যা—দীপ্তিঃ ইতি যাবৎ) 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়, যদ্বা রিপুসংগ্রামেষু) 'নবতীর্নব' (অসংখ্যান্ রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'অবাহন' (বিনাশয়তি) 'অয়া' (অমুয়া) 'বীতী' (বীত্যা, দীপ্ত্যা সহ) 'পরিস্রব' (প্রকৃষ্টেন পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দীপ্তিমন্তং সত্ত্বভাবং লভেম - ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫দ—৩খ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দদানের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৩প—৫দ—৩খ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অসহীয়ুর্বিঃ । হে 'ইন্দো' সোম! 'অয়া' অনেন রসেন 'বীতী' বীত্যৈ ইন্দ্রস্য ভক্ষণায় 'পরিস্রব' পরিক্ষর । কীদৃশেন রসেনেত্যাহ 'যঃ' 'তে' তব 'মদঃ' মদেষু 'মদেষু' সংগ্রামেষু 'নবতীর্নব' নবনবতি সংখ্যাকাঃ শম্বরপুরীঃ 'অবাহন্' জঘান (অমুং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান্ শম্বরপুরীর্জঘানেতি যথা রসো জঘানেত্যুপচারঃ)। (৩প ৫অ—৩খ ৯সা)।

• • •

নবম (৪৯৫) সামের মর্ম্মার্থ ।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক জন ব্যাখ্যাকার এই শম্বর শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—মেঘ, উদক, বল। কেহ আবার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে শম্বর নামে দৈত্য বিশেষের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টানিয়া আনিবার কোনই সার্থকতা দেখি না। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন্' পদদ্বয়ে অসংখ্য শত্রুর বিনাশ বুঝায়। চারিদিকে অসংখ্য-শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদিগকে জয় করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে এই সকল রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হইয়াছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা নাই। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'অসংখ্যরিপু বিনাশ করে' এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

'বীতী' পদ দীপ্ত্যর্থক। সত্ত্বভাবের যে জ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানতা প্রভৃতি মোক্ষমার্গের বিঘ্ন শত্রুগণ পরাজিত হয়, 'বীতী' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিবরণকারও 'বীতী' পদে 'কান্তি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের অর্থানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী বলিয়াই অনুমান হয়। তিনি ভাষ্যশেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"অমুং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান্ শম্বরপুরীর্জঘানেতি।" অর্থাৎ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতা নবনবতি শম্বর পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভাববিকাশে এরূপ ব্যাখ্যার কোনও সার্থকতাই আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের অর্থ তাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আর 'সোম' বলিতে তাঁহারই বিভূতিরাজি সত্ত্বভাব শুদ্ধসত্ত্ব বুঝি। মানুষকে ভগবদনুসারী করিবার জন্যই বেদ-মন্ত্রের অবতারণা। তাহাতে কোনও কুরুচির বা কুভাবের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। এই ভাবেই, এই যুক্তিতেই আমরা পূর্বাপর বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমাদের সেই একই লক্ষ্য।

ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ভক্তিসুধা গ্রহণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; পাপ নাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। (৩প-১অ-৩খ-৯)। *

—•—

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পরি দ্যুক্ষং সনৎ রয়িং ভরৎ বাজং নো অন্ধসা।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
স্বানো অর্ষ পবিত্র আ॥ ১০॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ১ — ১ র
পরিদ্যুক্ষাম্। ওই। সনদ্রায়ী ২ ম্। ভরদ্বাজা ২ ম্। ওই। নোঅন্ধাসা

৩র ২ ৩২ ৪ ৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪। স্বানো ৩ ৪ অর্ষা ৩। পবোবা। ত্রা ৫ য়ো ৬ হাই। ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

দেবঃ 'নঃ' (অস্মান্) 'অন্ধসা' (সত্ত্বভাবেন সহ) 'দ্যুক্ষং' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'সনৎ' (চিরন্তনং, নিত্যং) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'পরিভরৎ' (প্রযচ্ছতু); হে সত্ত্বভাব! 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে, অস্মান্ পবিত্রান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'আর্ষ' (আভিমুখ্যেন ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং আত্মশক্তিং তথা সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৩খ-১০সা)।

• , •

বঙ্গানুবাদ।

দেবতা আমাদিগকে সত্ত্বভাবের সহিত আত্মশক্তি এবং নিত্যধন প্রদান করুন; হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়; অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "সোমসামানী ত্রীণি।"

ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং সত্ত্বভাব প্রদান করুন।)। (৫প—৫অ—৫খ—১০সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উর্ব্ব্যাখ্যিঃ। 'দ্যুক্ষং' দীপ্তং 'সনৎ' দীয়মানঃ দৈবতং বা 'রয়িং' ধনং যস্ত তাদৃশং 'বাজং' বলং 'অন্ধসা' অন্নেন সহ সোমঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পরিভরৎ' পরতোহরতু প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ। হে সোম! 'স্বানঃ' সুবানোঽভিষূয়মাণস্ত্বম 'পবিত্রে' 'আ অর্ষ' আভিমুখ্যেন ক্ষর। 'দ্যুক্ষং' 'সনদ্রয়িং' 'দ্যুক্ষঃসনদ্রায়' ইতি 'স্বানঃ' 'সুবানঃ' ইতি চ সাম্ন ঋচঃ পাঠৌ। (৩প-৫অ ৩খ—১০সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দশম (৪৯৬) সামের মর্ম্মার্থ

—:•:—

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ভগবানের নিকট সত্ত্বভাব ও আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা আছে; এবং দ্বিতীয়ভাগে ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাবকেই সম্বোধন করিয়া তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেকস্থলে বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'সনৎ' পদে ভাষ্যকার 'দীয়মানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, বিবরণ কারের অনুসরণে ঐ পদে 'চিরন্তনং নিত্যং' অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি। যাহা সৎ তাহা নিত্য, তাহা অবিনাশী অক্ষয়। মোক্ষাভিলাষী মানবের পক্ষে সেই নিত্যধনের জন্য প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই মন্ত্রান্তর্গত 'নঃ' পদের ব্যাখ্যায় বিবরণকার ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মাকং' পদের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়ান্ত 'অস্মান্' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। 'পরিভরৎ' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'নঃ'। সুতরাং বিবরণকারের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বিবেচিত হয়। মন্ত্রের ভগবৎসম্বোধনের সহিত তাঁহারই শক্তি সত্ত্বভাবের সম্বোধন একই সূত্রে গ্রথিত ভগবানের শক্তিকে সম্বোধন করায় ভগবানকে সম্বোধন করা হয়। তাই আমরা অনেক মন্ত্রের মধ্যেই ভগবৎশক্তির প্রত্যক্ষস্তুতি দেখিতে পাই। এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেও ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাবের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই সমস্ত পরিস্ফুট হইবে। (৩প-৫অ—৩খ—১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত।)। ইহার গেয় গান একটী। উহার নাম—"ভারদ্বাজম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অচিক্রদৎ বৃষা হরির্ম্মহান্ মিত্রো ন দর্শতঃ।
১র ২র
সংসূর্য্যেণ দিদ্যুতে ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ৪ ২ র ১ র র
অচিক্রদা ৩ ৎ। আচক্রদা ৫ দে। বৃষাহয়া ৩ ই। বার্ষাহয়া ৩ ই।
৪ র ২ র ১ র ২ ৪ র
বৃষাহয়া ৫ এ। মহান্মিত্রা ৩ঃ। মাহান্মিত্রা ৫ এ। মহা। মিত্রা
২ ১ ২ ৪
৫ এ। নাদর্শতা ৩ঃ। নাদর্শতা ৩ঃ। নাদর্শতা ৫ এ।
২ র ১ র ৪ র
সংসূর্যিয়া ৩ ই। সাংসূর্যিয়া ৩ ই। সংসূর্যিয়া
২ ১ ২ ৪
৫ এ। ণাদিদ্যুতা ৩ ই। ণাদিদ্যুতা ৩ ই। ণদা
৫ ইডভাউ। বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানপ্রকাশকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরি' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (পূজ্যঃ) 'মিত্রঃ ন' (মিত্রঃ ইব, মিত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'দর্শতঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) ভগবান্ 'সং সূর্য্যেণ' (জ্ঞানকিরণেন, সহ) 'দিদ্যুতে' (দিব্যং, স্বস্থং প্রকাশয়তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়েম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৪থ—১সা)॥

অথবা,

'বৃষাঃ' (কামানাং বর্ষকঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (সর্ব্বেষাং বরণীয়ঃ, মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ ইতি যাবৎ) 'মিত্রো ন' (সখিবৎ পরমপ্রিয়ঃ) 'দর্শতঃ' (দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং প্রীতিকরঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বতি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানোন্মেষণং করোতি ইতি ভাবঃ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সূর্য্যেণ' (পরমজ্যোতিষা) 'সংদিদ্যুতে' (দিবি প্রকাশতে, অন্তরং সম্যক্ উদ্ভাসয়তি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ চ অয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্রঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য শক্তিং প্রকটয়তি। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ লভন্তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-বয়ং যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভেয়ং। (৩প ৫অ-৪থ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক পূজ্য মিত্রতুল্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানকিরণের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৩প—৫অ—৪থ—১সা)।

অথবা,

সর্ব্বাভীষ্টপূরক পাপহারক মহত্ত্বাদিসম্পন্ন ও সকলের বরণীয়, সখিবৎ পরমপ্রিয় এবং সকলের প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব সকলের জ্ঞানোন্মেষণ করে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতির সহিত অন্তরকে সম্যকরূপে উদ্ভাসিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি প্রকটন করিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকসকল জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করি। (৩প—৫অ—৪থ—১সা)।

* * *

মেধাতিথিঋষিঃ 'বৃষা' কামানাং বর্ষকঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'মহান্' পূজ্যঃ 'মিত্রো ন' যথা সখা তদ্বৎ। 'দর্শতঃ' দর্শনীয়েঃ সোমঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দকরোতি সোহয়ং সোমঃ 'সূর্য্যেণ' সহ 'দিদ্যুতে' দিবি প্রকাশতে। 'দিদ্যুতে' 'রোচতে' ইতি সামগচঃ পাঠৌ। (৩প ৫অ—৪খ-১সা)।

• • •

প্রথম (৪৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারস্থানীয়—মন্ত্র এই ভাব প্রকটন করিতেছেন। মন্ত্র কহিতেছেন,—যদি পরমপদ লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে প্রযত্নপর হও। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার বিভূতিসমূহের আরাধনা কর; সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে সচেষ্ট হও। যখন তাঁহার বিভূতি-সমূহ তোমার অধিগত হইবে, তখনই আধারস্থানীয় ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন। মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। দ্বিতীয় অম্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রথম অন্বয়ে আমরা 'অচিক্রদৎ' পদের অর্থ করিয়াছি—'শব্দং কুর্ব্বন্ অর্থাৎ জ্ঞান-প্রকাশক। কি সূত্রে আমরা ঐ অর্থ সিদ্ধ করিয়াছি, তাহার একটু আভাস প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। নাদ বা শব্দ ব্রহ্ম। শব্দই জ্ঞান, শব্দের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দের সাহায্যেই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শব্দ—ভাবধারার বাহিঃপ্রকাশ মাত্র। উহা জ্ঞানের বাহ্য প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভগবানের মধ্যে ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই জ্ঞান ও ভাব শব্দরূপে প্রকাশিত হয়। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "তিনি 'ভূঃ' বলিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" এই অনুসারেই আমরা 'অচিক্রদৎ' পদে, 'জ্ঞানদায়কঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মিত্রঃ ন' পদদ্বয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ মানবের মিত্রতুল্য। বন্ধু যেমন বন্ধুর সাহায্য করে, বিপথে চলিলে যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া সুপথে আনয়ন করে, ভগবানও সেইরূপ মানুষকে তাঁহার জ্ঞানালোক প্রদানে প্রকৃত গন্তব্য পথে পরিচালিত করেন। তিনি মানবের প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু। কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন।

এখানে হিন্দু ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের সাধনায় ভারতীয় আর্য্যগণ যেমন উন্নত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর আর কোনও দেশে বা জাতির মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে পঞ্চরসের সাধনা, একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই আছে।

হৃদয় যখন ভগবদভিমুখী হয়, তখন মানুষ দূরে থাকিতে চায় না,—দূরে থাকিতে পারে না। সে নিকটে, অতিনিকটে—অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রেমাস্পদকে পাইতে চায়। মানব হৃদয়ের এই চিরন্তন ভাব ভগবৎ-সাধনার মধ্যেও বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মানুষের ব্যাকুলতা, ভগবানকে দূরে রাখিয়া পূজা করিয়া ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয় না। সে চায়—'কভু কাঁধে চড়ি, কভু বা চড়াই।' তাই নিত্যবৃন্দাবনের সেই অপূর্ব্ব কিশোরের লীলাখেলা অনন্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া আছে। মানুষের সখ্যরস-সাধনা এখানে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সখ্য রসেরই বিকাশ দেখি। (৩প—৫অ—৪খ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২　৩　১　২　　৩　২　৩　১　২　　৩　১　　২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিং অদ্য আ বৃণীমহে।

৩　১　২　৩　১　২
পান্তং আ পুরুস্পৃহম্॥ ২॥

• • •

গেয়-গানং

৫র র　　২ ১ ২　২　　১ ২　　১　৭ ∧ ৩
১। আতেদক্ষাম্। ময়োভু ৩ বাম্। বহ্নিম। ত্বা। বৃণী ২ মা ২ ৩ ৪

৫　　১ ২　　S ২　　১　　১ ∧ ৩
হাই। পান্তমা ৩। ঈ ৩ য়া। পুরু ২ ৩। স্পৃ ২ হা ২ ৬ ৪

৫র র　　২∧ ∧ ৫
ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

• • •

২ ∧ ৩　　৫　　২ ∧ ৩　　৫　　২ ৰ ৩র ৰ৫র
২। আতেদা ২ ৩ ৪ ক্ষাম্। মায়োভু ২ ৩ ৪ বাম্। বহ্নিমদ্যাবৃণী।

৫　　৫　　১ ২　২　　S　২　　১ ∧ ৩
মহো ২ ৩ ৪ হাই। পান্তা ৩ মা ৩। ঈ ৩ য়া ৩। পু ২ রু

৫র র　　৩　　৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বার্হাহরম।"

৩র ৪র ৩ ৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৪ ৩র ৪৫র ৩
৩। আত্তেদক্ষস্ময়ঃ। ভুবো ২ ৩ ৪ হাই। বর্হিমস্তারুণী। মহো

৫ ১২ — ১ ২ ১ ২
২ ৪ ৪ হাই। পাস্তা ১ মা ২। পুরুস্পৃহম্। ইড়া ২ ৩ ভা

১
৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং' (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যোরক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বর্হিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ॥ ২॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)॥ (৩প—৫অ—৪খ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভৃগুর্ঋষিঃ। হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব স্বভুতং 'দক্ষং' বলম্ 'অদ্য' অস্মিন্ যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশম্? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবয়িতারং 'বর্হিং' ধনাদীনাং প্রাপকম্ 'পান্তং' শত্রুভ্যোরক্ষকং। 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং কামায়মানস্বলমিতি॥ (৩প—৫অ—৪খ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৪৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

— • —

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি ভগবৎ-প্রাপ্তি। স্বরূপ জ্ঞান-ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোনমতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎ প্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপকং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৩প—৫অ ৪থ ২সা)।। *

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ্বর্য্যো অদ্রিভিঃ সুতꣳ সোমং পবিত্র আ নয়।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনাহি ইন্দ্রায় পাতবে।। ৩।।

গেয়-গানং।

২ ১ ৫ ২ ১ ২ ২ ১র ৮ ৩
১। অধ্বর্য্যো ২ ৩ ৮ আ। দ্রিভাইঃ সু ০ তা ০ ম্। সোমা ২ স্পা

৫ ১ ২ — ১ র ২
২ ৩ ৪ বী। ত্রাআ ১ নায়া ২। পুনা ২ ০। হীন্দ্রা ৩ ৪

৫র র ২র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। য়পাতবে ২ ৩ ৪ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "বার্ষাণি ত্রীণি।"

৪ ৫ র   ৪   ৫   ২ ১   ৪   ২   ২   ১র
২। অধ্বর্যো। হো অদ্রী। ভিঃসুতম্। ঔ ০ হো ০ বা ০। সোমা

৫ ৩   ৫   ১ ২   —   ১   ১ ৫ ৩
২ম্পঃ ২ ৩ ৪ বী। ওবাআ ১ নায়া ২। পুনা ২ ৩। হা ২ ইন্দ্রা

৫র র   ২ ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্নপাতবে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্যো' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতঃ হে মম মন!) ত্বং 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (পবিত্রং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পবিত্রে' (হৃদ্‌রূপে যজ্ঞাগারে ইতি ভাবঃ) 'আনয়ঃ' (প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং তং শুদ্ধসত্ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, উৎকর্ষং গময় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সত্ত্বভাবপ্রভাবেন ভগবৎ-প্রীতিসাধনায় যাজ্ঞিকং আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভাবার্থস্তু—সদ্ভাবপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং যেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম। (৩প—৫অ ৪থ—৩সা)॥

অথবা,

'অধ্বর্যো' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মন!) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্র হৃদয়ে, হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্ব-ভাবং) 'আনয়' (প্রাপয়); 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রেশ্য, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায়) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ, শুদ্ধসত্ত্বলাভায় বয়ং কঠোরতপোপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৪থ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদ্রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত কর; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সদ্ভাবপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)॥ (৩প—৫অ—৪থ—৩সা)॥

অথবা,

সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক; ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপো-পরায়ণ হই।)॥ (৩প—৫অ—৪খ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উচথ্যঋষি। হে 'অধ্বর্য্যো!' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতম্' অভিযুতং সোমং 'পবিত্রে' 'আনয়' প্রাপয়। এতদেব দর্শয়তি—'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানায় 'পুনাহি' পুনীহি পাবয়। 'পুনাহি' 'পুনীহি' ইতি, 'আনয়' 'আসৃজে' ইতি চ সামগাঃ পাঠঃ। (৩প—৫অ—৪খ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (৪১১) সামের মর্ম্মার্থ।

মনই কর্ম্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই উত্তরবিধ অন্বয়ে 'অধ্বর্য্যো' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মন!' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কারণ, মনই সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মসম্পাদক। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সৎকর্ম্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপঃপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তি লাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধক নিজ মনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মোদ্বোধনই দেখিতে পাই।

সৎকর্ম্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর। বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে "কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন কঠোর, তাহা দূর করারূপ কর্ম্মও অতিশয় কঠোর। তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া জীবনপণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সফলতা লাভও অসম্ভব। সেই জন্য তপঃও কঠোর। সুতরাং সেই তপঃ অথবা সৎকর্ম্মকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। (৩প—৫অ—৪খ—৩সা)॥ *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"বৈরূপে দ্বে"।

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ২র ১ ২ ১র ৳ ৩ ৫ ২ ১
তরৎসমা। দীধাবা ১ ভা ২ ৩ ই। ধারা ২ সূ ২ ৩ ৪ তা। স্যা ২ ৩ ১
১ ৳ ৩ ৫র র ১ র২র ৩ ২ ১ ১ ১
ধা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তরৎসমন্দীধাবতী ২ ৩ ৪ ৫॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন তেষাং হৃদি প্রবহতি); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আদরার্থং পুনরুক্তিঃ; সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄণাং পাপনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৪খ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। আদরার্থে পুনরুক্তি; ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৩প—৫অ—৪খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অবৎসারঋষিঃ। 'মন্দী' দেবানাং হর্ষকঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দ্রোণকলশং গচ্ছতি। ধাবতীতি পুনরপি তদেবাহাভ্যাসাদরার্থং তরৎসমন্দীধাবতীতি। যদ্বা। অত্র ঋচো যাস্কেনোক্তার্থো দ্রষ্টব্যঃ; তদ্যথা—'তরতি স

পাপং সর্ব্বং মন্দী যঃ স্তৌতি ধাবতি গচ্ছতুর্দ্ধাং গতিঙ্কারা সুতস্তাদ্ধনো ধারয়াভিষুতস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্যেতি (নি॰ প॰ ১৩।৬)॥ (৩প—৫অ—৪থ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৫০০) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ত্বরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেইখানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয়, সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, পরমানন্দ লাভ করে॥ (৩প—৫অ—৪থ—৪সা)। *

— — * — —

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্য্যম্।
৩ ১র ১র
অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র ২ ১ ১ ২ ১র
আপবস্বা। সহস্রিণম্। হুবাই। হুবা২৩হো। রয়িংসোমা।
২ র ১ ১ ২ র ১
সুবীরিয়াম্। হুবাই। হুবা২৩হোই। অস্মেশ্রবা
২ র ১ ১ ৲ ৩
সিধারয়া। হুবাই। হুবা২৩হো২। বা
৫র র ৩ ৫
২৩৪ঔহোবা। উ২৩৪পা॥ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "তরত্তঃ।"

অর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ব!) ত্বং 'সহস্রিণং' (বহুসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনসামর্থ্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ পবস্ব' (আভিমুখ্যেন ক্ষর, অস্মান্ প্রযচ্ছ) অপিচ 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'শ্রবাংসি' (শ্রেয়াংসি, শ্রেয়স্করং বলং) 'ধারয়' (স্থাপয়, প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদি বিশুদ্ধঃ পরমশ্রেয়স্করঃ সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫খ—৪থ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রভূতপরিমাণে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন আমাদিগকে প্রদান কর; অপিচ, আমাদিগকে শ্রেয়স্কর বল প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ পরমশ্রেয়স্কর সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক।)॥ (৩প—৫খ—৪থ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

নিধ্রুবিঋষিঃ। হে 'সোম।' ত্বং 'সহস্রিণং' বহুসংখ্যাকং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যোপেতং 'রয়িং' ধনং 'আ পাবস্ব' আভিমুখ্যেন ক্ষর। অপিচ 'অস্মে' অস্মাসু 'শ্রবাংসি' অন্নানি 'ধারয়' স্থাপয়। (৩প—৫খ—৪থ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (৫০১) সামের মর্ম্মার্থ।

—·—

একমাত্র 'সোম' পদের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য পদের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই সত্ত্বভাব প্রভূতধনদাতা, আত্মশক্তিদাতা। মানুষ ধন ও শক্তির কামনা করে। যে ধন মানুষের চরম অভীষ্ট সাধনে সমর্থ, যে ধন নিত্য, যাহা দ্বারা মানুষ তাহার আকাঙ্ক্ষার চিরনিবৃত্তি করিতে পারে, সেই ধনেরই প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহা দ্বারা মানুষ আত্মশক্তি লাভ করিতে পারে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে তাহাই তাহার একমাত্র কাম্য। সেই কাম্যবস্তু—সত্ত্বভাব। আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদানের জন্য সত্ত্বভাবের নিকট অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাবের দ্বারা আত্মশক্তি লাভ হয় কিরূপে? সত্ত্বভাব লাভ হইলে মানুষ আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি যে মোহ-মায়ার অতীত পরম চৈতন্য-সত্ত্বা তাহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার নিজের অসীম

শক্তিরও সন্ধান পান, যেমন মূর্ত্তিধারী সিংহ আপনার পরিচয় জানিতে পারেন। তখন তিনি মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া আপনার স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হয়েন। স্বরূপতঃ মানুষের যে অসীম শক্তি তাহাই তিনি লাভ করেন। (৩প—৫অ—৪খ—৫সা)।*

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রুচে জনন্ত সূর্য্যম্॥ ৬॥

গেয় গানং।

৫ র র ৫ ২ ১ র র ৭
অনুপ্রত্নাসআয়া ৬ বাঃ। পদমবীয়ো অক্রমুঃ। রুচাইজনা।

২ ৭ ১ ২ ৫
তা ০ সূ। হুম্মায়ে ৩। রী ২ ৩৪ য়াম্। ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নাসঃ' (পুরাতনাঃ, আদিভূতাঃ, সনাতনাঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (গমনশীলাঃ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ—দেবভাবাঃ ইতি যাবৎ) লোকান্ 'নবীয়ঃ' (নবতরং, নূতনং) 'পদং' (স্থানং, জীবনং ইত্যর্থঃ) 'অনু অক্রমুঃ' (অনুক্রামন্তি, উৎপাদয়ন্তি, প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ); তথা 'রুচে' (দীপ্ত্যৈ, দিব্যজ্যোতিঃপ্রদানায়) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানালোকং) 'জনন্ত' (সৃজন্তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকান্ নবজীবনং প্রদানায় তেষাং হৃদি পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছন্তি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৪খ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সনাতন ঊর্দ্ধগতিদায়ক দেবভাবসমূহ লোকদিগকে নূতন জীবন প্রদান করেন; এবং দিব্যজ্যোতিঃ প্রদানের জন্য জ্ঞানালোক সৃজন করেন।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সোমসাম।"

(মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগকে নবজীবন প্রদান করিবার জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন।)। (৩প—৫অ—৮খ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রত্নাসঃ' পুরাণাঃ কেচিৎ 'আয়বঃ' গমনবন্তোঽশ্বাঃ 'নবীয়ঃ' নবতরং 'পদং' 'অধ্বক্রমুঃ' অনুক্রমন্তে (রূপকব্যবহারেণ সোমাঃ স্তূয়ন্তে) 'রুচে' দীপ্ত্যৈ তদর্থং 'সূর্য্যং' 'অজনন্ত' জনয়ন্তি। (৩প—৫অ—৮খ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (৫০২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, এই মন্ত্রে রূপকের সাহায্যে সোমরসের স্তুতি করা হইয়াছে। কিন্তু সেই রূপকমূলক ব্যাখ্যাও মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদও উদ্ধৃত হইল,—"কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পথ অনুসরণ করে, সূর্য্যকে দীপ্ত করে।" বলা বাহুল্য ঐ ব্যাখ্যা ভাষ্য হইতেও দুর্ব্বোধ্য। ব্যাখ্যার প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 'দীপ্ত করে' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'অশ্ব' আর কর্ম্ম 'সূর্য্য'। সুতরাং শেষাংশ এই বাক্যে পরিণত হয়—"পুরাণ অশ্ব সূর্য্যকে দীপ্ত করে।" এই বাক্যের যে কোন সঙ্গতার্থ থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না। অশ্ব সূর্য্যকে দীপ্ত করে কিরূপে? এই ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। বিবরণকার 'আয়বঃ' পদে 'মনুষ্যাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'পদং' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'পদ্যতে, উৎপাদ্যতে'। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারাও কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হইলে মানুষ নবজীবন লাভ করে—মানুষ দেবতা হয়। 'নবীয়ঃ পদং' পদদ্বয়ে এই নব জীবনকেই লক্ষ্য করে। অজ্ঞান মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিবার জন্যই ভগবান্ তাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের সৃষ্টি করেন। 'রুচে জনন্ত সূর্য্যং' পদত্রয়ে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। 'আয়বঃ' পদে সাধারণতঃ 'গমনশীলাঃ' অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু গমনশীল বলিলে কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। ভগবানের প্রতি গমন করিতে দেবভাবই মানুষের প্রধান সহায়। যখন দেবভাব অন্তরে জাগরূক হয়, তখনই তাহা মানুষকে ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়—ভগবৎচরণ প্রাপ্ত করায়। সেইজন্য 'আয়বঃ' পদে 'ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকাঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'সূর্য্যং' পদে আমরা 'জ্ঞানং' 'জ্ঞানালোকং' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা দ্বারা বিশ্বের অজ্ঞানতাতমঃ দূরীভূত হয়, যাহাদ্বারা মানুষ বন্ধন

প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে, সেই পরমবস্তু জ্ঞানকেই 'সূর্ব্যাং' পদে লক্ষ্য করে। আমরা এই যুক্তিতেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। (৩প—৫অ—৪খ—৬সা)।*

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১২　৩১২৩১র　২র৩　১২
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোভি দ্রোণানি রোরুবৎ।
৩　২৩　২৩২
সীদন্ যোনৌ বনেষ্বা॥ ৭॥

গেয়-গান।

২১　১র　—　১　২১
১। অর্ষা। ইহা। সোমদ্যুমা ২ ত্তমা। ইহা। অভাই।
র র　—　১　২র১
ইহা। দ্রোণানিরো ২ রুবা। ইহা। সীদা। ইহা।
র র　—　১　২
যোনৌবনা ২ ইষুআ। ইহা ১॥

৪ ৫　১র　র　২　১২
২। অর্ষাহাউ। সোমদ্যুমত্তমো। ভিদ্রো ২ ৩ ণা। নিরাউ ০ রো।
১　র২　১র　২　২
রুবা২৩৫। সীদাউবা। যোনৌবা ৩ নে।
১　২　৫
হুম্মারে ৩। ষ্বা ২ ৩ ৪ ঋ॥

৩৪র৫র　৫১A　৩৪র৫র　১২　১২র১
৩। অর্ষাসোমদ্যুম। ত্তমাঃ। অর্ষাসোমা। দ্যুমত্তমঃ। অভিদ্রোণা।
২　১র২　১২র১　২　১
২৩হা। নিরোরুবৎ। সাইদন্যোনা ২ ৩ উহাই। বনাইষু,
২　১
৩৩বা৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ড॥৭॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সোমসাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'দ্যুমত্তমঃ' (জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) ত্বং 'রোরুবৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্, পরাজ্ঞানপ্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'দ্রোণানি অভি' (পাত্রাণি অভি লক্ষ্য, অস্মাকং হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'অর্ষ' (আগচ্ছ); 'বনেষু যোনৌ' (জ্যোতিঃরূপে উৎপত্তিস্থানে, স্ব-স্বরূপে ইত্যর্থঃ) 'আসীদন্' (স্থাপয়, অস্মান্ ইতি বাবৎ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বলাভেন মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৩প—৫দ—৪খ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃসম্পন্ন তুমি পরাজ্ঞানপ্রদান করিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন কর; স্ব-স্বরূপে আমাদিগকে স্থাপন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হই।) ॥ (৩প—৫দ—৪খ—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভৃগুঋষিঃ। হে সোম ! 'দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান ত্বং 'দ্রোণানী' (প্রয়োগবাহুল্যাপেক্ষমেৎ বহুবচনম্।) দ্রোণকলশান অভিলক্ষীকৃত্য 'রোরুবৎ' পুনঃপুনঃ ভৃশং বা শব্দং কুর্ব্বন 'অর্ষ' আগচ্ছতু দশাপবিত্রমধ্যান্নির্গতঃ সোমঃ অবিচ্ছিন্নধারয়া পতন শব্দং করোতি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বনেষু' বননীয়েষু যজ্ঞেষু বনসম্বন্ধিষু যজ্ঞগৃহেষু বা 'যোনৌ' স্থানে 'আসীদন্'। যথা। শ্যেন যোনৌ ভূমৌ আসদন পূর্ব্বং স্থিতঃ সন্ যজ্ঞগৃহং অভ্যর্থয়তি তদ্বৎ। 'সীদঞ্ছ্যেনোনসেদ্যাসীদন্' শ্যেনোনযোনিমেতিসায়ণচঃ পাঠৌ ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (৫০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের প্রথম ভাগে জ্ঞান লাভের জন্য এবং শেষাংশে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

পূর্ব্ব মন্ত্রের (৩প—৫দ—৪খ—১সা) 'অচিক্রদৎ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, বর্ত্তমান মন্ত্রের 'রোরুবৎ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'বন' শব্দে আমরা 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অর্থ নিরুক্ত সম্মত। সুতরাং 'বনেষু যোনৌ' পদদ্বয়ে জ্যোতির চরম উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ ভগবৎ চরণকে লক্ষ্য করিয়াছি; সেই স্থানে পৌঁছিলে মানুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'স্ব-স্বরূপে' অর্থই সঙ্গত

বলিয়া মনে করিয়াছি। এই মন্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের ধারণা এবং তাহাই ব্যাখ্যায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৩প-৫খ ৪ব-৭সা)। *

অষ্টমং সাম।

১ ২   ৩ ১   ২ ৩   ১ ২   ৩   ৩ ২
বৃষা সোমদ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ।

৩ ১ ২
বৃষা ধর্ম্মাণি দধ্রিষে ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গান।

৫ র র   ২   —১   —   ১   ২   ২   ১ ২ ৩
বৃষাসোমা। দ্যুমাঁ২ আসা ২ ই। বৃষাদে বা ৩ হা ৩ ই। বার্ষব্রা

৪   ১   ২   ১   ২   ১   ২ র
২ ৩ ৪ তাঃ। বৃষাধর্ম্মা ৩। ণী ৩ য়া। ণ্যাইদধ্রিষে।

২   ১
ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দ্যুমান্' (দীপ্তিমান) ত্বং 'বৃষা' (লোকানাং অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'দেব' (হে ভগবন্!) 'বৃষব্রতঃ' (বর্ষণশীলঃ, অভীষ্টপূরণশীলঃ) ত্বং মাং প্রতি 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ—ভব ইতি শেষঃ); 'বৃষা' (কামানাং বর্ষকঃ, কামনাপূরকঃ) ত্বং 'ধর্ম্মাণি' (সর্ব্বেষাং হিতজনকানি ধারকাণি, সর্ব্বেষাং মঙ্গলানি) 'দধ্রিষে' (ধারয়সি, ত্বমেব সর্ব্বমঙ্গলনিধানং ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! মঙ্গলস্বরূপঃ ত্বং কৃপয়া অস্মাকং পরমাভীষ্টং পূরয়। (৩প-৫খ-৪ব-৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম,—"বাচোত্থানাদি ত্রীণি।"

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দীপ্তিমান্ আপনি লোকদিগের অভীষ্টবর্ষক হয়েন; হে ভগবন! অভীষ্টপূরণশীল আপনি আমার প্রতি অভীষ্টবর্ষক হউন, কামনাপূরক আপনি সকলের মঙ্গল ধারণ করেন অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বমঙ্গলের নিধান। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের পরমাভীষ্ট পূর্ণ করুন।)॥ (৩প—৫খ—৪খ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

কশ্যপঋষিঃ। হে 'সোম!' 'বৃষা' কামানাং বর্ষকস্ত্বং 'দ্যুমান' দীপ্তিমান 'অসি'। অপিচ. হে 'দেব' দ্যোতমান সোম! 'বৃষা' ত্বং 'বৃষব্রতঃ' বর্ষণশীলকর্ম্মাসি। কিঞ্চ হে সোম! 'বৃষা' ত্বং 'ধর্ম্মাণি' দেবানাং মনুষ্যানাং চ হিতানি কর্ম্মাণি 'দধ্রিষে' দধিষে ইতি পাঠৌ। (৩প—৫খ৪খ—৮সা)।

অষ্টম (৫০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ও শেষাংশ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনামূলক। প্রথম দুইভাগে জীবনের পরম অভীষ্ট পূরণের অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। শেষাংশে ভগবানের মঙ্গল-স্বরূপ প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান মঙ্গল-স্বরূপ। সত্যং শিবং সুন্দরং তিনি। এখানে তাঁহার এই মঙ্গল-স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। জগৎ এক পরম মঙ্গলনীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সেই মঙ্গলনীতির মূলে আছেন—স্বয়ং তিনি। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে কল্যাণ-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া মানুষকে পরম শান্তির পথে লইয়া যাইতেছে। জগতের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, তাহার মূলে বর্ত্তমান আছেন—সেই পরমশিবং তিনি। তাই তাঁহার নিখে অকল্যাণ, পাপ স্থায়ী হইতে পারে না। আজ যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে হইতেছে, কল্য তাহা তাঁহার মঙ্গলশক্তি প্রভাবে অশেষ কল্যাণের আধার হইয়া দাঁড়ায়। ভগবানের মঙ্গলরূপের চিত্রই আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

তিনি কল্পতরু—অভীষ্টবর্ষক। মানবের যাহা কল্যাণকর, পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহা ভগবানের কৃপায় লাভ হইয়া থাকে। আমরা এই মন্ত্রে তাঁহার সেই অভীষ্ট-বর্ষক রূপেরও পরিচয় পাই। (৩প—৫খ—৪খ—৮সা)।*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটি। উহার নাম,—"বৃষকম্।"

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ৯॥

* . *

গেয়-গানং।

৫ র ২ র র র ২ ৫ র র ২ ১ ১র
ইষেপবা। স্বধারয়োহোবা ৩ হা ৩ ৪। ঔহোবা। মৃজ্যমা ২
র র ১ ২ ৩ ২র ৩ ৫র ২ র র ২
নোমনীষিভিঃ। ইন্দোরুচা। অভিগোহোবা ৩ হা ৩ ৪।
৫ র র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। উপ্। ইহী ২ ৩ ৪ ৫। ৯।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মনীষিভিঃ' (সাধকৈঃ, সাধকানাং সৎকর্ম্মভিঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'ইষে' (অন্নায়, শক্তিদানায়, অস্মভ্যং ইতি শেষঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); তথা 'রুচা' (দীপ্ত্যা, জ্যোতিষা সহ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'অভি' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'ইহি' (প্রাপয়); বয়ং জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ-৪খ-৯সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সাধকগণের সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ তুমি আমাদিগকে শক্তিদান করিবার জন্য ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও; এবং জ্যোতিঃর সহিত জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।)। (৩প—৫অ—৪খ—৯সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কশ্যপঋষিঃ। হে 'ইন্দো' সোম! 'মনীষিভিঃ' ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানস্ত্বং 'ইষে' অন্নাকমনায় 'ধারয়া' 'পবস্ব' ক্ষর 'রুচা' রোচমানেন অন্ধসা 'গাঃ' পশূন্ 'অভীহি' অভিগচ্ছ। (৩প—৫খ-৪থ—৯সা)।

* • *

নবম (৫০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

হীরকাদি মহামূল্য মণি অপরিষ্কৃত অবস্থায় খনির মধ্যে থাকে। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া নানা প্রক্রিয়ায় ... স্কৃত করিলে, তাহা ব্যবহারযোগ্য হয়। আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যেও এইরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি আছে। সেই সত্ত্বকেও সৎকর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা আমাদিগের লক্ষ্যসাধনের উপযোগী করা যায়। সত্ত্বভাব জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। উহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। সাধকের নিজের হৃদয়ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। সাধকগণ সাধনপ্রভাবে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। জ্ঞান ও সৎকর্ম্মসমন্বিত এই শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে মোক্ষপ্রদানে সমর্থ। 'মনীষিভিঃ মৃজ্যমানঃ' পদদ্বয়ে এই শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব মোক্ষদায়ক। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত থাকে। যেখানে জ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেখান হইতে পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা জনিত রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হয়, সুতরাং মানুষ সত্ত্বভাবাপন্ন হয়। আবার, প্রথমে ভগবৎ কৃপায় হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে সেখানে জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৩প—৫খ—৪থ ৯সা)। *

——•——

দশমং সাম।

৩ ১ ২   ৩ ১ ২৩ ১২   ৩ ২

মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

অব্যা বারেভিরস্ময়ুঃ ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"ঐষম্"।

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১র র ২ ১ ২ ১
মন্দ্রয়াসো। মধারয়া। বৃষাপা২৩বা। স্বদাইবা২৩য়ুঃ। অব্যা
১ ৭ ৩ ৫র র ২ ৩২
২৩ঃ। বা২য়া২৩৪ঔহোবা। ভিরন্ময়ু ১ ঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দেবয়ুঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) ত্বং 'মন্দ্রয়া' (আনন্দদায়কেন অমৃতেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); 'অস্মযুঃ' (অস্মৎকামঃ, অস্মাকং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বারেভিঃ' (রিপুবারকেন, অস্ত্রেন ইতি যাবৎ) পরাজ্ঞানেন ইতি ভাবঃ, 'অব্যাঃ' (রক্ষ অস্মান্ ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম, তথা রিপুজয়িনঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ-৪খ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক তুমি আনন্দদায়ক অমৃত ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও; আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তুমি রিপুবারক অস্ত্রের—জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি, এবং রিপুজয়ী হই।)। (৩প—৫অ—৪খ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অসিতঋষিঃ। হে সোম! 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'দেবয়ুঃ' দেবকামঃ 'অস্মযুঃ' অস্মৎকামশ্চ ত্বং 'অব্যা' অবেঃ 'বারেভিঃ' বালৈঃ কৃতে দশাপবিত্রে 'মন্দ্রয়া' মদকরয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর 'অব্যাবারেভিঃ' 'অব্যোবারেষু' ইতি পাঠৌ। (৩প-৫অ—৪খ—১০সা)।

* * *

দশম (৫০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

সত্ত্বভাব দেবতাও মানবের মধ্যে মিলনসেতু। সত্ত্বভাব প্রভাবে মানব দেবত্ব লাভ করে। ভগবানের শক্তিস্বরূপ সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃতস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। মানুষ স্বরূপতঃ ভগবানেরই অংশ। সে সেই পরমপুরুষ হইতে আসিয়াছে। তাই মানুষের ভিতরে ভগবৎ-প্রদত্ত দেবভাব-সমূহ বীজাবস্থায় থাকে। উপযুক্ত সাধনপ্রভাবে তাহা ফলফুলসমন্বিত সুশোভন শান্তিদায়ক বৃক্ষে পরিণত হয়। মানুষ ভগবান্ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সূত্র—সত্ত্বভাব। তাই

মন্ত্রের সত্ত্বভাবকে 'দেবয়ুঃ' ও 'অস্মযুঃ' বলা হইয়াছে। সত্ত্বভাব মানুষ ও দেবতা উভয়ে কামনা করে, অর্থাৎ দেবতা ও মানুষ উভয়ের মধ্যেই আছে, এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'বারেভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'বালৈঃকৃতে দশাপবিত্রে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে নিরুক্ত-সম্মত 'রিপুবারকেন অস্ত্রেণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি রিপুবারক অস্ত্র জ্ঞান। তাই ঐ পদদ্বয়ে অনেকেই লক্ষ্য করিতেছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত করা হইয়াছে। (৩প—৫দ ৪খ—১০সা)। *

একাদশং সাম।

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ক ২র

অয়া সোম সুকৃত্যয়া মহাংৎসন্ অভ্যবর্দ্ধথাঃ।

৩ ১ ২র

মন্দান ইৎ বৃষায়সে। ১১॥

গেয় গানম্।

৫ ৪ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ৭ ২ ৩ ৫

অয়া ৩ সো ও মসুকৃত্যয়া। মহাং ৎসন্মা। ভ্যবা ২ র্দ্ধি ২ ৩ ৪ থাঃ।

১ ২র ১ ২ ১ ৪ ২

মান্দানআয়েত্তৎ। বৃষা ৩ য়া ৫ সা ৬ ৫ ৬ ই। ১১।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'অয়া সুকৃত্যয়া' (অস্মাভিঃ কৃতৈঃ সৎকর্ম্মভিঃ, অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'অভ্যবর্দ্ধথাঃ' (প্রবৃদ্ধঃ ভব—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); অস্মাকং 'মন্দানঃ' (আনন্দদায়কঃ) 'সন্' 'মহান্' (পূজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) ত্বং অস্মভ্যং 'ইৎ' (পরাজ্ঞানং) 'বৃষায়সে' (বর্ষয়, প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সত্ত্বভাবেন সহ পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫দ ৪খ—১১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হও; আমাদিগের আনন্দদায়ক হইয়া আকাঙ্ক্ষণীয় তুমি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "[illegible]"

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবের সহিত পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (৩প—৫অ—৪খ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কবিঃ ঋষিঃ। হে 'সোম!' 'অয়া' অনয়া 'শুক্রত্বয়া' শোভনয়া অভিষবাদি-লক্ষণয়া ক্রিয়য়া 'মহান্' পূজ্যমানঃ 'সন্' দেবান্ প্রতি অভ্যবর্দ্ধথাঃ অভ্যবর্দ্ধয়ঃ। 'মন্দানঃ ইৎ' মোদমানঃ এব 'বৃষায়সে' বৃষবদাচরসি যথা মোদমানো বৃষভঃ শব্দং করোতি তথাভিষববেলায়াং উপরবেষু শব্দং করোষীত্যর্থঃ। 'অভ্যার্দ্ধথাঃ' 'অভ্যবর্দ্ধত' ইতি 'বৃষায়সে' 'বৃষায়তে' ইতি চ পাঠঃ॥ (৩প—৫অ—৪খ—১১সা)।

* * *

একাদশ (৫০৭) সামের মর্ম্মার্থ

—:•:—

সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাবের উদয় হয়। সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারাই তাহা বর্দ্ধিত হয়। আমরা যাহাতে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার জন্য এই মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞানের একত্র মিলনই পরমানন্দ লাভের - অমৃত লাভের উপায়। অমৃতত্ব লাভেরই জন্য মানব ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়। সত্ত্বভাব আনন্দ দান করে, সেই আনন্দ নিত্য ও শাশ্বত, তাহাই মানবজীবনের একমাত্র পরম কাম্য বস্তু। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই অমৃতলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রান্তর্গত 'বৃষায়সে' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বৃষবদাচরসি।' কিন্তু আমরা ঐ অর্থে এখানে সঙ্গতি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। 'বৃষ্' ধাতু বর্ষণার্থক। তাই ঐ পদে আমরা "বর্ষয়, প্রযচ্ছ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাতে ভাব ও অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'অভ্যবর্দ্ধথাঃ' পদের অর্থে 'দেবান্ প্রতি' এই শব্দদ্বয় যোজনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। 'বৃধ্' ধাতু বর্দ্ধনার্থক। সুতরাং ঐ পদে আমরা 'প্রবৃদ্ধঃ ভব' অর্থই সঙ্গত মনে করি। (৩প—৫অ—৪খ—১১সা)॥

—•—

দ্বাদশং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ সচেততি।

৩ ২র ২র ৩ ২

হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি। উহার নাম,—"অয়াসোমীয়ম্।"

গেয়-গানং।

২ৎ ৩র ৪র ৫ ২ ১ ২ৎ ৩র ৪র
আ। হৌ হোবাহাই। অয়ংবিচা। র্ষণাইর্হাইতা। ঔ হৌ
৫ র ২ ১ ২ৎ ৩র ৪র ৫
হোবাহাই। পবমানাঃ। স চাইভ্তাত্তা। ঔ হৌ হোবাহাই।
র ২ S ২ ৪ ৫
হিন্বানআ। পিয়ৌ ৩ হৌ ৩। হবোবা।
৪ ৫
বা ৫ হো ৬ হাই॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'বিচর্ষণিঃ' (আত্মোৎকর্ষবিধায়কঃ) 'অয়ং হিতঃ' (অস্মাকং হৃদয়স্থিতঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) অস্মান 'সচেততি' (জ্ঞানং প্রযচ্ছতি); সঃ সত্ত্বভাবঃ 'অপ্যাং' (অপ্সু ভবং, অমৃতজাতং) 'বৃহৎ' (মহৎ - ধনং ইতি যাবৎ) 'হিন্বানঃ' (প্রেরয়ন, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবঃ আত্মোৎকর্ষসাধকঃ তথা জ্ঞানদায়কঃ ভবতি, তেন বয়ং পরমধনং লভেম—ইতি ভাবঃ॥ (৩প - ৫অ - ৪খ - ১২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক আত্মোৎকর্মবিধায়ক আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করে; সেই সত্ত্বভাব অমৃতজাত মহৎ ধন আমাদিগকে প্রদান করুক। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব আত্মোৎকর্মসাধক এবং জ্ঞানদায়ক; তাহা দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—৪খ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমদগ্নিঃ ঋষিঃ। 'বিচর্ষণিঃ' বিদ্রষ্টা 'হিতঃ' পাত্রে নিহিতঃ 'পবমানঃ' শোধ্যমানঃ 'অয়ং' সোমঃ 'আপ্যাম্' অপ্সু ভবং 'বৃহৎ' মহৎ অন্নং 'হিন্বানঃ' প্রেরয়ন্ 'সচেততি' সর্ব্বৈঃ সংজ্ঞায়তে॥ (৩প—৫অ—৪খ—১২সা)।

* * *

দ্বাদশ (৫০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের 'বিচর্ষণিঃ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'বিদ্রষ্টা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিচর্ষণিঃ' পদ কর্ষণার্থক 'কৃষ্' ধাতু-নিষ্পন্ন। উহার অর্থ—যিনি কর্ষণ করেন। যিনি আত্মার সম্যক্ উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন, তিনি বিচর্ষণি। এখানে সত্ত্বভাব সম্বন্ধে

'বিচর্ষণি' পদ ব্যবহৃত হওয়ায় উহা সাধক অথবা প্রার্থনাকারীদের উৎকর্ষবিধায়করূপে ব্যাখ্যাত হয়। বাস্তবিকপক্ষে সত্ত্বভাবের নিজের উৎকর্ষসাধন বলিলে কোন অর্থ সঙ্গতি থাকে না। যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহারা আত্মার উৎকর্ষের জন্যই প্রার্থনা করেন। সত্ত্বভাব সেই উৎকর্ষ প্রদান করিতে সমর্থ। সত্ত্বভাবের উপজনন হইলে মানুষের হৃদয় আপনাআপনি উন্নত হয়। তাই সত্ত্বভাবের বিশেষণ 'বিচর্ষণিঃ' পদের 'আত্মোৎকর্ষবিধায়কঃ' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আত্মোৎকর্ষের সহিত জ্ঞানের নৈকট্য সম্বতঃ বিদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি অর্থও গৃহীত হয়। 'অয়ং' পদে নিকটস্থ বস্তু নির্দ্দেশ করে। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবই 'অয়ং' পদের লক্ষ্যস্থল। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (৩প—৫অ—৪খ—১২সা)॥ •

—•—

ত্রয়োদশং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
প্র ন ইন্দো মহে তুন ঊর্ম্মিং ন বিভ্রৎ অর্ষসি।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অভি দেবাঁ অয়াস্যঃ ॥ ১৩ ॥

* * *

গেয় গানং।

৩৪৫ র র ২ ৩ ৩ ২১র —১ —S ২
১। প্রনইন্দোঐ। হাঐহাঁ২৩৪য়া। মহেতুনঐ ২ হাঐ ২ হা ০ য়া।

র ১ —১ —S ২ ১ ২ ১ ৩
ঊর্ম্মিম্বিভ্রদর্ষসঐ ২ হোঐ ২ হা ৩ য়া। অভায়ে ৩। দা ৩ ইবা

৫র র ২১র ২৩ ১ ১ ১ ১
২০৪ ঔ হোবা। অয়া সিয়া ২৩৪৫ঃ। ১৩॥

* * *

৩৪৫ র ২ ২ ৫ ২১র S ২
২। প্রনইন্দো। ইয়া ৩৪৩ই০৪য়া। মহেতুনইয়া ২ ঈ ০ য়া।

র ১ —S ২ ১ ২ ১ ৩
ঊর্ম্মিম্বিভ্রদর্ষসইয়া ২ ঈ ৩ য়া। অভায়ে ৩। দা ২ ইবা

৫র র ২ ২১র ২৩ ১ ১ ১ ১
২০৪ ঔ হোবা। এ ৩। অয়াসিয়া ২৩৪৫ঃ। ১৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"আয়েয়ম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহে' (মহতে) 'তুনে' (ধনায়, ধনপ্রদানায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্রার্ষসি' (প্রগচ্ছসি, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'অয়াস্যঃ ন' (ঊর্দ্ধগমনশীলঃ সাধকঃ ইব) তব 'ঊর্ম্মিং' (তরঙ্গং, প্রবাহং, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন) 'অতি দেবাং' (দেবং, ভগবন্তং উদ্দিশ্য বয়ং গচ্ছেম ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবং লব্ধ্বা বয়ং ভগবন্তং প্রাপয়েম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প-৫অ—৪খ—১৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহৎ ধন প্রদান করিবার জন্য আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; ঊর্দ্ধগমনশীল সাধকের ন্যায় তোমার প্রবাহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রবাহ ধারণ করিয়া আমরা যেন ভগবৎ উদ্দেশে গমন করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভ করিয়া আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৩প—৫অ—৪খ—১৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আয়াস্যঋষিঃ। হে 'ইন্দো' ক্লিদ্যমান! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'মহে' মহতে 'তুনে' ধনায় "প্রার্ষসি" প্রগচ্ছতি। 'ন' সম্প্রত্যর্থে অয়াস্যশ্চায়মৃষিঃ তব 'ঊর্ম্মিং' তরঙ্গং 'বিভ্রৎ' ধারয়ন্ দেবান্ যষ্টুমতি গচ্ছতি॥ (৩প-৫অ—৪খ—১৩সা)॥

* * *

ত্রয়োদশ (৫০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে এবং দ্বিতীয় অংশে সেই সত্ত্বভাব লাভের ফলস্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথমে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি, তৎপরে ভগবৎচরণাশ্রয়লাভ। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষ ঊর্দ্ধদিকে, অনন্ত উন্নতির দিকে গমন করে। এই সিদ্ধান্তের উপরই প্রার্থনার ভিত্তি স্থাপিত।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'অয়াস্যঃ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার একজন ঋষির কল্পনা করিয়াছেন। এই মন্ত্রের ঋষির নাম অয়াস্য। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'অয়াস্যঃ' পদ দৃষ্টে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ 'অয়াস্যঃ' পদে এই মন্ত্রের ঋষিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেন ঋষি নিজেই নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। কিন্তু সনাতন অপৌরুষেয় বেদের এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। এতদ্ভিন্ন বেদমন্ত্রের সহিত ঋষির অন্য কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অপৌরুষেয় বেদের মধ্যে কোন

ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম সংযোজিত আছে, অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তি ঐ মন্ত্রের রচনা করিয়া তাহার মধ্যে নিজের নাম প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না। 'অয়ং' এবং 'অস্' এই দুইটী পদের মিলনে অয়াস্ত পদ সিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রথমার একবচনান্ত বলিয়া বিসর্গান্ত হইয়াছে। 'অয়ং' শব্দ গমনার্থক 'ই' ধাতু-নিষ্পন্ন। উহার অর্থ— ঊর্দ্ধগমনং। সুতরাং 'ঊর্দ্ধগমন যাঁহার' অর্থাৎ যিনি ঊর্দ্ধগমন করেন এই অর্থে 'ঊর্দ্ধগমনশীলঃ' অর্থ পাওয়া যায়। আমরা উহাই 'অয়াস্তঃ' পদের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৩প—৫অ—৪থ—১৩শা)। *

—•—

চতুর্দ্দশং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২^ ৩ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২^ ১ ১ ১ ২^ ৩
হোঙ্ঈ ২ ৩ ৪ য়া। ২। ঈয়াহাই। অপঘ্না ২ ৩ ন্ পা ৩ ৪ ৫। হোঙ্ঈ

– ৫ ৪ ৫ ২ ১ ^ ৩ ৫র র
২ ৩ ৪ য়া। ২। ঈয়াহাই। বতাই। মা ২। ধা ২ ৩ ৪। ঔ হোবা।

১ র Sর ১Sর ১ ১ ১ ২^ ৩ — ৫
অপসোমো ২ অরা ২ ব্ণ ৩ ৪ ৫ ৪। হোঙ্ঈ ২ ৩ ৪ য়া। ২।

৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২^ ৩ ৫
ঈয়াহাই। গচ্ছন্না ২ ৩ ইন্দ্রা ২ ৩ ৪ ৫। হোই ২ ৩ ৪ য়া।

৪ ৫ ২ ১ ^ ৩
২। ঈয়াহাই। স্যনাইঃ। কা ২। তা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔ হোবা। ই ২ ৩ ৪ ৫। ১৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"আয়াস্যম্" "আয়াস্যমুত্তরম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) তথা 'অরাবণঃ' (লোভমোহাদিরিপূন্) 'অপ' (অপসার্য্য) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতি, উপজায়তি,—সাধকস্য হৃদি ইতি যাবৎ); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তঃ সঃ জনঃ 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, সান্নিধ্যং) 'গচ্ছন' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); সত্ত্বভাবলাভেন জনাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি তথা ভগবৎপদং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ—৪খ—১৪সা)।

* * *

মঙ্গানুবাদ।

হিংসকশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, এবং লোভমোহাদি অপসরণ করিয়া সত্ত্বভাব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবানসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়।)। (৩প—৫অ—৪খ—৪স)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমহীয়ুঃ ঋষি। 'সোমঃ' 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন 'অপঘ্নন্' মারয়ন 'আরাবণঃ' শক্তৌ সত্যান্ ধনানামদাতৄংশ্চ অপঘ্নন্ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং 'গচ্ছন্' প্রাপ্নুবন 'পবতে' ধারয়া ক্ষরতি॥ (৩প—৫অ—৪খ-১৪সা)॥

ইতি শ্রীসায়নাচার্য্য-বিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ৪।

* * *

চতুর্দ্দশ (৫১০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

সত্ত্বভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয় পবিত্র হইতে থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কালিমা মলিনতা দূর হইতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ রিপুজয়ী হয়, ভগবৎচরণে আত্ম-সমর্পণ করে। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই রিপুনাশিকা শক্তিই প্রখ্যাত হইয়াছে।

'অরাবণঃ' পদে ভাষ্যকার ধনকুণ্ঠ কৃপণদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবরণকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অনৃতাভিঃ শত্রারঃ।" আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া "লোভমোহাদিরিপূন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। (৩প—৫অ—৪খ—১৪সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "ভারদ্বাজম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পুনানঃ সোম ধারয়া অপো বসানো অর্ষসি

১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২ ৩ ২
আ রত্নধা যোনিং ঋতস্য সীদসী উৎসো

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবো হিরণ্যয়ঃ ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ১ ∧ ৩ ৫র র ৩ ৫
১। পুনানঃ সো। মা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রা ২ ৩ ৪ য়া।

২ ১র Sর র ১র ২ ২ ১র ২ ২
অপোবসানোঅর্ষসি। আরত্না ৩ ধাঃ। যোনাইমা ২ র্ত্তা ৩।

১ ∧ ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ ২ ৩
স্যা ২ সা ২ ২ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ সী। উৎসোদে ৩ বো ৩।

১ ∧ ৩ ৫র র ৩ ৫
হা ২ ইরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ ॥

* * *

১ —S ২ ১র ^ ৩২^৩ ৫ ২ ১র র২র
২। ইয়া২ঊ৩য়া। পুনানঃ সো২। মধারা২৩৪য়া। অপোবসানো
১ ২ ১র র র ২ ১র ২ ৩ র২র ১
অষা২৩সী। আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদা২৩সী। উৎসোদেবো২৩।
১ ^ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
হা২ইয়া২৩৪ঔহোবা। স্যা৩য়া২৩৪৫ঃ॥

•°•

৫র৪ ৫র ৪র৫৪ ২ ১র ২র র S ২ S ২
৩। পুনানঃ সোমধারয়া অপোবসানোঅর্ষ। সো৩হা। ও৩হা।
১র২১রর ২১২র S ২ S ২ ১ ২
আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদ। সো৩হা। ও৩হা। উৎসোদা
— S ২ S ২ ১ ২
২ইবা২ঃ। ও৩হা। ও৩হা। হিরণ্যা২৩য়া৩৪৩ঃ।
১
ও২৩৪৫ই। ডা॥

•*•

৪র র৪ ১ —১ — র১
৪। পুনানঃ সো৩মধারয়া। আপো২বাসা২। নোঅর্ষসী।
১— — ২র ১ — ১র
আরা২ত্নাধা২ঃ। যোনিমার্ত্তা২। স্যাসীদসী। উৎসো
— ১ — ১ ২
২দাইবা২ঃ। হিরণ্যা২৩য়া৩৪৩ঃ।
১
ও২৩৪৫ই। ডা॥

•*•

৪ ৫৪ ১ ২১র র ২ ২
৫। আইপুনা। নাঃ সো। মধারয়া। আপোবসা৩১। নো
১ ২ র ২১র ২
অর্ষসী। আরত্নধা৩১ঃ। যোনিমৃতা। স্যসীদসী। উৎসোদেবা
২১ ২ ১
৩১ঃ। হিরণ্যা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা॥

•°•

৫র৪ ৫র ৪র৫র র৪ ৪৫ ১র ২ ১র ২
৬। পুনানঃ সোমধারয়া। পোবপোবা। নো অর্ষসি। আরত্নু।

১ ১২ ২ ১র ২১২র ১ ২র র
ধাউবা২৩। হোব৩হাই। যোনিমৃতস্যসীদসি। উৎসোদে।

১ ১২ ২ ১ ২
বাউবা২৩। হোবা৩হাই। হিরণ্যা২৩য়া৩৪৩ঃ।

১
ও১৫৪৭ই। ড॥

* * *

৫র৪ ৫র৪র ৪ ২১র র২১ —
৭। পুনানঃ সোমধা। হো৫রয়া। অপোবসানকাহো২।

১ — ১র র র ২১ — ১ — ১
সাসী২। আরত্নগাযোনিমৃতস্যসাহো২ই। দাসী২। উৎসা

— ১ ২ ২ ১ ৫
২হো১ই। দা২৩ইবো৩। হিরো২৩৪বা।

৪ ৫
ণ্যা৫য়ো৬হাই॥

* * *

৫র র রর ৪৫ ১২৯৩ ৫ ১ ৯
৮। পুনানঃ সোমধাহাউহোবা। রায়াশা২০৪সো। বসা২।

৩ ২ ৩ ৫ ১র২ ৩র৪র৫
নআ৩৪৫। ষা২৩৪সী। আনা৩৪। ঔহোবা।

১র র ৯ ৩২ ৩ ৫ ১ ২
ত্নধাযোনিমৃতা২। স্যসা৩৪৫ই। দা২৩৪সী। উৎসা

৩র৪র৫ ১ ৯ ৩২ ৩ ৫
৩৪। ঔহোবা। দাইবো২। হিরা৩৪৫। ণ্যা২৩৪য়াঃ॥

* * *

৫র র ৪ ৫র ৪র ৫ ৪ ২ ১র ২ ১২ ২ ১ র
৯। পুনানঃ সোমধারয়া। অপোবসা। নো ৩ আর্ষা ৩ সী। আরত্নধা-

র র ৩ ৫র ২ ১র ৫ ২ ২
যোনিমৃতস্যসীদসা ২ ৩ ৪ ঐহী। উৎসোদা ২ ৩ ৩ ইবাঃ। হিরা

২ ২৩২
৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ণ্যয়া॥

* . *

৪ র ৩ ৪র ৩র ৪ ৫র ২ ২ ৪ ১ ২
১০। পুনানঃ সোমধারয়া। এ ৩। ঔ ৩ হো ৫ বা ২। আপো ৩।

১ ৲ ৩৩ ২ — ১ ২ ১ ২ ১
বসা ২। নআ ৩ ৪ ৫। ষা ৩ সী ২। আরত্নধাঃ। যোনিমৃতা।

২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ২
স্যাসা ৩ আ। ঔ ৩ হো ৩। দা ২ ৩ ৪ সী। উৎসাঔ ৩ হো।

১ ৲ ৩২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
দাইবো ২। হিরা ৩ ৪ ৫। ণ্যা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* . *

৫ র র র র র র র ৫ র র র ৫ ২ ১র
১১। পুনানঃ সোমধারয়াওহাওহা ৩ এ। ঔহোঔহো ৩ বা। অপোব-

২র র ১ ২ S ২ ৫ ২ ২ S ২ S ২ ২
সানোঅর্ষা। স্বো ৩ হা ও ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩ হোই। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র ২ ১র র ২ ১ ২ র S ২ S ২ ২ S
আরত্নধাযোনিমৃতস্য সীদ। স্বো ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩

২ S ২ ২ ১ ২ — S
হোই। ঔ ৩ হো ৩ বা। উৎসোদা ১ ইবা ২ ঃ। ও ৩

২ S ২ ২ S ২ S ২
হা। ও ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩ হোই। ঔ ৩ হো ৩

২ ১ ৲ ৩ ৫র র
বা। হির। ণ্যা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
সদো বিশা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* . *

— ২ — ২ ১
১২। ও২হো১। বাওবা। ২। ও২হো১। বাওবা৩। ও২

৩ ৫র র ২র১২র ১র২র ১র ২রর ১র২
বা২৩৪ঔহোবা। পুনানঃসোমধারয়া। পোবসানোঅর্ষসি। আরত্ন-

১রর ২১২র ১২রর১ — ২
ধাযোনিমৃতস্যসীদসিউৎসোদেবাঃ। ও২হো১। বাওবা। ২।

— ২ ১^৩ ৫রর
ও২হো১। বাওবা৩। ও২বা২৩৪ঔহোবা।

২ র১ ১১১১
এ৩। হিরণ্যয়া২৩৪৫ঃ॥

* * *

২ ৩ ২ ১ ৩ ৫রর ২র১
১৩। ও৩। হো১। বাওবা৩। ও২বা২৩৪ঔহোবা। পুনানঃ

২র ১র২র ১র২র র ১র২১র র২১২র
সোমধারয়া। পোবসানোঅর্ষসি। আরত্নধা যোনিমৃতস্যসীদ। স্যো৩।

২ ২ ১^৩ ৫রর ১ ২রর১র
হো১। বাওবা৩। ও২বা২৩৪ঔহোবা। উৎসোদেবো-

র ১ ২ ১
হিরণ্যয়ঃ। ইডা২৩ভা৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

২ ২ ২ ২^ ৩ ৫ ২
১৪। হা। বো৩হা৩। বো৩হা। হা। ও২৩৪বা। হাই।

^৩ ৫ ২^৩ ৫ ২^৩
পুনানা২৩৪ঃ সো। মধারা২৩৪য়া। আপোবা২৩৪

৫ ১৩ ২৩ ৫ ২৩
সা। নোঅর্ষা২৩৪সী। আরত্না২৩৪ধাঃ। যোনীমা২৩৪

৫ ২^৩ ৫ ২^৩ ৫ ২^ ৩
র্ত্তা। স্যাসীদা২৩৪সী। উৎসোদা২৩৪ইবো। হাইরণ্যা

৫ ২ ২ ২ ২^
২৩৪য়াঃ. হা। বো৩হা। বো৩হা৩। হা।

৩ ৫ ২ ৫র র ২ ১ ২
ও২৩৪বা। হা৩৪। ঔহোবা। এতা অতি-

১২র ১র২র৩ ১ ১ ১
বিশ্বানি দুরিতাতরেমা ২৩৪॥

* * *

২র র ১ ৫ ১ র র র র র
১৫। পুনানঃ সোমা৩ধারা২৩৪য়া। আপোবসানোঅর্ষস্যারত্নধা-

র A ৩২ ১২ ২ ১ র র র
যোনিমৃতস্যসা২ইদাই। ওহা৩উবা। উৎসোদেবোরা

২ ১২ ২ ১ ২ ৪৫
২৩হাই। ওহা৩উবা। ণ্যয়া। ঔ৩হোবা।

৪
হো৫ই। ডা॥

* * *

৩২ ২ ৪ ৫ ২৲৩ ৫ ১ ২
১৬। পুনা২১। না৩ঃসো। ম। ধারা২৩৪য়া। আপো৩।

১ A ৩ ২ ৩ ৫ ২র১২১ ২র
বসা২। নঅ৩৪৫। ষা২৩৪সী। আরাত্নধাঃ। যো।

১ A ৩২ ৩ ৫ ২ --
নিমৃতা২। স্যসা৩৪৫ই। দা২৩৪সী। উৎসা২ঃ।

১ A ৩ ২ ৩ ৫
দাইবো২। হিরা৩৪৫ণ্যা২৩৪য়াঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (শোধকঃ, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'অপঃ' (অমৃতং) 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন্, ধারয়ন্ প্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়); 'দেবঃ' (দ্যুতিমান্, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (লোকানাং হিতরমণীয়ঃ, পরমহিতসাধকঃ) 'উৎসঃ' (শ্রেষ্ঠধনানাং উৎসস্বরূপঃ) 'রত্নধা' (রত্নদাতা, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য যোনিং' (সৎকর্ম্মাণাং উৎপত্তিস্থলঃ যদ্বা সত্যস্বরূপঃ) ত্বং 'আসীদসি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্যস্বরূপং। পরমধনদাতারং ভবন্তং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প-৫অ-৫খ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি অমৃত প্রদান করিবার জন্য ধারারূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; জ্যোতির্ম্ময়, লোকের পরম হিতসাধক, শ্রেষ্ঠধনের উৎসস্বরূপ, পরমধনদাতা, সত্যস্বরূপ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্যস্বরূপ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই)॥ (৩প—৫অ—৫খ—১সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভরদ্বাজাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ঃ। হে 'সোম'! 'পুনানঃ' শোধকঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন 'ধারয়া' 'অর্ষসি' গচ্ছসি দ্রোণকলশে কিঞ্চ 'রত্নধা' রমণীয়ানাং ধনানাং দাতা ত্বম্ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসীদসি'। অপিচ 'দেবঃ' স্তোতমানঃ সোমঃ 'উৎসঃ' প্রস্যন্দনশীলঃ সন্ 'হিরণ্যয়ঃ' দেবানাং হিতরমণীয়ো ভবসি খলু। 'দেবো' 'দেব' ইতি সাম্ন ঋচঃ পাঠৌ॥ (৩প ৫অ—৫খ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৫১১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। অধিকন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের মধ্যেও যথেষ্ট অনৈক্য আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে ভাষ্যের সহিত উহার কি পার্থক্য তাহা বোধগম্য হইবে। "হে সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ।"

এই মন্ত্রের 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ের দুইটী অর্থ হইতে পারে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিলাম। সেই ভগবান্ হইতেই সত্য প্রকাশিত হয়, তিনি সত্যস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার শক্তি সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও ঐ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পারে। তাই 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'সত্যস্বরূপঃ' অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (৩প-৫অ-৫খ—১সা)॥ •

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান ষোলটী। উহাদের নাম, "আয়ন্তম্" "মাণ্ডবম্" "আপদাসম্" "সোমসোম" "ঐড়মায়াস্তম" "মাণ্ডবম্" "উৎসৎ প্রাজাপত্যম্" "ত্রৌণিধনমায়াস্তম্" "কম্বরথন্তরম্" "তিরশ্চীনিধনমায়াস্তম্" "সদোবিশীয়ম্" "স্ববাসিনী দ্বে" "প্লব" "রৌরবম্" "যৌধাজয়ম্।"

দ্বিতীয়ং সাম।

২৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩২ ৩২
পরিতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২ ২উ ৩২৩
দধন্বাং যো নর্য্যো অপ্স্বাতন্তরা সুষাব

২ ৩ ১ ৩
সোমং অদ্রিভিঃ॥ ২॥

গেয়-গানং।

৫র র ২ ৫ ১র র
১। পরীতোষী। চতা ৩ ১ উবা ২ ৩। সূ ২ ৩ ৪ তাম্। সোমো

১২১ ২১ ৫র র ২ ৫
২ যউত্তমং হবীঃ। সোমোযউ। তমা ৩ ১ উবা ২ ৩। হা ২ ৩ ৪ বোঃ।

২১র র র ১ ২১র ৫ র ১ র ১
দধন্বাং যোনর্য্যো ২ প্সুবন্তরা। দধন্বাং যাঃ। নর্য্যো ২। আ।

২ ৫ ২১র র ৩
প্সপা ৩ ১ উবা ২ ৩। তা ২ ৩ ৪ রাঃ। সুষাবসোমমদ্রিভী

৫র ২
২ ৩ ৪ ঃ। সুষাবসো। মমা ৩ ১ উবা

৫
২ ৬। দ্রা ৩ ৪ ইভীঃ॥

* * *

৫র র ২১২ ২ র ২ ২ র ২ ১
২। পরীতোষী। চতাসূ ৩ তাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

র ২ র ২ ৫ ২ ১র র ১ ২ ২১
ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩ ৪। হা। হাউবা। সোমো ২ যউত্তমং হবীঃ।

৫র র ২১ ২ ২ র ২ ২ র ২ ২
সোমোযউ। তমাং হা ৩ বীঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

S ২ ১র র Sর ১ ২১
হো ৩ বা। দধন্বা৬ যোনর্য্যো ২ অপ্সু বন্তরাউ। বা ২ ৩।

২র৩২র S ২ ১র ২ ২র৩২র৩
হাউহাউ। হো ৩ বা। সুষাবা ২ ৩ গো ওঁ। হাঁউহাউ।

S ২ ৩২ ১
হো ৩ বা। মম। দ্রা ২ ৩৪ ইডা ই।

৫ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা॥

* * *

৫ র র র ২র র ১ ৭ ২A ৩
৫। পরিতোষিঞ্চতাসুতম্। এ। সোমোযউ ৩ ত্তামা৬ হাবিঃ। দা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১র র র ৭ ২A ৩ ৫ ২
ধা। হাই। স্বা৬ যোনর্য্যোঅপ্সু অন্তারা। সু ২ ৩ ৪ বা। হাই।

১ র ২ ১ ৫ ৪
বাসোমমো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ ইডো ৬ হাই॥

* * *

৫ র র র ২র র ১ ৭ ২A
৬। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। এ। এ। সোমোযউ ৩ ত্তামা৬ হাবিঃ।

৩ ৫ ২ ২ ১র র র ৭ ২A ৩
দা ২ ৩ ৪ ধা। হা ৩ হাই। স্বা৬ যোনর্য্যোঅপ্সু অন্তারা। সু ২ ৩ ৪

৫ ২ ২ ১ র ২ ১ ৫ ৪ ৫
বা। হা ৩ হাই। বাসোমমো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ ই ডো ৬ হোই॥

* * *

৪ ৫র ৪র ৫ র ৪ ১র র ২ ১ ২ ১ ২
৭। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। ইহা। সোমোয উত্তমা৬ হা ২ ৩ বোঃ। ইহা।

১র র র ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২
দধন্বা৬ যোনর্য্যোঅপ্সু বন্তা ২ ৩ রা। ইহা। সুষাবা ২ ৩ গো। ইহা।

১ ১ A ৩ ৫ র র ৩ ৫
মমা ২ ৩। দ্রা ২ ইডা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ হা॥

* * *

৪ ৫র ৪র ৫ র ৪ ১র র ২ ১ ২
৮। ইহা। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। ইহা। গোমোষউত্তম৺্হা২৩বোঃ।

১২ ২ ৫ ২ ১র র র ২১ ২ ১২
ইহাউবা৩। উ৩৪পা। দধন্বা৺্যোনর্য্যোঅপ্সুবন্তা২৩রা। ইহা

২ ৫ ২ ১র ২ ১ ২ ২
উবা৩। উ৩৪পা। সুষাবা২৩সো। ইহাহাউবা ৩। উ

৫ ২১ ২ ১২ ২ ৫
৩৪পা। মমদ্রা২৩ইভোঃ। ইহাউবা৩। উ৩২৩৪পা॥

* * *

৪৫র ৪র ৫ র র ২র ১র ২১ ২৩ ২১ ২৩
৯ পরীতোষিঞ্চতাসুতাম্। গোমোষউ। ত্তম৺্হবাইঃ। দাধাও২৩৪

৫ ৩ ৫ ১র র র ২১ ২ ১র
বা। উ২৩৪পা। ন্ব৺্যোনর্য্যোঅপ্সুবন্তা২৩রা। সুষাবা২৩

২ ১ ২ ১ ২ ১
সো। মামদ্রিভিঃ। ইডা২৩ভা৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৪৫র ৪র ৫ র ৪ ৫ ৫ ১র ৪র ১ ২১ ২১
১০ পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। ও৬বা। গোমো২ষউত্তম৺্হবিঃ।

২ ২ ২ ১ ৪র ১ ২ র ২
দধান্বা৺্যো৩। হা৩হাই। নর্য্যো২প্সুবন্তরা। সুষাবাসো৩।

২ ১ ২ ১ ২
হ৩হঃ। মামদ্রিভিঃ। ইডা২৩ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৪৫র ৪র ৫ ৬ ৪ ১র র —
১১। পরীতোষিঞ্চ। তা৫সুতাম্। গোমোষউত্তামা২১২ম্।

১ — ১র র র র — ১ — ১র
হাবী২ঃ। দধন্বা৺্যোনর্য্যোঅপ্সুবা২১২। ন্তারা২। সুষাবা

২ ২১ ৫ ৬ ৫
২৩সো৩। মমো২৩৪বা। দ্রা৫ইভো৬হাই॥

* * *

১র র — ১র — ১র — ১র — ১র২
১২। পরীতোষা ২ ই। চতাসুতা ২ম্। ঐহী ২। ঐহী ২। ঐহিহা

— ১ — S ২ ১র র — ১
২ ই। উবা ২ ই। ঈ ৩ য়া। সোমোযউ ২। তমং হবী

— ১র — ১র — ১র২ — ১ —
২ঃ। ঐহী ২। ঐহী ২। ঐহিহা ২ ই। উবা ২ ই।

S ২ ১ র র — ১ — ১র —
ঈ ৩ য়া। দধন্বাং যোনর্য্যো ২। অপ্সুবন্তরা ২। ঐহী ২।

১র — ১র২ — ১ — S ২
ঐহী ২। ঐহিহা ২ ই। উবা ২ ই। ঈ ৩ য়া।

১র — ১ — ১র — ১র —
সুষাবসো ২। মদ্রিভা ২ ই। ঐহী ২। ঐহী ২।

১র২ — ১ — S ২
ঐহিহা ২ ই। উবা ২ ই। ঈ ৩ য়া ৩ ৪ ৩।

১
ও ৩ ৪ ৫ ই ডা॥

৩২৫৩৫ ৩২ ৩২৩৫ ২ র র ৩২র৩৫ ৩২৩৫
১৩। উপাউপ। উপা ৩ ১। উপাউপ। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। উপাউপ।

৩২ ৩২৩৫ ২র র ৩২.৩২ ৩২৩৫ ৩২
উপা ৩ ১। উপাউপ। সোমোযউত্তমং হবিঃ উপাউপ। উপা ৩ ১।

৩২৩৫ ২ র র Sর ২ ৩২র ৩২৩৫ ৩২
উপাউপ। দধন্বাং যোনর্য্যো ৩ অপ্সুবন্তরা। উপাউপ। উপা ৩ ১।

৩২৩৫ ২র র৩২৩২ ৩২৩৫ ৩২
উপাউপ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। উপাউপ। উপা ৩ ১।

৩২ ৪ ৫ ৫
উপা ৩ উ ৫ পা ৬৫৬। উ ২ ৩ ৪ পা॥

১৪। হাউহাউহাউবা। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। উপা২৩৪৫। হাউহাউ-
হাউবা। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। ইহা। উপা২৩৪৫। হাউহাউ-
হাউবা। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। ইহা। উপা২৩৪৫। হাউহাউ
হাউবা। পরীতোষিঞ্চতা সুতম্। প্রবোবৃহৎ। উপা২৩৪৫।
হাউহাউহাউবা। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। সোমো২যউত্তম৺
হবিঃ। দধন্বা৺যোনর্য্যো২প্সুবন্তরা। সুষাবসো
২৩৪৫। হাউহাউহাউবা। এ৩।
মমদ্রিভো২৩৪৫॥

* * *

১৫। হাও২৩৪বা২।' হা৩আ২৩৪বা। হাউবা। পরীতো-
ষিঞ্চতাসুতন্। সোমো২যউত্তম৺হবিঃ। দধন্বা৺যোনর্য্যো২
প্সুবন্তরা। সুষাবসোমমা। হাও৩৩৪বা। ২। হা৩ও
২৩৪বা। হাউবা৩। দ্রা৩ইডা২৩৪৫॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (দেবপূজোপকরণং) তং 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (ইহ, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিষিঞ্চত' (উৎপাদয়); 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপোসাধনেন) 'সুষাব' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ)

'অপ্সু অন্তর' (অমৃতমধ্যেস্থিতঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'নর্য্যঃ' (নরাণাং হিতকারকঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) তং 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দধন্বান্' (গচ্ছন্, প্রাপয়ন্, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকানাং হিতসাধকং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প ৫অ-৫খ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)। (৩প—৫অ—৫খ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সুতং' অভিষুতং 'সোম' 'ইতঃ' অস্মাৎ কর্ম্মণম 'উর্দ্ধং' অথবা অস্মাৎ প্রদেশাদূর্দ্ধং 'পরিষিঞ্চত' বসতীবরীভিঃ। 'ইতোষিঞ্চত' ইত্যত্র সংহিতায়াং ছান্দসং ষত্বম্। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং 'যশ্চ' সোমঃ দেবানাম 'উত্তমং' প্রশস্তং 'হবিঃ' ভবতি। অপিচ 'নর্য্যঃ' মনুষ্যায় হিতঃ 'যঃ' চ সোমঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'অন্তর' অন্তরিক্ষে বাস্তব্ 'দধন্বান' গচ্ছন ভবতি। তং সোমম 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অধ্বর্য্যুঃ 'সুষাব' অভিষুতং চকার তং পরিষিঞ্চতেতি সম্বন্ধঃ। (৩প—৫অ—৫খ-২সা)।

দ্বিতীয় (৫১২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সাধকের নিজহৃদয়ে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা—'উত্তমং হবিঃ'। সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে লাভ করা, দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন—যদি সেই পূজা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সম্পন্ন করা হয়। সত্ত্বভাবময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সত্ত্বভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া নেন। ভগবান্ মানুষের বাহ্য পূজা উপাসনা অথবা প্রার্থনা দেখেন না—তিনি দেখেন মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দিয়াই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তাই বলা হইয়াছে,—সোমঃ উত্তমং হবিঃ—সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ। তাই বলা হইতেছে,

"হে আমার মন! যদি তুমি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, তবে হৃদয় পবিত্র কর, সত্ত্বভাবের অনুসরণ কর। কঠোর সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন কর। সত্ত্বভাবময় সেই পরম পুরুষকে সত্ত্বভাবের অর্ঘ্যই প্রদান করা চাই। তবেই তোমার জীবন সফল হইবে—ধন্য হইবে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। সুতরাং সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ করিবার জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই—" মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই বিবৃত হইয়াছে। (৩প—৫অ-৫খ-২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আ সোম স্বানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
জনো ন পুরি চম্বোর্ব্বিশদ্ধরিঃ সদো

১ ২
বনেষু দধ্রিষে॥ ৩॥

গেয়-গানং।

১ ৫ ২ র ১র ১ ২ ৩ ৫ ২ ১র
১। আ ৫ ৩ ৪ সো। মস্বানো ৩ আ। দ্রাইভা ও ২ ৩ ৪ বা। তিরো-

র ২র ১ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫
বারা ২ ণিঅব্যয়া ২ ৩। জানাও ২ ৩ ৪ বা। নাপাও ২ ৩ ৪ বা।

১ ১র ২র ১ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩
রিচম্বোবো ২ র্ব্বিশদ্ধরী ২ ৩ঃ। সাদাও ২ ৩ ৪ বা। বানাও

৫ ৪ ৪ ২
২ ৩ ৪ বা। যুদা ৫ ধ্রিষাই। হো ৫ ই। ড॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পনরটী। উহাদের নাম,—"অচ্ছিদ্রম্" "রয়িষ্ঠং" "ভারদ্বাজে দ্বে" "আভীশবং" "উত্তরমাভীশবম্" "মাস্তবম্" "মাস্তবমুত্তরম্" "অভীবাসঃ সাম" "পরিবাস সামঃ" "বৈৎবম্" "সৌমক্রতবীয়ম্" "গর্দ্ধঃ" "প্রতোদঃ" মহাযৌধাজয়ম্"

৫র র র . ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২

২। হাবাসোমস্বা। সোঅক্রা ২ ৩ ৪ ইভীঃ। তিরোবা ২ ৩ ৪ রা। সিরা ৩ ১

৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫

উবা ২ ৩। খা ২ ৩ ৪ য়া। জনোনা ২ ৩ ৪ পু। রাইচামু ২ ৩ ৪ গোঃ।

২ ৫ ২ ৩ ৫

বিশা ৩ ১ উবা ২ ৩। হা ২ ৩ ৪ রোঃ। সদোবা ২ ৩ ৪ নে।

২ ৫

যুদা ৩ ১ উবা ২ ৩। শ্রী ২ ৩ ৪ যে॥

* * *

৪র ৫র র ৪র ৫ র ২ ১র র র ২ —

৩। আসোমস্বানোঅদ্রিভাইঃ। তিরোবারাণিআব্যা ১ য়া ২।

১ র ২ — ১ ২ ৩ র ২ ১

জনোনপুরিচামু ১ গো ২ঃ। বিশাদ্ধা ১ রী ২ ৪। সদোবনাই।

৩ ২ ১

ষ ২ দধ্রিসে ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা।

* * *

৩র ৪র র ৩র ৪ ৫ র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ১ র

৪। আসোমস্বানোঅদ্রিভিঃ। তিরোবা ৩ রাণিঅব্যয়া। জনোনপুরি-

র ২ ১ — ১ ২ ১র র —

চমুবোর্বিশদ্ধরিঃ। ঔ ২। হুবাই। হো ৩ বা। সদোবনেষুদো ২।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪

হুবাই। হো ৩ বা। ধ্রিষা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মভিঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'বারাণি' (অমৃতানি, অমৃতযুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'অব্যয়া' (নিত্যং, অবিনাশী) ত্বং 'আ তিরঃ' (আ তীর্ণং, অস্মাকং হৃদয়ং তীর্ণং কুরু, পরিপ্লুতং কুরু, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'জনঃ ন' (জনঃ যথা) 'পুরি' (নগরং) 'বিশৎ' (প্রবিশতি) তদ্বৎ 'চম্বোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যো—স্থিতঃ ইতি যাবৎ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) ত্বং 'বনেষু' (কিরণময়ে, জ্ঞানালোকিতে, জ্ঞানালোকিতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'দধ্রিষে' (ধারয়, প্রবেশয় ইতি ভাবঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞান-সমন্বিতং পাপনাশকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প-৫দ-৫খ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! কঠোর সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতযুক্ত, অবিনাশী তুমি আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; লোক যেমন নগরে প্রবেশ করে সেই-রূপ দ্যুলোকভূলোকস্থিত পাপহারক তুমি জ্ঞানালোকিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞান সমন্বিত পাপ নাশক সত্ত্বভাব লাভ করি।)। (৩প—৫অ—৫খ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম!' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সূনঃ' অভিযূয়মাণস্ত্বম 'অব্যয়া' অবিময়ানি 'বারাণি' বালানি পবিত্রাণি 'তিরস্' কুর্ব্বন ব্যবধায়কানি কুর্ব্বাণঃ সন্ 'আ পবসে' আভিমুখ্যেন ক্ষরসি। 'হরি' হরিতবর্ণঃ স সোমঃ চম্বোরধিষবণফলকয়োরুপরিস্থিতে কলশে 'বিশৎ' প্রবিশতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ - 'জনো ন' যথা জনঃ 'পুরি' পুরে প্রবিশতি। স ত্বং বনেষু কাষ্ঠনির্ম্মিতেষু পাত্রেষু 'সদঃ' স্থানং 'দধ্রিষে' 'দধিষে' ইতি সাম্নশ্চঃ পাঠৌ। (৩প - ৫অ ৫খ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (৫১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্য এবং নিম্নোদ্ধৃত একটি বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত বঙ্গানুবাদটি এই,—"হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছে। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করিতেছেন। পরে উজ্জ্বল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন।'

মন্ত্রান্তর্গত 'অদ্রিভিঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'অব্যয়া' পদে আভিধানিক অর্থ 'নিত্য, অবিনাশী' শব্দদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি এবং সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাহা সঙ্গত অর্থ। সত্ত্বভাব চিরাবস্থমান, অক্ষয়, অব্যয়। উহা ভগবৎশক্তি, তাহার বিনাশ নাই, ধ্বংস নাই। 'তিরঃ' পদের 'তীর্ণঃ' অর্থ নিরুক্ত-সম্মত। তাই ঐ পদে 'তীর্ণং কুরু' অভিভূত কর, অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়কে পরিপ্লুত কর - এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চম্বোঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (৩প - ৫অ - ৫খ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটি। উহাদের নাম; "আশ্ম" "সোমসাম"।

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩১২ ৩ ২৩১ ২ ৩ ১২
প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩২৩
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা

১ ২ ৩ ১ ২
কোশং মধুশ্চুতং ॥ ৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ৩ ৫ ২১ ২
১। প্রসোমদা। বাবীতা ২ ৩ ৪ য়াই। সিন্ধুর্ণাপাইপ্যা অ ৩ ১ উবা

৫ ২ ১ ৩ ৫ ২র ১ র ২
২ ৩। পা ২ ৩ ৪ সা। আংশোঃ পা ২ ৩ ৪ য়া। সামদাইরোনজা

৫ ২ ৩ ৫
৩ ১ উবা ২ ৩। গৃ ২ ৪ ৪ বীঃ। আচ্ছাকো ২ ৩ ৪ শাম্।

২ ৫
মধা ৩ ১ উবা ২ ৩। শচ ২ ৩ ৪ তাম্॥

* * *

৩ ৪র ৫ র ৪৫র ৩ ৫ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫র ৩
২। প্রসোমদেববী। তয়ো ২ ৩ ৪ হাই। সিন্ধুর্ণাপিপ্যে অ। ণসো

৫ ১ ২১ ৩ ৫ ১২১ ৩ ৫ ৪র ৩র
২ ৩ ৪ হাই। আংশা ও ২ ৩ ৪ বা। পায়াও ২ ৩ ৪ বা। সামদিরা-

৪৫র ৩ ৫ ৫ ১২১ ৩ ৫ ১ ২১
নজা। গৃ ২ ৩ ৪। বী ৬ হাই। আচ্ছাও ২ ৩ ৪ বা। কোশাও

৪ ৪
২ ৫ ৪ বা। মধূ ৫ শ্চুতাম্। হো ৫ ই। ডা॥

* * *

২ ১র　　ধর ৪র　　　১　　র　র　র
৩। প্রগোমা ২ ৩ দেববী ৩ য়াই। সাইন্ধুর্নপিপ্যোঅর্ণসা৬শোঃপয়-

র　২ ৩র ২　　১ — ১　　২　১ র র　২ ২র ২
সামদিরোনজোহা ৩। হুম্মা ২ গৃ ২ ৩ বীঃ। অছাকোশাম্মধোহো ৬।

১ —　১　　৪ ৫　৪
হুম্মা ২। শ্চুতাম্। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৩ ৪র　র ৩ ৪র ৫ র　　৩ ২　৩র ৪র ৫　২র ১
৪। প্রসোমদেববীতয়ে। সিন্ধুঃ। নপা ৩ ৪ ঔহোবা। প্যোঅর্ণসা ২।

২　২　৩　২　৪　৫র ৪
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অ৬শো ৩ ঃ পয়ঃ। ঔহোবা-

৫　১ ২ ১　২ র ১ র　　২
হাই। সামদিরো। নজাগৃবিঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ

৫　৩ ২　৪র　৫র ৪　৫　৩ ২
৩ ৪ পা। অছা ৩ কোশম্। ওহোবাহাই। মধু ৩

৪　　৩ ১ ১ ১ ১
শ্চ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ম্। উ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৫ র র　৫র　২ ১ ২ ১　২র ১ — ১ ২
৫। প্রসোমদাইবা ৩ বীতয়াই। সিন্ধুর্ণপাই। পোঅর্ণসা ২। ইহা ৩।

১　২　৪ ৫　২ ৫ ৩　৫　১ ২ ১　২ র ১
অ৬শো ৩ ঃ পায়া। হাহো ২ ৩ ৪ হা। সামদিরো। নজাগৃ ২ ৩

২　১ ২　১ ২　৪ ৫　২ ৫ ৩　৫
বীঃ। ইহা ৩। আচ্ছা ৩ কাশাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা।

৩ ২　৪　　৩ ১ ১ ১ ১
মধু ৩ শ্চ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ম্। হে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'সিন্ধুঃ নঃ' (সমুদ্রঃ যথা জলেন সর্ব্বং পূরয়তি তদ্বৎ) ত্বং 'দেববীতয়ে' (দেবতর্পণায়, ভগবদারাধনায়) 'অর্ণসা' (অমৃতেন) 'প্রাপিপ্যে' (প্রপূরয় অস্মান্ ইতি শেষঃ); 'জাগৃবিঃ' (চিরজাগরণশীলঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ) 'মদিরঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) ত্বং 'ন' (সাম্প্রতং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অংশোঃ পয়সা' (জ্ঞানকিরণস্য অমৃতেন, জ্ঞানামৃতেন সহ ইত্যর্থঃ) 'মধুশ্চ্যুতং' (অমৃতস্রাবিনং, অমৃতধারণসমর্থং ইতি ভাবঃ) 'কোশং' (স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ, প্রাপয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদয়ং সত্ত্বভাবপূর্ণং ভবতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৫খ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্র যেমন জল দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করে, সেইরূপ তুমি ভগবদারাধনার জন্য অমৃত দ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ কর; চৈতন্যস্বরূপ পরমানন্দদায়ক তুমি নিত্যকাল জ্ঞানামৃতের সহিত অমৃতধারণসমর্থ আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবপূর্ণ হউক।)। (৩প—৫অ—৫খ—৪সা)।।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ। হে 'সোম'! ত্বং 'দেববীতয়ে' দেবানাং পানায় তদর্থং 'অর্ণসা' বলভীবর্য্যাপ্যোনোদকেন 'প্রপিপ্যে' প্রাপ্যায়সে। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'সিন্ধুঃ ন' যথা সিন্ধুরুদকেন প্রপ্যায়তে তদ্বৎ (প্যায়তেঃ লিটি লিট্যাভ্যোশ্চেতি পীভাবঃ) ততঃ স ত্বং 'মদিরঃ' মদকরঃ সুরাদিরিব 'জাগৃবিঃ' জাগরণশীলঃ যদ্বা ন সম্প্রত্যর্থে ইদানীং মদকরো জাগরণশীলস্ত্বং 'অংশোঃ' লতাখণ্ডস্য 'পয়সা' রসেন 'মধুশ্চ্যুতং' মধুররসস্য ক্ষারয়িতারং 'কোশং' দ্রোণকলশং 'অচ্ছ' অভিগচ্ছসি। (৩প—৫অ—৫খ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৫১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ · ‡ ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোম' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কয়েকটী পদের প্রতি এবং তাহাদের প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলেই 'সোম' শব্দে কি বস্তু নির্দ্দেশ করে, আমরা তাহার একটা সুন্দর মীমাংসা পাইব। 'সোমঃ' পদের বিশেষণ 'জাগৃবিঃ'। তাহার তাৎপর্য—'জাগরণশীলঃ' অর্থাৎ সর্ব্বদা সচেতন থাকাই যাহার স্বভাব। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এমন মোহকারক অচেতনকারী মদিরা কিরূপে জাগরণশীল হইতে পারে? সুতরাং স্বতঃই

মনে হয়, ভাষ্যকার এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমের সত্যস্বরূপ ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা এক সঙ্গেই সোমকে মত্ততাউৎপাদক ও জাগরণশীল উভয় বিশেষণেই বিশেষিত করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দোষ লক্ষিত হয়। আমরা 'জাগৃবিঃ' পদে 'জাগরণশীলঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি. আর সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণ সম্পূর্ণ উপযোগী। সত্ত্বভাব মানুষের মনে অনন্ত চৈতন্যের জাগরণ আনিয়া দেয়, মানুষ পরম চৈতন্য সত্তার সন্ধান পায়। তাই সত্ত্বভাব চির-জাগরণশীল।

'সিন্ধুঃ ন' উপমা দ্বারাও সত্ত্বভাবের বিশেষত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অসীম অনন্ত সমুদ্র স্বরূপ এই সত্ত্বভাব বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি বিলয় নাই—কারণ তাহা ভগবানেরই শক্তি। এই সত্ত্বভাবামৃত লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। (৩প—৫অ ৫খ—৪সা (। *

—— • ——

পঞ্চমং সাম

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোম উ ষ্বাণঃ সোতৃভিঃ অধি ষ্ণুভিঃ অবীনাম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অশ্বয়া ইব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া

৩ ১ ২
যাতি ধারয়া ॥ ৫ ॥

*

গেয় গানং।

৪ ৫ ২র ১ ২ — ১ ২ ১ ২ ১ ১র র ১ S
১। হাউসোমা। উষ্বাণা ৩ সোত্‌, ১ ভো ২। আধিষ্ণুভিরবো ২ নাম্ আশ্বৌ

২ ১র র র ২ — ১ ২ ২
৩ হো। য়েবহরিতাযাতাইধা ১ রায়া ২। মন্দ্রায়া ৩ য়া ৬ ৪।

৫র ৭ ৫ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
হাওবা। ভিধারয়া ১ ২ ৪ ৫ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম,—"ত্রৌণিধনমাগ্নেয়ম্" "অগ্নের্বৈশ্বানরস্য সাম" "দ্বিহিঙ্কারংবামদেব্যম্" "উৎসেধঃ" "নিষেধঃ"।

৫র ২ ৪র৫ ৪র ৫ ১ ২ রর ১ ৩
২। সোমউ ৩ষ্বাণঃসোতৃভাইঃ। আধিষ্ণুভিরবোনাম্। আশ্বয়ে ২৩৪

৫ ২১রর ২ ২ ২ ^৩ ৫ ৩
বা। হরিতাযাভিধা ১রা ৩ য়া। মন্দ্রায়া ২৩৪য়া। তা ২৩৪

৫ ২১ ২ ৪৫ ৪
ইধা। রয়া। ঔ ৩হোবা। হা ৫ ই। ডা॥

* * *

৪র৫ র৪ ৫র৪৫ ৫ ৪ ১ ২
৩। সোমউষ্বাণঃসোতৃভিঃ। এ ৫। অধী। ষ্ণুভিরা ৩১উবা ২৩।

৫ ১ ২ ১র রর ২
বো ২৩৪নাম্। আ ২৩শ্বা। য়েশহরিতায়াভিধা ৩১উবা ২৩।

৫ ১০ ২ ১র২
রা ২৩৪য়া। মা ২৩ন্দ্রা। যাযাভিধা ৩১

৫
উবা ২৩। রা ২৩৪য়া॥

* * *

৪র ৫র৪ ৫র৫৫ ৪ ৪ ১২১Sর ১ ২র
৪। সামউষ্বাণঃসোতৃভিঃ। এ ৫। অধী। ষ্ণুভিরবী ২। নাম। অশ্বয়েব।

১ ৭ — ১ র২র ১ ২^ ৩ ৫ ২১
হারিতায়া ২। তাইধারয়া। মান্দ্রয়াযোবা। তো ২৩৪ধা। রয়া।

২ ৪৫ ৪
ঔ ৩হোবা। হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৪র৫ র৪ ৫র৪ ৫৪ ৫৪৫র ১২১২১Sর ৭
৫। সোমউষ্বাণঃসোতৃ। ভাই। অধিষ্ণুভিরবী। নান্। আধিষ্ণুভিরবী ২।

১ র ২১রর ২
নাম্। অশ্বয়েবা। হরিতাযাতা ২৩ইধা। রয়া ৩১উবা ২৩।

৫ ২ ১ ৩ ৫ ২ ২v৩র ৪ ৫
মা ২ ৩ ৪ ৫ দ্রা। য়াযাত্তা ২ ৩ ৪ ধা। রয়াঔহোবা॥

৪
হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৩র৪ র ৩ ৪র ৫ s ২ ১ ৫৪৫র
৬। গোমউম্বাণঃসোতৃভিঃ। ঔ ৩ হো ৩ ই। আ ২ ৩ ৪। ধিষ্ণুভিরবী-

১ ২র র র ১ ২ ১ ৩ ৫ ২ ১ র ২
নাম্। আশ্বয়েবহরিতায়া। ভিধারায়ো। বা ও ২ ৩ ৪ বা। মন্দ্রয়াযাত্তা

২S ২ ৫
৩ধা। হু ৩ মৃহু ৩ ৪ ৩ ম্। বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোতৃভিঃ' (পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ) 'অবীনাং' (জ্ঞানানাং, জ্ঞানস্য) 'স্নুভিঃ' (ধারাভিঃ, প্রবাহৈঃ) 'স্বানঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'অধি' (অধিগচ্ছতি, তান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) 'অশ্বয়া ইব' (ব্যাপকজ্ঞানং যথা সাধকং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ) সত্ত্বভাবঃ 'হরিতা' (পাপহারকেন) 'ধারয়া' (প্রবাহরূপেণ) 'যাতি' (গচ্ছতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি) সঃ 'মন্দ্রয়া' (আনন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'যাতি' (গচ্ছতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূজাপরায়ণাঃ জনাঃ জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভন্তে-ইতি ভাবঃ॥ (৬প—৫অ—৫খ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞানপ্রবাহ দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া সত্ত্বভাব নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; ব্যাপকজ্ঞান যেমন সাধককে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্বভাব পাপহারক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; তিনি আনন্দদায়ক ধারারূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (৬প—৫অ—৫খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোতৃভিঃ' যুখ্বভিঃ 'ধানঃ সুষানোঽভিষূয়মাণঃ 'সোমঃ' 'অবীনাং স্নুভিঃ' (মাংস্পৃৎস্নু-নামুপসংখ্যানমিতি বার্ত্তিকেন নাস্নুশব্দস্য স্নুভাবঃ) সমুচ্ছ্রিতৈর্ব্বালৈঃ পবিত্রৈরধিযাতি 'অধি' অধিকং গচ্ছন্তি। 'উ' ইতি প্রসিদ্ধৌ। 'অশ্বয়েব' বড়বয়েব হরিতবর্ণয়া ধারয়া য়াতি। 'মন্দ্রয়া' মদকারিণ্যা ধারয়া দ্রোণকলশমধিগচ্ছতি। 'উষানঃ' 'ইষুবাণঃ' ইতি পাঠৌ। ৫॥

* * *

পঞ্চম (৫১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

— — • — —

মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। পূজাপরায়ণ ব্যক্তি সত্ত্বভাব লাভ করেন অথবা মন্ত্রের ভাবানুযায়ী বলা যায় - সত্ত্বভাব সাধকের নিকট গমন করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ তাঁহা-দিগের হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতার দিকে পরিচালিত হয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। ভগবানের কৃপায় মানবজীবনের চরম কাম্যবস্তু তাঁহারা লাভ করেন। এই নিত্য-সত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই এক সত্য বিভিন্ন ভাষা ও ভাবধারার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে 'যাতি' ক্রিয়াপদটী নিশ্চয়ার্থে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, এই সত্যটী মানবের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই 'যাতি' পদ দুইবার উক্ত হইয়াছে।

'সোতৃভিঃ' পদে 'পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—২৮৭—৮ঋ) দ্রষ্টব্য। 'অবি' অথবা 'অবী' শব্দ জ্ঞানার্থক। এবং ক্ষরণার্থক 'স্নু'-ধাতু-মূলক 'স্নুভিঃ' পদের 'প্রবাহৈঃ' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'অবীনাং স্নুভিঃ' পদদ্বয়ে 'জ্ঞানস্য প্রবাহৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উ' অব্যয় এখানে নিশ্চয়ার্থক। ঐ অর্থেই এখানে সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"নিষ্পীড়ন কর্ত্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্রদ্বারা ঝরিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বলধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'অশ্ব' শব্দে 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৩প - ৫অ—৫থ—৫সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান ছয়টী। উহাদের নাম,—"সোমসামানিষট্"।

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তবাহ৺ সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবে দিবে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩২উ ৩
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধী৺রতি
১ ২
তা৺ ইহি ॥ ৬ ॥

* . *

গেয়-গানং।

৫র ২ — ১ র — ১
১। তবাহ৺সো। মরা ২ রণা। রণ। সখ্যইন্দোদিবা ২ ই। দিবাই।
র র র — ১ র
দিবে। পুরূণিবভ্রোনিচরন্তিমা ২ মবা। অব। পরিধী৺রতিতা৺
— ১ ১ ^ ৩ ৫র র ২^ ৫
২ ইহা ২ ৩ ই। আ ২ ই। হা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঊ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥

* * *

৪৫র ৪ ২১ ম র ২ ২ ১'২ ২
২। তবা। তবা। অহ৺সোমরারণ। সখ্যাঈ ৩০ দো। দিবাঔ ৩ হো।
১ — ১র র ২ ২ ২ ১২ ২ ১
দাইবে ২। পুরূণিবভ্রোনিচরন্তিমা ১ মা ৩ বা। পরাঔ ৩ হো। ধাই৺-
২ ১ ৫ ৪ ৫
রতিতো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ইহো ৬ হাই ॥

* * *

৫ র র র ৫র ২ ^ ৩ ৫ ১ ^ ৩
৩। তবাহ৺সোমা ৬ রারণা। সাখ্যাঈ ২ ৩ ৪ ০ দো। দিবেদা ২ ৩ ৪
৫ ৪৩রঘ র৩৪৫ র ১ ৫ ৪৫৪ ৫
ইবে। পুরূণিবভ্রোনচরন্তিমাম্। আবা ২ ৩ ৪ হাই। পারীধাই৺রা।
২ ১ ৫ ৪ ৫
তিতা ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ইহো ৬ হাই ॥

* . *

৪৫র৪ ৫র র ৪ ৪ ১২১ ৯ ৩৩
৪। তবাহ৺,সোমরো। হো ৫ রণা। সাখ্যইন্দো। ২। দিবা ৪ ৪ ৫ ই।

৩ ৫ ১ — ১ — ১র ৯ ৩২
দী ২ ৩ ৪ বে। পুরূ ২ ণাইবা ২। ভ্রোনিচরা ২। ন্তিমা ৩ ৪ ৫ মু।

৩ ৫ ২ ১ — ১ ৯ ৩২
আ ২ ৩ ৪ বা। পারী ২ ধাইঁ৺র ২। ন্তিতা৺

৩ ৫
৩ ৪ ৫। ঈ ২ ৩ ৪ হী॥

* * *

২৪র৩ ৪র৫র ২৩র৪র৫ ২১ র ২১র
৫। তবাহ৺সোমরারণ। সখ্যইন্দোদিবেদিবাই। সখ্যইন্দোদিবেদা ২ ৩

২ ১র র ২১র ৩
ইবে। পুরূণিবভ্রোনিচন্তিমামা ২ ৩ বা

২ ২ ১ ২
পরাইধা ২ ৩ ইঁ৺রা। ন্তিতা৺ ২ ৩ ই হা ৩ ৪ ৩ ই।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'তব সখ্যে' (তব সখিকর্ম্মণি, তব সখিত্বং ইত্যর্থঃ) 'দিবে দিবে' (অন্বহং, নিত্যকালং) 'রারণ' (রমে, স্তুতিং কুর্ম্মঃ, প্রার্থয়ামি ইত্যর্থঃ); 'বভ্রো' (পালক, আশ্রিতপালক) 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব) 'পুরূণি' (বহুনি—বিঘ্নানি ইতি যাবৎ, রিপবঃ ইত্যর্থঃ) 'মাং' 'অবচরন্তি' (বাধন্তে) ত্বং 'তান্ পরিধীন্' (তান্ শত্রূন্) 'অতীতি' (বিনাশয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু, বয়মপি রিপুজয়িনঃ ভবেম॥ (৩প-৫অ-২দ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রার্থনাকারী আমি তোমার সখিত্ব নিত্যকাল যেন প্রার্থনা করি; হে আশ্রিতপালক সত্ত্বভাব! রিপুগণ আমাকে কষ্ট দিতেছে,

তুমি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাকরিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করুন, আমরাও যেন হইতে রিপুজয়ী হইতে পারি)॥ (৩প—৫অ—১খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! সোম! তব 'সখ্যে' সখিকর্ম্মণি অহং 'দিবে দিবে' অন্বহং 'রারণ' রমে, (রণেলিটি উত্তমে ণলি রূপম।) হে 'বভ্রো' বভ্রুবর্ণ! সোম! 'পুরূণি' বহূনি রক্ষাংসি 'মাং' তব সখ্যোস্থিতং 'অবচরন্তি' নীচীনং চরন্তি বাধন্তে। সে মাং বাধন্তে তান্ 'পরিধীন্' রক্ষসান্ ত্বং 'অতীহি' আগচ্ছ। (৩প—৫অ—৫খ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৫১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটীর মধ্যে মানবজীবনের দুর্ব্বলতার একটী চিত্র বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ দুর্ব্বল, তাহার চারিদিকে পরাক্রমশালী শত্রুগণ তাহাকে অধঃপতনের দিকে অনবরত টানিতেছে। ভগবানের—ভগবৎশক্তির—সাহায্য ভিন্ন সে আপনার ইচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাই কাতর ভাবে ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। "ওগো অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল! তুমি আসিয়া তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার কর। আমার শক্তি নাই যে, ভয়ঙ্কর শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করি। আমি পদে পদে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেছি। ভীষণ রিপুকুলের আক্রমণে আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিপদভঞ্জন তোমার চরণে আশ্রয় লইতেছি। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার অভয় হস্তের আলিঙ্গন কামনা করি। তুমি বন্ধুর মত আসিয়া আমাকে তোমার অনন্ত স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় দাও, আমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হই। ওগো আমায় রক্ষা কর।"

আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার অনৈক্য থাকিলেও তাহার মধ্যে এই আশ্রয় প্রার্থনার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। "হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এবং আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; হে পিঙ্গলবর্ণধারী! আমাকে রক্ষা কর রাক্ষসদিগকে নিধন কর।"

অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানবের ইহাই চিরন্তন প্রার্থনা। অনাদিকাল হইতে মানুষ ভগবানের চরণে এই আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত করিবে। তাহার অন্তরে বাহিরে অসুরকুলের, মানবের ভীষণ শত্রুর, তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে—সহায়হীন দুর্ব্বল মানব। জগতের কোথায়ও কেহ নাই যে

তাহাকে এই ভীষণ দৈত্যগণের কবল হইতে উদ্ধার করে। তাই মানুষ জগতের একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীমধুসূদনের চরণে আপনার দুর্ব্বলতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া তাঁহারই করুণা ভিক্ষা করে। মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে যে তাহার একজন আশ্রয়দাতা আছেন—যিনি তাহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। তাই সে বিপদের মুহূর্ত্তে তাঁহাকেই ডাকে—"ত্রাহি মাং মধুসূদন!"

এই মন্ত্রান্তর্গত 'রারণ' পদে বিবরণকার-সম্মত 'স্তুতিং কুর্ম্মঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বভ্রো' পদের 'পালক, আশ্রিত পালক' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (৩প---৫অ - ৫খ—৬সা)॥ *

—— * ——

সপ্তমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচং ইন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং
১ ২ ৩ক ২র
পবমান অভ্যর্ষসি॥ ৭॥

* *

গেয় গানং।

৫ র ২ ১ ২ ৪ ৪ ২
১। মৃজ্যমানাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামু ৩ দ্রাইবা। চমিন্বসা ৩ ই।
১ ২ ৪ ৪ ১ ৮ ৩ ৫
রায়ো ৩ ০ পাইশা। গম্বহুলা ৩ ম্। পুরু ২ স্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্।
১ ২র ১ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
পবমা। না। ঔ ৩ হো। ভিয়ো ২ ৩ ৪ বা। সা৫ সো ৬ হাই॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম "বৈষ্ণবম্" "দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবম্" "আঙ্গিরসানিত্রীণি"।

৫ র　২ ১ — ১ ২র র　১ ৭
২। মৃজ্যমানাঃ। সুহস্ত্যা২। সমুদ্রেবা। চাম্বিন্বা২৩৪ই।

৩২　৩২　১　৭ —　১　১
রয়া ৩ ৪ ইংপিশা। গম্বহুলংপুরুস্পৃহা২ মৃ। পবা২৩। মা

— ৩　৫র র　১ ১র　৩ ১ ১ ১ ১
২ না২৩৪ঔহোবা। ভিয়া২র্ষসী২৩৪৫॥

* * *

৫ র　২　১　২ — ১ —
৩। মৃজ্যমানাঃ। সুহ। স্তিয়া। সা১মু২দ্রাইষা১। চম্বি।

১　২ — ১ — ১ ২ ১ ২　২　২
ষসাই। রা১য়ী২৩পাইশা২। গম্বহুলংপুরু, স্পৃহায়। পা১

— ১　১ ৮ ৩　৫র র　৫
বা২ মানা২৩। ভা২ য়া২৩৪ ঔহোবা। ষা২৩৪সী॥

* * *

৫　৫ ১র　২ ২　১র র　২ ২
৪। মৃজ্যা৬এ। মানঃসুহস্তিয়াঔ৩হো। সমুদ্রেবাচম্বিষসাঔ৩হো।

১　২ ২ ১ ২
রয়িংপিশঙ্গবহুলং পুরুস্পৃহাঔ৩হো। পবমা২৩না৩।

২ ১　৫ ৪ ৫ ৫
ভিয়ো২৩৪বা। ষা৫সো৬হাই॥

* * *

৫ ৪ ৫র　৪　৫　২ ১　৭ ৮ ৩
৫। মৃজ্যমানঃসুহস্ত্যা। বাহাই। সমদ্রাইবা। চম্বো২ষা২৩৪

৫　৩২　৩২　১ ২　১৭　৩২
সী। রয়া৩৪ইংপিশা। গম্বহুলম্। পুরুস্পৃহা২৩৪মৃ। পবা

৩র ২　২ ১　৫　৪　৫
৩৪মানা৩। ভিয়ো২৩৪বা। ষা৫সে৬হাই॥

* * *

৪ র ৪ ১ — ১ — ১ — ১ —
৬। মৃজ্যমানা৫ঃ সুহস্তিয়া। সমু২দ্রাইবা২। চমা২ ইংম্বাপী২।

১ ২ ২ ১ ২
রয়িংপিশঙ্গংবহুলংপুরুস্পৃহাওঁ ৩ হো। পবমা২৩না৩।

২ ১ ৫ ৪ ৫
ভিয়ো২ ৪বা। মা৫সো৬হাই॥

* * *

৫৪৫র র র ৪৫ ১ ২ ১ ৭ ২
৭। মৃজ্যমানঃসুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিম্বসি। রায়িংপিশা৩।

২ ২ ১ ২১ ২ ১ ২ ১ র২ ২ ২
হা৩হা। গম্বহুলংপুরুস্পৃহম্। পবমানা৩। হা৩হা।

১ ২ ১
ভিম্বর্ষা২৩সা৩৪০ই। ঔ২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৫৪৫র ৪ ১ — ১ — ১ র — ১ ২র১
৮। মৃজ্যমানঃসুহা। স্তিয়া২। সমু২হো। দ্রেবা২হো। চামিম্বসাই।

— ১ — ১ ২১ ২র১ —
ময়া২ য়িঙ্হোই। পিশা২হো। গম্বহুলাম্। পুরুস্পৃহাম্। পবা২

১ র — ১ ২র১ ১
হো। মানা২হো। ভীয়র্ষগা৩১উবা২৩।

২র১র ২ ২
বাজীজিগী ৩ বা৺ ১॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সংকর্ম্মণাং আধার, হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাস্বরূপঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা—সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইম্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি) ; 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং রয়িং' (হিরণ্ময়ং ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ ৫খ ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতা! পবিত্রতাস্বরূপ আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণ সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৩প—৫অ—৫খ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বশিষ্ঠঃ ঋষিঃ। হে 'সুহস্ত্যা'! হস্তে ভবা হস্ত্যাঃ অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানস্ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং ইয়র্ষি প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্য রজতাদিভিঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনম্ অভ্যর্ষসি স্তোতৄণামভিক্ষরসি প্রযচ্ছসীত্যর্থঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৫১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা, তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৩প ৫অ ৫খ—৭সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম, "স্বারমৌক্ষ্ণোরন্ধ্রং", "ঔক্ষ্ণোরন্ধ্রম্" "সাম্মানি ত্রীণি" "ঐড়মৌক্ষ্ণোরন্ধ্রং" "বাজজিৎ"।

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমুদ্রস্য অধি বিষ্টপে মনীষিণো

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৎসরাসো মদচ্যুতঃ॥ ৮॥

* * *

গেয় গানং।

২ ২ রর ১২ ২ ২
১। হা৩হাই। অভিসোমাসা৩আয়া১বা২৩ঃ। হা৩হাই।

র ১ ২ ২ ২ র র
পবন্তেমদো৩যাংমা১দা২৩ম্। হা৩হাই। সমুদ্রস্যাধিবিষ্টপেমা

১ ২ ২ ২ র র ১ ২
৩নাইষা১ইণা২৩ঃ। হা৩হাই। মৎসরাসোমা৩দাচ্যু১

২ ২ ১
তা২৩ঃ। হা৩হা৩৪৩ই। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
২। আভীসোমা। সআ৩১উবা২৩। যা২৩৪বাঃ। পাবন্তাইমা।

২ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ র ২
দিয়া৩১উবা২৩। মা২৩৪দাম্। সামুদ্রস্যা। ধিবিষ্ঠাপেমনা

২ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
৩১উবায়ে২৩। ষো২৩৪ণাঃ। মাৎসারাসাঃ। মদা৩১

৫
উবা২৩। চ্যু২৩৪তাঃ॥

* * *

২ ১ ২ ৪র ৫র ২ ১ ২র ১ ২১ ২ ২ ১ ২
৩। অভিসো ৩ মাসআয়বাঃ। পবস্তেমদিয়ম্ম। দা। ঔ ৩ হো। আঔ

২ ১র ২ ১ র ২ র ১ ২ ২ ১ ২ ২
৩ হো। সমুদ্রস্থাধিবিষ্টপেমনীষি। ণা। ঔ ৩ হো। আঔ ৩ হো।

১র র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২
মৎসরাসোমদচ্যু। তা। ঔ ৩ হো। আ ঔ ৩ হো ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

• • •

৫ ৪ র ৫র র ৪ ৪ ১ র র ২ ১
৪। অভিসোমাসআ। হো ৫ যবাঃ। পবস্তেমস্তমদস্পবস্তেম। দিয়াঁ-

২ ১ র র র ২ ১
হোই। মা ২ ৩ দাম্। সমুদ্রস্থাধিবিষ্টপেমনীষিণাঃ। মনাহোই।

২ ১র র ২ ১
ষা ২ ৩ ইণাঃ। মৎসরাসোমদচ্যুতাঃ। মদাহোই।

২ ১
চ ৩ ৩ তা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

• • •

১ A ৩র ২ ৩র ৪ র ৪ ১ A ৩র ২
৫। অভা ২ ইসোমা ৩ ৪। ঔহো ৫ সআয়বাঃ। পবা ২ ০ তেমা ৩ ৪।

৩র ৪ ৪ ১ A ৩ ২ ৩র ৪ ৪ ১ ২
ঔহো ৫ দিয়ম্মদাম্। সমু ২ দ্রস্থা ৩ ৪। ঔহো ৫ ধিবিষ্টপাই। ওয়ে

১ A ৩ র র ৩ ৫ ৩ ৫
৩। মা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ষী ২ ৩ ৪ ণাঃ। ভ্র ২ ৩ ৪ পা। ২।

৩ ২র ১ ১ A ৩ ২ ৫র র ৩ ৫
মৎসরাসো ২ ৩। মা ২ দা ২ ৪ ঔহোবা। চ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ॥

• • •

৪র ৫র ৫ ৫ ৪ র ৫র র ৪ ৫ ৪র ৫র ৪ ১ A ৪র ২ ৪
৬। ঔহোবা। অভিসোমাস আয়ুবঃ। ঔহোবা। পবা ২ তেমা ৩ ও

২ ১ ২ ১ A ৩ ২ ৪
৫ বা ৬ ৫ ৬। দিয়ম্মদম্। সমু ২। দ্রস্থা ৩ ও ৫ বা ৬ ৫ ৬।

২ ১ ৩র র ১ ৩র ৩ ২ ^ ৩র ২
ধিবিষ্টপে ২ মনীষিণা ২ঃ। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই। মৎসা ২। রাসা

৪ ২ ১৩ ১ ১ ১ ১
৩ ও ৫ বা ৬ ৫ ৬। মদচ্যুতা ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

৫ র র র র ৫ ১ ^ ৩র ২ ৪
৭। অভিসোমাসআয়া ৬ বাঃ। পবা ২। স্তেমা ৩ ও ৫ বা ৬ ৫ ৭।

২ ১২ ১ ^ ৩ ২ ৪ ২ ১ ৩র র ১ ৩র
দিয়াম্মদম্। সমু ২। দ্রস্যা ৩ ও ৫ বা ৬ ৫ ৬। ধিবিষ্টপে ২ মনীষিণা

১ ^ ৩র ২ ৪ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ঃ। মৎসা ২। রাসা ৩ ও ৫ বা ৬ ৫ ৬। মদচ্যুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* . *

৫ র র র ৫ ১ ৭ ^ ৩ ৫
৮। অভিসোমাসআয়া ৬ বাঃ। পবস্তাইমা। দিয়া ২ ০ মা ২ ৩ ৪ দাম্।

৩ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ১
সমুদ্রস্যা। ধিবিষ্টপাই। মনা ৩ ইষাইণাঃ। মাৎসরাসো ২ ৩। মা

^ ৩ ৫র র ৩ ৫
২ দা ৩ ৪ ঔহোবা। চ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। ৮॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা॥

'আয়বঃ' (দ্রুতগমনশীলাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'মনীষিণঃ' (বিজ্ঞাঃ, প্রজ্ঞানরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরাসঃ' (আনন্দজনকাঃ) 'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সমুদ্রস্য' (হৃদাং ইত্যর্থঃ) 'অধিবিষ্টপে' (পরমপবিত্রে প্রদেশে) 'মস্তং' (মদকরং, আনন্দজনকং) 'মদং' (অমৃতস্রোতং) 'অভিপবন্তে' (অভিক্ষরন্তি, প্রবহন্তি ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন লোকাঃ অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৩প-৫অ-৫খ ৮সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক প্রজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দজনক, পরমানন্দপ্রদায়ক সত্ত্বভাব পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ হৃদয়ের পরমপবিত্র প্রদেশে আনন্দজনক অমৃত-

স্রোত প্রবাহিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে।)॥ (৩প—৫অ—৫খ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ। 'আয়বঃ' গমনশীলাঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'মন্দং' মদকরং 'মদং' আত্মীয়ং রসং 'অভিপবস্তঃ' অভিতো নির্গময়ন্তি। কুত্রেত্যুচ্যতে 'সমুদ্রস্য' অন্তরিক্ষস্য 'অধিবিষ্টপে' অধিকং সমুচ্ছ্রিতপবিত্রে। যদ্বা। সমুদ্রস্য যস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্তি রসাঃ তস্য কলশস্য অধি উপরি বিষ্টপে স্থানে পবিত্রে নির্গময়ন্তি। কীদৃশঃ? 'মনীষিণঃ' মনসঈশিতারঃ 'মৎসরাসঃ' মদকরাঃ 'মদকরেণ রসেন চাবয়িতারঃ। 'বিষ্টপে' বিষ্টপি 'মদচ্যুতঃ' 'স্বর্বিদঃ' ইতি চ পাঠৌ। (৩প—৫অ ৫খ ৮সা)।

* * *

অষ্টম (৫১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী এক সত্য তত্ত্ব প্রকটিত করিতেছে। পবিত্র হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সমাবেশ হয়, সেই সত্ত্বভাব-প্রভাবে মানুষ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে; আর সেই চিদ্‌ঘন চিদানন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষের সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; যথা,—এই সমস্ত সোমরস, যাহারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর, এবং তাবৎবস্তু দিতে পারে, তাহারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।" এই ব্যাখ্যাতে সোমের কয়েকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সোমের একটী বিশেষণ 'পণ্ডিত'। অপস্থ 'জ্ঞানদায়ক' অর্থে 'পণ্ডিত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যতই সোমরসের বিশেষণ-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে, সোমরস সাধারণ মদ্য হইতে স্বতন্ত্র-জাতীয় পদার্থ। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেও পূর্ব্বাপর সেই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রটী যদিও নিত্য সত্য প্রকাশ করিতেছে; তথাপি মন্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। 'ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইয়া 'আমাদিগকে পরমানন্দদানে অমৃতত্ত্বের অধিকারী করুক'—মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব বিদ্যমান বলিয়া মনে করি। (৩প—৫অ ৫খ—৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম "বৈশ্বদেবে দ্বে" "ইন্দ্রসামনো দ্বে" "স্বঃ পৃষ্টম্" "ইন্দ্রসামানি ত্রীণি।"

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পুনানঃ সোম জাগৃবিঃ অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ঃ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
ত্বং বিপ্রো অভবো অঙ্গিরস্তম মধ্বা যজ্ঞং
২
মিমিক্ষ ণঃ॥ ৯॥

গেয় গানং।

৫র ৪ ৫র ৪র ৫ ৪ ১র র ৭ — ১ র
পুনানঃ সোমজাগৃবিরব্যাঃ। বারৈঃ পারিপ্রিয়া ২ঃ। ত্বংবিপ্রোঅভবোঙ্গা-
৩২ ১২র ১ ১৮ ৩
ইরা ২ ৩ ৪। স্তমা ৩। মাধ্বাযজ্ঞা ২ ৩ মৃ। মা ২ ইমা ২ ৩ ৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ক্ষা ২ ৩ ৪ ণাঃ॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'প্রিয়ঃ' (লোকানাং প্রিয়ঃ) 'জাগৃবিঃ' (চিরজাগরণশীলঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'পুনানঃ' (পূয়মানঃ, পবিত্রতাস্বরূপঃ ইতি যাবৎ) ত্বং 'অব্যা বারৈঃ' (জ্ঞানামৃতৈঃ সহ ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); 'অঙ্গিরস্তম' (হে জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ, হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানাধার) 'বিপ্রঃ' (মেধাবী, সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বং' 'অভবঃ' (ভবসি, সর্ব্বেষু ভূতেষু নিত্যবর্ত্তমানঃ ভবসি ইত্যর্থঃ); অতএব ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্মং) 'মধ্বা' (মধুনা, ভবৎসম্বন্ধিনা অমৃতেন ইত্যর্থঃ) 'মিমিক্ষ' (সিঞ্চ, অভিষিক্তং কুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। নিত্যসত্যজ্ঞাপকশ্চ। বয়ংপ্রজ্ঞান-সমন্বিতাঃ সন্তঃ সত্ত্বভাবং লভেম; অস্মাকং সর্ব্ববিধং কর্ম্ম অমৃতলাভায় ভবতু — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৫খ—৯সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বলোকপ্রিয় চিরজাগরণশীল (অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ) পবিত্রতাস্বরূপ আপনি জ্ঞানামৃতের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন; হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানাধার! সর্ব্বজ্ঞ আপনি সর্ব্বভূতে নিত্যবর্ত্তমান

রহিয়াছেন; আপনি আমাদিগের সৎকর্ম্ম আপনার সম্বন্ধি অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্য-জ্ঞাপক। ভাব এই যে, আমরা যেন জ্ঞান-সমম্বিত হইয়া সত্ত্বভাব লাভ করি; আমাদিগের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অমৃত-লাভের জন্য হউক।) ॥ (৩প—৫অ—৫খ—৯সা।)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কাশ্যপঃ ঋষিঃ। হে 'সোম'! 'জাগৃবিঃ' জাগরণশীলঃ 'প্রিয়ঃ' প্রীণয়িতা ত্বং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অব্যাঃ' মেষ্যা 'বারৈঃ বারৈর্নির্ম্মিতে দশাপবিত্রে পরিক্ষরসি। 'অঙ্গিরস্তম' হে অঙ্গিরসাং বরিষ্ঠ! 'বিপ্রঃ' মেধাবী ত্বং পিতৄণাং নেতা 'অভবঃ' ভবসি। স ত্বং নঃ অস্মদীয়ং 'যজ্ঞং' 'মধ্বা' মধুনা আত্মীয়েন রসেন 'মিমিক্ষ' সেক্তুমিচ্ছসি। মিহেঃ সেচনার্থস্য (ভ্বা° প°) সনি রূপং। (৩প—৫অ—৫খ—৯সা)।

• • •

নবম (৫১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের অনেক স্থলেই মতান্তর ঘটিয়াছে। সুতরাং ভাষ্যকারের ভাব এস্থলে প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভাষ্যের অর্থ,—'হে সোম, জাগরণশীল প্রীণয়িতা আপনি পূয়মান হইয়া মেষরোম নির্ম্মিত দশাপবিত্রে পরিক্ষরিত হও। হে আঙ্গিরসগণের শ্রেষ্ঠ! মেধাবী আপনি পিতৃগণের নেতা হয়েন। সেইরূপ আপনি আপনার আত্মীয় রসের দ্বারা আমাদিগের সম্বন্ধি যজ্ঞকে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন।'

ভাষ্যের এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য অনুভূত হইবে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার কতকগুলি পদের অধ্যাহার করিয়াছেন—যে সকল পদ মন্ত্রের মধ্যে সহসা অধ্যাহৃত হইবার কোনই হেতু পাওয়া যায় না। 'ত্বং ভবসি' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় তিনি "পিতৄণাং নেতা" পদদ্বয়ের অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে কোথা হইতে সেই পদদ্বয় সমাহৃত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। মন্ত্রে 'ত্বং' ও 'ভবসি' পদদ্বয় আছে মাত্র। ঐ দুই পদে কোনও উচ্চভাব-মূলক অর্থের অধ্যাহার করিতে হইলে 'পিতৄণাং নেতা' পদদ্বয়ের সমাহারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া মনে হয় না। ক্রিয়াকাণ্ডান্তর্গত বিধিপরম্পরার অনুসরণে যদি ঐ পদদ্বয়ের অধ্যাহার সমীচীন হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কিন্তু আমরা যে পথের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাতে ঐ স্থলে 'সর্ব্বেষু ভূতেষু' পদদ্বয়ের অধ্যাহার করিলেই সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে নিত্যাবিদ্যমান রহিয়াছেন',—সকল শাস্ত্রে এতদুক্তি দেখিতে পাই। আমাদের

মনে হয়, বেদমন্ত্রের এই ভাবই অন্যান্য শাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই ভাবই সঙ্গত—এই ভাবেই বেদমন্ত্রের সার্থকতা। নচেৎ, 'সোমরূপ মাদক-দ্রব্য পিতৃগণের নেতা হয়েন'—এতদ্বাক্যে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষিত হওয়া সুকঠিন।

তার পর, মন্ত্রের 'অব্যাবারৈঃ' পদ। ভাষ্যমতে ঐ পদের অর্থ—'মেষ্যাঃ বালৈঃ' অতঃপর 'নির্ম্মিতে দশাপবিত্রে' ও 'পরিক্ষরসি' প্রভৃতি পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়—'মেষরোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্রে পরিক্ষরিত হও।' এখানে 'দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও'—কোথা হইতে আসিল, তাহাও বোধগম্য হয় না। আর এরূপ অর্থে মন্ত্রের কি উচ্চভাব সূচিত হয়, তাহাও উপলব্ধি হয় না। লৌকিক অর্থে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ ক্রিয়াকর্ম্মের উপযোগী যে ভাব পরিগ্রহণ করেন, এখানেও তাহারই অনুসরণ আছে,—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। নচেৎ, 'সোমকে' আধ্যাত্মিকতা-মূলক 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে 'মেষরোমনির্ম্মিত দশা-পবিত্র' প্রতিবাক্য কদাচ আসিতে পারে না। মেষরোম, দশাপবিত্র প্রভৃতি লৌকিক সামগ্রী। বেদমন্ত্র নিত্য অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় নিত্য সামগ্রীর সহিত অনিত্য মেষরোম বা দশা-পবিত্রের সম্বন্ধ-স্থাপনে বেদমন্ত্রের নিত্যত্বে ও অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। আমরা বেদমন্ত্রের শাস্ত্রানুমোদিত নিত্যত্বে ও অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করি। তাই আমাদের ব্যাখ্যায় 'অব্যা বারৈঃ' পদের স্বতন্ত্র অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর সেরূপ অর্থে মন্ত্রের যে কি উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

ফলতঃ, শাস্ত্রানুমোদিত অর্থ ই আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচি বিভিন্ন। চিন্তার গতি যাঁহার যে দিকে প্রধাবিত হয়, তিনি সেইভাবেই আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানেও আমরা তাহাই উপলব্ধি করি। ভাষ্যকারের জ্ঞানবুদ্ধি ও শিক্ষাক্রমে তিনি একরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অনুসারে আমাদের অর্থ প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং ভাষ্যকার যে অশাস্ত্রীয় বা অশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকট করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতেছি না। বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যার বিষয় নিরুক্তাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। সে ত্রিবিধ ব্যাখ্যা,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক। আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই অন্যতম—আধ্যাত্মিকতা মূলক। আরও, বেদ দর্পণ-স্বরূপ। যিনি যেমন ভাবে প্রতিকৃতি দেখিবার প্রয়াসী হইবেন, দর্পণে তাহা সেইভাবেই প্রতিফলিত হইবে। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও আমাদের তাহাই মন্তব্য।

'অব্যা বারৈঃ' পদদ্বয়ের 'অব্যা' পদ 'অবিস্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। সংস্কৃত 'অবিস্' শব্দ লাটিন ভাষায় 'ওভিস' (*Ovis*) এবং গ্রীক ভাষায় 'ওইস' (*Ois*) রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'অবিস্' পদ গমনার্থক বা রক্ষার্থক অব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অভিধানে উহার 'স্বামী, সূর্য্য, মেষ, মূষিক, কম্বল, বায়ু ও রজস্বলা স্ত্রী' প্রভৃতি বিবিধ পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে ঐ 'অবিস্' পদে স্বামী, সূর্য্য প্রভৃতি ভিন্ন অন্য অর্থ সূচিত হয় বলিয়া মনে করি না। যদিও 'অবিস' পদে "শশূকরখরোষ্ট্রানাং গোঽজাবিমৃগপক্ষিণাং' প্রভৃতি বিবিধ পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমরা মনে করি, সে সকল পর্য্যায় লৌকিক ব্যবহারের অনুসারী। ভাষ্যকার 'অবিস্' পদের অন্যান্য পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে 'মেষ' পর্য্যায় গ্রহণ

করিয়াছেন, তাহাও ক্রিয়াকাণ্ডানুসারী বলিয়াই আমাদের ধারণা। নচেৎ, তিনি 'অব্যা' পদে শূকর, ছাগ, পক্ষী, কুক্কুর, মৃগ প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেন নাই কেন? প্রয়োজনানুরূপ উদ্দেশ্যানুযায়ী নির্ব্বাচনই এখানে ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, ঐ 'অব্যা বারৈঃ' পদের 'অব্যা' শব্দে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ পৃথ্বী, স্বামী প্রভৃতি পর্য্যায় গ্রহণ করিয়া ঐ পদে 'জ্ঞান' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। আমরা মনে করি, গ্রীক ও লাটিন ভাষার অনুকরণে এইরূপ অর্থেরই অনুসরণ আছে। অবশ্য আমরা পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত নহি। দৃষ্টান্ত-স্থলে এতদ্বিষয় উল্লিখিত হইল মাত্র। আর, অন্যান্য দেশেও কিরূপভাবে ভারতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাও আমাদের এক উদ্দেশ্য। যাহা হউক, আমাদের অনুসৃত পন্থার অনুসরণে আমরা উচ্চভাব-মূলক অর্থই ধাত্বর্থের অনুসরণে পরিগ্রহণ করিয়াছি।

'বার' পদেরও এইরূপ বিবিধ পর্য্যায় আছে; যথা,—রবি, সোম, জল, দ্বার, শিব, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, মদিরাপাত্রপ্রভৃতি। আবরণার্থক বৃ ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। ভাষ্যকার যে বারৈঃ পদে 'বালৈঃ নির্ম্মিতৈঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, অভিধানে তদর্থ-বোধক কোনও পর্য্যায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণের কোন হেতুও ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করেন নাই। নিঘণ্টুতে বা নিরুক্তে 'বারৈঃ' পদের 'বালৈঃ' অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং কি সূত্রে কি ভাবে ভাষ্যকার 'অব্যাবারৈঃ' পদের 'মেষ্যাবালৈঃ' অর্থ অধ্যাহার করিলেন, তাহা বোধগম্য হয় না। 'অব্যা' পদে যখন 'মেষ্যা' অর্থ গ্রহণ করা হইল, তখন 'বারৈঃ' পদের 'বালৈঃ' অর্থ গ্রহণ না করিলে সঙ্গতি রক্ষা হয় কিরূপে—ভাষ্যকারের ভাব এইরূপ বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহা হউক, ভাষ্যকারের পরিগৃহীত কোনও অর্থই আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যে ভাবে 'অব্যা' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি, 'বারৈঃ' পদের অর্থও আমরা সেই ভাবেই অধ্যাহার করি। তাহাতে 'অব্যা' পদের অর্থ হইয়াছে -'জ্ঞান' আর 'বারিঃ' পদের অর্থ হয় -'কিরণৈঃ বা 'অমৃতৈঃ'। জ্ঞানকিরণ যে অমৃতস্বরূপ, তাহা বলাই বাহুল্য। অমৃতস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞানামৃতই সে পক্ষে প্রধান সহায় ও অবলম্বন। প্রকৃষ্ট জ্ঞান ভিন্ন ভগবল্লাভ সুদূরপরাহত। আমরা মনে করি,—এই ভাবেই 'অব্যাবারৈঃ' পদের সার্থকতা।

বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উত্তর অংশেই বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব চিরজাগরণশীল, তাই চৈতন্যস্বরূপ। উহা মানুষকে আপনার স্বরূপ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইল, সে তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে,—নিজের অতীত উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়। মানুষ সত্ত্বস্বরূপ ভগবান হইতে আসিয়াছে। তাই তাহার মনে সেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে, সে তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। যাঁহা হইতে আসিয়াছে, তাঁহাতেই আবার তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সে হীন নয়, ক্ষুদ্র চিরপতিত নয়। তাহার অতীত মহৎ, এবং ভবিষ্যৎ ও সেই মহত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করে। তাঁহার দ্বারা তখন হীন কাজ, হীন চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তিনি তখন আপনার গৌরবময় অধিকার লাভের জন্য সতত উদ্‌গ্রীব থাকেন। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মনে চিরজাগরণ অর্থাৎ চৈতন্য আনিয়া দেয়।

সত্ত্বভাব—ভগবানের বিভূতি, ভগবৎশক্তি। সুতরাং উহা নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। আদিতে সত্ত্বভাব ছিল এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান থাকিবে। তাই তাহা নিত্যবর্ত্তমান। সত্য চিরকালই সত্য; সত্য একবার সত্য, একবার মিথ্যা হয় না; মিথ্যা কখনও সত্যকে চিরআবৃত রাখিতে পারে না। সত্য—অব্যয় অক্ষর—ভগবানেরই স্বরূপ;—সুতরাং তাহা নিত্য বিদ্যমান। একখানি প্রচলিত ব্যাখ্যাতে—ভাষ্যের অনুসরণেই,—'অঙ্গিরস্তম অভবঃ' পদদ্বয়ের অর্থ করা হইয়াছে "তুমি অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ।" সোম পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন কিরূপে? ঐ ব্যাখ্যায় কোন সঙ্গতার্থ পাওয়া যায় না। আমরা মন্ত্রান্তর্গত 'অঙ্গিরস্তম' পদে 'জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১২১সূ—১ঋ) দ্রষ্টব্য। 'মিমিক্ষ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'সিঞ্চ, অভিষিঞ্চং কুরু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মধু' পদে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'অমৃত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৩প—৫অ—৫খ—৯সা)॥

—•—

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সহস্রধারো অতি অব্যং অর্ষতি তমী মৃজন্তি আয়বঃ॥১০॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২ — ১ — ১র র — ১ —
১। ইন্দ্রায়পা। বতা ২ ইমাদা ২ ঃ। সোমোমরুত্বতা ২ ইসুতা ২ ঃ।
১.২র ১ ১ — — ১ —
স। হাস্রধারঃ। অতিঅব্যা ২ র্ষাতী ২। তমা ২ ইমার্জ্জা ২।
১ ২ ১
তিআয়া ২৩ বা ৩৪৩ঃ। ও ২৩৪৫ ই। ডা॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততমসূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সোমসাম।"

৫ র ২ র ১ ২র র ১ — ১ র — র

২। ইন্দ্রায়পা। বতেমদাঃ। সোমোমারু২। ত্বতেহো২ই। সূতা

— ১ ২র ১ ১২৲৩ ৫ ৩

২ঃ। স। হাস্রধারঃ। অতিঅব্যমা। যাতা ও২৩৪বা। উ

৫ ১ — ১ — ১র ২

২৩৪পা। ভমীহো২ই। মার্জ্জা২। তিআয়া২৩বা

১

৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা।

* * *

৫ র ২ ৪ ৫ ৫ ৫ ১র র ২ ২

৩। ইন্দ্রায়া৩পাবতাইমদাঃ। সোমোমরুত্বতা১ইসূ৩তাঃ। স।

১ ২র ১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫

হাস্রধারঃ। অতিঅব্যমা৩। র্যাতী। ভমাউ৩হো৩ই। মার্জ্জা।

১ ৲ ৩ ৫র র ৩ ৫

ভা২য়া২৩৪ঔহোবা। যা২৩৪বাঃ। ১০।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুত্বতে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে, ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রীকৃতঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইতি ভাবঃ); তদনন্তরং সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, পরমমঙ্গলসাধকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'অব্যম্' (জ্ঞানদীপ্তং আধারভূতং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষতি' (অধিগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); কিঞ্চ 'আয়বঃ' (আয়ুষ্কাময়মানাঃ, সৎকর্ম্মময়চিরজীবনাকাঙ্ক্ষিণঃ সাধকাঃ ইতি যাবৎ) 'তং (তথাবিধং শুদ্ধসত্ত্বং) 'ঈং' (নিত্যং সদৈব ইত্যর্থঃ) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, আত্মশোধনায় হৃদি ধারয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি পরমানন্দদায়কঃ ভগবৎপ্রীতিমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতএব ভগবৎপ্রীতিকামিনঃ শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়িতুং অর্হন্তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবৎসম্মিলনায় বয়ং যেন শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহ। (৩প—৫অ—৫খ—১০সা)।

অথবা,

'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবায়, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'মরুত্বতে' (বিবেকজ্ঞানদাত্রায়) 'মদঃ' (মদকরঃ, আনন্দদায়কঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ) 'অব্যম্' (জ্ঞানং, জ্ঞানযুক্তং তং সত্ত্বভাবং) 'ঈং' (নিশ্চিতং)

'আয়বঃ (ঊর্দ্ধগমনশীলাঃ, সাধকাঃ) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, আত্মহৃদয়শোধনায় লভন্তে ইত্যর্থঃ); 'শতধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, বহুকল্যাণপ্রদঃ) সঃ সত্ত্বভাবঃ 'অভ্যর্ষতি' (অভিগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। সদ্ভিঃ সেবিতং বহুকল্যাণপ্রদং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৫খ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত পরমানন্দদায়ক পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউক; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমমঙ্গলপ্রদ হইয়া, জ্ঞানপ্রদীপ্ত আধারভূত হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক; অপিচ, আয়ুষ্কাময়মান অর্থাৎ সৎকর্ম্মময় চিরজীবন অভিলাষী সাধকগণ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আত্মশোধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। শুদ্ধসত্ত্বই পরমানন্দদায়ক এবং ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেই ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব ভগবৎপ্রীতিকামী ব্যক্তির শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানে সম্মিলিত হইবার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৩প—৫অ—৫খ—১০সা)।

অথবা,

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে এবং বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য, আনন্দদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক; জ্ঞানযুক্ত সেই সত্ত্বভাবকে নিশ্চয়ই ঊর্দ্ধগমনশীল সাধকগণ তাঁহাদিগের হৃদয়শুদ্ধির জন্য লাভ করেন; বহুকল্যাণপ্রদ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে, সাধুগণসেবিত বহুকল্যাণপ্রদ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)। (৩প—৫অ—৫খ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

জমদগ্নিঃ ঋষিঃ। 'মদঃ' মদকরঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'সোমঃ' 'মরুত্বতে' মরুদ্ভিস্তবতে 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবতে' ক্ষরতি। ততঃ 'সহস্রধারঃ বহুধারোপেতঃ সোমঃ 'অব্যম' অবিময়ং পবিত্রম 'অত্যর্ষতি' অতিগচ্ছতি তমিমং 'আয়বঃ' মনুষ্যা ঋত্বিজঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। (৩প—৫অ—৫খ—১০সা)।

* * *

দশম (৫২০) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাবলাভ করিলে হৃদয় ভগবদভিমুখী হয়—মানুষ বিবেকজ্ঞান লাভ করে। হৃদয় হইতে হীন কামনা বাসনা দূরীভূত হয়, তখন মানুষের মনে যে সকল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় তাহা বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুগামী হইয়া থাকে। সুতরাং সেই আকাঙ্ক্ষা অনায়াসেই পূর্ণ হয়;—কামনার অপূর্ণতা হেতু নৈরাশ্য-জনিত দুঃখ পাইতে হয় না। সুতরাং হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হয়। তাই সত্ত্বভাবকে আনন্দদায়ক বলা হইয়াছে হৃদয়বিশুদ্ধকারক এই বহুকল্যাণপ্রদ সত্ত্বভাবের জন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে। যে সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়, যাহা লাভ করিলে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পৎ লাভ করা যায়, আমরা যেন সেই সত্ত্বভাব লাভ করিয়া জীবন সার্থক ও ধন্য করিতে পারি।" এই প্রার্থনাই মন্ত্রের প্রথম ও শেষাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩প ৫অ—৫খ—১ সা) ॥ *

—— • ——

একাদশং সাম।

১ ২　　৩ ১ ২ ৩　১র　২র ৩　১ ২
পবস্ব বাজসাতমোঽভি বিশ্বানি বার্য্যা।
১　২ ৩ ১　২ ৩　২র　৩ ১ ২
ত্ব৺ং সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং দেবেভ্যঃ
৩ ২
সোম মৎসরঃ ॥ ১১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৫ র ৪র　৩　৫　২ ১ ২র　১ ২র　১
পাবস্ববাজসা। ইহা। তা২৩৪মাঃ। অভিবিশ্বানি। বা'র্য়া। ত্ব৺সা
৯৩　৫র র　১২ ১র ২　২　২
২মু২৩৪ঔহোবা। দ্রঃপ্রথমেবিধর্ম্মন্। দাইবাম্যে৩। ভ্যা
৯　৩　৫র র　২ ৩২
২ঃ সো২৩৪ঔহোবা। মমৎসরা ১ঃ॥ ১১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "বাঃ ক্রৌঞ্চামাজিরনম্" "সোম সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বাজসাতমঃ' (সৎকর্ম্মসামর্থ্যদায়কঃ) ত্বং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'বার্য্যা' (বরণীয়ানি, স্তোত্ররূপাণি সৎকর্ম্মাণি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (ক্ষর); অস্মাকং স্তোত্র-কর্ম্মাণি সত্ত্বভাবসমন্বিতানি ভবন্তু ইত্যর্থঃ; 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মৎসরঃ' (পরমানন্দ-দায়কঃ) 'বিধর্ম্মন্' (বিশেষেণ পোষকঃ, আশ্রিতপালকঃ ইত্যর্থঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ সমুন্দনশীলঃ, সর্ব্বস্য ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বং' দেবেভ্যঃ' (দেবলাভায়, দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমে' (শ্রেষ্ঠে, সৎকর্ম্মণি) পরিক্ষর, আগচ্ছ বা ইতি শেষঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে অস্মাকং সৎকর্ম্ম সত্ত্বভাবান্বিতং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৫খ—১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসামর্থ্যদায়ক তুমি আমাদিগের সর্ব্ববিধ স্তোত্ররূপ সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষরিত হও; (ভাব এই যে, আমাদিগের স্তোত্রসমূহ সত্ত্বভাবসমন্বিত হউক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক আশ্রিতপালক সমুদ্রবৎ সমুন্দনশীল অর্থাৎ সকলের ধারক তুমি দেবভাব প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের সৎকর্ম্মে পরিক্ষরিত হও অর্থাৎ আগমন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের সৎকর্ম্ম সত্ত্বভাবান্বিত হউক।)। (৩প—৫অ—৫খ—১১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বশিষ্ঠঃ ঋষিঃ। হে 'সোম'! 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'বার্য্যা' বরণীয়ানি স্তোত্রাণি 'অভি' লক্ষ্য 'বাজসাতমঃ' অতিশয়েনান্নস্য সম্ভক্তত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। হে সোম! 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মৎসরঃ' মদকরঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনশীলঃ 'বিধর্ম্মন্' বিশেষেণ পোষক! ত্বং 'প্রথমে' মুখ্যে শ্রেষ্ঠে যজ্ঞে দেবেভ্যস্তদর্থং ক্ষর। 'বিধর্ম্মন্' 'বিধারয়ং' ইতি 'বাজসাতয়ে' 'বাজসাতমঃ' ইতি 'বার্য্য' 'কাব্যা' ইতি চ ক্রমেণ সাম্নচঃ পাঠাঃ। (৩প—৫অ—৫খ—১২সা)।

• • •

একাদশ (৫২১) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§ * §:———

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা কোন কোনও স্থলে ভাষ্যের' অনুসরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। 'বাজসাতমঃ' পদে ভাষ্যকার "অতিশয়েন অন্নস্য সম্ভক্তঃ ত্বং" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপরই লক্ষ্য করিয়াছি যে 'বাজ' শব্দে 'সৎকর্ম্মসামর্থ্য' 'শক্তি' 'পূজা' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। তাই, ঐ পদে আমরা 'সৎকর্ম্মসামর্থ্যদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পর মিল নাই। উদাহরণস্বরূপ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"হে সোম! সর্ব্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অন্নলাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদিগের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করিয়া (আশ্রয় করিয়া) থাক।" যাহা হউক, আমাদিগের অভিমত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে॥ (৩প ৫খ ৫খ—১১সা)।*

দ্বাদশং সাম।

১ ২　　　　৩ ২ ৩ ২ ৩　১ ২
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
৩ ১ ২　　৩ ১　২ ৩ ১র　২ ২র　৩ ২ ৩ ১
মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভি
২র
প্রয়াꣳসি চ॥ ১২॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ র র　　৪　　১ র ২　　র　র ২ ২
পবনানা অসৃক্ষতপবাই। ত্রামতিধারয়ামরুত্বন্তো মৎরাইন্দ্রী ৩ য়াঃ।
১　　২　১ ২　　১ ৩
হয়াঃ। মা ২ ৩ ইধাম্। অভায়ো ৩। প্রা ২ য়া ২ ৩ ৪
৫ র র　　৩　　৫
ঔহোবা। সী ২ ৩ ৪ চা॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুত্বন্তঃ' (বিবেকজ্ঞানযুক্তাঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরাঃ' (পরমানন্দদায়কাঃ) 'ইন্দ্রিয়াঃ' (ইন্দ্রজুষ্টাঃ, দেবপ্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'হয়াঃ' (সৎজ্ঞানগময়িতারঃ, সৎকর্ম্মাদিপতয়ঃ) 'পবমানাঃ' (পরমপবিত্রাঃ—সত্ত্বভাবাঃ ইতি যাবৎ) 'মেধাং' (প্রজ্ঞাং) 'চ' (তথা) 'প্রয়াংসি' (শক্তীন, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (আভলক্ষ্য, প্রার্থনাকারিণং প্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবিত্রং অতি' (পবিত্রহৃদয়ং অভীত্য, যথা—সাধকানাং পবিত্রহৃদয়ং পরিপ্লাবন্ ইতি ভাবঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, ভগবন্তং প্রতি প্রধাবন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ সত্ত্বভাবঃ পরমানন্দদায়কঃ তথা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

পরমশক্তিবিধায়কঃ; সদ্ভাবসমন্বিতাঃ সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সাধকাঃ তেন সদ্ভাবেন ভগবন্তং অর্চ্চয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৫খ—১২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দদায়ক দেবগণের প্রিয় সৎকর্ম্মাধিপতি পরমপবিত্র সত্ত্বভাবসমূহ, প্রার্থনাকারীদিগকে প্রজ্ঞা এবং আত্মশক্তি প্রদানের জন্য ধারারূপে সাধকের পবিত্র হৃদয়কে পরিপ্লাবিত করিয়া ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পরমানন্দদায়ক এবং পরম শক্তি প্রদায়ক; সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকগণ সেই সদ্ভাবের দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করেন.)॥ (৩প—৫অ—৫খ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানাঃ' পূয়মানাঃ সোমাঃ 'ধারয়া' অশ্মীয়য়া 'পবিত্রং' 'অতি' অতীত্য 'অস্কৃক্ষত' সৃজ্যন্তে। কীদৃশাঃ? 'মরুত্বন্তঃ' মরুদ্ভির্যুক্তাঃ 'মৎসরাঃ' মদকরাঃ 'ইন্দ্রিয়াঃ' ইন্দ্রজুষ্টাঃ। 'মেধাং' স্তুতিং 'প্রিয়াংসি' অন্নানি চ 'অভি' লক্ষ্য স্তোতৃভ্য উভয়ং কর্ত্তুং বা 'হয়া' যজ্ঞে গন্তারঃ সৃজ্যন্তে। (৩প—৫অ ৫খ—১২সা)।

পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ৫॥

* * *

দ্বাদশ (৫২২) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবদ্বারা মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। সত্ত্বভাব দেবগণের অতিশয় প্রিয় যেখানে সত্ত্বভাব সেখানেই তাঁহারা বিদ্যমান। তাই যখন মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, তখন তিনি ক্রমশঃ দেবতাভিমুখী হইতে থাকেন। জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব উপজিত হইলে হৃদয়ে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। মানুষ নিজের প্রকৃত পরিচয় পায়, অনন্তশক্তির অধিকারী হইতে পারে; এবং সেই শক্তি প্রয়োগে আপনার অভীষ্টলাভ করিতে যত্নপরায়ণ হয়। সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মের নিয়ামক। সত্ত্বভাব লাভ করিলে মানুষ আপনা হইতেই সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়। যেখানে সত্ত্বভাব বিদ্যমান থাকে, সেখানে সৎ ব্যতীত অসৎ থাকিতে পারে না। সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে। তাই সত্ত্বভাবকে সৎকর্ম্মাধিপতি বলা হইয়াছে। (৩প ৫অ—৫খ—১২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "সোমসাম।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকং।

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ১
প্র তু দ্রব পরি কোশং নিষীদ নৃভিঃ

৩ ২ ৩ ১র ২র
পুনানো অভি বাজং অর্ষ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জ্জয়ন্তো অচ্ছা

১ ২ ৩ ১ ২
বর্হী রশনাভিঃ নয়ন্তি ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ৩ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ৰ ৩ ৫
১। ওইপ্রতু। ইহা ৩ ১। দ্রবা। পরিকো ৩। শান্নিষীদা। ওইনৃভিঃ।

৩ ২ ২ ১ ২ ১ ২ৰ ৩ ৪ ৫ ২ ৩ ৪ ৩ ২
ইহা ৩ ১। পুনা। নো ৩ অভি। বাজমর্ষা। ওঅশ্বম্। ইহা ৩ ১

২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ২ ১
নত্বা। বা ৩ জিনম্। মর্জ্জয়ন্তাঃ। ওঅচ্ছ। ইহা ৩ ১। বর্হীহিঃ।

১ র ২ ২ ৪
রশনা। ভা ৩ ৪ ৩ ইঃ। না ৩ য়া ৫ ন্তা ৬ ৫ ৬ ই।

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ২৩৪৫ ৪ ৫
২। প্রভু। এপ্রভু। দ্রবা। দ্রবা। পরিকো ৩। শাম্রিষীদা। নৃভিঃ।

৪ ৫ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২৲৩৪৫ ৪ ৫ ৪ ৫
এনৃভিঃ। পুনা। পুনা। নো ৬ অভি। বাজমর্ষা। অশ্বম্। এঅশ্বাম্।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
নহা। নহা। বা ৩ জিনম্। মর্জ্জয়ন্তাঃ। অছ। এঅছা।

২ ১ ২ ১ ২ ২র২ ৩ ২ ৫
বর্হাইঃ। বর্হাইঃ। রশনাভিঃ। নয়ে ৩ ৪। হিয়া ৬

৫ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউবা। ভা ২ ৩ ৪ ৫ ই।

* * *

৪৫৪ ১ র ২ ২ ২ ১ ২৲ ৩র ২৲ ৩র ১
৩। প্রভুদা। বাপরিকোশাম্। নিষী ৩ দা। সাইদা। ঔহোই। ঔহো

২ ১ র র ৭ ২ ১ ২৲ ৩র ২৲
৩ বা। নৃভিঃপুনানোঅভিবা। জমা ২ ৩ র্ষা। আর্ষা। ঔহোই।

৩র ১ ২ ১ র র ৭ ১ ২৲
ঔহো ৩ বা। অশ্বমন্বাবাজিনম্মা। জয়া ২ ৩ ন্তাঃ। যান্তা।

৩র ২৲ ৩র ১ ২ ১র২১ ২ ১র ২ ৩ ২
ঔহোই। ঔহো ৬ বা। অছাবর্হাইঃ। রশনাভিঃ। নয়ে

৫ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪। হিয়া ৬ হাউবা। ভা ২ ৩ ৪ ৫ ই।

* * *

৫র ৫ ৩ ২ ৫ ৫ ২ ১ ২
৪। হাও ৬ হা। উহুবা ৩ ৪। ও ৬ হা। প্রভুদ্রবা। পরিকো ৩।

২৩৪৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২৲৩৪৫ ২ ১ ২ ১
শাম্রিষীদা। নভাইঃপুনা। নো ৩ অভি। বাজমর্ষা। অশ্বমন্বা। বা ৩ জিনম্।

২ ৩ ৪ ৫ র ৫ ৩ ২ ৫ ৫ ২ ১র২১
মর্জ্জয়ন্তাঃ। হাও ৬ হা। উহুবা ৩ ৪। ও ৬ হা। অচ্ছাবর্হাইঃ।

২ ১ র ২ ২ ৪
রশনা। ভা ৩ ৪ ৩ ইঃ। না ৩ য়া ৫ ৩ ভা ৬ ৫ ৬ ই।

* * *

৪ ৫ ১ র ২ ২ ১ ২৮ ২ ১
৫। প্রাতু দ্রবাপরিকোশাম্। নিষী ৩ দা। নৃভাইঃপুনা। নো ৩ অভি।
২ ৩৪৫ ১ র র ৭ ২ ১র২র
বাজমষা। অশ্বম্বাবাজিনম্মা। অস্বা২৩০তাঃ। অছাবর্হাইঃ।
২ ১ র ২ ২ ৪
রশনা। ভা৩৪৩ইঃ। না৩য়া৫০ভা৬৫৬ই।১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সু' (ক্ষিপ্রং) 'প্রদ্রব' (আগচ্ছ) আগত্য চ 'কোশং' (পাত্রং, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'পরিনিষীদ' (নিষন্নো ভব, অধিষ্ঠানং কুরু); 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মকর্তৃভিঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ) ত্বং 'বাজং' (শক্তিং) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ); 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (শোধয়ন্তঃ, আত্মহৃদয়ং পবিত্রং কুর্ব্বন্তঃ সাধকাঃ ইতিভাবঃ) 'অশ্বং ন' (পালকঃ যথা অশ্বং মার্জ্জয়তি তদ্বৎ) 'বর্হী' (শোধনেন প্রবৃদ্ধং) 'বাজিনং' (শক্তিসম্পন্নং) 'অচ্ছ' (পবিত্রং) 'ত্বা' 'রশনাভিঃ' (বাক্যযজ্ঞেন, প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'নয়ন্তি' (গৃহ্ণন্তি, পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকান্ আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতি; সাধকাঃ অপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৬খ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; সৎকর্ম্মকারীদিগের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন; আত্মহৃদয় পবিত্রকারী সাধকগণ—অশ্বের ন্যায় মার্জ্জনে প্রবৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনাদ্বারা পূজা করিতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকগণকে আত্মশক্তি প্রদান করেন; সাধকগণও ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (৩প—৫অ—৬খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উশনাঋষিঃ। হে সোম! 'সু' ক্ষিপ্রং 'প্রদ্রব' প্রগচ্ছ আগত্য চ 'কোশং' দ্রোণকলশং 'পরিনিষীদ' নিষন্নো ভব। 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'বাজং' অন্নং যজমানার্থমুদ্দিশ্য 'অভ্যর্ষ' বাজং সংগ্রামং বা 'বাজিনং' বলবন্তম্ 'অশ্বং ন' অশ্বমিব তং যথা মার্জ্জয়ন্তি তদ্বৎ তাং 'মর্জ্জয়ন্তঃ' শোধয়ন্তঃ 'বর্হি' যজ্ঞং অচ্ছ, 'প্রতিরশনাভিঃ' অশনাবদায়তাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ 'নয়ন্তি' অধ্বর্য্যুপ্রমুখাঃ॥ (৩প—৫অ—৬খ—১সা)।

* * *

প্রথম (৫২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুইভাগ প্রার্থনা-মূলক এবং শেষাংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপন আছে।

ভগবানকে পাইবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে লক্ষিত হয়। যাহাদের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান অথচ শক্তির অভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাহাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্ব্বলতার জন্য হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিতেছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে, 'পবিত্রতার আধার, জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন! তুমি আমাদের এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার উপযুক্ত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া লও। আমাদিগের শক্তি নাই যে, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদিগের মলিন অন্তরকে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে পুণ্যোজ্জ্বল কর। আমাদিগকে ধন্য কর।"

দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, সেই চির-পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান দেবতার চরণে আপনার প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা নিজেকে উন্নত পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই। মন্ত্রান্তর্গত 'বর্হী' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'প্রবৃদ্ধং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অচ্ছা' পদে অভিধানসঙ্গত 'পবিত্রং' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। (৩প ৫অ—৬থ ১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
প্র কাব্যং উশনা ইব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং

১ ২
জনিমা বিবক্তি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩ক ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম—"অশনম্", "বৃষোশনং সাম" "জানিত্রাণীবর্ত্তৌ দ্বৌ" "ত্রিষ্টুব্রৌশনম্"।

গেয় গানং ।

৪S ১র -- ১. — ১ ২ ১র র —
১। প্রা। কাবিয়া ২ ম্। উশনেবা ২। ব্রবা ২ ৩ ণাঃ। দেবোদেবা ২।

১র — ১ ২ ১ — -- ১ -- ১
নাঞ্জানিমা ২। বিবা ২ ৩ ক্তো। মহিব্রাতা ২ঃ। শুচিবন্ধু ২ঃ। পবা

২ ১ র -- ১র ∧ ৩ ১
২ ৩ কঃ। পদাবারা ২। হোতাভিয়া ২ ই। তিরা ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ভা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ ॥

* * *

১ র -- ১ -- র -- ১র র --
২। প্রকাবিয়া ২ ম্। উশনেবা ২। ব্রুবাণা ২ঃ। দেবোদেকা ২ঃ।

১র — ১ — ১ — ১ — ১
নাঞ্জানমা ২। বিবাক্তী ২। মহিব্রাতা ২ঃ। শুচিবন্ধু ২। পবাকা

-- ১ র — ১ ∧ ১ ২ ৫র র
২ঃ পদাবারা ২। হো ২। ভিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
তিরেভা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ ॥

* * *

২ র র ১ ২∧ ৩ ৫ ২র র র র
৩। প্রকাব্যমুশনেবক্র ৩ বাণে। দে ২ ৩ ৪ বাঃ। দেবানাঞ্জনিমাবী ৩

১ ২∧ ৩ ৫ ২ ১ ২∧ ৩ ৫
বাক্তৌ। মা ৩ ৩ ৪ হী। ব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পা ৩ বাকঃ। পা ২ ৩ ৪ দা।

২ র র র ১ ২ ১ ১ ১ ১
বরাহোঅভ্যেতিরা ২ ৩। হাউবা ৩। ভা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ ॥

* * *

৫র র ১ ২ ১র ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১র
৪। হাউহাউ। হুপ্। প্রকাবিয়াম্। উশনে। বক্রুবাণাঃ। দেবো-

র ২ ১ ২∧ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২
দেবা। না ৩ ৪ জনি। মাবিবক্তৌ। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩।

২ ৩৪ ৫ ২ ২ ১ ২ ১২ ২ ২
ধুঃপবাকঃ। হাউহাউ। ঞ্চুপ্। পদাবরা। হো ৩ অভি।

২ ২ ১
আ৩৪৩ই। ভাঁ৩রা৫ ইভা৬৫৬ন্। ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ,) 'দেবানাং (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রাবিবক্তি' (প্রকৃষ্টেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ,) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ,) 'বরাহঃ' (অবিচালতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মাহব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তুবন, স্তুতিপরায়ণঃ সন্) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি; তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রব্রুবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৩প-৫অ ৬খ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ কর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণসমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রর্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৩প—৫অ—৬খ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃষগণো বাসিষ্ঠঋষিঃ। 'উশনে এব' তন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবিকর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' দেব' স্তোতা অয়মৃষির্বৃষগণো নাম 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' 'জন্মানি' 'প্রবিবক্তি' প্রকর্ষেণ বদতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০)। ব্যত্যয়েন বিকরণস্য শ্লুঃ (৩।১।৮৫) বহুলং ছন্দসীতি (৭।৪।৭৮) অভ্যাসস্য ইত্বম্ মাহব্রতঃ প্রভূতকর্ম্মা। 'শুচিবন্ধুঃ' বন্ধুস্তি

শক্রনিতি বস্থুনি তেজাংসি বলানি বা দীপ্তুতেজস্কঃ 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ রাজাহঃ দধিজ্ঞাইচ্চ ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। তস্মিন্নহনি অভিযুয়মাণত্বেন ভবান্। অর্থ আদিত্যান্তর্বর্ত্তীয়োহচ্ তাদৃশঃ সোমঃ রেভন্ শব্দং কুর্ব্বন্ পদানি স্থানানি পাত্রাণি অভ্যেতি অভিগচ্ছতি। যদ্বা। যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পদেন ভূমিং বিক্রিয়মাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ॥ (৩প—৫অ—৬খ ২সা)॥

দ্বিতীয় (৫২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে, ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ, ভগবান্ তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবান্ ও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া নেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎ কৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার (১ম—৫১সূ—১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মহিব্রতঃ' ও 'রেভন্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতে ও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১১৪সূ—৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে— 'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কি ভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য॥ (৩প ৫অ—৬খ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক; চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান চারিটী। উহাদের নাম,—"বাজসনোত্তে" "বাজজিৎ সাম" "বারাহম্"।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ৩র ৩ ১ ২
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নিঃ ঋতস্য
৩ ১র ২র ৩ ২
ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩.২ ২ ৩ ১ ২
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং
৩ ১ ৩ ২
যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩ ॥

গেয়-গানং।

১ ২ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
১। হোই। হো। হা ৩ হোই। তিস্রোবাচা। ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ।
১ র ১ ২ ১র র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২র
হোইয়া ২ ৩ হোই। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ। আ।
২ ১ ২ ১র র ২ ২ ২ ৩ ৪ ৫
হোইয়া ২ ৩ হোই। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ।
১ ২ ১ S ২ ২ ১র র
হোইহা। ইহোইহা। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই। ইহা। তিস্রোবাচাঃ
২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ১
ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ। হোইয়া। ইয়োইয়া। ঔ ৩
২ ২ ১র র ২
হো ৩ ১ ই। ইয়া। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩
১ ২ ৩ ৪ ৫
রয়। তিপ্রবহ্নীঃ ॥

১ ২ ৩ ৫ ২ র ১ ৩র ২ ৩ ৫ ২ ১র র ২
২। ইহোইহ। ইহোইহা ৩ হো। বাহোইৎ। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩ রয়।
২ ৩ ৪ ৫ ৪র ২ ১ ২ ৫ ৪
তিপ্রবহ্নীঃ। ইহোবা ৫। ইহোবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ হহাই। ঈ ৫।

৪ ২ ১র র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১
ইহা। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ। ইহোবা

২ ৫ ৪ ২ ১র র ২
২ ৩। ঈ ৩ ৪ ৫হাই। ইহা। তিস্রোবাচাঃ। ঈ ৩ ৪

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ২
রয়। তিপ্রবহ্নীঃ। আঔ ৩ হো। আঔ ৩ হো ৩ ৪।

৫র র ২ ২ ১র র
ঔহোবা। হা ৩ হাই। তিস্রোবাচাঃ।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ র র
ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ। আ। ঔ ৩ হোবা

২ ৩র ৪র ৫ ২ ১র র
হা ৩ ৪। ঔহোবা। তিস্রোবাচাঃ।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
ঈ ৩ রয়। তিপ্রবহ্নীঃ ॥

* * *

৩র ২ ৪ ৫ ৪ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
৩। ওহো ৩। ওহা ওহা। ঋতস্যধাই। ধী ৩ ৩ ব্রহ্ম। গোমনীষাম্।

১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২র ১র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
হহাহাই। হহহাহাহো ৩। গাবোয়ন্তাই। গো ৩ পতিম্। পৃচ্ছমানাঃ।

১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র ১ ২ ১ ২
ইহহোই। ইহহাহহোই। সোমং যন্তাই। মতয়ঃ। বা ৩ ৪ ৩।

২ ৪
বা ৩ শা ৫ না ৬ ৫ ৬ঃ ॥ ৩ ॥
১

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নিঃ' (অগ্নিপ্রতিমঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'তিস্রঃ বাচঃ' (ঋগ্‌যজুঃসামাত্মিকাং স্তুতিং) 'প্রেরয়তি' (উচ্চারয়তি) বেদমার্গানুসরণেন ভগবন্তং আরাধয়তি ইত্যর্থঃ; তথা 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধীতিং' (ধারয়িত্রীং) 'ব্রহ্মণঃ' (ভগবতঃ) 'মনীষাং' (কল্যাণবাণীং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) উচ্চারয়তি (যথা সত্যস্য ধারয়িতৃ 'ব্রহ্মণঃ মনীষাং' বেদোক্তং কর্ম্ম সম্পাদয়তি)

'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) যথা 'গোপতিং' (জ্ঞানাধীশং, জ্ঞানিনং ইত্যর্থঃ) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি) তদ্বৎ 'পৃচ্ছমানাঃ' (পৃচ্ছন্তঃ, জ্ঞানার্থিনঃ) 'বাবশানাঃ' (কাময়মানাঃ, মোক্ষাভিলাষিণঃ) 'মতয়ঃ' (স্তোতারঃ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ বেদমার্গানুসরণেন ভগবন্তং আরাধয়ন্তি তথা সৎকর্ম্মসম্পাদয়ন্তি; প্রার্থনাপরায়ণঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ সত্ত্বভাবং লভতে—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৬খ—৩সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিপ্রতিম সৎকর্ম্মসাধক ঋক্-যজুঃ-সামাত্মিকা স্তুতি উচ্চারণ করেন অর্থাৎ বেদমার্গানুসরণে ভগবানকে আরাধনা করেন, এবং সত্যের ধারণকারী ভগবানের প্রার্থনা উচ্চারণ করেন (অথবা সত্যের ধারণকারী বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন); জ্ঞানরশ্মি যেমন জ্ঞানীকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানার্থী মোক্ষাভিলাষী স্তোতাগণ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক বেদমার্গানুসরণে ভগবানকে আরাধনা করেন, এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন; প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন।)। (৩প—৫অ—৬খ—৩সা)॥

. . .

সায়ণ-ভাষ্যং।

পরাশরঃ ঋষিঃ। 'বহ্নিঃ' বোঢ়া যজমানঃ 'তিস্রো বাচঃ' ঋগ্যজুঃসামাত্মিকাঃ স্তুতীঃ প্রেরয়তি। তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'ধীতিং' ধারয়িত্রীং 'ব্রহ্মণঃ' পরিবৃঢ়স্য সোমস্য 'মনীষাং' মনস ঈশিত্রীং কল্যাণবাচং চ প্রেরয়তি। কিঞ্চ 'গোপতিং' বৃষভং যথা গাবোঽভিগচ্ছন্তি তদ্বৎ গবাং স্বামিনং সোমং 'গাবঃ' পৃচ্ছমানাঃ পৃচ্ছন্ত্যঃ সত্যো যান্তু স্বপয়সামিশ্রয়িতুমভিগচ্ছন্তি তথা 'বাবশানাঃ' কাময়মানাঃ 'মতয়ঃ' স্তোতারঃ সোমং 'যন্তি' স্তোতুমভিগচ্ছন্তি॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৫২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

বেদই জ্ঞান, বেদই মানবের মুক্তিপথের আলোক-বর্ত্তিকা। অনন্ত রত্নের আকর বেদই মানবকে পরাশান্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানবের যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু মানুষ প্রার্থনা করিতে পারে, তাহার সমস্তই এই বেদ-রত্নাকর খুঁজলে পাওয়া যায়। বেদকল্পতরু-মূলে যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। যিনি এই বেদ মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার জীবন চিরশান্তিময় হয়, তিনি ইহজীবনেই স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। তাই বেদকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

যিনি প্রকৃত সাধক, যিনি আপনার জীবনকে পূর্ণ ও সফল করিয়া তুলিতে চাহেন, তিনি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেদ-প্রদর্শিত পন্থায় চলিলেই মানবের চরম অভীষ্ট লাভ হয়, ইহা জানিয়া তিনি বেদমার্গেরই অনুসরণ করেন। তিনি বেদানুযায়ী প্রার্থনা করেন, বেদানুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। দুঃখতাপগ্রস্ত মানুষকে শান্তি দিতে বেদই একমাত্র মহৌষধ। ভবরোগের মহৌষধ সেই পরম পূজ্য সনাতন জ্ঞানভাণ্ডারস্বরূপ বেদের মহিমা কীর্ত্তনই আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে পরস্পর মিল নাই। এই মন্ত্রান্তর্গত প্রায় প্রত্যেক পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিবরণকারই দুই তিন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত হইল,—"বহ্নিঃ আত্মা ভবতি। বহ্ন্যাদিগুণসংযোগাৎ সঃ তিস্রো বাচঃ প্রেরয়তি। বিদ্যাবুদ্ধিমনাংসি। বিদ্যা মহান্। বুদ্ধিরহঙ্কারং মন ইতি প্রাধান্যাদ্ ভূতেন্দ্রিয়াণি ঋতস্যাত্মনঃ ধীতিং মনসঃ ইষ্টানি কর্ম্মাণি প্রেরয়ন্তি। ব্রহ্মণঃ আত্মনঃ। গোপাঃ গোপায়িতা। আত্মানং ইন্দ্রিয়াণি স্বামিনং পৃচ্ছমানাঃ। আত্মানং তদাভিপ্রায়েণ শব্দাদ্যনুগমনাৎ। এতমেবমাত্মানং সোমকাময়মানা ইব যন্তি ন ভূয়ঃ তদর্থং প্রাদুর্ভবন্তি" ইতি। অর্থাৎ বহ্ন্যাদিগুণহেতু বহ্নিই আত্মা। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিমনরূপ ত্রিবিধ বৃত্তি প্রেরণ করেন। বিদ্যা মহৎ; বুদ্ধি, অহঙ্কার; প্রাধান্যবশতঃ মন ইন্দ্রিয়দিগকে (প্রেরণ করে)। 'ব্রহ্মণঃ' ও 'ঋতস্য' পদের অর্থ করা হইয়াছে—আত্মা। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। আত্মাই তাহাদিগের রক্ষক ও পরিচালক। আত্মার জন্যই ইন্দ্রিয়াদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

এই ব্যাখ্যা হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে,—আত্মার প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার নানাবিধ শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্রই বেদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদজ্ঞান হইতেই অন্যান্য জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'তিস্রঃ বাচঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার সাঙ্খ্যদর্শনের অনুসরণ করিয়াছেন। মহৎ অহঙ্কার বুদ্ধি মন প্রভৃতি সেই ভগবান সেই বিশ্বাত্মা হইতেই আসিয়াছে। অবশ্য সাঙ্খ্যদর্শনের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেও এখানে সাঙ্খ্যদর্শনের বহুআত্মবাদ নাই। একটা কথা প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, বেদানুসারী সাঙ্খ্যদর্শনে এই বহুবাদের স্থান কোথায়। এই বহুত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত শাস্ত্রই যে বেদ হইতে উৎপন্ন ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা গেল।

বেদ দর্পণস্বরূপ। সকলেই তাহার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান, সুতরাং একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদিগের মত মর্ম্মাহুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (৩প—৫অ—৬ষ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চতুঃত্রিংশতী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "সংচক্ষুঃশাস্ত্রেয়ঃ" "চয়ণাব্দিশালে বে"।

RISHNA MISSION INSTITUTE

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্ত প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সুতঃ পবিত্রং পর্য্যেতি রেভন্মিতেব

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সদ্ম পশুমন্তি হোতা॥ ৪॥

* *

গেয় গানং।

৩ ২ ৩র ৪র ৫ ১র ২ ১ র ২৲৩ ৪ ৫ ৩ ২
১। অস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। প্রেষা। হে ৩ মনা। পূয়মানাঃ। উহুবাই।

৪ ২ ৩র ৪র ৫ ১র ২ ১র ২৲৩ ৪ ৫ ২
অস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। প্রেষা। হে ৩ মনা। পূয়মানাঃ। হাই।

৲ ৩র ২ ৩র ৪র ৫ ১র ২ ১ ২ ৩
উহুবা। দেবা ৩ ৪ ঔহোবা। দেবাই। ভী ৩ঃ সম। পৃক্ত-

৪ ৫ ২ ৲ ৩ ২ ৩র ৪র ৫ ১
রসাম্। হাউ। হোই। সুতা ৩ ৪ ঔহোবা। পবাই।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র৲
ত্রা ৩ স্পরি। এতিরেভান্। হা। হা ঔহোই।

৩ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ১
মিতা ৩ ৪ ঔহোবা। বসা। দ্মা ৩ পশু।

২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ২
মন্তিহোতা। পশু। মা ৩ ৪ ৩। ৫

৪
৬ হো ৫ ভা ৬ ৫ ৬॥

* * *

১র২র৩র২ ১ ৩২ ১ র ১২র ২৩৪৫
২। ঔহোবাহা ৩ হোই। ইহা। অশ্বপ্রেষা। হে ৩ মনা। পূয়মানাঃ।
২র১র র ২ ১ ২৩৪৫ ২১ ২
দেবোদেবাই। ভী ৩ঃ সম। পৃক্তরসাম্। সুতঃ পবাই। ত্রা ৩
১ ২৩৪৫ ১র২র৩র২ ১ ৩১
স্পারি। এতিরেভান্। ঔহোবাহা ৩ হোই। ইহা।
১র ২ ১ ২ ২
মিতেধসা। প্সা ৩ পশূ। সা ৩ ৪ ৩। ভী ৩
৪
হো ৫ ভা ৬ ৫ ৬ ৫ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হেমনা' (হিরণ্যেন, হিতরমণীয়রত্নেন, পরমধনদানেন ইত্যর্থঃ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'অস্য' (তস্য) 'রসং' (অমৃতং) 'প্রেষা' (প্রকর্ষেচ্ছয়া, স্বেচ্ছয়া, লোকানাং হিতেচ্ছয়া ইত্যর্থঃ) 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ, দেবভাবৈঃ সহ) 'সমপৃক্ত' (সংযোজয়তি); দেবভাবেন লোকাঃ অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ; 'সুতঃ ইব' (বিশুদ্ধঃ, অপাপবিদ্ধঃ দেবঃ যথা) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং) 'পর্য্যেতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'রেভন্' (প্রার্থনাপরায়ণঃ) 'মিতা হোতা' (সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'পশুমন্তি' (পশূন্, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) বিনাশায় ইতি যাবৎ 'সদ্ম' (যজ্ঞগৃহং, সৎকর্ম্মসাধনস্থলং) প্রাপ্নোতি—ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন রিপুনাশঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ ৬খ ৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদানে পবিত্রকারক ভগবান্ তাঁহার অমৃতকে লোকগণের হিতের জন্য দেবভাবের সহিত সংযোজিত করেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে); অপাপবিদ্ধ দেবতা যেমন পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক রিপুগণকে বিনাশ করিবার জন্য সৎকর্ম্মসাধনস্থল প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা রিপুনাশ হয়।)। (৩প—৫অ—৬খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ। অস্য সোমস্য 'প্রেষা' প্রেষিতর্গত্যর্থঃ (ভ্বা০ প০) কিপি রূপং। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং প্রেষা প্রেরকেণ 'হেমনা' হিরণ্যেন 'পূয়মানঃ' হিরণ্যপাণিরভিষুণোতীতি

হিরণ্যসম্বন্ধঃ। তাদৃশঃ দেবো দীপ্যমানঃ অংশুঃ রসঃ আত্মীয়ং দেবেভিঃ দেবৈঃ সহ সমপৃঙ্ক্তে সম্পর্কয়তি সংযোজয়তি। পৃচী সম্পর্কে (অদা০ আ০) তত 'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ সন্ 'পবিত্রং' ঊর্ণাস্তুকেন নির্ম্মিতং 'পর্য্যেতি' পরিগচ্ছতি। কথমিব? 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা ঋত্বিক্ 'মিতেব' নির্ম্মাতেন পশুমন্তি' বহুপশূন 'সদ্ম' সদনানি যজ্ঞগৃহাণি যথা পর্য্যেতি তদ্বৎ। (৩প—৫অ—৬খ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৫২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

এই মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "স্বর্ণবর্ণ দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করিল; তদ্দ্বারা শোধিত হইয়া ইনি আপনার রস দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। যেরূপ হোতা কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্ম্মিত ভবনে যান, তদ্রূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যেও অসামঞ্জস্য আছে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রৈধা', পদে বিবরণকার-সম্মত 'প্রভুর্যেচ্ছয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রেভন্' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই খণ্ডের দ্বিতীয় সাম দ্রষ্টব্য। 'মিতা' ও 'হোতা' পদদ্বয় একার্থ-বাচক। উভয় পদের দ্বারাই 'সৎকর্ম্মসাধক' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই একত্রই উভয় পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৩প—৫অ—৬খ—৪সা)। *

——•——

পঞ্চমং সাম

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ

৩ ১র ২র ১ ১র ২র ৩ ১ ২
জনিতা অগ্নের্জ্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতা ইন্দ্রস্য

৩ ১র ২র
জনিতা উত বিষ্ণোঃ॥ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান দুইটী। উহাদের নাম "অগস্ত্যস্য যমিকে দ্বে"।

গেয়-গানং।

২র র র ১ — র র র
১। সোমঃ পবতেজনিতামা ৩ তাইনা ২ মৃ। জনিতাদিবোজনিতা পৃ ৩

১ — ১র র র ২ ২ ১র
থাইব্যা ২ ঃ। জনিতাগ্নের্জ্জনিতাসূ। রিয়া ২ স্যা। জনিতেন্দ্রা।

২ ১ ২ ২ ৪
স্যা ৩ জনি। তো ৩ ৪ ৩। তা ২ বা ৫ ইটে ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

৩ ৪ ৫ র র ২ ২ ৪ ১
২। সোমঃ পবাতেজনিতা। এ ৩। ঔ ৩ হো ৫ বা ৫। মাতা ২ ৩ ৪ ৫ ইনা

২ ১র ২ ১র ২ ১র ২ ১র ৯ ৩
৬ ৫ ৬ মৃ। জনিতাদিবোজনিতাপৃথিব্যাঃ। জনা ২ ইতা ২ ৩ ৪

৫ ২ র ২ ৪
গ্নেঃ। জনিতা। সূ ৩ ৪ ৩। র্য্যা ৩ য়া ৫ স্যা ৬ ৫ ৬।

৩ ১র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
জনিতেন্দ্রস্যজনিতোতবিষ্ণো ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

৫র ৪ ৪ ৫ ১ ১
৩। হাউজনৎ। ৩। জনদ্ধাউ। ৩। হোই। জনৎ। ২। হোই।

২র ১ ২ ১ ২৯ ৩ ৪ ৫ ২ ১র
জনাৎ। সোমঃ পবা। তে ৩ জনি। তামতীনাম্। জনিতাদাই।

২ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ র ২৯ ৩ ৪ ৫
বো ৩ জনি। তাপৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নাইঃ। জনিতা। সূরিয়স্যা।

৫র ৪ ৪ ৫ ১
হাউজনৎ। ৩। জনদ্ধাউ। ৩। হোই। জনৎ। ২।

১র ২ ২
হোই। জনাৎ। জনিতেন্দ্রে। স্যা ৩ জনি। তো

২ ৪
৩ ৪ ৩। তা ৩ বা ৫ ইষ্ণো ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ১
৪। অনন্থউ। ৩। অনদাউ। ৩। অনং হোই। ৩।
২র ১ ২ ১ ২৮ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২
সোমঃ পবা। তে ৩ জনি। তামতীনাম্। অনিতাদাই। বো
১ ২৮ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১র ২ ৩ ২ ৫
৩ জনি। তাপৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নাই। জনিতাসূরয়স্যা।
৪ ৫ ৪ ৫ ১ র
অনন্থাউ। ৩। অনদাউ। ৩। অনং। হোয়ি।
২ ১র ২ ১ ২
৩। জনিতেন্দ্রা। স্য ৩ জনি। তো ৩৪৩।
২ ৪
তা ৩ বা ৫ য়িষ্ণো। ৫৬ঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমঃ' (সত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ) ; সঃ 'মতীনাং' (বুদ্ধিবৃত্তীনাং) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ), 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, দেবভাবস্য ইত্যর্থঃ) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ, জনকঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথিবীস্থিতানাং সর্ব্বেষাং লোকানাং ইতি ভাবঃ) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ, সৃষ্টিকর্ত্তা), সঃ 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানস্য) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ), 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানকিরণস্য) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ, প্রকাশকঃ), 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য, শক্তিরূপদেবস্য, আত্মশক্ত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ, মূলকারণং); 'উত' (অপিচ) 'বিষ্ণোঃ' (সর্ব্বব্যাপকস্য, বিশ্বস্য অখিলদেশস্য) 'জনিতা' (উৎপাদকঃ, ধারকঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শক্ত্যাঃ সত্বভাবাৎ নিখিলং বিশ্বং উৎপন্নং—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৬খ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হউন; তিনি বুদ্ধিবৃত্তির উৎপাদক, দেবভাবের জনক, পৃথিবীস্থিত সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জ্ঞানের উৎপাদক, জ্ঞানকিরণের প্রকাশক, আত্মশক্তির মূলকারণ; অপিচ, অখিল দেশের ধারণকর্ত্তা। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তি সত্বভাব হইতে নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে)॥ (৩প—৫অ—৬খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রতর্দ্দনঋষিঃ। 'সোমঃ' অভিষূয়মাণঃ 'পবতে' পাত্রেষু ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'মতীনাং' বুদ্ধীনাং যদ্বা। মননীয়ানাং স্তুতীনাং 'জনিতা' জনয়িতা 'জনিতা মন্ত্রে' (৬।৪।৫৩।) ইতি নিপাতেন ণি-লোপঃ। কিঞ্চ 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'জনিতা' প্রাদুর্ভাবয়িতা। তথা 'পৃথিব্যাঃ জনিতা'। 'অগ্নেঃ জনিতা' প্রকাশকঃ। 'সূর্য্যস্য' সর্ব্বপ্রেরকস্যাদিত্যস্য 'জনিতা' 'ইন্দ্রস্য' 'জনিতা' পানেন মদস্য জনয়িতা 'উত' অপিচ 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপকস্য 'জনিতা' জনয়িতা। এতৎ সর্ব্বং সোমেঽভিষূয়মাণে ভবতি সোমেন হি দেবতাপ্যায়ন্তে ইতি। ৫।

* * *

পঞ্চম (৫২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তন আছে সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি; সুতরাং ভগবানের প্রতি যে সকল অভিধা ব্যবহৃত হয়, পরোক্ষভাবে সত্ত্বভাবের প্রতিও তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকে জগতের সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ভগবানের পরোক্ষ মহিমা খ্যাপন। তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্য-তারা তাঁহারই মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। অনাদিকাল অনন্ত গগণ সদনে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। এই শ্যামলা ধরণী, জীববৃন্দের তৃপ্তির নানা উপচার বক্ষে ধারণ করিয়া সেই পরম প্রেমময়েরই স্নেহ বিঘোষণ করিতেছে। মানুষ যাহা কিছু দেখে, যাহা জানিতে পারে, তাহার সমস্তই সেই অনাদি পরম দেবতার দান। মায়ের মুখে তাঁহারই অসীম স্নেহের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়, ভীষণ বজ্রনির্ঘোষে তাঁহারই প্রলয়বিষাণ শুনিতে পাই। সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস তাঁহারই লীলা। তাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য কিরণ দান করে, মলয়-সমীর প্রবাহিত হয়। তাঁহারই মঙ্গলবিধানে মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত করে। তাঁহারই প্রেরণায় মানব তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করে। আদিতে তিনি, অন্তে ও মধ্যে তিনি। তিনিই বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দেশ ও কাল তাঁহাতেই অপরিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানামৃত পানেই মানুষ অমর হয়। তাঁহারই শক্তি সত্ত্বভাবের মহিমা খ্যাপনচ্ছলে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য নাই তাহা সায়ণভাষ্য দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। সোমরস নামক মাদকদ্রব্য যে কিরূপে ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির জনয়িতা হইতে পারে তাহা বুঝা অসম্ভব। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, সোমরস নামক মাদকদ্রব্যই সকলের উৎপাদক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সোম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহা হইতেই স্তুতিবাক্যসমূহের উৎপত্তি, ইহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক ও অগ্নি ও সূর্য্য ও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি।"

ভাষ্যকার 'জনিত্রা' পদের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিবরণকারও দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং যস্ক 'সোম' পদে 'সূর্য্য' ও 'আত্মা' অর্থ গ্রহণ করিয়া দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এই সকলের কোন ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। (৩প-৫প—৬দ ৫সা)॥ *

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধাং অঙ্গোষিণং
৩ ১ ২
অবাবশন্ত বাণীঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধুঃ বিরত্নধা
২ ৩ ১ ২
দয়তে বীর্য্যাণি ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

২ ২ S ২^ ৩র ২ ১ — S ২ ২ ১
ও ৩ হায়ি। ও ৬ হা। ও৭। ইয়া ২। ও ৩ হা ৩ এ। অভিত্রিপা।
২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১র ২ ৩ ৫ ৫
ষ্ঠা ৩ ০ বৃষ। সম্ব্য়াধাম্ অঙ্গোষিণাম্। অবাব। শন্তবাণীঃ।
২ র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ১ ২
বনাবসা। নো ৩ বরুণোনাসিন্ধুঃ। ও ৩ হায়ি। ও ৩ হা।
Sর২ ১ — Sর ২ ২ ১ ২ ১ র
ওহা। ইয়া ২। ও ৩ হা ৩ এ। বিরত্নধাঃ। দয়তে।
২ ২ ৪ ৫ ৷
বা ৩ ৪ ৩। রী ৩ য়া ৫ ণী ৬ ৫ ৬ য়ি ॥ ৬ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান চারিটী। উহার নাম "কাল-ক্রাকন্দো" "জনিত্রে দ্বে"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিপৃষ্ঠং' (ভূর্ভুবঃস্বঃত্রিলোকপূজিতং, সর্ব্বলোকপূজিতং ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'বয়োধাং' (শক্তিপ্রদাতারং) 'অঙ্গোষিণং' (স্তুতিভিঃ আরাধিতং দেবং) 'অবাবশন্ত' (কাময়মানাঃ) 'বাণীঃ' (প্রার্থনাঃ—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, তস্য দেবস্য অভিমুখে গচ্ছন্তু—ইত্যর্থঃ); বয়ং ভগবৎ-স্তুতিপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ; 'সিন্ধুঃ ন' (কারুণ্যরূপঃ দেবতুল্যঃ) 'বনা' (বনানি, জ্যোতীংষি) 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন, ধারয়ন্) 'রত্নধা' (পরমধনধারকঃ, পরমধনদাতা) 'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ দেবঃ) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়ানি ধনানি) 'দয়তে' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৬খ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপূজিত অভীষ্টবর্ষক শক্তিপ্রদাতা স্তুতিদ্বারা আরাধিত দেবতাকে কামনাকারী আমাদিগের প্রার্থনা, সেই দেবের অভিমুখে গমন করুক; (ভাব এই যে, আমরা যেন ভগবৎস্তুতিপরায়ণ হই); কারুণ্যরূপ দেবতার তুল্য জ্যোতিঃধারণকারী, পরমধন দাতা, অভীষ্ট-পূরক দেবতা বরণীয় ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৩প—৫অ—৬খ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ। 'ত্রিপৃষ্ঠং' ত্রীণি পৃষ্ঠানি দ্রোণকলশাদিস্থানানি সবনানি বা যস্য স তথোক্তস্তম 'বৃষণং' বর্ষকম্। 'বয়োধাম' অন্নস্য দাতারম্। 'অঙ্গোষিণং' আঘোষন্তং সোমং 'বাণীঃ' স্তোত্ররূপা বাচঃ 'অবাবশন্ত' কাময়ন্তে শব্দায়ন্তে বা 'বনা' বনানি উদকানি 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন 'সরুণো ন' সরুণঃ ইব 'সিন্ধুঃ' অপাং স্যন্দয়িতা পর্যাপ্ত প্রদেশানাচ্ছাদয়তি তদ্বৎ 'রত্নধাঃ' রত্নানাং দাতা সোম 'বার্য্যাণি' ধনানি। 'দয়তে' স্তোতৃভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ (৫২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে। এবং দ্বিতীয় অংশে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

'সর্ব্বলোকপূজিত সেই পরম দেবতার চরণে যেন আমরা প্রার্থনাপরায়ণ হই। তিনিই মানবের অভীষ্টপ্রদানকারী। তাঁহার চরণ হইতেই অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া মানবকে

বিমল শান্তি দান করে। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ করুণানিধান। তাঁহার নিকটে মানুষ আপনার কামনা নিবেদন করিলে তিনি তাহা পূর্ণ করেন—তিনি অভীষ্ট-বর্ষক। তাই সেই দেবতার চরণে মানব আপনার সকল আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে। 'তিনি আমাদের অভীষ্টপূর্ণ করুন'—এই প্রার্থনাই মন্ত্রমধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সিন্ধুঃ' এবং 'ধরুণঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১১৫সূ ৬ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে (৩প—৫অ—৬খ—৬সা)। *

— • —

সপ্তমং সাম।

১ ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ৩
অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মন্ জনয়ন্

৩ ১র ২র ২ ২
প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো

৩ ১র ২র
বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

২ ১ ১ ২র ১ ২ ১র ২ ১ র ২ ১
হো। পোপি। অক্রাংৎসমুদ্রঃ প্রথমেবিধামান্। হোহোয়ি। জনয়ন্

২ ১ ২ র ১ ১ ৮ র ২র ১ ২র ১ ২ ১র র৪ ১
প্রজাভুবনস্যগোপাঃ। হো। হোয়ি বৃষা পবিত্রে অধিসানো ২ অ।

২ ১ র র ৭ র র র ১র র ২
ব্যায়ি। হো। হো। বৃহৎসোমো ২ বাবৃধেস্বানোঅ। দ্রা। ঔ ৩।

র র ২ ২ ২র ১র ১ ১ ১ ১
হোবাহাউবা ৬। এ ৩। স্বানাম। দ্রী ২৩৪৫ঃ। ৭॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ৯৭তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"অঙ্গিরসাং ত্রৈতোপোতঃ"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ভুবনস্য' (ত্রিলোকস্থ, বিশ্বস্য) 'বিধর্ম্মন' (ধারয়ন, ধারণকারী) গোপাঃ' (রক্ষকঃ দেবঃ, সর্ব্বস্য ইতি যাবৎ) 'প্রজাঃ' (লোকান) 'জনয়ন' (জনয়তি, সৃজতি); 'প্রথমে' (প্রথমে জাতঃ, আদিভূতঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ) সঃ 'অক্রান' (সর্ব্বং অতিক্রামতি, সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ ভগবান বিশ্বং সৃজতি রক্ষতি চ— ইতি ভাবঃ; 'আদিসানঃ' (অভীষ্টদায়কঃ, বর্দ্ধনশীলঃ, কামনাপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অদ্রিঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎকঠিনঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যে' (জ্ঞানযুক্তে) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ে বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ উপগচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৬থ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকসকলকে সৃজন করেন; আদিভূত সমুদ্রবৎ অসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন; (ভাব এই যে, সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন); কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণবৎ কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপস্থিত হয়)। (৩প—৫অ—৬থ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

পরাশরঋষিঃ। 'সমুদ্রঃ' অস্মাদাপঃ সমুদ্রবন্তি স সমুদ্রঃ অপাং বর্দ্ধকঃ। 'গোপাঃ' রক্ষিতা রক্ষকঃ সোমঃ 'প্রথমে' বিস্তৃতে 'ভুবনস্য' উদকস্য। 'বিধর্ম্মন' বিধারকেহন্তরিক্ষে 'প্রজাঃ' 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন 'অক্রান সর্ব্বমতিক্রামতি ক্রমতের্লুঙি, তিপ, ইডভাবে বৃদ্ধৌ চ কৃতায়াং লিঙ্লোপে মকারস্য মোনোধাতোরিতি নকারে রূপম 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'স্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ। 'অদ্রি'—'ইন্দুঃ' ইতি চ সামগাঃ পাঠো। (৩প—৫অ—৬থ—৭সা)।

• • •

সপ্তম (৫২৯) সামের মর্ম্মার্থ ।

—————

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আছে। তিনি বিশ্ব সৃজন করেন, এবং এই বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তিনিই আদি তিনিই অন্ত, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনি অনন্ত। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত

তাঁহার তুলনা হইতে পারে—তিনি অতুলনীয়। তাঁহা হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ। অনন্ত অসীম তিনি—এই দৃশ্যবিশ্বের মধ্যদিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বভাব মানুষের পরম অভীষ্ট প্রদান করে। মানবের চরম কাম্য বস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয়—এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্ত্বভাবেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন আছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অনেক পদেরই কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, এবং যে সকল পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ নিরুক্তকার যাস্ক এবং বিবরণকার প্রত্যেকেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা অনেকস্থলেই বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। (৩প—৫অ—৬খ—৭সা)। •

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্

১ ৩ ৩ ১ ২ ৪ ২
বনস্য জঠরে পুনানঃ।

১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ২ ৩ ৩ ২র ৩ ১
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গামতো মতিং

২ ৩ ১ ২
জনয়ত স্বধাভিঃ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ — ১ — র ১ ২
১। কানো। ক্রান্তো ২ ক্রান্তো ২। হরিরাসৃজামা ২ ৩ না ৩ঃ।

৪ ৫ ১ -- -- র ১ ২ ২ ৪ ৫
সাদিদান্। বানা ২ বানা ২। স্যজঠরেপুনা ২ ৩ না ৩ঃ। ত্রস্তাঃ।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "সাম্পামান সে"।•

১ — ১ — র ১ র ২ ৪ ৫
ষাতা ২ ষাতা ২ ঃ । কৃণুতেনির্ণিজা ২ ৩ গা ৩ ম্ । আভাঃ ।

১ — ১ — ১ র৴ ৬
মাতো ২ ম্মাতো ২ মৃ । জনয়ন্তা ২ ৩ স্ব ২ ক্কা ২ ৩

৫ র র ৩ ১ ১ ১ ১
৪ ওহাবা । ভো ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ।

* * *

৩ ৪ ৫ র ২ ২ ২ র ৩ ২৴ ৩ ৫ ২ র ১
২। কানক্রান্তহা । হোম । হরিরাসৃজ্য । মা ২ ৩ ৪ না । হাহোয়ি ।

র র ২ ১ ২ ২ র ১ র ২ ১
সীদন্বনস্যজঠরেপুনা ২ ৩ নাঃ । হাহোয়ি । নৃভির্যতঃ কৃণুতেনির্ণিজা

২ র ১ র ২ ৭ ১৴
২ ৩ মাম্ । হাহোয়ি । অতোমতীর্জনয়ন্তা ২ ৩ । স্বা

৩ ৫ র র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ধা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা । ভো ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'আ সৃজ্যমানঃ' (সংস্তূয়মানঃ, বিশেষেণ আরাধনীয়ঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ দেবঃ) 'বনস্য' (বননীয়স্য, জ্যোতির্ম্ময়স্য সাধকস্য) 'জঠরে' (অভ্যন্তরে, হৃদয়ে) 'সীদন্' (অবস্থিতঃ সন্) 'কনিক্রন্তি' (ভৃশং শব্দায়তে, উদ্বোধয়তি—তস্য চিত্তবৃত্তিং ইতি যাবৎ); সাধকানাং হৃদয়ং ভগবৎ-পরায়ণং ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'যতঃ' (যেন উপায়েন, যেন সত্ত্বভাবলাভেন ইত্যর্থঃ) 'নৃভিঃ' (কর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গাং' (জ্ঞানং) 'নির্ণিজং' (বিশুদ্ধং, পবিত্রং) 'কৃণুতে' (করোতি) 'অতঃ' (তেন উপায়েন, তং সত্ত্বভাবং লব্ধা ইত্যর্থঃ) জনঃ 'স্বধাভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'মতিং' (সদ্বুদ্ধিং) 'জনয়ত' (উৎপাদয়ত, প্রাপ্নুত ইতি যাবৎ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবলাভেন জ্ঞানং বিশুদ্ধং ভবতি তথা হৃদি সদ্বুদ্ধিঃ সমুদ্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫দ—৬খ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশেষরূপে আরাধনীয়, পবিত্রকারক, পাপহারক দেবতা জ্যোতির্ম্ময় সাধকের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করেন; (ভাব এই যে,—সাধকদিগের হৃদয় ভগবৎ-পরায়ণ হয়); যে সত্ত্বভাব

লাভের দ্বারা সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করেন, সেই সত্ত্বভাব লাভ করিয়া মানুষ প্রার্থনার দ্বারা সদ্বুদ্ধি হৃদয়ে উৎপন্ন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় এবং হৃদয়ে সুবুদ্ধি উৎপাদিত হয়।)। (৩প—৫অ—৬খ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। 'সৃজ্যমানঃ' আ সমন্তাদ্বিসৃজ্যমানোঽভিষূয়মাণঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'কনিক্রন্ত' পুনঃ পুনঃ শব্দায়তে ক্রন্দতের্যঙ্লুকি, তিপি, ইতশ্চেতি লোপে দাধর্ত্তিদর্দ্ধর্তীত্যাদিনা নিপাতনাদভ্যাসস্যানিগাগমঃ। অভ্যস্তস্বরঃ তথা 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'বনস্য' বননীয়স্য চাস্য দ্রোণ-কলশস্য 'জঠরে' 'সীদন' উপবিশন শব্দায়তে। কিঞ্চ "নৃভিঃ" কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'যতঃ' সংযতঃ সোমঃ 'গাঃ' গোবিকারান্ ক্ষীরাদীন আচ্ছাদয়ন 'নির্ণিজং' শুদ্ধং আত্মনোরূপং "কৃণুতে" গ্রহাদিষু করোতি। অতোঽস্মৈ সোমায় মতিং মননীয়াং স্তুতিং 'স্বধাভিঃ' হবির্ভিঃ সহ "জনয়ত" স্তোতারোঽজনয়ন ফগ্যস্তাদেশাভাবঃ ছান্দসঃ। অদাদেশঃ। যদ্বা। হে স্তোতারঃ অস্মৈ সোমায় স্তুতিং জনয়ত উৎপাদয়ত কুরুতেতি যাবৎ। (৩প—৫অ ৬খ—৮সা)।

• • •

অষ্টম (৫৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

ভগবানই ভাগ্যবানের সহায়। যিনি সুকৃতি বলে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন ভগবানই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান সাধকের সকল চিত্তবৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করেন।

সত্ত্বভাব লাভ হইলে মানুষের সকল চিত্তবৃত্তিই ঊর্দ্ধমুখী হয়। তাঁহার অর্জ্জিত অপরাজ্ঞান পরাজ্ঞানে পরিণত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহাকে ভগবৎচরণের দিকে লইয়া যায়। তাই সাধকের প্রধান কামনা—সত্ত্বভাবপ্রাপ্তি। এই সত্ত্বভাবের বিষয়ই মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'অসৃজ্যমানঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণেই 'সংস্রবমানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কনিক্রন্তি পদের ব্যাখ্যার জন্য (৩প ৫অ-১খ-৫সা) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৩প ৫অ—৬খ—৮সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম "সোম সামনি দ্বে"।

নবমং সাম।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২৩ ২৩

এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণঃ

১২ ৩ ১ ২

পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।

৩ ১ ২৩১ ২৩১২ ২৩

সহস্রদাঃ শতদা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং

২উ ৩ক ২র

বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

৪৫৫৫ ৩২ ৪৫র ৪র৫ র

এষাএষাঃ। স্যতা ৩ ১ ২ ৩ ৪ যি। মধুমাঁ ইন্দ্রসোমঃ। বৃষাবৃষ্ণা

৩২ ৫৪৫র র

৬ এ। বৃষ্ণো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ঃ। পরিবিত্রে অক্ষাঃ। সহসহা ৬

৫ ৩২ ৫৫র ৫৪র৫র

এ। স্রদা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ঃ। শতদাভূরিদাবা। শশ্বচ্ছশ্বা

৫ ৩২ র৫র৪৫

৬ দে। ত্তমা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। বর্হিরাবাজপে।

৫ ৫ ১১১১

হিয়া ৬ হাউবাস্থা ২ ২ ৩ ১ ৫ ৫ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'বৃষ্ণঃ' (বর্ষকস্য, কামনাপূরকস্য) 'তে' (তব হেতোঃ, ত্বাং প্রাপ্তুমে ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অয়ং) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'মধুমান্' (অমৃতস্বরূপঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যক্ষাঃ' (ক্ষরতু, সমুত্তিষ্ঠতু); 'ভূরিদাবা, সহস্রদাঃ, শতদাঃ' (প্রভূতপরিমাণস্য দাতা, অসীমদানশীলঃ) 'বাজী' (শক্তিমান্) 'স্য' (সঃ) 'শশ্বত্তমং' (অতিশয়েন পুরাণং, নিত্যং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'বর্হিঃ' (সৎকর্ম্মসাধনস্থলং, অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অস্থাৎ' (অধিতিষ্ঠতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প-৫অ-৬খ-১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! কামনাপূরক আপনাকে পাইবার জন্য এই অভীষ্টবর্ষক অমৃতস্বরূপ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া যেন সমুদ্ভূত হয়েন; অসীম দানশীল, শক্তিমান্ তিনি নিত্যকাল আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকুন; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি)। (৩প—৫অ—৬খ—৯সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

উপ্যাসামপিঃ। হে ইন্দ্র! 'বৃষ্ণঃ' বর্ষকস্য 'তে' তুভ্যং চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী 'এষঃ' 'সঃ' স সোমঃ 'মধুমান্' মাধুর্য্যোপেতঃ 'বৃষা' বর্ষকঃ 'পবিত্রে' 'সধাক্ষাঃ' পর্যস্রবৎ ক্ষরতেলুঙি রূপম্। স এব 'সহস্রদাঃ' সহস্রসংখ্যাকস্য ধনস্য দাতা 'শতদাঃ' শতসংখ্যাকস্য দাতা 'ভূরিদাবা'। ততোঽপি ভূরের্দাতা 'বাজী' বলবান সোমঃ 'শশ্বত্তমম্' অতিশয়েন পুরাণং বর্হিঃ যজ্ঞং 'অস্থাৎ' অধিতিষ্ঠতি। 'বৃষা বৃষ্ণঃ' - ইতি 'সহস্রদাঃ' 'শতসাঃ' ইতি চ সামগাঃ পাঠঃ॥ ৯॥

নবম (৫৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবান অভীষ্টবর্ষক, সুতরাং তাঁহার শক্তিও অভীষ্টবর্ষক। এই শক্তির সাহায্যেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার শক্তির ভিতর দিয়াই তিনি প্রকাশিত হয়েন। তাঁহার শক্তির বিকাশ দর্শনেই আমরা তাঁহার অস্তিত্বের প্রথম পরিচয় পাই। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। মানুষের মধ্যে সেই জ্ঞান ও সত্য বিকাশ লাভ করে বলিয়া আমরা সেই জ্ঞান ও শক্তির আদি প্রস্রবণের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হই। আমাদিগের ভিতরে যে অনন্তের সাড়া পাই—তাহা যতই ক্ষীণ হউক না কেন তাহাই আমাদিগকে সেই অনন্তের অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয়। সেই বীজ-স্বরূপ সত্য ও জ্ঞানকে পূর্ণ বিকশিত করিবার প্রচেষ্টাতেই আমরা সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরম পুরুষের দিকে অগ্রসর হই।

সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্যের কণা মাত্র লাভ করিলেই মানুষ তাহা পূর্ণরূপে পাইতে চায়। সেই অনুসন্ধিৎসা ভগবানই মানুষের অন্তরে দিয়াছেন। তাই সেই অনুসন্ধিৎসা দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ তাঁহারই অভিমুখে চলিতে থাকে। সেই জন্যই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইলে ভগবানের মঙ্গলনীতি বলে মানুষ ক্রমশঃ তাঁহার অভিমুখে চলিতে থাকে। সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ সেই পরম বস্তু লাভ করে বলিয়া সত্ত্বভাবকে অসীম দানশীল বলা হইয়াছে। এই দানশীলতা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিবার জন্যই একার্থবাচক 'শতদাঃ', 'সহস্রদাঃ' 'ভূরিদাবা' এই তিনটী পদ মন্ত্রে ব্যবহৃত

হইয়াছে। আর, এই পরম কল্যাণ-দায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বর্হিঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১৩সূ-৫ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে পরিদৃষ্ট হইবে॥ (৩প-৫অ-৬খ-৯সা)॥ *

—•—

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
পবস্ব সোম মধুমাং ঋতো আপো
২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বসানো অধি সানো অব্যে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
অব দ্রোণানি ঘৃতবন্তি রোহ মদিন্তমো
৩ ১ ১ ৩ ১ ২
মৎসর ইন্দ্রপানঃ॥ ১০॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ৩ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
হাও২৩৪হাই। ইহা৩১। পবস্বসো। মা৩মধু। মাও২ঋতাবা।
২ ১র ২ ১ ২ ৩র ৪ ৫ ২ ১ র ২ ১
অপোবসা। নো৩অধি। সানোঅব্যাই। অবদ্রোণা। নী৩ঘৃত।
২ ৩ ৪ ২ ১ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ২ ১
বান্তিরোহা। হাও২৩৪হাই। ইহা৩১। মদিন্তমো।
২ ১ ২ ২ ৪
মৎসরঃ। আ৩৪৩ই দ্রো৩পা৫না৬৫৬॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মধুমান' (মধুযুক্তঃ) 'আপঃ বসানঃ' (অমৃতং আচ্ছাদয়ন, অমৃতময়ঃ) 'অভিদানঃ' (অভিলিপ্যমানঃ, অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) ত্বং 'ঋতো অব্যে' (সত্যায় জ্ঞানায় চ, সত্যং তথা জ্ঞানং প্রদানায়) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); 'ঘৃতবন্তি' (উদকবান্, অমৃতযুক্তঃ) 'মদিন্তমঃ' (অতিশয়েন আনন্দদায়কঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'মৎসরঃ' (আনন্দস্বরূপঃ) 'ইন্দ্রপানঃ' (ইন্দ্রেণ পাতব্যঃ, ভগবতঃ গ্রহণযোগ্যঃ পূজোপহারস্বরূপঃ) ত্বং 'দ্রোণানি' (পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ানি ইত্যর্থঃ) 'অবরোহ' (প্রাপয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দ-দায়কং অমৃতময়ং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ ৬খ-১০সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী উহার নাম,—"ঐরম্"

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! মধুযুক্ত অমৃতময় অমৃতময় অভীষ্টবর্ষণশীল আপনি সত্য এবং জ্ঞান প্রদানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; অমৃতযুক্ত, পরমানন্দদায়ক, আনন্দস্বরূপ, ভগবানের গ্রহণযোগ্য পূজোপহারস্বরূপ আপনি আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমানন্দদায়ক অমৃতময় সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)। (৩প—৫অ—৬খ—১০সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রতর্দ্দনঋষিঃ। হে 'সোম!' 'মধুমান্' মদবর্ণীয়ঃ তাদৃশস্ত্বং 'অপঃ' বসতীবরীঃ একধনাঃ 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন্ 'অধি' অধিকং 'সানো' সমুচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবিভবে পবিত্রে 'পবস্ব' ক্ষর। ততঃ 'মদিন্তমঃ' অতিশয়েন মদকরঃ 'ইন্দ্রপানঃ' ইন্দ্রেণ পাতব্যঃ 'মৎসরঃ' মাদয়িতা সোমঃ 'ঘৃতবান্' উদকবতঃ 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ 'অবরোহ' প্রাদুর্ভবসি। 'রোদ' 'সীদ' ইতি পাঠৌ। ৩প—৫অ—৬খ—১০সা)।

পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

দশম (৫৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ের সদ্ভাবই ভগবৎ পূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান। ভগবান তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের সদ্ভাব-কুসুমাঞ্জলিতেই তৃপ্ত হয়েন। সকল পূজার শ্রেষ্ঠ পূজা—তাঁহাকে হৃদয়ের সদ্ভাব প্রদান করা। জপ, তপ, যোগ, আরাধনা প্রভৃতির মূলে যদি পবিত্র হৃদয় ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে সকল পূজা নিষ্ফল হয়, হৃদয়ের দেবতা বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান—সকল বাহিক অনুষ্ঠান ভস্মে ঘৃতাহুতি হয় মাত্র। তাই সাধক বলিয়াছেন—'বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা।' এই মন্ত্রে সেই সত্য-তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্বই বিশুদ্ধ আনন্দের জনক। হৃদয় পবিত্র হইলে জগৎ মধুময় হয়, বিশ্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। সে আনন্দের তুলনা নাই। হৃদয়ের হীনতা, কালিমা দূরীভূত হয়, সুতরাং তজ্জনিত অপূর্ণতা থাকে না। অপূর্ণতাই দুঃখের কারণ। তাই শুদ্ধসত্ত্ব জনিত যে পূর্ণতা লাভ হয়, তাহা পরমানন্দ দান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মধুযুক্ত ও অমৃতময়। মন্ত্রের মধ্যে এই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়॥ (৩প ৫অ ৬খ—১০সা। *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষন্নবতিতম সূক্তের একাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"মাধুচ্ছন্দসম"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—— ‡ • ‡ ——

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

—— : § * § : ——

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

• . •

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

— • —

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি

১ ২ ৩ ১ ২
হর্ষতে অস্য সেনা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবাংৎসখিভ্য আ সোমো

১ ২ ৩ ১ ২
বস্ত্রা রভসানি দত্তে॥ ১॥

* * *

গেয় গানং।

৩ ৫ ৩ ৫ ৪ ৫ ২ ১র ২র ১ র ১ ২ ২ ৩ ৪
১। হো ৪ বা উহুবা ৩। হোবা প্রসেনানাইঃ। শূরোআই। য়াইরথা

৫ ২ ১ ২র ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ১ ২
নায়। গব্যন্নেতাই। হর্ষতা ৩ ই। অস্যসেনা। ভদ্রান্ কৃণ্বান্।

২ ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১র ২র ১ ২ ১
ইন্দ্রহা ৩। বাং৫সখিভ্যাঃ। আগোমোবা স্ত্রা ৩ রভ।

২র ৩ ৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ২
সানিদন্তাই। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৪ ৫ ৫
হো বা ৬। হাউবা॥

* * *

৫র ৪ ২ ১ ১ ১ ২ ১র ২র ১ র র ২ ২ ৩ ৪ ৫
২। ঔহো ৩ বা ৩ ৪ ৫। প্রসেনানাইঃ। শূরোআ ৩। গ্রাই রথানাম্।

২ ১ ২র ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২
গব্যন্নেতাই। হর্ষতা ৩ ই। অস্যসেনা। ভদ্রান্ কৃণ্বান্। ইন্দ্রহা

২ ৩ ৪ ৫ র ৪ ২ ১ ১ ১ ২র ১র ২র ১
৩। বাং৫সখিভ্যাঃ ঔহো ৩ বা ৩ ৪ ৫। আগোমোবা।

২ ১ ২ ২ ৪
স্ত্রা ৩ রভ। গা ৩ ৪ ৩। নী ৩ দা ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই॥

* * *

৫র ৪ ২ ১ ১ ১ ৩ র ২র ১ র র ২ ২ ৩ ৪ ৫
৩। ঔহো ৩ বা ৩ ৪ ৫। প্রসেনানাইঃ। শূরোআ ৩। গ্রাই রথানাম্।

৩ ২র ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ৩ র ২ ১ ২
গব্যন্নেতাই। হর্ষতা ৩ই। অস্যসেনা। ভদ্রান্‌কৃণ্বান্। ইন্দ্রহা ৩।

২ ৩ ৪ ৫ র ৪ ২ ১ ১ ১ ৩র র ২র ১ ২
বাং৫সখিভ্যাঃ। ঔহো ৩ বা ৩ ৪ ৫। আগোমোবা। স্ত্রা

১ ২ ২ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ রভ। গা ৩ ৪ ৩। নী ৩ দা ৫। তা ২ ৩ ৫ ৫ ই। ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সেনানীঃ' (রিপু-সংগ্রামে সেনা-নায়কঃ) 'শূরঃ' (শত্রূণাং বাধকঃ, শত্রুনাশকঃ) 'গব্যন্' (স্তোতৃভ্যঃ জ্ঞানং দাতুং ইচ্ছন্, জ্ঞানপ্রদায়কঃ) সত্ত্বভাবঃ 'রথানাং' (সৎকর্ম্মরূপ-যানানাং, সৎকর্ম্মণাং) 'অগ্রে' (প্রারম্ভে) 'প্রতি' (প্রগচ্ছতি, স্তোতারং প্রাপ্নোতি); 'অস্য' (অস্য সত্ত্বভাবস্য) 'সেনা' (সত্ত্বাদরূপাঃ সৈন্যাঃ) 'হর্ষতে' (হৃষ্যন্তি পরমানন্দং প্রযচ্ছন্তি

ইতি ভাবঃ) রিপুসংগ্রামে সত্ত্বভাবস্য অধিনায়কত্বেন সন্তাবাঃ বৰ্দ্ধিতাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ; 'সোম' (সত্ত্বভাবঃ) 'ইন্দ্রহবান্' (ইন্দ্রস্য আহ্বানানি, ভগবদারাধনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ভদ্রান্' (মঙ্গলজনকাঃ) 'কৃণ্বন্' (করোতি); সঃ 'সখিভ্যঃ' (সখিস্থানীয়েভ্যঃ প্রার্থনাপরায়ণেভ্যঃ অস্মভ্যং) 'রভসানি' (বেগেনগমননিমিত্তানি, আশুমুক্তিদায়কান্) 'বস্ত্রা' (হৃদয়স্য পরিধেয়তুল্যান্, সন্তাবান্ ইত্যর্থঃ) 'আ দত্তে' (প্রযচ্ছতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবং প্রাপ্য বয়ং তৎসহায়েন মোক্ষং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫খ—৭থ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপু-সংগ্রামে সেনানায়ক, শত্রুনাশক, স্তোতাদিগকে জ্ঞানপ্রদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মের প্রারম্ভে স্তোতৃদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; এই সত্ত্বভাবের সন্তাবরূপ সৈন্যগণ পরমানন্দ প্রদান করে; (ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে সত্ত্বভাবের অধিনায়কত্বে সন্তাবসমূহ বর্দ্ধিত হয়); সত্ত্বভাব ভগবদারাধনাকে মঙ্গল জনক করেন; তিনি সখিস্থানীয় প্রার্থনাপরায়ণ অমাদিগকে আশুমুক্তিদায়ক সন্তাবসমূহ প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন তাঁহার সহায়তায় মোক্ষলাভ করিতে পারি।)। (৩প—৫অ—৭থ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রতর্দ্দনঋষিঃ। 'সেনানীঃ' সেনানামগ্রেনেতা। শূরঃ' শত্রূনাং বাধকঃ 'সোমঃ' 'গব্যন্' ইচ্ছন্ যজমানানাং পশ্বাদিকমিচ্ছন্ 'রথানাং 'অগ্রে' পুরতঃ 'এতি' প্রকর্ষেণ' সংগ্রামং গচ্ছতি। 'অস্য' সোমস্য 'সেনা' চ 'হর্ষতে' হৃষ্যতি বাক্যভেদাদনিঘাতঃ কিঞ্চ 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যানেভ্যো যজমানেভ্যঃ ইন্দ্রহবান্' তৈঃ কৃতানি ইন্দ্রস্য আহ্বানানি 'ভদ্রান্' কল্যাণানি যথার্থানি 'কৃণ্বন্'। আহুতোহিন্দ্রঃ সোমং পীত্বা কামান্ প্রযচ্ছতীতি। 'রভসানি' ইন্দ্রস্য বেগেনাগমন নিমিত্তানি 'বস্ত্রা' বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদকানি পয়ঃপ্রভৃতীন্যাশ্রয়ণানি 'আ দত্তে' আ গৃহ্ণাতি॥ (৩প-৫অ-৭থ-১সা)।

* * *

প্রথম (৫৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

হৃদয়ে পবিত্রতার বাতাস লাগিলেই মানুষ সৎকাজে সচ্চিন্তায় অগ্রসর হয়। কাহাকেও সৎকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অন্তরে পবিত্রতা জাগিয়াছে, হৃদয় একটু মলিনতাশূন্য হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলেই মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর

হয়। সত্ত্বভাব আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া আসেন, মানুষ তদ্দ্বারা আপনার গন্তব্যপথ নির্ণয় করে। তাই বলা হইয়াছে "রথানাং অগ্রে এতি"।

হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়, তখন অন্যান্য সদ্ভাবরাজীও শক্তিলাভ করে, তাহারা সত্ত্বভাবকে সেনাপতিরূপে গ্রহণ করিয়া রিপুনাশে ব্রতী হয়। সেই মহাশক্তির নিকট রিপুগণ মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। সদ্ভাব শিবিরে আনন্দের কল্লোল উঠে।

সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনা পরম কল্যাণজনক। কারণ পবিত্রতা হইতে উৎপন্ন পবিত্র প্রার্থনা অনায়াসেই সেই পবিত্রস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। সত্ত্বভাবের শক্তিতে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। তাই মিত্রভাবে আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "এই দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদিগের গোধন হরণ করিবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহার সেনা ইহাকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে। যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিরা ইহার সখা, তাহারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাহাদিগের সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখিয়া ইন্দ্র শীঘ্র আসিবেন, ইনি সেই বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—সোমরস কিরূপ সেনাপতি এবং তাহার সেনাই বা কাহারা? আর তিনি বিপক্ষের গোধনই বা হরণ করেন কিরূপে? যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। (৩প-৫অ—৭খ-১সা)।*

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩

প্র তে ধারা মধুমতীঃ অসৃগ্রন্ বারং

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

যৎ পূতো অত্যেষি অব্যম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পবমান পবসে ধাম গোনাং জনয়ন্ৎ সূর্য্যং

৩ ২

অপিন্বো অর্কৈঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষন্নবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান তিনটী। উহাদের নাম,— "কুৎসাদিব্যবীয়াসৌঃ"

গেয়-গানং।

২র র ২ র র র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
হাউহোবা ৩ হাই। প্রতেধারামধুমা ৩ তা ইরসৃগ্রা ২ ৩ ৪ ৫ ন্।

২র র ২ র র র ১ ৭ ১ ১ ১
হাউহোবা ৩ হাই। বারংযৎপূতোঅত্যে ৩ ষাইবি আব্যা ২ ৩ ৪

১ ২র র ২ র Sর ১ ৭ ১ ১ ১
৫ মৃ হাউহোবা ৩ হাই। পবমানপবসে ৩ ধামগোনা ২ ৩ ৪

১ র র ২ র ১ ৭র
৫ মৃ হাউহো ৩ হাই। জনয়নৎসূর্য্যমা ৩ পাইন্বো অর্কা।

১ ১ ১ ১ ২র র ২
৩ ৩ ৪ ৫ ইঃ। হাউ হোবা ৩ হাউ।

১ ১ ১ ১
ব ৩ ৪ ৫ । ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'পূতঃ' (পবিত্রঃ) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'অব্যং বারং' (জ্ঞানযুক্তংপ্রবাহং, জ্ঞানপ্রবাহং) 'অত্যেষি'। (অতীত্য গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি) জ্ঞানেন সহ সম্মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ তদা ত্বং 'তে' (তব) 'মধুমতীঃ' (মধুযুক্তাঃ, অমৃতযুক্তাঃ) 'ধারাঃ' (প্রবাহাঃ) 'প্রাসৃগ্রন্' (প্রসৃজসি, বিতরসি—জগতি ইতি যাবৎ); 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'গোনাং ধাম' (গবাং, জ্ঞানস্য উৎপত্তিস্থানং, সাধকানাং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) আভিমুখ্যেন ইতি যাবৎ 'পবসে' (ক্ষরসি); সাধকাঃ জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ; 'জনয়ন্' (উৎপাদিতঃ সন্—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ) ত্বং 'অর্কৈঃ' (স্বতেজোভিঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং) 'অপিন্বঃ' (পূরয়সি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্র। সত্ত্বভাবলাভেন সাধকস্য জ্ঞানং পূর্ণং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (৩প-৫দ-৭খ ২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্র আপনি যখন জ্ঞানপ্রবাহ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন আপনি আপনার অমৃতযুক্ত প্রবাহ জগতে বিতরণ করেন; পবিত্রকারক আপনি জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ

সাধকের হৃদয় অভিমুখে ক্ষরিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন); সাধকগণের হৃদয়ে উৎপাদিত হইয়া আপনি আপনার তেজের দ্বারা জ্ঞানকে পূর্ণ করেন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লাভের দ্বারা সাধকের জ্ঞান পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়)। (৩প—৫অ—৭খ—২সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পরাশরঃঋষিঃ। তদা প্রস্তূয়মানো 'যং' যদা 'পূতঃ' বসতীবরীভিস্তং 'অব্যং' অবিতবং 'বারং' বালং পবিত্রম 'অত্যেষি' অতীত্য গচ্ছসি। কিঞ্চ হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম! 'গোনাং' গবাং 'নাম' ধীয়তে পীয়ত ইতি ধাম পয়ঃ তৎ লক্ষ্যীকৃত্য 'পবসে' ক্ষরসি। ততঃ 'জনয়ন' জায়মানস্তং 'অর্কৈঃ' অর্চনীয়ৈঃ স্বতেজোভিঃ 'সূর্য্যম' আদিত্যম্ 'অপিন্বঃ' পূরয়সি। 'বারং যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যম'—'বারাণ্যৎপূতো অত্যেষ্যব্যান্'- ইতি, 'জনয়ন'—'অজ্ঞানঃ'—ইতি চ সামঋচঃ পাঠৌ॥ (৩প ৫অ—৭খ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৫৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

জ্ঞান ও পবিত্রতা পরস্পরের অনুগামী। যেখানে একটীর আবির্ভাব হয় সেখানে অন্যটী ও উপস্থিত হইয়া থাকে। অবশ্য এই উভয় বস্তুকেই ধারণ করিবার উপযোগী হৃদয় থাকা চাই। সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা সেই হৃদয় প্রস্তুত হয়।

জ্ঞান ও সত্ত্বভাব উভয় একত্র সম্মিলিত হইলে, সাধক অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারেন। একটী অন্যটীর সহকারী। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব, এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী প্রথমে উপস্থিত হইতে পারে। এই দুইটী একত্র হইলেই মানুষ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের প্রত্যেকটীই অন্যটীর অনুপূরক জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাব মিলিত হইলে মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করে। তাই বলা হইয়াছে "জনয়ন্ৎসূর্য্যমপিন্বঃ অর্কৈঃ"।

সেই জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবই মানবের মোক্ষদায়ক। ভগবানের অপার কৃপায় মানুষ সেই অমৃত লাভ করিতে পারে এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়া অমর হয়। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৩প ৫অ ৭খ ২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"বৈরূপজ্যোতিষাণি ত্রীণি।"

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২র
প্র গায়ত অভ্যর্চ্চাম দেবান্‌ৎসোমং
৩ ১র ২র
হিনোত মহতে ধনায়।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বাদুঃ পবতাং অতি বারং অব্যং আ সীদতু
৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
কলশং দেব ইন্দুঃ ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১
প্রগায়তা। অভিয়। চা৺দেবান্। সোম৬হিনো। তা ৩ মহ।
২ ৩ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১র
তেধনায়া। স্বাদুঃপবা। তা ৩ অতি। বারমব্যাম্। আসীদতু।
২ ১ ২ ২ ৪
কলশম্। দা ৩ ৪ ০ ই। বা ৩ আ ৫ ইন্দূ ৬ ৫ ৬ ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'প্রগায়ত' (বিশেষেণ, ঐকান্তিকতয়া ভগবন্তং আরাধয়ত); বয়ং 'দেবান্' (দেবভাবান্, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যর্চ্চাম' (পূজয়েম, অনুসরেম ইত্যর্থঃ); বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ; 'মহতে' (শ্রেষ্ঠায়) 'ধনায়' (পরমধনলাভায় ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'হিনোত' (প্রেরয়ত, হৃদি উপজনয়ত) 'স্বাদুঃ' (অমৃতোপমঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'অব্যং বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং) 'অতি' (অতীত্য, লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'পবতাম্' (ক্ষরতু, মম হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'দেবঃ' (দ্যুতিমান্, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'কলশং' (পাত্রং, মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'সীদতু' (অধিতিষ্ঠতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং অমৃতোপমং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াং ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫খ—৭ধ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের আরাধনা কর; আমরা যেন ভগবানের অনুসরণ করি; (ভাব এই যে,—আমি যেন

ভগবৎপরায়ণ হই); শ্রেষ্ঠ পরমধন প্রাপ্তের জন্য সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; অমৃতোপম সত্ত্বভাব জ্ঞানপ্রবাহের সহিত আমার হৃদয়ে সমুত্থিত হউন; জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বভাব আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন অমৃতোপম সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৬প—৪অ—৫খ—৩স।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

ইন্দ্রপ্রমতির্বাসিষ্ঠঋষিঃ। হে স্তোতারঃ! 'প্রগায়ত' 'সোম' প্রকর্ষেণাভিষ্টুত। বয়ন্ত 'দেবান্' 'অভ্যর্চ্চামঃ' অভিষ্টুমঃ। কুত্র। দেবানভ্যর্চ্চামোহভ্যর্চ্চত (পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ)। কিঞ্চ। 'মহতে' মহৎ প্রভূতং 'ধনায়' ধনং প্রাপ্তুং সোমং হিনোত' অভিষবার্থং প্রেরয়ত (ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ (২।৩।১৪) ইতি ধনশব্দস্য চতুর্থী) ততঃ 'স্বাদুঃ' মধুরঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিভবং 'বারং' বালং পবিত্রং 'অতিপবতাম্' অতীত্য ক্ষরতু। 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ সোমঃ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সন্ 'কলশং' দ্রোণং অভি আসীদতু আভিমুখ্যেন তিষ্ঠতু। 'পবতাং' 'পর্য্যতি' ইতি, 'দেবইন্দু—দেবযুর্ন'—ইতি সামগাঃ পাঠৌ॥ ৩॥

• • •

তৃতীয় (৫৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী উদ্বোধন ও প্রার্থনামূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে পরিস্ফুট হয়। সত্ত্বভাব লাভ করিয়া হৃদয়কে ভগবদভিমুখী করিবার জন্য প্রার্থনা আছে।

সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞানলাভ করিলে তাহা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সত্ত্বভাব অমৃতপ্রাপক। তাহা লাভ করিলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন, তাঁহার হৃদয় আপনা হইতে সেই সত্য-স্বরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্যপথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং সত্ত্বভাবের প্রেরণায় সেই পরম লক্ষ্যাভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। তাই সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত করা হইয়াছে—"হে আমার মন! তুমি ভগবানের গুণকীর্ত্তনে তন্ময় হও, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ভূত সত্ত্বভাব পাইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা কর। সত্ত্বভাব লাভ করিলে, জীবন ধন্য হইবে।" (৩প—১অ—৭খ—৩স।)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী।

(অস্মভ্যং দানায় হস্তে ধৃত্বা) 'প্রাসাবীৎ' (প্রগচ্ছতি, অস্মান্ প্রাপয়তু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আত্মশক্তিপ্রদং পরমধনদাতারং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫পে—১খ—৪সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকভূলোকের উৎপাদনকারী সত্ত্বভাব, সৎকর্ম যেমন আত্মশক্তি প্রদান করে, তদ্বৎ আত্মশক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হউন; তিনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সদ্ভাবসমূহকে সম্যক্ প্রকারে বিকশিত করিয়া সকলধন অর্থাৎ পরমধন আমাদিগকে দান করিবার জন্য হস্তে ধারণকরতঃ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তিপ্রদ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করিতে পারি।) ॥ (৩প—৫প—১খ—৪সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসিষ্ঠঋষিঃ। 'প্রহিয়ানঃ' অধ্বর্য্যুভিঃ প্রের্য্যমাণঃ 'জনিতা' উৎপাদয়িতা 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ তয়োর্জ্জনয়িতৃত্বং বৃষ্টিপ্রদানহবিঃপ্রাপণাভ্যাম্ তাদৃক সোমো 'বাজম্' অন্নং 'সনিষ্যন্' দাস্যন্ 'প্রাসাবীৎ' প্রগচ্ছতি। 'ইন্দ্রগচ্ছন' প্রাপ্নুবন 'আয়ুধা' 'আয়ুধানি' 'সংশিশানঃ' সম্যক্ তীক্ষ্ণীকুর্ব্বন্ ইন্দ্রং সকাশগমনার্থং তীক্ষ্ণায়ুধঃ সন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বসু' বসূনি ধনানি 'হস্তয়োরাদধানঃ' অস্মভ্যং দানায় এবং কুর্ব্বন্ প্রাসাবীৎ। ৪॥

• • •

চতুর্থ (৫৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব দ্যুলোকভূলোকের উৎপাদক। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোক ভূলোকের জনয়িতা বলা হইয়াছে। এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। যখন মানুষ এই মহান্ সত্ত্বভাবকে লাভ করেন তখন তাঁহার হৃদয়ে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয়। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার সহিত ভগবানের যোগ অনুভব করিয়া তিনি অসীম শক্তি লাভ করেন। সৎকর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ে যে শক্তি জাগরিত হয়, সত্ত্বভাবের জন্যও সেইরূপ শক্তিলাভ ঘটে।

আবার, সত্ত্বভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরস্থিত সদ্ভাবসমূহও বিকশিত হয়। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রধান অস্ত্র এই সদ্ভাবরাজী। হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ পূর্ণ-বিকশিত হইলে অসদ্বৃত্তিসকল আপনা হইতেই পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধক রিপুসংগ্রামে অনায়াসেই জয়লাভ করে।

তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে - "আমরা যেন পরমধনদাতা, সদ্ভাব লাভ করিতে পারি। আমাদের হৃদয়ের সদ্বৃত্তিরাজী বিকশিত হউক, পাপ এবং মলিনতা দূরীভূত হউক। আমরা যেন পরাশান্তি লাভ করিতে পারি।"

প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলে অনৈক্য পরিলক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার 'রথঃ ন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা দেন নাই, তাহাতে মূলভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। (৩প—১দ—৭খ - ৫সা)॥

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১র   ২র ৩
তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাক্ জ্যেষ্ঠস্য

১ ২   ৩ ১   ২র
ধর্ম্মন্ দ্যুক্ষোঃ অনীকে।

১ ২ ৩   ২ ৩ ১   ২ ৩ ২উ   ৩   ১ ২
আদীমায়ন্ বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং

৩ ২ ৩   ২ ৩   ১ ২
কলশে গাব ইন্দুং ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৩ ৪ ৫র   ৩ ১ ১ ১ ১   ৩ ৪ র ৩র ৪ ৫   ৩ ১ ১ ১ ১
১। তক্ষদ্যদা। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। মনসোবেনতঃ। বা ২ ৩ ৪ ৫ ক্।

৩র ৪ ৫   ৩ ১ ১ ১ ১   ৪   ৩র ৪ ৫র   ৩ ১ ১ ১ ১
জ্যেষ্ঠস্যধা। হো ২ ৩ ৪ ৫। মন্দ্যুক্ষোরনী। কা ২ ৩ ৪ ৫ ই।

৩র ৪র৫র ২   ৩ ১ ১ ১ ১   ৩ ৪ ৩র৪র৫র   ৩ ১ ১ ১
আদীমায়ন্। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। বরমাবাবশা। না ২ ৩ ৪

২   ৩৪   ৫   ৩ ১ ১ ১ ১
৫ঃ। জুষ্টম্পাতম্। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই।

৪   র
কলশেগা ৫ বঃ। ই। দাস্তি। বা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার একটী গেয়-গান আছে।

সায়ণ-ভাষ্যং।

মৃড়ীকো মৃলিয়িতৃর্বিঃ। 'বেনন্তঃ' [বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ (নৈ ৪।৩।৮) ইতি যাস্কঃ] কাময়মানস্য 'মৃলয়ঃ' মদো. মন্দতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ স্তোতুঃ 'বাক' স্তুতিলক্ষণা যজ্ঞেষু 'তজ্জং' সংস্করোতি। 'ধর্ম্মন' ধারকে যজ্ঞে 'জোতিস্য' প্রশস্যস্য 'দ্যুক্ষোঃ' দীপ্তস্তুতিকস্য দ্যুক্ষু শব্দে (অ০ প০) ইত্যস্মাৎ ক্সু প্রত্যয়ঃ। সবসন্না 'অনীকে' প্রমুখে যদা যজ্ঞেষু সবনমুখে স্তোতুর্বাক্ সোমং স্তোতীত্যর্থঃ। 'আ' অনন্তরমেব 'বরং' বরণীয়ং 'জুষ্টং' সেব্যমাং মদায় পর্য্যাপ্তং 'পতিং' সর্ব্বস্য পালকং 'কলশে' স্থিতং 'ইন্দুম' 'ঈম' এনং সোমং 'বাবশানাঃ' কাময়মানাঃ 'গাবঃ' 'আয়ন্' অস্য শীতৈন মিশ্রয়িতুমাগচ্ছন্তি। 'ধর্ম্মণ' 'ধর্ম্মাণ' ইতি পাঠৌ॥ ৫॥

পঞ্চম (৫৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার ভালমন্দ সমস্তই ভগবানের চরণে সমর্পণ করেন। সুতরাং ভগবান্ ও সাধকের ভার গ্রহণ করেন। কাজেই ভক্ত যখন বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকেন তখন তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। ভক্তের কাতর প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি ভক্তবৎসল। রিপু-সংগ্রামে অর্জ্জরিত হইয়া সাধক যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতে থাকে, তখন তাঁহার পুণ্যস্নেহধারা ভক্তের মস্তকে বর্ষিত হয়

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের একটী প্রধান অস্ত্র জ্ঞান। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার অন্তরের হীনতা কালিমা দূর করিতে পারে, সুতরাং শত্রুর আশ্রয়স্থান ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তাই রিপু-সংগ্রামে জ্ঞানের এত বেশী প্রয়োজনীয়তা। ভগবান্ সেই জ্ঞানই সাধককে প্রদান করেন।

জ্ঞান সত্ত্বভাবের অনুসঙ্গী। যেখানে সত্ত্বভাব থাকে জ্ঞানও সেখানে উপস্থিত হয়। তাই বলা হইয়াছে "ইন্দুং বাবশানাঃ গাবঃ"। আমরা 'বেনন্তঃ' পদে বাক্যের অনুসরণে পঞ্চমান্ত 'জ্যোতির্ম্ময়াৎ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অনীক' শব্দ যুদ্ধার্থক, তাই 'অনীকে' পদের 'রিপু-সংগ্রামে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে উপলব্ধ হইবে॥ (৩৭-৫অ ৭খ—সো)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সামের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী। উহাদের নাম—"বাচ.সামানী দ্বে।"

সপ্তং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য
৩ ২ ৩ ১ ২
ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
হরিঃ পর্য্যদ্রবৎ জাঃ সূর্য্যস্য দ্রোণং ননক্ষে
২ ৩ ২ ৩ ২
অত্যো ন বাজী॥ ৬॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ ১ ১ ১র
১। সাকাম্। উক্ষোমর্জ্জয়ন্ত। স্বসা ২ ৩ রাঃ। দাশা ২। ধীরস্য-
র ২ ১ ২ ১ ১ র ৭
ধীতয়োধনু ২ ৩ ত্রীঃ। হারী ২ঃ। পর্য্যদ্রবজ্জাঃ সূরিয়া
২ ১ — ১ র র
২ ৩ স্যা। দ্রোণা ২ ম্। ননক্ষেঅত্যোনবা-২ ৩।
২ ১ ১ ১ ১
হাউবা ৩। জী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৫র ৫ ২ ৫ ৪ ৫র র ৫
২। সাকমুক্ষা ৬ এ। এ ৩ ১ ২ ৩। মর্জ্জয়ন্তস্বসারঃ। দশধীরা ৬ এ।
২ ৫র ৪ ৫র ৪ ৫ ৪ ৫ ৫ ২
এ ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্যধীতয়োধনুত্রীঃ। হরিঃ পর্য্যা ৬ এ। এ ৩
১ ৫ ৪র র ৫ র ৫
১ ২ ৩ ৪। দ্রবজ্জাঃসূর্য্যস্য। দ্রোণননা ৬ এ।
২ র ৫র ৪ ৫
এ ৩ ১২ ৩ ৪। ক্ষেয়াত্যোনবা ৬।
৫ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউবা। জী ২ ৩ ৪ ৫। ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সাকমুক্ষঃ' (অভিসেচনকারিণঃ, সদ্বৃত্তিবর্দ্ধনকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বসারঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (শোধয়ন্তি সাধকস্য হৃদয়ং বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'ধীরস্য' (প্রাজ্ঞস্য) 'দশ' (দশসংখ্যাকানি, দশেন্দ্রিয়সম্পাদিতানি সর্ব্বাণি ইত্যর্থঃ) 'ধিতয়ঃ' (কর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মাণি) 'ধন্বত্রীঃ' (প্রেরয়িত্র্যঃ, পরিত্রাণকারকানি ভবন্তি ইতি শেষঃ); জ্ঞানিনঃ মোক্ষং লভতে ইতি ভাবঃ; 'হরিঃ' (পাপহারকঃ দেবঃ) 'সূর্য্যাস্য জাঃ' (জ্ঞানস্য জায়াঃ, জ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যদ্রবৎ' (পরিতঃ গচ্ছতু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); 'বাজী ন' (আত্মশক্তিতুল্যঃ) 'অত্যঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং—জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'দ্রোণং' (অস্মাকং হৃদয়ং) 'ননক্ষে' (ব্যাপ্নোতু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প-৫অ—৭খ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিবর্দ্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে; প্রাজ্ঞ জনের সমস্ত সৎকর্ম্ম মোক্ষদায়ক হয়; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ মোক্ষ লাভ করেন); পাপহারক দেবতা জ্ঞানশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; আত্মশক্তি তুল্য ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি)। (৩প—৫অ—৭খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সৌধাশ্বনিঃ। 'সাকমুক্ষঃ' উক্ষ সেচনে (ভ্বা॰ প॰) ক্বিপি রূপং তাদৃশ্যঃ 'স্বসারঃ' কর্ম্মকরণার্থমিতস্ততঃ সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যঃ অঙ্গুলয়ঃ 'মর্জ্জয়ন্তঃ' সোমং শোধয়ন্তি মৃজু শৌচালঙ্কারয়োঃ (চু॰ উভ॰) তাঃ দশসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' অঙ্গুলিনামৈতৎ (নৈ॰ ২।৫।৭) অঙ্গুলয়ঃ 'ধীরস্য' সমর্থস্য প্রাজ্ঞস্য বা দেবৈর্দ্ধ্যাতব্যস্য কাম্যমানস্য বা সোমস্য 'ধন্বত্রীঃ' প্রেরয়িত্র্যো ভবন্তি। ততঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'সূর্য্যাস্য জাঃ' প্রাদুর্ভূতা জায়া দিশস্তাঃ পর্য্যদ্রবৎ পরিতো গচ্ছতি। সূর্য্যাস্য তেজসা হি আবির্ভবন্তীতি দিশাং তস্য জায়াত্বং। 'অত্যঃ' অতনশীলঃ 'বাজী ন' অশ্ব ইব স্থিতঃ সোমঃ 'দ্রোণং' কলশং 'ননক্ষে' ব্যাপ্নোতি নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা (নৈ॰ ২।১৮।২)। (৩প ৫অ-৭খ ৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (৫৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মহাপুরুষদিগের হৃদয়বৃত্তিই এমন ভাবে বিশুদ্ধ হয় যে, তাহা কখনও বিপথে চালিত হয় না। তাঁহারা যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগকে মোক্ষলাভে সাহায্য করে; তাঁহারা যাহা

চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের আত্মাকে ঊর্দ্ধপথে লইয়া যায়; তাঁহাদিগের বাক্য মাত্রই প্রার্থনায় পরিণত হয়। তাঁহাদিগের বাক্য চিন্তা, কর্ম্ম সমস্তই ভগবদারাধনার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। হৃদয় পবিত্র হওয়াতে কোন অপবিত্র ভাব কিম্বা চিন্তা তাঁহাদিগের অন্তরে স্থান পায় না। সুতরাং তাঁহাদিগের সমস্ত কর্ম্মই মোক্ষপথে সহায় হয়। তাঁহাদিগের দেহমন প্রাণ সকলই ভগবানের চরণে অর্পিত হয়, নিজের বলিয়া তাঁহাদের কিছুই থাকে না। সুতরাং কোন কর্ম্মই তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা তাই বলিতে পারেন "যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।" বিশুদ্ধ জ্ঞানের ফলে এই অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয়। তাই সেই পরমকল্যাণদায়ক জ্ঞান লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "ওগো, সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমদেবতা! আমাদিগকে তোমার সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান কর, যাহাদ্বারা আমরা তোমার পদ প্রান্তে পৌঁছিতে পারি। আমরা যেন তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন হইতে পারি। আমাদিগের নিজের বলিতে কিছু রাখিওনা, আমাদিগকে তুমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর। তোমার কৃপাদত্ত জ্ঞান বলে যেন আমরা তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।" এবম্বিধ প্রার্থনাই আমরা মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূর্য্যাস্য জাঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানাবিধ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "দশ ভগ্নী অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি একসঙ্গে জল সেচন করিতে করিতে সোমকে শোধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালাইয়া দিতেছে। হরিদ্বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক সোম সূর্য্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন, বেগবান ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করিলেন।" 'সূর্য্যাস্য জাঃ' পদদ্বয়ের বিবরণকার 'সূর্য্যাস্য অপত্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ পদদ্বয়ে দিক্ অর্থ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত অনুবাদক এই বিষয়ে একটী টীকাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই "আমরা জানি বেদে সোম অর্থে সোমরস। তবে তাহার সহিত সূর্য্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১ সূক্তের ৬ ঋক্ হইতে আমরা ইহা কিছু অনুভব করিতে পারি। 'পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।' অর্থাৎ সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা (Fermentation) প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?" এ সম্বন্ধে আর কিছু উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্বসারঃ' এবং 'ধিতয়ঃ' পদদ্বয়ের নিরুক্ত-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে॥ (৩প—৫খ ৭থ—৬সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম, "দাশস্পত্যো দ্বে"।

সপ্তমং সাম ।

৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩
অধি যদস্মিন্ বাজিনি ইব শুভঃ স্পর্দ্ধন্তে
২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ধিয়ঃ সূরে ন বিশঃ।
৩ ১ ২৩১ ২ ৩ ১২ ৩ ২র
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ান্ ব্রজং
২র৩১২ ৩ ১২
ন পশুবর্দ্ধনায় মন্ম ॥ ৭ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

৪ ৫ ৪ ৬ ৫র ২ ৫ব ১ ২ র ১ র ২ ৩ ৪ ৫
অধিযদা। স্মাইন্বা২জিনী২বশু। ভাঃ। স্পর্দ্ধন্তেধিয়স্। রাইনবিশাঃ।
২ ১র র ৭ ২ ১ ২ ১
অপোবৃণানঃ পবতাই। কবী২৩য়ান্। ব্রজম পা। শুবর্দ্ধ।
২ ২ ৪
না৩৪৩। যা৩মা৫ম্ম ৬৫৬। ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনি' (আত্মশক্তৌ) 'ইব' (যথা) 'শুভঃ' (মঙ্গলং) 'স্পর্দ্ধন্তে' (স্পর্দ্ধয়ন্তে, বর্দ্ধন্তি ইত্যর্থঃ) তথা 'সূরে' (দেবনশীলে, জ্ঞানে, জ্ঞানং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) বিশঃ' (মনুষ্যাঃ, সাধকাঃ) আনন্দিতাঃ ভবন্তি ইতি যাবৎ তদ্বৎ 'যদ্' (যদা) 'অস্মিন' (সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'ধিয়ঃ' (প্রজ্ঞাঃ) 'অধি' (অধিতিষ্ঠন্তি) তদা 'মন্ম পশুবর্দ্ধনায়' (রক্ষকভবাঃ পশ্বাদয়ঃ বৃদ্ধিহেতৌ) 'ব্রজং ন' (যথা আশ্রয়স্থানং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ) 'কবীয়ান্' (স্তোতৃন্ প্রাপ্তুমিচ্ছন্) 'অপঃ বৃণানঃ' (অমৃতং আচ্ছাদয়ন্, অমৃতসংযুক্তঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'পবতে' (ক্ষরতি, সাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৩প - ৫অ - ৭খ - ৭সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিতে যেমন মঙ্গল বৰ্দ্ধিত হয়, এবং জ্ঞানলাভ করিয়া যেমন সাধকগণ আনন্দিত হয়েন, সেইরূপ যখন সাধকহৃদয়ে প্রজ্ঞা অধিষ্ঠিত হয়, তখন রক্ষণীয় পশ্বাদি, বৃদ্ধির জন্য যেমন আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্তোতাদিগকে পাইতে অভিলাষী অমৃতসংযুক্ত সত্ত্বভাব সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—প্রার্থনা-পরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন।) (৩প—৫খ—১৭—৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কণ্বঋষিঃ। 'যদ্' যদা 'অস্মিন্' সোমে 'বাজীনীব শুভঃ' অশ্বে যথা শস্ত্রপ্রভৃত্যলঙ্কারা ভবন্তি। যদা বাস্মিন্ সোমে 'সূরে ন' সূর্য্যো ন যথা সূর্য্যাঃ 'বিশঃ' রশ্ময়ঃ উদিতা ভবন্তি তদা 'ধিয়ঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'অধিস্পর্দ্ধন্তে' অহং পুরস্তাচ্ছোধয়ামাহং পুরতঃ শোধয়ামীত্যহমিকয়া উপতিষ্ঠন্তে। তত্তোহয়ং সোমঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বৃণানঃ' আচ্ছাদয়ন 'পবতে' পাত্রেষু ক্ষরতি কলশানভি গচ্ছতি। কীদৃশঃ? 'কবীয়ান্' কাবরিবাচরন। যথা কবয়ঃ স্তোতারঃ। তানিচ্ছন। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ব্রজং ন মন্ম' মননীয়ং বোদ্ধণাং রক্ষিতব্যাং গবাং গোষ্ঠং পশুবর্দ্ধনায় গোপালঃ পরিগচ্ছতি যথা তথা দেবানাং প্রীণনায় পাত্রাণি পবতে। 'সূর্য্যো সূরে' ইতি কবীয়ান কবীয়ন ইতি চ সায় ঋচঃ পাঠঃ। (৩প—৫খ—১৭—৭সা)।

* * *

সপ্তম (৫৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। মন্ত্রের মধ্যে একসঙ্গে তিনটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং বিভিন্ন ধরনের উপমার একত্র সংযোগে মন্ত্রটীর জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম উপমা, 'বাজিনীব শুভঃ' 'আত্মশক্তি লাভ করিলে যেমন পরম মঙ্গল সাধিত হয়।' আত্মশক্তির ফল—রিপুজয়। সুতরাং রিপুজয় হইলে মানুষ আপনা হইতেই মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই উপমা পরোক্ষভাবে সত্ত্বভাব জনিত মঙ্গলকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

দ্বিতীয় উপমা, 'সূরে ন বিশঃ'—'সাধকগণ যেমন জ্ঞানলাভে আনন্দিত হয়েন'। 'সূরঃ' অর্থ দ্যোতনশীল। লক্ষণা দ্বারা এখানে সপ্তম্যন্ত 'সূরে' পদে দ্যোতনশীলের শক্তি—জ্যোতিঃ, জ্ঞানকে বুঝাইতেছে। সাধকগণের পক্ষে জ্ঞান পরম প্রার্থনীয় বস্তু। তাহা লাভ করিতে পারিলে সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না। এখানে এই উপমা সত্ত্বভাব জনিত আনন্দকে লক্ষ্য করিতেছে।

তৃতীয় উপমা,—'ব্রজনে পশুর্বৰ্দ্ধনায়'—'পশুগণ যেমন বৃদ্ধি হেতু, পোষণের জন্য, আশ্রয় স্থান প্রাপ্ত হয়।' পশুর আশ্রয় স্থান প্রাপ্তির সহিত সত্ত্বভাবের সাধকহৃদয় প্রাপ্তির তুলনা হইয়াছে। সত্ত্বভাব 'কনীয়ান' অর্থাৎ সাধককে পাইতে ইচ্ছা করেন। সাধকের হৃদয়ই তাহার আশ্রয় স্থান। সাধকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বর্দ্ধিত হয়েন। সাধক যেমন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, সত্ত্বভাবও সেইরূপ সাধকহৃদয় পাইবার জন্য ইচ্ছুক। অর্থাৎ ভগবান মোক্ষাভিলাসী সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। এই নিত্য-সত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (৩প-৫অ-৭খ-৭সা)॥০

—•—

অষ্টমং সাম।

১ ২　　৩ ১　　২ ৩　　১ ২ ৩　২ ৩
ইন্দুঃ বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে

২ ৩　২ ৩　২ ৩　　১ ৩
সোমঃ সহ ইন্বন্ মদায়।

৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১র　　২র ৩　১ ২
হন্তি রক্ষো বাধতে পরি অরাতিং বরিবঃ

৩ ২　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃণ্বন্ বৃজনস্য রাজা॥ ৮॥

* * *

গেয় গানং।

২　১　—　১ র র　২　১　৫
ইন্দ, ৪ বাজী ২। পা৭তেগোনিয়োধাঃ। ইন্দ্রাইদো ২ ৩ ৪ মাঃ।

১　২　১　৫　১র র　৩
সাহইন্বম্মদায়া। হন্তাইবা ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। বাধতেপর্য্যরাতিম্।

১　২　২ ১　১　S　২A　৩
বরাইবা ২ ৩ ৪ স্ক। থ্বম্বৃজানা ২ ৩ স্যা। রা ৩ জোবাও

৫　৪
২ ৩ ৪ বা। হো ৫ ই। ডা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ণবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"কাশ্যপস্য চ শোভনম্।"

৪ ৫ র৪র ৫ র ৫র ৫ ১ ৩ ২ ৪ ৩
২। ইন্দুর্ব্বাজীপবাতো। ওৌহোবাহাই। গোনিয়োধৌ। বাও ২

৫ ১ ২র ১র ২র ১ ২ ১ ২ ৩
৩ ৪ বা। ইন্দ্র ২ সোমা ২ ঃ সহই। স্বাস্মদায়ৌ। বাও ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ১ ২র ১র ২ র ১ ১ ৩ ৫
বা। হস্তিরক্ষোবাধতে। পার্য্যরাতৌ। বাও ২ ৩ ৪ বা

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
বরিবস্কৃণ্বন্বৃজনা ৩। সয়া। রা ৩ কৌবাও

৫ ৪
২ ৩ ৪ বা। হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৫ র র র র ৪ ৫ ২র ২ র র ১ ২
৩। ইন্দুরৌহোবাহাঈয়াবাজাউ। বা ৩। হাউব। পবতেগোনিয়োঘাউ

২ ১ ২ ১ ২ র ২
বা ৩। হাউবা। ইন্দ্রাইসোমঃ। সহইন্বাউ। বা ৩। হউবা ৩।

১ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ২ ১ ২ র ১
মা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যা ২ ৪ ৫। হস্তাইরক্ষো। বাধাতা-

২ ২ ১ ৪ ৩ ৫র র
ইপাউ। বা ৩। হাউবা ৩। যা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ২ ২ ১
তী ২ ৩ ৪ ৫ মৃ। বরাইবস্কৃ। এণ্বন্বৃজনাউ। বা ৩। হাউবা

১ ৪ র ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
৩। সয়া ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৫ র র র র ৪ ৫ ৩ র ৪ ৫ ৩র
৪। ইন্দুর্ব্বাজীপবতেগোনিয়োঘা। ইন্দ্রেসোমঃসহইন্বন্মদায়া। হস্তিরক্ষো-

র র ৪ ৫ ৪ ৫ ৩র ২ ৫র র
বাধতেপর্য্যরাতীম্। বরিবস্কৃণ্বন্বৃজনস্যরাজা। রাজা ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
এ ৩। স্যরাজা ২ ৩ ৪ ৫ । ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিমান, শক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু); 'ইন্দ্রে' (ইন্দ্রায়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবলাভায়) 'সহঃ' (বলদায়কঃ) 'গোন্যোঘাঃ' (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকাঃ জ্ঞানকিরণনিবহাঃ) 'ইষন' (প্রেরয়ন, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—উৎপন্নঃ ভবতু ইতি শেষঃ); সঃ 'রক্ষঃ' (শত্রূন) 'হন্তি' (বিনাশয়তু), 'অরাতিং' (রিপূন) 'পরিবাধতে' (সম্যক্‌প্রকারেণ সংহরতু); 'বৃজনস্য রাজা' (বলস্য অধিপতিঃ, পরমশক্তিমান) সঃ 'বরিবঃ' (পরমধনং) 'কৃণ্বন' (করোতু, অস্মাভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; রিপুনাশকঃ সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদয়ে আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প ৫অ ৭খ ৮সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিবার জন্য বলদায়ক ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক জ্ঞানকিরণনিবহ আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক; পরমানন্দলাভের জন্য সত্ত্বভাব উৎপন্ন হউন; তিনি শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, রিপুগণকে সম্যক প্রকারে সংহার করুন; পরমশক্তিমান তিনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; রিপুনাশক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৩প—৫অ—৭খ—৮সা)॥

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

মন্যার্ষ্যাসিষ্ঠঋষিঃ। 'ইন্দুঃ' ক্ষরণশীলঃ 'বাজী' বলবান 'গোন্যোঘাঃ গমনশীল-নীচীনাগ্র রসংজ্ঞাতঃ 'ইন্দ্রে' 'সহঃ' বলকরং রসম্ 'ইষন' প্রেরয়ন 'সোমঃ মদায়' তস্য মদার্থং পবতে ক্ষরতি। কিঞ্চ। 'রক্ষঃ' রক্ষঃকুলং 'হন্তি' হিনস্তি। কিঞ্চ 'আরাতীঃ' অরাতীন্ শত্রূন 'পরিবাধতে' পরিতঃ সংহরতি। কীদৃশঃ? 'বরিবঃ' বরণীয়ং ধনং 'কৃণ্বন' স্তোতৃভ্যঃ কুর্ব্বন "বৃজনস্য" বলস্য 'রাজা' ঈশ্বরঃ সোম ইতি। (৩প—৫অ—৭খ ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (৫৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটী পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই জ্ঞান অথবা সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যা সমূহের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। এই সঙ্গে সায়ণ-ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। এই অনুবাদের সঙ্গে ভাষ্যেরও অনৈক্য লক্ষিত হইবে। অনুবাদটী এইঃ—"গাভীদুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের বলাধান এবং মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করিতেছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্ব্ব-প্রকারে কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন।"

মন্ত্রান্তর্গত গোজোষাঃ' পদের 'গো' শব্দে ভাষ্যকার এখানে 'গমনশীল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যত্র 'গাভী' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। প্রচলিত বঙ্গানুবাদে গাভী অর্থ গৃহীত হইয়াছে, যদিও 'গাভীদুগ্ধে পরিপুষ্ট' অর্থ কিরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। অন্য একখানা ব্যাখ্যার টীকাতে লিখিত হইয়াছে "গোণী শব্দো গমনশীলার্থে অপভ্রংশঃ ইতি পতঞ্জলি।" 'গো' শব্দ সমূহার্থে ব্যবহৃত হয়। তাই আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণে 'গোজোষাঃ' পদে 'ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকাঃ জ্ঞানকিরণনিবহাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। (৩প—৫অ ১৭—৮সা)। *

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১

অথা পবা পবস্ব এনা বসূনি মাংশ্চত্ব-

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দো সরসি প্র ধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

ব্রধ্নশ্চিৎ যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিৎ

১ ২ ৩ ১ ২

তকবে নরং ধাৎ॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র ৪ ৫ ৪ ৫ ১র রর২ ২ ২

১। ঔহোহাই। আয়োহাই। পবা পবস্বৈনাবসূ ২ ৩ নী। ঔ ও

১অ ৩ ২ S ২ র ১ র ২ ১ ২

হোই। ইহা। ঈঔয়া। মাংশ্চত্বইন্দোসরসিপ্রধা ২ ৩ ন্বা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম,—"দাশস্পত্যানি চত্বারি"।

S ২ ৩২ S ২ ১ র র ২ ১
ঔ ২ হোই। ইহা। ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চিত্তম্পাবোতনজ্ ২

২ S ২∧ ৩২ ২ ২
৩ ভীম্। ঔ ৩ হোই। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরু-

১র র র ২ ১ ২ S ২
মেধাশ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ঙ্কাৎ। ঔ ৩ হোই।

৩ ২ S ∧ ৩ ৫র র
ইহা ঈ ২। যা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ২র ৩ ২
এ ৩। দোদিহী ১॥

* * *

৫ ৪ ৫ ১ ৫ ১ র র ২ ১ ২ র
২। অয়োহাই। পবোহাই। পবস্বেনাবসূ ২ ৩ নী। ইহো ইয়া ৩।

S ২ র র ২ ১ ২ র
ঈ ৩ য়া। মাংশ্চন্দ্ৰইন্দোসরসিপ্রধ ২ ৩ ম্বা। ইহোইয়া ৩।

S ২ ১ র র ২ র
ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চন্দ্ৰপাবোতনজ্ ২ ৩ ভীম। ইহোইয়া ৩।

S ২ ১র র র ২ ১ ২
ঈ ৩ য়া। পুরুমেধাশ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ঙ্কাৎ।

র ১ ∧ ৩ ৫র র
ইহোইয়া ৩। ঈ ২। যা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ২র ১ ১ ১ ১ ১
এ ৩। দীদয়া ২ ৩ ৪ ৫ ৬॥

* * *

২ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১র
৩। হাউ ২ ৩ ৪ বা। ২। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। হাউবা। আ।

২ ১র ২ র ১র ২র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ ২ র
পবাপবস্বেনাবসূনি। ইহই। হিয়া ২। ইহা। ইহা। মাং-

১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২
শ্চন্দ্ৰইন্দোসরসিপ্রধন্ব। ইহই। হিয়া ২। ইহা। ইহা।

১ ২ ১ ২ ২র ১ ২র ১ ২ ১ —
ব্রহ্মশ্চক্ষুস্যাবতোনকৃতিম্। ইডই হিয়া ২।

১ ২ ১ ২ ২র ৩ ৫
ইহা। ইহা ৩। হাও ২ ৩৪ বা। ২।

২ ১ ৫ ২ ১র ২র
হা ও ২ ৩৪ বা। হাউবা। পুরুমেধা-

১ ২র ১ ২র ১ ২ ১
শ্চত্তকবেনরন্ধাৎ। ইহই। হিয়া

— ১ ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২। ইহা। ইহা ২ ৩৪ ৫। ঈ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এতানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ—ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রধন্বঃ' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'পুরুমেধাশ্চৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ ন' (বায়ুতুল্যাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি) 'ব্রহ্মাশ্চৎ' (সর্ব্বেষাং মূলভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ ৭খ—৯স)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও; (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি); প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।)। (৩প—৫অ—৭খ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কুৎসঋষিঃ। হে সোম! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া সহ 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর (পবা—পূঞ্ পবনে) (ক্র্যা০ উ০) "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে (৩।২।১০১) ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ। আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ। সাবেকাচঃ (৬।১।১৬৮) —ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বম্। তথা হে 'ইন্দো' ত্বং 'মাংশ্চত্বে' মন্যমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বসতীর্জ্জাখো কলশে 'প্রধন্ব' প্রগচ্ছ। ততঃ যস্য যং ব্রধ্নশ্চিৎ সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ মূলভূতো বা আদিত্যঃ। 'বাতো ন' বাত ইব 'জূতিং' বেগং কুর্ব্বন্। কিঞ্চ। পুরুমেধাশ্চিৎ বহুবিধপ্রজ্ঞ ইন্দ্রশ্চ তকবে' তকতির্গতিকর্ম্মা পঠিতঃ। অস্মাদৌণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ যজেতি (২।৩।৩৭) কর্ম্মণি ষষ্ঠী ন লোকাব্যয়েতি (২।৩।৬৯) ষষ্ঠী প্রতিষেধশ্ছন্দসঃ সোমস্য গন্তুমিত্যর্থঃ। যস্য যত্র—ইতি জূতি জুষ্টঃ ইতি—সরন্ধাৎ সরস্বাৎ ইতি চ সাম্নঃ ঋচঃ ক্রমেণ পাঠাঃ। (৩প ৫খ ৭খ—৯সা)॥

• . •

নবম (৫৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের শেষাংশের 'সরং দাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্য' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্ন'শ্চৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতি' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্যপদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান্ নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। (৩প—৫খ-৭খ ৯সা)॥ *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, 'শ্রৌষ্ঠানি ত্রীণি"।

দশমং সাম।

৩ ১র ২র ৩১ ২ ৩ ১র
মহৎ তৎ সোমো মহিষঃ চকার অপাং
২র ৩২
যৎ গর্ভো অবৃণীত দেবান্।
১২৩ ২ ৩ ১২ ৩ র ২র ৩
অদধাৎ ইন্দ্রে পবমান ওজঃ অজনয়ৎ
২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সূর্য্যে জ্যোতিঃ ইন্দুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ র র ১ — র র র ১ --
মহত্তৎসোমোমহিষশ্চাকারা ২। অপাংযদ্গার্ভোবৃণীতা ০ দাইবা ২ না।
র র র ১ র ১ব র
অদধাদিন্দ্রেপবমানা ৩ ওজা ২ ঃ। অজনয়ৎসূর্য্যে ৩ জ্যো ২ ৩।
২ ২ ১ ২ ১র ২র
তিরিন্দ্রাউবা ৩। এ ৩। অজনয়ৎসূর্য্য-
১র ২ ১ ১ ১ ১ ১
জ্যোতিরি দু ১ ৩ ৪ ৫ ৪ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যঃ) 'মহৎ' (মহান) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ, তেজসম্পন্নঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অপাংগর্ভঃ' (উদকানাং গর্ভভূতঃ অনিশ্বিতত্বাৎ, অমৃতোৎপাদনং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (করোতি) 'তৎ' (সঃ) সত্ত্বভাবঃ 'দেবান' (দেবভাবান) 'অবৃণীত' (বৃণোতি, তৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবঃ অমৃতং তথা দেবভাবং সাধকস্ত হৃদয়ে উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ; 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'ইন্দ্রে' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবৌ, ভগবতি ইত্যর্থঃ) 'ওজঃ' (শক্তিং) 'অদধাৎ' (প্রযচ্ছতি, সত্ত্বভাবঃহি ভগবতঃ পরমাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়তি;

।ত্ত্বভাবাৎ জ্ঞানস্য শক্তিঃ বিকশিতা ভবতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।
।ত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বশক্তেঃ মূলকারণং—ইতি ভাবঃ। (৫প ৫অ-৭খ ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মহান্ তেজঃসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃতোৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সহিত মিলিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন); পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয় (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ।)। (৫প—৫অ—৭খ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পরাশরঋষিঃ। 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা 'সোমঃ' 'মহৎ' প্রভূতং 'তৎ' কর্ম্ম 'চকার' অকরোৎ। কিং তৎ? 'অপাংগর্ভঃ' উদকানাং গর্ভভূতঃ জনয়িতা অজনয়তাম্। স সোমঃ 'দেবান্' 'অবৃণীতঃ' সমভজতেতি 'যৎ' তৎ কৃতবানেতি। কিঞ্চ। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'ওজঃ' সোমপানজন্যং বলং 'ইন্দ্রে' 'অদধাৎ' স্থাপয়ৎ তথা 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'সূর্য্যে' জ্যোতিঃ তেজঃ অজনয়ৎ। (৫প—৫অ ৭খ—১০সা)।

* * *

দশম (৫৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

এই নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, উহা ভগবানের পরমশক্তি। এই শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন।

এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্ম্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—তদ্দ্বারা তিনি আপনার চরমলক্ষ্য অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'মহিষঃ' পদে আমরা 'মহিমান্বিতঃ' 'তেজোসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'মহিষাঃ' পদে পূর্ব্বে (৩প ৫অ—২খ—২সা) 'মৃগাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান মন্ত্রে 'মহান্ পূজ্যঃ' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। (৩প ৫অ—১খ—১০সা)।*

—•—

একাদশং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অসর্জ্জি বক্কা রথ্যে যথা আজৌ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ধিয়া মনোতা প্রথমা মনীষা।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যে

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৃজন্তি বহ্নিং সদনেষু অচ্ছ॥ ১১॥

• • •

গেয় গানং।

২ ১ ২ ২ ১ -- ১ ২ ৫র ১ ১ ১ ১ ১
অসাঔ ৩ হো। জিবাক্কা ২। রথ্যাইয়া ৩ ৪। থা। জা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ২ ২ ১ -- ১ ২ ৫র ৩
উ। ধিয়াঔ ৩ হো। মনোতা ২। প্রথমামা ৩ ৪। নী। ষা

১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ -- ১ ২
২ ৩ ৪ ৫। দশাঔ ৩ হো। স্বসারা ২ঃ। অধিসানো

৫ ৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
৩ ৪। অ। ব্যা ২ ৩ ৪ ৫ ই। মৃজা ঔ ৩ হো।

১ ১ ২ ৫
ত্বিবার্হ্নী ২ ম্। সদনাইষু ৩ ৪। অচ্ছা ২

১ ১ ১
উ। বা ৩ ৪ ৫॥ ১১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতমসূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, উনবিংশী বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী। উহার নাম, "আজিগ"।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'রথো যথা' (সৎকর্ম্মসাধনে যথা জ্ঞানং উৎপন্নং ভবতি) তদ্বৎ 'আজৌ' (রিপুসংগ্রামে) 'সসৃগ্ন' (প্রজ্ঞয়া,প্রার্থনয়া) 'মহোত্তা' (দেবপ্রিয়ং, দেবভাবপ্রাপকং) 'প্রথমা' (শ্রেষ্ঠং) 'মনীষা' (মনসঃ ঈষা, ভবান্ ধীসম্পন্নং, ধীশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ, ; যদ্বা, 'মনীষা' স্তুতিঃ ভবান, প্রার্থনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'বক্বা' (শব্দায়মানঃ ব্যাক্যং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অসর্জ্জি' (সৃষ্টং — ভবতি ইতি শেষঃ) ; 'দশ' (দশেন্দ্রিয়াণি, দশেন্দ্রিয়সাধ্যং) 'অভিষানঃ' (অভিষিচ্যমানং, অভীষ্টবর্ষণশীলং) 'স্বসারঃ' (যৎ জ্ঞানকিরণনিবহং) 'বহ্নিং' (মোক্ষপথপ্রাপকং তৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ) সাধকাঃ 'অব্যে' (জ্ঞানসংযুক্তে, জ্ঞানদায়কে) 'সদনেষু' (সৎকর্ম্মসাধনস্থলে, সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'অচ্ছ' (সম্যক্ প্রকারেণ) 'মৃজন্তি' (প্রেরয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকাঃ প্রার্থনয়া তথা সৎকর্ম্মসাধনেন জ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ ৭খ—১১সা) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মসাধনে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রিপুসংগ্রামে প্রার্থনা দ্বারা দেবভাবপ্রাপক, শ্রেষ্ঠ, ধীশক্তিদায়ক জ্ঞান সৃষ্ট হয় ; দশেন্দ্রিয়সাধ্য অভীষ্টবর্ষণশীল যে জ্ঞানকিরণনিবহ, মোক্ষপথপ্রাপক সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সাধকগণ জ্ঞানদায়ক সৎকর্ম্মসাধনস্থলে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে, সাধকগণ প্রার্থনা এবং সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন) । (৩প—৫অ—৭খ—১১সা) ।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

কশ্যপস্যার্ষম্। 'বক্বা' শব্দায়মানঃ বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বলিপ তাদৃশঃ পবমানঃ সোমঃ 'আজৌ' অজ'ন্ত কর্ম্মার্থ মৃ'ভজ ইতি আজির্যজ্ঞঃ তস্মিন 'ধিয়া' কর্ম্মণা স্তোত্রেণ বা সাকম্ 'অসর্জ্জি' পাত্রেষু সৃজ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'রথো যথা' রথো রথার্হে আজৌ সংগ্রামনামৈতৎ। অজাত্ত প্রাক্ষিপন্ত্যা যুগালক্রেতি তস্মিন অশ্বো যথা সৃজ্যতে তদ্বৎ। কীদৃশঃ ? 'মহোত্তা' যস্মাৎ দেবানাং মনাংসি প্রোতানি সা তথা চ ব্রাহ্মণম্ 'তস্যাং হি তেষাং মনাংসি প্রোতানি ইতি' 'প্রথমা' মুখ্যা 'মনীষা' মনস ঈষা মনীষা স্তুতিঃ ভবান্। যদ্বা। ধিয়া বিদধাতি স্তুতীরিতি ধীঃ স্তোতা তেন স্তুতিঃ প্রেষ্যতে। কিঞ্চ। 'দশ স্বসারঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ 'সদনেষু' যজ্ঞগৃহেষু পাত্রাণ্যভিমুখকৃত্য বাহ্নিং বোঢ়ারং সোমং 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে আপঃ সপ্তমার্থানুবাদকঃ 'অব্যে' অবিভবে অবিবালেন কৃতে পবিত্রে 'অজ'ন্ত' প্রেরয়ন্তি। 'প্রথমা মনীষা' 'প্রপথো মনীষী' ইতি 'সদনেষু' 'সদনানি ইতি চ সাম বচঃ পাঠঃ ॥ ১১ ॥

• . •

একাদশ (৫৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মশক্তি ও ভগবানের অনুগ্রহ এই উভয় উপায়েই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ভগবান মানুষকে কিছু পরিমাণ কর্ম্ম-স্বাধীনতা দিয়াছেন। কর্ম্মশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া, ভগবৎনিয়মের পরিচালনাধীন থাকিয়া মানুষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। অথবা ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া সাধককে জ্ঞান দান করিতে পারেন। প্রথম প্রকারের সাধককে সাধনসিদ্ধ বলে, এবং দ্বিতীয় প্রকারের সাধক কৃপাসিদ্ধ। যে উপায়েই হউক না কেন জ্ঞানলাভ করা মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সৎকর্ম্মসাধন করিতে করিতে মানুষের চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকশিত হয়। মানুষ যখন রিপু-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে, তখন ভগবানের শরণ লয় তিনি তাহাকে সেই রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য জ্ঞান প্রদান করেন। সেই জ্ঞানবলে সাধক রিপুজয় করিতে সমর্থ হয়েন।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'অদর্জ্জি' পদে বিবরণ কারের অনুসরণে 'সৃষ্টং' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অধিদানঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বের (৩প—৫অ ৬খ - ৭সা) ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'দশ স্বসারঃ' পদদ্বয়ের অর্থ এই খণ্ডের ষষ্ঠ সামের ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'সৃজস্তি' স্থলে ঋগ্বেদীয় পাঠ 'অজ্ঞাস্ত' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। (৩প—৫অ—৭খ—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ৩

অপ্সামিব ইৎ ঊর্ম্ময়ঃ তর্ত্তুরাণাঃ

২ ২৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ২ ২র

নমস্যন্তীঃ উপ চ যন্তি সং চাচ

৩ ১ ৩ ১ ২

বিশন্তি উশতীঃ উশন্তম্ ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বাসিষ্ঠম্"।

গেয়-গানং।

৫ ৪র ৫ ৪র৫র৪৫ ৪র　　৫　৩ ২৮ ৩　　৩র ২
অপামিবেদূর্ম্ময়স্তৌ। হোবা। হাই। তুরাণা ৩ ৩ ৪ ঃ। হাহোই।

১ ২র　১　২র　২ ৩ ৫　২　৩র ২
প্রমনী। ষাঃ। ঈরতে ৩। সোমম। চ্ছা ৩ ৪। হাহোই।

১　২　২ ৩ ৫　২　৩র ২
নমস্য। ন্তাইঃ। উপচা ৩। যন্তিসম্। চা ৩ ৪। হাহোই।

১ ২　১　২　৩　২ ৩ ৫　২　৩র
আবি। শা। স্তিয়ূশ। স্তৌক্লশ। স্তা ৩ ৪ ম্। হাহা

৫র র　২　১ ১ ১ ১ ১
৩৪। ঔহোবা। বা ৩ হা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাং ঊর্ম্ময়ঃ ইব' (অমৃতপ্রবাহঃ যথা আশুমুক্তিং প্রযচ্ছতি) তদ্বৎ 'তর্দুরাণাঃ' (আশুমুক্তিং কাময়মানাঃ সাধকাঃ) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'অচ্ছ' (সম্যক্ প্রকারেণ) 'মনীষা' (ভগবৎ স্তুতিং) 'প্রেরতে' (প্রেরয়ন্তি); সাধকাঃ সত্ত্বভাবলাভায় প্রার্থয়ন্তি—ইতি ভাবঃ; 'চ' (তথা) সাধকানাং 'নমস্যন্তীঃ' (নমস্কুর্ব্বতী, পূজাযুক্তাঃ, সৎকর্ম্মযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'উশতীঃ' (কাময়মানাঃ, সত্ত্বভাবকাময়মানাঃ প্রার্থনাঃ) 'উশন্তং' (কাময়মানং, সাধককাময়মানং) সত্ত্বভাবং 'উপযন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি), তেন সহ 'সংযন্তি চ' (সম্মিলিতাঃ ভবন্তি চ) 'চ' (অপিচ) 'আবিশন্তি' (প্রবিশন্তি); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৭ধ—১২দা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহ যেমন আশুমুক্তি প্রদান করে—সেইরূপ আশুমুক্তি কামনাকারী সাধকগণ নিশ্চিতরূপে সত্ত্বভাব পাইবার জন্য সম্যক্ প্রকারে ভগবৎ স্তুতি প্রেরণ করেন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করেন); এবং সাধকদিগের সৎকর্ম্মযুক্ত সত্ত্বভাবকামনাকারী প্রার্থনা, সাধককামনাকারী সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।

ভাব এই যে,—ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন।)। (৩প—৫অ—৭খ—১২সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। 'অপামিব' যথা উদকানাম্ 'ঊর্ম্ময়ঃ' ত্বরন্তে। ইৎ ইতি পূরণঃ। তদ্বৎ 'তর্তুরাণাঃ' কর্ম্মাণি দেবান্ স্তোতুং ত্বরমাণাঃ। তুর ত্বরণে জৌহোত্যাদিকঃ (আ)। যঙ্লুগন্তস্য শানচি রূপম্। অভ্যাসস্য উর্ণস্য রেফাদেশশ্ছান্দসঃ। অভ্যাসস্বরঃ। তাদৃশা ঋত্বিজঃ 'মনীষাঃ' মনস ঈশিত্রীঃ স্তুতীঃ 'সোমমচ্ছ' সোমং প্রতি প্রেরয়ন্তি 'নমস্যন্তীঃ' নমস্যন্ত্যঃ সোমং যোজয়ন্ত্যঃ সত্যঃ তম্ 'উপযান্তি' চ। উপ সমীপে গচ্ছন্তি। তমেব 'সংযন্তি চ' সঙ্গচ্ছন্তে। চ বা যোগে প্রথমা (৮১৫৯)। ইতি ন নিঘাতঃ। উশতীঃ কাময়মানাঃ স্তুতয়ঃ উশন্তং কাময়মানং সোমম্ আবিশন্তি চ প্রবিশন্তি চ। (৩প—৫অ ৭খ ১২সা)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

• . •

দ্বাদশ (৫৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রথম ভাগে একটী উপমা আছে। অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত হইলে মানুষ যেমন শান্তমুক্তি লাভ করে, সেইরূপ শান্তমুক্তি পাইবার জন্য সাধকগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যতদিন মানুষ বদ্ধ থাকে, ততদিনই দুঃখভোগ করে। মুক্তি লাভ ঘটিলে সেই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। তাই সেই 'ত্রিবিধং দুঃখংহেয়ং' হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধক প্রাণপণে চেষ্টা করেন। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ সাধিত হইলে মানুষ সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে পারে। তাই মুক্তিকামী সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্য-সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা আছে। সাধক যেমন সত্ত্বভাব কামনা করেন, সত্ত্বভাবও তেমনি সাধককে পাইতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে মোক্ষপথে চলিতে সমর্থ করেন। সন্তানের কামনা পূরণ করাই জগৎপিতার উদ্দেশ্য, তাই যখন তিনি কাহাকেও তাঁহার চরণ প্রান্তে পৌঁছিবার জন্য সচেষ্ট দেখিলে, তিনি নিজ হইতেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নেন। তিনি যদি নিজকে ধরা না দেন, তবে মানুষের কি সাধ্য যে মানুষ তাঁহাকে পাইবে! ভগবানের এই অসীম করুণার কথাই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (৩প ৫অ ৭খ—১২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম,—"সপাক্ষ সাম"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—:§*§:—

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

—:•:—

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

অষ্টম খণ্ডঃ।

পুরোজিতীতি-মুণ্যাস্ত নবর্চ্চো বৃহতীভাগো।
'আর্ষেৎভাযধুক্ষবে' শিষ্টা অনুষ্টুভঃ স্মৃতাঃ॥
পঞ্চানাং বিপ্রকীর্ণত্বাত্তত্র তত্রাভিদধ্মহে॥

* * *

প্রথমং সাম।

৩ ১ ৩ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥

* * *

গেয় গানং।

৫ র ২ ৩ ৫ ২ ১র
১। পুরোজিতী। বা অন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। সুতায়ামা ২ দয়া ৩ ১
৩ ৫ ১ ২
উ৭ায়ে ৩। ত্না ২ ৩ ৪ বে। অপশ্বানা ২ ৺, শ্রথা ৩ ১ উ৭ায়ে ৩।
৫ ১২ ২ ৫
ষ্টা ২ ৩ ৫ না। সখায়োদীই ২ র্ঘজা ৩ ১ বায়ে ৩। হ্বা ২ ৩ ৪ ম্যাম্॥

৫ র ১ ১২ ২ ১২র — —
২। পুরোজিতী। বো ৩ অন্ধা ৩ সাঃ। সুতায়মা ২। উ ২। হা
— ২ ২ ২ ১ ২র — — —
২ ই। ওহ ২। দা যাইত্ন ৩ বে। আপশ্বানা ২ ম্। উ। হা ২
১ ১ ২ ২ ১ ২র র
ই। উহ ২। শ্লা ৩ য়া ইষ্টা ৩ তা। সাখা যোদা ২ ই।
— — ১ ১ ৩
উ ২। হা ২ ই। উ ২ ৩। যা ২ আ ২ ৩ ৪
৫র র ১ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ ৩। হ্বিয়া ৪ ৫ ম্।

* * *

৫ র র ৩ ৫ ২র ১ ২ ২ ৩ ৫
৩। পুরোহাহাউ। জা ২ ৩ ৪ ইতা। বো আউ ৩ হো ৩। ধাসাঃ।
২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৫ ২ ১ ৩র ১ ২
সুতাউ ৩ হো ৩। যামা ৬। হাউবা। দয়িত্নবে ২। উপা।
১ র ২ ২ ২ ১২ ২ ৪ ৫
অপশ্বানঁ শ্নথা১ইষ্টা ৩ না। সখাউ ৩ হো ৩। যোদা ৬।
৫ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউবা। যজিহ্বিরম্। উপা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫ ৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫ ২র র ২
৪। পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ। ওবাহাই। সুতায়মাদয়িত্নবওবা ২ ৩ হোই।
র ১ ২র র ১ ২ ৩
অপশ্বানঁ শ্নথিষ্টনওবা ২ ৩ হোই। সাখায়োদাই। যাজিহ্বা ২ ৩ ৪ ৫
২ ২ ১র ২ ১ র ৩ ৩ ২
রা ৬ ৫ ৬ ম্। সুরুক্তিভির্মাদনন্তরে ২ যুবা ১।

* * *

৩ ২ ২ ৪ র ৫ ২ ৪ ১
৫। পুরো। জী ৩ তী। বোঅ। ধা ৩ সঃ এহিয়া। সু।
র র ২ ১ — ১র — ১র ২
তায়মাদা। যি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২। অপশ্বানঁ শ্ন ৩

৪ ৫ ২র — ১র — র ১র
থা৩। ষ্টা২৩৪না। ঐহা২ই। এহিয়া১। সখায়ো-

২ ৪ ২ ৫
দাইর্ঘা৩জী৩। হুব ৪৫য়ো৬হাই॥

* * *

৫ র র ৫ ২১র র ২ ১
৬। পুরোজিতীবো ৪ন্ধাসঃ। সুতায়। মাদা২৩য়া। হুস্ম ২১

১র র ২ ১২ ২ ১
২২। স্থবেঅপশ্বানঙ্‌শ্নথিষ্টন্। সাখা৩উ৷। যো২দী।

২ ১ ৪৫ ৪
ঘা২৩জী। হিয়াম্। ঔ২৩বোবা। হো৫ই। ডা॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'পুরোজিতী' (জয়প্রদানকারিণঃ—রিপুসংগ্রামে ইতি যাবৎ) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'সুতায়' (পবিত্রায়, বিশুদ্ধায়) 'মাদয়িত্নবে' (পরমানন্দায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বঃ' (যূয়ং) 'দীর্ঘজিহ্ব্যং' (সর্ব্বগ্রাসিনং; সত্ত্বাবনাশকং) 'শ্বানং' (পশূন্, রিপুনিবহং) 'অপশ্নথিষ্টন' (অপবাধধ্বং, বিনাশয়ত); মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধক। মোক্ষলাভায় অহং রিপুজয়ী ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প-৫অ-৮খ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! রিপুসংগ্রামে জয়প্রদানকারী সত্ত্বভাবের বিশুদ্ধ পরমানন্দ লাভের জন্য তোমরা সত্ত্বাবনাশক রিপুনিবহকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য যেন আমি রিপুজয়ী হই।)। (৩প—৫অ—৮খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অবাখ্যমৃষি। হে 'সখায়ঃ' সখিভূতাঃ সমানখ্যানা বা হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'পুরোজিতী' ষষ্ঠ্যাঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ পুরঃ-স্থিত-জয়স্য 'অন্ধসঃ' অদনীয়স্য সোমস্য অভুতায় 'সুতায়' অভিষুতায় 'মাদয়িত্নবে' অত্যন্তং মদকরায় রসায় 'দীর্ঘজিহ্ব্যং' দীর্ঘা জিহ্বা যস্য স দীর্ঘজিহ্বী

দীর্ঘজিহ্বী চ ছান্দসি (৪।১৬৯) ইতি ঙীবন্তত্বেন নিপাতিতঃ, তাদৃশং 'শ্বানং' চ 'অপশ্নথিষ্ট' অপশ্নথয়ত অপবাধস্ব। যথা শ্বা রাক্ষসা বা 'সুতং' সোম ন লিহ্যাস্তু তথা কুরুতেত্যর্থঃ। ১

প্রথম (৫৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ আপনার ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রেরয়িতা চিত্তবৃত্তি। সৎকার্য্য বা অসৎকার্য্য যাহাই করা যাউক না কেন, তাহার মূলে থাকে এই চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তিসমূহ যখন মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে, তখন তাহারা মানুষের পরম উপকারী বন্ধু। মানবজীবনের যাহা প্রকৃত কাম্যবস্তু, যাহা পাইলে মানুষ আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেনা। সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য যখন চিত্তবৃত্তি সমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের মত উপকারী বন্ধু আর কেহ নয়। তাই সৎকার্য্যসাধনে সহায়ভূত চিত্তবৃত্তি সমূহকে সখা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

সত্ত্বভাবই মানুষকে রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করিতে পারে। কারণ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলে রিপুগণ হীনবল হয়, পলায়ন করে। এই সত্ত্বভাব জনিত পরমানন্দ লাভের প্রধান বিঘ্ন—এই রিপুকুল। তাহারাই মানুষকে সন্মার্গগমনে পদে পদে বাধা দেয়, হৃদয়ের সদ্ভাবপ্রবাহকে শুষ্ক করিয়া তুলে। যাহাতে এই শত্রুগণ শক্তিশালী হইয়া অনিষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য সাধক নিজকে সতর্ক করিতেছেন।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'শ্বানং' পদে ভাষ্যকার 'রাক্ষস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার 'কুকুর' অর্থ করিয়াছেন। 'শ্বানং' পদে হৃদয়স্থিত পশুকেই' আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা দীর্ঘজিহ্বা, আমাদিগের হৃদয়ের সকল সদ্বৃত্তি, সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রভৃতি বিনষ্ট করে। আমাদিগের যাহা কিছু পরমার্থপ্রদ, তাহা সমস্তই এই হৃদয়স্থিত পশুগণ ধ্বংস করে। তাই ঐ পদে 'রিপু নিবহং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৩প ৫অ—৮খ ১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম

৩২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
পতির্ব্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যৎ রোদসী উভে॥ ২॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান ছয়টী। উহাদের নাম,—"প্রত্নো বো" "কার্ত্তযশম্" "ঊর্দ্ধসদ্মন্" "শাবাশ্বম্" "আন্ধীগবম্"

গেয়-গানং।

২ ১র র　২র ১　২র　১ ২ ৪
১। অয়ম্পূষোহো। রা য়ির্ভগাঃ। সোমঃ পুনা ৩। নো অর্ষা ৫ ভা

২ ১ র　২র ১র　২
৬৫৬ই। পতির্ব্বিশ্বোহো। স্যাভুবনাঃ। বিয়খ্যাদ্রে ৩।

১ ২ ৪
দাসী ৩ উ ৫ ভা ৬৫৬ই॥

* * *

৫ র　র　২ ১　২র　১ — র ১
২। অয়ম্পূষা। অয়ম্পূষা। রয়ির্ভগাঃ। সোমঃ পুনা ২। নো অর্ষতাই।

২ ১ — ১ ২ — ১　২ ১ র
পতির্ব্বাইশ্বা ২। ওস্যাভু ১ মানা ২ঃ। ওইবিয়খ্যা ২ ৩ দ্রে। দা ঈউ ৬।

১　২　১
ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা ২॥

* * *

৪ ৩ ৪ র ৫ র　২র　৩ ৪ ৫　৫　১ — ১ ৮　৩ ২
৩। অয়ম্পূষা। হো। রয়ির্ভগা ৬ এ। সোমা ২ঃ পুনা ২। নঅ ৩

৩　৫　১　২ ১ র ২　২　২
৪ ৫ এ। ষা ২ ৩ ৪ তী। পতির্বিশ্বস্যভু নঃ। বিয়খ্যা ২ ৩ দ্রো।

১র　২　১
দসীউ ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষা' (সর্ব্বেষাং পোষকঃ) 'রয়ির্ভগঃ' (পরমধনহেতুঃ ভজনীয়ঃ, পরমধনদায়কঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অয়ং' (ভগবতি বিদ্যমানঃ, যদ্বা সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ, অয়ং) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); বয়ং পরমধনদাতারং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য) 'ভুবনঃ' (ভূতজাতস্য, সৃষ্টবস্তুনাং) 'পতিঃ' (পালকঃ, সঃ 'উভেরোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ) 'আপ্রাৎ' (স্বতেজসা প্রকাশয়তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবং হি বিশ্বসৃষ্টেঃ মূলকারণং - ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৮খ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের পোষক, পরমধনদায়ক, পবিত্রকারক এই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধনদাতা সত্ত্বভাব লাভ করি); সকল সৃষ্টবস্তুর পালক তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে আপনার জ্যোতিঃতে প্রকাশিত করেন (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ)। (৫প —৫অ—৮খ— ২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ষষ্ঠ্যাভির্মাহুবণলিঃ। 'পূষা' পোষকঃ সর্ব্বেষাং। 'ভগঃ' ভজনীয়ঃ 'রয়িঃ' ধনহেতুঃ-অয়ং সোমঃ 'পুনানঃ' পবিত্রে পূয়মানঃ সন 'অর্ষতি' কলশমভিগচ্ছতি। তথা 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য ভুবনঃ ভূতজাতস্য 'পতিঃ' পালয়িতা 'সোমঃ' উভে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ব্যখ্যৎ' স্বতেজসা প্রকাশয়তি। অনেন লোকদ্বয়পতিত্বং সূচিতং (৩প—৫অ—৮খ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (৫৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ সত্ত্বভাব। সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে যখন আভ্যন্তরিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে সত্ত্বভাব প্রাধান্য লাভ করে, তখনই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা হয় কারণবারিধিতে বুদ্বুদের উদ্ভব হয়। বিশ্বকারণে সংলীন বীজ-সমূহ হইতে সৃষ্টির পত্তন আরম্ভ হয়। তাই সত্ত্বভাব বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ। এই সত্ত্বভাবের জ্যোতিঃতে নিখিল বিশ্ব জ্যোতিঃ পায়, এই মহান্ জ্যোতিঃসমুদ্রের বিন্দুমাত্র আলোক পাইয়া চন্দ্র-সূর্য্য জ্যোতিষ্মান হয়। তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "উভে রোদসী ব্যখ্যৎ"।

যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু মহান্ যাহা কিছু জগতের উপকারী, তাহা সমস্তই সত্ত্বসমুদ্ভূত। সত্ত্বভাবের শক্তিতে বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন মোক্ষ—এই সত্ত্বভাবলভ্য। তাই সত্ত্বভাবকে পরমধনদাতা বলা হইয়াছে। সত্ত্বভাব জগৎকে পোষণ করে। যাহা কিছু মহৎ উন্নত, যাহা দ্বারা জগৎ পরিপুষ্ট হয়, শক্তি লাভ করে, তাহা সমস্তই এই সত্ত্বভাবের দান। তাই সত্ত্বভাবকে জগতের পোষক বলা হইয়াছে।

এই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যের সহিত অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগের মতানৈক্য ঘটে নাই। (৩প—৫অ ৮খ ২সা)। •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম,—"ক্রৌঞ্চানি ত্রীণি"।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩　১২　৩　২ ৩　২ ২　৩ ১ ২
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।

৩ ১ ২　　৩ ১　২　৩　১২
পবিত্রবন্তো অক্ষরং দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র র　২　২　১র ২　২　২
১। সুতাসোমা। ধুমা ৩ত্তমাঃ। সোমাইন্দ্রা ৩য়মা ৩। এ ৩।

২৩২　১　২　২　২　২৩২　১　২
দিনআ। পবাইত্রবা ৩ন্তো ৩। এ ৬। ক্ষরম্মা। দাইবান্গচ্ছা

২　২　২৩র ২
৬ন্তুবা ৩ঃ। এ ৩। মদা আ॥

* * *

৫ ৪র২র৪৫ ৪　১ — ১ ∧　৩২　৩
২। সুতাসোমধুমত্তমাঃ। সোমা ২ ইন্দ্রা ২। যমা ৩৪৫। দী ২৩৪

৫　১ ২ ২ র　∧　৩র র　২ ১　২ ১র
নাঃ। পবিত্রবন্তোঅক্ষরন্। দেবান্ গচ্ছা। ন্তুবোমা

২　১
২৩দা৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৫ ৪র৫র৪৫　র　৪র ৫　২ ১　৭ —
৩। সুতাসোমধুমত্তমাঃ। সোমাইন্দ্রা। যমন্দিনঃ। পাবিত্রাবা ২।

১র ২　১ র ১∧　৩　৫
ন্তোঅক্ষরম্। দাইবান্ গচ্ছোবা। তু ২৩৪ বাঃ৮

২১　২ ৪৫　৪
মদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৫ ৪র ৫র ৪৫ র ৪র ৫ ২ ৫র ১ ৭ ^

৪। সুতাসোমধুমত্তমাঃ সোমাআউ। ইন্দ্রা ৩ য়াম ন্দনা ২ ঃ।

৩ ২ ১ ৭ ^ ৩ ৫ ২ ১ ৭

ইন্দ্রা ৩ হো। যমা ২ দা ২ ৩ ৪ ইনাঃ। পাবিত্রবা ৩ স্তোঅক্ষারা

^ ৩ ২ ১ ৭ ^ ৩ ৫ ২র র

২ ন্। ত্রবা ৩ হো। তো ২ ক্ষা ২ ৩ ৪ রান্। দেবান্গচ্ছা

১ ২ ^ ৩র ২ ১ ৩

৩ স্তুবো ১ মাদা ২ ঃ। দেবা ৩ ন্হোই। গচ্ছা

৫ ১ ^ ৩ ৫র র

২ ৩ ৪ ন্। তু ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ১ ১ ১ ১ ১

মদা ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫র র ৫ ২র র ৫র ১ ৭ — ২ —

৫। সুতাসোমধুমত্তমা ৩ এ। সোমাইন্দ্রা ৩ য়াম.ন্দনা ২ ঃ। দাইনা ২ ঃ।

১ ৭ — ১ — রর ১ র

পবিত্রবা ৩ স্তো অক্ষারা ২ ন্ ক্ষারা ২ ন্। দেবান্ গচ্ছা ৩ স্তুবো

— ১ ^ ৩র ২ ১ ৩

১ মাদা ২ ঃ। মাদা ২ ঃ। দেবা ৩ ন্হোই। গচ্ছা ২ ৩ ৪

৫ ১ ^ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১

হা। তু ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মদা ৩ ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ র র ২ ২^ ৩ ২ ১ — ১র র ২ ২^ ৩ ২ ১

৬। সুতাসোমা ৩ হা। ধুমত্তাম ২ ঃ। সোমাইন্দ্রা ৩ হা। যমন্দাইনা

— ১ ২ ২ ৩র ২ ১ — ১র র ২ ২ ^

২ ঃ। পবিত্রবা ৩ হা। তোঅক্ষারা ২ ন্। দেবান্গচ্ছা ৩ হা।

৩ ২ ১ ৫ ৪ ৫

স্তুবো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। মা ৫ দো ৬ হাই।

* * *

৫র　৩র ২　২ ২ঽ　৩২৩　র৫র
৭। সুতা। সোমা৩। হা৩হা। ধুমত্তামা২৩৪ঃ। সোমাঃ।
৩২　২ ২ঽ　৩২১　৫　৩২
ইন্দ্রা৩। হা৩হ। যমন্দাইনা২৩৪ঃ। পাবি। ত্রবা৩।
২ ২ ৩র২১　১৫র ৩২ ২
হা৩হ। ৫ভা-ক্ষরা২৩৪ন্। দেবান্। গচ্ছ৩। হা৩
২ ৩২ ১　৫ ৩ ৫
হা। ভুবো৩হো২৩৪বা। মা৫দো৮হাই॥

* * *

৫ র ২ ৪৫৪ ৫　২র১র২১　২ ১　২ঽ ৩
৮। সুতাসো৩মধুমত্তমাঃ। সোমাইন্দ্রা। যমান্দনঃ। পাবা ও
৫　২র A　৩১র২ ১　২১র
২৩৪বা। ত্রবন্তাগক্ষরন্। দেবান্গচ্ছ। ভুবোমা২
২　১
দা ৪ ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা৩॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মধুমত্তমাঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ, অমৃতোপমাঃ) 'সুতাসঃ' (অভিষুতাঃ, শুদ্ধাঃ) 'মন্দিনঃ' (পরমানন্দদায়কাঃ) 'পবিত্রবন্তঃ' (পরমপবিত্রাঃ, পবিত্রকারকাঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ক্ষরন্' (ক্ষরন্তু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবন্তু ইত্যর্থঃ); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; হে সত্ত্বভাবাঃ! অস্মাকং হৃদয়স্থিতাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'মদাঃ' (পরমানন্দদায়কাঃ রসাঃ) 'দেবান্' (দেবান্ অভিলক্ষ্য, ভগবদভিমুখেন) 'গচ্ছন্তু' (ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৫দ—৮খ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতোপম বিশুদ্ধ পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক সত্ত্বভাবসমূহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি); হে সত্ত্বভাব! আমাদিগের হৃদয়স্থিত আপনাদিগের পরমানন্দদায়ক রস ভগবদভিমুখে ঊর্দ্ধ গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই)॥ (৩প—৫দ—৮খ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যথাভির্নাহুষঋষিঃ। 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ অতএব 'মন্দিনঃ' মদকরাঃ 'সুতাসঃ' অভিষুতাঃ সোমাঃ 'পবিত্রবন্তঃ' পবিত্রে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ 'ইন্দ্রায়ঃ' ইন্দ্রার্থম 'ক্ষরন্' পাত্রেষু ক্ষরন্তু। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ। 'বঃ' যুষ্মাকং 'মদাঃ' মদ হেতবো রসাঃ 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'গচ্ছন্তু'॥ (৩প-৫অ-৮খ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৫৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত, উভয় অংশেই প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজনের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে প্রত্যক্ষভাবে সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া তাহার সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথমে হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ও তৎপরে ভগবৎচরণ লাভ। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় ভগবানের অভিমুখে পরিচালিত হয়। সেই সত্ত্বস্বরূপ পরম দেবতাও কৃপা করিয়া সাধকের দিকে অগ্রসর হয়েন। ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী যেমন কুলুকুলুস্বরে হৃদয়সঙ্গীত গাহিয়া আপনার পরমআশ্রয় সাগরে গিয়া আত্মসমর্পণ করে, তেমনি ক্ষুদ্র সত্ত্বভাবকণা বৃহৎ অসীম সত্ত্ব সমুদ্রে বিলীন হয়। আপনার বলিতে তাহার আর কিছু তখন থাকে না। যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়. ইহাই মানবের জগতের একমাত্র পরিণতি। প্রথমে হৃদয়ে ভগবৎভাবের উদ্দীপনা তারপর তাঁহার চরণে আত্মবিলয়। আমরা এই মন্ত্রে সাধনা ও সিদ্ধির এই ক্রমের-ই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। (৩প ৫অ-৮খ ৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবো অস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ৪॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম,—"যাষ্ট্রী সাম" "উর্দ্ধেউযাষ্ট্রি" "বাসিষ্টম্" "আক্কারণিধনং যাষ্ট্রী" "বাসিষ্টম্" "যারযাষ্ট্রী" "বিরত্যন্তযাষ্ট্রী" "বাসিষ্টম্"।

গেয়-গানং।

৪ ৫ ২ ১ ৭ ২ ২ ১ ১
১। হাউসোমাঃ। পব৩স্বাইন্দ্বাউ, বা৩। হউবা। অস্মভ্যঙ্গা-
৭ ২ ২ ১র র র ২ ২
তুবত্তামাউ। বা৩। হাউবা। মিত্রাঃ স্বানাঅরে১পাসাউ। বা
২ ৫র ৩ ২ ১ ৪
৩। হাউবা৩৪। স্বা। ধিয়া৩ঃ। সু২৩বা
২ ৫
৩ঃ। বা৩৪৫ ঔহোও৬ হাই॥

* * *

৫র র ৩ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩
২। সোমাঃ পবন্তইন্দবাঃ। অস্মাভ্যঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মাইত্রা ও
৫ ২র ১র ২র ১ ২ ৩ র ২ ১ ১ ১
২৩৪বা। স্বানাঅরেপসঃ। স্বাধিয়াঃ। সুবর্ব্বা২৩
২ ১
ইদা৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই ড॥ ৪॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ; সম্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ—সৎকর্ম্মসাধনে হেতু যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং,) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু—হৃদি হোত যাবৎ); 'ইন্দবঃ' (সদ্ভাবাঃ) 'স্বানাঃ' (আভবযমানাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ—ভবন্তু ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধন-প্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৫অ ৮খ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সম্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধন-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)। (৩প—৫অ—৮খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মনুঃ সাংবরণঋষিঃ। 'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ সোমাঃ 'পবন্তে' অস্মভ্যং মদর্থং 'ক্ষরন্তি' আগচ্ছন্তু বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ

'ধানাঃ' অভিযুধ্যমানাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ অতএব 'ধানাঃ' শোভনধানাঃ 'ধর্ণিকঃ' সর্বজ্ঞাঃ। 'ধানা.' 'সুধানাঃ' ইতি পাঠৌ॥ ৩প ৫অ—৭খ—৪সা)॥

চতুর্থ (৫৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরাস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসত্যের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদিগের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সম স্বীপাত্তেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে পাতু বতমাঃ'—সন্মার্গ প্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ সাধনের উপায় বিধান করেন তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম আরাধনীয় সত্ত্বভাবকে তাই 'মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে। (৩প ৫অ ৮খ—৪সা)।•

পঞ্চমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
অভী নো বাজসাতমঁ, রয়িমর্ষ শতস্পৃহম্।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভাসহম্॥ ৫॥ *

গেয়-গানং।

৫ র র ১ ৫ ৩ ৫ র র ১ ৫ ৫
১। অভীনোবা। আ২ সা২৩ম উহোবা। তা২৩৪ মায়ু।
২ ১ ২ ১ ২ ১ র ১ ৭ —
রয়িমর্ষশতস্পৃহম্। ইন্দোসহস্রভা২৩হো। র্ণসা২ ম্।
১ ১ ২ ২ ৩
তুবিদ্যুম্নংবিভা২৩হোয়ে৩। সহমো২৩৪৫ই। ডা।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটি। তাহাদের নাম "ক্রোশে দে"।

৫ র র　১ র ২　১ র　১ ২ ৩
২। অভীনোবা। জাগাওমম্। রয়িম। মাউবা ২ ৩। হোবা ২ হাই।

১ ২　১ ২র　১　১ ২ ২
শতস্পৃহম্। ইন্দা ২ স। হাউবা ২ ৩। হোবা ৩ হা। স্রহর্ণসম্।

১　১ ৩　৫র র　২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
তুপামে ০। দ্যু ২ ম্না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বিভাসহ ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥

* *

২ — ১　২র র　৪　২ ৩　৫　২ —
৩। অভী ২ হোই। গোবাজা ৩ সা ৩। হাতা ২ ৩ ৪ সাম্। রয়ী ২

১　২　৪　২ ৩　৫　২ — ১
হোই। অর্ষণা ৩ তা ৩। হাস্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্। ইন্দো ২ হোই।

২　৪　২ ৩　৫　২ — ১
সহস্রা ৩ ভা ৩। হার্ণ ২ ৩ ৪ সাম্। তুবা ২ হোই।

২　৪　২　৪
দ্যুম্নংগী ৩ ভা ৩। হ ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্॥

• • •

২ ১　২　৫র　৩ ২　২ ১ ২
৪। অভীনোবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। জসা। তম　ম্। রয়িমর্ষা ৩ ১ ২ ২ ৪।

৫　৩ ২　২ ১ ২　৫　৩ ২
শত। স্পৃহা ৩ ম্। ইন্দোসাহা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্রভ। ণসা ৩ ম্।

২ ১ ২　৪
তুবাইদ্যুম্না ৩ ১ ২ ৩ ম্। বিভা ৫ সহাউ। বা॥

• • •

৪ র র র　র ৪　র　৪
৫। অভীনোবৌহো ৫ জসাতমাম্। রয়িমর্ষৌহো ৫ শতস্পৃহাম্।

র র　৪　র　র ৪　৫
ইন্দোসহোহো ৫ স্রভর্ণসাম্। তুবিদ্যুম্নোহো ৫ বিভাসহাম্। সহম্।

৪　৫　৫　২　১ ১ ১ ১ ১
তুবিদ্যুম্নংবিভা ৬। হাউবা। সহা ৩ মে ২ ৩ ৪ ৫। ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজসাতমং' (আত্মশক্তিপ্রদায়কং) 'শতস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বলোকবরণীয়ং) 'সহস্রভর্ণসং (অনেকপোষণযুক্তং, সর্ব্বেষাং পোষকং) 'তুবিদ্যুম্নং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বিভাসহং' (আত্মতেজস্বিনং, শত্রুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং আত্মশক্তিদায়কং পরমধনং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৫অ ৮থ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে আত্মশক্তিপ্রদায়ক, সর্ব্বলোকবরণীয়, সকলের পোষক, জ্যোতির্ম্ময়, শত্রুনাশক ধন প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তিদায়ক পরমধন লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—৮থ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অসমীনৃশ্বরিশ্বাসৌ ঋষয়ো। হে 'ইন্দো' দীপ্যমান সোম! 'বাজসাতমম্' অত্যন্তং বলপ্রদ (মন্নপ্রদং বা ধনং পুত্রং 'নঃ' অস্মাকম্ 'অভ্যর্ষ' অভিগময়। কীদৃশম্? 'শতস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ম্। 'সহস্রভর্ণসং' বহুবিধভরণম্ অনেকপোষণযুক্তমিত্যর্থঃ। 'তুবিদ্যুম্নং' দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি যাস্কঃ বহ্বন্নং বহুযশোযুক্তং বা। 'বিভাসহং' মহতঃ প্রকাশস্যাভিভবিতারম্ অতিতেজস্বিনমিত্যর্থঃ। শতস্পৃহম্—পুরুস্পৃহম্—ইতি, বিভাসহং বিভ্বাসহম্—ইতি চ সাম্ন ঋচঃ পাঠঃ॥ (৩প—৫অ—৮থ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (৫৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

ভাল জিনিষটী সকলেই পাইতে চায়। যাহা দ্বারা মানুষ উপকার পায়, যাহা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষ আগ্রহের সহিত কামনা করে। সত্ত্বভাব মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে, কাজেই সকলে তাহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই সত্ত্বভাবকে 'শতস্পৃহং' বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতের মিল আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! আমাদিগের নিকট এতাদৃশ ধন লইয়া এস, যাহাতে প্রচুর অন্ন পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বজনের কামনীয়, যাহাদ্বারা সহস্র প্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়,

যাহার জ্যোতিঃ অতি চমৎকার, যাহা বলবানকে আরও বলশালী করে।" অবশ্য, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ইন্দো' পদে সোমরসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (৩প-৫অ ৮খ-৫স)। *

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়ং ইন্দ্রস্য কাম্যম্।

৩ ২উ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বৎসং ন পূর্ব্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ॥ ৬॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ ৫ ১ ২ — ১ ২

১। অ২৩৪ভী। ওইনবন্ত আদ্রু, ১হা২ঃ। ওইপ্রিয়মিন্দ্রস্যকামা

— ২ র ২ -- ১ র ২

১য়া২ম্। ওই বৎসন্নপূর্ব্বআয়ু১নী২। ওই। জাত৺রিহন্তিমো

৫ ৪ ৫

১২৩৪। বা। তা৫রো৬হাই॥

* * *

৫র ৩২ ৪ ২ ১২A ৩

২। অভী। নবী৩২। তআ৫দ্রুহাঃ। প্রিয়ামিন্দ্রা৩। স্যকামা

৫ ২ ১২A ৩ ৫ ১র ২ ১

২৩৪য়াম্। বৎসন্নপূ৩। র্ব্বাআয়ু২৩৪নী। জাতা৫৺হোই।

২ ২ ২১র ২ ১

রিহা৩হো। ন্তিমাতা২৩রা৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম "সোম সামানি ত্রীণি" "ক্রৌঞ্চং" "সোমসাম"।

৬। অভীনবন্তে অদ্রুহঃ। ওহাই। প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। ওহাই।

বৎসং ন পূর্ব্ব আয়ুনি। ঔহোবাহাই জাতꣳ রিহোবা। ঔ২৩৪

মা। তরা। ঔ ও হো বা। হো ও ই। ডা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মাতরঃ ন' (মাতরঃ যথা) 'পূর্ব্বে' (প্রথমে) 'আয়ুনি' (বয়সি) 'জাতং' (উৎপন্নং, জাতং) 'বৎসং' (সন্তানং) 'রিহন্তি' (লিহন্তি, আদ্রিয়ন্তে) তদ্বৎ 'অদ্রুহঃ' (অদ্রুহাঃ, অজাতশত্রবঃ, রিপুজয়িনঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' 'কাম্যং' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং—স্থানং ইতি যাবৎ) 'অভিনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, আদরেণ সহ গৃহ্ণন্তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুজয়িনঃ সাধকাঃ পরমং আকাঙ্ক্ষণীয়ং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৮খ ৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতা যেরূপ প্রথম বয়সে জাত সন্তানকে আদর করেন, সেইরূপ রিপুজয়ী ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রিয় সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় স্থানকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৩প—৫অ—৮খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অন্তস্থ্যন্ কাশ্যপো দ্বয়োঃ। যথা 'মাতরঃ' গাবঃ 'পূর্ব্বে' প্রথমে 'আয়ুনি' বয়সি 'জাতং' বৎসং 'রিহন্তি' লিহন্তি তথা 'অদ্রুহঃ' অদ্রোগ্ধারঃ বসতীবর্য্যাখ্যা আপঃ ইন্দ্রস্য 'প্রিয়ং' কাম্যং সর্ব্বৈঃ কাময়মানং সোমম্ 'অভিনবন্তে' অভিগচ্ছন্তি॥ (৩প—৫অ—৮খ ৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৫৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

মা সন্তানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। সন্তানের চেয়ে অধিকতর স্নেহাস্পদ জগতে আর কেহ নাই। আবার প্রথমজাত সন্তান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। জীবনের এই প্রথম অপূর্ব্ব অনুভূতি, স্নেহের মূর্ত্তিমান বিগ্রহের আবির্ভাব, মাতৃহৃদয়কে অভিভূত

করিয়া ফেলে। এই সংস্পৃষ্টির আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া যান। যাহা দ্বারা এই পরম শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন, যাহা দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, সেই পুত্রের প্রতি মাতার আদরের আর সীমা থাকে না। এই উপমা দ্বারা সাধকহৃদয়ের অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। সাধক যেমনি আগ্রহে, তেমনি ব্যাকুলতার সহিত, জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েন। যেমনভাবে মাতা তাহার প্রিয়তম পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, তেমনি ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার সহিত সাধক নিজ হৃদয়ে জ্ঞানকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। সে আকাঙ্ক্ষার, সেই ঔৎসুক্যের তুলনা নাই। যাঁহারা রিপুজয়ী, যাঁহারা সৎকর্ম্মান্বিত, তাঁহারা সেই পরমকল্যাণদায়ক, জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সেই সর্ব্বলোকাকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞান, দেবতার পরম প্রিয়বস্তু। সুতরাং জ্ঞানীকে ভগবান সাদরে আপনার চরণে আশ্রয় দেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। (৩অ ৫খ—৮খ ৬সা)॥ *

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ হর্য্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুঃ তন্বন্তি পৌংস্যম্।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শুক্রা বিয়ন্ত্যসুরায় নির্ণিজে
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বিপামগ্রে মহীয়ুবঃ॥ ৭॥

* * *

গেয়-গানং।

৩র ২ ১ ৫ ২ ১র ২ ১ ২র ৩ ২ ১ ৫
১। আহা ৩। ঔ ২ ৩ ৪ বা। হর্য্যতায়ধৃষ্ণবে ২। ধনু ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ বা।
২ ১র ২ ৩ ২ ১ ৫ ২র
তন্বন্তপৌংস্যম্। শুক্রা ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ বা। বিয়ন্ত্যসুরায়-
১ ১র ৩ ১ ৫ ১ ২র
নির্ণিজে ২। বিপা ৩। ঔ ২ ৩ ৪ বা। অগ্রে ২
র ১ ১ ১ ১ ১
মহীয়ুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের শততম সূক্তের প্রথমাঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান তিনটী। উহাদের নাম "আভিষানি ত্রীণি।"

২ ২ ১ ৭ ২ ৮ ৩ ৫ ২ ২ ৫ র র ৩
২। হা ৩ হাই। আৎর্য্যতা। যা ২ ৩ ৪ ধূ। হা ৩ হা ৩ ৪। ঔহোবা। স্বা

৫ ২ ২ ১ ২ ৮ ৩ ৫ ২ ২
২ ৩ ৪ বে। হা ৩ হাই। ধনুষ্টাস্বা। তৌ ২ ৩ ৪ পোঁ। হা ৩ হা ৩ ৪।

৫ র ৫ ৩ ৫ ২ ২ ১ র ১ ২ ৭ ২ ৮
ঔহোবা। সৌ ২ ৩ ৪ ম্রাম্। হা ৩ হাই। শুক্রাবিয়। ত্বাগস্থ্যা।

৩ ৫ ২ ২ ৫ র র ৩ ৫
বা ২ ৩ ৪ নী। হা ৩ হা ৩ ৪। ঔহোবা। ষী ২ ৩ ৪ কে।

২ ২ ১ ২ ৮ ৩ ৫ ২ ২
হা ৩ হাই। বিপামাগ্রাঙ্গ। মা ২ ৩ ৪ হো। হা ৩ হা ৩ ৪।

৫ র র ৩
ঔহোবা। যূ ২ ৩ ৪ বাঃ॥

৪ ৫ ৪ র ৪ ৫ ৪ ১ ২ — ১ ২ —
৩। আৎর্য্যতায়ধূষত্বস্বা। ধনুষ্টা ১ স্ব ২। তিপৌ৺সা ১ মা ২ স্থ।

১ র ২ ১ ৭ ২ ১ ৩ ৫ ১ ২
শুক্রাবিয়। ত্বাগস্থ্যা ৩। ষানী ২ র্ণ ২ ৩ ৪ ইকাহাই। বিপাংমা

— ১ ৪ ২ ৫
১ গ্রা ২ ই। ঔহই। মা ২ ৫ হো ৩। যূ ৩ ৪ ৫ বো ৬ হাই॥

৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ২
৪। আ ৪ হর্য্য। তা ৪ য়ধৃ। ষ্ণা ৩ বোধস্যুষ্টস্থা। ত্রিপৌ৺সিয়াম্।

৫ র ২ ১ ৭ ২ ৮ ৩ ২ ৫ ১ ২
শুক্রাবিয়। ত্বাগস্থ্যা। যনাউবা ৩। ষী ২ ৩ ৪ কে। বাইপা ৩

২ ১ ২ ২ ১ র ২
৺হাই। আগ্রে ৩ হাঙ্গ। মহীযূ ২ ৩ বা ৩ ৪ ৬ঃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মহীয়ুবঃ' (পূজাকামাঃ অধ্বর্য্যবঃ, সৎকর্ম্মনিরতাঃ জনাঃ) 'হর্য্যতায়' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ায়, সর্ব্বলোকবরণীয়ায়) 'ধৃষ্ণবে' (রিপুবিমর্দ্দকায় দেবায়, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পৌংস্যং' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধন্বস্বা তন্বন্তি' (ধন্বু ইতি অ্যাং কুর্ব্বন্তীতি, লক্ষাসিদ্ধং কুর্ব্বন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপামগ্রে' (সাধকানাং অগ্রেস্থিতঃ, শ্রেষ্ঠঃ সাধকঃ) 'নির্ণিজে' (তমোগুণাত্মকায়) 'অসুরায়' (রিপবে, তং বিনাশায় ইত্যর্থঃ) 'শুক্রা' (শুভ্রবর্ণাং, বিশুদ্ধতা ইতি ভাবঃ) 'বিয়ন্তি' (উৎপাদয়ন্তি হৃদি ইতি শেষঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে রিপুজয়িনঃ তথা পবিত্র-হৃদয়াঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৩অ—৮খ—৭সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মনিরত ব্যক্তি সর্ব্বলোকবরণীয় রিপুবিমর্দ্দক দেবতাকে লাভ করিবার জন্য আত্মশক্তি উৎপাদন করেন; শ্রেষ্ঠ সাধক তমোগুণাত্মক রিপু বিনাশের জন্য বিশুদ্ধতা হৃদয়ে উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য রিপুজয়ী এবং পবিত্র হৃদয় হয়েন।)॥ (৩প—৩অ—৮খ—৭সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হর্য্যতায়' সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ায় 'ধৃষ্ণবে' শত্রূণাং ধর্ষণশীলায় সোমায় 'পৌংস্যং' পুংস্ত্বজাতি বাত্মকং বলং 'ধন্বস্বা তন্বন্তি' ধন্বু ইতি অ্যাং কুর্ব্বন্তীতি সোমস্য ধারা বিসর্গার্থং বিস্তারয়মানং পবিত্র মধ্যস্থিতে তদেব বিবৃণোতি 'বিপাং' মেধাবিনাং 'অগ্রে' পুরস্তাৎ 'মহীয়ুবঃ' পূজাকামা অধ্বর্য্যবঃ 'শুক্রা' শুক্লবর্ণানি গো-পয়াংসি 'অসুরায়' বলবতে 'নির্ণিজে' স্বরূপায় শোধনার্থং 'বয়ন্তি' আচ্ছাদয়ন্তীত্যর্থঃ। 'শুক্রাবিয়ন্ত্যসুরায়নির্ণিজে' শুক্রাবয়ন্ত্যসুরায়নির্ণিজম্ ইতি সাম পাঠঃ পাঠঃ। ৭

• . •

সপ্তম (৫৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "এই সুশ্রী অসুর লোমে জন্য পুরুষের ধারণ যোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করিতেছে। পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবতারা দেখিতেছেন।" এ ব্যাখ্যাকার 'শুক্রা' পদে 'শুভ্রবর্ণ বস্ত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ পদে শুভ্রবর্ণ দুধের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। মূলে না থাকিলেও উভয়ত্রই সোমরসের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। 'শুক্রা' পদে বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণের চরমোৎকর্ষ, হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই লক্ষ্য করে। উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদে অথবা ভাষ্যে 'যোজনা করিতে

কর্ম্মের কর্ত্তার উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ প্রথমাংশের ব্যাখ্যা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। উহার কোনও সঙ্গতার্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অসুর শব্দে ভাষ্যকার 'বলবান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গলা অনুবাদকেরও ঐ মত পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু অসুরের প্রকৃত অর্থ সুরবিদ্বেষী অর্থাৎ দেবতাবিদ্বেষী। যাহা দেবভাবের প্রতিকূল, তাহাই 'অসুর'। আমরা পূর্ব্বাপর ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং এখানেও তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি না। তাই আমরা অসুর শব্দের 'রিপবে' অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'নির্ণিজে' পদেও পূর্ব্বানুসারে (ঋগ্বেদ, ১ম—২১৩সূ—১৪ঋ) 'তমোগুণাত্মিকায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'দৌহিষং' পদের অর্থও অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১০১সূ ৩ঋক দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার 'বিয়ন্তি' পদের স্থলে ঋগ্বেদীয় পাঠ 'ব্যন্তি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সামবেদীয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। (৩প ৫অ—৮ঋ

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১
পরি ত্যঁ৺ হর্য্যতঁ৺ হরিং বভ্রুং

২ ৩ ১ ২
পুনন্তি বারেণ।

২ ৩ ২উ ৩ ১উ ৩ ১ ২
যো দেবান্ বিশ্বাঁ৺ ইৎপরি মদেন

৩ ১র ২র
সহ গচ্ছতি॥ ৮॥

গেয় গানং।

৩ ৪ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ ৩ র ৪
পরিত্যাঁ৺ হর্য্যতঁ৺ হরিম্। পা ২ ৩ ৪। রিত্যাঁ৺ তৌ হা ৫ র্য্যতঁ৺ হরাইম্।

৩ র ৩ র ৪র ৫ ১ র র ৪র ৩র ৪র
বভ্রুম্পুনন্তুবারেণ। বাঁ ২ ৩ ৪। ভ্রুম্পু নৌহো ৫ ন্তিবারেণা। যাদে।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম "গোড়া সমবত হব্যানি চত্বারি"।

৩র ৪র ৩৪ ৫ ১ ২র ২র ২র ৪ ৪
বাস্বশ্বাঽ ইৎপারি। যো২৩৪। দেবাস্বাহো ৫ শচাঽ ইৎপরাই।

৩৪র ৩ ৪ ৫ ১ ৪ ৪
মদেনসহগচ্ছাতি। মা২৩৪। দেনগোহো ৫ হম।

৪ ৫
চ্ছা ৫ তো ৬ হাই। ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেন সহ' (আনন্দেন সহ, সাধকায় পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বান্' (সর্ব্বান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'পরিগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি, তৈঃ সহ সম্মিলতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়ং) 'বভ্রুং' (পালকং সজ্জনপালকং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বারেণ' (অমৃতেন) সাধকাঃ 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পুনন্তি' (শোধয়ন্তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (২প ৫অ ৮খ ৮সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধককে পরমানন্দ দিবার জন্য যে সত্ত্বভাব সমস্ত দেবভাবকে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, সেই পাপহারক, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়, সজ্জনপালক সত্ত্বভাবকে অমৃতের দ্বারা সাধকগণ সর্ব্বতোভাবে শোধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে—সাধকগণ অমৃতদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৬প—৫অ—১খ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋজিশ্বাম্বরীষাবৃষী। 'হর্য্যতং' সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'বভ্রু' বভ্রুবর্ণং চ 'ত্যং' তং সোমং 'বারেণ' বালেন পবিত্রেণ 'পরি পুনন্তি' পরিশোধয়ন্তি। 'যঃ' সোমঃ 'বিশ্বান্' সর্ব্বানিন্দ্রাদীন্ 'দেবানিৎ' দেবানেব 'মদেন' মদকরেণ রসেন সহ 'পরি' গচ্ছতি ইতি ॥৮॥

অষ্টম (৫৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বভ্রুং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বভ্রুবর্ণ' অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। অন্যত্র তাঁহার মতানুসারেই সোমরস হরিৎবর্ণ। একই জিনিষ, একই অবস্থায়, দুই বর্ণ হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'বভ্রু' পদ সোমরসের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'বভ্রু' শব্দে পালক, সজ্জনপালক প্রভৃতি ভাবকে লক্ষ্য করে। আমরা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'বারেণ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে (৩প—৫অ-৫খ—৩সা) আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রের মধ্যে একটি নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বের সঙ্গেই সত্ত্বের মিলন হয়, সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীকেই চায়। তাই সত্ত্বভাব ও দেবতা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের মিলনে, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবতার সম্মিলিত হইলে সাধক পরমানন্দ—অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৩প ৫অ ৮খ-৮সা)। *

—•—

নবমং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ১ ২ ৩ ১র ২র
প্র সুম্বানায় অন্ধসো মর্ত্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২র
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ৯ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ৪র ৫ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৫
প্রসুন্ধা২৩ নায়অন্ধসাঃ। মর্ত্তঃ। নবা২। ষ্টতদ্বা২৩৪ বাঃ।

২ র ৩২ ৫ ২১র ২
অপাশ্বানমরা। ধা২৩৪ সাম্। হতামা২৩ খম্।

৩২ ৫
নভৃ৩.গা৫ বা৬৫৬ঃ॥৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বৈয়শ্বমাকূপারম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্তঃ ন' (মনুষ্যঃ ইব, সাধকঃ যথা) 'সুষ্বানায়' (অভিষূয়মানায়, বিশুদ্ধস্য ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবসম্বন্ধিনঃ) 'তৎ বচঃ' (প্রসিদ্ধঃ বচঃ, জ্ঞানং) 'প্রবষ্ট' (শৃণোতি, গৃহ্লাতি) তথা 'ভৃগবঃ ন মখং' (সাধকাঃ যথা সৎকর্ম্ম সম্পাদয়ন্তি) তদ্বৎ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'অরাধসং' (সাধনবিঘ্নকারিণঃ) 'শ্বানং' (রিপূন্) 'অপহত' (বিনাশয়ত, বিনাশ্য জ্ঞানসম্পন্নাঃ তথা সৎকর্ম্মসাধনরতাঃ ভবত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। বয়ং সৎকর্ম্মান্বিতাঃ তথা পরাজ্ঞানসম্পন্নাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—৮খ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং সাধকগণ যেমন সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সাধনবিঘ্নকারী রিপুদিগকে বিনাশ কর, অর্থাৎ বিনাশ করিয়া জ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধনরত হও। (মন্ত্রটী আত্মদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মান্বিত এবং জ্ঞানসম্পন্ন হই)॥ (৩প—৫অ—৮খ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রজাপতিঋষিঃ। 'সুষ্বানায়' অভিষূয়মাণায় (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) অভিষূয়মাণস্য 'অন্ধসঃ' সোমস্য 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'বচঃ' বচনং যোষং 'মর্ত্তো-ন' মর্ত্ত্য ইব কর্ম্ম-বিঘ্ন-কারী 'তবষ্টন' কাময়তাং ন শৃণোত্বিতি যাবৎ। তথা হে স্তোতারঃ! 'অরাধসং' সাধক-কর্ম্ম রহিতং 'শ্বানম্' 'অপহত'। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'মখং' ন যথা পুরা অরাধসং মখং এতন্নামানং ভৃগবোঽপহতবন্তঃ তথা। অপহতেত্যর্থঃ। 'সুষ্বানায়'—'সুষ্বাণস্য'—ইতি, 'বষ্ট' 'বৃতে'—ইতি চ সাম ঋচঃ পাঠঃ॥ (৩প—৫অ—৮খ—৯সা)॥

ইতি শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে
ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়স্যাষ্টমঃ খণ্ডঃ॥ ৮॥
॥ ইত্যান্তষ্টুভম্॥

* * *

নবম (৫৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটী—'মর্ত্তঃ ন' অর্থাৎ সাধকগণ যেমন জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহান্বিত থাকেন অথবা যেমন জ্ঞান লাভ করেন, সেইরূপ

ভাবে জ্ঞান লাভে আমরা যেন সচেষ্ট হই—ইহাই উপমার মর্মার্থ। সাধকগণ তাঁহাদের সাধন বলে নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদভিমুখী করেন। সাধনপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। সেই সাধনাপ্লুত হৃদয়ে সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মানবহৃদয়ই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। উপযুক্ত সাধনাদ্বারা মানব মাত্রেই পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। ভগবান কাহাকেও জ্ঞানদানে বিমুখ নহেন। কেবলমাত্র সেই জ্ঞান ধারণ করিবার উপযোগী হৃদয় প্রস্তুত করা চাই। যিনিই সেই উপযোগীতা লাভ করিবেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনিই ভগবানের সেই পরমদান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরাও মানুষ, আমরাও সেই পরমধন লাভ করিবার অধিকারী—কেবল মাত্র সেই জন্য নিজকে প্রস্তুত করা চাই। 'মর্ত্তঃ ন' উপমায় এই সাধন-ধারার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার 'মর্ত্তঃ ন' পদ দ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মর্ত্তা ইব বিঘ্নকারী"। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা কি ভাব সূচিত হয়? 'মর্ত্তঃ' পদে যদি প্রচলিত 'মনুষ্য' অর্থও গ্রহণ করা যায়, তথাপি এই ব্যাখ্যার কি কোন সার্থকতা থাকে? মানুষ কিসের বিঘ্নকারী হইবে? আর মানুষকে যদি সৎকর্ম্মের বিঘ্নকারী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সৎকর্ম্মসাধনকারী কে? পরন্তু মানুষই সৎকর্ম্মসাধন করিতে পারে, মানুষই সত্ত্বভাব লাভ করিবার অধিকারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই উপমার ভাষ্যার্থ হইতে কোন সঙ্গত ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় উপমা 'ভৃগবঃ ন মখং'। সাধকগণ যেমন সৎকর্ম্ম সাধন করেন, সেইরূপ সৎকর্ম্ম সাধনের জন্য আত্মোদ্বোধনই এই উপমার লক্ষ্য। এই উপমা হইতেও প্রথমোক্ত উপমার সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করা হইয়াছে দ্বিতীয় উপমার ব্যাখ্যায় এক আখ্যানের অবতারণা দেখা যায়। তাহা এই যে—'মখ' নামক সাধকর্ম্মরহিত ব্যক্তিকে ভৃগুগণ নিধন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না। আমরা 'ভৃগু' পদে সৎকর্ম্মসাধনশীল অর্থই পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান মন্ত্রেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই আখ্যায়িকা বা উপমার প্রচলিত ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 'মখং' শব্দ নিরুক্তে 'যজ্ঞ' 'সৎকর্ম্ম' ইত্যাদিবাচক পর্য্যায়ভুক্ত। তাহা হঠাৎ 'অরাধসং' হইল কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক আমাদিগের মত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসরণে আমরাও 'সুধানায়' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। (৩প—৫অ—৮খ ৯সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি। উহার নাম "বৈরূপম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। নবমঃ খণ্ডঃ।

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথাস্য দশত্যাং অভিপ্রিয়াণীতি মুখ্যা দশ সম্মতাঃ।
আদ্যাস্তত্র ঋচো দৃষ্টাঃ কবি নাম্না মহর্ষিণা।
উত্তরা বিপ্রকীর্ণত্বাদৃষয়স্তেষু ঋষয়ঃ পৃথক্।

* * *

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
নামানি যহ্বো অধিযেষু বর্দ্ধতে

১ ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩
আ সূর্য্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
রথং বিশ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২র১র ২ ১ ৩
১। আভিপ্রী২৩৪স্না। পীপাবা২৩৪ন্তাই। চনোহিত২৩ঃ। নামনী

৫ ২ ৩ ৫ ২র১ ৫ ২ ১ ৩ ৫
২৩৪যা। হ্বোঅধী২৩৪য়ে। যুবর্দ্ধতায়ে৩। আসুনী২৩৪রা।

২ ১ ৩ ৫ ২র১ ২ ২ ৩ ৫ ২ ১ ৩
স্ত্যাবৃহা২৩৪ন্তাঃ। বৃহমধায়ে৩রাথংবা২৩৪ইম্রা। মামারু

৫ ৩ ২
২৩৪হাৎ। বিচা৩১উবা২৩। ক্ষা২৩৪পাঃ॥

* * *

৪ ৪ ৫ ১ ৩৪৫ ৪ ৪র৫ ৫
২। এ৫। অভিপ্রিয়া২। পিপবন্তাই। এ৫। চনোহিতাঃ। এ৫।

৪র র৫ ১ ৩র ৪ ২ ৪ ৪ ৫ ৪ ৪র র৫ ১
নামানীয়া২। হ্বোঅধিযাই। এ৫। যুবর্দ্ধতাই। এ৫। আসুরিয়া২।

৩৪ ৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৪ ৫ ১
স্ত্যবৃহন্তাঃ। এ৫। বৃহমধী। এ৫। রথংবিম্রা২।

৩৪ ৫ ৪ ৪ ৫ ৪
চমরুহাৎ। এ৫। বিচক্ষণাঃ। হো৫ই। ডা॥

* * *

৫ র র র র ৪৫ ১ ২ ১ ৩ ৫ ২১ ২র১ ২
৩। অভোোহোবাহাইপ্রিয়াণী পবন্তা ইচা২৩৪নো। হিতাঃ। নামানি-

র ৩ ২ র ১ ২র১২ র ১ ২১ ২
য়াহ্বোঅধিয়েযুর্দ্ধতাই। আসূর্য্যস্যবৃহতোবৃহমধাই। রথম্। বাইম্র-

১২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঞ্চমরুহৎ। বিচা৩১উবা২৩। ক্ষা৩পা২৩৪৫ঃ॥

* * *

২ ১ ২র১ ১ ২ ১ ২ ৫র ৪
৪। অভিপ্রিয়া। ণীপবতাই। হোইহো বা ৩ হোয়ে ৩ ৪। চনোহিতাঃ।

৫র ৪ ৫ ২রর ১ ২র১ ১ ২
হাহো। বাহাই। নামানিয়া। হ্বোঅধিয়াই। হোইহোবা ৩

১ ২ ৫ ৪২ ৫র ৪ ৫ ২র র ১
হোয়ে ৩ ৪। যুগন্ধেতাই। হাহো। বাহাই। আসূরিয়া।

২র ১ ১ ২ ১ ২ ৫ ৪
আরুহতাঃ। হোইহোবা ৩ হোয়ে ৩ ৪। বৃহস্থধী।

৫র ৪ ৫ ২ ১ ২র ১
হাহো। বাহাই। রথংবিষ্ব। চামরুহাৎ।

১ ২ ১ ২ ৫ ৪
হোইহোবা ৩ হোয়ে ৩ ৪। বিচক্ষণাঃ।

৫র ৪ ৫ ৫
হাহো। বা ৬ হাউ। বা।

২র২র ২ ১
বাজীজিগী ৩ বা৬ ৭।

* * *

২ ১ ২র১ ২র ১র ২ ১
৫। অভিপ্রিয়া। ণীপবতাই। চানোহিতাঃ। হোবা ৩ হোই।

২রর ১ ২র ১ ২র১ ২ ১
নামানিয়া। হ্বোঅধিয়াই। যুগন্ধেতাই। হোবা ৩ হোই।

২রর ১ ২র১ ২র ১ ১ ১
আসূরিয়া। আরুহতাঃ। বৃহস্থধাই। হোবা ৩ হো।

২ ১ ২র১ ২র১ ২ ১ ∧
রথংবিষ্ব। চামরুহাৎ। বীচক্ষণাঃ। হোবা ৩ হো ২।

৩ ৫র র ২র১র ২র১র
বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বাজী জিগীবা-

৩র১ ২র ∧ ৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বাধনা ২ নী ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫ ৪ ২ ১র ২ র ১ ১র র র
৬। আ৩্যাবা। প্রিয়াণিপবতাই। চনোহাইতা ২ ঃ। নামানিয়হ্বো-

২ ১ — ২র র ২ ১ ১ ২
অধিয়াই। সূর্য্যাতা ২ ই। আসূর্য্যস্যরথতো। রুহম্মাধী ২ ৩। য়াথা ৩.

৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪
৩ বাইয়া। চযরুহা। ২ ৩ ৫। বাইচা ৩ ক্ষা। ৫ পা। ৬ ৫ ৬ ঃ। ১।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চনোহিতঃ' (হিতায়ঃ, শক্তিযুক্তঃ, আত্মশক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'প্রিয়াণি' (সর্ব্বস্য প্রীণয়িতৄণি) 'নামানি' (নমনশীলানি উদকানি, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবতে' (ক্ষরতি) সত্ত্বভাবঃ অমৃতপ্রবাহেন সহঃ মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ; 'যেষু' (অমৃতেষু, অমৃতপ্রবাহে) 'যহ্বঃ' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'অধিবর্দ্ধতে' (সম্যক্প্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ ভবতি); 'বৃহন্' (মহান্) 'বিচক্ষণঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্য, জ্ঞানমূলকং ইত্যর্থঃ) 'বিষ্বঞ্চং' (বিশ্বগ্‌গমনং, ভগবৎ-প্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'অধ্যারোহৎ' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকঃঅয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ জ্ঞানেন তথা সৎকর্ম্মণা সহ মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—৯খ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহ অভিমুখে ক্ষরিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েন); অমৃতপ্রবাহে এই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হয়েন; মহান্ সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপযানকে প্রাপ্ত হন; (ভাব এই যে,—মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হয়েন।)। (৩প—৫অ—৯খ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চনোহিতঃ' (চন ইত্যন্ননাম চায়তেরসুনি চন ইত্যৌণাদিক-সূত্রেণ নিপাতিতঃ) চনসেঽন্নায় হিতঃ। যদ্বা। হিতায়ঃ সোমঃ 'প্রিয়াণি' জগতঃ প্রীণয়িতৄণি নামানি নমনশীলানি তাদৃশদকানি 'অভিপবতে' অভিতঃ ক্ষরতি করোতি। 'যেষু' অন্তরিক্ষস্থিতেষু 'উদকেষু 'যহ্বঃ' মহানহং সোমঃ 'অধিবর্দ্ধতে' অধিকং প্রবৃদ্ধো ভবতি। অপাং মধ্যে সোমো অস্তি খলু। ততঃ 'বৃহন্' মহান্ সোমঃ 'বৃহতঃ' মহতঃ পরিবৃঢস্য 'সূর্য্যস্য' 'বিষ্বঞ্চং' বিষ্বগ্‌গমনং

প্রথম 'অধি' উপরি 'বিচক্ষণঃ' বিশ্বস্য দ্রষ্টা সন্ আরোহৎ আরোহতি। 'অশ্নৌ' প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে (ম° ৩।৭৬)—ইতি॥ (৩প ৫অ . ৯খ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৫৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§ * §:——

সত্ত্বভাব অমৃত-প্রাপক। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলেই তিনি অমৃতের সন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করেন। সুতরাং আপনা হইতেই হৃদয় সৎকর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়। অসৎ তাঁহার বাক্যচিন্তা ও কর্ম্মের বাহিরে চলিয়া যায়। সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম মিলিত হইলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার মত আর কিছু থাকে না। যাহা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোমরূপ অন্ন উৎপাদন কারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষারিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারীরথের উপর আরোহণ করিলেন।" (৩প—৫অ—৯খ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অচোদসো নো ধন্বন্তু ইন্দবঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র স্বানাসো বৃহদ্দেবেষু হরয়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১ ১
বি চিদশ্নানা ইষয়ো অরাতয়োঽর্য্যো

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নঃ সন্তু সনিষন্তু নো ধিয়ঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োস্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান ছয়টী। উহাদের নাম,—"কাণ্বম্" "ঔড্ডকাম্" "বাজসানি" "বাজজিৎ" "বাজজিৎসাম" "বাবকাবম্।"

গেয়-গানং।

২ র ১ ২র ৪ ২র ১ ২ র ১
১। আ.চাদাগো ২ ৩। নোপনূপা ২ ৩। তূইন্দ্রাঃ। প্রস্বানাগো ২ ৩।

২ ১ ২ ২র১ ২ ১ ২র ১
বৃহদ্দাইবে ৩ ৩ ষহরয়াঃ। বিচি" শ্ন্না ২ ৩। নাইষাম্না ২ ৩ঃ।

২র১র ২ ২ র ১ ২র ১
আরাওয়াঃ। অর্য্যোনাঃপা ৩। তূপনাইষা ২ ৩।

২র১র ২ ১ ১ ১ ১
তূপাপিয়া ৩ ১ উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

১ ২র ৩ ২ক ৩র ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২র র ২ক ৩ ৪ র র৫
২। আচোদগো। নোপনুবস্তু। ইন্দ্রাঃ। প্রাস্বানাসো। বৃহদ্দেবেষু।

৪ ৫ ১ ২৩২ক ৩র ৪ র ৫ ৪র ৫ ১ ২র ৩ ২ক
হরয়াঃ। বাইচিদশ্ন। নাইমযোগ। রাওয়াঃ। অর্য্যোনঃপা।

৩ ৪ ৫ ৪
তুপনিষ। তুনো ৫ ধিয়াউ। বা ॥

• • •

২র র ২ ২ র ১র ১ ২ ৪ ২ ৩
৩। হাউহোবা ৩ হাই। আচোদসোনো ৩ ধা। নুপা ৩ স্তু ৩। ইন্দ্র।

১ ১ ১ ১ ২র র ২ র র র ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ঃ। হাউহোবা ৩ হাই। প্রস্বানাসোবৃ ৩ ৩ হাৎ। দেবে ৩

৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ র ১র
ষু ৩। হরয়া ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হাউহোবা ৩ হাই। বিচিদশ্নানা ৩

১ ২ ৪ ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র
আই। যয়ো ৩ আ ৩। রাওয়া ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হ উহোবা

২ র ১ ২ ৪
৩ হাই। অর্য্যোনঃপস্তু ৩ পা। নিষা ৩ স্তু ৩।

২র ক ১ ১ ১
নোপিয়া ৩ ২ উবা ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

৫ ৪ ১ র র ২ ১ — ১ র র র র
৪। অচোহাই। দাগোনোধন্নুগা। তুইন্দাবা ২ ঃ। প্রস্বানাগোব্রহদ্দেবাই।

২ ১ ∧ ৩ ৫ ৩ ৫ ২র র
যূহরায়া ২ ঃ। বিচো ২ ৩ ৪ হাই। অশ্নো ২ ৩ ৪ হাই। নাইষয়াঃ।

৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ৩
অয়ো ২ ৩ ৪ হাই। তায়াঃ ৷ অর্য্যো ২ ৩ ৪ হাই। নঃ গো ২ ৩

৫ ২ ∧ ৩ ৫ ১ S ২ ৫
৪ হা। তুগানী ২ ৩ ৪ যা। তূনা ৩ উবা ৩, ধী ২ ৩ ৪ য়াঃ ॥

• • •

৫ র ৪ ৫ ১ র র ২ ১ — ১ র র র
৫। অচোহোবা। দাসোনোধবাঃ। তুইন্দাবা ২ ঃ। প্রস্বানাগো

র ২ ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ৩
ব্রহদ্দেবাই। যূহরায়া ২ ৩ ঃ। বাইচা ৩ দাশ্না। নাইষা ২ ৩

৫ ২ ৩ ২ ∧ ৩ ৫ ৩
৪ য়া। হোই। অরাতা ২ ৩ ৪ য়াঃ। হো ৩ ই।

১ ২ ৪ ৫ ২ ∧ ৩ ৫ ২∧
আর্য্যো ৩ নাঃ সা। তূগানী ২ ৩ ৪ যা। হো।

৩ ২ ৪ ১
তূনো ৩ ধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ ॥

• • •

৫ র ৪ ৫ ১ র র ২ ১ ১ র র র
৬। অচো। বাহাই। দাগোনোধন্নুবা। তুইন্দা ২ বাঃ। প্রাস্বানোগো

র ২ ১ ২র ১ ২ ১ ২
ব্রহদ্দেবাই। যূহরায়া ২ ৩ ঃ। বা ২ ৩ ইচাৎ। আ ২ ৩। শ্রো ৩ ৪।

৩র ৪৩ ৪র ৫র ২ ২ ১ ২ ১
নাইষয়ো অয়া। তা ৩ য়াঃ। আ ২ ৩ র্য্যা। না ২ ৩ ঃ

২ ৩ ৪ ৫ ৩ ২ ৪
সা ৩ ৪। তূগনিষ। তূনো ৩ ধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অচোদসঃ' (অনন্যপ্রেরিতাঃ, স্বতন্ত্রাঃ) 'স্বানাসঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'বৃহদ্দেবেষু' (পরমদেবতাসু, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'বি' (বিশেষেণ) 'প্রধন্বন্তু' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু); 'নঃ' (অস্মাকং) 'অরাতয়ঃ' (ধনদানাদিরহিতাঃ, সত্ত্বগুণবর্জ্জিতাঃ) 'অর্য্যঃ' (রিপবঃ) 'ইষয়ঃ বিচিদশ্নানাঃ' (অন্নলাভেন বঞ্চিতাঃ, শক্তিহীনাঃ ইত্যর্থঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (প্রার্থনাঃ যদ্বা চিত্তবৃত্ত্যাদীনি) 'সনিষন্ত' (সম্ভজন্তু, প্রাপ্নুবন্তু,—ভগবন্তং ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম; রিপুজয়িনঃ ভবেম; ততঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬প—৫দ—৯খ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ পাপহারক সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগের সত্ত্বগুণবর্জ্জিত রিপুগণ শক্তিহীন হউক; আমাদিগের চিত্তবৃত্ত্যাদি ভগবানকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, রিপুজয়ী হই, তারপর ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হইতে পারি।)। (৬প—৫অ—৯খ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অচোদসঃ' অচোদনাঃ অনন্যপ্রেরিতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রধন্বন্তু' প্রগচ্ছন্তু (ধন্বতির্গতিকর্ম্মা)। কুত্র? 'বৃহদ্দেবেষু হরয়ঃ' প্রভূতদেবযুক্তেষু যজ্ঞেষু (যথা বা বৃহদ্দেবকুলজ্ঞেষু অধ্যন্তে ইতি সম্বন্ধঃ) কীদৃশা ইন্দবঃ? 'স্বনাসঃ' সূয়মানাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ কিঞ্চ। 'অরাতয়ঃ' ধনাদিদানরহিতাঃ 'নঃ' অস্মাকম্ 'অর্য্যঃ' অরয়ঃ 'ইষয়ঃ' ইষোঽন্নানি ইচ্ছন্তঃ 'অশ্নানাঃ' অশনেন ভোজনেন বিযুক্ত এব সন্তু। কিঞ্চ। নোঽস্মাকং 'ধিয়া' কর্ম্মাণি দেববিষয়াণি স্তোত্রাণি 'সনিষন্ত' দেবান্ সম্ভজন্তু। 'দেবেষু'—'দিবেষু' ইতি পাঠৌ। 'বিচিদশ্নানা ইষয়ো অরাতয়োঽর্য্যো নঃ সন্তু সনিষন্ত নঃ ধিয়ঃ'—ইতি ছন্দোগাঃ। 'বিচিনশন্‌ ইষো অরাতয়োঽর্য্যো নঃ সন্তু সনিষন্তো ধিয়া' বহ্বৃচাঃ॥ (৬প—৫অ—৯খ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৫৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § * § ———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। উহা তিনভাগে বিভক্ত। মন্ত্রে সত্ত্বভাবপ্রাপ্তি, রিপুজয় ও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে

প্রথমতঃ সত্ত্বলাভ। হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে মানুষের অন্তরস্থিত রিপুগণ আপনা
ত দূরে পলায়ন করে। সাধক-হৃদয়ের অপূর্ব্ব তেজ তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া
লাকাগমে পেচকের ন্যায় নরকের অন্ধকারে আত্মবিলোপ করে। হৃদয় হইতে রিপুর
প্রব দূরীভূত হইলে মানুষ নিরুপদ্রবে সাধনমার্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সহজেই ভগবৎ-
ণ পৌঁছিতে পারে। সাধনা ও সিদ্ধির এই ধারাই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব দেখা যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত
নুবাদ উদ্ধৃত হইল;—"যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত-স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত
য়া আমাদিগের নিকট আগমন করুক, আমাদিগের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট
ক, আমাদিগের শত্রুরাও নষ্ট হউক, আমাদিগের সৎকর্ম্মগুলি দেবতারা গ্রহণ
ন।" (৩প—৫অ—৯খ ২সা)॥ •

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
এষ প্র কোশে মধুমাঁ৲ অচিক্রদদিন্দ্রস্য

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বজ্রো বপুষো বপুষ্টমঃ।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অভ্যৃ৩ত তস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্ষন্তি পয়সা চ ধেনবঃ॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

১ — ১ A ৩২A ৩ ৫ ২ ১ ২ ১
মপ্রকোশে২। ম। ধুমাঁ৲২। অচাইক্রা২৩৪দাৎ। ইন্দ্রাস্যবাজ্রা

— ১ A ৩৩৩ ৫ ২ ১ ২ ১ —
২ঃ। পুষো২। বপুষ্টা২৩৪মাঃ। অভ্যাষতাস্যা২। সু।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম
ষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান ছয়টী। উহাদের নাম
থাঙ্গিরসানি ত্রীণি" "সামরাজম" "সোমরাজম" "সামরাজম" "সিমানাং নিধনং"।

১ ৲ ৩ ২র ৩ ৫ ২র ১র ১২ —
দুঘাঃ ২ ঃ। ঘৃতাশ্চ ২ ৩ ৪ তাঃ। বাশ্রাঅর্ষান্তী ২। প।
১ ২ ৪
যসা ২ ৩। চধা ৩ ইনা ৫ বা ৬ ৫ ৬ ঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রস্য বজ্রঃ' (ইন্দ্রদেবস্য রিপুনাশকঃ অস্ত্রঃ ইব, পরমরিপুনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমান্' (অমৃততুল্যঃ) 'বপুষঃ' (দীপ্তিমতঃ) 'বপুষ্টমঃ' (পরমদীপ্তিমান্) 'এষঃ' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'কোশে' (কলশে, পাত্রে, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রাচিক্রদৎ' (প্রকর্ষেণ শব্দায়তে, প্রকৃষ্টং জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); 'পয়সা চ বাশ্রাঃ ধেনবঃ' (অমৃতং কাময়মানাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ যথা অমৃতপ্রবাহেণ সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'ঋতস্য সুদুঘঃ' (সত্যস্য দোগ্ধ্রাঃ, সত্যজ্ঞান-বর্দ্ধকঃ) 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' (অমৃতদায়কঃ, অমৃতস্রাবী) সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ 'অভ্যর্ষন্তি' (অভি-গচ্ছন্তু, অস্মান্ প্রাপয়ন্তু, অস্মাকং সহ মিলিতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। বয়ং সত্ত্বভাবং তথা পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫অ—৯খ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমরিপুনাশক, অমৃততুল্য দীপ্তিমান্ হইতে পরম দীপ্তিমান্ এই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন ; অমৃতকামনাকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ যেমন অমৃত-প্রবাহের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ সত্যজ্ঞানবর্দ্ধক অমৃতস্রাবী সত্ত্বভাব আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব এবং পরাজ্ঞান লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—৯খ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' অয়ং সোমঃ 'মধুমান' মধুর-রসঃ 'কোশে' দ্রোণকলশে 'প্রাচিক্রদৎ' প্রকর্ষেণ শব্দায়তে। কীদৃশ এষঃ ? 'ইন্দ্রস্য বজ্রঃ' বজ্রস্থানীয়ঃ বলকরত্বেন বজ্রবৎ প্রহরণসাধনত্বাদ্ বজ্রত্বোপচারঃ। 'এষ' এষঃ হি সোমঃ 'বপুষঃ' বীজানাং বপ্তৄনাম্মাৎ 'বপুষ্টমঃ' অতিশয়েন বপ্তা। বীজাবাপস্য সোমকর্ত্তৃকত্বাৎ (সোমো বৈ রেতোধা ইতি শ্রুতেঃ)। 'ঋতস্য' সত্যফলস্য সোমস্য ধারা ইতি শেষঃ। তা 'অভ্যর্ষন্তি' অভিগচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ ? 'সুদুঘঃ' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রাঃ ফলানাম্। 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' উদকস্য রসস্য বা ক্ষারয়িত্র্যঃ 'বাশ্রাঃ' শব্দয়ন্ত্যঃ। পয়সা যুক্তা বাশ্রা ধেনব ইব সুপ্তোপমমেতৎ। 'বপুষ্টমঃ' 'বপুষ্টরঃ' ইতি 'অভ্যক্ষস্য' 'অভীমৃতস্য' ইতি 'পয়সা চ ধেনবঃ' 'পয়সেন ধেনবঃ' ইতি চ ছন্দোগবহ্বৃচানাং পাঠাঃ। ৩।

* *

তৃতীয় (৫৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাবকে 'ইন্দ্রস্য বজ্রঃ' বলা হইয়াছে। ঐ পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "বজ্রস্থানীয়ঃ বলকরত্বেন বজ্রবৎ প্রহরণ সাধনত্বাদ্ বজ্রত্বোপচারঃ"। আমরাও প্রায় ঐ মত পোষণ করি। বজ্রের রিপুনাশিকা শক্তি সম্বন্ধে আমরা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি। ভগবান যে শক্তি দ্বারা জগতের শত্রু নাশ করেন, অমঙ্গল বিদূরিত করেন, তাহা বজ্রশক্তি। সেই শক্তির সহিত সত্ত্বভাবের তুলনা করা হইয়াছে অথবা সত্ত্বভাবকেই বজ্র বলা হইয়াছে। মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলের বিনাশ হয়, মহত্ত্বের দ্বারা ক্ষুদ্রত্ব দূরীভূত হয়। সত্ত্বভাবের শক্তিতে পাপ কালিমা বিনষ্ট হয়, সত্ত্বভাব প্রবাহে তমোজনিত মলিনতা অপবিত্রতা দূরে চলিয়া যায়। তাই এই অমোঘশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাবকে ভগবানের রিপুনাশক মহাস্ত্র বলা হইয়াছে।

শুধু তাই নয়। সত্ত্বভাব "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। উহা মধুময়,— অমৃততুল্যও বটে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মান্বিত তাঁহাদের পক্ষে উহা পরম মঙ্গল নিধান। যাহারা দুর্ব্বলহৃদয়, ক্ষীণশক্তি তাহাদের পক্ষেও উহা অমৃততুল্য সঞ্জীবনী সুধা। তাহাদের মধ্যে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলে তাহারা অমিতবলসম্পন্ন হয়েন, জড়তা, হীনতা তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। সত্ত্বভাব 'ঋতস্য দুদুঃখ' তাহা হইতে সত্য ক্ষরিত হয়। সত্ত্বভাবের সঙ্গে সত্য জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ হৃদয়ে সত্যের দেখা পান। তখন তিনি চরম সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। এই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভের জন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

'অভ্যর্ষন্তি' ক্রিয়া পদে বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যকারও 'তাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়া প্রকারান্তরে বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। (৩প—৫অ—৯খ—৩সা)। •

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
প্রো অয়াসীৎ ইন্দুঃ ইন্দ্রস্য নিষ্কৃতং

৩ ২ ৩ ২র ২র ৩ ১
সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমঃ কলশে শতয়ামনা পথা ॥ ৪ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)। উহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "বার্ষিইন্দ্।"

২র ১ ২ র ২ ৩ ৫ ৩র ২৩৩১র
পারস্বতায়ে ৩। সোমঃ কল্পা ৭ শেশাতয়া।

৩ ২ ৪
অনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬॥

• • •

— ১ র র ৭ ৪ ২৩৫
৫। আ ২ ই। ইয়া। প্রো৷ অয়াসাইদিন্দুরিন্দ্রা ২৩। স্যা ৩ নিষ্কৃতম্।

১র ৭ ৪ ২৩৫ ১ ৭
সখাসখ্যুর্নপ্রমিনা ২৩। তী ৩ সঙ্গিরম্, মর্য্যাইবাযুবতিভা ২৩ ইঃ।

৪ ২৩৫ — ১ র ২ ২
সা ৩ মর্ষা৩। আ ২ ই। ইয়া। সোমঃ কলশে ১ শতয়া ২৩।

২ ৪
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ) সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি); মর্য্যঃ ইব 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্ প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষাত' (আগচ্ছতু, আস্মাভিঃ সহ সম্যকরূপেণ মিলিতঃ ভবতু,—ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প-৫দ-৯খ ৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্ প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপ ভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

ভাব এই যে—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।)। (৬প—৫অ—৯থ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋষিগণঋষিঃ। 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি। গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ সোমঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সমাগ গিরণাধারভূতমুদরং 'ন প্রমিনাতি' ন হিনস্তি। কিঞ্চ। সঃ 'মর্য্য ইব' 'যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যো যথা তরুণীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বৎ অয়মপি সোমো যুবতিভির্মিশ্রণশীলাভির্বসতীবরীভিরদ্ভিঃ সহ 'সমর্ষতি' সঙ্গচ্ছতে অভিষবকালে। স চ সোমঃ 'শতয়ামনা যাম্না অনেকয়া মনসাধনচ্ছিদ্রোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্রলক্ষ্মনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যম। যথা মর্য্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শতয়াম্না পথা সঙ্গচ্ছতেঽদ্ভিঃ। 'শতয়ামনা' শতয়াম্না ইতি পাঠৌ। (৬প—৫অ—৯থ—৪সা) ॥

* * *

চতুর্থ (৫৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡*‡—

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা'। সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরমআকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি। সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি .
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্ন লিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃত হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৬প—৫অ—৯থ—৪সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম "সৌশব" "উত্তরসৌশব" "প্রবস্তার্গবম" "ক্রৌঞ্চ" "বামন"।

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দক্ষো দেবানাম্ অনুমাদ্যো নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র ৩
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভিঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২
বৃথা পাজাᳫসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪র ২ র ১ ২ ৪র
১। ধর্ত্তাদাইবা ৩। ওবা ৫ এ। পবাতেক্রত্বো ৩ য়োরাসা ৩। ওবা ৫ এ

২ ১ ২ ৪র ২র র ১ ২ ৪র
দক্ষোদাইবা ৩। ওবা ৫ এ। নামনুমাদো ৩ য়োন ২ ভা ৩। ওবা

২ ১ ২ ৪র ২র র ১ ২
৫ এ। হরাইঃসার্জ্জা ৩। ওবা ৫ এ। নোঅতিযোনা ৩ সাত্বাভা ৩।

৪র ২ ১ ২ ৪র ২ ১ ২
ওবা ৫ এ। বৃথাপাজা ৩। ওবা ৫ এ সিক্রণুষাইনদাইষ্বা ৩।

৪র ৪
ওবা ৩ এ। হো ৫ ই। ডা ॥

* * *

৫ র র ৪ ৫ ২ ১ ২ʌ ৩র S ২ ২
২। ধর্ত্তাঔহোহোহাই। দিবঃ। পবতেকা। ঔহো ৩ হা ৩। হা।

১র র ২ʌ ৩র S ২ ২ ১র ২ ১র
ত্বিয়োরসো। দক্ষোদেবা। ঔহো ৩ হা ৩। হা। নামনুমা। দিয়ো-

২ ৩র S ২ ২ ১র
নৃভাইঃ। হরাইঃসার্জ্জা। ঔহো ৩ হা ৩। হা। নোঅতিয়ো।

২ ১ র ২ʌ ৩র S ২ ২ ১ ২ʌ
নসত্বভাইঃ। বৃথাপাজা। ঔহো ৩ হা ৩। হা। সিকৃণষা।

৩র ১ ২ ২ ৩ র ২ ১ ২র ১ ২ ২
ঔহো ৩ হা ৩ । হাই । নদীষুবা । ঔহো ৩ হা ৩ । হা ও ৪ ৫

৫র র ২ ৩ ৬র ২
ঔহোবা । এ ৩ । নদীষুবা ৬ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধর্ত্তা' (সর্ব্বস্য ধারণকর্ত্তা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (রসযুক্তঃ, অমৃতময়ঃ) 'শুভ্রঃ' (শোধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ, বিশুদ্ধঃ) 'দেবানাং দক্ষঃ' (দেবভাবসম্পন্নানাং শক্তিদায়কঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ,) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ; সাধকানাং প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'অত্যঃ ন' (সৎকর্ম্ম যথা শক্তিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'সত্বভিঃ' (প্রাণীভিঃ মনুষ্যৈঃ, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সৃজানঃ' (উৎপাদ্যমানঃ উৎপন্নঃ সন্) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অপ্রযত্নেন, স্বতএব) 'নদীষু' (সত্ত্বাধারেষু, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'পাজাংসি' (বলানি) 'আকৃণুতে' (করোতি, শক্তিং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সত্ত্বভাবঃ পাপনাশকঃ তথা আত্মশক্তিদায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (৩প-৫অ-৯খ-৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের ধারণকর্ত্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদিগের শক্তিদায়ক, সাধকদিগের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম্ম যেমন শক্তি প্রদান করে, সেইরূপ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পাপহারক সত্ত্বভাব স্বতঃই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হয়েন।) ॥ (৩প—৫অ—৯খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কবিঋষিঃ। 'ধর্ত্তা' সর্ব্বস্য ধারকঃ সোমঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ অন্তরিক্ষস্থিতাদ্দশাপবিত্রাৎ 'পবতে' পূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ? 'কৃত্ব্যঃ' কর্ত্তব্যঃ শোধ্য ইত্যর্থঃ। 'রসঃ' রসাত্মকঃ। 'দেবানাং' 'দক্ষঃ' বলপ্রদঃ। যদ্বা। দক্ষঃ প্রবর্দ্ধনীয়ঃ দেবানামর্থায় তথা 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'অনুমাদ্যঃ' অনুমাদনীয়ঃ স্তোত্যো বা। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। 'সত্বভিঃ' প্রাণিভিঃ

'বৃষা' অপ্রমত্তেন 'ধামানি' স্থানানি শ্রীমান্ বেগেন 'কৃণুতে' কুরুতে 'নদীষু' বসতীবরীষু অদ্ভিঃ ইত্যর্থঃ। অসিক্ত ইত্যর্থঃ। অয়মভিষবসময়াভিপ্রায়ঃ। (৩প ৫অ—৯খ—৫সা)।

* *

পঞ্চম (৫৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

এই দ্বিধা বিভক্ত মন্ত্রটীর উভয় অংশেই সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এবং প্রথমাংশে বিশেষ ভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব সকলের ধারণ কর্ত্তা। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই সত্ত্বপ্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্ত্বের গুণ—স্থিতি। রজগুণের চাঞ্চল্য ও তমগুণের জড়তা নাশ হইলে সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য লাভ হয়। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যাহাতে অবস্থিত হইলে মানব কোন অবস্থায়ই বিচলিত হয়েন না, হৃদয়ের শান্ত স্থৈর্য্য অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের গুণেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'দিবঃ ধর্ত্তা' পদদ্বয়ে 'দ্যুলোকের ধারণকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকের নহে, তাহা সর্ব্বলোকের ধারণ কর্ত্তা।

সত্ত্বভাবই অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। তাহার প্রভাবে মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, অমৃতত্ব লাভ করে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করে। তাই সাধকগণ এই পরম কল্যাণকর শক্তিদায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা স্বতঃই মানুষকে দিব্যশক্তি প্রদান করে। সেই শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া তিনি অনায়াসে ভগবৎ-চরণ লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই। "এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইঁহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইঁহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। যথা 'বৃষা' 'সপ্তিঃ' অনুমাদনীয়। ঐ সকল পদে প্রধানতঃ আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। (৩প—৫অ—৯খ—৫সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"বাৎসপ্রিরসীত্রে।"

ষষ্ঠং সাম।

১২ ৩ ১ ২ ৩২উ
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩২
সোমো অহ্নাং প্রতরীতা উষসাং দিবঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
প্রাণা সিন্ধুনাং কলশ৺ অচিক্রদৎ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥ ৬॥

* * *

গেয়-গানং।

১। বৃষামাতী২৩। নাপবাতা২৩ই। এ৩। বিচক্ষণএ৩। সোহো-আহ্না২৩ম্। প্রতরাঈতা২৩। এ৩। উষসান্দিবএ৩। প্রাণানা-ইন্ধূ২৩। নস্কলাশা৺২৩। এ৩। অচিক্রনদে৩। ইন্দ্রস্যাহা২৩। দিয়াবাইশা২৩ন্। এ৩। মিনিষিভিরে৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

২। বৃষামতীনাম্পা। ভাইবা১ইচা২৩৪। ক্ষ। পা২৩৪৫ঃ। সোমোঅহ্নাম্প্রতরী। তোবা১সা২৩৪ম্। দি। বা২৩৪৫ঃ। প্রাণাসিন্ধুনাকল। শা৺আ১চা২৩৪ই। ক্র। দা২৩৪৫ৎ।

১ ২ ১র ২ ৩ ৪
আইন্দ্রেস্থহ র্দ্দিয়াবি। শাম্মা ১ না ২ ৩ ৪ ই। নিভাহ

^ ^ ১ ১ ১
২ উ। পা ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

১ — ১ — ১র র ২ ১ ২ ১র — ১
৩। বৃষা ২ মতী ২ ই। নাম্পবতেবিচক্ষা ২ ৩ ণাঃ। সোমো ২ অহ্না

— ১ র র ২ ১র ২ ১র ১ — ১র র
২ ম্। প্রতরীতোষসান্দা ২ ৩ ইবাঃ। প্রাণা ২ সিন্ধূ ২। নাঙ্কলশাও

২ ১ ২ ১ — ১ ১ র ২ ১র
অচিক্রো ২ ৩ দাৎ। ইন্দ্রা ২ স্যহা ২। দিঃাবিশন্মনীষা ২ ৩

২ ১
ইভা ৩ ৪ ৩ ইঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মতীনাং' (প্রাজ্ঞানাং, যদ্বা স্তোতৃণাং) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু); বয়ং অভীষ্টবর্ষকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; সঃ 'অহ্নাং' (দিবসস্য, দিবালোকস্য, জ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'উষসাং' (জ্ঞানোন্মেষিকাদেব্যাঃ) তথা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, দেবভাবস্য ইত্যর্থঃ) 'প্রতরীতা' (বর্দ্ধয়িতা ভবতি ইতি শেষঃ); 'সিন্ধুনাং' (স্যন্দনশীলানাং উদকানাং, অমৃতপ্রবাহানাং ইত্যর্থঃ) 'প্রাণা' (কর্ত্তা যদ্বা পূরকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'কলশান্' (হৃদয়পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (ধারয়া প্রবিশতু); সঃ 'মনীষিভিঃ' (অস্মাকং স্তুতিভিঃ সহ) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ং, সামীপ্যং ইত্যর্থঃ) 'আবিশন্' (প্রবিশতু, গচ্ছতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনয়া বয়ং ভগবন্তং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ ৯খ ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তোতাদিগের অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বজ্ঞ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি); তিনি জ্ঞান, জ্ঞানোন্মেষিকাদেবী এবং দেবভাবের বর্দ্ধনকারী হয়েন; অমৃতপ্রবাহের কর্ত্তা সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে ধারারূপে প্রবেশ করুন;

তিনি আমাদিগের স্তুতির সহিত ভগবৎসমীপে গমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—৯খ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সিকতা ঋষিঃ। অয়ং 'সোমঃ পবতে' অভিষূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ? 'মতীনাং' স্তোতৄণাং স্তোত্রাণাং 'বৃষা' বর্ষকঃ কামানাম্। 'বিচক্ষণঃ' বিদ্রষ্টা। 'অহ্নাং' উষসাং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্যাদিত্যস্য বা 'প্রতরীতা' প্রবর্দ্ধয়িতা। কিঞ্চ। 'সিন্ধূনাং' স্যন্দমানানামুদকানাং 'প্রাণা' প্রকর্ষেণ অনিতি চেষ্টতে ইতি প্রাণা কর্ত্তা সোমঃ 'কলশান্' 'অচিক্রদৎ' ধারয়া অধ্বনয়ৎ প্রবেষ্টুম্। যদ্বা। 'সিন্ধূনাং' (তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী) সিন্ধুভিরদ্ভিঃ 'প্রাণা' প্রা পূরণে (অ০ প০) পূর্ণঃ 'সোমঃ' কলশান্ 'অভি' লক্ষ্য ক্রন্দতি। কিং কুর্ব্বন্? ইন্দ্রস্য 'হার্দ্দি' হৃদয়ম্ 'আবিশন্' প্রবিশন্ 'মনীষিভিঃ' গমন ঈশনশীলৈঃ স্তুতিভিঃ সহেতি শেষঃ। যদ্বা। ঋত্বিগ্ভিরপি মনীষিভিরিত্যেতৎ পবতে ইত্যনেন সম্বধ্যতে। 'প্রাণা' ইতি 'ক্রাণা' ইতি অচিক্রদদ্ অভীবিশৎ ইতি পাঠাঃ॥ (৩প—৫অ—৯খ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৫৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব জ্ঞানের বর্দ্ধনকারী। জাগতিক জ্ঞানকে বিশুদ্ধ পরাজ্ঞানে পরিণত করিতে পারে সত্ত্বভাব। হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে তাহা প্রবর্দ্ধিত করিতে পারে—সত্ত্বভাব। শুদ্ধসত্ত্বই দেবভাবকে ডাকিয়া আনে, মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। মানুষ ও দেবতার মধ্যে এই সত্ত্বগুণের তারতম্যের জন্যই জগতে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সত্ত্বগুণের উপযুক্ত পরিমাণ আধিক্য ঘটিলে মানুষই দেবতা হয়। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। তাহার চারিদিকের অন্ধকার আবরণের জন্য সে নিজকে দেখিতে পায় না। সত্ত্বভাবের গুণে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন আলোকের সাহায্যে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে—আপনার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে "অহ্নাং প্রতিরীতোষসাং দিবঃ" পদসমূহের অর্থ করা হইয়াছে—ইনি দিন ও প্রাতঃকাল ও সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।" এই অর্থও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ সত্ত্বভাবের শক্তিতেই সমস্ত সৃষ্ট ও রক্ষিত হয়। সুতরাং সত্ত্বভাবকে দিবা ও সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা অসঙ্গত হয় নাই॥ (৩প—৫অ—৯খ—৬সা) *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—
[illegible]

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
ত্রিঃ অস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে

৩২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।

৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
চত্বার্য্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
চারূণি চক্রে যদৃ ঋতৈঃ অবর্দ্ধত॥ ৭॥

* *

গেয়-গানং।

১ ৫র ৪৫র৪৫র র ৪ ৫ ২১র র
ত্রা ২ ৩ ৪ ইঃ। অস্মৈসপ্তধেনবোদুদো। হোদুহ্রাইরাই। সত্যামাশির-

২ র ১ — ১র র ২ ১
ম্পরমাই। বিয়োমানী ২। চত্বার্য্যন্যাভুবনা। নির্ণাইজা ২ ৩ ই।

২ র ৩ ৫ ২র ১ ২র ১ ২ ৪
চারূণা ২ ৩ ৪ ইচা। ক্রেয়দৃতৈঃ। আবা ৩ র্দ্ধা ৫ তা ৬৫৬। ৭।

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরমে ব্যোমনি' (উৎকৃষ্টে অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে - স্থিতায় ইতি যাবৎ) 'অস্মৈ' (অস্মৈ সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে, তেন সহ সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্রিঃ সপ্ত' (বহুসংখ্যাকাঃ, সর্ব্বে) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) লোকানাং 'সত্যাং' (যথার্থং) 'আশিরং' (আশ্রয়স্বরূপং—সত্যং ইতি যাবৎ) 'দুদুহ্রিরে' (দুহন্তি); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে, জ্ঞানং সত্যাশ্রয়ি ভবতি - ইতি ভাবঃ; যদ্ (যদা) সত্ত্বভাবঃ 'ঋতৈঃ' (সত্যকার্য্যৈঃ, সত্যেন) 'প্রবর্দ্ধত' (বর্দ্ধয়তি) তদা সঃ 'নির্ণিজে' (তমোগুণনাশকায়, তৎপরিশোধনায়, তমোগুণাত্মকং অমঙ্গলং বিনাশায় ইত্যর্থঃ) 'চত্বারি অন্যা' (অন্যানি চত্বারি, সর্ব্বাণি ইত্যর্থঃ) 'ভুবনানি' (বিশ্বং ইত্যর্থঃ); 'চারূণি' (মঙ্গলপূর্ণানি, সুশোভনানি) 'চক্রে' (করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। 'সত্যজ্ঞানসমম্বিতঃ সত্ত্বভাবঃ জগদ্ধিতং সাধয়তি—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫দ-৯খ-৭সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকস্থিত সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সমস্ত জ্ঞানরশ্মি যথার্থ লোকদিগের আশ্রয়স্বরূপ সত্যকে দোহন করে; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান সত্যাশ্রয়ী হয়); যখন সত্ত্বভাব সত্যের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন, তখন তিনি তমোগুণাত্মক অমঙ্গলকে বিনাশ করিবার জন্য সকলভুবনকে অর্থাৎ বিশ্বকে মঙ্গলপূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্যজ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব জগতের হিত সাধন করেন)॥ (৩প—৫অ—৯খ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

রেণুঋষিঃ। 'অস্মৈ' পবমানায় 'পরমে' উৎকৃষ্টে 'ব্যোমনি' (বিবিধং ওম অবনং গমনং দেবানামত্রেতি) ব্যোমা যজ্ঞঃ তস্মিন স্থিতায়। যদ্বা· পরমে ব্যোমন্যন্তরিক্ষে বর্ত্তমানায় 'ত্রিঃ সপ্তঃ' একবিংশতিসংখ্যাকাঃ 'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'সত্যাম্' যথার্থভূতং 'আশিরম্' আশ্রয়ণসাধনং ক্ষীরাদি 'দুদুহ্রে' দুহন্তি (যদ্বা। ত্রিঃসপ্ত=দ্বাদশ মাসাঃ—পঞ্চর্ত্তবঃ- ত্রয়ইমে লোকাঃ—অসাবাদিত্য একবিংশ ইতি। এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ গোষু পয় উৎপাদ্যতে তদগাবো দুহন্তীতি)। কিঞ্চ। অয়ং সোমঃ 'অন্যা' অন্যানি চত্বারি 'ভুবনা' উদকানি বসতীবরীস্তিস্রশ্চৈকধনা ইতি তানি চতুঃসংখ্যানি 'চারূণি' কল্যাণানি 'নির্ণিজে' নির্ণেজনায় পরিশোধনায় পরিপোষণায় বা 'চক্রে' তদা করোতি। 'যদ্' যদা অয়ম্ 'ঋতৈঃ' যজ্ঞৈঃ 'অবর্দ্ধত' বর্দ্ধিতবান তদা করোতি। "দুদুহ্রিরে'—'দুদুহ্রে' – ইতি, 'পরমে' 'পূর্ব্ব্যো' ইতি চ পাঠাঃ॥ (৩প - ৫অ ৯খ - ৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৫৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যে বা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রার্থ খুব স্পষ্ট হয় নাই। 'ত্রিসপ্ত' পদ সম্বন্ধে ভাষ্যাদিতে নানা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। এতৎ সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ 'ত্রিসপ্ত' পদদ্বয়ে (৩×৭=২১) একুশ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'একুশটী গাভী' এই বাক্যাংশ দ্বারা কি অর্থ সূচিত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। গাভী সমূহের সংখ্যাই বা নির্দ্দিষ্ট হইবে কেন? ভাষ্যকার দুইটী অর্থের কল্পনা করিয়াছেন। তাহাদ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার মনেও সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় অর্থ একটী রূপকমাত্র। বিবরণকারও ঐ পদের অর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেও এরূপস্থলে বহুত্বে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি—এখানেও তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রচলিত ভাষ্যাদির গবেষণা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। 'ত্রিংশৎ' পদ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, 'অস্যা চত্বারি ভুবনানি' সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযুক্ত হয়। 'নির্ণিজে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সামবেদ (৩প—৫অ—৯খ—৭সা) দ্রষ্টব্য। (৩প—৫অ—৯খ—৭সা)। *

—— • ——

অষ্টমং সাম।

১ ২　　৩　১ ২ ৩　১ ২　৩ ১
ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রব

২র　　৩　১ ২　৩ ২
অপ অমীবা ভবতু রক্ষসা সহ।

৩　১ ২　　৩ ২ ৩
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো

১ ২　　৩ ২　৩ ১ ২
দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥ ৮ ॥

গেয় গানং।

২ ১　২ র　　৪　২ ৩ ৫　২ ১　২র র
১। ইন্দ্রা। যসোমস্সুসুতা ৩ : পা ৩ রিস্রব। অপা। মীবাভবতুরা ৩

৪　৩র ৩৩　২র ১　২　　৪　২র ৩৫　২ ১
ক্ষা ৩ সাসহ। মাতাই। রসস্যমৎসতা ৩ দ্ব. ৩ য়াবিনঃ। দ্রবাই।

২　৲　৩ ২　৪
ণস্বন্তইহস। তুবা ৩ ইন্দা ৫ বা ৬ ৫ ৬ : ॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী। উহার নাম "মরুতাঞ্চেন্দ্রসাম"।

২ ১ র ৪৫ ৪৫র ৪ ৫ ১ররর ২ ২
২। ইন্দ্রায়সোমসুষুতঃপর্য্যো। হোইস্রাবা। অপামীবা ভবতুরক্ষসা ১ সা

২ ১র র ২ ২ ২ ৩ ৫ ৩
৩হা। মাতেরসস্যমৎসতদয়া ১ বী ৬ নো। দ্রা ২ ৩৪ বা। সা ২ ৩ ৪

৫ ১২৩২ ১ ২ ৪ ●
স্ব। ঔহোহসা ৩। হা ২ ৩। তুসা ৩ ইন্দা। ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সত্ত্বভাব) 'সুষুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদ আবির্ভব); 'অমীবা' (ভবব্যাধি) 'রক্ষসা সহ' (সাধনবিঘ্নৈঃ সহ, রিপুভিঃ সহ) 'অপভবতু' (অপগতঃ, নিরাকৃতঃ ভবতু); 'দ্বয়াবিনঃ' (সত্যানৃতং তেনযুক্তাঃ, কপটচারিণঃ জনাঃ) 'তে' (তব) 'রসস্য' (অমৃতস্য, অমৃতলাভেন ইত্যর্থঃ) 'মা মৎসত' (পরমানন্দং নাপ্নুবন্তু); 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ স্থানে, অস্মাকং হৃদয়ে) 'দ্রবিণস্বন্তঃ' (রসবন্তঃ, অমৃতস্রাবিণঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধ্বা রিপুজয়িনঃ ভবেম, তথা ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম; পাপিনঃ সত্ত্বভাবং লব্ধুং ন শক্নুবন্তু ইতি ভাবঃ। (২প—৫অ-৯খ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; ভবব্যাধি রিপুগণের সহিত নিরাকৃত হউক; কপটচারী ব্যক্তিগণ অমৃত লাভে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় না; সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে অমৃতস্রাবী হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া যেন রিপুজয়ী হই, যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই; পাপীব্যক্তি সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় না।)। (২প—৫অ—৯খ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বেনোভার্গবঋষিঃ। হে 'সোম'! ত্বং 'সুষুতঃ' সন্ 'ইন্দ্রায়' তদর্থং 'পরিস্রব' পরিতো গচ্ছ রসংমুঞ্চ। 'অমীবা' রোগ 'রক্ষসা সহ' 'মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ' 'অপভবতু' অপগতো বিযুক্তো ভবতু 'তে' তব 'রসস্য' স্বাংশং রসং পীত্বা 'মা মৎসত' মা

ভবন্তু। কঃ? 'হব্যাবিনঃ' ঋষয়ং সত্যানৃতং তেন যুক্তাঃ পাপিন ইত্যর্থঃ। কিন্তু 'ইন্দবঃ' তে সোমাঃ 'ইহ' অস্মিন্ যজ্ঞে 'দ্রবিণস্বন্তঃ' অস্মাকং ধনবন্তঃ 'সন্তু' ভবন্তু॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৫৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡*‡—

কপটচারিগণ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। জপ তপ প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানে তিনি তুষ্ট হয়েন না। তিনি হৃদয়ের দেবতা মানুষের হৃদয় দেখেন। বাহিরে খুব সদ্ভাবের আড়ম্বর দেখাইয়া মানুষের নিকট, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু ভগবানের চক্ষুতে ধূলা দেওয়া যায় না। তাঁহার সহস্র চক্ষু অনিমেষে বিশ্ব পরিদর্শন করিতেছে। মানুষের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিলেও ভগবানের নিকট তাহার কাণাকড়ির মূল্যও নাই-ই, অধিকন্তু তাহার জন্য ভগবানের মানুষের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করার জন্য—শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শুধু তাই নয়। মানুষকে প্রতারণা করিতে গিয়া স্বভাবতঃই সর্ব্বনাশকারী আত্ম-প্রতারণা আসিয়া পড়ে। উহা ক্রমশঃই আলেয়ার আলোর মত মানুষকে গভীর হইতে গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত করে।

ভগবৎসাধনা অন্তরের কাজ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বিশুদ্ধ হৃদয়ে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে সাধকের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না থাকিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চারনা চতুর্ব্বিধ রস;
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক, ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।"

আবার বাহ্যানুষ্ঠানের ও নিজ হৃদয়ের দৈন্য অনুভব করিয়া সাধক গাহিয়াছেন,—

"মনে মনে মন দেখ মা, তাইতে দেখা দাও না আমায়।"

এই মন্ত্রটী চারি ভাগে বিভক্ত। উহাতে প্রার্থনা ও নিত্য-সত্য প্রখ্যাপন, উভয়ই আছে। প্রথম অংশে সদ্ভাব লাভের জন্য দ্বিতীয়ভাগে রিপুনাশ ও অবসাদ নাশের জন্য প্রার্থনা আছে তৃতীয় অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে. এবং শেষাংশে আছে সদ্ভাব-প্রাপ্তি ও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে॥ (৩প-৫খ ১প ৮সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২৩
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী
১ ২৩ ৩ ২ ৩ ১র ২র
রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
৩ ২উ ৩১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো
২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

২র ১ ২র ১ ৫র৪ ২র র১
১। অসাবিসো। মোঅরুষো ২ ৩ ৪। বৃষাহর'ইঃ। রাজেবদা।
২র ১ ৫ ৪ ২র ১র ২র ১
স্মোঅভিগা ২ ৩ ৪ঃ। অচিক্রদাৎ। পুনানোবা। রামত্যা
৫ ৪ ২র র১ ২১
২ ৩ ৪ ই। ষিঅব্যয়ম্। শ্যেনোনয়া। নিজ্যতবা ২ ০।
৪ ৪
ন্তমা ৫ সদাৎ। হো ৫ ই। ডা।

২ ^ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২
২। অসাবী ২ ৩ ৪ সো। মোঅরু ২ ৩ ৪ ষাঃ। বাষা'হরায়ো ৩ঃ।
২ A ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২র ১
রা।জেবা ২ ৩ ৪ দা। স্মোঅভী ২ ৩ ৪ গাঃ। অ'চিক্রদা ২ ৩ ৎ।
২ A ৩ ৫ ২ ^ ৩ ৫ ২র ১
পূনানো ২ ৩ ৪ বা। রামাতী ২ ৩ ৪ য়ে। ষীঅব্যয়া ২ ৩ ম্।
২ ৩ ৫ ২ ^ ৩ ৫ ৩২
শ্যেনোনা ২ ৩ ৪ য়ো। নিজ্যর্ত্তা ২ ৩ ৪ বা। ন্তমা ৩।
১ ^ ৩ ৫র র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দে ৩। দিনী ২ ৩ ৪ ৫॥

৪ ৫র ৪র ৫র ৪র ৫র ৪ র ৫র ৪র ৫ ৪ র ৫

৩। অসাবিসোমো অরুষোবৃষাহ। রাইঃ। রাজেবদস্মো অভিগাঅচিক্র।

৪ ৫র ৪র র ৫ ৪ ৫র ৪ ৫র ৪র র ৫ ৪

দাৎ। পুনানোবারমত্যেষ্যব্য। যাম্। শ্যেনোনয়োনিঘৃত। বা।

৩২ ১ ৪ ৩ ৫র র ২

ন্তমা৩। সা২দা৩৩৪ঔহোবা। এ৩।

১ ১ ১ ১ ১

দিবী২৩৪৫৭৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুষঃ' (অহিংসিতঃ, অপ্রাপ্তশত্রুঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'রাজেব দস্মঃ' (রাজতুল্যদর্শনীয়ঃ, পরমরমণীয়ঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং হৃৎস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'অসাবি' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন) 'অভি গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীন অভিলক্ষ্য জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দঙ্করোতু, সম্মিলিতঃ ভবতু); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বারমব্যয়ং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অত্যেষি' (অতীত্যাগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনবৎ, ক্ষিপ্রগতিশীলঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) সত্ত্বভাবঃ 'যোনিং' (উৎপত্তি-স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতবন্তং' (উদকবন্তং, অমৃতময়ং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫দ—৯খ—৯সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

অপ্রাপ্তশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরম রমণীয়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হউন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে অমৃতময় করিয়া প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।॥ (৩প—৫দ—৯খ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভরদ্বাজো বসুঋষিঃ। 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। কীদৃশঃ সোমঃ? 'অরুষঃ' অরোচমানঃ 'বৃষা' বর্ষকঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। স চ 'রাজেব দস্মঃ' দর্শনীয়ঃ সন গাঃ উদকানি 'অভি' লক্ষ্য 'অচিক্রদৎ' শব্দঙ্করোতি স্বরসনির্গমসময়ে। পশ্চাৎ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ

'অব্যং' অবিস্তবং 'বারং' 'বালং' পবিত্রং 'অত্যেষি' হে সোমঃ! অতিক্রম্য গচ্ছসি ততঃ 'শ্যেনো ন' শ্যেন ইব 'যোনিং' স্বীয়ং স্থানং 'ঘৃতবন্তম্' উদকবন্তম্ 'আসদৎ' বসতীবরীষ্বা-সীদতীত্যর্থঃ। 'অত্যেষি' 'পর্যেষি' ইতি 'আসদৎ' আসদম্ ইতি চ পাঠাঃ॥ ৯॥

* * *

নবম (৫৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

§ * §

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নানাভাষাবৈচিত্র্যের মধ্যদিয়া একটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে— তাহা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।

'শ্যেনঃ ন' পদদ্বয়ের দ্বারা আমরা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারার সন্ধান পাই। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্ম্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, 'ঊর্দ্ধগতিশীল সাধক যেমন তাঁহার চরণে শীঘ্রই আত্মবিলয় করেন, তেমনি ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রগামিতার সহিত, অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক, আমাদিগের হৃদয়কে অমৃত প্লাবনে অভিষিক্ত করুক' মন্ত্রের প্রার্থনায় এই সুরই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয় অমৃতময় হয়। সাধক তখন স্বতঃই ভগবানে আত্মবিলোপ করেন।

জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অত্যেষি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং 'অক্রুধঃ' পদে 'অহিংসিত' অর্থ তাহারই অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে॥ (৩প—৫অ ৯খ-৯সা)॥ *

দশমং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
প্র দেবম্ অচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবো

২ ৩ ২ ৩ ২উ ২ ৩ ১ ২
অসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২
বর্হিষদো বচনবন্তঃ ঊধভিঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে॥ ১০॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম, "যামানি ত্রীণি"।

গেয়-গানং ।

৪ ৫ ২১২র১২ — ১ ২৩ ৫ ২১র২র
প্রাদে। বমচ্ছামধুম। ন্তআ২ইন্দবাঃ। আগিষ্যা২৩৪দা। ভগাবআ।

— ১ ২৩ ৫ ২১র৫র — ১
নধা২ইনবাঃ। বর্হিসা৩৪দাঃ। বচনাবা২। ভউ২পভাইঃ।

২৩ ৫ ২১র ২ ২
পারিস্রু২৩৪তাম্। উস্রিয়ানির্ণিজন্ধাইরায়ে৩। ধাইরা

৫র র ২ ১১১১১
৩৪ঔহোবা। ধা৩ইরা২৩৩৫ই ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'দেনবঃ ন আ' (জ্ঞানকিরণাঃ যথা সাধকং আশ্রয়ন্তি তদ্বৎ) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি, জ্ঞানযুক্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমন্তঃ' (অমৃতময়াঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ, অস্মাকং হৃদয়স্থিতাঃ ইতি যাবৎ) 'দেবং অচ্ছ' (দেবং প্রতি, ভগবন্তং প্রতি) 'প্রাসিষ্যন্দত' (প্রগচ্ছন্তু); সত্ত্বভাব-প্রভাবেণ বয়ং ভগবন্তং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'বর্হিষদঃ' (বর্হিস্থিতাঃ, অস্মাকং হৃদিস্থিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'বচনবন্তঃ' (জ্ঞানদায়কাঃ) 'উস্রিয়াঃ' (জ্যোতিঃকণাসমূহাঃ) 'উদভিঃ' (পয়োভিঃ, অমৃতপ্রবাহেণ) 'পরিস্রুতং' (পরিষ্কৃতং) 'নির্ণিজং' (বিশুদ্ধীকৃতং সন্তং) সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ 'ধিরে' (ধারয়ন্তু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ—৯থ—১০সা)।

বঙ্গানুবাদ ।

জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সাধককে আশ্রয় করে, সেইরূপ জ্ঞানযুক্ত, অমৃতময়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি); আমাদিগের হৃদয়স্থিত জ্ঞানদায়ক জ্যোতিঃকণাসমূহ অমৃতপ্রবাহের দ্বারা পরিষ্কৃত—বিশুদ্ধীকৃত হইয়া সত্ত্বভাবকে ধারণ করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-

মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৫প—৫অ—৯থ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সংপদ ঋষিঃ। 'মধুমন্তঃ' মদকরবসযুক্তাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'দেবং দ্যোতমানং' সোমাত্মকম ইন্দ্রম 'অচ্ছ' প্রতি 'প্রাসিষ্যদন্ত' পরিস্রন্দন্তে প্রত্যাদিষু প্রক্ষরন্তি। ছন্দতের্ণাজন্ত লুঙি চঙি রূপম্ তত্র দ্রষ্টব্যঃ। 'গাব আ ন ধেনবঃ' পয়স্বিন্যঃ প্রীণয়িত্র্যঃ গাবো যথা বৎসং প্রতি পয়াংসি প্রস্রবন্তি তদ্বৎ। কিঞ্চ 'বর্হিসদঃ' বর্হিষি সীদন্তঃ। বচনব্যত্যয়ঃ (উস্রেতি গোনাম) তাদৃশ্যো 'গাবঃ' উধভিঃ পয়আধারৈঃ তৈঃ তৈঃ স্বরূপৈঃ তেজাঃ 'পরিস্রুতং' পরিতঃ স্রবণশীলং নির্ণিজং শুদ্ধং পয়োভূতং সোমরসং 'দিয়ে' দধিয়ে ইন্দ্রার্থং ধারয়ন্তি॥ (৩প ৫অ ৯থ-১০সা)॥

* * *

দশম (৫৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমরা জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করিয়া যেন ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান যেন সত্ত্বভাবমণ্ডিত হয়।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। পাপী তাপী সৎ অসৎ সকলের অন্তরেই সত্ত্বভাব আছে। ভগবান যেমন সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। সত্ত্বভাবও সেইরূপ সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। আধারের প্রকার ভেদে প্রকাশের পার্থক্য হয় মাত্র। ভগবান্ সকলের মধ্যেই উর্দ্ধগতি লাভের উপায় দিয়াছেন। আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারি।

বীজের ন্যায় যে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আছে, তাহাকে বিকাশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধক প্রার্থনা ও আরাধনা করেন—হৃদয়কে পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তাহাতে ভগবানের শক্তি বিকাশের জন্য। এই মন্ত্রে সেই অন্তরস্থিত শক্তিবীজেরবিকাশের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'উদঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৬সূ—৫ঋ) এবং 'বর্হিষি' পদের ব্যাখ্যার জন্য (১ম ১৩সূ—৫ঋ) দ্রষ্টব্য॥ (৩প-৫অ—৯থ—১০সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকষষ্টীতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "মরুতাঙ্কেনু"।

একাদশং সাম।

১ ২ ৩ক ২র ৩ ১২ ৩ ১ ২
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতু৺
৩ ২৩ক ২র
রিহন্তি মধ্বা অভ্যঞ্জতে।
১ ২ ৩ ২ ৩১২ ৩১২
সিন্ধোঃ উচ্ছ্বাসে পতয়ন্তম্ উক্ষণ৺
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
হিরণ্যপাবাঃ পশুম্ অপ্সু গৃভ্ণতে॥ ১১॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২র ১
১। অঞ্জতাই। বিয়ঞ্জতাই। সমঞ্জাতা ২ ই৺ ক্রতু৺রিহা। ন্তীমধুবা।
২ ১ — র ১ ২র ১ ২ ১ — ১
ভিয়ঞ্জাতা ২ ই। সিন্ধোরুচ্ছ্বা। সেপতয়া। তমুক্ষাণা ২ম্ হিরণ্যপা।
২র ১ ২র ১ ২ ১ ১ ১ ১
বাঃ শুমা। প্সুগৃভ্ণতা ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩ ১ ১ ২ ১ ১ ৪ ২৩৫ ৩ ২
২। অঞ্জা ৩ হো। তে ৩ হোই। বিয়ঞ্জতে ৩ সা ৩ মঞ্জতাই। ক্রতু
১ ৩২ ১ ২ ৪ ২৩৫ ৩ ২
৩৺হোই। রিহা ৩ হো। ন্তিমধুবা ৩ ভী ৩ অঞ্জতাই। সিন্ধো ৩
১ ৩ ২ ১ ২র ৪ ৪৩৫ ৩ ২ ১
র্হোই। উচ্ছ্বা ৩ হো। সেপতয়া ৩ স্তা ৩ মুক্ষণাম্। হিরা ৩ হো।
৩ ২ ১ ২র ৪ ৩ ২ ৪
ণ্যপা ৩ হো। বাঃ পশুম। প্সুগা ৩ র্ভ্ণা ২ ত্বা ৩ ৫ ৬ ই॥

* * *

৪ ৫ ১ ৩৪৫ র৩৪৫ র ১৩২ ১৩২
৩। হাবাঞ্জা। তা ২ ৩৪ ই। বিয়ঞ্জতেগমঞ্জতে। এহিয়া। এহিয়া।

৫ ১ ৩৪র ৩৪৫ র ১৩২
৩৪। হাউক্রাতুম্। বা ২ ৩৪ ই। হস্তিমধুপাভিয়ঞ্জতে। এহিয়া।

১৩২ ৫ ১ ৩র র ৪৩৪৫
এহিয়া ৩৪। হাউসাইন্ধোঃ। উ ২ ৩৪ ৫। খাসেপাতয়ন্তমুক্ষণম্।

১৩২ ১৩২ ৫ ১ র ৩র
এহিয়া। এহিয়া ৩৪। হাউহাইরা। পা ২ ৩৪। পাসঃ

৪৩৪ ৩৪৫ র ১৩২ ১৩২
পশুমপ্সু গৃভ্ণতে। এহিয়া। এহিয়া ৩৪।

৫ ৪
হাউ। বো ৫ ই। ডা ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে' (সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে) 'পতয়ন্তং' (নিমজ্জমানং, পতনশীলং, সত্ত্বভাবপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'উক্ষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম) 'অঞ্জতে বাঞ্জতে, সমঞ্জতে' (সম্যক্প্রকারেণ, সর্ব্বতোভাবেন গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি, সাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'মধ্বা' (মধুনা, অমৃতেন) 'অভ্যঞ্জতে' (অভিগচ্ছন্তি, মিশ্রিতং কুর্ব্বন্তি); সাধকাঃ সত্ত্বভাবপ্রাপকং অমৃতময়ং সৎকর্ম্ম সাধয়ন্তি—ইতি ভাবঃ; 'হিরণ্যপাবাঃ' (হিরণ্যেন পুনন্তঃ, পবিত্রহৃদয়াঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পশুং' (পশুত্বং, অজ্ঞানতাং) 'অপসু' (অমৃতেষু, অমৃতপ্রবাহে) 'গৃভ্ণতে' (গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতেন অজ্ঞানতাং দূরং কুর্ব্বন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৩প ৫অ ৯খ-১১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে পতনশীল, অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্ম সম্যক্প্রকারে, সাধন করেন, অমৃতের সহিত মিশ্রিত করেন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ সত্ত্বভাবপ্রাপক অমৃতময় সৎকর্ম্ম সাধন করেন); পবিত্রহৃদয় সাধকগণ অজ্ঞানতাকে অমৃতপ্রবাহে লইয়া যান; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করেন)। (৩প—৫অ—৯খ—১১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নির্ঋষিঃ। সোমং ঋত্বিজঃ 'অঞ্জতে' গোভিঃ তথা 'ব্যঞ্জতে' বিবিধমঞ্জন্তি 'সমঞ্জতে' সম্যক্ অঞ্জন্তি। স্তুত্যর্থত্বাদপুনরুক্তিঃ তথা 'ক্রতুং' বলকর্ত্তারং 'রিহন্তি' লিহন্তি আস্বাদয়ন্তি দেবাঃ। তথা পুনঃ 'মধ্বা' মধুনা গব্যেন 'অভ্যঞ্জতে'। তমেব সোমং 'সিন্ধোঃ' উদকস্য রসস্যাধারভূতে 'উচ্ছ্বাসে' উচ্ছ্রিত দেশে পতয়ন্তং গচ্ছন্তং (পতয়তেঃ শত্রি বৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ) 'উক্ষণঃ' সেক্তারম্ 'হিরণ্যপাবাঃ' হিরণ্যেন পুনন্তঃ 'পশুং' দ্রষ্টারং পশুঃ পশ্যতেরিতি নিরুক্তম্। অপ্সু বসতীবরীষু গৃভ্ণন্তি গৃহ্ণন্তি। মধ্বা মধুনা ইতি অপ্সু আপ্সু ইতি চ পাঠঃ। (৩প ৫অ ৯ম—১১সা)।

* * *

একাদশ (৫৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§ * §:——

সাধকগণ সৎকর্ম্মসম্পাদন করেন। সাধনার ঐকান্তিকতা বুঝাইবার জন্য একার্থবাচক 'অঞ্জতে' 'ব্যঞ্জতে' 'সমঞ্জতে' প্রভৃতি পদসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধকগণ কেবল বাহ্য আড়ম্বরের জন্য সৎকর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত হয়েন না, পরন্তু তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়-মন তাহাতে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেক নিঃশ্বাস পতনেও সৎকার্য্যের চিন্তা মনে জাগরূক থাকে।

সেই সৎকর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তং' সত্ত্বসমুদ্রতরঙ্গে পতনশীল, অর্থাৎ সত্ত্বভাবপ্রাপক। সৎকর্ম্ম স্বভাবতঃই সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। সুতরাং পরিণামে সাধকের চরম অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে।

যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহাদের নিকট অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। অজ্ঞানতা তাঁহাদের হৃদয়ের অমৃতময় পবিত্রতায় ডুবিয়া যায়, অজ্ঞানতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। মানুষের হৃদয়ে যে পশুত্ব, অজ্ঞানতা আছে, তাহা সাধকের সাধনাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "(পুরোহিতগণ) তাঁহাকে (সোমকে) মাখিতেছেন ও তৎপরিভাবে মাখিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থ কার্য্যকুশল। যখন সিন্ধু অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ স্বর্ণাভরণ ধারী পুরোহিতগণ তাহাকে জলে লইয়া যান, যেরূপ লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে লইয়া যায়।" (৩প—৫অ ৯ম—১১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতমসূক্তের ত্রিচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশবর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "শার্গীন ত্রীণি"।

RISHNA MISSION INSTITUT

দ্বাদশং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে

৩ ১র ২র ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
প্রভুঃ গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শ্বতাস

১ ২ ৩ ১ ২র
ইৎ বহন্তঃ সং তদাশত ॥ ১২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২
১। পবিত্রন্তেবিততং ব্রহ্মণস্পাতে ৩। হুবে ২ ৩। ২। হোবা ৩

২ ২ ১ র ২র ১ ২র ১ ১
হা ৩। হাই। প্রভুর্গাত্রাণিপরিয়েষিবিশ্বতা ২ ৩ঃ। হুবে ২ ৩। ২।

১ ২ ২ ২ ১ ২ র ১ ৫র ১র ৩
হোবা ৩ হা ৩। হাই। অতপ্ততনূর্নতদা ২ মো অশ্নুতে ৩।

১ ১ ২ ২ ২ ১র ২ ১ ২
হুবে ২ ৩। ২। হোবা ৩ হা ৩ হাই। শৃতাসইদ্বহন্তঃ

১ ৫র ১ ১ ২
সন্তদা ২ শত। হুবে ২ ৩। ২। হোবা ৩

২ ২ ৫র র ২ ১র র র ৫র
হা ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা। অর্ক্কোদেবানা ২

১র ৫র ৮ ৩ ১ ১ ১ ১
স্পরমেশিয়ো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ ॥

* * *

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ —
২। পবিত্রন্তেবিততং ব্রহ্মণস্পতে ৩। হুবাই। ঔহোবা ২।

২র২র ১ ২র ১ ১ ২র ১ —
প্রভুর্গাত্রাণিপরিয়েষিবিশ্বতা ২ ৩ঃ। হুবাই। ঔহোবা ২।

১ ২ র১ ১র ২ ১ ২র —
অতপ্ততনূর্ণতদা ২ মো অশ্নুতে ৩। হুবাই। ঔহোবা ২।

১র২১২ ১ ১র ১ ২র ১ ৫
শৃতাসইদ্বহন্তঃ সন্তদা ২ শত। হুবাই। ঔ। হো ২।

৩ ৫র র ২ ১ ২ র১র২ ১র ১র ৫
বা ২৩৪। ঔহোবা। অর্কস্যদেবাঃপরমেবিয়ো ২

৩ ১ ১ ১ ১
মা ২ ৩ ৪ ৫ ন॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে জ্ঞানাধিপতে, হে পরমব্রহ্ম) 'তে' (তব) 'পবিত্রং' (পবিত্রসত্তা) 'বিততং' (সর্ব্বত্র বিস্তৃতা ব্যাপ্তা—ভবতি ইতি শেষঃ); 'প্রভুঃ' (সর্ব্বস্য অধীশ্বরঃ) ত্বং 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন, যদ্বা বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বান) 'গাত্রাণি' (অস্মাকং সর্ব্বাঙ্গাণি, অস্মান ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যেষি' (প্রগচ্ছ, প্রাপয়); সর্ব্বে লোকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ; 'আমঃ' (অপরিপক্কঃ, অপরিপক্কমতিঃ জনঃ) 'তং অতপ্ততনূঃ' (শীতলং, শান্তিদায়কং ত্বাং) 'ন অশ্নুতে' (ন ভুঙ্ক্তে, ন লভতে ইত্যর্থঃ); 'শৃতাসঃ' (সত্যশীলাঃ) 'ইৎবহন্তঃ' (জ্ঞানং বহন্তঃ, জ্ঞানিনঃ) 'তৎ' (ত্বাং) 'সমাশত' (প্রাপ্নুবন্তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্যেন জ্ঞানেন ভগবৎলাভঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ-৯খ—১২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমব্রহ্ম! আপনার পবিত্রসত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে; সকলের অধীশ্বর আপনি সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে (অথবা বিশ্ববাসী সকলকে), প্রাপ্ত হউন; (ভাব এই যে,—সকল লোক ভগবানকে প্রাপ্ত হউন); অপরিপক্কমতি জন শান্তিদায়ক আপনাকে লাভ করে না; সত্যশীল জ্ঞানি-

গণ আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্যদ্বারা জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্ত হয়।) (৩অ—৫অ—৯খ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

পবিত্র ঋষিঃ। হে ব্রহ্মণস্পতে! মন্ত্রস্য স্বামিন! সোম 'তে' 'পবিত্রং' শোধনমঙ্গং বিততং সর্ব্বত্র বিস্তৃতং। স প্রভুঃ প্রভাবতা ত্বং গাত্রাণি পাতুরঙ্গানি পর্য্যেষি পরিগচ্ছসি। বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ তব তৎপবিত্রং 'অতপ্ততনুঃ' পয়োব্রতাদিনা অসন্তপ্তগাত্রঃ 'আমঃ' অপরিপক্কঃ নাশ্নুতে ন ব্যাপ্নোতি। 'শৃতাসঃ ইৎ' শৃতা এব পরিপক্কা এব 'বহন্তঃ' যাগং নির্ব্বহন্তঃ তৎ পবিত্রং সমাসত প্রাপ্নুবন্তি 'সমনাশত' 'তৎসামসত' ইতি পাঠৌ॥ ১২॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

* * *

দ্বাদশ (৫৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক ও নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। পরম ব্রহ্ম এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। এই বিশ্ব তাঁহারই বিভূতির বহিঃপ্রকাশমাত্র। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, সমস্তই তাঁহার বিভূতি। তিনি বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের নিয়ন্তা। সত্যশীল জ্ঞানিগণ সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ আপাত-মনোহর সুখের সন্ধানে ধাবিত হয়; তাই সেই পরম-বস্তু লাভ করিতে পারে না।

মন্ত্রের মধ্যে একটী বিশ্বজনীন ভাব আছে। বিশ্বের সকলেই যাহাতে মোক্ষলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবান যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে পায়না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আর একটী প্রশ্নের দ্বারা দেওয়া যায়। তাহা এই যে,—সূর্য্যকিরণ তো সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে কেবল সূর্য্যকান্তমণিই সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে অগ্নি বিকীরণ করে কেন? ভগবান্ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবার উপযোগী চক্ষু থাকা চাই; তাঁহাকে ধারণ করিবার উপযোগী হৃদয় থাকা চাই। তবেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। সকলের সেই চক্ষু বা হৃদয় নাই বলিয়াই তো এই বিশ্বজনীন প্রার্থনা! (৩প - ৫অ ৯খ – ১২সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্র্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম, "অর্কপুষ্পম্" "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——‡•‡——

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

—— ——

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। দশমঃ খণ্ডঃ।

• • •

দশম খণ্ডঃ।

—•—

ইন্দ্রমচ্ছেতি খণ্ডেঽস্মিন সাচো দ্বাদশ সংস্থিতাঃ।
সকলা উষ্ণিহস্তত্র নক্ষাস্তে ঋষয়ঃ পৃথক্॥

* * *

প্রথমং সাম।

১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ২ ১ ২৮ ৩র ৫ ১ ২ ১ ১ ২৮
১। ইন্দ্রেমচ্ছা। সুতাইমা। ঔহো২৩৪বা। বৃষণংয। ন্তুহরয়া।

৩র ৫ ২ ১ ২র ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১ — ২
ঔহো২৩৪বা। শ্রুষ্টাইজাতা। সইন্দবাঃ। স্বার্ব্বা২৩ইদা।

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা॥

* * *

৫ ২ ১ ২ ১২ ২ ১ ২ ১ ৭ --
২। ইন্দ্রাগচ্ছা। সুতাইমা ৩ ই ; ভাই ৩ মাই। বৃষণংয তুহরয়া ২ঃ।

১২ ২ র র৪র ১৭ -- ১ ২ ২
হায়া ৩ য়াঃ। শ্রুষ্টেজাতা ৩ সাইন্দবা ২ঃ। আইন্দা ৩ বা ৩ঃ।

১ ২ ৫র র ২ র ১ ১ ১ ১ ১
সুবরা ৩ ৪। ঔহোবা বিদোনী ৩ দা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* . *

৪ ৫ ৪ ২ ১২ — ১ -- ১ ২
৩। ইন্দ্রম্। ইন্দ্রাম্। অচ্ছা ৩ সুতা ১ ইমে ২। আইমে ২। বৃষণংয।

১৭ — ১ — র র৪র ৭ — ১
তুহরয়া ২ঃ। রায়া ২ঃ। শ্রুষ্টেজাতা ৩ সা ইন্দবা ২ঃ। দানা ২ ৩ঃ।

১ ২ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
সুবরা ৩ ৪। ঔহোবা। বিদো ৩ নিদাঃ ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* . *

৩ ৪ ৩ ৪ ৩র ৪ ৩র ৪ ৫ ২ ২ ২ ৩ ১ ২
৪। ইন্দ্রমচ্ছসুতাইমেবৃষণংযস্তহা। হো ৩ ৪ ৩। রয়আ। শ্রুষ্টাউবা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ৩ ২
আতাউবা ৩ ৪। সইন্দবঃসুবা। বো। বিদও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* . *

২ ১ ২ ৪ ৫ ১^৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২^৩ ৫
৫। ইন্দ্রেমা ৩ চ্ছসু। তাঈ ২ ৩ ৪ মাই। বৃষাগংযা। তুহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

২ ১ র ৭ ৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩.৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ। সুবর্বিদা ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে জাতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিষুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং,

ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু) ; প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ - ১০খ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিশ্চাক্ষুসঋষিঃ। 'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টী ক্ষিপ্রং 'আতাসঃ' জাতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারমিন্দ্রং 'অচ্ছ' 'যন্তু' অভিগচ্ছন্তু। (৩প ৫অ ১০খ—১সা)॥

* * *

প্রথম(৫৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § * § ———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

ভগবান্ অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। অবশ্য সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহার লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য॥ (৩প - ৫অ—১০খ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বড়ধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম "সদে দ্বে" "অনুসদে দ্বে" "পৌষ্কলম্"।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিঃ ইন্দ্রায় ইন্দো পরিস্রব।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুমন্তং শুষ্মম্ আভর স্বর্বিদম্ ॥ ২ ॥

গেয়-গানং।

২ ১র র ২ ৫ ২ ১র ২ র ১র র
১। প্রধন্বাসোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। মজাগৃবিঃ। ইন্দ্রায়েন্দোহোই
২ ৫ ১ ২ ১ র ২
ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। পরিস্রব। দ্যুমন্তং শোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪
৫ ২ ১র ২ ১ র ২
বা। স্মমাভর। স্বর্বির্বিদোহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫
৩ ৫
বা ৬ ৫ ৬। উ ২ ৩ ৪ পা ॥

২ ১র র ২ ১ ২ র ১ — র ১র র ২
২। প্রধন্বাসোহো। বা ৫ হো। মজাগৃবী ২ঃ। ইন্দ্রায়োন্দোহো। বা ৩
১ ২ ১ — ১ র ২ ১ ২ র ১ --
হোই। পরিস্রাবা ২। দ্যুমন্তং শোহো। বা ৩ হো। স্মমাভারা ২।
১ র ২ ১ ^ ৩ ৫র র ৩ ৫
স্বর্বির্বিদোহো। বা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥

২র ১র ২ ১ — র ১র ২ র ১ -- র ১র
৩। ঔহোহোই। প্রধন্বাসো ২। ঔহোহো মজাগৃবী ২ঃ। ঔহোহাই।
২ র ১ — র ১র ২ ১ — র ১র ২ ১ --
ইন্দ্রায়াইন্দো ২। ঔহোহোই। পরিস্রাবা ২। ঔহোহোই। দ্যুমন্তাং শু ২।
র ১র ২ র ১ — র ১র ২ ২ ^
ঔহোহো। স্মমাভারা ২। ঔহোহোই। স্বঃ। বা ২ ই।
৩ ৫র র ২ ৫
বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥

১ ~ ১ — ১ ১ ২ ১ — র ১ —
৪। হুবা২ই। হুবা২ই। হুবা২৩হোয়ি। প্রধন্বাসো২। মজাগৃবী২ঃ।

র ১ — ১ — ১ — র ১ — ১
ইন্দ্রায়েন্দো২। পরিস্রবা২। দ্যুমন্তাং৺শু২। ষ্মমাভরা২। স্বর্বিদা-

— ১ — ১ — ১ ১ ^
ইদা২ম। হুবা২ই। হুবা২ই। হুবা২৩হো২।

৩ ৫র র ৩ ৫
বা২৩৪ঔহোবা। ঊ২৩৪পা॥

* * *

১ ১ ৪র ৫র ১ ^ ৩ ৫ ১
৫। প্রধন্বা২৩সোমজাগৃবীঃ। ইন্দো২য়া২৩৪ইন্দো। ওই।

২ ১ ২ ২ ১ ^ ৩ ৫ ১ ৭
পা৩রাইস্র৩বা। দ্যুমা২ন্তা২৩৪৺শূ। ও। ষ্মমাভা

^ ২ ১ ১ ১ ১ ১
২৩৪৫রা৬৫৬। স্বর্বিদা২৩৪৫মূ৬২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'জাগৃবিঃ' (জাগরণশীলঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'প্রধন্ব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব) ত্বং 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ), 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); তথা অস্মভ্যং 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিযুক্তং) 'স্বর্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং, পরাজ্ঞান-সমন্বিতং ইত্যর্থঃ) 'শুষ্মং' (শত্রুশোষকং, রিপুনাশকং বলং) 'আভর' (প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং পরাজ্ঞানসমন্বিতং রিপুনাশকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬প—৫অ—১০শ ২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! চৈতন্যস্বরূপ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; হে সত্ত্বভাব! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে

সমুদ্ভূত হউন; এবং আমাদিগকে দীপ্তিযুক্ত পরাজ্ঞানসমন্বিত রিপুনাশক বল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন পরাজ্ঞানসমন্বিত রিপুনাশক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

* চক্ষুর্মানস ঋষিঃ। হে 'সোম'! 'জাগৃবিঃ' জাগরণশীলস্ত্বং 'প্রধন্ব' প্রক্ষর। হে 'ইন্দো' সোম! ইন্দ্রায় 'পরিস্রব' পরিতঃ পাত্রেষু স্রব। কিঞ্চ 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিযুক্তম্। 'স্বর্বিদং' সর্ব্বস্থলম্ভকং 'শুষ্মং' শত্রূণাং শোষকং বলং 'আভর' আহর॥ (৩প—৫অ—১০খ—২সা।)।

* * *

দ্বিতীয় (৫৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

ত্রিধা-বিভক্ত এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রথম ভাগে সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। "কিন্তু সত্ত্বভাব প্রাপ্তিই কি জীবনের চরম লক্ষ্য?" এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপই যেন বলা হইতেছে "ইন্দ্রায় পরিস্রব"—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ক্ষরিত হও,—আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম কাম্যবস্তু নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহাই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। উহা সেই পরম অভীষ্ট সাধনের উপায় মাত্র। আমাদিগের জীবনের চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎ-প্রাপ্তি। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। প্রথমে সত্ত্বভাবের উপজন, তাহার পরে ভগবৎপ্রাপ্তি। মন্ত্রে সাধনা ও সিদ্ধির এই ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব উপজিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানজ্যোতিঃও আসিয়া থাকে রিপুগণ দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে—যদিও ভাষ্যের সহিত অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে সোম! সতর্ক হইয়া এস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাহাতে তাবৎ বস্তু লাভ হইতে পারে, এরূপ প্রদীপ্ত তেজঃ তাঁহার শরীরে পরিপূর্ণ রূপে প্রদান কর"॥ (৩প—৫অ—১০খ—২সা।)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম, "ত্রৈবিরাণি পঞ্চ।"

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ৩ ॥

* *

গেয়-গানং।

২ ১র ১ — ১র র ২ ১র
১। সখা ৩ য়া আ ২। নিষীদত। পুনানা ২ ৩ য়া। প্রগায়তা।

২ র ১ — ১ ২
শিশুম্। ২ ৩ যা। যজ্ঞৈঃপরাইভূ ২। ষতাশ্রা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ই।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা।

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ৩ ৫ ১ ১ ৩ ৫ ১ ১
২। সাখায়াআ। নিষীদ ২ ৩ ৪ তা। পুনা ২ না ২ ৩ ৪ য়া। প্রা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২র ৩ ২ ১
গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ তা। শিশুন্নয। যজ্ঞৈঃপারিভূ ২ ৩।

১ ১ ৩ ৫র র ২
ষা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শ্রিয়ে ১ ॥

* * *

৪ ৫র ৪র ৫র ৫ ২র ১র র র —
৩। সখায়আনি। ষীদা ৩ তা। পুনানায়প্রগায়াতা। শিশুন্নযজ্ঞৈঃপরা ২ ই।

১র ২ ১ ২ ১
ভূষা ২ ৩ ৪ তা ৩। শ্রা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

৫র ৪ ৫র ৫র ৫ ২ র ১র ২র ১র ৫

৪। ওহাই। সখায়আনি। সীদা ৬ তা। পুনানৌহাই। পুনানোহোয়ে ৩।

৪ ৫ ৪ ২র ১ র ২র ১ র ২র ২ ৪ ৫ ৪ ৫

য়াপ্রামাপ্রা। গায়তৌহোই। গায়তৌহোয়ে ৩। শাইশূ৬ শাইশুম্।

২ ১ র ২ ১ র ২ ৪ ৫ ৩ ২ ৫র র

নযজ্ঞৌহোই। নযজ্ঞৌহোয়ে ৩। পারী। পারী ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২র ৩ ২

এ ৩। ভূষতাশ্রেয়ে ১॥

* * *

৫ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২ র ১র

। সখা। যআও ২ ৩ ৪ বা। নিষাই। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়া

২র ১ ২ ৩ ৫ ১ র ২

প্রগা ২ য়ত। শাইশাও ২ ২ ৪ বা। নযজ্ঞৈঃপরিভূ ৩।

১ ২ ৩ ৫ ২

ষাতাও ২ ৩ ৪ থা। শ্রেয়ে ১॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিসীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত' (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); 'শ্রিয়ে' (শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৫অ—১০খ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী

প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

পর্ব্বতনারদাবৃষী। হে 'সখায়ঃ' সখিভূতাঃ! 'স্তোতারঃ' ঋত্বিজঃ 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত তমভিষ্টুত ততঃ অভিষুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' 'যজনীয়ৈ' হবির্ভিঃ মিশ্রৈতৈঃ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিত্রয়ঃ অভরণৈরলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ॥ (৩প ৫অ—১০খ ৩সা)।

• • •

তৃতীয় (৫৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡•‡———

"জগৎ কে জয় করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—"যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু। কারণ এই সৎকর্ম্ম সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই পরম মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনি আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে॥ (৩প—৫অ-১০খ ৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম,—"সৌক্তানি পঞ্চ।"

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ ৫ ৩ ৫ ২র ১ ২ ১র ২
১। তা২৩৪৩ বঃ। সা২৩৪খা। .য়োমদা ২৩য়া। পুনানম।
১র ২ ১ ২১২ ৩র ২১ ২৩র ২
ভিগায়া ২৩তা। শাইশুন্নহ। ব্যাঃস্বদয়া ২৩। গূর্ত্তিভা ৩৪৩ই।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা॥

* * *

২ ৩ ৪ ৫ ২র ১ ২ ২ ৫ ২র ১ S ২
২। ওইতংবঃসখা। য়োম। দায়াও ২ ৩ ৪ বা। পুনানমভিগা ৩। আ।
৩ ৫ ৩ ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ২র
ও ২ ৩ ৪ বা। য়তাও ২ ৩ ৪ বা। শিশুন্নহ। ব্যৈঃস্বদয়া ৩। আ।
৩ ৫ ৩ ২ ৩ ৫ ৩ ৫
ও ২ ২ ৪ বা। ত্তগাও ২ ৩ ৪ বা। ভী ২ ৩ ৪ ভীঃ॥

* * *

৫ র র ৫ ২র ১ Sর ১ ৭ ২ ৪র ৫
৩। তংবঃসখায়োমদা ৬ য়া। পুনানমভিগা ২ য়ত। শাইশুন্নহা ৩। ব্যৈঃস্ব।
৩২ ১ ৪ ২ ৫
দয়া ৩। তা ২ ৩ গূ ৩। তা ৩ ৪ ৫ ইভো ৬ হাই॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মাণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ); 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্রীড়াদিভিঃ তুষ্যতি তদ্বৎ)

'হবৈাঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ন্ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্মসমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—১০খ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার 'চিত্তবৃত্তিসমূহ'! তোমরা পরমানন্দলাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদিদ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্ম সাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতনারদাবৃষী। হে 'সখায়ঃ'! ঋত্বিজঃ 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং 'তং' সোমং 'অভিগায়ত' আভিমুখ্যেন স্তুত। ইমিমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিবালঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চালঙ্কুর্বন্তি তদ্বৎ; 'হবৈাঃ' হবির্ভিঃ শ্রয়ণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ন্ত' স্বাদুকুরুত। 'হবৈাঃ' 'যজ্ঞৈঃ' -ইতি পাঠৌ। (৩প-৫অ-১০খ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৫৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ * ‡ ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান্ সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে,-শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান্ জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্য আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে—চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৩প-৫অ-১০দ-৪সা।)॥৩

পঞ্চমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রাণা শিশুঃ মহীনাং হিন্বন্ ঋতস্য দীধিতিম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা॥ ৫॥*

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ১ A ৩ ৫
১। প্রাণা। শা ৩ ৩ ৪ ইশূঃ। মহা ২ ৩ ৪ ইনাম্। হিন্বা ২ না ২ ৩ ৪ র্ত্তা।

২ ১ ২ ২ ১ ২র ১ ২ ৩র ২ ১
স্যা। ৩ দাইধী ৩ তীম্। বাইশ্বাপরি। প্রিয়াভুবা ২ ৩ ৫।

২ ৩ ২ ১
অধদ্বিতা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ১ — ৪ ২ ১ ১ ১ ১
২। প্রাণাপ্রাণা। শাইশু ২ : শাইশূ ২ :। মহা ৩ ১ উবায়ে ৩। না ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ২ ২ ৫ ১র ২
ম্। হিন্বন্নার্ত্তস্যদা ৩ ১ উবায়ে ৩। ধী ২ ৩ ৪ তীম্। বিশ্বাপারিপ্রিয়া ৩ ১

৫ ২ — — ১ ২ ১ A
উবা ২ ০। ভু ২ ৩ ৪ বাৎ। আধো ২। হো ২। হুবায়ে ৩। দ্বা ২

৩ ৫র ম ● ২A A ৫
ইতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম, "কার্ণশ্রবসানি ত্রীণি।"

৪র ৫র ৪ ২ ১ র র ৫ ১ র ২
৩। প্রাণাশিশুঃ। মহাহ২ইনাম্। ঔহো৩বা। হিম্বমভ্রদীদিতিম্।

১ ২ ১ ২ -- ১ ৩২ ২ ২
বাইশ্বাউবা। পাশ্বাউবা। প্রিয়া২ভুবং। অপাউবা৩। এ৩। দ্বিতা১॥৫॥

৫র র ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২র৩২র৩
৪। প্রাণা। হো৩ই। ইয়াহাই। শাইশুর্ম্মহাই। না২৩ম্। আউহাউ।

৪ ২ ১ র ২র৩২র০ ৫ ২ ১র
হো৩বা। হিম্বম্ভ্রদীদিতাইম্। আউহাউ। হো৩বা। বিশ্বাপা।

২র২র৩৩ ৪ ২ ১ ১A৩
র্য্যাউহাউ। হো৩বা। প্রিয়া২৩। ভু২বা২৩৪।

৫র র ১২n৩২
ঔহোবা। অপদ্বিতা১॥

* * *

৫র র ৩২A ৩ ৫ ৩২ ২১র
৫। প্রাণা। হহোই। শা২৩৪ইশুঃ। হহো৩ই। মহীনা২৩ম্।

১২ ১২ ৫ ৩২A ৩ ৫ ৩২
হোবা৬হোয়ে৩৪। হিম্বন্। হহোই। অ২৩৪র্দ্ধা। হহো৩।

২১র ১২ ১২ ৫র ৩২A
ভ্রদীদিতা২৩ইম্। হোবা৩হোয়ে৩৪। বিশ্বা। হহোই।

৩ ৫ ৩২ ২
পা২৩৪রী। হহো৩ই। প্রিয়াভুবা২৩৫। হোবা৩

১২ ১ ৪ ২ ৫
হোয়ে৩। অ২৩পা৩। বা৩৪৫ইহো৬হাই॥৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহীনাং শিশুঃ' (মহত্তাবানাং শিশুস্থানীয়ঃ, মহত্তাবজাতঃ, মহত্বসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ)। 'প্রাণা' (কর্ম্ম সংকর্ম্মসাধনকর্ত্তা) 'মহঙ্গ' (মহান্) 'দীদিতিঃ' (জ্যোতিঃ) 'হিম্বন্' (প্রেরয়তি, প্রকাশয়তি, অপ্যাতি ইতি শেষঃ); তথা সঃ 'দ্বিতা' (দিবি তথা পৃথিব্যাং বর্ত্তমানানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি, প্রিয়বস্তুনি) 'পরিভূবৎ'

(ব্যাপ্নোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৩প-৫অ-১০খ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিতঋষিঃ। 'প্রাণা' যজ্ঞং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। 'মহীনাং' মহতীনাং মংহনীয়ানাং বা অপাং 'শিশুঃ' শিশুস্থানীয়ঃ সোমঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'দীধিতিং' দীপ্তিমন্তং প্রকাশকং বা স্বীয়ং রসং 'হিন্ব' প্রেরয়ন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'প্রিয়া' প্রিয়াণি হবীংষি 'পরি ভুবৎ' পরিভবতি ব্যাপ্নোতি। অপিচ 'দ্বিতা' দ্বিধা ভবতি দিবি পৃথিব্যাং চ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ 'প্রাণা' ক্রণা—ইতি পাঠঃ॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (৫৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের মহিমা তাঁহার সাধকের মধ্যদিয়াই জগতে প্রচারিত হয়। সাধারণ মানুষ ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষদিগকে দেখিয়াই ভগবানের অপার মহিমার কথা জানিতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনে ভগবানের অসামান্য করুণার পরিচয় পাইয়া মানুষ ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হয়,—সেই পরম করুণাময়ের কৃপা লাভ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করে।

যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম্মপরায়ণ, তিনি তাঁহার সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান্ তাঁহার কোন কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গে ও মর্ত্তে, কোথায়ও তাঁহার কামনা করিবার কিছু থাকে না।

মন্ত্রান্তর্গত 'প্রাণা' পদের ব্যাখ্যার জন্য (সামবেদ, ৩প—৫অ ৯খ-৬সা) সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'দীধিতিং' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা ঐ পদে 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (৩প ৫অ—১০খ—৫সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়; চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম,—"বাচঃ সামনী দ্বে" "ইন্দ্রাসামনী দ্বে" "মরুতাং প্রেঙ্খম্।"

ষষ্ঠং সাম ।

১২　৩১২　৩　১　৩　১২　৩　১২
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিঃ ওজসা ।

১　২৩　১২
আ কলশং মধুমাংৎসোম নঃ সদঃ ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং ।

১　৪　৩২৪৩　৫　১　৫র　৩২৪৩
১। পবস্বদা ২ ই। বনীতা ২ ৩ ৪ য়াই। আইন্দোধারা ২। ভিরোজা

৫　১র　২৪৩　৫　১ ২র১
২ ৩ ৪ সা। আকালশাম্। মাধুম ২ ৩ ৪ ০ ৫ সো। মনঃমানা ২ ৩ঃ।

৪　৪
সদা ৫ এ। তো ৩ ই। ডা ॥

* * *

৫　২১র　র　২　র ৫ ৫
২। পাবস্বদা। বাতিয়াই। ইন্দোধা ২ ৩ রা ৩ ম। ভিরোজসা ৬ এ।

১২　২　১ —　১২　২　১
আকা ৩ শা। লাশা ২ ম্। মাধ ৩ হাই। মাংৎসো ২ ৩।

২ ১　৫　৪　৫
মনো ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৫ হাই। ৬।

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'দেববীতয়ে' (দেবানাং প্রাপ্তয়ে, ভগবত্তত্ত্বং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা সহ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'কলশং' (হৃদয়রূপপাত্রং, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, সমুদ্ভব); 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মধুমান' (অমৃতময়ঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'আসদঃ' (প্রাপয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদি অমৃতপ্রাপকঃ সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (ওপ ৫অ-১০খ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আত্মশক্তির সহিত প্রভূত পরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময় আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউন)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মন্ত্রার্থঃ।— হে 'ইন্দো'! সোম! 'দেববীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'ওজসা' বলেন 'ধারাভিঃ' আত্মীয়াভিঃ 'পবস্ব' ক্ষর। হে সোম! 'মধুমান্' মদকররসবান্ ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'কলশং' দ্রোণাখ্যং 'আসদঃ' আসীদ। সদের্লুঙি রূপম্॥ (৩প—৫অ—১০খ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (৫৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই দ্বিপা-বিশিষ্ট মন্ত্রটী সরল প্রার্থনাপূর্ণ। মন্ত্রের উভয় অংশেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। এই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ অমর হয়। দেবতাগণ এই সত্ত্বভাবের অধিকারী—তাই তাঁহারা অমর। এই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'দেববীতয়ে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'দেবানাং ভক্ষণায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতা আমাদিগের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন এবং এই গ্রহণের সঙ্গে সাধকও ভগবৎ-স্পর্শ লাভ করেন। ভগবৎপ্রাপ্তিতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যায়। ভগবান মানুষের হৃদয়ের সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন অর্থাৎ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন। ইহাই সাধকের পরম কামনার বস্তু। এই পূজাগ্রহণের মধ্যদিয়া সাধক ভগবানের যে স্পর্শ লাভ করেন, তাহাই তাঁহাকে অমৃতত্ব প্রদান করে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে কোন অনৈক্য হয় নাই। এই অনুসারেই আমরা অন্যান্য স্থলেও দেবতার পূজাগ্রহণকে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (৩প—৫অ—১০খ—৬সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততমসূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী। উহাদের নাম, "প্রজাপতের্দ্বে।"

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমঃ পুনান উর্ম্মিণা অব্যং বারং বি ধাবতি।
১ ২ ৩ ১ ২র ৪ ৩ ১ ২
অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৪র ২ র ১ ২ ১ — র ১ ২ র ১
১। সোমঃপুনা। নউর্ম্মিণা। অব্যাংবারা ২ ম্। বিধাবতাই। অগ্রেবাচা ২ ঃ।
১ ৩ ৫র র ১ ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
পব। মা ২ ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। কনিক্রদদেউপ। ২ ৩ ৪ ৫ ॥

৫র ২ র ১ ২ ১ ^ ৩ ৫র র ১
২। সোমঃপুনা। নউর্ম্মিণোবা ৩। ও ২। না ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অব্যং-
র ২র ৩ ২ ১ ২ ১ ৩ ৫র র
বারংবিধাবতি। অগ্রে ৩। হোবা ৩। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।
২র ১ ২র ^ ৩ ২ ১ ২ ১ ^ ৩
বাচঃপবমানঃ। কনা ৩। হোবা ৩। হো ২। বা ২ ৩ ৪।
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ক্র ২ ৩ ৪ দাৎ ॥

৪র ৫ র ৪ ১ র ২ ১র ২ ১ র র
৩। সোমঃপুনানউ। র্ম্মিণা। অব্যবারংবিধাবা ২ ৩ তী। অগ্রেবাচাঃ।
২ ১ র ২ ৪ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
পবমানাঃ। কা ৩ নিক্র। দা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ ॥

২র র র ৩ ৫র ২ র র ৩ ৫র
৪। সোমঃপুনানঊর্ম্মিণা ২ ৩ ৪ ঔহো। অব্যংবারংবিধাবতা ২ ৩ ৪ ঔহো।

২ রর র৩ ৫র ৪ ৫ ২ ৫ ৫
অগ্রেবাচঃপবমানা ২ ৩ ৪ ঔহো। কানী। ক্রদদে ৩ ৪। হিয়া ৬ হা।

৪
হো ৫ ই। ডা॥

* * *

৩র ৪ ৫র ৩ ২ A ৩ ৫ ১ ২র ১ ২
৫। সোমঃপুনা। নউ ৩ ২। র্ম্মী ২ ৩ ৪ ণা। অব্যংবারম্। বিধাবতি।

১S A ৩ ৫ ১S A ৩ ৫
অগ্রা ৩ ২ ই। বা ২ ৩ ৪ চাঃ। পবা ৩ ২। মা ২ ৩ ৪ নাঃ।

৩২ ৪
কনা ৩ ইক্রা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ২॥

* * *

৩র ৪ ৫র ২A ৩৪র ৫ ৫ ১ র ২ র ২
৬। সোমঃপুনা। হো। নঊর্ম্মীণা ৬ এ। অব্যংবারবিধা ১ বা ৩ ঈ।

A৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ২১ ২
অগ্রেবা ২ ৩ ৪ ৫। চা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। পাবমা ২ ৩ না ৩ঃ।

১ A ৩ ২র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
কা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্রদদে ২ ৩ ৪ ৫॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঊর্ম্মিণা' (ধারয়াঃ) 'অব্যং বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং) 'বিধাবতি' (বিশেষেণ প্রাপ্নোতি, জ্ঞানেন সহ সম্মিলিতঃ ভবতি — ইত্যর্থঃ); 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বাচঃ অগ্রে' (স্তোত্রস্য অগ্রে, অস্মাকং স্তোত্রং লব্ধা ইত্যর্থঃ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, জ্ঞানং প্রযচ্ছতু—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সত্ত্বভাবজ্ঞানয়োঃ মধ্যে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধঃ বর্ত্ততে; বয়ং জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ। (৩প—৫খ ১০ব-৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ধারারূপে জ্ঞানপ্রবাহকে বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়েন; অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়েন; পবিত্রকারক তিনি আমাদিগের স্তোত্রে লাভ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব ও জ্ঞানের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে; আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৭সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

অগ্নির্ঋষিঃ। 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'সোমঃ' 'ঊর্ম্মিণা' স্বীয়য়া ধারয়া 'অব্যম্' অবিভবং 'বারং' বালং পবিত্রং 'বি ধাবতি' বিবিধং গচ্ছতি। কীদৃশঃ? 'পবমানঃ' পূতঃ 'বাচঃ' স্তোত্রস্য 'অগ্রে' 'কনিক্রদৎ' পুনঃ পুনঃ শব্দং কুর্ব্বন্ বিধাবতি। 'অব্যম্'—'অব্যঃ'—ইতি সামবেদঃ পাঠঃ। (৩প ৫অ—১০খ—৭সা)।

সপ্তম (৫৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ভগবানের এই দুই শক্তি—জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব—একত্র অবস্থিতি করে। একটী বর্ত্তমান থাকিলে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—"সত্ত্বভাব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়েন।"

মন্ত্রটীর দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবের নিকট পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন।" সত্ত্বভাবসমুদ্ভূত যে জ্ঞান, তাহাই পরাজ্ঞান। তদ্দ্বারাই মানব মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রে সেই পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতেছেন' তাঁহারা সম্মুখে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে; তিনি শোধিত হইতে হইতে তরঙ্গের আকারে মেষের লোম অতিক্রম করিতেছেন।" (৩প—৫অ—১০খ-৭সা)।*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান ছয়টী। উহাদের নাম—"সুজ্ঞানে দ্বে" "স্তোত্রে দ্বে" "অভীবর্ত্তীয়ে দ্বে"।

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র পুনানায় বেধসেৎসোমায় বচ উচ্যতে।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভৃতিং ন ভরা মতিভিঃ জুজোষতে॥ ৮॥

গেয়-গানং।

২ ১ ৪র ৫র ১ র র ৭
১। প্রপুনা ২ ৩ নায়াবেধসাই। হোই। হোই। সোমায়বচাউচা-
২ ১ ১র
উচাতা ২ ই। ভৃতিম্ভরামতিভা ২ ইঃ। জুজোষা ২ ৩
২
তা ৩ ৪ ৩ ই। গু ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

৪ র র র৪ ২র ১ ২ ২ ৫ ৪
২। প্রপুনাহোহো ৫ য়াবেধসাই। সোমাঔ ৩ হো ৩৪। যবচউচ্যতাই।
২ ১ ২ ২ ৫ র ৪ ২
ভৃতাঔ ৩ হো ৩ ৪। নভরামতিভাইঃ। জুজা ৩ ১
৫
উবা ২ ৩। ষা ২ ৩ ৪ তে॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায়) 'বেধসে' (সৎকর্ম্মণঃ বিধাত্রে) 'সোমায়' (সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে) যুষ্মা 'বচঃ' (স্তুতিঃ, প্রার্থনা); 'প্রোচ্যতে' (প্রোচ্যতাং উচ্চারিতাঃ ভবতু); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে অহং প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবেয়ং—ইতি ভাবঃ। 'ভৃতিং ন' (জনঃ যথা উপকারিণে কর্ম্মসাধকায় পুরস্কারং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'মতিভিঃ জুজোষতে' (স্তুতিভিঃ প্রীয়মানায় সেবায়, তং দেবং ইত্যর্থঃ) 'আভর' (স্তুতিং উচ্চারয়, স্তুতিং প্রেরয়, আরাধয় ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবন্তং সাত্তার অহং সত্ত্বভাবেন পূজাপরায়ণঃ ভবেয়ং—ইতি ভাবঃ। (৩প-৫অ—১০খ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! পবিত্রকারক সৎকার্য্যের বিধাতা সত্ত্বভাবকে লাভ করিবার জন্য তোমার কর্ত্তৃক প্রার্থনা উচ্চারিত হউক; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য আমি যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই); মানুষ যেমন উপকারী কর্ম্মসাধককে পুরস্কার প্রদান করে, সেইরূপ ভাবে স্তুতি দ্বারা প্রীত দেবতাকে স্তুতি প্রেরণ কর অর্থাৎ আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আমি যেন সর্ব্বতোভাবে পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্বিতোনাম ঋষিঃ স্বাত্মানং প্রত্যাহ। 'পুনানায়' পবিত্রেণ পূয়মানায় 'বেধসে' কর্ম্মণো বিধাত্রে সোমায় 'বচঃ' স্তোত্রলক্ষণং 'প্রোচাতে' ত্বয়া প্রোচ্যতাং। কিঞ্চ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ জুজোষতে' প্রীয়মাণায় স্তুতিং 'প্রভর' প্রকর্ষেণ ধারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'ভৃতিম্' যথা ভৃতকায় ভৃতিং সম্পাদয়তি তদ্বৎ। 'বচ উচ্যতে' 'বচ উচ্যতে' ইতি [illegible] পাঠৌ॥ (৩প-৫অ—১০খ-৮সা)॥

অষ্টম (৫৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য এবং শেষাংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে।

ভগবান প্রার্থনা দ্বারা প্রীতি লাভ করেন। প্রার্থনাই ভগবৎ পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রার্থনার শক্তিতে মানুষ নিজে যেমন উন্নত হয়, ভগবানও তেমনি সাধকের দিকে অগ্রসর হয়েন। প্রার্থনার ভিতর দিয়াই মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলন সাধিত হয়। প্রার্থনার এই শক্তির জন্য শ্রুতিতে প্রার্থনাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভক্ত বলিয়াছেন,—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।"

মন্ত্রের প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব লাভের জন্য আত্মোদ্বোধন আছে। সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়, তখন মানুষের মন অসৎপথে যায় না, সৎভাবে জীবনকে পরিচালিত করে। সৎকর্ম্মের নিয়ামক সেই

সদ্ভাবপ্রাপ্তির জন্য সাধক নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"মন জাগো, উঠ, জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের জন্য সচেষ্ট হও। হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চয় কর, সৎকর্ম্ম সাধনে আত্মনিয়োগ কর। ভগবানে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হও। তিনি প্রীত হইয়া তোমাকে পরাশক্তি প্রদান করিবেন, তোমার জীবন ধন্য হইবে।" মন্ত্রে এই আত্মোদ্বোধনাই পরিস্ফুট হয়। (৩প-৫খ-১০খ ৮সা)।*

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গোমৎ ন ইন্দো অশ্ববৎ সুতঃ সুদক্ষ ধনিব।

১ ২ ৩ ১ ২র ২ ৩ ১ ২

শুচিং চ বর্ণম্ অধি গোষু ধারয়॥ ৯॥

গেয় গানং।

১ ৫ ২র ৩ ৪র ৫ ৫ ১ ২ ২ ২

গো ৩ মন্নঃ। হোই। ইন্দোঅশ্বা ৬ দে। সুতঃসুদক্ষধা ১ নী ৩ বা।

১ ৩ ২ ৩ ৫র র ৩ ৫

শুচিঞ্চা ২ ৩ ৪ ৫। ণমধিগো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স ২ ৩ ৪ ধা।

২ ১ ২ ৪ ৫ ৪

রয়া। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদক্ষ' (অতিশয়শক্তিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন) 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অশ্ববং' (ব্যাপকজ্ঞানযুতং) 'গোমৎ' (পরাজ্ঞানযুতং, পরাজ্ঞানরূপং ধনং) 'ধনিব' (প্রাপয়, প্রযচ্ছ); 'চ' (ততঃ) 'গোষু' (জ্ঞানযুক্তে হৃদয়ে—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'শুচিং' (পবিত্রং) 'বর্ণং' (রূপং, অমৃতং) 'অধিধারয়' (প্রাপয়, প্রযচ্ছ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং অমৃতত্বং প্রাপয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প-৫খ-১০খ ৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম "গোমন্নামানি চত্বারি।"

বঙ্গানুবাদ।

মহাশক্তিসম্পন্ন হে সত্ত্বভাব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদিগকে ব্যাপকজ্ঞানযুক্ত পরাজ্ঞানরূপ ধন প্রদান করুন; তারপর আমাদিগের জ্ঞানযুক্ত হৃদয়ে পবিত্র অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত করান।)। (৩প—৫অ—১০৭—৯সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতনামবদ্ধানুবী। হে 'সুদক্ষ' সুবল! হে 'ইন্দো'! সোম! 'সুতঃ' অভিষুতস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমৎ' বহুলাভিস্ম গোযুক্তং ধনং 'ধনিব' ধন (বর্ণবিকারঃ) গময (এষ্মতির্গত্যর্থঃ)। ততোহবং 'শুচিং' পূতক্ষীপামানং 'বর্ণং' রূপকং 'গোষু' ক্ষীরাদিষু 'অধিশ্রয়' অধিকং প্রাপয়াভি 'ধনিব' - 'ধন' – ইতি 'ধারয়' 'দীধরং'—ইতি চ ছন্দোগব্রহ্মচানাং পাঠভেদঃ ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (৫৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।*

—।•।—

দ্বিধাবিভক্ত মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধিলাভের যে ক্রম বিবৃত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়,—প্রথমে সত্ত্বভাব প্রাপ্তি তাহার পর পরাজ্ঞান লাভ। জ্ঞান লাভের পর অমৃতত্ব প্রাপ্ত। মন্ত্রে সাধনার এই ক্রমই বর্ণিত হইয়াছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞান সত্ত্বভাবের সহচর। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষের মুক্তি পথের কোন বিঘ্ন থাকে না। মানুষ অনায়াসেই অমৃত লাভে সমর্থ হয়। জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয় হইতে রিপুগণ বিদায় গ্রহণ করে, এবং সত্ত্বভাবের জন্য অপবিত্রতা, কালিমা দূরীভূত হয়। সুতরাং হৃদয়ে ভগবানের আসন স্থাপিত হয়। মানুষ তাঁহার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়।

'সোম' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় কোন কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিত ঐক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু কোন কোনও প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তুমি আগমন কর এবং গো অশ্ব সঙ্গে লইয়া এস।" (৩প ৫অ—১০৭ ৯সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (৭অ, ৭অ, ১৩৭ অধ্যায়, ৩২শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

দশমন্ত্র সাম।

০ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদম্ অভি বাণীঃ অনূষত।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২

গোভিষ্টে বর্ণম্ অভি বাসয়ামসি ॥ ১০ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৩ ৫ ২ ১ ১ ৫ ১ ১ ৩

হাবাস্মা। ভ্যা২০৪স্বা। বাসূণী২৩৪দাম্। আভা২ইবা২৩৪ণীঃ।

৩ ২ ১ ৩ ৫ ৩ ৫ ১র ২ র ১ ২ ৩ ২ ১

অনাও২৩৪বা। ষা২০৪ত্বা। গোভিষ্টেব। ণমভিবা২৩।

২র ৩

সয়ামসিহো২৩৪৫ই। ডা। ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অস্মভ্যং' (অস্মভ্যং পরমধনদানার্থং ইত্যর্থঃ) 'বসুবিদং' (পরমধনদাতারং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বাণীঃ' (অস্মদীয়া বাচঃ) 'অভ্যনূষত' (স্তুবন্তু, বয়ং স্তুবামঃ ইত্যর্থঃ); ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানরশ্মিভিঃ, জ্ঞানেন সহ) 'তে' (তব) 'বর্ণং' (অমৃতং) 'অভিবাসয়ামসি' (আচ্ছাদয়, প্রযচ্ছ — অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং কৃপয়া জ্ঞানামৃতং প্রযচ্ছ — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৩প ৫অ-১০খ-১০সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্! আমাদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য পরমধনদাতা আপনাকে আমাদিগের বাক্যসমূহ স্তুতি করিতেছে অর্থাৎ আমরা স্তুতি করিতেছি; আপনি জ্ঞানের সহিত আপনার অমৃত আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে কৃপাপূর্বক জ্ঞানামৃত প্রদান করুন।)॥ (৩প—৫অ—১০খ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতনারদাবৃষী। হে সোম! 'বসুবিদং' ধনস্য দাতারং 'ত্বা' ত্বাং 'অস্মভ্যং' ধনাদি-দানার্থং 'ধীতীঃ' অস্মদীয়া ধীতঃ 'অত্যাঘৃনত' অভিরন্তি নু স্তবনে (অদা৮ প০)। অপিচ 'তে' তব 'বর্ণং' আনরকং রসং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অভিবাসয়ামসি' অভিবাসয়ামঃ অভিত আচ্ছাদয়ামঃ॥ (৩প—৫অ—১০খ—১০সা)॥

* * *

দশম (৫৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§*§:—

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে পরমধনলাভের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে।

ভগবান পরমধনদাতা। তাঁহার অনন্ত অসীম কুবের ভাণ্ডার জগতের মঙ্গলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাহার যাহা প্রয়োজন, শক্তি অনুসারে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের ধনরাশি জগতে অবিরত বর্ষিত হইতেছে, যে যতটুকু পারে সংগ্রহ করিয়া লয়। তাঁহার দানে বিরাম নাই, কেহ অনধিকারী বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। তাহাই যদি হয়,—তবে সেই ধনলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কেন? প্রার্থনা,—তাঁহার দান ধারণ করিবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য। "প্রভো তুমি তো অযাচিত ভাবেই দান করিতেছ, কিন্তু আমার তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি কই? আমাকে সেই শক্তি দাও, যেন আমি তোমার মহৎদান উপভোগ করিতে পারি।"

"জ্ঞান দাও! প্রভো! অজ্ঞান আমরা, তোমার স্বরূপ জানিতে পারি না। অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি, জ্যোতিঃ দাও, পথপ্রদর্শন কর; অন্ধকারে রিপুসঙ্কুল 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' দুর্গম মোক্ষমার্গে, পথ হারাইয়াছি। হাতে ধরিয়া লইয়া যাও প্রভো! তোমার জ্যোতির্ম্ময় লোকে। ওগো, একটু আলো দাও, একটু আলো! তমসঃ মা জ্যোতির্গময়।" (৩প—৫অ—১০খ—১০সা)। *

—•—

একাদশং সাম।

১২　৩ ২উ　৩　২　৩　১　২　৩　১　২
পবতে হর্য্যতো হরিঃ অতি হ্বরা৺সি র৺হ্যা।
৩ক ২র　৩　১　২　৩ ২ ৩　১ ২
অভ্যর্ষ স্তোতৃভ্যো বীরবৎ যশঃ॥ ১১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১র ২ ২ ^ ৩ ৫
১। পবতেহ। ৰ্য্যতোহ'রিঃ। ঔ ০ হো ৩ ১ ই। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ বা।

১ ২ ১ ২র ১ ২ র ৩র ২ ^ ৩ ৫
অতিহ্বরা ২ ৩ংসিরং৩ হিয়া। ঔহো ৩ ১ ই। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ২ র ১ ২র ১ ২ ২ ^ ৩ ৫
অভ্যর্ষস্তোতৃভ্যোবা। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ বা।

১ ^ ৩ ৫র র ৩ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যশোবৃষ্ণা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

* * *

৩ ২ ৪ ৫র ২ ১র ২র ১ ৪ ২^ ৩র ২^
২। পবা ৩। পবতেহ। র্য্যতোহরিঃ। ঔহোই। ঔ ৩ হোই। ঔহোই।

১ ২ ১ ২র ১ ২ র র ১ S ২^ ৩র ২
অতিহ্বরা ২ ৩ংসিরং৩ হিয়া। ঔহোই। ঔ ৩ হোই। ঔহোই।

১ ২ র ১ ২র ১ ২র ১ S ২^ ৩র ২
অভ্যর্ষস্তোতৃভ্যোবা। ঔহোই। ঔ ৩ হোই। ঔহো ৩।

১ ^ ৩ ৫র র ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যশোবৃষ্ণা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

* * *

৩ ৪ ৫র ৩ ২ ২ ৫র ৪ ৫
৩। পবতেহর্য্যতঃ। হরী ৩ঃ। অ ২ ৩ ৪। তিহ্বরা৩ংসির। হিয়া।

২ ১ র ৫ ৩র ২ ১ ৩
অভ্যর্ষা ২ ৩ ৪। স্তোতৃ। ভ্যোবা ৩ ই। রা ২ বা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ শাঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'হর্য্যতঃ' (স্পৃহনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) সত্বভাবঃ 'রংহ্যা' (সাধুবেগেন, ক্ষিপ্রং) 'হ্বরাংসি' (কুটিলানি, অস্মাকং হৃদয়ানি ইতি যাবৎ) 'অতি পবতে' (অতীত্য গচ্ছতু, পাপয়তু); যতঃ পাপনাশকং সত্বভাবং লভেম—ইতি

ভাবঃ; হে দেব! ত্বং 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'বীরবৎ' (বীরত্বযুক্তং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'যশঃ' (সৎকীর্ত্তিং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া আত্মশক্তিং তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেম—ইতি প্রার্থনার ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ—১০খ—১১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরম আকাঙ্ক্ষণীয় পাপহারক সত্ত্বভাব ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগের কুটিল হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পাপনাশক সত্ত্বভাব লাভ করি); হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক সৎকীর্ত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় আত্মশক্তি এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করি।) ॥ (৩প—৫অ—১০খ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিশ্চাক্ষুষ ঋষিঃ। 'হর্যতঃ' স্পৃহণীয়ঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'রংহ্যা' (তৃতীয়ায়া আকারঃ) সাধু বেগেন 'হ্বরাংসি' কুটিলানি অনৃজূনি পবিত্রাণি 'অতি পবতে' অতীত্য গচ্ছতি। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ হে সোমঃ! ত্বং 'স্তোতৃভ্যঃ বীরবৎ' পুত্রযুক্তং 'যশঃ' 'অভ্যর্ষ' অভিগময় প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'অভ্যর্ষ' 'অভ্যর্ষন্'—ইতি সাম ঋচঃ পাঠৌ ॥ ১১ ॥

* * *

একাদশ (৫৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে বটে, কিন্তু ফললাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তিলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! ভগবানের কৃপা না হইলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। চারিদিকে যে ভীষণ রিপুকুল রহিয়াছে, তাহারা পদে পদে মানুষকে বাধা দেয়, প্রত্যেক কার্য্যে আলেয়ার আলো লইয়া আসিয়া গন্তব্যপথ ভুলাইয়া দেয়। তাই সাধক সখেদে নিবেদন করিতেছেন,—

সাম—৩৮ (১০)

"ছয়টা শত্রু দিবা রাত্র করে রাখে দিশেহারা।" এই আলেয়ার আলো, আপাতমনোহর প্রলোভন, নিজের অন্তরস্থ রিপুকুল প্রভৃতিকে জয় করিতে পারিলে অনায়াসে সৎপথে—মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপা না পাইলে তাহা সম্ভবপর নয়। শুধু মনে করিলেই সৎ হওয়া যায় না—যদি না তাঁহার করুণাকণা লাভ করা যায়। তাই ভগবানের নিকট সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ দুর্ব্বল। পদে পদে তাহার পা পিছলাইয়া যায়। শুধু দুর্ব্বল নয়, চারিদিকে রিপুর আক্রমণে সে বিব্রত। এই দুর্ব্বলতা, এই রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। তিনি কৃপা করিলে মানুষের হৃদয়ে ঐশীশক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া মানুষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে, মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। তিনিই পরমশক্তির আধার—শক্তিদাতা। তাই তাঁহার চরণে আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের কল্পনা করিলেও কোন কোনও অংশে মূলভাব রক্ষিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অতি চমৎকার ঔজ্জ্বলাধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন। তাঁহারা যাহাকে স্তব করে তাহাদিগকে তিনি লোকবল ও কীর্ত্তি প্রদান করিতেছেন।" মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাবগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী নিত্যসত্য খ্যাপন-মূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'আভর' ক্রিয়াপদে স্পষ্টভাবে প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। অধিকন্তু, অনেকস্থলেই নিত্যসত্য-খ্যাপনের মধ্যে প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত থাকে। এই মন্ত্রে স্পষ্ট প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারও এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাই 'অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ' বলিয়া এই অংশের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

মন্ত্রান্তর্গত দু'একটী পদের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বীরবৎ' পদে ভাষ্যকার 'পুত্রযুক্ত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে ঐ পদের অর্থ করা হইয়াছে—'লোকবল'। আমরা এই দুই ব্যাখ্যার কোনটীই গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'বীর' শব্দে শক্তিকে লক্ষ্য করে। তাই ঐ পদে আমরা 'বীরত্বযুক্তং' 'আত্মশক্তিদায়কং' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। যাহা দ্বারা হৃদয় সতেজ হয়, আত্মার বল হয়, তাহাই প্রকৃত শক্তি। মন্ত্রে সেই শক্তি লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পদ 'হ্বরাংসি'। উহার ভাষ্যানুমোদিত অর্থ কুটিলানি। কিন্তু ভাষ্যের সঙ্কল্পিত সোমরসের সহিত সম্বন্ধযুত করিতে যাইয়া এই বিশেষণ পদের শেষে 'পবিত্রাণি' পদ সংযোজনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে সোমরসের কোন উল্লেখ না থাকিলেও এখানে সোমরসকে টানিয়া আনা হইয়াছে এবং তদনুসারে মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদেরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা মনে করি 'হ্বরাংসি' পদে আমাদিগের কুটিল অপবিত্র হৃদয়কেই লক্ষ্য করে। সেই কুটিল, অসরল হৃদয়েই ভগবানের করুণাধারার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। তাই আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, হৃদয়ের মলিনতা দূর করিবার জন্য, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলেই

হৃদয় যখন সরল হয়, মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি ॥ (৩প—৫অ—১০খ—১১সা)॥ •

———*———

দ্বাদশং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পরি কোশং মধুশ্চ্যুতং সোমঃ পুনানো অর্ষতি।

৩ ১উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অভি বাণীঃ ঋষীণাং সপ্ত অনূষত ॥ ১২ ॥ *

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ১র ২ র ১র ২ ১ ২

পরিকো ৩ শম্মধুশ্চ্যুতাম্। সোমঃ পুনানো অর্ষতি। হোয়ে ৩।

২ ৩ ২র ১২রর ১২১৩ ৫

অভিবা ২৩৪৫। ণীর্ঋষীণাং স। প্তানাও ২৩৪ বা।

৩ ৫

সা ২ ৩ ৪ ভা ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বশীলঃ, সত্ত্বভাবস্তু ইত্যর্থঃ) 'মধুশ্চ্যুতং' (মধুস্রাবিণং রসং, অমৃতং) 'কোশং' (হৃদয়রূপপাত্রং, অস্মাকং হৃদয়ং) 'পর্য্যর্ষতি' (পরিগচ্ছতু, প্রাপয়তু) তৎ অমৃতং 'ঋষীণাং' (জ্ঞানিনাং) 'সপ্তবাণীঃ' (বহুবিধাঃ প্রার্থনাঃ, যদ্বা সপ্তচ্ছন্দাংসি) 'অভ্যনূষত' (অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি, আরাধয়ন্তি, জ্ঞানিনঃ অমৃতং প্রার্থয়ন্তু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং জ্ঞানিনাং প্রার্থনীয়ং অমৃতং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ—১০খ—১২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক সত্ত্বভাবের অমৃত আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক; সেই অমৃতকে জ্ঞানিগণের বহুবিধ প্রার্থনা (অথবা সপ্তছন্দ) আরাধনা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বড়্ৰিংশত্যুত্তরশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত) ইহার গেয়-গান তিনটি। উহাদের নাম,—"যশাংসি ত্রীণি।"

করিতেছে, অর্থাৎ জ্ঞানিগণ অমৃত প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণের প্রার্থনীয় অমৃত আমরা যেন লাভ করিতে পারি)॥ (৩প—৫অ—১০—১২সাম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিতঋষিঃ। সঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'মধুশ্চ্যুতং' মধুররসস্য চ্যাবয়িতারং দ্রোণ-কলশং প্রতি আত্মীয়ং রসং 'পর্য্যর্ষতি' পরি গময়তি। তমিমং সোমং 'ঋষীণাং সপ্তবাণীঃ' সপ্তচ্ছন্দাংসি 'অভ্যনূষত' অভিষ্টুবন্তি (নু স্তবনে কুটাদিঃ। 'সোমঃ পুনানো অর্ষতি' 'অব্যো বারে অর্ষতি'—ইতি সাম্নি ঋচঃ পাঠৌ॥ (৩প ৫অ—১০খ—১২সা)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

দ্বাদশ (৫৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাবজনিত অমৃত লাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ সেই পরম মঙ্গলপ্রদ সত্ত্বভাব পাইবার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করেন। যে মধুপানে দেবগণ অমর হইয়াছেন, সেই অমৃত লাভ করিবার জন্য কে না আগ্রহান্বিত হয়? কিন্তু অজ্ঞানতার আবরণে আমাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছাদিত বলিয়া আমরা সত্যদর্শন করিতে পারি না। কিরূপে আমাদিগের মঙ্গল হয়, কি করিলে আমাদিগের জীবনের চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। আর জানি না বলিয়াই অমৃতভাণ্ড আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিতেও হলাহল পান করিয়া মৃত্যু-পথের পথিক হই। জ্ঞানিগণ সেই অমৃতের সন্ধান জানেন এবং তাহা লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, তদনুরূপ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানেন যে, অমৃতত্ব লাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, তাই সেই লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। এই অমৃতত্ব লাভের জন্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মূলতঃ মানুষও দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অমৃত লাভে মানুষও দেবতা হইতে পারে। জ্ঞানিগণ ভগবানের সেই পরম চরণামৃত লাভ করিয়া অমর হয়েন,—দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাধারণ মানুষও সেই দেবত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়—মন্ত্রের মধ্যে এবম্বিধ ইঙ্গিত রহিয়াছে॥ (৩প—৫অ—১০খ ১২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম,—"ত্রৈতম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

পবমানং পর্ব্ব (তৃতীয়ং পর্ব্ব)। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। একাদশঃ খণ্ডঃ॥

* * *

একাদশঃ খণ্ডঃ।

ঋষ্যঃ পবস্বেতি খণ্ডেঽস্মিন্ চোংষ্টৌ ককুভোঽত্র তু।
দংসুমে ইতি গায়ত্রী যবমধ্যেতি কেচন॥
অক্ষরব্যূহনাদেষা ককুবেবেতি কেচন।
'এষ ধারয়াসুতঃ' প্রগাথঃ কাকুভোঽন্তিমঃ॥
ঋষীণাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ তত্র তত্রোক্তিদধ্মহে॥

* * *

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ২র ৩ ৫ ৩ ৫ ২ র
১। পাবা। স্বমাধুমা। ত্তামাও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। য়সোম-
১ ২র ১ ২ ১ ২র ৩ ৫
ক্রতুবিত্তমোমদা ৩ ঃ। ওই। মাহাও ২ ৩ ৪ বা।
২ ১ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
দ্যুক্ষতমোমদা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২ ৪৫ ৫ ৫ ১ — ১ —
২। পা ৩ ৪। বস্ব। ধুমত্তা ৬ মাঃ। আইন্দ্রা ২। যসোমা ২ঃ

১ ২ ৪ ২ ২ ১ ২ ৪
ক্রতুবাইত্তা ৩ মো ৩। মা ৩ দাঃ। মহিদ্যুক্ষাতা ৩ মো ৩।

২ ৫
মা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হাই।

• • •

৪৫ ৪৫র ৪ ১ র র ২১র ২
৩। পবস্বমধুমা। ইহা। ত্তমঃ। ইন্দ্রায়সোমক্রতুবিত্তমোমা ২ ৩ দাঃ।

১২ ১ ২ ১২ ১র ২
ইহা। মহাইদ্যু ২ ৩ ক্ষা। ইহা। তমোমা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ঃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

৪৫ ৪র ৪ ১ ২র ১ ২ ২
৪। পবস্বমা। এ ৫। ধুমা। ত্তমাঃ। ইন্দ্রায়সো ৩। হা। ঔ ৩ হো।

১ ২ ১ ২ ২ ৩২ ৩২ ১ ২
মাক্রাতুবী ২ ৩ দা ৬। হা। ঔ ৩ হো ৩ ৪। তমো ৩ ৪ মদাঃ। মহায়ে ৩।

১ A ৩ ৫র র ২ র ১৩ ১ ১ ১ ১
দ্যু ২ ক্ষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তমোমদা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* * *

২১২ ৪৫ ২৩ ৫ ২১র২১ — ১ ২ ৪
৫। পবস্বা ৩ মধু। মত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। ইন্দ্রায়সোমা ২। ক্রতুবাইত্তা ৩ মো ৩।

২র A ৫ ২১ ২ ৪ ২ ৫
মা ৩ ২ ৩ ৪ দাঃ। মহাই। দ্যুক্ষাতা ৩ মো ৩। মা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হাই॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতঃ, অমৃতময়ঃ) 'মন্দ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'ক্রতুবিত্তমঃ' (সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ যথা প্রজ্ঞাদায়কঃ) 'মহি' (মহান্) 'দ্যুক্ষতমঃ' (অত্যন্তদীপ্তঃ, পরমদীপ্তিমান্) ত্বং অস্মাকং 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ

সন) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবার্থং, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ ১১খ—১সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্ম্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞাদায়ক) মহান্, পরমদীপ্তিমান্ আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৩প—৫অ—১১খ—১সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

গৌরিবীতিঃ ঋষিঃ। হে 'সোম'! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতস্ত্বং 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'মদঃ' মদকরঃ' সন 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশঃ? 'ক্রতুবিত্তমঃ' অত্যন্তং প্রজ্ঞায়াঃ কর্ম্মণো বা লম্ভকঃ 'মহি' মহান্ মংহনীয়ো বা 'দ্যুক্ষতমঃ' অত্যন্তদীপ্তঃ 'মদঃ' হৃষ্টঃ॥ ১॥

• . •

প্রথম (৫৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার একাংশে আছে "পরম আনন্দদায়ক আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া আবির্ভূত হউন।" যিনি পরমানন্দদায়ক তাঁহাকে পরমানন্দদায়ক হইবার জন্য প্রার্থনা কেন? তাহার উত্তর এই যে, সূর্য্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাহাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়? ভগবান্ তো 'আনন্দং অমৃতরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দ দায়ক হইয়া" ইত্যাদি।

সদ্ভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী ; সদ্ভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে। (৩প—৫খ—১১থ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩২
অভি দ্যুম্নং বৃহৎ যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্।
১র ২র ৩ ১ ২
বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ২৩৫ ২১ ২ র র ৪
১। অভাই। দ্যুম্না ৩ স্ব্ ৩ হদ্যশঃ। ইষাঃ। পতেদিদীহিদে ৩ বা ৩
২র৩৫ ২ ১ ২ ৩২ ৪
দেবয়ুম্। বিকো ২ শম্মা। ধ্যমা ৩ ০ যু ৫ বা ৬ ৫ ৬ ॥

* * *

৫ ৪ ৫ ২১২ — ১ ১২৩
২। অ। ভোদ্যুম্নাম্। বৃহাস্যা ১ শা ২ঃ। ইষাস্পতাই। দীদীহা
৫ ৩২৩ ৫ ২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ ইদে। বদাইবা ২ ৩ ৪ যুম্। বিকোবাও ২ ৩ ৪ বা।
১ ২ ৫
শম্মধ্যভা ৩ ১ উবা ২ ৩। যূ ২ ৩৪ বা ॥

• • •

২ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ১ র র র২১র ২
৩। অভিদ্যুম্নম্বৃহৎ। ইহা। যশঃ। ইষস্পতেদিদীহি দেবদেবা ২ ৩ য়ুম্।
র ১র ২ ১২র ১ ২ ১ ২
বিকোহোবা ৩ হাই। শম্মা ২ ধ্যমংযুব। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।
১
৩ ২ ৩ ৪ ৫। ডা ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গে অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম,—"বাসিষ্ঠম্" "সফম্" "বাসিষ্ঠম্" "সফম্" ॥

৫ ৫ ২ ১ ২র ১ ২র ১র

৪। অভিস্রাম্নস্ব্ ৬ হস্ত্যাঃ। ইষস্পাতাই। দিদীহিদাই। বাদেবয়ুম্।

র ১ ৪ ৫র ৫

বিকোশম্মধ্যমা ২ ৩ ৮ হোই। যু ২ ৩ ৪ বা। ঔহিয়া ৬ হা।

৪

হো ৫ ই। ডা॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষস্পতে দেব' (সিদ্ধিপ্রদাতঃ হে দেব) ত্বং অস্মভ্যং 'দেবয়ুং' (দেবকামং, দেবত্বপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'দ্যুমং' (জ্যোতিমৎ) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যশঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অভিদিদীহি' (প্রযচ্ছ) তথা তব 'মধ্যমং' (অন্তরিক্ষস্থিতং, দ্যুলোকস্থিতং অমৃতময়ং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (মেঘং, বর্ষণং, করুণাপ্রবাহং) 'বি যুব' (বৃষ্ট্যর্থং গময়, বর্ষয় ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছ; বয়ং তব করুণামৃতং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ—১১খ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সিদ্ধিপ্রদাতা হে দেব! আপনি আমাদিগকে দেবত্বপ্রাপক জ্যোতিমান্ মহান্ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন; এবং আপনার অমৃতময় করুণা-প্রবাহ বর্ষণ করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এইযে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; আমরা যেন আপনার করুণামৃত লাভ করি।)। (৩প—৫অ—১১খ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উর্দ্ধসদ্মা ঋষিঃ। হে 'ইষস্পতে'! অন্নস্য পতে! হে 'দেব' দ্যোতমান সোম! 'দেবকামং' ত্বাং বয়মভিষ্টুম ইতি শেষঃ। কিঞ্চ। ত্বং 'দ্যুম্নং' দ্যোতমানং 'বৃহৎ' প্রভূতং 'যশঃ' অন্নং অস্মভ্যং 'অভিদীদিহি' আভিমুখ্যেন প্রকাশয় প্রযচ্ছেত্যর্থঃ (আমন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানত্বেন পাদা-দিত্বায় নিঘাতঃ)। কিঞ্চ 'মধ্যমং' অন্তরিক্ষস্থিতং 'কোশং' মেঘং 'বি যুব' বৃষ্ট্যর্থং গময় বিশ্লেষয়। 'দেবয়ুং' দেবয়ু - ইতি পাঠৌ। (৩প - ৫অ—১১খ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৫৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§ * §:——

প্রার্থনা মূলক এই মন্ত্রটীতে শক্তি ও ভগবানের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের করুণার উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহার দয়া না পাইলে মানুষ কেবল ইচ্ছা করিলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের নিকট হইতে শক্তি না পাইলে মানুষের কতটুকু শক্তি আছে যে—চারিদিকের ভীষণ রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করিবে? তাই কবি বলিয়াছেন,—"না এগুতে দুই পদ, আছাড়িয়া পড়ে দুরবল"। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে "ওগো দয়াল প্রভো! কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অসীম শক্তিভাণ্ডারের একটু শক্তিকণা দান করিয়া ধন্য কর। আমাদিগকে সৎপথে চলিবার, সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট সৎকর্ম্মসাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারি, তাহার সাহায্যে যেন তোমার চরণে পৌঁছিতে পারি। তোমার দেওয়া শক্তিপুষ্পে যেন তোমারই চরণে অঞ্জলি দিতে পারি। তোমার অপার করুণাধারা জগতে বর্ষিত হউক, চিরপিপাসিত অশান্ত হৃদয় তোমার শান্তিবারি লাভে তৃপ্ত হউক। তুমি,—

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তি বারি,
শুষ্ক হৃদয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।" *

তোমার মহিমা হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। (৩প—৫দ—১১খ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
আ সোতা পরি ষিঞ্চত অশ্বং ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তোমম্ অপ্তুরং রজস্তুরম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বনপ্রক্ষম্ উদপ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। "ঐবয়াণি চত্বারি"।

৩র ২ ৩র ৪র ৫ ১র ৭ — ১ ২ র
৫। আসো ৩ ৪ ঔহোবা। তাপারাইষিঞ্চতা ২। আশ্বন্নস্তো।

১ ৭ — ৩২ ৩ ৫ ৪ ১ ২
মামপ্তুরা ২ম্। রজাস্তু২ ৩ ৪ রাম্। বানোহাই। প্রাক্ষমুদ ৩ ১

৫
উবা ২ ৩। প্রু ২ ৩ ৪ তাম্ ॥

* * *

৩র ৪র ৫র ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২র ১ ৭ —
৬। আসোতাপা। হো। রিষিঞ্চতা ৬ এ। আশ্বন্নস্তোমামপ্তুরা ২ম্।

১ ২ ১ ৭ ১ ৪
রাজস্তুরম্। বানপ্রাক্ষা ২ ৩ ম্। উ ২ ৩ দা ৩।

২ ৫
প্রু ৩ ৪ ৫ তো ৬ হাই । ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'অশ্বং ন' (অশ্বং ইব বেগিনং, ব্যাপকজ্ঞানং ইব আশুমুক্তিদায়কং) 'স্তোমং' (স্তবনীয়ং, প্রার্থনীয়ং) 'অপ্তুরং' (দ্যুলোকস্থিতানাং উদকানাং প্রেরকং, অমৃতপ্রাপকং, যদ্বা ত্রাণকারকং) 'রজস্তুরং' (তেজসাং প্রেরকং, শক্তিদায়কং) 'বনপ্রক্ষং' জ্যোতির্ম্ময়ং) 'উদপ্রুতং' (উদকং গচ্ছন্তং অমৃতময়ং) সত্ত্বভাবং যূয়ং 'পরিষিঞ্চত' (হৃদি উৎপাদয়ত) তথা তং 'আ সোত' (অভিষুতং, বিশুদ্ধং কুরুত ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৩প—৫অ—১১খ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ব্যাপকজ্ঞানতুল্য আশুমুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় অমৃতপ্রাপক (অথবা ত্রাণকারক) শক্তিদায়ক জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় সত্ত্বভাবকে তোমরা হৃদয়ে উৎপাদন কর এবং তাহাকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (৩প—৫অ—১১খ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

ঋজিশ্বা ঋষিঃ । হে ঋত্বিজঃ ! 'আ সোত' সোমমাভিষুত যূয়ম্ অভিষবে (স্থা° উ°)। সোটি ছান্দসো বিকরণস্য লুক্ তপ্তনপ্তনথনাশ্চ (পা° ৭।১।৪৫) ইতি তস্য তবাদেশঃ । কিঞ্চ । 'পরিষিঞ্চত' পরিতঃ বসতীবর্য্যাদিভিঃ সিঞ্চত । কীদৃশং ? 'অশ্বং ন' অশ্বমিব বেগিনং 'স্তোমং' স্তোতব্যং 'অপ্তুরং' অন্তরিক্ষস্থতানামুদকানাং প্রেরকং 'রজস্তুরং' তেজসাং বা প্রেরকং । 'বনক্রক্ষম' উদকৈঃ সম্পৃক্তং । যদ্বা কাষ্ঠেষু পাত্রেষু ক্ষারকং প্রকীর্ণং 'উদপ্রুতং' উদকং গচ্ছন্তং প্লবমানং সোমমভিষুত অভিষিঞ্চত । 'বনপ্রক্ষং বনক্রক্ষং'— ইতি সাম্ন ঋচঃ পাঠৌ । (৩প—৫খ—১১খ—৩সা)।

তৃতীয় (৫৮০) সামের মর্ম্মার্থ ।

—— § : • : § ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক । মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের উপায়ভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধন আছে । সাধক নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "জাগো মন ! জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া আর ঘুমাইয়া থাকিও না । পরম শান্তিলাভের জন্য উদ্বোদ্ধ হও, এমন হীনভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য জগতে আস নাই । ইহা কর্ম্মভূমি ; জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য কর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য । ভগবান কৃপা করিয়া তোমাকে মানবজন্ম দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যত্নবান হও । নিকৃষ্ট প্রাণীদের মত আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিও না । তাহা হইলে ভগবানের দানের অসম্মান করা হইবে, তোমার জীবন ব্যর্থ হইবে। তুমি পশু হইতে উচ্চ, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। হীনতা মলিনতা ঝাড়িয়া ফেল, হৃদয় পবিত্র কর, ভগবানের চরণে আশ্রয় লও দেখিবে, তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়াছে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত হইয়াছে । যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তাহার উপায় বিধানে যত্নপরায়ণ হও, ঘুমাইয়া থাকিও না । "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ।" * (৩প—৫খ—১১খ—৩সা) । •

—— • ——

চতুর্থং সাম ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতমু ত্যং মদচ্যুতম্ সহস্রধারং বৃষভং দিবোদুহম্ ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততমসূক্তের সপ্তমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত) । ইহার গেয়-গান ছয়টী । উহাদের নাম,—"কাণ্বজ্ঞান জীর্ণ" "বাচঃ সামান জীর্ণ ।"

৫র ৩ ২র ৩ ৪ ৫ ১ ২ ১ ৭ — —
৩। এতামুত্যম্মদচ্যুতাম্। সাহস্রধা। রাং বৃষভা ২ ম্। দিবো ২।

১ র র ১ ২
দুহ্রোহাই। বিশ্বাবসূনিবা ২ ৩ হোই। ভ্রা ৩ তা ৩ : উবা ২ ৩।

২র র ৫
উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

* * *

৩র ২ ৫র ৪ ৫ ২ ১ র ১
৩। এতা ৩ ৪ ম্। উত্যম্মদা। চ্যুতাম্। সহস্রধার ২ ম্। বৃষভম্।

১ ৫ ১র র ২ ১ ২
দিবো ২ ৩ ১ ২ ৩। দু ২ ৩ ৪ হাম্। বিশ্বাবসূনিবা ৩ ভ্রতে ৩।

১ ৫র ৫ ৪
ভ্রা ২ ৩ ৪ তাম্। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধিয়ঃ' (দেবং কাময়মানাঃ, ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'মদচ্যুতং' (আনন্দস্রবণপ্রাবিণং, পরমানন্দদায়কং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'বসূনি' (ধনানি) 'বিভ্রতং' (ধারয়ন্তং, প্রদায়কং, ইত্যর্থঃ) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্যং' (তং সত্ত্বভাবং ইতি ভাবঃ) 'সহস্রধারং' (বহুধারাযুক্তং, প্রভূতপরিমাণং) 'উ' (নিশ্চয়ং) 'দুহং' (দোহন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) ; অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ মোক্ষদায়কং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৩প - ৫অ—১১খ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপরায়ণ সাধক পরমানন্দদায়ক অভীষ্টবর্ষক সর্ব্বধনপ্রদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাবকে প্রভূতপরিমাণে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ মোক্ষদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। (৩প—৫অ—১১খ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কৃতযশাঋষিঃ। 'ধিয়ঃ' দেবান্ কাময়মানা ঋত্বিজঃ। 'এতং' 'ত্যমু' সোমমেব 'দুহং' অদুহন (ভত্তেলিঙি রূপং) দুহন্তি স্ম (ছান্দসো সকারস্য মকারঃ। গ্রাবাণো বৎসা ঋত্বিজো দুহন্তীতি তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণং) কীদৃশং সোমং ? 'মদচ্যুতং' মদস্য প্রেরকং

'সহস্রধারং' বহুধারং 'বৃষভং' কামানাং বর্ষকং 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বসূনি' ধনানি 'বিভ্রতং' ধারয়ন্তং। 'দিবোদুহং' ইতি 'দিবংদুহং' ইতি পাঠৌ॥ (৩প—৫খ—১১খ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৫৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। যিনি ভগবৎপরায়ণ, যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা ভগবানের চরণে অর্পিত হইয়াছে, তিনি ভগবানের কৃপায় মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন। সত্ত্বভাব লাভ করিলে সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন পাওয়া যায়। সত্ত্বভাব অভীষ্টবর্ষক। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তাহার মন তখন ভগবদভিমুখী হয়, হৃদয় বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুসরণ করে। সুতরাং সকল আকাঙ্ক্ষা কামনা, অনুকূল ভগবৎ-শক্তির সাহায্যে পূর্ণ হয়। অথবা ভক্তবৎসল ভগবান সাধকের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। তাই সত্ত্বভাবকে অভীষ্টবর্ষক বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'দুহং' ক্রিয়াপদের কর্ত্তা 'দিবঃ' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "দেবান্ কাময়মানা ঋত্বিজঃ।" আমাদের ব্যাখ্যার সহিত ঐ অর্থের কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু 'তং' পদে ভাষ্যকার 'সোমরস' অর্থ করিয়াছেন, এবং প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু 'দেবান্ কাময়মানাঃ' সাধকগণ সোমরস চাহিবেন অথবা পাইবেন কেন? এই স্থলে আমরা 'তং' পদে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে বলিয়া মনে করি এবং ঐ অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে॥ (৩প—৫খ—১১খ—৪সা)। *

—०—

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২র

স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়াম্ আনেতা য ইডানাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩২

সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"কৌল্মলবর্হিষে দ্বে" "শঙ্ক" "কৌল্মলবর্হিষাণি ত্রীণি।"

গের-গানং ।

৪৫　১৪র র　２　১ — ১ — র র　১
১। গাস্। ষেষোবসূ ২ ৩ নাম্। ষোয়া ২ য়ামা ২। নেত্তাষ ইডা ২ ৩

２　১　２　১　২১　৫　৫
নাম্। গো ২ ৬ মাঃ। যঃসুক্ষিত্তা ২ ৩ ৪ ইনো ৬ হাই ॥

• • •

৪　৫　১৪র র র　２　১ — ১ — র র
২। গস্থহাউ। ষেষোবসূনা ২ ৩ ৮ হাউ। ষোয়া ২ য়ায়া ২। নেত্তায়ঃ।

১র　２　১র র　２　২৯　৩ ২র ১
ইডানা ২ ৩ ৮ হাউ। গে'মোষঃসূ ৩ হাউ। ক্ষিত্তীনাম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫　৪
হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥

* * *

৪　৫　১ র ২　১ ১ ১ ১
৩। গঃ। স্বেগাসূ। স্বেষোবগা ৬ ১ উবা ২ ৩। না ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

১র Sর　১র Sর　র ১র　১ Sর　র ২ ৯ ৩　৫
ষোয়া ২ য়ায়া ২ নেত্তাষ। ইডা ২ না ৩ ম্। গোমোবাও ২ ৩ ৪ বা।

১　２　２　১ ১ ১ ১ ১
যঃসুক্ষিত্তা ৩ ১ উবায়ে ৩। না ২ ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

২ ১　৪র ৫র　২র ১ ২　２　র　১
৪। সস্থষে ২ ৩ ষোবসূনাম্। ষোয়ায়া ১ মা ২ ৩ নে। ত্তাষইডা ২ ৩ ৪ ৫

২র Sর　১　২ র ১　র　১ ১ ১ ১
না ৬ ৫ ৬ ম্। গোমো ২ যঃ সুক্ষিত্তীনাম্। গোমা ২ ৩ ৪ ৫ঃ ॥

• • •

৪ ৫ র র　৪　৫　২র ১ ২　２　র র　১　２
৫। গস্থষয়াঃ। এবাসূ। নাষোয়া ১ য়া ২ ৩ মা। নেত্তায়ইডা ২ ৩ মা ৩ ৪

৩র ২　১　２　১　৩ ১ ১ ১ ১
ম্। গোমা ৩ঃ। যঃ সুক্ষি। ত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ই। না ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইডানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুবে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প—৫অ ১১খ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (৩প—৫অ—১১খ—৫সা)॥

• • •

[illegible]। 'যঃ সঃ সোমঃ সুবে' অভিষুয়তে ঋত্বিগ্ভিঃ। যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা' যশ্চ 'রায়াং' রাতিঃ প্রদাতা ক্ষীরাদিকমিতি রায়ো। গাবস্তেষামানেতা বিভূতে যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' শোভনমনুষ্যাণাম্। আনেতা সোহভিষুতোঽভূদিতি॥ ৫॥

• • •

পঞ্চম (৫৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

— ‡ • ‡ —

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধন প্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া নিতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১২ — ১ ২১ — ১ ১ ৫
৬। ত্ব৺হো ৩ অঙ্গদৌবিয়া। পবমা ২ না। জানিমা ২ না যে ৩ ৪। দ্যুম

২ ২ ১ ২ ২ ২১ ৫ ৪ ৫
ত্তা ৩ মাঃ। অমার্ত্তা ৩ ত্বা ৩। ঘষো ২ ৩ ৪ বা। ঘা ৫ যো ৬ হাই। ৬।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে সত্ত্বভাব) 'দ্যুমত্তমঃ' (পরমদীপ্তিসম্পন্নঃ) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'দৈব্যাংজনিমানি' (দেবানাং জন্মানি, দেবান ইত্যর্থঃ) জানাসি ইতি শেষঃ; ত্বং হি 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং) 'অমৃতত্বায়' (অমৃতলাভায়) 'ঘোষয়ন' (ঘোষয়সি, আহ্বয়সি লোকান ইতি শেষঃ) ; নিত্যসত্য-খ্যাপকোঽয়ং। সত্ত্বভাবেন লোকাঃ আত্মমুক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৩প—৫অ—১১—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে সত্ত্বভাব! পরমদীপ্তিসম্পন্ন আপনিই দেবতাদিগকে জানেন; আপনিই শীঘ্র অমৃতলাভের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করেন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা লোকগণ আত্মমুক্তি লাভ করেন)। (৩প—৫অ—১১খ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

শক্তিঋষিঃ। হে 'পবমান'! পূয়মান সোম! 'দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান 'ত্বং হি' ত্বমেব 'দৈব্যাং' দেবসম্বন্ধীনি 'জনিমানি' জন্মানি দেবানিত্যর্থঃ। জানাসীতি শেষঃ। জানতি সত্যা 'অমৃতত্বায়' তেষাং অমরণায় 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'ঘোষয়ন' কবিতো গ্রাবাণীব শব্দমুৎপাদয়ন উৎপাদয়সি। হি যোগাদনিঘাতঃ। 'ঘোষয়ন' 'ঘোষঃ' ইতি পাঠৌ। ৬।

ষষ্ঠ (৫৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। সত্ত্বভাব দেবতাকে জানেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব লাভ করিলে মানুষ পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই দেবতত্ত্ব জানা যায়। দেবতা অথবা দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিলে মানুষ দেবভাবের অধিকারী হয়।

সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতত্বলাভের জন্য আহ্বান করেন। যাঁহারা সত্ত্বভাব লাভ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। দেবগণ এই সত্ত্বভাবের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা অমর। দেবগণ যে অমৃত পান করেন, তাহা সত্ত্বভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই মন্ত্র সোমরসকে আনিয়া প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিরূপ অর্থান্তর ঘটান হইয়াছে, এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই;—"হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।" ব্যাখ্যাকার এই অনুবাদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অমৃতপান করিয়া দেবগণের অমরত্ব লাভ করারূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হইতে উৎপন্ন।" ব্যাখ্যাকার অমৃত ও অমরত্বকে নিছক 'গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বেদমন্ত্রের কিরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এইটুকু উদ্ধৃত হইল। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৩৭—৫খ—১০খ—৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

২ ১ ২র ৩ ২ ৩
এষ স্য ধারয়া সুতো অব্যা

১ ২ ৩ ১ ২
বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্রীড়ন্ উর্ম্মিঃ অপামিব ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ৩ ২ ৫ ১ ২র ১র র ২
১। এষাঃ। ধাবারয়া ৩ ১ উবা ২৩। সূ ২৩৪ তাঃ। অব্যা ২ বারেভিঃ-

র ১ ২ র ১ ২ ৩ ২ ১
পবতেমদিন্তমঃ। ক্রীড়ানু। মী ২ঃ। অপা ৩ম্। হু ২৩

৪ ১ ১ ১ ১ ১
বা ৩। আউবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম,—"পৌতক্রাণি চত্বারি।"

৪ র ৫ ১ র ২ ৫ ১ র ১র র ২

২ এষাহাউ। স্যধারয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। সু ২ ৩ ৪ তাঃ। অব্যা ২ বারেভিঃ-

র ১ ২ ৪র ৫ ১ ২

পবতেমদিন্তমা ২ ৩ঃ। ক্রোড়ন্‌হাউ। উর্ম্মিরপা৩,১

৫

উবা২৩ঈ। ২৩৪বা॥

• • •

২ ১র র ২ ৯ ৩ র ২র ১ ২ র৯ ৫ ২ ১

৩। এষস্যধা। ব্বায়া ১ সুতা ২ঃ। অব্যাবারাই। ভাইঃপবতে। মদিন্তমাঃ

২র ১ ২ ১ ৫ ২ ৫

ক্রোড়ন্‌ ২৩ম্মী ৩ঃ। আ ২ ৩ পা ৬ম্‌। আ ৩ ৪ ৫ ইবো ৬ হাই॥

• • •

২ ১ ২ ৪র ৫র ১ — ১র র

৪। এষস্যা ৬ ধারয়াসুতাঃ। অব্যাহো ২ ই। বারেভিঃপব-

র ৭ — ১র — ২ ৩র ২ ১

তেআদিন্তামা ২ঃ। ক্রৌড়া ২ ন্‌ হো ২ ই। উ ২ ৩ ম্মীঃ। অপামিবা।

২ ৪ ৫ ৪

ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা।

• • •

৪র র ৪ ২ ১র ২র ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ২

৫। এষস্যধা ৫ রয়াসুতাঃ। অব্যাবারাই। ভিঃপবতা ২ ৩ ই। মদিন্তমাঃ॥

১র র ২ ১ ৫ ৪ ৫

ক্রোড়ন্নূর্ম্মিরপোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ইবো ৬ হা ই। ৭।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাং' (অমৃতস্য) 'উর্ম্মিঃ' (তরঙ্গঃ) 'ইব' (তুল্যঃ) 'ক্রৌড়ন' (ক্রীড়াকারী আনন্দময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'এষঃ স্যঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যা বারেভিঃ' (জ্ঞানপ্রবাহৈঃ সহ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং পরমানন্দদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প—৫দ—১১স—৭সা)।

• • •

*

মন্ত্রার্থ।

অমৃততরঙ্গতুল্য আনন্দময়, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধ এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞানপ্রবাহের সহিত ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত পরমানন্দদায়ক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি॥ (৩প—৫অ—১১খ—৭সা)॥

* * *

উরুশবিঃ। 'স্তঃ' স 'এষঃ' 'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'অব্যা বারেভিঃ' অবের্বালৈঃ কৃতে পবিত্রে 'ধারয়া' আত্মীয়য়া 'পবতে' কলশমভিলক্ষ্য ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'মদিন্তমঃ' মাদয়িতৃতমঃ। 'অপামিব' উদকানাং ঊর্ম্মিঃ সঙ্ঘাত ইব 'ক্রীড়ন' ইতস্ততঃ সংক্রীড়মানঃ পবতে। 'অব্যাবারেভিঃ' 'অব্যোবারেভিঃ' ইতি সাম্ন শ্চঃ পাঠভেদঃ॥ (৩—৫অ—১১খ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৫৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব আনন্দপ্রদায়ক, নিজেই তিনি আনন্দময়। বিশ্বে যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয় উহা তাঁহারই বিকাশ। আনন্দের, অমৃতের তরঙ্গ জগৎকে প্লাবিত করিতেছে, যাঁহার শক্তি আছে, উপভোগের অধিকার আছে, তিনিই তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন, আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। সেই অমৃতময় অমৃতত্বপ্রাপক সত্ত্বভাবকে লাভ করিবার জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। সেই সত্ত্বভাবের কৃপায় মানব পরাশান্তি পরমানন্দ লাভ করেন। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—"অমৃতসাগরের তরঙ্গ আমাদিগের হৃদয় উপকূলে আসিয়া আঘাত করুক, দুর্ব্বার কঠিন শৈলাভূমি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিক। জগৎজুড়ে আনন্দের হাট বসিয়াছে। হে ভগবন্! আমরাই কি সেই আনন্দবাজারে প্রবেশের অধিকার লাভে বঞ্চিত হইব? ওগো করুণানিধান, কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার এককণা আনন্দ, অমৃত বিতরণ কর, চিরপিপাসিত আমাদিগের শুষ্ক কঠিন হৃদয় তোমার আনন্দবারি বর্ষণে গলিয়া যাউক। তোমার পদতলে তাহা অর্ঘ্যরূপে যেন নিবেদন করিতে পারি। জগৎ অমৃতময় হউক, আমরা যেন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি"। তাই অন্যত্রও প্রার্থনা করা হইয়াছে,—

"মধু নক্তমুতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।" (৩প—৫অ—১১খ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম,—"গায়ত্রপার্শ্বম্" "সন্তনি" "সোমসামানি চৈব ত্রীণি।"

অষ্টমং সাম।

২ ১-২ ৩ ২ ৩২ ২ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

য উস্রিয়া অপিয়া অন্তরশ্মনি নিঃ গা অকৃন্তৎ ওজসা।

১ ২ ২ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২

অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যম্ অশ্ব্যং বর্ম্মীব ধৃষ্ণো আরুজ

১ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২

(ওওম্ বর্ম্মীব ধৃষ্ণো আরুজ) ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১ ১র ১ র ৩ ৪ ৫ ১ ২

যউস্রিয়া২ অপিয়াঅন্তরশ্মনী ২৩। নির্গাহাউ। আকৃন্তদা ৩১

৫ ২ ১ ২ র ১ ৩

উবা ২৩। ঔ ২৩৪ বা। অভিব্রজন্তত্নিষেগব্যমশ্বিয়া ২৩ য়্।

৪ ৫ ১ ২ ৫

বর্ম্মীহাউ। বাধৃষ্ণবা ৩১ উবা ২৩। রু ২৩৪ বা ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ পরমদেবঃ) 'ওজসা' (স্বশক্ত্যা) 'অন্তঃ অশ্মনি' (পাষাণবৎকঠোরহৃদয়ে) 'অপিয়াঃ' (অন্তরিক্ষস্থানাম, দ্যুলোকজাতাম্) 'উস্রিয়াঃ' (উৎসরণশীলাম, প্রবহমানান্, যথা জ্যোতিঃকণাঃ) তথা 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'নিরকৃন্তৎ' (নিরগময়তি, উৎপাদয়তি) হে ভগবন্! সঃ ত্বং এব 'গব্যং অশ্ব্যং' (জ্ঞানং তথা ব্যাপকজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ব্রজং' (আশ্রয়স্থানং অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'অভিতত্নিষে' (অভিতঃ ব্যাপ্নোতি, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); 'ধৃষ্ণো' (হে শত্রুধর্ষণশীল দেব) ত্বং 'বর্ম্মীব' (কবচধারীইব, অপরাজেয়ঃ যোদ্ধা ইব) 'আরুজ' (রিপূন বিনাশয় – অস্মাকং ইতি শেষঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি তথা অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩প-৫দ-১১খ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পরমদেব স্বশক্তিতে পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ে দ্যুলোকজাত প্রবহমান (অথবা জ্যোতিঃকণাসমূহকে এবং) জ্ঞানকিরণসমূহকে

উৎপাদন করেন, হে ভগবন্! সেই আপনিই পরাজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন; হে শত্রুধর্ষণশীল দেব! আপনি অপরাজেয় যোদ্ধার ন্যায় আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আপনি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন।)॥ (৩প—৫অ—১১খ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অভিবাধমিঃ। 'যঃ' সোম 'উস্রিয়াঃ' উৎসরণশীলাঃ 'অপিয়াঃ' অপ্যাঃ আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম (নৈ০ ১।৩৮)। অপ্যাৎ ভবে ছন্দসি (পা০ ৪।৪।১১০) ইতি যৎ অন্তরিক্ষস্থাঃ। অতিপ্রভৃতিভিরসুরৈঃ অপাহৃতা নিহিতা 'গাঃ' আপঃ 'অশ্মনি' মেঘে 'অন্তঃ' মধ্যে স্থিতা ইত্যর্থঃ। 'ওজসা' বলেন 'নিরতুদঃ' নিরচ্ছিনৎ নিরগময়ৎ অন্তরিক্ষাদ্বৃষ্টিমকার্ষীদিত্যর্থঃ। স ত্বম্ অসুরৈরপহৃতং 'গব্যম্' গোসম্বন্ধি 'অশ্ব্যম্' অশ্বেষু ভবং 'ব্রজং' সমূহং 'অভি তত্নিষে' অভিতো ব্যাপ্নোতি তনু বিস্তারে ছান্দসে লিটি। 'তনিপত্যোশ্ছন্দসি' (পা০ ৬।৪।৯৯) ইত্যুপধালোপঃ। কিঞ্চ। হে 'ধৃষ্ণো'! শত্রুধর্ষণশীল সোম! স ত্বং 'বর্ম্মী' কবচীব 'আরুজ' অসুরান্ জহি 'অপিয়া অন্তরশ্মনি'—অপ্যা অন্তরশ্মনঃ'—ইতি ছন্দোগব্রাহ্মণানাং পাঠভেদঃ। (৩প—৫অ—১১খ—৮সা)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ॥ ১১॥

* • *

অষ্টম (৫৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———§ * §———

এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য-খ্যাপন ও প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় অংশে কেবল প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে বিবৃত নিত্যসত্যের মধ্যে দুর্ব্বল মানবের জন্য কি আশার বাণীই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে! ভগবান্ পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রদান করেন! "দুর্ব্বল মানব! পাপমোহ কলঙ্কিত নরনারী! আশ্বস্ত হও। ভগবান্ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। হৃদয়ে বিশ্বাস রাখ, তুমি যতই কেন পাপী হওনা, একদিন না একদিন তোমার শুভ অবসর ঘটিবেই—যেদিন তাঁহার করুণায় তোমার পাষাণহৃদয় ভেদ করিয়া পূত মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইবে। প্রতীক্ষা কর, প্রস্তুত হও।"—মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আশার বাণীই শুনিতে পাই।

মন্ত্রের শেষাংশে রিপুনাশ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যেন কৃপা করিয়া আমাদিগের শত্রুনাশ করেন—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি আকাশ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হইতে নির্গত করিয়াছিলে, সেই তুমি দুর্দ্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর।" প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে, আকাশ হইতে জল নির্গত করা, ইন্দ্রের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এই মন্ত্রে ইন্দ্রের সেই বিশেষত্ব সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে,—সোমরস আকাশ হইতে জল নির্গত করে কিরূপে এবং গো-অশ্বকেই বা রক্ষা করে কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার কোনও কারণই নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ প্রায় সর্ব্বত্রই সোমরসকে নানাবিধ ঐশ্বরিক শক্তির আধাররূপে বর্ণনা করা হয়। ঋগ্বেদে ও সামবেদে সোমের স্থান অনেক উচ্চে, মন্ত্রের সংখ্যা হিসাবে ঋগ্বেদে সোমের স্থান তৃতীয়, সামবেদেও প্রায় তাহাই। তাই স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে,—বৈদিক আর্য্যগণ কি এতই অপদার্থ ছিলেন যে, সামান্য একটা মাদক দ্রব্যকে এত উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন? এই প্রশ্নের সহজ ও সঙ্গত উত্তর ইহাই মনে হয় যে, সোম বলিতে কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করে না। উহা ভগবানের বিভূতি ঐশ্বরিক শক্তি। নতুবা আর্য্য ঋষিগণ কখনই সোমকে এত উচ্চস্থান দিতেন না। আমরা সর্ব্বত্রই 'সোম' শব্দে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াছি এবং কুত্রাপি এই অর্থে অসঙ্গতি লক্ষিত হয় নাই।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রান্তর্গত 'গাঃ' পদে এখানে "জল" অর্থ করিয়াছেন, যদিও অন্যত্র প্রায়ই 'গাভী' অর্থ দৃষ্ট হয়। 'ব্রজং' পদেও এখানে 'সমূহ' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থলে গরুর মাঠ অর্থই ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বানুসারেই 'গাঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণান্' এবং 'ব্রজং' পদে 'অস্মাকং হৃদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যও এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। (৩প—৫দ—১১ব—৮সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥ ৫॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

সৌম্যং পাবমানং বা পর্ব্ব কাণ্ডং বা সমাপ্তং॥

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আরণ্যকং পর্ব্ব (চতুর্থং পর্ব্ব)। ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১ ॥
আরণ্যকাভিধঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ো ব্যাক্রিয়তেঽধুনা ॥ ২ ॥
তত্রেন্দ্রেত্যাদিকানন্ত পঞ্চপঞ্চাশতাং ক্রমাৎ।
ঋষিং ছন্দো-দৈবতঞ্চ তত্র তত্রাভিদধ্মহে ॥ ৩ ॥
তত্রাদ্যায়া ঋচো দ্রষ্টা ভরদ্বাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিতীয়স্যা বামদেবঃ তাস্তৃতীয়ায়া ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
বামদেব স্তত ছন্দো বৃহতী ত্রিষ্টুবেব চ।
গায়ত্রীত ক্রমাদিন্দ্রো ভগেন্দ্রিস্য দেবতা ॥ ৫ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভর ওজিষ্ঠং পুপুরি শ্রবঃ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ১ ২র
যং দিধৃক্ষেম বজ্রহস্ত রোদসী উভে সুশিপ্র পপ্রাঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ২র র র র ২ ২র ১র —
১। হাউ। ৩। ঔহোইন্দ্রজ্যেষ্ঠম্নআভরা ৩এ। হাউ। ৩। ঔহো ২।

১ — ২ র ১ ২ ২র র র ১ ২ ২র ১র ১ —
ঔ ২। ওজিষ্ঠম্পুপারা। ঔহোবাশ্রবাঃ। হাউ। ৩। ঔহো ২। বা ২ ৩।

২ র ১ ২ ২র র র র ১ ২ ২র ১র —
দিধৃক্ষেমাব। জ্রহস্ত। ঔহোবারোদসী। হাই। ৩। ঔহো ২।

১ — ২র ১ ২ ২র র র ১ ২ ২র ১র —
ও ২। ভেসুপ্রাইপ্রা। ঔহোবাপাপ্রাঃ। হাউ। ৩। ঔহো ২।

১ — ২ ২ ২ ১
ও ২। উহুবা ৩ হাউ। বা ৩। হস্ । ১।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'যৎ' (যৎকল্যাণং, জ্ঞানং) 'দিধৃক্ষেম' (ধারয়িতুমিচ্ছামঃ, প্রাপ্তুমিচ্ছামঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) তথা যং কল্যাণং ত্বং 'উভে রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকয়োঃ) 'আপপ্রাঃ' (আপূরয়সি) 'বজ্রহস্ত' (রক্ষণাস্ত্রধারিন্) 'সুশিপ্র' (শোভনজ্ঞানসম্পন্ন, যদ্বা শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রদ হে দেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) তৎ 'জ্যেষ্ঠং' (শ্রেষ্ঠং) 'ওজিষ্ঠং' (অতিশয়েন বলকরং আত্মশক্তিদায়কং) 'পুপুরি' (পূরকং, তৃপ্তিপ্রদং ইত্যর্থঃ) 'শ্রবঃ' (কল্যাণং, জ্ঞানং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমকল্যাণং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—১খ—১সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! যে কল্যাণ আমরা পাইতে ইচ্ছা করি, এবং যে কল্যাণ আপনি দ্যুলোকভূলোকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, রক্ষাস্ত্রধারী, শ্রেষ্ঠজ্ঞানদায়ক হে দেব! আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তিদায়ক তৃপ্তিপ্রদ কল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমকল্যাণ প্রদান করুন।)। (৪প—৬অ—১খ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'ইন্দ্র'! 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'ওজিষ্ঠং' অতিশয়েন বলবৎ 'পুপুরি' পূরকং 'শ্রবঃ' অন্নং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আভর' আহর প্রযচ্ছ। 'হে বজ্রহস্ত' বজ্রপাণে! হে 'সুশিপ্র' শোভনহনুক। এবম্ভূত হে ইন্দ্র! 'যৎ' অন্নং 'দিধৃক্ষেম' ধারয়িতুমিচ্ছেম বয়ং। হে পরিদৃশ্যমানে 'উভে রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'আ পপ্রাঃ' আপূরয়সি। তদন্নমাহরেত্যন্বয়ঃ। 'যেনেমেচিত্রবজ্রহস্ত'—ইতি বহ্বৃচানং পাঠঃ। (৪প—৬অ—১খ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৫৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময় নীতিতেই বিশ্ব পরিচালিত হয়। মানুষের হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গলময় নীতির আভাষ প্রকাশিত হয়। মানুষ তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে দেবত্বের বীজও আছে। ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় সেই দেবত্ব অনুকূল বাতাস পাইলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, হৃদয়ের আবর্জ্জনা পোড়াইয়া ভস্মীভূত করে। যে অমৃতের, যে কল্যাণের স্বাদ মানুষ একদিন পাইয়াছিল এই মর্ত্যজগতে আসিবার পূর্ব্বে সে যে গৌরবময় অনন্ত সত্তায় অবাস্থত ছিল, সেই কল্যাণের, সেই মহিমার স্মৃতি, মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না। গভীরনিশীথে দূরাগত বংশীধ্বনির মত, সেই লুপ্তপ্রায় স্মৃতি তাহার হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে, তাহার মনে হয়, কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। বিস্মৃতপ্রায় সুখস্বপ্নের মত একটু খানি আনন্দের ঢেউ তাহার হৃদয় উপকূলে আঘাত করে, আর অমনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠে। কাহারও জীবনে কখনও সেই চাঞ্চল্য বিদ্যুৎ-রেখার মত হৃদয়কে আলোকিত করিয়া, আবার গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে পর্য্যবসিত হয়। জাগতিক কর্ম্ম-কোলাহল ও ভাবনা চিন্তার প্রভাবে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি এই স্বর্গীয় চাঞ্চল্যকে, পারমার্থিক অতৃপ্তিকে আঁকড়াইয়া ধরেন, এই অতৃপ্তিকে পূর্ণতৃপ্তিতে পরিণত করেন। এই মন্ত্রের মধ্যে এইরূপ সাধকের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়। 'যদ্দিধৃক্ষেম' পদদ্বয়ে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। "আমরা যাহা চাই, অন্তরের অন্তরে যে পরম বস্তু পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে, যাহা পাইলে আমাদিগের সব চাওয়া-পাওয়ার অবসান হয়, ওগো অমৃত-স্বরূপ দেবতা! আমাদিগকে সেই পরম কল্যাণ প্রদান কর। আমাদিগের জীবন ধন্য হউক, বিশ্বজুড়িয়া তোমার যে কল্যাণ প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, আমাদিগকে তাহার এক কণা দান কর। তুমি শিবং—মঙ্গল-স্বরূপ, আমাদিগকে পরমমঙ্গলের অধিকারী কর।" এই প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। (৪প—৬অ—১খ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশত্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটি।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রো রাজা জগতঃ চর্ষণীনাম্ অধিক্ষমা বিশ্বরূপং যদস্য।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩

ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদৎ রাধ

১ ২ ৩ ২

উপস্তুতং চিৎ অর্ব্বাক্॥ ২॥

* *

গেয়-গানং।

১ ২ ২র ১ ২ ১ ২ ২ ২ ২র ১র

১। হাবীন্দ্রাঃ। রাজা জগতঃ। চর্ষণীনাম্। নাম॥ ২। নাওইনম্। ৩।

২র ১র ২র ১র ২ ২ ১ ২ ১ র ২ ২

নাহোইনম্। ৩। হাবৌহো হাউ। অধিক্ষমা। বিশ্বরূ। পযদস্যা। স্যা। ২।

২র ১র ১র ২র ১র ২র ১র — ২ ২র

স্যাওইনম্। ৩। স্যাহোইনম্। ৩। ঔহোবাবোহো ২। ততোদদা।

২ ১র ২ র ২ ২র ১র ২র ১র

তী ৩ দাশু। ষাদবসূনী। নী। ২। নাওইনম্। ৩। নাহো-

১ ২র ১র ২ ২র ১র ২ ১ ২

ইনম্। ৩। হাবৌহোহাউ। চোদদ্রাধাঃ। উপস্তু। তঞ্চিদর্ব্বা।

২ — ২র ১র ২র ১র ১র

ব্বা। ২। ব্বাওইনম্। ৩। ব্বাহোইনম্। ৩। ঔহো-

২র ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১

হাবৌহো ৩। হাউ। ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ৬॥

* * *

২ ৩ ২র ১ ২ ১ ২ র ২ ১র র

২। ইন্দ্র ৩াউ। রাজা। জগতঃ। চর্ষণীনাম্। নাম্। ২। নোবা।

১র র ২র ২র ২র ২ ২ ২ ১

৩। নোবাহাই। ৩। হাও ৩। হাও ৩। হা ৩ হাউ। অধিক্ষমা।

২ ১ র   ২   ২   ১র র   ২ র
বিশ্বরূ। পংবসস্যা। স্যা। ২। স্তোবা। ৩। স্তোবাহাই।

২র   ২ ২   ২ ১র   ২ ১র   ২ র ১
হাও ত। হা ৩ হা উ। তস্তোদদা। তীত দাশু। ষাইবসূনী। নী

১র র   ১র র ২র   ২র   ২ ২
২। নোবা। ৩। নোবাহাই। ৩। হাও ৩। হা ৩ হাউ।

২র ১ র   ২ ১   ২   ২
চোদদ্রাধাঃ। উপস্তু। তঞ্চিদর্ব্বা। র্ব্বা। ২।

১র র   ১র র ২র   ২র
বোবা। ৩। বোবাহাই। ৩। হাও ৩।

২ ২   ২   ৩ ১ ১ ১ ১
হা ৩ হাউ। বা ৩। ঈ ২৩৪৫। ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিদেবঃ) 'জগতঃ' (বিশ্বস্য) সর্ব্বেষাং 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষশীলানাং সাধকানাং) 'রাজা' (ঈশ্বরঃ, প্রভুঃ ভবতি ইতি শেষঃ); অপিচ, 'অধিক্ষমি' (পৃথিব্যাং, বিশ্বে) 'যৎ' 'বিশ্বরূপং' (সর্ব্বং ধনং – অস্তি ইতি যাবৎ) সঃ 'অস্য' (অস্য, তস্য সর্বস্য অপি ইত্যর্থঃ) ঈশ্বরঃ—ভবতি ইতি শেষঃ; সঃ 'ততঃ' (তস্মাৎ ধনাৎ) 'দাশুষে' (ত্যাগশীলায় সাধকায়) 'বসূনি' (ধনানি, পরমধনং) 'দদাতি' (প্রযচ্ছতি); সঃ 'অর্ব্বাক্' (অস্মদাভিমুখং, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'উপস্তুতং' (সম্যক্স্তুতং, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'রাধঃ' (ধনং) 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'চোদৎ' (প্রেরয়তু, প্রযচ্ছতু); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বস্য বিশ্বস্য অধিপতিঃ ভবতি; সঃ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু – ইতি ভাবঃ। (৪প–৬অ ১খ–২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি দেব বিশ্বের সকল আত্মোৎকর্ষশীল সাধকগণের প্রভু হয়েন; অপিচ, বিশ্বে যে সকল ধন আছে, তিনি সেই সকলেরও ঈশ্বর হয়েন; তিনি সেই ধন হইতে ত্যাগশীল সাধককে পরমধন প্রদান করেন; তিনি আমাদিগকে পরমাকাঙ্ক্ষণীয় ধন নিশ্চিতরূপে প্রদান

করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল বিশ্বের অধিপতি ; তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন')। (৪প—৬অ—খ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ 'ইন্দ্রঃ জগতঃ' জঙ্গমস্য পশ্বাদেঃ যতো 'রাজা' ঈশ্বরো ভবতি। 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং চ রাজা ভবতি। কিঞ্চ 'অধিক্ষমা' (সুপ্তমেকবচনস্য লুক্) ক্ষমায়াং। 'বিশ্বরূপং যৎ' ধনমস্তি 'অস্য' তস্যাপি রাজা ভবতি। 'ততো দদাতি 'দাশুষে' যজমানায় 'বসূনি' ধনানি দদাতি। স ইন্দ্রঃ অস্মাভিঃ 'উপস্তুতং' সম্যক্ স্তুতং 'রাধঃ' ধনং 'অর্বাক্' অস্মদভিমুখং 'চোদৎ' প্রেরয়তু। 'অধিক্ষমা' 'অধিক্ষমি' ইতি, 'বিশ্বরূপং বিষুরূপং' ইতি, 'উপস্তুতং' 'উপস্তুতঃ' ইতি চ সাম্ন ঋচঃ পাঠভেদঃ। (৪প—৬অ—১খ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৫৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡•‡———

জগতে যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, সকলই ভগবানের প্রকাশ মাত্র। দৃশ্য বা অদৃশ্য, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে অবস্থিত যাহা কিছু আমরা ধারণা করিতে পারি, এবং আমাদিগের চিন্তা শক্তির অতীত যা কিছু থাকিতে পারে, তাহা সকলই তাঁহার অংশ বা বিকাশ। আদিতে তিনি ছিলেন, বর্ত্তমানেও তিনি আছেন, অনন্ত ভবিষ্যতেও তিনিই থাকিবেন। তাঁহা ব্যতীত জগতের প্রভু আর কেহ নাই, তিনিই বিশ্বকে তাঁহার মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন। আদিতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহা হইতে জগতের উদ্ভব হইল। তাঁহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—তিনিই বিশ্বের অধিপতি। জগতের সমস্তই তাঁহার, বিশ্ব তাঁহার প্রকাশমাত্র। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন,—

"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস।"

শুধু তাই নয়। তিনি কেবল মাত্র জগতের নিষ্ক্রিয় প্রভু নহেন। তিনি কেবল সত্তামাত্র নহেন। তিনি অসীম করুণার আধার। সাধকগণ তাঁহারই কৃপায় পরমধনের অধিকারী হয়েন। তাই সেই অমূল্যসম্পদ লাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। 'চর্ষণীনাং' পদে ভাষ্যকার এখানে 'মনুষ্যাণাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবার আর 'চাষা' অর্থ গৃহীত হয় নাই। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। (৪প—৬অ ১খ—২সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়গান আছে।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২৩ক ২র

যস্যেদমা রজোযুজঃ তুজে জনে বন৺স্বঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩২

ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ ॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

১ ২ ২১র ২ — ২১র র ২ —

হাউয়াস্যা। ইদমারজোয়ু ১ জা ২ ঃ। তুজেজনেবনা৺সু ১ বা ২ ঃ।

১ ২ ২ ১

আইন্দ্রস্যা ৩ ৪ ৫ রা ৬ ৫ ৬। তিয়ং বৃহৎ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রজোযুজঃ' (জ্যোতির্ভির্যুক্তস্য, অত্যন্ততেজস্বিনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'স্বঃ' (স্বর্জ্জাতং, স্বর্গীয়ং) 'বনং' (বননীয়ং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'ইদং' (প্রসিদ্ধং) 'রন্ত্যং' (পরমরমনীয়ং দানং) 'তুজে' (ত্যাগশীলে) 'জনে' (সাধকে ভবতি ইতি যাবৎ, ত্যাগশীলজনঃ লভতে ইত্যর্থঃ,) তস্য 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) পরমদানং বয়ং লভেম—ইতি শেষঃ ; মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৬অ—১খ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্ততেজস্বী যে দেবতার স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় মহৎ প্রসিদ্ধ পরমরমণীয় দান ত্যাগশীল সাধক লাভ করেন, সেই ভগবানের পরমদান আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—১খ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রজোযুজঃ' জ্যোতির্ভির্যুক্তস্য (জ্যোতীরজউচ্যতে ইতি যাস্কঃ) অত্যন্ততেজস্বিনঃ 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'ইদং' পুরোবর্ত্তিস্তোত্রযুক্তং হবিরস্তি তদ্ধবিঃ 'স্বঃ' স্বর্গে সর্ব্বত্র বা 'তুজে'

দাতরি 'জনে' যজমানবিষয়ে 'বনং' যতো বননীয়ং সম্ভজনীয়ং খলু। অতঃ 'ইন্দ্রস্য' দানং 'প্রভৃথং' অত্যন্ত-রমণীয়ং 'বৃহৎ' প্রভূতং ভবতি। (৫প—৬অ—১খ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৫৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। যিনি নিজের সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। জীবনের বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধন মান প্রতিপত্তি—মানুষ যাহা কিছুর জন্য লালায়িত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তাঁহার চরণে 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া যিনি ঢালিয়া দিতে পারেন, যিনি সত্যসত্যই বলিতে পারেন,

"জীবনের যত আশা যত সুখ ভালবাসা,
তোমাতেই হো'ক অবসান।"

তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। এই ত্যাগের স্বরূপবর্ণনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,

'সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।'

যিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। যাঁহার নিজের বলিয়া কিছুই নাই, কোন কামনা বাসনা নাই, তাঁহার ফলাসক্তিও থাকে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি সমস্তই ত্যাগ করেন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, এই বাক্যের মধ্যে কি পরস্পর-বিরোধী ভাব দৃষ্ট হয় না? আপাতঃদৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, উহাতে আত্ম-বিরোধ নাই। যিনি সকল কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করেন, কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দেন, তাঁহার তো চাহিবার মত কিছু নাই, সুতরাং পাইবারও কিছু নাই। তাঁহার চাওয়া পাওয়া চিরদিনের মত অবসান হইয়া যায়।

আরও একটু গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, একান্তভাবে পরিত্যাগ করাই নিবিড়ভাবে পাওয়া। যিনি 'সুখ' 'সুখ' করিয়া পাগল, তাহার ভাগ্যে কদাচিৎ সুখলাভ ঘটিয়া থাকে। আর যাঁহারা সুখলাভে বীতস্পৃহ, জগতের সুখৈশ্বর্য্যভাণ্ডার তাঁহাদের পদতলেই লুটাইতে থাকে।

বিষয়টী আরও একটু নিবিষ্ট ভাবে আলোচনা করা যাউক। মানুষ কি চায়? যত কামনা বাসনা সকলের লক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ চায়—পরাশান্তি, অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র সুখ, যাহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই—যাহা অনন্তকাল পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই চাওয়া ও পাওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে মানুষ যে পরাশান্তি চায়, তাহা সত্য। কিন্তু তাহা কি? যে পর্য্যন্ত মানুষের বাসনা কামনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এই মরজগৎবাসীর কামনার অপূর্ণতাজনিত অতৃপ্তি এবং

দুঃখ ও থাকিবে। শুধু তাই নয়,—কামনাজনিত কর্ম্মফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভার অনন্তকাল ধরিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে। যখনই কামনার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া গেল—অমনিই মুক্তি লাভ সম্ভাপর হয়। কামনা হইতে, বন্ধন হইতে মুক্তিই মানুষের চিরআকাঙ্ক্ষণীয় মুক্তি বা মোক্ষ। সুতরাং যিনি সমস্তত্যাগ করেন, তিনি সকল পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পাওয়া—মোক্ষ লাভ করেন! তখন তাঁহার আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ত্যাগশীল সাধককে ভগবান এই মোক্ষই দান করেন, আর এই মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (৪প—৬অ—১খ—৩সা)॥ •

—— ০ ——

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
উৎ উত্তমং বরুণ পাশম্ অস্মৎ অব অধমং

২র ৩ ১ ৩
বি মধ্যমঁ শ্রথায়।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
অথ আদিত্য ব্রতে বয়ং তব অনাগসো

১ ২
অদিতয়ে স্যাম॥ ৪॥

• * •

গেয়-গানং।

২র ১র র ২র ১ ২ ১ ২ ১ র
হাউ! ৩। আয়ুশ্চক্ষুর্জ্যোতিঃ। ঔহোবা। ঈয়া। উদুত্তমংবরুণপা-

২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র র
শমা ২ ৩ স্মাৎ। অবাধমংবিমধ্যমঁ শ্রথা ২ ৩ যা। অথাদিত্যব্রতেবয়া

২ ২ র ১ র র ২ ১ ২ ২র ১র
২ ৩ বা। অনাগসোঅদিতয়েসিয়া ২ ৩ মা ৩। হাউ। ৩। আয়ু-

র ২র ১ ২ ১ ৩
শ্চক্ষুর্জ্যোতিঃ। ঔহোবা। ঈ ২। যা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥ ৪॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্য' (দ্যোতমান) 'বরুণ' (হে বরুণদেব, যদ্বা—অভীষ্টপূরক হে ভগবন্!) 'উত্তমং' 'মধ্যমং' 'অধমং' (আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং ত্রিবিধং) 'পাশং' (বন্ধনং) 'অস্মাৎ' 'উৎ শ্রথায়' (অস্মৎ উৎকৃষ্ট শিথিলং কুরু ইত্যর্থঃ); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'অনাগসঃ' (অপরাধরহিতাঃ, নিষ্পাপাঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'তব' (ত্বদীয়ে) 'ব্রতে' (কর্ম্মণি, আরাধনায় ইতি যাবৎ) 'অদিতয়ে' (খণ্ডনরাহিত্যায়, অবিচ্ছেদেন সাধনায়, উন্নতয়ে ইতি শেষঃ) 'স্যাম' (ভবেম, শ্রেষ্ঠস্থানং লভেমহি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ হে পরমেশ্বর! সর্ব্বপ্রকারং পাপং অস্মৎ বিমোচয়। অস্মান্ নিষ্পাপান্ কৃত্বা পরাগতিং প্রযচ্ছ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—১খ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে বরুণদেব অর্থাৎ অভীষ্টপূরণকারী হে ভগবন্! উত্তম মধ্যম অধম (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) ত্রিবিধ দুঃখ-রূপ আমাদিগের (ইহসংসারের) বন্ধন শিথিল করিয়া দিন। প্রার্থনাকারী আমরা যেন নিষ্পাপ হইয়া আপনার কর্ম্মে আপনার সেবায় (আপনার শাসনাধীনে) উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। নিষ্পাপ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।)। (৪প—৬অ—১খ—৪স)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আদ্যে ঋচৌ চতুষ্পাদে হ্যেকপাদযুতাস্তিমা।
শৌনঃশেপীগাৎসমনী বামদেবীতি তাঃ ক্রমাৎ।
বারুণী পাবমানী চ বৈশ্বদেবীতি সংস্মৃতাঃ।

হে 'বরুণ!' 'উত্তমং' উৎকৃষ্টং শিরসিবদ্ধং 'পাশং' 'অস্মৎ' অস্মত্তঃ 'উচ্ছ্রথায়' উৎকৃষ্টং শিথিলং কুরু। 'অধমং, নিকৃষ্টং পাদেহবস্থিতং পাশং 'অব শ্রথায়' অবাধস্তাৎ শিথিলীকুরু। 'মধ্যমং' নাভিদেশগতং পাশং 'বিশ্রথায়' বিযুজ শিথিলীকুরু। 'অথ' অনন্তরং হে 'আদিত্য' অদিতেঃ পুত্র বরুণ! 'বয়ং' শুনঃশেপাঃ 'তব ব্রতে' ত্বদীয়ে কর্ম্মণি 'অদিতয়ে' খণ্ডনরাহিত্যায় 'অনাগসঃ' অপরাধ-রহিতাঃ 'স্যাম' ভবেম। 'অথাদিত্যাব্রতে বয়ন্তব'—'অথাবয়মাদিত্য ব্রতে তব' ইতি সাম ঋচঃ পাঠভেদঃ। (৪প—৬অ—১খ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৫৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§*§:——

এ ঋকে ত্রিবিধ বন্ধন শিথিল করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা আছে। সে বন্ধনকে, এই মন্ত্রে উত্তম মধ্যম এবং অধম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা হইতে ভাষ্যকারগণ ঋষিকুমার শুনঃশেপের কটিদেশ, গলদেশ এবং পাদদেশ বন্ধন করা হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করিলাম না। ত্রিতাপের, ত্রিবিধ দুঃখের, তারতম্যের বিষয়ই উত্তম মধ্যম অধম শব্দে প্রকাশ করিতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ—উত্তম মধ্যম ও অধম দুঃখ নামে কল্পনা করা যায়।

'আমার সেই ত্রিবিধ দুঃখ – সর্ব্বপ্রকার দুঃখ – আপনি দূর করুন। আমি যেন অবিচ্ছেদে আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিতে পারি। আমি যেন নিষ্পাপ দেহ হইয়া উন্নত স্থান প্রাপ্ত হই। জগদীশ! করুণা-পরায়ণ হইয়া আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।" মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (৪প – ৬অ – ১খ—৪সা)॥ *

——•——

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২ ৩
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ভরে কৃতং বিচিনুয়াম শশ্বৎ।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ৩
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা

১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৫॥

• • •

গেয়-গানং।

২ র ১ ১ ৩র ২ S ২ ২ র
১। স্বপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ঈ ৩ যা। (এবং ত্রিঃ) ত্বয়াবয়ম্পব-

র র১ ২ ২র র১ ২ ৩ র র রর ১২
মানেনসোমা। ভরেকৃতংবিচিনুয়ামশাশ্বাৎ। তন্নোমিত্রোবরুণোমামহান্তাম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে।

২ ৩র ২ ২র ১ ৩র ২ ১ ২

অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতা দ্যৌঃ। সুপায়প্রস্থ। পা ওহা। ই ৩ যা। ২।

২ র ১ ৩র ২ ১ ৳ ৩ ৫র র

সুপায়প্রস্থ। পা ওহা। ঈ ২। যা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

২র ১ ২র ১ ১ ১ ১ ১

এ। সুবঃ। ১ ণা। সুবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

৯ ২, ১ ১ ৩র ২ ২ র র র ১ ২

২। সুপায়প্রস্থ। পা। ওহ। (এবং ত্রিঃ) ত্বয়াবয়ম্পবমানেনসোম।

২ র ৩র ১ ২ ২ র র র র ১ ২

ভরেকৃতংবিচিনুয়ামশশ্বৎ। তন্নোমিত্রোবরুণোমামহান্তাম্। অদিতিঃসিন্ধুঃ

র ১ ২ ২ র ১ ৩র ২ ২ র ১

পৃথিবীউতা। দ্যৌঃ। সুপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ২। সুপায়প্রস্থ।

২র ১ ৳ ৩ ৫র র ১ ২র

পা। ও ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহাবা। সুবঃ। এ ১।

১ ৩ ১ ১ ১ ১

সুবঃ। এ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'পবমানেন' (পবিত্রকারকেন) 'ত্বয়া' (ত্বৎসহায়েন ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' 'ভরে' (রিপুসংগ্রামে) 'শশ্বৎকৃতং' (অবিনশ্বরকর্ম্ম, রিপুজয়াদিসৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'বিচিনুয়াম' (সম্পাদয়াম); 'তৎ' (ততঃ তেনহেতুনা) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপাদেবী) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ, স্নেহপরায়ণঃ দেবঃ) 'পৃথিবী উত দ্যৌঃ' (দ্যুলোকভূলোকৌ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মামহন্তাং' (সৎকুর্ব্বন্তু, পরমধনং প্রযচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩প ৬অ ১প-৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনার সাহায্যে আমরা যেন রিপুসংগ্রামে রিপুজয়াদি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করি; সেই হেতু মিত্রস্থানীয়

দেবতা, অভীষ্টবর্ষক দেবতা, অনন্তস্বরূপা দেবী, স্নেহপরায়ণ দেবতা, দ্যুলোকভূলোকস্থিত সকল দেবতা আমাদিগকে যেন পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—১খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'পবমানেন' পবিত্রেণ পূয়মানেন 'ত্বয়া' সহায়েন 'ভরে' (সংগ্রাম নাম নৈ০ ২ ১৭৬) সংগ্রামে 'শশ্বদ্' বহু 'কৃতং' কর্ত্তব্যং 'বয়ং বিচরেম' বিশেষেণ কুর্য়াম। যদ্বাস্তব সাহয্যেন কর্ম্মাণি কুর্ম্মঃ 'তৎ' তস্মাৎ অস্মান 'মিত্রঃ বরুণঃ অদিতিঃ' এতন্নামকাঃ। 'সিন্ধুঃ' এতদভিধানা। তথা 'পৃথিবী' 'উত' অপিচ 'দ্যৌ'। এতে মিত্রাদয়ঃ 'নঃ' অস্মান্ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তু ধনাদিদানেন॥ (৪প-৬অ—১খ-৫সা)॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (৫৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের মধ্যে বহুদেবতার নামোল্লেখ দৃষ্টে আপাততঃ মনে হয় যে, জগতের নিয়ন্তা, অথবা দেবতা বুঝি বহু। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নাম বহু হইলেও দেবতা বহু নহেন—তিনি "একমেব অদ্বিতীয়ং"। এই সত্যটী অন্যত্র শ্রুতিতে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধাঃ বদন্তি"। তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাদের মানসিক শিক্ষা, প্রভৃতির বিভিন্নতাহেতু তাঁহাকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকেন।

বিশ্বজুড়িয়াই তাঁহার অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তিনি জলে স্থলে অনলে অনীলে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার এই বিভিন্ন বিকাশকে উপাসনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এখানে সেই বিভিন্ন নাম করণের আভাষ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি অ-নাম অ-রূপ। সেই এক পরমদেবতার নিকটেই মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। সামান্য যাহা অনৈক্য আছে তাহা সায়ণভাষ্য দৃষ্টেই অবগত হইবে॥ (৪প—৬অ—১খ—৫সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডল সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টপঞ্চাশত্তমী ঋক (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়গান আছে।

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ২
ইমং বৃষণং কৃণুত একম্ ইৎ মাম্ ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ ২র৩র র ২ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫
ইমাওবা। ৩। ইমা ৩। ওই। ২। ইমা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা।

৩ ২র৩র র ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২র৩র
বৃষাওণা। ৩। বৃষা ৩। ওই। ২। বৃষা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা। গঙ্কৃণাবতা।

৩র ২র৩র র ৩র ২ ১ ৩র ২ ১ ২ ৫
একাওণা। একা ৩। ওই। ২। একা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা

২ ৩ ১ ২ ১
ইম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'একং' (অদ্বিতীয়ং—দানকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'ইমং' (প্রসিদ্ধং সত্ত্বভাবং) 'মাং' (মহ্যং, মদর্থং) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং, মোক্ষপ্রাপকং) 'কৃণুত' (কুরুত); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া মহ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৬অ -১খ ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! দানকর্ম্মে অদ্বিতীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে আমার জন্য নিশ্চিতরূপে মোক্ষপ্রাপক করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনারভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে মোক্ষ প্রদান করুন। (৪প—১খ—৬অ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বস্তামৃচি প্রকৃতা হে মিত্রাদয়ো দেবাঃ। যূয়ং 'একম্' অদ্বিতীয়ং দানকর্ম্মণি 'ইমং' সোমং 'বৃষণং' কামানামভিবর্ষকং 'কৃণুত' কুরুত। তথা 'ইমাং ক্রিয়াং ফলভি-বর্দ্ধিকাং কুরুত। (৪প—৬অ ১খ ৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৫৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব মোক্ষপ্রাপক। যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, তিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন। সত্ত্বভাবকে মোক্ষপ্রাপক করিবার জন্য প্রার্থনার অর্থ এই যে, ভগবান্ যেন আমাকে মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাব প্রদান করেন। এবং তাঁহার অনুগ্রহে যেন আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হই। সত্ত্বভাব দান কর্ম্মে অদ্বিতীয়। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু মোক্ষ সত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা সম্ভবপর হয়। তাই সত্ত্বভাবকে অদ্বিতীয় দাতা বলা হইয়াছে। বহুবচনান্ত 'কৃণুত' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই 'হে দেবাঃ!' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। বস্তুতঃ 'হে দেবাঃ' পদে সেই 'একমেব অদ্বিতীয়ং' পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করে। এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বমন্ত্রেই (৪প—৬অ—১খ—৫সা) আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের অন্বয় সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। আমরা মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদেরই ব্যাখ্যা দিয়াছি। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই বিষয়টী উপলব্ধ হইবে। (৪প—৬অ—১খ—৬সা)॥

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।

৩ ১র ২র

বরিবোবিৎ পরিস্রব॥ ৭ ॥ *

গেয়-গানং।

১ ৫২ ২র ১র র র — ১ ১ ১

১। এ উচ্চা। তেজাতমন্ধসোদিবিসদ্ভূমিয়া ২ দদাই। ইড়া। উগ্রশ্-

২ ২৮ ২ ১ ২ ১র র র — ১

শর্ম্মমহা ১ ঈশ্রা ৩ বাঃ। সানঃ। ইন্দ্রায়যজ্যবেবরুণায়মরু ২ দ্ভ্যিয়াঃ।

১ ১ র ২ ২৮ ২ ১ ২ ১র

ইড়া। বরিবোবিৎপরা ১ ইস্রা ৩ বা। আইনা। বিশ্বাস্যয়-

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

র র র —১ র র ১
আদ্ধ্যাস্নানিমানুষা ২ পাস্। ইড়া। পিষাসস্তোবনা ২ ০ হোই।

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরিবোবিৎ' (পরমধনদাতঃ হে সত্ত্বভাব) 'সঃ' (ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্যবে' (আরাধনীয়ায়) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকদেবায়) তথা 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিবেকরূপিণে দেবেভ্যঃ) তেভ্যঃ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ, 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুস্তব ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প-৬অ-১খ-৭সা)।

• • *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা হে সত্ত্বভাব! আপনি আমাদিগের আরাধনীয় বলাধিপতিদেবতাকে, অভীষ্টবর্ষকদেবকে এবং বিবেকরূপী দেবগণকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন।)॥ (৪প—৬অ—১খ—৭সা)॥

• • •

সায়ন-ভাষ্যং।

গায়ত্র্যো পাবমান্যৌ তু স ন ইত্যাদিকে ঋচৌ।
অমহীয়ুস্তয়োরেবং ছন্দোদৈবতনির্ণয়ঃ॥

হে সোমঃ। 'সঃ নঃ' 'বরিবোবিৎ' ধনস্য লম্ভকস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্যবে যষ্টব্যা-য়েন্দ্রায় 'বরুণায়' মরুদ্ভ্যঃ চ 'পরিস্রব' ধারয়া ক্ষর। (৪—৬অ—১খ—৭সা)॥

• • •

সপ্তম (৫৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ * ‡—

এই মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উপার্জন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আরাধনার, ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে মানুষ ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন।

এই মন্ত্রেও বহুদেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক পরমদেবতার বহু বিভূতিকেই বিভিন্ন নাম দিয়া আরাধনা করা হয়। অ-নাম অ-রূপ সেই পরম দেবতাকে মানুষ তাহার সসীম বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই তাঁহার যে ভাব, যে বিভূতি সাধকের হৃদগত হয়, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ভগবানের পূজায় রত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার বহুত্ব কল্পনা করা হয় নাই। তাঁহার যে বিভূতি বলৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাহাকে ইন্দ্রদেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকগণের অভীষ্টপূর্ণ করেন, সেই ভাবকে 'বরুণ' বলিয়া ডাকা হয়। ভগবানের প্রত্যেক বিভূতিই মানবের অভীষ্টবর্দ্ধক হইলেও তাঁহার দানাত্মক বিভূতির বিশেষ নাম—'বরুণ'। এইরূপে সেই একমেব অদ্বিতীয়ং দেবতার বহুবিভূতিমূলক বহুদেবতার নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক, অদ্বিতীয়, অরূপ—আবার তিনিই বহু, তিনিই নাম-রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে সেই এক পরমদেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি॥ (৪প—৬অ—১খ—৭সা)।*

—•—

অষ্টমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ৩ ১ ২
এনা বিশ্বানি অর্য্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।

১ ২
সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ২ র র র ১ ২ ২র ২ র ১
হাউ। ৩। উচ্চাতেজাতমা ২ ৩ ন্ধসা ৩ঃ। হাউ। ৩। দিবিসদ্ভূমিয়া ২ ৩

২ ২র ১ ২ ২ ৩
দদা ৩ ই। হাউ। ৩। উগ্রং শর্ম্মমহা ২ ৩ ইশ্রবাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪

৫ ২র ২ র ১ ২ ১র ২ র
ডা। হাউ। ৩। সনইন্দ্রায়য়া ২ ৩ জ্যবা ৩ ই। হাউ। ৩। বরুণায়-

১ ১২ ২র ১ র ১ ২
মরু ২ ৩ দ্ভ্যা ৩ঃ। হাউ। ৩। বরিবোবিৎপরা ২ ৩ দস্রবাউ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশবর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

২ ৩ ৫ ২র রর১র১
বা ৩। ই২৩৪ড়া। হাউ। ৩। এনাবিশ্বানিঅ্যা২৩

২ ২র ২র র১ ২ ২র
র্য্যআ ৩। হাউ ৩। ত্যুম্নামিমানুষা২৩ণা ৩ম্। হাউ। ৩।

২র র১ ২ ২ ১
সিষাসন্তোবনা২৩মহাউ। বা ৩ ইট্।

১ ১ ১ ১
ইড়া২৩৪৫॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মানুষাণাং' (মনুষ্যাণাং, সাধকানাং) 'এনা' (ইমানি, প্রার্থিতানি ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দ্যুম্নানি' (জ্ঞানানি) 'সিষাসন্তঃ' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ, কাময়মানাঃ 'অর্য্যঃ' (অভিগচ্ছন্তঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ) বয়ং ত্বাং 'আ বনামহে' (বিশেষেণ আরাধয়ামঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩গ-৬অ—১খ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান কামনাকারী, প্রার্থনাপরায়ণ আমরা আপনাকে বিশেষরূপে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৪প—৬অ—১খ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এনা' এনেনান্নেন সোমেন 'মানুষাণাং' মনুষ্যাণাং 'বিশ্বানি' 'দ্যুম্নানি' অন্নানি 'অর্য্যঃ' অভিগচ্ছন্তঃ সিষাসন্তঃ সম্ভক্তুমিচ্ছন্তশ্চ বয়ং 'বনামহে' ভজামহে॥ ৮।

* * *

অষ্টম (৫৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:•:§——

'সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান যেন আমরা লাভ করিতে পারি'—ইহাই এই মন্ত্রে প্রার্থনার সারমর্ম্ম। সাধকগণ কিরূপ জ্ঞান কামনা করেন? যাহাতে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাহাতে অশান্তি দূরীভূত হয়, তাঁহারা এরূপ জ্ঞানেরই কামনা করেন সেই জ্ঞান পরাজ্ঞান। মন্ত্রে এই পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনাই আছে।

ভাষ্যকার 'অর্য্যাঃ' পদে 'অভিগচ্ছন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও বিশেষ অর্থে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি; গমন করেন বলিলেই কোথায় গমন করেন এই প্রশ্ন আসে। জ্ঞানপ্রার্থী ভগবদভিমুখেই গমন করিয়া থাকেন। 'অর্য্যাঃ' পদের সহিত ব্যাকরণগতসম্বন্ধযুক্ত 'বনামহে' পদ হইতে প্রার্থনার ভাব পাওয়া যায়। যাঁহারা গমন করেন, যাঁহারা উর্দ্ধগমন করিতে অভিলাষী, সেই প্রার্থনাপরায়ণদিগকেই 'অর্য্যাঃ' পদে লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ পূর্ব্বেও বহুস্থলে আমরা ঐরূপ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যান্য পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৪প—৬অ—১খ—৮সা)। *

—- * ——

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অহম্ অস্মি প্রথমজা ঋতস্য

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পূর্ব্বং দেবেভ্যো অমৃতস্য নাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
যো মা দদাতি স ইৎ এবম্ আবৎ

৩ ২উ ৩ ১ ২ ১ ৩
অহম্ অন্নম্ অন্নম্ অদন্তম্ অদ্মি॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র ১ ২ ২ ১ ১র ২র ১র র ২ ২র
হাউ। ৩। সেতুঁ৺স্তর। ৩। দুস্ত। রান্। ৩। দানেনাদানম্। ৬। হাউ। ৩।

২ র ১ ২৲ ১ ১ ১ ১ ২র ১র র ২
অহমস্মিপ্রথমজাঋতা ২ ৩ স্যা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। সেতুঁ৺স্তর। ৪।

২ ১ র ২র ১র ২ ১ র ২র ১র ২র
দস্ত। রান্ ৩। অক্রোধেনক্রোধম্। ২। অক্রোধেনক্রোধম্। হাউ। ৩।

২র র র ১ ২৲ ১ ১ ১ ১ ২ র ১ রর
পূর্ব্বন্দেবেভ্যোঅমৃতস্যনা ২ ৩ মা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। সেতুঁ৺-

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

২ ২ ১ ২ ১ র ২র ২ র র র
স্তর । ৩ । চুস্ত । রান্ । শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধাম্ । ৩ । যোমাদদাতিসইদে

১ ২৮ ২ ১ ২ ১ ২র ১রর ২ ২ ১
বমা ২ ৩ বা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ । হাউ । ৩ । সেতু৺স্তর । ৩ । চুস্ত ।

২ ১র র ২ ২র ২
রান্ ২ । সত্যেনানৃতম্ । ৩ । হাউ । ৩ । অহমন্নমন্ন-

১ ২৮ ১ ১ ১ ১ ২S ২র১র
মদন্তমা ২ ৩ দ্মা ২ ৩ ৪ ৫ । হাউ । ৩ । বা । এষাগতিঃ । ৩ ।

২র১ ২ ১ ১ ২ ১র ২
এতদমৃতম্ । ৩ । স্বর্গচ্ছ । ৩ । জ্যোতির্গচ্ছ । ৩ ।

১র র ২র ১র ২ ১ ১ ১ ১ ১
সেতু৺স্তীর্ত্বাচতুরা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ । ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং' (দেবভাবসম্পন্নেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ, পরমদেব-ভাবসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'ঋতস্য' (সত্যস্বরূপস্য) 'অমৃতস্য' (অমৃতস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'প্রথমজা' (প্রথমোৎপন্নঃ, শ্রেষ্ঠঃসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'নাম' (নিশ্চিতং) 'অস্মি' (ভবেয়ং) ; 'যঃ' (যঃ ; দেবঃ) 'অন্নং' (আত্মশক্তিং) 'দদাতি' (প্রযচ্ছতি—লোকেভ্যঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ' (সঃ ভগবান) 'ইৎ' (এব) 'মা' (মাং) 'আবৎ' (রক্ষতু) ; 'এবং' (তথাবিধঃ রক্ষিতঃ সন) 'অহং' 'অন্নং অদন্তং' (আত্মশক্তিনাশে বিঘ্নস্বরূপান, রিপূন ইত্যর্থঃ) 'অদ্মি' (ভক্ষয়ামি, বিনাশং করবাণি ইত্যর্থঃ) ; প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণঃ সন অহং রিপুজয়ী ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪প ৬অ ১খ—৯সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

প্রার্থনাকারী আমি যেন পরম দেবভাবসম্পন্ন, এবং সত্যস্বরূপ অমৃতস্বরূপ ভগবানের শ্রেষ্ঠসাধক নিশ্চিতরূপে হইতে পারি ; যে দেবতা লোকদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করেন, সেই ভগবানই আমাকে

রক্ষা করুন; এইরূপে রক্ষিত হইয়া আমি যেন আত্মশক্তিসহায়ে বিঘ্নস্বরূপ রিপুদিগকে বিনাশ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ হইয়া আমি যেন রিপুজয়ী হইতে পারি।) ॥ (৪প—৬অ—১খ—৯সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিষ্টুভা অন্নদেবতা আত্মানমেবাহ আত্মা এব ঋষিঃ। 'দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং' অগ্নিবরুণাদি দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং 'অহম্' 'অন্নম্' দেবতা 'অমৃতস্য বিনাশরহিতস্য 'ঋতস্য' সত্যস্য পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ 'প্রথমজা অস্মি নাম' প্রথমম্ এবোৎপন্না ভবামি খলু। 'যঃ' পুমান্ 'মাং দদাতি' অন্নরূপাং মাং অতিথ্যাদিভ্যো দদাতি 'স ইৎ' স এব 'এবং' পরিদৃশ্যমান-প্রকারেণ 'আবৎ' অবতি সর্ব্বান্ প্রাণিনো রক্ষতি। যস্তু লোভযুক্তঃ সন্ প্রাণিভ্যোঽন্নমদত্ত্বা স্বয়মেব ভক্ষয়তি তং 'অন্নমদন্তং' নানাবিধান্ন ভক্ষকং তং লোভিনং অহমন্নং অন্নদেবতা 'অদ্মি' ভক্ষয়ামি বিনাশয়ামীত্যর্থঃ। (৪প—৬অ—১খ—৯সা) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে

ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

* * *

নবম (৫৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

— † —

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য, রিপুজয়ী হইবার জন্য, মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। শুধু ভগবৎপরায়ণ নহে, সাধকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক হইবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। শুধু গতানুগতিক ভাবে প্রার্থনা করিয়া, বা বাঁধাধরা নিয়মে উপাসনা করিয়া প্রার্থনাকারী সন্তুষ্ট নহেন। তিনি "দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং" হইতে চাহেন। যাঁহারা দেবভাবসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিতে চাহেন, শুধু তাই নয়, 'অমৃতস্য প্রথমজা'—অমৃতস্বরূপ ভগবানের প্রথম সন্তান, শ্রেষ্ঠ সাধক হইবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

"গতানুগতিক পন্থায় চলা নয়, লোকদেখানো জপ তপ নয়, আমি একেবারে তোমার অমৃতসাগরে ডুবিয়া যাইতে চাই। আমি অমৃতের সন্তান, অমৃতের অধিকারী আমি চাই—অমৃতত্ব। ছোটখাটো জিনিষ লইয়া কি করিব? একটুখানি আনন্দ লইয়া আমি সন্তুষ্ট নই, আমি চাই—ভূমানন্দ। পার্থিব সুখসম্পদ,—যাহা ক্ষণিক আনন্দ দেয় মাত্র—

সেই ক্ষণপ্রভার আনন্দ আমি চাই না।' "যেনাহং নামৃতংস্যাম্ তেনাহং কিংকুর্য্যাম্।"—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। অন্নের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যেন এই মন্ত্রটীর বক্তা, ভাষ্যে এইরূপভাব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এরূপ কষ্ট কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখি না। বিশেষতঃ ভাষ্যের শেষ অংশে সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই।

ভাষ্যার্থ মোটামোটী এইরূপ,—অন্নদেবতা নিজসম্বন্ধে যেন বলিতেছেন—'আমি অন্নদেবতা, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমোৎপন্ন। আমি অগ্নিবরুণাদি দেবতাদিগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। যে ব্যক্তি আমাকে অতিথিদিগের জন্য দান করে সে পরিদৃশ্যমান প্রকারে সকল প্রাণীদিগকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীদিগকে অন্নদান না করিয়া স্বয়ং সেই অন্ন আহার করে, সেই লোভীব্যক্তিকে অন্নদেবতা আমি ভক্ষণ করি অর্থাৎ বিনাশ করি।

এখানে কয়েকটী পদের ভাষ্যার্থ এবং তাহাদের পরস্পর সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য করা যাউক। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের বক্তা অন্নদেবতা, অর্থাৎ অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বলিতেছেন যে, তিনিই জগতের প্রথম সৃষ্টবস্তু—"অমৃতস্য ঋতস্য প্রথমজা নাম"। অন্ন বলিতে যদি শক্তি বুঝায়, তাহা হইলে ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভাষ্যে মানুষের খাদ্য অন্ন এবং অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মধ্যে এক মহা অসামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একই মন্ত্রের এক অংশে অন্ন দেবতা বলিয়া গৃহীত, অপরাংশে খাদ্যবস্তু অন্নরূপে পরিণত!

আমরা মন্ত্রটীর ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। সাধকদিগকে ভগবৎপরায়ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই শক্তিলাভ করিবার জন্য ভগবৎচরণে প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশিত দেখি। আমরা মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যায় এই ভাবেরই অনুসরণ করিয়াছি। (৪প—৬অ—১খ—৯সা)। *

— • —

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আরণ্যকং পর্ব্ব (চতুর্থং পর্ব্ব)। ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্বমেতৎ অধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ।

১২ ৩ ২ ৩ ১২
পরুষ্ণীষু রুশৎ পয়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র র ২র ১ র ১ ২ ৩ ৫ ২ ১রর
১। হাউত্বমেতাৎ। এতদেতাৎ। অধারা২ ৩ ৪ য়াঃ। কৃষ্ণাস্বো

২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ১
হিণা ১ ইষু ৩ চা। পরুষ্ণা ২ ৩ ঈষু। রুশৎ। পা ২

৩ ৫ র র
য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

* * *

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

২ র ১ ২ ১ ১ ২ — ১ ১ ২
২। ত্বমেতদ্ধোহাই। হোই। আধা১রায়াঃ। হাই। কা২ র্ ।১

— ১ ১ ২ — ১ ১ ৭ —
সুরো২। হোই। হাইণী১মু২। হোই। পারুষ্ণাইম্ ২।

১ ২ ১ ১ ^ ৩ ৫র র
হোই। রুশৎ। পা২ যা২৩৪ঔহোবা।

* * *

২র র ১ ২ — ১ ২ —
৩। আইত্বমেতাৎ। আ। আধা: রায়াঃ। আঈকার্ষ্ণা১ সুরো২।

১ ২ — ১ ১ ৭ — ১ ২
আইভাঈণী১ষুচা২। আঈপারুষ্ণাইম্ ২। আই। রুশৎ।

১ ^ ৩ ৫র র ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ২ ২র২র১ র
পা২যা২৩৪ঔহোবা। অভিস্কর্জ্জয়ং দ্বিষ্মঃ। সমোষাভিস্ক্

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
র্জ্জুয়ংদ্বিষ্মঃ। অস্মভ্যঙ্গাতুবিত্তমা২৩৪৫ম॥ ১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'কৃষ্ণাসু' (মলিনহৃদয়েষু জনেষু) 'রোহিণীষু' (প্রভাবসম্পন্নেষু জনেষু, ভগবৎপরায়ণেষু ইত্যর্থঃ) 'চ' (তথা) 'পরুষ্ণীষু' (পূর্ণকামেষু, সাধকেষু ইত্যর্থঃ) 'এতৎ' (তব প্রসিদ্ধং) 'রুশৎ' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'পয়ঃ' (অমৃতং) 'অধারয়' (প্রযচ্ছসি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ তথা পাপিনঃ অপি ভগবৎকৃপয়া অমৃতং আপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৪প—৬দ—২খ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি মলিনহৃদয় জনে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিতে এবং সাধকগণের মধ্যে আপনার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক এবং পাপীও ভগবৎ-কৃপায় অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৪প—৬দ—২খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্রুতকক্ষসুকক্ষাবৃষী গায়ত্রী। অত্র সামর্থ্যমেবোপপাদয়তি। হে ইন্দ্র! "কৃষ্ণাসু" কৃষ্ণবর্ণাসু গোষু তথা 'রোহিণীষু চ' (বর্ণাদনুদাত্তাত্তোপধাত্তো নঃ—৪।১।৩৯—ইতি ঙীপ্) 'পরুক্ষীষু' রোহিতবর্ণাসু (পরুক্ষী পর্ববতীতি যাস্কঃ) পর্ব্বণঃ পর্ব্বণো নানাবর্ণাসু চ গোষু 'রুশৎ' (রোচতের্দীপ্তিকর্ম্মণঃ) দীপ্যমানং শ্বেতং 'এতৎ' পরিদৃশ্যমানং 'পয়ঃ' ক্ষীরং ত্বং 'অধারয়' ধারয়সি। তস্মাৎ ত্বদ্বলং পূজয়াম ইতি সম্বন্ধঃ॥ ১॥

প্রথম (৫৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § * § ——

ভগবানের কৃপায় সকলেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাঁহার নিকট ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী তাপী সকলই সমান। কেহই তাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় না। তাঁহার করুণাধারা অপ্রতিহতভাবে অবিরত মানুষের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। যাহার যতটুকু সামর্থ্য, সে ততটুকু সংগ্রহ করিয়া লয়।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানাধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই পূত মন্দাকিনী-জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। যে যাহাই পায় তাহা ভগবানের নিকট হইতেই আসে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'রোহিণীষু' পদের সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১০৩সূ—২ঋ) দ্রষ্টব্য। 'পরুক্ষী' শব্দ পূর্ণত্ববাচক 'পৃ' ধাতু নিষ্পন্ন। তাই 'পরুক্ষীষু' পদে 'পূর্ণকামেষু সাধকেষু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। (৪প—৬অ ২খ—১সা)॥ *

——•——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৪ ৩ ২
অরূরুচৎ উষসঃ পৃশ্নিঃ অগ্রিয়

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উক্ষা মিমেতি ভুবনেষু বাজয়ুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভম্ আদধুঃ॥ ২॥

* এই সাম মন্ত্রটীর তিনটী গেয় গান আছে।

গেয়-গানং।

২র ১ ২ ১ র ২ ২ ১ — ১
১। হাউ। ৩। স্বর্দ্দৃশম্। ৩। অরুরুচৎ। ৩। উষসঃপৃশ্নিরা ২ গ্রা

২র ১র ২ ১ র ২ র
য়াঃ। হাউ। ৩। স্বর্ব্বিশম্। ৩। উক্ষাবিরে। ৩।

২ ১ র — ১ ২র ১ ২
ভিভুবনেষুবা ২ জায়ুঃ। হাউ। ৩। স্বর্ব্বিশম্। ৩।

১র র ১ র — ১ ২র
মায়াবিনঃ। ৩। মমিরেঅস্যমা ২ য়ায়া। হাউ। ৩।

১ ২ ১ ২ ২ ১ র — ১
স্বর্ব্বিশম্। নৃচক্ষসঃ। ৩। পিতরোগর্ভমা ২ দাধুঃ।

২র ১ ২ ১ ২
হাউ। ৩। স্বর্ব্বিশম্। ২। স্বুবা ২ ৩ র্ব্বিশাউ।

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
বা ৩। এ ৩। স্বুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২র ১র ২ ১ র ২ ১ ২
২। হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশম্। ৩। অরুরুচৎ। ৩। উষসঃপৃশ্নিরা ৩।

৪ ৫ ২র ১র ২ ১ র ২ র
গ্রায়াঃ। হাউ। ৩। জ্যোতির্বিশম্। ৩। উক্ষাবিরে। ৩।

১ র ২ ৪ ৫ ২র ১র ২
ভিভুবনেষুবা ৩। জায়ুঃ। হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশম্। ৩।

১র র ২ ১ র ২ ৪ ৫ ২র
মায়াবিনঃ। ৩। মমিরেঅস্যমা ৩। য়া। বা। হাউ। ৩।

১র ২ ২ ২ ২ ১ র ২
জ্যোতির্ব্বিশম্। ৩। নৃচক্ষসঃ ৩। পিতরোগর্ভমা ৩।

৪ ৫ ২র ১র ২ ১র
দাধুঃ হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশম্। ২। জ্যোতা ২ ৩ ই

২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
র্ব্বিশাউ। বা ৩। এ৩। জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫। ২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাদেব্যাঃ) 'আগ্রিয়ঃ' (মুখ্যং, প্রধানভূতং) 'পৃশ্নিঃ' (জ্যোতিঃ) 'অরুরুচৎ' (রোচয়তি, জ্ঞানালোকিতং করোতি—জনানাং হৃদয়ং ইতি যাবৎ); 'ভুবনেষু' (ভূতজাতেষু, সর্ব্বলোকানাং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'বাজয়ুঃ' (আত্মশক্তিং ইচ্ছন্, আত্মশক্তিপ্রদায়কঃ) 'উক্ষা' (কামাভিবর্ষকঃ দেবঃ) 'মিমেতি' (করোতি - জনান্ আত্মশক্তিসম্পন্নান্ ইতি যাবৎ) 'অস্য' (অস্য দেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'মায়য়া' (শক্ত্যা, প্রজ্ঞয়া) 'মায়াবিনঃ' (প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ, দেবাঃ) 'মমিরে' (নির্ম্মিতবন্তঃ, সৃষ্টাঃ ভবন্তি) 'নৃচক্ষসঃ' (নৃণাং দ্রষ্টারঃ, লোকানাং রক্ষকাঃ) তথা 'পিতরঃ' (পালকাঃ তে দেবাঃ) 'গর্ভং' (জগতঃ উৎপাত্তিনিদানং, উৎপত্তিবীজং) 'আদধুঃ' (ধারয়ন্তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি জগতঃ মূলকারণং; তস্মাৎ সর্ব্বং জগৎ প্রাদুর্ভবতি; সঃ হি লোকানাং অভীষ্টপূরকঃ জ্ঞানদায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬অ—২খ—২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর মুখ্য জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়কে জ্ঞানালোকিত করেন; সকল লোকের হৃদয়ে আত্মশক্তিপ্রদায়ক, কামাভিবর্ষক দেব মানুষকে আত্মশক্তিসম্পন্ন করেন; ভগবানের শক্তি দ্বারা দেবগণ সৃষ্ট হয়েন; লোকদিগের রক্ষক এবং পালক সেই দেবগণ জগতের উৎপত্তি-বীজ ধারণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানই জগতের মূলকারণ; তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়; তিনিই লোক-দিগের অভীষ্টপূরক এবং জ্ঞানদায়ক হয়েন।)। (১ম—৬অ—২খ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অরুরুচদিতি দেবতাং পবিত্রো দৃষ্টবানৃষিঃ।
পবমানো দেবতা স্যাচ্ছন্দশ্চ জগতী স্মৃতা॥

'উষসঃ' সম্বন্ধী 'পৃশ্নিঃ' আদিত্যঃ ('পৃশ্নিরাদিত্যো ভবতি প্রাশ্নুত এনং—নৈ০ ২।১৪—বর্ণঃ'—ইতি নৈরুক্তাঃ) 'অগ্রিয়ঃ' অগ্র্যো মুখ্যঃ সোমঃ 'অরুরুচৎ' রোচয়তি। সঃ 'উক্ষা' জগৎ সেক্তা পর্জ্জন্যঃ সন্ 'মিমেতি' ভুবং শব্দায়তে। 'ভুবনেষু' ভূতজাতেষু 'বাজয়ুঃ' তেষামন্নমিচ্ছন্। 'মায়াবিনঃ' মায়া প্রজ্ঞা তদ্বন্তো দেবাঃ 'অস্য' সোমস্য 'মায়য়া' প্রজ্ঞয়া 'মমিরে' নির্ম্মিতবন্তঃ (সোমস্য একৈকাংশ পান-বশাৎ অগ্ন্যাদয়ঃ স্ব-স্ব-ব্যাপারেণ জগৎ সৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ)। তস্যাস্য মায়য়া 'নৃচক্ষসঃ' নৃণাং দ্রষ্টারঃ 'পিতরঃ' পালকাঃ দেবাঃ অঙ্গিরসঃ পিতরো বা 'গর্ভং' 'আদধুঃ' ধারয়ন্তি ওষধিষু। স চাত্র গর্ভাত্মা সোমঃ ভবতি। সূর্য্য-

স্বপ্রকাশমানীমবর্দ্ধনাচ্ছন্নম্। যদ্বা অমৃতমনঃ শস্ত্রিঃ সবিতা অরুরুচৎ রোচয়তি রোচতে বা সর্ব্বং শিষ্টং দধানং তৎ সর্ব্বজ্ঞানো নৃচক্ষসো নৃণাং দ্রষ্টারঃ পিতরো জগদ্রক্ষকাঃ রক্ষন্তে পর্য্যাপ্তবৃদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ। 'মধ্যোস্তভুবনেষু'—'বিশ্বভুবনানি'—ইতি সামশ্রমঃ পাঠভেদঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৫৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ • ‡ ——

মন্ত্রটি নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। উহা চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে ভগবানের কৃপায় মানুষের জ্ঞানলাভের ও অভীষ্টপূরণের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে জগদুৎপত্তির ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি জগতের পিতামাতা ও পালক। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কথায় বলা যায় "The Eternal Idea realising itself in and through the manifestation of the world. আমরা দেখিব যে এই পাশ্চাত্য দার্শনিক মতটা অনাদি বেদজ্ঞানের অস্ফুট প্রতিধ্বনি অথবা অনুকরণ মাত্র। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস।"

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"

"রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ "

"কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা-মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ...সর্ব্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল.. রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভূত হইলেন।"

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে ইহার চেয়ে সুন্দর মীমাংসা আর হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষভাগে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের শক্তিধারা দেবতাগণ সৃষ্ট হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে যাবতীয় বস্তুর বীজ নিহিত থাকে। অন্য একদিক দিয়াও এই মন্ত্রাংশে প্রখ্যাপিত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। ভগবানের প্রজ্ঞাতে তাঁর সমষ্টি (Idea) নিহিত আছে তাঁহারাই দেবতাস্থানীয়। এই ভাব হইতেই জগতের সৃষ্টি। জগতের বীজ ভাবরূপে ভগবৎঅন্তরে নিহিত থাকে। ভগবানের লীলায় তাহা যখন তাঁহার আনন্দের বিষয়ীভূত হয়, তখনই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে,—সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই জগৎ ভগবানের প্রজ্ঞা হইতে সৃষ্ট; সেই প্রজ্ঞা অনাদি অনন্ত। বেদ তাঁহারই বিকাশ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বেদের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।

নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥"

বেদই প্রজ্ঞা; এই প্রজ্ঞা হইতে দেবগণের উৎপত্তি। দেবগণ হইতে (অথবা জগতের

(আধার হইতে) জগতের উৎপত্তি। বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। সামপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই সমস্ত বিষয় পরিস্ফুট হইবে। (৪প—৭প—২খ ২সা)। •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১উ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যো সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১২ ১২র ১ র২১ ১ — ১ ২ ১র ২ ১ ২র র র

ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ। এ২। হন্দ্রমর্কেভিঃ। আর্কিণোবা। ঔহোবা

র র র র র র ২র ১ ২ ২ র র১ ২

ঔহোবা ঔহোবা। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রংবানীরনূ ২ ৩ ষ. ভাউ।

২ ৫ ২র ১ র র ১ ২

বা ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩।

২ ১ ২ ২ র ১ ২

ইন্দ্রইদ্ধর্য্যা ২ ৩ঃ সচা ৩। সম্মিশ্ল আবচো ২ ৩ যুজা ৩।

২র র র ২র ১ ২ ২ র র ১ ২

ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রোবজ্রীহিরা ২ ৩ ণ্যয়াউ।

৫ ২র র র ২র ১ ২

বা ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই, ৩।

২ র র১ ২ ২

ইন্দ্রবাজেষুনো ২ ৩ অবা ৩। সহস্র প্রধনা ২ ৩ ইষুচা ৩।

২র র র ২র ১ ১ ২ র ১

ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। উগ্রউগ্রাভি

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১

রূ ২ ৩ তিভাউ। বা ৩। ইট্। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১১-১৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়-গান আছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বচোযুজা (বচোযুজয়োঃ, বচসা ভগবদ্বাক্যানুরূপেণ কর্ম্মণা যুজ্যতোঃ যুক্তয়োঃ শাস্ত্রানুসারিণোঃ কর্ম্মসহযুক্তয়োঃ) 'হর্য্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপদিব্যকিরণয়োঃ) 'সচা' (সহ) 'ইন্দ্রঃ ইৎ (ভগবান্ ইন্দ্রদেবো নিশ্চিতমেব) 'আ সম্মিশ্লঃ' (সম্যক্ মিলিতো ভবতীতি শেষঃ); ইন্দ্র (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বজ্রী' (বজ্রযুক্তঃ, বজ্রধারী, কঠোরভাবাপন্নঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণাভরণভূষিতঃ, দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণভূষণভূষিতঃ, করুণাসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা সহ ভগবতঃ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ। ভগবান্ দুর্জ্জনানাং শাসকঃ সজ্জনানাং পালকঃ ইতি ভাবঃ। (৪প—৬অ—২খ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবদ্বাক্যানুরূপ (শাস্ত্রানুসারী) কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞান-ভক্তিরূপ-দিব্যকিরণ সহ ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিশ্চয় সম্মিলিত হয়েন; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর; তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের সহিত ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তিনি দুর্জ্জনের দমনকারী এবং সজ্জনের প্রতিপালক)। (৪প—৬অ—২খ—৩সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়োর্দ্ধবৃচস্য বৈশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ স্যাদ্ গায়ত্রী ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতেতি। 'ইন্দ্র ইৎ' ইন্দ্র এব 'হর্য্যোঃ' হরিনামকয়োরশ্বয়োঃ 'সচা' সহ যুগপৎ 'আ সম্মিশ্লঃ' সর্ব্বতঃ সমাশ্রিত্য স্থিতা। কীদৃশয়োঃ হর্য্যোঃ ? 'বচোযুজা' ইন্দ্রস্য বচনমাত্রেণ রথে যুজ্যমানয়োঃ সুশিক্ষিতয়োরিত্যর্থঃ। অয়ং 'ইন্দ্রঃ 'বজ্রী' বজ্রযুক্তঃ 'হিরণ্যয়ঃ' হিরণ্ময়ঃ। সর্ব্বাভরণৈরুপেত ইত্যর্থঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (৫৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—•—

এই সামের অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে বড়ই সমস্যা দেখিতে পাই। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে অর্থ হয়,—'ইন্দ্রেরই বাক্য মাত্রে হরি নামক অশ্বদ্বয় তাঁহার রথে সংযুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রযুক্ত এবং স্বর্ণাদিনির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত।' পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, বচোযুজা' শব্দ 'বচোযুজয়োঃ' (ষষ্ঠীর দ্বিবচন) হইবে এবং উহা 'হর্য্যোঃ' শব্দের বিশেষণ হেতু উহার অর্থ হইবে—'বচন মাত্রে (ইন্দ্রের) রথে যুক্ত।' বলা বাহুল্য, মন্ত্রে রথবাচক কোনও শব্দ নাই; কিন্তু ঐরূপ অর্থের জন্য

একটী 'রথে' শব্দ এখানে টানিয়া আনিতে হইবে। 'আ সম্মিশ্ল.' শব্দে 'সম্যক্ মিশ্রয়িতা; এবং তদনুসারে 'রথের সহিত অশ্বের মিশ্রণকারী' অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। 'আ সম্মিশ্লঃ' শব্দে 'মিশ্রিত হওনের' ভাব-হেতু কেহ আবার ঐ অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'ইন্দ্রদেব, বাক্য মাত্র রথে অশ্ব সংযুক্ত করিয়া সকলের সহিত মিলিত হন' মন্ত্রের শেষাংশের 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্যময়ঃ) শব্দকে কেহ আবার মন্ত্রের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিয়া ঐ শব্দে 'লৌহ-নির্ম্মিত' অর্থ স্থির করিয়াছেন।

'তাঁহার বচনমাত্রে বা ইঙ্গিতমাত্রে অশ্বয় সংযুক্ত হয়'—এরূপ উক্তির কি মূল্য আছে, অথবা এরূপ উক্তিতে সেই দেবরাজ ইন্দ্রের যে কি গৌরব বৃদ্ধি হয়, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অশ্বের সহিত 'আ সম্মিশ্লঃ' অর্থাৎ 'সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হওনই' বা কি? অশ্বস্বামী তিনি, অশ্বকে যথেচ্ছ চালনা করিতে পারেন; তাহাতে আর তাঁহার পৌরুষই বা কি আছে? সে পৌরুষ-ঘোষণাই যদি সামের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদকে নমস্কার করিয়া বেদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য মনে করি। তিনি 'বজ্রধারী' বলিয়া ভয় পাইতে পারি; তিনি সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত—সুতরাং ধনবান্ বলিয়া তাঁহার চরণলেহনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি; কিন্তু তাঁহার বচনমাত্রে তাঁহার রথে অশ্ব সংযুক্ত হয় জানিয়া, কি দিব্য ভাব মনে আসিতে পারে—বুঝিতে পারি না। অসাধারণ পুরুষ হইতে নিঃসৃত বেদ যে এত সাধারণ কথায় পূর্ণ আছে, তাহা মনে করিতেও কষ্ট হয়।

তবে কি? মন্ত্রে তবে কি কোন নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত আছে? 'হরি' শব্দের অর্থ যে 'কিরণ' 'জ্যোতিঃ', এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দে যে 'জ্ঞান ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ' বুঝায়, তাহাও পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানে একটী নূতন শব্দ—'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ)। এ শব্দের অর্থ আমরা মনে করি—'ভগবানের বাক্য বা উপদেশানুরূপ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যুক্ত বা প্রাপ্ত।' এইবার এই অর্থের কি সার্থকতা, তাহা উপলব্ধি করুন। অনেক সময় মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—সত্যজ্ঞান নহে—ভ্রমজ্ঞান। ভক্তিও এইরূপ অনেক সময় অযথা পাত্রে ন্যস্ত হইতে পারে। সুতরাং সকল ভক্তিই ভক্তি-নামের বাচ্য নহে। এ মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—'ভগবানের উপদেশানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত (প্রাপ্ত) যে জ্ঞান-ভক্তি, তাহারই সহিত শ্রীভগবান্ সম্যক্-রূপে মিলিত হন।' পক্ষান্তরে বলা হইতেছে,—'তদ্রূপ জ্ঞান-ভক্তির দ্বারাই মানুষ ভগবানে লীন হইতে পারে।' সামের এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

তিনি বজ্রধর ও সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত। তাঁহার এই দুই বিশেষণের বিশেষ সার্থকতা দেখি—দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে। যে জন কুকর্ম্মপরায়ণ, যে জন ভগবানের উপদেশানুরূপ ভগবৎ-প্রীতি-সাধনোদ্দেশে কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহে; অর্থাৎ, যে পাপী; তাহার নিকট তিনি বজ্রধর, ভীষণ-মূর্ত্তি; কিন্তু যে জন সৎকর্ম্মপরায়ণ, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—এই জ্ঞানে যে জন ভগবানের কর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, তাহার নিকট তিনি সুবর্ণালঙ্কার-পরিহিত—স্নেহকারুণ্যাদি-গুণবিভূষণ-বিভূষিত। দুর্জ্জনের দৃষ্টিতে তাহার মূর্ত্তি বিষম বিভীষিকাময় আর, সজ্জন সাধুর নিকট তিনি সদা আনন্দময়।

সামের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ। তাহার অশ্বযোজিত রথ প্রভৃতি অর্থ অধিকারী বিশেষের ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও, সামের নিগূঢ় ভাব তাহা নহে। (৪প—৬অ—২খ—৩সা)। *

—— • ——

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র বাজেষু নঽঅব সহস্রপ্রধনেষু চ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উগ্র উগ্রাভিঃ ঊতিভিঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'উগ্রঃ' (অপ্রধৃষ্যঃ, পরমশক্তিশালী ত্বং) 'বাজেষু' (শক্তিলাভেষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চ' (তথা) 'সহস্র প্রধনেষু' (অসংখ্যারিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু জয়লাভায় ইতি যাবৎ) তব 'উগ্রাভিঃ ঊতিভিঃ' (পরমরক্ষাশক্তিভিঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'অব' (রক্ষ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্‌! কৃপয়া অস্মভ্যং আত্ম-শক্তিসম্পন্নান্ তথা রিপুজয়িনঃ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—২খ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! পরমশক্তিশালী আপনি আত্মশক্তি লাভের জন্য এবং অসংখ্য রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য আপনার পরম রক্ষাশক্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব রিপুজয়ী এই যে,—হে ভগবন্‌! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিসম্পন্ন এবং করুন।)। (৪প—৬অ—২খ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'উগ্রঃ' শত্রুভিরপ্রধৃষ্যঃ ত্বং 'উগ্রাভিঃ' অপ্রধৃষ্যাভিঃ 'ঊতিভিঃ' অস্মদ্বিষয়-রক্ষাভিঃ 'বাজেষু' যুদ্ধেষু 'নঃ' অস্মান 'অব' রক্ষ তথা 'সহস্রপ্রধনেষু চ' সহস্রসংখ্যাক-গজাশ্বাদি-লাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষ্বপি রক্ষ। (৪প-৬অ—২খ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। তৃতীয় ও চতুর্থ সামের একত্র একটী মাত্র গেয়-গান আছে। তাহা তৃতীয় সামের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ গেয়-গানের মন্ত্রের সংখ্যা নির্দ্দেশক সর্ব্বশেষ সংখ্যা "১২—১৩"এর পরিবর্ত্তে "৩-৪" হইবে।

চতুর্থ (৫৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্ত এবং আত্মশক্তি লাভের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানই মানুষের বন্ধু, তিনিই মানুষকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনি রক্ষা না করিলে দুর্ব্বল মানবকে রিপুর কবলে আত্মাহুতি দিতে হইত। তিনি তাঁহার রক্ষাস্ত্রদ্বারা মানবের রিপুগণকে বিনাশ করেন বলিয়াই মানুষ তাঁহার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। তাই সেই পরমদেবতার চরণেই শক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। এই মন্ত্রে 'বাজেষু' পদে ভাষ্যকার 'সংগ্রামেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যেই অন্যত্র 'বাজং' পদে 'অন্নং, শক্তিং' ইত্যাদি অর্থ দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বাপরই "শক্তি, আত্মশক্তি" প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলেও ঐ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৪প—৬অ—২খ—৪সা)।

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ১ ২ ১র
প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নাম

২র ৩ ১ ২ ৩ ২
অনুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ।

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ধাতুঃ দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রথন্তরম্ আজভারা বসিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

* *

১ ২ ১ ২ — ২ ২ ২র
১। হাউপ্রাথাঃ। চয়স্তপ্রথঃ। চনা ২। মা ৩ উবা ৩। ঈহা। গা

১ ৩ ৫ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ১ —
হ্বাই। ও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ভা। আনুষ্টুভস্যহবিষঃ। হবা ২

---

* এই সামও তৃতীয় সামের একত্র একটী মাত্র গেয়-গান আছে। ঐ গেয় গান তৃতীয় মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

২ ২ ২র র ১ ৩ ৫ ৩
ইঃ। যা ৩ উবা ৩। ঈহা। ৩। হুবাইও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪

৫ ২র ১ র ২র ১ ২ — ২ ২ ২র র
ডা। ধাতুর্দ্দ্যুতা নাম্নবিভুঃ। চবা ২ ই। ষ্ঠা ৩ উবা ৩। ঈহা। ৩।

৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩২ ২র র
হুবাই। ও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। রথন্তরমাজভারা।

১ — ২ ২ ২র র ১ ৩
বসা ২ ই। ষ্ঠা ৩ উবা ৩। ঈহা। ৩। হুবাই ও ২ ৩

৫ ৩ ২ ২ ১
৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। এ ৩। হ্বাং ॥

* * *

১ ২ ১ ২ — ২ ২র র
২। প্রাথাঃ। চয়ন্থাগপ্রথঃ। চনা ২। মা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইডা। ৩।

১ র ২র ৩ ৫ ১র ২ ১ ২
হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ই ২ ৩ ৪ হা। আনুষ্টুভস্তহবিষঃ।

১ — ১ ২র র ৩ র ২র
হবা ২ ইঃ। যা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈডা ৩। হাই। হো। বাহা ৩ ১

৩ ৫ ২র ১ র ২র ১ —
উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হা। ধাতুর্দ্যুতানাংগবিভুঃ। চবা ২ ই।

২ ৫র ২ ২র র ১ র ২র
ষ্ঠা ৩। উবা ৩। ইডা। ৩। হোই। হো। বাহা ৩ ১

৩ ৫ ২ ১র ২র র ১ —
উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হা। রথন্তরমাজমারা। বসা ২ ই।

২ ২ ২র র ১ র ২র
ষ্ঠা ৩ ১ উবা ৩ ই। ইডা। ৩। হোই। হোবাহা ৩ ১

৩ ৫ ২
উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হা। এ ৩।

১ ৩ ১ ১ ১ ১
হ্বাডা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। ৫।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'অনুষ্টুভস্য' (অনুষ্টুপ্ ছন্দসাযুক্তস্য, প্রার্থনাযুক্তস্য, প্রার্থনাপরায়ণস্য) 'হবিষ্মঃ' (বর্চ্চসঃ, দীপ্তস্য, জ্যোতির্ম্ময়স্য ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যস্য বসিষ্ঠস্য, জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ) 'যৎ' 'হবিঃ' (পূজোপকরণং—ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'প্রথঃ' (বিখ্যাতঃ) 'চ' (তথা) 'সপ্রথঃ' (ব্যাপকঃ, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ,) ভবতঃ ইতি যাবৎ, 'বসিষ্ঠঃ' (জ্ঞানী জনঃ) তৎ 'নাম' (প্রসিদ্ধং) 'রথন্তরং' (শ্রেষ্ঠং ভগবৎপূজোপকরণ-রূপং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দ্যুতানাৎ' (জ্যোতির্ম্ময়াৎ) 'সবিতুঃ' (জগৎপ্রসবিতুঃ) 'চ' (তথা) 'ধাতুঃ' (জগৎ-ধারণকর্ত্তুঃ) 'বিষ্ণোঃ' (জগদ্ব্যাপকাৎ দেবাৎ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'চ' (এব) 'আজভার' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবতঃ হি ভগবৎপ্রাপকং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ। (৪প—৬অ—২য—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানীব্যক্তির যে ভগবৎ-পূজোপকরণ বিখ্যাত এবং ভগবৎ-প্রাপক হয়, জ্ঞানীব্যক্তি সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ-রূপ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যরূপ জ্যোতির্ম্ময় জগৎ প্রসবিতা এবং জগদ্ধারণকারী জগদ্ব্যাপক দেব হইতে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবান্ হইতেই ভগবৎ-প্রাপক সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৪প—৬অ—২থ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপশ্যৎ প্রথইভোতাং ত্রিষ্টুভং প্রথনামকঃ।
বৈশ্বদেবীং ভবেদেবং ছন্দোঃ দৈবতানির্ণয়ঃ ॥

'যস্য' বসিষ্ঠস্য 'প্রথঃ' নাম পুত্রঃ যস্য ভরদ্বাজস্য 'সপ্রথঃ নাম' পুত্রঃ 'তয়োর্ময়ো বসিষ্ঠঃ মম পিতা 'অনুষ্টুভস্য' অনুষ্টুপ্ ছন্দসা যুক্তস্য 'হবিষঃ' ধর্ম্মাখ্যস্য 'বহ্নিঃ' হবিষ্ট্রা-পাদকং 'রথন্তরং' নাম তত্রপন্তরং 'ধাতুঃ' ধাতৃসংজ্ঞাদ্দেবাৎ 'দ্যুতানাৎ' জ্যোতমানাৎ সাবতুশ্চ বিষ্ণোশ্চ 'আজভার' আহৃতবান। (হৃগ্রহোর্ত্ত ইতি ভবং রূপশব্দোপপদাৎ। তরতেঃ সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি খচ্। অরুর্বিষদজন্তস্যেতি মুমাগমঃ) । ৫ ॥

• • •

পঞ্চম (৫৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সেই সত্যটী এই যে, ভগবান্ নিজেই তাঁহাকে পাইবার উপায় মানুষকে প্রদান করেন। তাঁহার দেওয়া উপকরণ লইয়াই তাঁহার পূজা করা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—এ কি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ? সত্যই তাই। জগতে সেই

পরম গঙ্গাজল ব্যতীত আর এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করা যায়। তিনিই মানুষের অন্তরে সত্ত্বানরাজী প্রদান করেন। তাঁহার কৃপায়ই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানিগণ ভগবদারাধনার যে উপায় লাভ করেন, তাহা ভগবানের কৃপায়ই তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ জগতে জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাই সাধক বলিয়াছেন,

"আপনি পাইয়া কাণ, শুন আপনারই গান,
আপনা আপনি আলাপন।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের যথেষ্ট অনৈক্য হইয়াছে। ভাষ্যকার কোথা হইতে বশিষ্ঠের পুত্র প্রথ এবং ভরদ্বাজের পুত্র সপ্রথকে আনিয়া ব্যাখ্যার মধ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। মন্ত্রের কোথায়ও তাহাদের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই, এবং এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য তাহাদের কোন আবশ্যকতাও নাই। 'প্রথঃ' পদ খ্যাত হওয়া বাচক 'প্রথ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাই ঐ পদে আমরা 'বিখ্যাতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্রথঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম—৯৪সূ—১৩ঋ) দ্রষ্টব্য। ঐ পদও 'প্রথ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'বশিষ্ঠঃ' পদের 'জ্ঞানী' অর্থ আমরা পূর্ব্বাপরই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি এবং তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৪প-৬দ-২খ-৫সা)। *

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
নিযুত্বান্ বায়ো আগহি অয়ঁ শুক্রো অয়ামি তে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
গন্তাসি স্বন্বতো গৃহম্ ॥ ৬॥

*

গেয়গানং।

২র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২A ৩ ২
হাউ। ৩। শুক্রম্। ৩। শুক্রঁ শুক্রম্। ৩। শুক্রঁ শূক্রম্। ২। শুক্রঁ

১ ২A ২ র র ১ ২ — ২ র ১ ২ —
শূক্রম্। নিযুত্বান্বায়ো ৩ বাগা ১ হী ২। অয়াঁ শুক্রোআ ৩ যামা ১ ৩ ১ ২ ই।

২ র ১ ১ ২ ২র ২ ১
গন্তাসিস্বন্ব ৩ তোগৃ ১ হা ২ ৩ ম। হাউ। ৩। শুক্রম্। ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একাশীত্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্। (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার দুইটী গেয়-গান আছে।

২ ১ ২ ২ ১ ২৮ ৩ ২ ১ ২A ৩ ১

শুক্রশ্ শুক্রম্। ২। শুক্রশ্ শুক্রম্। শুক্রশ্ শুক্রম্। ২ শুক্রম্।

১ A ৩ ৫ র ৫ ২র ২ ১

শূ২। ক্রা২৩৪। ঔ৩োবা। এ। শুক্রম্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (শীঘ্রগামীদেব, হে আশুমুক্তিদায়ক দেব) 'নিযুত্বান' (অসংখ্যবাহনযুক্তঃ, অসীমশক্তিশালী) ত্বং 'আগহি' (আগচ্ছ,—মম হৃদি ইতি যাবৎ); 'তে' (তুভ্যং, ত্বৎপ্রাপ্তয়ে) 'অয়ং' (হৃদিবর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'শুক্রঃ' (অনাবিলশুভ্রঃ, বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'অযামি' (নিয়তো গৃহীতঃ ভবতু, মম হৃদি উৎপন্নঃ ভবতু); ত্বং 'সুন্বতঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নস্য জনস্য) 'গৃহং' (আশ্রয়স্থলং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'গন্তাসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোসি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে মম হৃদয়ে সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—২থ ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আশুমুক্তিদায়ক দেব! অসীমশক্তিশালী আপনি আমার হৃদয়ে আগমন করুন; আপনাকে পাইবার জন্য, আপনার ভক্ত বর্ত্তমান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমার হৃদয়ে উৎপন্ন হউক; আপনি পবিত্রতাসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক।)। (৪প—৬অ—২থ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নিযুত্বানিতি গায়ত্র্যা বায়ুং গৃৎসমদোঽস্তৌৎ। হে বায়ো! 'নিযুত্বান' নিযুতো বাহনানি (বায়োঃ নিযুতোরিতি—১।১৫।১০—নিঘণ্টুঃ) তৈর্যুক্তস্ত্বং 'আগহি' আগচ্ছ। 'অয়ং' 'শুক্রঃ' দীপ্যমানঃ সোমঃ 'তে' তুভ্যং 'অযামি' (যামেঃ কর্ম্মণি লুঙ্ রূপং) নিয়তো গৃহীত আসীৎ। যতঃ 'সুন্বতঃ' সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য 'গৃহং' 'গন্তাসি' যাতোঽসি॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৬০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ৪ ৪ ——

সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি। যে মানবের হৃদয়ে এই ভগবৎশক্তির সঞ্চার হয়, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনায়াসেই ভগবৎ-চরণ প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাব রূপ সমস্তই মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সূত্র। তাই যিনি সত্ত্বভাব লাভ করেন, তিনি ভগবৎচরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। সেই জন্যই সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'সুবতঃ' পদে ভাষ্যকার সোম-অভিষবকারী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পদে 'পবিত্রতাসম্পন্ন' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষিত হয়। 'গৃহ' শব্দে ঘর বাড়ী অর্থ প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু ভগবান কাহারও ঘরে আসেন না, তিনি আগমন করেন—মানুষের হৃদয়ে। মানুষের হৃদয়ই তাঁহার প্রকৃত আবাসস্থল। কাঠ-খড়ের ঘর বাড়ী অথবা অট্টালিকা তাঁহার মন্দির নহে। তাই সাধক তাঁহাকে 'হৃদয়নাথ' বলিয়া সম্বোধন করেন। তাই ভক্ত গাহেন,—

হৃদয় কুটিরদ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে চিরে!"

সেই হৃদয় কুটিরকেই গৃহ পদে লক্ষ্য করে॥ (৬প—৬অ—২খ-৬সা)। *

মধ্যেনং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদ্ জায়থা অপূর্ব্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়।
১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
তৎ পৃথিবীম্ অপ্রথয়ং তৎ অস্তভ্না উতো দিবম্॥ ৭॥

* * *

গেয়-গানং।

২র র ২ র ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১র
১। এযজ্জায়থাঃ। অপূর্ব্বিয়া। হাউ। মঘানম্ব। হাউ। ত্রহত্যায়া।
২ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২র র র ১ ২
হাউ। তৎপৃথিবীম্। হাউ। অপ্রথয়াঃ। হাউ। এঔহোবা। দীপাঃ।
২ ১ ২ ২ র ২ ১ ২র র ২
তদস্তভ্নাঃ। হাউ। উতোদিবাম্। হাউ। এঔহোবা ৩।
১ ১ ১ ১
অসৃপয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র র ২ র ১ ১ ২S S S
২। এহাউযজ্জায়থাঃ। অপূর্ব্বিয়া। হোউ। ৩। হাউ হাউ হাউ।
২ ১ ১ ২S ২ ১র ১ ২S
মঘানম্ব। হোই। ৬। হাউ ৩। ত্রহত্যায়া। হোই। ৩। হাউ ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

২ ১ ১ ২S ২ ১ ১
তৎপৃথিবীম্ । হোই । ৩। হাউ ৩। অপ্রথবাঃ । হোই । ৩।

২S ২র র র র ১ ২ ২ ১ ১ ২S
হাউ ৩। এঔহোবাদীশাঃ । তদস্তভ্নাঃ । হোই । ৩। হাউ ৩।

২ র ১ ১ ২S ২র র র
উতোদিবাম্ । হোই । ৩। হাউ ৩। এঔহোবা ৩।

র ১ ১ ১ ১
হস্পথা ২ ৩ ৪ ৫ : ॥

* * *

২র র ১র -- ২ র ২ র ১
৩। এহাউ । ঔহো ২। যজ্ঞাযথা ৩ :। অপূর্ব্বিয়া । হোবা ২ ৩

১ ১ ১ র ১ ১ ১
হোই । মা । যবনুর্ব্রহত্যায়া । হোববা ২ ৩ হোই । তাৎ ।

১ র ১ ১ ২র র র র ১ ২ ১
পৃথিবীমপ্রাথবাঃ । হোবথা ২ ৩ হোই । এঔহোবাদীশাঃ । হোববা ২ ৩

১ ১ ২র র র ১ ১
হোই । তাৎ । অস্তভ্নাউতোদিবাম্ । হোববা ২ ৩ হোই ।

২র র র ১ র ১ ১ ১ ১
এঔহোবা ৩। হস্ইড়াপথা ২ ৩ ৪ ৫ : ॥

* * *

১ ২ ১ ২ ১র র ২ ২ ১ — ১ ২ ২
৪। যাজ্ঞাযাজ্ঞা । যথা অপূর্ব্বিয়াঔ ৩ হো । হা ২ ইয়া ঔ ৩ যো ।

র ২ ২ ১ -- ১ ২ ২ ১ র
মাযবস্থ্রহত্যাঔয়া ঔ ৩ হো । হা ২ ইয়া । ঔ ৩ হো । তাৎপৃথিবীম-

২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ র র
প্রাথবাঔ ৩ হো । হা ২ ইয়া । ঔ ৩ হো । তাদস্তভ্নাউতোদিবা ।

২ ২ ১ -- ২ ২ র ১ ১ ১ ১
মৌ ৩ হো । হা ২ ইয়া । ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩। পয়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২ ১র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
৫। হু । বোহো ১ ই । ২। যজ্ঞাযথাঃ । অর্ব্বিপূষা । মঘাবনুর্ব্র ।

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
হত্যায়া । তৎপৃথিবীম্ । অপ্রথযাঃ । তদস্তভ্নাঃ । উতোদিবাম্ ।

২ ১র ২ ২ ১র ২ ৪ ২
হু: বোহো ১ ই। ২। হু। বোহো ১২। উহুবা ৬
২ ২ ১
হাউ। বা ৩। অসৃ ॥
* * *

২র র ২ ২ ৩ ৫ ২র ১
৬। যোরয়িংবোরা ৩ যিস্তমাঃ। যোহুায়া ২ ৩ ৪ ইর্দ্দ্যু। স্বাবস্তাম্বা
২ ৩ ৫ ২র১ ২ ২ ৩ ৫
২ ৩ঃ। সোমঃসূ ২ ৩ ৪ তাঃ। সাইন্দ্রতায়ে ৩। অস্তুস্বা ২ ৩ ৪ ধা।
৩ ২ ১ ৪ ৫ ৫ ৫ ১
এত্তে ৩। মা ২ ৩ ৪ দাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা। অসৃ ॥
* * *

১র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১র
৭। হাউহোহাই। ৩। অস্তুরিক্ষ৬ সুবর্দ্দিগঙ্গগ। গমা। (ত্রিঃ) পরাৎ-
র ২ ১ ১র র ২ ১ ১র র ২ ২
পরমৈরয়। ভা। পরাৎপর। মৈরয়। ভা। পরাৎপরমৈরয়। ভ।
১র ৩র ২ ২ ২র ২ ১র ২ ১র২র১র র২১র২র ১র র
ওহোবাহাউ। বা। এ। যজ্ঞোদিবীমূর্দ্ধাদেবমাদনীঘর্ম্মোজ্জ্যোতিঃ।
* * *

১র র ২১ ২ ১ ২ ১ ১র
৮। হাউহোহাই। ৩। অস্তুরিক্ষ৬ সুবর্দ্দিরঙ্গগ। গমা। (ত্রিঃ)। পরাৎপর
র ২ ১ ১র র ২ ১ ১র র ২ ২
মৈরয়। ভা। পরাৎপর মৈরয়। ভা। পরাৎপর মৈরয়। ভ।
১র ৩র ২ ২র ২ ১ ২ ১র র ২
ওহোবাহাউ। বা। এ। পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যৌরাপঃকনিক্রদাৎ-
১র ২ ১র২র১ র ২র র ১র র
সিন্ধুরাপোমরুতোমাদয়ন্তাজ্বর্ম্মোজ্যোতিঃ।
* * *

১র র ১৪ ২ ১রর র র ২
৯। হাউহোহাই (ইত্যাদিপূর্ব্বপাঠঃ) ভা দিগোমূর্দ্ধানা৬স মৈরয়ন্।
১ ২ ৩ ৫ ১ র ২ ১র র র ২
হোয়ে ৩। হো ২ ৩ ৪ বা। যশোঘর্ম্মোজ্যোতিঃ। যশঃসমৈরয়ন্।
১ ২ ৩ ৫ ১র র২১র র ২র
হোয়ে ৩। হো ২ ৩ ৪ বা। তেজোঘর্ম্মোজ্যোতিঃ। তেজঃসমৈ-

১র ২র ১ ২র ২১ ২র১ ২১
জ্যোর্দ্ধেনুঃ। ৩। পরং ধেনু। ৩। ব্রহৎ ধেনু। ৩। সত্যং

২র১ ১ ২র১ ১র ২র১
ধেনু ৩। ঋতং ধেনু। ৩। ইড়া। ধেনুঃ। ৩।

১ ২র১ ১র ২র১
স্বর্দ্ধেনু। ৩। জ্যোতির্দ্ধেনুঃ। ৩॥

* * *

১র র ১৪ ২১র ২র ২১র র
১৩। হাউহোবা, ৩। (ইত্যাদি) ভ। যজ্জ যথাঃ। অপূর্ব্বিয়া।

২১র ২ ১২৩ ৫ ১২ ২১র২ ২১র২
অপূর্ব্বিয়া ৩। আপূর্ব্বা ২৩৪ য়া। মঘবনস্ব। ব্রহত্যায়া। ব্রহত্যায়া ৩।

১২৩ ৫ ১ ২১র র ২ ১ ২
ব্রাহত্যা ২৩৪ য়া। ভংপৃথিবীম্। অপ্রাথয়া। অপ্রাথয়া ৩ঃ।

১২৩ ৫ ১২ র ২১র ২ ১২
আপ্রাথা ২৩৪ য়াঃ। তদস্তভ্নাঃ। উতোদিবাম্। উতো-

২ ১২৩ ৫ ১র র
দিবা ৩ম্। উতোদা ২৩৪ ইবাম্। হাউহোবা। ৩।

২ ১র ৩র২ ২ ১র র ২১
(ইত্যাদি) ভ। ঔহোবাহাউ, বা। তেজো ধর্ম্মঃ

র২রর১র২র১র২র ১২ ২র
পণ্ডক্রীডস্তেবাযুগোপাস্তেকস্বস্তীর্ম্মরুস্তিভুর্বনানিচ ক্রতুঃ॥

* * *

১—১ ১২ ১২ ২ ২র
১৪। হা২ উবাক্। ৩। হোবা। ২। হোবা ৩। হাউবা। এ।

২র১ ২১র র ২র১ ২১র২১র২ ২১ ৩১১১১
তোকস্প্রজাঙ্গর্ভো। নোযমদগুহ্যাচপরাচপথিভিশ্চরস্তা। ২৩৪৫ঃ॥

* * *

১—১ ১২ ২১ ২ ১
১৫। হা২ উবাক্। ৩। হোবা। ৩। অয়৺সশিণ্ডুভে ৩। হোই।

১২র১রর২ ১র ২র ১ ১ ২১ ২ ১
যস্মাদ্যাবাপৃথিবী ভুবনানিচক্রতুঃ। হোই। অয়৺সশিণ্ডুভে ৩। হোই।

১২র১র২১র২ র ১২র ১ ১ ২১ ২
যস্মাদাপওষধয়ো ভুবনানিচক্রতুঃ। হোই। অয়৺সশিণ্ডুভে ৩।

১ ১২র২ ১র ২র ১ ১ ২১
হোই। যস্মাৎসমুদ্রিয়াভুবনানিচক্রতুঃ। হোই। অয়৺-

২　　১　　১২র ১ র২র১র　২র　　১
সপিণ্ড্তে ৩। হোই। যস্মা৷দ্বিশ্বাভূতাভুবনানিচক্রহুঃ।

১　　২ — ১　　　১ ২　　১
হোই। হা ২ উবাক্। ৩। হোবা ৩। হাউবা।

২র　১২　　৩ ১ ১ ১ ১
এ। আপঃ। ২। আপা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* . *

১ — ১　　১ ২　　২র　A　৩২র১ —
১৬। হা ২ উবাক্। ৩। হোবা। ৩। যোভিৰ্বিয়া। স্বৈনায়া ২ঃ।

২র　A　৩২র　—　২র র২A　৩২ ১ —
তেভির্ব্বিয়া। স্বাহোমাদা ২ য়। যেভিভূতায়। সহঃ সাহা ২ ঃ।

২র　১র২১র২　১র　—　১র　১　১র২
তেভিস্তেজ আপঃ। ২ আপো ২। যোভির্ব্বস্তরিক্ষ মৈরয়া ৩।

২　২র　১ ২　১ ৩　১ ১ ১
হাউবা। এ। আপঃ। ২। আপা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* . *

১　১　১ ২　১র　র
১৭। হা ২ উবাক্। ৩ হোবা। ৩। যজ্জায়থা। অপূর্ব্বো ২।

১ — ১　—　১ — ১　র　—
র্ব্বায়া ২। মঘবন্বৃত্রহাহো ২। ত্যায়া ২। তৎপৃথিবীমপ্রথাহো ২।

১ — ১　—　১ — ১ ১
থায়াঃ ২। তদস্তভ্নাউতোহো ২ ই। দাইবা ২ ম্। হা ২ উবাক্। ৩।

১ ২　২　২　১র　১র র ২ ১　র ২ র১
হোবা। ২। হোবা ৩। হাউবা। এ। তেজোযস্মাঃসপিণ্ডক্রতুস্তোমস্ত-

২ র　র ১ র২র১র ২র　১ ২ ১ ২র　A ৩ ১ ১ ১ ১
মতীর্ব্বায়ুংগোপাস্তজস্বতীর্ম্মরুৎসুভুবনানিচক্রুহু ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৭॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপূর্ব্যা' (অনাদি) 'মঘবন্' (পরমধনসম্পন্ন, পরমধনদাতঃ হে দেব) যঃ 'যৎ' (যদা) 'বৃত্রহত্যায়' (বিঘ্ন-শত্রুনাশায়) 'অজায়থাঃ' (প্রাদুর্ভবসি, প্রবৃত্তঃ ভবসি) 'তৎ' (তদা) 'পৃথিবীং' (পৃথিবীস্থিতান্ লোকান্ ইত্যর্থঃ) 'অপ্রথয়ঃ' (বিখ্যাতান্, দৃঢ়ান্ শত্রুজয়ক্ষমান্— করোষি ইতি যাবৎ); 'উত' (অপিচ) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'দিবং' (দ্যুলোকং, স্বর্গলোকস্থিতান্ সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'অস্তভ্নাঃ' (ধারয়সি, রক্ষসি, লোকান্ প্রযচ্ছসি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি কৃপয়া লোকানাং রিপূন্ নাশয়তি তথা মোক্ষপ্রাপকেভ্যঃ তেভ্যঃ সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (৪প ৬অ—২খ—৭সা।)॥

* . *

মর্ম্মানুসারী।

অনাদি পরমধনদাতা হে দেব! আপনি যখন বিশ্বশত্রু নাশের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন পৃথিবীস্থিত লোকদিগকে শত্রুভয়মুক্ত করেন; অপিচ, প্রসিদ্ধ স্বর্গ-ভূভুক্ত সত্ত্বধন মানুষকে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক মানুষের রিপুনাশ করেন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তাহাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করেন।)॥ (৪প—৬অ—২খ—৭সা)।

সায়ণ-ভাষ্য।

বৃষেণপুরুমেধো বারুষী ত্রৈশ্যা অন্তরঃ। হে 'অপূর্ব্য' অন্তো ব্যতিরিক্তেন পূর্ব্বেণ বার্জ্জিত! হে 'মঘবন্' মংহনীয়ধন ধনবন্নিন্দ্র। 'বৃত্রহত্যায়' বৃত্রাসুরহননায় 'যদ্' যদা ত্বং 'জায়থাঃ' উৎপন্নঃ প্রাদুর্ভূতোঽসি 'তৎ' তদানীমেব 'পৃথিবীং' প্রথমানাং 'অপ্রথয়ঃ' প্রসিদ্ধাং দৃঢ়মকরোঃ। 'উত' অপিচ 'দিবং' দ্যাং দ্যুলোকং অন্তরিক্ষেণ 'অস্তভ্নাঃ' নিরুদ্ধামকার্ষীঃ। উদ্বৃশং বীর্য্যং ত্বদন্যঃ ন ভবতীত্যর্থঃ। স্তোতৃস্তুতমপূর্ব্বেতি পদং॥ ৭॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

সপ্তম (৬০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§ * §:——

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

দুঃখ তাপে কাতর হইয়া মানুষ যখন ভগবানকে ডাকিতে থাকে, তখন দুঃখ হরণের জন্য তাঁহার রক্ষাশক্তি ধরায় নামিয়া আসে। তিনি মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রক্ষাস্ত্র সুদর্শন-চক্র হস্তে রিপুনাশে প্রবৃত্ত হয়েন। জগৎ যখন অসুরের উপদ্রবে বিব্রত, পাপ-তাপ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়, তখন মানুষ ভগবানের নিকট আত্ম-রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। পরম মঙ্গলময় ভগবানও তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মানব নবজীবন লাভ করে।

তিনি কেবল মাত্র দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্যই আসেন না, ধর্ম্ম সংস্থাপনও করেন, মানুষকে পবিত্র উন্নত করেন। যখন মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ে সজ্জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়। এই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ্রথয়ঃ' পদে ভাষ্যকার 'প্রসিদ্ধাং দৃঢ়ামকরোঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ একটু পূর্ব্বেই (৪প—৬অ—২খ—৫সা) 'প্রথঃ' 'সপ্রথ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় সর্বিষ্টপুর, ভগবোজপুত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যান আমিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা 'বিখ্যাত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৪প-৬অ-২খ-৭সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উননবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্। ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত। ইহার গেয়গান সত্রাজিৎ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কোথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আরণ্যকং পর্ব্ব (চতুর্থং পর্ব্ব)। ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২র
ময়ি বর্চ্চো অথো যশোঽথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ।
২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দ্দিবি দ্যামিব দৃꣳহতু॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১ — ১ ১ — ১ ২ ৩
১। হাউ, ৩, আনো ২ ক্রবাই। ২। আনো ২ ক্রবা। ২। বা ২ ৩ ৪
৫র র ১ ২ র র৩র৩ ১ ১ ১ ১ ২র ১ —
ঔহোবা। রক্ষতনোক্ষতায়া ২ ৩ ৪ ৫ :। হাউ। ৩। আনো ২ ক্র
২র র১ ২র র র৩ ১ ১ ১ ১ ২র
(পুনঃপাঠঃ) গোপায়তগোপায়তায়া ২ ৩ ৪ ৫ :। হাউ। ৩।
১ — ১ ২ ১ ২ ১ ২ — ১ ২র ১
আনো ২ ক্র ০। ময়িবর্চ্চঃ। অথোযা ১ শা ২ :। অথোযজ্ঞ।

২ — ২ র ১র ১ ২ — ২ ১
স্তুষাৎপা ১ যা ২ ঃ। পরমেষ্ঠী। প্রজাপা ১ তী ২ ঃ। দিবিস্থামি।

১ ২ ২র ১ —
বদ্ধং ্হা ১ নু ২ ৩। হাউ। ৩। আনো ২ ক্রু ০।

১ ২ র র ৩ ১ ১ ১ ১ ২র ১
রক্ষতনোরক্ষিতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউ ৩। আনো

— ২র র১ ২র র র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ক্রু ০। গোপাযতগোপায়িতারা ৩ ৪ ৫ ঃ।

২র ১ — ২র ১ ২ র
হাউ। ৩। আনো ২ ক্রু ০। এ। রক্ষতনোরক্ষি-

র র র র১ ২র র ২র
তারোগোপায়তগোপায়িতরঃ। ২। এ।

১ ২ র র র র র র২রর র
রক্ষতনোরক্ষিতারোগোপাযতগোপায়িতা-

৩ ১ ১ ১
রা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ১৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরমেষ্ঠী' (পরমলোকেস্থিতঃ, স্বর্গস্থঃ) 'প্রজাপতিঃ' (লোকানাং পালকঃ, পরমদেবঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, দ্যুলোকস্থ স্বর্গীয়ং ইত্যর্থঃ) 'জ্যোতিঃ ইব' (জ্যোতিঃ তুল্যং) 'বর্চ্চঃ' (ব্রহ্মতেজঃ) 'অথঃ' (তথা) 'যশঃ' (সুখ্যাতিং) 'অথঃ' (অপিচ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ, সৎকর্ম্মজাতং ইত্যর্থঃ) 'যৎ' 'পয়ঃ' (অমৃতং) তৎ 'ময়ি' (মম হৃদয়ে) 'দধাতু' (প্রযচ্ছতু); মন্ত্রঃ অয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া তব পরমজ্যোতিঃ মহ্যং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪প—৬অ—৩থ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গস্থ, লোকদিগের পালক, ভগবান স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তুল্য ব্রহ্মতেজ এবং সুখ্যাতি, অপিচ, সৎকর্ম্মজাত যে অমৃত, তাহা আমার হৃদয়ে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনার পরমজ্যোতিঃ আমাকে প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—৩থ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বামদেবঋষিঃ প্রোক্তো মন্ত্রীভাষ্যঃ প্রজাপতিঃ।

দেবতা স্যাত্তচ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্‌ সমুইতীরিতম্‌।

'পরমেষ্ঠী' পরমে লোকে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী 'প্রজাপতিঃ' 'দিবি' দ্যোতমানে স্বর্গে 'স্থাপিত' দ্যোতমানাং কান্তিমান 'মরি' অস্মদীয়ে শরীরে 'বর্চ্চঃ' তেজঃ ব্রহ্মাখ্যং 'দৃংহতু' বর্দ্ধয়তু। 'অথো' অপিচ 'যশশ্চ' দৃংহতু। 'অথো' কিঞ্চ 'যজ্ঞস্য' যাগস্য সম্বন্ধি অতএব স উত্তমং 'পয়ঃ' হবির্লক্ষণমন্নং চ দৃংহতু। (৪প—৬খ—৩থ—১স)॥

* * *

প্রথম (৬০২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। সরল সহজ ভাষায় ব্রহ্মতেজ অথবা ব্রহ্মশক্তি লাভ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদিগের বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। এমন কি অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যাতেও ঐক্য লক্ষিত হইবে।

প্রার্থনার প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ, স্বর্গীয়শক্তি। যে জ্যোতিঃ, হৃদয়ে ধারণ করিলে মানুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, যে শক্তি লাভ করিলে মানুষ অনায়াসে ব্রহ্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, সেই জ্যোতিঃ, সেই শক্তি লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভ করিলে, মানবহৃদয়ের অন্ধকার চিরতরে দূরীভূত হয়। অন্ধকার অথবা আলেয়ার আলো কিছুই সাধকের ভ্রমোৎপাদন করিতে পারে না। অনন্ত অক্ষয় জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়কে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখে। অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা চিরদিনের জন্য দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হয়। সাধক আপনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। তাই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—'তমসঃ মা জ্যোতির্গময়॥' (৪প—৬খ—৩থ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

সন্তে পয়াꣳসি সমুযন্তু বাজাঃ সংবৃষ্ণ্যানি অভিমাতিষাহঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

দিবি শ্রবাꣳসি উত্তমানি ধিষ্ব ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয় গান আছে।

ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সৎকর্ম্মণি নিয়োজয়, অস্মাকং অভীষ্টপূরণং কুরু, অস্মদর্থং মোক্ষং চ বিধেহি। (৪প—৬ম—৩খ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি শত্রুনাশক রিপুবিমর্দ্দক হয়েন; আপনার সম্বন্ধীয় সারভূত রসসমূহ (অমৃতত্ব) সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; এবং আপনা হইতে উদ্ভূত সৎকর্ম্মসমূহ সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; আর, আপনার অভীষ্টবর্ষক করুণাস্রোতসমূহ সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের অমৃতত্বের—অমরণত্বের জন্য, আমাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান হইয়া—আমাদিগের আনন্দপ্রদ হইয়া, স্বর্গে উৎকৃষ্ট রত্নসমূহকে (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ ফলসমূহকে) ধারণ করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন, আমাদিগের জন্য মোক্ষ বিধান করুন।)। (৪প—৬ম—৩খ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্রিষ্টুপ্ পাবমান্যাঃ গাথিনো বিশ্বামিত্রস্যার্ষম্। হে সোম! 'অভিমাতিষাহঃ' অভিমাতীনাং শত্রূণাং সোঢুঃ 'তে' তব এবম্ভূতস্য যাং 'পয়াংসি' প্রাপণানি ক্ষীরাণি 'সংযন্তু' সঙ্গচ্ছন্তাম্। তথা 'বাজাঃ' হবির্লক্ষণান্যন্নানি চ যাং সঙ্গচ্ছন্তাম্। 'বৃষ্ণ্যানি' বীর্যাণি চ সঙ্গচ্ছন্তাম্। হে 'সোম'! ত্বং 'অমৃতায়' আত্মনঃ অমৃতত্বায় অমরত্বায় 'আ' সমন্তাদ্বর্দ্ধমানঃ সন 'দিবি' দ্যুলোকে স্বর্গে 'উত্তমানি' উদ্গততমানি উৎকৃষ্টানি 'শ্রবাংসি' অন্নানি অস্মাকং ভোগ্যানি হবির্লক্ষণানি 'ধিষ্ব' ধারয়স্ব। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি (পাঃ ২।৩।১৩) কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। (৪প ৬ম—৩খ ২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (৬০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে আমরা যে অর্থ ও ভাব গ্রহণ করিয়াছি, ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার বিপরীত অর্থ ও ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যাদিতে 'তে' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়-পরিকল্পনাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা 'তে' পদকে অপরিবর্ত্তিত

রাখিয়া উহাকে 'তব' অর্থজ্ঞাপক ষষ্ঠীর পদ বলিয়াই গ্রহণ করি। তাহাতে, 'পয়াংসি' 'বাজাঃ' ও 'বৃষ্ণ্যানি' তোমাকে প্রাপ্ত হউক বা তোমাতে মিলিত হউক অর্থ হয় না। পরন্তু তোমার সম্বন্ধীয় 'পয়াংসি,' 'বাজাঃ' ও 'বৃষ্ণ্যানি'—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক—আমাদিগের সহিত মিলিত হউক,—এইরূপ ভাবেই সঙ্গত দেখিতে পাই।

তার পর, ঐ যে 'পয়াংসি' প্রভৃতি তিনটী পদ—উহাদের মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, সোমের সহিত তাহাদিগের মিলন হওয়া অপেক্ষা, প্রার্থনাকারী আমাদিগের সহিত তাহাদিগের মিলন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সমীচীন বোধ। সোম-শব্দে সোমলতা বা তাহার রস অর্থের ধারণা বদ্ধমূল থাকাতেই, তাহার সহিত দুগ্ধ (পয়াংসি) মিশ্রিত করিতে হইবে ও অন্ন (বাজাঃ) মিশ্রিত করিতে হইবে এবং বীর্য্য (বৃষ্ণ্যানি) মিশ্রিত করিতে হইবে—সিদ্ধান্তিত হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বীর্য্য মিশ্রিত করা যে কি ব্যাপার, তাহা কিন্তু বোধগম্য হয় না। লতার রসে দুগ্ধ মিশান যাইতে পারে; অন্নও না হয় মিশাইতে পারি; কিন্তু বীর্য্য কি প্রকারে মিশিবে? এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, ঐরূপ অর্থের যৌক্তিকতায় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের মতে,—'পয়াংসি' প্রভৃতি পদের অর্থ ভিন্নরূপ; এবং সোমরসের সহিত তাহাদিগের মিশ্রণের বিষয়ও এখানে উক্ত হয় নাই। আমরা বলি, 'পয়াংসি' পদে স্নেহরসকে অমৃতকে (সৎকর্ম্মের সুফলকে) বুঝাইতেছে, 'বাজাঃ' পদে সৎকর্ম্ম-সমূহের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে, 'বৃষ্ণ্যানি' পদে অভীষ্টপূরণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-ফল এবম্বিধ ভাব পাইতে পারি। এই তিন পদার্থই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অধিগত হইয়া থাকে। এখানে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে, কামনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সম্বন্ধীয় যে অমৃতত্ব, তাহা যেন আমরা প্রাপ্ত হই; তোমার সম্বন্ধীয় যে সৎকর্ম্মসাধন, তৎপ্রতি আমাদিগের যেন অনুরাগ থাকে; তোমার সম্বন্ধীয় যে অভীষ্টবর্ষণ অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইলে যে অভীষ্টপূরণ হয়, আমাদিগের মধ্যে যেন তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়।' মন্ত্রের প্রথম চরণে, আমরা মনে করি, এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণে, ঐ তিনের সমবায়ে, আমাদিগকে পরম পদ মুক্তি প্রদান করুন—এইরূপ প্রার্থনাই প্রকাশমান। কি জন্য আপনাকে আমাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান রাখিতে চাই, কি জন্য আপনি আমাদিগের আনন্দ-প্রদ হইয়া থাকিবেন—কামনা করিতেছি? না—'অমৃতায়'; অর্থাৎ, আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদানের জন্য। সে কেমন? না—"দিবি উত্তমানি শ্রবাংসি;" অর্থাৎ স্বর্গে যাহা শ্রেষ্ঠ রক্ষা। কেবল স্বর্গ নহে—স্বর্গেরও উপর যাহা। ফলতঃ, পতন যেন না হয়; অবিচলিত ভাবে আপনাতে অবস্থিত করিয়া যেন পরম সুখস্থান প্রাপ্ত হই; সেই ভাবে আমাদিগকে ধারণ করুন। ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। (৪প-৬খ—৩থ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের অষ্টাদশ ঋক্। (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার দুইটী গেয়-গান আছে।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩

ত্বম্ ইমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ত্বম্ অপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।

১র ২র ৩ ২ ১ ২ ৩

ত্বম্ আততনোঃ উর্ব্বান্তরিক্ষং

১ ২র ৩ ১র ১র

ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ২ ৩র ২র ২র

হাউ। ৩। হৌবা ৩। ৩। হাহ। হোবা ৩। ৩। হোবা ৩। ৩।

৪ ২ ১ ১ ১ ৪ ২ ৩র র ১ র র ২র

হো ৩ বা ৩ ৪ ৫। ২। হো ৩ বা ৩ ষ। ঔহোবা। ত্বমিমা ওষধীঃ

র ১২র ১২১র ২ ১র ১র ৩র ১ ২ ১র

সোমবিশ্বাঃ। ত্বমপোঅজনয়স্ত্বংগাঃ। ত্বমাততনোরুর্ব্বান্তরিক্ষং। ত্বংজ্যো-

২র ১ র ২ ২র ২ ৩র

তিষাবিতমোববর্থ। হাউ। ৩। হৌবা ৩। ৩। হাহ।

২ ৩র ৪ ২ ১ ১ ১

হৌবা ৩। ৩। হোবা ৩। ৩। হো ৩ বা ৩ ৪ ৫। ২।

৪ ২ ৩র র ২র ১ ২ ১ ২ ১র

হো ৩ বা ৩ ৪। ঔহোবা। এ। অনাদিবনস্তরিক্ষম্পৃথক্-

২ ১ র ২ ১ র২র র ১

বিশ্বভোজসম্পুরুরূপাওজোজনঃ। ইট্।

৩ ১ ১ ১

ইডা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

* * *

কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? তাঁহার জ্যোতির দ্বারাই ঘনান্ধকার কিরূপে তিরোহিত হয়? তাই আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদক-দ্রব্য নয়। উহা মাদকদ্রব্য নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই মাদকতায় মানুষ ভগবৎ-চরণ প্রাপ্ত হয়, আবার জীবের ত্রিতাপ জ্বালা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই পরমানন্দদায়ক মাদক সত্ত্ব সত্ত্বভাব। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। এই সত্ত্বভাবের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হয়। উহার জ্যোতিঃতেই জগতের ঘনান্ধকার দূরীভূত হয়। এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে মানুষ ধন্য হয়, তাহার জ্যোতিতে আপনাকে চিনিতে পারে, জীবনের চরম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে মধ্যে এই সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৪প—৬অ-৩খ-৩সা)।*

—·•—

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ১

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

১ ২ ৩ ১ ২

হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ৪ ॥

*

গেয়-গানং।

২ র র ২ র র ২ র র ১ ১ ১র ৪

১। মনোহাউ। বয়োহাউ। বর্চ্চোহাউ। অগ্নিম্। ঈড়া২ই।

৩ ২ ৩ ৫ ২ র ১ র র ২র র ২ ১

পুরোহা ২ ৩ ৪ ইতায়্। ইহহাউ। ইডাহাউ। আয়ুর্হাউ। যজ্ঞ।

১ ৪ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২র র

স্যদা২ই। বসুবী২৩৪ আয়্। স্বর্হাউ। জ্যোতির্হাউ।

২ র ১র র ১ ৩ ২ ৪

অহৃ২হাউ। হোতা। রত্ন২৩। ধা৩তা৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১

মা৬৫৬ম্। এ৩। মহা২৩৪৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

২ ২১ ২১র ১র ২ ২র১র২ ১র ২১ ২৪
২। হাউ ৩ বা। অগ্নিমীলেপু রোহিতম্। দেবেষুনিদিমা৺ অহম্। হাউ ৩

২১ ২র১২ ১ ২র১র২ ১র ২১ ২৫ ১র র ২
বা। যজ্ঞস্যদেবমৃত্বিজম্। দেবেষুনিদিমা৺ অহম্। হাউ ৩ বা। হোতারম্-

১র ২ ২র১র২ ১র ১১ ১৫ ২র ২র১র
রত্নধাতমম্। দেবেষুনিদিমা৺ অহম্। হাউ ৩ বা। এ। দেবেষু-

২ ১র ২১
নিদিমা৺ অহম্। (এবং ত্রিঃ) ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরোহিতং' (সৎকর্ম্মকারকং, লোকানাং হিতসাধকং) 'যজ্ঞস্য দেবং' (সৎকর্ম্মণঃ দেবতা, সৎকর্ম্মণা লব্ধাত্মং দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজং' (সদৈব সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারং) 'হোতারং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতারং) 'রত্নধাতমং' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং পরমধনস্য বিধাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, তং তেজোময়ং চৈতন্যস্বরূপং) 'ঈলে' (স্তৌমি, অনুসরণং কুর্য্যাম)। সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকঃ বা অয়ং মন্ত্রঃ। অহং জ্ঞানানুসরণায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধঃ ভবামি, যদ্বা—হে ভগবন্! মাং জ্ঞানানুসারিণং কুরু ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ (৪প ৬অ—৩খ ৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারক—মনুষ্যগণের হিতসাধক, সৎকার্য্যের দেবতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মসঞ্জাত দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপ, সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিয়োজক, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ পরমধনের বিধাতা, জ্ঞানদেবতাকে—সেই তেজোময় চৈতন্যস্বরূপকে, আমি স্তব করি—যেন অনুসরণ করি। (এই মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক অথবা প্রার্থনা-জ্ঞাপক। আমি জ্ঞানদেবতার অনুসরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; অথবা, হে ভগবন্! আমায় জ্ঞানানুসারী করুন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)॥ (৪প—৬অ—৩খ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অগ্নিমীলে মধুচ্ছন্দা গায়ত্রোষ্ণিক্‌-সংস্তুতিঃ। 'অগ্নি'-নামকং 'দেবং' 'ঈলে' স্তৌমি। ঈল স্তুতাবিতি—(অদা০ আ০)—ধাতুঃ মন্ত্রস্য হোত্রা প্রযুজ্যমানত্বাৎ অহং হোতা স্তৌমীতি লভ্যতে। কীদৃশং অগ্নিং? 'যজ্ঞস্য পুরোহিতং' যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি

তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয়রূপেণাবস্থিতং। পুনঃ কীদৃশং? 'হোতারং' ঋত্বিজং (দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিগগ্নিরেব। তথা চ শ্রূয়তে—'অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি'। পুনরপি কীদৃশং? 'রত্নধাতমং' যাগফলরূপাণাং রত্নানাং অতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা। অগ্নিশব্দস্য যাস্কো বহুধা নির্ব্বচনং দর্শয়তি—'অথাতোঽনুক্রমিষ্যামোঽগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামো অগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তেঽঙ্গং নয়তি সন্নমমানোঽক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিরিতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাৎ স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্ব্বা দহতের্ব্বা নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতি (৭।৪।১)' ইতি। (৪প ৬অ ৩খ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৬০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § * § ———

বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে এই মন্ত্রের—কেবল এই মন্ত্রেরই বা বলি কেন—সকল বেদ-মন্ত্রেরই বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রধান বাক্য 'অগ্নিং ঈলে'; উহার সাধারণ অর্থ—'অগ্নিকে স্তব করি।' কিন্তু অগ্নি কে? কেহ মনে করেন—'জলন্ত অনল' এখানকার লক্ষ্য স্থল। কেহ বা সিদ্ধান্ত করেন—অগ্নিনামক ঋষি-বিশেষকে এখানে স্তব করা হইয়াছে। অগ্নি-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থও বিভিন্নভাবের দ্যোতক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মত—আর একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। বেদে অগ্নি শব্দের প্রয়োগ যেখানেই দেখি, সেখানেই বুঝিতে পারি, লক্ষ্য—অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি। সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি; সে অগ্নি—চৈতন্যরূপ অগ্নি। তদনুসারে অগ্নি শব্দের প্রতিবাক্যে আমরা 'জ্ঞানাগ্নি জ্ঞানদেবতা' প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিয়াছি।

এই ঋকে অগ্নিদেবের যে কয়েকটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল দিক হইতে তদ্বিষয় অনুশীলন করিলে, আমাদিগের সিদ্ধান্তের সমীচীনতাই প্রতিপন্ন হইবে।

অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি পুরোহিত কি প্রকারে? পুরোহিত—পুরের, সংসারের হিতসাধন করেন; পুরোহিত যজমানের অভীষ্ট-সাধনে ব্রতী থাকেন। সুতরাং পুরোহিত ঋত্বিক্ প্রভৃতি বিশেষণে সাধারণতঃ অগ্নিকে মনুষ্য বলিয়াই মনে আসে। সে বিষয় অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখন আলোচনার বিষয়, অপর অগ্নিই (দৃশ্যমান জলন্ত অগ্নিই) বা কি প্রকারে পুরোহিত বা ঋত্বিক্ হইতে পারেন? তার পর, সে অগ্নিই বা কোন্ অগ্নি—বেদবর্ণিত সকল বিশেষণের যাঁহাতে সার্থকতা দেখা যায়। সাধারণ অগ্নি দৃষ্টিতেই অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। দেখিবেন—তাহার মধ্য হইতেই সার সত্য নিষ্কাশিত হইবে। দেখুন—অগ্নি সংসারের কি মঙ্গল বিধানে—কি হিতসাধনে ব্রতী রহিয়াছেন! অগ্নি সংসারের যে হিতসাধন করেন, তাহার তুলনা হয়

উক্ত হয়। তিনি ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার ফল-প্রাপ্তি-পক্ষে সহায়তা করেন। আবার তিনি দেবতা অর্থাৎ দ্যুতিমান্ গুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। অগ্নির এই তিনটি বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'রত্নধাতমং' অর্থাৎ ধনরত্নের অধিকারী। এ বিশেষণের বিবিধ অর্থ আছে। তাঁহা হইতে বা তাঁহার সাহায্যে বিপুল ধন উৎপাদন করিতে পারা যায়। এ হিসাবে কিছুমাত্র ত্রিলোকে ধনের অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। এ পক্ষে আবার-আদেশ-ভাবে তিনি অবশ্যই ধনরত্নের অধিকারী। দ্যুতি-গুণযুক্ত দীপ্তিমান স্বপ্রকাশ। অগ্নির এ তিনটী বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন। তার পর, ঐ বিশেষণটির আর এক নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। "রত্নধাতমং" বলিয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী বলিয়া, তাঁহাকে যে বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি, তদ্দ্বারা তাঁহার পূজায় ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ধনরত্নঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা—মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। ধনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, সংসারে এমন মানুষ অতি বিরল। ধনী ধন বিতরণ করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাহারা ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোষামোদ করিয়া ফিরিবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি বুঝিয়া অথচ মানুষের চিত্তকে ধর্ম্মানুসারী করিতে হইবে বলিয়া, ভগবান আপনাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী। কেবল ধনের অধিকারী নহেন; তিনি আবার দাতার শিরোমণি। এ কথা শুনিলে, কোন্ নশ্বর জীব না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এই সকল বিশেষণে ভগবানের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করাই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি যে করুণার সাগর—দয়াল প্রভু! তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে,—সাধারণ ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, ক্রমশঃ মানুষ যেন তাঁহাতে শ্রেষ্ঠ ধন দেখিতে পায়। যখনই তাহা দেখিতে পাইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—তিনি কি অমূল্য! তখনই বুঝিবে,—তিনি জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যস্বরূপ। সেই বিষয়টি বুঝিতে পারিলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ধনের—মোক্ষের অধিকারী হইবে। তখন আর তাহার তুচ্ছ ধনরত্নের কামনা থাকিবে না; তখন সে পরম ধনের আশ্রয় পাইবে।

প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-কোকনদে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বিশেষণের সাধনার আবশ্যক হয়। মধুপানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার সেই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে যে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সাম-মন্ত্রটিতে তাহারই আভাষ পাই। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়াই যে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হইতে পারি, এখানে সেই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধক যখন অগ্নির রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে; যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা,

সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়; তখন আর আত্মাপরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দ-রূপ, অগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারই উদ্দেশে যে আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিহোত্র বিহিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

বেদে অগ্নি-শব্দ বহুত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল অর্থের সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, বেদের অগ্নি-শব্দে যে জ্ঞানাগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানই যে হোতা, জ্ঞানই যে পুরোহিত, তাহার আর বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না। এইরূপে 'অগ্নিং' পদের লক্ষ্যস্থল নির্ণীত হইলে, তার পর বুঝিবার প্রয়োজন হয় 'ঈলে' পদে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে! ঐ পদের অর্থ—'আমি স্তব করি, উপাসনা করি।' কিন্তু 'আমি অগ্নির স্তব করি'—এতদুক্তির মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নয় যে,—আমি যেন জ্ঞানদেবতার অনুসরণে সতত রত থাকি,—দেবতা যেন আমায় জ্ঞানানুসারী করেন! জ্ঞানের অনুসারিতাই—জ্ঞানের পূজা করা। দেবত্বের অনুসরণই—দেবতার উপাসনা। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রটী এক পক্ষে আত্মোদ্বোধক, পক্ষান্তরে প্রার্থনামূলক। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই মুখ্য লক্ষ্যই বিবৃত হইয়াছে।

আমরা এই মন্ত্রের ঋগ্বেদীয় 'অগ্নিমিলে' পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। সামবেদীয় পাঠ 'অগ্নি মীড়ে'। অনেক ঋগ্বেদের সংস্করণেও 'ঈড়ে' পাঠ দৃষ্ট হয়। 'ঈড়ে' ও 'ঈলে' পদদ্বয় একার্থক। (৪প—৬দ ৩খ—৪সা)।*

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩

তে অমন্বত প্রথমং নাম গোনাং

৩ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্।

১ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ২

তা জানতীঃ অভ্যনূষত ক্ষা

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

আবির্ভুবন্ অরুণীঃ যশসা গাবঃ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার দুইটী গেয়-গান আছে।

গেয়-গানং।

২র ২র র র ২ র র ২র র র র
১। হাউ। ৩। গাবোহাউ। ৩। বৃষভপত্নীহাউ। ৩। বৈরাজপত্নীহাউ। ৩।

২ র র র ২ র র ১র র
বিশ্বরূপাহাউ। ৩। অস্মাস্থর মধ্বহ্বহাউ। ৩। তে মন্ত প্রথমম্ম-

— ১ ১ র — ১র র র র —
মগো ২ নাম্। ত্রিঃসপ্তপরমম্মামজা ২ নান্। তাজানতীরতানুপতা ২

১ ২র ১ ৯ র র — ১ ২র ২র র
ক্তাঃ। আবিভুবমরুণীর্য্যশসাগা ২ বাঃ। হাউ। ৩। গাবো-

র ২ র র ২র র র র
হাউ। ৩। বৃষভপত্নীহাউ। ৩। বৈরাজপত্নীহাউ। ৩।

২ র র র ২ র র ২ র
বিশ্বরূপা হাউ। ৩। অস্মাস্থরমধ্বহ্বহাউ। ৩ অস্মাস্থর-

২ ২ ২র ১র র ২ ১র র ১ ২র ১ র ২র
মধ্বা ৩ ৮হাউ। বা। এ। গাবোবৃষভপত্নীবৈরাজপত্নীর্বিশ্বরূপা-

১র ২ ২র ১র র ২ ১ ১র র র ১ ২র
অস্মাস্থরমধ্বম্ ২। এ। গাবোবৃষভপত্নীর্বৈরাজপত্নী-

১র ২র ১র ২৩ ১ ১ ১ ১
র্বিশ্বরূপাঅস্মাস্থরমধ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥

* * *

২র ১র র ১ ২র
২। হাউ। ৩। তেমন্ত-প্রথমম্মামগো। নাম্। ৩। হাউ। ৩।

১ র ১ ২র ১র র র ১
ত্রিঃসপ্তপরমম্মামজা। নাম্। ৩। হাউ ৩। তাজানতীরতানুপতা।

১ ২র ২র ১ র র ১
ক্তাঃ। ৩। হাউ। ৩। আবিভুবমরুণীর্য্যশসাগা। বাঃ। ৩।

২ ২ ২র ১ ২র ২র
হাউ ৩। বা। এ। ভুবাঃ। ২। এ।

১৩ ১ ১ ১ ১
ভুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৫॥

* * *

...নতীরন্তানুষতক্তা আবির্ভুবন্নরূণীর্যশদা যাঃ' ইতি চ ন্দসা। "জ্যোতিষ্মন্ত পদং স্বাম-
গানাং ত্রিঃসপ্ত পরমং নামজানন্। তা জানতীরভ্যনুষতক্তা আবির্ভুবন দেনোস্তুঃ-
প্রমাতুঃ পরমাণ ন্দিন। তৎ জানতীভ্যানুষতস্ত্রা আবির্ভুবনরূণী যশসা গোঃ'—
ইতি বহ্বৃচাঃ। (ঋগ্—৪অ—৪র্থ—৩সা)॥

পঞ্চম (৬০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণই জ্ঞানের মাহাত্ম্য জানেন। কিরূপে সেই পরাজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার উপায়ও তাঁহারা অবগত আছেন। সেই উপায়—ভগবৎচরণে প্রার্থনা। তাই সাধকগণ সেই জ্ঞানস্বরূপ পরম দেবতার নিকট অ[illegible] প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভগবানও তাঁহাদিগের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের জীবন ধন্য করেন।

জ্ঞানলাভের মূলীভূত কারণ—প্রার্থনা। মানুষ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত পথহারা হইয়া পড়ে, যখন নিজের গন্তব্য পথ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হয়, চারিদিকের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যখন মানুষ অবসন্ন হতাশ হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানপ্রার্থিগণ, জ্যোতির আশায় সেই পরমদেবতার নিকট নিজের দুর্ব্বলতা, জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকে, "ওগো জ্যোতির্ময় প্রভু! আমি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। পথভ্রান্ত আমাকে তোমার আলোকবর্ত্তিকা প্রদান কর, যেন তাহার সাহায্যে আমি তোমার চরণে পৌঁছিতে পারি। ঘোর অন্ধকার [illegible] দৈত্যের মত আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, রক্ষা কর। ওগো, জ্যোতিঃস্বরূপ! তোমার একটুখানি জ্যোতিঃ দাও, সর্ব্বধ্বংসী এই অন্ধকার দূরীভূত হউক। তোমার আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হউক—ঘনকৃষ্ণ যবনিকা চিরদিনের জন্য অপসারিত হউক। জগৎ জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, আমি যেন সেই আলোকের সাহায্যে গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারি। ওগো, আলো, আমাকে একটু আলো দাও, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।"

আলোকের জন্য মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন প্রার্থনাই মানবকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। এই প্রার্থনার বলেই মানুষ আপনার অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্ তাঁহারা অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলেন। মানুষ-মাত্রেই আলোকের সন্তান। প্রত্যেকের অন্তরেই সেই জ্যোতিঃলাভের আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। সেই আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া ভগবৎ-চরণে তাহা নিবেদন করিতে পারিলে, মানুষ পরম বস্তু লাভ করিতে পারে। সাধকগণ তাহা অবগত আছেন; তাই ভগবানের চরণে আত্ম[illegible] [illegible] জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। (৫প—৬অ—৩স—৩সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

ষষ্ঠ সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১
সং অন্যা যন্তি উপযন্তি অন্যাঃ
২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ক ২র
সমানম্ ঊর্ব্বং নদ্যঃ পৃণন্তি।
২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাং সং
৩ ১র ২র ৩ ১ ৩ ১ ২
অপান্নপাতম্ উপযন্তি আপঃ ॥ ৬ ॥

* *

গেয়-গানং।

২র ১র ২ ১ ১ র ২ ২র ১ র ২
১। হাউ। ৩। ঐরয়ৎ। ৩। অপঃসমৈরয়ৎ। ৩। ভুতমৈরয়ৎ। ৩।
২ র র র ২র র র ২ র র র
অপাঙ্গর্ভোগ্নিরিড়া। পাঙ্গর্ভোগ্নিরিড়া। ২। পৃথিব্যাগর্ভোগ্নিরিড়া। ৩।
১ র ২ ১ ২ ২র ১র ২ ১ ২ ১র
সংম্যায়ন্ত্যাপযন্তিয়া ২ ৩ ন্যাঃ সমানমূর্ব্বিমন্ত্যস্পৃণা ২ ৩ স্তী। তমুশুচিং-
র র ২ ১ ২ ২ ১র র ২ ১ ২
শুচয়োদীদিবা ২ ৩ ং সাম্। অপান্নপাতমুপযন্তিয়া ২ ৩ পা ৩ঃ।
২র ১র ১ ২ ১ র র ২র ১
হাউ। ৩। ঐরয়ৎ। ৩। অপঃসমৈরয়ৎ। ৩। ৩। ভুত-
র ২ ২ র র র ২র র র
মৈরযৎ। ৩। অপাঙ্গর্ভোগ্নিরিড়া। পাঙ্গর্ভোগ্নিরিড়া। ২।
২ র র র ২ র র র ২
পৃথিব্যা গর্ভোগ্নিরিড়া। ২। পৃথিব্যাগর্ভোগ্নিরিড়া ৩। হাউবা।
২র ২ ১ ২ ১ ২র ২ ১ ২ ১ ২র ১র
এ। অগ্নিঃশিশুকঃ। এ। শুক্রঃশিশুকঃ। এ। তেজঃ।

ভাব এই যে,—বিভিন্ন মার্গানুসারী সাধকগণ ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়েন; অমৃতপ্রবাহ জ্ঞানাগ্নির সহিত মিলিত হয়।)॥ (৪প—৬অ—৩খ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতীয়ং ত্রিষ্টুবার্ষেয়ী দৃষ্টা পুংসবনেন না। 'অন্যাঃ' বর্ষণাঃ 'আপঃ' 'সংযন্তি' ভূম্যাং সঙ্গচ্ছন্তে 'অন্যাশ্চ' পূর্বং চন্দ্রাবস্থিতাঃ 'উপযন্তি' উপগচ্ছন্তি। তাঃ সর্বা আপঃ 'সমানং' সহ 'নদ্যঃ' নদীভূতা 'ঊর্বং' সমুদ্রমধ্যে বর্তমানং বড়বানলং 'পৃণন্তি' প্রীণয়ন্তি (পৃণ প্রীণনে পং তৌদাদিকঃ) 'তমু' তমেব 'অপান্নপাতং' 'শুচিং' নির্মলং 'দীদিবাংসং' দীপ্যমানং (দীদিবেতি ছান্দসো দীপ্তিকর্মা লিটঃ ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিড়ভাবঃ। ছন্দসীতোতি যকারাদিতি বচনাদ্দিবচনাভাবঃ) এবম্ভূতং 'শুচয়ঃ' শুদ্ধাঃ 'আপঃ' 'উপযন্তি' সমীপে গচ্ছন্তি॥ এষ হি বৈদ্যুতাগ্নিরপেণ মেঘে বর্তমানোঽস্মান্‌ অজীজনদিতি বুধ্যা বড়বানলরূপেণ বর্তমানং তং পর্যুপাসত ইত্যর্থঃ। যদ্বা অন্যা একদেশস্থা আপঃ সংযন্তি। চান্দ্রলোকোদয়োর্ধ্বদেশো বসতীবরীভিঃ সঙ্গচ্ছতে। অন্যা বসতীবর্যাখ্যা আপশ্চ উপযন্তি উপগচ্ছন্তি ঐকমত্যং প্রাপ্তা ভবন্তি। এতাশ্চ মিলিত্বা যজ্ঞং সাধয়ন্ত্যঃ ওষধ্যাদিবৃদ্ধি দ্বারা সম্যক্‌ ভূত্বা ঊর্বং পৃণন্তীত্যাদি সমানং। এবং হি আপো বা আস্পর্ধন্ত বয়ং পূর্বং যজ্ঞং বক্ষ্যাম ইত্যাদিকো বহ্বৃচব্রাহ্মণাবলিষোগশ্চানুগৃহ্যতে। 'অপান্নপাতমুপযন্ত্যাপঃ'—'পরিতস্থুরাপঃ' ইতি সাম্নঃ স্বচ পাঠভেদঃ॥ (৪প ৬অ—৩খ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৬০৭) সামের মর্মার্থ।

—— §••§ ——

যিনি যে পন্থারই অনুসরণ করেন না কেন, হৃদয়ের ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনি ভগবৎ চরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। অপ্‌, জল, উদক প্রভৃতি যে নামেই জলকে অভিহিত করা হউক না কেন, তাহা পান করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হইবে। সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী, জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিতে পারেন, এবং বিভিন্ন সাধকগণ বিভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিয়া থাকেনও। বিভিন্ন পন্থার উপর সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে না। সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে—সাধনার তীব্রতা, হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও পবিত্রতার উপর। যাঁহার হৃদয় পবিত্র, যিনি একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, ভগবান তাঁহার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। সকলেই আপন আপন কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিবে—তাঁহার চরণে মিলিত হইবে।

সকলের মানসিক শক্তি বা গঠন একপ্রকার নহে। সুতরাং সাধনার প্রণালীও এক হইতে পারে না। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে, আপনার শক্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। একজন সাধারণ লোককে যদি সর্বোচ্চ বেদান্ত-জ্ঞানের বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে সে যে কেবল হতবুদ্ধি হইবে তাহা নয়, ইহাতে তাহার যথেষ্ট অনিষ্টও হইতে পারে। আবার, যাঁহারা হৃদয়ের ভিতর দিয়া ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে চাহেন,

তাঁহারা হয়তঃ আমাকে 'শুষ্ক নিবন্ধন' বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে ভগবৎচরণলাভে বঞ্চিত হইবেন, তাহা নয়। অবশ্য, সাধনার চরম অবস্থায় জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম একত্র মিলিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বশ্রেণীর সাধকের জন্য সাধনার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই আপনার সামর্থ্যানুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন এবং যে কোন পন্থাই অনুসরণ করা যাউক না কেন, উপযুক্ত সাধনাবলে ভগবৎচরণ লাভ করিতে পারিবেন। মন্ত্রে এই বিভিন্ন সাধনপন্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (৪প-৬ম—৩খ ৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

১র ২র ৩ ১ ৩ ২ ১র ২র ৩ ১ ২র
আপ্রাগাৎ ভদ্রা যুবতিঃ অহ্নঃ কেতূন্ সমীৎর্সতি।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
অভূৎ ভদ্রা নিবেশনী বিশ্বস্য জগতো রাত্রী ॥ ৭॥

গেয়-গানং।

১ — ১র র ২ ১র ১ ১ — ১ ২র
হো ২ ই। ৩। আপ্রাগাদ্ভদ্রাযুবতিঃ। হো ২ ই। ৩। অহ্নঃকে-

১র র র র ১ — ১ র ২ ১র ২ ১র ২র ১ —
তূংৎসমীৎর্সতি। হো ২ ই। ৩। অভূদ্ভদ্রানিবেশনী হো ২

১ ২ ১ ২র ১র ২র ১ — ২
ই। ৩। বিশ্বস্যজগতোরাত্রী। হো ২ ই। ২। হো২।

২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ব ৩। হাউবা ৩। ঔ২৩৪৫। ৭৭

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

হে ভগবন্! 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িনী, কল্যাণস্বরূপা) 'যুবতিঃ' (পূর্ণশক্তিঃ, আত্মশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'আপ্রাগাৎ' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভাতু ইত্যর্থঃ) 'অহ্নঃ কেতূন্' (জ্ঞানরশ্মীন্) 'সমীৎর্সতি' (সম্যক্ লব্ধুমিচ্ছতুঃ ইচ্ছতু, তৈঃ সহ মিলিতাঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); 'রাত্রী' (অজ্ঞানতারূপা রাত্রিঃ) অপি ত্বৎকৃপয়া 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য) 'জগতঃ' (জগদ্বাসিনাং প্রাণীনাং) 'নিবেশনী' (নিবেশকারিণী, শান্তিদায়িনী) তথা 'ভদ্রা' (কল্যাণপ্রদা) 'অভূৎ'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী দুইটী গেয়-গান আছে।

(ভবতু); বয়ং আত্মশক্তিং লাভেম; ভগবান্ অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিনাশ্য অস্মভ্যং শান্তিং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ অন্তর্নিহিতঃ ভাবঃ॥ (৪প ৬অ—৩খ ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্! কল্যাণদায়িনী আত্মশক্তি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন, জ্ঞানরশ্মির সহিত মিলিত হউন; অজ্ঞানতারূপা রাত্রিও আপনার কৃপায় সকল জগৎবাসী প্রাণীদিগের শান্তিদায়িনী এবং কল্যাণপ্রদা হউক। (প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি; ভগবান্ আমাদিগের অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—৩খ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্তোদয়স্তুতা রাত্রিং বামদেব ঋচানয়া। 'ভদ্রা' সূর্য্যপ্রকাশস্বরূপিং নিবারয়ন্তী সুখকরী 'বসতি' তমসো মিশ্রয়িত্রী 'রাত্রিঃ' 'আ প্রাগাদ' আভিমুখ্যেন প্রগচ্ছতি। 'অহঃ' চন্দ্রমসঃ 'কেতুন' রশ্মীন সমীৎসন্তি' সম্যক্ সম্বন্ধয়িতুমিচ্ছতি চ। অতএব 'ভদ্রা' কল্যাণী রাত্রী 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'জগতঃ' 'নিবেশনী' নিবেশকারিণী 'অভূৎ' ভবতি। অহনি স্বস্বব্যাপারাৎ খিন্নান্ সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বাশ্রয়েষু স্থাপয়তীত্যর্থঃ॥ (৪প—৬অ—৩খ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৬০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। প্রার্থনায় উক্ত হইয়াছে "অজ্ঞানতারূপা রাত্রিও...শান্তিদায়িনী এবং কল্যাণপ্রদা হউক।" আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—এ কিরূপ প্রার্থনা! অজ্ঞানতা কল্যাণপ্রদ হয় কিরূপে? কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব স্পষ্ট হইবে। যাঁহার কৃপায় "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" তাঁহার দয়ায় কি না সম্ভব হইতে পারে! সেই পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মানুষের প্রতি অসীম করুণায় ঘনান্ধকার অমানিশাকেও পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল অমৃতময়ী মধুযামিনীতে পরিণত করিতে পারেন। আর, তিনি তাহাই করিতেছেন। ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন মানব কোথা হ'তে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়? দুর্ব্বল মানুষ, কোন শক্তি বলে ভীষণ রিপুকুলের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়? সে কি মানুষের নিজের শক্তি? সেই পরম শক্তির আধার ভগবান্ হইতে শক্তি না পাইলে মানুষ তৃণের অপেক্ষাও দুর্ব্বল। তাই এত বড় বীর অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁহার নিত্য-ব্যবহার্য্য গাণ্ডীব উত্তোলন করিতেও অসমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহা হইতে শক্তি আসিয়াছিল, তাঁহাতেই তাহা প্রত্যাগমন করিয়াছে।

অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ ভগবানের নিকটেই আলোকের জন্য প্রার্থনা করে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার ভীষণ দৈত্যের মত মানুষকে গ্রাস করিতে আসে, জীবনসংগ্রামের তুমুল ঝটিকাবর্ত্ত তাহাকে নিঃশেষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়, কিন্তু সেই পরম দেবতার করুণায় মানুষ সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করে। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার ভেদ করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়; পথহারা ভ্রান্ত মানব আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে শত্রুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মানব অপার শান্তিতে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করে।

শুধু তাই নয়। এই বিপদ, এই পরাজয়, অশান্তি—পরাশান্তির অগ্রদূত মাত্র মানুষ যে পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আরামে থাকে, যে পর্য্যন্ত তাহার জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সে ভগবানের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় না। বিপদ আমাদিগকে সেই পরম বিপদত্রাতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দুঃখ অশান্তি উপস্থিত হইলেই মানুষ তাহা নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করে। সেই উপায় ভগবান স্বয়ং! তাই বিপদ আমাদিগের বন্ধুর কাজ করে, পরিণামে পরম শান্তির পথ প্রদর্শন করে। আরও, ভগবানের কৃপা দুর্ব্বল অজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে পতিত হয়। মা যেমন তাঁহার দুর্ব্বল হতভাগ্য সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত, জগৎপিতা ভগবানও তাঁহার দুর্ব্বল অজ্ঞান সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য সেইরূপ আগ্রহান্বিত। তাঁহারই অপার করুণায় দুর্ব্বল অজ্ঞান মানব মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে "অজ্ঞানতারূপা রাত্রিও কল্যাণপ্রদা হউক" ওগো প্রভু! তোমার রুদ্ররূপও আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। (৮প-৩অ-৩খ-৭সা)।

—— * ——

অষ্টমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩
প্রেক্ষস্থ বৃষ্ণো অরুষস্থ নূ মহঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র নো বচো বিদথা জাতবেদসে।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
বৈশ্বানরায় মতিঃ নব্যসে শুচিঃ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোম ইব পবতে চারুঃ অগ্নয়ে ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

১ ২র ২ ২র ১ ∧ ৩
হোই। ৩। জ্যোতিহোই। ২। জ্যোহিও৩। ২। বা২৩৪

৫র ৪ ২র ২ ১ ২ ১ র ২ ২র ২ ১ ২র১র ২ ১
ঔহোবা। এ। অগ্নিঃসমুদ্রমাক্ষয়ম্। এ আগ্নমূর্দ্ধাতেন্দ্রঃ।

২র ২র ১র২১ ২ র১র র র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। আয়ুর্দ্ধা অশ্বভাংবর্চ্চোদাদেদেবাভ্যা ২৩৪৫ঃ। ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'প্রক্ষস্য' (ব্যাপ্তস্য, বিশ্বব্যাপকস্য) 'অরুষস্য' (আরোচমানস্য, জ্যোতির্ম্ময়স্য) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তব) 'মহঃ' (মহনীয়ং, প্রার্থনীয়াং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'সু' (ক্ষিপ্রং—লাভায় ইতি যাবৎ) বয়ং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষ; হে ভগবন্! অস্মাকং তব মোক্ষপ্রাপিকাং শক্তিং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ; 'জাতবেদসে' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞায়, জ্ঞানদায়কদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বচঃ' (প্রার্থনাঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'সিষক্তে' (সেবতে, সৎকর্ম্মণি—মিলিতা ভবতু ইতি শেষঃ); 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'ইব' (যথা) 'পবতে' (পবিত্রীকরোতি সাধকানাং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) তদ্বৎ 'বয়সে' (নবতরায়, নবশক্তিপ্রদায়কায়) 'বৈশ্বানরায়' (বিশ্বেষাং নেতৃস্থানীয়ায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায় তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'চারুঃ' (কল্যাণদায়িনী) 'শুচিঃ' (পবিত্রা) 'মতিঃ' (বুদ্ধিঃ, নির্ম্মলাত্মিকা সদ্বৃত্তিঃ) অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং—করোতু ইতি শেষঃ); মন্ত্রঃ অয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্বৃত্তিপ্রভাবেণ বয়ং জ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৬খ—৬ষ ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বিশ্বব্যাপক জ্যোতির্ম্ময় অভীষ্টবর্ষক আপনার প্রার্থনীয় শক্তি ক্ষিপ্র লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আপনার মোক্ষপ্রাপিকা শক্তি প্রদান করুন); জ্ঞানদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের প্রার্থনা প্রকৃষ্টরূপে সৎকর্ম্মে মিলিতা হউক; সত্ত্বভাব যেমন সাধকদিগের হৃদয়কে পবিত্র করে, সেইরূপ নবশক্তিপ্রদায়ক বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্তির জন্য কল্যাণদায়িনী পবিত্রা নির্ম্মলাত্মিকা সদ্বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তির প্রভাবে আমরা যেন জ্ঞান লাভ করিতে পারি)। (৪প—৬খ—৬ষ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৈশ্বানরং অগস্ত্যাস্তোত্তুরঘাজো বার্হস্পত্যঃ। 'প্রক্ষস্য' সম্পৃক্তস্য ব্যাপ্তস্য। (যদা পৃক্ষং হবির্লক্ষণমন্নং তদ্বতঃ) 'বৃষ্ণঃ' সেক্তুঃ 'অরুষস্য' আরোচমানস্য 'বৈশ্বানরায়' 'মহঃ' পূজাযুক্তং বলং তেজো বা 'নু' ক্ষিপ্রং স্তৌমি। অতএব 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বচঃ' বচনং 'বিদথে' যাগে প্রযচ্ছতি স্তৌতীত্যর্থঃ। 'জাতবেদসে' জাতপ্রজ্ঞায় জাতধনায় বা তস্মৈ দত্তেত্যর্থঃ। উক্তমেব প্রকারান্তরেণোপদর্শয়তি 'নব্যসে' নবতরায় 'বৈশ্বানরায়' অগ্নয়ে 'শুচিঃ' নির্মলা স্তোতৄণাং শোধয়িত্রী বা 'চারুঃ' কল্যাণী 'মতিঃ' মননীয়া স্তুতিশ্চ 'পবতে' সংসকাশাং প্রভবতি স্বয়মেব গচ্ছতীত্যর্থঃ। 'সোমঃ ইব' যথা সোমে দশাপবিত্রাৎ স্রবতি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। 'প্রক্ষস্য' 'পৃক্ষস্য' ইতি 'মহঃ'—'সহঃ'—ইতি, 'প্রনোনোচ'—'প্রমুনোচঃ' ইতি, 'জাতবেদসে'—জাতবেদসঃ' ইতি 'নব্যসে'-'নব্যসি' ইতি চ সাম ঋচঃ পাঠভেদঃ॥ (৪প—৬অ—৩খ-৮সা)।

* * *

অষ্টম (৬০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ * ‡ ——

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। উহা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক অংশেই জ্ঞানলাভ মূলক অথবা আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবৎশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। তাঁহার নিকট পবিত্র হৃদয়ে ঐকান্তিকতার সহিত যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই মানুষ লাভ করিতে পারে। তিনিই মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। মানুষ যাহা লাভ করে, সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে আসে।

তিনি বিশ্বব্যাপক। জগৎ তাঁহারই ক্ষুদ্রতম বিকাশ মাত্র।' তাঁহারই একাংশে জগৎ অবস্থিত আছে। অনলে অনিলে ভূধর সলিলে তাঁহার ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিষ্মান হয়; তাঁহার স্নেহাশ্রুনিশ্বাসে মলয়বায়ু প্রবাহিত হয়। 'যেখানে যা দেখি তাঁহারই প্রকাশ।' ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র তৃণ হইতে মহামহীধর পর্যান্ত তাঁহারই শক্তির বিকাশ ঘোষণা করিতেছে। তিনি সত্তারূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনিই বিশ্বের সেতুস্থানীয়, তিনিই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহার মঙ্গলনীতিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে।

যাঁহার হৃদয় পবিত্র, যাঁহার বৃত্তিসমূহ নির্ম্মল, তিনিই অপাপবিদ্ধ দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন। তাই সেই পরমদেবতাকে প্রাপ্তির উপায়ভূত হৃদয়ের বিশুদ্ধতা এবং চিত্তবৃত্তির নির্ম্মলতা লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৪প—৬অ—৩খ ৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়-গান আছে।

নবমং সাম।

১　২　৩　১　২র　৩　২
বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞম্
৩　১র　২র　৩ ১র　২র　৩　১　২
উভে রোদসী অপাম্নপাৎ চ মন্ম।
২　৩　১　২　৩　১　২
মা বো বচাᳵসি পরিচক্ষ্যাণি
৩২উ　৩　১　২
বোচᳵ সুম্নেষু ইৎ বঃ অন্তমা মদেম॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

২র　১　২　১　—　১　২　—
১। হাউ। ৩। আইহো। ৩। আইহী ২। ৩। আইহিহা ২
১　২　১　১ র র র　২　১　২　২ ১র
ই। ২। আইহিহাই। বিশ্বদেবামমশৃণ্বন্তুয়া ২ ৩ জ্ঞাম্। উভে
র　র　র　র　২　১　২　১র র　র　র　২　১
রোদসীঅপাম্নপাচ্চমে ২ ৩ ম্মা। মাবোবচাᳵসিপরিচক্ষ্যাণিবো ২ ৩
২　২র　১　২　১　—
চা ৩ ম্। হাউ। ৩। আইহো। ৩। আইহী ২। ৩।
১　২　—　১　২ ১　১ র　র　র
আইহিহা ২ ই। ২। আইহিহাই। সুম্নেষ্বিবোঅন্তমা-
A　৩　২　৩　১　১　১　১
মদা ২ ইমাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাম্নপাৎ' (মোক্ষপ্রাপকঃ জ্ঞানদেবঃ) 'চ' (তথা) 'উভে রোদসী' (দ্যুলোকভূঃলোকে দ্যালোকভূলোকস্থিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'মম' (মে) 'মন্ম' (মননীয়ং সঙ্কল্পিতং) 'যজ্ঞং (যজনীয়ং, পূজাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণ্বন্তু' (গৃহ্ণন্তু ইতি ভাবঃ); হে দেবাঃ!

'বঃ' (যুষ্মাকং) 'পরিচক্ষ্যাণি' (পরিবর্জ্জনীয়ানি, অপ্রিয়াণি) 'বচাংসি' (বাক্যানি) 'মা বোচং' (ন বদেম); ততঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অন্তমাঃ' (অন্তিকতমাঃ, আশ্রিতাঃ সন্তঃ) বয়ং 'সুম্নেষু ইৎ' (যুষ্মাভির্দত্তেষু সুখেষু এব বর্ত্তমানাঃ, সুখং উপভোগ্য ইত্যর্থঃ) 'মদেম' (পরমানন্দং লভেম); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবদ্দত্তং পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—৩খ—৯সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানদেব এবং দ্যুলোকভূলোকস্থিত সকল দেবতা আমার মননীয় অর্থাৎ সঙ্কল্পিত পূজা গ্রহণ করুন; হে দেবগণ! আপনাদিগের অপ্রিয় বাক্য আমরা যেন না বলি; আপনাদিগের আশ্রিত হইয়া আমরা যেন আপনাদিগের প্রদত্ত সুখই উপভোগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎদত্ত পরমানন্দ লাভ করি।)। (৪প—৬অ—৩খ—৯সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষা ত্রিষ্টুপ্ বৈশ্বদেবী 'জরমাণেন' নীক্ষতা। 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' 'মম' মদীয়ং মন্ম মননীয়ং 'যজ্ঞং' যজনীয়ং পূজাং হবীংষি বা 'শৃণ্বন্তু' গৃহ্ণন্ত্বিত্যর্থঃ। 'অপায়পাৎ মধ্যস্থানেহগ্নিশ্চ 'উভে রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ অস্মদীয়ং স্তোত্রং 'শৃণ্বন্তু' চিত্তে অবধারয়ন্তু অথ প্রত্যক্ষকৃতাঃ—হে 'দেবা'! 'বঃ' যুষ্মাকং 'পরিচক্ষ্যাণি' পরিবর্জ্জনীয়ানি যানি 'বচাংসি' স্তোত্রাণি 'মা বোচং' ন ব্রবীম অপি তু সমীচীনানীতি। অতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'অন্তমাঃ' অন্তিকতমাঃ সন্তোবয়ং 'সুম্নেষ্বিৎ' যুষ্মাভির্দত্তেষু সুখেষ্বেব বর্ত্তমানাঃ 'মদেম' মোদেম। 'যজ্ঞং'—'যাজ্ঞমাঃ'—ইতি পাঠৌ। (৪প—৬অ—৩খ—৯সা)॥

নবম (৬১০) সামের মর্ম্মার্থ।

"বিশ্বের সকল দেবতার চরণে আমি প্রণিপাত করি। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরিক্ষে যে যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারা এই দুর্ব্বল হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করুন, আমাকে কৃতার্থ করুন। আমি যেন তাঁহাদিগকে পূজা করিবার যোগ্যতা লাভ করি। তাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথমাংশে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রান্তর্গত 'বিশ্বে দেবাঃ' পদ লইয়া চমৎকার। তবে কি জগতে বহু দেবতা বর্ত্তমান? আমরা ইতিপূর্ব্বে (৪প—৬অ—১খ—৫সা) এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অপরে

প্রকৃত পক্ষে এক পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই। জগতের বিভিন্ন বস্তু তাঁহারই বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।'

এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে—এই সমস্তই যদি তাঁহার প্রকাশ, এই বহুর পশ্চাতে যদি 'এক'ই থাকেন, তবে এক সঙ্গে এই 'বহু'র আহ্বান কেন? আমরা বলি এই 'বহু'র পূজা কি তাঁহার পূজা নয়? এই বিশ্বে প্রকাশিত শক্তির পূজা কি তাঁহার পূজা নয়? এই নিখিল বিশ্বে তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হওয়া কি উচ্চতর সাধনার পরিচায়ক নয়? হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি, পরাজ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ বিশ্বে ব্রহ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। এই দিক দিয়া বলা যায়,—দেবতা বহু। শুধু তেত্রিশ কোটী নয়, অনন্ত কোটী কোটী দেবতা আছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে। (৪প—৬অ—৩খ—৯সা)।*

—•—

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ক

যশো মা দ্যাবাপৃথিবী যশো মা ইন্দ্রবৃহস্পতী।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

যশো ভগস্য বিন্দতু যশো মা প্রতিমুচ্যতাম্।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যশস্ব্যাঽস্যাঃ সংসদোঽহং প্রবদিতা স্যাম্ ॥ ১০ ॥

* * *

গেয়-গান।

২১ ১ র ২র ১র র ২ ৯র ২S ১ র ২র ২র

হাউ ৩ বা। যশোমা দ্যাবাপৃথিবী। হাউ ৩ বা। যশোমেন্দ্রবৃহস্পতী।

২S র ২ র ২ ২৩ ২ র ২র ১ ২ র

হাউ ৩ বা। যশোভগস্যবিন্দতু। হাউ ৩ বা। যশোমাপ্রতিমুচ্যতাম্।

২S ২ ১ র ২ ১ ২S ২ ১ ২ ১র

হাউ ৩ বা। যশস্ব্যাস্যাঃসংসদঃ। হাউ ৩ বা। অহম্প্রবদিতা—

র ২S ৯ ২ ১

স্যাম্। হাউ ৩ বা। অর্যমন্টয়ে ৩ ৩সূ। ১০।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃদেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মা' (মাং) 'যশ' (শুভ্যাতিং, সৎকর্ম্মজনিতাং খ্যাতিং, শক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইত্যর্থঃ) প্রযচ্ছতাং

* এই সাম-মন্ত্রটির একটী গেয়-গান আছে।

ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রবৃহস্পতী' (বলাধিপতিঃ দেবঃ তথা মহদ্দেবভাবানাং রক্ষকঃ দেবঃ) 'মা' (মাং) 'যশঃ' (সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং) প্রযচ্ছতাং ইতি শেষঃ; 'ভগস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'যশঃ' (শক্তিঃ) মাং 'বিন্দতু' (প্রাপ্নোতু); 'যশঃ' (শক্তিঃ, আত্মশক্তিঃ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ) 'মা' (মাং) 'প্রতিমুচ্যতাং' (ন ত্যজতু); 'যশস্বত্যাঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণস্য) 'সংসদঃ' (সজ্জনমণ্ডলস্য, সাধকানাং ইত্যর্থঃ) সাধনশক্তিঃ ন ক্ষরতু ইতি শেষঃ; 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'প্রবদিতা' (প্রবক্তা, জ্ঞানী) 'স্যাং' (ভবেয়ং); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। হে ভগবন্! কৃপয়া মহ্যং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং তথা পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প-৬অ—৩খ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকভূলোকস্থিত দেবগণ আমাকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন; বলাধিপতিদেব এবং মহদ্দেবভাবসমূহের রক্ষক দেবতা আমাকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন; ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার শক্তি আমাকে প্রাপ্ত হউক; সৎকর্ম্মসাধনশক্তি যেন আমাকে ত্যাগ না করে; সৎকর্ম্মপরায়ণ সজ্জনমণ্ডলের সাধনশক্তি যেন ক্ষয় না হয়; প্রার্থনাকারী আমি যেন জ্ঞানী হইতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৪প—৬অ—৩খ—১০সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বামদেবো মহাপঙ্‌ক্ত্যা বৌতি লিঙ্গোক্তদেবতা। 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'যশঃ' 'মা' স্তোতারং 'আবিন্দতু' লভতাং প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, 'ইন্দ্রবৃহস্পতী' ইন্দ্রাবৃহস্পত্যোঃ 'যশঃ' 'মা' মাং বিন্দতু। কিঞ্চ, 'ভগস্য' আদিত্যস্য, 'যশঃ' 'মা' মাং বিন্দতু। বহুলেন যশসা যশোময়া 'মা প্রতিমুচ্যতাং' ন প্রমুচ্যতাং। 'যশস্বত্যাঃ' অস্যাঃ মম 'সংসদঃ' সমূহস্য 'যশঃ' ন প্রমুচ্যতাং। 'অহং' প্রবদিতা সর্ব্বত্র প্রবক্তা 'স্যাং' ভূয়াসং ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (৬১১) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য কি তীব্র ব্যাকুলতাই এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে! ভগবানের প্রত্যেক বিভূতির নিকটই ব্যাকুলভাবে সাধনশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাঁহার যে শক্তির কথা মনে হইয়াছে, তাঁহার নিকটই প্রার্থনা

পরিদৃষ্ট হয়। "ওগো, কে কোথায় আছ, আমাকে একটুখানি শক্তি দাও, তোমাদের অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে এককণা আমাকে দান করিলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাই। দ্যুলোকে ভূলোকে, যেখানে যে দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকটেই আমার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি—আমাকে সৎ ও মহৎ করুন, আপনাদিগের পূজার উপযোগী শক্তি দান করুন। দুর্ব্বল আমি, আপনাদিগকে আরাধনা করিবার শক্তি নাই; অজ্ঞান আমি—কিরূপে আপনাদিগের পূজা করিতে হয়, জানি না। আমাকে জ্ঞান, প্রদান করুন, একটু শক্তি দান করুন।" মন্ত্রের মধ্যে এই তীব্র ব্যাকুলতাই লক্ষিত হয়।

প্রার্থনার এই ব্যাকুলতা শ্রীমদ্ভাগবতের আর এক দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। অনন্ত পুরুষের বাঁশীর আহ্বানে গোপাঙ্গনাগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে 'অহং' ভাব যায় নাই। তাঁহাদিগকে একটু শিক্ষা দিবার জন্য শ্যামসুন্দর অন্তর্হিত হইলেন। তখন গোপাঙ্গনাদিগের চৈতন্যোদয় হইল, তাঁহাকে ব্যাকুল ভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে কি ব্যাকুলতা! পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির প্রত্যেককে শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আপনাতে আর তাঁহারা নাই। মানব-হৃদয়ে সেই অনন্ত পুরুষের বাঁশীধ্বনি শ্রবণে যে ব্যাকুলতা জন্মে, এই মন্ত্রে তাহারই একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়॥ (৪প—৬অ ৩খ—১০সা)।

—— • ——

একাদশং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ক ২ র ৩ ১ ২ ৩
ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচং

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।

১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অহন্ অহিম্ অনু অপঃ ততর্দ্দ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্রবক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাম্॥ ১১॥

* * *

গের-গানং।

২ ১ র ২ ১ র ২ র ১ র ২ র ১ —
বৃত্রহত্যায়হোই। ৩। অধ্বষ্ণবেহোই। ৩। অপূরবেহোই। ২। অপূরাস্থ ও

২ ১ র র ২ ১ র ২ ১ — ২ ১
ই। পৃথিব্যাহোই। নির্ব্বত্যাহোই। ২। বির্ব্বত্যা ২। অন্তরিক্ষং-

* এই সাম মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বজ্রী' (বজ্রধরঃ, ইন্দ্রদেবঃ) 'প্রথমানি' (মুখ্যানি) 'যানি' (কর্ম্মাণি) 'চকার' (কৃতবান, সৃষ্টিরক্ষার্থং যৎ যৎ কর্ম্ম নিত্যং সম্পাদয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ, ইন্দ্রদেবস্য) 'বীর্য্যাণি' (অলৌকিক কার্য্যাণি) 'নু' (নিত্যং, স্বতঃ) 'প্র বোচং' (প্রকৃষ্টরূপেণ কীর্ত্তয়ামি, প্রত্যক্ষং করোমি); 'অহিং' (মেঘং শত্রুং) 'অহন্' (বিদারিতবান্ হতবান্); 'অনু' (পশ্চাৎ) 'অপঃ' (জলানি, সত্ত্বভাবাদীনি) 'ততর্দ্দ' (ভূমৌ পাতিতবান্, বিস্তারিতবান্); 'পর্ব্বতানাং' (গিরিকন্দরাণাং, পর্ব্বতসদৃশকাঠিন্যসম্পন্নানাং) 'বক্ষণাঃ' (প্রবহনশীলাঃ, স্নেহকরুণাদিনির্ঝরাদীনাং) 'প্র অভিনৎ' (প্রবাহিতবান্, উদ্ঘাটিতবান্)। ভগবন্মহিমা অস্মাকং নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতা। হে ভগবন্! শত্রুং নাশয়িত্বা অস্মাকং হৃদয়ে সত্ত্বভাবপ্রবাহং নিত্যং প্রবহতাম্ ইতি ভাবঃ। (৪প—৬অ—৩খ—১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রধর (ভগবান্) যে সকল মুখ্যকর্ম্ম (সৃষ্টিরক্ষার জন্য) সম্পাদন করেন, তাঁহার (ভগবান্ ইন্দ্রদেবের) সেই সকল অলৌকিক কার্য্যের বিষয় আমরা স্বতঃই কীর্ত্তন (প্রত্যক্ষ) করিয়া থাকি। মেঘ বিদারণ করিয়া তিনি ভূতলে জলধারা সেচন করেন (রিপুশত্রুকে নিহত করিয়া তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাবধারা বিস্তার করেন); গিরিকন্দরে তিনি প্রবহনশীলা নদী প্রবাহিত করেন (পর্ব্বত-সদৃশ কাঠিন্য-সম্পন্ন হৃদয়ে তিনি স্নেহকারুণ্যাদির নির্ঝর-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন)। ভগবানের মহিমা আমাদিগের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! শত্রু নাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব নিত্য প্রবাহিত করুন। (৪প—৬অ—৩খ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দৃষ্টা হিরণ্যস্তূপেন ত্রিষ্টুবৈন্দ্রদেবত্যা। 'বজ্রী' বজ্রযুক্ত ইন্দ্রঃ 'প্রথমানি' পূর্ব্বসিদ্ধানি মুখ্যানি বা 'যানি' 'বীর্য্যাণি' পরাক্রমযুক্তানি 'কর্ম্মাণি' চকার। তস্য 'ইন্দ্রস্য' তানি বীর্য্যাণি। 'নু' ক্ষিপ্রং 'প্রবোচং' প্রব্রবীমি। কানি বীর্য্যাণীতি? তদুচ্যতে— 'অহিং' মেঘং 'অহন্' হতবান্। তদেকং বীর্য্যং। 'অনু' পশ্চাৎ 'অপঃ' জলানি 'ততর্দ্দ' হিংসিতবান্ ভূমৌ পাতিতবানিত্যর্থঃ। ইদং দ্বিতীয়ং বীর্য্যং। 'পর্ব্বতানাং' পর্ব্বতসম্বন্ধিনীঃ 'বক্ষণাঃ' প্রবহণশীলা নদীঃ 'প্রাভিনৎ' কূলদ্বয়-কর্ষণেন প্রবাহিতবানিত্যর্থঃ। ইদং তৃতীয়ং বীর্য্যং। (৪প—৬অ—৩খ—১১সা) ॥

* * *

একাদশ (৬১২) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:§ * §:—————

এই সামের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যেন কহিতেছেন, 'আমি বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের পূর্ব্বকৃত বীর্য্যের বিষয় কহিতেছি। তিনি অহিকে হনন করিয়াছিলেন। তিনি জলসমূহকে ভূপাতিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ব্বতের অবরোধ মুক্ত করিয়া নদীর জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।' এরূপ অর্থে, এই মন্ত্রে, কোনও মনুষ্য কর্ত্তৃক কোনও মনুষ্যের শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। সামের অন্তর্গত 'প্রবোচং' 'চকার,' 'ততর্দ্দ' 'প্র অভিনৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদই ব্যাখ্যাকারগণকে ঐরূপ অর্থ অন্বেষণের পথে সহায়তা করিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, প্রথমে আভাসে তাহা বলিতেছি। আমরা বলি, ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটীতেই অতীতের সহিত ত্রিকালের সম্বন্ধ আছে। 'করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, করেন',—এ সকল প্রকার ভাবই ঐ ক্রিয়াপদ-কয়েকটির মধ্যে নিহিত বলিয়া প্রতীত হয়। ব্যাখ্যাকারগণও, এ বিষয়ে বড়ই সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন। দেখুন—'প্রাবোচ' পদ। এই পদটি লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন—'প্রব্রবীমি' অর্থাৎ 'বলিতেছি' (বর্ত্তমান কাল)। একজন ব্যাখ্যাকারের মত, ঐ ক্রিয়াপদের উৎপত্তিস্থল 'প্র অবোচন'। ঐ পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন 'প্রকর্ষেণ অবোচন ব্রবীমি।' বুঝিয়া দেখুন-এখানে ভূতকালদ্যোতক 'লুঙের' পদকে বর্ত্তমানকালদ্যোতক 'লট' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার, ব্যাখ্যার পূর্ব্বে, কোনও ঋষি-বিশেষ ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, মনে করিয়া লইয়াছেন। তার পর ঐরূপ বর্ত্তমানের ক্রিয়ার অবতারণায় অর্থ নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা না করিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তুতিকর্ত্তার সম্বন্ধ ঐ মন্ত্রের সহিত সংযোজন করা যায় না। আবার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ-কালে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা উচ্চারিত না হইলে, সামঞ্জস্য থাকে না,—মন্ত্রোচ্চারণকারীর সহিত মন্ত্র-সম্বন্ধও রক্ষা করা যায় না। সুতরাং কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অপর ক্রিয়াপদ তিনটীকে অতীতকাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যা-পদ্ধতির প্রয়োজনানুসারে কালের ব্যত্যয় ঘটাইতে সকলেই বাধ্য হইয়াছেন, বুঝা যায়।

আমরা যে পথে চলিয়াছি তাহাতে ব্যাখ্যায় কাল-পরিবর্ত্তনের আবশ্যক করে না। যদিও প্রতিবাক্যে দুই এক স্থলে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি তথাপি আমরা মনে করি, নিত্যকালের সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই অটুট আছে। ঐ যে সকল অতীত-কালের ক্রিয়াপদ, উহাদের মধ্য—ত্রিকালদ্যোতক। যিনি, যে অবস্থায়, যে কালেই হউক না কেন, যখনই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার মর্ম্মার্থ অভিন্ন-ভাবেই প্রকটিত হইবে। পূর্ব্বেও যিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, এখনও যিনি প্রার্থনা করিতেছেন, পরেও যিনি প্রার্থনা করিবেন, সকলের সকল কালের সম্বন্ধই উহাতে পরিস্ফুট আছে। "ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি"—এ বাক্য অতীতকালেও বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানেও বলা হইতেছে, আবার ভবিষ্যতেও বলিতে হইবে। 'প্রবোচং' ক্রিয়াপদ বৈদিক ভাষাতে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। অন্য ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধেও আমাদের ঐ একই বক্তব্য।

মন্ত্রে একদিকে, বাহ্য-প্রকৃতি-পক্ষে মেঘবিদারণ-পূর্ব্বক-বারিবর্ষণরূপ কল্যাণ-সাধন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক-পক্ষে শত্রু-বিমর্দ্দন পূর্ব্বক হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সংরক্ষণ, প্রকাশ পাইতেছে। সকল কালে সকল অবস্থাতেই এ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। মন্ত্রের অপরাংশেও এইরূপ, এক পক্ষে, পাষাণ-বিদারণ-পূর্ব্বক নির্ঝরণীর উৎপত্তি-রূপ স্নিগ্ধতা-বিস্তারের ভাব, এবং অন্য পক্ষে রিপুসঙ্কুল পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ে স্নেহকারুণ্যাদির সঞ্চারভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝিয়া দেখুন, সকল কালে সকল অবস্থাতেই এই ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন! আপনার শক্তি ও করুণার পরিচয় নিয়তই প্রাপ্ত হইতেছি। আমার এই-রিপুশত্রু-সঙ্কুল পাষাণ হৃদয় বিগলিত করিয়া আপনি প্রেম পীযুষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিউন।' (৪প—৬অ—৩খ—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

৩ ১ ২ ৩　১ ২　৩ ১ ২
অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা

৩ ২　৩　১ ২　৩ ১ ২　৩ ২
ঘৃতং মে চক্ষুঃ অমৃতং ন আসন্।

৩ ১ ২ ৩ ১র　২র　৩ ১র
ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানো

২র ৩　১ ২　৩ ১ ২ ৩　১ ২
অজস্রং জ্যোতিঃ হবিরস্মি সর্ব্বম্॥ ১২॥ *

গেয়-গানং।

২৪　২ ১ ২ ১ ২র র ১ র ২র　১ র　১　১ র　২৫
হাউ ও বা। অগ্নিরস্মিজন্মনাজাতবেদাঃ। ইড়া। সুবঃ। ইড়া। হাউ ও

র　২ ১ ২র১ ২ ১ ২ র　১ র　১　১ র　২৫
বা। ঘৃতম্মেচক্ষুরমৃতম্ম আসন্। ইড়া। সুবঃ। ইড়া। হাউ ও বা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার একটী গেয়-গান আছে।

২ ১র ২ ১র ২র ১র২ ১র ১ ১র ২S
ত্রিধাতুরর্কো রজসো বিমানঃ । ইড়া । সুবঃ । ইড়া । হাউ ৩ বা ।

১ ২ ১র ২১ ২১২ ১র ১ ১র
অজস্রংজ্যোতির্হবিরস্মি সর্ব্বম্ । ইড়া । সুবঃ । ইড়া ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'জন্মনা' (ভগবতঃ উৎপত্তিহেতুনা, যতঃ অহং ভগবতঃ আগতঃ ততঃ ইত্যর্থঃ) অহং 'জাতবেদা' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্মি' (ভবেয়ং) ; 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিঃ) 'ঘৃতং' ('প্রদীপ্তা, উজ্জ্বলা—ভবতু ইতি শেষঃ) তথা 'মে' (মম) 'আসন্' (বদনং, বচনং, ইত্যর্থঃ) 'অমৃতং' (অমৃতময়ং—ভবতু ইতি শেষঃ) মম 'ত্রিধাতুরর্কঃ' (ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ) 'রজসঃ' (জ্যোতিষঃ) 'বিমানঃ' (বিশেষেণ মাতা, উপভোক্ত্রী—ভবতু ইতি শেষঃ) ; অহং 'অজস্রং জ্যোতিঃ' (পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ) তথা সর্ব্বং' (সর্ব্বপ্রকারেণ) 'হবিঃ' (পূজোপকরণং, ভগবৎপূজাপরায়ণঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্মি' (ভবেয়ং); মন্ত্রঃ অয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অহং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নবানি, অহং ভগবৎপূজাপরায়ণঃ ভবেয়ং— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪প—৬অ—৩খ—১২সা) ।

অথবা,

'জন্মনা' (যতঃ অহং ভগবতঃ উৎপন্নঃ ততঃ) অহং অপি 'জাতবেদা' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'অস্মি' (ভবামি) ; 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিঃ) 'ঘৃতং' (প্রদীপ্তা, সর্ব্ববিশ্বদর্শনক্ষমা) ; 'অমৃতং' 'মে' (মম) 'আসন্' (আস্যে, বদনে—বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ; অহং এব 'ত্রিধাতুরর্কঃ' (ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ) তথা 'রজসঃ' (জ্যোতিষঃ) 'বিমানঃ' (বিশেষেণ মাতা, প্রদাতা) ; অহং 'অজস্রং জ্যোতিঃ' (নিত্যং তেজস্বরূপঃ) 'অস্মি' 'হবিঃ' (পূজোপকরণং অপি) অহং অস্মি ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং । ভগবতঃ উৎপন্নহেতুনা অহং অপি ব্রহ্মশক্তেঃ অধিকারী ভবামি ইতি ভাবঃ ॥ (৪প—৬অ—৩খ—১২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

যেহেতু আমি ভগবান্ হইতে আসিয়াছি, সেইহেতু আমি যেন সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানময় হইতে পারি ; আমার জ্ঞানদৃষ্টি প্রদীপ্ত হউক ; এবং আমার বাক্য অমৃতময় হউক ; আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি জ্যোতির উপভোক্তা হউক ; আমি যেন পরম জ্যোতির্ম্ময় এবং সর্ব্ব প্রকারে

ভগবৎপূজাপরায়ণ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই; আমি যেন ভগবৎপূজাপরায়ণ হই।)॥ (৪প—৬অ—৩খ—১২সা)॥

অথবা,

যে'হেতু আমি ভগবান্ হইতে উৎপন্ন, তদ্ধেতু আমিও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানদেব হই; আমার জ্ঞানদৃষ্টি সর্ব্ববিশ্বদর্শনক্ষম; অমৃত আমার বদনে বর্ত্তমান; আমিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রাণশক্তি এবং জ্যোতিঃপ্রদাতা; আমি নিত্য তেজঃস্বরূপ, ভগবৎপূজোপকরণও আমি। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হেতু আমিও ব্রহ্ম শক্তির অধিকারী হই।)॥ (৪প—৬অ—৩খ—১২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বামিত্রঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্তাগ্নিরিতি দ্বয়োঃ।

উত্তরায়োঃ স্তুতিঃ পূর্ব্বা স্তুতিঃ সর্ব্বাত্মনাত্মনঃ॥

হে কুশিকাঃ। ভোক্তৃভোগ্যভাবেন দ্বিবিধং ইদং সর্ব্বং জগৎ। "এতাবদ্বা ইদমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ—ইতি শ্রুতেঃ। তত্র সকলভোক্তৃ বর্গরূপেণাগ্নিরেবাহমস্মি। স চ অগ্নির্বায়্বাদিত্যভেদেন ত্রেধা ভূত্বা পৃথিব্যন্তরিক্ষ দ্যুলোকান-ধিতিষ্ঠতি। তদুক্তং বাজসনেয়কে—'স' ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং দ্বিতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং'—ইতি। তত্র সঃ 'অগ্নিঃ' অহং 'জন্মনা' এব 'জাতবেদাঃ' 'অস্মি' শ্রবণ মননাদি-সাধন নৈর-পেক্ষেণ স্বভাবত এব সাক্ষাৎকৃত-ব্রহ্ম তত্ত্বস্বরূপোঽস্মি। 'ঘৃতং মে চক্ষুঃ' যদেতদ্বিশ্বাবভাসকং মম স্বভাবভূতপ্রকাশাত্মকং চক্ষুঃ তদ্ ঘৃতং ইদানীং মহোক্তং দীপ্তং। যদেতদ্ 'অমৃতং' কর্ম-ফলং দিব্যাদি বিবিধ-বিষয়োপভোগাত্মকং তৎ 'মে' মম 'আসন্' আস্যে বর্ত্ততে। সকল ভোক্তৃবর্গাত্মনা স্বয়মেবাস্বাদনাৎ। এবং স্বাত্মনঃ পৃথিব্যধিষ্ঠাতৃরূপতামভিধায় বায়্বাত্মনান্তরিক্ষাধিষ্ঠাতৃতা মাহ—অর্কো জগতঃ স্রষ্টা প্রাণঃ। 'সোঽর্চ্চন্নচরত্তস্যার্চ্চত আপো অজায়ন্তার্চ্চতৈব মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বং' - ইতি শ্রুতেঃ। স প্রাণঃ অহং 'ত্রিধাতুঃ' ত্রেধাত্মানং বিভজ্য তত্র বায়্বাত্মনা 'রজসঃ' অন্তরিক্ষস্য 'বিমানঃ' বিধাতা অধিষ্ঠাতাস্মি। তথা আদিত্যরূপেণ দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃতা মাহ - 'অজস্রং' জ্যোতিঃ অনুপক্ষীণং নিত্যং তেজঃ-প্রকাশাত্মা দ্যুলোকাধিষ্ঠাতা আদিত্যোঽপ্যহ মস্মি। এবং ভোক্তৃরূপতামাত্মনোঽভিধায় ভোগ্যরূপতা মপ্যাত্মনস্তু। যৎ হবিঃ ভোগ্যং প্রসিদ্ধ মস্তি তৎ 'নাম' অপ্যহমেবাস্মি। যদ্বা।

অহং 'অগ্নিরস্মি' দেবানাং হবিঃ-প্রাপণাৎ অঙ্গনাদিগুণযুক্তোঽস্মি। কিঞ্চ, 'জন্মনা' উৎপত্ত্যা 'জাতবেদাঃ' জাতজ্ঞানোঽস্মি। উৎপত্তিক্ষণমেব সর্ব্বজ্ঞোঽহমস্মি। অথবা জাতং সর্ব্বং স্বাত্মতয়া বেত্তীতি জাতবেদাঃ সর্ব্বাত্মক ইত্যর্থঃ তৎ কথং? ইত্যুচ্যতে—'ঘৃতং মে চক্ষুঃ' যদেতদ্ ঘৃতং প্রসিদ্ধমস্তি তন্মে চক্ষুঃ স্থানীয়ং, যথা লোকে চক্ষুর্ভাসকং এবং ঘৃতমপি প্রক্ষিপ্তং জ্বালামুৎপাদয়ত্ মম ভাসকং। 'অমৃতং' প্রত্যক্ষরূপং যদমৃতমবিনাশি জ্যোতিঃ 'মে' মম 'আসন' আস্যে বর্ত্ততে। 'ত্রিধাতুঃ' প্রাণাপানব্যানাত্মকস্ত্রিধা বর্ত্তমানোঽর্কোঽর্চনীয়ো যঃ প্রাণোঽস্তি সোঽপ্যহং মেবাস্মি। তথা 'রজসঃ' অন্তরিক্ষস্য 'বিমানঃ' বিশেষেণ মাতা পরিচ্ছেত্তা বায়ুশ্চাহমস্মি। কিঞ্চ। 'অজস্রং জ্যোতিঃ' নৈরন্তর্য্যেণ তাপকঃ সূর্য্যশ্চাহমস্মি। কিং বহুনা। আজ্যপুরোডাশাদিরূপং যদেতদ্ধবিরস্তি তদুপলক্ষিতং তৎসর্ব্বমপ্যহমস্মি। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ। তমনেকধায়েঃ সর্ব্বাত্মকত্ব—প্রতিপাদনেন পরব্রহ্মত্বমুক্তং ভবতি। 'অজস্রং' 'ধর্ম্মঃ'—ইতি সামগাঃ পাঠভেদঃ॥ ১২॥

• . •

দ্বাদশ (৬১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ · ‡ ——

মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবপূর্ণ। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দুইটী অর্থ করিয়াছেন। একটী অগ্নিপক্ষে, অন্যটী ব্রহ্মপক্ষে। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে আমাদের মতে, ব্রহ্মপক্ষে অর্থই অধিকতর সঙ্গত। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের নিম্নলিখিত অনুবাদ করিয়াছেন,—"আমি অগ্নি, জন্ম হইতেই জাতবেদা, ঘৃত আমার চক্ষু অমৃত আমার মুখে আছে, (আমার) প্রাণ ত্রিবিধ, (আমি) অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, (আমি) অক্ষয় উত্তাপ, (আমি) হব্যস্বরূপ।" এই অনুবাদ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, ব্যাখ্যাকার সায়ণাচার্য্যের দুই ব্যাখ্যার মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার মতে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। এই ব্যাখ্যার টীকায় তিনি বলিতেছেন "সায়ণ এই ঋকের পরব্রহ্মপক্ষে অন্য একরূপ অর্থ করিয়াছেন।...কিন্তু ঋকে পরব্রহ্মের কোন উল্লেখ নাই, অগ্নির উল্লেখ আছে, অগ্নিই ঋকের বক্তা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই ঋকের রচনা কালে ইহা অগ্নি অর্থেই রচিত হইয়াছিল এবং তাহার অনেক কাল পরে পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটী অর্থ ইহাতে আরোপিত হইয়াছে।" ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটী আছে, এবং সেখানে এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। তবে ব্রহ্মপক্ষে অর্থটী পরে আরোপিত হইয়াছে একথা বলা হইল কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুসরণকারী এই ব্যাখ্যাকার মহাশয়ের ধারণা—প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাই কি তাঁহার এই মন্তব্যের কারণ?

আমরা নিজেও ব্রহ্মপক্ষে বা অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা গ্রহণ করি নাই। তথাপি এতটুকু বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কোন ব্যাখ্যাকার বেদকে সাধারণের নিকট অনেক নীচু করিয়া ধরিতেছেন। তাহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

আমরা সাধনা ও সাধকের দিক হইতে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রটী সাধকের উক্তি। আমরাও দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছি। একটী প্রার্থনামূলক, অন্যটী নিত্য-সত্য-প্রকাশক। উভয় ব্যাখ্যারই কেন্দ্রশক্তি 'জন্মনা' পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যেহেতু আমরা ভগবান্ হইতে আসিয়াছি সেই হেতু আমরা তাঁহার শক্তি লাভের অধিকারী' এই ভাবই মন্ত্রের মূলসূত্র।

সাধকের হৃদয়ে জাগরণের সাড়া আসিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি সেই পরমশক্তির আধার ভগবান হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজের মধ্যে সেই ব্রহ্মশক্তির বীজ রহিয়াছে, ইহাকে বিকশিত করিতে পারিলে যাঁহা হইতে আসিয়াছেন তাঁহাতেই আবার ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। ভগবৎ শক্তি তাঁহার অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে সুপ্ত ভাবে আছে। উপযুক্ত সাধনার বলে তিনি নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন। তাই যাহাতে সেই শক্তির বিকাশ হয়, তিনি স্বরূপ-অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারেন তাঁহারই জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

ভগবান আছেন—জগৎ ও আছে। এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান? তিনিত সর্ব্বব্যাপক! তাঁহার সত্তাতীত তো অন্য কোন সত্তা নাই! তবে জগৎ কি? জগতও তাঁহারই বিকাশ, তাঁহার মধ্যেই জগৎ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং জগৎ ও ভগবানের মধ্যমানুষও ঈশ্বরের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যাহাকে চলতি ভাষায় বলে রক্তের বাঁধন। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহা অজ্ঞানতার আবরণে আবৃত থাকে বলিয়া মানুষ বদ্ধ, আর ভগবানে অজ্ঞানতা নাই বলিয়া তিনি চিরমুক্ত। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে একত্ব ও পার্থক্য এইখানে। এই সমস্ত শ্রুতি-বাক্যই ভারতীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের ভিত্তিভূমি।

নিত্যসত্যপ্রকাশক ব্যাখ্যার মূলেও আছে—'জন্মনা' পদ। "ভগবান্ হইতে আসিয়াছি, আমি ভগবানের সন্তান, ভগবানের সসীম প্রতিরূপ আমি তাঁহার সমস্ত শক্তির অধিকারী। পিতাপুত্রে একত্বের মত তাঁহাতে ও আমাতে একত্ব বর্ত্তমান। আমি সেই পরম পিতার অনন্ত গৌরবের অধিকারী। অমৃতের সন্তান আমি অমৃত। তাই, আমি বলিতে পারি—অহং ব্রহ্মাস্মি।" মন্ত্রে এই ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে; এবং এই সকল শ্রুতিবাক্যই অদ্বৈতবাদী দর্শনের জনক। এই অদ্বৈতবাদ ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। সর্ব্ববিধ দার্শনিকজ্ঞান-চরমে এই অদ্বৈত বাদে গিয়া পৌঁছায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় এই দার্শনিক মতই প্যালেষ্টাইনে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাই তদ্দেশীয় একজন মহাপুরুষ বলিতে পারিয়াছিলেন "I and my father in heaven are one."—আমি এবং আমার স্বর্গস্থ পিতা এক। (৪প—৬অ—৩খ—১২শা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ষড়্‌বিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

৩ ৫ ২ ২
উবা ১ ৩ । দূ বাঃ । ইন্দ্র । ৩। ৩৬

৩ ৫
ইন্দ্রা ৫ো। ২৩ ৪ ভীঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বেঃ' (সর্ব্বত্রব্যাপ্তায়াঃ, সমগ্রস্য ইত্যর্থঃ) 'দিপঃ' (ভূম্যাঃ, জগতঃ ইত্যর্থ) 'অগ্রং' (মুখ্যং) 'পদং' (আশ্রয়স্থলং,—সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'পাতি' (পালয়তি, রক্ষতি); 'মহঃ' (মহান্ দেবঃ, পরমদেবতা) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানালোকস্য) 'চরণং' (পাদং, কিরণং) 'পাতি' (রক্ষতি, জগতি প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাধিপতিঃ দেবঃ) 'সপ্তশীর্ষাণং' (সপ্তলোকং, সমগ্রবিশ্বং) 'নাভা' (শ্রেষ্ঠদানে,—শ্রেষ্ঠদানেন, পরাজ্ঞানদানেন ইত্যর্থঃ) 'পাতি' (রক্ষতি—ধ্বংসাৎ ইতি যাবৎ) 'ঋষ্বঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞদৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা, জ্ঞানদাতা দেবঃ) 'দেবানাং উপমাদং' (দেবানাং আনন্দদায়কং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'পাতি' (পালয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ - জগতি ইতি যাবৎ); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ জগতি পরাজ্ঞানং তথা সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতি; সঃ বিশ্বং রক্ষতি, পালয়তি চ—ইতি ভাবঃ॥ (৪প—৬অ—৫খ—১৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা সমগ্র জগতের মুখ্য আশ্রয়স্থল অর্থাৎ সত্ত্বভাব রক্ষা করেন; পরমদেবতা জ্ঞানালোকের কিরণ জগতে প্রদান করেন; জ্ঞানাধিপতি দেব সমগ্রবিশ্বকে পরাজ্ঞান দান করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন; জ্ঞানদাতা দেব দেবতাদিগের আনন্দদায়ক পরাজ্ঞান জগতে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ জগতে পরাজ্ঞান এবং সত্ত্বভাব প্রদান করেন, বিশ্বকে রক্ষা ও পালন করেন।)। (৪প—৬অ—৫খ—১৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নিঃ বেঃ' গন্ত্র্যাঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তায়াঃ 'রিপঃ' রিপঃ ভূম্যাঃ 'অগ্রং' মুখ্যং 'পদং' 'স্থানং' 'পাতি' রক্ষতি। 'মহঃ' মহান্ অগ্নিঃ 'সূর্য্যস্য' 'চরণং' চরত্যনেনেতি চরণমন্তরিক্ষং 'পাতি' 'নাভা' নাভৌ অন্তরিক্ষস্য মধ্যে 'সপ্তশীর্ষাণং' সপ্তগণং মরুদ্গণং 'পাতি'। 'ঋষ্বঃ'

দর্শনীয়োহয়ং 'অগ্নিঃ' 'উপমাদং' 'দেবানাং' উপমাদকং যজ্ঞং 'পাতি' রক্ষতি। 'পাত্যগ্নি-র্বিপোঅগ্রং'—'পাতিপ্রিয়েরিপোঅগ্র'—ইতি পাঠৌ। (৪প—৬অ - ৩খ—১৩সা)।

* * *

ইতি শ্রীমৎসায়নাচার্য্যবিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৩।

* * *

ত্রয়োদশ (৬১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই জগতের রক্ষার উপায়। তিনি আপনার শক্তি বলে জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন ও পালন করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান জগৎকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগতে জ্ঞান বিতরণ করেন। জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই মৃত্যু। সেই মৃত্যু—ধ্বংস হইতে ভগবান্ জগৎকে রক্ষা করেন—তাঁহার জ্ঞানশক্তি প্রভাবে। তিনিই আনন্দবিধাতা, মানবের পরম কল্যাণদাতা। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যটীই বিবৃত করা হইয়াছে।

মন্ত্রটীর প্রথম অংশের ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ এই দাঁড়ায়—"অগ্নি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ভূমির মুখাস্থান রক্ষা করেন।" কিন্তু ইহার কি যে সঙ্গত অর্থ হইতে পারে তাহা বুঝা দুষ্কর। 'পদং' পদে আমরা, 'আশ্রয়স্থলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সমগ্র জগতের আশ্রয়স্থল—ভগবানের শক্তি সম্ভাব। তাই ঐ পদে সত্যভাবেই লক্ষ্য করে। 'মাতা' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম - ১০৪সূ—৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। 'ঋষ্বঃ' পদে ভাষ্যকার 'দর্শনীয়ঃ অগ্নিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অগ্নি' পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে। অগ্নি পদে এখানে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করিলে এই ভাষ্যার্থের একটা সঙ্গত ভাব পাওয়া যায়। এদিক দিয়া 'দর্শনীয়ঃ' অর্থ অন্য ভাব প্রদান করে। সাধারণ অগ্নি মানুষের দর্শনীয় নহে - বরং অগ্নিই মানুষকে দর্শনশক্তি প্রদান করে। সুতরাং এই ভাবে 'ঋষ্বঃ' পদে আমরা 'দর্শয়িতা' 'সর্ব্বদৃষ্টিশক্তিদাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এবং তাহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে করি॥ (৪প—৬অ—৩খ—১৩সা)॥ *

—•—

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আরণ্যকং পর্ব্ব (চতুর্থং পর্ব্ব)। ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২
ভ্রাজন্তি অগ্নে সমিধান দীদিবো

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
জিহ্বা চরতি অন্তর অসনি।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
স ত্বম্ নঃ অগ্নে পয়সা বসুবিৎ

৩ ১র ২ ৩ ১ ২
রয়িং বর্চ্চো দৃশে অদাঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

রর রর ১ ২ ১ র র ২ — ২ র র ১ ২
ভ্রাজাঔহোহোহাই। ত্যগ্নেসমিধানাদী ১ দিবা ২ঃ। জিহ্বাঔহোহোহাই।

১ ২ — ২ র র ১ ২ ১র র র ২ ২
চরত্যন্তারা ১ সানী ২। সত্বাঔহোহোহাই। নোঅগ্নেপয়সাবসু ৩ বীৎ।

২ ১ ২ ৩র ২ ২ — ১ ২ ৪ ৫
রয়িংসঃ বর্চ্চোদাঃ শাহো ৩। হুম্মা ২। হা। ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমিধান' (প্রজ্জ্বলিত) 'দীদিবঃ' (জ্যোতির্ম্ময়) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানাগ্নে) 'ভ্রাজন্তী' (প্রকাশমানা, তমোনাশিকা) ত্বদীয়া 'জিহ্বা' (সাত্ত্বভাবোপলক্ষিতা বাণী, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অন্তরাসনি' (আস্যমধ্যে, অস্মাকং বদনে) 'চরতি' (বিচরতু, প্রকাশিতং ভবতু) অস্মাকং হৃদয়ে আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ; 'বসুবিৎ' (ধনবান, পরমধনপ্রাপক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানাগ্নে) 'সঃ ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'রয়িং' (পরমধনং) তথা 'দৃশে' (দর্শনায়, জ্ঞানদৃষ্টিলাভায়) 'বর্চ্চঃ' (জ্যোতিঃ, দিব্যজ্যোতিঃ) 'অদাঃ' (প্রদেহি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৬অ—৪থ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্জ্বলিত জ্যোতির্ম্ময় হে জ্ঞানাগ্নি! তমোনাশক আপনার জ্ঞান আমাদিগের মুখে প্রকাশিত হউক অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক; পরমধনপ্রাপক হে জ্ঞানাগ্নি! সেই আপনি আমাদিগকে অমৃতের সহিত পরমধন এবং জ্ঞানদৃষ্টি লাভের জন্য দিব্যজ্যোতিঃ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—৪থ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তির্ভ্রাজন্তায় ইতি দ্বয়োঃ।

আগ্নেয়ী প্রথমর্ক্ষব্যা দ্বিতীয়া দৃশ্যতে তয়োঃ।

'সমিধান' ঋত্বিগ্‌ভিঃ সমিধ্যমান! দীপ্ত হে 'অগ্নে'! 'ভ্রাজন্তী' প্রকাশমানা 'আসনি' আস্যে 'অন্তর' মধ্যে স্থিতা ত্বদীয়া 'জিহ্বাঃ' হবীংষি 'চরতি' ভক্ষয়তি। হে 'অগ্নে'! 'বসুবিৎ'! ধনলম্ভক! ত্বং 'অস্মভ্যং' 'পয়সা' অন্নেন সহ 'রয়িং' রমণীয়ং ধনং 'দৃশে' দর্শনায় 'বর্চ্চঃ' তেজশ্চ তেজস্বিত্বং বা 'অদাঃ' দেহি। (৪প—৬অ—৪থ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৬১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভগবানের জ্ঞানস্বরূপকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানই মানুষকে পরাজ্ঞান দিতে পারেন। "হে ভগবন! অনন্ত জ্ঞানাধার তুমি, তোমার অসীম অমৃতভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে এক বিন্দু অমৃত প্রদান কর, আমরা চিরশান্তি লাভ করি।" ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম।

ভাষ্যকার কি কারণে জানি না, 'দীদিবঃ' পদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। 'দীদিবস্' শব্দের একবচন সম্বোধনে 'দীদিবঃ' পদ গৃহীত হইয়াছে। 'দমিধান' পদের ন্যায় উহাও 'অগ্নে' পদের বিশেষণ। উহার অর্থ 'দ্যোতিমন্'—'জ্যোতির্ম্ময়'। অন্যত্র ভাষ্যকারও ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভ্রাজন্তী' পদের 'প্রকাশমানা' অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির পক্ষে প্রকাশ সম্ভবপর হয়—অজ্ঞানতা, তমঃ বিনাশ করিয়া। তাই 'ভ্রাজন্তী' পদে 'তমোনাশিকা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আবার, 'জিহ্বা' পদে 'বাগ্‌যন্ত্র', বুঝাইয়া থাকে। বাণী অথবা বাক্য দ্বারাই জ্ঞান অন্যের নিকট প্রকাশিত হয়, তাই লক্ষণা দ্বারা আমরা 'জিহ্বা' পদে 'বাণী, জ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'দৃশে' পদের অর্থ 'দর্শনায়'। কিন্তু জ্ঞানদেবতার কৃপায় সে দর্শন, জাগতিক চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির বহু উপরে উঠিয়া যায়, তাহা দিব্যদর্শনে পরিণত হয়। বিশেষতঃ 'অর্চ্চিঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হওয়ায় ঐ অর্থ আরও পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (৪প অ—৪খ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।।

১ ১র ২র ৩ ১র ২র
বসন্ত ইন্নু রন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নু রন্ত্যঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
বর্ষাণ্যনু শরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নু রন্ত্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ২ ২ ২ ২ ১র ২
বা ৫ সন্তঃ। ঈ ৩ ম্, ৩ রন্ত্যায়াঃ। গ্রীষ্মইন্নু রা ১ ভৌ ৩ য়াঃ। বর্ষাণ্যনুশা ৩।
১ ২ ২ ১র ৩ ২ ২ ১ ১ ১
রদঃ। রা ৩ দাঃ। হেমন্তঃশিশিরইন্নু রা ২ ন্তিয়াউ। বা ৩ ৪ ৫ ২।

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বসন্তঃ' (বসন্তঃ ঋতুঃ) 'ইৎ নু' (এব) 'রন্ত্যঃ' (রমণীয়ঃ, পরমানন্দদায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'গ্রীষ্মঃ' (গ্রীষ্মঃ ঋতুঃ) 'ইৎ নু' (অপি) 'রন্ত্যঃ' (পরমানন্দদায়কঃ)—ভবতু ইতি শেষঃ; 'বর্ষাণি' (বর্ষা ঋতুঃ) 'অনু' (অনুক্রমেণ) 'শরদঃ হেমন্তঃ শিশিরঃ' (শরদ্ধেমন্তশিশিরাদীনাং প্রত্যেকঃ ঋতুঃ) 'ইন্' (এব) অস্মাকং 'রন্ত্যঃ' (পরমানন্দদায়কঃ—ভবতু ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। নিত্যকালং বয়ং পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—৪খ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বসন্ত ঋতুই পরমানন্দদায়ক হউক; গ্রীষ্ম ঋতুও পরমানন্দদায়ক হউক; বর্ষা ঋতু অনুক্রমে শরৎ হেমন্ত শিশির প্রভৃতির প্রত্যেক ঋতুই আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—নিত্যকাল আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)। (৪প—৬অ—৪খ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসন্তঃ' 'ইন্' বসন্ত এব চৈত্রে বৈশাখরূপো বসন্তঋতুরেব 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ ভবতি। 'গ্রীষ্মইন্' জ্যেষ্ঠাষাঢ়রূপো গ্রীষ্মঋতুরেব 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ। 'বর্ষাণি' বর্ষা শ্রাবণ ভাদ্রপদ রূপেণাবয়বীভূতঃ প্রাবৃট্ ঋতুরেব 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ। 'তান্যনু' 'শরদঃ' আশ্বিন-কার্ত্তিক রূপেণাবয়বীভূত ঋতুঃ 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ। 'হেমন্তঃ' মার্গশীর্ষ পৌষরূপ এব 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ 'শিশিরইন্' মাঘ-ফাল্গুনরূপ এব 'রন্ত্যঃ' রমণীয়ঃ। (৪প—৬অ—৪খ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নিত্যকাল যেন আমরা পরমানন্দে থাকি, ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। কাল অনন্ত, অবিভাজ্য। উহা নিত্য বর্ত্তমান। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য কালকে বিভিন্ন নামে বিভক্ত করিয়াছে। সেই বিভাজিত কালের প্রত্যেক অংশের উল্লেখ করিয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট অংশে আনন্দ লাভের প্রার্থনা করার অর্থ—সেই অবিভাজিত সমগ্র নিত্যকালে পরমানন্দলাভ। প্রত্যেক অংশের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়াতে প্রার্থনার ঐকান্তিকতাই প্রকাশিত হয়।

ইহা ব্যতীত এই প্রার্থনার মধ্যে, বিভিন্ন ঋতুর নামোল্লেখ করাতে, আরও একটা ভাব প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবন একভাবে চলে না। জীবনে বিপদ, রিপুর আক্রমণ, উন্নতি, পতন প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা উপস্থিত হয়, এবং আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেয়। জীবনের বসন্তকালে ভগবানের একটুখানি সাড়া হয় তো হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, আবার দারুণ শিশিরে তাহা সঙ্কোচিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণাবারি বর্ষণে জীবনক্ষেত্রে একটু সরলতা কোমলতা আসে, আবার ভীষণ গ্রীষ্মের অনলতাপে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়—হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ চায়—অসীম অখণ্ড আনন্দ। তাই নিত্য কাল সেই, পরমানন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৪প—৬অ-৪থ—২দা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২
সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ২ ১ র র ২ ২ র ১ ২ ২ ২
উহুবাহাউ। ৩। সহস্রশীর্ষাঃপুরু ২ ৩ ষাঃ। সহস্রাক্ষঃসহস্রা ২ ৩ পাৎ।

১ র ২ ১র ২ ১ ২ ১র ২ ২ ১ ২
সভূমিং সর্ব্বতোবা ২ ৩ বৃ। অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গু ২ ৩ লাম্। উহুবাহাউ। ২।

২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
উহুবা ৩ হাউ। বা ৩। ইট্ ইড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'সহস্রশীর্ষঃ' (অনন্ত শিরোভির্যুক্তঃ, অনন্তশক্তিশালী) 'সহস্রাক্ষঃ' (অনন্তচক্ষুঃসমন্বিতঃ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্নঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সহস্রপাৎ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানঃ সর্ব্বব্যাপকঃ ভবতি); 'সঃ' (সঃ পুরুষঃ) 'ভূমিং' (ব্রহ্মাণ্ডং) 'সর্ব্বতঃ' (সর্ব্বভাগেন) 'বৃ'

---

* এই সাম মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

(সমন্তাৎ, সর্ব্বদিক্ষু) 'বৃত্বা' (পরিবেষ্টা) 'দশাঙ্গুলং' (দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশং, ব্রহ্মাণ্ডাৎ অধিকস্থানং ইত্যর্থঃ) 'অত্যতিষ্ঠৎ' (অতিক্রম্য বর্ত্ততে); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বঃ বিশ্বঃ ভগবতঃ একাংশেন অবস্থিতঃ; সঃ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৪প ৬অ—৪খ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ অনন্তশক্তিশালী অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বব্যাপক হয়েন; সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বভাবে সকলদিকে পরিবেষ্টন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড হইতে অধিকস্থান অতিক্রম করতঃ বর্ত্তমান আছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ।)। (৪প—৬অ—৪খ—৩সা)॥

•

সায়ণ-ভাষ্যং।

সর্ব্ব-প্রাণি-সমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাড়াখ্যো যঃ পুরুষঃ সোহয়ং 'সহস্রশীর্ষাঃ' সহস্রশব্দস্যোপলক্ষণত্বাৎ অনন্তৈঃ শিরোভির্যুক্ত ইত্যর্থঃ। যানি সর্ব্বপ্রাণিনাং শিরাংসি তানি সর্ব্বাণি তদ্দেহান্তঃপাতিত্বাত্তদীয়ান্যেবেতি সহস্রশীর্ষত্বং। এবং সহস্রাক্ষত্বং সহস্রপাদত্বং চ। স পুরুষো 'ভূমিং' ব্রহ্মাণ্ডগোলক-রূপাং সর্ব্বতঃ 'আ' সমন্তাৎ 'বৃত্বা' পরিবেষ্ট্য দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশং 'অত্যতিষ্ঠৎ' অতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ। দশাঙ্গুলমিত্যুপলক্ষণং। ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ॥ (৪প—৬অ—৪খ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (৬১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্তের প্রথমা ঋক্। এই মন্ত্রের মধ্যে যে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার ছায়ার অনুকরণ করিয়া জগতের সকল দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মবিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। অনন্ত রত্নাকর বেদজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে সমুদয় রত্নরাজি আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তাহাদের জ্যোতিঃর কণামাত্র লইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত। ধাতুর মধ্যে যেমন রেডিয়াম (Radium) জ্ঞানভাণ্ডারে তেমনি বেদজ্ঞান। অথবা জাগতিক কোন বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এখন এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত সত্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের কোন অনৈক্য নাই তাহের সহিত যাহা সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হইবে তাহা শব্দগত, ভাবগত নয়।

ব্যাকরণের বা শব্দার্থের কোন জটিলতা নাই। সহজ সরল ভাষায় ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ সহস্রশীর্ষ। এটা অবশ্য রূপক। ভগবানের সত্যসত্যই একসহস্র মস্তক নাই। উহা তাঁহার অনন্তশক্তির পরিচায়ক মাত্র। একজন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—'ভগবান্ অনন্তস্বরূপ। জগতের যত প্রাণীর মস্তক আছে, সমস্ত তাঁহারই মস্তক।—দশ অঙ্গুলি ভূমির অর্থ—হৃদয়। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। অতি সামান্য জীবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন' আমরা মনে করি এই ব্যাখ্যায় আংশিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। মন্ত্র ইহাপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের দ্যোতনা করে।

তিনি 'সহস্রচক্ষু'। সর্ব্বত্রব্যাপী তাঁহার দৃষ্টি। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, আদি অন্ত মধ্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সমস্তই তিনি দিব্যনেত্রে প্রতিমুহূর্ত্তে দর্শন করিতেছেন। জগৎ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত। তিনি দেশ ও কালের উপরে দেশ কাল (Time and space) তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তাঁহার নিকট 'ভূত' নাই, 'ভবিষ্যৎ' নাই—একমাত্র অনন্ত 'নিত্য-বর্ত্তমান' আছে। সুতরাং সসীম জীবের পক্ষে যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ, তাহা তাঁহার অনন্তজ্ঞানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। সুতরাং কাল (Time) তাঁহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। 'দেশ' (Space) তাঁহার সত্তার অংশ মাত্র, উহা তাঁহার অনন্ত সত্তাতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তাঁহার নিকট 'সামীপ্য' অথবা 'দূরত্ব' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি 'দেশের' (space) দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিবে ও ঘটিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—তিনি সহস্রচক্ষু।

তিনি সহস্রপাৎ। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক। শুধু সর্ব্বব্যাপক নহেন, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মধ্যে অবস্থিত আছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেও তিনি বৃহত্তর, মহত্তর। তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতে দশাঙ্গুলি অধিক ভূমি ব্যাপিয়া আছেন,—একথার অর্থ এই যে, তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ড মাত্রই নহেন, তিনি তাহার চেয়েও বৃহৎ ও বহু উচ্চে অবস্থিত।

এই মন্ত্রে যে দার্শনিকমতবাদের জন্ম দিয়াছে, তাহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ Trancendent-immanent theory বলেন। অর্থাৎ ভগবান জগতে বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি জগদতীতও বটেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত মতবাদ। এই মতবাদের পোষণকারী দার্শনিকগণ যুক্তিবাদী (Rational school of Philosophy) বলিয়া অভিহিত হয়েন। এবং বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মতবাদের অনুসরণ করেন। এই দার্শনিক মতবাদের অনুযায়ী যে ধর্ম্মমত, তাহার নাম Panentheism (পেনেন্‌থিজম অর্থাৎ ভগবান্ জগতেও আছেন তিনি জগদতীতও বটেন।) এই ধর্ম্মমতই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্ (Theologians) পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত

জগতে যে সকল দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার কোনটাই ভারতীয় সভ্যতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, অধিকন্তু সেই সকল সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনেকে এমনই কুসংস্কারান্ধ যে, তাঁহারা এমন জ্যোতির্ম্ময় রত্ন দেখিতে পারেন না। তাই বেদকে নিছক 'চাষার গান' বলিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। শুধু তাই নয় বেদের এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। এই দলে আমাদিগের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকও আছেন! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং?

কেহ কেহ বেদজ্ঞানকে 'Pantheism' (পেন্থিজম,—অর্থাৎ ভগবান বিশ্বেই পর্য্যবসিত, বিশ্বাতীত তাঁহার কোন সত্তা নাই) বলিয়াছেন। চোখে রঙিন চশমা পরিলে সমস্তই লাল দেখায়। সুতরাং তাঁহারা যে আপনাপন ইচ্ছানুরূপ মতবাদ বেদের মধ্যে দেখিতে পাইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Prof. M. Maxmuller.) এই সকল হীন চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদে যে ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা 'পেন্থিজম' (Pantheism) নয়, তাহা 'পেনেন্থিজম' (Panentheism) —ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান, সভ্যতা ও চিন্তাধারার উপর বেদ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং বেদজ্ঞানই যে জগতের যাবতীয় জ্ঞানের জনক তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই এত আলোচনা করিতে হইল। বর্ত্তমান জগৎ ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লিখিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই, বেদ একটী মন্ত্রের মধ্যে কেমন সুন্দরভাবে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। (৪প—৩খ—৪থ—৩সা)।*

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ২উ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২ ৩   ১ ২

ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।

২ ৩   ২৩ক   ২র   ৩ ২ ৩ ২

ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ অশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

পৌর গানং।

২ ১ র র — ২ ১র ঁ র ২ ১র র র র ২ ১
উহুবোহোবা ২ ৪ ৩। ত্রিপাদূর্দ্ধউদৈৎপুরু ২ ৩ ষাঃ। পাদোস্যেহাভবৎপু ২ ৩

২ ৩ র ২ ১ ২ ২ র র ২ ২ ১
ষাঃ। তথাবিষ্বঙ্ বিয়ক্রা ২ ৩ মাৎ। অশনানশনেআ ২ ৩ ভী। উহু-

র র — ২ ১ র ১ ৯ ৩ ৫র র
বোহোবা ২। ২। উহুবৌ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

৩ ৫ ২ ১ র র — ২ ১ র ১ ৯
ভী ২ ৩ ৪ ডা। উহুবোহোবা ২। ২। উহুবৌ। হো ২।

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ ১ র
বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। সু ২ ৩ ৪ বাঃ। উহুবো-

৭র — ২ ১ র ১ ৯ ৩
হোবা ২। ২। উহুবৌ। হো ২। বা ২ ৩ ৪।

১র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫। ৪।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'ত্রিপাৎ উর্দ্ধঃ' (ত্রিগুণং অতিক্রম্য, ত্রিগুণাতীতঃ সন্) 'উদৈৎ' (তিষ্ঠতি, বর্ত্ততে) 'পুনঃ' (অপিচ) 'অস্য' (তস্য, ভগবতঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ) 'ইহ' (জগতি, ত্রিগুণাত্মকে জগতি ইত্যর্থঃ) 'অভবৎ' (বর্ত্ততে) ; 'তথা' (চ) সঃ 'অশনানশনে' (অশনং তথা অনশনং, ভোজনাদিব্যাপারযুক্তং সচেতনং তথা তদ্রহিতং অচেতনং, সর্ব্বং সৃষ্টবস্তুং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, অধিকৃত্য) 'বিষ্বঙ্' (সর্ব্বং বিশ্বং) 'ব্যক্রামৎ' (ব্যাপ্নোতি, ব্যাপ্য তিষ্ঠতি) ; নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎসত্তা বিশ্বে অনুস্যূতা ভবতি, অপিচ, ভগবান্ বিশ্বং অতিক্রম্য অপি বর্ত্ততে—ইতি ভাবঃ। (৩প—৮দ—৬ব—৪সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ত্তমান আছেন, অপিচ তাঁহার অংশ ত্রিগুণাত্মক জগতে বর্ত্তমান আছে; এবং তিনি চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট বস্তু অধিকার করিয়া সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎসত্তা বিশ্বে

অনুস্যূত আছে; অপিচ, ভগবান্ বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন।)॥ (৪প—৬অ—৪খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোঽয়ং 'ত্রিপাৎ পুরুষঃ' সংসার-স্পর্শরহিতঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ সোঽয়ং 'ঊর্দ্ধ উদৈৎ' অস্মাদজ্ঞানকার্য্যাৎ সংসারাদ্বহির্ভূতঃ সন্ অত্রত্যৈর্গুণদোষৈরস্পৃষ্টঃ উৎকর্ষেণ স্থিতবান্। 'অস্য' যোঽয়ং 'পাদঃ' লেশঃ সোঽয়মত্র মায়ায়াং প্রাদুরভবৎ। সৃষ্টি-সংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি (অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ পরমাত্মলেশত্বং ভগবতাপ্যুক্তং—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি') ততো মায়ায়া আগত্যানন্তরং 'বিষ্বঙ্' দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্ 'ব্যক্রামৎ' ব্যাপ্তবান্। কিং কৃত্বা? 'সাশনানশনে' অভিলক্ষ্য। সাশনং ভোজনাদি-ব্যবহারোপেতং চেতনং প্রাণিজাতং, অনশনং তদ্রহিতমচেতনং গিরিনদ্যাদিকং। তদুভয়ং যথা স্যাত্তথা। যথৈব বিবিধো ভূত্বা ব্যাপ্তবানিত্যর্থঃ॥ (৪প—৬অ—৪খ—৪সা)॥

চতুর্থ (৬১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

§ * §

ভগবান ত্রিগুণাত্মকও বটেন ত্রিগুণাতীতও বটেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত আছেন। এই বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং এই দিক দিয়া তিনিও ত্রিগুণাত্মক। যাহা কিছু আছে বা হইবে, সমস্তই তিনি – 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বিশ্ব তাঁহারই প্রকাশ। সত্ত্ব-রজ-তমঃ এই ত্রিগুণের সমবায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যখন ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, (when the forces are at equilibrium) তখন প্রলয় হয়। সমস্ত বিশ্ব ভগবানে লীন হয়—তিনি তখন আপনাতে আপনি বর্ত্তমান থাকেন, তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্তা (Pure Existence) মাত্র হয়েন। তাই এই মন্ত্রে তাঁহার ক্রিয়াশীল এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যকারও অন্যভাবে এই সত্যই প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার এক পাদ জগতে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি ও তাঁহার মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে এক নহে। যে অংশ ত্রিগুণাতীত, মায়াতীত, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব (Pure Existence)। তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি (Creative energy) জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মানুষ সসীম, ভগবান অসীম। সুতরাং সসীম মানুষ তাঁহার সান্ত ভাব ও ভাষা দ্বারা সেই অসীম অনন্তকে প্রকাশ করিতে পারে না, মানুষের সে শক্তি নাই। যখন মানুষ ধ্যানে নিমগ্ন হয়, সীমার ঊর্দ্ধে গমন করে, তখনই সেই অসীম অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারে. কিন্তু তাহা জগতে প্রকাশ করিবার ভাষা তাঁহার নাই। সুতরাং অসম্পূর্ণ ভাষা দ্বারা তাঁহাকে আংশিক ভাবে প্রকাশ করা যায় মাত্র। মানুষের ভাব ও ভাষার এই

দৈন্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা অংশ' 'ত্রিগুণাতীত অংশ' প্রভৃতি ভাষা আমরা ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উহা আমাদিগের ভাষার দৈন্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি অখণ্ড অসীম। তাঁহার অংশ নাই, তাঁহাকে বিভক্ত করা যায় না। তাঁহার শক্তি প্রখ্যাপন করিবার জন্য আমাদিগকে ভাষাদৈন্য সত্ত্বেও এই ভাষারই সাহায্য লইতে হইবে। সুতরাং ভাষার শব্দার্থ ধরিয়া বিচার করিলে চলিবে না,—শব্দের পশ্চাতে যে বহুগুণে উচ্চ ভাব রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এই উপলক্ষে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা মধ্যে মধ্যে ইংরেজী প্রতিশব্দ, বা ইংরেজী অর্থ ব্যবহার করিতেছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে, অনেকেই হিন্দু দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের মিলন করিতে অসমর্থ হয়েন, অথচ পাশ্চাত্য ভাব প্রবাহের মধ্য দিয়া তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। লজ্জার বিষয় হইলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই শিক্ষা দীক্ষার সহিত প্রাচ্য ভাব ধারার সংযোগ সাধনের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তাই পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদিগের সুবিধার জন্যই ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ মাঝে মাঝে দিয়া থাকি।

এখন আবার মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে 'তিনি চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুতে বর্ত্তমান আছেন।' এখানে 'চেতন অচেতন' বলায় বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ অচেতন বলিয়া কোন পদার্থ নাই—কারণ সমগ্র বিশ্বে সেই অনন্তচৈতন্যসত্তা বিদ্যমান আছেন। গাছে, পাথরে, ধূলিকণাতেও চৈতন্য বর্ত্তমান—সেই চৈতন্য অবিনাশী অক্ষয়। উহা শুধু দর্শনতত্ত্বের মীমাংসা নয়। সেই প্রাচীন বেদজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া ভারতগৌরব, ঋষিগণের বংশধর, শ্রীমান জগদীশ বসু মহাশয় বর্ত্তমান জগতের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানগম্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই মহাসত্য প্রমাণিত করিয়াছেন। সেই চৈতন্যসত্ত্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছেন, তাই ভগবদ্বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ।" (৪প-৬অ—৪থ—৪সা)। ●

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।

১ ২ ০ ১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী।

শের-সামং।

র র — ১ র র ২ ১র ২১র
ইয়ৌহোবা২। ৩। পুরুষএবেদ৮ংসা২৩র্বাম্। যদ্ভূতংযচ্চভাব্যা২৩

২ র র র ২ ২১র র ২২ ২
ম্। পাদোঽস্যসর্বাভূতা২৩নী। ত্রিপাদস্যামৃতম্দা২৩ইবী।

১ র র — ১র র—৩ ৫র র ৩
ইয়ৌহোবা২। ২। ইয়ৌহো২বা২৩৪। ঔহোবা। ঈ২৩৪

৫ ১ র র — ২ র র ৯ ৩ ৫র র
ড়া। ইয়ৌহোবা২। ইয়ৌহো২। বা২৩৪। ঔহোবা।

৩ ৫ ২ র র — ১ র ২ ৯
ষো২৩৪ভীঃ। ইয়ৌ হোবা২। ২। ইয়ৌ। হোবা২।

৩ ৫র র ৩১১৯১
বা২৩৪ঔহোবা। ঈ২৩৪৫। ৫।

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুষঃ' (ভগবান্) 'এব' (হি) 'যদ্ ভূতং' (উৎপন্নং, জগৎ) 'চ' (তথা) 'যৎ ভাব্যং' (ভবিষ্যজ্জগৎ, অনুৎপন্নং, ভগবতি বর্তমানং, কারণাবস্থায়াং লীনং ইত্যর্থঃ) 'ইদং সর্বং' (সর্বং বিশ্বং) ভবতি—ইতি শেষঃ; 'সর্বা' (সর্বাণি) 'ভূতানি' (উৎপন্নানি, বস্তূনি) 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য) 'ত্রিপাৎ' (ত্রয়ঃ অংশাঃ, ত্রিগুণাত্মকঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'অস্য' (ভগবতঃ, তস্য) 'অমৃতং' (অমৃতস্বরূপং) ত্রিগুণাতীতঃ অংশঃ ইত্যর্থঃ 'দিবি' (দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশে, স্বরূপে) তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ; মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। বিশ্বঃ ভগবতঃ আংশিকঃপ্রকাশঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৪প—৬অ—৪খ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ই উৎপন্ন জগৎ এবং অনুৎপন্ন অর্থাৎ কারণাবস্থায় লীন সমগ্র বিশ্ব; সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ভগবানের ত্রিগুণাত্মক অংশ, এবং তাঁহার অমৃতস্বরূপ ত্রিগুণাতীত অংশ স্ব-রূপে অবস্থিত আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিশ্ব ভগবানের আংশিক প্রকাশ মাত্র।)॥ (৪প—৬অ—৪খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

যৎ 'ইদং' বর্ত্তমানং জগৎ তৎ 'সর্ব্বং' 'পুরুষ এব' । 'যদ্ভূতং' উৎপন্নং জগৎ 'যচ্চ ভাব্যং' ভবিষ্যজ্জগৎ তদপি পুরুষ এব যথাস্মিন কল্পে বর্ত্তমানাঃ প্রাণিদেহাঃ সর্ব্বেঽপি বিরাট্পুরুষস্যাবয়বাঃ তথৈব অতীতাগামিনোরপি কল্পয়োর্দ্রষ্টব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ । এতদেবোত্তরং স্পষ্টীক্রিয়তে—'অস্য' পুরুষস্য 'সর্ব্বাণি ভূতানি' কালত্রয়বর্ত্তীনি প্রাণিজাতানি 'পাদঃ' চতুর্থঃ অংশঃ । 'অস্য' পুরুষস্যাবশিষ্টং 'ত্রিপাৎ' স্বরূপং 'অমৃতং' 'বিনাশরহিতং' সৎ 'দিবি' দ্যোতনাত্মকে স্ব-প্রকাশ-স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ । যদ্যপি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাম্নাতস্য পরব্রহ্মণোইয়ত্তাভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যং, তথাপি জগদিদং ব্রহ্ম স্বরূপাপেক্ষয়া অল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপচারঃ । (৪প-৬অ ৪খ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (৬১৯) সামের মর্ম্মার্থ ।

বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ । এই জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত আছে । জগতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই তাঁহা হইতে আসিয়াছে এবং যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও সেই ভগবান হইতে আসিবে । কারণ, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না । প্রকাশমান জগৎ তো তাঁহারই প্রকাশ, তাহা ব্যতীত ভবিষ্যৎ জগৎও তাঁহাতে কারণাবস্থায় (In causal state) বর্ত্তমান আছে । তিনি জগতের মূলকারণ । সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তাঁহাতেই ছিল, এবং প্রলয়ের পরেও তাঁহাতেই থাকিবে সেই আদি কারণ হইতে জগৎ কার্য্যরূপে (As effect) প্রকাশিত হয় । এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতে 'কার্য্যকারণাভেদ' (Nondifference of cause and effect) এই দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য জগতেও এই মতবাদ সাদরে গৃহীত হইয়াছে । চৈতন্যবাদী (Idealist) দার্শনিকদিগের মতে বিশ্বের মধ্য দিয়া ভগবানই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন (The Eternal Idea is realising itself in and through the universe) ।

শুধু তাই নয় । তিনি কেবল মাত্র বিশ্বেই পর্য্যবসিত নহেন । বিশ্বাতিরিক্ত তাঁহার অমৃতময় সত্তা আছে । তিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন । ক্রিয়াশীল হইলে ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তিপ্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন, আবার, প্রলয়কালে আত্মলীন হইয়া অবস্থিতি করেন । দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মের এই শেষোক্ত অবস্থাকে 'কূটস্থ লক্ষণ' বলা হইয়াছে । তিনি জগৎ, তিনি জগদতীত, তিনি ত্রিগুণাত্মক, তিনি ত্রিগুণাতীত । মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে । (৪প—৬অ-৪খ-৫সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত) । ইহার একটি গেয়-গান আছে ।

ষষ্ঠ্যঃ সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ১

তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

উত অমৃতত্বস্য ঈশানো যৎ অন্নেন অতিরোহতি ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র র২ ১ ২ ২র ১ র র র

হাউ। ৩। তাবানস্য। মহা। ২ ৩ ইমা ৩। হাউ ৩। ততোজ্যায়াংশ্-

২ ১ র ২ ২ ১ ২ ১র র ২

শ্চপুরু ২ ৩ ষা ও ঃ। হাউ। ৩। উতামৃতত্বস্যেশা। ২ ৩ না ৩ঃ।

২র ১ র র ২ ১র ২ ২ ২

হাউ। ৩। যদন্নেনাতিরোহা। ২ ৩ তী ৩। হাউ ৩। বা ৩।

১ ১ ১ ১ ১

ইট্ ইড়া। ২ ৩ ৪ ৫ । ৬ ।

* * *

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা

'তাবান্' (ভূতভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপেণ অবস্থিতানি জগৎসৃষ্টিরূপকার্যাণি) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মহিমা' (সামর্থ্যং—বিশেষং ইতি যাবৎ)—ভবতি ইতি শেষঃ; 'চ' (তু) 'পুরুষঃ (ভগবান্) 'ততঃ' (অস্মাৎ মহিমায়াঃ) অপি 'জ্যায়ান্' (অতিশয়েন অধিকঃ, মহত্তরঃ—ভবতি ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) 'যদ্' (যঃ) 'অন্নেন' (শক্ত্যা, বলেন) 'অতিরোহতি' (অতিক্রামতি,—বিশ্বং ইতি যাবৎ,) সঃ ভগবান্ এব 'অমৃতত্বস্য' (অমৃতস্য) 'ঈশানঃ' (অধীশ্বরঃ, প্রদাতা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ, নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ভবতি; তস্য মহিমায়াঃ একাংশং এব বিশ্বরূপেণ প্রাদুর্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪প—৬দ—৪স—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান রূপে অবস্থিত জগৎসৃষ্টিরূপ কার্যসমূহ ভগবানের মহিমা বিশেষ; কিন্তু ভগবান্ এই মহিমা হইতেও মহত্তর; অপিচ যিনি

আপনার শক্তির দ্বারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন সেই ভগবান্‌ই অমৃতের অধীশ্বর অর্থাৎ অমৃতপ্রদাতা। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ অসীমশক্তিসম্পন্ন; তাঁহার মহিমার একাংশ মাত্র বিশ্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।)। (৪প—৬অ—৪খ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অতীতানাগত বর্ত্তমানরূপজগদাত্মাধারো যোঽস্তি 'তাবান্' সর্ব্বোঽপি 'অস্য' পুরুষস্য 'মহিমা' স্বকীয়-সামর্থ্য-বিশেষঃ। ন তু তস্য বাস্তবং স্বরূপং। বাস্তবস্তু 'পুরুষঃ ততঃ' মহিম্নোঽপি 'জ্যায়ান্' অতিশয়েনাধিক ইত্যর্থঃ। 'উত' অপিচ 'অমৃতত্বস্য' দেবত্বস্য অয়ং 'ঈশানঃ' স্ব-মায়য়া 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'অন্নেন' প্রাণিনাং ভোগ্যেন অন্নেন নিমিত্তভূতেন 'অতিরোহতি' স্বকীয়াং কারণাবস্থা মতিক্রম্য পরিদৃশ্যমান-জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ প্রাণিনাং কর্ম্মফলভোগায় জগদবস্থা স্বীকারাৎ নেদন্তস্য বস্তুত্ব মিত্যর্থঃ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৬২০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § • • § ——

ভগবান্ অমৃতপ্রাপক—তিনি অমৃতের অধীশ্বর। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় তাঁহার মহিমার তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাঁহার ইঙ্গিতে মহাপ্রলয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাই তাঁহার মহিমার শেষ নয়। তিনি অমৃত-স্বরূপ,—তাঁহার সন্তানগণকেও অমৃতত্ব প্রদান করেন। সৃষ্টি—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি—তাঁহার খেলা; আবার এই ত্রিগুণের বেড়াজালের মধ্য হইতে মানুষকে বাহির করিয়া তাঁহার অমৃতময় কোলে স্থান দেওয়াও তাঁহারই খেলা। এই খানেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকটিত। মানুষ এই অমৃতের আশাতেই চাতকের মত তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। এক ফোঁটা অমৃতবর্ষণে মানুষের অনন্ত পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায় তাঁহার এই মুক্তিদায়ক মূর্ত্তিই এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। (৪প—৬অ—৪খ ৬সা)। *

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তেতো বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিং অথঃ পুরঃ॥ ৭॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

অধি' বিরাড্দেহস্যোপরি তমেব দেহমধিকরণং কৃত্বা 'পুরুষঃ' তদ্দেহাভিমানী কশ্চিৎ পুমানজায়ত। যোঽয়ং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা স এব স্বমায়য়া বিরাড্দেহং ব্রহ্মাণ্ডরূপং সৃষ্ট্বা তত্র জীবরূপেণ প্রবিশ্য ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবোঽভবৎ (এতচ্চাথর্ব্বণিকউত্তরতাপনীয়ে বিস্পষ্টমামনন্তি—'স বা এষ ভূতানী-ন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য মূঢো মূঢ়ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈবেতি)। 'স জাতঃ' বিরাট্ পুরুষঃ 'অত্যরিচ্যত' অতিরিক্তোঽভূৎ। বিরাড্ব্যতিরিক্তো দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিরূপোঽভবৎ। পশ্চাদ্দেবাদি জীব ভাবাদূর্দ্ধং ভূমিং সসর্জ্জেতি শেষঃ। 'অথো' ভূমি সৃষ্টেরনন্তরং তেষাং জীবানাং 'পুরঃ' সসর্জ্জ :(পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভি রিতি পুরঃ) শরীরাণি। (৪প—৬অ—৪খ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৬২১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, ভগবানের নিকট সমস্ত কালই নিত্যবর্ত্তমান। অনন্তের দিক দিয়া (Form the standpoint of Eternity, subspecie eternitatis) একমাত্র বর্ত্তমান ব্যতীত অন্য কাল নাই। বিশেষতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় প্রতি মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং এই সৃষ্টিক্রমও অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। তাই আমরা বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করিয়াছি।

সেই পরমপুরুষ ভগবান আপনার মহিমায় অবস্থিত আছেন। তাঁহার ইচ্ছায় প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড—এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বের মধ্যে তাঁহার চৈতন্যশক্তি প্রবেশ করে। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ দ্যুলোক ভূলোক স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। এই বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতেও তাঁহার শক্তি বর্ত্তমান।

প্রচলিত সায়ণ-ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। কিন্তু অন্যান্য দু'একজন ব্যাখ্যাতার সহিত আমাদিগের যথেষ্ট অনৈক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।" এই ব্যাখ্যার শেষাংশের অর্থ মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৪প—৬অ—৪খ—৭সা)॥ *

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায় সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

মহেবামিতি পঞ্চর্চো বামদেবেন বীক্ষিতাঃ।
অত্রাদ্যৈকাস্তিমে চ যে ত্রিষ্টুভস্তাসু চাদিমা॥
উপরিষ্টাজ্জ্যোতিরিতি বহ্নুচৈব বিধীয়তে।
অন্তে অনুষ্টুভৌ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রথমা তথা॥
দ্বিতীয়ৈন্দ্রী চতুর্থী চ তৃতীয়াগ্নীন্দ্রিয়াত্মনঃ।
ত্রিভির্বামমিত্যেতি ছন্দোদেবতনির্ণয়ঃ॥

* * *

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মহে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যে অপ্রথেথাম্ অমিতং অভি যোজনম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
দ্যাবাপৃথিবী ভবতং স্যোনে

২র ৩ ১ ২
তে নঃ মুঞ্চতম্ অংহসঃ॥ ৮॥

* * *

গৌর-গানং।

১ ২র ১ ২ র র র র র ১ ২
১। হুবাই। ৩। রূপম্। মহেবাদ্যাবাপৃথিবীসু ৩ ভোজা ১ সা ২ উ।

র রর ১ ২ ২রর র ১
যেঅপ্রথেথামমিতমভী ৩ যোজা ১ না ২ ম্। দ্যাবাপৃথিবীভবা ৩ তাং-

২ ২র র ১ ২ ১
স্যো ১ না ২ ই। তেনোমুঞ্চতা ৩ মাংহা ১ সা ২ ঃ। হুবাই।

২র ৩ ৫র র ২র র ১
৩। রূপা ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ। রূপম্। ৩॥

* * *

২ ১র ২ ১ ২ র র র ২ র
২। প্রতিষ্ঠাগিপ্রতি। ষ্ঠা। ৩। বর্চোগিমনোগি। ঐহী। মহে-

র র র র র র র ২র রর র র রর
বাদ্যাবাপৃথিবীসুভোজসাবৈহী। যেঅপ্রথেথামমিতমভিযোজনাবৈহী।

২র র　র　　র র　র র　২র র　　র র র
দ্যাবাপৃথিবীভব ৩ ৺ স্তোনা। ঐহী। তেনোমুঞ্চতমং৺ হসাঐহী।

২ ২র ২　১　২ র　র　র
প্রতিষ্ঠাসিপ্রত। ষ্ঠা। ৩। বর্চ্চোসমানোসি। ঐহী ৩।

২　২র　২র ১
হাউবা। এ। ভূঃম্। ৩। ৮।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবাপৃথিবী' (হে দ্যুলোকভূলোকৌ) 'বাং' (যুবাং) 'সুভোজসৌ' (শোভনপালয়িত্রৌ) ভং 'মন্যে' (জানামি,—অহং ইতি শেষঃ); 'যে' (যুবাং) 'অমিতং' (অপরিমিতং অক্ষয়ং) 'যোজনং' (ভগবতা সহ মিলনকারকং, পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'দাত' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং) 'অপ্রবেধায়' (বিস্তারয়তং, প্রযচ্ছতং); 'দ্যাবাপৃথিবী' (হে দ্যুলোকভূলোকৌ) 'তে' (যুবাং) 'স্তোনে' (সুখায়, পরমানন্দায়—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'ভবতং' অস্মভ্যং পরমানন্দং প্রযচ্ছতং ইত্যর্থঃ; তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'মুঞ্চতং' (মোচয়তং, রক্ষতং); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পরমানন্দং প্রযচ্ছ তথা পাপাৎ রক্ষ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭প ৬অ—৪খ—৮সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা উত্তম পালনকারী তাহা আমি জানি; আপনারা অক্ষয় পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; এবং আমাদিগকে পাপ হইতে মোচন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন এবং পাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (৪প—৬অ—৪খ—৮সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দ্যাবাপৃথিবীং' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! 'বাং' যুবাং 'সুভোজসৌ' শোভনপালয়িত্র্যাবিতি 'মন্যে' অহং জানামি হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ! 'অমিতং' অপরিমিতং 'যোজনং' (যুজ্যতে পুরুষোঽনেনেতি যোজনং) ধনাদিং তং 'অভ্যপ্রবেধাং' অভিবিস্তারয়তং। হে 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! যুবাং অস্মাকং 'স্তোনে' সুখরূপে চ সুখকার্য্যে 'ভবতং' 'তে' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'নঃ' অস্মান্ 'অংহসঃ' পাপাৎ 'মুঞ্চতং' মোচয়তং। (৪প—৬অ—৪খ—৮সা)।

• • •

অষ্টম (৬২২) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡·‡——

জগৎ ভগবানেরই বিকাশ—সর্ব্বত্রই ভগবানের শক্তি বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক পদার্থই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রভৃতি সমস্তই একসূত্রে গ্রথিত। এই বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে ভগবানের শক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশমান। চন্দ্র-সূর্য্যে তাঁহার জ্যোতির পরিচয় পাই, অসীম অনন্ত গগন মনে তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা জাগাইয়া দেয়। সুতরাং তাঁহার এই বিভিন্ন প্রকাশকে যদি মানুষ বিভিন্নভাবে আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই আরাধনা, সেই পূজা ভগবানের চরণেই পৌঁছায়। অবশ্য এই প্রকাশকে তাঁহারই প্রকাশহিসাবে (As his manifestation) পূজা করিতে হইবে—শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন বস্তু ভাবে নয়। জড়বাদ অথবা জড়োপাসনা এবং চৈতন্যবাদ অথবা বিশ্বে অনুস্যূত ও প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্যসত্তার উপাসনার মধ্যে অনেক সময় বাহিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই উভয় প্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে,—ভাব ও জ্ঞানের দিক দিয়া। তাই একজনের পাথর-পূজা—জড়োপাসনা ; আর অন্যজনের শালগ্রাম-পূজা—অনন্তপুরুষ ভগবানের আরাধনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ভাবধারা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাই তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে বুঝিতে পারেন না, তাই তাঁহারা হিন্দুর প্রতীকোপাসনাকে গ্রীক ও রোমীয়দিগের মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে একাসনে স্থান দিতে চাহেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মূর্ত্তিপূজা ও ভারতীয় প্রতীকোপাসনা যে এক নহে, তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধ হইবে।

ভগবানের এই বিকাশের দিক দিয়াই দ্যুলোক—ভূলোকের নিকট অথবা দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রার্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিশদীকৃত হইয়াছে। (৪প—৩অ ৪খ—৮সা)। *

——•——

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

হরী ত ইন্দ্র শ্মশ্রূণি উতঃ তে হরিতৌ হরী।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তন্ত্বা স্তবন্তি কবয়ঃ পুরুষাসো বনর্গবঃ ॥ ৯ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়-গান আছে।

নবম (৬২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

'ত্বঞ্চ অপাপবিদ্ধং' ভগবানই মানুষকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। তাঁহার জ্যোতিঃ মানুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেস্থান হইতে পাপতাপ অজ্ঞানতা মায়ামোহ দূরে পলায়ন করে। যিনি জ্ঞানভক্তিসমন্বিত তাঁহার হৃদয়ই ভগবানের প্রকৃষ্ট আসন। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণই ভগবানের স্পর্শলাভ করেন। জ্ঞানের জ্যোতিঃতে তাঁহারা তাঁহাদিগের গন্তব্যপথ চিনিয়া লইতে পারেন। তাই, তাঁহারা সেই চরম গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার উপযোগী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবানও কৃপাপরায়ণ হইয়া তাঁহার সন্তানকে শক্তি ও দিব্যজ্যোতিঃ প্রদানে কৃতার্থ করেন। মন্ত্রে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মন্ত্রান্তর্গত 'হরিশ্রি' পদই বিশেষভাবে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের 'দাড়ীগোপ' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সোমপানে দাড়ীগোপ কি সমস্তই হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়? অপিচ সাধকগণের ভক্তির সহিত হরিদ্বর্ণ দাড়ীরই বা কি সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে? আমরা ঐ পদ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেও (সামবেদ ৩অ—১১খ—১১দ ৩সা) আলোচনা করিয়াছি; সেখানে নিরুক্ত-সম্মত অর্থ গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এতদ্ব্যতিরিক্ত আভিধানিক ধাতুগত একটী অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে। 'হরী' পদ সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৪প ৬খ—৪ধ—২সা)। *

দশমং সাম।

২উ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

যৎ বর্চ্চো হিরণ্যস্থ যদ্বা বর্চ্চো গবামুত।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সত্যস্থ ব্রহ্মণো বর্চ্চঃ তেন মা সংসৃজামসি ॥১০॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ২ ১ ২ ১ ২র ১র ১ ২র ১র

১। হাউ। ৩। অহমস্মদ্‌। ৩। অহমস্মাদো। হমস্মাদো। ২।

২র ২র ২র ১ ২র ১ ২র ১ ২

হংবিধারয়ো। ২। হংবিধারয়ঃ। হাউ। ৩। যদ্‌বর্চ্চোহিরণ্য।

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়গান আছে।

১　র১২র১র২　১　২১২　২র১　২　১র২র
স্তা। যশোবর্চ্চোপবায়ু। স্তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাশ৺-

২র　১　২র　২১　২১২র১র
স্বজাম। গাই। হাউ। ৩। অহমস্মি। ৩। অহমস্মাদো।

১ ২র১র　১ ২র ১র　১ ২র ১　২S
হমাস্মাদো। ২। হংবিধারয়ো। ২। হংবিধারয়ঃ। হাউ ৩।

২ ২র ২১ ২১২র১র২ ২র ১　১
বা। এ। অহমস্মহমস্মাদোহংবিধারয়ঃ। ৩। এ।

র১　র ৩ ১ ১ ১ ১
অহ৺স্বর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র　২১　২র　১　১ ২র১　২১
২। হাউ। ৩। অহ৺সহো। হ৺সহো। ২। হ৺সাসহি। অহং

২র১　২১ র২র১র　১ র২র১র১　২র
সাসহি। ২। অহ৺সাসহানো। হ৺সাসহানোহ৺সাসহানঃ। হাউ।

১ ২র ১২　১　১র১২১র২　১　২১২১ ২র১
৩। যশর্দ্ধোহিরণ্য। স্তা। যশাবর্চ্চোপবায়ু। স্তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব।

১ ২র ২র২ ২র　১　২র　২১ ২র　১
চাঃ। তেনমাশ৺স্বজাম। গাই। হাউ। ৩। অহ৺সহো। হ৺-

২র　১ ২র১　১২ ২র　২১ র র ১র
সহা। ২। হ৺সাসহিঃ অহ৺সাসহিঃ। ২। অহ৺সাসহানো।

১ র২র১র　১ র২র১　২ঃ　২ ২র ২১
হ৺সাসহানো। হ৺সাসহানঃ। হাউ। ৩। বা। এ। অহ৺-

২র১ ২র১ ২১ র২র১　২র ২১
হোহ৺সাসহিরহ৺সাসহানঃ। ৩। এ। অহ৺-

র ৩ ১ ১ ১ ১
স্বর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২র ২১ ২র ১ ১ ২র
৩। হাউ। ৩। অহংবর্চ্চো। অহংবর্চ্চো। হংবর্চ্চঃ। হাউ। ৩।

১ ২র ১ ২ ১ ১২র১২র১র২ ১ ২১২১২র১
যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব।

১ ৩র ২র১ ২র ১ ২র ১ ২র
চাঃ। তেনমা৺সৃজাম। সাই। হাউ। ৩। অহংবর্চ্চো।

২ ২র ১ ২র ২ ২র ১২
হংবর্চ্চো। হংবর্চ্চ। হাউ। ৩। বা। এ। অহংবর্চ্চঃ। ৩।

২র ২ র ২ ১ ১ ১ ১
এ। অহ৺সুবর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ২১র২র ১২২র ১ র ২র
৪। হাউ। ৩। অহংস্তেজো। হংস্তেজো। হংস্তেজঃ। হাউ। ৩।

১ ২র ১ ২ ১ ১২র১২র১র২ ১ ২১২১ ২র ১
যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ।

১র ২র ২র ১ ২র ২১র২র ১র২র
তেনমা৺সৃজাম। সাই। হাউ। ৩। অহংস্তেজো। হংস্তেজো।

১র ২র ২১র ২১
হংস্তেজঃ। হাউ। এ। অহংস্তেজঃ। ৩। এ। অহ৺-

র ৩ ১ ১ ১ ১
সুবর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১২র ১ ২রA ১র২র ১র
৫। হাউ। দিশন্দুহে। দিশন্দুহে। ২। দিশৌহুহে। ৩। দিশো-

২র ১র২র ২র ১ ২র১ ২ ১ ১২র১২র
হুহে। সর্ব্বাহুহে। ৩। হাউ। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চো-

১র২ ১ ২১২১ ২র১ ১ ১র২র১ ২র ১
গবামু। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমা৺সৃজাম। সাই।

২র ১ ২ র ১ র ২ র ১ র ২ র
হাউ। ৩। দিশন্দুহে। ভা। দিশোদুহে। ৩। দিশোদুহে।

১ র ২ র ২র ২ ২র ১ ২ র ১ র ২ র
সর্ব্বাদুহো। ৩। হাউ। বা। এ। দিশন্দুহেদিশোদুহে-

১ র ২ র ১ ২ ২ র ২র ২ ১
দিশোদুহেসর্ব্বাদুহে। ৩। এ। অহৎ-

র ৩ ১ ১ ১ ১
সুবর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

*

২র ১ র ২ ১ ২ ১ র ২
৬। হাউ। ৩। মনোজয়িৎ। ৩। হৃদয়ঞ্জয়িৎ। ৩। ইন্দ্রোজয়িৎ। ৩।

২ ১ ২র ২র ১ ২র ১ ২ ১ ১ ২র ২র ১ র ২
অহমজৈষম্। ৩। হাউ। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু।

১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ১ ১১ ২র ২র ১ ২র
ভা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাসংসৃজাম। সাই। হাউ।

১ র ২ ১ ২ ১ র ২
মনোজয়িৎ। ৩। হৃদয়ঞ্জয়িৎ। ৩। ইন্দ্রোজয়িৎ। ৩।

২ ১ ২র ২S ২ ২র ১ র ২ ১ ২
অহমজৈষম্। ৩। হাউ ৩ বা। এ। মনোজয়িদ্ধৃদয়-

১ র ২ ১ ২র ২র ২ ১
ঞ্জয়িদিন্দ্রোজয়িদহমজৈষম্ ৩। এ। অহৎ-

র ১ ১ ১ ১
সুবর্জ্যোতী ১ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ৩।

*

২র ১ ১ র ২ ২র ১ ২র
৭। হাউ। ৩। বয়ঃ। ৩। বয়োবয়ঃ। ৩। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চো-

১ ২ ১ ১ ২র ১ ২র ১ র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ১
হিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু। ভা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ।

১র ২র ১ ২র ১ ২র ১ ২ র
তেনমাসংসৃজাম। সাই। হাউ। ৩। বয়ঃ। ৩। বয়ো-

২ ২১ ২ ২র ১ র২র২
বয়ঃ। ৩। হাউ ও। বা। এ। বয়োবয়োবয়ঃ। ৩।

২র ২১ র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। অহ৬ স্থবর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

২র ২র১ ২র১ র২ ২র ১ ২র১ ২
৮। হাউ। ৩। রূপম্। ৩। রূপ৬ রূপম্। ৩। হাউ ৩। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য।

১ ১২র১২র র২১ ২১২১১২র১ ১ ১র ২র১ ২র
স্যা। যৎবাবর্চ্চোগবামুতা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাসও স্থজাম।

১ ২র ২র১ ২র১ র১ র২
সাই। হাউ। ৩। রূপম্। রূপা৬ রূপম্। ৩। রূপম্। ৫।

২র ২১ র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। অহ৬ স্থবর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

১ ২ — ১ ২ ১ ২ ২র১র ২ ২
৯। হিহিয়উ ২। ৩। উদপপ্তম্। উদপপ্তম্। ৩। উর্দ্ধানভা৬ স্য-

১ ২র ১ ২ ২র ২র
কুপ। । বাস্তোৎগম্। ৩। অতত্তনম্। ৩। হাউ। হাউ।

২র ১ ২র১ ২ ১ ১ ২র১২ ১র২ ১ ২১২
হাউ। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চগবামু। তা। সত্যস্য-

১ ১র১ ১ ১র২র১ ১র ১ ১ ২ —
ব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাসও স্থজাম। সাই। হিহিয়উ ২। ৩।

১ ২ ২র৩র র ২ ১ ২র
উদপপ্তম্। উর্দ্ধানভা৬ স্যকুপি। ৩। বাস্তোত্তৃগম্। ৩।

১ ২ ২১ ২ ২র ১ ২ ২১র র ২
অতত্তনম্। ৩। হাউ ৩ বা। এ। উদপপ্তমুর্দ্ধোনভা৬ স্য-

১ ২র ১ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
কুপিস্যস্তোৎসমতত্তনম্। এত। পিমস্থা ২ ৩ ৪ ৫।

১র　　১ র　　১ ২র　　২র　　১ ২৪
১০। হাউ। ৩। প্রথে। ৩। প্রত্যষ্ঠাম্। ৩। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চো-
১ ২　　১　　১ র ১ ২র ১ র ২　　২ ১ ২ ১　২র ১　　১
হিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামুত। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ।
১র ২র ১　২র　　১　　২র　　১ র　　১ ২র
তেনমাসও্স্জাম। সাই। হাউ। ৩। প্রথে। ৩। প্রত্যষ্ঠাম্। ৩।
২S ৩　　২　২র　　১ র　　২র　　২র
হাউ ৩। বা। এ। প্রথেপ্রত্যস্টাম্। এ।
২ ১　　র ৩ ১ ১ ১ ১
অহও্স্বার্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যস্য' (হিতরমণীয়স্য, পরম-মঙ্গলদায়কস্য সৎকর্ম্মণঃ ইতি যাবৎ) 'যৎ' 'বর্চ্চঃ' (জ্যোতিঃ) 'উত' (অপিচ) 'সত্যস্য' (সত্যস্বরূপস্য) 'ব্রহ্মণঃ' (ভগবতঃ যদ্বা বেদজ্ঞানস্য, ব্রহ্মজ্ঞানস্য) যৎ 'বর্চ্চঃ' (জ্যোতিঃ) 'তেন' (তাভিঃ সহ) 'মা' (মাং) 'সংসৃজামসি' (সংযোজয়ানি—অহং ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং তথা পরাজ্ঞানং লভেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প - ৬অ—৪খ - ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরম মঙ্গলদায়ক সৎকর্ম্মের যে জ্যোতিঃ এবং জ্ঞানের যে জ্যোতিঃ অপিচ সত্যস্বরূপ ভগবানের (অথবা বেদজ্ঞানের) যে জ্যোতিঃ তাহা-দিগের সহিত আমাকে যেন আমি সংযোজিত করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রর্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)। (৪প—৬অ—৪খ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বামদেব ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। আশাসনে বিনিযোজ্যা। 'হিরণ্যস্য' হিতরমণীয়স্য এতন্নামকস্য 'যদ্বর্চ্চঃ' তেজোঽস্তি। 'যদ্বা' অপিচ। 'গবাম্' এতন্নামকানাং 'যদ্বর্চ্চঃ' তেজোঽস্তি। 'উত' অপিচ। 'সত্যস্য' সর্ব্বৈঃ সম্মতস্য 'ব্রহ্মণঃ' যদ্বর্চ্চোঽস্তি তেন তৈঃ 'মা' 'সংসৃজামসি' সম্পাদয়ামঃ। ধনবন্তঃ পশুমন্তঃ শ্রোত্রিয়া ভবেমেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ১০॥

* * *

দশম (৬২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং পরাজ্ঞানলাভ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যকারও মন্ত্রটীকে প্রার্থনা-মূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রার্থনার বিষয় ভাষ্যে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাষ্যকার 'হিরণ্য' পদের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে 'হিরণ্য' পদে স্বর্ণাদিধনকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'হিরণ্য' পদে, যাহা মানুষের প্রকৃত হিতকারক ও প্রার্থনীয় সেই সম্পদকেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি 'হিরণ্য' পদে এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ঐ অর্থে মন্ত্রের প্রার্থনার সঙ্গতিও রক্ষিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত অর্থাগমের কোন সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে করি না। 'সত্যস্য ব্রহ্মণঃ বর্চ্চঃ' পদসমূহ ভাষ্যকারও ব্রহ্মজ্ঞান অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 'গবাং' পদ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। পশুলাভের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের বা বেদজ্ঞানের কোন সম্পর্ক সংসূচিত হয় না। আমরা পূর্ব্বাপরই 'গো' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও ঐ অর্থের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাই এই আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে—"আমি যেন সৎকর্ম্মসাধনের জ্যোতিঃ অর্থাৎ শক্তি এবং পরাজ্ঞানলাভ করিতে পারি।" মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে॥ (৪প - ৬অ - ৪খ - ১-সা)॥

—†‡—

একাদশং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
সহস্তন্ন ইন্দ্র দদ্ধি ওজ

৩ক ২ ৩ ১ ২
ঈশে হ্যস্য মহতো বিরপ্শিন্।

২ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ক্রতুং ন নৃম্ণ৺স্থবিরঞ্চ বাজং

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
বৃত্রেষু শত্রূন্ৎসহনা কৃধী নঃ॥ ১১॥

• এই সাম-মন্ত্রটীর দশটী গেয়-গান আছে।

গেয়-গানং।

২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র
হাউ। ৩। আইহী। ৩। ওহা। ২। ওহা৩। হাউ। ৩।

১ -- ১ ১র -- ১S ২র ১ ১র র
সহস্তন্নইন্দ্রদধ্যো। ২ জাঃ। আয়া ২ উ। উ। আযাউ। ৩। ঈশেহ্যন্ত-

র -- ১ ১র — ১S ২র ১ ১
মহতোবিরা ২ প্‌শায়িন্। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩। ক্রতু-

— ১ ১র -- ১S ২র ১
ম্ননৃম্নঁ বিরক্ষবা ২ জাম্। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩।

২ ১র র — ১র — ১S ২র ১
বৃত্রেষুশক্রংৎস্হনাপ্পণা ২ ইনাঃ। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩।

২র ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২S
হাউ। ৩। আইহী। ৩। ওহা। ওহা। ওহা৩। হাউ৩।

২র ২র ১র ২ ১ ২ র ১র র র৩ ১ ১ ১ ১
বা। এ। আয়ুর্দ্ধাঅস্মভ্যংবর্চ্চোধাদেবেভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিরপ্শিন্' (জয়প্রাপক) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'তে' (তব) 'সহঃ' (শত্রুনাশিকাং) 'ওজঃ' (শক্তিং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দদ্ধি' (প্রদেহি); ত্বম্ 'হি' (এব) 'মহতঃ' 'অস্য' (শক্তেঃ) 'ঈশে' (অধীশ্বরঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'ক্রতুং ন' (সৎকর্ম্ম ইব, সৎকর্ম্মণা যথা ধনং লভ্যতে তদ্বৎ) 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'চ' (তথা) 'স্থবিরং' (প্রবৃদ্ধং, প্রভূতং) 'বাজং' (বলং, শক্তিং—অস্মভ্যং প্রযচ্ছ—ইতি শেষঃ; অপিচ, 'বৃত্রেষু' (আবরকেষু, পাপেষু, পাপনাশায় ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'শত্রূন্ সহনা' (রিপুজয়িনঃ) 'কৃধি' (কুরু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং রিপুজয়শক্তিং তথা পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৬অ—৪খ—১১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জয়প্রাপক বলাধিপতি হে দেব! আপনার শত্রুনাশিকা শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; আপনিই মহান্ শক্তির অধীশ্বর; হে দেব! সৎকর্ম্মের দ্বারা যেরূপ ধন লাভ হয়, সেইরূপ পরমধন এবং প্রভূত শক্তি

আমাদিগকে প্রদান করুন; অপিচ পাপনাশের জন্য আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে রিপুজয়শক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৪প—৬অ—৪খ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিরপ্‌শিন্' বিশেষেণ রপণং ব্যক্তবচনং তদস্যাস্তীতি বিরপ্‌শী, তস্য সম্বোধনং হে বিরপ্‌শিন্! বিশেষেণ স্তোত্রবিষয়ে সত্যবাক্য ইন্দ্র।' 'তে' তব 'সহঃ' শত্রূণামভিভবনরূপং 'ওজঃ' বলং 'নঃ' অস্মভ্যং 'দদ্ধি' দেহি। (দদাতেশ্ছান্দসং রূপং লোটি হের্দ্ধিভাবাদিনা) যস্মাৎ ত্বং তস্য 'অস্য' 'মহতঃ' বলস্য 'ঈশে' ঈশ্বরো ভবসি। অতো হে ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মাকং 'ক্রতুং নঃ' যজ্ঞমিব 'নৃম্ণং' ধনং 'স্থবিরং' অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং, 'বাজং' বলং চ 'কৃধি' কুরু। কিঞ্চ নোঽস্মাকং 'শত্রূন্' 'বৃত্রেষু' আবরকেষু উপায়েষু 'কৃধি' কুরু। (৪প—৬অ—৪খ—১১সা)॥

* * *

একাদশ (৬২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে প্রার্থনা ও নিত্য-সত্য উভয়ই আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যকারও মন্ত্রের প্রথম ও শেষাংশকে প্রার্থনা-মূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মধ্যাংশে আছে—নিত্যসত্য।

ভগবান্‌ই শক্তির অধীশ্বর। তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ শক্তি লাভ করে। তাই দুর্ব্বল মানুষ যখন ভীষণ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইতে থাকে, তখনই দুর্ব্বলের বল, পরম শক্তির আধার, ভগবানের দিকেই শক্তি লাভের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়। একমাত্র ভগবান্‌ই মানুষকে রিপুজয়ী করিতে পারেন, একমাত্র তাঁহারই কৃপায় মানুষ পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। তাই তাঁহার নিকটেই মানুষ আপনার প্রার্থনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রে 'বৃত্রেষু' পদে ভাষ্যকার 'আবরকেষু উপায়েষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এবার বৃত্রাসুর প্রভৃতির আখ্যান আনা হয় নাই। আমরাও 'আবরক' অর্থ গ্রহণ করি। যাহা আমাদিগের দৃষ্টি আবরণ করে, যাহা আমাদিগের পবিত্রতা আবরণ করে, সেই মহাসুর—অজ্ঞানতা, পাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভগবান্ সেই পাপ অজ্ঞানতা দূরীভূত করিয়া অমৃতধারায় আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্র অভিষিক্ত করেন, তাই তাঁহার এক নাম—বৃত্রঘ্ন। ভগবান্‌ই মানবকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন, তাই তাঁহার নিকট পাপনাশও শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৪প—৬অ—৪খ—১১সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

দ্বাদশং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সহর্ষভাঃ সহবৎসা উদেত
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীঃ দ্ব্যূধ্নীঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উরুঃ পৃথুঃ অয়ং বো অস্তু লোক
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ইমা আপঃ সুপ্রপাণা ইহস্ত ॥ ১২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১ ২ ১ ২র ১ ২র ১র ২ ১ র২র১র২
হাউ ৩ বা। সহর্ষভাঃসহবৎসা। উদেত। হাউ ৩ বা। বিশ্বারূপাণি-
১ ২র র র ২S ২ ১ ২ ১ র১ র ২ র ১ ২s
বিভ্রাতোদ্ব্যূধ্নীঃ। হাউ ৩ বা। উরুঃপৃথুরয়ম্বোঅস্তুলোকঃ। হাউ ৩
২ ১র ২ ২ র ১র ২ ২s
বা। ইম। আপাস্সুপ্রপাণাইহস্ত। হাউ ৩ বা।

১ ২ ১
অশ্বমিন্দ্রীয়ে ৩ হসুমা ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহর্ষভাঃ' (অভীষ্টবর্ষণসহিতাঃ, অভীষ্টবর্ষকাঃ) 'সহবৎসাঃ' (সৎকর্ম্মরূপসন্তানসহিতাঃ, সৎকর্ম্মপ্রাপকাঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'রূপাণি' (সৃষ্টবস্তূনি) 'বিভ্রতীঃ' (ধারণকারিণঃ, বিভ্রতঃ) 'দ্ব্যূধ্নীঃ' (হে অমৃতপ্রবাহাঃ) যূয়ং 'উদেত' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়ত) 'উরুঃ' (বিস্তীর্ণঃ) 'পৃথুঃ' (মহান্) 'অয়ং লোকঃ' (অয়ং বিশ্বঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং—অধীনঃ ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতু); সর্ব্বে লোকাঃ অমৃতং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ; 'ইমা আপঃ' (যুষ্মদীয়া অমৃতপ্রবাহাঃ—যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, অস্মদর্থং) 'সুপ্রপাণাঃ' (সুখেন পাতুং যোগ্যাঃ, সুখপ্রাপ্যাঃ, অনায়াসলভ্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্ত' (ভবত); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—৪খ—১২সা)।।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মপ্রাপক সকল সৃষ্টবস্তু ধারণকারী হে অমৃতপ্রবাহসমূহ! আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; বিস্তীর্ণ মহান্ এই বিশ্ব আপনাদিগের কৃপাধীন হউক; (ভাব এই যে,—সকল লোক অমৃত প্রাপ্ত হউক); আপনাদের সম্বন্ধীয় অমৃতপ্রবাহ অর্থাৎ আপনারা আমাদিগের জন্য অনায়াসলভ্য হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃত প্রাপ্ত হই।)॥ (৪প—৬অ—৪খ—১২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহর্ষভাঃ' বৃষভৈঃ সহিতাঃ! 'সহবৎসা' বৎসৈঃ সহিতাঃ! গাবঃ! 'স্বাধ্নীঃ' সায়ং প্রাতঃকালে দ্বিবিধান্যুধাংসি যাসাং তা স্বাধ্নীঃ স্বাধ্নাঃ! 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি নানা 'রূপাণি' 'বিভ্রতী' বিভ্রত্যঃ যূয়ং 'উদেত' উদগচ্ছত সমৃদ্ধাঃ আগচ্ছত। কিঞ্চ। 'উরু' বহুঃ 'পৃথুঃ' বিস্তীর্ণঃ। (উরুঃ পৃথুরিতি শব্দাভ্যাং আয়ামবিস্তারৌ উচ্যেতে)। 'অয়ং লোকঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'অস্তু' ভবতু। 'ইমা আপঃ' 'ইহ' লোকে ভূতলে অস্মিংস্থানে 'সুপ্রপাণাঃ' সুখেন প্রকর্ষেণ পাতুং যোগ্যাঃ সন্তু তস্মাদিহ বশীভূতাঃ 'স্থ' ভবত উপবিশতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১২॥

ইতি ষষ্ঠ্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪·

দ্বাদশ (৬২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'বিশ্বের সকলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হউক, জগৎ অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হউক। বিশ্ববাসী কেহই যেন অমৃত লাভে বঞ্চিত না হয়। আমরা যেন অনায়াসেই সেই অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া জীবনের দুঃখ তাপ মুছিয়া ফেলিতে পারি।' মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনার ইহাই সার-মর্ম্ম। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মোটেই ঐক্য হয় নাই। ভাষ্যকার গাভীকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন—যদিও মূলে গাভীর কোন উল্লেখ নাই। 'বৎস' শব্দ থাকিলেই কি গাভীর সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে? 'বৎস' শব্দে যাহা লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার (ঋগ্বেদ-১ম—১১সূ-১ঋ; ১ম—১১০সূ—৮ ঋক্) আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারেই বর্ত্তমান মন্ত্রে 'সহবৎসাঃ' পদের অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যদি গাভীর সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতীঃ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে কি? শুধু তাই নয়, গাভী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে সমস্ত মন্ত্রটীরই এক অদ্ভুত অর্থ হয়। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (৪প-৬অ-৪খ-১২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———ঃ।ঃ———

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

———।ঃ*ঃ।———

আরণ্যকং পর্ব্ব (চতুর্থং পর্ব্ব)। ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

—ঃ•ঃ—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্ন আয়ূꣳষি পবস আসুব ঊর্জ্জম্ ইষং চ নঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আরে বাধস্ব ছুচ্ছুনাম্ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১ ২র ১ — ১২১র র ২ র ১র২
ভ্রাজা। ২। ভ্রাজা ৩ ১ উ। বা ২। অগ্নআয়ূꣳষিপবসে। আসু-
১র২ ১ ২ ২র১রর২ ১ র ২র ১ ২র
বোর্জ্জমিষঞ্চনঃ। আরেবাধস্বছুচ্ছুনাম্। ভ্রাজা। ২। ভ্রাজা ৩ ১
১ — ২র ১র
উ। বা ২। এ। ভ্রাজ। ৩। ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'আয়ূংষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ) 'চ' (তথা) 'ঊর্জ্জং' (বলকরং, শক্তিপ্রদায়কং) 'ইষং' (সিদ্ধিং) আসুব' (আভিমুখ্যেন প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'দুচ্ছুনাং' (রিপূন্) 'আরে' (দূরে, অস্মত্তঃ দূরে,—প্রেরয় ইতি যাবৎ) তথা তান্ 'বাধস্ব' (বিনাশয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ তথা সৎকর্ম্মসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।। (৪প—৬অ—৫খ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন এবং শক্তিপ্রদায়ক সিদ্ধি প্রদান করুন; রিপুদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করুন এবং তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী এবং সৎকর্ম্মসমর্থ করুন।)॥ (৪প—৬অ—৫খ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

চতুর্দ্দশার্চ্চ আয়ুষীত্যাস্যান্তত্র জগত্যসৌ।
নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ্ চিত্রমিতি গায়ত্র্যো দ্বাদশেতরাঃ।
অঙ্গিরাঃ পবমানস্য স্তুতিঃ গৌর্বীত্রয়োদশ।
ঋষীণাং নিপ্রকীর্ণত্বাৎ তত্রাভিদধ্মহে॥
শতং বৈখানসা এবং দৃষ্টবন্তো মহর্ষয়ঃ।

হে 'অগ্নে' পবমান-রূপ! অস্মাকং আয়ূংষি অস্মচ্ছেতন্নামকানি বা 'পবসে' ক্ষরসি 'নঃ' অস্মাকং 'ঊর্জং' অন্নরসং 'ইষং' অন্নং চ 'আসুব' আভিমুখ্যেন প্রেরয়। কিঞ্চ 'দুচ্ছুনাং' (রক্ষোনামৈতৎ) রক্ষাংসি 'আরে' অস্মত্তো দূরএব 'বাধস্ব' সম্পীড়য় ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৬২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সাধনশক্তি লাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমে শক্তি লাভ, তারপর সিদ্ধি। হৃদয়ে শক্তির উন্মেষ না হইলে, শক্তির অনুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে, সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। ভগবান আমাদিগকে সিদ্ধি বা মোক্ষ প্রদান করেন বটে; কিন্তু সেইজন্য মানুষকে সাধনা করিতে হয়। তিনি মানুষের

হৃদয়ে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনবলে তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া, তাঁহার চরণে ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিবেদন না করিয়া, শুধু মুখের কথায় মোক্ষ লাভ হয় না। তাই সাধক নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গাহিয়াছেন—

"ডাকলাম না ডাকার মত শুক যাতে শুনতে পায়
মুখের কথায় ডাক তাঁরে সে কদা কি তাঁর কানে যায়।"

শক্তি লাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন। মুক্তি লাভের জন্য শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সেই শক্তিও তিনিই মানুষকে প্রদান করেন। তাই, এই শক্তি ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম সম্পাদনে, সর্ব্ব প্রধান বিঘ্ন মানুষের অন্তরস্থ রিপুগণ। তাই তাহাদের বিনাশের জন্য, সাধনমার্গ সুগম করিবার জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে না। হাজার বৎসর বাঁচিয়াও যে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহার জীবনমৃত্যু সকলই সমান—মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার আয়ুষ্কাল আছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু, বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাই 'আয়ুঃ' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৪প—৮প ৫খ-১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়া সাম।

৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২র
বিভ্রাট্ বৃহৎপিবতু সোম্যং

৩   ১ ২   ৩ ১ ২ ৩   ১ ২
মধু আয়ুঃ দধৎ যজ্ঞপতৌ অবিহ্রুতম্।

১ ২   ৩   ১   ২ ৩ ১ ২ ৩   ১
বাতজুতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা

৩ ১   ২   ৩ ১র   ২র
প্রজাঃ পিপর্ত্তি বহুধা বিরাজতি ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের উনাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী।

গেয়-গানং।

১২ ১র ১ ২ ২ ২ ১র
১। হাহাউ। ৩। ইড়া। ৩। হস্। অভস্মৈ। ৩। বিভ্রাড়ু-

র — ১ — ১র র — ১ ...
বৃহৎপিবত্তুসোমিয়া ২ ম্মাধু ২। আয়ুর্দ্দধদ্যজ্ঞপতাবহা ২ ইহ্রুতা ২ ম্।

১র র র র — — ২ ১র র ...
বাতজূতোযোঅভিরক্ষতা ২ ইত্মানা ২। প্রজাঃপিপর্ত্তিবহুধাবিরা ২

১ — ১২উ ১র ১ ১২ র
জাতী ২। হাহাউ। ৩। ইড়া। ৩। হস্। ৩। অভস্মৈ। ৩।

১র ৩র ২ ১ — ২ ১ র ১র ৩র ২
ঔহোবাহাউ। বা। ম্ম ২ ট্। অভস্মৈ ৩। ঔহোবা হাউ।

২ ১ — ২ ১ র ১র ৩র ২
বা। ম্ম ২ ট্। অভস্মৈ। ৩। ঔহোবাহাউ।

২ ১ ...
বা। ভ্রা ২ ট্। ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিভ্রাট্' (বিশেষেণ দীপ্যমানঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ দেবঃ) 'যজ্ঞপতৌ' (সৎকর্ম্মসাধকে, সৎকর্ম্মসাধকায় ইত্যর্থঃ) 'অবিহ্রুতং' (নিষ্কণ্টকং) 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি); সঃ অস্মাকং হৃদয়স্থিতং 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'সোম্যং' (সত্ত্বভাবময়ং) 'মধু' (অমৃতং) 'পিবতু' (গৃহ্লাতু); ভগবান্ অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উৎপাদ্য তং গৃহ্লাতু—ইতি ভাবঃ; 'বাতজূতঃ' (বায়ুবেগসম্পন্নঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ) 'যঃ' (যঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'ত্মনা' (আত্মনা, আত্মশক্ত্যা) 'প্রজাঃ' (লোকান্) 'অভিরক্ষতি' (সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি) তথা 'পিপর্ত্তি' (পালয়তি); অপিচ, সঃ 'বহুধা' (বহুবিধেন, বিশেষরূপেণ) 'বিরাজতি' (দীপ্যতে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি-লোকেভ্যঃ ইতি যাবৎ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকানাং রক্ষকঃ তথা পালকঃ ভবতি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প ৬দ—৫ম সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পরমজ্যোতির্ম্ময় দেব সৎকর্ম্মসাধককে নিষ্কণ্টকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করেন; তিনি আমাদিগের হৃদয়স্থিত মহান্ সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন; (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব

উৎপাদন করিয়া তাহা গ্রহণ করুন); আশুমুক্তিদায়ক ভগবান্ আত্মশক্তিদ্বারা লোকদিগকে রক্ষা করেন এবং পালন করেন; অপিচ, তিনি বিশেষরূপে লোকদিগকে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের রক্ষক এবং পালক হয়েন।)। (৪প—৬অ—৮দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

বিভ্রাণ্নামক ঋষিঃ সূর্য্যপুত্রো দদর্শ সঃ। 'বিভ্রাট্' বিভ্রাজমানঃ বিশেষেণ দীপ্যমানঃ সূর্য্যঃ 'বৃহৎ' পরিবৃঢ়ং 'সোম্যং' সোমময়ং 'মধু' পিবতু। কিং কুর্ব্বন্? 'যজ্ঞপতৌ' যজমানে 'অবিহ্রুতং' অকুটিলং অকণ্টকং 'আয়ুর্দধৎ' অন্নং দা কুর্ব্বন্। 'যঃ' সূর্য্যো 'বাতজূতঃ' বাতেন বায়ুনা প্রের্য্যমাণঃ সন্ 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অভিরক্ষতি' সর্ব্বং জগদভিমুখম্ পালয়তি' (বাশিষ্ঠকৃত বায়ু-প্রের্য্যমাণঃ সূর্য্যোঽপি ভুবংপর্য্যন্তং স সূর্য্যঃ 'প্রজাঃ' 'পিপর্ত্তি' দুগ্ধাদি প্রদানেন পুষ্ণাতি পালয়তি বা। 'বহুধা বিরাজতি' বিশেষেণ দীপ্যতে চ। 'পিপর্ত্তি' 'পুপোষ' ইতি 'বহুধা' 'পুরুধা' ইতি চ পাঠৌ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৬২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক ও নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক। ভগবান সাধককে তাঁহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। যিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন, একান্তভাবে আপনাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়েন, ভগবান তাঁহাকে তদনুরূপ শক্তিও প্রদান করেন। মন্ত্রের প্রথম ভাগে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানই অপার করুণা বশে আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান করেন আবার তিনিই সেই সত্ত্বভাব গ্রহণমানসে আমাদিগের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষিত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। আমাদিগের নিজস্ব বলিতে তো কিছুই নাই! তাই সাধক বলিয়াছেন,—

"আপনি পাতিয়া কান শুন আপনারি গান,
আপনা-আপনি আলাপন।"

তিনি এই বিশ্বকে আত্মশক্তিতে রক্ষা করেন—তিনিই পালন করেন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া তাহাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার প্রদত্ত জ্যোতিঃলাভ করিয়া মানুষ অজ্ঞানতা মোহ প্রভৃতির হাত হইতে উদ্ধার লাভ করে। ভগবান সাধককে নিষ্কণ্টক সাধনশক্তি প্রদান করেন। সাধনশক্তি যাহাতে রিপুর আক্রমণে হীন না হয়, তিনি তদনুরূপ বিধান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধককে রিপুর আক্রমণ হইতে

প্রকাশ করেন। তাঁহার রক্ষাশক্তির মহত্ত্ব এইখানে পরিস্ফুট। মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। (১৪প-৬অ-৫খ ৩সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২   ৩ ১ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২ ৩
চিত্রং দেবানাম্ উদগাৎ অনীকং

১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১
চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ।

২ ৩   ৫ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২ ৩   ১ ২
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষ৺ সূর্য্য

৩ ১র   ২র   ২ ৩ ১
আত্মা জগতঃ তস্থুষশ্চ ॥ ৩ ॥

* *

গেয় গানং।

২ -- ১   ২ — ১   ১ — ২   ২ —
ঊবী ২ উবি। উবিহো ২ উবি। ত্রিঃ। ইতী ২ ইতি। ইতিহো ২

১   ২ -- ১   ১ — ১   ১ র ২ ২
ইতি। ত্রিঃ। অগী ২ অগি। অগিহো ২ অগি। ত্রিঃ। অরুরুচো-

২   ১র   ১ — ১   ১ -- ১   ১ ২
দিবম্পৃথিবীম্। অগী ২ অগি। অগিহো ২ অগি। এবাত্রিঃ। পতির।

৩ ১র র ২র র ৫   ২   ১ ২ ^ ৩   ৫   ১
অপামোষধীনা ৩ ম্। ওই। পাতাইরা ২ ৩ ৪ পী। এবম্। ত্রিঃ চই।

১ ২র ১র ২র ১ ২র র ২   ১ র ২র র ১র র   ২ ১ ২ ১র ২ ২র —
চন্দেবানামুদগানীকম্। বাইশ্বেদান্দেবানা৺ স মিত্রস্তোতিবাততা ২ ম্।

১   ১র   ১   ১ ২ ১ ২ ২ র ১র
হোই। ৩। আয়ুর্য্যন্। ৩। অকঃ। ৩। চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি।

১ ৩২ ১২ ২ ১র — ১ — ২ ..
সুবঃসুব৺ সর্পাব৺ সার্পা ৩। অনায়না৺ সুবা ২ঃ সুবঃ। অনা ২ যনা ২ স্‌।

১ — ১ ১র র র র র ৭ ২
সুবা ২ঃ সুবঃ। ত্রিঃ। আপ্রাস্থানাপৃথিবীআন্তরী ২ ৩ ক্ষা ৩ ম্‌।

২ র র র ২ র র র র র ২ র র র
সূ পপ্রসূপীঐহী। ৩। অস্তোবতস্বতানবা ঐহী। বিপ্রানবিষ্টুমানতা-

র র ২র র র র র র ২ র র র ১ —
এহী। এাবাগোবর্হিষিপ্রিবা ঐহী। ইন্দ্রস্তব৺ হিস্বহাদৈহী। ইন্দ্রা ২

১ — ১ — ২ র র র
স্তরা ২। হিয়া ২ ম্‌। স্বংদিন্দ্রস্তব৺ হিয়াস্বহাদৈহী। ২।

১ র র ৭ ২
এবং ত্রিঃ। সূর্য্য আত্মাজগতস্তাস্থুষা ২ ৩ শচা ৩। অন্তশ্চরতি-

র র র র ২ র র র র র র ২ র
রোচনা ঐহী। ৩। অস্যপ্রাণাদপানতা। ঐহী ৩। ব্যখ্যন্মহিষো-

২ র র ১র ২র র র ১৩ ২র
দিবা ঐহী। ৩। প্রো এতিপ্রো এতি। ৩। প্রো এতি। ২।

১ ৩র ২ ৫র র ২ ২র ১র
প্রো ২ ৩। এতা ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দেবা-

র র ৩ ১ ১ ১ ১
দিবাজ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* *

২র র ২র ৩র ২র৩র র ২ র ২ ১ র র র
২। হাউহাউহাউ। ভ্রাজাঔবা। ৩। উদুত্যাঞ্চা। ৩। চিত্রন্দেবানা-

৭ ২ ২র র ৩র২র৩র র ২ র
মুদগাদনী ২ ৩ কা ৩ ম্‌। হাউ ২ হাউ। ভ্রাজাওবা। ৩। তবে-

১ ৭ ২ ২র র
দসম্‌। ৩। চক্ষুর্ম্মিত্রস্যবরুণস্যআ ২ ৩ গ্না ৩ ইঃ। হাউ ২ হাউ।

৩র২র৩র র ২র র ১র র র ২ র ৭
ভ্রাজাওবা। ৩। দেবংবহা। ৩। আপ্রাস্থাবাপৃথিবীআন্তরী ২ ৩

২ ২র ১ ২র ৩র২র৩র র ২ র
ক্ষা ৩ ম্‌। হাউ ২ হাউ। ভ্রাজাওবা। ৩। তিকেতবঃ। ৩।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবানাং' (দেবগণানাং, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতানাং) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, রমণীয়ং) যৎ 'অনীকং' (তেজঃ) তথা 'মিত্রস্য' (মিত্রস্থানীয়স্য মিত্রদেবস্য,) তথা 'বরুণস্য' (বর্ষণশীলস্য বরুণদেবস্য) তথা 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'চক্ষুঃ' (প্রকাশকং— যৎ অনীকং ইতি শেষঃ) 'উদগাৎ' (উর্দ্ধে দেবলোকে বিদ্যতে ইত্যর্থঃ); 'চ' (তেনৈব তেজসা) 'আত্মা সূর্য্যঃ' (পরমাত্মারূপঃ সূর্য্যদেব) 'দ্যাবাপৃথিবী' (স্বর্গমর্ত্ত্যং) 'অন্তরিক্ষং' (গগনমণ্ডলং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরান্) তথা 'জগতঃ' (জঙ্গমান গতিশীলান, সমগ্রজগতি বা) 'আপ্রাঃ' (সমন্তাৎ অপূরয়ৎ)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষু দেবেষু তথা সূর্য্যে বরুণে অগ্নৌ চ খণ্ডশঃ যৎ তেজঃ পরিলক্ষিতং ভবতি, তৎ তু পরমাত্মনঃ এব; ইদং তেজঃ খণ্ডভাবং পরিত্যজ্য পুঞ্জীভূতং সৎ পরমাত্মা এব। (৪প—৬অ—৫খ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের) বিচিত্র যে তেজঃ,—মিত্রদেবতার, বরুণদেবতার, অগ্নিদেবতার প্রকাশক যে তেজঃ—উর্দ্ধে দেবলোকে বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই তেজের দ্বারাই পরমাত্মারূপ সূর্য্যদেব স্বর্গমর্ত্ত্যকে, গগনমণ্ডলকে স্থাবরসমূহকে জঙ্গমসমূহকে অথবা গতিশীল সমগ্র জগৎকে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। (ভাব এই যে,—দেবসমূহে,—সূর্য্যে, বরুণে ও অগ্নিতে,—খণ্ড খণ্ড ভাবে যে তেজঃ পরিলক্ষিত হইতেছে, সে তেজঃ পরমাত্মারই; এই তেজঃ, খণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া পুঞ্জীভূত হইলেই পরমাত্মা।)। (৪প—৬অ—৫খ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কুৎসঃ। 'দেবানাং' দীব্যতীতি দেবা রশ্ময়ঃ তেষাং, দেবানামেব বা প্রলিপ্তানাং 'অনীকং' তেজঃসমূহরূপং 'চিত্রং' আশ্চর্য্যকরং সূর্য্যমণ্ডলং 'উদগাৎ' উদয়াচলং প্রাপ্নোৎ। কীদৃশং 'মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেশ্চ চক্ষুঃ' উপলক্ষণমেতৎ, এতদুপলক্ষিতানাং জগতাং চক্ষুঃ প্রকাশকং চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থানীয়ং বা। উদয়ং প্রাপৈ্যব 'দ্যাবাপৃথিবী' দিবং চ পৃথিবীং চ 'অন্তরিক্ষং' চ 'আপ্রাঃ' স্বকীয়েন তেজসা 'আ' সমন্তাৎ অপূরয়ৎ। ঈদৃগ ভূত মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সূর্য্যঃ অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকঃ পরমাত্মা 'জগতঃ' জঙ্গমস্য 'তস্থুষশ্চ' স্থাবরস্য চ 'আত্মা' স্বরূপভূতঃ স হি সর্ব্বস্য স্থাবর-জঙ্গমাত্মকস্য কার্য্যবর্গস্য (কারণাচ্চকার্য্যং নাতিরিচ্যতে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং 'তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ'-ইতি) যথা স্থাবর-জঙ্গমাত্মকস্য

সর্ব্ব প্রাণিজাতস্য জীবাত্মা। উদিতে হি সূর্য্যে মৃতপ্রায়ং সর্ব্বং জগৎ পুনশ্চেতনযুক্তং সৎ উপলভ্যতে। তথা চ শ্রূয়তে—'যোঽসৌ তমো ব্যুদেতি সর্ব্বেষাং প্রাণানাদায়োদেতীতি' ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৬২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই দৃশ্যমান চরাচরের মধ্যে যে সকল তেজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, (যেমন, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতির) এ সকল তেজের মূলে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড তেজ বিদ্যমান আছে। তেজের কেন্দ্র একটী। সেই কেন্দ্রীভূত তেজ হইতেই পরিব্যাপ্ত হইয়া এই দৃশ্যমান তেজঃ সকল বিবিধভাবে জীবজগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন এক জল, বহু প্রণালীর মধ্যে নানা বর্ণে বিচিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে; যেমন এক অগ্নিজ্বালা, বিবিধ আধারের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হইতে পারে; সেইরূপ এক পরমাত্মজ্যোতিঃ বহুভাবে জগতের উপর জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বলা যাইতে পারে। খণ্ড খণ্ড তেজকে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভূত তেজকে সমষ্টি বলে। তাহাও কিন্তু পারমার্থিক জগতের নহে; ব্যবহারিক জগতেরই জন্য। পারমার্থিক জগতে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতঃ" - বহুত্বের অবস্থান নাই। যাহা কিছু বহুত্ব, তাহা ব্যবহারিক জগতের। সুতরাং এই ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু দৃশ্যমান তেজ বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে, পারমার্থিক জগতে তাহা কিন্তু এক—অখণ্ড, অসীম ও নিত্য। তথায় বহুত্বের লেশ নাই। কেবল একত্ব ও নিত্য চির-বিরাজমান।

বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত। এই মন্ত্র দেখাইতেছেন যে,—'এখানে তেজ একটী; তবে যে ভিন্ন ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই অখণ্ড পুঞ্জীভূত তেজেরই অবভাস।' সুতরাং সেই একই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বহুজ্যোতিষ্মান্ পদার্থকে প্রকাশিত করিয়া জ্যোতির্ধারায় বা জ্যোতিঃকেন্দ্ররূপে এই জগতের অন্তরালে নিয়ত বিরাজমান। এই মহাভাবকে অভিব্যক্ত করাই এ মন্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। সামান্য সূর্য্যকে বা সামান্য তেজকে লক্ষ্য করিতে এ মন্ত্র প্রবর্ত্তিত নহে।

এই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে সূর্য্যোপস্থানের জন্য স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে কোন সূর্য্য? দৃশ্যমান ঐ সূর্য্যের উপস্থানের জন্য অর্থাৎ সূর্য্যকে উদ্গত করিবার জন্য অথবা আহ্বান করিবার জন্য - যদি এ মন্ত্রের প্রয়োগ হইত, তাহা হইলে কেবল প্রাতঃকালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইলেই চলিত। ত্রিসন্ধ্যায় ইহা পাঠের আবশ্যকতা কেন? ফলতঃ, এই মন্ত্র এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। ইহা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল খণ্ড খণ্ড তেজের আধার সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় তেজের—পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে পুনঃপুনঃ মনন করিতে পুনঃপুনঃ নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে—এ মন্ত্রটি সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। যদি পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে করিতে মহাভাবটী ফুটিয়া উঠে—ইহাই বৈদিক মন্ত্রের লক্ষ্য।

প্রচলিত অর্থে—'মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ তেজোময় সূর্য্য উদিত হইয়া দ্যুলোককে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষকে স্বীয় কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গম পদার্থের প্রাণতুল্য।' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দৃশ্যমান সূর্য্য স্থাবর জঙ্গমের না হয় প্রাণতুল্য হইতে পারেন; কারণ, সূর্য্য প্রকাশে সকল প্রাণীই প্রাণলাভ করে; কিন্তু মিত্র বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতির চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক—ইহার তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যের প্রকাশক সূর্য্য—তাহাই বা কি প্রকার? এ সূর্য্যই বা কে? আর, ইহার প্রকাশক সূর্য্যই বা কে? সুতরাং ইহা চিন্তা করা কি উচিত নহে যে, সূর্য্যের প্রকাশক যে সূর্য্য, অগ্নির প্রকাশক যে সূর্য্য—সে সূর্য্য পরমাত্মা? মন্ত্রে তো তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে! "সূর্য্যঃ আত্মা"—ইহাতে কি সূর্য্যকে পরমাত্মা বলা হইল না?

অতএব, যে সূর্য্য নিখিল রশ্মিসমূহের বিভাজক, যে সূর্য্য সূর্য্যের প্রকাশক, যে সূর্য্য বরুণের প্রকাশক, যে সূর্য্য অগ্নির প্রকাশক, যে সূর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য গগন স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর উদ্ভাসক, সে সূর্য্য—পরমাত্মা, সে তেজঃ—পরমাত্মারই। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সূর্য্য-প্রকরণ প্রবর্ত্তিত। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যের অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনা। (৪প—৬ষ্ঠ ৫খ—৩সা)। *

—•—

চতুর্থী সাম।

১ ২　২র　৩ ১　২ ৩　৩ ১ ২　৩ ২

আ অয়ং গৌঃ পৃশ্নিঃ অক্রমীৎ অসদৎ মাতরং পুরঃ।

৩ ১ ২　৩ ১　২

পিতরং চ প্রয়ন্ৎ স্বঃ ॥ ৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১ S　১ S　১ ২　২র র

১। উবা২। ৩। হিগী২। ৩। হিগিগি। ৩। আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নি

র র র　২ ক　র র র　২ ক

রক্রমীদেহা। ৩। অসদন্মাতরম্পুরঃ এহা ৩। পিতরঞ্চপ্রযংস্বঃ

র র　১ S　১ S　৩　১ ২

এহা। ৩। উবা২। ৩। হিগী২। ৩। হিগিগি। ৩

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চদশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র র
২। উবা। ৬। হিগী। ৩। হিগিগী। ৩। আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নি-
র রর ২ র২ র রর ২ র র
রক্রমী দৈহী। অসদম্মাতরম্পুরা ঐহী। পিতরঞ্চপ্রয়ংস্বা ঐ
র ২১ ২ ১ ২ ১
হী। উবা। ৩। হিগী। হিগিগী॥

* * *

২S ১ ২A ৩র ২র ৩র র ২র র র
৩। হাউ ০ বা। ঈন্দ্ঃ। ভ্রাজা ও বা। ৩। আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্রমী
র র ২S ১ ২ ৩র ২র ৩র র ২ র ৪
দৈহী। হাউ ৩ বা। ঈড়। ভ্রজা ও বা ৩। অসদম্মাতরম্পুরা-
র র ২S ১ ৩A ৩র ২র ৩র র ২
ঐহী। হাউ ৩ বা। সাত্যম্। ভ্রজা ও বা ৩। পিতর
র র র ২S ১ ২
ঞ্চপ্রয়ংৎস্বা ঐহী। হাউ ৩ বা। দীয়োঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পৃশ্নিঃ' (ব্যাপ্ততেজং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'অয়ং গৌঃ' (ইদং জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আক্রমীৎ' (আক্রম্য, জগতি ব্যাপ্তং সৎ) 'পুরঃ' (পুরোবর্ত্তিনং, সাধকং ইত্যর্থঃ) 'স্বঃ' (আত্মনঃ) 'মাতরং' (মাতৃস্থানীয়াং, ভগবৎশক্তিং যদ্বা ভক্তিং) 'অসদৎ' (প্রাপয়তি) 'চ' (তথা) 'পিতরং' (পিতৃস্থানীয়ং ভগবন্তং যদ্বা সৎকর্ম্ম) 'প্রযন্' (প্রকর্ষেণ প্রাপয়তি); নিত্য-সত্যমূলকোঽয়ং। সাধকঃ জ্ঞানকর্ম্মভক্তিং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৪প—৬দ—৫খ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরাজ্ঞান জগতে ব্যাপ্ত হইয়া সাধককে আপনার মাতৃস্থানীয় ভগবৎশক্তিকে (অথবা ভক্তিকে) প্রাপ্ত করায়, এবং পিতৃস্থানীয় ভগবানকে (অথবা সৎকর্ম্মকে) প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক জ্ঞানকর্ম্মভক্তি লাভ করেন।)॥ (৪প—৬দ—৫খ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরিত্যস্যাঃ সার্পরাজ্ঞীদৃষ্টৈকর্চ।
অদৃষ্টিস্ত্রৈষ্টুভবেদানাং বিকল্পেনাত্মদেবতা॥

'গৌঃ' গমনশীলঃ পৃশ্নিঃ' প্রাশ্নিবর্ণঃ ব্যাপ্ততেজাঃ 'অয়ং' সূর্য্যঃ 'আক্রমীৎ' আক্রান্তবান্ উদয়াচলং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। আক্রম্য চ 'পুরঃ' পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি 'মাতরং' সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য নির্ম্মাত্রীং 'ভূমিং' 'অসদৎ' আসীদতি প্রাপ্নোতি (সদেশ্ছান্দসো লেট্। লৃদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ) ততঃ 'পিতরং' পালকং দ্যুলোকং, 'চ' শব্দাদন্তরিক্ষং 'প্রয়ন্' প্রকর্ষেণ শীঘ্রং গচ্ছন্ 'স্বঃ' সু অরণঃ শোভন-গমনো ভবতি। যদ্বা। পিতরং দ্যুলোকং প্রবর্ত্ততে। ৪।

চতুর্থ (৬৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাতে জ্ঞানকর্ম্মভক্তির সমবায় ঘটে ইহাই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার এবং প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যাতাগণ মন্ত্রটীর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা যদিও অন্যান্য স্থলে 'গৌঃ' পদে গাভী প্রভৃতি অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ পদে 'গমনশীলঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা বিশেষ্য পদ হইতে বিশেষণ পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'পৃশ্নি' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গৌঃ' পদে আমরা সর্ব্বদাই 'জ্ঞান' 'জ্ঞানকিরণ' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ঐ পদের ব্যাখ্যা বিষয়েই প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত প্রথম অনৈক্যের কারণ ঘটে। তারপর 'মাতরং' 'পিতরং' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে অনুধাবন করা আবশ্যক। ঐ পদদ্বয়ের ভক্তিটী করিয়া ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান ও ভগবৎশক্তিই জীবের পিতামাতা। অথবা ভক্তিই মাতৃস্নেহে মানুষকে ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেন, এবং সৎকর্ম্মপ্রভাবে মানুষ পাপ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে মানুষ ভগবৎচরণ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও ভক্তির আবির্ভাব হইলে মোক্ষলাভে বিঘ্ন ঘটে না, অনায়াসেই জীবনের লক্ষ্য লাভ হয়। মন্ত্রে এই সত্যটীই পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের ধারণা এবং মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে ॥ (৪প—৬অ—৫খ—৪সা)। *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

৩　১　২　　৩২উ　　৩　১　২　৩　২

অন্তঃ চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতী।

২র　　৩　১　　২র

ব্যখ্যৎ মহিষো দিবম্ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোননবত্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত।)। ইহার গেয়-গান তিনটী।

গেয়-গানং।

১র র র রর ১ ১র র র র র ২
১। ঔহোঔহোবা। হোই। ২। ঔহাঔহাবা। হা ৩ ১ ঔ

১ ৩ ৫ ২১ ২ র ১র ১র র র রর
বা ২ ৩। ভু ২ ৩ ৪ বাৎ। অন্তশ্চরতিরোচনা। ঔহোঔহোবা

১ ১র র র র র ২ ১ ৩
হোই। ২। ঔহোঔহোবা। হা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। আ ২ ৩

৫ ২ ১ ২র ১র ২র ১র ১র র র র র ১ ১র র
স্যাৎ। অস্যপ্রাণাদপানতী। ঔহোঔহোবা। হোই। ২। ঔহো

র র র ২ ১ ৩ ৫ ১ ২
ঔহোবা। হা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ র্দ্ধান্। ব্যখ্য

১র ১র র র র র র ১র র র রর ২
হিষোদিবম্। ঔহোঔহোবা। হোই। ২। ঔহোঔহোবা। হা ৩

১ ১র র র র র ২
উ। বা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ মাৎ। ঔহোঔহোবা। হোই। ২।

১র র র র র ২ ১ ৩ ৫ ১র র র র
ঔহোঔহোবা। হা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। ভূ ২ ৩ ৪ ভীঃ। ঔহোঔহো

১ ১র র র র র ২ ১ — ১ র ২র
হোই। ২। ঔহোঔহোবা। হা ৩ ১ উ। বা ২। অভ্রাজী

১র ২ র র ১র র র র র ১ ১র র র র র
জ্যোতিরভ্রাজীৎ। ঔহোঔহোবা। হোই। ২। ঔহোঔহোবা

২ ১ ২ ১ র র র র র ∧ ৩ ১ ১ ১ ১
হা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। এ ৩। সর্ব্বান্ কামানশীমহী ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২S ১ ২A ৩র ২র ৩র র র র র
২। হাউ বা। স্তুতম্। ভ্রাজাওবা। ৩। অন্তশ্চরতিরোচনা।

র র ২ ১ ২র∧ ৩র ২র র ২ র র র র
ঐহী হাউ ৩ বা। পৃথিবী। ভ্রাজাওবা। ৩। অস্যপ্রাণাদপানতী।

র র ২S ১ ২ ৩র ২র ৩র র ২
ঐহী। হাউ ৩ বা। সাহঃ। ভ্রাজাওবা। ৩। ব্যখ্যন্মহি-

র র র র ২S ১ ২
হিষোদিবাঐহী। হাউ ৩ বা। তেজঃ।

* * *

২ র র ১ ২ — ২ ১
৩। অন্তৰ্দ্দিবেষ, ৩ রোচা ১ না ২ ই। ৩। অন্তশ্চরতী ৩ রোচা ১

২ রর ১ ২ — ২ ১ ২
না ৫। অস্যপ্রাণাদ্ ৩ পানা ১ তা ২ ই। ব্যখ্যন্মহী ৩ ষোদা ১

— ২ র র ১ ২ —
ইঅ ২ অ্। অন্তৰ্দ্দিবেষ, ৩ রোচা ১ না ২ ই। ২।

২ র র ১ ১ র ৩ ৫ র র
অন্তার্দ্দিবেষ, ৩ রো ২ ৩। চা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২র ১র র র ৩ ১ ১ ৬ ১
এ ৩। দেবাদিবাজ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'রোচনা (রোচমানা, জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিঃ) 'অন্তঃ' (বিশ্বমধ্যে—সৃষ্টিকালে ইতি যাবৎ) 'চরতি' (বিসর্পতি, ব্যাপ্নোতি); 'মহিষঃ' (মহান্ দেবঃ) 'দিবং' (দ্যুলোকং বিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশয়তি, রক্ষতি ইত্যর্থঃ) 'প্রাণাৎ' (প্রাণাৎ, প্রকাশাৎ অনন্তরং—প্রলয়কালে ইত্যর্থং) 'অপানতী' (সংহরতি, বিশ্বং—ইতি যাবৎ; আত্মন দেহে—ইতি শেষঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ানাং মূলকারণং—ইতি ভাবঃ॥ (৪-৬অ—৫খ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি সৃষ্টিকালে বিশ্বমধ্যে বিসর্পিত হয়,—ব্যাপ্ত হয়; মহান্ দেব বিশ্বকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন; প্রকাশের পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনার দেহে বিশ্বকে সম্বরিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলকারণ।)। (৪প—৬অ—৫খ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সূর্য্যস্য 'রোচনা' রোচমানা দীপ্তিরন্তঃ শরীর-মধ্যে মুখ্য প্রাণাত্মনা 'চরতি' বর্ত্ততে। কিং কুর্ব্বতী? 'প্রাণাদপানতী' (মুখ্য প্রাণস্য প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ। তত্র প্রাণো নাভ্যাদিহৃদয়র্ধ্বং বায়োর্নির্গমনং) তথাবিধাৎ প্রাণাৎ প্রাণনাদনন্তরং অপানতী (অপাননং

মাতীতি অপাধুষং বাধোনর্হনং) তং কুর্ব্বন্তী অপপূর্ব্বাদনিতেঃশ টঃ শতৃ (৩।২।১২৪ অদাদিত্বাচ্ছপো লুক (২।৪।৭২)। উগিতশ্চেতি (৪।১।৬) ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্য উদাত্তত্বং। যদ্বা। 'অস্য' অস্যাপ্যপবোর্দ্ম্যো 'অস্য' সূর্য্যস্য 'রোচনা' রোচমানা দীপ্তি 'চরতি' গচ্ছতি রুচ দীপ্তৌ (ভ্বা আ০)। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি (৩।২।১৪৯) যুচ্। কিং কুর্ব্বন্তী? 'প্রাণাৎ' প্রাণনাত্তদ্ব্যাদনম্বরং 'অপানতী' সায়াহ্ন-সময়ে অস্তমচ্ছন্তী উদৃশ্যা দীপ্ত্যা যুক্তঃ সন্ এব 'মহিষঃ' মহান সূর্য্যঃ 'দিবং' অন্তরিক্ষং উদয়াস্তময়োর্দ্মধ্যে 'ব্যখ্যৎ' বিচষ্টে প্রকাশয়তি। মহে র্চ মহেষ্টিষিতি ঔণাদিকষ্টিষচ্ প্রত্যয়ঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞ (২।৪।৫৪) ছান্দসে লুঙি অস্যতিবক্তি খ্যাতীভ্যাঙ্দনা (২।১।৫২) চ্লেরঙাদেশঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (৬৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী মহান সত্য বিবৃত হইয়াছে। ভগবান, এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং প্রলয় কালে তিনিই আবার বিশ্বকে আপনার দেহে গ্রহণ করেন। তাঁহারই এই ত্রিধা শক্তি পুরাণাদিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কেন এই সৃষ্টি, কেনই বা এই ধ্বংসলীলা, তাহা কেহ জানে না, মানুষের সসীম বুদ্ধি তাহা অবধারণ করিতে পারে না। তাই দর্শনবেত্তা, তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া নিজের দৈন্য অনুভব করিতে পারিয়া বলিতেছেন—'কে রচিল এই বিশ্ব সৃজিল কেমনে,—সুধাওনা এই তত্ত্ব'। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান এই তত্ত্ব নিরূপণে অজ্ঞান হইয়া যায়, যুক্তি পরাজিত হয়। দার্শনিক শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে আপনার দৈন্য অনুভব করিয়া সেই অসীম জ্ঞানাধারে আত্মসমর্পণ করেন, ভক্ত তাঁহার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। কেন এ সৃষ্টি, কেন এ ধ্বংস এই প্রশ্ন করিবার অধিকার মানুষের নাই। ভগবানের অপার মহিমা ও অসীম শক্তি বিবৃত করিবার জন্যই শ্রুতি এই সত্য জগতে প্রচারিত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তে আমরা দেখিতে পাই যে 'তিনিই আদিতে ছিলেন, এবং অনন্তকাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।' 'সুতরাং প্রলয়কালে বিশ্ব তাঁহাতেই সঙ্গত হইবে' মন্ত্রমধ্যে এই সত্যই আমরা দেখিতে পাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু ভিন্ন মতের পোষণ করা হইয়াছে। সায়ণ-ভাষ্যে সূর্য্যের উদয়-অস্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারিনা। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (৪প—৬অ—৫খ—৫সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোননবত্যধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান তিনটী।

ষষ্ঠং সাম।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২৩১২
ত্রি৺শদ্ধাম বিরাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে।
২ ৩২৩ ২৩ ১২
প্রতিবস্তোঃ অহ দ্যুভিঃ॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

২S ১২৷ ৩র২র৩র র ২ র র র র র
হাউ ৩ বা। আপঃ। ভ্রাজাওবা। ৩। ত্রি৺শদ্ধামবিরাজত্তাঐহী।
২S ১২৷ ৩র২র৩র র ২র র র র র র
হাউ ৩ বা। উপা। ভ্রাজাওবা। ৩। বাক্‌পতঙ্গায়ধীয়ত্তাঐহী।
২৷ ১২৷ ৩র২র৩র র ২ র
হাউ ৩ বা। দীপঃ। ভ্রাজাওবা। ৩। প্রতিবস্তোরহস্ত-
র র র ২S ১ ২
ত্তাঐহী। হাউ ৩ বা। জ্যোতিঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ত্রিংশৎ ধাম' (অসংখ্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'বিরাজতি' (বিরাজতু; অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভূতাতু) 'অহ' (ততঃ) 'বস্তোঃ, (আশ্রয়স্থানস্য, অস্মাকং হৃদয়স্য; হৃদয়োত্থিতা ইত্যর্থঃ) 'বাক' (বাণী, স্তুতিঃ) 'দ্যুভিঃ' (দীপ্তিভিঃ, জ্ঞানেন সহ, জ্ঞানসমন্বিতা সতী) 'পতঙ্গায়' (ঊর্দ্ধনয়নসমর্থায়, ভগবতে, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রতি ধীয়তে' (প্রতি গচ্ছতু—উচ্চারিতা ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম; ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪প—৬অ—৫খ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউক; তারপর আমাদিগের হৃদয়োত্থিত স্তুতি জ্ঞানসমন্বিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উচ্চারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি, ভগবৎপরায়ণ হই।)। (৪প—৬অ—৫খ—৬সা)॥

• •

সায়ণ-ভাষ্যং।

"'ত্রিংশদ্ধাম' ধামানি স্থানানি বচনব্যত্যয়ঃ (৩।১।৩৯) 'বস্তোঃ' বাসরস্য অহোরাত্রস্যা-বয়বভূতানি। 'অহ' শব্দোঽবধারণে 'দ্যুভিঃ' সূর্য্যস্য দীপ্তিভিরেব 'বিরাজতি' বিরাজতে বিশেষেণ দীপ্যতে ব্যত্যয়েনৈকবচনং (৩।১।৩৯)। মুহূর্ত্তাভিপ্রায়ং ধামাভিধানমুচ্যতে। পঞ্চদশ রাত্রেঃ পঞ্চদশাহ্নঃ 'পতঙ্গায়' পতত্গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ সূর্য্যঃ তস্মৈ সূর্য্যায় স্তুতিরূপা 'বাক্' 'প্রতিধীয়তে' প্রতিমুখং স্তোতৃভির্বিধীয়তে ক্রিয়তে। যদ্বা 'বস্তোঃ' অহ্নঃ 'ত্রিংশৎ' 'ধাম' ধামানি (ঘটিকাভিপ্রায়মেতৎ) ত্রিংশদ্ঘটিকাঃ অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া (২-৩।৫) এতাবৎ কালং 'দ্যুভিঃ' দীপ্তিভিরসৌ সূর্য্যো 'বিরাজতি' বিশেষেণ দীপ্যতে। তস্মিংশ্চ সময়ে 'বাক্' এয়ীরূপা তস্মৈ 'পতঙ্গায়' প্রতিধীয়তে প্রতিমুখং ধার্য্যতে তং পুরুষং সেবত ইত্যর্থঃ। (শ্রূয়তে হি'—ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্ণে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্ব্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ সামবেদে-নাস্তময়ে মহীয়তে বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ—ইতি।) যদা দ্বিতীয় পক্ষে সার্পরাজ্ঞ্যা আত্মস্তুতিত্বেদা সূর্য্যাত্মনা স্তূয়ত ইত্যবগন্তব্যং। (৪প - ৬অ - ৫খ - ৬সা)॥

* *

ষষ্ঠ (৬৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পরাজ্ঞান লাভের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যেও পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "এই সূর্য্যের ত্রিংশৎ স্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্য্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হইতেছে প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হয়েন।" ভাষ্যের সহিত এই অনুবাদের সাদৃশ্য নাই। আবার ভাষ্যকারও দুইটী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কোন ব্যাখ্যার সহিতই আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য হয় নাই।

'ত্রিংশদ্ধাম' পদেই প্রধানতঃ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। 'ধাম' পদে 'তেজঃ' আশ্রয়স্থল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৯১সূ—১৯ঋ) বলা হইয়াছে। 'ত্রিংশৎ' শব্দ বহ্বার্থক, উহা দ্বারা অথবা অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ শব্দাদির দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। তাই 'ত্রিংশদ্ধাম' পদে 'অসংখ্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ, পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বস্তোঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য (১ম—১১৩সূ—২১ঋ) ঋগ্বেদ-সংহিতা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (৪প—৬অ—৫খ - ৬সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোনন্বত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী।

১ ২ — ২র র ১ ২ ৩ — ২
য়াত্, ১ ত্তা ২ ই ঃ। সূরায়বিশ্বা ৩ চাক্ষা ১ সা ২ ই। অদৃশ্র

১ ২ — ২ র ১ ২
মস্থা ৩ কাইত্তা ১ বা ২ ঃ। বিরশ্মায়োজা ৩ নাঔ্ আ ১

— ২র র ১ ২
নু ২। ভ্রাজস্তো অগ্না ৩ য়োযা ১ থা ২ ৩।

২র রA ৩ ২র ৩র র ৩ ২
হাউ ২ হাউ। শুক্রা ওবা। ৩। শুক্র। ৩।

৪ ৩ ১ ১ ১ ১
ও ৫ বা ৬ ৫ ৬। ঈ ২ ৩ ৪ ৫। ৭।৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ সহঃ, সূর্য্যোদয়ে রাত্র্যাপগমে ইতি ভাবঃ) 'নক্ষত্রা' নক্ষত্রাণি), 'যথা' (যদ্রূপেণ) 'অপযন্তি' (অপ গচ্ছন্তি, অদৃশ্যা ভবন্তি), বিশ্বচক্ষসে' (সর্ব্বদ্রষ্টুঃ) 'সূরায়' (জ্ঞানসূর্য্যস্য উদয়ে ইতি যাবৎ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, অজ্ঞানতামসাগতা অসদ্বৃত্তিপ্রভৃতিরূপাঃ) 'তায়বঃ' (দস্যবঃ, সত্ত্বভাবাপহারকা রিপুগণএবঃ) অপগচ্ছন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-মূলকোহয়ং। জ্ঞানোদয়েন অজ্ঞানতা দূরী ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪প-৬অ-৫খ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সূর্য্যোদয়ে রাত্রি অপগত হইলে নক্ষত্রসকল যেমন অদৃশ্য হয়, সর্ব্বদ্রষ্টা জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞানতা-মধ্যগত অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপ প্রসিদ্ধ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) তদ্রূপ অপসৃত হইয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়)॥ (৪প—৬অ—৫খ—৭সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্যে' 'তায়বঃ' 'যথা' প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব 'নক্ষত্রাণি' দেবগেহরূপাণি 'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি'—ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যথা, ইহ লোকে সাধুনা যে স্বর্গমাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে। তথাচ শ্রূয়তে—'যো বা ইহ যজতে অমুং স লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বং'—ইতি যথা, তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণ্যুচ্যন্তে। 'অক্তুভিঃ' বা

এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণীতি'—আম্নানাৎ। যাস্কস্তু 'নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণো নেমানি নক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণং'—ইতি যথাবিধানি নক্ষত্রাণি 'অক্তুভিঃ' রাত্রিভিঃ সহ 'অপ যন্তি' অপগচ্ছন্তি। 'বিশ্বচক্ষসে' বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রকাশকস্য 'সূর্য্যায়' সূর্য্যস্য আগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ গচ্ছন্তি আগামিষ্যতীত্যাকুলায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তায়বঃ স্তেননাম (নৈ ৩।২৪।৭) তায়ুস্তস্কর ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অক্তুরিতি রাত্রি নাম (নৈ০ ১।৭।৪) শর্ব্বরী অক্তুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। (৪প—৬অ—৫খ-৭সা)।

সপ্তম (৬৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামের শব্দগত অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। তবে প্রচলিত অর্থে উপমাটি যাহার উদ্দেশে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই, মন্ত্রার্থ অনুশীলনে তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সামের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই আমাদিগের বক্তব্য বোধগম্য হইবে। যথা—

"যে প্রকার প্রসিদ্ধ চোরসকল সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যদেবের আগমন দেখিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ রাত্রির নক্ষত্রসকল সূর্য্যের আগমনে প্রস্থান করে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়।"

আমরা মনে করি, এখানে উদ্দেশ্য-বিশেষ যথাযথ পরিব্যক্ত হয় নাই। 'প্রসিদ্ধ' চোরের পলায়নের সহিত নক্ষত্রের অদৃশ্য হওন এবম্বিধ উপমার সার্থকতা দেখা যায় না।

এ পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত 'ত্যে' (ত্যে) পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হয়। "ত্যে তায়ব" বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে? সেই প্রসিদ্ধ দস্যু কাহারা? পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গেলে, অন্তরস্থ সত্ত্বাপহারক অজ্ঞানতা বা অসদ্বৃত্তি প্রভৃতি-রূপ দস্যুগণের বিষয়ই মনে আসে। উহাদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ দস্যু বা আর কে আছে? অতএব, এখানে সত্ত্বাপহারক দস্যুর বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ 'ত্যে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে উপমার সার্থকতা অনুধাবন করিয়া দেখুন। অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্র দীপ্তি পায়। রাত্রি শেষ হইলে, সূর্য্যোদয় হইলে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, হৃদয় যতক্ষণ অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ অসদ্বৃত্তি প্রভৃতি রূপ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) প্রবল হইয়া উঠে। নৈশ অন্ধকারে নক্ষত্র যেমন ঝিকিমিকি করে, আলোক দিতেছে বলিয়া মনে হয়; অজ্ঞান অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রিপুরও সেইরূপ চাকচিক্য অনুভূত হয়,—উপযোগীতার বিষয়ে ভ্রান্তি আসে। কিন্তু যেই জ্ঞানোদয় হয়, যখনই জ্ঞান-সূর্য্য হৃদয়ে আলোক বিতরণ করেন, তখনই সেসকল দস্যু অন্তর্হিত হয়,—পলায়ন করে। এ মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য তত্ত্বই প্রকটিত আছে।

রাত্রির সহিত নক্ষত্রের অপগমনের উপমায় আর একটু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্র সূর্য্যের জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সে আর তখন আপন দীপ্তি

প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এখানে নক্ষত্রগণ যে একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অস্তিত্ব যে আদৌ বিদ্যমান থাকে না, তাহা নহে। তাহারা মরে না; কিন্তু নিস্তেজ হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই ভাব গ্রহণ করা যায়। বৃত্তির একেবারে ধ্বংস হয় না,—একেবারে তাহারা মরে না; অবসর পাইলে, আবার তাহারা জাগিয়া উঠিতে পারে। রাত্রির পর আবার রাত্রি আসিলে নক্ষত্রগণ যেমন আবার প্রকাশ পায়; অজ্ঞানতার পুনরভ্যুদয়ে অসদ্বৃত্তিসমূহও সেইরূপ আবার জাগিয়া উঠিতে পারে। উপমায় এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রের উপদেশ এই যে, 'সাবধান! অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাহাকে দূর করিয়া দেও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। পদস্খলন আর যেন না হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (৪প-৬অ-৫খ ৭সা)। *

———•———

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনাঁ অনু।

১ ২ ৩ ১ ২

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (অগ্নিশিখাদয়ঃ) সর্ব্বান্ প্রকাশয়ন্তি ইতি শেষঃ; 'অস্য' (জ্ঞানাধারস্য, পরমাত্মনঃ) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, বিভূতয়ঃ) 'জনান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অনু' (অনুক্রমেণ, উদ্দেশ্য) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশয়ন্তি, অজ্ঞানান্ধকারাৎ উদ্ধরন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রদীপ্তা অগ্নিশিখা যথা অন্ধকারং নাশয়তি, তদ্বৎ পরম[illegible]

প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এখানে নক্ষত্রগণ যে একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অস্তিত্ব যে আদৌ বিদ্যমান থাকে না, তাহা নহে। তাহারা মরে না; কিন্তু নিস্তেজ হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই ভাব গ্রহণ করা যায়। বৃত্তির একেবারে ধ্বংস হয় না,—একেবারে তাহারা মরে না; অবসর পাইলে, আবার তাহারা জাগিয়া উঠিতে পারে। রাত্রির পর আবার রাত্রি আসিলে নক্ষত্রগণ যেমন আবার প্রকাশ পায়; অজ্ঞানতার পুনরভ্যুদয়ে অসদ্বৃত্তিসমূহও সেইরূপ আবার জাগিয়া উঠিতে পারে। উপমায় এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রের উপদেশ এই যে, 'সাবধান! অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাহাকে দূর করিয়া দেও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। পদস্খলন আর যেন না হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (৪প-৬অ-৫খ-৭সা)। *

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনাঁ অনু।

১ ২ ৩ ১ ২

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৮ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (অগ্নিশিখাদয়ঃ) সর্ব্বান্ প্রকাশয়ন্তি ইতি শেষঃ; 'অস্য' (জ্ঞানাধারস্য, পরমাত্মনঃ) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, বিভূতয়ঃ) 'জনান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অনু' (অনুক্রমেণ, উদ্দিশ্য) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশয়ন্তি, অজ্ঞানান্ধকারাৎ উদ্ধরন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রদীপ্তা অগ্নিশিখা যথা অন্ধকারং নাশয়ন্তি, তথৈবং পরমাত্মনো বিভূতয়ো মনুষ্যাণাং অজ্ঞানতাং বিদূরয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৪প-৬অ-৫খ-৮সা)।

* * *

অথবা,

'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (বহ্নয়ঃ), 'যথা' তথা, 'অস্য' (সর্ব্বান্তর্যামিপরম-পুরুষস্য) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ো বিভূতয় ইতি যাবৎ) 'জনান্'

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের একত্র দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা সপ্তম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(অজ্ঞানতয়া বদ্ধজীবান্) 'অন্তু' (অংশে হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশন্তে); যদ্বা 'জনান' (উৎপত্তিশীলান মহদাদীন) 'অনু' (ক্রমেণ) 'সাদৃশ্রং' (প্রকাশয়ন্তি)। অথবা, 'অগ্নয়ঃ' (বহ্নয়ঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ উৎপন্ন আশ্রয়স্থিতান তৃণদারুনিবহান্ ছিনত্তি স্বয়ঞ্চ প্রকাশন্তে অন্যান চ প্রকাশয়ন্তি তথা) 'রশ্ময়ঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ তত্ত্বজ্ঞানং বা) 'জনানন্তু' (জীবহৃদয়ে উৎপন্ন তত্রত্যানি কামক্রোধাদীনি নিহত্য স্বয়ং প্রকাশন্তে পরমাত্মানমপি প্রকাশয়ন্তি চ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবানামজ্ঞানাপগমাৎ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারেণ মুক্তিরিতি ভাবঃ। (৪প—৬অ—৫খ-৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্যমান অগ্নিশিখাসমূহ যেমন পদার্থসকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই জ্ঞানাধার পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে অনুক্রমে প্রকাশ করে (অজ্ঞানান্ধকার হইতে উত্তরণ করে)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, পরমাত্মার বিভূতিসমূহ সেইরূপ মনুষ্যদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকে।) ॥ (৪প—৬অ—৫খ—৮সা) ॥

* * *

অথবা,

দীপ্তিশীল অগ্নির ন্যায় এই পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক বিভূতি-সকল অজ্ঞানপ্রযুক্ত সংসারে বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অথবা উৎপত্তিশীল মহদাদিতত্ত্বসমূহকে ক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকে। অথবা, অগ্নি যেরূপ উৎপন্ন হইয়া আশ্রয়স্থিত তৃণকাষ্ঠাদিসমূহ বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও অপরাপর বস্তু সকলকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য কামক্রোধাদি রিপুগণকে সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ইহার ভাব এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীবসকলের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে।) ॥ (৪প—৬অ—৫খ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সূর্য্যস্য 'কেতবঃ' প্রজ্ঞাপকাঃ 'রশ্ময়ঃ' দীপ্তয়ঃ 'জনান্ অনু বি দৃশ্রন্' জনান্ সর্ব্বান্ অনুক্রমেণ পশ্যন্তে। সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভ্রাজন্তঃ' দীপ্যমানা 'অগ্নয় ইব'। 'ব্যদৃশ্রন্' 'অদৃশ্রং' - ইতি পাঠৌ। (৪প - ৬অ - ৫খ - ৮সা)।

* * *

অষ্টম (৬৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ‡ · ‡ ——

এই মন্ত্রের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচারিত আছে, সায়ণ-ভাষ্যেই তাহার ভাব অধিগত হইবে। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখুন।

মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।"

(২) "প্রদীপ্ত অগ্নিসমূহের ন্যায় সূর্য্যদেবের রশ্মিসকল অনুক্রমে সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে।"

আমরা বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে মর্ম্মার্থ নিষ্কাশনে চেষ্টা পাইয়াছি। আর, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই একই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপর মন্ত্রসমূহের ভাবসঙ্গতি অটুট আছে। আমরা বলি, পূর্ব্ব সম্বন্ধানুসারে 'অস্য' পদে 'জ্ঞানাধার পরমাত্মাকে' লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ বা বিভূতিসমূহ বলিতে, দেবভাব-নিবহকে (সত্ত্বভাবাদিকে) বুঝাইতেছে। দেবভাবের বা সত্ত্বভাবের উদয়ে অজ্ঞানতা দূর হয়, জ্ঞানময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। একপক্ষে উপমায় এখানে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। মন্ত্র ভগবন্মহিমা-প্রকাশক নিত্যসত্য তত্ত্ব প্রখ্যাপক।

পক্ষান্তরে আবার অন্যরূপ অর্থের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন;—ভাষ্যানুরূপ উপমান উপমেয় ভাব প্রয়োগ না করিয়া মন্ত্রে যদি বহ্নির কিরণসমূহকে উপমান-রূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত অর্থে উপমান-উপমেয়-ভাবটী সুসঙ্গত হয়, সাধারণতঃ উপমান-উপমেয় ভাবে উপমানের সাদৃশ্য যাহা উপমেয়ে বিদ্যমান, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত উপমান উপমেয় ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষণে যদি বলা যায় প্রকাশকত্ব-রূপ ধর্ম্ম উভয়ে আছে বলিয়াই এইরূপ উপমান-উপমেয় ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহা হইলে সূর্য্যের সহিতই বহ্নির উপমান-উপমেয়-ভাবটি সঙ্গত হয়। এক্ষণে আমরা কি ভাবে উপমান উপমেয়-সাদৃশ্য রক্ষা করিতে প্রয়াস করিয়াছি, তাহাই দেখাইতেছি। প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ আশ্রয়ীভূত তৃণদারু প্রভৃতিকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে তদ্রূপ মন্ত্রস্থিত 'কেতবঃ রশ্ময়ঃ' পদ প্রতিপাদ্য ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান-রূপ উপমেয় জীবহৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া মুক্তিপথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ কামাদিরিপুসমূহকে বিনষ্ট

করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা উপমানের ধর্ম্ম যে উপমেয়ে বিদ্যমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইয়াছে। অতএব, জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভক্ত ভক্তিরসের প্রতিদান-স্বরূপ ভগবদনুগ্রহে ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া দুর্জ্জয় কামাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া অত্যাজ্য সংসার-বাসনা ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য-লাভে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় 'যথা' ও 'অথবা' অভিধায়ে যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ দ্বারাই অপরে মন্ত্রস্থিত 'অস্য' পদের অন্য অর্থ করিয়া পরিশেষে আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত স্থলবিশেষে অন্যার্থ গ্রহণ করিয়াও তাহাতেও আমাদিগের প্রতিপাদ্য অর্থকেই বোধ করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'জনান্ অনু সাদৃশ্রং' এই অংশে, 'সর্ব্বজগৎকে প্রকাশ করিতেছে',—ভাষ্যকার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এ পক্ষে আমরা বলিতে চাই যে,—সত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি-পুরুষের এবং চিচ্ছক্তি-সংসর্গে গুণক্ষোভ-বশতঃ মহত্তত্ত্বের বা বুদ্ধিতত্ত্বের প্রকাশ হয় এবং ক্রমে উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব ও তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রাদি যে প্রকাশ পায়, —এই ক্রমবিকাশই মন্ত্রের 'অস্য' পদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

'অথবা' কল্পে আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বার্থই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তন এই;—পূর্ব্বে 'ভ্রাজন্তঃ' পদ 'অগ্নয়ঃ' পদের বিশেষণ ছিল; শেষোক্ত অর্থে 'কেতবঃ' পদটী বিশেষ্য, উহার অর্থ—শত্রু অর্থাৎ কামক্রোধাদি; 'ভ্রাজন্তঃ' পদটী উহার বিশেষণ, অর্থ—দীপ্তিশীল অর্থাৎ প্রবল। এখানে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা প্রয়োগ করা আছে মনে করিতে হইবে। এতদনুসারে 'দৃহতা' এই উহ্য ক্রিয়ার ইহা কর্ম্ম। এ পক্ষে অন্বয় করা যায়, "অগ্নয়ঃ যথা অস্য (পরমাত্মনঃ) রশ্ময়ঃ তথা জনান্ অনু ভ্রাজন্তঃ কেতবঃ 'দৃহতা' বাদৃশ্রং।" ভাব পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম পক্ষে, অগ্নি ও জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে,—এই অর্থ করা হইয়াছে। আবার, অন্য প্রকাশকত্ব ধর্ম্মও উহাতে আছে বলিয়া, পরিশেষে পরমাত্মার প্রকাশক বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ ভগবদ্বিভূতিরই বিশেষক বলিয়া বোধ হইলেও উহা দ্বারা ভগবানই বিশেষিত হইয়াছেন পরবর্ত্তী সামের দ্বারা এই দ্বিতীয় অর্থই স্পষ্টীকৃত হয়। অতএব, সারার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তি দ্বারা ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া, জীব অনায়াসে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা দেখা যায়, যদিও আমরা বিভিন্নরূপে অর্থ করিয়াছি, কিন্তু সকল দিকেই আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৪প—৬অ—৫খ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের একত্র দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা সপ্তম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১

তরণিঃ বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃৎ অসি সূর্য্য।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বিশ্বম্ আভাসি রোচনম্ ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

১। হাউ ২ হাউ। ভুক্তাওবা। ৩। দিদীহিশিশ্বতস্পৃথুঃ। তরণির্বিশ্বা দার্শা ১ তা ২ ঃ। জ্যোতিষ্কৃদসীসূরা ১ য়া ২। বিশ্বমাভাসী ৩ রোচা ১ না ২ ম্। প্রত্যঙ্ঙ্দেবা ৩ নাং বা ১ ইশা ২ ঃ। প্রত্যঙ্ঙ্দেসী ৩ মানু ১ সা ২ ন্। প্রত্যঙ্ঙ্বিশ্বস্ ৩ বার্দ্ধি ১ শা ২ ই। যেনাপাবকা ৩ চাক্ষা ১ সা ২ ভুরণ্যন্তঙ্গা ৩ নাঁশ্বা ১ নু ২। ত্বংবরুণা ৩ পাশ্যা ১ সা ২ ৩ ই। হাউ ২ হাউ। ভুক্তাওবা। ২। ভুক্তা ৩ ওবা ৬৫৬। ঈ ২ ৩৪৫॥

২। হাউ ২ হাউ। ভেজাওবা। ৩। দিদীহিশিশ্বতস্পৃথুঃ। তরণির্বিশ্বা ৩ দার্শা ১ তা ২ ঃ। জ্যোতিষ্কৃদসীসূরা ১ য়া ২। বিশ্বমাভাসী ৩ রোচা ১ না ২ ম্। প্রত্যঙ্ঙ্দেবা ৩ নাং বা ১ ইশা ২ ঃ। প্রত্যঙ্ঙ্দেসী ৩ মানু ১ ষা ২ ন্। প্রত্যঙ্ঙ্বিশ্বস্ ৩ বার্দ্ধি ১ শা ২

২র র র   ১ ২   —   ২   ১ ২
ঈ। যেনাপাবকা ৩ চাক্ষা ১ সা ২। ভুরণ্যন্তঞ্জ ৩ না৺ ৪। ম্যা ১

১ —   ২   ১ ২   ২র র৪
নূ ২। ত্বং বরুণা ৩ পাশ্যা ১ সা ২ ৩ ই। হাউ ২ হাউ।

৩র ২র ৩র র   ৩র ২   ৪   ৩ ১ ১ ১ ১
তেজোত্তবা। ২। তেজো ৩ ও ৫ বা ৬৫৬ ঔ ১ ৩ ৫ ৬। ৯।১০।১১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্) ত্বং 'তরণিঃ' (ভবসাগরাদুদ্ধারকর্ত্তা) 'বিশ্বদর্শতঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং মুমুক্ষূণাং দর্শনীয়ঃ; আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যশ্চেত্যাবদরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ) 'জ্যোতিষ্কৃৎ' (জ্যোতিষ্মতাং কর্ত্তা প্রতিষ্ঠাতা বা) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং দৃশ্যজাতং সত্ত্বং) 'রোচনং' (দীপ্যমানং যথা তথা) 'আভাসি' (সম্যক্ প্রকাশয়সি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে পরমাত্মন্! ত্বমেব অস্য জগতঃ স্রষ্টা প্রকাশকঃ উদ্ধারকর্ত্তা চেতি ভাবঃ।' (৪প-৬শ—৫খ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ তেজঃ সকলের প্রেরণকর্ত্তা হে পরমাত্মা)! তুমি এই ভবসাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শনযোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমিই দৃশ্যমান সকল পদার্থকে প্রকাশ করিতেছ। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—'হে পরমাত্মন্! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্ত্তা।')। (৪প—৬শ—৫খ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সূর্য্য' ত্বং 'তরণি' প্রাপণীয়া অন্যেন গন্তুমশক্যস্য মহতোঽধ্বনো গন্তাসি (তথা চ স্মর্য্যতে—'যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু তে'—ইতি) যদ্বা। উপাসকানাং রোগাত্তারয়িতাসি ('আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ'—ইতি স্মরণাৎ) তথা—'বিশ্বদর্শতঃ' বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দর্শনীয়ঃ (আদিত্য দর্শনস্য চণ্ডালাদি দর্শন-জনিত পাপ-নির্হরণ হেতুত্বাৎ। তথা চাপস্তম্বঃ—'দর্শনে জ্যোতিষাং দর্শনং'—ইতি যদ্বা, 'বিশ্বং' সর্ব্বং ভূতজাতং 'দর্শতং' দ্রষ্টব্যং প্রকাশ্যং যেন স তথোক্তঃ) তথা-'জ্যোতিষ্কৃৎ' জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্ত্তা, সর্ব্বস্য বস্তুনঃ প্রকাশয়িতেত্যর্থঃ। যদ্বা, চন্দ্রাদীনাং (রাত্রৌ হি অম্ময়েষু চন্দ্রাদিষু সূর্য্য কিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তোঽন্ধকারং নিবারয়ন্তি। যথা

যারত দর্পণোপরি নিপতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ো গৃহান্তর্বর্ত্তি তমো নিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ) যথা-দেবং তস্মাৎ বিশ্বং' প্রাপ্তং 'রোচনং' রোচমানং 'অন্তরিক্ষং' 'আ' সমন্তাৎ 'ভাসি' প্রকাশয়সি। যথা, হে 'সূর্য্য' অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্! 'তরণিঃ' সংসারাদুত্তারকোসি। যস্মাৎ ত্বং 'বিশ্বদর্শতঃ' বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভির্দর্শতা দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ (অধিষ্ঠান—সাক্ষাৎকারে হি আরোপিতং নিবর্ত্ততে) 'জ্যোতিষ্কৃৎ' জ্যোতিষঃ সূর্য্যাদেঃ কর্ত্তা (তচ্চাম্নায়তে—'চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' ইতি) ঈদৃশ স্বরূপতয়া 'বিশ্বং' সর্ব্বং দৃশ্যজাতং 'রোচমানং' দীপ্যমানং যথা ভবতি তথা 'আ ভাসি' প্রকাশয়সি (ত্বৈবং প্রকাশেন হি সর্ব্বং জগৎ দৃশ্যতে।) তথা চাম্নায়তে—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি। (৪প—৬অ-৫খ—৯সা)।

* * *

নবম (৬৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের সকল পদই আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু ক্রমে উহা ভিন্নভাবে পরিণত। ভাষ্যকার অনুকূল পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারেন নাই। তিনি মন্ত্রার্থে লিখিয়াছেন,—'হে সূর্য্য ত্বং তরণিস্তারিতা'; তুমি খুব বেগশালী; যে পথে অপরে যাইতে পারে না, তুমি সেখানে যাইতে পার।

সূর্য্যের বেগগামিত্ব যে সম্ভব নহে, এখানে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভৌগলিক দৃষ্টিতে সূর্য্য জড় ও স্থির, পৃথিবী গতিশীলা। উপনিষদ্‌চিন্তায় সকল বস্তুই এক চেতনের স্পন্দনে স্পন্দিত। সে পক্ষে তরণি পদের লক্ষ্য—আত্মা বা চেতন'। কারণ, বেগগামিত্ব আত্মারই সম্ভবপর; তদ্ব্যতীত অপরে ইহা অসম্ভব। উপনিষদ্‌দৃষ্টিতে পাওয়া যায়,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

তাঁহার হাত নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মই যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেছেন; তাঁহার পা নাই, কিন্তু খুব বেগে অনন্তবিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তাহা হইলেও তিনি বিশ্বদ্রষ্টা; তাঁহার কর্ণ নাই, তবু কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রোতা।

সূর্য্য শব্দে এখানে সেই আত্মাকেই বুঝাইতেছে। আত্মা 'চেতন' বা 'অন্তর্য্যামী' এবং 'তরণিঃ' অর্থে বেগগামী ইহা স্বীকার করিলেই ভাষ্যকারের ভাবের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা লক্ষ্য করেন নাই; এবং আত্মজ্যোতিঃ ভিন্ন যে জ্যোতিই নাই, ইহাও চিন্তা করেন নাই।

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

সেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ নাই, অগ্নি নাই; কেবল তাঁহার দীপ্তি। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল দীপ্ত। আর তাঁহার বিভায় নিখিল জগৎ বিভাত।

এ মন্ত্র সেই তুমারই লক্ষ্যস্থল। ভাষ্যকার বোধ হয় 'তরণি' শব্দের বেগগামিত্ব অর্থ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই; তাই তিনি 'বা' বলিয়া পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্ব অর্থে সংশয় না আসিলে, কখনও অর্থান্তরের অবকাশ হইতে পারে না। বোধ হয়,—এই জন্যই তিনি সন্দিহান হইয়া বলিয়াছেন,—'তরণি রোগনাশকঃ'; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সমুদয়রোগ বিনষ্ট হয়। সে পক্ষে প্রার্থনা এই,—'হে সূর্য্য! তোমার উপাসকদের কখনও রোগ থাকে না, তুমি রোগ হইতে তোমার ভক্তদের পরিত্রাণ কর।'

আমরা ভাষ্যকারের এই দ্বিতীয়ার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে তিনি সাধারণতঃ দৈহিকপীড়াকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আমরা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পীড়াকেই লক্ষ্য করিতেছি; যেহেতু, মানব প্রতিনিয়ত ত্রিবিধ সন্তাপে সন্তপ্ত। একদিকে জন্মজরামৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ, অপর দিকে সর্পভীতি, ব্যাঘ্রের দারুণ শঙ্কা, আবার অন্যত্র বজ্রপাতের তীব্র শিহরণ!

অতএব, তাপত্রয়ক্লিষ্ট ও সংসারযন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে সন্দহ্যমান মানব-হৃদয়ে আত্মবিকাশের অভিব্যক্তি দ্বারা চিরনির্ব্বেদলাভের জন্যই এ মন্ত্র 'আত্মাকে' লক্ষ্য করতঃ ধ্বনিত হইতেছে। ঋকের সম্বোধ্য,—

সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বপ্রেরক পরমাত্মন্!

মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-সাগরের নিস্তারক! তুমি পর জ্যোতিঃ! তুমি সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাতা! তোমা হইতেই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ পূর্ণদীপ্ত। তোমা হইতেই এ বিশ্ব প্রকাশিত। তুমি হৃদয়-গগনে প্রকাশিত হও। জড়-জগতের অন্ধকার যেমন সূর্য্যদীপ্তির ভয়ে কোন এক অতলস্পর্শী পর্ব্বতগহ্বরে লুকাইয়া পড়ে, হে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তে, তোমার পবিত্র প্রভায় আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরীভূত হউক। পথের অনুসরণ করিতে সামর্থ্য পাই। আলোকময়!—আলোক বিতরণ কর।' (৪প—৬অ—৫খ—৯সা)॥ *

—•—

দশমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ উদেষি মানুষান্।

৩ ২উ ৩ক ২র ৩ ২

প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে॥ ১০॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎসূক্তের চতুর্থী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। নবম, দশম ও একাদশ সামের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহা নবম সামের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমাত্মন্! যদি ত্বং 'বিভুঃ' (বিশ্বব্যাপকোঽসি), তথাপি 'দেবানাং' (সত্ত্বভাব-সম্পন্নানাং) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'উদেষি' (উদয়ং প্রাপ্নোষি, প্রকাশমানো ভবসি, স্বরূপং প্রকাশয়সি); তথা 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্নান্ জনান্) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) উদেষি; তথা 'বিশ্বং' (নিখিলং, বিশ্বব্যাপ্তং) 'স্বঃ' (স্বর্লোকং, সত্ত্বভাবনিলয়ং) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'দৃশে' (দর্শনায়, প্রত্যক্ষভাবেন) উদেষি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। যদ্যপি ভগবান্ বিশ্বব্যাপকস্তথাপি সত্ত্বভাবধারিণা সঃ প্রকটিতো ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৪প—৩খ—৫দ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমাত্মন্! যদিও আপনি বিশ্বব্যাপক; তথাপি সত্ত্বভাবসম্পন্নের প্রতি গমন করিয়াই আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের প্রতি গমন করিয়াই আপনি প্রকাশমান হয়েন, এবং বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গ-লোকের (সত্ত্বভাবনিলয়ের) প্রতি গমন করিয়া সকলের প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়েন। (এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—যদিও ভগবান বিশ্বব্যাপক, তথাপি সত্ত্ব-ভাব-সাহায্যেই তিনি প্রকটীভূত হইয়া থাকেন)। (৪প—৩খ—৫দ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য! ত্বং 'দেবানাং বিশঃ' মরুদ্গণান্ দেবান্ ('মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তান্মরুদ্গণানভিলক্ষ্য) 'প্রত্যঙ্' 'উদেষি' প্রতিগচ্ছন্নুদয়ং প্রাপ্নোষি। তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথোদেষীত্যর্থঃ। তথা 'মানুষান্' মনুষ্যান্ প্রত্যঙ্ উদেষি। তেষামপি যথাস্মদভিমুখ এব সূর্য্য উদেতীতি মন্যন্তে তথা 'বিশ্বং' প্রাপ্তং 'স্বঃ' স্বর্গং লোকং। 'দৃশে' দ্রষ্টুং 'প্রত্যঙ্' উদেষি। যথা স্বর্লোকবাসিনো জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথা উদেষীত্যর্থঃ। (এতদুক্তং ভবতি যে লোকাঃ পশ্যন্তি তে জনাঃ সর্ব্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্য্যং পশ্যন্তীতি তথা চাম্নায়তে—'তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাৎ'—ইতি)॥ ১০॥

* * *

দশম (৬৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকার এক পথে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা আর এক পথে অগ্রসর হইলাম। তিনি ঐ পরিদৃশ্যমান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন,

ভাষ্যানুসারী অর্থের মর্ম্ম এই যে,—"হে সূর্য্য! আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবগণের সম্মুখে উদয় হয়েন এবং সমস্ত লোকবাসীদিগের গোচর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন।" এই প্রকার অর্থে পরম পবিত্র বেদ মন্ত্রে যে কি সত্যাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন।

এই মন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বমূলক পদ —'বিশঃ' এবং 'বিশ্বং স্বঃ'। ঐ পদ-দ্বয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই, আমরা মনে করি, মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। ঐ সকল পদের অর্থ বিষয়ে সায়ণেরও সংশয় উপস্থিত হয় সুতরাং তিনি 'শ্রুত্যন্তরাৎ' এইরূপ প্রমাণের অবতারণায় 'দেবানাং' এবং 'বিশঃ' পদদ্বয়ের অর্থ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন; এবং ঐ দুই পদে যে মরুদ্দেবগণকে বুঝাইতেছে, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'দেবানাং' এবং 'বিশঃ' পদদ্বয়ের পৃথক রূপ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করি। 'বিশঃ' পদের 'ব্যাপকং' অর্থ সকল অভিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে 'সূর্য্য' অভিধায়ে পরমাত্মার সম্বোধন পরিব্যক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা (ভগবান) যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনি যে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্যাপী; আমরা মনে করি, 'বিশঃ' পদ তাঁহার সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অতঃপর যথাপর্য্যায় মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। প্রকৃত মর্ম্ম স্বতঃই উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইতেছে—'ভগবন্! তুমি 'বিশঃ' (বিশ্বব্যাপক) বটে; কিন্তু 'দেবানাং' (দেবগণের অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্নের) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর); এবং 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্ন নর) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর)।

তার পর, এইরূপে তাঁহার উদয়ের বিবিধ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র উপসংহারে কহিলেন,—"বিশ্বং স্বঃ প্রত্যঙ্ দৃশে উদেষি।" এই অংশের "বিশ্বং স্বঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল তথ্য অধিগত হইবে। 'স্বঃ' পদে স্বর্গলোক বুঝায়। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে—"বিশ্বং স্বঃ" আবার কি? 'বিশ্বং' পদের প্রতিবাক্যে লিখিয়াছি—'নিখিলং, বিশ্বব্যাপ্তং'। এ বড় সমস্যার কথা নহে কি! 'স্বর্গ' আবার 'বিশ্বব্যাপ্ত' কি? প্রশ্ন মনে উদিত হইলেই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। সেই উপলক্ষেই 'স্বঃ' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'সত্ত্বভাবনিলয়ং' পদ প্রয়োগ করিয়াছি! সেই কি স্বর্গ নহে, যাহা সত্ত্বভাবের নিবাস-স্থান? যেখানেই সত্ত্বভাব আছে, যেখানেই সত্যের জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে, যেখানেই সৎ ভিন্ন অসতের অস্তিত্ব নাই, সেই কি স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গই বিশ্বব্যাপ্ত; সে স্বর্গ কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তোমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পারি, আবার আমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পার,—যদি অসতের সংস্রব-পরিশূন্য হইয়া তাহারা সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থান হইতে পারে। স্বর্গ আর কোথায়? ভগবান আর কোথায় থাকেন? তিনি আর কোথায় স্বপ্রকাশ হন? সেই স্থান—সেই হৃদয়—সেই কি তাঁহার স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গেই কি তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া সমুজ্জ্বল নহেন?

এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র—ভগবদ্বিভূতিজ্ঞাপক। মন্ত্রের মর্ম এই যে,—"হে পরমাত্মন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন দেবগণের হৃদয়ে তুমি পূর্ণ বিকশিত;—নির্মল দেব-হৃদয়েই তোমার পবিত্র বিকাশ। শুধু তাহাই নহে; যে মানব মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়াছে, যাহারা শম-দম প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তির দ্বারা হৃদয় নির্মল করতঃ যথার্থ মানবের লক্ষ্যস্থলে উপনীত, যাহাদের হৃদয়-দর্পণ কলুষিত-সংসার-আবর্জনা-পরিশূন্য হইয়া বিবেক বারিতে প্রক্ষালিত হইয়াছে; তুমি তাদৃশ মনুষ্য হৃদয়েই উদ্দীপ্ত হও, তোমার পবিত্র প্রভা তাহাদেরই হৃদয়গগনকে আলোকিত করে। তুমি যে জীবপুঞ্জের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত শক্তিতে দ্রষ্টৃরূপে বিরাজমান, তাহা সাধারণদৃষ্টির অগোচর। যেমন তিলে তৈল বিদ্যমান, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা অবোধ্য, অথচ পেষণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; তদ্রূপ, হে বিশ্বমূর্তি! তুমি যে কোথায় আছ, তাহাও জানি না; আবার কোথায় যে তুমি না আছ, তাহাও জানি না। প্রশান্ত হৃদয়ে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে দেখি, কেবল তুমি! বিশ্বমূর্তি!—তোমা ছাড়া তো আর স্থান নাই! তুমি আছ অনলে, আছ অনিলে, আছ ভূধরে, আছ সলিলে, আছ তরুলতায়, আছ গুল্মে আছ বিহগ-গীতিতে, আছ ময়ূর-কেকায়, আছ শ্যামল প্রান্তরে, আছ উষর-ক্ষেত্রে আছ সাগর-তরঙ্গে আছ নীলনভোমণ্ডলে।

সর্বত্র সকলের সম্মুখেই তুমি আছ বটে; কিন্তু সর্বত্র সকলে তো তোমায় দেখিতে পায় না! এই মন্ত্র তাই অঙ্গুলি-নির্দেশে তোমাকে দেখাইয়া দিতেছে। তুমি বিশ্বাধার, তুমি বিশ্ববিভূতি, তুমি বিশ্বশক্তি। তাই এই মন্ত্রের ধ্বনি—তোমাতে! তোমাকে মন্ত্র তাহার নিজত্ব দিয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে! কেবল তুমি! সর্বত্র তোমারই স্ফূর্তি! ভগবন্! তুমি আছ সর্বত্র। তোমার বিশ্বমূর্তি প্রকট সর্বত্র! কিন্তু কোথাও পূর্ণপ্রকাশ, আর কোথাও অপ্রকাশ। কিন্তু তোমার বিভূতি যে অপ্রকাশ, সে তো তোমার দোষ নহে। সে দোষ যে বস্তুর! বস্তু মলিন হইলে, তাহাতে তোমার প্রতিফলন সম্ভবপর নহে। অতএব, বস্তুর সদোষত্ব নির্দোষত্বই তাহার কারণ। এইজন্য, যাঁহাদের হৃদয় নির্মল, তাঁহাদের হৃদয়েই তুমি বিকশিত। এই জন্য বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন দেবহৃদয়েই তোমার পূর্ণবিকাশ। আর যে সকল মানুষ উপাসনা প্রভৃতি নৈষ্ঠিক কর্মের অনুশীলনে মলিন হৃদয়কে নির্মল করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়েও তুমি আলোক-মূর্তিতে প্রকট হও। এই জন্যই এ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—স্বর্গ বিশ্বব্যাপ্ত; আর এই জন্যই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সত্ত্বভাবের আধার ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র তোমার পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। সাধারণ লোকে তোমাকে সত্ত্বভাবময় সাধকের জীবনে প্রতিফলিত দেখে। তাহাতেই তাহারা তোমার বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারে ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎসূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। নবম, দশম ও একাদশ সামের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহা নবম সামের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

একাদশং সাম।

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ২ ৩　২ ৩　১ ২
যেন। পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাং অনু।

২ ৩ ১ ২
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (হে পবিত্রকারক) 'জনান্' (প্রাণিনঃ) 'ভুরণ্যন্তং' (ধারয়ন্তং, পোষয়ন্তং ইমং লোকং উক্ত যাবৎ) 'যেন' (যাদৃশেন) 'চক্ষসা' প্রকাশশক্তিপ্রভাবেন) 'অনু পশ্যসি' (অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি) 'বরুণ' (করুণাবারিবর্ষক হে পরমাত্মন্) 'ত্বং' (সর্ব্বজ্যোতাবেন) তাং প্রকাশশক্তিং আরাধয়াম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ 'হে ভগবন্! তব দিব্যজ্যোতিঃ প্রার্থনাকারীণাং অস্মাকং হৃদি উদ্ভাসিতং ভবতু।' (৪প ৬-৫থ-১১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পবিত্রকারক! প্রাণিগণের ধারণ-পোষণকারী এই সংসারকে যে প্রকার প্রকাশ-শক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া আছেন, করুণা-বারিবর্ষক হে পরমাত্মন্, আপনার সেই প্রকাশ-শক্তিকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার দিব্যজ্যোতি প্রার্থনাকারী আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক।') ॥ (৪প—৬দ—১খ—১১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পাবক' সর্ব্বস্য শোধক! 'বরুণ' অনিষ্ট-বারক সূর্য্য! ত্বং 'জনান্' প্রাণিনঃ ভুরণ্যন্তং ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বা ইমং লোকং 'যেন' চক্ষসা' প্রকাশেনানু পশ্যসি অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি তং প্রকাশং স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা, উত্তরস্যা সৃচি সম্বন্ধঃ তেন চক্ষুসা উদেষীতি। তথাচ যাস্কেনোক্তং—অপ্যেকং স্তুম ইতি বাক্যশেষোঽপিবোত্তরস্যা সম্বন্ধেন ব্যাখ্যাতীতি (নিরুক্তে ৬।২২) ॥ ৪প-৬দ—৫খ ১১সা) ॥

* * *

[RAMA]KRISHNA MISSION INSTITUTE O[F CULTURE]

একাদশ (৬৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহার সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত, এই সামে তাঁহাকে 'পাবক' ও 'বরুণ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। যদি ঐ দৃশ্যমান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি 'পাবকই' বা কি প্রকারে হইবেন, আর 'বরুণ' বলিয়াই বা তাঁহাকে কি প্রকারে আহ্বান করা যাইবে? কাজেই এক্ষেত্রে ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইতে হইয়াছে। 'পাবক' পদের অর্থ 'সর্ব্বত্র শোধক' (শোধনকারী পবিত্রকারক) দাঁড়াইয়া গিয়াছে; আর 'বরুণ' পদের অর্থ 'অনিষ্টনিবারক' হইয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এতাদৃশ কল্পিত অর্থেও মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। দৃশ্যমান সূর্য্য সম্পর্কে ঐ দ্বিবিধ সম্বোধনই যথাপ্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে, পরমাত্মা-সম্বন্ধে, ঐ দুই সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। তাঁহাকে সকল প্রকার সম্বোধনেই সম্বোধন করা যায়। তিনি পাবক, তিনি বরুণ, তিনি সূর্য্য, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি আকাশ, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখিলেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণে আর কোনই সংশয় আসিতে পারে না। তিনি পাবক—পাপনাশক পবিত্রকারক; তিনি বরুণ—করুণাবারিবর্ষক। ঐ দুই সম্বোধনে তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করিলাম।

মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন পক্ষে কর্ম্মপদ ও ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। ঐ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি। "তৎ প্রকাশশক্তিং আরাধয়াম" এতাদৃশ বাক্যাংশের সংযোজনা ভিন্ন এই মন্ত্রের ভাব অস্ফুট অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সায়ণ তাই "তং প্রকাশং স্তুম" বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরাও "সেই প্রকাশশক্তিকে আরাধনা করি" এই ভাবের বাক্যাংশ গ্রহণ করিলাম। এখানে এবম্বিধ প্রার্থনায় একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে করি। এখানে ভগবানের সাকার ও নিরাকার দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে বুঝিতে পারি। কিন্তু স্থূলশরীরী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা, সহসা তাঁহার সেই অপ্রকাশ অদৃশ্য নিরাকার অব্যক্ত অবস্থার ধারণা করিতে পারি না। সাকারের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিরাকার ভাবের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। এখানে তাই যেন বলা হইতেছে, 'হে ভগবন্! আপনার প্রকাশ-শক্তি ব্যক্তরূপ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। সেই রূপের ধারণা করিতে করিতে আমরা যেন তোমার দিব্য-জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া লই;—প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (৪-৬অ—৫খ—১১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। নবম, দশম ও একাদশ মন্ত্রের একত্র দুইটি গেয়-গান আছে। তাহা দশম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

পর, সেই লোক কেমন—এই আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত 'রজঃ' পদকে 'স্বাং' এই পদের বিশেষ্য করিয়া ঐ দুই পদে 'অন্তরিক্ষ লোক' বুঝাইয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সূর্য্য প্রকাশক' আর তাঁহার 'প্রকাশস্থান রজোগুণবিশিষ্ট অন্তরিক্ষ লোক।' কিন্তু এ পক্ষে স্বতঃই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে, সূর্য্য কি কেবল অন্তরিক্ষ-লোকেরই প্রকাশক—মর্ত্ত্যের নহেন? যদি মর্ত্ত্যেরও প্রকাশক হন, তাহা হইলে 'স্বাং' এই পদের সহিত 'রজঃ' পদের বিশেষ্যবিশেষণ সম্বন্ধ কেন? ইহাতে মনে হয়, যেন ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য—রজোগুণাত্মক স্বর্গলোক। নতুবা বিশেষণের সার্থকতা কি? তার পর, 'স্বাং' পদে 'অন্তরিলোক বা স্বর্গলোক' বুঝায়। আবার 'রজঃ' মানেও 'লোক'। অতএব, অর্থ দাঁড়ায়—লোক কেমন? না—স্বর্গলোক! যেমন, 'বৃক্ষ কেমন—না বৃক্ষ'টির এইরূপ। ইহা অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। আবার 'রজঃ' শব্দের লোকার্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল রজোগুণার্থই পরিগ্রহণ করি, তাহা হইলে রজোগুণাত্মক 'স্বর্গ' ইহার প্রতিপন্ন হয়। তাহাও সর্ব্বথা অসমীচীন। কারণ, স্বর্গ সত্ত্বভাবাত্মক। ইহা সর্ব্বজনবেদ্য। আমরাও বহুশঃ ইহার সমালোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, ভাষ্যের অনুবর্ত্তী না হইয়া, যদি ঐ দুইটী পদের স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ্য নির্ব্বাচনের দ্বারা অর্থ পরিগৃহীত হয়, তাহাতেই প্রকৃত ভাবার্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

সাধারণতঃ ত্রিগুণ ও ত্রিলোক। সত্ত্বগুণে স্বর্গ, রজোগুণে মর্ত্ত্য, তমোগুণে পাতাল। যেখানে নিয়ত সুখশান্তি বিরাজিত, তাহাই সত্ত্বভূমি বা স্বর্গলোক। যেখানে রাগদ্বেষ, অভাব ও লালসা, সেইখানেই রজঃ বা তাহাই মর্ত্ত্যলোক। আর যেখানে বিষয়-স্পৃহা নাই, কার্য্য অকার্য্য নাই, কেবল জড়তা; তাহাই পাতাল বা অধোলোক অথবা নিম্ন অধম বা জড় অবস্থা। অতএব, 'রজঃ' পদে রজোগুণাত্মক মর্ত্ত্যলোক, আর 'স্বাং' পদে—স্বর্গলোক—এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে দুইটী অর্থ পরিগৃহীত হওয়াই উচিত।

মন্ত্রের অন্য আলোচ্য অংশ—'অক্তুভিঃ অহা মিমানঃ জন্মানি পশ্যন্ বি এষি।' এই অংশের ভাব এই যে, নিখিল প্রাণিগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে, তাহাদের জন্ম কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, এই প্রাণিজগতে তিনি উদ্গত। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ, তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। সেই বিশ্বপ্রকাশক অন্তর্যামী সূর্য্যনারায়ণকে প্রার্থনা করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

এ পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই,—'হে ভগবন্! তুমি অনন্তমূর্ত্তি। তুমি অনন্তশক্তিগ্রহ। তুমি এক মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যভূমিকে প্রকাশিত করিয়াছ, আবার অন্য মূর্ত্তিতে সত্যলোকের প্রভাপ্রতিভা বিকশিত করিতেছ। শুধু তাহাই নহে—সকল প্রাণী জগতের উপর তোমার লক্ষ্য। তুমি অন্তরালে থাকিয়া 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ',—বিশ্বজগতের রহস্য অবলোকন করিতেছ। তোমার বিকাশেই তাহাদের বিকাশ, তোমার প্রভাপ্রতিভাই সর্ব্বব্যাপ্ত।' এখানে এই অভিলক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য্যের গতি প্রভৃতির বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ পায়। সে অর্থ,—"হে সূর্য্যদেব আপনি দিন এবং রাত্রিকাল উৎপন্ন করিয়া এবং জন্মবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে প্রকাশ করিয়া বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে বিচরণ

দূর করে। আমরা তাই উহার প্রতিবাক্যে 'রিপুশত্রুকবলমুক্ত' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়াছি। তদ্রূপ বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি, হৃদয়কে বা কর্ম্মকে যে পতনের পথ হইতে রক্ষা করে, ইহা সুনিশ্চিত। সেই সিদ্ধান্তই "শুন্ধ্যুবঃ সূরো বহন্ত সপ্তাঃ" বাক্যাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এখন প্রথম পাদের আর দুইটী পদ অবশিষ্ট রহিল; একটী 'সপ্ত,' অপরটি 'অযুক্ত'। ক্রিয়াপদ 'অযুক্ত' সম্বন্ধে বিতর্কের কোনই কারণ নাই। উহার 'যোজিতবান' প্রতিবাক্যই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহাতে অর্থের কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু 'সপ্ত' পদ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। যদিও ঐ পদে 'বহ্বীঃ' প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং তাহাতে কোনও আপত্তির কথা উঠিতে পারে না, তথাপি ঐ স্থলে পূর্ব্বমন্ত্রকথিত সেই দেহাদি সপ্ত উপাদানের প্রতিও লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। ভাব এই যে দেহাদি সেই যে, সাতটী "শুন্ধ্যুবঃ" অর্থাৎ পরীক্ষায় বিশুদ্ধীকৃত সেই যে সাতটী মনুষ্যত্বের উপাদান—সেই সাতটীকে ভগবানই প্রদান করেন। ভগবদনুকম্পার প্রভাবেই আমাদিগের পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিশুদ্ধ হয়, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশুদ্ধতা লাভ করে, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার অনুকম্পা ভিন্ন শুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব, "অযুক্ত" হইতে "সপ্তাঃ" পর্য্যন্ত অংশের ভাব এই যে,—'ভগবান আমাদিগের দেহাদিকে যে বিশুদ্ধ অবস্থা প্রদান করেন, তদ্বারা আমাদিগের কর্ম্ম বা হৃদয় অব্যাহত থাকে—পতনের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।' মন্ত্রের শেষ পাদের "ভিঃ স্বযুক্তিভিঃ" অংশের ভাব এই যে, 'ভগবদনুকম্পাপ্রাপ্ত সেই ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তিই আমাদিগকে ভগবৎ-সান্নিধ্যে লইয়া যায়।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্র এইরূপ উচ্চভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঘোটকীর দ্বারা রথ টানানর কল্পনা—এখানে বিড়ম্বনা মাত্র। (৩প-৬দ-৫সূ—১৩সা)। *

—•—

চতুর্দ্দশং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।

৩ ১ ২

শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ১৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের নবমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায় অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রের একযোগে দুইটী গেয়-গান আছে। উহা দ্বাদশ মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণ' (জ্ঞানময়, সর্ব্বপ্রকাশক) 'দেব' (দ্যোতমান, স্বপ্রকাশ) 'সূর্য্য' (হে পরমাত্মন্!) 'শোচিষ্কেশং' (দীপ্তিমন্তং, তেজোরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সপ্ত হরিতঃ (সপ্ত-কিরণাঃ, ভগবৎসম্বন্ধকারকা দেহাদিসপ্তউপাদানাঃ) 'রথে' (হৃদি, কর্ম্মণি) 'বহন্তি' (প্রাপয়ন্তি)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—সূর্য্যরশ্ময়র্যথা সপ্তকিরণৈঃ জগতি সূর্য্যসম্বন্ধং দদতি, সৎ-ভাবাদয়স্তথা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতয়া হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। (৪প—৬অ—৫খ—১৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানময় (সর্ব্বপ্রকাশ) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) হে পরমাত্মন্! তেজঃস্বরূপ (দীপ্তিমান্) আপনাকে, ভগবৎসম্বন্ধকারক দেহাদি সপ্ত-উপাদান, হৃদয়ে (কর্ম্মমধ্যে) বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে,—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সদ্ভাবসমূহ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে।)। (৪প—৬অ—৫খ—১৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সূর্য্য'! 'দেব' দ্যোতমান! 'বিচক্ষণ'! সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ। 'সপ্ত' সপ্ত সংখ্যাকাঃ 'হরিতঃ' অশ্বাঃ রস-হরণশীলা রশ্ময়ো বা 'ত্বা' ত্বাং 'বহন্তি' প্রাপ্নুবন্তি। কীদৃশং? 'রথে' অবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা 'শোচিষ্কেশং' শোচীংষি তেজাংস্যেব যস্মিন কেশা ইব দৃশ্যন্তে তথোক্তমিতি॥ (৪প—৬অ—৫খ—১৪সা)।

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

• • •

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেন বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে আরণ্যএবাধ্যেতব্যঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

॥ সমাপ্তং আরণ্যং পর্ব্ব আরণ্যং কাণ্ডং বা॥
ইতি চতুর্থং পর্ব্ব॥

—•—

চতুর্দ্দশ (৬৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ-পরিগ্রহণে বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। মন্ত্রের যাহা প্রচলিত অর্থ আছে, তাহার ভাব এই যে,—'সাতটী ঘোড়ার রথে সূর্য্যকে বহন করে।'

'সাতটী ঘোড়ার রথে সূর্য্যকে বহন করে'—এ প্রকার অর্থে বেদমন্ত্রের যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা সেই বেদপুরুষই বলিতে পারেন! আমরা তো ইহার মর্ম্ম কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, এখন কি হইতে কি অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেই আলোচনার ফলেই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের পদকয়েকটীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—"সপ্ত হরিতঃ।" কিন্তু ঐ দুই পদের ভাব-পরিগ্রহণের পূর্ব্বে বুঝা উচিত, মন্ত্রের দেবতা বা লক্ষ্যস্থান কোথায়? 'সূর্য্য' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায়, ঐ পদে রূপকে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য আছে। সায়ণও দুই এক স্থলে (পূর্ব্বাপর মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন) সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন ফলতঃ, যে পক্ষেই অগ্রসর হউন, রূপক স্বীকার না করিলে, কোনও প্রকারেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না। যদি বলেন—'পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় নাই; ঐ দৃশ্যমান সূর্য্যের উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়াই উহার প্রবর্তনা হইয়াছে;' কিন্তু সে পক্ষেও রূপক-স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কেন-না, ঐ সূর্য্যের আবার রথ কি? আর, সাতটা ঘোড়ায়ই বা আবার সে রথ টানিবে কি? সুতরাং সে পক্ষে 'সপ্ত হরিতঃ' পদে সপ্ত বর্ণের বা সপ্ত কিরণের দ্বারা যে সূর্য্য-রশ্মি প্রকাশ পায়, সেই ভাব এখানে রূপকে পরিবর্ণিত আছে—স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ, 'সাতটা ঘোড়ায় তাঁহার রথ টানে'—এ ভাব কোনক্রমেই অটুট রাখা যায় না। অথচ, দৃশ্যমান সূর্য্য-সম্বন্ধে যে ঐ মন্ত্রটী প্রযুক্ত—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য থাকে না এবং মন্ত্রার্থে কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। অতএব, যাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় এবং বেদ-মন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা বলি, রূপকালঙ্কারে, এক সুষ্ঠু উপমার দ্বারা, এখানে পরমার্থতত্ত্ব নিবৃত্ত হইয়াছে। ভাব এই যে—সূর্য্য যেমন সপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রাপ্ত হন; সদ্ভাবসমূহ তদ্রূপ দেহাদি ইন্দ্রিয় সপ্ত উপাদানের মধ্য দিয়া হৃদয়কে বা আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৪প-৬খ—৫দ-১৪সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের অষ্টমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রের একত্রে দুইটী গান আছে। উহা দ্বাদশ মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ—পরিশিষ্টানি।

আরণ্য-গানম্।

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অর্ক-পর্ব্ব।

* * *

২ র ২ ৩ ৫ ২র
১। যদ্যাবঙ্গী। প্রতা ৩ ১ উবা ২ ৩। শা ২ ৩ ৪ তাগ্। হাহা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৩ ৫ ২১রর ২ ৩ ৫ ২র
ঈ ৩ ৩ ৪ ডা। শতভূমীঃ। উতা ৩ ১ উবা ২ ৩। গী ২ ৩ ৪ যূঃ। হাহা ৩ ১

৩ ৫ ১ র২ ১ র ২
উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা নত্বাবজ্রিংৎসহস্রং.স্। রিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩।

৩ ৫ ২র ৩ ৫ ১র ২
আ ২ ৩ ৪নূ। হাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। নজাতমাষ্টরো ৩।

১ ৩ ৫ ২র ১ ১১১১
আউ। বা ২ ৩। দা ২ ৩ ৪ সী। হাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১র ২ ১ ১ ১র ২১রর২১ S s ১র২ ২১
২। যন্তাবইন্দ্রতেশতম্। এ। শতভূমীরুত। স্তোবা। নাত্বাবজ্রিন্। সহস্রং

র — ১ — ১ -- ১ ২১ ১ ন ৩ ৫রর
সূরিয়া ২ আমূ ২। নাজা ২ তমা। ষ্টরো ২ ৩। দা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ১র ২ ১ ১ ১১১১
দিশংবিশং.হস্। অথাশিশূমতী ৩। ইট্। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১র ২ র ১ ১র ২ ১র র২ ১ s ১র — ১ —
৩। যস্তাবইন্দ্রেতেশতম্। এ। শতভূমীরুত। স্তোবা। ওবা ২। হু৺ ২।

১র S ২ ১ র ২ ১২ ১র২৫১ ২ ১র — ১ —
৩। ওবা ৩। হাউবা। নত্বাবজ্রিংৎসহস্রং৺ সূর্যাঅনু। ওবা ২। হু৺ ২।

১র S ২ —
৩। ওবা ৩। হাউবা। নজাতমষ্টরোদসী। ওবা ২। হু৺ ২। ৩।

১র s ২ ১ ১র — ১ — ১র s
ওবা ৩। হাউবা। দিশংবিশ৺ হস্। ওবা ২। হু৺ ২। ৩। ওবা ৩।

২ ১ র ২ র ১র — ১ — ১র s
হাউবা। অশ্বাশিশুমতী। ওবা ২। হু৺ ২। ৩। ওবা ৩।

২ ১ ১ ১ ১
হাউবা ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

* . *

১র ২ র ১ ১র ২ ১র র ২১ s ১ ২s ১ s ১ র২
৪। যস্তাবইন্দ্রতেশতম্। এ। শতভূমীরুত। স্তোবা। হাউহাউহাউবা। নত্বাবজ্রিনৃং-

১ ২ ১র২র১ ২s ১ র ২ ১র ২র ২. ১
সহস্রং৺ সূর্যাঅনু। হাউ ৩ বা। নজাতমষ্টরোদসী। হাউ ৩ বা। দিশংবিশ৺ হস্।

২s ১ র ২ র ২s ২ ১ ২ র ১র ২s
হাউ ৩ বা। অশ্বাশিশুমতী। হাউ ৩ বা। যুবাতশ্চকুমারিণী। হাউ ৩

১ ১ ১ ১ ১
বা ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

* . *

১ র ২ র ১ ১র ২ ১রর ২ ১ s ২s ১ র
৫। যস্তাবইন্দ্রতেশতম্। এ। শতভূমীরুত। স্তোবা। হাউ ৩ বা। নত্বা-

২ ১ ২ ১র২র১ ২s ১ র ২১র ২র ২s
বজ্রিণৎসহস্রং৺ সূর্যাঅনু। হাউ ৩ বা। নজাতমষ্টরোদসী। হাউ ৩ বা।

১ ২s ১ র ২ র ২s ১র ২s
দিশংবিশ৺ হস্। হাউ ৩ বা। অশ্বাশিশুমতী। হাউ ৩ বা। সুবঃ। হাউ ৩

১র ২s ১ ১ ১ ১ ১
বা। জ্যোতিঃ হাউ ৩ বা ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র৩রর ১র ২র৩রর ১র ২৩র২১ ২র১ ৩
হাওবা। ৪। হুবে। হাওবা। ৪। নাজাতমষ্টরোদসাই। ঐহোই। আ২৩৪

৫ ২র৩রর ১র ২র৩রর ২১১১১ S
ইহী। হাওবা। ৫। হুবে। হাওবা। ৫। হৈহৈহৈহোবা৩।

২S ৩১১১১
হাউবা৩। উ২৩৪৫।

* * *

২র র ২ ১ S ২ররর১র — ১২ ১র২ ১র
৯। হাউপিবাসুতা। স্পরসি। নাঃ। ঔহোহোবা২। ইহা। মৎস্বানইন্দ্রগোম।

২রর১র — ১২ ২র১র২র ১র২র ১
তাঃ। ঔহোহোবা২। ইহা আপির্নো৹ পিসধমাস্তব। দাই।

২রর১র — ১২ ১র ১ ২রর১র ১২ ২১
ঔহোহোবা২। ইহা। অস্মা পা বা। ঔহোহোবা২। ইহা। ভুতাই।

১n৩ ৫রর ২১ রর ২ ১ ১১১১
দা২য়া২৩৪ঔহোবা। স্তুহুতস্তভোষাশিশুমক্রা৩ন্। ইটুইডা২৩৪৫॥

* * *

২র ২১ ১২ — ১ ২ রর২
১। পিবাসুতা। স্তরসিনঃ। মাৎস্বা১নাঈ২। আ। ঔ৩হোবাহাউবা৩।

২ ৫ ২১র ১৭ — ১ ২ রর২
ঈ৩৪ডা। দ্রগামতঃ। আপির্নোবো২। আ। ঔ৩হোবাহাউবা৩।

২ ৫ ১ ররর ১২ — ১ ২
ঈ৩৪ডা। দিসন্ধমাস্তেবৃধে। আস্মাঁ৴১অবা২। আ। ঔ৩

রর২ ২ ৫ ২১ ১n৩ ৫রর
হোবাহাউবা৩। ঈ৩৪ডা। ভুতাই। দা২য়া২৩৪ঔহোবা।

২১ রর ২ ১ ১১১১
বিষ্টুভস্তভোষাশিশুমক্রা৩ন্। ইটুইটা২৩৪৫।

* * *

৩র ২র৩র ৪৫ ১ ১২ ১ ১২৩
১১। হাহ। ভোইয়া। ৩। পাবী। ত্রস্তাই। বিততা৩ব্র। আপস্পা২৩৩

৫ ৪৫ ১র ২ ১২১ ১২৩ ৫ ৪৫
তাই। প্রাভূঃ। গাত্রা। নী৩পরিয়াই। বিবাইশা২৩৪তাঃ। আতা।

১ ২ ১২১র ১র২৩ ৫ ৪৫ ১ ১২
শুতা। নূ৩নতদা। মোঅশ্ন২৩৪তাই। শার্তা। সক্সাইৎ। বহন্তঃ।

১ ২র৩ ৫ ৩র ২র৩র ৩র১৫১৫র
সন্তুদাশা ২ ৩ ৩ তা। হাহ। হোইয়া। ৩। হোইডা।

৩ ৫
২। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

৩র ২ ১ ১ ১ ৪ ৫ ১ ১ ২ ১ ২ ৩
১২। হাহ। হো ৩ ৪ ৫। ৩। পাবী। ত্রস্তাই। বিতত্তা ৩ স্ব্রুত্মপাস্পা ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ১র ২ ১ ২১ ১ ৩ ৫ ৪ ৫
তাই। প্রাভুঃ। গাত্রা। নী ৩ পরিয়াই। বিবাইশ্বা ২ ৩ ৪ তাঃ। আতা।

১ ২ ১ ২১র ১র ২৩ ৫ ৪ ৫ ১ ১ ২
পুতা। নু ৩ ন'ভদা। মোণশ্ন ২ ৩ ৪ তাই। শার্ত্তি। সন্মাইৎ। বহত্তঃ।

১ ২র৩ ৫ ৩র ২ ১ ১ ১ ৩র১৪৫র
সন্তুদাশা ২ ৩ ৪ তা। হাহ। হো ৩ ৪ ৫। ৩। হোইডা।

৩ ৫
হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

১ ২ ২র১র ২র ১ ১ ২ ২ ৩ ৫
১৩। হাবাভী। ত্বাপূর্ব্বপীত। য়াই। ইহা ৩। হাউবা ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ।

২ ১ ২র ১ ২৩র২১ ১ ২ ২ ৩ ৫ ২১
ইন্দ্রাস্তোমাই। ভিরায়বাঃ। ইহা ৩। হাউবা ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। সমা-

২র১ ২৩২১ ১ — ১ :২ ২ ৩ ৫
ইচীনা। সন্নতবাঃ। সমা ২ স্বরান্। ইহা ৩। হাউবা ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ।

২ ১ ২১ ২৩র ২ ১ ১ ২ ২ ৩ ৫ ২র ২১
রুদ্রাগৃণা। তপূর্ব্বিয়াপ। ইহা ৩। হাউবা ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। এ। বৃহৎ॥

* * *

১ ১ ২ ১র র র ১ ২ ২ ৩ ৫
১৪। অভীহাউ। ত্বাপূর্ব্বপীতয়াই। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪ বাঃ।

১ র র র ১ ২ ২ ৩ ৫ ৩র
ইন্দ্রস্তোমেভিরায়বাঃ। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪ বাঃ। সমী।

২র১র ১ ২ ২ ৩ ৫ ২১র
চীনাসন্নতবঃসমস্বরান্। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪ বাঃ। রুদ্রা-

র ১২ ২ ৩ ৫
গৃণন্তপূর্ব্বিয়াম্। ইহ। হা৩১উবা২৩। স্ব২৩৪বাঃ।

২ ১ ১১১১
এ৩। স্বুবা২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র র ২ ১২ ১s ২s ১র
১৫। হাউপিবাসুতা। স্তরসিনা৩ঃ। হোই। ৩। হাউ৩বা। দহোনরঃ।

১র২১র ২ ১ ২s ২১র ২র১র
মৎস্বানইন্দ্রগোমতা৩ঃ। হোই। ৩। হাউবা। সতামোজঃ আপনে্না-

২র১২ ১ ২s ১র ২র১২
বোধিমধমা৩ঃ হোই। ৩। হাউ৩বা। স্বর্জ্যোতিঃ। দিয়োনদে৩।

১ ২s ২র র ২১র ২র১২
হোই। ৩। হাউ৩বা। এস্থাদদম। ৩। অস্মাঁ অনন্তুতোদিয়া৩ঃ।

১ ২s ১র ২র১র২ ১ ২র
হোই। ৩। হাউ৩বা। স্তৌরক্রান্‌ভূমিরত্তজনৎসমুদ্রং সমচ্‌কুপৎ।

১ ১১১১
ইট্ইড়া২৩৪৫।

* : *

২র ২ ১২ ১ ২১২র ১২
১৬। হাউ৩। বৃহাৎ। ৩। বৃহৎ। ৩। বৃহাৎ। ৩। বৃহদিন্দ্রায়া৩গায়া১

— ২ র ১২ — ২র র ১২
ত্তা২। মরুতোবৃত্রা৩হান্তা১মা২ম্। যেনজ্যোতিরজনয়ন্ন৩ভাবা১

— ২র রর ১২ ২র ২ ২
র্দ্ধা২ঃ। দেবন্দেবায়া৩জাগ্১বী২৩। হাউ৩। বৃহাৎ। ৩। বৃহৎ

১ ২ ১— ২র ২১
৩। বৃহাৎ। ২। বৃহা৩১উ। বা২। এ। বৃহৎ। ৩।

* * *

১র — ১র ১২ ৩র২ ২র
১৭। ঐরায়া২৩। ৩। ঐরায়া২৩৪। সুবরা৩৪। হাহোই। পুনানঃ

র ১২ — ২র র৩র ১২ — ২র র র
সোমা৩ধারা১য়া২। অপোবসানো৩আর্ষ১সী২। আরত্নধাযোনিমৃতস্যা৩

১ ২ ২ র র র ১ ২ — ৯র —
সাইদা ১ সী ২। উৎসোদেবোতী ৩ রাণ্যা ১ ম্না ২:। ঐরাম্না ২৩। ২।

১৫ ১ ২ ৩র২ ৫র র ২
ঐরাম্না ২৩৭। সুবরা ৩৪। হাহা ৩৪। ঔহোবা। এ ৩।

২র১র র র ৩ ১১১১
দেবাদিবাজ্যোতী ২৩৪৫:॥

* * *

২র১র ২ ২ র র ২র ২১র ২র১র
১৮। হাবৌহোহাউ। অভিত্বাবার্ষা ৩ ভান্নুতাই। অভিত্বাবা। ধাভান্নুতাই।

২ র র ২র ১র ২র১র — ২ র ২র
অভিত্বাবার্ষা ৩ ভান্নুতাই। ঔহোহাবৌহো ২। সুতও৮ সুজামী ৩ পীতয়াই।

২ ১ ২র১র ২ র ২র ২র১র ২
সুতও৮ সুজ. মীপী৩য়াই। সুতও৮ সুজামী ৩ পীতয়াই। হাবৌহোহাউ।

২ র র ২র ২১র ২র১র ২ র র ২র
তৃম্পাবিয়াশ্নু ৩ হীমদাম্। তৃম্পাবিয়া। শ্নুহীমদাম্। তৃম্পাবিয়াশ্নু ৩ হীমদাম্।

১র ২র১র ২ ২ ২ ১
ঔহোহাবৌহো ২। উহুবা ৩ হাউ। বা ৩। হস্॥

* * *

২র ২ ৩ ৫ ২র — ২ র ১ ২র ১র ২র
১৯। হাউ ৩। হোবাও ২৩৪ বা। হাহা ৩১ উবা ২। পুনানঃসোমধারয়া।

১ র ২১ র র ২১র ২র র ১ র ২১ র র ১র ২১রর
শ্রবোবৃহদিহাইডা। অপোবসানোঅর্ষসি। শ্রবোবৃহদিহাইডা। আরত্নধাযোনি-

২১২২ ১ র ১ র র ১ র২র১র ২১২ ১ র ২১ র র
মৃতস্যসীদসি। শ্রবোবৃহদিহাইডা। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ। শ্রবোবৃহদিহাইডা।

২র ২ ৩ ৫ ২র — ১ ২ ১ ২
হাউ। ৩। হোবাও ২৩৪ বা। হাহা ৩১ উবা ২। সুবর্জ্জগন্মমহস্পৃথি-

১র ২১র২১র ২র ১ র২১ ১ ১ ১১১১
ব্যাদিবমাসকেমবাজিনোযমম্। হস্। ইটুইডা ২৩৪৫।

* * *

২র র র র র র র র র ১র ২র১২ ১ ২ ১ ২১র ২
২০। ঔহোবাঔহোবাঔহো ৩ বা। তবেদিন্দ্রাবমম্বসু। ত্বম্পুষ্যসিমধ্যমম্। সত্রাবিশ্বস্য

১ ২র ১ ২র১র ২ র ২র র র র র র র র ১ ২
পরমস্যরাজসি। নাকিষ্ট্বাগোষুবৃণ্বতে। ঔহোবাঔহোবাঔহো ৩ বা। সুবর্জ্জগন্ম-

র১র২র১ ২র ১ ২১র ২র ১ র ২১ ১ ২ ১ ২১র ২১র
দেবানামবসাবয়৮ শকেমবাজিনোযমম্। সুবর্জ্জগন্মমহস্পৃথিব্যাদিবমা।

১ ২১ ১১১১
হস্বৃহন্নমা ২৩৪৫ঃ॥

* * *

১র২র১র২ ২ ১ ২ ৫র র ১র ২র
২১। ওহোওহো ৩ বা। ৩। ইডা ২৩ ভিরা ৩৪। ঔহোবা। ত্বমেদিন্দ্রা-

১ ২ ১ ২ ১ ২১র ২ ১২র ১ ২র১র২ র
বযমস্থ। স্তম্পুষ্ঠসিমধ্যমণ্। দত্রাবিশ্বস্তপরমস্তরাজসি। নকিষ্টাগোষুবৃথতে।

১র ২র১র ২ ২ ১ ২ ৫র র ১র
ঔহোওহো ৩ বা। ৩। ইডা ২৩ ভিরা ৩৪। ঔহোবা। ইডাসু-

র২১ ১১১১
বোবৃহন্নমা ২৩৪৫ঃ।

* * *

২র ২র র র র র ২র ২১২
২২। হাউ। ৩। ঔহোআত্বাসংস্রগাণতাম্। হাউ ৩। যুক্তারা ১ থা ২৩ ই।

২র ২১২ ২র ১২
হাউ। ৩। হিরাণ্য ১ য়া ২৩ ই। হাউ। ৩। ব্রহ্মাযু ১ জা ২৩ঃ।

২র ১২ ২১ ২ ২র ১২
হাউ। ৩। হারয়ই। ন্দ্রকাইশা ১ ইনা ২৩ঃ। হাউ। ৩। বহান্ত ১

২র২র র^ ৩২ ১ S ৫ ৫ ৫ ১
লো ২৩। হাহাউহাউ। মপী ৩। তা ২৩৪ য়াই। উহুবা ৎ হাউ: বা। হস্॥

* * *

২ র র র র র র ২ র র ১ র র র ১র ৩র ২
২৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। শন্নোদেবীঃ। উহুবা। ওহা। ঔহোবাহাউ।

২ ১৩ ২১ ২ ২ রর র ২র র র ২ র
বা। আবৎ। অভিষ্টা ২৩ য়া ৩ ই। উহুবাওহা। ঔহোবা। শন্নোভবা।

২ র র র ১র ৩র ২ ১২ ২১র ২ ২ র র র
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। সুবঃ। তুপীতা ২৩ য়া ৩ ই। উহুবাওহা।

২র র র ২ র ২ র র র ১র ৩র ২ ২ ১ ২
ঔহোবা। শংযোরভী। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ।

২১ ২ ২ র র র ১র ৩র ২ ২ ৩১১১১
স্রবন্তু ২৩ না ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। ঈ ২৩৪৫॥

* * *

১ ১ ১২ ২১র র — ১ ১ ১ ২
ষ্টাঃ। অথা। দাশা। মসারোঅধিলানো ২ অব্যায়ি। ইডা। শ্যাইমো।

২১র — ১ ১ ১ ২ ২ ১ র s
নযোনিমা ২ সদাৎ। অথা। মার্জ্জা। তিবহি৮ সদনেষুবা ২ চ্ছা ৩ ১

১ ১ ১ ১ ১ ১
উ। বা ২ ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ২১ — ১ ২ — ১ র২র ১ ২
২৪। এআতী। নবস্তআ ২। ক্রচ্ছআ ৩ ১ উবা ২। তরৎসমন্দীধাবতি। প্রায়ম্।

২ ১ — ১ ২ — ১রর ২১ র ২ ১ ২ ২১র —
ইন্দ্রস্তকা ২। বিয়মা ৩ ১ উবা ২। ধারাসুতস্যান্ধসঃ। বাৎসম্। নপূর্ব্বআ ২।

১ ২ — ১ র২র ১ ২ ২ ১ —
যুনিয়া ৩ ১ উবা ২। তরৎসমন্দীধাবতি। আতম্। রিহন্তিমা ২।

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
তরআ ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩র ২ন ৩ ৫ ২র র৩র ১র২ ২ ১রর
২৫। হাহ। হোবাও ২ ৩ ৪ বা। ৩। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ঈডা।

২১র২ ১ ২র ১ ২র ১ ২ ১রর ১ র২র১রর২ ১র২র ১ ২
ধর্ত্তাদিবঃপবতেকৃত্ব্যোরসঃ। ঈডা। ২। দক্ষোদেবানামনুমাদ্যোনৃভিঃ।

১রর ১ ২ র ১র ২র ১ ২ ১রর ১২র১রর ২
ঈডা। ২। হরিঃসৃজানোঅত্যোনসত্বভিঃ। ঈডা। ২। বৃথাপাজা৮ সি-

র ১র ২ ৩র ২A ৩ ৫ ২র
কৃণুষেনদীষুবা ১। হাহ। হোবাও ২ ৩ ৪ বা। ৩। এ।

১র র ৩র ২ ২ ১রর
ঔহোহোবাহাউ। বা। ঈডা॥

* * *

২র ২A৩ ৫ ২র ১র র ৩র২ ২ ২১র২১ ২র
২৬। হাউ। ৩। হোবাও ২ ৩ ৪ বা। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ধর্ত্তাদিবঃপবা।

১রর ২র ১ ২র ১২ ১রর ১ র২র১রর২ ১র২র ১ ২ ১র র
ঈডা। তেকৃত্ব্যোরসঃ। ঈডা। দক্ষোদেবানামনুমাদ্যোনৃভিঃ। ঈডা।

১ ২র১র ১রর ২র১ ২ ১রর ১২র১রর ২ র
হরিঃস্বজানআ। ঈডা। ত্ত্যানসর্ভিঃ। ইডা। বৃণাপাজা৮ৃিক্রধ্বে॰

১র ২ ২র ২ ০৩ ৫ ২র
নদীষুবা ১। হাউ। ৩। ঔবা৩২৩৪বা। এ।

১র র ১৩র২ ২ ১রর
ঔহোহোবাহাউ। বা। ঈডা॥

* * *

১২র১র — ১র২ – ২র ১রর ৩র২ ২ ২১র২১২র
২৭। ওহোহোবা ২। ওবা ২। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ধর্ত্তাদিবঃপবা।

১রর ২র১২র১২ ১র২র১রর২র রর ২১র২র১২ ১
ঈডা। তেক্রত্ব্যোরসঃ। দক্ষোদেবানামা। ঈডা। স্থমাস্তোর্নৃভিঃ। হরিঃ॰

২র১র ১রর ২র১ ২ ১২র১রর ২র ১রর ১২র১র —
স্বজানআ। ঈডা। ত্ত্যানসর্ভিঃ। বৃণাপাজা৮ৃিক। ঈডা। ঔহোহোবা ২।

১র -- ২র ১রর ৩র২ ২ ২র১র২
ওবা ২। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ধুবেনদীষুবা ১॥

* * *

২০৩র৪ ৫ ২র ১রর ৩র২ ২ ২১র ১— ১
২৮। আঔহোবাহাই। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ধর্ত্তা। দী২। বঃপ।

২ র১২ ১২ ১র২র১রর২১রর২র১২ ১রর ১ ২
বা। তেক্রত্বাঃ। রসঃ। দক্ষোদেবানামস্থমাস্তোনৃভিঃ। ঈডা। হরিঃ। সা।

২র১র ২র১ ১২ ১২র১রর ২ র১র২
জানোঅ। ত্যোন। সর্ভিঃ। বৃণাপাজা৮ৃিক্রধ্বেনদীষুবা ১।

২০৩র৪ ৫ ২র ১রর ৩র২ ২ ১রর
আঔহোবাহাই। এ। ঔহোহোবাহাউ। বা। ঈডা॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে প্রথম প্রপাঠকঃ॥

* * *

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়স্যার্দ্ধ-প্রপাঠকঃ। অর্ক-পর্ব্ব॥

১ ২ ২র র ১২ — ২ র র
১। অভাইমাহে। ৩। চর্ষণীধৃতম্মঘানা ৩ মুক্থা ১ য়া ২ ম। ইন্দ্রঙ্গিরোবৃহতীরভ্য৷ ৩

১২ – ২রর র ১২ — ২ র
মূষা ১ ত্তা ২। বাবৃধানংপুরুহূত৮ৃ সু ৩ বা্ক্তা ১ ইভী ২ঃ। অমর্ত্ত্যঞ্জরমাণন্দী ৩

১ ২ — ১ ২ ১ ১ ῃ ৩
বাহদা ১ ইবে ২। অস্তাইমাহে। ২। অস্তা ২ ৩ ই। মা ২। হা ২ ৩ ৪।

১র র ১২১ ১১১১
ঔহোবা। সর্পস্থবা ২ ৩ ৪ ৫ :।

* * *

২ ১ ২ ২র র ১২ —
২। অভিপ্রয়৺ঠৌ ৩ রাইমাহে। ৩। চর্ষণীধৃতম্মঘবানা ৩ মূক্থ্যা ১ মা ২ ম্।

২ রর ১২ — ২র র র ১ ২
ইন্দ্রগিরোবৃহতীরভ্যা ৩ নূ্যা ১ ৩া ২। বাবৃধানম্পুরুহূ৩৺ত্সু ৩ বার্ক্তা ১

— ২ র ১ ২ — ২
ইভো ২ :। অমর্ত্তাঞ্জরমাণন্দী ৩ বাহদা ১ ইবে ২। অভিপ্রয়৺ঠৌ ৩

১ ২ ১ ১ ῃ ৩
রাইমাহে। ২। অভিপ্রয়৺ঠৌ ৩ রা ২ ৩ ই। মা ২। হা ২ ৩ ৪।

৫র র ১ ২ ১১১১
ঔহোবা। প্রসর্পস্থবা ২ ৩ ৪ ৫ :॥

* * *

২S ১ র১ ২ ১ র২১ ২S ১ র ২ ১র ২র
৩। হাউ ৩ বা। চর্ষণীধৃতম্মঘবানমুক্থ্যম্। হাউ ৩ বা। ইন্দ্রগিরোবৃহতীরভ্যনূষত।

২S ২র র ২র১ ১২১ ২S ১ ২ ১
হাউ ৩ বা। বাবৃধানম্পুরুহূ৩৺ত্সুবৃক্তিভিঃ। হাউ ৩ বা। অমর্ত্তাঞ্জর-

২র ১র ২র ২S ১ ২১ ১১১১
মাণন্দিবেদিবে। হাউ ৩ বা। উৎসর্পস্থবা ২ ৩ ৪ ৫ :।

* * *

২S ১ ২ ১ ২ ১র ২র১ ২S ১ ২ ১ ২
৪। হাউ ৩ বা। স্থবঃসত৺সর্পস্তঃ। তবেদিন্দ্রাবমম্বসু। হাউ ৩ বা। স্থবঃসত৺সর্পস্তঃ।

১ ২ ১ ২S ১ ২ ১ ২ ২১র ২ ১ ২র
ত্বম্পুষ্যসমধ্যমম্। হাউ ৩ বা। স্থবঃসত৺সর্পস্তঃ। সত্রাবিশ্বস্যপরমস্যরাজসি।

২S ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১র২ র ২S
হাউ ৩ বা। স্থবঃসত৺সর্পস্তঃ। নাকিষ্টাগোষুবৃণ্বতে। হাউ ৩ বা।

১ ২ ১ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২র র ১
স্থবঃসত৺সর্পস্তঃ। এ। সর্পতপ্রসর্পতস্থবর্গমেমতেবয়ম্॥

* * *

১ ২১ — ১ ২১ ১ ন ৩
৫। সুবঃসৰ্ব্বসার্পস্ব সর্পা ২। ২। সুবঃসৰ্ব্বসার্পসম্। সা ২। পা ২৩৪।

৫র র ১র ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২র
ঔহোবা। ত্বমেবিশ্রোবমৎস্থ। ত্বম্পুষ্টিমধামম্। সত্রোবিশ্বস্তপরমস্তরাজসি।

১ ২র১র ২র ১ ২১ — ১ ২১ ১ ৯
নকিষ্টাগোবৃবৃধতে। সুবঃসৰ্ব্বসার্পসর্ব্বর্পা ২। ২। সুবঃসৰ্ব্বসার্পসব্। সা ২।

৩ ৫র র ২ ১ ২ র৩১১১১
পা ২৩৪। ঔহোবা। এ৩। সুবর্পমেমা ২৩৪৫॥

* * *

২র১ ১ ৩২ S ২ ২ র র
৬। স্বপায়প্রস্থ। পা। ইহা ঈ৩য়া। এবস্ত্রিঃ। অভিপ্রিয়াণিপবতেচা ৩

১২ — ২রর র র ১২ — ২রর
নোহা ১ ইভা ২ঃ। নামানিয়হ্বোঅধিযেষু ৩ বাৰ্দ্ধা ১ ভা ২ ই। আসূৰ্য্যস্ত-

র ১২ — ২ র ১২ — ২র১
বৃহতোবৃ ৩ হাভা ১ ধী ২। রথংবিম্বংচমরুহদ্বী ৩ চাক্ষা ১ পা ২ঃ। স্বপায়প্রস্থ।

১ ৩২ S ২ ২র১ ১ ৩২ ১ন ৩
পা। ইহা। ঈ৩য়া। ২। স্বপায়প্রস্থ। পা। ইহা। ঈ২। য়া ২৩৪।

৫র র ২র ২র১ ২র ২র ২র১ ২র৩ ১১১১
ঔহোবা। এ। স্বপায়প্রস্বপায়। ২। এ। স্বপায়প্রস্বপায়া ২৩৪৫॥

* * *

২র১ ১ ৩র২ S ২ ২র
৭। স্বপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ঈ৩য়া। (এবং ত্রিঃ) ত্বয়াবয়ম্পব-

রর১ ২ ২র র১২ ৩র র রর ১২
মানেনসোমা। ভরেকৃতংবিচ্নুয়ামশশ্বৎ। তন্নোমিত্রোবরুণোমামতাম্ভাম।

২ রর ২ ২র১ ৩র২ S ২
অদিতিঃসিন্ধুঃপৃথিবীউতাত্তৌঃ। স্বপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ই৩য়া। ২।

২র১ ৩র২ ১ন ৩ ৫র র
স্বপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ঈ২। য়া ২৩৪। ঔহোবা।

২র ১ ২র ১ ১১১১
এ। সুবঃ। ২। এ। সুবা ২৩৪৫॥

* * *

২র ১ ১ ২র২ ২র র র১ ২
৪। সুপায়প্রস্থ। পা। ওহা। (এবং ত্রিঃ) স্বয়াবয়ম্পবমানেনসোমা।

২র র১ ২ ২র রর১ ২
ভরেকৃত্তংবিচিনুয়ামশাশ্বৎ। তন্নোমিত্রোবরুণোমামহান্তাম। অদিতিঃসিন্ধুঃ

র১ ২ ২র১ ৩র২ ২র১
পৃথিবীউতা। দ্যৌঃ। সুপায়প্রস্থ। পা। ওহা। ২ সুপায়প্রস্থ।

২র ১ ৩ ৫রর ১ ২র
পা। ও২। হা২৩৪। ঔহোবা। স্ত্রবঃ। এ১।

১র ৩ ১১১
স্তুবঃ। এ২৩৪৫॥

* * *

২রর র র র ১২ ২র র র১২ ২র র র র
৯। স্বাদোরিত্থাবিষূবতাএহাউ। মধোঃপিবন্তিগৌর্য্যএহাউ। যাইন্দ্রেণসয়াবরী-

১২ ২র র র১২ ২র র র ২
এহাউ। বৃষ্ণামদন্তিশোভথাএহাউ। বস্বীরনুস্বরাজ্যমোমে৩হাউ।

২ ২র ১ ২১২১ ১ ৩ ৫রর
বা। এ। দিশঃপ্রদিশঃক। পা২। তা২৩৪ ঔহোবা।

২র ১র ২র ১র ২২৩ ১১১১
এ। রাজঙ্গেমস্বরাজঙ্গমেমা ২৩৪৫॥

* * *

২রর র র র১২ ২র র র১২ ২র র র র
১০। স্বাদোরিত্থাবিষূবতাওহাউ। মধোঃপিবন্তিগৌর্য্যাওহাউ। যাইন্দ্রেণসয়াবরী-

১২ ২১ র র১২ ২র র র ২ ২
ওহাউ। বৃষ্ণামদন্তিশোভথাওহাউ। বস্বীরনুস্বরাজ্যমামো৩হাউ। বা।

১র ২১র২১২১ ১ ৩ ৫রর ২র
এ। উদ্দিশোবিদিশঃক। পা২। তা২৩৪। ঔহোবা। এ।

২১র ২র ১র২র৩১১১১
দিব্যাজমেমস্বরাজমেমা ২৩৪৫॥

* * *

২র র র ২ ২ ১ ১ ২ ৩ ৫
১১। ঔহোইন্দ্রমিন্দ্রপ্রতূর্ত্তিষ, ৩ এ। অভাইনাইখ্যঃ। আসিম্পা ২ ৩ ৪ স্পাঃ।

১ ২র র ১ ২ ২ র২ন৩ র র
আশস্তিহাজনিতাব্র। ক্রতু ২ ০ রণাই। তুবা ২ ৩ স্তূর্যাস্তরোহো ৩।

১ — ১ .৫ ২
হুম্মা ২। স্থা ২ ভো ৩ ৫ হাই॥

* * *

১ ২ ২র ১ — ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
১২। এবাগ্নাঃ। হাও অগিস্থ ২ বিগ্না। ইডা। বৃ। হাউবা। আথা। বাডা।

২ ১ — ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
দেভামহাও ২ অনাই। ইডা। হরিঃ। হাউবা। আথা। মাহঃ।

২র ১র র — ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
তেসস্তোমহিমাপনা ২ ইষ্টমা। ইডা। মতিঃ। হাউবা। আথা। মাহ্য।

২র১ — ১ ১ ১১১১
দেবমহাও ২ অনাই। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

• • •

৩২র৩রর ৫ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫
১৩। ইযাওবা। ৩। ইষা ৩। ওই। ২। ইষা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা।

৩২র৩রর ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২র৩র
বৃষাওবা। ৩। বৃষা ৩। ওই। ২। বৃষা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা। শক্মণাবতা।

৩র২র৩রর ৩র ২ ১ ৩র ২ ১ ৫
একাওবা। একা ৩। ওই। ২। একা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা।

২ ৩ ১ ২ ১
ইষ্মা ২ ৩ ৪ ৫ ম॥

• • •

১রর ১র র ১ররর২র ১ র ২১২১ ২র ১র২
১৪। হাহুম্। ৩। যোবা। ৩। যোবাহাই। ৩। যএকইদ্বিদয়তে। একও

১ র ২ ১র ১২১র২র১২র ১র২ ১ র২ ১র ১রর২র১ ২
বসৈবরম্বৃথে। বসুমর্ত্তায়দাশুষে। একওশবৈরম্মহে। ঈশানোঅপ্রতিস্কুতঃ।

১র২র১২র১ র ২ ১ র ২ ১ ১রর ১র র
একোবৃষাবিরাজতি। ইন্দ্রোঅঙ্গ। হাহুম্। ৩। যোবা। ৩।

১রর২র ১র ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
যোবাহাই। ২। যোবা ৩ হাউ। বা ৬। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২ ১ ১র্র২র্ ২র্১র্র২ ১ ২
১৫। হোবাহাই। যোনঃ। হোবাহাই। ৩। ঔহোবাহাই। ৩। ইদামে।

১ ২ ১ ২ ১র্র২র ২র১র্র২ ১ ২ ১ ২
ইদামে। পুরাএ। হোবাহাই। ৩। ঔহোবাহাই। ৩। প্রবাএ। গুলাএ।

১ ২ ১র্র২র র১র্র২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নিনাএ। হোবাহাই। ৩। ঔহোবাহাই। ৩। যতামে। উবাএ। স্থমাএ।

১র্র২র ২র১রর২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
হোবাহাই। ৩। ঔহোবাহাই। ৩। সথাএ। বলাএ। ভ্রমূএ।

১ ২ ১র্র২র ২র১র্র২ ২র১র৫
তমাএ। হোবাহাই। ৩। ঔহোবাহাই। ২। ঔহোবা ৩

২ ২ ১ ২১ ১ ১ ১ ১
হাউ। বা ৩। হস্রহস্রমা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ২র র ১২ ২র৩রর ২ ১ ২
১৬। হাউ। ৩। হুবেবিরাজঙ্স্বরাজম। ৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ঔ ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ৫ ২০ ২১র ২র র ২র ১র২১র
হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। হাউবা। মহৎসামঅজীজনে। অভ্রাতৃব্যোঅনাত্বম্।

২১২১২র র ১র২ ১র২১র ২র ১ ২র র ২১রর২১
মগস্তুত্বমজীজনে। অনাপিরিস্রজমুষাগনাদ। গুভ্রাতৃ মজীজনে। যুধেদাপিত্ব-

২ র. ২র ২র র ১২ ২র৩রর
মিচ্ছসে। হাউ। ৩। হুবেবিরাজঙ্স্বরাজম। ৩। হাওবা। ৩।

২ ১ ৫ ২ ২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা ৩। এ ৩। অভিভূরসী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ২র১ ১ ২১র S ২ ২ ৫
১৭। হাউয়েবা। ঔর্নাঃ। ইহা। লথমাদা ২। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ৩ ৪ ডা।

২ — ১ ১ ২১র S ২ ২ ৫
ইঅা ২ ইনস্তু। ইহা। তুবিবাজা ২ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ৩ ৪ ডা।

২ — র১ ১ ২১রS ২ ২ ৫
ক্ষুমা ২ ভোমা। ইহা। তির্ম্মদেমা ২। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ৩ ৪ ডা॥

* * *

KRISHNA MISSION INSTITUTE

১ ২ — ১ ১ ২র র ১ ১ ২ — ২র ১
১৮। রা । বতা ২ ইঃ। নাঃ। ইহা। ঔহোহো। ইডা। সখা ২। মাদাই।

১ ২র র ১ ১ ২ — ২১ ১ ২র র ১ ১
ইহা। ঔহোহো। ইডা। ইন্দ্রা ২ ই। সস্তু। ইহা। ঔহোহো। ইডা।

২ — ২র ১ ১ ২র র ১ ১ ২ — ২র ১
ভুবা ২ ই। বাজাঃ। ইহা। ঔহোহো। ইডা। ক্ষুমা ২। তোয়া।

১ ২র র ১ ১ ২ — ২র১ ১ ২র র ১
ইহা। ঔহোহো। ইডা। ভির্ম্মা ২। দেগা। ইহা। ঔহোহো।

১ ২র ১ ২র১ ২র ১ ১ ১ ১ ১
ইডা। এরা। এব্‌ । এরে ২ ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

১ ৫ ২ ২র১র র র — ১ ১ ১ ২
১৯। এউচ্চা। তেজাতমন্ধসোদিবিসদ্ভূমিয়া ২ দদাই। ইড়া। উগ্রঁ৺শর্ম্মহা ১

২n ২ ১ ২ ১র র র — ১ ১ ১ র
ঔশ্রা ৩ বাঃ। সানঃ। ইন্দ্রায়যজাবেবরুণায়মরু ২ স্তুয়াঃ। ইডা। বরিবোবিৎ-

২ ২A ২ ১ ২ ১র র র০র — ১
পরা ১ ইশ্রা ৩ বা। আইনা। বিশ্বাস্থয়আত্মান্নানিমাপুসা ২ পাম্‌। ইড়া।

র র ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
পিবাসন্তোপনা ২ ৩ হোই। মাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্‌। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* . *

১ ২ ২১ব র র র র র র — ১ ১
২০। এআয়া। রুচাহরিণাপুনানোবিশ্বাদ্বেষা৺সিতরতিসযু ২ গ্বতাই। ইডা।

১র র ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ ১ ১ ২ ২ —
সুরোনসযৃ ১ গ্বা ৩ ভাঃ। ধারা। পৃষ্ঠস্তরো ২ চতাই। ইডা। ধারা। পৃষ্ঠসারো ২

১ ১ ১ ২ ২ — ১ ১ ১ র র ২
চতাই। অথা। ধারা। পৃষ্ঠস্যরো ২ চতাই। ইডা। পুনানোঅরুষো ১

২ ২ ২ ১র র র র ২ ৪ ৫ ২১র র
হা ৩ রীঃ। বিশ্বারূদ্র াপরিয়া। সিয়া ৩। কাভীঃ। সপ্তাস্যোভিরা ২ ৩

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
হো। ক্বাভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্‌ইডা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২র ১ ২১র — ১ — ১র র র —
২৫। আক্রন্দয়োবা। কুরুঘোষম্মহা ২। আত্তা ২ ম। হরীইন্দ্রতাভিবোজয়া ২।

১ — রর১ র — ১ — ২১রর র
আশূ ২। মর্ম্মাবিধন্দদতামস্তো ২। আন্তা ২ ম। শল্যাস্ত্রাপতভূম্নোকমা ২ ৩।

২ n ৩ ৫রর ১
আ ২। চ্ছা ২৩৪। ঔহোবা। অস্।

• . •

২র ১ ১ ১ ১ ২র ৪
২৬। হাউ। ৩। অস্। ৩। ফট্। ৩। মৃস্। ৩। হস্। ৩। প্রায় ২ ৎ।

১ ৪ ১রর ১রর ৪ ১র ৪ ১র ৪ ১র ৪
চক্র ২ ম্। আরা ২। আবণা ২ ই। সান ২। তাঅ ২। ভ্যাব ২।

১র ৪ ১রর ৪ ১ ৪ ১রর ৪ ১রর ১রর ৪ ১রর ৪
তায় ২ ৎ। জীম্নো ২ কৃ। ইতী ২। স্রাভ ২। হাতৈ ২। শাম্না ২। তৈকে ২।

১র ৪ ১র ৪ ২র ১ ১ ১
শাব ২ ৎ। শাইর ২ঃ। হাউ। ৩। অস্। ৩। ফট্। ৩। মৃস্। ৩।

১ ৩ ৫রর ২র১ ২র১
হস্। ২। হা ২৩৪। ঔহোবা। এঅস্। এফট্।

২র১ ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১
এমৃস্। এহস্। ঈ ২৩৪৫।

• . •

২ ১ ২ ১র ৪ ১ ৪ ১রর ৪ ১রর ৪
২৭। অভ্যাভুঃ। ৩। প্রায় ২ ৎ। চক্র ২ ম্। আরা ২। আবণা ২ ই। ৩।

১র — ১র ৪ ১র — ১র ৪ ১রর ৪ ১ ৪
দান ২। তাঅ ২। ভ্যাব ২। তায় ২ ৎ। ৩। জীম্নো ২ কৃ। ইতী ২।

১রর ৪ ১রর ৪ ১রর ৪ ১রর ৪ ১র ৪ ১র ৪
স্রাও ২। হাতৈ ২। ৩। শাম্না ২। তৈকে ২। শাব ২ ৎ। শাইর ২ঃ।

২ ১ ২ ১ ১ n ৩ ৫রর
৩। অভ্যাভুঃ। ২। অ। ভ্যা ২। ভূ ২৩৪। ঔহোবা।

১ ২ ২ ১৩ ১ ১ ১ ১
হস্প্রহস্এ৩চক্ ২৩৪৫॥

• . •

২র ২ ১র র র ২ ১ ১ ১ ২ ২s
২৮। হাউ। ৩। ক্ষুরোহয়োহয়োহয়ঃ। ৩। বৃশ্চপ্রবৃশ্চপ্রচ্ছিন্ধি। ৩। হাউ। ৩।

১ ২ ১ র২র ২১২র১ ২ ১র ২ ১র২র র ১ র ২র
বা। প্রবচ্চক্রমরাব্ণে। সনত্তাঅভ্যবর্ত্তয়ৎ। জ্যোগিব্রিপ্রওহাতৈ। শয়াচৈ-

১র ২ ১ ২র ২ ১র র ২ ১ ২ ১ ২
কেশবচ্ছিরঃ। হাউ। ৩। ক্ষুরোহয়োহয়োহয়ঃ। ৩। বৃশ্চপ্রবৃশ্চপ্রচ্ছিন্ধী।

২s ২র ২ ১ ২ ১ ২ ২র
৩। হাউ। ৩। বা। এ। বৃশ্চপ্রবৃশ্চপ্রচ্ছিন্ধী। ২। এ।

২ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
বৃশ্চপ্রবৃশ্চপ্রচ্ছিন্ধী ২ ৩ ৪ ৫।

* *
*

২র ১ র ২১২১ ২ ১ ২১র ২১র ২ ১ ২১২১র২ র ১
২১। হাউ। ৩। নরোব্‌দ্রভ৺ভনির্ভিদ্রা৺স্পধা৺স্বয়৺স্কুগ্রইসমূর্জ্জ৺রজঃস্থুবঃ। ত্য।

১ ১ ৩ ৫র র ২ ১ ২২র র র ১
৩ হো। ৩। হু৺। ২। হু৺ ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অভিস্বাশূরনোনুমোহস্।

১ ২র র ১ র ১রর ২ ১ ২ ১ ১রর ২ ১ র
অদুগ্ধাইবধেনবোহস ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দৃশ৺ভস্। ঈশানমিন্দ্রতস্থুষোহস্।

২র ১ র ২১২১ ২ ১২১র ২১র ২১ ২১২১র২ ১ ১
হাউ। ৩। নরোব্‌দ্রভ৺ভনির্ভিদ্রা৺স্পধা৺স্বয়৺স্কুগ্রইসমূর্জ্জ৺রজঃস্থুবঃ। ত্য।

১ ১ ৩ ৫র র ২র ১র ২র
৩। হো। ৩। হু৺। ২। হু৺ ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। বাক। এ।

১র ২র ১ ২র ২ ১ ২র ১র ২র ২ ১ ২ রর১২ ১
ইডা। এ। স্থবঃ। এ হেং। এ। জ্যাঃ। এ। অর্কমর্চ্চভদেবাবৃধ৺হস্।

* *
*

১ ২ ৩ ১ A ৩২ ১ ১ ১ ২র ২র২রর
৩০। হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এভিয়াহাউ। ৩।

১র২র২A ৩A ২ ৫র র ২ ১ র র২র ১
এভিয়াহাউ। এহিয়া ৩ ৪। ঔহোবা। ইহপ্রজামিহরয়িং৺ররাণোহস্।

১ ২ ২ ১ n ৩২ ১ ১ ১ ২র ১র ২র
হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এভিয়াহাউ। ৩।

২ ১র ১ n ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ n ২
কয়াবশ্চাই। ব্রহ্মা ২ ত্থু ২ ৩ ৪ বাৎ। হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই।

৩ ১১১ ২র ১র র র র ১র ২র২n ৩র ২
হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এহিয়াহাউ। এহিয়াহাউ। এহিয়া ৩ ৪।

৫র র ২র১ র র ২ ১র২১র২র১ ১২ ১ n
ঔহোবা। রায়স্পোষায়সুক্রতায়ভূয়সেতস্। হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই।

৩২ ১১১ ২র ১র ২রর ২র১২১ ১২২ ৫
হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এহিয়াহাউ। ৩। উতাইসদা। বার্দ্ধঃসা ২ ৩ ৪ খা।

১২ ১ n ৩২ ১১১ ২র
হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। ৩। হাউ। ৩।

১র২রর ১রররn ৩র ২ ৫রর ১র২র১২১২১
এহিয়াহাউ। এহিয়াহাউ। এহিয়া ৩ ৪। ঔহোবা। আগন্নামমিদস্বৃহন্তস্।

১২ ২ ১ n ৩২ ১১১ ২র ১র২রর
হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এহিয়াহাউ। ৩।

২১র ৩ ৫ ১ ২১ n ৩ n২ ২র ১১১
কয়াশচাই। ছয়া ২ বা ২ ৩ ৪ ঔ। হোবা ৩ হা ৩ আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫।

২র ১র২রর ১র২ররn ৩র ২ ৫রর ২২২র১
হাউ। ৩। এহিয়াহাউ। এহিয়াহাউ। এহিয়া ৩ ৪। ঔহোবা। ইদংবাম-

২১২১ ১২ ২ ১ n ৩২১১১ ২র
মিদস্বৃহন্তস্। হোবা ৩ হা ৩। আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩।

১র২রর ২১র ৭ n ৩ ৫ ১২ ২
এহিয়াহাউ। ৩। কয়াশচাই। ছয়া ২ বা ২ ৩ ৪ ঔ। হোবা ৩ হা ৩।

১ n ৩২১১১ ২র ১র২রর ১র২রর ৩র ২
আ ২ ই। হিয়া ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। এহিয়াহাউ। এহিয়াহাউ। এহিয়া ৩ ৪।

৫র র ২র ১র২ ১২১ ২র১২১২১
ঔহোবা। চবাচরায়বৃহতইদংবামমিদস্বৃহন্তস্।

*

২র র র র র ২৩ ২ রর ২র রর ২ রর
৩১। হোইয়াহোইয়াহোইয়া ৩ ৪ ৩ পিব। মৎস্বাহাউ। ওজোহাউ। সহোহাউ।

২ র ২ রর ২ রর ২ র ২ র ২র
বলং৺হাউ। ইন্দ্রোহাউ। বয়োহাউ। বৃহদ্ধাউ। শতং৺হাউ। স্বর্হাউ।

২র র ২ ২ ২র র রn ৩র২ ২১রর
জ্যোতির্হাউ। দা ৩ দে। হাউহাউহাউ। ঔহো ১ ই। ৩। পিবাসোমাস।

১২ ১ ২র ২র রn ৩র২ ২১র র
ইন্দ্রমা। দতুষা। ৩। হাউ। ২। হাউ। ঔহো১ই। ৩। পিবাসোমাম্।

১ ২ ১ ২র ২র রn ৩র২ ২১র র
ইন্দ্রমা। দতুষা। ৩। হাউ২হাউ। ঔহো১ই। ৩। পিবাসোমাম্।

১ ২ ১ ২র ২ রর ২ররর ২রর ২ র
ইন্দ্রমা। দতুষা। ৩। মৎস্বাহাউ। ওজোহাউ। সহোহাউ। বল৺হাউ।

২ রর ২ রর ২ র ২ র ২র ২র র
ইন্দ্রোহাউ। বয়োহাউ। বৃহদ্ধাউ। ঋত৺হাউ। স্বর্হাউ। জ্যোতির্হাউ।

২ ২ ২র রn ৩র২ ২১র ২s১ ২
দা৩ধে। হাউ। ২। হাউ। ঔহো১ই। ৩। যন্তেসুষা। বাহরিয়া।

১র S ১র ২র রn ৩র৩ ২১র
খাদ্রী২ঃ। ২। খাদ্রিঃ। হাউ। ২। হাউ। ঔহো১ই। ৩। যস্তেসুষা।

২s১ ২ ১র S ১র ২ রর ২ররর ২ রর
বাহরিয়া। খাদ্রী২ঃ। ২। খাদ্রিঃ। মৎস্বাহাউ। ওজোহাউ। সহোহাউ।

২ র ২ র র ২ রর ২ র ২ র ২র
বল৺হাউ। ইন্দ্রোহাউ। বয়োহাউ। বৃহদ্ধাউ। ঋত৺হাউ। স্বর্হাউ।

২র র ২ ২ ২র রn ৩র২ ২র১র
জ্যোতির্হাউ। দা৩ধে। হাউ। ২। হাউ। ঔহো১ই। ৩। সোতুর্ব্বাহু।

২ ১ ২ ১রর s ১রর ২র র ৩র২
ভা৺সুযতো। নার্ব্বা২। ২। নার্ব্বা। হাউ। ২। হাউ। ঔহো১ই।

২র১র ২ ১ ২ ১ররS ১রর ১ ২র
৩ সোতুর্ব্বাহু। ভা৺সুযতো। নার্ব্বা২। ২। নার্ব্বা। মদমে। ২।

১২ ২ ১ ২র ১ ২ ২ ১ ২
দাদা৩যাই। ঋতমে। ২। আর্ত্তা৩যাই। ইয়াহাউ। ২।

১ S ২ ৩১১১১
ইয়পিবমৎস্বা৩। হাউবা৩। ঔ২৩৪৫॥

* * *

২র ২ ২ ২ রর ১ ২
৩২। হাউ। ৩। প্রিয়হোই। ৩। প্রিয়মোই। ৩। অগ্নআয়াহী৩বাইতা১

— ২ রর ১২ — ২ রর ১২
য়া২ই। গৃণানোহব্যা৩দাতা১য়া২ই। নিহোতাসৎসী৩বাৰ্হী১ইষী২৩।

২র ২ ২ ২১n ৩
হাউ। ৩। প্রিয়হোই। ৩। প্রিয়মোই। ২। প্রিয়া২ম। আ২৩৪।

৫র র ২র ২১ ২র ২র ১র২র১ ২১ ২র ১রর
ঔহোবা। এ। প্রিয়ম্। ৩। এ। ব্রাহ্মণানাংযন্নন্তন্নম্প্রিব্রাহ্মণানাম্।

২র র১র ২১ ২র১র ২র ২র১২র ১ ২১ ২র ১৩১১১১
এ। পশূনাংযন্নন্তন্নম্প্রিপশূনাম্। এ। যোষিতাংযন্নন্তন্নম্প্রিযোষিতা ২৩৪৫ণ্॥

* * *

২র র ১ ২র১র ২ ২১র ৭ ৮ ৩ ৫
৩০। বীহাযবাই। ৩ বীহাদবাই। কয়ানশ্চাই। ব্রহ্মা ২ ভূ ২ ৩ ৪ বাৎ।

২র১ ২১ ১২৩ ৫ ২১র ৭ ৮ ৩ ৫
উত্তাইনদা। বার্দ্ধঃসা ২ ৩ ৪ খা। কয়াশ। চাই। ঠয়া ২ বা ২ ৫ ৪ র্ত্তা।

২রর ১ ২র১র ১ ৩ ৫রব ২র ১৮ ২১
বীহায়দাই। ৩। সীহা। য়া ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। সংযমস্ত-

র ২১ ২১২১র ২ ১র র র ২ ১র১র২র ১ ১১১১
স্যাযমস্থিযমন্নসমাযমন্। যেকেচোদরসর্পিণস্তেভ্যোনমা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে দ্বিতীয়স্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ।

* * *

ইতি অর্ক-নাম প্রথমং পর্ব্ব সমাপ্তম্।

* *

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়স্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। দ্বন্দ্ব পর্ব্ব॥

২র ১র ১র ২১ ২ ১ ২র৩৪৫
১। হাউ ৩। আয়ুঃ। ৩। সাতাম্ ৩। ইন্দ্রন্নরো। নে ৩ মধি। তাহবন্তাই।

২ ১র ২১ ২১ ৩৪৫ ২র১র ২ ১ ২৩৪র৫
সংপারিয়াঃ। যুনজ। তাইদিয়স্তাঃ। শূরোনৃষা। তা ৩ শ্রব। সশ্চকাসাই।

২র১র ২১র ২র৩৪৫ ২র ১র
আগোমতাই। ব্রজেভ। আত্বংন্নাঃ। হাউ। ৩। আয়ুঃ। ৩।

১র ৩২ ৫র র ৩১১১১
সাতাম্। ২। সত্যা ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১র র ২ ২ র ১ ২১ ২ ১
২। হাউ। ৩। আনোহিয়। ৩। মনদোহম্। ৩। ইন্দ্রন্নরো। নে ৩ মধি।

২র৩৪৫ ২ ১র ২১ ২ ৩৪৫ ২র১র ২ ১
তাহবন্তাই। যৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইদিয়ন্তাঃ। শূরোনৃষা। তা ৩ শ্রব।

২৩৪র৫ ২র ১র ২১র ২র৩৪৫ ২র ১র র ২
সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেত। জাতুবন্নাঃ। হাউ। ৩। আনোহিন্ন।

২ র ১ ২ র ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
৩। মনদোহম্। ৩। মনা ২ ৩ দোহা ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১র র ১রর২ ২ ১ ২ ১
৩। হাউ। ৩। এক্সৌ। ৩। এক্সাহাউ। ৩। ইন্দ্ররো। নে ৩ মধি।

২র৩৪৫ ২ ১র ২ ১ ২ ৩৪৫ ২র১র ২ ৩
তাহবস্তাই। বৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইধিরস্তাঃ। শূরোনৃষা। তা ৩ শ্রব।

২ ৩৪র৫ ২র ১র ২ ১র ২র৩৪৫ ২র ১র র
সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেত। জাতুবন্নাঃ। হাউ। ৩। এন্যো। ৩।

১র র ২ ১র ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
এন্যাহাউ। ২। এন্যা ৩ হাউ। বা ৩ ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র ১র র ২র র ১র — ১র ২ ১ ২
৪। হাউ। ৩। আহোএনো। ৩। আহো ২ এন্যাউ। ৩। ইন্দ্ররো। নে ৩

১ ২র৩৪৫ ২ ১র ২ ১ ২ ৩৪৫ ২র১র
মধি। তাহবস্তাই। বৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইধিয়স্তাঃ। শূরোনৃষা।

২ ১ ২৩৪র৫ ২র ১র ২ ১র ২র৩৪৫ ২র
তা ৩ শ্রব। সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেত। জাতুবন্নাঃ। হাউ।

১র র ২র র ১র — ১র ১র —
৩। আহোএক্সৌ। ৩। আহো ২ এক্সাউ। ২। আহো ২

১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
এক্সা ৩। হাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১ ২ ২র ২ ১ ২ ১
৫। হাউ। ৩। হুম্ হুম্ হুম্ হুম্। ৩। হাউ। ৩। ইন্দ্ররো। নে ৩ মধি।

২র৩৪৫ ২ ১র ২ ১ ২ ৩৪৫ ২র১র ২ ১
তাহবস্তাই। বৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইধিয়স্তাঃ। শূরোনৃষা। তা ৩ শ্রব।

২ ৩৪র৫ ২র ১র ২ ১র ২র৩৪৫ ২র
সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেত। জাতুবন্নাঃ। হাউ। ৩।

১ ২ ২৫ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
হুম্ হুম্ হুম্ হুম্। ৩। হাউ। ৩। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

২র ১ ১ ২ ২র ২ ১ ২
৬। হাউ। ৩। ইহা। হুম্ হুম্ হুম্। ৩। হাউ। ৩। ইন্দ্রমরো। নে ৩
১ ২র৩৪৫ ২ ১র ২ ১ ২ ৩৪৫ ২র১র
মধি। তাহবস্তাই। যৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইধিয়স্তাঃ শূরোনৃষা।
২ ১ ২ ৩৪র৫ ২র ১র ২১র ২র৩৪৫
তা ৩ শ্রব। সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেভ। জ্রাতুবয়াঃ।
২s ২ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউ। ৩। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২ ১র র র ১ — s ১ — ১ —
৭। হাবীন্দ্রাম্। নরোনেমধিতাহ। না ২ ১। তা ২ ই। যাৎপা ২।
১র র ১ — — ১ — ১ র র ১ — s
র্যায়ুনজতেধি। যা ২ ১। তা ২ঃ। শূরো ২ঃ নৃষাতাশ্রবসশ্চ। কা ২ ১।
১ — ১ — ১ র র ১ ১ ∧
মা ২ ই। আগো ২। মতিব্রজেভজাতু। না ২ ৩। মা ২।
৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
না ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ১ ২ ১ ১ ৩ ৪ ৫ ১র র র ২
৮। উবা। ওবা। ২। উবা। ওবা ৩। আইন্দ্রাম্। নরোনেমধিতাহবা ২ ৩ স্বা ৩
৪ ৫ ১র র ২ ৪ ৫ ১র র
ঈ। যাৎপা। র্যায়ুনজতেধিয়া ২ ৩ স্তা ৩ঃ। শূরো। নৃষাতাশ্রবসশ্চকা ২ ৩
২ ৪ ৫ ১ র ২ ১ ১২ ১
মা ৩ ই। আগো। মতিব্রজেভজাতুবা ২ ৩ ম্নাঃ। উবা। ওবা। ২। উবা।
১ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ও ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ২র ২ ২ র ৪ ২র৩৫ ২র র
৯। হোবাই। ২। হোবা ৩ হাই। উপবাজা ৩ মা ৩ যোগিয়ঃ। হোবাই। ২।
২র ৩ ২র ৪ ২৩৫ ২র র ২র
হোবা ৩ হাই। দেদিশতী ৩ হাঁ ৩ দিক্ষত। হোবাই। ২। হোবা ৩
২ ২র র ৪ ২ ৩৫ ২র র
হাই। বায়োয়ানী ৩ কা ৩ অপ্সিরন। হোবাই। ২।
২র ২ ৫রর ৩ ১ ১ ১ ১
হোবা ৩ হা ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২রর ২র ২ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২রর
১০। ওবা। ২। ওবা ৩ হাই। উপত্বাজা ৩ মা ২ যোগিরঃ। ওবা। ২।

২র ২ ২র ৪ ২ ৩ ৫ ২রর ২র ২
ওবা ৩ হাই। দেদিশতী ৩ হ্বা ৩ বিষ্কৃতঃ। ওবা। ২। ওবা ৩ হাই।

২র র ৪ ২ ৩ ৫ ২রর ১র ২
বায়োরনী ৩ কা ৩ অস্থিরন্। ওবা। ২। ওবা ৩ হা ৩ ৪।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র ২রর র ১রর ২রর র ১র ২ ২ র ১ A
১১। হাউধামমৎ। হাহাউধামমধামায়ৎ। হাহাউবৃহদ্ধামধামায়ৎ। বৃতদিন্দ্র। যগা ২

৩ ৫ ২ র ১ A ১ ৫ ২র র
যা ২ ৩ ৪ তা মরুতোবৃ। জহা ২ স্থা ২ ৩ ৪ মাগ। যেমজ্যোতিরজনয়ন্।

১ ॥ ৩ ৫ ২র র র ১ A ১ ৫ ২র র
ঋতা ২ বা ২ ৩ ৪ র্দ্ধাঃ। দেবন্দেবা। যজ্ঞা ২ গ ২ ৩ ৪ বী। হাউধামরৎ।

২র র র ১র ২রর র ২র ১ ॥ ৩ ৫র র
হাহাউধামধামায়ৎ। হাহাউবৃহদ্ধামধা। মা ২। যা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১
এ ৩। ভগী ২ ৩ ৪ ৫ঃ ॥

* * *

২র ২রর ২রর ১ ২ ১ ১ ২
১২। হাউ। ৩। যশোহাউ। ৩ বর্চ্চোহাউ। ৩। আম্নিনহাঈ। ২। আম্নিনহা ৩ ১

১ — ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২র
উ। বা ২। ত্বেদিন্দ্রাবমম্বস্থ। ত্বমপুষ্যন্নমধামগ। সত্রাবিশ্বস্থপরমস্তরাজসি।

১ ২র ১র ২ র ১র ২রর ২রর
নকিষ্ট্বাগোষুবৃণ্ণতে। হাউ। ৩। যশোহাউ। ৩। বর্চ্চোহাউ। ৩।

১ ২ ১ ১ ২ ১ — ১র র র র
আম্নিনহাঈ। ২। আম্নিনহা ৩ ১ উবা ২। আয়ুর্ব্বিশ্বায়ুর্ব্বিশ্বং বিশ্বমায়ুরশীমহি

১র ২ ১ ২ ১ ১র২১ র ২র ১২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
প্রজাস্ত্বষ্টরধিনিধেহ্যস্মেশতংজীবেমশরদোবয়ন্তে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র র র ১র র ২ — ১ ১ — ১
১৩। কায়মানোবনাতুবাম্। যন্মাতৃরজগানা ১ পা ২ঃ। ঔ ২। হো ২। হবাই।

২ ৩ ৫ ১ র র র্ ২ — ১ — ১ —
ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। নতত্তেঅগ্নেপ্রমৃষেনিবার্ত্তা ১ না ২ ম্। ঔ ২। হো ২

১ ১ ৩ ৫ ১র র ২ — ১ — ১ —
হবাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫ বা। যদ্দূরেসন্নিহাভু ১ বা ২ঃ। ঔ ২। হো ২।

২ ৩ ৫ ২র ২র ২১র ১ ১ ১ ১
হবাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। এ। রাজ৺স্বরাজা ২ ৩ ৪ ৫।

১র১র — ২র ১ ॥ ৩ ৫র১ ১র ২র র
১৪। ঔহোবা ২। ২। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। কায়মানো

১র ১২র১র ২ ১ ১ র ২ র ১ র ২ ২ ১২র ১র ২১র ২
বনাবম। যন্মাতৃরজগন্নপঃ। নতত্তেঅগ্নেপ্রমৃষেনিবর্ত্তনম্। যদ্দূরেসন্নিহাভুবঃ।

২র ১র — ২র ১ ॥ ৩ ৫র র র
ঔহোবা ২। ২। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ।

২১র ২১র ১ ১ ১ ১
বিরাজ৺স্বরাজা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। ১৪।

* * *

২র ২ র র ১ ২ ২র ২ র
১৫। হাউ। ৩। প্রসোমদেবা ৩ বাইতা ১ য়া ২ ৩ ঈ হাউ। ৩। সিন্ধুর্নপিপ্যে ৩

১ ২ ২র ২ র র র ১ ২
আর্ণা ১ সা ২ ৩ঃ হাউ। ৩। অ৺শোঃপয়সামদিরোনা ৩ জাগৃ ১ বী ২ ৩ঃ।

২র ২ র র ১ ২ ২S ২ ২১
হাউ। ৩। অচ্ছাকোশম্ ৩ ধুশ্চূ ১ তা ২ ৩ ম্। হাউ ৩। বা। বর্ষ্মঃ-

২ ১র র ২ র ১র ১ ১ ১ ১
প্রবুক্তগুহাসমানুষেবুধেসুবা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ — ২ র র ১ ॥
১৬। ঔহো ৩ বা। ৩। ঈ ৩ য়া। ৩। আইহী ২। ৩। প্রসোমদেববা ২

৩ ৫ ২ ১র A৩ ২ র র
ইতা ২ ৩ ৪ যাই। সিন্ধুর্নপি। পোআ ২ র্ণা ২ ৩ ৪ সা। অ৺শোঃপয়সামদিরঃ।

১ A৩ ৫ ২র র ১ ॥৩ ৫ ১ ২
নজা ২ গৃ ২ ৩ ৪ বীঃ। অচ্ছাকোশম্। মধু ২ শ্চূ ২ ৩ ৬ তাম্। ঔহো ৩

২ - ১ ২ ১ — ১ ১ ৩
বা। ৩। ঈ ৩য়া। ৩। আইহী ২। আইহী ২৩। আ২ ই। তা ২ ৩৪।

৫র র ২১ ১১র র২র১র ১১১১
ঔহোবা। ঘর্ম্মঃপ্রবৃক্তস্তবানমাসশেমহেন্দুবা ২৩৪৫ঃ॥

* . *

১র২ ১ ৫ ২১২ ২১ ২ ১ ৫ ৩
১৭। অগ্নম্পুষা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। রয়িৰ্ভগঃ। রয়িৰ্ভাগা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। চা ২ ৩ ৪

৫ ২র১ ২ ১ ৫ ২র১ ২ ২র১ ২ ২র১ ২
ক্ষঃ। সোমঃপুনা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। নোঅর্ষতি। নোঅর্ষতি। নোঅৰ্ষাতা ৩

১ ৫ ৩ ৫ ২১ ২ ১ ৫ ২১র ২
ও ২ ৩ ৪ বা। পূ ২ ৩ ৪ বাঃ। পতিৰ্ব্বিশ্বা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। স্তভুমনঃ।

২১র ২ ১ ৫ ৩ ৫ ৩১ ২ ১ ৫
স্তভুমানা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। জো ২ ৩ ৪ ভীঃ। বিশ্বপ্রো ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

২১র ২র ২১র ২ ১ ৫ ৩ ৫
দসীউভে। দসীউভা ৩ ও ২ ৩ ৪ বাঃ চা ২ ৩ ৪ ক্ষঃ॥

* . *

২১ ১ n ৩ ৫র র ২১ ২ ২১ ১ n ৩
১৮। অয়ম্। পূ ২ ষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রয়িৰ্ভগঃ। রয়িঃ। ভা ২ গা ২ ৩ ৪

৫র র ১র ২র১র ২ ২র১ ১ n ৩ ৫র র
ঔহোবা। সোমঃপুনানোঅর্ষতি। নোঅ। র্ষা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২১র ২ ২১র ১ n ৩ ৫র র ১২১র১র ১র
পতিৰ্ব্বিশ্বস্তভুমনঃ। স্তভূ। মা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বিশ্বপ্রোদসীউভে।

২১র ১ ^ র ৫ র ৩ ৫ ৩র২ ১ n
দসী। উ ২ ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। চা ২ ৩ ৪ ক্ষঃ। ঔহো ৩১ ই। ঔ ২

৩ ৫ ৩ ৫ ২র২ ১ n ৩ ৫
হো ২ ৩ ৪ বা। পূ ২ ৩ ৪ বাঃ। ঔহো ৩১ ই। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ৩র২ ১ n ৩ ৫ ৩ ৫
জো ২ ৩ ৪ ভীঃ। ঔহো ৩১ ই। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ বা। চা ২ ৩ ৪ ক্ষঃ॥

* . *

২র র র ১র ১ ১ — ১ ১ ১
১৯। এঅয়ম্পুষারয়িৰ্ভগঃ। সোমঃপুনা। ইহা। নো ২ অর্ষা। ইডা। ভাইপতি-

২ ২ ২ ১ র ১ ১২
ৰ্ব্বিশ্বস্তভূ ১ মা ৩ নাঃবিশ্বপ্রোদসা ২৩ হোই। উভআ ৩১ উবা ২৩।

১ ১১১১
ইডইডা ২৩৪৫।

* . *

২র র ২n৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৪ ৫
১। হাউযচ্ছক্রাণী। পারাবা ২ ৩ ৫ তী। ঔ ৪ য়। ইয়া ২ ৩ ৪। ইয়াহাই।

২n৩ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৪ ৫
যাদশ্বা ২ ৩ ৪ না। তাইবৃত্রা ২ ৩ ৪ হান্। ঔ ৪ য়। ইয়া ২ ৩ ৪। ইয়াহাউ।

২ n৩ ৫ ২ n র ৫ ২ n৩ ৫ ৩
আতস্থা ২ ৩ ৪ গী। ভাইর্দ্রাগা ২ ৩ ৪ দি। দ্রাকেশা ২ ৩ ৪ ইভীঃ। ঔ ৪

৫ ৩ ৪ ৫ ২n৩ ৫ ২ n৩ ৫
য়। ইয়া ২ ৩ ৪। ইয়াহাউ। সুতাবা৺ ২ ৩ ৪ আ। বাইবাদা ২ ৩ ৪ তী।

৩ ৫ ৩ ৪ - ৫ ১ ২ ১
ঔ ৪ য়। ইয়া ২ ৩ ৪। ইয়া ৫ হাউ। বা। অশ্বমিষ্টয়ে ৩ হস্॥

* . *

৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ u ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২
২। ঔ ৪ য়। ইয়া ২ ৩ ৪ ৫ (এণস্ত্রিঃ)। ইয়াহাউ। যাচ্ছা। ক্রা। নী ৩

৪ ৪n৩৫ ৪ ৫ ১ ২ - ৪ ২ ৩ ৫ ৪ ৫ ১
পা ৩ রাবতী। যাদা। শ্বা। বা ৩ তা ৩ ইবৃত্রহন্। আতাঃ। স্থা।

১ ২র ৪ ২র ৩ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ৪ ২র৩৫
গীভির্দ্রাগদো ৩ দ্রা ৩ কেশিভিঃ সুতা। বা৺। আ ৩ নৌ ৩ বাসতি।

৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ ৪ ৫ ১ ২ ১
ঔ ৩ য়। ইয়া ২ ৩ ৪ ৫। (ত্রিঃ)। ইয়া ৫ হাউ। বা। অশ্বমিষ্টয়ে ৩ হস্।

* * *

২ ১র ১ — ১ ২ ৩ ৫
৩। আ। ভীনব। তআ ২ ১ ৩। ক্রংঅা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা।

২ ১ ১ — ১ ২ ৩ ৫
প্রা। যমিন্দ্র। শুকা ২ ১ ২। মিয়্যা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা।

২ ১ র ১ — ১ ২ ৩ ৫
বা। ৎসন্নপূ। শিআ ২ ১ ২। যুনি সা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা।

২ ১ ১ — ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
জা। হ৺রিহ। ত্রিমা ২ ১ ২। তরআ ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

৩১র ২ ৩ ৫ ১ ১ ২র
৪। অভীনব। তআ ৩ ১ উবা ২ ৩। ক্র ২ ৩ ৪ হাঃ। হোই। হো। বাহা ৩ ১

৩ ৫ ২১ ২ ৩
উবা ২ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ডা। প্রিয়মিন্দ্র। শুকা ৩ ১ উবা ২ ৩। মী ২ ৩ ৪

৫ ১ ১ ২র ৩ ৫ ২১ র
য়াম্। হোই। হো। বাহা৩১উবা২৩। ঈ২৩৪ডা। বৎসমমূ।

ঃ ৩ ৫ ১ ২ ২র
র্বিআ৩১উবা২৩। ঘূ২৩৪নী। হোই। হো। বাহা৩১উবা২৩।

৩ ৫ ২র১ ২ ৩ ৫
ঈ২৩৪ডা। আত৮ূরিহ। তিমা৩১উবা২৩। ন্তা২৩৪রাঃ।

১ ১ ২র ১ ১১১১
হোই। হো। বাহা৩১উবা২৩। ইট্‌ইডা২৩৪৫।

* * *

২ রর ১২ ২রর ১ ২ ১ ২ ১
৫। যদিন্দ্রশাগোঅব্রাতাম্। চ্যাবয়াসদা৩ সা২৩স্পরাই। আ২৩ স্মা। কম।

১ ২ ১ n ৩ ৫ ২১ ২ ৩র৪র৫
শুস্মাঘা১বা২৩ন। পূরু২স্পৃ২৩৪হাগ। বগাব্যাঅা৩৪। ঔহোবা।

১ ২ ১ n ৩ ৪র৫ ৩১১১১
দা২৩ইবা৩। হা২বা২৩৪ঔহোবা। ষা২৩৪৫।

• • •

৩ ৪ র ৪ ৫ ২র১র — ২১২ n
৬। য ৫ দিন্দ্রঃ শা৩গো৩আব্রাতাম। চ্যাবয়াসা২। দগাস্পা১রা২ই।

৩২ s ২ ২১২ — ২১২ n ৩২
উবা৩। ও৩বা। অম্মাকা১মা২। শুস্মাঘা১বা২ন্। উবা৩।

১ ২ ২১২ ২১২ n ৩২
ও৩বা। পুরুস্পৃ১হাগ। বগাব্যা১মা২। উবা৩।

১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
ও৩বা৩। ধিবোবা। হা৫যো৬হাই।

• • •

২র র রn ৩র২রn ৩র২র ১ ২ ১ ২n ৩র২
৭। হাউহাউহাউ। ওহা। ২। ওহাই। ইয়াহাউ। ২। ইয়াহাউ। ঔহো১ই।

১ ১ ২র ১ ২র ১ ১ ১ ২ ১
৩। ভূবৎ। ইডা। আদিষ্ঠয়া। মাদিষ্ঠয়া। জনৎ। ইডা। পবস্বগো।

২র১র ১ ১ ২র১ ২র১ ১ ১
মাধায়য়া। বৃধৎ। ইডা। ইন্দ্রায়পা। তাকইসুতাঃ। করৎ। ইডা২৩।

২র ২n ৩র২র ৩র২র ১ ২ ১ ২n
হাউ। ২। হাউ। ওহা। ২। ওহাই। ইয়াহাউ। ২। ইয়াহাউ।

৩র ২ ৩র২র n ৩ ৫র র ২ ২র১
ঔহো ১ ই। ঔহো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৬। দেহু॥

* * *

২ ৩ ২ ১ —১ ২ ২ ২ র র ২ র
৮। ইয়ে। ৩। ইয়া। ইয়ো ২ ইয়া। ইয়ো ৩। ইয়া। অগ্নেবৃত্তক্ষাহী ৩ যেভবা।

২ ১র ২র১র ২ র র ২র ২ ২
অগ্নেযুঞ্জক্ষা। হীযেভবা। অগ্নেযুঞ্জক্ষাহী ৩ যেভবা। ইয়ো ৩। ইয়া।

১ — ১ ২ ২ ২ র র র ২র ২১র র
ইয়ো ২। ইয়া। ইয়ো ৩। ইয়া। অশ্বাসোদাইবা ৩ সাধবাঃ। অশ্বাসোদাই।

২র১র ২ র ২ র ২র ২ ২ ২ — ১
বাসাধবাঃ। অশ্বাসোদাইবা ৩ সাধবাঃ। ইয়ো ৩ ইয়া। ইয়ো ২ ইয়া।

২ ২ ২ র ২র ২ ১ ২র১র ২
ইয়ো ৩। ইয়া। অরঃবহাস্তী ৩ আশবাঃ। অরম্বহা। স্তীয়াশবাঃ। অরং-

র ২র ২ ২ ১ — ১ র
বহাস্তী ৩ আশবাঃ। ইয়ো ৩। ইয়া। ইয়ো ২ ইয়া। ইয়োইয়া ৩

২ ১ — ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
উবা ৩। আ ২। ৩। ৎস্‌এ ৩ পয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১ ২ ১ র২ ২ ১ — ১
৯। হাউ। ৩। স্বর্জিশব্। ৩। অরুরুচৎ। ৩। উষদঃপৃশ্নিরা ২ গ্রায়াঃ।

২র ১র র ১ র ২ র ২ ১ র — ১
হাউ। ৩। স্বর্জিশব্। ৩। উক্ষামিমে। ৩। তিভুবনেষুবা ২ জায়ুঃ।

২র ১ ২ ১র র ১ র — ১ ২র
হাউ। ৩। স্বর্জিশব্। ৩। মায়াবিনঃ। ৩। মমিরেঅস্যমা ২ য়ায়া। হাউ। ৩।

১ ২ ১ ২ ২ ১ র — ১ ২র ১ ২
স্বর্জিশব্। নৃচক্ষসঃ। ৩। পিতরোগর্ভমা ২ দাধুঃ। হাউ। ৩। স্বর্জিশব্। ২।

১ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
সুবা ২ ৩ র্জিশাউ। বা ৩। এ ৩। সুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১র ২ ১র২ ১ ২
১০। হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশ্বম্। ৩। অরুরুচৎ। ৩। উষসঃপৃগ্নিবা ৩।

৪৫ ২র ১র ২ ১র২র ১ র২
গ্রাগ্নাঃ। হাউ। ৩। জ্যোতিবিশ্বম্। ৩। উক্ষামিমে। ৩। ত্রিভুবনেষুবা ৩।

৪৫ ২র ১র ২ ১ররর ১র ২
আযূঃ। হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশ্বম্। ৩। মায়াবিনঃ। ৩। মমিরেঅস্যমা ৩।

৪৫ ২র ১র ২ ২২ ২১র ২
বা বা। হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশ্বম্। ৩। নৃচক্ষসঃ। ৩। পিতরোগর্ভমা ৩।

৪৫২র ১র ২ ১র ২
দাধুঃ হাউ। ৩। জ্যোতির্ব্বিশ্বম্। ২। জ্যোতা ২৩ ইর্ব্বিশ্বাউ। বা ৩।

২ ১র৩ ১ ১ ১ ১
এত। জ্যোতী ২৩৪৫॥

* * *

১২ ১২র ১র২১ ১— ১ ২১র ২ ১ ২ররর
১১। ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ। এ২। ইন্দ্রমর্কেভিঃ। অর্কিণোবা। ঔহোবা

রররর ররর ২র১২ ২ রর১ ২ ২
ঔহোবা ঔহোবা। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রংবানীরনূ২৩য ভাউ। বা ৩।

৫ ২র১র র১২ ২ ১ ২
ঈ২৩৪ ডা। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রইদ্ধর্য্যা২৩ঃ সচা ৩।

২ র১ ২ ২ররর ২র১২ ২ র র
সম্মিশ্ল আবচো২৩ যুজা ৩। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রোবজ্রী-

১ ২ ৫ ২ররর ২র১২
হিরা২৩ণ্যয়াউ বা ৩। ঈ২৩৪ ডা। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩।

২ রর১ ২ ২ ২ররর
ইন্দ্রবাজেষুনো ২ ৩ অবা ৩। সহস্রপ্রধনা২৩ইষুচা ৩। ঔহোবা। ৩।

২র১১ ২ র১ ২ ২
ঔহোহাই। ৩। উগ্রউগ্রাভিরূ২৩ ভিভাউ। বা ৩।

১ ১১১১
ইট্। ইড়া। ২৩৪৫॥

* * *

২র ২ররর১ ২ ২র ২ র১
১২। হাউ। ৩। উচ্চাতেজাতমা২৩ন্ধসা ৩ঃ। হাউ। ৩। দিবিসদ্ভূমিয়া২৩

২ ২র ১ ২ ২ ৩
দদা ৩ ই। হাউ। ৩। উগ্রংশর্ম্মমহা২৩ইশ্রবাউ। বা ৩। ঈ২৩৪

৫ ২র ২ র ১ ২ ২র ২ র
ড়া। হাউ। ৩। দনইন্দ্রায়রা ২ ৩ আবা ৩ ই। হাউ। ৩। বরুণায়

১ ২ ২র ২ র ১ ১ ২
মরু ২ ৩ দ্ভিবা ৩ঃ। হাউ। ৩। বরিবোরিৎপরা ২ ৩ দস্রবাউ। বা ৩।

৩ ৫ ২র র র ১ র ১ ২ ২র
ই ২ ৩ ৪ ড়া। হাউ। ৩। এনাবিশ্বানিআ ২ ৩ র্য্যআ ৩। হাউ ৩।

২ র র ১ ২ ২র ২ র র ১ ১
দ্যুম্নানিমানুষা ২ ৩ণা ৩ ম্। হাউ। ৩। সিষাসন্তোবনা ২ ৩ মহাউ।

২ ১ ১ ১ ১ ১
বা ৩ ইট্। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ऽ ऽ ১ ২র র ১ র ২১র ২ ২ऽ ১র ২
১৩। হাউহাউহাউবা। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআভর। হাউ। ৩। বা। যত্ত্বাশবিষ্ঠ-

১র ২র ২ऽ ১র ২ऽ ১র ২ऽ
মীমহে। হাউ। ৩। বা। আয়ুঃ। হাউ। ৩। বা। সুবঃ। হাউ। ৩।

১র ২ऽ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১
বা। জ্যোতিঃ। হাউ। ৩। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২র র ১ র ২ ১র ৩২র৩রর ২র৩রর ১ ১ ৫
১৪। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআ। ভরাওবা। ৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ ২র র ১ র ২১র রn ৩২র৩রর ২র৩রর
২। হাউবা। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআভর। ভরাওবা। ৩। হাওবা।

২ ১ র ৫ ২ ১ র ২১র২রn ৩২র৩রর
৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা। যত্ত্বাশবিশবিষ্ঠমীমহে। মহাওবা।

২র৩রর ২ ১ ৫ ২ ১রর ৩২র৩রর
৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা। ঈড়া। ইডাওবা।

২র৩রর ২ ১ ৫ ২ ১র ৩২র৩রর
৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা। সুবঃ। সুবাওবা।

২র৩রর ২ ১ ৫ ২ ১র ৩র ২র৩রর
৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা। জ্যোতিঃ। জ্যোতীওবা।

২র৩র র ২ ১ ৫ ২ ১ ১ ১ ১ ১
৩। হাওবা। ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা ৩। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২ ২১র র র র — ১ ১ ১র র ২
১৫। এম্বাদোঃ। ইথাবিষ্ বতোমধোঃপিবাস্তু গৌ ২ রিয়াঃ। ইড়া। যাইস্ত্রেণসয়া ১

২ ২ ২১র ২ ৪৫ ১র ১
বা ৩ রীঃ। বৃষ্ণামদস্তিশো ৩। ওথা। বম্বীরমুস্বরা ২ ৩ হোই।

১ ২ ১ ১১১১
জায়মা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১র ১র র র — ১ ১ ২ ২
১৬। ইন্দ্রোমদা। যবাবৃধেশবসেবৃত্রহা ২ নৃভাই। অথা ভামন্মহৎসুবা ১ ভা ৩

২ ২র ১ র ২ ৪৫ ১র র ১ ১ ২
হৎ। উতিমর্ভেহবা ৩। মাহাই। সবাজেষুপ্রনা ২ ৩ হোই। বাইষদা ৩ ১

৩ ৫
উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ পা।

* * *

১ ২ ২১র ১ ১ ২র৩র র ২
১৭। এম্বাদোঃ। ইথাবিষ্ ২ ৩ হো ২ ৩। বতা ২ ৩ঃ হাওবা ৩। হা ৩

১২ ৫ ২ ১ র ২ র১ ১র র২১র২র
ও ২ ৩ ৪ বা। ২। হাউবা। মধোঃপিবাস্তুগৌর্যঃ। যাইস্ত্রেণসযাবরীঃ।

১২র১ ২ র১২র ১২র১ ২ ১র ২র৩রর ২ ১ ৫
বৃষ্ণামদস্তিশোভথা। বম্বীরমুস্বরাজ্যম। হাওবা ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

২ ২ ২ ২ ৩১১১১
২। হাউবা ৩। হৌ ৩। আ ৩। উ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২A ৩ ৫ ২১র — ১ ১S ১ ২n
১৮। এম্বাদোঃ। ও ২ ৩ ৪ বা। ইথাবিষ্ ২ বতাঃ। অথা। এমধোঃ।

৩ ৫ ২ ১ — ১ ২S ১ ২n ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। পিবস্তিগৌ ২ রিয়াঃ। অথা। এয়াঈ। ও ২ ৩ ৪ বা।

২র১ — ১ ১s ১ ২n ৩ ৫ ২ ১ — ১
ন্দ্রেণসয়া ২ বরাই। অথা। এবৃষ্ণা। ও ২ ৩ ৪ বা। মদস্তিশো ২ ভথা।

১S ১ ২A ৩ ৫ ২ ১ — ১ ১১১১১১
অথা। এবম্বীঃ। ও ২ ৩ ৪ বা। অনুস্বরা ২ জিয়াম্। অথা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ২ ১ -- ১ ১ ১ ২ ২র১ -- ১ ১
১৯। উত্তাই। বদিন্দ্রয়ো ২ দসাই। ইডা। আপা। প্রাণউষা ২ ইবা। ইডা।

১ ২ ২১র -- ১ ১ ১ ২ ২ ১ -- ১ ১
মাহা। ওষ্ঠামহা ২ ইনাম। ইডা। সাস্রা। অঞ্চর্ষণা ২ ইনাম্। ইডা।

১ ২ ২ ১ -- ১ ১ ১ ২
দেবী। অনিভ্রাজা ২ ইজনাৎ। ইডা। ভাস্রা।

২ ১ -- ১ ১ ১ ১ ১ ১
অনিভ্রাজা ২ ইজনাৎ। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১ ২ ২১র -- ১ ১ ১ ২
২০। এস্বাদোঃ। এস্বাদোঃ। ইথাবিষু ২ বতাঃ। ইডা। এমধোঃ। ২।

২ ১ -- ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২র১ -- ১ ১
পিবস্থিগৌ ২ রিয়াঃ। ইডা। এয়াঙ্গ এয়াঙ্গ। দ্রেণদয়া ২ বয়াঙ্গ। ইডা।

১ ২ ১ ১ ২ ১ -- ১ ১ ১ ২ ১ ২
এবৃষ্ণা। এবৃষ্ণা। মদস্তিশো ২ ভথা। ইডা। এবস্বীঃ। এবস্বীঃ।

২ ১ -- ১ ১ ১ ১ ১ ১
অনুস্বরা ২ জিয়াম। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১র র ২ ১র র ১র -- ১ ১র২র ৩ ২
২১। হোইহা। ৩। ইহোইহা। ৩। ঔহো ২। ইহা। ২। ঔহোইহা ৩ ৪।

৫র র ২১র ২র২ র ১ ১ ২ ১ র২র ১
ঔহোবা। ইমান্নুকন্তুবনানীষধেমা ৩। ইহা। ইন্দ্রশ্চবিশ্বেচদেবা ৩ঃ। ইহা।

১র র ২ ১র র ১র -- ১ ১র২ ৩ ২
হোইহা। ৩। ইহোইহা। ৩। ঔহো ২। ইহা। ২। ঔহোইহা ৩ ৪।

৫র র ২ ২ ১
ঔহোবা। এ ৩। ভদ্রম্॥

* * *

১র র ২ ১র র ১র -- ১ ১র২র৩২
২২। হোইয়া। ৩। ইয়োইয়া। ৩। ঔহো ২। ইয়া। ২। ঔহোইয়া ৩ ৪।

৫র র ২১র ২র র র ১ ১ ২ ১ র২ র১ ১
ঔহোবা। ইমান্নুকন্তুবনানিষধেমা ৩। ইয়া। ইন্দ্রশ্চবিশ্বেচদেবা ৩ঃ। ইয়া।

১র র ২১র র ১র .. ১
হোইয়া। ৩। ইয়োইয়া। ৩। ঔহো২। ইয়া। ২।

১র২র৩২ ৫র র ২ ১র ১১১১
ঔহোইয়া৩৪। ঔহোবা। এ৩। শ্রেয়া২৩৪৫।

* * *

২র ২র ২ র১র ২র রর
২৩। হাউতস্থঃ। ৩। হাউবিশ্বম্। ৩। অ'চিক্রদবার্ষাহরাঈঃ। মহান্মিত্রোনা-

১ ২ র রর১ ২র ২র
দর্শতাঃ। সং ুরিয়েণাদিত্যুতাই। হাউতস্থঃ। ৩। হাউবিশ্বম্। ২।

২র ১A ৩ ৫রর ২ ১৩১১১১
হাউ। বা২ই। খা২৩৪ঔহোবা। এ৩। তস্থ২৩৪৫ঃ॥

* * *

২রর ২ররর ২ র১র ২র রর১
২৪। হাবোতুঃ। ৩। বৈঃণী। ৩। অচিক্রদবার্ষাহরাইঃ। মহান্মিত্রোনাদর্শতাঃ।

২ র রর১ ২রর ২ররর ২র ১
সং ুরিয়েণাদিত্যুতাই। হাবোতুঃ। ৩। হাবৈণী। ২। হাউ। বা২ই।

৪ ৫রর ২ ১র৩১১১১
হা২৩৪ ঔহোবা। এ৩ ওতুঃ২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র ২১রর ১ ২৩৪৫ ২র ২১র
২৫। হাউ। ৩। পিবাসোমম্। ইন্দ্র। মন্দতুত্বা। হাউ। ৩। যন্তেসুষা।

২ ৫ ২৩৪৫ ২র ২র১র ২ ১ ২র৩৪৫
বা৩হরি। অশ্বঅদ্রীঃ। হাউ। ৩। সোতুর্বাহু। ভ্যাতং ুয়। ভোনঅর্ব্বা।

২৫ ২ ২র ১ ২s ২ ২র ২১ ২s
হাউ। ৩। বা। এ। 'দশঃ। হাউ৩। বা। এ। প্রদিশঃ। হাউ৩।

২ ২র ২১ ২s ২ ২ ১৩১১১১
বা। এ। উদ্দিশঃ। হাউ৩। বা৩ এ৩। সর্বা২৩৪৫ঃ॥

* * *

২s ১২র১র ২ ১ ২র ২s ১র২১র২১র
২৬। হাউ৩বা। পিবাসোমমিন্দ্রমন্দতুত্বা। হাউ৩বা। যন্তেসুষাবহর্যাশ্বাদ্রিঃ।

২৫ ২র১২র১২র ১ ২র১রর ৩s ২র১র
হাউ। ৩। বা। সোতুর্বাহুভ্যাং ুয়তোনার্ব্বা। হাউ। ৩। বা। এভুমিঃ।

১ ১ ১ A ৩র২রA ৩র২রn ৩র২রn ১
৩০। ঈ২য়ো। ঈ২য়ো। ঈ২য়ো। ঐহী ঐহী। ঐহী। হ৮্।

১ ১ ৩র২রn ৩র২রn ৩র২র ১র১ ২১র —
হ৮্। হ৮্। ওহা। ওহা। ওহাই। অসাবিদাই। বঙ্গোঋজী ২।

২১ A ১ ১ A ৩র২র^A ৩র২র ১
কমা ২ ঙ্কা। ঈ২য়ো। ২। ঈ২য়ো। ঐহী। ২। ঐহী। হ৮্।

৩র২র^n ৩র২র ২ ১ ২র১ — ২১
৩। ওহা। ২। ওহাই। নিষস্মিন্নাই. দ্রোজমুষে ২ম্। উবো ২ না।

১ ১ A ৩র২রn ৩র২র ১ ৩র২রn
ঈ২য়ো। ২। ঈ২য়ো। ঐহী। ২। ঐহী। হ৮্। ৩। ওহা।

৩র২র ২র র১ ২র১ — ২১ ১
২। ওহাই। বোধামদাই। ছাৰ্গরিয়া ২। ষহা ২ ক্ষৈঃ। ঈ২য়ো। ২।

১ n ৩র২রn ৩র২র ১ ৩র২রn ৩র২র
ঈ২য়ো। ঐহী। ২। ঐহী। হ৮্। ৩। ওহা। ২ ওহাই।

২র র১ ২র১ — ২১ ১ ২ ১ n
বোধানস্তো। মামন্ধসো ২। মদা ২ ইষ্। ঈ২য়ো। ২। ঈ২য়ো।

৩র২রn ৩র২র ১ ৩র২রn ৩র২র ১
ঐহী। ২। ঐহী। হ৮্। ৩। ওহা। ওহা। ৩৩

২ ২ ২ ২১র ৩১১১১
হাউ। বা৩। এ৩। বিশ্বজ্যোতী ২৩৪৫ঃ॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে তৃতীয়স্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। দ্বন্দ্ব পর্ব্ব॥

২র ১—১ ১র২র২র২র ১ রর —১
১। হাউমহী। ৩। মহী ২ মহি। ৩। মাহেমাহে। ৩। মহিত্রীণামবো ২ রস্তু।

২র র১র — ২১ —১ ২র র১র — ২র১ —
ঔহোহোবা ২। দ্যুক্ষম্মিত্রস্য ২ র্য্যম্ণঃ। ঔহোহোবা ২। দুরাধর্ষংবরু ২

১ ২র র১র ২র ১—১ ২s ১র২র৩র২র
ণস্য। ঔহোহোবা ২৩। হাউমহী। ৩। মহী ২ মহি। ৩। মাহেমাহে।

২১ ১ n ১ ৫র র ২র ১ ২র ১৩১১১১
২। মহি। মা ২ হা ৩ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ। মহি। ২। এ। মহী ২ ২ ৪ ৫।

* * *

২র ১র—১ ১র২র৩র২র ১ রর —
২। হাউদিবী। ৩। দিবী২দিবি। ৩। দাইবেদাইবে। ৩। মহিত্রীণামবা ২

১ ২১ —১ ২র১ —১ ২র
রন্তু। দ্যুক্ষম্মিত্রস্য২র্যামণঃ। দুরাধর্ষংবরু ২ণস্য। হাউদিবী। ৩।

১ —১ ১র২র৩র২র ২১ ১n ৩
দিবী২দিবি। ৩। দাইবেদাইবে। ২। দিবি। দা২ইবা২৩৪

৫রর ২র ১ ২র ১৩১১১১
ঔহোবা। এ। দিবি। ২। এ। দিবী২৩৪৫।

* * *

২রর ২রর ২র১২ ২ ১২র১ ২১ ২
৩। ঔহোই। ইয়াহাউ। ঔহোহো৩বা। নাকেমুণা। পমুপযৎপতন্তম্।

৫রর ২রর ২র১২ ২ ১২র১র ২র১ ২ র
ঔহোই। ইয়াহাউ। ঔহোহো৩বা। হার্দ্দাবেনা। তোঅভ্যচক্ষতত্বো।

২র ২রর ২র১২ ২ ১২১ ২১২ র
হোই। ইয়াহাউ। ঔহোহো৩বা। হাইরণ্যা। পক্ষংবরুণস্য। দূতম্।

২রর ২রর ২র১২ ২ ১২১ ২র১২
ঔহোই। ইয়াহাউ। ঔহোহো৩বা। যামস্যযো। নৌশকুনংভুরণ্যাম্।

২রর ২রর ২র১২ ২ ৩১১১১
ঔহোই। ইয়াহাউ। ঔহোহো৩বা। হাউবা৩। ঈ২৩৪৫।

* * *

২র ১২র১২র১২র১ ২ — ১২ ৩ ৫
৪। শুক্রংতঅন্যদ্যজতংতেঅন্যদ্বিষুরূপে অহনী ২। দ্যৌরিবা৩১উবা২৩। ঈ২৩৪ডা।

৩ ৫ ২১র ২ ১ ২
স্ব২৩৪বাঃ। বিশ্বাহি২৩মা। স্বধাবো৩১

৩ ৫
উবা২৩। জ্যো২৩৪ভীঃ।

* * *

১ ২ ১ ২ — ২ ২ ২র ১
৫। হাউপ্রাধাঃ। চরুশ্চনপ্রথঃ। তনা২। যা৩উবা৩। ঈহা। ৩। হবাই।

৩ ৫ ৩ ৫ ১র২ ১২ ১— ২
ও২৩৪বা। ঈ২৩৪ডা। আগ্নীহুতন্তহবিষঃ। হবা২ই৮। যা৩

২ ২রর ১ ৩ ৫ ৩ ৫ ২র১ র
উবা৩। ঈহা। ৩। হবাইও২৩৪বা। ঈ২৩৪ডা। ধাতুর্দ্দ্যুতা

২র ১ ২ -- ২ ২ ২রর ৩ ৫
নাৎসবিতুঃ। চবা ২ ই। ঋা ৩ উবা ৩। ঈহা। ৩। হুবাই। ও ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২ ৩২ ২রর ১ — ২ ২ ২রর
ঈ ২ ৩ ৪ ডা। রথন্তরমজিভার। বদা ২ ই। ছা ৩ উবা ৩। ঈহা।

১ ৩ ৫ ১ ২ ২ ১
৩। হুবাই। ও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। এ ৩। হ্বাৎ॥

* * *

১২ ১ ২ — ২ ২রর ১
৬। প্রাথাঃ। চরন্তপপ্রথঃ। চনা ২। মা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইডা। ৩। হোই।

র ২র ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ১ --
বো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ই ২ ৩ ৪ হা। আনুষ্টুভস্তুহবিষঃ। হবা ২ ইঃ।

১ ২রর ৩ র ২র
না ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈডা ৩। হাই। বো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৩ ৫ ২র১ র২র ১ — ২ ২
ঈ ২ ৩ ৪ হা। ধাতুর্দ্যুতানাৎসবিতুঃ। চবা ২ ই। ঋা ৩। উবা ৩।

২রর ১ র ২র ২র ৩ ৫
ইডা। ৩। হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হা।

২ ১র ২রর ১ — ২ ২ ২রর ১
রথন্তরমাজমারা। বদা ২ ই। ছা ৩ ১ উবা ৩ ই। ইডা। ৩। হোই।

১২র ৩ ৫ ২ ১৩১১১১
হোবাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হা। এ ৩। দ্যুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২৲
৭। হাউ। ৩। শুক্রম্। ৩। শুক্রৼ শুক্রম্। ৩। শুক্রৼ শুক্রম্। ২।

৩১ ১২n ২ রর ১২ — ২ র ১২
শুক্রৼ শুক্রম্। নিযুত্বাবাবা ৩ বাগা ১ হী ২। অয়ৼ শুক্রোআ ৩ যামা ১ তা।

— ২ র ১ ২ ২র ২ ১
২ ই। গভ্যাশিসুবা ৩ তোগৃ ১ হা ২ ৩ ম্। হাউ। ৩। শুক্রম্। ৩।

২ ১ ২ ২ ১ ২n ৩২ ১২n — ৩২
শুক্রৼ শুক্রম্। ২। শুক্রৼ শুক্রম্। শুক্রৼ শুক্রম্। ২। শুক্রম্।

১ n ৩ ৫র র ২র ২ ১
শূ ২। ক্রা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। শুক্রম্।

* * *

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE O

২র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২n ৩ ২ ১ ২
৮। হাউ। ৩। চন্দ্রম্। ৩। চন্দ্রংচন্দ্রম্। ২। চন্দ্রংচন্দ্রম্। চন্দ্রংচান্দ্রম্।

৩ ২ ১ ২ ২ র র ১ ২ — ২র ১ ২
২। চন্দ্রংচান্দ্রম্। অত্রাহগোরা ৩ মাম্বা ১ তা ২। নামত্বষ্টুরা ৩ পাইচা ১

— ২ র ১ ২ ২র ২ ১
ম্বা ২ ম্। ইথাচন্দ্রমা ৩ দোগৃ ১ হা ২ ৩ ই। হাউ। ৩। চন্দ্রম্। ৩।

২ ১ ২ ২ ১ ২৮ ৩ ২ ১ ২n ৩২ ১ n
চন্দ্রংচন্দ্রম্। ২। চন্দ্রংচন্দ্রম্। চন্দ্রংচান্দ্রম্। ২। চন্দ্রম্। চা ২।

৩ ৫র ণ ২র ২ ১
দ্রা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। চন্দ্রম্।

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। দ্বন্দ্ব পর্ব্ব।

২ রর ২র র ১ — ২র র র১ — ২র র
১। হুবেবাচাম্। বাচংবাচ৩ হুবে ২। বাকশৃণোতুশৃণোতুবা ২ ক্। বাকসমৈতু-

র১ — ২র১ ২র ১ ২র ১
সমৈতুবা ২ ক্। বাগ্রমতাম্। রমতাম্। রমা ২ ৩।

৩ ২ ৫র র ২র১র
তুবা ৩ ৪ ঔহোবা। ঈহা। ৩॥

. . .

২ ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১র ৪ ২র৩৫র
২। হুবাইবাচাম্। বাচ৩ হুবাই। বাকশৃণোতু ২ ৩। শা ৩ র্ণোতুবাক্।

২র ১র ৪ ২র৩৫র ২র ২n ৩ ২
বাক্সমৈতু ২ ৩। সা ৩ মৈতুবাক্। বাগ্রমতা ২ ৩ম্। রম। তুবা ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ ৫ ই। হুবে। বাচম। বাচম্। হুবে। বাক্। শৃণোতু।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ১২র
শৃণোতু। বাক্। বাক্। সমৈতু। সমৈতু। বাক্। বাক্। রমতাম্।

১২র ৩ ২
রমতু। বাক্। মে। বাক্॥ ২।১।১।২॥

* * *

২র১র ৪ ৫ ১২র ১২ ১২র ১২ ১২র ১২n
৩। আভুনা ২ ৩ ইন্দ্রবৃত্রহন্‌হাউ। আম্মাকমাহাউ। ধামাগহাহাউ। মাহাম্মহাহাউ।

৩২ ১ ৪ ৫ ৫ ৫
তিন্ন ৩। ভা২ ৩ ৪ ইভাই। উহুবা ৬ হাউ। বা।

১ ১ ১ ১ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
অসৃফটুমৃস্হস্বাক্। উ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র র র র র র ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ১র ২১ র
৪। ঔহোবাঔহোবাঔহো ৩ বা। অগন্মজ্যোতিঃ। ২। অগন্মজ্যোতিঃ। অমৃতা

২ র ২ ১ র ২রর ১ ২ ১র র ২রর ১ ২
অভূম। ২। অমৃতাঅভূমা। ন্তরিক্ষম্পৃথিব্যাঅধ্যারুহামা। ২। ন্তরিক্ষ-

১র র ২র ২ ২১ ২র১ র ২র ১ ২র র১র
ম্পৃথিব্যাঅধ্যারুহাম। দিবমন্তরিক্ষাদধ্যারুহাম। ৩। অবিদামদেবান্। ৩।

১ ২র১র ২ ২র র র র র র র ২ ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
সমুদেবৈরগন্মহি। ৩। ঔহোবাঔহোবাঔহো ৩ বা। স্বর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

৩ ১২র ১ ২র ৩১২ ৩ ১২র ৩ ১২
উ। অগন্ম। জ্যোতিঃ। অমৃতাঃ। অ। মৃতাঃ। অভূম। অন্তরিক্ষম্।

৬ ২ ১২ ৩ ১২র ৩১২ ১২র
পৃথিব্যাঃ। অধি। আ। অরুহাম। দিবম্। অন্তরিক্ষাৎ। অধি। আ।

৩ ১ র২ ৩২ ৩ ২ ৩
অরুহাম। অবিদাম। দেবান্। সম্। উ। দেবৈঃ। অগন্মহি ॥ ২।২।৪ ॥

* * *

২ র ১ র ১ ২১ র২১ র ২ ১ ২রর১
৫। ইমমূষু। ত্বমস্মা। কাম্। সনিজ্ঞাযজ্ঞস্ব্যাথ্নম্। আপ্নেদেবাই।

২ ১ n ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
যুপ্রা ২ বে। ২ ৩ ৪ ঔহোবা। চা ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

* * *

২র ২রর র৩ ৫র র ২ ২র১র ১ ১ ১ ১
৬। হাউ। ৩। এবাহিযেবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। ভূতায়া ২ ৩ ৪ ৫।

২র ২র র র৩ ৫র র ২ ২র১র ১ ১ ১ ১
হাউ। ৩। এবাহিযেবা ২ ৩ ৪ ৫ ঔহোবা। এ ৩। ক্সপায়া ২ ৩ ৪ ৫।

২র ২রর র৩ ৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
হাউ। ৩। এবাহিযেবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। আয়ুষে ২ ৩ ৪ ৫।

২র ২রর র৩ ৫র র২ ১র ৩ ১১১১
হাউ। ৩। এবাহিযেবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। জ্যোতিষে ২ ৩ ৪ ৫।
৩২ ৩২ ৩১২ ১২র ১ ২র
এব। হি। এব। ভূতায়। আয়ুষে। জ্যোতিষে॥ ২। ৩॥

* * *

২র ১র — ১ ১ — ১ A ৩
৭। হাউ। ৩। আনো ২ ক্রবাই। ২। আনো ২ ক্রবা। ২। বা ২ ৩ ৪
৫র র ১ ২ র র৩র৩ ১১১১ ২র ১ —
ঔহোবা। রক্ষতনোরক্ষিতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউ। ৩। আনো ২ ক্র
২র র১ ২রর র ৩ ১১১১ ২র ১ —
(পুষ্পপাঠঃ) গোপায়তগোপায়িতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউ। ৩। আনো ২
১২১২ ১ ২ — ১২র ১ ১ ২ —
ক্র ০। মরিবর্চ্চঃ। অথোযা ১ শা ২ ঃ। অথোবজ্ঞ। শুষাৎপা ১ যা ২ ঃ।
২ র১র ১ ২ — ২১র ১ ২ ২র
পরমেষ্ঠী। প্রজাপা ১ তী ২ ঃ। দিবিঙ্খামি। বদ্ধৃ৮ হা ১ নূ ২ ৩। হাউ।
১ — ১ ২ র র১১১১১ ২র ১
৩। আনো ২ ক্র ০। রক্ষতনোরক্ষিতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউ। ৩। আনো
— ২রর১ ২র১ র ৩১১১১ ২র ১ —
২ ক্র ০। গোপায়তগোপায়িতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউ। ৩। আনো ২
২র ১ ২র র র রর ১২রর র ২ঃ
ক্র ০। এ। রক্ষতনোরক্ষিতারোগোপায়তগোপায়িতারঃ। ২। এ।
১ ২র র র রর র২রর র১১১১১
রক্ষতনোরক্ষিতারোগোপায়তগোপায়িতারা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১৭॥

* * *

২র ২ ২ ১২১২ ১ ২ — ১২১র২ ১ ২
৮। সোমাসো ৩ মা। ৩। যত্রচক্ষুঃ। তদাভা ১ রা ২। যত্রশ্রোত্রম্। তদাভা ১
— ১২১র২ ১ ২ — ১২র১ ১ ২ —
রা ২। যত্রআয়ুঃ। তদাভা ১ রা ২। যত্ররূপম্। তদাভা ১ রা ২।
১২১২ ১ ২ — ১২১র২ ১ ২ — ১২১র২
যত্রবর্চ্চঃ। তদাভা ১ রা ২। যত্রতেজঃ। তদাভা ১ রা ২। যত্রজ্যোতিঃ।
১ ২ — ১র ২ ২ ১র ২ ২ ১
তদাভা ১ রা ২। সোমাসো ৩ মা। ২। সোমারা ৩ জা ৩ ন্। হো ২
৩ ৫র র ১১ ১১১১ ১২র ১২র ৩
হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ইট্‌ইডা ২ ৩ ৪ ৫ বা॥ সোমসোম। সোম। সোম।

১২র ১২র ৩ ১২র ৩২ ৩ ১২র
যত্র। চক্ষুঃ। তৎ। আ। ভর। যত্র। শ্রোত্রম্। তৎ। আ। ভর। যত্র।

১২র ৩ ১২র ৩২ ৩ ১২র ১২র
আয়ুঃ। তৎ। আ। ভর। যত্র। রূপং। তৎ। আ। ভর। যত্র। বর্চ্চঃ।

৩ ১২র ১২ ৩ ১২র ১২র
তৎ। আ। ভর। যত্র। তেজঃ। তৎ। আ। ভর। যত্র। জ্যোতিঃ।

৩ ১২র ৩
তৎ। আ। ভর। সোম। রাজন্ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

* * *

১র — ২১র ২ ১ ২৩৪র৫ ২১ ২ ২
৯। ওবা২। ৩। সম্ভেপমা। সী ৩ দমু। যন্তবাজাঃ। সংবৃষ্ণিয়া। নী ৩ অভি।

২র৩৪র৫ ২র১র ২ ২ ২র৩৪র৫ ২১ ২
মাতিষাহাঃ। আপাংয়া। নো ৩ অমৃ। তায়সোমা। দিবিশ্রবা। নী ৩

১ ২র৩৪৫ ১র — ১ ৩ ৫র র
উত্ত। মানিধিষ্ব। ওবা২। ২। ও২। বা২৩৪। ঔহোবা। ৩॥

* * *

২র ২ ৩র ২র ২র
১০। হাউ। ৩। হৌবা৩। ৩। হাহ। হৌবা৩। ৩। হোবা৩। ৩।

৪ ২১১১ ৪ ২ ৫রর ১ র র২র
হো ৩ বা ৩৪৫। ২। হো ৩ বা ৩৪। ঔহোবা। ত্বমিমাওষধীঃ

র ১২র ১২১র ২ ১র ১র ৩র ১ ২ ১র ২র১
সোমবিশ্বাঃ। ত্বমপোঅজন ত্বঙ্গাঃ। ত্বমাততনোরুর্ব্বন্তরিক্ষং। ত্বজ্যোতিষাবিত-

র২ ২র ২ ৩র ২ ২র
মোববর্থ। হাউ। ৩। হৌবা৩। ৩। হাহ। হৌবা৩ ৩ হোবা৩।

৪ ২১১১ ৪ ২ ৫রর ২র ১ ২১ ২
৩। হো ৩ বা ৩৪৫। ২। হো ৩ বা ৩৪। ঔহোবা। এ। জনদিবমন্তরিক্ষ-

১র২১ র২ ১র২র র ১ ১১১১
ম্পৃথিবীবিশ্বতোজসম্পুরুরূপাঅজীজনঃ। ইট্। ইডা২৩৪৫॥

* * *

২র ১ ২ ২ — ১ ২১র র ২১ ২৩৪র৫
১১। হাউ। ৩। বাগ্দদদ। দদা২য়া। ইন্দ্রোয়াজা। জগতঃ। চর্ষণীনাম্।

২১ ২১র ২৩৪৫ ২১র ২ ১র ২ ৩৪র৫
অধিক্ষমা। বিশ্বরূ। পংযদস্যা। ততোদদা। তী ৩ দাশু। ষাইবহ্নী।

২র১র ২১ ২৩৪৫ ২র ১ ২
চোদয়াধাঃ। উপস্ত। ভক্ষিদর্ব্বাক্। হাউ। ৩। বাগ্দদদ।

২ -- ২ ৩১১১১
দদা২য়া৩। হাউবা৩। ঔ২৩৪৫।

* * *

২র ১র S ১র২ ১র ১রs ১র২
১২। হাউ। ৩। বাজ২ম্। ২। বাজম্। এ। বাজ২ম্। ৩। বাজম্।

১-- ১রs ১র২ ১-- ১রs ১র২ --
এ২। বাজ২ম্। ৩। বাজম্। এ২। বাজ২ম্। বাজমো২ই।

১র ২ — ১ ২ ১ — ১
(ত্রিঃ)। বাজম্। বিনী২বিবি। ৩। বিবিহো২ইবিবি। ৩।

১২ ১ ২১র — ১ ৩২র১
বাশ্লবাইবি। ৩। অতীনবস্তআ২। ক্রহা২ঃ। ক্রহোক্রহঃ। ৩।

২১ — ১ n ৩২১ ২১র — ১ n
প্রিয়মিন্দ্রস্তকা২মায়া২ম্। মিয়ম্মিয়ম্। ৩। বৎদস্নপূর্ব্বআ২য়ুনী২।

৩২র১ ২র১ -- ১ n ৩২র১ ২র
যুনীযুনি। ৩। জাতৎরিহস্মিমা২তারা২ঃ। তরোতরঃ। ৩। হাউ।

১রs ১র২ ১ ১রs ১র১ ১--
৩। বাজ২ম্। ২। বাজম্। এ২। বাজ২ম্। ৩। বাজম্। এ২।

১রs ১র২ ১-- ১রs ১র২ --
বাজ২ম্। ৩। বাজম্। এ২। বাজ২ম্। বাজমো২ই। ৩।

১র ২ -- ১ ২১ -- ১ ১২ ১
বাজম্। বিনী২বিবি। ৩। বিবিহো২ইবিবি। ৩। বাশ্লবাইবি। ২।

১ ১ ২ ২র ২১র র ২র ২১র র ১১১১
বা২৩শ্লবাউ। বা। এ। সুধামধাম। ২। এ। সুধামধামা২৩৪৫।

* * *

১রর ২রর ২রর ২১ ১র n ৩২৩
১৩। মনোহাউ। বাচোহাউ। বর্চ্চোহাউ। অগ্নিম্। ঈড়া২ই। পুরোহা

৫ ২ র ২রর ২র র ২১ ১ n
২৩৪ইতাম্। ইহহাউ। ইড়াহাউ। আয়ুর্হাউ। যজ্ঞ। সুদা২ই।

৩২৩ ৫ ২১র ২র র ২ র ১২র
বমৃতী২৩৪জাম্। স্বর্হাউ। জ্যোতির্হাউ। অতৎহাউ। হোতা।

১ ৩২ ৪ ২ ১৩১১১১
রত্না২৩। সুধা৩তা৫মা৬৫৬ম্। এ৩। মহা২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র ২ ১ ৫ ২ ১
:৪। হাউ। ৩। হা৩। ও২৩৪বাক্। (ত্রিঃ) ওম। ৩। ওম্। ৩।

২ ১ ৫ ২রর ১র ১ রর
হা৩ ও২৩৪বাক্। ৩। এআয়ুঃ। ৩। আয়ুঃ। ৩। ইন্দ্রস্রোনে-

র —১ ১রর র --১ ১ররররর —
মদিত্তাহবা২স্তাই। যৎপার্য্যায়ুনক্তেধিয়া২স্তাঃ। শূরোনৃষাতাশ্রবসশ্চকা২

১ ১ররর রর -১ ২র ২ ১ ৫
মাই। আগোমতিব্রজেভজাতুবা২য়াঃ। হাউ। ৩। হা৩। ও২৩৪বাক্।

২ ১ ২ ১ ৫
(ত্রিঃ)। ওম্। ৩। ওম্। ৩। হা৩। ও২৩৪বাক্। ৩।

২রর ১র ৩র২ ৫রর ২র
এআয়ুঃ। ৩। আয়ুঃ। ২। আয়ুঃ৪। ঔহোবা। এ।

২র ১র২১ ২ র১ররর৩ ১১১১
আয়ুর্দ্ধাঅস্মভ্যং সর্চ্চোধাদেবেভ্যা ২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র ২র ২রর র১২
১৫। হোইহা৩। ইহোইহা৩। (এবস্ত্রিঃ)। ইয়াউবাক্দিবিষ্টয়াওহাউ।

২র র র১২ ২ররররর১২ ২
উস্রাহবস্তেঅশ্বিনাওহাউ। অয়ংবামহ্বেবসেশচীবসূওহাউ। বিশংবিশম্ হি-

র১২ ২র ২র ২র
গচ্ছথাওহাউ। হোইহা৩। ইহোইহা৩। ২। হোইহা৩।

২র ৫রর ১১ ১ ২র৩র২
ইহোইহা ৩৪ ঔহোবা। ঈ৫ হীহীহীহিহি॥

* * *

১৩ ১ ৩২ ২রর র১২ ২র র
১৬। হোইহা। ইহোইহা। (এবস্ত্রিঃ)। ইয়াউবাক্দিবিষ্টয়াহোহাউ। উস্রাহবস্তে-

র১২ ২ররররর২ ২
অশ্বিনাহোহাউ। অয়ংবামহ্বেবসেশচীবসূহোহাউ। বিশংবিশম্ হি

র১২ ১৩২ ১ ৩২ ১৩২
গচ্ছথাহোহাউ। হোইহা। ইহোইহা। ২। হোইহা।

১ ৩২ ৫রর ১—
ইহোইহা৩৪। ঔহোবা। ঈ২। ৩।

* * *

২র ২র র র ২ র র ২র র র র
১৭। হাউ। ৩। গাবোহাউ। ৩। বৃষভপত্নীর্হাউ। ৩। বৈরাজপত্নীর্হাউ। ৩।

২ র র র ২ র র ১র র —
বিশ্বরূপাহাউ। ৩। অম্মাসুরমধ্বব৺হাউ। ৩। তেমযতপ্রথমম্নামগো ২

১ ১ র — ১র র র র —১ ২র ১
নাম্। ত্রিঃসপ্তপরমন্নামজা ২ নান্। তাজানতীরভ্যানুবৃতা ২ ক্ষাঃ। আবি-

র র —১ ২র ২র র র ২ র র
র্ভুবন্নরুণীর্যশসাগা ২ বাঃ। হাউ। ৩। গাবোহাউ। ৩। বৃষভপত্নীর্হাউ।

২র র র র ২ র র র ২ র র
৩। বৈরাজপত্নীর্হাউ। ৩। বিশ্বরূপাহাউ। ৩। অম্মাসুরমধ্বব৺হাউ।

২ র ২ ২ ২র ১র র২ ১ ১র র১ ২র ১র
৩। অম্মাসুরমধ্বা ৩৺হাউ। বা। এ। গাবোবৃষভপত্নীর্বৈরাজপত্নীর্বিশ্ব-

২র ১র ২ ২র ১র র২ ১২র র ১ ২র
রূপাঅম্মাসুরমধ্বম্। ২। এ। গাবোবৃষভপত্নীর্বৈরাজপত্নী-

১ র২র ১র ২॥৩ ১ ১ ১ ১
র্বিশ্বরূপাঅম্মাসুরমধ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ঘ॥

* * *

২r ২ ১ র ২র ১র ২ ২র১র ২ ১র ২ ১ ২s
১৮। হাউ ৩ বা। অগ্নিমীলেপুরো'হিতম্। দেবেষু'নিধিমা৺অহম্। হাউ ৩

২১ ২র১২১ ২র১র ২ ১র ২১ ২s ১র র২
বা। যজ্ঞস্যদেবমৃত্বিজম্। দেবেষু'নিধিমা৺অহম্। হাউ ৩ বা। হোতার৺

১র ২ ২র১র ২ ১র ২১ ২s ২র ২র১র
রত্নধাতমম্। দেবেষু'নিধিমা৺অহম্। হাউ ৩ বা। এ। দেবেষু-

২ ১র ২১
নিধিমা৺অহম্। (এবং ত্রিঃ)।

* * *

২র ২ র ১র র ২ ১র র
১৯। হাউ। ৩। স্ববজ্যা। ৩। কোজ্যোতিঃ। অর্কোজ্যোতিঃ। ২।

২ র ২ ১২ — ২র র ১ ২
স্ববর্হ্নেয়ঃ। ৩। কপ্তপস্তপ্ত ৩ সার্ব্বা ১ ইদা ২ ঃ। যাবাহ্নঃলয়ু ৩ আবা ১

— ২ র ১ ২ — ২ র র ১ ২
ইতী ২। বয়োর্ব্বিশ্বমা ৩ পাইত্রা ১ তা ২ ম্। যজ্ঞস্তীরানী ৩ চাবা ১ যা ২ ৩।

২র ২ র ১র র ২১র র ২ র
হাউ। ৩। প্ন্ববস্তরা। ৩। কোর্জ্যোতিঃ। অর্কোজ্যোতিঃ। ২। সুবর্দ্ধেনূঃ।

১ র ১র ৩র২ ২ ১ ১১১১
২। সুবর্দ্ধেনূঃ। ঔহোবাহাউ। বা৩। ইট্ইডা ২৩৪৫।

* * *

২র ১— ২ — ৩ ১ ২
২০। হাউ। ৩। উ২। ৩। কহ্বা২উ। ৩। কগুপগুনুবা২৩র্ব্বিদাঃ।

২রর ১২ — ২র ১ ২ ২রর
যাগাহঃনযূ ৩ জাগা ১ইতী২। যয়োর্ব্বিশ্বমপা২৩ইব্রতাম. যজ্ঞস্থীরানী৩

১২ ২র ১— ২—
চাআ১যা২৩। হাউ৩। উ২। ৩। কহ্বা২উ। ২।

২১ ২ ৩১১১১
কহ্বা২৩উ। হ্বাউবা৩। ঈ২৩৪৫।

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে পঞ্চমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

চতুর্থ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়ঃস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। দ্বন্দ্ব-পর্ব্ব॥

২র ১২ ২র ২রর র১২
১। হাউ। ৩। ইন্দ্রা৩১২৩ম। হাউ। ৩। নরোনেমধিতাহবান্তাই।

২১২ ২১২ ২ন ৩৪৫ ১২র ২র১২ ১র২র
হবান্তাই। হবান্তা৩ই। ওই। হবন্তাই। বন্তা। ঔহোবা। এহিয়া।

২র ১২ ২র ২র র১২ ২১২
হাউ। ৩। যৎপা৩১২৩। হাউ। ৩। র্যাযুনজতেধিয়াস্তাঃ। ধিয়াস্তাঃ।

২১২ ২ন ৩৪৫ ১২র ২র১২ ১র২র ২র
ধিয়াস্তা৩ঃ। ওই। ধিয়স্তাঃ। য়স্তা। ঔহোবা। এহিয়া। হাউ। ৩।

১র২ ২র ২রর ১২ ২১২ ২১২
শূরো৩১২৩। হাউ। ৩। নৃষাতাশ্রবসশ্চকামাই। চকামাই। চকামা৩ই।

২ন ৩৪র৫ ১র২র ২র১২ ১র২র ২র ১র২
ওই। চকামাই। কামা। ঔহোবা। এহিয়া। হাউ। ৩। আগো

২র ২ র র১২ ২১২ ২১২
৩১২৩। হাউ। ৩। মতিব্রজেভজাতুবায়ঃ। তুবায়ঃ। তুবায়া৩ঃ।

২A ৩৪৫ ১২র র ১ ২ ১র২র ২s
ওই। ভুবস্নাঃ। বস্না। ঔহোবা। এহিয়া। হাউ ৩।

২ ৩ ১ ১ ১ ১
বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১S ২
২। হাউ। ৩। হাহাউ। ৩। ইহাহাউ। ৩। ইয়াহাউ। ২। ইয়া ৩ হাউ।

২ ২ ১ র২র র র১ ১ ২র র১র ১রর ২১ ২ ১
বা। অভিত্বাশূরনোনুমোহস্। অদুগ্ধাইবধেনবোহস্। ঈশানমস্যজগতঃ স্বর্দ্দৃশম্।

১রর২ ১র ১২র ১২১২১২১ ২১র২১র
হস্। ঈশানমিন্দ্রতস্থুষোহস্। সহস্বাংৎসহসম্পাতিরদিন্থবন্ধস্। স্বর্জ্জিদ্বাজসা-

র১র ২১ ২র ১২ ১২ ১২
তমোদিন্থবন্ধস্। হাউ। ৩। হাহাউ। ৩। ইহাহাউ। ৩। ইয়াহাউ।

১S ২ ২ ১র র
২। ইয়া ৩ হাউ। বা। ইডাহস্‌হস্‌ইডা।

* * *

২র ১র ২ ১১ র২ ২র১র২ ২র
৩। হাউ। ৩। ঐরয়ৎ। ৩। অপঃসমৈরয়ৎ। ৩। ভূতমৈরয়ৎ। ৩। অপাঙ্-

র র ২রর র ২ র র র ১র ২১
র্ভোম্মিরিড়া। পাঙ্গর্ভোম্মিরিড়া। ২। পৃথিব্যাগর্ভোম্মিরিড়া। ৩। সমন্যান্যস্থাপযস্তিবা

২ ২র১র ২১ ২ ১র রর২১ ২
২ ৩ স্থাঃ। সমানমূর্ব্বমস্তম্পৃণা ২ ৩ স্তৌ। তমুশুচিম্শুচয়োদীদিবা ২ ৩ ৮ংসাম্।

২১র র ২১ ২ ২র ১র১ ২ রর
অপান্নপাতমুপযস্তিযা ২ ৩ পা ৩ ঃ। হাউ। ৩। ঐরয়ৎ। ৩। অপঃসমৈরয়ৎ।

২র১ র২ ২র র র ২র র র
৩। ভূতমৈরয়ৎ। ৩। অপাঙ্গর্ভোম্মিরিড়া। পাঙ্গর্ভোম্মিরিড়া। ২।

২ র র র ২ র র র ২ ১র ২১
পৃথিব্যাগর্ভোম্মিরিড়া। ২। পৃথিব্যাগর্ভোম্মিরিডা ৩। হাউবা। এ। অগ্নিঃ-

২১ ১র ২১ ২১ ২র ১র ২১ ২১ ২র ১র
শিশুকঃ। এ। শুক্রঃশিশুকঃ। এ। তেজঃশুক্রস্থথকম্। এ। তেজঃ-

২ ১র র১র ২র ১র২১২র১২র১ ২র ১ র ৩ ১১১১
সম্রাঃসমীচীঃ। এ। তেজউর্ব্বোনজারঃ। এ। সুবর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১র২ ১র২ ১ ২ ১ র
৪। হাউ। ৩। ঐরয়ন্। ৩। নমৈরয়ন্। ৩। সমস্বরন্। ৩। সমন্তারক্তাপ-
২১ ২ ২র১র ২১ ২ ১র রর২১
বস্থিয়া ২ ৩ স্তাঃ। সমানমূর্ব্বমস্তম্পৃণা ২ ৩ স্তৌ। তমূগুচিষ্ ণুচয়োদীদিবা ২ ৩
২ ২১র র ২১ ২ ২র ১র২
৮সাম্। অপান্নপাতমূপস্তস্থা ২ ৩ পা ৩ঃ। হাউ। ৩ ঐরয়ন্। ৩।
১র২ ১ ২ ২ ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
নমৈরয়ন্। ৩। সমস্বরন্। ২। সমস্বরা ৩ ন্। হাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

২s ১র ২ র১রর২১ রর২ ১র ২র
৫। হাউ ৩ বা। প্রাগপ্তদস্তুবর্ত্তেরজোপাগপ্তস্তমোপেষতি ভানা। হাউ। ৩।
২ র ১ ২ ২s ১র ২ র১র
উদুত্তাঞ্জাতা ৩ বাইদা ১ সা ২ ৩ম্। হাউ ৩ বা। প্রাগপ্তদস্তুবর্ত্তেরজো-
র২১ রর২ ১র ২র ২র ১ ২
পাগপ্তস্তমোপেষতি ভানা। হাউ। ৩ দেবাঃ যন্তী ৩ কাইতা ১ বা ২ ৩ঃ।
২s ১র ২ র১রর২১ রর২ ১র ২s
হাউ ৩ বা। প্রাগপ্তদস্তুবর্ত্তেরজোপাগপ্তস্তমোপেষতি ভানা। হাউ। ৩।
২র র ১২ ২s ২র ১র২ ১র
বপেশ্বিয়া ৩ সুরা ১ স্না ২ ৩ম্। হাউ ৩ বা। এ। অরুক্রচদ্ধর্গো

২র ১র২১র২র১২র৩ ১১১১
অরুক্রচদ্বসান্দিবিষ্মর্যোবিভাতী ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

১ — ১ররর২১র২১ ১ — ১ ২র১র
৬। হো ২ ই। ৩। আপ্রাগাস্তদ্রায়ুবতিঃ। হো ২ ই। ৩। অহ্নঃকেতুং-
র২ ১ — ১র২১র২১র২র ১ —
শমীৎস্বতি। হো ২ ই। ৩। অভূদ্ভদ্রানিবেশনী। হো ২ ই। ৩।
১ ২১ ২র১র২র ১ — ১ ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বস্তজগতোরাত্রী। হো ২ ই। ২। হো ২। বা ৩। হাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* . *

২র ১ — ১s — ২ ২ ১ ২১ ২১
৭। হাউ। ৩। উ ২। ২। উ ২। বা ৩। হাউবা ৩। হস্তহস্তর্চ্চিঃ-
র র ২১ র ২১র ২ ১রর র
শোচিষ্পোহরঃ। প্রকস্তব্রজোনক্তবন্নুনা ২ ৩ হাঃ। প্রনোবচোবিদথা

র ২ ১ র ২ ২র র ১র ২ ১র র ১র র
জাতবেদা ২ ৩ সাই। বৈশ্বানরাগ্নমক্তিনর্ব্যদেশূ ২ ৩ চৌঃ। সোমইবপবতে-

র ২ ১ ২ ২র ১র — ১S
চাক্ররথা ২ ৩ য়া ০ ই। হাউ। ৩। উ ২। ২। উ ২।

২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
বা ৩। হাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১ ২ ১ — ১ ২ —
৮। হাউ। ৩। আইহী। ৩। আইহী ২। ৩। আইহিহা ২ ই। ২।

১ ২ ১ ১ র র র ২ ১ ২ ২ ১র র র র
আইহিহাই। বিশ্বেদেবামঃশৃণ্বন্তুগা ২ ৩ জাম। উত্থেরোদসীঅপার-

র ২ ১ ২ ১র র র র ২ ১ ২ ২র
পাচ্চমে ২ ৩ ন্মা। মাবোবচাংসিপরিচক্ষ্যাণিবো ২ ৩ চা ৩ ম্। হাউ। ৩।

১ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১
আইহী। ৩। আইহী ২। ৩। আইহিহা ২ ই। ২। আইহিহাই।

১ র র র A ৩ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
সুম্নেষ্বিদ্বোঅন্তমামদা ২ ইমাউবা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১ — ২ ১ ২ ২ ১ ২
৯। হাউ। ৩। উ ২। ৩। বী। ৩। ইয়াহাউ। ৩। উদুব্রহ্মা। নী ৩

১র ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২র৩ ৪৫ ২র ১র
ঐর। ত্তশ্রবস্যা। ইন্দ্রংসমা। র্যে ৩ মহ। য়াবর্দ্ধিষ্ঠা। আয়োবিশ্বা।

২ ১ ২র৩৪র৫ ২ ১ র ২১র ২র ৩৪র ৫ ২র
নী ৩ শ্রব। সাত্তানা। উপশ্রোতা। মঈব। ভোবচাংসী। হাউ। ৩।

১ — ২ ১ ২ ১S ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
উ ২। ৩। বী। ৩। ইয়াহাউ। ২। ইয়া ০ হাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১ — ২ ২ ২১র১র
১০। হাউ। ৩। উ ২। ৩। বী। ৩। ইয়ো। ৩। ইয়োবা। ৩।

২১র র ২ ১S ১ ২ ১র র ২ ১রর ২
ইয়োবাহাই। ৩। উদু ২। ২। উদু। উদোবা। ৩। উদোবাহাই।

১ ২ ১র ২ ২ ১র র ১র র২র
৩। ব্রহ্মা। নী ৩ ঐর। ত্তশ্রবস্যা। স্যা। ২। স্যোবা। ৩। স্যোবাহাই।

১ ৪ ১ ২ ১ র র ২ ১ র র ২ ১
৩। ইন্দ্র ২ ম্। ২। ইন্দ্রম্। ইন্দ্রোবা। ৩। ইন্দ্রোবাহাই। ৩। নমা।

২ ১ ২ র ১ র র ১ র র ২ র ১ র ৪ র
র্ণো ৩ মহ। যাবলির্ষ্ঠা। ২। ঠৌবা। ৩। ঠৌবাহাই। ৩। আয়ো ২।

১ র ১ র ১ র র ২ র ১ র র ২ ১ ২ ১
২। আয়ঃ। আয়োবা। ৩। আয়োবাহাই। ৩। বিশ্বা। মী ৩ প্রব।

২ র র ২ ১ র র ১ র র ২ র ১ ৪
সান্তুতানা। না। ২৮ নোবা। ৩। নোবাহাই। ৩। উপ ২। ২।

২ ১ র র ২ ১ র র ২ ১ র ২ ১ র ২ র র ২
উপোবা। ৩। উপোবাহাই। ৩। শ্রোত্তা। মঙ্গীব। হোবচা৮দী। দী।

১ র র ১ র র ২ র ২ র ১ — ২
২। দোবা। ৩। দোবাহাই। ৩। হাউ। ৩। উ ২। ৩। বী।

১ ২ ১ র র ২ ১ র র ২
৩ ইয়ো। ৩। ইয়োবা। ৩। ইয়োবাহাই। ২।

২ ১ র র ৪ ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ইয়োবা ৩ হাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

*

২ র ১ র র ২ ১ ২ ১ র র র ২ ১ ১ র র ২
১১। হাউ। ৩। বিশ্বাসনানিনজ্ঞিত্যাবৃত্রহাভূর্য্যাস্তৃতিঃ। হোই। বিশ্বাসনানি

১ ২ ১ র র র ২ ১ ১ র র ২ ১ র র র র ২ ১
নজ্ঞিত্যাবৃত্রহাভূর্য্যাস্তৃতিঃ। হোই। বিশ্বাসনানিনজ্ঞিত্যাবৃত্রহাভূর্য্যাস্তৃতিঃ। হোই।

২ ১ র ২ র র ১ ১ ২ ১ র ২ র র ১ ১ ২ ১
উরুঘোষশ্চক্রেলোকম্। হোই। উরুঘোষশ্চক্রেলোকম্। হোই। উরু-

র ২ র র ১ ১ ২ ১ র র ২ র ১ র র ২ র ১ ১
ঘোষশ্চক্রেলোকম্। হোই। বৃত্রমেভ্যোলোকেভ্যোস্তুহদানঃ। হোই।

২ ১ র র ২ র ১ র র ২ র ১ ২ ১ র র ২ র ১ র র ২ র ১
বৃত্রমেভ্যোলোকেভ্যোস্তুহদানঃ। হোই। বৃত্রমেভ্যোলোকেভ্যোস্তুহদানঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ র ৩ ৪ ৫ ২ ১ র ২ ১
হোই। ইন্দ্রয়রো। নে ৩ মধি। তাহবস্তাই। যৎপারিয়াঃ। যুনজ।

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ র ২ ১ ২ ৩ ৪ র ৫ ২ র ১ র ২ ১ র
তাইধিয়স্তাঃ। শূরোনৃবা। ত। ৩ শ্রব। সশ্চকামাই। আগোমতাই। ব্রজেভ।

১ র ৩ ৪ ৫ ২ র ১ র র ২ ১ ২ ১ র র র ২ ১
আভুবস্যাঃ। হাউ। ৩। বিশ্বাসনানিনজ্ঞিত্যাবৃত্রহাভূর্য্যাস্তৃতিঃ। হোই। ৩।

২ ১র ২ র ১র ১ ২ ১ র ২র১র র ২ র১ ১
উক্থেবৰ্দ্ধক্রেলোকম্। হোই। ৩। বৃত্রমেভ্যোলোকেভ্যোস্তুদানঃ। হোই।

২ ১ র র ২র ১র র ২ র১ ১ n ২ ৫র র ২র
২। বৃত্রমেভ্যোলোকেভ্যোস্তুদানঃ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ।

২ ১ ২১র ২ ১২র ১ ২র ২ ১ ২১র ২ ১ ২র১ ১১১
বৃত্রপ্তমধবা৺অপতহবারয়ন্তমঃ। ২। এ। বৃত্রপ্তমঘবা৺অপতহবারয়ন্তমা ২৩৪৫ ঃ॥

* * *

২৫ ১ র২র১রর ২ ১র ২৪ ১ র ২র ২র ১২
১২। হাউ ৩ বা। যশোমাদ্যাবাপৃথিবী। হাউ ৩ বা। যশোমেন্দ্রবৃহস্পতী। হাউ ৩ বা।

২ র ২ ২৪ ২ র ২র১ ২ র ২৫
যশোভগশ্চবিন্দতু। হাউ ৩ বা। যশোমাপ্রতিমুচ্যতাম্। হাউ ৩ বা।

২ ১ র ২ ১ ১৪ ২ ১ ২ ১র র
যশস্বিবস্তাঃসং৺সদঃ। হাউ ৩ বা। অহম্প্রবদিতাস্যাম্।

২৪ ১ ২ ১
হাউ ৩ বা। অখমিইয়ে ৩ হস্।

* * *

২ ২ ১র ২ র n৩ ৫ ১
১৩। এ ৩ ১। ৪। প্রবোমহাই। মহেবৃধাইভরা ২ ৩ ৪ ধ্বম্। ক্ষৌ। ৪।

২ ২ ১র ২ n৩ ৫ ১
এ ৩ ১। ৪। প্রচেতসাই। প্রসুমতাইক্কৃণু ২ ৩ ৪ ধ্বম্। ক্ষৌ। ৪।

২ ২১ র ২ ৩ ৫ ১ ২
এ ৩ ১। ৪। বিশঃপূর্ব্বাইঃ। প্রচরচর্ষণী ২ ৩ ৪ ইপ্রাঃ। ক্ষৌ। ৪। এ ৩ ১।

২ A ৩ ১র র ২র ২ ১র ২র ১
২। এ ৩ ১ ২। আ ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। ব্রতমেন্দ্রবম্মবরেশকুনঃ॥

* * *

১ - ১র র ১র র২র ২১ ২ ১
১৪। এ ২। ৫। যোবা। ৫। যোবাহাই। ৫। ইন্দ্রমরো। নে ৩ মধি।

২র৩৪৫ ১ - ১র র ১রর২র ১র ৪২ ২
তাহবন্তাই। এ ২। ৫। যোবা ৫। যোবাহাই। ৪। যোবা ৩ হাউ। বা।

১ ১ - ১র র ১রর২র ২ ১র ২১
ক্ষৌ। ৩। এ ২। ৫। যোবা। ৫। যোবাহাই। ৫। যৎপারিয়াঃ। যুনজ।

২ ৩৪৫ — ১র র ১রর২র ১র ৪
তাইধিয়স্তাঃ। এ ২। ৫। যোবা। ৫। যোবাহাই। ৪। যোবা ৩

২ ২ ১ ২ — ১রর ১ররর২র
হাউ। বা। ক্ষো। ৩। এ২। ৫। যোবা। ৫। যোবাহাই। ৫।

২র ১র ২ ১ ২৩৪র৫ ১ — ১রর
শূরোনূবা। ভা৩শ্রব। সশ্চকামাই। এ২। ৫ যোবা। ৫।

১ররর২র ১র ১২ ২ ১ ১ — ১রর
যোবাহাই। ৪। যোবা৩হাউ। বা। ক্ষো। ৩। এ২। ৫। যোবা।

১ররর২র ২র ১র ২১র ২র৩৪৫ ১ —
৫। যোবাহাই। ৫। আগোমন্তাই। ব্রজেন্ত। জাতুবম্নাঃ। এ২। ৫।

১রর ১ররর২র ১র ১২
যোবা। ৫। যোবাহাই। ৬। যোবা৩হাউ।

২ ২র ২১র ২র ১
বা। এ। ব্রতমেশুবরেশকুনঃ।

* * *

২র ১২ ১২ ১ ২
১৫। হাউ। ৩। হহাউ। ৩। হহহাউ। ৩। ক্পা২৩উ। ৩। হা৩

১ ২ — ২১রর২ ১ ১
ও২৩। ২। হা৩১উবা২। অভিত্বাশূরনো৩। ৩। আউ। বা২৩।

৩ ৫ ২রর ১র ২১২র১২ ১র ২১২
নু২৩৪মাঃ। ঈডা। ৩। জ্যোতিষ্পতস্বপতান্তরিক্ষম্পৃথিবীম্পঞ্চপ্রদিশ-

১র ২র১র ১র ২ ৩ ৫ ২রর
শ্চষীন্দেবান্বর্ণম্। অদুগ্ধাইবধা৩১উবা২৩ই। না২৩৪বাঃ। ঈডা।

১র ২১২র১২ ১র ২১২১র২র১র ১রর
৩। জ্যোতিষ্পতস্বপতান্তরিক্ষম্পৃথিবীম্পঞ্চপ্রদিশশ্চষীন্দেবান্বর্ণম্। ঈশানমস্য-

২ ৩ ৫ ২রর ১র ২
জগতঃস্বু৩১উবা২৩। দৃ২৩৪শাম্। ঈডা। ৩। জ্যোতিষ্পত-

১২র১ ২ ১র ২১২১র২র১র ১রর ২
স্বপতান্তরিক্ষম্পৃথিবীম্পঞ্চপ্রদিশশ্চষীন্দেবান্বর্ণম্। ঈশানমিন্দ্রবা৩১উবা২৩।

৩ ৫ ২রর ১র ২১২র১২ ১র ২১২
স্থু২৩৪ষাঃ। ঈডা। ৩। জ্যোতিষ্পতস্বপতান্তরিক্ষম্পৃথিবীম্পঞ্চপ্রদিশ-

১র২র১র ২র ১২ ১২ ১
শ্চষীন্দেবান্বর্ণম্। হাউ। ৩। হহাউ। ৩। হহহাউ। ৩। ক্পা২৩উ।

২ ১ ২ — ২র ২১র ২র ১
৩। হা৩ও২৩। ২। হা৩১উবা২। এ। ব্রতমেশুবরেশকুনঃ॥

* * *

২র র র A ৩র২র ৩র২র ২র৩রর ১— ১—
১৬। হাউহাউহাউ। ওহা। ২। ওহা। হাওবা। ৩। উ২। ৩। ও২।

২র ১র ১র ২রর ১র
৩। হাউবাক্। ৩। আয়ুর্বন্। ৩। এআয়ুঃ। ৩। আয়ুঃ। ৩।

১ ১ ১ র র র —১ ১ র র র —
বয়াঃ। ২। বয়ঃ। ইন্দ্রম্নরোনেমধিতাহবা ২ন্তাই। যৎপার্যাযুনজতেধিয়া ২

১ ১র র র র —১ ১র র র র —১
স্তাঃ। শূরোনৃষাতাশ্রবসশ্চকা ২মাই আগোমতিব্রজেভজাতুবা ২ন্নাঃ।

২র র রn ৩র২রA ৩র২র ২র৩রর ১— ১—
হাউবাউহাউ। ওহা। ২। ওহা। হাওবা। ৩। উ২। ৩। ও২। ৩।

২র ১র ১র ২রর ১র ১ ১n
হাউবাক্। ৩। আয়ুর্বন্। ৩। এআয়ুঃ। ৩। আয়ুঃ। ৩। বয়াঃ। ২। বা২।

৩ ৫র র ২র ২র১র২১ ২র১রররর৩ ১১১১
য়া২৩৪। ঔহোবা। এ। আয়ুর্দ্ধাঅগ্নভাংবর্চ্চোধাদেবেভ্যা ২৩৪৫ঃ।

* * *

২ ১র ২ ১ র ২ র১র ২ র১ —
১৭। বৃত্রহত্যায়হোই। ৩। অধুক্ষবেহোই। ৩। অপুরবেহোই। ২। অপুরাবা ২ ই।

২ ১রর ২ ১র ২ ১ — ২১
পৃথিবীক্ষাহাই। নির্ব্বয়াহোই। ২। নির্ব্বয়া ২। অন্তরিক্ষ-

২র১র ২র১ — ২ ১রর
হোই। ৩। সুধারয়াহোই। ২। সুধারায়া ২। দিবংবেপাহোই। ৩।

২র১র ২র১ — ১ ১S
অবেপয়োহোই। ২। অবেপায়া ২ঃ। হোই। ২। হবে২।

— ১ ১ ১ ২১ ২ ১
হা৩১উবা২। ইন্দ্র২। ২। ইন্দ্র। সুনু। ২। সুনু৩। আউ।

১— ২র১র ২১ ২ ১ ৩১১১১
বা২। বীর্য্যাণি। প্রবা। ২। প্রবা৩১উ। বা২৩। চা২৩৪৫ন্।

১রর ১র ২১ ২ ১— ২১র
যানী২। ২। যানি। চকা। ২। চকা৩১উ। বা২। যপ্রথমা।

২১ ২ ১ ৩১১১১ ১S
নিবা। ২। নিবা৩১উ। বা২৩। জ্রী২৩৪৫। অহ২ন্। ২।

১ ২১ ২ ১— ১২১ ২১
অহন্। অহাইন্। ২। অহা৩১উ। বা২। অবপঃ। ততা। ২।

২ ১ ৩ ১১১১ ১ S ১ ২১
ভতা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। দা ২ ৩ ৪ ৫। প্রব ২। ২। প্রব। ক্ষণাঃ।

২ — ১.২ ১ ২১ র
২। ক্ষণা ৩ ১ উ। বা ২। অভিনৎপা। র্ব্বতা। ২। র্ব্বতা ৩ ১ উ।

১ ৩ ১১১১ ২ ১ র ২ ১ র
বা ২ ৩। না ২ ৩ ৪ ৫ ম্। বৃত্রহত্যায়হোই। ৩। অপক্ষবেহোই। ৩।

২ র ১ র ২ র ১ — ২ ১র.২ ২ ১ র
অপূরবেহোই। ২। অপূরাপা ২ ই। পৃথিবীঞ্চা'হোই। ৩। বিবর্ত্তয়াহোই। ২।

২ ১ — ২১ ২ র ১ র ২ র ১ —
বিবর্ত্তায়া ২। অন্তরিক্ষ৮াহোই। ৩। স্বধারয়াহোই। ২। স্বধারায়া ২।

২ ১র র ২ র ১ র ২ র ১ — ১
দিবংবেপাহোই। ৩। অবেপয়োহোই। ২। অবেপায়া ২ ঃ i হোই। ২।

১ S ১ — ২র ২ ১র ২ ১র
হুবে। ২। হা ৩ ১ উবা ২। এ। বৃত্রহাদপত্নহা॥

* * *

২ ১ ২ র ১ ২ র ১ — ২ র ১ ২ র ১ —
১৮। অভিপ্রস্থা। ভমোজসা। ভমোজাসা ২। এবস্থিঃ। ভমোজসা। স্ববোজাসা ২।

২ র ১ ২ র ১n ৩ ৫ র র ১ র ২র ১
২। ভমোজসা। স্ববো। জা ২। সা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অসিপ্রাণএঅসি।

২র১ র A ৩ ৫ ২র ১ ২র
৩। এঅসি। ৩। সত্যমিথ্যাবৃষা ২ ইদা ২ ৩ ৪ সী। এঅসি। ২। এ।

১A ৩ ৫ র র ১ র ২ ১র২ ১র ১র ২ ১র ২ ১র
জা ২। সা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ইডাঙ্গচ্ছস্বর্যাঙ্গচ্ছে। ড়াঙ্গচ্ছস্বর্যাঙ্গচ্ছে।

১র২ ১র ২ ২ ১ ২ র ১ ২ র — ২ র ১
ডাঙ্গচ্ছস্বর্য্যাঙ্গচ্ছ। অভিপ্রস্থা। ভমোজসা। ভমোজাসা ২। এবস্থিঃ। ভমোজসা।

২ র ১ — ২ ২র ১ ২ র ১n ৩ ৫র র
স্ববোজাসা ২। ২। ভমোজসা। স্ববো। জা ২। সা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ২র১ ২র ১ ১ A ৩ ৫
অসিচক্ষুরেঅসি। ৩। এঅসি। ৩। বৃষজূতিনে ২ বা ২ ৩ ৪ ইতা।

২র১র ২র ১ n ৩ ৫র র ২ ১ ২
এবিতা। ২। এ। বা ২ ই। তা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অন্তরিক্ষঙ্গচ্ছ-

১র২র১ র ২ ২ ১ ২ র ১ ২ র ১ — ২ র ১
মাকেবিতাহি। ৩। অভিপ্রস্থা। ভমোজসা। ভমোজাসা ২। ৩। ভমোজসা।

২ র ১ — ২ র ১ ২ র ১ A ৩ ৫ র র
সুবোজানা ২। ২। তমোজনা। সুবো। জা ২। সা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

১ র ২র১ ২র১ ১র র A ৩ ৫
অসিপ্রোত্রমেঅসি। ৩। এঅসি। ৩। বৃবাহুগ্রশুশ্রিবেপরা ২ বা ২ ৩ ৪ ভী।

২র১ ১ ৩ ৫র র ১২ ১র ২
এবতি। ২। এ। বা ২। তা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। স্বর্গচ্ছজ্যোতির্গচ্ছ।

২ ১ ২ র ১ ২ র ১ — ২ র ১ ২ র ১ —
৩। অভিপ্রেহ্ম। তমোজনা। তমোজানা ২। ৩। তমোজনা। সুবোজানা ২।

২ র ১ ২ র ১ ॥ ৩ ৫র র ১ র ২র১
২। তমোজনা। সুবো। জা ২। সা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অসিজ্যোতিরেঅসি।

২র১ ১ র র ॥ ৩ ৫ ২র ১
৩। এঅসি। ৩। বুবোঅর্ব্বাবত্য ২ ইশ্রু ২ ৩ ৪ তাঃ। এশ্রুতঃ। ২।

২র ১ ∧ ৩ ৫র র ১ র র ২র১
এ। শ্রু ২। তা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। অভিজ্যোতির্ব্বিভাহেঅভি।

১ র র ২র১৩ ১ ১ ১ ১
২। অভিজ্যোতির্ব্বিভাহেঅভী ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ১ ১ ৩র২র ৩ রn ৩র২র
১৯। হুম। ৩ হো। ৩। হু৵। ৩। ওহা। ৩। ওহাই। ২। ঔহোই।

২১ ২ ১ ২র৩৪৫ ১ র ২১ ১৩ ২ র ১ ২ র
ইন্দ্রন্নরো। নে ৩ মধি। তাহবন্তাই। ৩। বয়োবৃহৎ। ৩। বিপ্রাষ্টয়েবিধর্ম্মণে।

২ ১র ২১ ২ ৩৪৫ ২১ র ১
৩। যৎপারিয়াঃ। যুনজ। তাইধিয়স্তাঃ শতামোজঃ। ৩। রজন্সুবঃ।

২র১র ২ ১ ২৩৪র৫ ২১ র ২১ র
৩। শূরোনৃষা। তা ৩ শ্রব। সশ্চকামাই। ৩। তমুপ৵ সুধা। ২। তমুপ৵ সুধে।

১র ১ র ২র১র ২১র ২র৩৪ ৫
বমূর্জ্জম্। ইষমূর্জ্জম্। ২। আগোমতাই। ব্রজেত। আতুবম্নাঃ। ৩।

২১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ . . ১

২র ১ ২ ১ ২ ১২ ১২
২০। হাউ। ৩। আইহী। ৩। আইহিয়া। ৩ আসাউ। ৩। আয়াধ। ৩।

১২ ১ ১ র র র —১ ১ র র
নামাঃ। ৩। কিটু। কিটু ইন্দ্রস্তুবোনেমদিতাহবা ২ স্থাই। যৎপার্থ্যা-

র —১ ১র র র র ১ ১র র র
মুনজতেধিয়া ২ স্তাঃ। শূরোনৃষাতাশ্রবসশ্চকা ২ মাই। আগোমতিব্রজেভ-

র —১ ১ ১ ১র ১ ১
জাতুবা ২ স্নাঃ। মনা ২ ৩ হোই। প্রাণা ২ ৩ হোই। চক্ষু ২ ৩ হোই।

১র ১ ১র র ১ ১ ১র
শ্রোত্রা ২ ৩ ৮ হোই। ঘোষা ২ ৩ ৮ হোই। ব্রতা ২ ৩ ৮ হোই। ভূতা ২ ৩ ৮

১ ১র ১ ১ ১ ১র ১
হোই। পানা ২ ৩ ৮ হোই। চিত্তা ২ ৩ ৮ হোই। ধীতা ২ ৩ ৮ হোই।

১ ১ ১র ১ ন ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্বর্বা ২ ৩ হোই জ্যোতা ২ ৩ ইহোঁ ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ।

* * *

পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। ব্রত-পর্ব্ব॥

২র ১ — ১ — ১ ২ ২s ২ ৩
১। হাউ। ৩। উ ইং। ৩। হুউ ২। ইয়াহাউ। ২। ইয়া ৩ হাউ। বা ৩।

১ ১ ১ ১ ১ ২
ইটইডা ২ ৩ ৪ ৫॥ হু ২ ১৫॥

* * *

২s ২ ১ ২ ১ ২র র ১ র ১ র ১র ১ ১র ২s
১। হাউ ৩ বা। অগ্নিরস্মিজন্মনাজাতবেদাঃ। ইড়া। সুবঃ। ইড়া। হাউ ৩

২ ১২র ১ ২ ১ ২ র ১ ১ র ১ ১ র ২s
বা। ঘৃতম্মেচক্ষুরমৃতম্মআসন্। ইড়া। সুবঃ। ইড়া। হাউ ৩ বা।

২র ২ ১ র ১ ১ র ২s
[illegible]। ইড়া। সুবঃ। ইড়া। হাউ ৩ বা।

১ র ১ ১ র
। ইড়া। সুবঃ। ইড়া॥

২র ২র র ১ ২র ২ ৩
৩। হাউ। ৩। পাত্ত্যাগ্নির্বিপো অগ্রম্পদংবেঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪

৫ ২ ২ ৩ ৫ ২র
বাঃ। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। জ্যো ২ ৩ ৪ তীঃ। হাউ। ৩।

২র র ১ ২র ২ ৩ ৫ ২
পাতিযহ্বশ্চরণং সুরিয়াস্তা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪ বাঃ। ইহ।

২ ৩ ৫ ২র ২র র র র র ১ ২
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। জ্যো ২ ৩ ৪ তীঃ। হাউ। ৩। পাতিনাভানশুশীর্ষাণমগ্নিঃ।

২ ৩ ৫ ২ ২ ৩
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। স্ব ২ ৩ ৪ বাঃ। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩ জ্যো ২ ৩ ৪

৫ ২র ২র র র র র১ ২ ২
তীঃ। হাউ। ৩। পাতিদেবানামুপমাদমাষ্বঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৩ ৫ ২ ২ ৩ ৫
স্ব ৩ ৪ বাঃ। ইহ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। জ্যো ২ ৩ ৪ তীঃ।

* * *

১ — ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২র৩৪৫ ২
৪। ইয়া ২। ৩। ইয়াহাউ। ৩ ইন্দ্রময়ো। নে ৩ মধি। ত্তাহযস্তাই। হবস্তে ৩।

১ ২র ৩র ২ ১ র ২ ১র ২১ ২ ৩৪৫
হ৺হ৺হা৺হা৺হ৺। ৩। হবস্তে। ৩। বংপারিয়াঃ। যুনজ। তাইথিয়স্তাঃ।

২ ১ ২র ৩র ২ ১ র ২র১র
থিয়স্ত। ৩।। হ৺হ৺হা৺হা৺হ৺। ৩। থিয়স্তাঃ। ৩। শূরোনৃষা।

২ ১ ২৩৪র৫ ২র ১ ২র ৩র ২ ১ র র
ত ৩ শ্র। সশ্চকামাই। চকামে৩। হ৺হ৺হা৺হা৺হ৺। ৩। চকামে।

২র১র ২১র ২র৩৪৫ ২ ১ ২র ৩র ২
৩। আগোমতাই। ব্রজেভ। আভুবন্নাঃ। ভুবন্না ৩।। হ৺হ৺হা৺হা৺হ৺।

১ ১ — ১ ২ ১৫ ২
৩। ভুবন্নঃ। ৩। ইয়া ২। ৩। ইয়াহাউ। ২। ইয়া ৩ হাউ।

২ ২র ২১র ২র ১
বা। এ। ব্রতমেশ্বরেশকুনঃ।

* * *

র র র১ ২ ১ র র ২ — ২ র র ১ ২
৫। ব্রাজাওহোহোহাই। ত্যাগ্নেসমিধানাদী ১ দিবা ২।। জিহ্বাওহোহোহাই।

১ ২ — ২ র র ১ ২ ১র র র ২ ২
চরন্ত্যাস্তয়া ১ নানী ২। সদ্মাওহোহোহাই। নোঅগ্নেপয়দাবস্থ ৩ বীৎ।

২১ ২৩র ২ ১ — ১ ২ ৪ ৫ ৪
রয়িংবর্চ্চোদুশোহো ৩। হুম্মা ২। হা। ঔ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা।

* * *

২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১
অমৃতাম। ইডা২৩ভা। যইদংবিশ্বভূতম্। যুবো৩। আউ।

১ ৩
বা২৩। বা২৩৪৫ মাঃ।

* * *

১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ --
৮। অগ্নিপ। তাই। মিত্রপ। তাই। ক্ষত্রপ। তাই। স্বঃপতাই। ধনপতা২ই।

১ .. ২ ১ র র২১ র ২ র র ১র২র র ১র২১২র১ ২১র২র
না২মাঃ। নমোঽস্ময়নমোঽস্মপতয়একাক্ষায়চাবপন্নাদায়চনমোনমঃ। রুদ্রাবতী-

১২র১ ২১র ২১ ২ ন১২ ১ ২র ১ র২১২১২র ২ ১ র২১
রূপদেনমঃস্থিরায়স্থিরধন্বনেনমঃপ্রতিপদায়চপটরিণেচনমস্ত্রিয়ম্বকায়চক। পর্দ্দিনেচনম-

২র র১র ২ র র১র ২১ ২১র ২ ১র ২১ ২১র২১২র
আপ্রায়েভ্যশ্চপ্রত্যাশ্রায়েভ্যশ্চনমঃক্রন্দেভ্যশ্চবিরিক্ষেভ্যশ্চনমঃসংবৃত্তেবিবৃত্তেচ।

১২১র ২১ ২র১র ২২২র ১র ২১২১২ ১ ২
অনস্ত্যমিবধন্বনোবিতেমস্মাম্মামসিমৃড়তায়ইহঅম্বতাম্। ইডা২৩ভা।

১ র ২ ১ ১ ৩ ৫
যইদংবিশ্বভূতম্। যুবো৩। আউ। বা২৩। না২৩৪মাঃ।

১২ ১২ ৩ ১২র ২র ৩ ১২র ১২র
অগ্নিপতে। অগ্নি। পতে। মিত্রপতে। মিত্র। পতে। ক্ষত্রপতে। ক্ষত্র।

৩ র২ ১২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১২র
পতে। স্বঃপতে। স্বাঽ৩রিতি। পতে। ধনপতে। ধন। পতে। নমঃ।

৩১২ ৩ ২ ৩ ২ ১২র ৩২ ৩ ২ ৩১২
মন্যুনা। বৃত্রহা। বৃত্র। হা। সুবীণ। স্বরাট্। স্ব। রাট্। যজ্ঞেন।

৩১২ ১২র ৩ ২ ৩২ ১২র ১২র ৩ ১
মঘবা। দক্ষিণা। অস্য। প্রিয়া। তনুঃ। রাজ্ঞা। পশব। দাধার। বৃষভঃ।

১২র ৩১২ ৩১২ ৩ ১২র ১২র ১২র ৩ ২
স্বষ্টা। বৃত্রেণ। শচীপতিঃ। শচী। পতিঃ। অনেন গয়ঃ। পৃথিব্যা।

৩ ২ ৩১২ ১২র ৩২ ৩২ ৩ ১২ ১২র
সৃণিকঃ। অগ্নিনা। বিশ্বম্। তৃহম্। অন্ত। অন্তরঃ। বায়ুনা। বিশ্বাঃ।

৩২ ৩ ২ ৩২ ৩ ১২ ৩ ১২
প্রজাঃ। প্র। জাঃ। অন্ত। অপবথাঃ। বষট্কারেণ। বষট্। কারেণ।

৩২ ৩ ২ ১২র ১২ ৩ ২ ১২র
অর্দ্ধভাক্। অর্দ্ধ। ভাক্। সোমেন। সোমপাঃ। সোম। পাঃ। দধিক্রা।

৩ ১২ ৩ ২ ২র ৩ ১২
সম্। ইত্যা। পরমেষ্ঠী। পরমে। স্থী। যে। দেবাঃ। দেবাঃ। দিবিষদঃ।

৩ ১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১২ ৩
দিবি। সদঃ। অন্তরিক্ষসদঃ। অন্তরিক্ষ। সদঃ পৃথিবীষদঃ। পৃথিবী।

১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১২
সদঃ। অপ্সুষদঃ। অপ্সু। সদঃ। দিক্ষুসদঃ। দিক্ষু। সদঃ। আশাসদঃ।

৩ ১২র ১২র ৩ ১২ ১২র ১২র
আশা। সদ। স্থ। তেভ্যঃ। বঃ। দেবাঃ। দেবেভ্যঃ। নমঃ। অব। জ্যাম্।

৩ ১২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ২
ইব। ধন্বনঃ। বি। তে। মন্যাম। নয়ামসি। মৃড়তাম। নঃ। ইহ।

৩ ১ ২ ৩২ ১২র ৩ ২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২
অস্মভ্যম্। যঃ। ইদং। বিশ্বম্। ভূতং। যুতো। নমঃ। ১০। নমঃ। উদ্ভিদ্ভ্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
উৎ। ভিদ্ভ্যঃ। চ। উত্তম্বানেভ্যঃ। উৎ। তম্বানেভ্যঃ। চ। নমঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
নীবাঙ্গভ্যঃ। নী। বাঙ্গভ্যঃ। চ। উপবীতিভ্যঃ উপ। বীতিভ্যঃ। চ

১২র ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১২র
নমঃ। অণ্বদ্ভ্যঃ। চ। প্রতিদধানেভ্যঃ। প্রতি। দধানেভ্যঃ। চ নমঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ১২র
প্রণিধাদ্ভ্যঃ। চ। প্রব্যাধিভ্যঃ। প্র। ব্যাধিভ্যঃ। চ। নমঃ। ৎসরভ্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র
চ। ৎসারিভ্যঃ। চ। নমঃ। শ্রবেভ্যঃ। চ। শ্রাম্যভ্যঃ। চ। নমঃ।

১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১'র ৩২ ৩
তিষ্ঠদ্ভ্যঃ। চ উপতিষ্ঠদ্ভ্যঃ। উপ। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ। চ। নমঃ। যতে। চ।

২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩২ ৩ ১২ ২
বিযতে। বি। যতে। চ। নমঃ। পথে। চ। বিপথায় বি। পথায়।

৩ ১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ১২ ৩
চ। ০। নমঃ। অগ্রায়। অগ্র পতয়ে। অগ্র। পতয়ে। একাক্ষায়। এক।

১২ ২ ১২ ৩ ১২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২
অক্ষায়। চ। অবপন্নাদায়। অব। পন্নাদায়। চ। নমঃ। নমঃ। রুদ্রায়।

৩ ১২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১২ ৩ ২ ৩২ ৩
ক্ষীরসদে। ক্ষীর। সদে। নমঃ। স্থিরায়। স্থিরধন্বনে। স্থির। ধন্বনে।

১ ২ ১২র ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১২ ১র
নমঃ। প্রতিপদায়। প্রতি। পদায়। চ। পটরিণে। চ। নমঃ। ত্র্যম্বকায়।

৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩
ত্রি। অম্বকায় চ। কপর্দ্দিনে চ। নমঃ। আশ্রায়েভ্যঃ। চ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩
প্রত্যাশ্রায়েভ্যঃ। প্রতি। আশ্রায়েভ্যঃ। চ। নমঃ। সম্বৃতে। সম।

৩২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩
বৃতে। চ। বিবৃতে। বি। বৃতে। চ। ২। ১। ৫।

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ২ ২ ২ ২১র ২
৯। বা ৫ সন্তঃ। ঈ ৩ ন্ন্ ৩ বস্তাথাঃ গ্রীষ্মইন্নুরা ১ তী ৩ য়াঃ। বর্ষাণ্যনুশা ৩

১ ২ ২ ১র A ৩২ ২ ১ ১ ১
রদঃ। বা ৩ দাঃ। হেমন্ত শিশিরইন্নুরা ২ স্তিয়াউ বা ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২র ১ ১ ২ ১ – ২৭ ২ ১ র
১০। হাউ ৩। হুপ্। বিবিবিববী ৩। ৩। হী ২। ৩। হাউ ৩ বা। অভিত্বা-

২র র র ১ ১ ২র র ১ র ১রর২ ১ ২ ১
শূরনোনুমোঃস্। অদুগ্ধাইবধেনবোঃসং। ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দ্দশম্ভস্।

১রর ২ ১ র ২র ১ ১ ২ ১ —
ঈশানমিন্দ্রতস্থুষোঃস্। হাউ। ৩। হুপ্। ৩। বিবিবিবিবী ৩। হী ২।

২৭ ২র ১ ২র ১ ২র১ ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১
৩। হাউ ৩ বা। এহস্। এফট্। এমৃস্। এহস্। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ — ২ ১র ২ ১ ২৩৪র৫ ২ ১র ২ ১
১১। ঈ ২। ৩। সত্তেপয়া। সী ৩ সমু। যন্তুবাজাঃ। সংবৃষ্ণিয়া। নী ৩ অভি।

২ ৩৪র৫ ২র১র ২ ১ ২র ৩৪র৫ ২১র ২
মাতিষাহঃ আপ্যায়মা। নো ৩ অমৃ। তায়সোমা। দিবিশ্রবা। সী ৩

১ ২র ৩ ৪৫ ১ — ১ ৷৷ ৩ ৫র ২ ১
উত্তমানিধিষ্বা। ঈ ২। ২। ঈ ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ৫৬। ॥

* * *

১ ১ র ৩২১ ৩২১
১২। আয়াউ। ৩। অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃপ্রথমাইবিধর্ম্মান্। বিধর্ম্মান্। ২।

২ ১ র ৩২র১ ৩২র১ ৩২র১ ১র র ৩র
জনয়ন্প্রাজাভুবনাস্যগোপাঃ। স্যগোপাঃ। স্যগোপাঃ। বৃষাপবিত্রেঅধিসানো-

২ ১ ৩র ২ ১ ১ ২১ র র র র ২র ২ ১
অগ্ন্যাই। নোঅব্যাই। ২। আয়াউ। ৩। বৃহৎসোমোবাবৃধেস্বুবানোঅগ্রাই।

৩র ২ ১ ২র ২ ২র র ১র ১ ১ ১ ১
নোঅগ্রাই। নোঅগ্রা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। দেস্বানো। অগ্রী ২ ৩ ৪ ৫ :॥

* * *

২ ১ ২ ২১ র র ২ ২ র ১ ২ ২ ২
১৩। উহুবাহাউ। ৩। সহস্রশীর্ষাঃপুরু ২ ৩ ষাঃ। সহস্রাক্ষঃসহস্রা ২ ৩ পাৎ।

১র ২ ১র ২ ১ ২১র ২ ২ ১ ২
সভূমিং সর্বতোবা ২ ৩ র্ত্বা। অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গু ২ ৩ লাম্। উহুবাহাউ। ২।

২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
উহুবা ৩ হাউ। বা ৩। ইট্‌ইড়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ ১ র র — ২১রর র ২ ১র র র র২ ১
১৪। উহুবোহোবা ২। ৩। ত্রিপাদূর্দ্ধউদৈৎপুরু ২ ৩ ষাঃ। পাদোস্যেহাভবৎপু ২ ৩

২ ১র ২ ১ ২ ২ র র ২ ২ ১ র র —
নাঃ। ততোবিষ্বঙ্ব্যক্রা ২ ৩ মাৎ। অশনানশনেঅ ২ ৩ভী। উহুবোহোবা ২।

২ ১ র ১ A ৩ ৫র র ৩ ৫
২। উহুবো। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ড়া।

২ ১ র র — ২ ১ র ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
উহুবোহোবা ২। ২। উহুবো। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। সু ২ ৩ ৪ বাঃ।

২ ১ র ১র — ২ ১ র ১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
উহুবোহোবা ২। ২। উহুবো। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

র র — ১ র র ২ ১ র ২ ১ র
১৫। ইয়োহোবা ২। ৩। পুরুষএবেদ৺্সা ২ ৩ র্ব্বাম্। যদ্ভূতংযচ্চভাবা ২ ৩

২ র র র র ২ ২১র র২ ১ ২ ১র র —
ব্যাম্। পাদোস্যসর্ব্বাভূতা ২ ৩ নী। ত্রিপাদস্যামৃতন্দা ২ ৩ ইবী। ইয়োহোবা ২।

১র র — ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ র র —
২। ইয়োহো ২ বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ড়া। ইয়োহোবা ২। ২।

১ র ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ র র —
ইয়োহো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। জ্যো ২ ৩ ৪ তীঃ। ইয়োহোবা ২।

১ র ১ n ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
২। ইয়ো। হো ২। বা ২ ৩ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১র ১র র২ ১ ২ ২র ১ র র র
১৬। হাউ। ৩। ভাবাতস্থ। মহা২ ৩ইমা ৩। হাউ ৩। ভতোজ্যায়াঁ৬-

২১র ২ ২র ২১র র ২ ২র
শ্চপূরু ২ ৩ষা ৩ঃ। হাউ। ৩। উতামৃতত্বস্যেশা ২ ৩ না ৩ঃ। হাউ।

১ রর ২১র ২ ২S ২ ১ ১১১১
৩। যদন্নেনাতিরোহ ২ ৩ তী ৩। হাউ ৩ বা ৩। ইট্‌ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

S ১ র ২ র ২র ২S ২১র২র র ২১র ২
১৭। হাউ ৩ বা। ততোবিরাডজায়ত। হাউ ৩ বা। বিরাজোঅধিপূরুষঃ।

২ S ১২র ১র ২ S ২১র র ২১ র ২ ১
হাউ ৩ বা। সজাতোঅত্যরিচ্যত। হাউ ৩ বা। পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ।

২S ২ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউ ৩ বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ১২১২ ১২১২ ১ ২
১৮। হাউ ৩। অগ্নীনগ্নিন। ৩। নৃমণাইনৃমণম্। ৩। নিধাইমাহে। ৩।

২র ১২ — ২রর র ১২ — ২র
কয়ানশ্চিত্রা ৩ আভূ ১ বা ২ ৫। উতীসদাবৃ ৩ ধাস্যা ১ খা ২। কয়াশচিষ্ঠা ৩

১২ ২র ১২১২ ১২১২
য়াবা ১ র্ত্তা ২ ৩। হাউ। ৩। অগ্নীনগ্নিন্। ৩। নৃমণাইনৃমণাম্। ৩।

১ ২ ১ ১ন ৩
নিধাইমাহে। ২। নিধা ২ ৩ ই। মা ২। হা ২ ৩ ৪।

৫র র ১১১১
ঔহোবা। সুবর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২র১ ২ র র র র ৩র ১২ —
১৯। হুবাই। ৩। রূপম্। মস্তেবাজ্যাবাপৃথিবীস্ব ৩ তোজা ১ সা ২ উ।

র রর ১২ — ২রর র ১ ২
যেজপ্রথেথাসমিতমন্তী-৩ যোজা ১ না ২ ম। দ্যাবাপৃথিবীভবা ৩ তাঙ্ক্ষো ১

— ২র র ১ ২ — ১ ২র
না ২ ই। তেনোমুঞ্চতা ৩ মাঙ্হা ১ সা ২॥ হুবাই। ৩। রূপা ২।

৩ ৫র র ২র র১
বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ। রূপম্। ৩॥

* * *

১ ১২র১ ২র ১২ — ২রর র
২০। বাক্। ২। বাগীরম্। কয়াবশ্চিত্রা ৩ আভূ ১ বা ২ ৎ। উতীসদাবৃ ৩

১২ — ২র ১২ — ১ ১২র১ n
ধাঃসা ১ খা ২। কয়াশচিষ্ঠা ৩ য়াবা ১ র্ত্তা ২ : বাক্। ২। বাগীরা ২।

৩ ৫রর ২র ২১ ২র ১র২র৩ ১১১১
বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ। অন্তরিক্ষেণ জিলংলেলায়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ ১র ২ ১ ২র র রর ২ররর র
২১। প্রতিষ্ঠাসিপ্রতি। ষ্ঠা। ৩। বর্চ্চোসিমনোসি। ঐহী। মন্ত্রেবাস্যাবা-

র র র রর ২র রর র র রর ২রর র
পৃথিবীমুজোজসাবৈহী। যেণপ্রথেণামমিতমহিযোজনামৈহী। দ্বাবাপৃথিবীভবত

রর রর ২রর ররর ২ ১র ২ ১
ভূশোনা। ঐহী: তেনোমুঞ্চতমভূহণাঐহী। প্রতিষ্ঠাসিপ্রতি। ষ্ঠা। ৩।

২র র র ২ ২র ২র১
বর্চ্চোসিমনোসি। ঐহী ৩। হাউবা। এ। ভূতম্। ৩।

* * *

২র ১২ ২১রর ২ ২ ২ ২১র ২ ৪৫
২২। হরীতইন্দ্রশ্মশ্রূণী উতোতেহরিতা ১ উহা ৩ রী। তাস্বাস্তবস্থিকা ৩। বায়াঃ।

২১রর ২ ৪৫ ১র২ ১ ২ ১২১ ২১
পুরুষালোবনা ৩। গাবাঃ শশ্যাসইন্দ্রভুক্তিমঘবান্নিন্দ্রভুক্তিভুক্তিপ্রভু ও-

র ২র৩ ১১১১
তীব্রস্তমরপুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে পঞ্চমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ ॥

* * *

পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠস্যার্দ্ধ প্রপাঠকঃ। ব্রত পর্ব্ব।

২র ২১ ২১২র১র ১২র১র ২র১র
১। হাউ। ৩। অহমন্নম্। ৩। অহমন্নাদো। হমন্নাদো। ২। হংবিধারয়ো।

২র১ ২র ১২র১২ ১ ১র১২র১র২
২। হংবিধারয়ঃ। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু।

১ ২১২ ২র১ ১ ১র২র ২র ১ ২র
ত। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমামভূসৃজাম। সাই। হাউ। ৩।

২ ১ ২ ১ ২র১র ২ ২র১র ১ ২র ১র
অহমন্নম্। ৩। অহমন্নাদো। হমন্নাদো। ২। হংবিধারয়ো। ২।

১ ২র ১র ২s ২ ২র ২ ১ ২১ ২র১র২ ২র ১
হংবিধারয়ঃ। হাউ ৩। বা। এ। অহমন্নমহমন্নাদোহংবিধারয়ঃ। ৩।

১ র১ র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। অহ৮ সুবর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২র ২ ১ ২র ১ ২র ১ ২র১ ২ ১
২। হাউ। ৩। অহ৮ সহো। হু৮ সহো। ২। হ৮ সাসহি। অহ৮।

২র১ ২ ১ র ২ র১র ১ র ২র ১র১ র ২ র ১ ২র
সাসহিঃ। ২। অহ৮ সাসহানো। হ৮ সাসহানোহ৮ সাসহানঃ। হাউ।

১ ২র ১ ২ ১ ১ র ১২র ১ র২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১
৩। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যথাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব।

১ ১র ২র১ ২র ১ ২র ২ ১ ২র ১ ২ র
চাঃ। তেনমাসহ৮ স্বজাম। সাই হাউ। ৩। অহ৮ সহো। হ৮ সহা।

১ ২র১ ২ ১ ২র১ ২ ১ র ২ র ১র ১ র ২
২। হ৮ সাসহিঃ। অহ৮ সাসহিঃ। ২। অহ৮ সাসহানো। হ৮ সাস-

র ১র ১ র২ র ১ ২s ২ ২র ২১ ২র১ ২র১ ২
হানো। হ৮ সাসহানঃ। হাউ। ৩। বা। এ। অহ৮ সহোহ৮ সাসহির-

১ র২ র ১ ২র ২ ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
হ৮ সাসহানঃ। ৩। এ। অহ৮ সুবর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ২ ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১ ২র
৩। হাউ। ৩। অহংবর্চ্চো। হংবর্চ্চো। হংবর্চ্চঃ। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চো-

১ ২ ১ ১২র১২র ১ র২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র১ ১ ১র ২র
হিরণ্য। স্যা। যথাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমা-

১ ২র ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১
সহ৮ স্বজাম। সাই। হাউ। ৩। অহংবর্চ্চো। হংবর্চ্চো। হংবর্চ্চঃ।

২র ২ ২র ২ ১ ২র
হাউ। ৩। বা। এ। অহংবর্চ্চঃ। ৩। এ।

১ র ২ ১ ১ ১ ১
অহ৮ সুবর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২র ২১র২র ১র২র ১র ২র ১২র
৪। হাউ। ৩। অহন্তেজো। হন্তেজো। হন্তেজঃ। হাউ। ৩। যদ্বর্চো-

১২ ১ ১২র১২র১র২ ১ ২২১১ ২র১ ১ ১র
হিরণ্য। স্তা। যদ্বাবর্চোগবাম্। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেন-

২র১ ২র ১ ২র ২১র২র ১র২র ১র
মাস৮ংস্‌জাম। নাই হাউ। ৩। অহন্তেজো। হন্তেজো। হন্তেজঃ।

২র ২১র ২১ র৩১১১১
হাউ। এ। অহন্তেজঃ। ৩। এ। অহ৮ং স্বর্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥

২র ১২র ১২র ১র২র ১র২র
৫। হাউ। ৩। দিশস্‌দুহে। দিশস্‌দুহে। ২। দিশৌদুহে। ৩। দিশোদুহে। ৩।

১র২র ২র ১২র১২ ১ ১২র১২র১র২ ১
সর্বাদুহে। ৬। হাউ। যদ্বর্চোহিরণ্য। স্তা। যদ্বাবর্চোগবাম্। তা।

২১২১২র১ ১ ১র২র১ ২র ১ ২র ১২র
সত্যস্তব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাস৮ংস্‌জাম। নাই। হাউ। ৩। দিশস্‌দুহে।

১র২র ১র২র ১র২র ২র ২
৩। দিশৌদুহে। ৩। দিশোদুহে। সর্বাদুহো। ৩। হাউ। বা।

২র ১২র১র২র১র২র১২২র ২র ২১
এ। দিশস্‌দুহেদিশৌদুহেদিশোদুহেসর্বাদুহে। ৩। এ। অহ৮ং-

র৩১১১১
স্বর্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥

২র ১র২ ১২ ১র২ ২১২র
৬। হাউ। ৩। মনোজন্নিৎ। ৩। হৃদয়মজন্নিৎ। ৩। ইন্দ্রোজন্নিৎ। ৩। অহমন্নৈবম্।

২র ১২র১২ ১ ১২র১২র১র২ ১ ২১২১২র১
৩। হাউ। যদ্বর্চোহিরণ্য। স্তা। যদ্বাবর্চোগবাম্। তা। সত্যস্তব্রহ্মণোব।

১ ১র২র১ ২র ১ ২র ১র২ ১২
চাঃ। তেনমাস৮ংস্‌জাম। নাই। হাউ। মনোজন্নিৎ। ৩। হৃদয়মন্নিৎ।

১র২ ২১২র ২ ২ ২র ১র
৩। ইন্দ্রোজন্নিৎ। ৩। অহমন্নৈবম্। ৩। হাউ৩বা। এ। মনো-

২১২ ১র২১২র ২র ২১
জন্নিদ্ধৃদয়মজন্নিদিন্দ্রোজন্নিদহমন্নৈবম। ৩। এ। অহ৮ং-

র৩১১১১
স্বর্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥৩॥

২র ১ ১র২ ২র ১ ২র ১ ২ ১ ১
৭। হাউ। ৩। বয়ঃ। ৩। বয়োবয়ঃ। ৩। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য। স্যা। যদ্-

২র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ১ ১র ২র১ ২র ১
বাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাস৺সৃজাম। সাই।

২র ১ ১ র ২ ২s ২ ২র ১ র
হাউ। ৩। বয়ঃ। ৩। বয়োবয়ঃ। ৩। হাউ৩। বা। এ। বয়ো-

২ র ২ ২র ২১ র ৩ ১ ১ ১ ১
বয়োবয়ঃ। ৩। এ। অহ৺সুবর্জ্জ্যোতী ২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র ২র১ ২র১ র২ ২র ১ ২র
৮। হাউ। ৩। রূপম। ৩। রূপা৺রূপম। ৩। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চো-

১ ২ ১ ১ ২র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ১ ১র ২র১
হিরণ্য। স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাস৺-

২র ১ ২র ২র ১ ২র ১ র২ র ২
সৃজাম। সাই। হাউ। ৩। রূপম। রূপা৺রূপম ৩। রূপম। ৩।

২র ২ ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। অহ৺সুবর্জ্জ্যোতী ২৩৪৫ঃ।

* * *

১ ২ — ১ ২ ১ ২ ২র১র ২ ২
৯। হিহিয়উ ২। ৩। উদপপ্তম। উদপপ্তম। ২। উর্দ্ধানস্তা৺শুক্রবি। ৩।

১ ২র ১ ২ ২র ২র ২র ১ ২র ১ ২
ব্যস্তোৎসম। ৩। অস্তস্তনম। ৩। হাউ। হাউ হাউ। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য।

১ ১ ২র১২র১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১র১ ১ ১র ২র১ ১র
স্যা। যদ্বাবর্চ্চোগবামু। তা। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাস৺সৃজাম

১ ১ ২ — ১ ২ ২র৩র র ২ ১ ২র
সাই। হিহিয়উ ২। ৩। উদপপ্তম। ৩। উর্দ্ধানস্তা৺শুক্রবি। ৩। ব্যস্তোৎসম।

১ ২ ১s ২ ২র ১ ২ র১র র ২ ১ ২র
৩। অস্তস্তনম। ৩। হাউ ৩ বা। এ। উদপপ্তমূর্দ্ধানস্তা৺শুক্রবিব্যস্তোৎ-

১ ২ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
সমস্তনম। এ৩। পিম্বা ২৩৪৫॥

• • •

২র ১ র ১ ২র ২র ১ ২র ১ ২
১০। হাউ। ৩। প্রথে। ৩। প্রত্যাষ্ঠাম্। ৩। হাউ। ৩। যদ্বর্চ্চোহিরণ্য।

১ ১ র ১২র১র২ ২১২১২র১ ১ ১র২র১ ২র
স্য। যদ্বাবর্চ্চোগবামুত। সত্যস্যব্রহ্মণোব। চাঃ। তেনমাসৎসৃজাম।

১ ২র ১ র ১ ২র ২১৩ ২ ২র
সাই। হাউ। ৩। প্রথে। ৩। প্রত্যাষ্ঠাম্। ৩। হাউ ৩। বা এ।

১ র ২র ২র ২১ র ৩ ১১১১
প্রথেপ্রত্যাষ্ঠাম। এ। অহ৬সুবর্জ্যোতী ২ ৩৪৫ঃ॥

* * *

২র ১ — ১ — ১ ২ ১ —
১১। হাউ। ৩। হা২ই। উ২। ত্রিঃ। কাহুবহুবহুবহুব। ৩। হা২ই।

১ — ১ — ১s ১ ২ ১s
উ২। উ২। উ২। এবস্ত্রিঃ। কাহুবহুবহুবহুব। উ২। এবস্ত্রিঃ।

২র ১ র র র — ১ ২ ১র র — ১ ২র
হাউ। ৩। যস্তেদমারজোযু২জাঃ। ত্বজেহ্মনেবন৬২২সাঃ। হাউ।

১ ১ — ১ ২ ১ — ১ — ১ —
৩ হা৩ই। উ২। ৩। কাহুবহুবহুবহুব। ৩। হা২ই। উ২। উ২।

১S — ১ ২ ১S — ২র ২ A
উ২। ত্রিঃ। কাহুবহুবহুবহুব। উ২। ৩। হাউ। ৩। আইন্দ্রস্তর।

৩ ২ ৪ ১ ১১১১
স্তিয়া৩ষ্২৫হা৬৫৬২। নমঃ সুবরিডা ২৩৪৫।

* * *

২র ১২১২ ১২ ১২১২ ১২ ১১
১২। হাউ। ৩। অহোঅহো। অহো। আহোআহো। আহো। এহো-

১১ ১২ ২ ২ ১১রর ২র ১ ১১১১
এহো। এহো। বা৩। হাউবা। প্রজাভূতমজীজনে৩। ইট্ইডা ২৩৪৫।

৩র ১২ ৩র ১২ ৩র ১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩২
অহোইতি। আহোইতি। এহোইতি। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। ভূতম।

৩
অজীজনে॥ ২।১।৮।

* * *

২র ১ ২ ২র ১ র র
১৩। হাউ ৩। ফাল্‌ফল্‌ফল্‌ফল্‌ফল্‌ফল্‌। ৩। হাউ। ৩। ইন্দ্রমরোমেন-

র —১ ১ র র র —১ র র র —১
পিতাহবা ২ স্থাই। যৎপার্য্যাযুনজতেধিয়া ২ স্তাঃ। শূরোনৃষাতাশ্রবসশ্চকা ২ মাই।

১র র র র —১ ২র ১ ২
আগোমতিব্রজেভজাত্বুবা ২ মাঃ। হাউ। ৩। ফাল্‌ফল্‌ফল্‌ফল্‌

২s ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ফল্‌। ৩। হাউ ৩ বা। মনঃ স্ববরিড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

৩ ১ র ২র র র র ২র ১র র
১৪। হাউ। ৩ হাউহোহোহোহোহো। ৩। হাউ। ৩। যোনোবজুষ্যমভি

র —১ ১ র র র -- ১ ২১র র র র ..
দাতিযা ২ র্ত্তাঃ। উগণাগামনামানস্থরো ২ বা। ক্ষিধীযুপাশবদাবাতমা ২

১ ২১রর -- ১ ২র ১ র ২র র র র
ইন্দ্র। অভীষ্যামবৃষমণস্বো ২ তাঃ। হাউ। ৩। হাউহোহোহোহোহো।

২s ২র১ ১ ১ ১ ১
৩। হাউ ৩। বা। এনমঃ স্ববরিড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২র ১ র ১ র ১ র ২ র ১
১৫। হাউ। ৩। ইমাঃ। ৩। প্রজাঃ। ৩। প্রজাপতে। হোই। ২।

১ র ২ র ২ ১ — ২র ১ ২ ২র
প্রজাপতে। হা ৩ ১ উবা ২। এ। হৃদয়ম্‌। ২। এ।

১ ২ ১ — ২১রর ২র ১ ১ ১ ১ ১
হৃদয়া ৩ ১ উ। বা ২। প্রজারূপমজীজনে ৩। ইট্‌ইড়া ২ ৩ ৪ ৫।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১২র ১ ২র ৩ ১ ২
ইমাঃ। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। প্রজাপতে। প্রজা। পতে। হৃদয়ং।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১
প্রজাঃ। প্র। জাঃ। রূপম। অজীজনে ॥ ২।১।৮ ॥

* * *

২র ১ র ১ ১র ৩র ২
১৬। হাউ। ৩। ইড়া। ৩। স্বঃ। ৩। জ্যোতিঃ। ২। জ্যোতা ৬ ৪।

৫র র ২র ১ র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ। ইড়াস্ববর্জ্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২র ১ ২ ১২ ১২ ২র ১
১৭। হাউ। ৩। আইহী। ৩। ওহা। ২। ওহা৩। হাউ। ৩। নহত্ত-

—১ ১র — ১s ২র১ ১রর র —
মুইন্দ্রদধ্যো ২ জাঃ। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩। ঈশেহন্দ্রমহতোবিরা ২

১ ১র — ১s ২র১ ১ —
প্শারিন্। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩। ক্রতুম্নুৃষণ৬ূবিরঞ্চবা ২

১ ১র — ১s ২র১ ২১র র র — ১
জান্। আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩। বৃত্রেবৃশক্রোংংসুহনাশ্বধা ২ ইনাঃ।

১র — ১s ২র১ ২র ১ ১২
আয়া ২ উ। উ। আয়াউ। ৩। হাউ। ৩। আইহী। ৩। ওহা।

১২ ১২ ২s ২র ২র ১র২১
ওহা। ওহা৩। হাউ৩। বা। এ। আয়ুর্দ্ধাঅন্নভ্যং-

২ র১র র র৩ ১১১১
বর্চ্চোধাদেবেভ্যো ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

* * *

২র ১র র ১ ২র ১
১৮। হাউ। ৩। ত্বেমষতপ্রথমন্নামগো। নাম্। ৩। হাউ। ৩। ত্রিঃসপ্ত-

র ১ ২র ১রর র র ১
পরমন্নামজা। নান। ৩। হাউ৩। তাজানতীরভ্যনুষতা। ক্ষাঃ ৩।

২র ২র১ র র ১ ২ ২ ২র
হাউ। ৩। আবিভুবন্নরুণীর্যশসাগা। বাঃ। ৩। হাউ৩। বা। এ।

১২ব ২র ১৩১১১১
দুষাঃ। ২। এ। দুষা২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২ ২১ ২র ১ ২র ১র ২ ১র২র১র২১
১৯। হাউ ৩ বা। সহর্ষভা.সহবৎসা। উদেত। হাউ ৩ বা। বিশ্বারূপাণিবিভ্র-

২ররর ২S ২১২১র১র২ র১ ২S ২১র
তোদূ্ত্ৈীঃ। হাউ ৩ বা। উরুঃপৃথুরয়ম্বোঅস্তুলোকঃ। হাউ ৩ বা। ইমা।

র ২ র১র২১ ২S ১ ২ ১
আপঃসুপ্রপাণাইহস্ত। হাউ ৩ বা। অশ্বমিইয়ে ৩ হস্মা।

* * *

২র   ১ ২   ১রর ৪   ২র ২
২০। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। ঐহী ২। ৩। ঐহিহাউবাক্। ৩।

১২   ২ ৪   ২ ১র র   ২র র ১   ১ ৩ ১ ১ ১ ১
হাহাউ। ৩। হাউ ৩ বা। প্রজাতোবসজীজনেহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫।

২র   ১ ২   ১র৪র   ১র ২
হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। এহী ২। ৩। ঐহিহাউবাক্। ৩।

১২   ১   ২ ১   ২ ২ ১ - ১ ২
হাহাউ। ৩। আয়াউ। ৩। অগ্নিরস্মিজন্মনাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩

২ ১ - ১ ২ ২   ১র   ১ ২   ১র৪র
হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো ৩। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। ঐহী ২।

১র ২   ১ ২   ২৪   ২ ২ র
৩। ঐহিহাউবাক্। ৩। হাহাউ। ৩। হাউ ৩ বা। ইহপ্রজা-

র ২র১   ১ ৩ ১ ১ ১ ১   ২র   ১ ২
তিহরয়িং রয়াণোহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫ হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহ। ৩।

১র৪র   ১র ২   ১ ২   ১
ঐহী ২। ৩। ঐ হহাউবাক্। ৩। হাহাউ। ৩। আয়াউ। ৩।

২র১ র ২ ২   ১ - ১   ২ ২   ১ — ১   ২ ২
জাতবেদাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো ৩।

২র   ১ ২   ২৪   ২র১ র র২
হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। (এবং সর্ব্বত্র) হাউ ৩ বা। রায়স্পোষায়-

১র২১র২র১   ১৩ ১ ১ ১ ১   ২র   ১ ২
সুক্রতায়ভূয়সেহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩।

১   ২ ১ র   র ২ ২   ১ - ১   ২ ১
আয়াউ। ৩। ঘৃতম্মেচক্ষুরমৃতম্মআসানৈ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ২ হো।

১ - ১   ২ ২   ২র   ১ ২   ২
হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো ৩। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। হাউ ৩ বা।

র ২র১২১২১   ১৩ ১ ১ ১   ২র   ১ ২   ১
আগন্মামিদংবৃহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। আয়াউ।

২ ১র র র র   ২ ২ ১ - ১   ২ ২   ১ - ১
৩। ত্রিধাতুরর্কোরজসোবিমানাঔ ৩ হোহা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া।

২ ২   ২র   ১ ২   ২৪   ২১
ঔ ৩ হো ৩। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। হাউ ৩ বা। ইদং-

২র১২১ ২১   ১৩ ১ ১ ১ ১   ২র   ১ ২   ১
বামমিদংবৃহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। বাগ্‌যহহহহ। ৩। আয়াউ

১ র ২ ২ ১ – ১ ২ ২ ১ – ১
৩। অজস্রজ্যোতাইরো ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া।

২ ২ ২র ১ ২ ২ঃ ২র ১র ২ ১
ঔ ৩ হো ৩। হাউ। ৩। বাগ্ঘহহহ। ৩। হাউ ৩ বা। চরাচরায়বৃহত্‌-

২১২র১ ২১২১ ১৩ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২
ইদংবামামদংবৃহৎ। ইহা ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ৩। বাগ্ঘহহহ। ৩।

১ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ ২ ২ ১ — ১
আয়াউ। ৩। হবিরগ্নিদর্ব্বামৌ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া।

২ ২ ২র ১ ২ ২S ২র১র
ঔ ৩ হো ৩। হাউ। ৩। বাগ্ঘহহহ। ৩। হাউ ৩ বা। এষশো-

২র র১ ২ ১র ২র ১ ২র১ ১৩ ১ ১ ১ ১
ত্রানভূতমতনং প্রজাউনমচুকুপৎপশুভ্যোহস্। ইহা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ – ১ ১ র র – ১ ১ র র
২১। ইতী ২ ইতি। ৩। ইতিমাত্রাচরতিবৎসকা ২ ইতি। ২। ইতিমাত্রাচরতি-

১ A ১ ৫র র ২র ১
বৎসকা ২ ৩ঃ। আ ২ ই। তা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। ইতি। ২।

২র ১৩ ১ ১ ১ ১ ১২র ১২র ৩ ২
এ। ইতী ২ ৩ ৪ ৫। ইতি। মাত্রা। চরতি। বৎসকঃ॥ ২॥ ১। ৮॥

* * *

২ ১ ২ ১ — ২ ১ ২ ১ n
২২। স্বয়৺স্ত্রবাই। স্বয়৺স্রুবা ২ ই। ২। স্বয়৺স্রুবাই। স্বয়ম্। স্রু ২।

৩ ৫র র ২র ১ র ২র ১ ১ ১ ১ ১
বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ। স্রুবে। ২। এ। স্রুবা ২ ৩ ৪ ৫ ই।

৩২ ১২র ১২র
স্বয়ম্। স্রুবা। স্রুবে॥ ২॥ ১। ৮॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

ষষ্ঠ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। ব্রত-পর্ব্ব॥

২র র রn ৩র২র৩রর ২ র র ২ ২ ২
১। হাউহাউহাউ। ভ্রাজাওবা। ৩। অগ্নির্মূর্দ্ধা ৩ বাঃ কা ১ কু ২ ৎ। পতিঃ-

র ১ ২ — ২র রর ১২
পৃথিবী ৩ য়াআ ১ য়া ২ য়। অপা৺রেতা৺সী ৩ জাবা১তী ২ ৩।

২র র ২রা ৩র২র৩রর ৩র ২ ৪ ২র ১ ২
হাউহাউহাউ। ভ্রাজাওবা। ৩। ভ্রাজা৩ও৫বা৬৫৬। এ। বিশ্বস্ম

১ ২র ১র৩ ১১১১
জগতো জ্যোতী২৩৪৫॥

* * *

২র১ ২র ১ ২১র২১র ২র র১ ১২র১রর
২। ভ্রাজা। ২। ভ্রাজা৩১উ। বা২। অয়ারুচাহরিণ্যাপুনানঃ। বিশ্বাদ্বেষাংসি

২ ১ ২ ১র২র১২১ ২ ১রর২১ ২র র ২র১র
সিতরতিসযুগ্বভিঃ। সূরোনসযুগ্বভিঃ। ধারাপৃষ্ঠস্যরোচতে। পুনানো-

২১র ১২র১২র১র২১র ২ ১১র র২১ ২ ২র১
অরুষোহরিঃ। বিশ্বাযদ্রূপাপরিযাস্যৃক্বভিঃ। সপ্তাস্যেভিঋক্বভিঃ। ভ্রাজা ২।

২র ১ ২র ১ ২র১২র ২র২র ২ ৩
ভ্রাজা৩১উ। বা২। এ। বিশ্বস্মৈ জগতেজ্যোতিঃ। জ্যো২তা২৩৪

৫র র ১ ১১১১
ঔহোবা। ইট্ইডা২৩৪৫॥

* * *

২র২র ৩র২র ৩র২র ২র ১ ২র ১ ২
৩। হাউহাউহাউ। ওহা। ২। ওহাই। বয়োহোই। ৩। পয়োহোইচক্ষু-

১ ২র ১ ২র ১ ২র ১
র্হোই। ৩। শ্রোত্রংহোই। ৩। আয়ুর্হোই। ৩। তপোহোই। ৩।

২র ১ ২রর ১ ২১ ২র ১
বর্চোহোই। ৩। তেজোহোই। ৩। স্বর্হোই। ৩। জ্যোতির্হোই।

২১ র ২র১ ২ ১র র রর২১র ২
৩। প্রক্ষস্যবৃষ্ণোঅরুষস্যনূমা ২৩ হাঃ। প্রনোবচোবিদথাজাতবেদা ২৩ সাই।

২রর১র ২১র ২ ১র রর২১ ২
বৈশ্বানরায়মতির্নব্যসেশুচিঃ ২৩ চীঃ। সোমইবপবতেচারুরগ্না ২৩ য়া৩ই।

২র রA ৩র২রn ৩র২র ২র র ২র১
হাউ২হাউ। ওহা২। ওহাই। বয়োহোই। ৩। পয়োহোই। ৩।

২ ১ ২র ১ ২র ১ ২র১
চক্ষুর্হোই। ৩। শ্রোত্রংহোই। ৩। আয়ুর্হোই। ৩। তপোহোই।

২র১ ২র১ ২১ ২র ১
৩। বর্চোহোই। ৩। তেজোহোই। ৩। স্বর্হোই। ৩। জ্যোতির্হোই।

২র ১ n ৩ ৫র র ২র ২১ ২১র ২ ২র
২। জ্যোতির্হো ২। বা ২৩৪ ওহোবা। এ। অগ্নিঃসমুদ্রমাক্ষন্নন্। এ।

২ ১২র১র ২ ১ ২র ২র ১র২ ১ ২ র১র র র ৩ ১ ১ ১ ১
অগ্নিমূর্দ্ধাভবদ্দিবঃ। এ। আয়ুর্দ্ধাঅস্মভ্যংবর্চ্চোধাদেবেভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২ ২র১ ২র১ ২র ১র র
৪। ও৩১ম্। ৩। আয়ুঃ। ৩। জ্যোতীঃ। ৩। জ্যোতোবা। ৩।

২র ১র র ২ ২র ১র S ২ ২ ৩১ ২র র ১র
জ্যোতোবাহাই। ২। জ্যোতোবা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়

২ ১ ২র ১র ২ ১ ১ ১ ১র২১ ২১ ২ ১র র
প্রদিশোজ্যোতির্বৃহৎ। ইন্দ্রবিড়ানন্তাম্। সত্যম্। ২। সত্যোবা। ৩।

২ ১র র ২ ২ ১র s ২ ২ ২ ১ ২র র ১র ২ ১ ২র
সত্যোবাহাই। ২। সত্যোবা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রদিশো

১র ২ ১ ২ ১ র র র ২ ২ ১র র
জ্যোতির্বৃহৎ। জায়মানোবনাতুবাম্। তুবাম্। ২। তুবোবা। ৩।

২ ১র র ২ ২১র s ২ ২ ২১ ২র র ১র ২ ১ ২র
তুবোবাহাই। ২। তুবোবা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রদিশো-

১র ২ ১ ২র১ ২ ১র ২ ১ র ২ ১র র
জ্যোতির্বৃহৎ। দ্যৌর্ভূতস্পৃথিবী। পৃথিবী। ২ পৃথিব্যোবা। ৩।

২ ১র র ২ ২ র s ২ ২ ২ ১ ২র র ১র ২ ১ ২র
পৃথিব্যোবাহাই। ২। পৃথিব্যোবা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রদিশো

১র ২ ১ ২ র ২ ২ ১র র
জ্যোতির্বৃহৎ। সর্বংচরজগন্নপাঃ। অপাঃ। ২। অপোবা। ৩।

২ ২র র ২ ২ ১র s ২ ২ ২১ ২র র ১র ২ ১ ২র
অপোবাহাই। ২। অপো বা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রদিশো

১র ২ ১ ১২১র ২১র ২ ১র ১র ২র ১র র
জ্যোতির্বৃহৎ। সহস্তেজআপঃ। আপঃ। আপঃ। আপোবা। ৩।

২র১র র ২ ২র ১র s ২ ২ ২ ১ ২র র ১র ২ ১ ২র
আপোবাহাই। ২। আপো বা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রাদিশো

১র ২ ১ ২ র র র ২ ২ ১র র
জ্যোতির্বৃহৎ। নতস্তেঅগ্নেপ্রমৃষোনবর্ত্তনাম্। তনাম্। ২। তনোবা। ৩।

২ ১র র ২ ২১র s ২ ২ ২ ১ ২র র ১র ২ ১ ১র
তনোবাহাই। ২। তনোবা ৩ হাউ। বা। ইহস্বর্বৈশ্বানরায়প্রাদিশো

১র ২১ ১র র র ১র ২র ১রর
জ্যোতির্ব্বৃহৎ। উষাদিশোজ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ। ২। জ্যোতোবা। ৩।

২র ১র র২ ২র ১রs ২ ২ ২১ ২রর ১র২১২র
জ্যোতোবাহাই। ২। জ্যোতোবা ৩ হাউবা। ইহম্বৈশ্বানরায়প্রদিশো-

১র ২১ ২রর র ২ ১১রর
জ্যোতির্ব্বৃহৎ। যদ্বৃহেসন্নভুগাঃ। ভুগাঃ। ২। ভুবোবা। ৩।

২১রর২ ২১রs ২ ২১ ২রর ১র২১২র
ভুবোবাহাই। ৩। ভুবোবা ৩ হাউ। বা। ইহম্বৈশ্বানরায়প্রদিশো

১র ২১ ২ ২র১ ২র১ ২র১রর
জ্যোতির্ব্বৃহৎ। ও৩১ পা। ৩। আয়ুঃ। ৩। জ্যোতীঃ। ৩। জ্যোতোবা।

২র ১রর২ ২র১রs ২ ২ ২১র
৩। জ্যোতোবাহাই। ২। জ্যোতোবা ৩ হাউ। বা। ধর্ম্মোমরুদ্ভির্ভূপ-

২র ১ ১১১১
নেষুচক্রদৎ। ইট্ইডা ২৩৪৫।

• • •

২র১ ২র ১ – ১২১রর ২ র ১র২১র২
৫। ভ্রাজা। ২। ভ্রাজা ৩ ১ উ। বা ২। অগ্নআয়ুংষিপবসে। আসুবোর্জ্জ-

১২ ২র১রর২ ১র ২র১ ২র
মিষঞ্চনঃ। আরেবাধস্বদুচ্ছুনাম্। ভ্রাজা। ২। ভ্রাজা ৩ ১ উ।

১– ২র ১র
বা ২। এ। ভ্রাজ। ৩।

• • •

১ ১র২ ২রর ১২ -- ২র ১২
৬। আ। ভ্রাজ। ৩। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধাদী ৩ বাঃ কা ১ কু ২ৎ। পতিঃপৃথিবী ৩ য়াআ

-- ২র ২২ -- ১ ১র২ ১
১য়া ২ ম্। অপাংরেতাংসী ৩ জাইম্বা ১ তী ২। আ। ভ্রাজ। ২। আ।

১রS ২ ২র ১রর২
ভ্রাজা ৩ উবা। এ। আভ্রাজ। ৩।

• • •

১২ ১র ১ ২ ২ ২১র
৭। হাহাউ। ৩। ইড়া। ৩। হস্। ঋতশ্মে। ৩। বিভ্রাড়্বৃহৎপিবতু-

র --১ -- ১র র --১ -- ১ররর
সোম্যম্ ২ মাধু ২। আয়ুর্দ্দধদ্যজ্ঞপতাববি ২ হ্রু তা ২ ম্। বাতজূতোযোঅভি-

— ১ -- ২১র র -- ১ -- ১২উ
রক্ষতা ২ ইষ্মানা ২। প্রজাঃপিপর্ত্তিবহুধা ৭রা ২ আ৩ী ২। হাহাউ। ৩।

১ র ১ ২ ১ র ১র ৩র ২ ১ —
ইড়া। ৩। হস্। ৩। ঋতম্মে। ৩। ঔহোবাহাউ। বা। ফা ২ ট্।

২ ১ র ১র ৩র ২ ২ ১ -- ২ ১ র
ঋতম্মে। ৩। ঔহোবাহাউ। বা। ফা ২ ট্। ঋতম্মে। ৩।

১র ৩র ২ ২ ১ --
ঔহোবাহাউ। বা। ভ্রা ২ ট্॥

* * *

২র র র৲ ৩র২রন ৩র২র ১ র ২ ২ ১
৮। হাউহাউহাউ। ওহা। ২। ওহাই। ইহোহো ৩। ইহিয়ো। ৩।

১ ১ ১ ১ র ২ ১ র ১
হুপ্। ৩। হো। ৩। হুব্। ৩। ইড়া। ৩। ঋতম্মে। ৩। হস।

২ ১ র ২১র ২ ১ র র র র ২ ১র
৩। প্রক্ষস্ব বৃক্ষো অরুষস্তনূষা ২ ৩ হাঃ। পনোবচোবিদথাজাতবেদা ২ ৩

২ ২র র ১র ২ ১র ২ ১র র র ২ ১ ২
সাই। বৈশ্বানরায়মতির্নব্যসেশূ ২ ৩ চীঃ। সোমইবপবতেচারুরগ্না ২ ৩ য়া ৩ ই।

২র র ২র৲ ৩র২রন ৩র২র ১ র ২ ২ ১
হাউহাউহাউ। ওহা। ২। ওহাই। ইহোহো। ৩। ইহিয়ো।

১৩ ১ ১ ১ র ২ ১ র ১
৩। হুম্। হো। ৩। হুব্। ৩। ইড়া। ৩। ঋতম্মে। ৩। হস্।

৩ ৫র র ১ র ২র ২ ১ ১ র ২র ১র২
২। হা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহোহো। ভদ্রম্। ইহোহো। শ্রেয়ঃ।

১ র ২র ২র১ ১ র ২র ১ ২ ১ র ২র ২ ১ ১ র ২র
ইহোহো। বামম্। ইহোহো। বরম্। ইহোহো। শ্রবম্। ইহোহো।

১ ২ ১ র ২র ১ র ২র ২ র ২র ১র ২ র র
অস্তি। ইহোহো। অভ্রাজীৎ। ইহোহো। জ্যোতিঃ। অভ্রাজীৎ।

১ র ২র ১র ২ ১ ৩র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহোহো। দীদিবঃ। এ ২ ৩। হিয়াহা উবা ৩। ভা ২ ৩ ৪ ৫ স্।

* * *

২র ৩র ১র ৩র ২ ৫র র
৯। হাউ। ৩। আয়ুঃ। ৩। জ্যোতিঃ। ২। জ্যোতা৩৪। ঔহোবা।

২ ১র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র
এত। বাগ্‌জ্যো৩৷২৩৪৫ঃ॥ বাক্‌। জ্যোতিঃ॥ ২॥ ৯॥

* * *

২রর ৰ্য়৩ ৫র র ২র র ৩ ৫র র
১০। এবাহিযেবা২৩৪ঔহোবা। হাত্ত্হাত্ত্হাত্ত্২৩৪। ঔহোবা।

২র১ ২১ ২১ ২র১ ২র১১৩১১
(এবস্ত্রিঃ) হিযেবা। হিয়াই। হিইন্দ্রা। হিপূষান্‌। হিদেবা২৩৪৫ঃ।

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
এব। হি। এব। হি। অগ্নে। হি। ইন্দ্র। হি। পূষন।

২ ৩
হি। দেবাঃ॥ ২॥ ৯॥

* * *

২র র ১২ ২ ১২ ২ররর র র১২
১১। বয়োম্নোবয়ঃপ্রাণাঃ। বয়শ্চক্ষুর্বয়ঃ শ্রোত্রাম। বয়োবোবোবোবয়োব্রাতাম।

১ র২ ২ ৩১১১১
বয়ো২৩ভূতা। বা৩। ঈ২৩৪৫॥

* * *

২র১ ১ ২n৩ ৫ ২ ১র ১ ২n৩
১২। বয়োমনা২৩ঃ। হোইহোবা৩২৩৪বা। বয়ঃপ্রাণা২৩ঃ। হোইহোবা৩

৫ ২ ১ ২n ২ ১র ১ ২A
২৩৪বা। বয়শ্চক্ষ২৩ঃ। হোইহোবা। বয়ঃশ্রোত্রা২৩ম্‌। হোইহোবা।

২র১র ১ ২n ২র১ ১ ২A ২র১র
বয়োবোমা২৩ হোইহোবা। বয়োব্রতা২৩ম্‌। হোইহোবা। বয়োভূতা

১ ২n৩ ৩১১১১ ১২র
২৩ম্‌। হোইহোবা৩২৩৪৫বা৬৫৬ঃ উ২৩৪৫ঃ। বয়ঃ।

১২র ১২র ১২র
পয়ঃ। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম॥ ২॥ ৯॥

* * *

১S ২র ২ ২ ১২রS১
১৩। উ২র্ক। হাউ। ৩। হো৩বাক্‌। (এবস্ত্রিঃ) ধর্মো৩ধর্মাঃ। ৩।

২র ১২র ৩
উক্‌। ধর্মোধর্মাঃ। ধর্ম। ধর্মাঃ। ২। ৯।

* * *

১২ ১ ২ ২ ১ র২ ২.১ ২ ২ ১ S ১ s
১৪। ধর্ম্ম বিধর্ম্ম। ৩। সত্যঙ্গায়। ৩। ঋতংবদ। ৩। হুঁ৺ বং ব ২ বং ব

১ ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
২ বম্। ৩॥ ধর্ম্ম। বিধর্ম্ম। বি। ধর্ম্ম। সত্যং। গায়। ঋতং। বদ।

২
হুঁ৺। বম্॥ ২॥ ৯॥

* * *

২র র ১র ১ ২র র ১র র২ ১ ৩
১৫। ঔহোহোবাহোই। ২। ঔহোহোবাহা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। ভ্র ২ ৩ ৪

৫ ২১র ২ ১ ২ র ১ ২র র ১র র ১র র১র র
নাং। বিভ্রাড্‌বৃহৎপিবতুসোম্যম। ঔহোহোবাহোই। ঔহোহোবাহোই।

২র র ১রর ২ ১ ৩ ৫ ১ ২১ ২১ ২র ১
ঔহোহোবাহা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। জা ২ ৩ ৪ নাং। আয়ুর্দ্দধদ্যজ্ঞপতাববি-

২ ২র র ১র র ১র র১র র ২ ১ ৩
হ্রুতম্। ঔহোহোবাহোই। ২। ঔহোহোবাহা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। বা

৫ ১র ২র র ১র ২ ১ ১ ১ র ২র র র র
২ ৩ ৪ র্দ্ধাৎ। বাতজূতোযোঅভিরক্ষতিত্মনা। ঔহোহোবাহোই। ২।

২র র ১র র ২ ১ ৩ ৫ ২ ১র ২
ঔহোহোবাহা ৩ ১ উ। বা ২ ৩। কা ২ ৩ ৪ রাৎ। প্রজাঃ পিপর্ত্তিবহু-

১র র ২ ২র র ১রর ২র র ১রর ২ ১ —
ধাবিরাজতি। ঔহোহোবাহোই। ২। ঔহোহোবাহা ৩ ১ উ। বা ২।

২র ১র২র১র র র৩ ১ ১ ১ ১ ১
এ। অভ্রাজীজ্জ্যোতিরভ্রাজী ২ ৩ ৪ ৫ ৎ॥

* * *

১র ২ ১ ২ ১ ২ ৫ ১ র
৬। ভূমিঃ। ৩। অন্তরিক্ষম্। ৩। দ্যৌঃ। ২। দ্যা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ২র১র ১ ১ ১ ১
এ৩। ভূতায়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১ ২ ১র ৫র ২ ৫র র
৭। দ্যৌঃ। ৩। অন্তরিক্ষম্। ৩। ভূমিঃ। ২। ভূমা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
এ৩। আয়ুষে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র ১র ৩র ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
১৮। হাউ। ৩। জ্যোতিঃ। ২। জ্যোতা ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ র২র১রর২ ১ ১ র র২র ১ ১ র২ ১ র ২
১৯। সত্রাভূতান্যৈরয়ন্। হোই। সত্রাভব্যান্যৈরয়ন্। হোই। সত্রাভবিষ্যদৈরয়ন্।

১ ১ র ২ র ১ ১ র২র১ র২ ১ ২ ৩
হোই। সত্রাভুবনমৈরয়ন। হোই। সত্রাভূতমৈরয়ন্। হোই॥ সম্। ত্বা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩ ২ ৩ ৩
ভূতানি। ঐরয়ন্। সম্। ত্বা। ভব্যানি। ঐরয়ন্। সম। ত্বা। ভবিষ্যৎ।

৩ ২ ৩ ১২র ৩ ২ ১ ৩২ ৩
ঐরয়ৎ। সম্। ত্বা। ভুবনম্। ঐরয়ৎ। সম। ত্বা। ভূতম্। ঐরয়ৎ ।২॥

* * *

ইতি গ্রামে আরণ্যগানে ষষ্ঠস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ। ব্রত-পর্ব্ব।

২ --১ ১ -১ ১ --১ ১ --১
১। উদী ২ উদি। উদিহো ২ উদি। ত্রিঃ। ইতী ২ ইতি। ইতিহো ২ ইতি। ত্রিঃ।

১ --১ ১ --১ ১র২র১ ২ ১র ১ --
অসী ২ অসি। অসিহো ২ অসি। ত্রিঃ। অরূরুচোদিবম্পৃথিবীম্। অসী ২

১ ১ --১ ১ ২ ৩১রর ২রর S ২
অসি। অসিহো ২ অসি। এবস্ত্রিঃ। পতির। স্থপামোবধীনা ৩ ম। ওই।

১২A ৩ ৫ ১ ১২র১র২র১ ২র১র ২
পতাইরা ২ ৩ ৪ সী। এবম। ত্রিঃ। চাই। ত্রন্দেবানামুদগাদনীকম্।

১ র২র র১রর ২-১ ২ ১র ২১র -- ১ ১র
বাইশ্বেবান্দেবানা৺ন্নমিদজস্রজ্যোতিরাতত্তা ২ ম। হোই। ৩। আয়ুর্যন্।

১ ১ ২১২১ ২র ১র ২ ৩২ ১২
৩। অবঃ। ৩। চক্ষুর্মিত্রস্যবরুণস্যাগ্নেঃ। স্থবঃসদ৺সদসদ৺সার্পা ৩।

১ ১র -- ১ ১ --১ -- ১ --১
অনাবদ৺স্থবা ২ঃ স্থবঃ। অসা ২ বনা ২ ম। স্থবা ২ঃ স্থবঃ। ত্রিঃ।

১র র রর র ১ ২ ২ র র র ২ র
আপ্রাত্তাবাপৃথিবীআন্তরী ২ ৩ ক্ষা ৩ ম। সূর্যপ্রস্থপীঐহী। ৩। অন্তো-

র র র র ২ র র র র র ২রর র র র র
বতস্বভামবাঐহী। বিশ্রামবিষ্টামত্তাএহী। গ্রাবাণোবহিবিপ্রিয়াঐহী।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—ঃ§ঃ•§ঃ—

ছন্দ-আর্চ্চিকঃ—পরিশিষ্টপরিশিষ্টং

——×‡•‡×——

স্তোভনামং ॥

——০——

প্রথমস্যার্দ্ধপ্রপাঠকঃ।

১২র ০ ১ ২ ৩ ১ ২র ১২র ১২র ৩ ১২
১। অথ। স্তোত। প্রকৃতিঃ। প্র। কৃতিঃ। অশ্বাঃ। গাবঃ। হুবেবসু।

৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২ ১ ২র
হুবে। বসু। বিদাবসু। বিদাঃ। বসু। দক্ষায়। হবিষ্মতে। যোনিম্।

১২র ৩ ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২র
ইন্দ্রঃ। চ। গচ্ছথঃ। দাঃ। বসু। বৃধে। মহে। অগ্নিঃ। আহুতঃ।

৩ ২ ১২র ২ ১ ২ ৩ ১২
আ। হুতঃ। শুক্রঃ। আহুতঃ। আ। হুতঃ। অমৃতাম্। গাতুবিত্তমম।

৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
গাতু। বিত্তমম্। হবিষ্কৃতে। হবিঃ। কৃতে। গোঃ। পদে। পৃট্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ১ ২
উদধিঃ। *উদ। ধিঃ। নিধিঃ। নিঃ। ধিঃ। গাবঃ। অশ্বাঃ। ঘৃতশ্চ্যুতঃ।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২র
ঘৃত। শ্চ্যুতঃ। আ। গহি। আ। ইহি। তে। ইমে। অভি।

১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১র ১২র ১র ১২র
বিষঃ। সুভূতয়ে। সু। ভূতয়ে। অনিত্রাণ। স্বঃ। মহঃ। স্বঃ। মমঃ।

১ ২র ৩ ১২র ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২
সত্‍শ্রবসে। সত্। শ্রবসে। বিশ্রবসে। বি। শ্রবসে। সত্যশ্রবসে। সত্য।

৩ ১২র ৩১ ২ ৩ ১ ২র ৩২ ৩২ ১২র
শ্রবসে। শ্রবসে। সুশস্তাঃ। সু। শস্তাঃ। মহঃ। বিশে। দিবম্।

৩২ ৩১২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ২র ১২র ১২র
ঋতম্। অমৃতম্। অ। মৃতম্। মধুশ্চ্যুতঃ। মধু। শ্চ্যুতঃ। ধর্ম্মণে। ইন্দুঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১২র ১২র
সমুদ্রম্। দম্। উদ্রম্। উর্ম্মিয়া। বি। ভাতি। অর্ষতে। ধর্ম্ম। বিধর্ম্ম। বি।

৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র
ধর্ম্ম। বিশ্বম্। দম্। অত্রিণম্। দহ। বিশ্বম্। বি। অত্রিণম্। দহ। বিশ্বম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১২র ৩১ ১২র ৩ ২ ৩ ২
নি। অত্রিণম্। দহ। অস্মে ইতি। রায়ঃ। উত। শ্রবঃ। ইষঃ। বুধে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১২র ১ ২র ৩ ২ ৩ ২র
সদোবিশঃ। সদঃ। বিশঃ। অতি। বিশ্বানি। দুরিতা। দুঃ। ইতা।

৩ ১২র ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরেম। শ্রবঃ। বৃহৎ। বাজী। জিগী। বান্। দীদিহি। দীদয়াৎ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২র ১২র
সুবৃক্তিভিঃ। সু। বৃক্তিভিঃ। নৃমাদনম্। নৃ। মাদনম্। ভরেষু। আ।

৩ ২ ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বাজী। জিগী। বা। বিশ্বা। ধনানি। অর্কঃ। দেবানাম্। পরমে।

১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩
ব্যোমন্। বি। ওমন্। অর্কস্য। দেবাঃ। পরমে। ব্যোমন্। বি। ওমন্।

* * *

২ ৩ ২ ৩ ১২র ২ ১২র ৩ ২ ১২ ৩ ২
২। ঔ। হো। বা। হা। ইডা। ভা। ইর। ইরাৎ। যয়ুঃ। ইহ।

৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ১২র ১২র ১২র ১২র
হবে। ইতি। উপ। ঋতুন্। হয়। যে। দিবঃ। দিবম্। বিশঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩ ২ ১২র
অহা। বঃ। বাহাঃ। আ। অরুহন্। শ্রুধি। এহি। ইহি। ইন্দ্রঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩২ ৩ ২ ৩২ ৩২
অগ্নে। ইহ। ইহি। বল। উবৈ। ইহ। শ্রুধি। অয়ম্। ইদম্।

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ১২র ২ ২
ইদকম্। রয়িষ্ঠাঃ। রয়ি। স্থাঃ। ওকঃ। দদ। অপ্সু। দক্ষুঃ। হরিশ্রীঃ।

৩ ২ ১২র ১২র ১২র ৩ ২ ১২র ১২র
হরি। শ্রীঃ। দঃ। বব। বস্থু। ভগায়। হয়ে। বয়ঃ। বয়োভিঃ।

৩ ১২ ৩
পদম্। ধা। হিরন্তি। রিণন্তি। ততক্ষুঃ। শিশন্তি। ধীতিভিঃ। অব্।

২ ১২র ৩২ ৩১ ৩২ ১২র
অভি। দিশঃ। প্র। স্তষে। আ। অয়গ। অয়াময়্। হিষঃ। এ।

২র ১২র ৩২ ১র ১২র ৩২
দিবম্। আ। দিবঃ। আ। অদৌ। ক। অবিদৎ। দিবা। ষঃ।

৩ ১২ ৩ ১২ ৩২ ১২র ৩ ১২র ১২র
তুরত্তিমগ্। তুঃ। অতিনম্। দিবি। ইতি। ইব। হ্রাভিঃ। ইড়াভিঃ।

১২র ৩১২ ১২র ১২র ১২র ৩২ ৩
স্বরত। শ্লোকরত। শ্লোকাঃ। ধনম্। ধর্ম্ম। বা। অগ্নিঃ। তপতি।

১২র ৩ ২ ৩২ ১২র ১২র ১২র
প্রতি। দহতি। তি। অগ্নিঃ। বৈ। থগ্নিঃ। দোহে। দ। জুর।

১২র ৩২ ১২র ৩ ১২র
জুর আ। ইয়ম্। উর্গ্মাঃ। ইব। জনৎ।

* * *

২ ৩ ২ ৩
৩। আ। আই। হাই। আউ। হাউ। ও। ওই। তোই। বোই। মোই।

২ ৩ ২
হুম্। ঔ। হো। বা। হা। এ। হে। দে। ধে। যা। তা। হুম্।

৩ ২
ত। গি। য। ব। ন। উপ্। উপ্। ই। উ। ওম্।

• • •

২ ১২র ১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ২ ৩
৪। ইট্। ইডা। দিশম্। বিশম্। হস্। অশ্বা। শিশুমতী। যুবতিঃ। চ।

১২ ১র ১২র ৩১২ ৩ ১২র ১২র ১২র
কুমারিণী। স্বঃ। জ্যোতিঃ। দৈ। স্তষ্টুভঃ। স্থ। স্তুভঃ। তুভঃ। অশ্বা।

১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩২
শিশুম্। অক্রান্। বিষ্টুভুঃ। বি। স্তুভঃ। বৃহৎ।

* * *

১২র ১২র ৩২ ১২র ৩২ ৩ ১২র
৫। সহঃ। নরঃ। সত্তাম্। ওজঃ। স্তাৎ। ইদম্। দ্যোঃ। অক্রান্। ভূমিঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩২
স্তস্তনৎ। সমুদ্রম্। সম্। উদ্রম্। সম্। অচুকুপৎ। ঐরয়ৎ। দেবাঃ।

•

১২র ১ ২র ১র ৩ ২ ৩ ২ ১২র
দিবা। জ্যোতিঃ। স্বঃ। অগন্ম। মহঃ। পৃথিব্যাঃ। দিবম্। আ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ১২র ৩২ ১২র ১২র
শকেম। বাজিনঃ। যমম্। দেবানাম্। অবদা। বয়ম্। নমঃ। আবৎ।

৩২ ৩ ২ ৩২ ১২র ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বৃহৎ। বামম্। বৃহৎ। পার্থিবম্। বৃহৎ। অন্তরিক্ষম্। বৃহৎ।

১২র ৩১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দিবম্। বৃহদ্ভ্যাঃ। বামেভ্যঃ। বামম্॥

• • •

২ ৩ ১২র ৩ ১২ ১২র ৩ ২
৬। সম্। ত্বা। অনোনবুঃ। অনোনবুঃ। মরুতঃ। বিশ্বস্মাৎ। আয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ১ ২র ৩ ২ ৩১ ২
মূর্দ্ধা। অভবৎ। দিবঃ। নম্। পতিঃ। দিবঃ। অন্তরিক্ষম্। স্ত।

১২র ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ১২র ৩ ১ ২
পার্থিবস্য। অপাম। ওষধীনাম্। ওষ। ধীনাম্। বিশ্বস্য। ভূতস্য।

১ ২ ১২র ১ ২র
আয়ুঃ। চক্ষুঃ। জ্যোতিঃ।

• • •

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ১২র
৭। আজ্যদোহম্। আজ্য। দোহম্। চিদোহম্। চি। দোহম্। চ্যোহম্।

৩ ২ ৩ ২ ১২র
ঋতম্। উম্। শম্। যোঃ। হবিঃ। অথ॥

• • •

৩ ২ ৩ ১২র ১র ৩ ২ ১ ২র ৩
৮। অতি। ইমহে। সর্প। স্বঃ। অতিঃ। প্র। ম৺হিঃ। ইমহে।

২ ৩ ১র ৩ ১র ১র ৩ ১ ২ ৩
প্র। সর্প। স্বঃ। উৎ। সর্প। স্বঃ। স্বঃ। স৺সর্পন্তঃ। সপ।

১২র ১২র ৩ ১র ১ ২ ১র
সর্পন্তঃ। সর্পত। প্র। সর্পত। স্বঃ। গমেম। তে। বয়ম্। স্বঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
সপ। সর্প। সুপায়। প্র। সুপ। সুপায়। প্র। সুপায়। দিশঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩
প্রদিশঃ। প্রাদিশঃ। কল্যাণম্। রাজন্। গমেম। স্বরাজন্। স্ব।

১২র ৩ ১২ ৩ ২ ৩১২ ৩
রাজম্। গমেম। উদ্দিশঃ। উৎ। দিশঃ। বিদিশঃ। বি।

১২ ৩ ৩১২ ৩ ১২র ৩ ১২
দিশঃ। কল্পন্তাম্। বিরাজম্। বি। রাজম্। গমেম। স্বরাজম্।

৩ ১২র ৩
স্ব। রাজম্। গমেম॥

* * *

প্রথমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥

* * *

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ।

২ ১২র ১২র ১২র ৩ ২ ১২র
৯। বৃ। হরিঃ। মতিঃ। একম্। লম্। ঐরয়ৎ। বৃধে। একম্। সম্।

৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ৩১২ ৩
ঐরয়ৎ। মহে। একঃ। বৃষা। নি। রাজতি। হুবে। বিরাজম্। বি।

১২র ৩১২ ৩ ১২র ৩২ ১২র ১ ২
রাজম্। স্বরাজম্। স্ব। রাজম্। মহৎ। নাম। অজীজন। মহৎ।

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ভদ্রম্। অজীজনে। অভ্রাতৃব্যম্। অ। ভ্রাতৃব্যম্। অজীজনে। অভিভূঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩২ ৩২
অভি। ভূঃ। অসি। রা। নৃ। রে। অম্। অয়ম্। বায়ো।

৩১২ ৩ ১২র ৩১২ ৩ ১২র ৩
ত্রিবৃতম্। ত্রি। বৃতম্। প্রবৃতম্। প্র। বৃতম্। অস্। ফট্। মৃস্।

৩২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ১২র ৩২র
হস্। অভি। অভূঃ। হস্। প্রহস্। প্র। হস্। চক্ষুঃ। ক্ষুরঃ।

১২র ৩২র ৩ ২ ১২র ৩ ২ ৩
হরোহরঃ। হরঃ। হরঃ। বৃশ্চ। প্রবৃশ্চ। প্র। বৃশ্চ। প্র। ছিন্ধি।

১২র ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩ ২ ৩২
বয়ঃ। বৃহৎ। ঋতম্। হবিঃ। ভদ্রাম্। স্বধাম্। স্ব। ধাম্। স্বয়ম্।

৩ ১২র ১২র ১২র ১র ১২র ১র ৩২
স্থূথে। ইষম্। উর্জ্জম্। রজঃ। স্বঃ। বাক্। ইডা। স্বঃ। বৃহৎ।

৩২ ৩ ৩২ ৩ ১২র ৩২ ৩২
ভাঃ। অর্কম্। অর্চ্চত। দেবাবৃধম্। দেবা। বৃধম্। ইহ। প্রজাম্।

৩ ২ ৩২ ৩২ ১২র ৩১ ২ ৩ ৩
প্র। জাম্। ইহ। রশ্মিম্। ররাণঃ। রায়স্পোষায়। রায়ঃ। পোষায়।

১ ১২ ১২র ৩২ ৩২ ৩২ ৩২
সুকৃতায়। সু। কৃতায়। ভূয়সে। আ। অগন্। বামম্। ইদম্। বৃহৎ।

৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ১২র ১২র ১২র ১২র ১২র
ইদম্। বামম্। ইদম্। বৃহৎ। মহৎ। ওজঃ। সহঃ। বলম্। ইন্দ্রঃ।

১২র ৩ ১২র ৩২ ১২র ৩২ ৩ ১২ ১২র
বয়ঃ। দধে। সধম্। ঋতম্। প্রিয়। প্রিয়ম্। ব্রাহ্মণানাম্। যৎ। মনঃ।

১২র ৩ ১২ ৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২
তৎ। ময়ি। ব্রাহ্মণানাম্। পশূনাম্। যৎ। মনঃ। তৎ। ময়ি। পশূনাম্।

৩ ১২ ১২র ১২র ৩ ১২ ৩২ ৩
যোষিতাম্। যৎ। মনঃ। তৎ। ময়ি। যোষিতাম্। ব্রীহি। যবে।

২ ৩ ২ ১২র ৩ ১র২র ৩ ২
সম্। যমন্। ন। ব্যাযমন্। বি। আযমন্। বি। যমন্। ন।

৩১২ ২ ১২র ৩ ১২ ৩
সমাযমন্। সম্। আযমন্। যে। কে। চ। উদরসর্পিণঃ। উদর।

১২ ১২র ১২র ১২র ৩ ১২ ৩ ১২র
সর্পিণঃ। তেভ্যঃ। নমঃ। সেতূন্। তর। দুস্তরান্। দুঃ। তরান্।

১২র ১২র ৩ ১২র১ ৩ ১২র
দানেন। অদানম্। অ। দানম্। অক্রোধেন। অ। ক্রোধেন। ক্রোধম্।

৩১২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২ ১২র
শ্রদ্ধয়া। শ্রৎ। ধয়া। অশ্রদ্ধাম্। অ। শ্রদ্ধাম্। সত্যেন। অনৃতম্।

৩ ২ ১২র ৩২ ৩১ ৩ ১২র ১র
অন্। ঋতম্। এষা। গতিঃ। এতৎ। অমৃতম্। অ। মৃতম্। স্ব।

৩ ১২র ৩ ১২র ৩২ ৩১২
গচ্ছ। জ্যোতিঃ। গচ্ছ। সেতূন্। তীর্ত্ত্বা। চতুরঃ॥

* * *

১২র ৩২র ৩ ২ ৩ ২ ১২র
১০। আয়ুঃ। সত্যম্। আ। নঃ। হিয়। মনসোহম্। মন। সোহম্। এস্তাবেস্তো।

১২র ৩ ২৩র ১ ২ ৩
এস্তো। এস্তোম্। আহো ইতি। এস্তো॥

* * *

১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ১২র ১২র ১২র
১১। ধাম। যৎ। স্বর্গঃ। যশঃ। বর্চ্চঃ। পশ্মিন্। আয়ুঃ। বিশ্ব। আয়ুঃ।

১২র ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ২ ১২র
বিশ্বম্। বিশ্বম্। আয়ুঃ। অশীমহি। প্রজাম্। প্র। জাম্। ত্বষ্টঃ।

১২র • ১২ ৩২ ৩ ১২ ৩২ ৩
অধি। নি। ধেহি। অসোইতি। শতম্। মম। শরদঃ। বয়ম্। তে।

১২র ৩১২ ৩ ১২র ৩১২ ৩ ১২র ৩১২
রাজম্। স্বরাজম্। স্ব। রাজম্। বিরাজম্। বি। রাজম্। স্বরাজম্।

৩ ১২ ৩২ ১২র ৩ ৩২ ৩
স্ব। রাজম্। ধর্ম্মঃ। প্রবৃক্তঃ। প্র। বৃক্তঃ। তস্ম। নম্। আনৃধে।

২ ১র ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩২
বৃধে। স্বঃ। আনশে। মহে। অভিঃ। স্ফূর্জ্জী। যম্। দ্বিষ্মঃ। সম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩২
ওষা। অভি। স্ফূর্জ্জ। যম্। দ্বিষ্মঃ॥

• • •

১২র ১২র ৩ ১২র ১২র ৩ ১২র
১২। অশ্বমিষ্টয়ে। অশ্বম্। ইষ্টয়ে। অশ্বদিষ্টয়ে। অশ্বৎ। ইষ্টয়ে। ভুবৎ।

১২র ১২র ১২র ৩২ ১২র ১র
জনৎ। বৃধৎ। করৎ। ধেনুঃ। পয়ঃ। স্বঃ।

১২র ১ ২র ১২র
বিশ্বম্। জ্যোতিঃ। বিশ্বম্।

* * *

৩২ ১২ ১২র ১২র ১২র ১২র ৩১২
১৩। উগ্রম। শ্রেয়ঃ। তস্তুঃ। ওতুঃ। সহঃ। ভূমিঃ। অন্তরিক্ষম্।

১২র ১২র ৩১২ ১ ২র
দ্যৌঃ। মহঃ। বিশ্বেষাম্। ভূতানাম্। স্তোতানাম্। ইষ্।

৩১২ ৩২ ৩
বিশ্বজ্যোতিঃ। বিশ্ব। জ্যোতিঃ॥

* * *

১২র ১২র ১২র ৩২ ৩১ ২ ৩২
১৪। মহি। দিবি। দ্যুৎ। দ্যুতঃ। শুক্রম্। শুক্র৺শুক্রম্। শুক্রম্।

৩ ১ ৩১২ ৩২ ৩ ২ ১র
শুক্রম্। চন্দ্রম্। চন্দ্রশ্চন্দ্রম্। ইন্দ্রম্। চন্দ্রম্। অন্তরিক্ষম্। স্বঃ।

১২র ৩ ১২র ১২ ১২১ ৩২ ৩২
দিবম্। জগম্। পরাৎ। পরম্। ঐরয়ৎ। যজ্ঞঃ। দিবঃ। মূর্দ্ধা।

৩১২ ৩ ১২র ৩২ ১২র ৩২ ৩১২
দেবমাদনঃ। দেব। মাদনঃ। ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। পৃথিবী। অন্তরিক্ষম্।

১২র ৩ ২ ১২ ১২র ৩১২ ৩
দ্যৌঃ। আপঃ। কনিক্রদাৎ। সিন্ধুঃ। আপঃ। মরুতঃ। মাদয়ন্তাম্।

৩ ১২র ৩২ ৩১৩ ৩ ১২র ৩
ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। দিবঃ। মূর্দ্ধানম্। সম্। ঐরয়ন্। যশঃ। সম্। ঐরয়ন্।

১২র ৩ ১র ৩ ১২র ৩ ১২র
তেজঃ। সম্। ঐরয়ন্। স্বঃ। সম্। ঐরয়ন। জ্যোতিঃ। সম্। ঐরয়ন্। যশঃ।

৩২ ১২র ১২র ৩২ ১২ ১র ৩২ ১২
ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। তেজঃ। ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। স্বঃ। ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ।

১২র ৩২ ১২র ৩২ ৩২ ১২র ১২র
জ্যোতিঃ। ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। ঘর্ম্মঃ। ঘর্ম্মঃ। জ্যোতিঃ। ইডাম্।

৩ ১২র ৩ ১২র ১২র ৩ ১২র ৩১২
যচ্ছ। রুক্তিম্। যচ্ছ। মনঃ। ওজঃ। যচ্ছ। মনঃ। মহিমানম্।

৩ ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ২ ১২র ৩ ২
যচ্ছ। যশঃ। ত্বিষম্। যচ্ছ। প্রজাম্। প্র। জাম্। বর্চ্চঃ। যচ্ছ। পশূন্।

১২র ৩ ১২র ৩২ ১২র ১র ১২র ৩ ১২র ৩২
বিশম্। যচ্ছ। ব্রহ্ম। ক্ষত্রম্। যচ্ছ। স্বঃ। জ্যোতিঃ। যচ্ছ। তেজঃ। ঘর্ম্মঃ।

৩ ১২র ৩১২ ৩২ ৩ ১২র
সম্। ক্রীড়ন্তে। শিশুমতিঃ। বায়ুগোপাঃ। বায়ু। গোপাঃ। তেজস্বতীঃ।

৩১২ ১২র ৩ ১২র ৩২ ১২র ৩২ ১২র
মরুদ্ভিঃ। ভুবনানি। চক্রদুঃ। ইন্দ্রঃ। ধেনুঃ। আপঃ। ধেনুঃ। ভূমিঃ।

৩২ ৩১২ ৩২ ৩২ ১২র ৩২ ৩২
ধেনুঃ। অন্তরিক্ষম্। ধেনু। দ্যৌঃ। ধেনুঃ। পরম্। ধেনু। ব্রতম্।

৩২ ৩২ ৩২ ১২র ৩২ ১২র ৩২ ১র ৩২
ধেনু। সত্যম্। ধেনু। ঋতম্। ধেনু। ইডা। ধেনুঃ। স্বঃ। ধেনুঃ।

১২র ৩২ ৩২ ৩২ ৩ ২ ১২র ৩
জ্যোতিঃ। ধেনুঃ। তোকম্। প্রজাম্। প্র। জাম্। গর্ভঃ। মঃ।

২ ১২র ৩ ১২র ৩ ১২ ১২র ৩২
যম্। অদদুহি। আ। চ। পরা। চ। পথিভিঃ। চরন্তঃ। অয়ম্।

৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২ ১২র ৩
নঃ। শিক্ষত। যস্মাৎ। দ্যাবা। পৃথিবী ইতি। ভুবনানি। চক্রতুঃ।

১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ১২র ৩ ১২র
যস্মাৎ। আপঃ। ওষধয়ঃ। ওষ। ধয়ঃ। ভুবনানি। চক্রতুঃ। যস্মাৎ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১২র ১ ২ ১২র ১২র
সমুদ্রিয়াঃ। সম্। উদ্রিয়াঃ। ভুবনানি। চক্রতুঃ। অস্মাত্। বিশ্বা।

৩ ২ ১২র ৩ ২ ১২র ১২র ১র ৩
ভূতা। ভুবনানি। চক্রতুঃ। আপঃ। যেভিঃ। পার্থিব। বি। অথম্।

১২র ১২র ৩ ১ ১২র ৩ ২ ১২র
ঐরয়ঃ। তেভিঃ। বি। অস্রেহি। মদম্। যেভিঃ। ভূতম্। সহঃ।

১২র ৩ ১২র ১২র ১২র ১২র
সহঃ। সহঃ। সহঃ। জ্যোতিঃ। তেজঃ। আপঃ। আপঃ।

১২র ৩ ১ ২ ১২র
যেভিঃ। বি। অন্তরিক্ষম্। ঐরয়ঃ॥

* * *

ইতি প্রথমঃ প্রপাঠকঃ॥

• • •

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়স্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥

৩ ২ ১২র ১২র ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
১। হুবে। বাচম্। বাচম্। হুবে। বাক্। শৃণোতু। শৃণোতু। বাক্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১২র ১২র ৩ ২
বাক্। সমৈতু। সমৈতু। বাক্। বাক্। রমতাম্। রমতু। বাক্। মে। বাক্।

৩ ১২র ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২
উ। অগন্ম। জ্যোতিঃ। অমৃতাঃ। অ। মৃতাঃ। অভূম। অন্তরিক্ষম্।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ১২র
পৃথিব্যাঃ। অধি। আ। অরুহাম। দিবম্। অন্তরিক্ষাৎ। অধি। আ।

৩ ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ২
অরুহাম। অবিদাম। দেবান্। সম্। উ। দেবৈঃ। অগন্মহি। এব।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১২র ১ ২র ২ ৩
হি। এব। ভূতায়। রূপায়। আয়ুষে। জ্যোতিষে। আ। নঃ। ব্রুবে।

১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ র ১ র
রক্ষত। নঃ। রক্ষিতারঃ। গোপায়ত। দেবপরিক্ষিতারঃ। ইন্দ্রমিদ্গাথিনো·

২১ ১ ·· ১ ২ ১র ২ ১ ২র র র র র র র র র
বৃহৎ। এ ২। ইন্দ্রমর্কেভিঃ অর্কিণোবা। ঔহোবাঔহোবাঔহোবা।

২র ১ ২ ২ র র ১ ২ ১ ৫ ২র ১ র
ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রংবাণীরনূ ১ ৩ ষতাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। ঔহোবা।

র ১ ২ ২ ১ ২ ২ র ১ ২
৩। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রেইন্দ্রর্যো। ২ ৩ঃ দচা ৩। দম্মিশ্লাবচো ২ ৩ যুজা ৩।

২র র র ২র ১ ২ ২ র র ১ ২
ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। ইন্দ্রোবজ্রীহিরা ২ ৩ ণ্যয়াই। বা ৩।

৫ ২র র র ২র ১ ২ ২ র র ১ ২
ঈ ২ ৩ ৪ ডা। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩ ইন্দ্রবাজেষুনো ২ ৩ অবা ৩।

২ ২র র র ২র ১ ২ ২ র ১
সহস্রপ্রধনা ২ ৩ ইষুচা ৩। ঔহোবা। ৩। ঔহোহাই। ৩। উগ্রউগ্রাভি-

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১২র ১২র
রূ ২ ৩ ভিস্তাউ। বা ৩। ইট্। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫। প্লা। জন। দিবম্।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অন্তরিক্ষম্। পৃথিবীম্। বিশ্বজ্যোজসম্। বিশ্ব। জ্যোজসম্।

৩ ১ ২ ৩২ ৩
পুরুরূপাঃ। পুরু। রূপাঃ। অশ্রবঃ॥

• • •

২ ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র
২। বাক্। দ। দয়। বাজম্। বি। অশ্নবৈ। সুধাম। সু। ধাম।

১২র ১২র ১২র ১২র ৩২ ১২র ১২র ১র ১ ২র
ধাম। মনঃ। বয়ঃ। বর্চ্চঃ। ইহ। ইডা। আয়ুঃ। স্বঃ। জ্যোতিঃ।

৩ ২ ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ঋতম্। মহঃ। আয়ুর্দ্ধাঃ। আয়ুঃ। ধাঃ। অমৃত্যাম্। বর্চ্চোধাঃ। বর্চ্চঃ।

২ ৩ ১ ২ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১ ২
দাঃ। দেবেভ্য। গাবঃ। বৃষভপত্নীঃ। বৃষভঃ। পত্নীঃ। বৈরাজপত্নীঃ।

৩ ২ ৩ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
বৈরাজ। পত্নীঃ। বিশ্বরূপাঃ। বিশ্ব। রূপাঃ। অপাপ্সু। মমদ্দম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
দেবেষু। নিদিমান্। নি। বিমান্। অহম্। স্ম। অস্তঃ। আ।

৩ ২ ১ ২র ১র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অর্কঃ। জ্যোতিঃ। স্বঃ। ধেনুঃ। কহ্বৌ। হ্বৌ॥

• • •

১২র ১২র ১২র ১২র ৩২ ৩ ২

৩। সহস্বান্। সহসঃ। পতিঃ। অদিদ্যবৎ। স্বর্জিৎ। স্বঃ। জিৎ।

৩ ১২ ৩ ১২র ১২র ১২র ৩২

বাজসাতমঃ। বাজ। সাতমঃ। অদিদ্যবৎ। ঐরয়ৎ। অপঃ। সম্।

১২র ৩২ ৩ ৩২ ১২র ৩২ ১২র ৩২

ঐরয়ৎ। ভূতম্। ঐরয়ৎ। অপাম্। গর্ভঃ। অগ্নিঃ। ইড়া। পৃথিব্যাঃ।

১২র ৩২ ১২র ৩২ ৩২ ৩ ২ ৩২

গর্ভঃ। অগ্নিঃ। ইড়া। অগ্নিঃ। শিশুকঃ। শি। শুকঃ। শুক্রঃ।

৩ ২ ৩ ২ ১২র ৩১২ ৩২ ৩২র ৩২

শিশুকঃ। শি। শুকঃ। তেজঃ। শুক্রসা। শুকস্। তেজঃ। সপ্রাঃ।

৩ ২ ১২র ৩ ১২র ১২র ৩২

স। প্রাঃ। সমীচীঃ। সম্। ইচীঃ। তেজঃ। উষঃ। ন। আরঃ।

৩২র ৩ ১ ৩ ২ ৩২ ৩

ঐরয়ন্। সম্। ঐরয়ন। সম্। অস্বরন্। প্রাক্। অস্যৎ। অন্।

২ ১২র ৩ ৩২র ১২র ১২র ৩ ৩২ ৩

যৎ। অসু। বর্ত্ত ক। রজঃ। অপাক্। অপ। অক্। অস্যৎ। অন্।

২ ১২ ১২১ ৩২ ১২র ১২র ৩২ ১

যৎ। তমঃ। অপ। ইষক্তি। ভাসা। অরুরুচৎ। ঘর্ম্মঃ। অরুরুচৎ।

১২ ৩২ ১২র ৩ ২ ৩২ ৩২

উষসাম্। দিবি। সূর্য্যঃ। ন। ভাতি। হস্। হংস্। অর্চ্চিঃ।

২২র ৩২র ৩২র

শোচিঃ। তপঃ। হরঃ॥

• • •

১২র ১২র ৫১২ ৩ ১২র ৩২ ৩ ২

৪। বিশ্বা। ধনানি। সঞ্জিত্য। সম্। জিত্য। বৃত্রহা। বৃত্র। হা।

১২র ১২র ৩ ২ ১২র ৩ ২

ভূর্য্যাসুতিঃ। ভূরি। আসুতিঃ। উরুম্। ঘোষম্। চক্রে। লোকম্।

৩২ ১২র ৩১২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ১২

বৃত্রম্। এভ্যঃ। লোকেভ্যঃ। স্নুহানঃ। বৃত্রম্। জঘান। অপ।

৩ ২ ১২ ৩২ ১২ ৩ ২ ১২র

তৎ। ববার। যৎ। তমঃ। ক্রৌ। ব্রতম্। স্বঃ। শকুনঃ। কপৌ।

১২র ৩ ১২ ৩ ১২ ৩২ ১২র ৩১২

জ্যোতিঃ। পস্ত। স্বঃ। পস্ত। অন্তরিক্ষম্। পৃথিবীম্। পঞ্চ। প্রদিশঃ।

৩ ১২র ১২র ৩২ ১২র ৩ ২ ১২র ১২র
প্র। দিশঃ। অসীন্। দেবান্। সর্ব্বম্। চাউবাক্। আয়ুঃ। যন্। বয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃত্রহত্যায়। বৃত্র। হত্যায়। অধৃষ্ণবে। অ। ধৃষ্ণবে। অপূরবে।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
অ। পূরবে। পৃথিবীম্। চ। বি। বর্ত্তয়। অন্তরিক্ষম্। স্থ। ধারয়।

১২র ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২
দিবম্। দেব। অদেবয়ঃ। অ। দেবয়ঃ। বৃত্রহা। বৃত্র। হা।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ১২র
সপত্নহা। সপত্ন। হা। অভিপ্রাপ্নস্তম্। অভি। প্রাপ্নতম্। ওজসা।

১ ২ ৩ ১২র ৩ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১২র
স্বৌজসা। স্ব। ওজসা। অসি। প্রাণঃ। প্র। আনঃ। অসি। অসি।

১২র ৩ ১২র ১ ২র ৩ ১২র ১ ২র ৩
চক্ষুঃ। অসি। অসি। শ্রোত্রম্। অসি। অসি। জ্যোতিঃ। অসি।

১২র ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইডাম্। গচ্ছ। সূর্য্যাম্। গচ্ছ। অন্তরিক্ষম্। গচ্ছ। নাকে। বি।

৩ ১র ৩ ১ ২র ৩ ১২র ১ ২
ভাহি। স্বঃ। গচ্ছ। জ্যোতিঃ। গচ্ছ। অভি। জ্যোতিঃ। বি।

৩ ১২র ১২র ৩২ ১২র ৩ ১২র
ভাহি। অভি। বয়ঃ। বৃহৎ। বিভ্রাষ্টয়ে। বি। ভ্রাষ্টয়ে। বিধর্ম্মণে।

৩ ২ ১২র ১২র ১র ৩২ ১২র
বি। ধর্ম্মণে। সত্যাম্। ওজঃ। রজঃ। স্বঃ। ভদ্রম্। সুধা। স্ব।

৩ ১ ২ ১২র ৩২ ১২র ৩ ২ ৩ ১২র ১২র
ধা। ইষম্। ঊর্জ্জম্। বৃহৎ। যশঃ। দিবি। দধে। অগৌ। অগ্নম্।

১২র ১২র ৩ ১ ৩ ২ ১২র ১ ২র
নমঃ। কিট্। মনঃ। প্রাণঃ। প্র। আনঃ। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্।

১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ঘোষঃ। ব্রতম্। পানম্। চিত্তম্। ধীতম্।

* * *

২ ১ ২ ১ ২ ৩ ১২র ২র ৩ ১ ২র
৫। হ। অধিপতে। অধি। পতে। মিত্রপতে। মিত্র। পতে। ক্ষত্র-

১২র ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১২র
পতে। ক্ষত্র। পতে। সঃপতে। স্বাহঙ্খিতি। পতে। ধনপতে।

১২র ৩ ১২র ৩১২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২র ৩ ১
ধন। পত্তে। নমঃ। মহ্লানা। বৃত্রহা। বৃত্র। হা। সূর্য্যেণ। স্বরাট্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩১২ র ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
স্ব। রাট্। যজ্ঞেন। মঘবা। দক্ষিণা অস্য। প্রিয়া। তনূঃ।

১২র ১ ২র ৩ ১ ১২র ৩ ১২ ৩ ১ ২
রাজা। বি। শম। দাধার। বৃষভঃ। ত্বষ্টা। বৃত্রেণ। শচীপতিঃ।

৩ ১২র ১ ২র ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ১২র
শচী। পতিঃ। অনেন। গয়ঃ। পৃথিব্যা। স্তণিকঃ। অগ্নিনা। বিশ্বম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ১২র ৩ ২ ৩ ২
ভূতম্। অভি। অস্তবঃ। বায়ুনা। বিশ্বাঃ। প্রজাঃ। প্র। জাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অভি। আপবণাঃ। বষট্‌কারেণ। বষট্। কারেণ। অর্দ্ধভাক্। অর্দ্ধ।

২ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ১২র ৩
ভাক্। সোমেন। সোমপাঃ। সোম। পাঃ। সমিত্যা। সম্। ইত্যা।

১ ২ ৩ ২ ২ র ৩ ১ ২ ৩ ১২র
পরমেষ্ঠী। পরমে। স্থী। যে দেবাঃ। দেবাঃ। দিবিষদঃ। দিবি। সদঃ।

৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২
অন্তরিক্ষসদঃ। অন্তরিক্ষ। সদঃ। পৃথিবীসদঃ। পৃথিবী। সদঃ। অপ্সুষদঃ।

৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র
অপ্সু। সদঃ। দিক্ষুসদঃ। দিক্ষু। সদঃ। আশাসদঃ। আশা। সদঃ।

১ ২র ৩ ১ ২ ১২র ১২র
স্থ। তেভ্যঃ। যঃ দেবাঃ। দেবেভ্যঃ। নমঃ। অব। জ্যাম্।

৩ ১২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ২
ইব। ধন্বনঃ। বি। তে। মন্যুম্। নয়ামসি। মৃড়তাম্। নঃ। ইহ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ১২র ৩ ২ ৩ ১২র ১২র ৩ ১ ২
অস্মভ্যম্। যঃ। ইদং। বিশ্বম্। ভূতং। যুয়ো। নমঃ। ০। নমঃ। উত্তিভ্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
উৎ। তিভ্যঃ। চ। উত্থানেভ্যঃ। উৎ। স্থানেভ্যঃ। চ। নমঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
নীষঙ্গিভ্যঃ। নী। সঙ্গিভ্যঃ। চ। উপবীতিভ্যঃ। উপ। বীতিভ্যঃ। চ।

১২র ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১২র
নমঃ। অস্তভ্যঃ। চ। প্রতিদধানেভ্যঃ। প্রতি। দধানেভ্যঃ। চ। নমঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২র ৩ ১ ২ ১২র
প্রবিধ্যদ্ভ্যঃ। চ। প্রব্যাধিভ্যঃ। প্র। ব্যাধিভ্যঃ। চ। নমঃ। ৎসরদ্ভ্যঃ।

৩ ১২ ৩ ১২র ৩১২ ৩১২ ৩ ১২র
চ। ধন্যাবিভ্যঃ। চ। নমঃ। শ্রিতেভ্যঃ। চ। শ্রাবিভ্যঃ। চ। নমঃ।

১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১২র ৩২ ৩
তিষ্ঠদ্ভ্যঃ। চ। উপতিষ্ঠদ্ভ্যঃ উপ। তিষ্ঠদ্ভ্যঃ। চ। নমঃ। যতে। চ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩২ ৩ ১২ ২
বিয়তে। বি। য়তে। চ। নমঃ। পথে। চ। বিপথায়। বি। পথায়।

৩ ১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ১২ ৩
চ। ০। নমঃ। অন্নায়। অন্ন। পতয়ে। অন্ন। পতয়ে। একাক্ষায়। এক।

১২ ২ ১২ ৩ ১২ ৩ ১২র ১২র ৩১২
অক্ষায়। চ। অবপন্নাদায়। অব। পন্নাদায়। চ। নমঃ। নমঃ। রুদ্রায়।

৩১২ ৩ ১২র ১২র ৩১২ ৩১২ ৩২ ৩
তীরসদে। তীর। সদে। নমঃ। স্থিরায়। স্থিরধন্বনে। স্থির। ধন্বনে।

১২ ১২র ১২র ৩ ১২ ৩ ১২ ১র
নমঃ। প্রতিপদায়। প্রতি। পদায়। চ। পটরির্ণে। চ। নমঃ। ত্র্যম্বকায়।

৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ১২ ৩
ত্রি। অম্বকায়। চ কপর্দ্দিনে। চ। নমঃ। আশ্রায়েভ্যঃ। চ।

১২ ৩ ১২ ৩ ১২র ৩১২ ৩
প্রত্যাশ্রায়েভ্যঃ। প্রতি। আশ্রায়েভ্যঃ চ। নমঃ। সম্বৃতে। সম।

১২র ৩ ১২ ৩ ১২র ৩ ২
বৃতে। চ। বিবৃতে। বি। বৃতে। চ হুম্। বি।

৩ ২
হি। ই। ৪৭। আয়ে॥

• • •

৩ ২ ৩২২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১২
৬। অগ্নিন্। নৃম্ণেনৃম্ণণম। নৃম্ণে। নৃম্ণণম। নি। দীমহে। রূপম। বাক্।

৩২ ৩১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ইয়ম। অন্তরিক্ষে সলিলম। লেলায়। প্রতিষ্ঠা। প্রতি। স্থা। অসি।

২ ২ ১২ ৩ ১২ ৩ ২ ১২র
প্রতিষ্ঠা। পতি। স্থা। বর্চ্চঃ। অসি। মনঃ। অসি। ভূতম। ঋত্বাসঃ।

৩ ২ ১২র ১২র ৩ ২ ১২র ১২
ইন্দ্র। ভূৎ। ইতি। মঘবান্। ইন্দ্র। ভূৎ। ইতি। ভূৎ। ইতি।

৩২ ৩ ২ ১২র ১২র ১২র ১২র ৩
প্রভূৎ। প্র। ভূৎ। ইতি। ইন্দ্রঃ। তসরপুত্রঃ। তসর। পুত্রঃ।

• • •

৩২ . ১২র ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২
৭। অহম। অন্নম। অহম্। অন্নাদঃ। অন্ন। অদঃ। অহম। বিধারয়ঃ।

৩ ২ ৩২ ১২র ৩২ ৩ ১২র ৩২
বি। ধারয়ঃ। অহম। সহঃ। অহম্। সা। পহিঃ। অহম। সা।

৩ ২ ৩২ ১২র ৩২ ১২র ১২র ৩ ১২র
সহানঃ। অহম। বর্চ্চঃ। অহম। তেজঃ। দিশম। দুহে। দিশঃ।

৩ ১২র ৩ ১২র ৩ ১২র ৩ ১২র ৩
দুহে। দিশঃ। দুহে। সর্ব্বাঃদুহে। মনঃ। অজয়িৎ। হৃদয়ম। অজয়িৎ।

১২র ৩ ১২র ৩ ২ ৩ ১ ১২র
হৃদয়ম্। অজয়িৎ। ইন্দ্রঃ। অজয়িৎ। অহম্। অবৈষম। বয়ঃ।

১২র ১২র ৩ ২ ৩১ ২ ৩২ ৩ ২
বয়োবয়ঃ। বয়ঃ। বয়ঃ। রূপম। রূপ৩৮রূপম। রূপম্। রূপম। হিং।

৩ ২ ৩ ২ ১২র ৩ ২ ৩
যঃ। উ। উৎ অপপ্তম্। উর্দ্ধা। নভা৮দি শকুবি। বি। অম্মোৎপম।

১২র ১২র ১২র ১২র ১ ২ ৩
অতত্তনম। পিযস্ব। প্রাণে। প্রত্যষ্ঠাম। প্রতি। অষ্ঠাম॥

• • •

১ ২র ৩র ১ ২ ৩র ১ ২ ৩র ১ ২ ৩২ ৩ ২
৮। কল্পে। অহোইতি। আহোইতি। এহোইতি প্রজাঃ। প্র। জাঃ।

৩২ ৩ ২ ৩২ ৩২ ৩ ২ ১২র
ভূতম। অজীজনে। ফল্। হো। ইমাঃ। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। প্রজাপতে।

১২র ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩২ ১
প্রজা। পতে। হৃদয়ং। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। রূপম্। অজীজনে।

১২র ৩২ ৩ ২ ৩২ ৩ ১২র
ছুষাঃ। বাক্। হ। প্রজা। প্র। জ। তোকম্। অজীজনে। যশঃ।

৩ ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অক্রান্। ভূতম্। অততনৎ। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। উ। লগ।

৩ ১ ২ ১২র ১২র ৩
অচুকুপৎ। পশুভ্যঃ। ইতি। মাত্রা। চরতি।

২ ৩ ২ ১২র ১২র
বৎসকঃ। স্বরম। দুষে। দুষে।

• •

১২র ১২ ১২র ১ ২র ১২র ১২র ১ ২র
৯। ভ্রাজ। বিশ্বস্ত। জগতঃ। জ্যোতিঃ। বিশ্বস্মৈ। জগতে। জ্যোতিঃ।

১২র ১২র ১২র ১২র ১২র ১২র ১২র ১২র
বয়ঃ। পয়ঃ। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। আয়ুঃ। তপঃ। বর্চ্চঃ। তেজঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১র ৩ ১২
অগ্নিঃ। সমুদ্রম্। সম্। উদ্রম আ। ক্ষরৎ ইহ। স্বঃ। বৈশ্বানরাঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১২র ১ ২র ৩ ২ ১২র
বৈশ্ব। নরায়। প্রদিশঃ প্র। দিশঃ। জ্যোতিঃ। বৃহৎ। ইন্দুঃ।

১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১২র ১২র ১ ২র
ইড়া। সত্যাম দ্যৌঃ। ভূতম্। পৃথিবী সহঃ। তেজঃ। আপঃ।

১২র ১২র ১ ২র ৩২ ৩ ১ ২ ১২র ৩ ১২র
উষা। দিশঃ। জ্যোতিঃ। ধর্ম্মঃ। মরুতিঃ। ভুবনেষু। চক্রদৎ। ভ্রাজ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ২
আ। ভ্রাজ। ঋতম্। মে। ফণ্। ফট্। ভ্রাট্। রুদ্রম্। শ্রেয়ঃ। বামম্।

১২র ১২র ১ ২র ১ ২র ৩ ১২র
বরম্। স্বম্। অস্তি। অভ্রাজীৎ। জ্যোতিঃ। অভ্রাজীৎ। দীদিবঃ।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ভস্। বাক্। জ্যোতিঃ। এব। হি। এব। হি। অগ্নে। হি।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ১২র ৩
ইন্দ্র। হি। পূষন্। হি। দেবাঃ উর্ক্। ধর্ম্মোধর্ম্মঃ। ধর্ম্মঃ। ধর্ম্মঃ।

১২র ১২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ধর্ম্ম। বিধর্ম্ম। বি। ধর্ম্ম। সত্যং। গায়। ঋতং। বদ। হ৮। বম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২র ৩
সম্। স্বা। ভূতানি। ঐরয়ন্ সম্। স্বা। ভব্যানি। ঐরয়ন্।

২ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩২র ৩
সম্। স্বা। ভবিষ্যৎ। ঐরয়ৎ। সম্। স্বা। ভুবনম্। ঐরয়ৎ।

২ ৩ ৩ ২ ৩
সম্। স্বা। ভূতম্। ঐরয়ৎ।

* * *

১২র ১২র ১২র ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১২র ৩
১০। উবি। ইতি। অদি। অরুরুচঃ। দিবম্। পৃথিবীম্। পতিঃ। অদি।

২ ১২র ১২র ৩ ১২র ৩ ১ ৩ ৩ ২
অপাম্। ওষধীনাম্। ওব। ধীনাম্। বিশ্বেষাম্। দেবানাম্। দমিৎ।

৩ ২ ১২র ১ ২র ১ ২র ১ ২র ৩
দম্। ইৎ। অজস্রম্। অ। জস্রম্। জ্যোতিঃ। আততম্। আ। ততম্।

১২র ১২র ৩২ ১২র ১র ৩২ ৩
আয়ুঃ। ধন্। অবঃ। জনা। বনম্। স্বঃ। স্থপি। প্র। স্থপি।

১ ২র ১ ২র ৩ ১২র ৩ ১২র
অস্তোবত। স্বভানবঃ। স্ব। ভানবঃ। বিপ্রাঃ। বি। প্রাঃ। জবিষ্ঠয়া।

৩২ ১২র ৩১২ ৩২ ১২র ১ ২র ৩২
মতী। গ্রাবাণঃ। বর্হিষি। প্রিয়। ইন্দ্রস্য। রথন্তরম্। বৃহৎ। প্র।

৩ ১২র ১২র ১২র ১২র ৩ ২ ৩
উ। এতি। উগি। গিগি। গিগিগি। দচঃ। ভ্রাজ। অগঃ। ভ্রাজ।

২র ১র ৩ ১২র ১২র ৩২র
অভ্রাজীৎ। বাভ্রাজীৎ। বি। অভ্রাজীৎ। অদিত্যাতৎ। বিশ্বম্। ভূতম্।

১২র ৩২ ১২র ১২র ৩ ১২র ৩২
সহঃ। বৃহৎ। অদিত্যাতৎ। অভ্রাট্। প্র। অভ্রাট্। অদিত্যাতৎ। ঘর্ম্মঃ।

৩ ১২র ৩২ ৩১২ ৩ ১ ২র ১২র
অরুরুচৎ। অদিত্যাতৎ। ঘর্ম্মঃ। উষসঃ। অরোচয়ঃ। ভূতিঃ। সর্ব্বান্।

১ ২র ৩ ৩২ ৩ ২ ৩২ ৩ ৩২
কামান্। অশীমহি। উদ্যন্। উৎ। যন্। লোকান্। অরোচয়ঃ। ইমান্।

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩২ ৩
লোকান্। অরোচয়ঃ। প্রজাঃ। প্র। জাঃ। ভূতম্। অরোচয়ঃ।

১২র ৩২ ৩ ৩ ২ ৩১২ ৩২ ২ ১২র
বিশ্বম্। ভূতম্। অরোচয়ঃ। দিদীহি। বিশ্বতঃ। পৃথুঃ। বাক্। মনঃ।

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ২
প্রাণঃ। প্র। আনঃ। অপানঃ। অপ। অনঃ। ব্যানঃ। বি। আনঃ।

১২র ১ ২র ১২র ১২র ১ ২র ৩ ২ ৩ ২
চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। শর্ম্ম। বর্ম্ম। ভূতিঃ। প্রতিষ্ঠা। প্রতি। স্থা।

৩ ২ ৩ ২ ১ ২র ১২র ১২র ৩২
আদিত্যঃ। আ। দিত্যঃ। পিত্রাম্। আয়ুঃ। পিত্রাম্। অস্তঃ।

৩১২ ৩ ২ ২ ৩ ৩ ৩ ৩
দেবেষু। রোচসে। ভাঃ। উৎ। নয়ামি। আদিত্যম্। আ। দিত্যম্।

১ ২র ১২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্রাণম্। মুখম্। উৎ। নয়ামি। অহোরাত্রাণি। অহঃ। রাত্রাণি।

১২র ১২র ১২র ৩ ২ ৩ ২
অরিত্রাণি। দ্যৌঃ। নৌঃ। ভদ্রাম্। অদো। আদিত্যাঃ। আ। দিত্যাঃ।

১২র ১২র ৩২ ১২র ১২র ৩২ ১২র
ঈয়তে। তস্মিন্। বয়ম্। ইয়মানে। ঈয়ামহে। প্রিয়ে। ধামন্।

১র ৩
ত্র্যক্ষরে। ত্রি। অক্ষরে॥

* * *

১২র ১২র ৩১২ ৩ ১২
১১। অথ। অসম্প্রোক্তানাম্। প্রকৃতিঃ। প্র। কৃতিঃ। হৌ। হো।

১র ১২র ১২র ১২র ৩২ ১২র
হৌ। স্বঃ। জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ। ভাঃ। শিশুঃ। বাজী। অশ্বঃ।

১২র ১র ১২র ১২ ৩২ ১২র
মেধ্যঃ। স্বগতে ভূঃ। ভুবঃ। স্বাঽ৩রিতি। সত্যম্। পুরুষঃ। এ।

১২র ১২র ১২র ৩ ২ ১২র ১
ইডা। অথ। ইট্। ইডা। হোই। হঃ। বা। হো। ইডা। হোঽই।

১ ২র ২
হোঽ। বাহা৩১উবা২৩। ইঽ৩৪ডা।

* * *

ইতি স্তোভগ্রন্থে-দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ॥

* * *

ছন্দআর্চ্চিক-দ্বিতীয়-পরিশিষ্টম্॥

ভারুণ্ড-সাম॥

৫ ২১ — ১র — ১ —
১। উদয়ান্। তমসস্পারী ২। জ্যোতিঃপশ্যন্ত উত্তরা ২ম্। স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরা ২ম্।

র১র ৫৩ ৫ ১২২র ২৩২ র র র
দেবন্দেবত্রা ২ সূ২৩৪র্য্যম্। অগন্মজ্যোতিরুত্তমা ১ম্। স্বসারঃ। আভোভুন

র র২ ৩র৪র৫ —১র র্ র২র ১রর
আভোভু৩৪। ঔহোবা। ও২বাভঃ। ৩। বাভোবাভঃ। ২। বাভো

২১র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২রর
নুম্ণা নিধূ৩ম্নাঃ। যমোহাউ। ৩। পিতরোহাউ। ৩। ভারতোহাউ।

৩২n ৩ ৫ ২ A ৩ ৫ ১২র১২ ১
৩। ইমা৬ঁ্ভো ২ ৩ ৪ মাদ। অর্হাম্ভে ২ ৩ ৪ আ। ভাবেদসে ৩ হোই।

২র ৩র৪৫ —১র ১র র২র
হোইয়ে ৩। ৩। হোইয়ে। ৩। উ ২ বাস্তঃ। ৩। বাস্তোবাস্তঃ। ২।

১র র২ ১র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র
বাস্তোনৃম্ণানিপুরা ৩ য়াঃ। যমোহাউ। ৩। পিতরোহাউ। ৩। ভারগো-

র ৩২n৩ ৫ ২ A ৩ ৫ ১২র১২ ১
হাউ। ৩। রথামী ২ ৩ ৪ বা। সম্াহে ২ ৩ ৪ মা। মানীষয়া ৩। হোই।

২র ৩র৪৫ —১র ১র র ২র
হোইয়ে ৩। ৩। হোইয়ে। ৩। উ ২ বাস্তঃ। ৩। বাস্তোবাস্তঃ। ২।

১র র২ ১র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র
বাস্তোনৃম্ণানিপুরা ৩ য়াঃ। যমোহাউ। ৩। পিতরোহাউ। ৩। ভারগো-

র ৩ ২n ৩ ৫ ২n ৩ ৫ ১২ ১২
হাউ। ৩। ভাদ্রগী ২ ৩ ৪ নাঃ। প্রমাতী ২ ৩ ৪ রা। স্থানদ৬ঁসদে ৩।

১ ২র ৩র ৪ ৫ —১র ১র র২র
হোই। হোইয়ে ৩। ৩। হোইয়ে। ৩। উ ২ বাস্তঃ। ৩। বাস্তোবাস্তঃ।

১র র২ ১র ১ ২ ১ ২ ১ ২
২। বাস্তোনৃম্ণানিপুরা ৩ য়াঃ। যমোহাউ। ৩। পিতরোহাউ। ৩।

১র ২র র ৩২n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫
ভারগোহাউ। ৩। অমাইমা ২ ৩ ৪ খাই। মারাইষা ২ ৩ ৪ মা।

১২১২ ১ ২র ৩র ৪ ৫ --১র
বারস্তবা ৩। হোই। হোইয়ে ৩। ৩। হোইয়ে। ৩। উ ২ বাস্তঃ। ৩।

১র র২র ১র র২ ১র ২ ২ ১ ২ ১
বাস্তোবাস্তা। ২। বাস্তোনৃম্ণানিপু ৩ য়াঃ। যমোহাউ। ৩। পিতরো-

২ ১র ২র র ৩র ২ ৫র র ২র ১র র
হাউ। ৩। ভারগোহাউ। ৩। ভারগো ৩ ৪ ঔহোবা। এ। বাস্তো-

২ ১র ২১২১২ ১ ২র১র ২র ১র র ২ ১র২১২২২
নৃম্ণানিপুরয়স্তমঃপিতরোভারগঃ। ২। এ। বাস্তোনৃম্ণানিপুরয়স্তমঃ

১ ২র১র n ৩১১১১
পিতরোভারগা ২। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

ইতি ভারগুণাম সমাপ্তম্॥

সমাপ্তঞ্চ ছন্দ আর্চিক-দ্বিতীয়-পরিশিষ্টম্॥

* * *

ছন্দআর্চিক-তৃতীয়-পরিশিষ্টম্॥

ভবশ্যাবীয়ং সাম॥

১ ১ ১১১১ ১র র ২১ ২ ১ র র
১। ওং হু৬ ২৩৪৫। ওংভূঃ। ওংভূমির্দ্দিবমন্তরিক্ষম। ওং ভুবঃ। ওং ঋচোযজূ৮ষি-

রর২ ১ র র ১১১১ ১ রররর
সামানি। ওং ভর্গোদেবস্য ধীমাহী ২৩৪৫। ওং স্বঃ। ওং প্রাণোপানো-

র র ২র১ ১ ২১রর ২১১১১ ১
ব্যানঃ সমান উদানঃ। ওং ধিয়োযোনঃ প্রচো ২৩৪৫। ওং মহঃ। ওং

র র ২১
জনঃ। ওং তপঃ। ওং সত্যম। ওং পুরুষাঃ। ওং পরোরজোঅমৃতোম।

১ ১১১১ ১ ২১১১১ ১র
ওং হু৮ ২৩৪৫। হুম। আ২। দায়ো। আ২৩৪৫। ওং ভূমিরন্ত-

র র ১ S র S২
রিক্ষন্দ্যৌঃ। ওং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যোম। ওং উ২র্ক। হাউ৩। বো৩বাক।

১ ২১র র২র১ ১৫ র S২ ১
ওং মহো ওবজোঅমৃতোম। ও উ২র্ক। হাউ৩। বো৩বাক। ৩। ওং

ররর ররর ২র১ রর ২১১১১ ১ S
প্রাণোপানোব্যানো সমান উদানঃ। ধিয়োযোনঃ প্রচো ২৩৪৫। ওং উ২র্ক।

র S২ ১Sর S১ ১২১২
হাউ৩। বো৩বাক। ৩। ধর্ম্মো২ধর্ম্মঃ। ৩। ধর্ম্মবিধর্ম্ম। ৩।

২১র২ ২১২ ১ S১ S১
সত্যধর্ম্ম। ৩। অন্তবদ। ৩। হু৮ বংব২বংব২বংম। ৩।

* * *

ইতি ভবশ্যাবীয়ং সাম সমাপ্তম্॥

* * *

সমাপ্তঞ্চ তৃতীয়-পরিশিষ্টম্॥

ইতি ছন্দআর্চিকঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ—চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্র-সূচী।

— • —

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

মন্ত্র। — পৃষ্ঠা।

—*—

ব।

—*—

ভ।

—*—

ম।

— ০ —

য।

— —

স।

—·—

হ ।

সামবেদ-সংহিতার চতুর্থ খণ্ডের মন্ত্র-সূচী সমাপ্তঃ ।

—•—

সামবেদ-সংহিতা।

—— ——§ ।*: § —— ——

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ।)

——*——

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-

সায়ণভাষ্য-টিপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

—— • ——

১৮৩৩ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ
বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব।

(১৬) Rare

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

[illegible]
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

RMIC LIBRARY
Acc No. 168276
Class No: 294.113 VED
Date 11.3.93
St. Card
Class;
Cat;
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——§:০:§——

কৌথুমী শাখা। মহানাম্নী আর্চ্চিকঃ।

——:§*§:——

গায়ণানুক্রমণিকা।

—— * ——

ঐন্দ্রীরপ মহানাম্নীঃ শক্করীর্ব্বা নিকর্ষিতাঃ।
পঙ্ক্তিঃ সবিতা অগ্নে পুরীষপদনামভিঃ।
এতাঃ প্রকৃতিভস্তিস্র উপসর্গৈশ্চ সংবৃতাঃ।
নব সংখ্যা ইতি প্রাহুর্ব্বেদাধ্যয়নশালিনঃ॥
ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেঽপি সপ্তে ষোড়শি-নামকে।
তিস্রঃ প্রোক্তা মহানাম্ন্যস্ত্রৈলোক্যাস্বত্ববর্ণনাৎ।

* * *

অত্র হি মহানাম্নীনামুপসর্গান্তপস্থক্তত্বাৎ ত্রৈ লোকাঃ প্রথমা মহানাম্ন্যন্তরিক্ষলোকো দ্বিতীয়াঽসৌ লোকস্তৃতীয়েতি। সবেত্যুঃ শক্করীচ্ছন্দস্কা ন্যাক্রিয়স্ত উক্তাক্তাশ্চেৎ ষট্পঞ্চাশদক্ষরাঃ স্যুঃ। তথা চ সমাম্নাতং চতুর্ব্বিংশত্যাদি চতুরুত্তরমিতি (পিং)। অস্যার্থঃ— গায়ত্র্যাদীনামভিধ্রুতানাং ছন্দসাং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাণাংস্তা উত্তরোত্তরং চতুর্ষু চতুর্ষু অক্ষরেষধিকেষু সৎস্ত উষ্ণিগাদিচ্ছন্দাংসি জায়ন্তে। এবং ক্রমশোঽক্ষরাধিক্যে সতি শক্করী ষট্পঞ্চাশদক্ষরা সম্ভবতীতি। এতা ষচস্তু শক্করীত্বোঽধিকাক্ষরা দৃশ্যন্তে। তথাহিতাসামুপসর্গাক্ষরৈরাধিক্যাং স তু দোষ ইতি জায়তে। তর্হি কে পুনরুপসর্গাঃ? কে পুনঃ শাক্করাঃ পাদাঃ? ইত্যুচ্যতে—

প্রথমা। 'বিদামঘবন্বিদা'—ইতি দ্বিপদা—ঋতুপসর্গঃ। ততঃ 'শিক্ষাশচীনাম্পতে'—ইত্যাত্মাশ্চয়োদশাক্ষরাঃ শাক্করাঃ। ততঃ 'স্বর্ণাংশুঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ। অত্রাক্ষর বিশ্লেষেণ পঞ্চাক্ষরত্বং জ্ঞেয়ম্। 'প্রচেতনপ্রচেতয়'—ইত্যষ্টাক্ষরঃ। এতৌ দ্বাবুপসর্গসংজ্ঞৌ। 'ইন্দ্রদ্যুম্নায় ইষে'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাক্করঃ। 'এবাহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষর উপসর্গঃ।

'রায়েবাজায়বজ্রিবঃ'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়ঃ পাদাঃ শাকরাঃ । 'আয়াহিপিবমৎস্ব' ইতি পাদোঽষ্টাক্ষর উপসর্গঃ । ইত্যেবমৃক্ প্রথমা ।

অথ দ্বিতীয়া । 'বিদারায়েসুবীর্য্যং' ইতি দ্বিপদা উপসর্গঃ । 'মংহিষ্ঠবজ্রিন্নৃঞ্জসে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ পাদাঃ শাকরাঃ । ততঃ 'অংশুমর্শোচিঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ । 'চিকিত্বোঅভিনোনয়'—ইতি পাদঃ । এতৌ দ্বাবুপসর্গৌ । 'ইন্দ্রোবিদেতমুষ্টুহি'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাকরঃ । 'ঈশেহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদ উপসর্গঃ । 'তমূতয়েহবামহে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ পাদাঃ শাকরাঃ । 'ক্রতুশ্ছন্দঋতম্বৃহৎ'—ইতি পাদ উপসর্গঃ । ইত্যেবং দ্বিতীয়া ।

তৃতীয়স্যাঃ । 'ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়েহবামহে'—ইতি দ্বিপদা উপসর্গঃ । 'সমঃস্বর্ষৎ'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ শাকরাঃ পাদাঃ । 'অংশুর্মদায়'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ । 'স্তয়মাধেহি নোবসো'—ইত্যষ্টাক্ষরঃ পাদঃ । এতৌ দ্বাবুপসর্গৌ । 'পূর্ত্তিঃ—শবিষ্ঠশস্যতে'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাকরঃ । 'বশীহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষর উপসর্গঃ 'নূনস্তন্নবাংসসে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ শাকরাঃ । 'শূরোযোগোষুগচ্ছতি'—ইতি পাদৌ দ্বাবুপসর্গাবিতি তৃতীয়া ঋক্ সম্পন্না ।

অত্র প্রথমায়াঃ সপ্ত শাকরাণি, পদানি পঞ্চোপসর্গাঃ । এবং দ্বিতীয়স্যা অপি পদান্যুপসর্গাঃ । তৃতীয়ায়াস্তু সপ্ত শাকরাণি পদানি ষডুপসর্গাঃ । ইত্যুক্তার্থো নিদানকল্পে সূত্রাদিকং সমাপালোচয়দ্ভিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ শ্লোকদ্বয়ে সংগৃহ্য দর্শিতঃ—

'প্রথমং দ্বিপদা, ত্রীণি শাকরাণি পদান্যতঃ ।
পঞ্চার্ণাষ্টাক্ষরৌ চোপসর্গাবেকশ্চ শাকরঃ ॥ ১ ॥
পঞ্চার্ণ উপসর্গোঽথ ত্রয়স্তে বতিরন্তিমঃ ।
ইয়মাদ্যা, দ্বিতীয়ৈবং ; তৃতীয়া পুনরন্তিমঃ ॥
আধিকোঽষ্টাক্ষরঃ পাদ উপসর্গ ইতি স্থিতিঃ ॥ ২ ॥' ইতি ॥

অত্র সর্ব্বত্রোপসর্গান্ পরিত্যজ্য কেবল-পদগতাক্ষর-সংখ্যায়াং কৃতায়াং ষড়ধিক-পঞ্চাশৎ-সংখ্যাকান্যক্ষরাণি জায়ন্তে । অতস্তদ দ্বিতীয়া শকরীতি ন বিরোধঃ । এতাসু গীয়তে সাম যত্তচ্ছাকরমুচ্যতে । তৎপঞ্চমেঽহ্নিপৃষ্ঠেষু হোতুঃ পৃষ্ঠং বিধীয়তে ।

উপসর্গৈঃ সংযুতামাম্নাসাবিন্দ্রোঽধিদেবতা ।
মাধ্যন্দিনং যং সবনং সর্ব্বমৈন্দ্রমিতি স্থিতং ॥

অত্রৈবাশ্বলায়নেন স্বব্রাহ্মণমনুসরতা কিঞ্চিদ্বিশেষোঽভ্যুক্ত, পায়ত্রী সম্পাদনাদিদর্শিতঃ—

'প্রচেতনপ্রচেতয়াদ্যাহিপিবমৎস্ব ।
ক্রতুশ্ছন্দঋতম্বৃহৎস্তয়মাধেহিনোবসঃ ।—ইতি ॥
'চিকিত্বোঅভিনোনয়শূরোযোগোষু গচ্ছতি ।
সখাসুশেবো অদ্বয়ুঃ ।'—ইতি ।

গায়ত্র্যাদিরিত্যেবমাদিঃ এষ তু প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থঃ । অস্মাভিস্তিদানীমপ-সৌকর্য্যার্থ স্বরূপেণৈব পৌর্ব্বিকী ঋচো ব্যাখ্যাস্যন্তাঃ ।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩২ ৩১র ২র
বিদা মঘবন্ বিদা গাতুম্ অনুশꣳশিষো দিশঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
শিক্ষা শচীনাম্পতে পূর্ব্বীণাম্ পুরূবসো ॥ ১ ॥

* * *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ১ ২ ২ ২
আভিষ্টমভিষ্টিভিঃ স্বাꣳহর্ন্নাꣳশুঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
প্রচেতনপ্রচেতয়ে ইন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে ॥ ২ ॥

* * *

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
এবাহি শক্রো রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শবিষ্ঠবজ্রিন্ ঋঞ্জসে মꣳহিষ্ঠ
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১
বজ্রিন্ ঋঞ্জস আয়াহি পিবমৎস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১র ২ ১ ১র ১ ১ ২
এ ২। বিদামঘবন্বিদাঃ। গাতুমনুশꣳসিষঃ। দাইশা ৩ ১ উবা ২ ৩।
১ র২রর ১ ২রর১র — ১ ২
ঈ ৩ ৪ ডা। এ ২। শিক্ষাশচীনাম্পতাই। পূর্ব্বীণাম্পুরূ ২। বসা ৩ ৫
২ ৫ ২র১ — ১ ২
উবা ২ ৩ ঈ ৩ ৪ ডা। আভিষ্টমভা ২ ই। ষ্টিভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩।

'সুষ্টুতিঃ' ইত্যাদীন্ ক্রিয়মাণাভিঃ 'অভিষ্টিভিঃ' অভ্যেষণাভিঃ প্রার্থনাভিঃ স্তুতিভিরস্মদীয়াভিঃ 'অভিপ্র শিক্ষ' (শিক্ষতির্দানকর্ম্মা নি০ ৩।২০।৮ দেহি বহুনীতি) দেহি। পুরুবসো ইতি সম্বোধন সামর্থ্যাদ্বহুনীতি লভ্যতে।

অথোপসর্গভাগমাহ—'স্বর্ণাংশুঃ। প্রচেতন প্রচেতয়ে' ইতি। স্বঃ ন অংশুরিতি পদত্রয়ং। স্বরাদিত্যঃ নকার উপমার্থীয়ঃ। স্বঃ ইব অংশু অশ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ (নি০২।১৮।১০) ব্যাপ্তো ভবতীন্দ্রঃ। হে 'প্রচেতন' প্রকৃষ্টা চেতনা বুদ্ধির্যস্যাসৌ তস্য সম্বোধনং হে প্রশস্তজ্ঞানেন্দ্র! 'প্রচেতয়' অস্মদীয়াং ভক্তিমবধারয় জানীহি।

অথোত্তরভাগমাহ—'ছায়ায়নইষ এবাহিশক্রঃ' ইতি। হে ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মভ্যং 'ছায়ায়' 'ছায়ং স্তোতভের্যশোনাম বা'—ইতি যাস্কঃ (নৈ০ ৫।৫) যশসে যথা, ছায়ায় ধনমাধৈতৎ (নিঘ০ ২।১০।১৩) ধনলাভায় 'ইষে' অন্নলাভায় চ ভব (আখ্যাতাধ্যাহারঃ হি শব্দঃ কারণার্থঃ) 'হি' যস্মাৎ ত্বং 'শক্রঃ' ধনদানে সমর্থ এব ভবসি। তস্মাদ্ধনাদিকং প্রযচ্ছ।

অথ পাক্তরভাগমাহ—'রায়েবাজায়বজ্রিণঃ। শবিষ্ঠবজ্রিন্ ঋঞ্জসে মংহিষ্ঠবজ্রিন্ ঋঞ্জসে'—ইতি। হে 'বজ্রিনঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! একোনবহুর্থীয়োঽনুবাদঃ। যথা, বজ্রঃ ভ্রমনং গমনং তদ্বানিন্দ্র! অথবা বজ্রায়ুধং তদ্বন্নিন্দ্র! 'রায়ে' ধনলাভায় 'বাজায়' অন্নলাভায় চ প্রসন্নো ভবেতি শেষঃ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন! হে 'বজ্রিন' ইন্দ্র! 'ঋঞ্জসে' (ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা—নিঘ০৩।৫।৮) অস্মাভির্ধনলাভার্থং প্রসাধ্যসে। যথা, (ঋঞ্জতেঃ পঞ্চমে লকারে—পা০ ৩।৪।৭ সূত্রাৎ) প্রসাধয় অস্মাদ্ধনাদিভিঃ সমৃদ্ধান কুর্ব্বিত্যর্থঃ। হে মংহিষ্ঠ (মংহতের্দ্দানকর্ম্মণঃ) অতিশয়েন দানশীল পূজ্য! বা হে 'বজ্রিন' 'ঋঞ্জসে' অস্মাভিঃ প্রসাধ্যসে।

অথাপরভাগমাহ—'আয়াহিপিবমৎস্ব'—ইতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'আয়াহি' অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। আগত্য চ পিব। ত্বং সোমং পীত্বা 'মৎস্ব' হৃষ্টো ভবেতি। (১—২—৩)।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামের মর্ম্মার্থ।

মহানাম্নী আর্চ্চিকের অন্তর্গত মোট দশটী মন্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম তিন ভাগে তিনটী করিয়া নয়টী এবং চতুর্থ ভাগে একটী মন্ত্র আছে। প্রথম তিনটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা এক সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটী মন্ত্রকে একটী বৃহৎ মন্ত্র বলা যাইতে পারে। তিনটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক করা যায় না। ভাষ্যকারও তিনটী মন্ত্রকে একত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মন্ত্রটী শকরী ছন্দে গ্রথিত। এসম্বন্ধে যে বিবাদ বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সায়ণ-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

তিনটী মন্ত্রই প্রার্থনামূলক; তিনটীই একসুরে বাঁধা। পরাজ্ঞান লাভের জন্য, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য লাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনাই এই তিন মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি মানুষের সন্মার্গপ্রদর্শক ও রিপুর আক্রমণ হইতে

মুক্তিকারী—এই সত্যই মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতঃই মানুষ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়.—'শিব' পদে এই ভাবেরই দ্যোতনা দেখিতে পাই। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে।

মহানাম্ন্যার্চ্চিক, ছন্দার্চ্চিক বা উত্তরার্চ্চিকের মধ্যে পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই মহানাম্নী আর্চ্চিক একটু স্বতন্ত্রভাবে ছন্দার্চ্চিকের শেষ এবং উত্তরার্চ্চিকের পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হয়। আরণ্যগানেও উহা পরিশিষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্যও উহাকে ছন্দার্চ্চিকের পরে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও এবিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণেরই অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। (১—২—৩)। *

———•———

চতুর্থং সাম।

৩২ ৩ ২ ৩২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিদা রায়ে সুবীর্য্যন্তবো বাজানাম্পতির্ব্বশাঁ৺ অনু।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মং৺হিষ্ঠ বজ্রিন্ ঋঞ্জসেয়ঃ শবিষ্ঠ শূরাণাম্ ॥ ৪ ॥

* * *

পঞ্চমং সাম।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
যো মং৺হিষ্ঠো মঘোনাম্ অং৺শুঃ ন শোচিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ র ২র
চিকিত্বো অভিনোনয়েন্দ্রো বিদেতুমুস্তহি ॥ ৫ ॥

* * *

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঈশে হিশক্রঃ তমূতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্।
২ ২ ৩২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২
সনঃ স্বর্ষদতিদ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ ॥ ৬ ॥

---

* এই তিনটী সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে।

বীর্য্যবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান্) সঃ ত্বং 'ধনুনে' (প্রসাধয়, পরমধনদানেন প্রবৃত্তান্ কুরু— অস্মান্ ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৪।

* * *

হে মম মনঃ! 'অংশুঃ ন শোচিঃ' (আদিত্যতুল্যঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'মঘোনাং' (ধনসম্পন্নানাং) 'মংহিষ্ঠঃ' (পরমধনদাতা) যঃ 'বিদে' (সর্ব্বং জানাতি, সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'তং' (তং দেবং) 'উ' (এব) 'স্তুহি' (স্তুতিং কুরু, আরাধয়); 'চিকিত্বঃ' (সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্) ত্বং 'নঃ অভি' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'নয়' (প্রাপয়, পরমধনং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); আত্মোদ্বোধকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবৎ পরায়ণঃ ভবেয়ং; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৫।

* * *

'শক্রঃ' (শত্রুনাশকঃ দেবঃ) 'হি' (এব) 'ঈশে' (প্রভবতি, সর্ব্বস্য প্রভুঃ ভবতি) 'জেতারং' (শত্রুজয়শীলং, চিরজয়িনং) 'অপরাজিতং' (কেন ন পরাজিতং অপরিমিতবল-শক্তিং) 'তং' (তং দেবং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, শত্রুকবলাৎ ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, আরাধয়াম—বয়ং ইতি শেষঃ); 'সঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, রিপূন্) 'অতি পর্ষৎ' (বিনাশয়তু); অস্মাকং 'ক্রতুঃ' (সৎকর্ম্ম) 'ছন্দঃ' (গায়ত্র্যাদিকং মন্ত্রলক্ষণং, প্রার্থনাদিকং) 'ঋতং' (সত্যং, সত্যজ্ঞানং) 'বৃহৎ' (মহৎ—ভবতু ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু অস্মান্ পরাজ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং চ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৬।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সর্ব্বশক্তিস্বরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরমধন লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রদান করুন; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! যিনি পরমধনদাতা, সর্ব্বশক্তিমান সেই আপনি আমাদিগকে পরমধন দানে প্রবৃত্ত করুন; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৪ ॥

* * *

হে আমার মন! পরমজ্যোতির্ম্ময় যে বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা ধনসম্পন্নদিগের পরমধনদাতা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই দেবতাকেই আরাধনা কর; সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান

করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৫ ॥

* * *

শত্রুনাশক দেবতাই সকলের প্রভু হয়েন; চিরজয়ী অপ্রতিহত-শক্তি সেই দেবতাকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা যেন আরাধনা করি; সেই পরমদেবতা আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনাদি সত্যজ্ঞান মহৎ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন, আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম-সাধনশক্তি প্রদান করুন।) ॥ ৬ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অথ দ্বিতীয়ায়া ঋচি প্রথমং দ্বিপদামাহ 'বিদা রায়ে সুবীর্য্যং ভুবো বাজানাং পতির্বশাং অনু' ইতি। হে ইন্দ্র! 'সুবীর্য্য' শোভনবীরঃ পুত্রঃ শোভনপুত্রোত্থং সামর্থ্যং। যদ্বা, শোভনবীর্য্যং যুদ্ধাদিষু পরাক্রমং 'বিদাঃ' লম্ভয় প্রাপয়। কিমর্থং? 'রায়ে' ধনার্থং ধনং রক্ষিতুমিত্যর্থঃ। 'বাজানাং' সেনানাং অন্নানাং বা 'পতিঃ' স্বামী ত্বং 'ভুবঃ' ভবসি। বশান্ বশেঃ কর্ম্মণি বশিরণ্যোরিত্যপ্প্রত্যয়ঃ, কাময়মানানর্থান্ 'অনু' অভিলক্ষ্য যথাকামং ইত্যর্থঃ। যদ্বা বশাংস্ত্বদধীনান্ যজমানান্ ভুবঃ' ভাবয়সি (ভবতেঃ পঞ্চমলকারে—পা০ ৩।৪।৭) রূপং। 'ভূসুবোস্তিঙি' (পা০ ৭।৪।৮৮) ইতি গুণপ্রতিষেধঃ।

অথ তৃতীয়ভাগমাহ—'মংহিষ্ঠ বাজ্রন্নৃঞ্জসে যঃ শবিষ্ঠঃ শূরাণাং। যো মংহিষ্ঠো মঘোনাং'—ইতি। হে 'মংহিষ্ঠ' অতিশয়েন বদান্য। 'যঃ' চ মঘোনাং মঘশব্দো ধনবাচী তদ্বতাং মধ্যে মংহিষ্ঠঃ অতিশয়েন দাতা তস্মাদস্মাভির্দ্ধনার্থং প্রসাদ্যতে।

অথোপসর্গভাগমাহ—অংশুর্নশোচিঃ। চিকিত্বো অভিনো নয়। ইতি 'অংশুর্ন' যথা আদিত্য ইব শোচির্দীপ্ত্যা ভবতীত্যস্মাৎ শুচ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০) শুচেঃ শুচেশ্চ ইর্ণ্নিলোপঃ শোচিষ্মান্। অথ প্রত্যক্ষভাক্তঃ—হে 'চিকিত্বঃ' চিকিত্বন্ মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌ ছন্দসি (পা০ ৮।৩।১)—ইতি রুত্বং জ্ঞানবন্নিন্দ্র! 'নঃ' অস্মান্ অভি লক্ষ্য 'নয়' ধনাদি প্রাপয়। অথ ভাগদ্বয়ং নিধনমাহ 'ইডোবিদেতমুক্থং হি। ঈশেহ শক্র ইডা। 'ইন্দ্রঃ' পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ। 'বিদে' বিদ্যতে সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে 'তম্' তমেবেন্দ্রং 'উক্থং হি' স্তুতিং কুর্ব্বীতি। ঈশ্বরাত্মানমেব শাস্তি। 'ঈশেহ' ইত্যাৎ 'শক্রঃ' শক্রহননসমর্থ ইন্দ্রঃ 'ঈশে' ঈষ্টে সর্ব্বস্যেতি তস্মাৎ তমেবৈকং স্তুহীতি সম্বন্ধঃ।

অথ শাক্করভাগমাহ—'তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ'—ইতি। 'তম্ ইন্দ্রং ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। কীদৃশং? 'জেতারং' যুদ্ধেষু শত্রুজয়শীলং তাচ্ছীল্যে তৃন্ প্রত্যয়ঃ (পা০ ৩।২।১৩৪) অতএব অপরাজিতং ন কাপাইস্তঃ পরাজিতম্। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন 'অতি পর্ষৎ' অত্যর্থং খুপন্তপতু বিনাশয়তু। স্থৃ শব্দোপতাপয়োরিত্যস্মাৎ পঞ্চম লকারেরূপম্। অথ বা ঋতির্গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।৫১) অস্মত্তঃ শত্রূনতিগময়তু অতিপারয়তু। তথা চ বহ্বৃচাঃ—'সনঃ পর্ষদিত্যামনন্তি।

অথোপসর্গভাগমাহ—'ক্রতুশ্ছন্দঋতং বৃহৎ'-ইতি। শক্রলনানন্তরং 'ক্রতুঃ' অস্মাভিরনুষ্ঠিয়মানং কর্ম্ম। 'ছন্দঃ' গায়ত্র্যাদিকং মন্ত্রলক্ষণং। 'ঋতং' উদকং সোমরস ইত্যর্থঃ। যদ্বা ঋতং সত্যভূতং কর্ম্মফলং তৎসর্ব্বং 'বৃহৎ' প্রভূতমস্ত্বিতি শেষঃ॥ (৪—৫—৬সা)।

* * *

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ (৬৪৪-৬৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

চতুর্থ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই।

ভগবান্ পরমধনদাতা। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ আপনার কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারে। তাহা লাভ করিবার জন্য ভগবানের চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তিনি 'শূরাণাং' শবিষ্ঠঃ। তাঁহার তুল্য শক্তিশালী আর কেহ নাই। আর থাকিবেই বা কিরূপে? তাঁহার শক্তির কণা পাইয়া অন্য সকল শক্তিশালী হয়। সুতরাং শক্তির সেই আদি প্রস্রবণের সহিত শক্তির প্রতিযোগীতায় কে সমর্থ হইবে! ভগবানের এই সর্ব্বশক্তিমত্তা মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব পরিচালিত হয়, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেই মানবকে পরমধনের অধিকারী করিতে পারেন। সেইজন্য তাঁহার চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনটী সাম একত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই। আমরা প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছি। ৪। *

* * *

পঞ্চম মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—আত্মোদ্বোধন এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে প্রার্থনা। প্রথম অংশে সাধক নিজের হৃদয়কেই ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। তাই আমরা একবচনান্ত 'হ্বাহ' পদ দেখিতে পাই। তারপরেই প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় বিশ্বজনীন ভাব পরিস্ফুট হয়। আত্মোদ্বোধনের পরই সাধক বিশ্ববাসী সকলের

জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বিশ্বের সকলই যেন পরমধনের অধিকারী হয়, কেহই যেন ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত না হয়।

তিনিই একমাত্র ধনদাতা, তাঁহারই কুবেরভাণ্ডার হইতে মানুষ আপনার অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। সূর্য্যের আলোক পাইয়া যেমন চন্দ্রাদি গ্রহ উপগ্রহ আলোকময় হয়, তেমনি জগতে যাঁহারা জ্ঞানী অথবা পরমার্থপরায়ণ তাঁহারা সেই অসীম ধনসম্পন্ন ভগবানের কৃপাতেই সেই ধনের অধিকারী হয়েন। তাই তিনি 'মঘোনাং মংহিষ্ঠঃ'।

সেই পরম দেবতার নিকটই মহাধন লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "প্রভো! তুমি তো সমস্ত ধনের অধিকারী। তোমার অধম দুর্ব্বল সন্তান আজ তোমারি দুয়ারে ভিখারীর বেশে উপস্থিত! দয়াকরে তোমার অসীম ধনভাণ্ডারের এক কণা দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" ॥৫॥ *

* * *

ষষ্ঠ মন্ত্রটী চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য, দ্বিতীয় ভাগে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা এবং শেষ দুই অংশে প্রার্থনা আছে। এক এক অংশ ধরিয়া আমরা প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভগবান্ শত্রুনাশক। কাহার শত্রু? তিনি তো অজাতশত্রু! দুর্ব্বল মানুষ চারি-দিকে রিপুর আক্রমণে বিব্রত। মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে রিপুসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। তাঁহার কৃপায় মানুষের রিপুগণ পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। তাই সাধক বলিয়াছেন—

"চরণপরশ ফলে পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে তোক তব জয়।"

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে সেই শত্রুনিসূদন দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "আমরা যেন পাপতাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই পরমদেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার চরণে যেন আমাদিগের কামনা-বাসনা নিবেদন করিতে পারি। তিনিই মানবের একমাত্র বন্ধু, তাঁহার কৃপাতেই মানুষ ভীষণ রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। তাঁহার সাধনে, তাঁহার গুণগানে যেন আমরা আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হই।"

এই আত্মোদ্বোধনের পরই আছে—প্রার্থনা। "সেই মহান্ দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমা-দিগের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রিপুগণের হাত হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগের হৃদয়কে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করুন—যেন আমরা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার কৃপায় যেন আমরা মহৎ হইতে মহত্তর, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবন লাভ করিতে পারি।" ॥৬॥ *

* চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ-সামের একটি গেয়-গান আছে।

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স নঃ স্বর্ষৎ অতি দ্বিষঃ স নঃ
৩ ২ ৩ ১ ২
স্বর্ষৎ অতি দ্বিষঃ॥ ৭॥

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র
পূর্ব্বস্য যত্তে অদ্রিবো৺শুঃ মদায়।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সুম্ন আধেহি নঃ বসো পূর্ত্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে॥
৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বশী হি শক্রো নূনন্তন্ নব্য৺ সন্ন্যসে॥ ৮॥

নবমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ১
প্রভো জনস্য বৃত্রহৎ সমর্য্যেষু ব্রবাবহৈ।
২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শূরোয়োগোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ॥ ৯॥

গেয়-গানং।

১— ২ র ১ ১ র র র র — ১ ২
এ ২ ১ ইন্দ্রন্ধনস্যসাতয়াই। হবামহে জেতারমপরা ২। জিতমা ৩ ১
২ ২ ১— ১ ২ ১ ১
উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ড়া। এ ৩। সনঃস্বর্ষদতিদ্বিষাঃ। সানঃস্বর্ষদতা

— ১ ২ ২ ৫ ১র — ১
২ হ। ত্বিধআ ৩১ উবা ২৩। ঈ ৩৪ ডা। পর্ব্বস্থহস্তপা ২। ত্রিব

২ ৫ ২ ১ র ৩ ২
আ ৩১ উবা ২৩। ঈ ৩৪ ডা। অ৮ শুষ্মদায়া ২। হা ৩১ উবা

২ ৫ ১১২ র র — ১২ ২ ১ —
২৩। ঈ ৩৪ ডা। সুম্ন আধেহিনোবসাউ। পূর্ত্তীঃ। শবিষ্ঠশা ২ স্ত

১ ১ ১২ ২১ — ১ ১ ১২
তাই। ইডা। পূর্ত্তীঃ। শবিষ্ঠশা ২ স্ততাই। অথা। পূর্ত্তীঃ।

২১ — ১ ১ ১২ র র ২ ২
শবিষ্ঠশা ২ স্ততাই। ইডা। বশীহিশক্রোনুনস্তমব্যা৮ সা ১ স্যা ৩

২ ২ ১র ২ ৪ ৫ ১ র
সাই। প্রভোজনস্থবা ৩। ত্রোহাম্। গমর্যোযুত্রবা ২ ৩

১ ১২ ১ ১১১১ ১২
হোই। বাহা ৩১ উবা ২৩। ইট্ইডা ২৩৪৫। শূরো।

২র ১র — ১ ১ র ১২ ২ ১র
ষোগোষুগা ২ চ্ছতাই। ইডা। সাথা। স্থশেবো

— ১ ১ ১১১১
২ ঘয়ূঃ। ইডা ২৩৪৫। ৭।৮।৯।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জেতারং' (শত্রুজয়শীলং, চিরজয়িনং) 'অপরাজিতং' (অপ্রতিহতশক্তিং) 'ইন্দ্রং' (বলাদিপতিদেবং) 'ধনস্য সাতয়ে' (পরমধনলাভার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি যাবৎ); 'সঃ' 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন, রিপূন) 'অতিপর্ষৎ' (বিনাশয়তু) 'সঃ' (সঃ, ভগবান) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন, রিপূন্) 'অতিপর্ষৎ' (বিনাশয়তু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং রিপূন বিনাশয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৭।

• • •

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশায় পাষাণবৎ কঠোর হে দেব) 'পূর্ব্যস্য' (আদিভূতস্য) 'তে' (তব) 'যৎ অংশু' (যৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ) তৎ 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়—অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ); 'শবিষ্ঠ' (হে বলবত্তম, হে সর্ব্বশক্তিমন) 'বসো' (পরমধনবন্ হে দেব) তব 'পূর্ত্তিঃ' (ধনপূরণং, ধনদানং) 'শস্যতে' (সর্ব্বৈঃ স্তূয়তে, সর্ব্বে প্রার্থয়ন্তি) 'নঃ' (অস্মাদি) 'সুম্নে আধেহি' (ধনে স্থাপয়, পরমধনং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'শক্রঃ' (শত্রুনাশকঃ দেবঃ)

'নূনং' (নিশ্চিতং) 'হি' (এব) 'বশী' (সর্ব্বস্য নিয়ন্তা—ভবতি ইতি যাবৎ), 'নব্যং' (নূতনং, চিরনবীনং) 'তং' (তং দেবং) 'সপ্রাসে' (অস্মাভিঃ সেব্যাসে, বয়ং ভজামহে ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* * *

'অমত্তপ্রভো' (বিশ্বস্য সর্ব্বলোকানাং স্বামিন) 'বৃত্রহন' (পাপনাশক হে দেব) 'সমর্যোষু' (সৎকর্ম্মেষু সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'ব্রবাবহৈ' (অকাঙ্ক্ষাবাং সন্তাপাং করবাবহৈ, অহং ত্বয়া সহ মিলিতঃ ভবেয়ং ইত্যর্থঃ); 'অদ্বয়ঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'শূরঃ' (শক্তিবান, পরমশক্তিসম্পন্নঃ) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'গোষু' (জ্ঞানেষু, জ্ঞানদানেন ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি - সাধকং ইতি যাবৎ) সঃ দেবঃ অস্মাকং 'সুশেবঃ' (সুখকরঃ পরমসুখদায়কঃ) 'সখা' (সখীভূতঃ সন্) অস্মান প্রাপ্নোতু - ইতি শেষঃ; প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেম; সঃ কৃপয়া অস্মান প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরঞ্জয়ী অপ্রতিহতশক্তি বলাদিশত্রুভেদনকারীকে পরমধন লাভের জন্য আমরা আরাধনা করিতেছি; তিনি আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন; ভগবান্ আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন।) ॥ ৭ ॥

* * *

রিপুনাশে পাষাণকাঠোর হে দেব! আবিভূত আপনার যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ তাহা পরমানন্দলাভের জন্য আমাদিগকে প্রদান করুন; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমধনবান্ হে দেব! আপনার ধনদানকে সকলে প্রার্থনা করে; আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; শত্রুনাশক দেবতা নিশ্চিতই সকলের নিয়ন্তা হয়েন; চিরনবীন সেই দেবতাকে আমরা যেন ভজনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৮ ॥

* * *

সর্ব্বলোকের স্বামী পাপনাশক হে দেব! সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা আমি যেন আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি; অদ্বিতীয় পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবতা জ্ঞানদানে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন, সেই দেবতা আমাদিগের

পরমসুখদায়ক সখভূত হইয়া আমাদিগকে] প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি; তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ ৯ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ তৃতীয়স্যা ঋচি প্রথমং দ্বিপদামাহ—'ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্'—ইতি। 'ধনস্য' 'সাতয়ে' লাভার্থং। শেষং স্পষ্টম্॥

অথ শাক্করভাগমাহ—'স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ। পূর্ব্বস্য যত্তে অদ্রিবঃ'—ইতি। 'সঃ' ইন্দ্রঃ—'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন 'অতি স্বর্ষৎ' বিনাশয়তু। যোহপ্যস্মে স্বয়ং দ্বেষং ন কুর্ব্বন্তি তথাপি 'দ্বিষঃ' অস্মাভির্দ্বেষ্যাঃ তানপাতি স্বর্ষৎ (সর্ব্বত্র হি বেদেষু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাদৌ দ্বেষ্টৄণাং দ্বেষ্যানাঞ্চ বিনাশঃ প্রার্থ্যতে)। হে 'অদ্রিবঃ' অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ তদ্বন্নিন্দ্র! ইন্দ্রো যতঃ পর্ব্বতান্ ভিনত্তি অতঃ পর্ব্বতেন্দ্রয়োর্ভেদ্যভেদক সম্বন্ধঃ। যদ্বা আদৃণাত্যাপ্তরক্ষাংসীতি বা অন্যৈঃ স্বয়ং ন দীর্যতে প্রহৃত ইতি বা অদ্রির্ব্বজ্রঃ তদ্বন্নিন্দ্র! 'পূর্ব্বস্য' পুরাতনস্য 'তে' তব 'যদ্' ধনমস্তি তদস্মভ্যা মাহরেতি শেষঃ॥

অথাপরভাগমাহ—'অংশুর্ম্মদায় হূয়ত আদেহি নো বসঃ'—ইতি। হে ইন্দ্র! যোহয়ং 'অংশু' সোমলতাখণ্ডঃ তজ্জন্যঃ সোমরস ইত্যর্থঃ (কার্য্যে কারণব্যবহারঃ) স চ 'মদায়' ভবতি। অস্মাদস্মাভির্দত্তঃ। সোমঃ তব মদায় ভবতি তস্মাৎ হে 'বসো' নিবাসহেতো ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মান্ 'সুম্নে' সুখে ধনে বা 'আধেহি' স্থাপয়॥

অথ তৃতীয়পরভাগো সৈবাহ—'পূর্ত্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে বশী হি শক্রঃ'—ইতি। হে 'শবিষ্ঠ' বলবত্তমেন্দ্র! তব 'পূর্ত্তিঃ' ত্বদীয়ং ধনপূরণং দানমিত্যর্থঃ। 'শস্যতে' সর্ব্বৈঃ স্তূয়তে। 'হি' যস্মাৎ 'শক্রঃ' সমর্থ ইন্দ্রঃ 'বশী' সর্ব্বস্য নিয়ন্তা খলু। যদ্বা, 'বশী' বস্তুবিষয় স্বীকারবান্। অতএব 'শক্রঃ' দানে শক্তিমান্। তস্মাত্তে দানং স্তূয়তে॥

অথ শাক্করভাগমাহ—'নূনন্তন্নব্যং সন্যসে। প্রভো জনস্য বৃত্রহন্ত্সমর্য্যেষু ব্রবাবহৈ'—ইতি। হে 'প্রভো' সর্ব্বস্য জনস্য স্বামিন্। হে 'বৃত্রহন' বৃত্রো মারকঃ শক্রঃ তদ্ধননশীল শত্রুঘাতিন্। 'নব্যং' নূতনং বলীপলিতাদি লক্ষণেন পুরাণত্বেন বর্জ্জিতং ত্বমিন্দ্রং ত্বাং 'নূনং' অবশ্যং 'সন্যসে' অহং সম্যক্ নিতরাং প্রাক্ষিপামি। অস্মিন্ কর্ম্মণি হবিষো ভোক্তৃত্বেন স্থাপয়ামীত্যর্থঃ। অস্যক্ষেপণে (দি০ প০)। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং (পা০ ৩।১৮৫ তু) বিকরণ-লুক্ চ। সহ সুপেত্যত্র সহেতি যোগবিভাগাৎ সন্নিভ্যামুপসর্গাভ্যাং সহ সমাসঃ॥ যদ্বা, হে ইন্দ্র! নব্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং নূতনং অন্যৈরকৃত পূর্ব্বং যথা ভবতি তথা 'নূনং' ইদানীং 'সন্যসে' অস্মাভিঃ সেব্যসে। ষণ সম্ভক্তৌ (ভ্বা০ পঃ)। যকি রূপং। ছন্দস্যানেক অপি সাকাঙ্ক্ষ (পা০ ৮।১।৩৫) ইত্যাখ্যাতস্যোদাত্তত্বং। কিঞ্চ। 'সমর্য্যেষু' সমর্য্যে প্রাপ্তব্যেষু যজ্ঞাদিষু কর্ম্মসু 'সম্প্রবাবহৈ' ত্বত্তাকাঙ্ক্ষাবাং সম্ভাষাং করবাবহৈ। সর্ব্বস্য যজমানস্যোত্তমাক্ষাৎ-কারো ভবতি তমর্থং স্তোতারিত্বমেকত্র সংবদন মিত্যর্থঃ।

অথোপসর্গস্তাগমাত — 'শূরোয়োগোষুগচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ' ইতি। য ইন্দ্রঃ 'শূরঃ' সমর্থঃ (গোষু নিমিত্ত সপ্তমী—পা০ ২।৩।৩৭) 'গোষু' গবার্থং যুদ্ধাদিষু শত্রুভ্যো গবানয়নার্থং গচ্ছতীত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? 'সখা' সমানখ্যানঃ সখিবৎ তাদৃশঃ। অতএব 'সুশেবঃ' শোভনসুখঃ অনুক্রমেণ সুখকরঃ। 'অদ্বয়ুঃ' দ্বয়রহিতঃ সত্যানৃতবর্জ্জিতঃ কেবল সত্য-স্বরূপ ইত্যর্থঃ। যথা। যদুক্তং মনসি বচসি ক্রিয়ায়াং সাম্যং কার্য্যমিতি তদ্রহিতঃ। অথবা এতৎসদৃশো দ্বিতীয়ো নাস্তীত্যদ্বয়ুঃ (মত্বর্থীয় উপসংখ্যানঃ) 'অপিচ' এতাভ্যাং যজমানেন্দ্রয়োঃ সম্ভাষা প্রকারোঽভিধীয়তে। হে ইন্দ্র! 'যঃ' যজমানোঽস্তি সোঽহং গোষু দক্ষিণারূপেণ দাতব্যাসু উদারঃ সন্ প্রবর্ত্ততে, সর্ব্বা অপি দদাতীতি। যথা গোষু আশ্রয়ণ ক্ষীরানয়নার্থং গচ্ছতীত্যেবং মদীয়ং গুণং ত্বং দেবেষু ব্রূহি। অতঃ মিত্রোঽয়ং স্তোত্রেষু সখা সন্ সুখকরো ভবতীত্যেবং মদীয়ং গুণ মন্ত্রেষু স্তোতৃষু ব্রবীমীতি। এবং ঋচো ব্যাখ্যাতাঃ॥ (৭—৮-৯)॥

সপ্তম, অষ্টম ও নবম (৬৪৭-৬৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সপ্তম মন্ত্র পূর্ব্ব সামেরই (ষষ্ঠ সামের) অনুরূপ। এই মন্ত্রে পরমধনলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে রিপুজয়ের প্রার্থনা দুইবার উক্ত হইয়াছে। এই পুনরুক্তি সাধক-অন্তরের ব্যাকুলতার পরিচায়ক মাত্র। রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া যখন মানুষ পরিত্রাহি ডাকে, তখন তাহার সমস্ত মনোরাজ্য অধিকার করে একটী মাত্র চিন্তা, সেই চিন্তা—রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা। সুতরাং সেই একটী কথাই, একটী প্রার্থনাই বারংবার আবৃত্তি করিতে থাকে। এখানের পুনরুক্তি ও সেই ব্যাকুলতার পরিচায়ক মাত্র॥ ৭॥ *

অষ্টম মন্ত্রটীর মধ্যে প্রার্থনা উদ্বোধন এবং নিত্যসত্তা-প্রখ্যাপন—এই তিনেরই সমাবেশ ঘটিয়াছে। ভগবানই বিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। বায়ু মানবের প্রাণ রক্ষা করে। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনিই অনন্ত; তিনি চিরনবীন, তিনি চিরপুরাতন। সেই পরমদেবতার নিকটই পরমধন বা মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সাধক নিজের হৃদয়কে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই আত্মোদ্বোধনের পর প্রার্থনা। "ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগের রিপুনাশ করুন, আমাদিগকে তাঁহার অমৃতের অধিকারী করুন।" ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম॥ ৮॥ •

ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারা ভগবৎচরণে পৌঁছিতে পারি। মানুষ তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে। আবার তাঁহার চরণেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সে আপনার চারিদিকের মোহমায়ার বেড়াজাল ছিন্ন করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত সে আপনাকে ভ্রান্তপথে চালনা করিয়া ভগবান্

হইতে দূরে চলিয়া যায়। মোহের উপর মোহ আসে, মায়ার বাধন দৃঢ়তর হয়। অজ্ঞানতার বশে সে এই পান্থনিবাসকেই আপনার চিরস্থায়ী আবাসরূপে কল্পনা করিয়া নিজের মুক্তি সুদূর পরাহত করিয়া তুলে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার হয়, যখন সে আপনার ভ্রম ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন সেই চিরস্থায়ী আবাস-গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলে —

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণে"

সুদূর প্রবাস হইতে আপনার স্নেহনীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই ভগবানকে ডাকে, "ওগো দয়াময়! আর কতদিন এই প্রবাসে রাখিবে? এবার নিজালয়ে ফিরাইয়া লও, তোমার কোলে স্থান দাও। আর কতদিনে তোমার কোলছাড়া হইয়া এই বিপদসঙ্কুল বিদেশ হইতে তোমার স্নেহনীড়ে ফিরিয়া যাইব? ওগো কত দিনে?"

এই প্রবাসের জ্বালা তীব্র হইয়া উঠিলে সেই খেয়াঘাটের কাণ্ডারীকেই মানুষের মনে পড়ে—তখন তাহার হৃদয় মথিত করিয়া ক্রন্দন উঠে, —

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল-নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে।"

ওগো সে কবে?

প্রতীক্ষা! দীর্ঘ প্রতীক্ষায় মানুষের চিত্ত অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ভবকাণ্ডারীর কৃপালাভ না হইলে তো মানুষ নিজের ইচ্ছায় তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে না! তাই প্রতীক্ষা! দীর্ঘ প্রতীক্ষা! তাই এ ব্যাকুল প্রার্থনা! *

—— • ——

দশমং সাম।

৩ ২ S S S S S S২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এবাহি এ২৩২৩২৩ব এবা৺হি অগ্নে এবাহি ইন্দ্র।
৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
এবাহি পূষন্ এবাহি দেবাঃ ॥ ১০ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১ ২ ২ র ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ২
আইবা। হিয়েবা ২ ৩ ৪ ৫। হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ
৫ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২র
৩ ৪ ডা। আইবা। হিয়ণ্া ২ ৩ ৪ ৫ ই। হোই হো বাহা ৩ ১ উ

* সপ্তম, অষ্টম ও নবম সামের একটীমাত্র গেয়-গান আছে।

২ ৫ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বা ২ ৩। ঈ ০ ৪ ডা। আইবা। হিইন্দ্রা ২ ৩ ৪ ৫। হোই।
১ ২ ২ ৫ ১ ২ ২ ১
হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। আইবা। হিপূষা
S S S S ১ ১ ২র ২
২ ৩ ৪ ৫ ন্। হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ
৫ ১ ২ ১ র ১ ১ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ডা। আইবা। হিদেবা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হোই।
১ ২র ২ ৫
হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ০ ৪ ডা ॥ ১০ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'এবাহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ দেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) 'পূষন্' (হে বিশ্বপোষণকারিন্ দেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) 'দেবাঃ' (হে সর্ব্বে দেবাঃ, হে দেবভাবসমূহ) 'এবাহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ১০ ॥

* * *

মন্ত্রানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন; হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা! আগমন করুন; হে দেবভাবসমূহ! আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ ১০ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ পুরীষপদানি ব্যাখ্যায়ন্তে—তানি সম্বোধনান্তান্যেব তদন্যপদযোগাভাবাৎ তৃতীয়পদেন বায়্বাদিপদৈরিন্দ্র এব সম্বোধ্য স্তূয়তে। তত্র প্রথমং পদমাহ—এবাহ্যেবেতি। হে 'ইন্দ্র!' ত্বং 'এব হি' এবমুক্তগুণোহসি খলু। যদ্বা, এব শব্দ ইণ্‌গতৌ (অদা০ প) ইত্যস্মাৎ 'ইণ্‌শীভ্যাং বন্' ইতি বন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। সুপো লুক্ (পা০ ৭।১।৩৯)। অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যেব আগন্তা ভবেতি শেষঃ। এবেতি পুনরুক্তিরাদরার্থা।

অথ দ্বিতীয়ং পদমাহ—এবাহ্যগ্ন ইতি। হে 'অগ্নে' অগ্রণ্যঃ নেতঃ দেবানাং পুরতো গন্তরিন্দ্র! এতদাত্মক বা ইন্দ্র! 'এব হি' এবং গুণযুক্তঃ খলু যজ্ঞং প্রত্যাগন্তা বা ভব। অথ তৃতীয়ং পদমাহ—এবাহীন্দ্রেতি। হে 'ইন্দ্র' পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত! যদ্বা, ইন্ধে প্রকাশয়তি তেজসা ভূতানীতীন্দ্রঃ। অথবা ইদং সর্ব্বং জগৎ এনম্ অপশ্যদিতীন্দ্রঃ। তথা চ

ঐতরেয়োপনিষদি শ্রূয়তে—ইদমদর্শমিতি। তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণেতি। তাদৃশঃ। 'এব হি'। অথ চতুর্থং পদমাহ—এবাহিপূষন্নিতি। 'পূষন' বিশ্বস্য পোষক এতদাত্মক বা ইন্দ্র! এবংযুক্তগুণঃ খলু ত্বং।

অথ পঞ্চমং পদমাহ—এবাহিদেবা ইতি। হে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ! সদা সর্ব্বদেবানাং বলরূপেণ ইন্দ্রস্যাবস্থানাৎ ইন্দ্র এব বহুত্বেন সম্বোধ্যতে। হে 'ইন্দ্র'! এবংযুক্তগুণঃ খলু ত্বং। যদ্বা, এবশব্দাৎ সুপাং সুলুগিতি (পা০ ৭।১।৩৯) জসো লুক্। অস্মদীয়ং যজ্ঞং আগন্তারো ভবতেত্যর্থঃ॥ ১০॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোআখ্যানে মহানাম্নী ব্যাখ্যানং সমাপ্তং।

দশম (৬৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের (নবম সামের) ন্যায় এই মন্ত্রেও সাধকের আন্তরিক ব্যাকুলতা তীব্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধক বিভিন্ন নামে ভগবানকে ডাকিতেছেন। ভাষ্যকার তাঁহার অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে সমস্ত প্রার্থনাই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র, অগ্নি, পূষণ, সর্ব্বদেবাঃ—সকলেই এক দেবতাকে লক্ষ্য করে। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, বিভিন্ন নাম সেই এক পরম দেবতারই বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। 'পূষন' পদের ব্যাখ্যায় এবার "বিশ্বস্য পোষকঃ" অর্থ গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনায় ব্যাকুলতা বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। শিশু মা হারা হইলে যেমন ব্যাকুলভাবে তাহার মাকে অন্বেষণ করে, যেমন ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে থাকে, এমনই একটা সহজ সরল ব্যাকুলতার ধ্বনি মন্ত্রের ভিতর হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে চাই-ই চাই তাই যত ভাবে যত নামে তাঁহাকে ডাকিতে পারেন সাধক তত নামেই তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। "কোথায় তুমি দয়াময় প্রভু! এস এস, এই চির অতৃপ্ত, চিরপিপাসিত হৃদয়ে তুমি আগমন কর। তোমা ব্যতীত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে আর যে পারি না,—

"এস এস নাথ! এস হে দয়িত! নহিলে পিপাসা যাবে না।"॥ ১০॥ *

॥ সামবেদ-সংহিতায়াং মহানাম্ন্যার্চ্চিকঃ সমাপ্তঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—§ ঃ • ঃ §—

উত্তরার্চ্চিকঃ।

—ঃ § * § ঃ—

অথ ভাষ্যাবতরণিকা।

— * —

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ১॥
যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ—
নির্ম্মমে, তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥ ২॥
তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে। ৩।
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥ ৪।
ব্যাখ্যাতাবৃগ্যজুর্ব্বেদৌ সামবেদেঽপি সংহিতা।
ছন্দোভিধাভূদ্ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাস্যত্যুত্তরাভিধাম্॥ ৫।
ছন্দস্যৈকৈকশোঽধীতা ঋচঃ সামোদ্ভবায় হি।
স্তোম-নিষ্পত্তয়ে সূক্তান্যুত্তরায়াং অধীয়তে। ৬।

স্তোমশব্দেনোৎপত্তিষু সোমযাগেষু প্রযুজ্যমানাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব তৈত্তিরীয়কাঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যামিদমামনন্তি। তদাহুঃ—'কতমা বাব তানি জ্যোতীংষি য এতস্য স্তোমা ইতি? ত্রিবৃৎপঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশঃ এতানি বাবতানি জ্যোতীংষি য এতস্য স্তোমাঃ'—ইতি। ছন্দোগাশ্চ ত্রিবৃদাদি-স্তোমানাং স্বরূপং ব্রাহ্মণ-দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োরধ্যায়য়োঃ বহুধা সমামনন্তি। তে চ বহুভিরবান্তররূপোপেতাঃ সমাম্নাতাঃ স্তোমা নবসংখ্যাকাঃ তেষু পূর্ব্বোক্তাস্ত্রিবৃদাদয়শ্চত্বারঃ ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্রিনবসংখ্যোপেতঃ স্তোমস্ত্রিণব ইত্যুচ্যতে। ছন্দোমনামকা স্তোমস্ত্রয়স্তেষু চতুর্ব্বিংশাখ্যস্তোমঃ প্রথমঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দসা চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরোপেতেন মীয়ত ইতি ছন্দোমঃ। চতুস্ত্রিংশশ্চত্বারিংশাখ্যো দ্বিতীয়ঃ। স চ ত্রিষ্টুপ্ছন্দসা মীয়তে। অষ্টাচত্বারিংশাখ্যস্তৃতীয়ঃ। সোঽপি জগতীচ্ছন্দসা মীয়তে। অথ যে স্বসামাত্রলক্ষণোপেতেভ্যস্ত্রিবৃদাদিভ্যোঽষ্টাদশনবদশাদি-নামকা বহবঃ স্তোমা

K8276
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE ... CULTURE
LIBRARY

বিদ্যন্তে। তথা চ তৈত্তিরীয়কাঃ কেষুচিদিষ্টকোপধান-মন্ত্রেষু দেবতাবদ্রূপেষ্টকাত্ব-বিবক্ষয়া তান্ স্তোমানামনন্তি—'আশুস্ত্রিবৃদ্ভান্তঃ পঞ্চদশো ব্যোম সপ্তদশঃ। প্রতূর্ত্তিরষ্টাদশস্তপোন-বদশোঽভিবর্ত্তঃ সবিংশো। ধরুণ একবিংশো বর্চ্চো দ্বাবিংশঃ সম্ভরণস্ত্রয়োবিংশো যোনিশ্চতু-র্ব্বিংশো গর্ভঃ পঞ্চবিংশ ওজস্ত্রিণবঃ ক্রতুরেকবিংশো ব্রধ্নস্য বিষ্টপশ্চতুস্ত্রিংশো নাকঃ ষট্-ত্রিংশোঽভিবর্ত্তোঽষ্টচত্বারিংশঃ—ইতি। এবঞ্চহি সন্ত্যেব বহুনি স্তোমান্তরাণি তেষাং লক্ষণানি তু ব্রাহ্মণান্তরানুসারেণ সূত্রকারৈর্ব্যুৎপাদিতানি। তে চ স্তোমাঃ সর্ব্বেঽপ্যাজ্যপৃষ্ঠাদি-স্তোত্রেষু প্রযুক্তাঃ 'পঞ্চদশান্যাজ্যানি, সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি'- ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ স্তোম-বিষয়াঃ স্তোত্রবিষয়াস্তন্নিষ্পাদক-সামবিষয়াশ্চ। সর্ব্বেঽপি বিচারা অস্মাভিশ্ছন্দোব্যাখ্যানাবতারবেলায়া-মেব জৈমিনীয়ান্তাধিকরণান্যাদাহৃত্য প্রদর্শিতাঃ কিং বহুনা 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' —ইত্যাদি-বচনৈঃ স্তোত্রসম্পাদকস্য সাম্নস্তৃচপ্রগাথাদি-রূপাণি স্বস্বাঙ্গাশ্রয়ত্বেনোত্তরাখ্যে সংহিতা গ্রন্থে সমাম্নাতানি। স চ গ্রন্থ একবিংশতি-সংখ্যাকৈরধ্যায়ৈঃ উপেতঃ॥

—— • ——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ৩

উপ অস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায় ইন্দবে।

৩ ২ ৩ ১ ২র

অভি দেবা৺ ইয়ক্ষতে॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৩ র ৪ ২ ৪র ৫ ২ ১২

(যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্) উপা ২ ৫ স্মৈ। গা ৩ য়া ৩ তানারাঃ। পা ৩ বামা

২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ র র A

৩ না। যা ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। দা ৩ বায়ি। আভিদেবা৺ইয়া ২

৩ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ২ ১

ক্ষতাউ তে (১) আ। ভিতেমা। ধু ৩ নাপা ৩ য়াঃ। আথা

— ১র র ২ ১ ২ ২ ১ র

২ র্ব্বা। গোতা ২ ৩ শা। হুম্মায়ি। শ্রা ৩ য়ুঃ। দায়িবন্দে-

র A ৩২ ১ ২ ১ ২ ১২

বায়দা ২ য়িবয়াউ যূ (২) সাঃ। নঃপবা। স্বা ৩ শাঙ্গা

২ ১ ১র ২ ১ ২

৩ বায়ি। শঙ্খা ২ না। ষশা ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। র্ব্বা

২ ১ র র A ৩ ২

৩ তায়ি। শা৺ রাজমোমধা ২ য়িত্যআউ॥ ১।২।৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'দেবান্ অভি ইয়ক্ষতে' (দেবভাবান্ প্রাপ্তুমিচ্ছতে, দেবভাবপ্রাপকায়) 'পবমানায়' (পবিত্রকারকায়) 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'ইন্দবে' (সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'উপগায়ত' (প্রার্থয়ত); অহং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ১খ—১সূ—১সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাবপ্রাপক, পবিত্রকারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রার্থনা কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তত্র প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডে প্রথমসূক্তে তৃচে যেয়মৃক প্রথমা সৈব সামায়ত্তে। ঋষিঃ অসিতো দেবলো বা। গায়ত্রী ছন্দঃ, পবমানঃ সোমঃ দেবতা। হে 'নরঃ' নেতারঃ! যজ্ঞস্য দেবান্ ইন্দ্রাদীন 'অভিইয়ক্ষতে' আভিমুখ্যেন যষ্টুমিচ্ছতে পবমানায় ক্ষরতে 'অস্মৈ' অভিষূয়মাণায় 'ইন্দবে' সোমায় 'উপ গায়ত' উপগানং কুরুত॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

চিত্তবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম সম্পাদন করে। যাহার চিত্তবৃত্তি যেরূপভাবে গঠিত, সে সেই অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সৎকর্ম্মের পথে চলিবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিই প্রধান সহায়। তাই চিত্তবৃত্তিকে সৎকর্ম্মের নেতা বলা হইয়াছে। আর এই চিত্তবৃত্তি কর্ম্মের নেতা বলিয়াই তাহাকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই মানুষকে দেবত্বের পথে প্রেরণা দেয়, মানুষকে পবিত্র করে। এই পবিত্রতা মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। তাই মন্ত্রে পবিত্রতার-প্রধান কারণ স্বরূপ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকেরই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় সাম। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইল। ভবিষ্যতেও আমরা বিভিন্ন মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত গেয়-গান সমূহ ঐ মন্ত্রগ্রন্থির (Group) প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদান করিব। এতৎসম্বন্ধে ঐরূপ মন্ত্রগ্রন্থির অন্যান্য মন্ত্রের নীচে পাদটীকা দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
অভি তে মধুনা পয়ঃ অথর্ব্বাণঃ অশিশ্রয়ুঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দেবং দেবায় দেবয়ুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'অথর্ব্বাণঃ' (আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ) 'দেবং' (দেবভাবযুক্তং) 'দেবয়ুঃ' (দেবত্বপ্রাপকং) 'তে পয়ঃ' (তব রসং, ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'দেবায়' (ভগবতে, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধুনা' (অমৃতেন সহ) 'অভ্যশিশ্রয়ুঃ' (সংমিশ্রয়ন্তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ জনাঃ অমৃতং লভন্তে — ইতি ভাবঃ। (১অ ১খ —১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দেবভাবযুক্ত, দেবত্ব-প্রাপক আপনাকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতের সহিত সংমিশ্রিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে, — সত্ত্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অমৃত লাভ করেন।)। (১অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'দেবং' দেবনশীলং 'দেবয়ুঃ' দেব-কামং রসং 'দেবায়' দেবনশীলা যেন্দ্রায় 'মধুনা' 'পয়.' গব্যেন পয়সা 'অথর্ব্বাণঃ' ঋষয়ঃ 'অভ্যশিশ্রয়ু' অভ্যশিশ্রয়ন সমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। (১অ—১খ—১সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'অথর্ব্বাণঃ' পদে 'ঋষয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মূলভাব প্রায় এক হইলেও আমরা উক্ত পদে 'আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি (ঋ ম—৮২সূ ৫ঋক্) দ্রষ্টব্য। এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

সত্ত্বভাব হৃদয়ে জাগরিত হইলে মানুষ অমৃতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে এবং হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ হওয়ায় দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে। সত্ত্বভাবের সহিত অমৃত

প্রাপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মানুষ যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার পক্ষে অমৃতত্ব লাভ বেশী আয়াসসাধ্য হয় না, অর্থাৎ সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই অমৃতত্বের পথে মানবকে পরিচালনা করে। যিনি সত্ত্বভাব-প্রবাহিনীতে গা ভাসাইয়া পারেন, তিনি সহজেই অমৃতসাগরে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেই পন্থাই গ্রহণ করেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১অ-১খ-১সূ-২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র৩ ২র
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শং অর্ব্বতে।

১ ২ ৩ ১২
শং৩ রাজন্ ওষধীভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (রাজাধিরাজন্, হে বিশ্বস্বামিন্ যদ্বা হে জ্যোতির্ম্ময় দেব) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) 'সঃ' (ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গবে' (জ্ঞানায়, জ্ঞানলাভায়) 'শং' (মঙ্গলকরঃ) ভব ইতি যাবৎ; 'জনায়' (লোকায়, বিশ্বায়, বিশ্ববাসিনাং হিতায় ইত্যর্থঃ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ) ভব ইতি যাবৎ; 'অর্ব্বতে' (পাপায়, পাপনাশায় অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ ভব ইতি যাবৎ; তথা 'ওষধীভ্যঃ' (মোক্ষপ্রাপিকাভ্যঃ অবস্থাভ্যঃ, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ ভব ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মঙ্গলময়ঃ ভগবান্ অস্মাকং সর্ব্বমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ১খ ১সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বস্বামিন্! (অথবা হে জ্যোতির্ম্ময় দেব!) আপনি আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; আপনি আমাদিগের জ্ঞানলাভের জন্য মঙ্গলকর হউন, বিশ্ববাসীদিগের হিতের জন্য মঙ্গলকর হউন, আমাদিগের পাপ-নাশের জন্য মঙ্গলকর হউন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মঙ্গলকর হউন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান প্রথম ও তৃতীয় সামের সহিত গ্রথিত। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ; প্রার্থনার ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগের সর্ব্বমঙ্গল সাধন করুন)। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'রাজন্' দীপ্যমান সোম ! 'সঃ' প্রসিদ্ধস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গবে' 'শং' সুখং 'পবস্ব' ক্ষর জনায় পুত্রায় চ 'শং' পবস্ব 'অর্ব্বতে' অশ্বায় চ 'শং' পবস্ব ওষধীভ্যঃ চ পবস্ব ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (৬৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ঃ০ঃ ——

ভগবান্ মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তিনি বিশ্বের অধীশ্বর, তাঁহার বিশ্বমঙ্গলনীতি বশেই জগৎ বিধৃত আছে, ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতেছে। তিনি 'শিবং'। তাঁহার মঙ্গলময় প্রভাবে মানব মঙ্গলের পথে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। তাই সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

"আমরা যেন চরম মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হই। বিশ্ববাসী সকল যেন পরম কল্যাণ লাভ করে। পৃথিবী মঙ্গলময়ী হউন, বায়ু কল্যাণপ্রদ হউন, আকাশ কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমাদিগের প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও যেন আমাদিগকে পরম মঙ্গলময়ের চরণে পৌঁছিবার উপায় স্বরূপ হয়! তাই অন্যত্র শ্রুত্যুক্ত প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়,—

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।"

প্রার্থনা-মূলক স্বীকার করিয়াও ভাষ্যকার এই মন্ত্রটীকে ভিন্ন রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা গরু বাছুর প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা মাত্র। 'গবে' 'অর্ব্বতে' প্রভৃতি পদে কি অর্থ সূচিত করে, তাহা আমরা বহুত্র বলিয়াছি—এখানেও সেই সকল অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। এখানে সেই সকল ব্যাখ্যার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই তাহা উপলব্ধ হইবে। (১অ—১খ—১সূ—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

১ ২   ৩ ১   ২৩   ১ ২   ৩ ২
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্ট উভন্ত্যা কৃপা।
১ ২   ৩ ১   ২র
সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামের একটী গেয় গান আছে।

গেয়-গানং।

৭৪　　　৪ ২ ৫র ৫ ২ ১
॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ দবা ২ ৫ য়িন্দ্রা। ভা ৬ ভী ৬ য়ারুচা। পা ৬ র্যা-

২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১র র
য়িষ্টো ৩ ভা। ভা ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। কা ৩ র্ধা। সোমাঃ শুক্রাগবা

৫ ৩ ২ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ ২
২ শিরাউ॥ বা (১) হায়ি। স্বানোহোত্ ৩ ভায়িহা ৩ য়িভাঃ।

১র — ১ র ২ ১ ২ ২ ১
আবা২ জম্। বাকা ২ ৩ য়া। হুম্মায়ি। ক্রা ৩ মীৎ। সায়ি-

র ৩ ৫ ৩ ২ ১ ২ ১ র ২
দস্তোবসুষো ২ যশাউ॥ খা (২) খা। দকসোমা। সু ৩

১ ২ ২ ১ —১র র ২ ১
বাস্তা ৩ য়ায়ি। সক্ষা ২ গ্মা। নোদা ২ ৩ য়িশা হুম্মায়ি।

২ ২ ১৫ র ৫ ৩২
কা ৩ বায়ি। পাবস্বসূরিয়ো ২ দৃশাউ ॥ ১।২।৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কৃপা' (কৃপয়া, ভগবৎকৃপয়া ইত্যর্থঃ) তথা 'দবিদ্যোতত্যা রুচা' (অতিশয়দীপ্ত্যা, শক্তিসমন্বিতয়া) 'পরিষ্টোভন্ত্যা' (পরিতঃ শব্দায়মানয়া, ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'শুক্রাঃ' (শ্বেতবর্ণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'গবাশিরঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানযুক্তাঃ, পরজ্ঞানযুক্তাঃ— ভবন্তি ইতি শেষঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সত্ত্বভাবসমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ জনঃ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১অ-১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকৃপায় এবং শক্তিসমন্বিত ঐকান্তিক প্রার্থনার বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরাজ্ঞানযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি পরাজ্ঞানলাভ করেন।)॥ (১অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দবিদ্যুতত্যা রুচা' অতিশয়দীপ্ত্যা 'পরিষ্টোভন্ত্যা' পরিতঃ শব্দায়মানয়া 'কৃপা' ধারয়া চ যুক্তাঃ 'সোমাঃ' 'গবাশিরঃ' গবাশিরাঃ ভবন্তু গব্যেন পয়সা মিশ্রিতা ভবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (৬৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। ভাষ্যকারও মন্ত্রটিকে 'নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যাতে ভাষ্যার্থই অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণ পূর্ব্বক এবং ধারা সহযোগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত যাইয়া মিশ্রিত হইতেছে।" ভাষ্যকার 'শুক্রাঃ' পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। উপরোক্ত বঙ্গানুবাদে 'শুক্রাঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শুক্লবর্ণ।' কিন্তু 'সোমাঃ' পদে প্রচলিত 'সোমরস' অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহা 'শুক্লবর্ণ' হয় কিরূপে? 'সোমরস' তো শুক্লবর্ণ নয়! তাই অন্য একজন ব্যাখ্যাকার এই সমস্যার সমাধানকল্পে লিখিতেছেন,—'কথং শুক্লবর্ণা ভবন্তি? গবাশিরঃ কারণে কার্য্যবদুপচারঃ গোক্ষীরাশিরঃ। আশিরং মিশ্রং।'" কিন্তু উপরোক্ত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্টে মনে হয় যে, ব্যাখ্যাকার এই কৈফিয়ৎও গ্রহণ করেন নাই, তিনি সোমরসকেই শুভ্রবর্ণ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতেই সোমরস শুভ্রবর্ণ নয়। কিন্তু মূলেই গোল রহিয়াছে। 'সোম' বলিতে কোন মাদক দ্রব্য বুঝায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তাই নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দিয়াও সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—১থ ২সূ-১সা)। •

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ২ক ১র
হিন্বানো হেতৃভিঃ হিত আ বাজং বাজি অক্রমীৎ।

১ ২ ৩ ১ ২
সীদন্তো বনুষো যথা ॥ ২ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টীতমসূক্তের অষ্টাবিংশতি ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'সীদন্তঃ' (অবসন্নাঃ দুর্ব্বলাঃ) 'মনুষঃ' (জনাঃ, মানুষাঃ) 'হেতৃভিঃ' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যৎ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অক্রমীৎ' (আক্রামতি, প্রাপ্নোতি) 'বাজী' (শক্তিমান, পরমশক্তিসম্পন্নঃ দেবঃ) 'ভিয়ানঃ' (প্রীয়মাণঃ, প্রীতিযুক্তঃ) তথা 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, সন্ ইতি যাবৎ) 'আ' (আগচ্ছতু দুর্ব্বলেভ্যঃ অস্মভ্যং তাং আত্মশক্তিং প্রগচ্ছতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবান কৃপয়া প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রগচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

দুর্ব্বল মানুষ প্রার্থনা দ্বারা যে আত্মশক্তি লাভ করে, পরমশক্তিসম্পন্ন দেবতা প্রীতিযুক্ত এবং হিতকারক হইয়া দুর্ব্বল আমাদিগকে সেই আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)॥ (১অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বাজী' বলবান সোমঃ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ স্তোতৃভিঃ 'ভিয়ানঃ' স্তোত্রৈঃ স্তূয়মানঃ 'হিতঃ' অভীষ্টকারী সন 'বাজং' সংগ্রামং যুদ্ধং 'আ অক্রমীৎ' আক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা—'মনুষ' মনুষ্যাঃ ভটাঃ 'সীদন্তঃ' যুদ্ধং প্রবিশন্তঃ আক্রামন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৫৫) সামের মর্ম্মার্থ ।

—— § • • § ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত কাহারও সম্পূর্ণ মিল হয় নাই। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যেমন যোদ্ধারা (বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য) বসিতে বসিতে (গুঁড়ি মারিয়া) গিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে প্রস্তুত করেন তাঁহারা তাঁহাকে চালাইয়া দিলেন।" প্রধানতঃ 'সীদন্তঃ মনুষঃ যথা' পদত্রয় হইতেই অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যেও যুদ্ধের উপমার একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা সেই ক্ষীণ আভাষকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অথচ তাঁহাদের ব্যাখ্যামতই সোমরসের কল্পনা করিলেও, সেই সোমরস কাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহার কোন সন্ধান

পাওয়া যায় না। তারপর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় 'দ্রুতগামী' এবং 'সতর্কভাবে' পদদ্বয় কোথা হইতে আসিল তাহা বুঝা যায় না। অন্যান্য দু-একজন ব্যাখ্যাকার এ প্রসঙ্গে দ্রোণকলশ, প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। "বাজং দ্রোণকলশং আক্রমীৎ সোমঃ......যথা উপাবিশন্তঃ মনুষ্যাঃ আসনং আক্রমন্তি তদ্বৎ দ্রোণকলশং সোমঃ"—ইত্যাদি। কিন্তু এত কষ্ট কল্পনায় যাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। দুর্ব্বল মানুষ ভগবানের নিকট প্রার্থনার দ্বারা শক্তি লাভ করে, দুর্ব্বল প্রার্থনাকারীও তজ্জন্য ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন - ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ। 'বনুষঃ' এবং 'অক্রমীৎ' পদদ্বয় একবচনান্ত; তাই আমরা 'বনুষঃ' পদের বিশেষণ 'সীদন্তঃ' পদের একবচনান্ত অর্থ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণীর অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে।। (১অ—১খ—২দ—২সা)। •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

৩১ ২ ৩১২ ৩২ ৩১ ২

ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সঞ্জগ্মানঃ দিবা কবে।

১২৩ ১ ২ ৩ ২

পবস্ব সূর্য্যো দৃশে ॥ ৩॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'ঋধক্' (পৃথক্, স্বতন্ত্রঃ যদ্বা দীপ্তিমান) 'সঞ্জগ্মানঃ' (সঙ্গচ্ছানঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যঃ' (জ্যোতিঃসমন্বিতঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ) ত্বং অস্মাকং 'দৃশে' (দৃষ্টিশক্তিলাভায়, দিব্যদৃষ্টিলাভায়) তথা 'স্বস্তয়ে' (পরমকল্যাণপ্রাপ্তয়ে) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, ভগবতঃ সকাশাৎ আগত্য ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমকল্যাণদায়কং সত্ত্বভাবং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—১খ-২দ ৩সা)॥

* * *

168276

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্ব-তন্ত্র (অথবা দীপ্তিমান্) সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ পরমজ্যোতির্ম্ময় আপনি আমাদিগের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য এবং পরম কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট হইতে আগমন করিয়া আমাদিগের

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'। 'কবে' ক্রান্তদর্শিন্! 'স্বর্যাঃ' সুবীর্যাঃ ত্বং 'গ্মদক্' গ্মদ্বন্। তথা চ যাস্কঃ—গ্মদগিতি পৃথগ্‌ভাবস্যানু প্রবচনং ভবত্যথা পুনঃপ্রোত্তার্থে দৃশ্যতে (নিরু০ নৈ০ ৪।২৫) ইতি। 'সঞ্জগ্মানঃ' সঙ্গচ্ছমানঃ 'সন্তয়ে' 'দৃশে' দর্শনায় 'দিবা' দিবঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ॥ 'পবস্ব'—'ক্ষর'—দিবাকরে—'দিবাকবিঃ'—ইতি পাঠৌ।৩॥

* * *

তৃতীয় (৬৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ *: §——

মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনা-মূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। অনেকস্থলে ব্যাখ্যা মন্ত্র হইতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'গ্মদক্' পদের ব্যাখ্যা ভাষ্যে পরিষ্কার হয় নাই। আমরা ঐ পদের নিরুক্ত-সম্মত দুইটী অর্থ প্রদান করিয়াছি। 'স্বর্যাঃ' পদে ভাষ্যকার এক নূতন ব্যাখ্যা,-'সুবীর্যাঃ'—অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন! আমরা পূর্ব্বানুসারেই অর্থ গ্রহণে সঙ্গতি লক্ষ্য করি।

ভগবানের নিকট হইতেই সত্ত্বভাব আসে। সেই সত্ত্বভাব লাভ করিলে মানুষের দিব্যজ্ঞান বিকশিত হয়,—পরম কল্যাণের পথে মানুষ অগ্রসর হয়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যার অনেকস্থলে আমাদিগের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। যথা "হে সোমরস! তুমি কর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর।" এই অনুবাদের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের শব্দগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। (১অ-১খ-২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অথবা,

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'বাজিন' (শক্তিশালিন, সর্ব্বশক্তিমন হে দেব) 'অর্ব্বন্তঃ শ্রবস্যবঃ ন' (আত্মশক্তিকামিনঃ পাপিনঃ যথা পাপমার্গং পরিত্যজন্তি তদ্বৎ) ত্বং 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) 'সর্গাঃ' (ধনধারাঃ অমৃতধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (বিসর্জ্জয় পরিত্যাজয়, অস্মাকং হৃদি প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্। অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ২খ-৩সূ ১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হে দেব! আত্মশক্তিকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে অমৃতধারা সৃজন করেন, সেইরূপ পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে উৎপাদন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিকে অমৃতত্ব প্রদান করুন)॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা,

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমন হে দেব! আত্মশক্তিকামী পাপী যেরূপ পাপমার্গ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আপনি পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা পরিত্যাগ করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)। (১অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মার্জ্জন প্রসঙ্গাদাহ—হে 'কবে' ক্রান্তপ্রজ্ঞ! হে 'বাজিন' অন্নবন্ সোম! 'পবমানস্য' দশাপবিত্রেণ পূয়মানস্য 'তে' তব 'সর্গাঃ' সৃজ্যন্তে ইতি সর্গাঃ ধারাঃ। কীদৃশাঃ? 'শ্রবস্যবঃ' অন্নানি পরেচ্ছামাৎ ক্যচ্ (৩,১৮ বা০) যদ্বা শামস্তং কামযমানাদ্বিতীয়া ধারাঃ 'অসৃক্ষত' নিসৃজ্যন্তে বিসৃজ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অর্ব্বন্তো ন' যথা অশ্বা সঙ্গ্রামেভ্যো নির্গচ্ছন্তি তদ্বৎ পবিত্রাচ্ছিঃ সরন্তীত্যর্থঃ। প্রয়োগাপেক্ষং চাত্র ধারাবাহুল্যং॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটীর দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 'অর্ব্বন্তঃ' পদে আমরা, 'পাপী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বিবরণকার ঐ পদের 'ধাবমানাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ

অর্থও সঙ্গত বলিয়া তাহাও গৃহীত হইয়াছে, এবং তদনুসারে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যারই মূলভাব এক। উভয় ব্যাখ্যাতেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। 'হে সৎকর্ম্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও ঐক্য নাই। বিশেষতঃ 'অর্বন্তঃ ন শ্রবস্যবঃ' পদসমূহের—'যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে'—অর্থ ভাষ্যানুমত নয়, সঙ্গতও নয়। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে বিবৃত হইয়াছে। (১অ—১খ—৩সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতং অসৃগ্রং বারে অব্যয়ে।
১ ২ ৩ ১ ২
অব অবশন্ত ধীতয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধীতয়ঃ' (ধীসম্পন্নাঃ,) 'মধুশ্চুতং' (মধুস্রাবিণং, অমৃতপ্রবাহং) 'কোশং অচ্ছ' (হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অবাবশন্ত' (কাময়ন্তে); তে 'অব্যয়ে বারে' (নিত্যজ্ঞান প্রবাহে, নিত্যজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজন্তি, লভন্তে ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য-মূলকঃ। সাধকাঃ অমৃতং তথা পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ধীসম্পন্নব্যক্তিগণ অমৃতপ্রবাহ তাঁহাদিগের হৃদয়ে কামনা করেন; তাঁহারা নিত্যজ্ঞান লাভ করেন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক-গণ অমৃত এবং পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটি মন্ত্রে একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

ধারানির্গমনপ্রসঙ্গাদভিধীয়তে -'মধুশ্চুতং' মধুররসস্য চ্যাবয়িতারং ক্ষারয়িতারং 'কোশং' দ্রোণকলশং 'অচ্ছা' অভিলক্ষ্য 'অবাবে' অনিময়ে অবিষহ্যতে গারে' গালে দশাপবিত্রে 'অসৃগ্রন্' সোমাঃ ঋত্বিগ্‌ভিরভিসৃজ্যন্তে (সৃজেঃ কর্ম্মণি ভিঙ্‌ভাভিরো ভনতীতি চৈরমাদেশঃ)। কিঞ্চ 'ধীতয়ঃ অঙ্গুলি নামৈতৎ দধাস্থ প্রীণন্ত্যাভিরিতি অস্মদীয়া অঙ্গুলয়ঃ 'অবাবশন্ত' তান্ সোমান্ ন পুনঃ পুনর্মার্জ্জনার্থং কাময়ন্তে ॥ (১অ - ১খ—৩খ—২শা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৫৮) সামের মর্ম্মার্থ ।

যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারাই মঙ্গলের পথে নিজকে পরিচালনা করেন। তাঁহাদের হৃদয়ে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে তাঁহারা পূর্ণ করিবার উপায়ও অবলম্বন করেন। নিজকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, সৎপথে চলেন, সচ্চিন্তায় নিজের হৃদয়কে মনকে পবিত্র করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। যিনি যেমন ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যাঁহার হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের মূলনীতির বিরোধী না হইলে ভগবান তাহা পূর্ণ করেন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা চরম মঙ্গলজনক অমৃত প্রার্থনা করেন এবং ভগবানের কৃপায় তাহা প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার 'ধীতয়ঃ' পদে অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'ধীসম্পন্নাঃ, জ্ঞানিনঃ' প্রভৃতি স্বাভাবিক অর্থেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। বিবরণকারও ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। 'বারে অব্যয়ে' পদদ্বয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র (সামবেদ, পবমানং পর্ব্ব) আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (১অ—১খ ৩খ—২সা)। *

— —: • :——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২

অচ্ছা সমুদ্রং ইন্দবঃ অস্তং গাবো ন ধেনবঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২

অগ্মন্ ঋতস্য যোনিং আ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্‌ষষ্টীতম সূক্তের একাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধেনবঃ ন' (জ্ঞানকিরণাঃ, জ্ঞানপ্রবাহঃ যথা) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং-প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ) তথা 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) যথা 'ঋতস্য যোনিং' (সত্যস্য উৎপত্তিস্থানং সাধকহৃদয়ং ইত্যর্থঃ) অগ্মন' (গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) তদ্বৎ 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্তং অচ্ছ'। (গৃহং, আগামস্থলং, অস্মাকং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আ' (আগচ্ছন্তু); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রবাহ যেমন অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞান যেমন সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দবঃ' ক্ষরন্তঃ সোমাঃ 'সমুদ্রং' সোমানামেকত্রৈব সঙ্গমনস্থানং দ্রোণকলশং 'অচ্ছ' অভিগচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'ধেনবঃ' পয়ঃপ্রদানেন জনানাং প্রীণয়িত্র্যো নবপ্রসূতিকা গাবঃ 'অস্তং' গৃহং যথা অভিগচ্ছন্তীতি তদ্বৎ। কিঞ্চ তে সোমাঃ 'ঋতস্য যোনিং সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য যোনিং স্থানং 'আ' 'অগ্মন' আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি। গমের্লুঙি মিচ্চো লুঙি উপধালোপঃ। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

ইতি প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১।

* * *

তৃতীয় (৬৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§*§:——

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী উপমা পরিদৃষ্ট হয়। 'গাবঃ' এবং 'ধেনবঃ' পদদ্বয় একার্থক। সুতরাং 'গাবঃ ন ধেনবঃ' পদে একটীমাত্র উপমা বুঝায় না। ভাষ্যকার ঐ পদসমূহের দ্বারা একটী উপমা প্রকাশ করিতে গিয়া 'ধেনবঃ' পদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ ভাষ্যকার 'ধেনবঃ' এবং 'গাবঃ' পদদ্বয়কে একার্থক বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ভিন্নপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 'সমুদ্রং' পদেরও একটী নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু 'গাবঃ ন' এবং 'ধেনবঃ ন' এই দুইটী উপমা স্বীকার করিলে এত কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না এবং একটা সুসঙ্গত অর্থও পাওয়া যায়।

সাধক আপনার হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং সেই প্রাপ্তির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য দুইটী উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রবাহ যেমন অমৃত সমুদ্রকে

প্রাপ্ত হয়'—ইহা জ্ঞান ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। সেইজ্ঞানধারা সাধকের হৃদয়কেও শীতল ও সরস করে। তাই যাহাতে প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে এই উভয় ভাবের মিলন হইতে পারে, তিনি সেই জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিণতি বশেই জ্ঞান যেন তাঁহার হৃদয়ে উপজিত হয়। মন্ত্রে আমরা এই প্রার্থনাই দেখিতে পাই। (১অ-১খ- ৩সূ-৩সা)। *

—-•—-

প্রথমং সাম।

২৩ ১ ১ ৩১২ ৩২ ৩১২

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

১র ২র ৩১২

নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন জ্ঞানদেব) 'গৃণানঃ' (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ, অস্মাভিঃ অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) 'বীতয়ে' (যজ্ঞভাগগ্রহণায়, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'হব্যদাতয়ে' (দেবেভ্যঃ হবিঃপ্রদানায়, অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায়, অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'আযাহি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা সন্) 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণে দর্ভে, অস্মাকং হৃদয়ে কর্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) 'নি সৎসি' (নিষৎসি-নিষীদ, উপবিশ, অবস্থানং কুরু স্বামিত্ত শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানদেব! ত্বং হি সর্ব্বব্যাপী; অস্মাসু প্রকটিতঃ ভব; অস্মান্ দেবভাবসমন্বিতান্ কুরু। (১অ—২খ-১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব! অস্মৎকর্তৃক স্তুত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্তৃক অনুসৃত হইয়া, যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্‌বিংশতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টমবর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী সাম-মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করিবার জন্য, এবং সর্ব্বদেবসমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন করিবার জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব-সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন; দেবগণের অর্থাৎ দেবতাসমূহের আহ্বাতা হইয়া, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বব্যাপী; আমাদিগের মধ্যে প্রকটিত হউন; আমাদিগকে দেবভাবসমন্বিত করুন।)॥ (১অ—২খ—১সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট! ত্বং 'আয়াহি' অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। কিমর্থং? 'বীতয়ে' হবিষাং চরুপুরোডাশাদীনাং ভক্ষণায়। কীদৃশঃ সন্? 'গৃণানঃ' অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ (স্তোতৃভিঃ কর্ম্মণ কর্তৃপ্রশংসিতঃ)। পুনশ্চ কিমর্থং? 'হব্যদাতয়ে' দেবেভ্যো হবিঃ প্রদানায়। আগত্য চ হোতা দেবানামাহ্বাতা সন্ 'বর্হিষি' আস্তীর্ণে দর্ভে 'নিষৎসি' নিষীদ। লেটঃ ছান্দসঃ শপো লুক্॥ (১অ ২খ ১সূ ১সা)॥

প্রথম (৬৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে সকল সাম-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রে ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাবও পৃথক রূপে এবং একযোগে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে।

তিন শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তিন ভাবে এই সামের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ মনে করিতে পারেন,—অগ্নি একজন ঋষি ছিলেন; দেবগণের নিকট তাঁহার গতিবিধি ছিল; তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিলে তাঁহার দ্বারা যজমানের প্রার্থনা দেবসমীপে পৌঁছিতে পারিত। কোনও রাজার সহিত বা কোনও বড়লোকের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এবং তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে হইলে, সময় সময় যেমন একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন হয়, অগ্নিদেব যেন সেই মধ্যস্থ-স্থানীয় ছিলেন। মন্ত্রে তাই তাঁহার উপাসনা।

সাধারণ যাজ্ঞিকগণ মনে করিতে পারেন,—তাঁহাদের সম্মুখে যে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিকুণ্ড,

উহারই মধ্যে অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছে; ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করিলে বা উহার নিকট প্রার্থনা জানাইলে, সে প্রার্থনা দেবসমীপে ঐ অগ্নিদেব পৌঁছাইয়া দিবেন। এ ক্ষেত্রে অগ্নিদেব যে কখনও মূর্ত্তিমান প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করিয়া লইতে হয়। কারণ, তাঁহার সেই প্রকাশের বিষয় পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও কলির মানুষ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে ভাব অনুভাবনার বিষয় মাত্র।

অন্য এক শ্রেণীর সাধক অগ্নিদেবকে আর এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকেন। সায়ণ যে 'অগ্নে' শব্দের প্রতিবাক্যে 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট' পদ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের অনুভাবনায় ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন—সত্যই অগ্নিদেব 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট।' যিনি সর্ব্বত্রগতিশীল অর্থাৎ যাঁহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব আসে, ঐ শব্দে তাঁহাকেই বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিরূপে, তেজোরূপে, অগ্নিরূপে প্রকাশমান ভগবদ্বিভূতি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সে দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া যায়; মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য দ্রব্যের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে উদয় হয়; আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করিবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে কর্ম্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করায় আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'হব্যদাতয়ে' পদেও ঐরূপ বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম পক্ষের সম্বন্ধে মনুষ্যরূপ বা ঋষিরূপ দেবমধ্যস্থকারীকে পূজোপহার প্রদান অর্থ সূচিত করে। যাজ্ঞিক বিশ্বাস করেন,—তাঁহার প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যাদি অগ্নি-মুখেই দেব-সমীপে সংবাহিত হইতেছে। তৃতীয় স্তরের সাধক বুঝিতেছেন,—'ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করিতেছে; আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন; তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই।' তাই দীনতা জানাইয়া সাধক যেন কহিতেছেন,—হে দেব! এস; আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর, আমার হৃদয়-সঞ্জাত ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃত-কৃতার্থ কর। জানি, তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমিই অনন্ত। কিন্তু দেখিতে পাই, তুমি অসংখ্য অনন্ত রূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও তুমি প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ-সন্তান-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস, তদুপরি উপবেশন কর।'

'বর্হিষি নিষৎসি' পদদ্বয়ে, সাধারণ দৃষ্টিতে কুশাসনে উপবেশন, যজ্ঞপক্ষে মানসনেত্রে যজ্ঞক্ষেত্রে কুশাসনে উপবেশন দর্শন, এবং সাধনার পক্ষে হৃদ্দেশে সদ্বৃত্তির মধ্যে ওতপ্রোতঃ অবস্থান—বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের ব্যাখ্যায়

নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত বা দেবভাববিমণ্ডিত করিবার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
তং ত্বা সমিদ্ভিঃ অঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি।

৩ ১ ২
বৃহৎ শোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরঃ' (জ্যোতির্ম্ময় হে দেব) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'সমিদ্ভিঃ' (সমিন্ধনহেতুভিঃ ইন্ধনৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধয়ামসি' (প্রবর্দ্ধয়াম, অস্মাকং হৃদি সম্যক্ প্রাপয়াম ইত্যর্থঃ); 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, নবশক্তিসম্পন্ন, নবজীবনপ্রদাতঃ হে দেব) ত্বং 'ঘৃতেন' (অমৃতেন সহ) 'বৃহৎ' (অত্যন্তং, সর্ব্বতোভাবেন) 'শোচ' (দীপ্যস্ব, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—২খ—১সূ—২সা)॥

• * •

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে দেব! প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই; নবজীবনপ্রদাতঃ হে দেব! আপনি অমৃতের সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত! অঙ্গিরসঃপুত্র বা অগ্নে! তং পূর্ব্বোক্তগুণং 'ত্বা' ত্বাং 'সমিদ্ভিঃ' সমিন্ধন হেতুভিঃ দারুভিঃ 'ঘৃতেন' আজ্যেন চ 'বর্দ্ধয়ামসি' বর্দ্ধয়ামঃ। অতো হে 'যবিষ্ঠ্য' যুবতমাগ্নে! 'বৃহৎ' মহৎ অত্যন্তং 'শোচ' দীপ্যস্ব॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের আগ্নেয় পর্ব্বের প্রথম অর্থাৎ সামবেদেরই প্রথম মন্ত্র। উহা ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। উত্তরার্চ্চিকে এই খণ্ডের দ্বাদশটি মন্ত্রের কোন গেয়-গান নাই।

দ্বিতীয় (৬৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— : • : ——

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের প্রার্থনাটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়মন পবিত্র হইলে সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাই বলা হইয়াছে—"আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হই। সৎকর্ম্মসম্পাদনের দ্বারা যেন আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত করিতে পারি।"

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপা চাই। সেইজন্য, সেই কৃপালাভের জন্য, মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। "হে ভগবন! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। আমরা দুর্ব্বল, আপনার কৃপা ব্যতীরেকে আপনার নিকটে যাইতে অসমর্থ। আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন। আমরা অজ্ঞান, কি উপায়ে আপনার পূজা করিব তাহা জানি না, আপনিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনার পূজা শিখাইয়া দিন। আপনার দেওয়া উপচারে তোমারই পূজা করিব প্রভো, আমাদিগের নিজের বলিতে যে কিছুই নাই! এস, এস প্রভো, তোমার আবির্ভাবে তপ্তমরুহৃদয় শীতল হউক, প্রাণ চিদানন্দরসে ডুবিয়া যাউক।" ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১অ—২খ—১সূ—২সা) ॥ •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২ ৩২৩ ১ ১
স নঃ পৃথু শ্রবায্যং অচ্ছা দেব বিবাসসি।
৩১ ২ ৩১২
বৃহৎ অগ্ন সুবীর্য্যম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সঃ' (ত্বং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'শ্রবায্যং' (প্রশস্যং, প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষনীয়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং) 'পৃথু' (বিস্তীর্ণং, প্রভূত-পরিমাণং, পরমধনং ইতি যাবৎ) 'নঃ অচ্ছ' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং) 'বিবাসসি' (প্রযচ্ছ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—২খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডল, ষোড়শ সূক্তের একাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়া কণ্ডিকা।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি মহৎ আকাঙ্ক্ষণীয় আত্মশক্তিদায়ক প্রভূত-পরিমাণ পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব' দ্যোতমানাগ্নে! স পূর্ব্বোক্তগুণস্তং 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং প্রশস্তং 'বৃহৎ' মহৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং 'নঃ' অস্মান 'অচ্ছ' 'বিবাসসি' অভিপ্রাপয়। অত্র বাজসনেয়কং — অচ্ছাদেববিবাসসীতি তস্মোংগ্নিমদেভোতৈতদাহেতি॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৬৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

——:o:——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যের সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। ভগবানের নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় এই ভাবের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে দেব অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি লক্ষণে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর।" মূলমন্ত্রে পুত্রপৌত্রাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় তাহারা কোথা হইতে আসিল, তাহা বলা যায় না। যাহাতে মানুষ সত্যিকার শক্তিলাভ করে, যে শক্তির বলে আপনার গন্তব্যপথ নিরাপদ করিতে সমর্থ হয়, সেই পরমশক্তিদায়ক ধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে—মোহবন্ধন পুত্রপৌত্রাদির জন্য নয়। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

——·——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈঃ গব্যূতিং উক্ষতম্।

২ ৩ ১ ২
মধ্বা রজাꣳসি সুক্রতূ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতু' (শোভনকর্ম্মাণৌ, সৎকর্ম্মপ্রাপকৌ) 'মিত্রাবরুণা' (হে মিত্রবরুণৌ দেবৌ, মিত্রস্থানীয়ঃ তথা অভীষ্টপূরকঃ তৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোব্যূতিং' (জ্ঞানমার্গং নিবাসস্থানং বা) 'ঘৃতৈঃ' (শুদ্ধসত্ত্বৈঃ, যদ্বা—ভক্তিরসৈঃ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'উক্ষতং' (সিঞ্চতং) তথা 'রজাংসি' (রজোভাবানি, পারলৌকিকানি আবাসস্থানানি) 'মধ্বা' (মধুরসেন অমৃতেন বা) সিঞ্চতং ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মিত্ররূপেণ করুণাবারিবর্ষণেন ইহলোকে পরলোক চ অস্মভ্যং শান্তিং প্রযচ্ছ॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভনকর্ম্মযুক্ত (সৎকর্ম্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয়! (মিত্রস্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদিগের জ্ঞানমার্গকে অথবা নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিঞ্চন করুন; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুরসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মিত্ররূপে করুণাবারিবর্ষণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আমাদিগকে শান্তি দান করুন।)। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুক্রতু' শোভনকর্ম্মাণৌ! 'মিত্রাবরুণা' হে মিত্রাবরুণৌ! 'নঃ' অস্মাকং 'গব্যূতিং' গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং 'ঘৃতৈঃ' ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিরুদকৈঃ 'আ উক্ষতং' সমন্তাৎ অভিষিঞ্চতং। অস্মদ্গোষ্ঠং দোগ্ধ্রীঃ গাঃ প্রযচ্ছতামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'মধ্বা' মধুরেণ সুরসেন 'রজাংসি' পারলৌকিকানি অস্মদাবাসস্থানানি 'সিঞ্চতং'॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৬৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে মিত্র ও বরুণ যুগ্ম দেবতার সম্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। দেবতা—মিত্র; দেবতা—বরুণ। ভাব এই যে,—'দেবতা মিত্ররূপে আসুন—দেবতা অভীষ্টপূরক হউন।' দেবতা কেমন? না—শোভনকর্ম্মকারী বা সুকর্ম্মপ্রাপক। অর্থাৎ, সেই মিত্র-বরুণ দেবতা সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা। এখন, তাঁহাদিগের নিকট কোন্ সামগ্রী প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—"নঃ গোব্যূতিং ঘৃতৈঃ আ উক্ষতং।"

তার পর বলা হইয়াছে "রজাংসি মধ্বা উক্ষতং।" প্রার্থনা—দ্বিবিধ সামগ্রী। কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে প্রার্থিতব্য সেই সামগ্রী অতি হেয়-সামগ্রীর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া আছে। কেন-না, 'গব্যূতিং' পদে সাধারণতঃ 'গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং' অর্থাৎ গাভী চলাচলের পথ বা গরুর গৃহ (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। গরুর পথকে বা গরুর গৃহকে ঘৃতের দ্বারা সিক্ত কর—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই অর্থই সিদ্ধ হয়। যদিও তাহা নিরর্থক, কিন্তু তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'আমাদিগকে দুগ্ধবতী গাভী দান করুন।' তার পর 'রজাংসি' পদে পরলোক-সংক্রান্ত বাসস্থানসমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই বাসস্থানকে দুগ্ধের দ্বারা (মধ্বা) সেচন করা হউক—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,'—হে মিত্র-বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে কতকগুলি গাভী দান কর; আর, আমাদিগের পরলোকের আবাসস্থান-সকল যেন দুগ্ধ দ্বারা সিক্ত হয়, অর্থাৎ সেখানে গিয়াও যেন পর্যাপ্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হই।'

যাহার যতটুকু আকাঙ্ক্ষা, বেদমন্ত্র তাহার পক্ষে ততটুকু সামগ্রী প্রদানের ভাব দ্যোতনা করে। তাই, পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, এই মন্ত্রে পরমার্থের পরমতত্ত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হই। 'গোব্যূতিং' পদে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'জ্ঞানমার্গ' অথবা 'নির্ব্বাণ-স্থান' এই দুই অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হই। 'ঘৃতৈঃ' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা' অথবা 'ভক্তিরসের দ্বারা' অর্থ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে এই মন্ত্রের প্রথমাংশের, 'নঃ' হইতে 'উক্ষতং' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীর, প্রার্থনার মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের জ্ঞানমার্গ ভক্তিরসের দ্বারা আর্দ্র হউক; অর্থাৎ, আমরা যেন শুষ্ক জ্ঞানের বৃথা বিতর্কে কালাতিপাত না করি।' এক অর্থে এই ভাব আসিতে পারে। আর এক অর্থে,—'আমাদিগের নিবাসস্থানকে অর্থাৎ এই পৃথ্বীলোককে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা সিক্ত করুন; ইহলোকে যেন আর অসত্তের প্রাধান্য—পাপের প্রকোপ বৃদ্ধি না পায়, সকলেই যেন সত্ত্বসম্পন্ন হয়;' এই এক ভাব পাওয়া যায়। ফলতঃ মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায় ঐ দুই সুষ্ঠুভাবই সঙ্গত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে 'রজাংসি' ও 'মধ্বা' পদদ্বয় উপলক্ষে আর দুই সুষ্ঠু ভাব গ্রহণ করা যায়। 'রজাংসি' পদে 'রজোভাবসমূহ' অথবা 'পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। সে পক্ষে 'মধ্বা' পদে মধুররসের দ্বারা' বা 'অমৃতের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা যায়। মানুষের রজোভাব নাশ করার পক্ষে মধুররসের একান্ত আবশ্যক। আবার পারলৌকিক আবাসস্থানে অমৃতই পরম বাঞ্ছনীয়। স্বর্গাদির পর যে মোক্ষের স্থান, সেই স্থান পাইবার কামনাই 'রজাংসি মধ্বা সিক্ষতং' বাক্যে প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ইহলোকে ও পরলোকে শান্তিলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। (১অ-২খ-২সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের ২অ-১১খ—১১দ—৭ম সাম। ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিষষ্টীতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ১ ২র
উরুশংসা নমো বৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
৩ ২
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শুচিব্রতা' (পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ, পবিত্রকারকৌ হে দেবৌ) 'উরুশংসা' (বহুভিঃ শংসনীয়ৌ, সর্বৈঃ পূজিতৌ পরম মহিমান্বিতৌ) 'দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ নমোবৃধা' (দীর্ঘস্তুতিভিঃ পূজিতৌ, প্রভূত প্রার্থনয়া আরাধনীয়ৌ) যুবাং 'দক্ষস্য' (শক্তেঃ, আত্মশক্তেঃ) 'মহ্না' (মহত্বেন) 'রাজথঃ' (বিরাজথঃ, যদ্বা বিশ্বস্য প্রভূ ভবথঃ); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। ভগবান্ সর্বৈঃ আরাধিতঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ বিশ্বস্বামী ভবতি - ইতি ভাবঃ। (১অ—২খ—২সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেবদ্বয়! পরম মহিমান্বিত, প্রভূত প্রার্থনা দ্বারা আরাধনীয় আপনারা আত্মশক্তির মহত্বে বিরাজ করেন (অথবা বিশ্বের প্রভু হয়েন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সকলের আরাধিত পরম শক্তিসম্পন্ন বিশ্বস্বামী হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুচিব্রতা' পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ। হে মিত্রাবরুণৌ! উরুশংসা উরুভিঃ বহুভিঃ শংসনীয়ৌ যদ্বাত্র বৃহচ্ছংসঃ শস্ত্রং যয়োস্তৌ। 'নমোবৃধা' নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন স্তোত্রেণ বা বর্দ্ধমানৌ। 'দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ' অত্যন্তদীর্ঘস্তুতিলক্ষণাভির্যুক্তৌ যুবাং 'দক্ষস্য' দক্ষতে সমর্থো ভবত্যনেনেতি দক্ষং ধনং বলং বা তস্য 'মহ্না' মহত্বেন 'রাজথঃ' ঈশাথে ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § • • § ——

ভগবান্ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজ করেন। তিনি শক্তির আধার, তাঁহা হইতেই জগৎ শক্তি লাভ করে। জগৎ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। বিশ্ববাসী আপনার পরম-মঙ্গলের জন্য, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সেই পরমমহিমাময় দেবতার শরণ গ্রহণ করে।

তিনি জগতের মিত্রভূত, এবং মানবের অভীষ্টবর্ষক। ভগবানের এই দুই স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র তাঁহার মহিমাখ্যাপন করিয়াছেন। সেই জন্যই দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। "হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনাদ্বারা বর্দ্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর।" (১অ—২খ—২সূ-২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনৌ ঋতস্য সীদতম্।
৩ ১ ২র
পাতং সোমং ঋতাবৃধা ॥ ৩ ॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'জমদগ্নিনা' (প্রজ্বলিতজ্ঞানাগ্নিনা, পরাজ্ঞানসম্পন্নেন জনেন ইত্যর্থঃ) 'গৃণানা' (আরাধিতৌ সন্তৌ) যুবাং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য উৎপত্তিস্থানং, তস্য হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'সীদতং' (উপবিশতং, প্রাপ্নুতং); 'ঋতাবৃধা' (সত্যস্য বর্দ্ধয়িতারৌ, সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) যুবাং কৃপয়া 'সোমং' (সত্ত্বভাবং, অজ্ঞানানাং অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উৎপাদ্য তং ইত্যর্থঃ) 'পাতং' (পিবতং, গৃহ্ণীতং); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সত্ত্বভাবং প্রদায় অস্মান্ মোক্ষলাভসমর্থান্ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! পরাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া আপনারা তাঁহার হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা কৃপাপূর্ব্বক অজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করিয়া তাহা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া আমাদিগকে মোক্ষলাভসমর্থ করুন।)। (১অ—২খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিষষ্ঠীতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'জমদগ্নিনা' এতন্নামকেন মহর্ষিণা যদ্বা জমদগ্নিনা প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ 'গৃণানা' স্তূয়মানৌ যুবাং 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনৌ' দেবযজনাখ্যে দেশে 'সীদতং' উপবিশতং 'ঋতাবৃধা' ঋতস্য কর্ম্মফলস্য বর্দ্ধয়িতারৌ যুবাং 'সোমং' 'পাতং' অস্মাভিরভিষুতং সোমং পিবতং। (১অ–২খ–২সূ–৩সা)।

• • •

তৃতীয় (৬৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

জ্ঞানীর হৃদয়ই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিবাস স্থান। প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নি সাধকের হৃদয়ের সকল আবর্জ্জনা পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয়। হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলেই তাহাতে ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হয়। বিশুদ্ধ হৃদয় জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহ ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত, হৃদয়ের সমস্ত শক্তির সহিত, ভগবানের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ভগবানও তপঃশক্তির আকর্ষণে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, যাহাদের সাধনাগ্নি প্রখর উজ্জ্বল নহে তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিনই পতিত থাকিবে? তাহারা কি মুক্তি পাইবে না? তাহাদিগের মুক্তির উপায়—ভগবানের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা। "হে ভগবন! আমরা অজ্ঞান, দুর্ব্বল। আমাদিগের সাধনশক্তি নাই, হৃদয় সত্ত্বভাবের প্রভাবে বিশুদ্ধ নয়। আমাদিগের কি গতি হইবে প্রভো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, মোক্ষমার্গে পরিচালিত করুন। আপনিই আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব, পরাজ্ঞান প্রদান করুন। যেন আপনার দেওয়া উপচারে আপনারই পূজা করিতে পারি, আপনার দেওয়া শক্তিবলে আপনারই চরণতলে উপস্থিত হইতে পারি।" (১অ—২খ—২সূ-৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩১উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
আয়াহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
এদং বর্হিঃ সদো মম॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মৎসকাশং ইতি ভাবঃ); 'তে' (তব প্রভাবেন) 'সুষুমা হি' (বয়ং মনুষ্যাঃ মরদেহবিশিষ্টাঃ, যদ্বা—বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবাম তদ্বিধেহি ইতি শেষঃ); অতঃ 'ইমং' (এতং, জন্মসহজাতং অভিনামাত্রং যদস্তি ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পিব' (গৃহাণ); 'মম' (মদীয়ং) 'ইদং' (এতৎ, উপেক্ষিতং) 'বর্হিঃ' (হৃদ্রূপং দর্ভাসনং) 'আ সদঃ' (আসীদ, প্রাপয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্! কৃপয়া মাং সত্ত্বসম্পন্নং কুরু তথা মদীয়ে এতস্মিন্ উপেক্ষিতে হৃদয়ে আসনং গৃহাণ।' (১অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের নিকটে আগমন করুন; আমরা মরদেহবিশিষ্ট মনুষ্য (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারি, তাহা বিহিত করুন); অতএব, জন্মসহজাত এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্ব্বতোভাবে তাহা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়রূপ দর্ভাসনে আসীন হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে সত্ত্বসম্পন্ন করুন এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন।)। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'আয়াহি' অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ বয়ং 'তে' ত্বদর্থং 'সুষুমা হি' সোমমভিষুতবন্তঃ খলু তং 'ইমং' অভিষুতং সোমং ত্বং পিব ত্বদর্থং 'মম' মদীয়ং ইদং 'বর্হিঃ' বেদ্যামাস্তীর্ণং দর্ভং 'আ সদঃ' আসীদ অভি নিষীদ। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (৬৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষুমা' 'সোমং' এবং 'বর্হিঃ'—এই তিনটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে। 'সুষুমা' পদে 'আমরা সোমরস অভিষুত করিয়া রাখিয়াছি'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়। এ অর্থ যে সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনাপ্রসূত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'সোমং' পদের সঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়াই এখানে অভিষব-ক্রিয়াকে টানিয়া আনা হইয়াছে। নচেৎ, নিঘণ্টু-নিরুক্ত অনুসারেও ঐ পদের ঐ অর্থ সিদ্ধ হয় না; আবার, যুক্তি অনুসারেও ঐ পদের অন্য অর্থ

সিদ্ধান্তিত হইতে পারে। 'সুষুমাঃ' পদ মনুষ্য নাম মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয়। সে অর্থের অনুসরণ করিলে 'সুষুমাঃ' পদের প্রতিবাক্য 'বয়ং মনুষ্যাঃ মরদেহবিশিষ্টাঃ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'সোমং' পদে যথাপূর্ব্ব শুদ্ধসত্ত্ব অর্থই সঙ্গত হয়। তাহা হইতে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব পাই এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা মরদেহধারী, আপনি অশরীরী, সুতরাং আমাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ মিলন সম্ভবপর নহে। আপিচ, আমরা এমন কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারি নাই, যদ্দ্বারা আপনাকে লাভ করিতে পারি। তাই প্রার্থনা জন্মসহজাত স্বতঃসঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু হৃদয়ে আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করুন; আর এই হৃদয়ে আসিয়া সমাসীন হউন।'

প্রচলিত অর্থের ভাব,—'হে ইন্দ্র! তুমি এস। তোমার জন্য সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা পান কর, আর এই কুশের উপর উপবেশন কর।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ হইল,—'আমরা ক্ষুদ্র মানুষ; আমাদিগের কি আছে যে, আপনাকে প্রদান করিব? আপনি কৃপা করিয়া হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হউন, আর হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে সত্ত্বভাব আছে, তাহাই গ্রহণ করুন।' ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়াইল, তাহার কারণ—মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর মর্ম্মসারগ্রহণেই উপলব্ধ হইবে। 'সুষুমা হি' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এক ভাবে 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি, আর এক ভাবে প্রার্থনা প্রকাশ পায়। শেষোক্ত অর্থ প্রকাশে 'সুষুমা হি' পদের প্রতিবাক্যে "বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবামঃ তদ্বিধেহি" এইরূপ পদসমষ্টি গ্রহণ করা যায়। 'ইমং' আর 'ইদং' পদে, যথাক্রমে 'অতি সামান্য' এবং 'উপেক্ষিত' ভাব আসে। 'বর্হিঃ' পদ হৃদয়-রূপ কুশাসন অর্থ প্রকাশ করে। বহুত্র এসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এ মন্ত্রে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার আকুল কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই সারমর্ম্ম। (১অ—২খ ৩প্র ১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২৩ ২৩ ১২ ৩ ১২
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতাং ইন্দ্র কেশিনা।

২৩ ১২
উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের ২অ ৮খ—৮দ-সপ্তম সাম। ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব !) 'ব্রহ্মযুজা' (প্রার্থনাসমন্বিতে) 'কেশিনা' (শিখাবন্তৌ, রশ্মিযুক্তে, সুপথপ্রদর্শকে) 'হরী' (পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয়ং অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয় ইত্যর্থঃ) 'বহতাম' (প্রাপয়তাং) ; হে দেব ! 'নঃ' (অস্মাকং) 'ব্রহ্মাণি' (প্রার্থনাঃ পূজাঃ) 'উপশৃণু' (সম্যক্ আকর্ণয়, গৃহাণ) ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং জ্ঞান-ভক্তিসমন্বিতয়া প্রার্থনয়া সাধকঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—২খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব ! প্রার্থনাসমন্বিত সুপথপ্রদর্শক পাপহারক ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধকহৃদয়ে প্রাপ্ত করায় ; হে দেব ! আমাদিগের প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিসমন্বিত প্রার্থনা-দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ব্রহ্মযুজা ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ যুজ্যমানৌ 'কেশিনা' কেশিনৌ কেশবন্তৌ 'হরী' হরণ-শীলৌ বা অশ্বৌ 'ত্বাং' ত্বাং 'অবহতাং' অভিপ্রাপয়তাং। ত্বং চাস্মদ্যজ্ঞমুপেত্য 'নঃ' অস্মাকং 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি শৃণু সম্যক্ চিত্তে ধারয় ॥ (১অ-২খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৬৭ সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

জ্ঞান ও ভক্তি—এই দুয়ের প্রত্যেকটীই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। যদি সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির একত্র মিলন হয় এবং তদুপরি প্রার্থনার সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। তাই বলা হইয়াছে 'প্রার্থনাসমন্বিত ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধক হৃদয়কে প্রাপ্ত করায়।' ভক্তি ও জ্ঞানই মানুষের মোক্ষমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'হরী' পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল "হে ইন্দ্র ! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।" 'হরী' পদে ভাষ্যকার 'হরণশীলৌ বা অশ্বৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার উভয়দিক রক্ষা করিয়া "পাপনাশক অশ্ব" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্ব 'হরণশীল' অথবা 'পাপনাশক' অথবা 'ব্রহ্মযুজা' হয় কিরূপে ? ঐ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা কি কোন সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? আমরা পূর্ব্বাপরই 'হরী' পদে 'পাপহারকৌ'

অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও ঐ অর্থে শব্দটি লক্ষিত হয়। জ্ঞানভক্তিই পাপহারক; 'হরী' পদে 'জ্ঞানভক্তি' অথবা জ্ঞান ও সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করে। 'কেশিনা' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ৮২সূ—৬ঋ) দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা আলোচিত হইয়াছে॥ (১অ—২খ ৩সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

ব্রহ্মাণঃ ত্বা যুজা বয়ং সোমপাং ইন্দ্র সোমিনঃ।

৩ ১ ২

সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ব্রহ্মাণ যুজা' (স্তোত্রেণ যুক্তাঃ, প্রার্থনাকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমিনঃ' (সোমাভিলাষিণঃ, সত্ত্বভাবকামিনঃ) 'বয়ং' 'সুতাবন্তঃ' (বিশুদ্ধতাযুক্তাঃ, বিশুদ্ধহৃদয়াঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমপাং' (সোমস্য পাতারং, সত্ত্বভাবরক্ষকং, সত্ত্বভাবদাতারং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (আরাধয়াম); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবদায়কং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ. ২খ—৩সূ ৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! প্রার্থনকারী সত্ত্বভাবকামী আমরা বিশুদ্ধ হৃদয় হইয়া সত্ত্বভাবদাতা আপনাকে যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবদায়ক ভগবানকে আরাধনা করি।)॥ (১অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র 'ব্রহ্মাণঃ' ব্রহ্মাণঃ বয়ং ত্বাং ত্বা 'যুজা' যোগ্যেন স্তোত্রেণ 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। কথম্ভূতং? 'সোমপাং' সোমস্য পাতারং। ঈদৃশা বয়ং 'সোমিনঃ' সোমযুক্তাঃ 'সুতাবন্তঃ' অভিষুতৈঃ সোমৈরুপেতাঃ। 'ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজাবয়ং' 'ব্রহ্মাণস্ত্বাবয়ং যুজা'—ইতি পাঠৌ॥ ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। উহার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। ভগবানই সৎভাবের আধার, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ সৎভাব প্রাপ্ত হয়। তাই, তাঁহাকে আরাধনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে। যাঁহারা সৎভাব পাইতে কামনা করেন, তাঁহারা সেই কল্পতরুমূলেই কামনা নিবেদন করেন। আর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিলে তাহা কখনও বিফল হয় না।

ভাষ্যকার 'ব্রহ্মাণযুজা' পদের 'ব্রহ্মাণ' অংশের অর্থ করিয়াছেন 'ব্রাহ্মণাঃ' অথচ, তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ব্রহ্মযুজা' পদের 'ব্রহ্ম' অংশের অর্থ করিয়াছেন—মন্ত্র! 'ব্রহ্ম' শব্দ 'পরমব্রহ্ম' ও 'প্রার্থনা' অর্থে শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে বহুত্র আমরা তাহার উদাহরণ পাইয়াছি। ভাষ্যকার এখানে হঠাৎ 'ব্রহ্মাণ' পদে 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। এখানে 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ করায় অর্থগৌরবেরও হানি হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ আমরা প্রার্থনা করিতেছি'—একথা বলায় প্রার্থনাকারীদিগের কি কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পাইল? মূলার্থের ব্যত্যয় ঘটাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি। প্রচলিত একখানা বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতে 'ব্রহ্মাণ' পদে 'স্তোতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের মতেও উহা সঙ্গত অর্থ। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ—২খ—৩সূ-৩সা)। *

প্রথমং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী আগতꣳ সুতং গীর্ভিঃ নভো বরেণ্যং।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অস্য পাতং ধিয়েষিতা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে দেব তথা জ্ঞানদেব) যুবাং 'অস্য' (সাধকস্য) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইষিতা' (প্রেরিতৌ, প্রীতৌ সন্তৌ ইত্যর্থঃ) 'নভঃ' (নভসঃ, দ্যুলোকাৎ) 'আগতং' (আগচ্ছতঃ) তথা 'ধিয়া' (ধীশক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা) অস্য 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (রক্ষতঃ, যদ্বা গৃহ্নীতঃ) ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ - ২খ—৪সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে বলাধিপতিদেব এবং জ্ঞানদেব ! আপনারা সাধকের প্রার্থনাদ্বারা প্রীত হইয়া দ্যুলোক হইতে আগমন করেন এবং আত্মশক্তিরদ্বারা ইঁহার বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব্ রক্ষা করেন (অথবা গ্রহণ করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।)॥ (১অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'সুতং' অভিষবাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতং অতএব 'বরেণ্যং' বরণীয়ং সম্ভজনীয়মিমং সোমং প্রতি 'গীর্ভিঃ' অস্মদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভিরাহূতৌ সন্তৌ 'নভঃ' নভসঃ স্বর্গাখ্যাৎ স্থানাৎ 'আগতং' আগচ্ছতং। আগত্য চ 'ধিয়া' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণেন কর্ম্মণা 'ইষিতা' ইষিতৌ প্রেরিতৌ যুবাং 'অস্য' ইমং সোমং 'পাতং' পিবতং। যদ্বা 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া বুদ্ধ্যা ইষিতৌ প্রাপ্তৌ অস্মত্তক্ত্যা প্রেরিতৌ যুবামিমং সোমং পিবতং ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৬৬৯) সামের মর্ম্মার্থ ।

ভগবানই জগতের রক্ষাকর্ত্তা তিনি বিশেষভাবে সাধকদিগকে রক্ষা করেন। সাধকের হৃদয়ে যে সুকুমার পবিত্র মনোভাব জন্মলাভ করে, তাহা সামান্য আঘাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করা হয়। সাধকের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকেও ভগবান সেইরূপে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করেন। সাধকও আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে থাকেন। সেই প্রার্থনায় প্রীত হইয়া ভগবান সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। সাধকের হৃদয়ই স্বর্গ অথবা স্বর্গ হইতেও মহত্তর, পুণ্যতর স্থান। কারণ ভগবান্ স্বর্গ ছাড়িয়া সাধকের হৃদয়ে আগমন করেন। যেখানে ভগবান বাস করেন সেইস্থানই স্বর্গ। আবার, যেখানে সাধক থাকেন, ভগবানও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন—"মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।" ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

'সুতং' পদ দৃষ্টেই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে ইন্দ্রাগ্নি ! তোমরা স্তুতিদ্বারা (আহূত হইয়া স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় (এই সোমের উদ্দেশে) আগমন কর। আমাদের ভক্তি

হেতু আগত হইয়া (এই সোম) পান কর।" মূলে সোমরসের উল্লেখ নাই তাহা ব্যাখ্যার বন্ধনী চিহ্ন হইতে উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধ হইবে ॥ (১অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ স চা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ।

৩১ ২ ৩২ ৩২

অয়া পাতং ইমং সুতম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব !) 'জরিতুঃ' (স্তোতুঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'সচা' (সহায়ভূতং—মোক্ষলাভে ইতি যাবৎ) 'চেতনঃ' (চেতয়িতৃ, জ্ঞানদায়কং) 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'জিগাতি' (যুবাং অভিগচ্ছতি যুবাং প্রাপ্নোতি) 'অয়া' (সাধকস্য প্রার্থনয়া) আগতৌ সন্তৌ যুবাং 'ইমং' (প্রসিদ্ধং, সাধকহৃদয়স্থিতং ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (পিবতং, গৃহ্নীতং যদ্বা রক্ষতং); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা সাধকঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি,—ইতি ভাবঃ। (১অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব ! প্রার্থনাকারীদিগের মোক্ষলাভে সহায়ভূত, জ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম্ম আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয়; সাধকের প্রার্থনাদ্বারা আগত হইয়া আপনারা সাধকহৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করেন (অথবা রক্ষা করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী 'জরিতুঃ' স্তোতুঃ 'সচা' স্বর্গাদিলক্ষণপ্রাপ্তৌ সহায়ভূতো 'যজ্ঞঃ' জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞ সাধনভূতশ্চেতনঃ ইন্দ্রিয়াণাং চেতয়িতা আপ্যায়নকারী সন্নসৌ সোমঃ 'জিগাতি'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সুবানভিগন্তহতি 'অয়া' অস্মদীয়য়া স্তুতিলক্ষণয়া অনয়া বাচা আহুতৌ সন্তৌ যুবাং 'সুতং' অভিষবাদি সংস্কারোপেতং 'ইমং' 'সোমং' পিবতং। (১অ—২খ—৪সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (৬৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন সাধনোপায়ের মধ্যে যে কোন একটী দ্বারাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করা যায়। কর্ম্মের দ্বারা মানুষ আপনার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিতে পারে। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সাধক রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী যে কোন একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। ভগবান সাধকের হৃদয় দেখেন। সেখানে যে ব্যাকুলতা থাকে তাহাই সাধকের উন্নতির সহায়ক হয়। সাধক হৃদয়ে ভগবানের যে সাড়া পান, তাহাই তাঁহাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করে।

ভগবানও ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তিনিও ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। তাই ধ্রুবের কাতর আহ্বানে তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু ধ্রুবের সাধনা কি ছিল? সাধনমার্গে তাঁহার কি সম্বল ছিল? হৃদয়ের পবিত্রভাব আর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই তাঁহাকে ভগবৎ-চরণে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। প্রার্থনাকারী জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের যে কোন এক আশ্রয় অবলম্বনেই সাধনমার্গে অগ্রসর হউন না কেন, যদি তাঁহার হৃদয়ে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইবেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—৪সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে।

১ ২র ৩ ১ ২

তা সোমস্য ইহ তৃম্পতাম্॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিচ্ছদা' (সাধকানাং ফলপ্রদাতারৌ, সাধকানাং মোক্ষদাতারৌ) 'ইন্দ্রমগ্নিং' (বলাধিপতিং দেবং তথা জ্ঞানদেবং) 'বৃণে' (আরাধয়ামি—অহং ইতি শেষঃ); 'তা' (তৌ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণাং) 'জূত্যা' (সাধনভূতেন) 'ইহ' (অত্র, অত্রস্থিতেন, অস্মাকং হৃদয়স্থিতেন) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবেন ইত্যর্থঃ) 'তৃম্পতাং' (তৃপ্তৌ ভবতাং) অস্মাকং সৎকর্ম্মণা প্রীতঃ সন্ ভগবান্ অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ অন্তর্নিহিতঃ ভাবঃ॥ (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের মোক্ষদাতা বলাধিপতি দেব এবং জ্ঞানদেবকে আমি আরাধনা করিতেছি; তাঁহারা সৎকর্ম্মের সাধনভূত আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা তৃপ্ত হউন। (প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া ভগবান্ আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।)॥ (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যজ্ঞস্য' যজ্ঞসাধনভূতস্য সোমস্য 'জূত্যা' জূতিঃ প্রেরণং সোমস্যাবস্তজনামং প্রেরয়তি। সাধনমুপলভ্য তৎসাধ্যে ক্রতৌ যজমানঃ প্রবর্ত্তত ইতি হি তস্য প্রেরকত্বং। তয়া প্রেরণরূপয়া জূত্যা প্রেরিতোঽহং স্তোতা 'কবিচ্ছদা' কবীনাং স্তোতৄণামুচিতফলপ্রদানেনোপচ্ছাদকৌ ইন্দ্রমগ্নিং চ বৃণাং 'বৃণে' সম্ভজেত আগতৌ চ তাবিন্দ্রাগ্নী 'ইহ' অস্মদীয়ে অস্মিন্ কর্ম্মণি 'সোমস্য' সোমেন সোমযাগেন 'তৃম্পতাং' তৃপ্যতাং। (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

ইতি প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (৬৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § :*: § ———

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। "আমরা দুর্ব্বল, আমরা অক্ষম। আমাদিগের ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সাধনা সম্ভবপর হয়, ততটুকুই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছি। তিনি তাহাই গ্রহণ করুন। আমাদিগের নিজের বলিতেই বা কি আছে? তাঁহারই দেওয়া উপচারে তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। তাহাই তিনি গ্রহণ করুন, তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া যেন আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করেন। তিনি মোক্ষবিধাতা, তিনি শক্তিদাতাও বটেন। তাঁহারই নিকট হইতে মানুষ শক্তিলাভ করে, তিনি যদি শক্তি না দেন, তবে আমরা কোথা হইতে শক্তি পাইব? তাই তাঁহার নিকটেই শক্তি লাভের প্রার্থনা করিতেছি।"

আমাদিগের হৃদয়মধ্যে ভগবৎপ্রদত্ত যে সত্ত্বভাব রহিয়াছে তাহাই মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা দেয়। সান্ত মানুষের মধ্যে যে অনন্তের বীজ রহিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে অনন্তের পথে পাঠায়। সুতরাং মানুষ যা কিছু করে, সমস্তই সেই ভগবৎ শক্তির প্রেরণা-বশে। তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তাঁহার পূজা করা হয়, সুতরাং তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন কেন? মানুষের নিজের কি কিছু আছে, যে তাহা ভগবানের চরণে অর্পণ করিবে? মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভুত্যা' পদে আমরা বিবরণকারের অনুসরণে "সাধনভূতেন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)। *

—:•:—

প্রথমং সাম॥

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১ ২র
উচ্চা তে জাতং অন্ধসো দিবি সদ্‌ভূম্যা দদে।

৩ ১র ৩ ২ ৩ ১ ২
উগ্রং শর্ম্ম মহি শ্রবঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানম্।

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ২ — ১
১॥ (আমহীয়বম্)। উচ্চাতা০ইজাতমন্ধসাঃ। দিবাইসাহ ১ ভূ ২। মিআ ২ ৩

২ ১ ২ ১ ২ ৫ ২ ৪র ৫
দদাই। উগ্রংশর্ম্মা। মহা ২ ৩ ই শ্রবাউ। বা ৩। (১) সনথা ৩ ইন্দ্রায়বজ

১ ২ ২ — ১ ২ ২ ২র ১
বাই। বরুণাহ ১ য়া ২। মরু ২ ৩ ড্ভ্যাঃ। বরিবোবাইৎ। পরা ২ ৩

২ ৫ র র ২ ৪র ৫ ২ ১ ২ —
ইস্রবাউ। বা ৩। (২) এনাবো ৩ ইখানি অর্ব্যআ। দ্যুম্নানাহ ১ ইমা ২।

২ ১ ২র২১ ২ ২র ১ ১ ১ ১
সুবা ২ ৩ পাম। নিধানন্তাঃ। বনা ২ ৩ মহাউ। বা ৩। ঔহোবে ২ ৩ ৪ ৫ ।(৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

২ র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
৯। (অরাবোধীয়ম)। উচ্চাতেজোবা। ভামন্ধসাঃ। দিবায়িদা ২ ৩ দদে।

র ১ ২ ৪ ৫ ৩ ২
মিরাদাদায়ি। উগ্রাত্৺শা ১ র্ম্মা ২ ৩ যা। হি। শ্রবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
(১) সমইন্দ্রোবা। বাষজ্যবায়ি। বরুণা ২ ৩ য়া। মরুদ্ভ্যায়াঃ। বরা-

২ ৪ ৫ ৩ ২ ২র র ১ ২
য়িবো ১ বী ২ ৩ ৎপা। য়ি। শ্রবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২) এনাবিশ্বোবা।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫র
ন্যা অর্য্যআ। দ্যুম্নানা ২ ৩ য়িমা। হুবাণাম্। সিষাসা ১ ন্তা ২ ৩ বা। না।

৩ ২
মহো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

• • •

২র র র র ২ ১
১০। (আষভঃ পাবমানম)। হাহাউচ্চাতেজা। হা ৩। হা ৩ য়ি।

২ ^ ২ ৫ ২ ১ র ২ ২ ২ A ৩
ভামা ২ ন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবিসদ্ভুমিয়া ১ দা ৩ দে। উগ্র৺শা ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র র
র্ম্মা। ওমো ৩। মহোবা। শ্রা ৫ বো ৬ হায়ি॥ (১) হাহাউসনইন্দ্রা।

২ ১ A ৩ ৫ ১ র ২ ২
হা ৩। হা ৩ য়ি। য়াযা ২ জ্যা ২ ৩ ৪ বায়ি। বরুণায়মরু ১ দ্ভ্যা ৩

২ ৩ ৫ ১ ২ ৪ ৫ ৪
য়াঃ। বয়িবো ২ ৩ ৪ বীৎ। ওমো ৩। পরোবা। শ্রা ৫ বো ৬

৫ ২র র র র ২ ১ ^ ৩
হায়ি॥ (২) হাহাএনাবিশ্বা। হা ৩। হা ৩ য়ি। ন্যাৰ্য্যা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪

৫ ১ র র ২ ২ ২ ২ ৩ ৫ ১ ২
আ। দ্যুম্নানিমাম্ ১ বা ৩ ণাম্। সিষাসা ২ ৩ ৪ ন্তাঃ। ওমো ৩।

৪ ৫ ৪
মহোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি (৩)॥

• • •

২ ১র র ২র ১ র র ২ ১
১১॥ (পৌষ্কলম)। উচ্চাতেজতমো। হোহোবাহায়ি। ধসাঃ। দিবি-

র ২ — ৩ ১ ১
সদ্ভুমিয়ো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। দাদা ২ য়ি। উগ্র৺শর্ম্ম-

RISHNA MISSION INSTITUTE

২র র১২ ১২৩ ৫ ১২ ১
১৩। (ঐড়গৌপর্ণম্)। উচ্চাতেজোবা। তামন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবারিণদ্ভূ।

৭ ৯ ৩ ৬ — ১ ২ ১২১
মিয়া ২ দা ২ ৩ ৪ দায়ি। উ ২ গ্রাম। শা ২ ৩ র্শ্বা। মাহিশ্রবা।

২ ৪৫ ২ ১৫ ১২৩ ৫ ২১২র১
ঔ ৩ হোবা। (১) সনইন্দ্রোণা। যাবজ্যা ২ ৩ ৪ বামি। বরুণায়া।

১ ৯ ৩ ৫ — ১ ২ ১২১
মরু ২ দ্ভা ২ ৩ ৪ য়াঃ। বা ২ য়ারি। বো ২ ৩ বীৎ। পারিস্রবা।

২ ৪৫ ২র র ১২ ১২৩ ৫ ২১২১ ৯
ঔ ৩ হোবা। (২) এনাবিশ্বোবা। নাজর্য্যা ২ ৩ ৪ জা। চ্ছায়ানিমা। নূ ২

৭ ৫ — ১ ২ ১২র১ ২
বা ২ ৩ ৪ পাম্। দা ২ ম্রিবা। দা ২ ৩ স্তাঃ। বানামহা। ঔ ৩

৪৫ ৫
হোবা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

২র১র — ১ ২১ —
১৪। (সুরূপোত্তরম্)। উচ্চাতেজোহো ২। ইয়া। তমন্ধাসা ২ঃ। দিবিং

১ — ১ ২র১ — ১ — ১
সবজ্জোহো ২। ইয়া। মিয়াদাদা ২ য়ি। উগ্রও্ শর্ম্মোহো ২। ইয়া।

২১ ২ ৯ ২১ —১ ২১ —
মহিশ্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩ঃ। (১) সনইন্দ্রোহো ২ ইয়া। যবজ্যাবা ২ মি।

১র — ১ ২১ — ১র — ১
বরুণায়োহো ২। ইয়া। মরুদ্ভায়া ২ঃ। বরিবোবোহো ২। ইয়া।

২১ ২৯ ২রর১ — ১ ২১ —
পরিস্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩। (২) এনাবিশ্বোহো ২। ইয়া। নিজর্য্যাজা ২।

র১ — ১ ২১ — ১১ — ১ ২১র
চ্ছায়ানিমোহো ২। ইয়া। নৃপাণা ২ম্। সিষাসন্তোহো ২। ইয়া। বনামা ২ ৩

২৯ ১
হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

২র রর —১ — ১ ১র —
১৫। (অদারসৃৎ)। হাউচ্চাতেজা। তমা ২ ন্ধাসা ২ঃ। দিবিসদ্ভূমিয়া ২

১ — — ১ — ১ ৯ ৩ ৫র র
দাদা ২ য়ি। উগ্রা ২ ও্ শার্ম্মা ২। মহি। শ্রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (১)

৫ ২র ১র র ২ ২ ১ ২ ১ ∧ ৩
হায়ি ॥ (২) এনাবিশ্বানি। অর্য্যা ৩ আ। দ্যুম্নানী ৩। মানু ২ ষা

৫ ১ ২ ∧ ৩২ ১ ৫ ৫
২ ৩ ৪ণাম্। সিষাসা ১ন্তা ২ঃ। বনা ৩। মা ২ ৩ ৪হৌ ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২ র র র ২ ১ ২র
১৮॥ (গৌমিত্রম্)॥ উচ্চাতেজাতমন্ধসা ৩ এ। দিবিসদ্ভূমি। আ ২ ১ ২ ৩।

৩ ১ ২ —১ ৪ ৫ ৪
দদা ৩ ৪ ৩ য়ি। উ ২ ৩ গ্রাম্। শর্ম্মা ২ ৩ ২ ৩। মহোবা। শ্রা ৫

৫ ২ র ২ ১ ২র —
বো ৬ হায়ি ॥ (১) সনইন্দ্রায়যজ্যবা ৩ এ। বরুণায়ম। রু ২ ১ ২ ৩।

২ ১ ২ র —১ ৪ ৫ ৪
দ্ভিয়া ৩ ৪ ৩ঃ। বা ২ ৩ রায়ি। বোবা ২ ৩ ২ ৩। পরোবা। শ্রা ৫

৫ ২র র র ২ ১র ১২র —
বো ৬ হায়ি। (২) এনাবিশ্বান্যর্য্যাআ ৩ এ। দ্যুম্নানিমা। নু ২ ১ ২ ৩।

র ২ ১ ২ —১ ৪ ৫
ষাণা ৩ ৪ ৩ ম। সা ২ ৩ য়িষা। সন্তা ২ ৩ ২ ৩। বহোবা।

৪ ৫
শ্রা ৫ হো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

১ ২ ১ ২ র র ১ ∧ ৩
১৯। (ঔক্ষ্ণম্)। উচ্চা। এউচ্চা। তেজাতম্। অ ৩। জা ২ সা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২A ৩ ৫ ৩২ ১A
ঔহোবা। ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবাস্নিসা ২ ৩ ৪ দ্ভূ। মিয়া ৩। আ ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২A ৩ ৫ ৩২
দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ দে। উগ্রাংশর্ম্মা ২ ৩ ৪ র্ম্মা। মহা ৩

১ A ৩ ২র র ৩ ৫ ১২
য়ি। শ্রা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শ্রা ২ ৩ ৪ বাঃ॥ (১) সনঃ।

১ ২ র ১ A ৩ ৫র র ৩
এসানাঃ। ইন্দ্রায়। যা। ৩। যা ২ ব্যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ৩২ A ৩ ৫র র
বে। বরুণা ২ ৩ ৪ য়া। মরু ৩। ন্মা ২ রু ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২   ১   A   ৩২A৩   ৫   ১ র ২ র   ১ ২
হোবা। বাগ্নিষা ২। নিআর্যা। ২ ৩ ৪ আ। হ্বায়ানিমা। নূবা ১

—   ১র   ২A   ২A   ৩   ৫   ১ ৯
গা ২ ম্। সিবা। হা। ঔ ৩ হোম্বি। সা ২ ৩ ৪ স্থাঃ। বা ২

৩   ৫র র   ২   ১ ১১১১
সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। মহা ২ ৩ ৪ ৫ বি (৩)। ১।২।৩।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'উচ্চা' (উপরি, স্বর্গলোকে) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'অন্ধসঃ' (রসস্য, অমৃতস্য ইত্যর্থঃ) 'জাতং' (জন্ম) ভবতী ইতি শেষঃ; সত্ত্বভাবঃ দেবলোকজাতঃ ইত্যর্থঃ; ত্বং 'দিবি' (স্বর্লোকে) 'সৎ' (অবস্থিতঃ সন্) 'ভূম্যা' (ভৌমজন্তুঃ, অস্মাদৃশান পাপিনঃ ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (তেজোপূর্ণং, তেজোময়ং) 'শর্ম্ম' (কল্যাণং) 'মহি' (মহৎ) 'শ্রবঃ' (অন্নং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দদে' (প্রযচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। পরমকল্যাণলাভায় বয়ং সত্ত্বভাবপূর্ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ-৩খ-১সূ-১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গলোকে তোমার সম্বন্ধীয় রসের জন্ম; অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবলোকজাত; স্বর্লোকে অবস্থিত হইয়া অস্মাদৃশ পাপীদিগকে তেজোময় কল্যাণ এবং মহতী শক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমকল্যাণলাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই। (১অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব সম্বন্ধিনঃ 'অন্ধসঃ' রসস্য 'উচ্চা' উপরি জাতং জন্ম অপিচ 'দিবি' দ্যুলোকে 'সৎ' তব সম্বন্ধিনং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং 'শর্ম্ম' সুখং মহি মহৎ। 'শ্রবঃ' অন্নং 'ভূমি' ভূমিষ্ঠৈঃ যজমানৈঃ 'আদদে' আদীয়তে। 'দিবিসদ্' 'দিবিষদ্' ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৬৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব দেবতার করুণাধারারূপে পৃথিবীর মানবের মস্তকে নামিয়া আসে। দেবতার ধন, দেবতাই কৃপা করিয়া মানুষকে সেই স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদ দেন। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকেই সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক

এবং তদানুষঙ্গিক পরম কল্যাণ আমরা লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানব তেজস্বী ও আত্মশক্তিশালী হয়। মানুষের মন হইতে পাপের। আবিলতা প্রভৃতির দূরে পলায়ন করে। সুতরাং তিনি কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। ভাষ্যকার সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। একটা মাদক দ্রব্য, যাহা মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া আনে, তাহা যে কিরূপে শক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে, তাহা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। শুধু তাই নয়, সোমকে স্বর্গজাত বলা হইয়াছে অর্থাৎ সোম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। এ সম্বন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সাধারণ মাদকদ্রব্য স্বর্গজাত বা দিব্যশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বাপরই 'সোম' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও 'সোম' পদে ঐ অর্থের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। সত্ত্বভাবই দেবভাব, দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও কল্যাণদায়ক। তাহাই মানুষকে অনন্ত কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে। তাহাই মানুষকে অসীমশক্তির অধিকারী করে। সত্ত্বভাব পরমব্রহ্মেরই শক্তি। সেই ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে মানুষ ব্রহ্মের শক্তি লাভ করে, সুতরাং স্বতঃই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় পরিদৃষ্ট হইবে। (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।

৩ ১ ২র
বরিবোবিৎ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩র ২র ১ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
১। (ঐড়কৌৎসম্) ॥ সনাইন্দ্রা ২ ৩। য়যজ্যাবঈয়া। বরুণায়মরুদ্ভিয়ঃ।

১ ৩র ৮ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২
বারুণায়। মরুদ্ভো ২ ৩ য়াঃ। বায়া ৩ রিহায়ি। বোবী ৩ হায়ি।

১ ২ ১
পরিস্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ॥ ২ ॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ-১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টীতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। বর্ত্তমান সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছাবিংশতি গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'হরিবোবিৎ' (পরমধনদাতঃ হে সত্ত্বভাব) 'ন:' (ত্বং) 'ন:' (অস্মাকং) 'যজ্যবে' (আরাধনীয়ায়) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়) 'বরুণায়' :(অভীষ্টবর্ষকদেবায়) তথা 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিবেকরূপিণে দেবেভ্যঃ) তেভ্যঃ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ, 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ) ; অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা হে সত্ত্বভাব! আপনি আমাদিগের আরাধনীয় বলাধিপতিদেবতাকে, অভীষ্টবর্ষকদেবকে এবং বিবেকরূপী দেবগণকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন।)। (১অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বরিবোবিৎ' ধনস্য লম্ভকঃ পবমানঃ 'ন' অস্মাকং 'যজ্যবে' যষ্টব্যায় 'ইন্দ্রায়' 'বরুণায়' চ 'মরুদ্ভ্যঃ' চ 'পরিস্রব' ধারয়া ক্ষর। (২অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উপজন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আরাধনায়, ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান মানুষের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে মানুষ ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন।

এই মন্ত্রে বহুদেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক পরমদেবতার বহু বিভূতিকেই বিভিন্ন নাম দিয়া আরাধনা করা হয়। অ নাম অ-রূপ সেই পরম দেবতাকে মানুষ তাহার সসীম বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই তাঁহার যে ভাব, যে বিভূতি সাধকের হৃদগত হয়, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ভগবানের পূজায় রত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার বহুত্ব কল্পনা করা হয় নাই। তাঁহার যে বিভূতি বলৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাঁহাকেই ইন্দ্রদেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকগণের অভীষ্টপূর্ণ করেন, সেই ভাবকে 'বরুণ' বলিয়া ডাকা হয়। ভগবানের প্রত্যেক বিভূতিই মানবের অভীষ্টবর্ষক হইলেও তাঁহার দানাত্মক বিভূতির বিশেষ নাম—'বরুণ'। এইরূপে সেই একমেব অদ্বিতীয়ং

দেবতার বহুবিভূতিমূলক বহুদেবতার নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক অদ্বিতীয়, অ-রূপ—আবার তিনিই বহু, তিনিই নাম-রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে সেই এক পরমদেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। (১অ—৩খ—১সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১   ২র   ৩ ২উ   ৩ ২ ৩   ১ ২
এনা বিশ্বানি অর্য্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।

১ ২
সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৩ ॥

* *

গেয়-গানং।

২র র র   ২   ১র২১র   —
১। (সৌমিত্রম্)। এনাবিশ্বান্যর্য্যাআ ৩ এ। দ্যুম্নানিমা। নূ ২ ১ ২ ৩।

র২   ১   ২   —১   ৪ ৫
ষাণা ৩ ৪ ৩ ম্। সা ২ ৩ ষিষা। সন্তা ২ ও ২ ৩। বনোপা।

৪   ৫
মা ৫ হো ৬ হায়ি ॥ (৩)।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মানুষাণাং, (মনুষ্যাণাং, সাধকানাং) 'এনা' (ইমানি প্রার্থিতানি ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দ্যুম্নানি' (জ্ঞানানি) 'সিষাসন্তঃ' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ, কাময়মানাঃ) 'অর্য্যঃ' (অভিগচ্ছন্তঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ) বয়ং ত্বাং 'আ বনামহে' (বিশেষেণ আরাধয়ামঃ) অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৬অ ১খ—৭সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের পৃথক একটী গেয়-গান আছে। তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান কামনাকারী প্রার্থনা-পরায়ণ আমরা আপনাকে বিশেষরূপে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন) (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মানুষাণাং মন্ত্রজ্ঞানাং সম্বন্ধীনি 'এমা' এমানি 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'দ্যুম্নানি' দ্যুম্ন-দ্যোতমানানি ধনানি তে সোম। তৎপ্রদানায় 'আ' আভিমুখ্যেন 'অর্যঃ' অভিগচ্ছন্তঃ বয়ং 'সিষাসন্তঃ' সম্ভক্তুমিচ্ছন্তশ্চ 'বনামহে' ত্বাং সম্ভজামহে। (২অ ৩খ—১সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (৬৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———§ : • : §———

'সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান যেন আমরা লাভ করিতে পারি'—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার সারমর্ম্ম। সাধকগণ কিরূপ জ্ঞান কামনা করেন? যাহাতে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাহাতে অশান্তি দূরীভূত হয়, তাঁহারা এরূপ জ্ঞানেরই কামনা করেন। সেই জ্ঞান—পরাজ্ঞান। মন্ত্রে এই পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনাই আছে।

ভাষ্যকার 'অর্যঃ' পদে 'অভিগচ্ছন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও বিশেষ অর্থে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি; 'গমন করেন' বলিলেই কোথায় গমন করেন—এই প্রশ্ন আসে। জ্ঞানপ্রার্থী ভগবদভিমুখেই গমন করিয়া থাকেন। 'অর্যঃ' পদের সহিত ব্যাকরণগতসম্বন্ধযুক্ত 'বনামহে' পদ হইতে প্রার্থনার ভাব পাওয়া যায়। যাঁহারা গমন করেন, যাঁহারা ঊর্দ্ধগমন করিতে অভিলাষী, সেই প্রার্থনাপরায়ণদিগকেই 'অর্যঃ' পদে লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধে আমরা ঐরূপ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যান্য পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প ৬অ—১খ—৮সা) প্রাপ্তব্য। এই মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
পুনানঃ সোম ধারয়া আপোবসানো অর্ষসি।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ২ ১
আ রত্নধা যোনিং ঋতস্য সীদসি

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উৎসঃ দেবো হিরণ্ময়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয় গানং।

২র র, ১ ৫ ১ রর র র
১। (রৌরবম্)। পুনানঃ সোমা ৩ ধারা ২ ৩ ৪ য়া। আপোবসানো অর্ষস্যারত্ন-

র র ৩ ২ ১ ২ ২ ১ র র র ২
ধাযোনিমৃতস্যা ২ ইদসাই। ওহ ৩ উবা। উৎসোদেবোহিরা ২ ৩ হাই।

১ ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২ র র ১ ১
ওহা ৩ উবা। পায়া ঔ ৩ হোবা। (১) উৎসোদেবোহা ৩ ইরণ্যা ২ ৩ ৪

৫ ১ র র র র র র ৩ ২ ১ ২
য়াঃ। উৎসোদেবোহিরণ্যয়োহুহানউর্ধাঙ্গবিয়ম্মধু ২। প্রয়াণ। ওহা ৩ উবা।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ৪ ৫
প্রত্নষ্প্রথমমা ২ ৩ হাই। ওহা ৩ উবা নদাং। ঔ ২ ৩ হোবা। (২)

২ ১ ৫ ১ র র র
প্রত্নষ্প্রথমা ৩ মানা ২ ৩ ৪ দাং। প্রত্নষ্পথমমানদাপৃষ্ঠাত্রুণং বাজিয়া ২

৩ ২ ১ ২ ২ ১ র ১ ২ ১ ২
র্যানাই। ওহা ৩ উবা। নৃভির্ষৌতোবিচা ২ ৩ হাই। ওহা ২ উবা।

১ ২ ৪ ৫ ৪
ক্ষণা। ঔ ৩ হোবা। হোহ ৫ ই ডা॥

* * *

৩ ২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ১ ২
২। (যৌধাজয়ম্)। পুনা ৩ ১। না ৩ঃ সো। ম। ধারা ২ ৩ ৪ য়া। আপো ৩৪

১ ৩ ২ ৩ ৫ ২র ১ ২ ১ ২র ১ ৮
বসা ২। নধা ৩ ৪ ৫। বা ২ ৩ ৪ সী। আয়ারত্নধাঃ। যো। নিমৃতা ২।

৩২ ৩ ৫ ২ — ১ A ৩২
স্তপা ৩ ৪ ৫ ই। দা ২ ৩ ৪ পৌ। উৎপা ২ঃ। দাইবো ২। হিয়া ৩ ৪ ৫।

৩ ২ ৩ ২ ২ ৪ ৫ ২ ৪
ধ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ॥ (১) উৎগো ৩ ২। দে ৩ বো। হি। রণ্যা ২৩

৫ ১ ২ ১ A ৩২ ৩ ৫
৪ য়াঃ। উৎসো ৩। দাইবো ২। হিয়া ৩ ৪ ৫। এয়া ২ ৩ ৪ য়াঃ।

২১২১ ১ ১ A ৩২ ৩ ৫ ২ —
দুহানউ। ধঃ। দিবিয়া ২ম্। মধু ৩ ৪ ৫। শ্রী ২ ৩ ৪ য়াম। প্রত্না ২

২ ৩২ ৩ ৫ ৩২ ২
স্। সাধা ২। স্তপা ৩ ৪ ৫। দা ২ ৩ ৪ দাৎ। (২) প্রত্না ৩ ১ ম। সা

৪ ৫ ২৪৩ ৫ ১২ ১ A ৩২
৩ ৪। স্থম্। আসা ২ ৩ ৪ দাৎ। প্রাত্না ৩ ম। সধা ২। স্তপা ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ২র১২১ ২ ১ A ৩২ ৩
সা ২ ৩ ৪ দাৎ। আপাচ্ছিয়াম। ধ। রুণবা ২। জিয়া ৩ ৪ ৫। বা ২ ৩

৫ ২ — ১ A ৩২ ২ ৫
সী। নৃভা ২ ইঃ। ধৌতো ২। পিচা ৩ ৪ ৫। ক্ষা ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

১ ২১ ২১র র ২
৩। (ঐড়সাম্রাজ্য)। আগ্নিপুসা। নাঃ পো। মধাক্ষা। আপোবসা ৩ ১।

২র১ র র ২১র ২
নোঅর্ষসী। আরত্নপা ৩ ১ঃ। যোনিমৃতা। স্তসীদসী। উৎসোদেশ ৩ ১ঃ।

২১ ২ ১২১ ২১
হিরণ্যা ২ ৩ য়া। ৩ ৪ ৩ঃ॥ (১) আউৎসাঃ। দাম্বিবো। হিরণায়াঃপ

২ ২১ র ২ ২১
উৎসোদেশ ৩ ১ঃ। হিরণায়াঃ। দুহানউ ৩ ১। ধর্ম্বিবিয়াম্। মধুপ্রিয়াম্।

২ ২১র ২ ১ ২১
প্রাত্নৎ সধা ৩ ১। স্বমাসা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ৎ। (২) আগ্নিপ্রত্নাপ। সাধা।

২১র ২ ২১র ২
স্বমাসদাৎ। প্রাত্নৎ সধা ৩ ১। স্বমাসদাৎ। আপৃচ্ছিয়া ৩ ১ ম্। ধরুণংবা।

২১ ২ ২১ ২ ১
জিয়র্ষসারি। নৃভির্দ্ধৌতা ৩ ১ঃ। বিচক্ষা ২ ৩ পা ৩ ৪ ৩ঃ। ও২

৩ ৪ ৫ ই। ডা (৩)॥

* * *

২র ২র ২র ১২১ ২র১ ২
১০। (নিষেধম্)। পুনানঃ সোমো ৩ ধারয়া। অপোবসা। নো অর্ষসা২ ন্নি।

১২ ১২ ৪৫ ২৲৩ ৫ ১ ২১ ২র১ ২
। ইহা ৩। আয়া ৩ ধ্ব্যাঃ হাহো ২৩৪ হা। যোনিমৃতা। ন্তসীদা ২৩সারি

১২ ১ ২ ২৫ ২৲৩ ৫ ৬২ ৪
ইহা ৩। উৎসো ৩ দাবিবাঃ। হাহো ২৩৪ হা। হিয়া ৩ ণ্যা ৫ য়া ৬৫৬॥

২ র র র ২ ১২র১ ২১ — ১২
(১) উৎসোদেবোহা ৩ বিরণ্যয়াঃ। উৎসোদেবো। হিরণ্যয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ১ ২১ ২১ ২ ১২
দুহা ৩ নাউ। হাহো ২৩৪ হা। ধার্ক্ষিবিয়াম্। মধুশ্চা ২৩য়াদ্। ইহা ৩।

১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ৩২ ৪
প্রায়া ৩ ৮ণাধা। হাহো ২৩৪ হা। স্বমা ৩ সা ৫ দা ৬৫৬৫। (২)

১ ২র ১ ২১ ২র১ — ১২ ১২
প্রত্ন৮ সধস্থা ৩ মাসদাৎ। প্রত্না৮ সধা। স্থমাসদা ২৫। ইহা ৩। আপা ৩

৪৫ ২A৩ ৫ ১ ২১ ২১ ২ ১২
চ্ছায়াম্। হাহো ২৩৪ হা। ধারুণং বা। জিয়র্ষা ২৩সারি। ইহা ৩।

১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ৩২ ৪
নৃমা ৩ স্নিগ্ধোতাঃ। হাহো ২৩৪ হা। বিচা ৩ ক্ষা ৫ ণা ৬৫৬॥

৩ ১ ১ ১ ১
হে ২৩৪৫ (৩)॥

* * *

২র১ ২র ১র২১ ২১র ২র১ র
১১। (সমন্তম)। পুনানঃ সোমধারয়া। অপোবসানো অর্ষসারি। আরত্না ২৩

২ ১ ২ ১ ২A ৩র২ ২র২ ১
ধাঃ। যোনিমৃত। ন্তসীদাসি। ওহো ৩৪ বাহারি। উৎ। সোদা ২৩

২ ১২ ২ ১ ১ র
বিবা ৩ঃ। হোবা ৩ হারি। হিরণ্যা ২৩য়া ৩৪৩॥ (১) উৎসো-

২র র ২১ র র ২১ র ২ ১ ২
দেবোহিরণ্যয়াঃ। উৎসোদেবোহিরণ্যয়াঃ। দুহানা ২৩ উ। ধার্ক্ষিবিয়ম্।

১ ২A ৩র২ ২র২ ১ ২ ১২ ২
মধুশ্চায়াম্। ওহো ৩৪ বাহারি। প্র। স্নাত৮ণা ২৩ধা ৩। হোবা ৩ হা।

২ ১ ৫ ৫ ২র
হুবো ২ ৩ ৪ বা। দা ৫ যো ৬ হায়ি। (২) হাউপ্রত্ন৺

র ১ ২ ১৭
নধস্থমানসম্ভাউ। প্রাত্ন৺ সধ। স্থমানদা ২ ৩ ৪ ৫।

৩র ২ র ১ ২ ১ ২ র ১
হাকোয়ি। আপৃচ্ছাম্ভরুণংবা। আয়র্ষসা

৩র ২ ১ ২
৩ ৪ য়ি। হাকোয়ি। নৃভির্দ্ধৌতা

৩র ২ ২ ১
৩ ৪ ঃ। হাক্ষো৩। বিচো

৫ ৪
২ ৩ ৪ বা। ক্ষা ৫ দো ৬

৫
হায়ি (৩)।

* * *

২ ১র ৪র ৫র ১ র র র র
৬। (ত্রিহিস্বারং বামদেব্যম্)। পুনানঃ ২ ৩ ঃ সোমধারয়া। আপোবসানোঅর্ষসা

র র ২ ৩র ২ ১ — ১ ২ ১ র র র ২ ৩র ২
রত্নধাযোনিমৃতাঃস্থলোহো ৩। হুম্মা ২। দা ২ ৩ সায়ি। উৎসোদেবোহিরোহো ৩।

১ — ১ ২A ৪ ৫ ১ ১র ৪র ৫
হুম্মা ২। পায়া। ঔ ৩ হোবা। (১) উৎসোদা ২ ৩ য়িবোহিরণ্যয়াঃ।

১ র র র র ২ র ২ ৩র ১ — ১
উৎসোদেবোহিরণ্যয়োহুহানউধর্ষ্ভিবিয়াম্মবোহো ৩। হুম্মা ২। প্রা ২ ৩

২ ১ ২ ৩র ২ ১ — ১
য়াম। প্রত্ন৺ সধান্থমৌহো ৩। হুম্মা ২। সদম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ র ২ ১ ৪ ৫র ১
হোবা। (২) প্রত্ন৺ সা ২ ৩ ধস্থমাসদাৎ। প্রাত্ন৺ সধস্থ-

র র ২ ৩র ২ ১ — ১
মাসদদাপৃচ্ছ্যান্ধরুণংবাহজিয়োহো ৩। হুম্মা ২। বা ২ ৩

২ ১ র ২ ৩র ২ ১ —
সায়ি। নৃভির্দ্ধৌতোহবিচোহো ৩। হুম্মা ২

১ ২ ৪ ৫ ৪
ক্ষণা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

১ ৫ র ২ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ র ২ র র ১ ২ A
৩৭। (বৈণভব)। পুনানো ৩ঃ সোমধারয়া। আপোবসা। নোআর্ষা ১ সা ২ য়ি।

৩র ২ S ২ ১ ১ র র ২ — ১
আরা ৩। হৌ ৩ হো ৩ বা। স্তপাযোনিমৃতস্যাসী ১ দসা ২ য়ি। উৎসো ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২ —A ৩ ১ ১ ১ ১ ৫
দা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। হিয়া ২ ণায়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। (১) উৎ-

র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ১ র ২র ১ ২ A ৩ ২
সোদা ৩ য়িবোহিরণ্যয়াঃ। উৎসোদেবঃ। হিরাণ্যা ১ য়া ২ ঃ। হুহা ৩।

S ২ ২ ১র ৭ — ১
হৌ ৩ হো ৩ বা। মউধর্দ্দিবিয়ম্মাধুপ্রায়া ২ ম। প্রস্না ২ ৩ ম।

১ A ৩ ৫র র ২ ১ —A ৩ ১ ১ ১ ১
দা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহাবা। এ ৩। স্থমা ২ সদা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। (২)

৫ ২ ৪৫৪র ১ ২ ১ ২
প্রত্ন৺সা ৩ ধস্থমাসদাৎ। প্রত্ন৺সধ। স্থমাসা ১

A ৩র ২ S ২ ২ ১
দা ২ ৎ। আপা ৩। হৌ ৩ হো ৩ বা। আপ্ৰচ্ছ-

র ৭ — ১
রুণং বাজায়র্ষাসা ২ য়ি। নৃভা ২ ৩ য়িঃ।

১ A ৩ ৫র র ২
ধৌ ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।

১ —A ৩ ১ ১ ১ ১
বিচা ২ ক্ষণা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)।

* * *

২ র ১ ২র ১র২র ১ ২ ১র ২র র
৩৮॥ (অর্কাপুষ্পাস্তম্)। পুনানঃ সোমধারয়া। হুবে ২ ৩। অপোবসানোঅর্ষসি।

১ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ র ১ ১ র ২র ১র ১ ২
হুবে ২ ৩। আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদসি। হুবে ২ ৩। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ।

১ ১ র ২র ১র ২ ১ ২ ১ ৩ র ২র ১র ২ ১ ২
হুবে ২ ৩। (১) উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ। হুবে ২ ৩। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ।

১ ২ র ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১র
হুবে ২ ৩। দুহানউধর্দ্দিব্যম্মধুপ্রিয়ম্। হুবে ২ ৩। প্রত্ন৺সধস্থমাস-

২র র র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র
এ২ ॥ (কণ্ববৃহৎ)। ঔহোপুনানঃসো ৩ এ। মধারা ১ যা ২ ৩ ৪। হাহোয়ি। আপো-

২ র র ১র ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২
বসানোঅর্ষসি। আরাত্না ১ ধা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোয়ি। যোনিমৃত। স্যসীদসা ১

৩র ২ ১ ২ ৩র ২A ৩ ২
সা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। উৎসোদা ১ য়িবা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহো। হিরা ৩।

১ ৫ ৫ ২র র ২র র ২
ণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা ॥ (১) ঔহোউৎসোদেবা ৩ এ।

১ ৩র ২ ১ র ২র র ১ ২
হিরাণ্যা ১ য়া ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোয়ি। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ। দুহানা ১

৩র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ৩র ২
উ ২ ৩ ৪। হাহো। ধার্ম্মিবিষ্টপ্। মধুপ্রা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্। হাহোয়ি।

১ র ২ র ১ ২ ৩র ২ ১ ২
দুহানউ। ধর্ম্মাৎদিবা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্। হাহোয়ি। মধুপ্রা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্।

৩র ২ ১ ২ ৩র ২A ৩ ২
হাহোয়ি। প্রত্না৺সা ১ ধা ২ ৩ ৪। হাহো। স্থমা ৩।

১ ৫ ৫ ২র র
সা ২ ৩ ৪ দাৎ। উহুবা ৬ হাউ। বা। (২) ঔহোপ্রত্ন৺-

২ ১ ২ ২ ৩র ২
সধা ৩ এ। স্থমাসা ১ দা ১ দা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি।

১ ২ র ১র ২
প্রত্ন৺সধস্থমাসদৎ। আপার্চ্ছা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্।

৩র ২ ১ ২ র ১ ২
হাহোয়ি। ধারুণংবা। জিমার্ধা ১ সা ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ ২ ১ ২
য়ি। হাহোয়ি। আপৃচ্ছ্যম্। ধরুণা ১ বা

৩র ২ ১ ২
২ ৩ ৪। হাহোয়ি। জিমার্ধা ১ সা ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ ২
য়ি। হাহোয়ি। নৃভার্ধৌ ১ তা

৩র ২A ৩ ২
২ ৩ ৪ ঃ। হাহো। বিচা ৩।

১ ৫ ৫
ক্ষা ২ ৩ ৪ পাঃ। উহুবা ৬ হাউ।

বা (৩) ॥ ১।২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ব!) 'পুনানঃ' (শোধকঃ, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'অপঃ' (অমৃতং), 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন, ধারয়ন, প্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়); 'দেবঃ' (দ্যুতিমান, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (লোকানাং হিতরমণীয়ঃ, পরমহিতসাধকঃ) 'উৎসঃ' (শ্রেষ্ঠধনানাং উৎসস্বরূপঃ) 'রত্নধা' (রত্নধাতা, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য যোনিং' (সৎকর্ম্মণাং উৎপত্তিস্থলং যদ্বা সত্যস্বরূপঃ) ত্বং 'আসীদসি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্যস্বরূপং পরমধনদাতারং সত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—২সূ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি অমৃত প্রদান করিবার জন্য ধারারূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; জ্যোতির্ম্ময়, লোকের পরম হিতসাধক, শ্রেষ্ঠধনের উৎসস্বরূপ, পরমধনদাতা, সত্যস্বরূপ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্যস্বরূপ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই)। (১অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'অপঃ' উদকানি বসতীবর্য্যাখ্যানি 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন্ 'ধারয়া' 'অর্ষসি' পবিত্রং গচ্ছসি ততো 'রত্নধা' রত্নানাং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতা চ 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসীদসি' কীদৃশস্ত্বং? 'উৎসঃ' প্রস্যন্দনশীলঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'হিরণ্যয়ঃ' হিরন্ময়ঃ সুবর্ণেহপি ত্বৎস্থানমিত্যর্থঃ। 'উৎসো দেবঃ' উৎসো দেব ইতি পাঠৌ॥ (১অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

প্রথম (৬৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—॥—

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। অধিকন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের মধ্যেও যথেষ্ট অনৈক্য আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে ভাষ্যের সহিত উহার কি অনৈক্য তাহা বোধগম্য হইবে। "হে সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব! তুমি স্বর্ণের আকারধর, তুমি উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ।"

এই মন্ত্রের 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ের দুইটী অর্থ হইতে পারে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিলাম। সেই ভগবান্ হইতেই সত্য প্রকাশিত হয়, তিনি সত্যস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার শক্তি সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও ঐ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পারে। তাই 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'সত্যস্বরূপঃ' অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (১অ—৩খ ২সূ ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩র ২র ৩২ ৩২ ৩২৩ ১২
দুহান ঊধঃ দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থম্ আসদৎ।
২ ১ ২ ৩১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২
আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজী অর্ষসি নৃভিঃ
৩ ১ ২ ৩২
ধৌতো বিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মধু' (মধুময়ঃ, অমৃতময়ঃ) 'প্রিয়ং' (সর্ব্বেষাং প্রীতিকরঃ, আনন্দদায়কঃ) 'দিব্যং' (দ্যুলোকজাতঃ) 'প্রত্নং' (পুরাতনঃ, সনাতনঃ) 'ঊধঃ দুহানঃ' (রসদোহনকারী, অমৃতদাতা সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'সধস্থং' (সতাভক্তৈস্তাত্রেতি সধস্থং, স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদৎ' (আগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু); 'বাজী' (শক্তিশালী যদ্বা শক্তিদায়কঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বজ্ঞ নিত্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'ধৌতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন) 'আপৃচ্ছ্যং' (কর্ম্মণা প্রষ্টব্যং, বিশ্বস্য অবলম্বনভূতং) 'ধরুণং' (ধারকং, বিশ্বধারকং বিশ্বরক্ষকং ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'অর্ষসি' (অভিগচ্ছতি প্রাপয়তি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রসাদাৎ ভগবন্তং লভন্তে; বয়ং তং অমৃতদায়কং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৩খ ২সূ ২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ ৫খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত বিচত্বারিংশৎটী গেয় গান আছে, তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতময়, সকলের আনন্দদায়ক, দ্যুলোকজাত, সনাতন, অমৃতদাতা সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক; শক্তিশালী (অথবা শক্তিদায়ক) সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব সাধকগণকর্তৃক বিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বের অবলম্বনভূত বিশ্বরক্ষক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবপ্রসাদে ভগবানকে লাভ করেন; আমরা সেই অমৃতদায়ক সত্ত্বভাবকে যেন প্রাপ্ত হই)। (১অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মধু' মদকরং 'প্রিয়ং' প্রীণনকারি 'দিব্যং' দিবিভবং 'উধঃ' সোমবল্লীলক্ষণং 'দুহানঃ' পবমানঃ সোমোদেবঃ 'প্রত্নং' পুরাতনং 'সধস্থং' সহ তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি সধস্থং স্থানমন্তরিক্ষং। 'আসদৎ' আসীদতি (সদেলুঙি রূপং) তদনন্তরং 'আপৃচ্ছ্যং' কর্ম্মণা প্রষ্টব্যং 'ধরুণং' কর্ম্মণো ধারয়িতারং যজমানং 'বাজী' অন্নবান সন হে সোম! ত্বং 'অর্ষসি' তস্মৈ অন্নং দাতুমভিগচ্ছসি কীদৃশঃ? নৃভিঃ কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'ধৌতঃ' অদাভ্যগ্রহে পরিশোধিতঃ 'তৈরেনং চতুরাধুনোতি পঞ্চ কৃত্বঃ সপ্ত কৃত্বো বা' (১২।৫।১৭) ইত্যাপস্তম্বেন সূত্রিতং। 'বিচক্ষণঃ' সর্ব্বস্য বিদ্রষ্টা। 'নৃভির্দ্ধৌতঃ'—'নৃভির্ধূতঃ—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৬ সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করা যায়। সাধকগণ তাঁহাদিগের সাধনপ্রভাবে হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উপজন করেন। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের কল্যাণে তাঁহারা ভগবৎ চরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

যে বস্তুর সাহায্যে মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়, যে পরম ধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অমৃত ভাণ্ডার হইতে এককোটা অমৃতদান কর, আমাদিগের অনন্ত অতৃপ্ত পিপাসা চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হউক। তোমার চরণে পৌঁছিবার উপায়ভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত কর, আমরা যেন তৎপ্রসাদে তোমার নিকট পৌঁছিতে পারি। আমরা দুর্ব্বল, অক্ষম, তোমার পূজা করিবার শক্তি নাই।

যদি তুমি কৃপা বিতরণে, নিজশক্তিতে আমাদিগকে তোমার কোলে তুলিয়া লও, তাহা হইলেই আমাদিগের জীবন সার্থক হয়। কৃপা কর প্রভো, দয়া কর, আমাদিগকে পরমধন দানে কৃতার্থ কর, ধন্য কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রান্তর্গত 'অর্বন্' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'হে সোম!' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হয়। (১অ—৩খ—২সূ ২সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

১　২র৩　২ ৩　২ ৩　১২ ৩　১ ২
প্র তু দ্রব পরি কোশং নিষীদ নৃভিঃ

৩ ২　৩ ১র　২র
পুনানো অভি বাজং অর্ষ।

২ ৩　১　২　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ১　২
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জ্জয়ন্তো অচ্ছা

৩ ১　২ ৩ ১ ২
বর্হী রশনাভিঃ নয়ন্তি ॥ ১ ॥

* * *

১ ২　১　৩র　২　২ . ১　২ ১　২
১॥ (ঔশনম্)। প্রাতু। দ্রবাপরিকোশাম্। নিষী ৩ দা। নৃভাইঃপুনা। নো ৩

১　২৩৪৫　১ র র　৭　২　১র২ ১　২ ১ র
অভি। বাজমর্ষা। অশ্বন্নত্বাবাজিনম্মা। জয় ২ ৩ ন্তাঃ। অচ্ছাবর্হীইঃ। রশনা।

২　২ ৪　১২　১　২
ভা ৩ ৪ ৩ ইঃ। না ৩ য়া ৫ ন্তা ৩ ৫ ৬ ই॥ (১) হুপা। মুধাঃপবস্তেদাই।

২　২　১ ২ ১　২ ১ র　২ ৩ ৪ ৫　১ র র র র
বর্ষ্টৌ ৩ ন্দুঃ। অশান্তিহা। বৃজনা। বৃঞ্জমাণাঃ। পিতাদেবানাঞ্জনিতা।

৭　২　১ ২র১　২　১　২　২
সুমা ২ ৩ ধাঃ। বিষ্টম্ভোদাই। বো ৩ ধরু। পা ৩ ৪ ৩ঃ। পা ৩

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের পঞ্চম্যী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৪ ১২ ১ র ২
র্বাঽ ৫ ইরা৷ ৬ ৫ ৬ ঃ॥ (২) আর্বাঃ। বিপ্রাঃপুরএতা। অনা ৩

২ ১২র১ ২১র ২৩৪৫ ১ র
নাম। ঋভুর্দ্ধীরাঃ। উশনা। কাব্যেনা। দচিদ্বিবেদ-

৭ ২ ১ ২১
নিহিতাম্। যদা২৩সাম। অপাইচিয়াম্। গুহিয়ম্।

২ ২ ৪
না৩৪৩। মা৩গোঽ ৫ না ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥

* . *

২১ ২১র ২A৩৪৫ ২১ ২
২॥ (বৈশ্বজ্যোতিষাশ্বম্)॥ প্রাতুত্রবা। পরিকোশ! শত্রিষীদা। নৃভিঃপুনা। নো ৩

১ ২A৩৪৫ ২১ ২ ১ ২A৩৪৫ ২১র
অভি। বাজমর্ষা। অশ্বমস্বা। বা ত জিনম্। মর্জ্জয়গুাঃ। অচ্ছাশর্হাঁষিঃ।

২১র ২ ২ ৪ ২১র
রশনা। ভা৩৪৩য়িঃ। না৩য়া ৫ স্থা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ (১) স্বশাস্তুপঃ।

২১র ২A৩৪৫ ২১ ২১র ২A৩৪৫ ২১রর
পবতে। দেবইন্দুঃ। অশস্তিহা। বৃজনা। রক্ষমাণঃ। পিতাদেবা।

২ ১ ২A৩৪৫ ২১র ২ ১ ২A
না৩গ্নমিং। তামুদক্ষাঃ। বিষ্টম্ভোদাদ্ধি। বো৩ধরু। পা৩৪৩ঃ।

২ ৪ ২১ ২১২
পা৩র্বাঃ ৫ য়িবা৷ ৬ ৫ ৬ ঃ॥ (২) ঋষির্ব্বিপ্রাঃ। পুরএ্রী।

২A৩৪৫ ২১র ২১র ২A৩৪৫
ভাজনানাম্। ঋভুর্দ্ধীরাঃ। উশনা। কাব্যেনা।

২১ ২ ১ ২A৩৪৫ ২১র
সচিদ্বিবে। দা৩নিহি। তংযদাপান্। অপী-

২১ ২ ২
চিয়াম্। গুহিয়ম্। না৩৪৩। মা৩

৪
গো ৫ না ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥ ১।২।৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সু' (ক্ষিপ্রং) 'প্রদ্রব' (আগচ্ছ); আগত্য চ 'কোশং' (পাত্রং, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিনিষীদ' (নিষণ্ণো ভব, অধিষ্ঠানং কুরু); 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মকর্তৃভিঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ) ত্বং 'বাজং' (শক্তিং) 'অভার্ষ' (প্রযচ্ছ); 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (শোধয়ন্তঃ, আত্মহৃদয়ং পবিত্রং কুর্ব্বন্তঃ, সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'অশ্বং ন' (পালকঃ যথা অশ্বং মার্জ্জয়ন্তি তদ্বৎ) 'বর্হী' (শোধনেন প্রবৃদ্ধং) 'বাজিনং' (শক্তিসম্পন্নং) 'অচ্ছ' (পবিত্রং) 'ত্বাং' 'রসনাভিঃ' (বাক্যমন্ত্রেন, প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'নয়ন্তি' (গৃহ্নন্তি, পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান সাধকান আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতি; সাধকাঃ অপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; সৎকর্ম্মকারীদিগের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন; আত্মহৃদয়-পবিত্রকারী সাধকগণ—অশ্বের ন্যায় মার্জ্জনে প্রবৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনাদ্বারা পূজা করিতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকগণকে আত্মশক্তি প্রদান করেন, সাধকগণও ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সু' ক্ষিপ্রং 'প্রদ্রব' অস্মদযজ্ঞং প্রকর্ষেণাগচ্ছ। গত্বা চ 'কোশং' দ্রোণকলশং 'পরিনিষীদ' নিষণ্ণো ভব। 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বাজং' অন্নং হবীরূপং ত্বং 'অভার্ষ' অভিগচ্ছ। 'বাজিনং' বলবন্তং 'অশ্বং ন' অশ্বমিব ত্বং যথা মার্জ্জয়ন্তি। তদ্বদ্বাজিনং ত্বাং 'মর্জ্জয়ন্তঃ' শোধয়ন্তং অধ্বর্য্যু প্রমুখা ঋত্বিজঃ 'বর্হি' 'অচ্ছ' অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রতি 'রশনাভিঃ' রশনাবদায়তাভিরঙ্গুলীভিঃ 'নয়ন্তি'॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৬৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই ভাগ প্রার্থনা-মূলক এবং শেষাংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপন আছে।

ভগবানকে পাইবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে লক্ষিত হয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান অথচ শক্তির অভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ

অছেন, তাঁহাদিগের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাহাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্ব্বলতার জন্ত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিতেছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'পবিত্রতার আধার, জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন্! তুমি আমাদের এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার উপযুক্ত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া লও। আমাদিগের শক্তি নাই যে, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদিগের মলিন অন্তরকে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে পুণ্যোজ্জ্বল কর। আমাদিগকে রক্ষা কর।"

দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, সেই চির-পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান দেবতার চরণে আপনার প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা নিজকে উন্নত পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই। মন্ত্রান্তর্গত 'সর্তা' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'প্রবৃদ্ধং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অন্ধা' পদে অভিধানসঙ্গত 'পবিত্রং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (১অ ৩খ ৩দ ১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুঃ অশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২

পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'অশস্তিহা' (রিপুনাশকঃ, অমঙ্গলনাশকঃ) 'বৃজনা' (বৃজনাৎ, উপদ্রবাৎ, বিপদাৎ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষমাণঃ' (রক্ষাকারী) 'দেবানাং' (দেবতাবানাং) 'জনিতা' (জনয়িতা (তথা 'পিতা' (পালকঃ) 'সুদক্ষঃ' (শক্তিসম্পন্নঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'বিষ্টম্ভঃ' (স্তম্ভয়িতা, ধারয়িতা) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ) 'স্বায়ুধঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১প—৫অ-৬খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(শোভনায়ুধঃ, রক্ষাস্ত্রধারী) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুতিমান্, অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী, দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক, শক্তিসম্পন্ন, দ্যুলোকের ধারণকারী ভূলোকের রক্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বায়ুধঃ' শোভনায়ুধঃ 'ইন্দুঃ' সোমো দেবঃ 'পবতে' স চ দেবঃ অশস্তিহা· রক্ষোহা 'বৃজনা' বৃজনানি উপদ্রবাণি পরিহ্বত্যেতি শেষঃ 'রক্ষমাণঃ' 'পিতা' পালকঃ 'দেবানাং' তথা 'জনিতা' উৎপাদকঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলঃ 'দিবঃ' 'বিষ্টম্ভঃ' বিশেষেণ স্তম্ভয়িতা 'পৃথিব্যাঃ' চ 'ধরুণঃ' ধারকঃ। এবং মহানুভাবঃ পবতে। 'বৃজনা'—'বৃজন'—ইতি পাঠৌ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল—পাপের পথে পদার্পণ—অধঃপতন। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বিপদ—রিপুর আক্রমণ। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁহার এই বিপদের, এই অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। তাই সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক।

সত্ত্বভাব দ্যুলোক ভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী। সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে। ত্রিগুণের মধ্যে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখনই জগৎ স্থৈর্য্যলাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোকভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী বলা হইয়াছে।

সত্ত্বভাব—দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক। মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবের উপজনের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের জন্যই

রহেন, তাঁহাদিগের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাহাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্ব্বলতার জন্য হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিতেছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'পবিত্রতার আধার, জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন! তুমি আমাদের এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার উপযুক্ত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া লও। আমাদিগের শক্তি নাই যে, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদিগের মলিন অন্তরকে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে পুণ্যোজ্জ্বল কর। আমাদিগকে রক্ষা কর।"

দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, সেই চির-পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান দেবতার চরণে আপনার প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা নিজকে উন্নত পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই। মন্ত্রান্তর্গত 'বর্হী' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'প্রবৃদ্ধং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অচ্ছা' পদে অভিধানসঙ্গত 'পবিত্রং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (১অ ৩খ ৩সূ ১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুঃ অশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২

পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'অশস্তিহা' (রিপুনাশকঃ, অমঙ্গলনাশকঃ) 'বৃজনা' (বৃজনাৎ, উপদ্রবাৎ, বিপদাৎ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষমাণঃ' (রক্ষাকারী) 'দেবানাং' (দেবতাবানাং) 'জনিতা' (জনয়িতা (তথা 'পিতা' (পালকঃ) 'সুদক্ষঃ' (শক্তিসম্পন্নঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'বিষ্টম্ভঃ' (স্তম্ভয়িতা, ধারয়িতা) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ) 'স্বায়ুধঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১প—৫অ-৬খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(শোভনায়ুধঃ, রক্ষাস্ত্রধারী) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুতিমান্, অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী, দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক, শক্তিসম্পন্ন, দ্যুলোকের ধারণকারী ভূলোকের রক্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বায়ুধঃ' শোভনায়ুধঃ 'ইন্দুঃ' সোমো দেবঃ 'পবতে' স চ দেবঃ অশস্তিহা রক্ষোহা 'বৃজনা' বৃজনানি উপদ্রবাণি পরিহ্রত্যেতি শেষঃ 'রক্ষমাণঃ' 'পিতা' পালকঃ 'দেবানাং' তথা 'জনিতা' উৎপাদকঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলঃ 'দিবঃ' 'বিষ্টম্ভঃ' বিশেষেণ স্তম্ভয়িতা 'পৃথিব্যাঃ' চ 'ধরুণঃ' ধারকঃ। এবং মহানুভাবঃ পবতে। 'বৃজনা'—'বৃজন'—ইতি পাঠৌ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যও কীর্তিত হইয়াছে।

সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল—পাপের পথে পদার্পণ—অধঃপতন। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বিপদ—রিপুর আক্রমণ। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁহার এই বিপদের, এই অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। তাই সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক।

সত্ত্বভাব দ্যুলোক ভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী। সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে। ত্রিগুণের মধ্যে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখনই জগৎ স্থৈর্য্যলাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোকভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী বলা হইয়াছে।

সত্ত্বভাব—দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক। মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবের উপজনের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের জন্যই

পাপতাপ মানুষকে আক্রমণ করিতে পারেনা—আলোকাগমে অন্ধকারের ন্যায়, মোহ অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে—সত্ত্বভাবের এই জ্যোতিঃই তাহার রক্ষাস্ত্র। তাই সত্ত্বভাব রক্ষাস্ত্রধারী। (১অ-৩খ-৩সূ—২সা)। •

—•—

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ঋষিঃ বিপ্রঃ পুর এতা জনানাম্

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ঋভুঃ ধীর উশনা কাব্যেন।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স চিৎ বিবেদ নিহিতং যৎ আসাম্

৩ ২ ২ ৩ ২ ২
অপীচ্যাং৩ং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ ‘ঋষিঃ’ (মন্ত্রদ্রষ্টা, তত্ত্বদর্শী) ‘বিপ্রঃ’ (মেধাবী) ‘ধীরঃ’ (ধীমান্) ‘জনানাং’ (লোকানাং) ‘পুরএতা’ (পুরতঃ গন্তা, সৎকর্ম্মণি অধিনায়কঃ) ‘উশনাঃ’ (ভগবন্তং কাময়মানঃ মোক্ষাভিলাষী) ‘ঋভুঃ’ (নরদেবঃ, সাধকঃ) ‘সঃ চিৎ’ (সঃ এব) ‘আসাং গোনাং’ প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানরশ্মিনাং, জ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) ‘অপীচ্যং’ (অন্তর্নিহিতং) ‘নিহিতং’ (নিগূঢ়ং) ‘গুহ্যং’ (গোপনীয়ং, দুর্ল্লভং) ‘যৎ নাম’ (যৎ রূপং, যৎ অমৃতং) তৎ ‘কাব্যেন’ (স্তোত্রেণ প্রার্থনয়া) ‘বিবেদ’ (লভতে); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষাভিলাষী প্রার্থনাপরায়ণঃ সাধকঃ অমৃতং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১অ ৩খ—৩সূ-৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যিনি তত্ত্বদর্শী, মেধাবী, ধীমান্ লোকদিগের সৎকর্ম্মে অধিনায়ক মোক্ষাভিলাষী সাধক তিনিই জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্ল্লভ অমৃত তাহা প্রার্থনা দ্বারা লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী প্রার্থনাপরায়ণ সাধক অমৃত লাভ করেন।)॥ (১অ— খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'ঋষিঃ' অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা 'বিপ্রাঃ' মেধাবী 'পুর এতা' পুরতো গন্তা জনানাং মনুষ্যাণাং 'ক্রতুঃ' উক্রভাসমানঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'উশনাঃ' এতন্নামকঃ ঋষিঃ যঃ 'স চিৎ' স এব 'কাব্যেন' স্তোত্রেণ 'বিবেদ' লভতে। কিমিতি? উচ্যতে। 'আসাং' 'গোনাং' গবাং সম্বন্ধি 'যৎ' 'অপীচ্যং' অন্তর্হিতনামৈতৎ অন্তর্হিতং 'নাম' নামকমুদকং পয়োলক্ষণং। কীদৃশং 'গুহ্যং' গোপনীয়ং॥ (১অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (৬৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

মন্ত্রটী নিত্য সত্য-প্রখ্যাপক। কিরূপ সাধক অমৃত লাভের অধিকারী, তাহাই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য কিরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন, সাধককে কেমন ভাবে আপনার জীবন গঠন করিতে হইবে, মন্ত্রে তাহার একটা উজ্জ্বল আভাষ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ অমৃতলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকা চাই। প্রাণের ব্যাকুলতা না থাকিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আবার, শুধু ব্যাকুলতাটাই যথেষ্ট নহে। ব্যাকুলতা প্রাথমিক উদ্দীপক বটে, কিন্তু সঙ্গে অভীষ্ট সাধনের উপযোগী সৎকর্ম্মেও আত্মনিয়োগ করা চাই। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করা চাই। শুধু বিদ্যা. অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা আত্মলাভ হয় না। অমৃতলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী হইতে হইবে। ধীরভাবে, অন্তরের সমগ্রশক্তির সহিত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চাই। তবেই অমৃতলাভ সম্ভবপর হয়।

জ্ঞানের মধ্যে যে অমৃত লুক্কায়িত আছে, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। তাই এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন 'নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যে পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত শুধু পাণ্ডিত্যই লাভ হইবে,—পরাজ্ঞান বা অমৃতত্ব লাভ ঘটিবে না। তাই অমৃতকে "জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্ল্লভ" বস্তু বলা হইয়াছে। সকলের ভাগ্যে এই বস্তুলাভ ঘটে না। যিনি ভগবৎপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক, সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা বলে তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রান্তর্গত 'উশনাঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৩সূ—৫ঋ) দ্রষ্টব্য॥ (১অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ঈশানম্ অস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্ ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র২র ১র২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১। (কণ্বরথন্তরম্) আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩ ধায়িনা ৩ বাঃ।
র র ৩ ৫র ২র২র ৫ ২ ১
ঈশানমস্যজগতঃস্বদৃ। শা ২ ৩ ৪ ঔহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী। ন্দ্রত্ ৩ আউবা ২ ৩।
২ ২৩২ র র৫২ ১২১ ২র১র ২ ১২ ২
এ ৩। স্থুষঃ॥ (১) আয়িশানমিন্দ্রতস্থুষাঃ। ঈশানমায়ি। ন্দ্রা ৩ তস্থু ৩ বাঃ।
র র র র র A৩ ৫র ২১র ৫
নত্বাবাঁ৺অন্যোদিবিয়োনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঔহী। নজাতো ২ ৩ ৪ না।
২ ২ ২৩২ র র ১র
জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ষ্য ৩ আ॥ (২) নাজাতো-
২ ১ ২১র র ২ ১ ২ ২ র
নজানিষ্যতায়ি। নজাতোনা। জা ৩ নায়িষ্যা ৩ তায়ি। অশ্বা-
র র র৩ ৫র ২১
য়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবাজিনা ২ ৩ ৪ ঔহী। গব্যন্তা ২ ৩ ৪
৫ ২ ২ ২৩২
ত্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। মহত্বা (৩)।

* * *

২র ১র২র ১র২১ ২১র ২
২। (ককুবুত্তরেকণ্বরথন্তরম্)। আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩
১ ২ ২ র র ৩ ৫র ২র১র ৫
ধায়িনা ৩ বাঃ। ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দৃশা ২ ৩ ৪ ঔহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী।
২ ১ ২ ২৩২ ২র র ২ ১২২ ২
ন্দ্রত্ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩। স্থুষঃ। (১) আয়িশানমিন্দ্রতস্থুষাঃ। না ৩

১ ২ ২ র র ২ ৩ ৫র ২ ১র
ম্বাবা ৩ ৮আন্। যোর্দিবিয়োনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঐঔ।। নজাতো

৫ ২ ২ ২৩২
২ ৩ ৪ না। জনা ৩ ১ উবা ২৩। এ ৩। ম্যুতআ। (২)

র র ১র ২ ১ ২ ১২ ২ ১ র ৬
নাজাতোনজনিষ্যতায়ি। অ ৩ শ্বায়া ৩ স্তাঃ। মঘবান্নিন্দ্রবাজিনা

৫র ২১ ৫ ২
২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যন্তা ২৩ ৪ ম্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। মহআ (৩)।

* * *

২ র র র ১১ র৩ ৪ ২ র র১
৩। (বারবন্তীয়ম্)। অভিত্বাশঔহোহায়ি। রানোনূ ২ ৩ ৪ মাঃ। অদুগ্ধাইবধেনাবো ২ ৩ ৪

৫ ১১র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
হায়ি। ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দৃ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ শাম্।

২র১র২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ২১ ৩র২ ১
ঈশানম্। আয়িন্দ্রতস্থু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র২ ৫র ৫ ২রর
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) ঈশান-

র র র ২ ৩ ৫ ২১ ৫ ১র
মাঔহোহায়ি। দ্রাস্তস্থু ২ ৩ ৪ ষাঃ। নত্বাবা৺ ২ ৩ ৪ হায়ি। অন্যোদিবি-

র র২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
য়োনপার্থা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ বাঃ।

৩১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র২
নজাতঃ। নাজনিষ্যা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ২ ৫ ২র র র র ১ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। তায়ি। এহিয়া ৬ হা। (২) নজাতোনাঔহোহায়ি।

র ৩ ৫ ২১ ৫ ১র
জানায়িষ্যা ২ ৩ ৪ তায়ি। অশ্বায়া ২ ৩ ৪ হা। তোমঘবন্নিন্দ্র

র২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩
বাজা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২১২ ১৭র ৩র৪ ৫ ১২ ৫
নাঃ। গব্যন্তঃ। ত্বাহবামাও ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র২ ৫র ৫
ঔহো ৩ ১২ ৩ ৪। হায়ি। এহিয়া ৬ হা (৩)। ১।২।

• • •

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ঈশানম্ অস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্ ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র২র ১ক্র২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১। (কণ্বরথন্তরম্) আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩ ধায়িনা ৩ বাঃ।

র র ৩ ৫র ২র২র ৫ ২ ১
ঈশানমস্যজগতঃস্বুবদৃ। শা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী। দ্রস্থ ৩ আউবা ২ ৩॥

২ ২৩২ র র৫২ ১২১ ২র১র ২ ১২ ২
এ ৩। স্থুষআ॥ (১) আয়িশানমিন্দ্রস্থুস্থুষাঃ। ঈশানমায়ি। দ্রা ৩ স্থস্থু ৩ ষাঃ।

র র র র র A৩ ৫র ২১র ৫
নত্বাবা৺ অন্যোদিবিয়োনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঐহী। নজাতো ২ ৩ ৪ না।

২ ২ ২৩২ র র ১র
জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ষ্য ৩ আ॥ (২) নাজাতো-

২ ১ ২১র র ২ ১ ২ ২ র
নজানিষ্যতায়ি। নজাতোনা। জা ৩ নায়িষ্যা ৩ তায়ি। অশ্বা-

র র র৩ ৫র ২১
য়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবাজিনা ২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যন্তা ২ ৩ ৪

৫ ২ ২ ২৩২
স্থা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। মহআ (৩)।

* * *

২র ১র২র ১র২১ ২১র ২
২। (ককুবুত্তরেকণ্বরথন্তরম্)। আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩

১ ২ ২ র র ৩ ৫র ২র১র ৫
ধায়িনা ৩ বাঃ। ঈশানমস্যজগতঃস্বুবর্দ্দশা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী।

২ ১ ২ ২৩২ ২র র ২ ১২২ ২
দ্রস্থ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩। স্থুষআ। (১) আয়িশানমিন্দ্রস্থুস্থুষাঃ। না ৩

১ ২ ২ র র ২ ৩ ৫র ২ ১র
ষ্বাবা ৩ ৮ আন্। যোর্দিবিয়োনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঐঔ। নজাতো

৫ ২ ২ ২৩২
২ ৩ ৪ মা। জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। স্তুতআ। (২)

র র ১র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ র ৬
নাজাতোনজনিষ্যতায়ি। অ ৩ শ্বায়া ৩ স্তাঃ। মঘবায়িন্দ্রবাজিনা

৫র ২ ১ ৫ ২
২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যান্তা ২ ৩ ৪ স্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। মহআ (৩)।

* * *

২ র র র ১ ১ র৩ ৪ ২ র র১
। (বারবন্তীয়ম্)। অভিত্বাশাঔহোহায়ি। রানোনু ২ ৩ ৪ বাঃ। অদুগ্ধাইবধেনাবো ২ ৩ ৪

১ ১১র ১ ৫র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
হায়ি। ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দৃ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ শাম্।

২র১র২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ২১ ৩র২ ১
ঈশানম্। আয়িন্দ্রতস্থু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র২ ৫র ৫ ২রর
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ষাঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) ঈশান-

র র র ২ ৩ ৫ ২১ ৫ ১র
মাঔহোহায়ি। ত্রাস্থু ২ ৩ ৪ ষাঃ। নত্বাবাঁ ২ ৩ ৪ হায়ি। অন্যোদিবি-

র র২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
য়োনপার্থী ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ বাঃ।

৩১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র২
নজাতঃ। নাজনিষ্যা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ২ ৫ ২ র র র র ১ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। তায়ি। এহিয়া ৬ হা। (২) নজাতোনাঔহোহায়ি।

র ৩ ৫ ২১ ৫ ১র
জানায়িষ্যা ২ ৩ ৪ তায়ি। অশ্বায়া ২ ৩ ৪ হা। তোমঘবন্নিন্দ্র

র২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩
বাজা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২১২ ১৭র ৩র৪ ৫ ১২ ৫
নাঃ। গব্যন্তঃ। স্বাহবামা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫
ঔহো ৩ ১২ ৩ ৪। হায়ি। এহিয়া ৬ হা (৩)। ১।২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (শৌর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অস্য' (দৃশ্যমানস্য) 'জগতঃ' (জঙ্গমস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং চ) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বদৃশং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, প্রতি) 'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ' (ভক্তিসহযুতা জ্ঞানিন ইব, যদ্বা—ভক্তিশূন্যাঃ বৃথাতর্কপরায়ণা ইব, চার্ব্বাকধর্ম্মিণ ইব ইতি ভাবঃ) বয়ং 'নোনুমঃ' (স্তুমঃ, আরাধয়ামঃ)। স্থাবরজঙ্গমাত্মকচরাচরাণাং বিশ্বেষাং পতিং ভগবন্তং পূজয়িতুং মূঢ়াঃ বয়ং সঙ্কল্পয়ামহে—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১অ-৪খ—১সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

শৌর্য্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান জঙ্গমের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের ন্যায় অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা-তর্কপরায়ণগণের ন্যায় (অর্থাৎ চার্ব্বাক-ধর্ম্মানুসারিগণের ন্যায়) আমরা আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মো-দ্বোধনমূলক। এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-চরাচর-বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করিতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্প-বদ্ধ হইতেছি)॥ (১অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শূর' বিক্রান্তেন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'অভিনোনুমঃ' বয়ং ভৃশমভিষ্টুমঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ' অকৃতদোহা গাবঃ আদরেণ বৎসান প্রতি হম্বারবং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ বয়ং স্তুমঃ ইত্যর্থঃ। কীদৃশং? 'অস্য' 'জগতঃ' জঙ্গমস্য 'ঈশানং'। 'ঈশ্বরং 'তস্থুষঃ' স্থাবরস্য চ 'ঈশানং' 'স্বর্দৃশং' সর্ব্বদৃশং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ॥ (১অ—৪খ—১সূ—১সা)।

. . .

প্রথম (৬৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' উপমাংশ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'দুগ্ধপূর্ণ পালান-বিশিষ্ট গাভীসমূহের ন্যায়।' তাহা হইতে ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে—'সোমরসপূর্ণ চমসের সহিত বিদ্যমান'। দুগ্ধবতী গাভীসকলকে যেমন লোকে আদর করে, সোমরসপূর্ণ চমস-পাত্র-বিশিষ্ট মনুষ্যকে ইন্দ্রদেব সেইরূপ আদর করিয়া থাকেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ উপমাংশে এবম্বিধ ভাবই পরি-গৃহীত হইতে দেখি। এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনায় ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন

বলা হইতেছে,—'হে শূর ইন্দ্র ! স্থাবরসমূহের ঈশ্বর এবং জঙ্গমসমূহের ঈশ্বর যে আপনি, সেই আপনার জন্ত চমসে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়া আমরা নমস্কার করিতেছি।' ভাব এই যে,—'আমরা সোমরসের প্রস্তুতকারী ; সোমরস প্রস্তুত রাখিয়াছি ; আপনি আসিয়া তাহা গ্রহণ করুন।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-বিষয়ে অপর কোনও অংশের সহিত আমাদিগের মতান্তর নাই। এক মাত্র মতান্তর—"অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" উপমার অর্থ-বিষয়ে। 'অদুগ্ধাঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যাহাতে দুগ্ধ নাই, তৎপক্ষেও 'অদুগ্ধাঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। আবার, যাহাতে দুগ্ধ আছে, তৎসম্বন্ধেও ঐ পদের প্রয়োগে সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে "অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" বাক্যাংশে 'দুগ্ধবতী ধেনুসমূহের ন্যায়' অথবা 'দুগ্ধহীন গাভীসমূহের মত' দুই অর্থই পাইতে পারি। মন্ত্রার্থে সেই দুই রূপ ভাবেরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাহা হইতে 'দুগ্ধবিশিষ্ট গাভীর মত আমরা' অথবা 'দুগ্ধশূন্য গাভীর ন্যায় আমরা' এই দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া দেখুন—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি ! সেই তাৎপর্য্যের অনুসরণেই ভাষ্যাদিতে চমসের ও সোমরসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ সামগ্রীর পরিকল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। দেবতার আরাধনায় বা ভগবানের পূজায় প্রয়োজন কোন্ সামগ্রীর ? হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব—জ্ঞানসমন্বিতা ভক্তি—তাহাই কি দেবতার পূজায় নৈবেদ্য নহে ? তাহাই হবিঃ—তাহাই পূজোপকরণ—তাহাই ভগবানের প্রীতির আস্পদ। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন—'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' আমরা। ইহাতে কি ভাব সহসা অন্তরে উপস্থিত হয় ? প্রধানতঃ, এখানে দ্বিবিধ ভাব অধ্যাহার করিতে পারি। এক ভাবে—আপনাদিগের অক্ষমতা প্রকাশ পায় ; অর্থাৎ, 'অতি-নীচ অতি-হেয় আমরা'—এই অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্য ভাব—ভক্তিযুত জ্ঞানসমন্বিত হইয়া যেন (অর্থাৎ আপনার উপাসনায় যোগ্যতা লাভ করিয়া যেন) আমরা আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি—এইরূপ অর্থ আমনন করা যায়। আমরা তাই 'অদুগ্ধাঃ' পদে 'ভক্তিহীন' বা 'ভক্তিযুক্ত' এই দুই অবস্থারই পরিকল্পনা করিয়াছি। 'ধেনবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা, 'একান্তানুরাগী' অর্থও পাইতে পারি। এই পদের বিষয় পূর্ব্বে আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, এই উপমায় ভক্তিসংযুত জ্ঞানী হইয়া অথবা একান্তানুরাগী হইয়া আমরা যেন আপনার উপাসনায় ব্রতী হইতে পারি,—এই এক ভাব প্রকাশ পায়। আর এক ভাবে, বৃথা-তর্কপরায়ণ চার্ব্বাকধর্ম্মী আমরা যেন আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি—এইরূপ অর্থের সঙ্গতি দেখি। মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রার্থনাকারী সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ১অ—৪খ—১সূ—১সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—১দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ১ ৩ ২ ২র ৩
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো
২ ৩ ১র ২র
ন জাতো ন জনিষ্যতে
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তঃ ত্বা হবামহে॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (পরমধনদাতঃ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'দিব্যঃ' (দিবিভবঃ, দ্যুলোকজাতঃ) 'অন্যঃ' (অন্যঃ কঃ অপি ইত্যর্থঃ) 'ন' (ন অস্তি); 'পার্থিবঃ' (ভূলোকজাতঃ কঃ অপি) 'ন' (ন অস্তি) ত্বাবান্ 'ন' (ন কঃ অপি) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ, সৃষ্টঃ অভবৎ) তথা 'ন' (ন কঃ) 'জনিষ্যতে' (ভবিষ্যতি); ভগবান্ দেশকালপাত্রং অতি বর্ত্ততে—ইতি ভাবঃ; হে দেব! 'অশ্বায়ন্তঃ' (ব্যাপকজ্ঞানকামিনঃ) 'বাজিনঃ' (আত্মশক্তিলাভার্থিনঃ) 'গব্যন্তঃ' (পরাজ্ঞানপ্রাপ্তিকামাঃ) বয়ং 'ত্বা (ত্বাং) 'হবামহে' (আরাধয়ামঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা আত্মশক্তিং প্রযচ্ছ ইতিপ্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতঃ বলাধিপতি হে দেব! আপনার সদৃশ দ্যুলোকজাত অন্য কেহই নাই; ভূলোকজাত কেহও নাই; আপনার সদৃশ কেহই সৃষ্ট হয় নাই এবং কেহ হইবে না; (ভাব এই যে,—ভগবান্ দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন); হে দেব! ব্যাপকজ্ঞানকামী আত্মশক্তিলাভার্থী পরাজ্ঞান প্রাপ্তিকামী আমরা আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (১অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'মঘবন্নিন্দ্র'! 'দিব্যঃ' দিবিভবঃ 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশঃ 'অন্যঃ' ন জায়তে। 'পার্থিবঃ' পৃথিব্যাং ভবোঽপি ত্বাবান্ 'ন জাতঃ' ন জায়তে দিব্যঃ পার্থিবো বা ত্বাবান্ ন জাতঃ ন চ 'জনিষ্যতে' নোৎপৎস্যতে লোকদ্বয়েঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু তাদৃশঃ কশ্চিন্নাস্তি ত্বমেব সমর্থো ভবসীত্যর্থঃ। 'অশ্বায়ন্তঃ' অশ্বানিচ্ছন্তঃ 'বজিনঃ' বাজমন্নমিচ্ছন্তঃ (ইচ্ছায়াং মিন প্রত্যয়ঃ) হবিষ্মন্তো বা 'গব্যন্তঃ' গা ইচ্ছন্তশ্চ বয়ং হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে, ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে তাঁহার নিকট পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভগবান্ দেশ কালের অতীত। দেশ ও কাল তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। বিশ্ব তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং দ্যুলোকভূলোকে অর্থাৎ সমগ্রবিশ্বে তাঁহার সমান কেহই নাই এবং থাকিতে পারে না। তাঁহার শক্তি পাইয়া জগৎ শক্তি লাভ করে, তাঁহার কৃপায় বিশ্ব বাঁচিয়া আছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি, ন চন্দ্রতারকে
নেমা বিদ্যুতঃ ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নিঃ,
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তাঁহার জ্যোতিঃ পাইয়া চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ হয়, তাঁহার শক্তিতে সকলে শক্তি লাভ করে। তিনিই জগতের শক্তির ও জ্যোতির উৎস। তিনি বিশ্ববিধাতা, বিশ্বের রক্ষা কর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা। তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিলে মানুষ আপনাকে মহাশক্তিশালী মনে করে, সুতরাং ক্ষুদ্র মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ শক্তি ও জ্ঞান লইয়া তাঁহার অসীম শক্তির ধারণাই করিতে পারে না। সাধক এইমাত্র বুঝিতে পারেন যে, তাহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং তাঁহার সমান কে থাকিতে পারে? মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

সেই পরম পুরুষের নিকটেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে,—"হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমরা যেন তৎসাহায্যে আপনার চরণে পৌঁছিতে পারি। আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন, যেন আমরা রিপুজয় করিতে পারি, পাপমোহের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। (১অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ র ৪ ৪র ৪র ৫ ১ র ২১র ২ ১
১। (মহাবামদেব্যম্)। কাহ ৫ য়া। নশ্চা ৩ ইত্রা ৩ আভুবাৎ। উ। তীসদাবৃধঃস। খা।

২ র ১ ১ ২A ৩ র ২ ১ — ২
ঔ ৩ হোহাই। কয়া ২ ৩ শচাই। ষ্ঠয়োহো ৩। হুম্মা ২। বা ২ র্তো ৩ ২ ৫ হাই॥

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ ২
(১) কাহ ৫ স্ত্বা। সত্যো ৩ মা ৩ দানাম্। মা। হিষ্ঠোমাৎসাদন্ধ। সা। ঔ ৩

র ১ ১ ২A ৩ র ২ ১ — ১ ২
হোহাই। দৃঢ়া ২ ৩ চিদা। রুজোহো ৩। হুম্মা ২। বাহ ৩ সো ৩ ২ ৫ হায়ি॥

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২র
(২) আহ ৫ ভী। যুণাতঃসা ৩ খীনাম্। অ। বিতাজরায়িতৃ।

১ র ২ ১ ২A ৩ র ২ ১ —
ণাম্। ঔ ২ ৩ হোহায়ি। শতা ২ ৩ স্তবাসিয়োহো ৩। হুম্মা ২।

১ ২
ত্যূত ২ য়ো ৩ ২ ৫ হায়ি॥

* * *

২ র র ২ ৪র৩র ৪র৫ র ১
২। (বারবৌপর্ণম্)॥ কয়ানশ্চিত্রআ। ভু ৩ বাৎ। উতীসদাবৃধঃ। সখ।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
সা ২ ৩ ৪ খা। কায়া ৩ উবা। শচি। ষ্ঠয়ো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ র্তো ৬ হায়ি॥

২ র র ২A ৩ ৪ র ২ ৪৫র ১ ৩ ৫ ১ ২
(১) কস্তাসত্যোমদা ৩ নাম্। মঙ্ হিষ্ঠোমৎসদা। স্ব্‌ম্। ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দাঢ়া ৩

২ ১র ২ ৫ ৪ ৪ ৫ ২ র
উবা। চিদা। রুজো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ হায়ি। (২) অভিষুণঃসখী

২৮　৩ ৪৫৫ র　১　৩　৫　১২　২　৬৯
ও নায়্। অবিত্তাজয়া। হুন। ভু ২৩৪ পাস্। পাতা ৩ উবা। ভবা।।

২১　৫　৪　৫
শিয়ো ২৩৪ বা। তা ৫ যো ৬ হাথ্বি॥ ১২৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সদাবৃধঃ' (নিত্যবর্দ্ধমানঃ, চিরনবীনত্বসম্পন্নঃ) 'চিত্রঃ' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টঃ, অভিনবকর্ম্মযুতঃ) 'সখা' (মিত্রভূতঃ, সুহৃৎস্থানীয়ঃ স দেবঃ) 'কয়া ঊতী' (কীদৃশেন কর্ম্মণা তর্পণেন বা) 'নঃ' (অস্মান) 'আ ভুবৎ' (আভিমুখ্যেন ভবেৎ); তথা 'শচিষ্ঠয়া' (প্রজ্ঞানবত্তময়া, প্রজ্ঞানসহিতমনুষ্ঠীয়মানেন) 'কয়া বৃতা' (কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা বা) স এব প্রাপ্তব্যঃ ইতি শেষঃ। কেন কর্ম্মণা ভগবান প্রাপ্তব্যঃ তদ্বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসুঃ ভবতি; মন্ত্রঃ তস্য ব্যাকুলতাপ্রকাশকঃ—ইতিভাবঃ॥ (১অ ৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীনত্বসম্পন্ন, অভিনবকর্ম্মযুত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি প্রকার কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখী হয়েন? আর, প্রজ্ঞানসহ অনুষ্ঠীয়মান কোন কর্ম্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন? (কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন; মন্ত্র তাঁহার সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১অ—৪খ—২সূ—১সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সদাবৃধঃ' সদা বর্দ্ধমানঃ 'চিত্রঃ' চায়নীয়ঃ পূজনীয়ঃ 'সখা' মিত্রভূতঃ ইন্দ্রঃ 'কয়া' 'ঊতী' ঊত্যা তর্পণেন 'নঃ' অস্মান 'আ ভুবৎ' আভিমুখ্যেন ভবেৎ? 'শচিষ্ঠয়া' প্রজ্ঞাবত্তময়া প্রজ্ঞানসহিতানুষ্ঠীয়মানেন। 'কয়া বৃতা'? কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা চ অভিমুখো ভবেৎ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটি পাঠ করিলে এবং ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলেই একথা মনে হয়—এই মন্ত্রে যেন কেহ কাহারও নিকট ভগবানের পূজার পদ্ধতি শিখিতে চাহিতেছেন। তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কিরূপ তর্পণের দ্বারা বা কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ নিকটে আসেন?'

প্রশ্ন এইরূপই বটে; ভাবার্থে এইরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ই মনে আসে সত্য। কিন্তু এ প্রশ্ন যে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমরা মনে করি না। আমাদিগের মতে, মন্ত্রটী আত্মজিজ্ঞাসামূলক। কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি নিকটে আসেন,—এইরূপ আত্মানুসন্ধানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। সাধক ব্যাকুল হইয়াছেন; কি করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—তাহারই সন্ধান করিতেছেন। মন্ত্র এই আত্মানুসন্ধানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রে প্রশ্নমূলক দুইটী 'কয়া' পদ আছে। সেই দুই পদের সহিত যথাক্রমে 'ঊতী' ও 'বৃতা' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ মাত্র একটী আছে। সেটী—'ভুবৎ'। সুতরাং ঐ ক্রিয়াপদকে উভয় প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আমরা এখানে ভাব-পক্ষে 'স এব প্রাপ্তব্যঃ' প্রতিবাক্য শেষাংশে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাকে কি প্রকারে কীদৃশ কর্ম্মের দ্বারা অভিমুখে আনয়ন করা যায়—এবম্বিধ প্রশ্নেও যে ভাব ব্যক্ত করে; কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়,—এরূপ প্রশ্নেও সেই ভাবই প্রকাশ পায়। এখন 'ঊতী' আর 'বৃতা' পদদ্বয়ে কি মর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহা একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া দেখুন। দুই পদেই ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। যে কর্ম্মে আত্মরক্ষা হয়, তাহাই 'ঊতি' পদের লক্ষ্য; আর যাহা নিত্য-অনুষ্ঠিত, তাহাই 'বৃতা' পদে নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম দুই প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুই প্রকার কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দুই কর্ম্মের ভাব 'ঊতী' ও 'বৃতা' পদদ্বয়ে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (১অ—৪খ—২সূ ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মꣳহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—১খ—১দ—৫সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। অধিকন্তু উহা যজুর্ব্বেদের (ষড়্বিংশ অধ্যায়, চতুর্থ কণ্ডিকা) এবং অথর্ব্ববেদেরও (২০কা—১২৪সূ—১ম) মন্ত্র। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'মদানাং' (মাদয়িতৄণাং, আনন্দদায়কানাং বস্তূনাং - মধ্যে ইতি যাবৎ) 'কঃ' (কং বস্তু) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৎসৎ' (মাদয়তি, আনন্দং প্রযচ্ছতি)? 'চিৎ' (নিশ্চয়মেব) সাধকানাং হৃদিস্থিতং 'সত্যঃ' (সত্যভূতং) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবজাতং ইত্যর্থঃ) 'মংহিষ্ঠঃ' (পূজনীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'বসু' (ধনং, পরমধনং) ত্বাং আনন্দং প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ ; হে দেব! 'দৃঢ়া' (দৃঢ়ানি, কঠোরাণি - রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'আ' (সমন্তাৎ, সম্যক্‌রূপেণ) 'রুজে' (বিনাশয়); অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সাধকানাং বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন ভগবান্ প্রীতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

আনন্দদায়ক বস্তুদিগের মধ্যে কোন বস্তু আপনাকে আনন্দ প্রদান করে? নিশ্চয়ই সাধকদিগের হৃদয়স্থিত সত্যভূত সত্ত্বভাবজাত শ্রেষ্ঠ ধন আপনাকে আনন্দ প্রদান করে ; হে দেব! কঠোর রিপুদিগকে সম্যক্‌রূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন) ॥ (১অ—৪খ—২সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং ।

'মংহিষ্ঠঃ' পূজনীয়ঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ মদানাং মাদয়িতৄণাং মধ্যে 'কঃ' মদকরঃ? 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য রসঃ। 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বসু' শত্রুসম্বন্ধি পশ্বাদিকং ধনং 'আরুজে' আ সমন্তাৎ ভঙ্‌ক্তুং হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'মৎসৎ' মাদয়েৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

পিতা আপনার সন্তানকে উন্নত ও পবিত্র দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়েন, তেমন আর কিছুতেই নয়। জগৎপিতা ভগবানও সেইরূপ তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার দেখিলে আনন্দলাভ করেন। বিশ্ব তাঁহারই প্রতিচ্ছবি। তাই, এই বিশ্ব যত তাহার আদি উৎপত্তিনিলয়ের দিকে অগ্রসর হয়, ততই আনন্দের বিষয়। তাই প্রশ্ন করা হইয়াছে "কোন বস্তু আপনাকে আনন্দদান করে"? তাহার অবিসংবাদী উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে—'সাধক হৃদয়ের সত্ত্বভাব'। মঙ্গলময় ভগবান্ ইহাই ইচ্ছা করেন যে, বিশ্ববাসী সকলই মঙ্গলের পথে চলুক। তাই সাধকের এই উদ্বোধন-উক্তিতে তাঁহার আনন্দ ; বেদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার 'বসু' পদের অর্থ করিয়াছেন "শত্রুসম্বন্ধি গবাদিকং ধনং"। কিন্তু 'বসু' পদের সহজ সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এত দূরার্থ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিনা। আমরা 'বসু' পদে 'ধনং' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ ৪খ - ২সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অভী ষূণঃ সখীনাম্ অবিতা জরিতৄণাম্ ॥

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শতং ভবাসি উতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'সখীনাং' (তব সখীভূতানাং) 'জরিতৄণাং' (প্রার্থনাকারিণাং, সাধকানাং) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) ত্বং 'শতং' (শতসংখ্যাকং, বহুভিঃ ইত্যর্থঃ) 'উতয়ে' (রক্ষাভিঃ, ঊতিভিঃ, রক্ষাশক্তিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ, সম্যক্প্রকারেণ) 'অভিভবাসি' (অভিমুখঃ ভব, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ -ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৪খ -২সূ -৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সখীভূত সাধকদিগের রক্ষক আপনি বহুরক্ষা-শক্তির সহিত আমাদিগকে সম্যক্প্রকারে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমা-দিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।)। (১অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

• * •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'সখীনাং' সমানখ্যাতীনাং 'জরিতৄণাং' 'অবিতা' রক্ষিতা ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'শতং' শতসংখ্যাকং উতয়ে রক্ষার্থং 'সু' সুষ্ঠু 'অভিভবাসি' অভিমুখো ভব। 'শতম্ভবা-স্যূতয়ে' 'শতম্ভবাস্যূতিভিঃ' - ইতি পাঠৌ। (১অ - ৪খ - ২সূ - ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশবর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই মানুষের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার মঙ্গলনীতিবলেই আমরা সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি। সাধকগণ তাঁহারই রক্ষাশক্তির আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম' সেই পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

সাধকগণ ভগবানের মিত্রভূত—অতিশয় ঘনিষ্টবন্ধু। 'সমপ্রাণঃ সখামতঃ'—তিনি সাধকদিগের সেই এক-প্রাণ সখা। ভক্তগণ তাঁহার এমনই প্রিয়-পাত্র যে তাঁহাদিগকে তিনি আপনার প্রাণের তুল্য মনে করেন। সাধকের এই সৌভাগ্য মানব জাতির অনুধ্যানের বিষয়।

মানবের একমাত্র রক্ষক সেই ভগবানের নিকটেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'উতয়ে' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা 'ঊতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শতং' পদ বহুত্ববাচক, উহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় নাই। তাই 'উতয়ে' শব্দের বিশেষণ 'শতং' পদের 'বহুভিঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। তাহা সায়ণভাষ্য এবং মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (১অ—৪খ—২সূ—৩সা)।*

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২.৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
তং বো দস্মম্ ঋতীষহং বসোঃ মন্দানম্ অন্ধসঃ।
৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং গীর্ভিঃ নবামহে॥ ১॥

গেয়-গানং।

১ ২র ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫ ২ ১র
১॥ (নৌধসম্)॥ তা ২ ০ ৪ ম্। বোদস্মমৃতী। ষাহাম্। বসোর্ম্মন্দা।
১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১২ ১ ২৭ ৩
না ০ স্বান্ধা ০ সাঃ। আ ২ ০ ভী। বাৎসম্। স্বস। রায়ি। ষুধেনঃ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ৩
২ ৩ ৪ বাঃ। আ ২ ৩ য়িন্দ্রাম্। গায়িৰ্ভিম্মঁবো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩

৫ ১ ৫র ৪ ৫ র ৪ ৫ ২ ১ র
৪ হে।(.) আ ২ ৩ ৪ য়ি। ত্রঙ্গীর্ভিম্মঁবা। মাহায়ি। ইন্দ্রগীর্ভায়িঃ।*

২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ২ ১
মা ৩ বাম্বা ৩ হায়ি। দূ ২ ৩ ক্ষাম্। সূদানুম্। তবি। ষায়ি।

২Λ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
ভায়িরাণা ২ ৩ ৫ র্ভাম্। গা ২ ৩ য়িরীম্। নপূরুতো ২ ৩

৫ ৩ ৫ ১
৪ বা। আ ২ ৩ ৪ সাম্॥ (২) গা ২ ৩ ৪ য়ি।

৫ ৪র ৫ ২ ১ ২ ১ ২
রিম্নপূরুতো। আসাস্। সি'রম্নপূ। রু ৩ তোজা

২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২
৩ সাম্। ক্ষ ২ ৩ মা। ভংবাজম্। শৃতি।

১ ২৩ ৫ ১ ২
নাম্। সাহস্রা ২ ৩ ৪ ইণাম্। মা ২ ৩ ক্ষূ।

১ ২ ১ ৫ ৩
গোমন্তমো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩ ৪ হে॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র ২ র
২॥ (অভীবর্ত্তম্)॥ ভংবো ৩ দা ৩ স্মাহম্নভীষহোবা। বাসোর্ম্মন্দা।

১ ২ — ১ ২ ৩ ৪ ৫র ২ ১ ২
নমাধা ১ সা ২ ঃ। আভিবৎসা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। নস্বসরে। মুধায়িনা

— ১ ২ A ৩ ২ ১ ৩
১ বা ২ ঃ। ইন্দ্রাঙ্গা ১ য়ির্ভা ২ ঃ। নবা ৩। মা ২ ৩ ৪ ৫। হা

১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২ ১ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ য়ি। (.) ইন্দ্রা ৩ ঙ্গ ৩ য়ির্ভিম্মঁবামহোবা। আয়িন্দ্রগীর্ভিঃ।

১ ২ — ১ ২ ৩ ৪ ৫র
নবামা ১ হা ২ য়ি। দুক্ষ৺ সুদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুস্তবিবী।

২১২ ১ ২ A ৩২ ১
ভিরাবা ১ স্তা ২ মূ। গিরায়িমা১পূঁ২। রুতী ৩। জা ২ ৩ ৪ ৫।

১র ১১১১ ৫১ ২ ৪ ৫র ৪৫
সা ২ ৩ ৪ ৫ মূ॥ (৩) গিরা ৩ য়িমা ৩ পুরুভোজসোবা।

১ ২ ১২ — ১ ২
গায়িরিমপূ। রুভোজা ১ সা ২ মূ। ক্ষুমন্তুবা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৩ ৪৫ ২১২ — ১ ২ A
জ৺শতিনম্। সহাস্রা ১ য়িণা ২ মূ। মক্ষ্গো ১ মা ২।

৩২ ১ ৩ ১ ২ ১ ১
ভমা ৩ য়ি। মা ২ ৩ ৪ ৫। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥

* * *

৫ র২ ৪৫৪র৫ ২১ —
৩॥ (অগ্নিষ্টোমম্)॥ তংবোদা ৩ স্মৃ২মৃতীষহাম্। হুবেহো ২ য়ি।

১র র ২ — ১ — ৩২A ৩
বসোর্ম্মন্দানমান্ধা ১ সা ২ঃ। অভিবৎসমনস্ব ২ য়ি। বুধায়িমা ২ ৩ ৪

৫ ১২ ১ র২ ১ ২১র A ৩
বাঃ। ইন্দ্রা৩৺হোয়ি। গীর্ভা ৩ য়িহো। নণা। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৫র র ৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১ —
ঔহোবা॥ (১) ইন্দ্রঙ্গা ৩ য়ির্ভির্ন্বামহায়ি। হুবেহো ২ য়ি।

১ র ২ — ১ র A
ইন্দ্রগীর্ভির্ন্বামা ১ হা ২ য়ি। দ্যুক্ষ৺সুদানুস্তবিষা ২ য়ি।

৩২A৩ ৫ ১২ ১ ২ ১
ভিয়াবা ২ ৩ ৪ ভাম্। গিরা ৩ য়ি৺হোয়ি। নপূ ৩ হো।

২ ১র —৩ ৫র র ৫ ২
রুভো। জা ২ সা ২ ৩ ৭ ঔহোবা॥ (২) গিরিমা ৩

৪৫৪র ৫ ২১ — ১ ২
পুরুভোজসাম্। হুবেহো ২ য়ি। গিরিমপুরুভো ১

— ১ র A
জাসা ২ মূ। ক্ষুমন্তুংবাজ৺শতিনা ২ মূ।

৩২A৩ ৫ ১২ ১
সহাস্ত্রা ২ ৩৪ য়িণাম্। মক্ষ ০ হোয়ি।

র ২ ১ ২১র A ৩
গোমা ৩ হো। ভমী। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। জাঁনিত্রা ২ ৩ ৪ ৫ মৃ॥

• . •

১ র ২ ১ ২র১ র র ২ ১ ২
৪। (শুদ্ধাশুদ্ধীয়াস্তম্) ॥ তংবোদস্মমৃতীষহাম্। বসোর্ম্মন্দানমন্ধা ২ ৩ সাঃ।

১ র ২ ১র ২ ১ ২ ১ A
অভিবৎসন্নস্বসরেষুধেনা ২ ৩ বাঃ। ইন্দ্রঙ্গী ২ ৩ র্ষ্ণির্ভা ৩ য়িঃ। না ২।

৩র২A ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২র ১
বামা ৩ ৪ ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥ (১) ইন্দ্রগীর্ভির্ম্মামহায়ি।

র ২ ১র ২ ১ র ৫ ২ ১র
ইন্দ্রগীর্ভির্ম্মামা ২ ৩ হায়ি। দ্যুক্ষ৺ সুদানুস্তবিষীভিরাবা২ ঊঁ

২ ১ ২ ১ A ৩ ২A ৫র র
র্ত্তাম্। গিরিম্না ২ ৩ পু ৩। রু ২। ভোজা ২ ৪ ঔহোবা।

৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ১
না ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ (২) গিরিম্নপুরুভোজসাম্।

২ ১র ২ ১ র
গিরিম্নপুরুভোজা ২ ৩ সাম্। ক্ষুমন্তবাজ৺

র ২ ১ ২ ১র
শতিন৺ সহস্রা ২ ৩ য়িণাম্। মক্ষুগো ২ ৩

২ ১ A ৩র ২
মা ৩। ভা ২ ম্। ঈমা ৩ ৪

৫র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥

* . *

৩৪র ৩৪৫র ৩২ ৪-র র
॥ (অনিন্দ্রোত্তরম্)॥ তবোদস্মমৃতী। মহাতম্। মগোর্ম্মা।
১ র ৭ ৩৪ ৩ ৪৫র
হোয়ি। হো'য়। দানাসস্কানা২৩৪ঃ। অভিবৎসন্নস্বসরে।
৩২ ৪৫ ১ ২র ২ ৯
মুখা৩য়িনানাঃ। আয়িন্দ্রগীর্ভির্নবৌ৩। হো৩১য়ি। মা২
৩ ৫র র ৩৪র ৩৪৫র ৩২ ৪৫
হা২৩৪ঔহোবা॥ (১) ইন্দ্রগীর্ভির্নবা। মহা৩য়ি ইন্দ্রন্নায়ি।
১ ২ ৩
হোয়ি। হোয়ি। ভির্ন'বা২মাহা২৩৪য়ি। দ্যাক্ষ্
৪৩র৪৩৪৫র ৩২ ৪৫ ১ ২ ৪
সুদানুস্তবিষী। ভিরা৩বার্ত্তাম্। গায়িরিয়পুরুভৌ৩।
২ ৯৩ ৫র র ৪৩
হো৩১য়ি। আ২মা২৩৪ঔহোবা॥ (২) গিরিম্ন-
৪৫ র ৩২ ৪৫ ১
পুরুভো। জমা৩মঃ। গিরিমা। হোয়ি।
৪ ৪৩৪
হোয়ি। পুরুভো১জামা২৩৪মঃ। ক্ষুমন্তং
৩র৪ ৩৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র
বাজশতিনম্। সহা৩স্রায়িণাম্। মাক্ষু
২র ১ ২ ৯৩
গোমন্তমৌ৩। হো৩১য়ি। মা২হা২৩৪
৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। অমী৩ম্রা২৩৪৫ম্ (৩)॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ ক র
৮॥ (সৌভরম্।)॥ তংবো৩দ৩স্মাহমৃতীসহোবা। মগোর্ম্মন্দান-
র —১ ৭ ১ ৩ ৫
মন্ধসাভিবৎসন্নস্বসা২বায়িমুখা২৩। হোয়ি। না২৩৪বাঃ।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

১ র S ২ ১ A ৩ ৫র র
ইন্দ্রগীর্ভিঃ। নবা ৩ হা ৩ য়ি। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ র র র
ইন্দ্রা ৩ ম্ভা ৩ য়িভির্ন্নবামহোবা। ইন্দ্রন্গীর্ভির্নবামহেচ্ছাক৺

র — ১ ৭ ১ ৩ ৫
ম্‌দানুস্তবা ২ য়িষায়িভিরা ২ ৩। হো। বা ২ ৩ ৪ ঔম্।

১ S ২ ১ A ৩ ৫র র
গিরিয়পু। রুতো ৩ হা ৩ য়ি। জা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

৪৫ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১
(২) গিরা ৩ য়িয়া ৩ পুরুভোজসোবা। গিরিয়পুরু

র র — ১ ৭ ১
ভোজসংক্ষুমন্তংবাজ৺শতা ২ য়িনা৺সহা ২ ৩। হো।

৩ ৫ ১র র S ২
স্রা ২ ৩ ৪ য়িণাম্। মক্ষূগোম। স্তমা ৩ হা ৩

১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
য়ি। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঊ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ র
৭॥ (আক্কারনিধনং কাথম্)॥ তংবোদা ৩ স্মমৃহতীষহাম্। বাসো

২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১
র্ম্মন্দা। নমা ২ ৩ স্কসাউ। বা ৩ ২। অভিবৎসাম্। নস্বসরায়ি।

২ ১র ৫ ১ ২ ১র ২ ১র
মুধেনা ২ ৩ ৪ বাঃ। আ ২ ৩ য়িন্দ্রাম্। গীর্ভির্ম্ম। বামা ২ ৩ ৪ ৫

৫ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২র
হা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ (১) ইন্দ্রম্ভা ৩ য়িভির্ম্ম বামহায়ি। আয়িন্দ্রগীর্ভিঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১
নবা ২ ৩ মহাউ। বা ৩ ২। দ্যুক্ষ৺সুদা। সুস্তবিসায়ি।

২ ১র ৫ ১ ২ ১ ২ ১র
ভিরাবা ২ ৩ ৪ র্ত্তাম্। গা ২ ৩ য়িরাম্। নপুরু। ভোজা ২ ৩ ৪ ৫

(অভিলক্ষ্য, আভিমুখ্যেন) 'সঞ্জাং ন ধেনবঃ' (বৎসং প্রতি ধেনুবৎ, আত্মপ্রাণং ভগবন্তং প্রতি একান্তানুরাগিণো ভক্তিমন্ত ইব) 'স্বসরেষু' (যজ্ঞগৃহেষু, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রেষু—তং স্থাপয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ) 'নবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অভিষ্টুমঃ,)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। আত্মহিতসাধনায় ভগবান্ আরাধনীয়ঃ। বয়ং তৎ-সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ। (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ অথবা হে আমার মন! তোমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের আপনার মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহার অভিমুখে) একান্তানুরাগী ভক্তি-মানের ন্যায়, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্থাপন-পূর্ব্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আত্মহিতসাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)। (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোধা নাম ঋষিরিন্দ্রং স্তৌতি। হে ঋত্বিগ্ যজমানাঃ! 'দস্মং' দর্শনীয়ং 'ঋতীষহং' ঋতয়ো বাধকাঃ শত্রবঃ তেষামভিভবিতারং। পুনঃ কীদৃশং? বসোঃ বাসয়িতুর্হ্বিষঃ বিবাসয়িতুর্নি-বারয়িতুঃ, যদ্বা 'বসোঃ' পাত্রে নিবসতঃ স্থিতস্য তাদৃশস্য অন্ধসঃ সোম-লক্ষণস্যান্নস্য পানেন 'মন্দানং' মন্দমানং মোদমানং 'বঃ' যষ্ঠ্যর্থেন যুষ্মৎসম্বন্ধিনং তং যাদিশমিন্দ্রং 'গীর্ভিঃ' স্তুতি-লক্ষণাভির্ব্বাগ্ভিঃ 'নবামহে' (ণু স্তবনে, শব্দে বা) অভিষ্টুমঃ। কুত্রেতি 'স্বসরেষু' (অত্র যাস্কঃ—স্বসরাণ্যহানি স্বয়ং সারীণি অপি বা স্বরাদিত্যো ভবতি স এতানি সারয়তীতি নিরু০ নৈ০ ৫।৪) সূর্য্য-নেতৃকেষু দিবসেষু বয়ং 'অভিষ্টুমঃ' আভিতঃ শব্দয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎসং ন' যথা ধেনবো নব প্রসূতিকা গাবঃ স্বসরেষু গোষ্ঠে অন্তস্তে প্রেরয়ন্তে গাবোঽ-ত্রেতি স্বসরাণি গোষ্ঠানি তেষু বৎসমভিলক্ষ্য শব্দয়ন্তি তদ্বৎ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ * §—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বঃ" পদ এবং "বসোঃ মন্দানং অন্ধসঃ" ও "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" বাক্যাংশদ্বয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে নানাবিধ সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রের যে বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রচারিত আছে এবং আমাদিগের

অপরিগৃহীত অর্থ যে সে সকল ব্যাখ্যা হইতে অন্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত পদ ও বাক্যাংশদ্বয়ই তাহার মূলীভূত কারণ।

"বঃ" পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী ঋত্বিগ্-যজমানগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তবে তাহাতে ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, ঐ 'বঃ' পদের অর্থ অনুরূপ পরিকল্পিত; তাহার ভাব তোমাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে অবস্থিত' বা 'দুঃখনাশক', 'অন্ধসঃ' পদে 'সোমরস-পানে' এবং 'মন্দানং' পদে 'মত্ততাবিশিষ্ট' বা 'প্রমত্ত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ বাক্যাংশ ইন্দ্রের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়া, উহার ভাবে ইন্দ্রদেব যে সোমরস পানে প্রমত্ত আছেন—তাহাই প্রকাশ পায়। তার পর, "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" এই উপমাংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়,—'নবপ্রসূতা গাভীসকল যেমন বৎসের অনুসরণে গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে হম্বারব করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ উচ্চৈঃস্বরে।'

এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিগ্-যজমানগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই দর্শনীয়, শত্রুর অভিভবকারী, পাত্রস্থিত অথবা দুঃখনাশক সোমরসপানে প্রমত্ত, ইন্দ্রদেবের অভিমুখে, নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের অনুসরণে হম্বারব করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে ধাবিত হয়, আমরা সেইরূপভাবে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিমন্ত্রে স্তব করি।' অপক্ষে 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে' অথবা 'দুঃখনাশক' এবং 'স্বসরেষু' পদে 'গোষ্ঠে' বা 'দিবসে' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রচলিত বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর ও সোমরস-পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।" বলা বাহুল্য, এখানে 'স্বসরেষু' পদের অর্থ 'দিবসে' এবং 'গোষ্ঠে' দুই-ই রাখা হইয়াছে।

এইরূপ, ইংরাজী অনুবাদে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—

"As cows low to their calves in stalls, so with our songs we glorify

This indra, even your wondrous God who checks attack, who takes delight in precious juice."

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মবোধনমূলক। তদনুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য চিত্তবৃত্তিসমূহ বা মন। 'বঃ' পদে 'তোমাদিগের জন্য' অথবা 'আমাদিগের আপনার হিতসাধনের জন্য' এই ভাব গ্রহণ করি। পূর্ব্ব-মন্ত্রেও এতদর্থে 'বঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 'বসোঃ' ও 'অন্ধসঃ' পদদ্বয়ে 'আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে' ভাব প্রাপ্ত হই। 'মন্দানং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দের ভাব প্রকাশ পায়। 'অন্ধসঃ' ও 'মন্দানং' পদের মর্শ্মের বিষয় পূর্ব্বে বহুল আমরা আলোচনা করিয়াছি। আনন্দময়ের আনন্দ-নিবাস হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে। এখানে তাহাই পরিকীর্ত্তিত। 'বসোঃ অন্ধসঃ মন্দানং' পদত্রয়ে দেবতার সেই আনন্দের অবস্থাই প্রকাশ পায়। অতঃপর 'বৎসং ন ধেনবঃ' উপমার তাৎপর্য্য অনুধাবনীয়। উহাতে একান্তানুরাগিতার ভক্তিমত্তার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপমার বিষয়ও পূর্ব্বে

বহুস্থানে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৎসের অভিমুখে গাভীর অনুসরণের উপমার ভাব গ্রহণ করিলে, সেই একান্তানুরাগিতা অর্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা যেন একান্ত অনুরাগের সহিত সর্ব্বথা ভক্তিমান্ হইয়া ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হই, এবম্বিধ আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'স্বসরেষু' পদে হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে তাঁহাকে স্থাপন করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আমরা যেন একান্তে তাঁহার পূজায় ব্রতী হই,—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান। (১অ—৪খ—৩সূ-১সা)॥০

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুক্ষং৺ সুদানুং তবিষীভিঃ আবৃতং

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
গিরিং ন পুরুভোজসম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তং বাজং৺ শতিনং৺ সহস্রিণং

৩ ১র ২র
মক্ষূ গোমন্তমীমহে॥ ২॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দ্যুক্ষং' (দীপ্তিমন্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুদানুং' (শোভনদানং, পরমধনদাতারং) 'পুরুভোজসং' (বহুনাং পালয়িতারং, বিশ্বপালকং) 'গিরিং ন' (পর্ব্বততুল্যং) 'তবিষীভিঃ আবৃতং' (বহুবলযুক্তং, মহাশক্তিসম্পন্নং—ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); সঃ অস্মভ্যং 'ক্ষুমন্তং' (শব্দবন্তং, জ্ঞানযুক্তং) 'শতিনং সহস্রিনং' (শতসহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং) 'গোমন্তং' (পরাজ্ঞানযুতং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'মক্ষূ' (শীঘ্রং, নিত্যকালং) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটি ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-১খ—১দ-৪সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টি গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরমধনদাতা বিশ্বপালক পর্ব্বততুল্য মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে আমরা আরাধনা করিতেছি; তিনি আমাদিগকে জ্ঞানযুক্ত, প্রভূত-পরিমাণ পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (১অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্যুক্ষং' দীপ্তিমন্তং নিবাসস্থানং অতিশায়তদীপ্তিবিত্যর্থঃ। যদ্বা দ্যুক্ষং দিবি দ্যুলোকে ক্ষিয়ন্তং নিবসন্তং 'সুদানুং' শোভনদানং 'তাবষীভিঃ' বলৈঃ 'আবৃতং' আচ্ছাদিতং। পুনঃ কীদৃশং? 'পুরুভোজসং' সোমাদি-হবিঃপ্রদানেন বহুভির্যজমানৈর্ভোজয়িতব্যং। যদ্বা বহূনাং পালয়িতারং ইন্দ্রং 'ক্ষুমন্তং' (টু ক্ষু শব্দে) শব্দবন্তং অনেন পুত্রাদিকং লক্ষ্যতে; স্তোত্রাদীনি কুর্ব্বাণং 'শতিনং সহস্রিণং' শতসহস্রসংখ্যাকধনযুক্তং 'গোমন্তং' গবাদিযুক্তং 'বাজং' অন্নং 'মক্ষু' শীঘ্রং 'ঈমহে' যাচামহে। যদ্বা পূর্ব্বার্দ্ধো রাজাবশেষণত্বেন যোজনীয়ঃ প্রদীপ্তং শোভনদান-যোগ্যং বলাদিযুক্তং বহুভিঃ পুত্রামাত্যাদিভির্ভোক্তব্যং শব্দাদিযুক্তং অন্নং ইন্দ্রং যাচামহে ইতি। (১অ ৪খ ৩সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৬ সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভগবানের নিকট পরমধনের, পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তিনি বিশ্ব-পালক। জগতের সকল প্রাণীকেই তিনি অপার করুণায় পালন করিতেছেন। তাঁহার কৃপা লাভেই মানুষ বাঁচিয়া আছে। তিনি পর্ব্বততুল্য মহাশক্তি-সম্পন্ন। আপনার শক্তিতে বিশ্বকে তিনি পালন ও রক্ষা করিতেছেন। পর্ব্বত যেমন অচল অটল, সমস্ত শক্তিই যেমন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়, ভগবানও সেইরূপ অনন্ত অপ্রতিহত শক্তির আধার। অবশ্য পর্ব্বতের বা জাগতিক কোন শক্তির সহিতই তাঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু সসীম মানুষ তাহার সান্ত জ্ঞানের দ্বারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সাহায্যেই, সেই অনন্তের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চায়। তাই জাগতিক বস্তুর সহিত তাঁহার তুলনা করে। সেই 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' দেবতার নিকটেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার কি কারণে জানিনা তুলনার্থক 'ন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। 'ন' শব্দের ব্যাখ্যা না দিলে 'গিরিঃ' পদেরও অর্থ পরিষ্কার হয় না সুতরাং তাঁহার 'গিরিঃ ন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য উপরেই বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ ৪খ-৩সূ-২সা)। *

প্রথমং সাম।

১ ২　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
তরোভির্ব্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রꣳ সবাধ ঊতয়ে।

৩ ১র ২র　　৩ ১ ২　　৩ ২　　৩ ১উ
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে

৩　　২　　৩ ১ ২
ভরং ন কারিণম্ ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৫ র ২　　৪র ৫ র ৫　　২ ১ ২ ১
১। (মহাকালেয়ম্)। তরোভা ৩ ইর্ব্বো। বিদদ্বসুম্। ইন্দ্রাꣳ সবা।

২৩র২১　　২ ৩ র ২　　১　　৩ ৪র ৫র
ধউওয়া ২ ৩ ই। বৃহদ্গায়া ৩। ন্তা ২ ৩ ৪ঃ। সুতসোমেঅ।

২　২　　১　৩ ২　　২ A ৫　　৫
ধ্বা ৩ রাই। হুবাইভরৌ। বা ৩ ৪ ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। নকাহ ৫

৫ র ২　৪ ৫ ৪র　　২ ১ ২ ১　　২ ৩র
রিণাম্। (১) হুবেভা ৩ রংকারিণাম্। হুবাইভরাম্। নকা-

২ ১　　১ ৩ ২　　১　　র ৩ ৪ ৫র
রিণা ২ ৩ ম্। নয়ন্দুধ্রা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪। রস্তেনাঙ্গিরাঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদ দিলে সপ্তসপ্ততিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ অথবা দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ১ ৩ ২ ২৲ ৫ ৪
মু ৩ রাঃ। মদাইয়ুশো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। প্রমাহ ৫

৫ র ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
ন্ধসাঃ ॥ (২) মদেষু ৬ শাইপ্রমন্ধসাঃ। মদাইয়ুশাই।

২ ৩ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র
প্রমন্ধসা ২ ৩ঃ। যন্মাদৃত্যা ৩। শা২ ৩ ৪। শামী-

৩র ৪ ২ ২ ১র ৩ ২
নায়সু। ম্বা ৬ ভাই। দাত্তাজরো। বা ৬ ৪ ৩

২৲ ৫ ৪
ও ৩ ৪ বা। ত্রউহ ৫ বৃথিরাম্।

৪
হোহ ৫ ই। ডা (৩)॥

* * *

২ র ২ র র ১ ৫ ৩
২॥ (বারবন্তীয়োত্তরম্)॥ ভরোভির্ব্বাঔহোহায়ি। বায়িদম্বা ২ ৩ ৪

৫ ২ র র ১ ৫ ১ র র র
সুম্। ইন্দ্র৬সবাধউতায়ো ২ ৬ ৪ হায়ি। বৃহদ্গায়ন্তঃসুতসোমে-

২ ৩র ৪র ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
অধ্বা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রায়ি।

২ ১র ২ ১ ৭ র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র র
হুবেভ। রাম্নকারা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র র ১
৩ ১ ২ ৩ ৪। সাম্। এহিয়া ৬ হা॥ (১) হুবেভরাঔহো-

২ ৲ ৩ ৫ ২ র ২ ১
হায়ি। নাকারা ২ ৩ ৪ য়িণাম্। হুবেভরম্নকারায়িণো ২ ৩ ৪

১ র র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
হায়ি। নয়ন্দুগ্রাবরস্তেনম্বিরামু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রাঃ। মদেষু। শায়ি-

১ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
প্রমন্ধা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র
৩ ১ ২ ৩ ৪। সাঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) মদেষু শা-

র ১ ২ ৩ ৫ ২ র
ঔহোহায়ি। প্রামন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। মদেষু শি-

১ ৫ ১র র র র
প্রামন্ধাসো ২ ৩ ৪ হায়ি। যআদৃত্যাশশমানায়

২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩র ৫ ২ ৩
সুন্বা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ৩ হায়ি। উক্থা

৫ ২র ১র ২ ১ ৭ ২
২ ৩ ৪ ভায়ি। দাতাক। রায়িত্রউক্থা

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। যাম্। এহিয়া ৬

৫ ৪
হা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)। ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং হিতসাধনায় অস্মাকং আত্মনাং মঙ্গলার্থং যথা—যূয়ং) 'সবাধঃ' (বাধাপ্রাপ্তাঃ সন্তোঽপি, রিপুভিঃ আক্রান্তাঃ যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'ঊতয়ে' (আত্মরক্ষণায়, আত্মহিতসাধনায়) 'সুতসোমে' (বিশুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যাগে, সৎকর্ম্মণি) 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' (সর্ব্বদা স্তোত্রপরায়ণাঃ সন্তঃ) 'বিদদ্বসুং' (ধনবেদকং, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'ভরেভিঃ' (অখিলৈঃ, সর্ব্বং ইতি ভাবঃ) পূজয়ত ইতি শেষঃ; তদর্থং 'ভরং ন কারিণং' (সৎকর্ম্মকারিণং যথা আত্মীয়-পোষকং তদ্বৎ উপাসকানাং ভক্তানাং পালকং তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'হবে' (আহ্বয়ামি, পূজয়ামি—অহং ইতি শেষঃ)। স ভগবান্ অস্মাসু প্রসন্নো ভবতু—অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ অনুসারিণঃ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১প-৪খ-৪সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের হিতসাধনের জন্য (আমাদিগের আত্মমঙ্গলসাধনের নিমিত্ত) বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও (রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মে (হিংসারহিত-যাগে) সর্ব্বথা স্তোত্রপরায়ণ হইয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা কর; তজ্জন্য উপাসকগণের পালক সেই ভগবানকে আমি আহ্বান করিতেছি। (সেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহকে তদনুসারী করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ)॥ (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'তরোভিঃ' বেগৈরশ্বৈরুপেতং বেগৈরেব বা 'বিদদ্বসুং' বেদনবসুং ধনাবেদকং 'ইন্দ্রং' 'সবাধঃ' বাধাসহিতাঃ 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'বৃহদগায়ন্তঃ' বৃহৎ সংজ্ঞকং সাম গায়ন্তঃ সন্তঃ পরিচরতেতি শেষঃ। কুত্র? ইতি, তদুচ্যতে 'সুতসোমে' অভিষুত সোমকে 'অধ্বরে' যজ্ঞে সোমযাগে অহঞ্চ স্তোতা যুষ্মদর্থং হুবে' আহ্বয়ামি। কমিব? 'ভরং ন' ভরং ভর্ত্তারং কুটুম্বপোষকং 'কারিণং' স্বহিত করণশীলং যথা স্বহিত-করণায়াহ্বয়ন্তি পুত্রাদয়স্তদ্বৎ॥ তথা তমিন্দ্রং হুবে ইতি॥ (১অ—৪খ ৪সূ—১সা)॥

• • •

প্রথম (৬৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। এখানে চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে,—'তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি।' মনোবৃত্তিসমূহ সহসা ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে চাহে না। রিপুগণের প্রলোভন রূপ বাধা আসিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য চেষ্টা পায়। চিত্তবৃত্তিসমূহ সেই সকল বাধা বিদূরিত করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক—আপনাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুক,—ইহাই এখানকার প্রধান কামনা। সেই কামনারি বশবর্ত্তী হইয়াই প্রার্থনাকারী ভগবানের পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবানের অনুসারী হউক।'

কোন্ পদে কি ভাব গ্রহণে ঐরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সবাধঃ' পদ, ভগবানের প্রতি অগ্রসর হইবার পথে যে সকল

বাধা আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বাধাই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'উভয়ে' পদে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পায়। 'সুতসোমে' ও 'অধ্বরে' পদদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুই পদে সত্ত্বভাব-সমন্বিত সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' পদদ্বয়ে প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনার ভাব প্রাপ্ত হই। 'তরোভিঃ' পদে সত্বর অর্থাৎ অবিলম্বে ভগবৎকার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। 'ভরং ন কারিণং' বাক্যাংশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-কারিগণের রক্ষক ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি 'কারিণং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারীকে 'ভরং' অর্থাৎ পোষণ করেন—এই ভাব ঐ বাক্যাংশে প্রাপ্ত হই। উপমার ভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে বলা যায়, সৎকর্ম্মকারিগণের তিনি যেমন পোষণকর্ত্তা, আমাদিগেরও সেইরূপ পোষণকর্ত্তা হউন। তদ্‌গুণান্বিত সেই তাঁহাকে, তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য, আমি অর্চ্চনা করিতেছি। (১অ ৪খ—৪সূ-১সা)।•

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২উ　৩ ১　২র ৩ ২　৩২উ

ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা

৩　১ ২　৩ ১র ২র

মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ।

১　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ১র　২র

য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা

৩ ২　৩ক ২র

জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুশিপ্রং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'যং' (যং দেবং) 'দুধ্রাঃ' (দুর্দ্ধরাঃ, রিপবঃ ইতি যাবৎ) 'ন বরন্তে' (সংগ্রামে পরাজেতুং ন শক্নুবন্তি, নবারয়ন্তি), 'স্থিরাঃ' (দেবাঃ) তথা 'মুরঃ' (মরণশীলাঃ, মনুষ্যাঃ) 'ন' (ন বারয়ন্তি) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মদে'

• উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—১দ—৩সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষড়্‌ষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(মদায়, পরমানন্দায়) 'আদৃতা' (আদরপূর্ব্বকং) 'শশমানায়' (প্রশংসাকারিণে, ভগবৎপরায়ণে) 'সুন্বতে' (পবিত্রহৃদয়ায়) 'জরিত্রে' (প্রার্থনাকারিণে) 'উক্থ্যং' (স্তোত্যং প্রার্থনীয়ং ধনং ইত্যর্থঃ) 'দাতা' (দাতা ভবতি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) তং দেবং বয়ং আরাধয়াম—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলময়ং ভক্তবৎসলং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৪খ ৪সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় যে দেবতাকে দুর্দ্ধর রিপুগণ সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারে না, দেবগণ এবং মনুষ্যগণও বারণ করিতে পারে না, যে দেবতা সত্ত্বভাবের পরমানন্দের জন্য আদরপূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ পবিত্রহৃদয় প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনীয় ধন প্রদান করেন, সেই দেবতাকেই আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলময় ভক্তবৎসল ভগবানকে আরাধনা করি।)। (১অ—৪খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুশিপ্রং' শোভন-হনুকং শোভন-নাসিকং বা শিপ্রেহনুনাসিকে বা (৬।১৭) ইতি যাস্কঃ। 'যং' ইন্দ্রং 'উগ্রাঃ' উদ্গূর্ণাঃ অসুরাদয়ঃ 'ন বরন্তে, সংগ্রামে ন বারয়ন্তি তথা 'স্থিরাঃ' দেবাঃ ন বরন্তে।কিঞ্চ 'মুরঃ' মরণশীলাঃ মনুষ্যাঃ ন বরন্তে, যঃ চ ইন্দ্রঃ 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য 'মদে' মদায় সোমপানজনিতায় 'আদৃত্য' 'শশমানায়' 'সুন্বতে' অভিষবং কুর্ব্বতে 'জরিত্রে' স্তোত্রে চ 'দাতা' ভবতি। কিং? উক্থ্যং স্তুত্যং ধনং। তং হুবে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'মদেষু শিপ্রং' 'মদেষু শিপ্র' ইতি যকারসকারৌ পাঠৌ॥২॥

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের শক্তি অপ্রতিহত। স্বশক্তিতে তিনি জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহার অসীমশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য না হয়। তাঁহার মঙ্গলময় শক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে জগৎকে পরিচালনা করিতেছে বলিয়াই অমঙ্গল স্থায়ী অধিকার বিস্তার করিতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে কখনও কখনও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদিগের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলমাত্র।

প্রকৃত পক্ষে কোন অমঙ্গলই স্থায়ী হয় না, হইতে পারে না। অমঙ্গল, পাপ আমাদিগের অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক (Relative) স্বাধীনতার ফল। যখন আমরা সেই অসম্পূর্ণতাকে জয় করিতে পারি, যখন আমাদিগের শক্তি ও প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী হয় তখন সূর্য্যোদয়ে শিশিরকুহেলিকার ন্যায় তাহা অন্তর্হিত হয়। ভগবানের শক্তিবলেই তাহা সম্ভবপর হইয়া থাকে। মানুষ যে পরিমাণে ভগবৎপরায়ণ হয়, সেই পরিমাণে সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণে ভগবৎ-শক্তির বিকাশে তাহার হৃদয় হইতে মোহ অজ্ঞানতা, অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হয়। তখন মানুষ ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে সকল বিরুদ্ধশক্তিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। তাই বলা হইয়াছে—দেবাসুর-মানব কেহই ভগবানের শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে না।

তিনি শুধু পূর্ণশক্তি, পূর্ণমঙ্গলের অধিকারী নহেন—সেই শক্তি, সেই পরমানন্দ তিনি মানবকেও বিতরণ করেন। তাঁহার প্রিয় সন্তানকে তাঁহার পরমধন হইতে বঞ্চিত করেন না। তাই মানুষ তাঁহার নিকটে পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করে এবং অতাই ধনও প্রাপ্ত করিয়া ধন্য হয়। মন্ত্রে প্রার্থনার মধ্যে এই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে মন্ত্রান্তর্গত 'রয়িপ্রং' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮১সূ—৪ঋ) দ্রষ্টব্য। (১অ—৪খ—৪সূ—২সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
১ ২ ২ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

১র ২র — ১ ২ — ১ ২
॥ (স৶ ঋষভ) ॥ স্বাদিষ্ঠয়া। ম। ২ দিষ্ঠয়া। পাবা ২। অস্ব ২ ৩ সোমা।
— ১ ২
ধা ২ রায়া। আ ২ ৩ ইন্দ্রা। য ১ পা। তবা ২ ৩। স্যউঁবা ৩।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অড় ষষ্ঠিতম (অথবা বালখিল্য ব্যতীত পঞ্চ পঞ্চাশত্তম) সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ২ র ১র — ১ ২ —
সু ২ ৩ ৪ তাঃ। (১) রক্ষোহাবিশ্ব। চা ২ র্ষণীঈঃ। অভা ২ ই।

১ ২ ১ — ১ ২ — ১
যো ২ ৩ নীম্। অয়ো ২ হাতাই। দ্রো ২ ৩ ণে। সা ২ ধা।

৭ ২ ৫ ২ র ১র
স্থমা ২ ৩। হাউবা ৩। সা ২ ৩ ৪ দাৎ॥ (২) বরিবোধাত।

— ১ ২ — ১ ২ ১ — ১
মো ২ ভুবাঃ। মঙ্হা ২ ই। ষ্ঠো ২ ৩ বা। ত্রহা ২ স্তামাঃ।

২ — ১ ২
পা ২ ৩ র্মী। রা ২ ধো। মা ২ ৩। হাউবা ৩।

৫
ধো ২ ৩ ৪ নাম্ (৩) ॥

* *

৪র ৩ ৪ ২ ৩ ৫ ১ র র
২। (ক্ষুল্লকবৈষ্টম্ভম্)॥ স্বাদাহ ৫ য়িষ্ঠ। যা ৩ মদিষ্ঠয়া। পাবস্বসো।

১ র ১ ২ ২ ১ ১ ২
মধারা ১ য়া ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। ইন্দ্রায়া ১ পা ২ ৩। হোবা ৩

২ ১র ^ ৩ ৫র র ৪ ৩ র
হা। তবে। সু ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) রক্ষোহ ৫ হা।

৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
বা ৩ য়িশ্চচর্ষণায়িঃ। আভিয়োনিম্। অযোহা ১ তা ২ ৩ য়ি।

১ ২ ২ ১র ২ ১ ২ ২ ১র
হোবা ৩ হায়ি। দ্রোণেসা ১ ধা ২ ৩। হোবা ৩ হা। স্থমা

A ৩ ৫র ৪ ৪ ৩ ৪
সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) বরাহ ৫ য়িবঃ। ধা ৩

২ ৩র ৫ ১ ২ র ১ ২
তমোভুবাঃ। মাঙ্হিষ্ঠোব্র। ত্রহাহা ১ মা ২ ৩ঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২
হোবা ৩ হায়ি। পর্ষায়িরা ১ ধা ২ ৩ঃ। হোবা ৩

২ ১ A ২ ৫র র
হায়ি। মঘো ২। না ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ১
দী ২ ৩ ৪ শাঃ (৩)॥

•.•

২র ১২ ১ ২১ ২১ ২
৩॥ (অরাবোধীয়ম্॥ স্বাদিষ্ঠয়োবা। মাদিষ্ঠয়া। পবাস্বা ২ ৩ সো।

র ১ ২ ৪ ৫র ৩ ২
মধারায়া। ইন্দ্রায়া ১ পা ২ ৩ তাহ্। বে। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ।

২ র র ১২ ১ ২১ ২১
ডা॥ (১) রক্ষোহাবোবা। শ্বাচর্ষণায়িঃ। অভায়িয়ো ২ ৩

২ র ১ র ২ ৪ ৫র
ণীম্। অয়োহাতায়ি। দ্রোণেসা ১ ধা ২ ৩ স্থাম্। আ।

৩ ২ ২ র ১২ ১ র
মদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২) বরিবোধোবা। তামো-

২১ ২ ১ ২ ১
ভুবাঃ। মণ্ড্‌হায়িষ্ঠো ২ ৩ বা। ব্রহস্তামাঃ। পার্থা-

৪০ ৫ ৩র ২
য়িরা ১ ধা ২ ৩। ম। ঘোনো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

•.•

১র র র ১২ ১১ র ২
৪॥ (হাবিষ্কৃতম্)॥ স্বাদিষ্ঠয়ামদাহাউষ্ঠায়া। পবস্বসো। মধারা ২ ৩ য়া।

১ — ২ ১র A ৩ ৫র র
ইন্দ্রা ২ হো ১। যা ২ ৩ পা। তবে। সু ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

২ র র র র ১২ ১ র ৫ র ২
রক্ষোহাবিশ্বচাহাউর্ষাণায়ি। অভিযোনায়িম্। অয়োহা ২ ৩ তায়ি।

১র A ২ ১র A ৩ ৫র র
দ্রোণে ২ হো ১ য়ি। সা ২ ৩ ধা। স্থমা। সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

১ র র র র ১২ ১ র
(২) বরিবোধাতমোহাউভুবাঃ। মণ্ড্‌হিষ্ঠোবা। ব্রহস্তা ২ ৩

১ — ১ ১ ৩ ৫ র ২
বরাযিঃ। হুবা২য়ি। সুতা২৩৪া। হোই বা৫৬ ঔহোবা।

২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫
অগ্নিরাহুতা ২৩৪৫ঃ(১)॥

* * *

২ র ১ র — ১ ২১ —
৭॥ (সুরূপোত্তরম্)॥ রক্ষোহাবৌহো ২। ইয়া। খচর্ষণী ২ য়িঃ।

২ ১র — ১ ২ র ১ — ২ র র — ১
অভিযোনৌহো ২। ইয়া। অয়োহাতা ২ য়ি। দ্রোণেসধৌহো ২। ইয়া।

২ ১ র ২ ১
স্বমাসা ২৩দা৩৪৩৫। ও২৩৪৫ই। ডা(২)॥

* * *

৫র ২ ৪র ৫২১ ২১২১র ২১
৮। (কাক্ষীবতম্)॥ স্বাদিষ্ঠা ৩ য়ামদিষ্ঠয়া। পবাস্বসো। মধারয়া ৩।

২ ৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ৩র ১ ৫
ও৩৪। হাহোয়ি। ইন্দ্রায়া ২৩পা। তবৌহোয়ি। ঔহো ২৩৪বা।

৪ ৫ ৫ র ২ ৪ ৫ ২ ১ ২র ১
সু ৫ তো ৬ হায়ি। (১) রক্ষোহা ৩ বিশ্বচর্ষণায়িঃ। অভায়িযোনিম্।

২ র ১ S ২ ৩র ২ ১র S ২ ৩র
অয়োহতা ৩ য়ি। ও৩৪ হাহোয়ি। দ্রোণেসা ২৩ধা। স্বমৌ-

২ ৩র ১ ৫ ৪ ৫ ৫ ২ ৪র
হোয়ি। ঔহো ২৩৪বা। সা ৫ দো ৬ হায়ি। (২) বরিবো ৩ধা ৩

৫র ২ ১ ২র ১ ২ ১ S ৫
মোভুবাঃ মংহায়িষ্ঠোবৃ। ত্রহন্তমা ৩ঃ। ও৩৪।

২ ১ ২ ৩র
হাহোয়ি। পর্ষায়িরা ২৩ধাঃ। মঔহোয়ি।

৩র ৫
ঔহো ২৩৪বা। স্তো ৫ নো ৬ হায়ি (৩)॥

৫র ২ ৪S৫ ৪৫ ১ ২ —
৯। (ভাসম্)॥ স্বাদি। ষ্ঠা ৩ য়ায়া। ঈয়া। দায়িষ্ঠা ১ য়া ২।

১ '২ র S ২রA ৩র ২ ১ — ১
পাবস্বসো। ম। ধৌ ৩ হো। বাহায়ি। য়য়া ২। ইন্দ্রা ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২ ২A৩২ ৫ ২
যা ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তবেস্তুতা ১॥ (১) রক্ষঃ। হা ৩

৪S ৫S ৪৫ ১২ — ১ ২র
বায়ি। শ্বা। ঈয়া। চার্ষা ১ ণা ২ য়িঃ। অভিযোনিম্।

S ২রA ৩র২ ১ — ১র
অ। যৌ ৩ হো। বাহায়ি। হতা ১ য়ি। দ্রোণে ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২রA৩২ ৫
সা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্থমাসদা ১ ৎ॥ (২) বরি।

২ ৪s ৫S ৪৫ ১ ২ —
বো ৩ ধা। তা। ঈয়া। মোভূ ১ বা ২ঃ।

১ ২র S ২রA ৩র ২
মা৺হিষ্ঠোর। ত্র। হৌ ৩ হো। বাহা।

১ — ১ ১ A ৩
ত্তমাঃ ২ ঃ। পর্ষা ২ ৩য়ি। রা ২ ধা ২ ৩ ৪

৫র র ২A৩র ২
ঔহোবা। মঘোনা ১ ম্ (৩)।

* * *

২র র ১২ ১ ১ র ২১র
১০। (শৈশবম্)॥ স্বাদিষ্ঠয়ামদিষ্ঠয়া। পবস্বসোমধারয়া। ইন্দ্রায়

৫ ৩২ ৪ ২ র র
২ ৩ ৪ পা। তবা ৩ য়িসূ ৫ তা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (১) রক্ষোহাবিশ্ব-

১ ২ ১ র র ২র ১র
চর্ষাণায়িঃ। অভিযোনিময়োহতায়ি। দ্রোণেসা ২ ৩ ৪

র ৩২ ৪ ২ রর
ধা। স্থমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ৎ॥ (২) বরিবোধাত

র ১ ২ ১ র ২ ১
যোভুবাঃ। সংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমাঃ। পর্ষিয়া ২ ৩ ৪

৫ ২ ৪
ধাঃ। মা ৩ ঘো ৫ না ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥

* * *

২র৲৩র ৪ ৫ র ২ ১
১১॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আঔহোবাহায়ি। স্বাদিষ্ঠয়া। মদায়ি।

২ ২র৲৩র ২ ২ র ৩ র ২র ৩র ২
ষ্ঠয়া। ঐহীবৈহী ১। পাবস্বসোমধারয়া। ঐহীবৈহী ১।

— ১ — ১ — ১র ৩
আ ২ য়ি। আয়িন্দ্রা ২ য়াপা ২। তবে। সূ ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ র ২৲৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (১)॥

* * *

৩ ২ র র র ৫ ৫
১২॥ (গব্রাসাহীয়ম্)॥ বরা ৩ ৪ য়ি। বোধাত্তমোভুবঃ। ও ৬ বা।

১ র —১ —১ ২ ১ ২ ২র৲
মঙ্হিষ্ঠোবৃত্রহন্তা ২ মাঃ। পা ২ র্ষায়ি। রা ২ ৩ ধাঃ। মঔহো।

৩র ২ ১ ৫ ৫
বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। ঘো ২ ৩ ৪ নো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩র র ২ ১ ৪র র ৫ ১ ২
১৩॥ (স্বারকৌৎসম্)॥ স্বাদীহিষ্ঠা ২ ৩। য়ামদিষ্ঠয়াঈয়া। পবস্ব-

র ১র ২র ১ ২ র ১র ২ ১ ২ ২
সোমধারয়া। পাবস্বসো। মধারা ২ ৩ য়া। আয়িন্দ্রা ৩ হা।

১ ২ ২ ১র ২ ৩ র ২র ১
য়াপা ৩ হা। তবেসূ ২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ঃ॥ (১) রক্ষোহাহা ২ ৩।

৪ ৫ ২ ১ র ২ ১ র ২ র ১ ২র
বিশ্বচর্ষণিয়ীয়া। অভিযোনিময়োহতে। আভিযোনিম্।

১র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২
অয়োহা ২ ৩ ভাম্মি। স্রোহেণ ৩ হায়ি। সখিং ৩হা।

১র ২ ৩র২র১
স্বমাগা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ ৫॥ (২) বদীহৌবো ২ ৩।

৪র র ৫ ১ ২র ১ ১ ১
ধাভমোভুবঈয়া। মং হিষ্ঠোব্রব্রহস্তমঃ। মাং হি-

২র ১ ২ ১ ২ ২
ষ্ঠোব্র। ব্রহস্তা ২ ৩ মাঃ। পার্ষা ৩ য়ি হায়ি

১ ২ ২ ১ ২৲
য়াধো ৩ হায়ি। মঘো ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩) ॥ ১।২।৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম হৃন্নিহিত 'সোম' (শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায় পাতবে' (ইন্দ্রস্য পানার্থং, যদ্বা অস্মান্ ভগবৎসমীপে নয়নার্থং ইতি ভাবঃ) 'স্বাদিষ্ঠয়া' (স্বাদুতময়া, প্রীতিজনকেন) 'মদিষ্ঠয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রবহ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং উদ্বোধিতো ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ভগবৎ সমীপে লইবার জন্য প্রীতিজনক পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হউক)॥ (১অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'ইন্দ্রায়' 'পাতবে' পাতুং 'সুতঃ' অভিষুতঃ ত্বং 'স্বাদিষ্ঠয়া' স্বাদুতময়া মদিষ্ঠয়া অতিশয়েন মাদয়িত্র্যা ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর॥ (১অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

*

প্রথম (৬৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে। মানুষের হৃদিস্থিত সুপ্ত দেবভাব যখন জাগরিত হয়, সাধনার দ্বারা মানুষ যখন অন্তরস্থ সুপ্তচৈতন্যকে আপনার বশীভূত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, প্রকৃত পক্ষে তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। সেই দেব-ভাবকে জাগাইবার জন্য সাধনার ও প্রার্থনার প্রয়োজন। হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে উদ্বোধিত করিবার প্রার্থনাই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন হৃদয়ের ভক্তি দিয়াই তাঁহার আরাধনা করিতে হয়। ভগবান্ যখন আমাদিগের হৃদয়ের সেই ভাবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, তখনই আমাদিগের পূজা আরাধনা সার্থক হয়। প্রকৃত পূজা পুষ্প বিল্বদল দিয়া নয়—উহা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পূজা হৃদয়ের পূজা। এখানে সেই মহাপূজারই প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'আমাদিগের বিশুদ্ধ ভাব-কুসুম দিয়া যেন তাঁহার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারি, আমাদিগের পূজা যেন তাঁহার পদতলে পৌছে, সেই পূজা যেন তাঁহার গ্রহণযোগ্য হয়, এই প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। (১অ - ৫খ - ১সূ - ১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩১ ৩ ২উ ৩ ১ ২
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিঃ অভি যোনিম্ অয়োহতে।
১ ২ ৩১৩১২
দ্রোণে সধস্থমাসদৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রক্ষোহাঃ' (রিপুনাশকঃ) 'বিশ্বচর্ষণিঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ—দেবঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'অয়োহতে' (হিরণ্ময়ে, পরমবিশুদ্ধে) 'দ্রোণে' (পাত্রে, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'আসিদৎ' (আসিদতি, আগচ্ছতি); নঃ কৃপয়া 'যোনিং' (উৎপত্তিস্থানং—সত্ত্বভাবস্য ইতি

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প - ৫অ - ১থ - ২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তেরটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

যাবৎ) অস্মাকং 'সধস্থং' (সহস্থানং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অস্তি' (অভ্যাগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু); হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক সর্ব্বজ্ঞ দেবতা সাধকদিগের পরমবিশুদ্ধ হৃদয়ে আগমন করেন॥ তিনি কৃপাপূর্ব্বক সত্ত্বভাবের উৎপত্তিস্থান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রক্ষোহাঃ' রক্ষসাং হন্তা 'বিশ্বচর্ষণিঃ' বিশ্বস্য দ্রষ্টা সোমঃ 'অয়োহতে' অয়সা হিরণ্যেন হতে। তথা চ শ্রূয়তে—হিরণ্যপাণিরভিষুণোতি ইতি। দ্রোণে দ্রোণকলশেন অধিষবণফলকাভ্যাং বা সধস্থং সহস্থানং যোনিং অভিষবস্থানং অভ্যাসদৎ আভিমুখ্যেনাসীদতি। অয়োহতে—অয়োহত দ্রোণে দ্রুণা ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় সোমরসকে টানিয়া আনিয়াছেন। নিম্নে একটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল। "রাক্ষসহন্তা সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হয়েন।" ভাষ্যকার আবার 'অয়ঃ' শব্দে হিরণ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু উপরের ব্যাখ্যায় উক্ত পদে লৌহ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

আমরা এই সকল মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হিরণ্ময় দ্রোণ' সাধকের পবিত্র হৃদয়কে লক্ষ্য করে। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। 'দ্রোণ' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি ও বিকাশস্থান মানুষের হৃদয়। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থল হৃদয়েই ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার অর্থ,—'ভগবান্ যেন

আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।' অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-১সূ-২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২
বরিবোধাতমো ভুবো মꣳহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পর্ষিরাধো মঘোনাম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বরিবোধাতমঃ' (অতিশয়েন ধনানাং দাতা, শ্রেষ্ঠধনপ্রদাতা) তথা 'বৃত্রহন্তমঃ' (পরমরিপুনাশকঃ) 'ভুবঃ' (ভবসি); 'মংহিষ্ঠঃ' (শ্রেষ্ঠতমদাতা, সর্ব্বধন-প্রদাতা) ত্বং 'মঘোনাং রাধঃ' (ধনবতাং ধনং, পরমধনসম্পন্নানাং ধনং, সাধকাঃ যৎ পরমধনং লভন্তে তৎ ধনং ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'পর্ষি' (প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শ্রেষ্ঠতমঃ দাতা ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি শ্রেষ্ঠধনদাতা এবং পরমরিপুনাশক হয়েন; সর্ব্বধনদাতা আপনি সাধকগণ যে পরমধন লাভ করেন, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠতম দাতা ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'বরিবোধাতমঃ' অতিশয়েন ধনানাং দাতা 'ভুবঃ' ভব। 'বেদঃ' 'বরিবঃ' ইতি ধননামসু (নি০২।১০।৪-৫) পাঠাৎ। 'মংহিষ্ঠঃ' দাতৃতমশ্চ ভব। সর্ব্বদাতৃত্বমত্রোচ্যতে ইত্যপুনরুক্তিঃ। 'বৃত্রহন্তমঃ' অতিশয়েন শত্রূণাং হন্তা চ ভব। কিঞ্চ মঘোনাং ধনবতাং শত্রূণাং 'রাধঃ' ধনঞ্চ 'পর্ষি' অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। 'ভুবঃ' 'ভব' ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের, দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানের পরম দানের ও রিপুনাশক শক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে তাঁহার স্বর্গীয় ভাণ্ডারের পরমধন পাইবার জন্ম প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভগবান রিপুনাশক। মানুষ যখন রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। দুর্ব্বল মানুষের এমন শক্তি নাই যে, সে ভীষণ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। তাই মানুষ রিপুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করে,—"ত্রাহি মাং মধুসূদন!" দৈত্যারি সেই ভগবানই আসিয়া মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং" ইহাই তাঁহার কার্য্য। তারপরে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" তিনি মানুষকে তাঁহার ভাণ্ডারের পরমধন বিতরণ করেন। মানুষ তাঁহার কৃপা লাভে বিশুদ্ধ হৃদয় হয়, পাপশূন্য নির্ম্মল হয় জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়।

সাধকগণের দ্বারাই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে হৃদয়ের পবিত্রতা, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন, তাহা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। প্রত্যেকের অন্তরেই সেই ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী হইবার অভিলাষ বিদ্যমান আছে। তাই সাধকবাঞ্ছিত সেই পরমধন লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১অ-৫খ-১সূ—৩সা)।০

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয় গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ র ২ ১ —
১। (সফম্)। পবস্বা ৩ মধু। মত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। ইন্দ্রায়সোমা ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ২ ১ ২ ৪
ক্রতুবাইত্তা ৩ মো ৩। মা ৩ ২ ৩ ৪ দাঃ। মহাই। দ্যুক্ষাতা ৩ মো ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ৫ ২১২ ৪৫ ২৩ ৫
মা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হাই ॥ (১) অবিদ্যু ৬ অক্ত ১ সোমা ২ ৩ ৪ দাঃ।

২১২র১ — ১ ২ ৪ ২ ৫ ২১
যন্মুত্তেপাইহা ২। বৃষভোবা ৩ র্ষ ৮ ৩। বা ৩ ২ ৩ ৪ ঔহা। অন্ধা।

র ২ ৪ ২ ৫ ১১২
পীহাসূ ৩ বা ৩ঃ। বা ৩ ৪ ৫ ইদো ৬ হাই ॥ (২) অভ্রপী ৩

৫র৫ ২৩ ৫ ২১২১ — ১
ঘাসূ। বৰ্দ্ধা ২ ৩ ৪ ইদাঃ। সমুপ্রকাইভো ২। অভি-

২ ৪ ২ ৫ ২১
য়াক্রো ৩ মী ৩ ৫। ভা ৩ । ৩ ৪ ইমাঃ। অচ্ছা।

র ২ ৪ ২ ৫
নাজামা ৩ এ ৩। ভা ৩ ৪ ৫ শো ৬ হাই (৩) ॥

* * *

১২ ১র — ১ র
২ ॥ (শক্লু নাম) ॥ পবস্বমা। এ ২। ধুমা। তমাঃ। ইন্দ্রায়

র ২১র ২ ১ — ১ ২১
সোমক্রতুবিত্তমোমা ২ ৩ দাঃ। মাহী ২ দ্যুক্ষা ২ ৩। তমো ২

৫ ৪ ৫
৩ ৪ বা। মা ৫ দো ৬ হায়ি (১) ॥

* * *

১২১র — ১ ২
৩ ॥ (শক্লু) ॥ পবস্বমা। এ ২। ধুমা। তমাঃ। ইন্দ্রায় সোমক্রতু-

২১র ২ ১ —১ ২১ ৫ ৪
বিত্তমোমা ২ ৩ দাঃ। মাহী ২ দ্যুক্ষা ২ ৩। তমো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫

৫ ১২১র — ১ র
দো ৬ হায়ি। (১) মহিদ্যুক্ষা। এ ২। তমাঃ। মদো। যস্য-

রর র২১র ২ ১ ১ ২১
তেপীবাবৃষভোবৃষায়া ২ ৩ তায়ি। আন্ধা ২ পায়িষা ২ ৩॥ সুবো ২

৫ ৪ ৫ ২১২র১র — ১
৩ ৪ বা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি ॥ (২) অভ্রপীবা। এ ২। ঘুমাঃ।

র র ২১র ৫ ১ —
বিদাঃ। সম্প্রকেতোঅভিয়ক্রমীদা ২ ৩ য়িষাঃ। আচ্ছা ২

১ ২১ ৫ ৪ ৫
বাজা ২ ৩ ম্। নও ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ শো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩২ ৫ ৫ ১১
৪॥ (সত্রাসাহীয়ম্)॥ পবা ৩ ৪। স্বমধুমত্তমঃ। ও ৬ বা। ইন্দ্রায়-

র ২ —১ —১ ২ ১S ২রA
সোমক্রতুবিত্তমোমা ২ দাঃ। মা ২ হায়ি। দ্যূ ২ ৩ ক্ষা। তমৌ ৩ হো।

৩র ২ ১ ৫ ৩২
বাহা ৩ ৪ ও য়ি। মা ২ ৩ ৪ দো ৬ হায়ি॥ (১) মহা ৩ ৪ য়ি।

র ৫ ৫ ১ ররর রর —১
দ্যুক্ষতমোমদঃ। ও ৬ বা। যস্যতেপীত্বাবৃষভোবৃষায়া ২ তায়ি।

—১ ২ ১S ২রA ৩র ২
আ ২ স্যা। পা ২ ৩ য়িত্বা। সুগৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩

১ ৫ ৫ ৩ ২
য়ি। বা ২ ৩ ৪ য়িদো ৬ হায়ি॥ (২) অস্যা ৩ ৪।

র র ৫ ৫ ১ র র র —
পীত্বাস্বর্ব্বিদঃ। ও ৬ বা। সম্প্রকেতোঅভিয়ক্রমীদা ২

১ —১ ২ ১S ২রA
য়িষা। আ ২ চ্ছা। বা ২ ৩ জাম্। নও ৩ হো।

৩র ২ ১S ২রA ৩র ২
বা ২ ৩ জাম্। নও ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি।

১ ৫ ৫
তা ২ ৩ ৪ শো হায়ি (৩)॥

* * *

২র র ১ ২
৫॥ (ইডানাং সঙ্কারম্)। ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। পবস্বমা ৩

৪ ২৩৫ ২২ ৪ ২র৩৫
ধু ৩ মত্তমঃ। ইন্দ্রায়সোমক্রতুবা ৩ য়িত্তা ৩ মোমদঃ।

২র র　১　৩২৳　৩　৫　২ ১র ২
ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। মহায়িন্দ্রা ২ ৩ ৪ ক্ষা। স্তমোমদঃ।

১　২　৪ ৫　৪
ইডা ২ ১ ভা ৩। এহীডা। হো ৫ ঈ। ড॥

* * *

৫ ২　৪ ৫ ৪ ৫　২ ১ ২ ১　৩
॥ (কালেয়ম্)॥ পবস্ব। মধুমত্তমাঃ। ইন্দ্রায়সো। মা ২ ৩।

২　১　৫　২　২　১　৩ ২
ক্রতু ৩। বা ২ ৩ ৪ য়িৎ। তমঃ। মা ৩ দাঃ। মহায়িন্দ্রাক্ষৌ।

৳　২৳　৫　৪　৫ ২
বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। তমো ৫ মদাঃ। (১) মহিন্দ্রা ৩

৪ ৫ ৪র ৫　২ ২র ১　২
ক্ষতমোমদাঃ। যস্তভেপায়ি। বা ২ ৩। বৃষা ৩।

১　৫র　২　২　১ ৩র ২　৳
তো ২ ৩ ৪। বৃষা। যা ৩ ভায়ি। অস্তাপীস্তৌ। বা ৩ ৪ ৩

২৳　৫　৪　৫　২　৪র ৫ ৪
ও ৩ ৪ বা। সুবা ৫ র্বিদাঃ। (২) অস্তপী ৩ স্বাসুব-

৫　২ ১ ২ ১　২
র্বিদাঃ। সমুপ্রকায়ি। তো ২ ৩। অভা ৩ য়ি।

১　৫র　২　২　১ ৩র ২
আ ২ ৩ ৪। ক্রমীৎ। আ ৩ য়িবাঃ। অচ্ছাবাক্ষৌ।

২　৫　৪
বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। নএ ৫ তশাঃ।

৪
হো ৫ ইডা (৩)॥

* * *

৩　৫　৩　৫
(চ্যাবনম্)॥ পবা ২ ৩ ৪। স্বম। ধুমা ২ ৩ ৪ ত্তমা ৬ঃ।

৫　২ A ৩　৫　২　র ১
হাউ। আয়িন্দ্রায়া ২ ৩ ৪ সো। মক্রতুবিত্তমোমাদো ২ ৩ ৪

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF C
LIBRARY

৫ ১ ২ ২ ১ ২
হায়ি। মহান্নিদ্যু ৩ ক্ষা ৩। তামা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩য়ি।

১ ৫ ৫
মা ২ ৩৪ দো ৬ হায়ি (১)॥

* * *

১ ২ — ১ র ২
৮॥ (প্রতীচীনেডক্কাশীতম্)। পবস্বমধু। মা ২ ত্তমাঃ। আয়িন্দ্রায়-

র ১ ৭ ৩র ২ ১ ৪ ২
সোমক্রতুবিৎ। তমোমদা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি। মহিদ্যুক্ষতা ৩

২ ১ ৪ ৫ ১ ২ —
মাঃ। মদা। ঔ ৩ হোবা। (১) মহিদ্যুক্ষত। মো ২

১ ২র র র ১ ৭
মদাঃ। যাস্যতেপীয়াবৃষভঃ। বৃষায়তা ২ ৩ ৪ য়ি।

৩র ২ ১ র ২ ২ ১ ২ ৪ ৫
হাহোয়ি। অস্যপীত্বাসূ ৪ বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥

২ ১ ২র১র২ — ১ ২ র র
(২) অস্যপীত্বাস্বঃ। বা ২ র্ব্বিদাঃ। গাস্যপ্রকেতো

১ ৭ ৩র ২
অভিয়। ক্রমায়িদিষা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি।

১ র র ২ ২ ১ ২
অচ্ছাবাজায়া ৩ এ। তশা। ঔ ৩

৪ ৫ ৪ ৪
হোবা। ঈডা (৩)॥

* * *

১ ২ S ২ ২
৯। (ধুরাসাকমশ্বম্)॥ পবস্বমা ৩। হোঁ ৩ হো ৩ ১। ধুমত্তমা ৩ঃ।

S ২ র ২ S ২ র
হোঁ ৩ হো ৩ ১ য়ি। ইন্দ্রায়সো ৩। হোঁ ৩ হো ৩ ১। মক্রতুবিত্তমো

২ S ২ ১ ২ S
মদা ৩ঃ। হোঁ ৩ হো ৩ ১ য়ি। মহিদ্যুক্ষা ৩। হোঁ ৩

২　　র ২　　S　১
হো ৩ ১ । তমোমদা ৩ঃ । হো ৩ হো

৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ । ডা (৩) ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতঃ, অমৃতময়ঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'ক্রতুবিত্তমঃ' (সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ যদ্বা প্রজ্ঞাদায়কঃ) 'মহি' (মহান) 'দ্যুক্ষতমঃ' (অত্যন্তদীপ্তঃ, পরমদীপ্তিমান) ত্বং অস্মাকং 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ সন) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবার্থং ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্ম্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞাদায়ক) মহান্, পরমদীপ্তিমান্ আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।) ॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতস্ত্বং 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'মদঃ' মদকরঃ সন্ 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশঃ? 'ক্রতুবিত্তমঃ' অত্যন্তং প্রজ্ঞায়াঃ কর্ম্মণো বা লম্ভকঃ, মহি, 'মংহনীয়ঃ' দ্যুক্ষতমঃ অত্যন্তং দীপ্তঃ 'মদঃ' মদহেতুঃ ॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (৬৯২) সামের মর্ম্মার্থ ।

——§ * §——

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার একাংশে আছে "পরম আনন্দদায়ক আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া আবির্ভূত হউন।" যিনি পরমানন্দদায়ক তাঁহাকে পরমানন্দদায়ক হইবার জন্য প্রার্থনা কেন? তাহার উত্তর এই যে, সূর্য্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাহাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়? ভগবান্ তো 'আনন্দং

অমৃতরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হইয়া" ইত্যাদি। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী; সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-২সূ ১সা)।

—:০:—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩ ২ ৩
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তে

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অস্য পীত্বা স্ববির্বিদঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীৎ

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ইষোঽচ্ছা বাজং ন এতশঃ॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য সাধকস্য) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অস্য' 'বৃষায়তে' (বর্ষয়তি, প্রযচ্ছতি—অভীষ্টং ইতিযাবৎ) হে সত্ত্বভাব! 'স্ববির্বিদঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(সর্ব্বজ্ঞ) 'তে' (তব—তৎ অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পীত্বা' (লব্ধা) 'সুপ্রকেতঃ' (প্রাজ্ঞঃ, জ্ঞানবান্ সন্) 'এতশঃ ন বাজং' (মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং যথা আত্মশক্তিং লভতে তদ্বৎ) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং, আত্মশক্তিং) 'অচ্ছ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'অভ্যক্রমীৎ' (অভিক্রামতি, লভতে ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন মোক্ষং লভ্যতে - ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া অভীষ্টবর্ষক দেব উহার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়।)। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষকঃ ইন্দ্রঃ। হে সোম! 'যস্য' যং 'তে' ত্বাং 'পীত্বা' 'বৃষায়তে' বৃষভ ইবাচরতি কিঞ্চ স্বর্বিদঃ সর্ব্বং জানতঃ অস্য তব পীত্বা পানে সতি 'সুপ্রকেতঃ' শোভন-প্রজ্ঞঃ সঃ ইন্দ্রঃ বৃষভঃ শত্রূণাং অন্নানি অভ্যক্রমীৎ অভিক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নঃ' 'এতশঃ'—ইত্যশ্বনাম (নিঘ০ ১।১৪।১০) যথা অশ্বঃ 'বাজং' সংগ্রামং অভি গচ্ছতি তদ্বৎ। 'স্বর্ব্বিদঃ'—'স্বদৃশঃ'—ইতি পাঠৌ। (১অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদদ্বয়ের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎবস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।"

আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। অর্থ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সত্ত্বভাবঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই লুণ্ঠনাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতা শত্রু-

গণের গোমহিষাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন—এরূপ বর্ণনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হইয়া থাকে। অথচ মূলবেদে এই সকল অপকর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। যিনি চুরি প্রভৃতি বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই দেবতাই বা কেমন—আর তাঁহাদিগের উপাসকরাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক? এই সকল ব্যাখ্যা পড়িয়া যদি সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাখ্যাতাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে! একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥*

—•—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ১ʌ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১
১। (পৌষ্কলম্)॥ ইন্দ্রমা ৩ চ্ছসু. তাঈ ২ ৩ ৪ মাই বৃষাণ্‌ং যঃ।

২ʌ ৩ ৫ ২ ১ র ৭ ৩
তুহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ৪র ৫ ২ʌ ৩ ৫
স্বর্ব্বিদা ২ ৬ ৪ ৫ঃ। (১) অয়াম্মা ৩ রায়। সানা ২ ৩ ৪ সাইঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র ১ র ৭ A
ইন্দ্রায়পা। বাতাইসু ২ ৩ ৪ তাঃ। গোমোজৈ। ত্রা। সুচা ২

৩ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইতা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। যথাবিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১র২ ৪র ৫ ২A ৩ ৫ ২র১২ ১
(২) অগ্যোদী ৩ স্ত্রোম। দাইম্ ২ ৩ ৪ বা। গ্রাভক্সুভ্ণা।

২A৩ ৫ ২ ১ ৭ A ৩
ভাইগানা ২ ৩ ৪ সাইম্। বজ্রাঞ্চবা। মণা ২ ভ্মা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ৬ ৫ ৬ ৫। সমপ্সুজী ২ ৩ ৪ ৫ ৫ (৩)॥

* * *

২ র ১ ২ ১ —
১॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমাগ্নি। বৃষণংষা ২।

১ ২ র১ — ১ A ৩ ৫র র
তুহরয়াঃ। শ্রুতষ্টেজাতা ২। গহী। দা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোগা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
সুবর্ব্বিদএ ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (১)।

* * *

১২ ১ ২ ১র র
৩। (রোহিতকুলীয়াস্তম)। ইন্দ্রমচ্ছা সুতাইমে। বৃষণংযন্তুহরয়ঃ-

২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ৫
শ্রুষ্টেজ ২ ৩ তা। গা ২ ৩ ঈ দানঃসুবা ৩ ১ উবা ২ ৩। বী ২ ৩ ৪ দঃ।

১২ ১ র র র ২র ১র
(১) অরাস্তুরা। যগানগিঃ। ইন্দ্রায়পবতেসুতঃপোযোজা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ২ ৫
য়ত্রা। গ্যা ২ ৩ চে। ভাতিগণা ৩ ১ উবা ২ ৩ বী ২ ৩ ৪ দে॥

১ ২র ১ ২ র র ১ ২ ২
(২) অগ্যাদিন্দ্রাঃ। মদেষ্বা। গ্রাভঙ্গ্ভ্ণতিসানসিংবজ্রঞ্চা ২ ৩ বা।

১ ২ ১ ২ ৫
মা ২ ৩ ণাম্। ভারৎসমা ৩ ১ উবা ২ ৩। পসৃ ২ ৩ ৪ জীৎ (৩)।

* * *

২ র ১ ২ ১ — ১
॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমাগ্নি। বৃষণাংষ ২। তুহরয়াঃ।

২ র ১ — ১ A ৫র র ১ ২
শ্রুতষ্টেজাতা ২। গহী। দা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্ব্বিদএ ৩॥

২ র ১ ২ র ১ — র ১ ২র র
(১) অয়ন্তরা। যমানেসায়িঃ। ইন্দ্রায়াপা২বতেসুতাঃ। সোমো-
১ — ২র A ৩ ৫র র ১র ২
জায়িত্রা২। স্যচে। তা২তা২৩৪ঔহোবা। যথাবিদএ ॥
২ র র১ ২র ১— ২১
(২) অস্যেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। গ্রাভঙ্গার্ভণা২। তিসান-
২ ১ — ১ A ৩ ৫র র
সায়িম্। বজ্রঞ্চা২। যণম্। ভা২রা২৩৪ঔহোবা।
১ ১ ১১ ১১
সমপ্সুজিদে৩উপা২৩৪৫ (৩) ॥

* * *

১ — ৭ ১ ২১২১ ২৩র১
৫। (শুধ্যম্)। ইন্দ্রমচ্ছা২সু। তাইমোবা। বৃষণংযা। তুহরয়াঃ।
র২র১র২১ ২১ ২ ১র —
শ্রুষ্টেআতাসইন্দবঃসু। বা২৩ঃ। বিদাউবা। শ্রুধিয়া২॥
১ — র ১ ২১২১ ২২র২১
(১) অয়ন্তরা২য়া। সানসোবা। ইন্দ্রায়পা। বতেসুতাঃ।
র২র১র ২ র ১ ২ ১র —
সোমোজৈত্রস্যচেতভিয়। থা২৩। বিদাউবা। শ্রুধিয়া২।
১ র — র ১২ ২র১২ ১ ২৩র২
(২) অস্যেদিন্দ্রো২ম। দেষুবোবা। গ্রাভঙ্গৃভণা। তিসান-
১ ২১২ ১ ২
সায়িম্। বজ্রঞ্চবৃষণস্তুরৎসম্। ষা২৩। প্সুজাউবা।
১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া২। এ২৩হিয়া৩৪৩। ও২৫ঈ। ডা (৩)।

* * *

১২১ ২১র
৬। (ঐডমায়াস্যম্)॥ আইন্দ্রাম্। আচ্ছা। সুতাইমায়ি।
২ ২১ ২ ২র১
বার্ষণংযা৩১। তুহরয়াঃ। শ্রুষ্টা৩১য়ি। আতা।
২ ২১ ২
সাইন্দবা৩ঃ। সগর্বা২ঃয়িদা৩৪৩ঃ (১)॥

* * *

২　　　১র　　　২
৭॥ (ঔপগবাস্তম)॥ ইন্দ্রমচ্ছ। সুতাইমায়ি। বৃষণাং ২ ৩ য়া।

র ১র　　　২　　　১　　　২
ভুহবয়ঃ শ্রুষ্টৈজাতা। গইন্দা ২ ৩ বাঃ। সুবর্ব্বা ২ ৩ য়িদাঃ॥

২　　　১র　　　র　২　র
(১) অয়ন্তরা। যদানদায়িঃ। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বতেগন্তঃ

র র ১র　　　র　　　২　　　১র　　　২
গোমোজ্জৈত্রা। স্যচেতা ২ ৩ তায়ি। মথাবা ২ ৩ য়িদায়ি॥

র　　　১ র　　　র　　　২
(২) অস্মেদিন্দ্রাঃ। মদেষুদা। প্রাভঙ্গ্রা ২ ৩ র্ভূণা।

র　　　১　　　২　　　১
ত্রিদানদিংবজ্রুঋবা। র্ঘণস্তা ২ ৩ রাৎ। সমপ্স ২ ৩

২　　　র　　　১ —　　　৩২　　　৫র র
জীৎ। ঐ। হিয়া ২ য়ি। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২　　　১২　　　১ ১ ১ ১
এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৩২　　　৩২　　　৫র
৮॥ (দৈবোদাসম)॥ ইন্দ্রা ৩ ১ ম্। অচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুতাঃ।

২　২^　　　৩২　　　৩২　　　৫　২
আ ৩ য়িমায়ি। বৃষা ৩ ১। ণংষা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভুহ। রা ৩

২A　　　৩২　　　৩র ২　　　৫　২
য়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। জাতা ৩ ১ ২ ৩ ৪। গই। দা ৩

২　　　৩২　　　৩২　　　১　　　৫　　　৩২
বাঃ। সুবা ৩ ১। বিদা ৩ ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) অয়া

৩২　　　৫র　২　২A　　　৩২
৩ ১ ম্। ন্তরা ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়দাঃ। না ৩ দায়িঃ। ইন্দ্রা

৩২　　　৫র　২　২^　　　৩র ২
৩ ১। য়পা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বন্তে। সূ ৩ তাঃ। গোমো

৩র ২ ৪ ৫র ২ ২
৩ ১। চৈত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্থচে। তা ৩ তায়ি।

৩ ২ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২
যথা ৩ ১। বিদা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (২) অস্থে

৩ ২ ৫র ২ ২
৩ ১ ৫। ইন্দ্রো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মদে। য় ৩ বা।

৩র ২ ২ ৫র
গ্রাভা ৩ ১ ম্। গৃর্ভ্ণা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তিনা।

২ ২ ৩ ২ ৩ ২
। ৩ নায়িম্। বজ্রা ৩ ১ ম্। চবা ৩ ১

৫ ২ ৫ ৩ ২
২ ৩ ৪। যণম্। ভা ০ রাৎ। সমা

৩ ২ ১
৩ ১। প্সজো ৩ ৫। ও ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫
বা। উ ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

২ র ২র
৯। (বিশোবিশীয়ম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছহুম্। সু ৩ তাইমায়ি। বা ৩

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ধাণাং ৩ য়া। তুহর। যঃ শ্রু ২ ৩ ষ্টায়ি। হুম্মায়ি। আ ৩ তা ৩।

১ ৫ ১ ৩ ২ ৫ ১
সা ২ ৩ ৪ ইহায়ি। ও। হুবায়ি। দা ২ ৩ ৪ বাঃ। হুম্মায়ি।

১ ২ ১ ৫র ৫
সু ৩ বা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪ য়িদাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ র র ২র ১ ২
অয়ন্তরাহুম্। বা ৩ সানসায়িঃ। আ ৩ য়িন্দ্রায়া ৩

২ ১ র ২ ১ ২
পা। বত্তেম্। তঃ সো ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩

২ ১ র৫ ১ ৩২৮
গিত্রা৩। ন্দা২৩৪চেহায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ১ ২ ২ ১
ত্তা২৩৪তায়ি। হুম্মায়ি। য়া৩থা৩। বা

৫র ৫ ২ র
২৩৪য়িদায়ি। এহিয়া৬হা॥ (২) অভ্য-

র র ২র ১ ২
পিন্দ্রোহুম্মা৩ দেবুবা। গ্রা৩ ভাঙ্গা৩

২ ১ র ২
র্ভগা। ত্রিসান। পিবো২৩জ্রাম্।

১ ২ ২ ১
হুম্মায়ি। চা৩বা৩। মা২৩৪

৫ ১ ৩২৮ ৩
চেহায়ি। ও। হুবায়ি। ত্তা

৫ ১ ২
২৩৪রাৎ। হুম্মায়ি। মা৩

২ ১
মা৩। প্স২৩৪জীৎ।

৫র ৫
এহিয়া৬হা। হো৫

ঈ। ডা(৩)॥

* * *

২৮৩র৪র ৫ ২১
১০॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাঃ।

র ২র২৮৩র২৮ ২ ১ র ২ররA
ইমে। ঐহীয়ৈহী১। বৃষণং যন্তুহরয়ঃ শ্রুষ্টীয়িজাতা। ঐহী-

৩র২৮ — ১ — — ১ —
য়ৈহী১। আ২ য়ি। সাআ২য়িন্দাবা২ঃ। সুবঃ। বা২

৩ ৫র র ২১র২৩ ১১১১
য়িদা২৩৪ঔহোবা। শুক্রআহুতা২৩৪৫ঃ (১)॥

* * *

২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১
১১। (জরাবোধীয়ম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছাবা। সুতাইমায়ি। বৃষাণাং ২ ৩

২ র ১র ২ ৪S ৫
স্বা। তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সআয়িন্দা ১ বা ২ ৩ঃ। সু। বঃ।

৩ ২ ২ ১ ২ ১ র ২ ১
বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (১) অয়ন্তরোবা। যাসানসায়িঃ।

২ ১ ২ র র র ১র ২
ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বক্তেস্তঃ গোমোজৈত্রা। স্বচায়িতা ১

৪S ৫র ৩ ২
তা ২ ৩ য়িয়া। থা। বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২)

২ র ১ ২ ১ র ২ ১ ২র ১ ২
অস্তেদিন্দ্রোবা। মাদেষুবা। ওাভাঙ্গা ২ ৩ ৪ ভূণা।

র ১ ২ ৪
তিসানসিংবজ্রকবা। ষণাস্মা ১ রা ২ ৩ ৫ সাপ্।

৫ ৩ ২
অ। প্সুজো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

৫ ৩ ২ ৩র ৪ র ৪
১২। (আক্ষারম্)। ইন্দ্রম্। অচ্ছা ৩ ৪। ঔহো ৫ সুতাইমায়ি।

১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩র ২ ১
বৃষণংযস্তুহরা ২ ৩ য়া ৩ ৪ঃ। শ্রুষ্টা ৩ ৪ য়িজাতা। সইন্দবাঃ।

২ ৪ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৩২ ৩র ৪
সু ৩ ববি। দা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ (১) অয়ম্। ভরা ৩ ৪। ঔহো ৫

র ৪ ১ র ২ ১র ২ ৩র ২
যসানসায়িঃ। ইন্দ্রায়পবতেসু ২ ৩ তা ৩ ৪ঃ। গোমো

৩র ২ র ১ ২ ৪র ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ জৈত্রা। স্বচেতত্তায়ি। যা ৩ থাবি। দা ২ ৩ ৪ ৫

৫ র ৩ র ৩র ৪
য়ি॥ (২) অস্তেৎ। ইন্দ্রো ৩ ৪। ঔহো ৫

২ ৪ ১র র ২১র ২
মদেযুবা। প্রাভজ্ঞ্ভ্যাতিসানা ২ ৩ সা ৩ ৪ য়িম্।

৩২ ৩২ ১ ৪ ৪ ৫
বজ্রা ৩ ৫ ঞ্চবা। যণস্তুরাৎ। সা ৩ যপস্থু।

৩ ১ ১ ১ ১
জী ২৩৪৫৫ (৩) ॥ ১২৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে জাতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিযুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং, ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুযাম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৫খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) (১অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম (নিরু॰ ৬।১২) ক্ষিপ্রং 'জাতাসঃ' জাতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারং 'ইন্দ্রং' 'অচ্ছ যন্তু' অভিগচ্ছন্তু। 'শ্রুষ্টে' 'শ্রুষ্টী ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :০: ——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। কিন্তু সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ

পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য॥ (১অ—৫খ-৩সূ-১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২

অয়ং ভরায় সানসিঃ ইন্দ্রায় পবতে সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভরায়' (সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'সানসি' (ভজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ-সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, ভগবন্তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'যথা বিদে' (লোকঃ যথা বস্তুজ্ঞানং লভতে) তদ্বৎ 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'জৈত্রস্য' (জয়শীলং দেবং, জয়শীলং ভগবন্তং) 'চেততি' (জানাতি); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম, ততঃ সত্ত্বভাবসহায়েন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৩সূ-২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৫দ-১০খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বাদশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, তারপর সত্ত্বভাব-সহায়ে ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভরায়' সংগ্রামায় 'সানসিঃ' ভজনীয়ঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবতে' ক্ষরতি গ্রহাদিষু ক্ষরতি। ততঃ সোমঃ 'জৈত্রস্য' ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং (১,২,২৭৫ বা০)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানসংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (পা০ ৩।৩।৬৩) জয়শীলমিন্দ্রং 'চেততি জানাতি যথা ইন্দ্রঃ 'বিদে' লোকৈর্জ্ঞায়তে তথা জানাতি॥ (১অ—৫খ-৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৯৫ সামের মর্ম্মার্থ।

—‡*‡—

সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই সত্ত্বভাব মানবের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে মানুষ রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে—"ভরায় সানসি"। রিপুজয় মানবাকাঙ্ক্ষার একটী অংশ মাত্র। রিপুজয়ই চরম সিদ্ধি নয়। অবশ্য রিপুজয়ের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। সেই রিপুজয় করিবার প্রধান অস্ত্র—সত্ত্বভাব। তাই সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানব তেমনি পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি, মন্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১অ-৫খ-৩—২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অস্যেৎ ইন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বজ্রঞ্চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বড়াধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেষু' (মদায়, পরমানন্দদানায়' মোক্ষদানায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'অস্য' (সাধকস্য) 'সানসিং (সম্ভজনীয়ং) 'গ্রাভং' (গ্রহনীয়ং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'আগৃভ্ণাতি' (সম্যকৃরূপেণ গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অপ্সুজিৎ' (অমৃতস্বামী, অমৃতপ্রাপকঃ সঃ দেবঃ) 'বৃষণং' (অভিষ্টবর্ষকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'সম্ভরৎ' (ধারয়তি —সাধকরক্ষায় ইতি যাবৎ); ভগবান্ সাধকস্য পূজাং গৃহীত্বা তং সৰ্ব্ববিপদাৎ রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যকৃরূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভিষ্টবৰ্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন॥ (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্যেৎ' অস্য সোমস্যৈব 'মদেষু' 'সঞ্জাতেষু' 'সানসিং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'গ্রাভং' গৃহীতব্যং ধনুঃ 'গৃভ্ণাতি' গৃহ্লাতি 'হ্‌গ্রহোর্ভশ্ছান্দসি'—ইতি ভত্বং কিঞ্চ 'অপ্সুজিৎ' উদকার্থং বৃত্রস্য জেতা। যদ্বা, 'আপঃ অন্তরিক্ষনাম (নিঘ০ ১-৩৮) অন্তরিক্ষে অহিনামকস্য জেতা 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'বজ্রং চ' স্বকীয়মায়ুধং 'সম্ভরৎ' সম্বিভর্ত্তিং বিভর্ত্তেরডাগমঃ। 'গৃভ্ণাতি-গৃহ্নীত'-ইতি পাঠৌ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৬) সামের মৰ্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

ভগবানের পূজার জন্যই মানবের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধনা জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বভাব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তিনি বাহ্য জপতপে তৃপ্ত নহেন। তিনি চাহেন

— মানবের অন্তরের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।"

তাই যখন তিনি সেই বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করেন, তখনই সাধকের জীবন ধন্য হয়। তখন আর তাঁহার দুঃখ তাপ, কামনাবাসনা কিছুই থাকেনা। কারণ তখন তিনি সিদ্ধার্থ। যিনি আপনাকে ভগবানের চরণে বিলাইয়া দিলেন, তাঁহার তো নিজের বলিতে আর কিছুই রহিল না! তিনি তখন বলিতে পারেন,—

"মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কিরে আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছে সকল ভার।"

তখন ভগবান্ সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥•

—•—

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
অপ শ্বানꣳ শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥

•৬•

গেয়-গানং।

৩ ২ ২ ৪ ২ ৫ ২ ৪
১। (শাবাশ্বম্)॥ পুরো ৩ ১। জো ৩ তী। বোঅ। ধা ৩ সঃ।
৫ ১ র র ২ ১ — ১র —
এহিয়া। সূ। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২।
১র ২ ৪ ২র — ১র
অপশ্বানাꣳ শ্না ৩ থী ৩। ষ্টা ২ ৩ ৪ না। ঔহা ২ ই। এহি
— র ১র ২ ৪ ২ ৫
য়া ২। সখায়োদাইর্ঘা ৩ জী ৩। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ (১)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিক শততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
সখা ৩ ১। য়ো ৩ দী। ঘলি। হ্বা ৩ য়ম্। এহিয়া।

১ র র ২ ১ — ১র — ১
যো। ধারয়াপা। ব। কয়া ২। এহিয়া ২। পরিপ্র

২ ৪ ৫ ২র — ১র —
স্পান্দা ৩ তা ৩ ই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ৩২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ কা ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই। (২) ইন্দ, ৩ ১ ঃ।

২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র
আ ৩ খো। নক্ক। স্বা ৩ য়ঃ। এহিয়া। ত্বাম্। তুরোবমা।

২র ১ — ১র — র ১ ২ ৪
ভী। নরা ২ ঃ। এহিয়া ২। গোমংবিশ্বাচী ৩ য়া ৩। ধা-

৫ ২র — ১র — র ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ য়া। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২। যচ্ছায়মাস্তু, ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই (৬)॥

* * *

২ র র ২ ১র র
২॥ (আশ্বীগবম্)॥ পুরোজিতীবো ১ ন্ধাসাঃ। সুতায়। মাদা

২ ১ — ১ র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ য়া। হুম্মা ২ ১ হ ২। ত্বেবেশ্বপশ্বান৮ শ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ২ — ১ ২ ১
সাখা ৩ উবা। য়ো ২ দী। ঘা ২ ৩ জো। হ্বিয়াম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ ২ র র র ২ ১র র র
হোবা। (১) সখায়োদীর্ঘজাহ ১ য়িহ্বায়াম্। যোধার। য়াপা-

২ ১ — ১ র ২ ১ ২র৩২
২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ হ ২। কয়াপরিপ্রস্পন্দতেসুতা ১ ঃ।

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২
আইন্দা ৩ উবা। আ ২ খো। না ২ ৩ কা। ত্বিয়া। ঔ ৩

৪ ৫ ২ র ২ ১ র
হোবা। (২) ইন্দুরশ্বোনকাহ্ ১ র্বায়াঃ। তন্দুরো। ঋমা

২ — ১ র ২ ১র ^২র৩২
২ ৩ ভী। হুম্মা ২ হ্ ১ ২। নরঃ সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়াহ্ ১।

২ ২ —১ ২ ১ ২ ৪ ৫
যাজ্ঞা ৩ উবা। যা ২ ন। তূ ২ ৬ বা। ঞ্ৰয়া। ঔ ৩ হোবা।

৪
হোহ্ ৫ ই। ডা (৩)।

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩২ ৪ ১
॥ (নানন্দম্)। পুরোজিতীবোঅ। ধস। ৩ঃ। সূ ২ ৩ ৪।

র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩র৪ ৫ ৩ ৫
তায়মাদয়ি। তুবায়ি। অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৪ ৩র ৪ ৫ ৩ ৫ ১২ ১২ ১
অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি। সাখায়োদী। ঘজো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৩৪র ৫র র ৩ ২
বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (১) সখায়োদীর্ঘজি। হ্বিয়া ৩

১ র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র
ম্। যো ২ ৩ ৪। ধারয়াপাব। কায়া। পরিপ্রস্বন্দতে।

৩ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫র ৩ ৫
সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি। পরিপ্রস্বন্দতে। সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আয়িন্দ্রাশ্বাঃ। নকে। ২ ৩ ৪ বা। ম্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২)

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ৩২ ১ র ৫ র
ইন্দুরশ্বোনকৃ। ত্বিয়া ৩ঃ। তা ২ ৩ ৪ ম্। তুয়োবমস্তী।

৪ ৫ ৩র ৪ ৩ ৪র ৫ র ৩ ৫ ৪র ৩র
নারাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমবিশ্বা-

৪৫র ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৫
চিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। যাজ্ঞায়াস। তুবো ২ ৩ ৪

৫ ৪
য়া। আ ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৩ ৫ ১র ২১র ২র৩২ ২১র
য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১। যজ্ঞায়া২৩

২ ১ ২ ১
সা। ভুবন্না২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড (৩)॥

* * *

২ র ২র র১২১ — ১
৭॥ (ঊর্দ্ধেড়ম্বাষ্টীনাম)॥ পুরোজিতীবোঅন্ধসাঃ। সূতা২য়মা২।

৩২ ৩ ৫ ১২১র ২ ৩১১১১
দয়া৩৪৫য়ি। ত্বা২৩৪বে। অপশ্বানশ্নথিষ্টনা২৩৪৫।

৩র২র১ ২১ ২ ১র২র
সাখায়োদায়ি। যজিহ্বা২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) সখায়ো-

র১ ২১ —১ ৩র২ ৩
দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধা২য়ায়া২। পাবা৩৪৫। কা২৩৪

৫ ২ ৎ ২৩২ ৩ ২১ ২১
য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা১ঃ। ইন্দুরশ্বাঃ। নক্কৃত্বা২৩

২ ১২১২র১ ২১ —১র A
য়া৩৪৩ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তান্দ২রোষা২ম্।

৩২ ৩ ৫ ১র ২১র ২র ৩২
অত্তা৩৪৫য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১।

৩র২১২১ ২ ১
যজ্ঞায়সাভুবন্না২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড। (৩)

* * *

২র র র ২ র রS
৮॥ (মধুশ্চ্যুন্নিধনম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসা৩এ। সুতায়মা৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — র
দায়িত্ন্বা৩। হা৩হা। ঔ৩হো বা। আয়িহী২। অপশ্বা-

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
নাশ্নথিষ্টনা৩। হা৩হায়ি। ঔ৩হো৩বা। আয়িহী২।

১ র র ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
সাধায়োদা ৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

১ A ৩ ৫ র র ২ র র র
ঘজি। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১) সখায়োদীর্ঘ জহ্বিয়া ৩

২ র র Sর ১ ২ ২ ২ S ২ ২
মে। যোধারয়া ৩ পাবকয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ — ১ র ৩ ২ ২ S
আয়িহী ২। পরিপ্রস্থা ৩ ন্দাস্তেস্থতাঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ — ১ ২ ২ ২ S
হো ৩ বা। আয়িহী ২। আয়িন্দুরশ্বা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩

২ ২ ১ ১ A ৩ ৫ র র
হো ৩ বা। আয়িহী ২। নকৃ। ঘা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

২ র ৫ ২ র ১ র ২
(২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ। তন্দুরোষা ৩ মাভীনরাঃ ৩ ঃ।

২ ২ S S ২ ১ — র র S
হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। গোমৎ বিশ্ব ৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — ১ র ২
চায়াবিয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। অয়াহী ২। বাজ্জায়সা

২ ২ S ৩ ২ ১ — ১ A ৩
৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। ভুগা। জ্রা ২ য়া

৫ র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। মধুশ্চযতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩) ॥

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
৯। (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)। পুরোৎ ৫ জি। তা ৩ য়িবো ৩ অন্ধাসাঃ। সুতায়মা।

২ ১ ২ ২ ১ —১র ২ ১ ২ ২
দা ৩ য়ায়িত্না ৩ বে। অপা ২ খা। নৎশ্না ২ ৩ খা। হৃত্মায়ি। হী ৩ না।

১ র র র A ৩ ২ ১ ২ ১ র র র র
সাখাযোদীর্ঘজা ২ য়িহ্বিয়াউ ॥ (১) সাখা। যোদীর্ঘজিহ্বায়োধারয়া।

২২র ১ — ২ ২১র ২ ১২৩
১১। (ঔদলম্)। পুরোজিতীয়ি। যোআ ২ স্কসাঃ। স্কুতায়মা ৩। দায়িত্রা-

৫ ১২র ১ ১ ২২র ২ ১
২৩৪ বায়ি। অপশ্বানাম্। স্নথা ২ য়িষ্টন। সথায়ো ২ ৩ দী ৩। ঘা ২ ৩

২ ২ ৫ ১২র ১ —
আ ৩ য়ি। হ্বো ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সথায়োদায়ি। যাজা ২

১ ২র১র ২ ১২৩ ৩ ১২১ — ১
য়িহ্বিয়াম্। যোধারয়া ৩। পাবকা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্তা। দাভা ২ য়িন্দুতাঃ।

২১২ ১ ৪ ২ ৫
ইন্দুর! ২ ৩ শ্বা ৩ ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ঘা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২)

১২১ — ১ ২১র২ ১২৮ ৩ ৫
ইন্দুরশ্বাঃ। নাকা ২ দ্বি স্নাঃ। তন্দয়োষা ৩ দ। আতায়িমা ২ ৩৪ য়াঃ।

১র২ ১ — ১ ২১র ২ ২ ৪
সোমংবিশ্বা। চায়া ২ থিয়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ সা ৩। স্তু ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

১ ২১ ২র ১ র ২
১২। (ঐড়যায়াজম)। আয়িপুরাঃ আয়িতায়ি। যো অক্ষসাঃ। সুতায়মা ৩ ১।

২১ ২২ ১২ র র২ ২১
দয়িত্রবায়ি। আপশ্বানা ৩ ১ ম্। শ্নথইনা। সাধায়োদা ১ য়ি। যজিহ্বা

২ ১ ২১ ৩১ ২১ র ২
২৩ য়া ৩৪ ৩ ম্॥ (১) আয়িদথা। যোদায়ি। যজিহ্বিয়াম্। যোধারয়া

২র১ ২ ২১র ২
৩১। পাবকয়া। পারিপ্রস্তা ৩ ১। দক্ষেন্দুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ঃ।

২১ ২ ১২১ ১২ র ২
সক্ষবা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩। (২) আইন্দুঃ। আশ্বো। সক্ষভ্বিয়াঃ। তান্দুয়োষা

২১র ২ ২১র র ২
৩ ১ ম্। অতীনয়াঃ। সোমংবিশ্বা ৩ ১। চিয়াধিয়া। যজ্ঞায়সা ৩ ১।

২১ ২ ১
স্তুবত্রা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা (৩)॥

২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ —
১৩। (নিষেধম্)॥ পুরোজিতীবো ৩ অন্ধসাঃ। সুতায়মা। দয়িত্নবা ২ রি।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২
ইহা ৩। আপা ৩ খানাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্নথিষ্টা ২ ৩ না।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪
ইহা ৩। দাখা ৩ যোদামি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। যজা ৩ ম্নিহ্বা ৫

২ র র র ২ র ১ ২ ১ ২ র ১ —
ম্না ৬ ৫ ৬ ম। (১) সখায়োদীর্ঘা ৩ জিহ্বিয়াম। যোধারয়া। পাবকয়া ২।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২
ইহা ৩। পারা ৩ প্রিয়াপ্সা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। দক্ষেসূ ২ ৩ ন্তাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪
আগ্নিন্দ্ ৩ রাখাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নকা ৩ র্খা ৫ ম্না ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২)

২ র ২ ১ ২ র ১ ২ র ২ — ১ ২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ কৃত্রিয়াঃ। তন্দুরোষাম্। অভীনয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২ র ১ ১ ১ ২ ১ ২
সোমান্তংবারিষা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। চিরাধা ২ ৩ ম্না। ইহা ৩। যাজ্ঞা ৩

৪ ৫ ২A ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১
ম্নাসা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভুবা ৩ ত্রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১ ২ ১ ২ র ৫ র ১ ২ — ১ র ২ র
১৪। (আনূপদাগ্রাশ্বম্)॥ পুরাঃপুরাঃ। জিতীবো ৩ আন্ধা ১ সা ২ ঃ। সুতায়মা।

১ ২ — ১ — ৫ — ১ — ১
দয়াত্রিত্না ১ বা ২ রি। আপা ২ রি। আপা ২ খানা ২ ম্। শ্নথিষ্টা ২ ৩

২ ১ ২ র ২ ১ ৪ ২
না। সখায়ো ৩ দীত। খা ২ ৩ জা ৩ বি। হ্বা ৬ ৪ ৫ যো ৬

৫ ১২ ১২ র র ১ ২ — ১ র ২ র
হায়ি॥ (১) সখাসখা। য়োদীর্ঘা ৩ আম্নিহ্বা ১ ম্না ২ ম। যোধারয়া।

র ১ ২ — ১ — ১ — ১ র ২ ১ ২
পাবাকা ১ ম্না ২। পারা ২ রিপ্রাপ্সা ২। দক্ষেসূ ২ ৩ ন্তাঃ। ইন্দ্রা ৩

২ ১ ৪ ২A ৫ ১ ২ ১ ২
খা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ম্বা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দুরিন্দুঃ।

র　১ ২　—　১ ২র　১ ২　—　১ —
অগ্নোমা ৩ ক্বাৎ।১ র্যা ২ঃ। অন্দুরোবম্। অভারিমা ১ র্যা ২ঃ। সোমা ২ ১

১　—　১র　১　১ ২　২　১　৪
ধারিষা ২। চিরাধা ২ ৩ র্যা। বজ্জারা ৩ দা ৩। ভু ২ ৩ বা ৩।

২A　৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩　র　৪　২　৪ ৫
১৫॥ (বৈভবযোকোনিধনম্)। পুং ৫ রোজি। তা ৩ হিবো ৩ অন্মপাঃ।

১র　১ A ৩　৫　১ A ৩　৫　২
সুতাগ্নমা। দস্রা ২ হিস্রা ২ ৩ ৪ বাহি। অপা ২ খা ২ ৩ ৪ মাব্। হ্রা ৩

১ ২　২　১র২র　১　A ৩　৫র র
থাম্নিষ্টা ৩ মা। পাথায়োদীর্ঘং। আহি। ত্বা ২ র্যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৩　র　৪　২　৪ ৫　২র　র A ৩
পাহ্ ৫ খারঃ। দা ৩ হির্বা ৩ জিহ্বিবাম্। যোধারবা। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪

৫　১ A ৩　৫　২　১ ২　২　১ ২১২র১
র্যা। পরা ২ হিপ্রা ২ ৩ ৪ ষ্যা। দা ৩ তারিস ৩ ত্বাঃ। আহিন্দুরযোম।

১　A ৩　৫র র　৩　৪ ২
কা। ষা ২ র্যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আহ্ ৫ হিন্দুর। খো ৩ মা ৩

৪ ৫　১　র　১ A ৩　৫　১র A ৩
কৃম্বিয়াঃ। অন্দুরোবাম্। অভা ২ হিমা ২ ৩ ৪ র্যাঃ। সোমা ২ ১ বা ২ ৩ ৪

৫　২　১২　২　১র২　১　A ৩
হিষা। চা ৩ রাধা ৩ র্যা। বাজ্জাগ্নসন্ত। আ। ত্রা ২ র্যা ২ ৩ ৪

৫র র　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ও ১ কা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩)॥

* * *

১র　—　র　১　—১　—　১
১৬॥ (সোমসাম)॥ পুরোজিতা ২ হিবোঅন্ধসাঃ। সুতা ২ রাযা ২। অদিত্নবাহি।

—১　—　১　—১　—　১
আপা ২ খানা ২ ন্। হ্রথিষ্টনা। সাখা ২ যোদা ২ হি। র্খজিহ্বা ২ ৩

২A　১রর　—　১　—১　—
র্যা ৩ ৪ ৩ ম্॥ (১) পথাযোদা ২ হির্ষজিহ্বিরাম্। যোধা ২ রাস্না ২।

২ ৱS ১৭ A ৩২ ১ ৩ ৫ ১ A ৬
ইন্দ্রংখৌ ৩ নাক্রত্বায়া ২ঃ। ইন্দু ৩ হোয়ি। অখো ২ ৩ ৪ হায়ি। না ২ কা ২-

৫ৱৱ ২ ১১১১১ ১২১২ৱ১ ২ ১ ২
৩ ৪ ঔহোবা। ষিয়া ৩ আ২ ৩ ৪ ৫॥ (২) ইন্দ্রংখোনক্রষিয়ঃ। ঙন্দুহাউ।

ৱ ৱ৫ ১ ২ A ৩ৱ২ ১ ৭ A ৩ ৫
রো যা ৩ মাভৌ ১ নারা ২ঃ। রোযা ৩ ৬ হোয়ি। অভা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ রাঃ।

২ৱ ৱ৫ ১৭ৱ A ৩ ২ ১ ৭ A ৩ ৫ ২
সোমংবিশ্বা ৩ চায়াধায়া ২। বিশ্বা ৩ হোয়ি। চি য়া ২ ধা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়সা-

১৭ A ৩ ২ ১ ৩ ৫ ১ A ৬
৩ স্তুবদ্রায়া ২ঃ। যজ্ঞা ৩ হো য়ি। যশো ২ ৩ ৪ হা। ভু ২ যা ২ ৩ ৪

৫ৱ ৱ ২ ১১১১
ঔহোবা। দ্রয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

২ ৱ ৱ ৱ ৱ ১
৩০। (ক্রৌঞ্চম্)॥ সখায়োদায়ি। সখায়োদায়ি। ষজিহ্বিয়ায়্।

ৱ ৱ ১ — ৱ ১ ১ ১ — ১ ২
যোধারায়া ২। পাবকয়া। পরিপ্রাস্যা ২। ওন্দাভা ১

১ ২ ১ ২ ১
য়িসুতা ২ঃ। ওইন্দুরা ২ ৩ শ্বাঃ। মাক্রষিয়ঃ। ইড ২ ৩

২ ১
ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (২)।

* * *

৪ ৩ ৪ ২
৩১। (ককুব্বুত্তরংযজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)। পুরোহ ৫ জি। ভা ৩ য়িবো ৩

৪ ৫ ১ৱ ২ ১ ২ ২ ১ —১ৱ
অন্ধাগাঃ। সুতায়ম। দা ৩ য়ায়িত্বা ৩ বে। অপা ২ খা।

২ ১ ২ ২ ১Sৱ ৱ ৱ A
নও শ্না ২ ৩ থা। হুম্মায়ি। ষ্টা ৩ না। সখায়ো। দীর্ঘজা ২

৩ ২ ১ ২ ১ৱ ২ ১ ২ ২
য়িহ্বিয়াউ। (১)॥ যাঃয়াঃ। ধারয়া। পা ৩ বা কা ৩ য়া।

২ ১ ১র র ২ ১
ষ্টা। ১ না ২। ষ্টানা ২। শখাযো। দীর্ঘজা ৩ হ্বি। হ্বা ২

৩ ৫র র ১ ১ ১২র ১ ২
য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (১) হাউসখা। য়োদী। ঘা। জিহ্বা।

১ ২ ১র র র র র র ১
ম। জিহ্বয়াম্। যোধারয়াপাবকয়াপরিপ্রস্যন্দতাম্নি। সু ১

১ ১ র ২ ১র ২
তা ২ঃ। সুতা ২ঃ। ইন্দুরা। শ্বোনকা ৩। শ্বোনকা ৩।

১ ৩ ৫র র ১ ২ ১ ২ ১
ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। (২) হাবিন্দুঃ। আশ্বঃ। না।

২ ১ ২ ১ র র র ৫ র
কৃত্বিয়া ৩ঃ। কৃত্বিয়াঃ। ঙন্দুরোমমভীনরসুগোম·বিশ্বাচিয়া।

২ ১ ১র ১ ১ ২
ধা ১ য়া ২। ধায়া ২। যজ্ঞায়া। সপ্তুবা ৩। সপ্তুবা ৩।

১ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
দ্রা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)।

* * *

১ ২ ১ র ২র
৩৬। (সরায়ম্)। পুরাঃ। আয়িতাগোঅক্ষসঃ। সঃ। সঃ।

১ ২ ১ ২ র র ১ ২ ১ র ২
সুতা। স্রমা। দায়িত্বুবেঅপাশ্বান৺শ্নথিষ্টমনন। সাখা। য়োদীর্ঘ-

১ ২ ১ র ২
জিহ্বিয়ম্। যম্। যম্। (১) সাখা। য়োদীর্ঘজিহ্বয়াম্।

১ ২ ১ র ২ র
যম্। যম্। যোধা। রয়া। পাবকয়াপরিপ্রস্যন্দতেসুতঃ।

১ ১ ১ ২
তঃ। তঃ। আয়িন্দুঃ। অশ্বো। নকৃত্বিয়ঃ। যঃ। যঃ। (২)

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
আয়িন্দুঃ। অশ্বো। নকৃত্বিয়ঃ। যঃ। যঃ। তান্দু। রোম-

২র র র র র র র ১ ২ ১
মস্তীনরস্ সোমংবিশ্বাচ্যাধিয়া। যা। গা। যাজ্ঞা। যসা।

২ ৭ ৭ ৭
তুগ্রয়ঃ। যঃ। যঃ। হাউহাউহাউ। বা। ও।

১ ১ ১ ১
ঈ২৩৪৫(৬)

২র র র ১ ২
৩৭। (মহাবাৎসপ্রম্)। হাউহাউহাউ। ও। হোহাবা।

১র ২ ১ র র
(একস্তিঃ)। পুরোজিতীয়ি। বো। অন্ধসো। ধসো।

র র ২S ১ র র র র
ধসঃ। সুতায়মা। দা। য়িত্নবে। য়িত্নবে। য়িত্নবে। অপশ্বানম্।

২S ১ র র র ২S ১
শ্না। থিষ্টন। থিষ্টন। থিষ্টন। সখায়োদী। ঘ। জিহ্বিয়ম্।

র র র ২S ১
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্॥ (১) সখায়োদী ঘা। জিহ্বিয়ম্।

র র র ২S ১ র র
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্। যোদারমা। পা। বকয়া। বকয়া।

র ২S ১র র র
বকয়া। পরিপ্রস্ত। দা। তেস্বতঃ। তেস্বতঃ। তেস্বতঃ।

২S ১ ১
ইন্দুরশ্বঃ। না। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বঃ।

২S ২ র ২S
না। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। কৃত্বিয়ঃ। তন্দুরোষম্। আ।

১র র র র র ২S ১র
তীনরঃ। তীনরঃ। তীনরঃ। সোমংবিশ্বা। চা। য়াধিয়া।

র র র ২S ১ র র
য়াধিয়া। য়াধিয়া। যজ্ঞায়ন তু। অন্তুস্মো। ভ্রসো।

...ISHNA MISSION INSTITU...

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্মসাধক বিশুদ্ধ যে সত্ত্বভাব পবিত্রক... ধারারূপে সাধকগণের হৃদয়ে উপজিত হয়, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপজিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃদয়শুদ্ধিকারক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি॥ (১অ—৫খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ক্রত্বঃ' ক্রত্বীতি কর্ম্মনাম (নিঘ ২।১।২০) কর্ম্মণি সাধুর্যঃ ইন্দ্রঃ সোমঃ 'পাবকয়া' সাধনাং শোধয়িত্র্যা 'ধারয়া' 'পরি প্রস্যন্দতে' পরিতঃ ক্ষরতি। কথমিব 'অশ্বো ন' যথা অশ্বো বেগেন প্রগচ্ছতি তদ্বৎ॥ (১অ ৫খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। সত্ত্বভাব লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। যে পবিত্র সত্ত্বভাব সাধকগণ লাভ করেন, হৃদয়বিশুদ্ধকর সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের অন্তরে উপজিত হউক—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

মন্ত্রে একটী উপমা পরিদৃষ্ট হয়। 'অশ্বঃ ন ক্রত্বঃ' অর্থাৎ 'ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্ম-সাধক।' 'ক্রত্ব্যঃ' পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা—'কর্ম্মণি সাধুঃ'। আমরাও ঐ মত পোষণ করি। যাহা সৎকর্ম্মসম্পাদন করে, বা সৎকর্ম্মসম্পাদনে সাহায্য করে, তাহাই 'ক্রত্ব্যঃ'। 'ক্রত্ব্যঃ' পদের সহিত 'অশ্বঃ' অর্থাৎ ব্যাপকজ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। ব্যাপকজ্ঞান লাভ করিলে মানুষের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ঘটিলেও মানুষ সেইরূপ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'পাবকয়া ধারয়া'—পবিত্র ধারারূপে হৃদয়ে উপজিত হয়। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে সদসৎবিবেক জন্মে, সুতরাং পবিত্রহৃদয়ব্যক্তি স্বভাবতঃই সৎপথে চলেন। ব্যাপকজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন সৎকর্ম্মান্বিত হয়, সত্ত্বভাবের প্রভাবেও তেমনি সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে—ইহাই উপমাটীর অর্থ। এবং এই উপমাই মন্ত্রের মূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার ভিতর দিয়া সত্ত্বভাবের এই মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। (১অ—৫খ ৪সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তং দুরোষম্ অভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞায় সন্ত্ব অদ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ, সাধকাঃ) 'যজ্ঞায়' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'অদ্রয়ঃ' (পাষাণবৎ-স্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'সন্তু' (ভবন্তি); তে 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'দুরোষং' (দুর্দ্দহং, পাপনাশকং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, লাভায় ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বাচ্যা' (কামান্ প্রাপয়িত্র্যা, অভীষ্টপূরণকারিণ্যা) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, যদ্বা প্রার্থনয়া) ভগবন্তং আরাধয়ন্তি—ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন; তাঁহারা প্রসিদ্ধ পাপনাশক সত্ত্বভাবকে লাভ করিবার জন্য অভীষ্টপূরণকারিণী বুদ্ধি দ্বারা (অথবা প্রার্থনা দ্বারা) ভগবানকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নরঃ' কর্ম্মনেতার ঋত্বিজঃ 'দুরোষং' রোষতের্হিংসার্থস্য (ভ্বা০ প০) রেফলোপে দীর্ঘাভাবে, ওষতের্দ্দাহার্থস্য (ভ্বা০ পা০) বা খল রূপমিতি সন্দেহাদনগ্রহঃ 'তন্দুঃ' বধং দুর্দ্দহং বা সোমং অভিলক্ষ্য বিশ্বাচ্যা সর্ব্বান কামানঞ্চিত্র্যা কামান প্রাপয়িত্র্যা 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'যজ্ঞায়' যজ্ঞার্থং 'অদ্রয়ঃ সন্তু' অদারণযুক্তা ভবন্তু॥ "যজ্ঞায়সন্ত্বদ্রয়ঃ"—'যজ্ঞং বিষন্ত্যদ্রিভিঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, ভাষ্যের সহিত উক্ত ব্যাখ্যার কিরূপ পার্থক্য জন্মিয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই;—"তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে।" ভাষ্যের ব্যাখ্যা পরিষ্কার না হইলেও মূলের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে' কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদটী মূল মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করা কঠিন। 'তিনিই যজ্ঞ' 'প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক' প্রভৃতি বাক্যাংশ কোথা হইতে এই ব্যাখ্যায় আসিল তাহা বুঝা যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অদ্রয়ঃ' পদে 'পাষাণবৎস্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান মন্ত্রেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। অন্যান্য অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যার্থের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। মন্ত্রার্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন॥ (১অ-৫খ—৪সূ—৩সা)। •

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২৩ ১২
নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্দ্ধতে।

১ ২র ৩ ২ ৩২উ ৩
আ সূর্য্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি

২৩ ১২ ৩২
রথং বিষঞ্চম্ অরুহৎ বিচক্ষণঃ॥ ১॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বর্গের প্রথম অন্তর্গত)।

৪ ৫ A ৩র ৪ ৫ ৪ ৪ ৫
(১) ঋতস্থ্যা২য়িঃ। হ্বাপবতায়ি। এ ৫। মধুপ্রিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। বক্তাপতা২য়িঃ। দিয়োঅস্যাঃ। এ ৫। অদাভিয়াঃ।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। দধাতিপু২ৎ। ত্রঃপিত্রোঃ। এ ৫। অপীচিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৫
এ ৫। নামতৃতা২য়ি। য়মদিবঃ। এ ৫। চনন্দিবাঃ। (২)

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। অবদ্যুতা২। নঃ কলশাঁ৬। এ ৫। অচিক্রদাৎ।

৪ ৪ ৫র A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। নৃভির্যেমা২। ণঃ কোশআ। এ ৫। হিরণ্যয়ায়ি।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। অভিঋতা২। স্যদোহনাঃ। এ ৫। অনুষতা।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। অধিত্রিপা২। ষ্ঠউষসাঃ। এ ৫। বিরাজসায়ি।

৪
হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
৩। (বৈশ্বানরম্)। অগ্নিপ্রী ৩ য়ানিপবতায়ি। চনোহিতাঃ।

২র৩র ২ ১ ২র ৩ ২ ১ ২ ১ ২রA৩ ২ ১
নামানিযা ২৩। হ্বো অধিয়ায়ি। সুবার্দ্ধতায়ি। আসূর্ময়া

১ — ১ ২৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ২ ১
অব্ ২ হভো ২৩। বৃহন্মধায়ি। রথাংবিষা। চমরুহা ২৩৫

২৩ ২A ৫ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
বিচক্ষণা ৩৪৩ঃ। (১) ঋতস্য ৩ জিহ্বাপবতায়ি। মধু প্রিয়াম্।

২৩র ২ ১ ২৩র ২ ২ ২ ১ ২৩র ২ ১
বক্তাপতা ২৩ য়িঃ। দিয়োঅস্যাঃ। অদাভিয়াঃ। দধাতিপুৎ।

১　—　১　　২৩র ২　র১২১　২৩২১
ত্রঃ পা২ গিত্রো ২ ৩৪। অপীচিয়াম্। নানাতৃতারি। স্বমধিয়ো

২৩ ২ৈ　　৫ ২　৪র৫ ৪ ৫
২৩। চনদিবা ৩৪৩ঃ॥ (২) অবদ্যু ৩ তানঃ কলশান্।

১১ ২১　২৩২র১　২ ৩র ২　১২১
অচায়িক্রদা২। নৃভির্য্যেমা ২৩ ণঃকোশআ। হিরাণ্যয়ায়ি।

২৩র২১　১ — ১　২৩র ২　১ ২১
অভীঋতা। স্যদো ২ হনা ২ ৩ঃ। অনূষতা। অধায়িত্রিপা।

২৩২১　২৩র ২ৈ　১
ষ্ঠউষসো ২৩। বিরাজসা ৩৪৩ যি। ও২৩৪৫ঈ। ডা। (৩)॥

* . *

৪৩　৪ ২ ৪৫
৪॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ অভা২ ৫ য়িপ্রি। য়া ৩ পা ৩ য়িপবতায়ি।

১ র রর র　র　২ ১২ ২
চাহনোহিতোনামানিযা'হ্বোঅধিয়ায়ি। ষ ৩ বার্দ্ধা ৩ তায়ি।

১র — ১　র　৫　১　২
আসূ ২ র্য্যস্তবৃহতোবৃহস্ম। ধিরা ২ ৩ থাম্। হুম্মায়ি। বা ৩

২　১　A ৩২　১২ ১ র
য়িশ্বা। চ। মরুহ্বিচা ২ ক্ষণাউ॥ (১) পাআ। তস্তুভিহ্বা-

র　র　র　২১২ ২ ১ —
পবতেমধুপ্রিয়ং বক্তাপতির্দ্ধিয়োঅস্যাঃ। আদাভা ৩ য়াঃ। দধা ২

১　র র　২　১　২
তিপুত্রঃ পিত্রোরপীচি। যন্না ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। ভা ৩ র্ত্তা।

১ র A .৩২　১২ ১ র　র
যামধিরোচনা ২ ন্দিবাউ॥ (২) বাআ। বদ্যুতানঃ কলশাঁ-

রর র　২　১২ ২ ১ —
অচিক্রদম্ নৃভির্য্যেমাণঃ কোশআ। হ্বা ৩ য়িরাণ্যা ৩ য়ায়ি। অভী ২

১ র র র ২ ১ ২ ২
শাভস্থদোহনা অনুস। তআ ২ ৩ ধা। হুস্মায়ি। ত্রা ৩ য়িপা।

১ র A ৩ ২ A ১ ১ ১ ১
ষ্ঠাউষগোবিরা ২ জমাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

২ ১ — ১ A
৫ ॥ (বৈশ্বস্তবাসিষ্ঠম্) ॥ অভিপ্রিয়াণী ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ A
চনোহা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ। নামানিয়াহ্বো ২। অ। ধিয়া ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ ৩ ২ ২
মুবৰ্দ্ধা ২ ৩ ৪ তায়ি। আসুরিয়াণ্যা ২। সু। হতো ২। বৃহন্না

৫ ২ ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ ধায়ি। রথং বিশ্বাঞ্চা ২ মৃ। অ। রুহা ২ ৩ ৫। বিচা ৩

৫ ২ ১ — ১ A
ক্ষা ৫ ণা ৬ ৫ ৬ : । (১) শাতস্যজায়িহা ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ — ১
মধুথা ২ ৩ ৪ য়াস্। বক্তাপত্যায়িন্ধী ২। যঃ। অস্যা ২ :।

৩ ২ ২ ৫ ২১র ২ ১ — ১ v ৩ ২ ৩
অদাভা ২ ৩ ৪ য়াঃ। দধাতিপুত্রা ২ :। পি। ত্রো ২ ঃ। অপায়িচা

৫ ২র ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ য়াম্। নামতৃতায়িয়া ২ মৃ। অ। ধিরো ২ ৩। চনা ৩

৪ ২ ১ — ১ A
স্দা ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ : ॥ (২) অবদ্যুতানা ২ ঃ। ক। লশাঁ৺.২

৩ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২র ১ — র ১ A ৩ ২ ৩
অচাক্রি ২ ৩ ৪ দাৎ। নৃভির্যেমাণা ২ : কোশআ ২। হিরণ্যা

৫ ১র ২ ১ — র ১ n ৩ ২A ৩
২ ৩ ৪ য়ায়ি। অভীঋতাস্য ২। দো। হনা ২ :। অনুষা

৫ ২ ১ ২ ১ ১ ২
২ ৩ ৪ তা। অধিত্রিপাষ্ঠী ২ :। উ। ষসো ২ ৩ বিরা ৩

৪
জা ৫ সা ৬ ৫ ৬ য়ি (৩) ॥ ১,২,৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চনোহিতঃ' (হিতান্নঃ, শক্তিযুক্তঃ, আত্মশক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'প্রিয়াণি' (সর্ব্বস্য প্রীণয়িতৃণি) 'নামানি' (নমনশীলানি উদকানি, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবতে' (ক্ষরতি) সত্ত্বভাবঃ অমৃতপ্রবাহেন সহঃ মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ; 'যেষু' (অমৃতেষু অমৃতপ্রবাহে) 'যহ্বঃ' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'অধিবর্দ্ধতে' (সম্যকপ্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ ভবতি); 'বৃহন' (মহান) বিচক্ষণঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী— সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্য, জ্ঞানমূলকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বঞ্চং (বিশ্বগ্‌গমনং ভগবৎ-প্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'অধ্যারোহৎ' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকঃঅয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ জ্ঞানেন তথা সৎকর্ম্মণা সহ মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ ৫খ-৫সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহ অভিমুখে ক্ষরিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েন); অমৃতপ্রবাহে ঐই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হয়েন; মহান্ সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপযানকে প্রাপ্ত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হয়েন।) ॥ (১অ—৫খ—৫সূ—১সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চনোহিতঃ' চন ইত্যন্ননাম চায়তেরন্নে চন ইত্যৌণাদিক-সূত্রেণ নিপাতিতঃ চনসে অন্নায় হিতঃ, যদ্বা আহিতান্নঃ সোমঃ প্রিয়াণি' জগতঃ প্রীণয়িতৃণি নামানি নমনশীলানি তান্যুদকানি 'অভি পবতে' অভিতঃ করোতি। 'যেষু' অন্তরিক্ষস্থিতেষু উদকেষু 'যহ্বঃ' —মহানয়ং সোমঃ 'অধিবর্দ্ধতে' অধিকং প্রবৃদ্ধো ভবতি। অপাং মধ্যে সোমো বসতি হ্যন্তু। ততঃ 'বৃহৎ' মহান্ সোমঃ 'বৃহতঃ' মহতঃ পরিবৃঢ়স্য 'সূর্য্যস্য' 'বিশ্বঞ্চং' বিষ্বগ্‌গমনং 'অধিরথং' উপরি রথং 'বিচক্ষণঃ' সর্ব্বস্য বিদ্রষ্টা সন 'অরুহৎ আরোহতি অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে (মনু ০ ৩অ ০ ৭৬) শ্লোক—ইতি। ১ ॥

প্রথম (৭০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

সত্ত্বভাব-অমৃত-প্রাপক। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলেই তিনি অমৃতের স্থানে নিজকে নিয়োজিত করেন। সুতরাং আপনা হইতেই হৃদয় সৎকর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়। অসৎ তাঁহার বাক্য চিন্তা ও কর্ম্মের বাহিরে চলিয়া যায়। সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান-

ও কর্ম্ম মিলিত হইলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার মত আর কিছু থাকে না। যাহা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন।" (১অ—৫খ—৫সূ—১সা) ॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২র
বক্তা পতিঃ ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোঃ অপীচ্যাংতন্নাম

৩ ২ ৩ ১ ৩২ ৩২
তৃতীয়ম্ অধি রোচনং দিবঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্যা' (প্রসিদ্ধায়াঃ, ভগবৎপ্রাপিকায়াঃ) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধ্যাঃ, যদ্বা প্রার্থনায়াঃ) 'পতিঃ' (স্বামী, অধিপতিঃ) 'বক্তা' (শব্দকৃৎ, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য জিহ্বা' (সত্যস্য জিহ্বাস্থানীয়ঃ, সত্যপ্রাপকঃ—সত্ত্বভাবঃ—ইতি যাবৎ) 'প্রিয়ং' (প্রিয়করং, কল্যাণকরং) 'মধু' (অমৃতং) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি প্রযচ্ছতু); 'অদাভ্যঃ' (রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ, রিপুজয়ী) 'পুত্রঃ' (যজমানঃ সাধকঃ) 'পিত্রোঃ' (মাতাপিত্রোঃ, পৃথিব্যন্তরীক্ষয়োঃ) তথা 'তৃতীয়ং' (ভূর্ভুবর্স্বর্লোকানাং মধ্যে তৃতীয়স্থানীয়স্য) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য) 'অপীচ্যং' (অন্তর্নিহিতং

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৯থ—১সা) প্রাপ্তব্য। উ। ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

নিগূঢ়ং) 'রোচনং' (দীপ্যমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সামং' (রসং, অমৃতং) 'অধি দধাতি' (ধারয়তি, সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্নোতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অমৃতং লভতে ; ভগবৎকৃপয়া বয়ং অপি অমৃতং প্রাপ্নুয়ামঃ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-প্রাপিকা বুদ্ধির (অথবা প্রার্থনার অধিপতি), জ্ঞানদায়ক সত্যপ্রাপক সত্ত্বভাব, কল্যাণকর অমৃতকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন ; রিপুজয়ী সাধক পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষের এবং ভূর্ভুবস্বর্লোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় স্বর্লোকের নিগূঢ় জ্যোতির্ম্ময় অমৃত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধক অমৃত লাভ করেন ; ভগবৎকৃপায় আমরাও যেন অমৃত প্রাপ্ত হই।)। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'জিহ্বা' মুখবেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ 'প্রিয়ং' প্রিয়করং 'মধু' মদকরং রসং 'পবতে' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'বক্তা' শব্দকৃৎ ; যদ্বা, স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতয়ঃ সাধীয়স্য ইতি প্রতিশ্রবণস্য কর্ত্তা 'অস্য ধিয়ঃ' এতস্য কর্ম্মণঃ 'পতিঃ' পালয়িতা 'অদাভ্যঃ' রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ পুত্রঃ যজমানঃ 'পিত্রোঃ' পিতা মাতা উভয়োঃ 'অপীচ্যং' অন্তর্হিতং যৎ 'নাম' তৌ ন জানীতে নাম কর্ম্মবেলায়াং তস্মাত্তয়োরপরিজ্ঞায়মানং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'রোচনং' দীপ্যমানং 'তৃতীয়ং' নাম সোমেঽভিষূয়মাণে 'অধি দধাতি' অত্যন্তং ধারয়তি ; নক্ষত্র-ব্যবহারিক-নাম্নী প্রভাস্য সোমযাজী তৃতীয়মস্য হিরণ্ময়েতি নাম ইতি ভগবতা বৌধায়নেনোক্তং। 'অধিরোচনং'—'অধিরোচনে' ইতি পাঠৌ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (৭০১) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য-খ্যাপন পরিদৃষ্ট হয়। সাধকগণ অমৃতলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। কিন্তু দুর্ব্বলাত্মা আমাদিগের উপায় কি? ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও অমৃতের অধিকারী করুন। সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক ; আমরা সত্ত্বভাবজনিত অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ ; সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার

মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটী নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতা মাতা জানিতেন না।" 'পিতামাতা পুত্রের নাম জানিতেন না' ইহার অর্থ কি? 'নূতন' শব্দই বা কোথা হইতে আসিল?

ভাষ্যকার 'নাম' পদে পূর্ব্বে (১অ—৩খ ৩সূ—৩সা; উঃ আঃ) 'পয়োলক্ষণং রসং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহার বিপরীত এক অর্থ করিয়াছেন। 'পিত্রোঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে আমরা অর্থগ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়া সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২উ

অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদৎ নৃভিঃ

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২

যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অভী ঋতস্য দোহনা অনূষত অধি

৩ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২

ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'যেমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, স্তুতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'কলশাং আ' (হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'অবাচিক্রদৎ' (শব্দায়তে, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য দোহনাঃ' (সত্যস্য দোগ্ধারঃ, সত্যসাধকাঃ) 'হিরণ্যয়ে' (হিরণ্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, বিশুদ্ধে) 'কোশে' (হৃদয়ে) 'অভ্যানূষত' (অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ); হে সত্ত্বভাব! ত্বং 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' (ত্রিলোকাবস্থানঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) ত্বং 'উষসঃ অধি' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ বৃত্তীন অধিকৃত্য,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীন উদ্বোধ্য ইত্যর্থঃ) 'বি রাজসি' (বিশেষেণ দীপ্তঃ ভবসি)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। প্রার্থনাপরায়ণঃ সত্যব্রতঃ সাধকঃ সত্ত্বভাবং লভতে; সত্ত্বভাবঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন; সত্যসাধকগণ বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন; হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বব্যাপক আপনি জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীকে উদ্বোধিত করিয়া বিশেষরূপে দীপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সত্যব্রত সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন; সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জ্রাতানঃ' জ্রতদীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০) দীপ্যমানো 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিরণ্যয়ে' হিরণ্ময়কোশে অধিষবণকর্ম্মণি তস্য হিরণ্ময়ত্বং 'হিরণ্যপাণিভিঃসুনোতি' ইতি হিরণ্যসম্বন্ধাৎ; তাদৃশে 'কোশে যেমানঃ' (ছান্দসে কর্ম্মণি লিটি কানচি রূপং) নিয়ম্যমানঃ সোমঃ। 'কলশান্' দ্রোণাভিধানান্ প্রতি 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি শব্দায়তে। ততঃ 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'দোহনাঃ' দোগ্ধারঃ ঋত্বিজঃ 'ঈমং' সোমং 'অভ্যনূষত' অভিষ্টুবন্তি (গ্রাবাণো বদন্তি ঋত্বিজো জুহ্বতি ইতি তৈত্তিরীয়ক-ব্রাহ্মণে এষাং দোগ্ধৃত্বমভিহিতং) 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' ত্রীণি সবনানি স্থানান্যেব পৃষ্ঠানি যস্য স তথোক্তঃ। ত্রিষু চ সবনেষু সোমস্য নিষ্পাদ্যমানত্বাৎ। ত্রিচক্রাদিবাহুব্রীহিপদাদ্যুদাত্তত্বং) হে সোম! তাদৃশস্ত্বং 'উষসঃ অধি' যাগাহনি 'বিরাজসি' অধিশীংস্থাসাং (১।৪।৪৬) ইতি দ্বিতীয়া। তেষহস্সু বিশেষেণ দীপ্যসে। যদ্বা রাজরস্ত্রীভূতার্থঃ অহানি প্রকাশয়সি। 'যেমানঃ' 'যেমান'—ইতি, 'অভ্যনূষত'—'অভ্যমূষত' ইতি, 'বিরাজসি'—'বিরাজতি'—ইতি পাঠঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)॥

প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ৫॥

* * *

তৃতীয় (৭০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § * § ———

নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের হৃদয় বিশুদ্ধ, সুতরাং সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরাজ্ঞানের জ্যোতিতেও তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষে মানবের সকল উচ্চবৃত্তিগুলি জাগরিত হইয়া উঠে। নব বসন্তের আগমনে যেমন চূতমুকুলের আবির্ভাবে হৃদয়ে নূতন আনন্দ উৎসাহের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি

হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারে মানবের সকল সুপ্ত সদ্বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আপনাদের কর্ত্তব্যের সন্ধান পায়। সেই জাগরণে মানব দিব্যজ্যোতির অধিকারী হয়। সত্ত্বভাবের অধিকারী মানব আপনাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই শক্তি, সেই উদ্দীপনা, মানুষ সত্ত্বভাব হইতেই লাভ করেন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'যেমানঃ' পদের ব্যাখ্যায় আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' পদের ব্যাখ্যায়ও আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। 'অবাচিক্রদৎ' পদে 'শব্দায়তি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'শব্দ' অর্থে জ্ঞান বুঝায়, এবং আমরা সর্ব্বত্রই এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এই মন্ত্রেও তাহার কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হইবে না। (১অ-৫খ-৫সূ—৩সা)। *

—:০:—

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে।

১ ২ ৩২৩১২ ৩ ১ ২ ৩২
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং

৩ ১র ২
মিত্রং ন শ৺ সিষং ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৩ ৪ ২ ৫ ৫
১॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ যজ্ঞাহ ৫ য়া। জ্ঞা ৩ গো ৩ য়ায়াই।

২র ২ ১২ ২ ১—১ ৱ
আইরাইরা। চা ৩ দাক্ষা ৩ সাই। প্রপ্রী ২ বয়মমৃতম্। জাতা

২ ১ ২ ২ ১ ৩২
২ ৩ বা। হুম্মাই। দা ৩ সায়। প্রায়ম্মিত্রং৺ সুশা ১৺ সিষাউ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ২ ১র
(১) প্রায়াম্। মাইত্রাম্। সূ ৩ পা৺্গী ৩ ষাম্। উর্জ্জো-

— ১ র ২ ১ ২ ২
নপা ২ ত্ত৺্সহি। নামা ২ ৩ মা। হুম্মাই। স্মা ৩ য়ুং।

১ র A ৩২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
দাশেমহব্যদা ২ ৩য়াউ ॥ (২) দাশে। মাহা। ব্যা ৩ দাত্তা ৩

২ ১ র —১ র ২ ১ ২
য়াই। ভুবদ্বাজে ২ মৃধি। তাভূ ২ ০ পাং। হুম্মাই। বা ৩

২ ১ র র A ১ ১ ১
ন্নাই। উতত্রাতানূ ২ নাউ। বা ৩ ৭ ৫ (৩)॥

* * *

২ র র র ২ ১র
২॥ (বিশোবিশীয়ম্)॥ যজ্ঞাযজ্ঞাহুম্। বো ৩ অগ্নয়ায়ি। ইরাইরা।

২ ১ ২ ২ ১ — ১ র ২
চা ৩ দাক্ষা ৩ সায়ি। পপ্রী ২ ৭য়মমৃতম্। জাতা ২ ৩ বা।

১ ২ ২ ১ ৫ ১ ৩২A
হুম্মায়ি। দা ৩ সা ৩ ম.। প্রা ২ ৩ ৪ য়৺্শায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১
মা ২ ৩ ৪ য়িত্রাম্। হুম্মায়ি। সূ ৩ পা ৩। সা ২ ৩ ৪ য়িষাম্।

৫র ৫ ২ র ২
এহিয়া ৬ হা॥ (১) প্রায়িম্মিত্রম্। হুম্। সু ৩ শ৺্সিষাম্।

১ ২ ২ ১ র ২ ১ ২
উ ৩ র্জ্জোনা ৩ পা। ত৺্সহি। নায়া ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। স্মা ৩

২ ১ র ৫ ১ ৩ ২A ৩ ৫
য়ূ ৩ঃ। দা ২ ৩ ৪ শেমায়ি। ও। হুবায়ি। ম্য ২ ৩ ৪ হা।

১ ২ ২ ১ ৫র ৫
হুম্মায়ি। ব্যা ৩ দা ৩। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। এহিয়া ৬ হা॥

২র র র র ২র ১ ২ ২
(২) দাশেমহাহুম্। ব্যা ৩ দাতয়ায়ি। ভূ ৩ বাদ্বা ৩ জে।

১ র ২ ১ ২ ২ ১
হুবি। তাভূ ২ ৩ বাৎ। হুম্মায়ি। বা ৩ র্দ্ধা ৩ য়ি। উ ২ ৩ ৪ ৩

৫ ১ ৩২A ৩ ৫ ১ ২ ৩
হায়ি। ও। হুবায়ি। জো ২ ৩ ৪ তা হুম্মায়ি। তা ৩ নূ ৩ ১

৫র ৫ ৪
৩ ৪ নাম্। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২র র র ১ ২ A ৩
৩॥ (বারবন্তীয়োত্তরম্)॥ যজ্ঞাযজ্ঞাঔহোহায়ি। বো অগ্না

৪ ২র র ১ ১ ১ র
২ ৩ ৪ য়ায়ি। ইরাইরাচদক্ষাসো ২ ৩ ৪ হায়ি। পত্রীবয়মমৃত-

র র২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
ঞ্জাতবেদা ৩ ৪। ঔহোবা ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
সাম্। প্রিয়ম্মি।ত্রাৎ সুশৎসা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ৩র ২ ৫র ৫
হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫। হম্। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ র র ১ ২ A ৩ ৫ ২র ১
প্রিয়ম্মিত্রাঔহোহায়ি। সুশৎসা ২ ৩ ৪ য়িনাম্। উর্জ্জো না ২

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
৩ ৪ হা। পাতৎসহিনায়মস্মা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ ৭ র ২
হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ য়াঃ। দাশেম। হাব্যদাতা ২ ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোহায়ি ৬ হা॥ (২)

২র র র র ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১ ৫
দাশেমহাঔহোহায়ি। ব্যদাতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। ভুবাদ্ধ ২ ৩ ৪ হা।

১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
জেষ্ঠবিত্তাভুবদ্ধা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২১২র ১ ২ ৩র ৪র ৪
২ ৩ ৩ র্দ্ধায়ি। উত্তব্ৰা। তাতনু ৩ ৪। ঔহোবা।
১২ ৫ ৩র ২ ১২ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো।
৫র ৫
৩ ১ ২ ৩। নায় এহিয়া ৬ হা (৩)॥

* * *

২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
৪॥ (মহাবৈশ্বামিত্রম্)॥ হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি।
৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র
হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। যজ্ঞা-
A ৩র ২ ১ — র A ৩ ২ ১ — র
যজ্ঞা। বোহগ্নায়া ২ য়ি। ইরাইরা। চদক্ষাসা ২ য়ি। পপ্রী-
A ৩ ১র ১ — ২ A ৩ ২ ১ —
বয়ামমৃতঞ্জা। ভবেদাপা ২ ম্। প্রিয়ম্মিত্রাম্। সুশং্শাম্রিষা ২
২ A ৩ ২ ১ র
ম্॥ (১) প্রিয়ম্মিত্রাম্। সুশং্শাম্রিষা ২ ম্। উর্জ্জঃ।
১ — ১ — A ৩ ২ ১ — র র A
নাপা ২। নাপা ২। ভং্শহিনা। যমস্ময়ু ২ঃ। দাশেমহা।
৩ ২র ১ — র র A ৩ ২র ১ —
ব্যদাতায়া ২ য়ি॥ (২) দাশেমহা। ব্যদাতায়া ২ য়ি। ভুবৎ।
১ — A ৩ ২ ১ — র র ১ —
বাজা ২ য়ি। স্ববিতা। ভুবদ্বার্দ্ধা ২ য়ি। উতত্রাতা। তনুনা ২
A ৩ ২ ১ — ৪ ৫ ৪ ৫
ম্। উতত্রা। তাতনুনা ২ ম্। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা।
২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫
হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহা
৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
ওহা। হো ৪ ইডা। হো ৪ ইডা।
৩
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (৩)।

* * *

৩র র　　৩ ২　　১　　৫
ম.। হাহো। সুশা ৩। সা ২ ৩ ৪ য়িয়াম্। উহুবা ৬

৫　　২র র　　২　　১ ২
হাউ। (১) ঔহো প্রিয়স্মিত্রা ৩ মে। সুশা৮ সা ১ য়িবা ২ ৩ ৪

৩র ২　　১ র ২র　　১ ২
ম্। হাহোয়ি। উর্জ্জোনপা। ৩৮ সাহা ১ য়িনা ২ ৩ ৪।

৩র ২　　১ ২　　৩র ২　　১র ২
হাহোয়ি। যমাস্মা ১ যু ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি। দাশায়িমা ১

৩র ২৯　　৩ ২　　১　　৫
হা ২ ৩ ৪। হাহো। ব্যদা ৩। ভা ২ ৩ ৪ য়াম্নি। উহুবা ৬

৫　　৩র র র র　　২　　১ ২
হাউ। বা। (২) ঔহোদাশেমহ ৩ এ। ব্যদাভা ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র ২　　১ ২র র　　১ ২
য়ি। হাহোয়। ভুবদ্বাজে। বুধাং ১ য়িভা ২ ৩ ৪।

৩র ২　　১ ২　　৩র ২　　১ ২
হাহোয়ি। ভুবাম্বা ১ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। উতাত্রো ১

৩র ২　　৩ ২
ভা ২ ৩ ৪। হাহো। তনূ ৩ ১ ২ ৩ ৪ নাম্।

৫　　৫
উহুবা ৬ হাউ। বা (৩)। ৭২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবতাবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণেতি শেষঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দক্ষসে' (কর্ম্মসামর্থ্যলাভায়) 'অগ্নয়ে চ' (তেজঃস্বরূপজ্ঞানলাভায় চ) 'যজ্ঞা যজ্ঞা' (যজ্ঞে, সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু) 'গিরা গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'অমৃতং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'মিত্রং ন' (মিত্রমিব) 'প্রিয়ং' (অনুকূলং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং দেবং) 'প্র প্র শংসিষং' (প্রশংসামঃ, স্তোতুং সমর্থা ভবামঃ ইত্যর্থঃ)। (১অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবতাবগসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চ্চনাকারিগণ, কর্ম্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান-লাভের জন্য, স্তুতিরূপ

বাক্যদ্বারা নিত্য মিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্ব্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করিতে সমর্থ হই। (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'যজ্ঞাযজ্ঞা' যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু 'দক্ষসে অগ্নয়ে' প্রবৃদ্ধায়াগ্নয়ে 'গিরা গিরা' স্তুতিরূপয়া—বাচাবাচা স্তোত্রং কুরুতেতি শেষঃ। চ শব্দো ভিন্নক্রমো বঃ ইত্যস্মাৎ পরোদ্রষ্টব্যঃ। যূয়ং চ স্তোত্রং কুরুত। 'বয়ং' অপি 'প্রপ্রশংসিষং' প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (৮।১।৬০)—ইতি প্রশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ পাদপূরণার্থে ব্যত্যয়েনৈকবচনং (৩।৪।২৮); ছান্দসো লুঙ (৩।১।৩৯) প্রশংসাম কীদৃশং? 'অমৃতং' মরণবর্জ্জিতং 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা 'মিত্রং ন' সখিভূতমিব প্রিয়ং অনুকূলং। যথা, ব্যত্যয়েন (৩।৪।২৮) ভূমিতাস্য বসাদেশঃ অগ্নয় ইতি চ কর্ম্মণি চতুর্থী 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ। চ শব্দশ্চ চয়িতি নিপাতঃ, চেদর্থে বর্ত্ততে; দক্ষস ইতি চ দক্ষের্বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ (ভূ॰ আ) অসুর্ভাবিতপার্শ্বাসুন্তি; রূপং; চনংযোগাৎ নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তঃ (৮।১৩০—ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তত্রায়মর্থঃ— হে স্তোতঃ! ত্বং যাজ্ঞ যজ্ঞে ইমমগ্নিং গিরা গিরা স্তুত্যা স্তুত্যা চ দক্ষসে চ বর্দ্ধয়সি চেৎ বয়মপি অমৃতত্বাদিগুণকং তং প্রশংসামঃ ॥ (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (৭০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র-মধ্যে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্বয়মুখে 'হে স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং 'দক্ষসে' 'অগ্নয়ে' পদদ্বয়ের অর্থ 'অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তব কর।' মন্ত্রস্থ 'চ' শব্দটিরও ভিন্নক্রম বলিয়া 'বঃ' পদের পরই অন্বয় করিয়াছেন তাহাতে অপরাংশের অর্থ হয়, 'তোমরা স্তব কর এবং আমরাও সেই অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' অন্যান্য পদগুলির যে অর্থ-গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতবিরোধী নহে। ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। তোমরাও স্তব কর এবং আমরাও সেই অমরণধর্ম্ম জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন ও সখার ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে।

একণে আমরা এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি। আমরা বলি, মন্ত্রান্তর্গত 'বঃ' পদটীতে হৃদিস্থিত দেবভাবকেই বুঝাইতেছে,

সাধক যেন দেবভাব-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'আমার কি সাধ্য যে আমি দেবতার স্তব করিব! তবে যদি কিছু স্তব করিতে সমর্থ হই, হে অগ্নি! হে দেবভাব-সমূহ! তাহা তোমাদেরই অনুগ্রহে।' 'দক্ষসে' পদের অর্থ—কর্ম্মসামর্থ্যলাভের জন্য এবং 'অগ্নয়ে' পদের অর্থ—অগ্নির ন্যায় জ্ঞানলাভের জন্য। মন্ত্রস্থ 'চ' পদেরও এ পক্ষে সার্থক-প্রয়োগ দেখিতে পাই। তাহাতে এ মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে—'হৃদয়ে দেবভাবসমূহ পরিস্ফুট হইলেই সাধক তাঁহার প্রতি কর্ম্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। তৎপ্রভাবে সৎকর্ম্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। তখনই দেবতা, মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম্ম সাধনে অনুকূল হন।' (১অ ৬খ ১সূ ১সা)॥১॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩র
ঊর্জ্জো নপাতং স হিনা অয়ম্

২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অস্মযুঃ দাশেম হব্যদাতয়ে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ভুবৎ বাজেষু অবিতা ভুবৎ

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩১২
বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্ ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিনাঃ' (হীনশক্তিসম্পন্নাঃ, হীনপ্রজ্ঞাঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'দাশেম' (হবীংষি দদ্যাম, আরাধয়াম—ভগবন্তং ইতি যাবৎ); 'ঊর্জ্জঃ' (বলকরঃ, শক্তিদায়কঃ) 'অস্মযুঃ' (অস্মান্ কাময়মানঃ, অস্মাসু কৃপাপরায়ণঃ) 'অয়ং সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ, সঃ ভগবান্) 'হব্যদাতয়ে' (পূজাকারিণে, প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'নপাতং' (জ্ঞানং) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ; সঃ 'বাজেষু' (শক্তিষু, আত্মশক্তিলাভে—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); 'তনূনাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণীনাং ইত্যর্থঃ) 'ত্রাতা'

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র ৫দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রে একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(পরিত্রাণদাতা) 'উত' (অপিচ) 'বৃধঃ' (বৰ্দ্ধকঃ, শক্তিদায়কঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সৰ্ব্ববিপদাৎ রক্ষ, তথা অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হীনপ্রজ্ঞ আমরা ভগবানকে যেন আরাধনা করি; শক্তিদায়ক, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ, সেই ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন; তিনি আমাদিগের আত্মশক্তিলাভে রক্ষক হউন সৰ্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণদাতা অপিচ শক্তিদায়ক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৰ্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উৰ্ব্বঃ' অস্য বলস্য 'নপাতং' 'পুত্রং' প্রশংসিষমিত্যানুষঙ্গাৎ প্রশংসামেত্যর্থঃ। 'হিনা' (ইতি নিপাতত্রয়সমুদায়ো হীত্যস্যার্থে). সঃ খলু 'অয়ং' 'অগ্নিঃ' 'অস্ময়ুঃ' অস্মান কাময়মানঃ ভবতি। যস্য 'হব্যদাতয়ে' হব্যানাং হবিষাং দেবেভ্যো দাত্রে তস্মা অগ্নয়ে 'দাশেম' হবীংষি দদ্যাম। স চ অগ্নিঃ বাজেষু সংগ্রামেষু রক্ষিতা। বৃধঃ বৰ্দ্ধকশ্চ রয়াকং ভুবৎ ভবতু 'উত' অপিচ 'তনূনাং' তনয়ানামস্মৎপুত্রাণাঞ্চ 'ত্রাতা' রক্ষিতা 'ভুবৎ' ভবতু। ২।

* * *

দ্বিতীয় (৭০৪) সামের মৰ্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত দু'একটী পদের ব্যাখ্যার আলোচনা করা প্রয়োজন। 'হিনা' পদকে ভাষ্যকার 'হি' এবং 'ন' এই দুই অব্যয় পদে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকার 'হিনঃ' পদে 'মনুষ্যঃ, হীনশক্তেঃ, হীনপ্রজ্ঞঃ মনুষ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহা সঙ্গত মনে করি। এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। পুনশ্চ বিবরণকার 'তনূনাং' পদের 'শরীরিণাং' অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়াছি। 'নপাতং' পদে আমরা পূর্ব্বাপরই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। যাহা মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করে, তাহাই 'নপাৎ'। সেই 'নপাৎ' পুত্রপৌত্রাদি নয়,—তাহা জ্ঞান। পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা মানুষ পতন হইতে রক্ষা পায়না, তাহারা বরং মায়াজালে মানুষকে জড়াইয়া ধরে, ভগবান্ হইতে দূরে লইয়া যায়। অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে পারে—

জ্ঞান। জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, আপনাকে ভগবৎ-চরণে লইয়া যাইতে পারে। তাই জ্ঞান—'সপাং'। 'হব্যদাতয়ে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় নাই। ভাষ্যকার 'হব্যদাতয়ে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করিলেই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। আমরা 'হব্যদাতয়ে' পদে 'প্রার্থনাকারিভ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সমস্ত মন্ত্রটীতেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে,—কেবল মানুষের জন্য নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য প্রার্থনা উহাতে পরিদৃষ্ট হয়। 'বিশ্ববাসী সকলই যেন শক্তিলাভ করে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়,—সকলেই যেন অন্তিমে ভগবৎচরণ প্রাপ্ত হয়।' তাহার জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (১অ ৬খ—১সূ - ২সা)। *

—:•:—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এহ্য ষু ব্রবাণি তেহগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এভিঃ বর্দ্ধসে ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

৫র র ২ ৪ র ৫ ৫ ১ র র — ১ ২র —
১। এহূ্যষ্ ৩ ব্রবাণা ৬ ইভাই। অগ্নইত্থেতরাগা ২ ইরাঃ। এভা। ২
১ ২ ১ ৫ ৫ ৫ ২
ইর্বর্দ্ধা। সস্না ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। দূ ২ ৩ ৪ ভো ৬ হাই। বত্রেকূ ৩
৫ র ৫ ৫ ১ — ১ ২ — ১র ৭
বচত্তেম্বা ৬ পাঃ। দক্ষস্কধসউক্তা ২ রাম্। ভত্মা ২ যোনাইম্ । কৃণা
২ ১ ৪ ৫ ৫ ১
২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। ষা ২ ৩ ৪ সো ৬ হাই ॥ (২) সহিতা ৩

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

৪র ৫ ৫ ১ ৱৱৱ —১ ২ —১
ইপূৰ্ব্বমক্ষা ৬ ইপাৎ। ভুবন্নেমানাস্পা ২ তাই। অথা ২ হুবাঃ ৷

A ১ ৫ ৫
বন ২ ৩ হা ৩ ৪ ০ ই। বা ২ ৩ ৪ গো ৬ হাই (৩) ॥

• • •

২র ৱৱৱ ১ ২ ^৩ ৫ ২ ১
২ ॥ এহিয়ূনাঔহোহায়ি। ব্রোবাণা ২ ৩ ৪ য়িতায়ি। অগ্নাক্সা ২ ৩ ৪

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ১ ৩
য়িহায়ি। থেত্ররাগা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২র ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ৫
২ ৩ ৪ রাঃ। এভির্ব্বর্দ্ধনইন্দ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২ ৱৱ ১ ২
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) মত্রকুনাঔহোহায়ি।

A ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ ২
বাস্তায়িমা ২ ৩ ৪ নাঃ। দক্ষান্দা ২ ৩ ৪ হা। ধসউত্তা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রাম্। তত্রেয়ো।

১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
নায়িক্রণব ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২ ৱৱৱ ১ ২ ৩
সায়ি। এহিয়া ৬ হা ॥ (২) নহিতেপুঔহোহায়ি। তামক্ষা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
য়িপাৎ। ভুবায়া ২ ৩ ৪ য়িহায়ি। মানাপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ ৭ ২
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ তায়ি। অথাত্তু। যোবগচা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। সাঙ্গী।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা (৩) ॥ ১,২,৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ, মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'তে' (তুভ্যং, ত্বদর্থোচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, যথোপযুক্তেন) 'সু' (সুষ্ঠু, ত্বদীয় শ্রবণযোগ্যেন স্বস্বরেণ) 'ব্রবাণি' (ব্রুবাণি' বাক্তসমর্থঃ ভবানি ইতি অধ্যাহ্রতে); 'উ' (যদিচ) ইতরাঃ' (উচ্চারণবৈকল্য'বক্লপাঃ দোষযুক্তাঃ) তা অপি কৃপয়া শৃণু ইতি শেষঃ; এবং 'এভিঃ' (অন্তরস্থৈতৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (অস্মাকং ভক্তিসুধাভিঃ) 'বর্দ্ধসে' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাসু পরিবৃদ্ধঃ ভবস্ব) ভূমিতি শেষঃ। মন্ত্রাঃ হি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাঃ, উচ্চারণ-বৈকল্যাৎ যদি ইতরাঃ ভবন্তি, তদপরাধঃ ক্ষমস্ব; অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু; অন্তরস্থিতৈঃ ভক্তিসুধাভিঃ প্রহৃষ্টঃ ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আগমন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হই; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা করিয়া সে স্তব গ্রহণ করুন; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদিগের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; উচ্চারণ-বৈকল্য হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদিগের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হউন)। ১অ—৬খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'এহি' আগচ্ছ। 'তে' তুভ্যং চ তদর্থং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'ইত্থা' ইত্থমনেন প্রকারেণ 'সুব্রবাণি' সুষ্ঠু ব্রবাণীত্যাশাস্যতে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। 'উ'—ইত্যেতৎ পূরকং। 'ইতরাঃ' অন্যৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ। তথাচ ব্রাহ্মণং—'অগ্নিরিত্থেত্তরাগির ইত্যাগ্নেয়াহি বা ইতরাগিরঃ' ইতি। অপি চ আগতস্ত্বং 'এভিঃ' এতৈঃ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ 'বর্দ্ধসে' বর্দ্ধস্ব। (১অ—৬খ—২সূ ১সা) ॥

• • •

প্রথম (৭০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা বড়ই উদার উচ্চভাবপূর্ণ। যদিও বিভিন্ন-ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন দিক দিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের জন্য সাধকের ভক্তের যাজ্ঞিকের আকুল আহ্বান প্রকাশ পাইয়াছে।

হিত্ত সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং তপায় তুমি অবস্থিতি কর।" এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহ্বান করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি নাই। আমরা ভগবান সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১অ ৬খ—২সূ—২সা)॥০

তৃতীয়ং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ন হি তে পূর্ত্তম্ অক্ষিপৎ ভুবৎ নেমানাং পতে।

২ ৩ ১ ২
অথা দুবো বনবসে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নেমানাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণীনাং) 'পতে' (পালক হে দেব!) 'তে' (তব) 'পূর্ত্তং' (পূরকং, পূর্ণত্ববিধায়কং জ্যোতিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং এব) 'ন অক্ষিপৎ' (ন দৃষ্টিবিঘাতকং অপিচ দিব্যদৃষ্টিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ভুবৎ' (ভবতি); 'অথ' ত্বং (ততঃ, দিব্যদৃষ্টিপ্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'দুব' (পরিচরণং, অস্মাকং আরাধনাং, পূজাং) 'বনবসে' (সম্ভজস্ব গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং দিব্যদৃষ্টিঃ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ৬খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণীদিগের পালক হে দেব! আপনার পূর্ণত্ববিধায়ক জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিদায়ক হয়; সেইজন্য অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রদানের নিমিত্ত, আপনি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'তে' ত্বদীয়ং 'পূর্ত্তং' পূরকং তেজঃ 'অক্ষিপৎ' অক্ষ্ণোঃ পাতকং বিনাশকং 'নহি ভুবৎ' ন ভবতু সর্ব্বদা অস্মাকং দর্শনসামর্থ্যং করোতু হে নেমানাং পতে! নেমশব্দোঽন্ন-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যাচী, মনুষ্যাণাং মধ্যে কতিপয়ানাং ধনানাং পতে পালক! 'অধ' অতঃ কারণাৎ 'স্তুবঃ' স্তাবকৈঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘ. ৩।৫।৫) অস্মাভির্যজমানৈঃ স্তুত্বা পরিচরণং 'বনবসে' সম্ভজস্ব॥ (১অ ৬খ—২সূ—৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (৭০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রটী দুইটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবৎ জ্যোতির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অপর অংশে সেই দিব্যজ্যোতিঃলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

ভগবানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জগৎ আলোকিত হয়। 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—তাঁহার জ্যোতি-কণা পাইয়াই জ্যোতিষ্কগুলী দীপ্তিমান হয়, তাঁহার দিব্য আলোকেই মানবের হৃদয় আলোকিত হয়,—গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে সেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তিনি অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া দিগন্তরালস্থিত সুদূরের সেই ধ্রুবতারার দিকে আপনার জীবন-গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টিরোধ হয় না, লক্ষ্য অন্ধকারে ডুবিয়া যায় না। সেই ধ্রুবলক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি শাশ্বতপদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

এই পরম জ্যোতিঃ লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "হে ভগবন্! হে জ্যোতির আধার! আমাদিগকে তোমার অনন্ত জ্ঞানলোকে লইয়া যাও। আমরা যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপযোগী জ্ঞানশক্তি লাভ করি। আমাদিগের চক্ষুর আবরণ ঘুচিয়া যাউক, দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠুক—জীবনের মোহপ্রহেলিকা চিরতরে দূর হউক। "তমসো মা জ্যোতির্গময়",—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১অ ৬খ ২সূ—৩সা)।

— ০ —

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বয়মু ত্বাম্ অপূর্ব্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তো অবস্যবঃ ।

১ ২ ৩ ১ ২

বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ১ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১
(২) উপ্রশ্চ ॰ ত্বামযোম্বুণাৎ। ভুণানিব্জারি। অবি॰। ২ ৩।
২ ১ A ২ ২ ১ ॰২ A
রা ৩ ম্ব। বা ২ ৩ ৪ । ব্ব। মা ৩। হারি। সথায়ঙে। আ
২A ৫ ৪ ৪
৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। জ্রগা ৫ নসাযিম্ব। হো ৫ ঈ। ডা (০)। ১২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন' (রক্ষাস্ত্রধারিন্, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) 'অপূর্ব্ব্য' (আদিভূত হে দেব) 'স্তুরং ন কশ্চিৎ' (কশ্চিৎ জনঃ, সাধকঃ যথা ত্বাং আহ্বয়তি তদ্বৎ) 'ভরন্তঃ' (রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ) ('বয়ং উ' (বয়মপি) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, বিচিত্রশক্তিযুক্তং) 'ত্বাং' 'অবস্যবঃ' (রক্ষণায়—রিপুকবলাৎ পরিত্রাণলাভায় ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আরাধয়াম)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাস্ত্রধারী অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন আপনাকে আহ্বান করেন, সেইরূপ রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত আমরাও যেন বিচিত্র শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদনুসারী হই)॥ (১অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অপূর্ব্ব্য' ত্রিষু সবনেষু প্রাদুর্ভূততাদশিতন! হে 'বজ্রিণ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'ভরন্তঃ' সোমলক্ষণৈরন্নৈঃ ত্বাং পোষয়ন্তঃ 'বয়ং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং বিবিধরূপং বা 'ত্বামু' যাগেষ 'অবস্যবঃ' রক্ষণমাত্মন ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'স্থুরং ন' যথা ভরন্তঃ ব্রীহ্যাদিভির্গৃহং পূরয়ন্তো জনানাং স্থুরং স্থূলং গুণাধিকং 'কশ্চিৎ' কঞ্চিৎ পুরুষং যথা আহ্বয়ন্তি তদ্বৎ। 'বজ্রিণ' 'বাজঃ'—ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৭০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— § :*: § ———

'হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন, আপনাকে যেন আমরা ঠিক তেমনিভাবে আহ্বান করিতে পারি, তেমনিভাবে যেন আপনার অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারি। রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তোমার কৃপালাভ করিয়া যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। তুমিই মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ হইতে ত্রাণকারী। তুমিই মানুষকে রিপুজয়ের শক্তি

প্রদান কর। আমরা যেন কখনও তোমার চরণ ভুলিয়া না থাকি। আমাদিগের কর্ম্ম চিন্তা ও বাক্য যেন তোমার মঙ্গলনীতির অনুবর্ত্তী হয়। আমাদিগের জীবন যেন তোমার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল, "হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূলব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ যজ্ঞলাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানারূপধারী।" এই ব্যাখ্যায় যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার সার্থকতা কি? সাধক বলিতেছেন তিনি দেবতাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করেন। তার পর, পোষণ করিয়া তাঁহাকেই সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন—অবশ্য তাঁহার কৃপায় রক্ষা পাইবার জন্য। এই সকল ব্যাখ্যা দৃষ্টেই ভিন্নদেশবাসী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বেদ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যাও যে পাশ্চাত্যের অনুকারী, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। 'স্থূরং' পদেই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বিবরণকারের মতানুসারে 'স্থূরং' পদে 'ঈশ্বরং' অপ-স্থ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভাষ্যকার 'ভরন্তঃ' পদে 'ব্রীহ্যাদিভিঃ পুষ্ণং পুরয়ন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভর' পদে নিরুক্তানুসারে 'সংগ্রাম' অর্থ প্রকাশ করে। একবিধ বাঙ্গলা ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরাও উক্ত পদে রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। (১অ—৬খ—৩সূ—১সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
উপ ত্বা কর্ম্মন্ ঊতয়ে স নো

২ ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২
যুবা উগ্রঃ চক্রাম যো ধৃষৎ।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাম্ ইৎ হি অন্ধবিতারং ববৃমহে

১ ২ ৩ ২
সখায় ইন্দ্র সানসিম্॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৬খ—৮দ ১০সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানগুলির নাম যথাক্রমে 'সৌভরম্' এবং 'কালেয়ম্'।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেব! 'কর্ম্মন্' (কর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'উতয়ে, (রক্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, আরাধয়ামি); যদ্বা 'কর্ম্মন্' (হে সৎকর্ম্মন্) 'উতয়ে' (রক্ষণায় পাপকবলাৎ রক্ষালাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, সম্পাদয়াম ইত্যর্থঃ); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'ধ্রুবৎ' (ধ্রুক্ষোতি, শত্রুনাশকঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, নবজীবনদায়কঃ) 'উগ্রঃ' (উদ্গূর্ণবলঃ, মহাতেজঃসম্পন্নঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'চক্রাম' (আগচ্ছতু প্রাপয়তু); 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ, তব স্নেহকাময়মানাঃ —বয়ং ইতি যাবৎ) 'সানসিং' (সম্ভজনীয়ং) 'অবিতারং' (সর্ব্বস্য রক্ষিতারং) 'ত্বামিৎ' (ত্বামেব) 'ববৃমহে' (বৃণীমহে, আরাধয়াম) প্রার্থনামূলকোঽয়ং। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান অস্মান্ পরিত্রায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৬খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি (অথবা হে সৎকর্ম্মে! পাপকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেন তোমাকে সম্পাদন করিতে পারি); যে দেবতা শত্রুনাশক নবজীবনদায়ক মহাতেজঃসম্পন্ন, সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; বলাধিপতি হে দেব! আপনার স্নেহকামী আমরা সম্ভজনীয়, সকলের রক্ষক, আপনাকেই যেন আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

প্রথমপাদঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'কর্ম্মন্' অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মণি 'উতয়ে' রক্ষণায় 'ত্বা' ত্বাং 'উপ' গচ্ছামঃ। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ পরোক্ষকৃতঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ধ্রুবৎ' ধ্রুক্ষোতি শত্রূনভিভবতি। 'ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে (স্বা০ প০), 'বহুলং ছন্দসি (২৪৭৩)'—ইতি শ প্রত্যয়ঃ। 'যুবা' তরুণঃ 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণঃ স ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'চক্রাম' আগচ্ছতু; যদ্বা, চক্রাম অস্মান্ সুৎসাহযুক্তান্ করোতু (ক্রমতেঃ সর্গার্থে ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। পরোক্ষার্চ্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ।) 'সখায়ঃ' সমানখ্যানাঃ বন্ধুভূতাঃ বা বয়ং 'সানসিং' 'বনষণ সম্ভক্তৌ ভ্বা০ প০) সম্ভজনীয়ং 'অবিতারং' সর্ব্বস্য রক্ষিতারং 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'ববৃমহে' বৃণীমহে ভজামহে। 'হ্ন' প্রাপ্তৌ (হি—প্রয়োগাদ্ভিধাতুঃ ৮১০৪)॥২॥

* * *

৫ ৷৷ — ২ ৩ ৫ ১ ৺
২ ৩ ৪ গী। বা ৩। বুধ্বা ২ ৩ ৪ ৺ মাম্। চিদন্ত্রিবে। ২।

৫২৲৩ ৫ ১ ৲ ৩র ২৲ ৩
দিবেদা ২ ৩ ৪ য়িবায়ি ॥ (২) যুঞ্জন্তস্তিহা ২। স্তীআয়িষা ২ ৩ ৪

৫ ১র ৲ ৩ ২ ৩ ৫ ১ ৲
য়িরা। স্তগাথয়া ২। উরৌরা ২ ৩ ৪ থায়ি। উরুযুগে ২।

৩ ২ ৩ ৫ ১ র ৲ ৩ ২ ৩ ৫
বচোয়ু. ২ ৩ ৪ জা। ইন্দ্রবাহা ২। স্তুবর্ব্বা ২ ৩ ৪ য়িদা।

২ ঽ ২ ঽ ২ ২ ৫র র
হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
আঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। ১৲১৩ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গীর্ব্বণঃ' (স্তবনীয়, আরাধনীয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'অধা হি' (সম্প্রতি) 'কামঃ' (কামো নিমিত্তে, পরমধনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); 'উদেন' (সত্ত্বভাবেন যুক্তাঃ) 'গ্মন্তঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলাঃ, সাধকাঃ) যথা 'উদভিঃ' (সত্ত্বভাবপ্রবাহৈঃ ত্বাং সংযোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ) তথা বয়ং ত্বাং 'উপ সসৃগ্মহে' (সম্যক্-প্রকারেণ সংযোজয়াম প্রাপ্নবাম ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আরাধনীয় পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; সত্ত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্ত্বভাব প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গির্ব্বণঃ'! গীর্ভিঃ বননীয় ইন্দ্র! 'অধা হি' সম্প্রতি হি 'ত্বা' ত্বাং 'কামে' কামমভিলষন্তমর্থং 'ঈমহে'। যদ্বা 'কামে' কামান্ কমনীয়ান্ স্তোমান্ 'উপসসৃগ্মহে' উপসৃজামঃ ত্বাং প্রাপয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—'উদেব' যথা উদকেন 'গ্মন্তঃ' গচ্ছন্তঃ পুরুষাঃ 'উদভিঃ' অঞ্জলিনোৎক্ষিপ্যোদকৈঃ সমীপস্থান্ পুরুষান্ ক্রীড়ার্থং সংসৃজন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ 'কাম

'ঈমহে দস্যুগ্নহে'—'কামাম্মচস্সস্থপ্ মহে' - ইতি চ পাঠাঃ। 'উদেবগ্মস্থঃ'—উদেবক্ষঃ - ইতি চ পাঠৌ। (১ম ৬খ ৪সূ ১সা)।

* • *

প্রথম (৭১০) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡ • ‡——

শুদ্ধসত্ত্বভাবময় ভগবানকে লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষণ প্রয়োজন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমদেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়। হৃদয় যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ না হয়, কর্ম্মে বাক্যে চিন্তায় সাধক যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভাবে না চলিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় না। সমত্বই পরস্পর মিলনের মধ্যে যোগসূত্র। অসম কখনও অসমের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। তাই মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সর্ব্বপ্রকার অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্ম্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল নিস্তৃত করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার সহিত মিলিত হইব।" এই উপমার মর্ম্মগ্রহণে আমরা অসমর্থ। 'জলে গমনকারী ক্রীড়ার্থ যে জল বিস্তৃত করে'—এ বাক্যের সহিত 'তোমার সহিত মিলিত হইব' বাক্যের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রার্থনার অর্থই বা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। উপমা হিসাবেও এই বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত করা হইয়াছে। (১ম ৬খ ৪সূ—১সা)।॥০

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

বার্ণ ত্বা যব্যাভিঃ বর্দ্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বাবৃধ্বাংসং চিৎ অদ্রিবো দিবে দিবে॥ ২॥

উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে ও (৪অ ৬খ ৬দ—৮সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব) 'বার্ণং' (সমুদ্রং ইব অসীমং) 'ত্বা' (ত্বাং) সাধকাঃ 'স্রব্যাভিঃ' (বেগবতীভিঃ, ঐকান্তিকাভিঃ) 'ব্রহ্মাণি' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'বর্দ্ধন্তি' (তব মহিমাং প্রখ্যাপয়ন্তি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশেপাষাণকঠোর হে দেব) ত্বং 'দিবে দিবে' (প্রত্যহং, নিত্যকালং) 'চিৎ' (এব, নিশ্চিতং) 'বাবৃধ্বাংসং' (প্রবৰ্দ্ধয় অস্মান্ ইতি শেষঃ); সাধকাঃ প্রার্থনয়া ভগবন্তং লভন্তে ; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ - ৬খ - ৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব! সমুদ্রতুল্য অসীম আপনাকে সাধকগণ ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! আপনি নিত্যকাল আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রিন্! 'শূর' ইন্দ্র! 'বার্ণং' যথোদকমুদকস্থানং 'স্রব্যাভিঃ' নদীভিঃ, 'অবনয়ঃ' 'স্রব্যা'—ইতি (নিঘ০ ১।১৩।১-২) নদীনামসু পঠাৎ 'বৰ্দ্ধন্তি' বৰ্দ্ধয়ন্তি, তথা 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধ্বাংসং' 'চিৎ' যথা নিরুদকং দেশং নদীভিঃ তথা ন কিন্তু প্রবৃদ্ধমেব 'ত্বা' ত্বাং 'দিবেদিবে' অহরহং বর্দ্ধয়ন্তি স্তোতারঃ। (১অ - ৬খ—৪সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (৭১১) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আপনাদিগের হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রার্থনার বলেই ভগবান সাধকের নিকট আগমন করেন—অবশ্য সেই প্রার্থনা আন্তরিক হওয়া চাই। অন্তরের অন্তর হইতে উদ্ভূত না হইলে সেই প্রার্থনা, প্রার্থনাই নয়। শুধু মুখের কয়টা কথার কোনও কাজই হয় না। অন্তর যখন ভগবানের অভাব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, তাঁহার অভাবে যখন হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাঁহার দর্শন না পাইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তখন স্বতঃই হৃদয় হইতে প্রকৃত প্রার্থনা উত্থিত হয়। সাধক আপনাকে প্রার্থনার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রার্থনামাঝে পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রার্থনা দ্বারাই সাধক ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ধ্রুবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে আপনার কোলে স্থান দিয়াছিলেন।

তাঁহার কৃপায় মানুষের রিপুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ভববন্ধন টুটিয়া যায়। কাঠার হস্তে তিনি মানুষের রিপুনাশ করেন, মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান বিতরণ করিয়া চিরদিনের জন্য রিপু-আক্রমণের ভয় নিবারণ করেন। তাই সেই পরাজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১অ—৬খ ৪সূ-২সা)।*

—:০:—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২

যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়া

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উরৌ রথ উরুযুগে বচোযুজা।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রবাহা স্বর্ব্বিদা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষিরস্য' (সিদ্ধিপ্রদাতুঃ, অভীষ্টসাধকে ইত্যর্থঃ) 'উরৌ' (মহতে) 'রথে' (সৎকর্ম্মরূপযানে, সৎকর্ম্মণি) সাধকাঃ 'উরুযুগে' (মহাকালে, সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'বচযুজা' (প্রার্থনাসমন্বিতে) 'স্বর্বিদা' (স্বর্গং জানন্তৌ, স্বর্গপ্রাপকে) 'ইন্দ্রবাহা' (ইন্দ্রস্য বাহনভূতে ভগবৎপ্রাপকে) 'হরী' (পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে) 'উরুযুগে' (সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'গাথয়া' (স্তোত্রেন) 'যুঞ্জন্তি' (যোজয়ন্তি, সম্মিলিতে কুর্ব্বন্তি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। সাধকাঃ কর্ম্মভক্তিজ্ঞানৈঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসাধক মহৎ সৎকর্ম্মে, সাধকগণ প্রার্থনাসমন্বিত স্বর্গপ্রাপক ভগবৎপ্রাপক পাপহারক ভক্তিজ্ঞানকে নিত্যকাল স্তোত্রের দ্বারা সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CU... LIBRARY

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইবিরস্য' গমনশীলস্যেন্দ্রস্য 'উরুযুগে' মহাযুগে 'উরৌ' মহতি 'রথে' 'ইন্দ্রবাহা' ইন্দ্রস্য বাহনভূতৌ 'বচোযুজা' বচনমাত্রেণৈব যুজ্যমানৌ 'স্বর্বিদা' স্বর্গাখ্যমিন্দ্রস্য স্থানং জানন্তৌ 'হরী' এতন্নামকাবশ্বৌ 'গাথয়া' স্তোত্রেণ স্তোতারঃ 'যুঞ্জন্তি' যোজয়ন্তি। 'উরুযুগে বচোযুজাইন্দ্রস্য বাহা স্বর্বিদা' 'ইন্দ্রবাহা বচোযুজা' ইতি পাঠৌ ॥ ৩ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ
সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে
উত্তরার্চ্চিকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি উত্তরার্চ্চিকে প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ প্রথমাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ।

—— : • : ——

তৃতীয় (৭১২) সামের মর্ম্মার্থ।

——————•——————

ভগবৎ-প্রাপ্তির তিনটী পন্থা অথবা সাধনোপায় আছে। তাহারা—কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান। এই তিনটীর যে কোন একটীর অবলম্বনে সাধক সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। একটীর উপস্থিতিতে, উপযুক্ত সাধনায় অন্য দুইটীর আবির্ভাব অনুমান করা যায়। প্রার্থনাপরায়ণ সাধক এই তিনের সম্মিলন সাধন করতঃ মোক্ষলাভে সমর্থ হ'য়েন। মন্ত্রের মধ্য এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। "গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রেযোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।" স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা অশ্বদ্বয়কে ইন্দ্রের রথে যোজিত করেন—এই বাক্যদ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয়? ইন্দ্রের রথই বা কি, আর অশ্বদ্বয়ই বা কি? স্তোতাগণই বা তাহাদিগকে রথে স্তোত্রদ্বারা কিরূপে যোজনা করিবেন? 'রথ' শব্দে পূর্ব্বানুসারে এখানেও আমরা 'সৎকর্ম্ম' অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করি। 'হরী'—পাপহারক জ্ঞানভক্তি, সাধক প্রার্থনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সমন্বয় সাধন করেন। জ্ঞানভক্তি ভগবৎপ্রাপক—জ্ঞানভক্তির সাহায্যেই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভবপর। মন্ত্রে প্রার্থনাপরায়ণ সাধকের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সাহায্যে মোক্ষলাভের কথাই মন্ত্রমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। (১অ—৬খ—৪স ৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, অষ্টানবতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—ঃ§✱§ঃ—

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

• ✱ ✱

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥ ১॥

• ✱ ✱

প্রথমং সাম।

১ ৩২ ৩ ১২৩ ১ ২ ৩ র ২র
পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রম্ অভি প্র গায়ত।

৩ ১ ২ ৩১২ ৩ ১ ২ ৩২
বিশ্বাসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্॥ ১॥

✱ ✱ ✱

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং সৎকর্ম্ম বা) 'আ পান্তং' (সর্ব্বতোভাবেন পানশীলং, গ্রহণকারিণং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বাসাহং' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং অভিভবিতারং) 'শতক্রতুং' (অশেষকর্ম্মকারিণং, অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'চর্ষণীনাং মংহিষ্ঠং' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং সর্ব্বথা হিতসাধকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'প্র গায়ত' (সম্পূজয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; আত্মনঃ চিত্তবৃত্তীঃ ভগবতি সংন্যস্তায় সঙ্কল্পঃ প্রকাশয়তি। (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

✱ ✱ ✱

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্ম্মকে) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল প্রকার শত্রুর অভিভবকারী, অশেষপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন, সাধকগণের সর্ব্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যুষ্মদীয়ং 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'আ পাতুং' আভিমুখ্যেন পিবন্তং সা পানে (ভ্বা০ প০); ছান্দসঃ শপোলুক্ (২।৪।৭৩); সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে,—ইতি 'ন লোকাব্যয় (২।৩।৬৯) ইতি ষষ্ঠী প্রতিষেধাভাবঃ; ততোহন্ধস ইত্যস্য কর্তৃকর্ম্মণোঃ (২।৩।৬৫) ইতি ষষ্ঠী। সোমমাভিমুখ্যেন পিবন্তমেতাদৃশং 'ইন্দ্রং' 'অভি প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ অভিষ্টুত। কীদৃশং? 'বিশ্বাসাহং' সর্ব্বেষাং শত্রূণামভিভবিতারং সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং বা, অতএব 'শতক্রতুং' বহুবিধপ্রজ্ঞানং বহুবিধকর্ম্মাণং বা 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'মংহিষ্ঠং' ধনস্য দাতৃতমং। যদ্বা, যজমানানাং যষ্টব্যত্বেন পূজনীয়মিন্দ্রং প্রগায়তেত্যর্থঃ॥ ১॥

• • •

প্রথম (৭১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে ঋত্বিগ্‌গণকে বলা হইতেছে,—'হে ঋত্বিগ্‌গণ! সোমলক্ষণ অন্নকে আভিমুখ্যে যিনি পান করেন, এতাদৃশ ইন্দ্রকে তোমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। সে ইন্দ্র কেমন? তিনি সকল শত্রুর বা সকল ভূতজাতের অভিভবকারী, বহুবিধ-প্রজ্ঞান বা বহুবিধ কর্ম্মকারী এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ ধনদাতা অথবা যজমানগণের যষ্টব্য-হেতু পূজনীয়; সেই ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর।' এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ' পদ সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তাহা পানের জন্য একান্ত আসক্ত,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত।

আমরা 'অন্ধসঃ' পদে পূর্ব্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। দেবগণ বা ভগবান গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার রস মাদক-দ্রব্য—অশরীরী দেবগণের কখনই পানীয় হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রহণ করেন—সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তাহা—'দ্রব্য'—[illegible]—'সার'—পদার্থ।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উদ্দেশে আপনাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বা সৎকর্ম্মকে সমর্পণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মে বা সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; আর, সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ কর। তাহাই শ্রেয়ঃসাধক॥ (২অ—২খ—১সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ২ ২ ১ ২
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাহ৩২৩ সনশ্রুতম্।

২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'পুরুহূতং' (বহুভিঃ আহূতং, সর্ব্বারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'পুরুষ্টুতং' (বহুভিঃ স্তুতং, সর্ব্বলোকস্মরণীয়ং) 'গাথান্যং' (গানযোগ্যং, যশস্বিনং ইত্যর্থঃ) 'সনশ্রুতং' (সনাতনরূপা প্রসিদ্ধং, সনাতনং) 'ইন্দ্র ইতি' (ইন্দ্রাখ্যং, বলাধিপতিদেবং) যূয়ং 'ব্রবীতন' (ব্রুবীধ্বং প্রার্থয়ত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবামি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ—১খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বলোকস্মরণীয় যশস্বী সনাতন বলাধিপতি দেবতাকে তোমরা আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই।)॥ (২অ—১খ—১সূ—২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৫খ—৫দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'পুরুহূতং' যজ্ঞেষু বহুভির্‌হূতং 'পুরুষ্টুতং' বহুভিঃ স্তোত্রশস্ত্রাদিভিঃ স্তুতং অতএব 'গাথান্যং গানযোগ্যং গাতব্যং 'সনশ্রুতং' সনাতনত্বা প্রসিদ্ধং এবম্বিধং দেবং ইন্দ্র ইতি যূয়ং 'ব্রবীতন' ব্রবীধ্বং ব্রূত বাক্যোষাং বাচি (অদা॰ উ॰) ইত্যস্ত লঙি ব্যত্যয়েন (৩।৪।৯৮) ধ্বমস্তনবাদেশঃ, অতএব গুণঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৭১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ ; • : §——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ চারিটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষণগুলি প্রায় একার্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। আর একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিলেও পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। উহাদ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে মাত্র।

মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, সকলেই সেই নিত্য নিরঞ্জন ভগবানের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু হে আমার মন! তুমিই কি একাকী মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে? তোমার কি কখনও চৈতন্য হইবে না?

"পশুপাখী তারা তাঁরে, ডাকে প্রহরে প্রহরে,
তুমি মানব হয়ে এমন করে রৈলে অচেতন?"

তুমি কি পশুর অপেক্ষাও বেশ নিকৃষ্ট? ভগবানের প্রদত্ত মহাদানের কি তুমি এই সদ্ব্যবহার করিলে? জাগো মন, সময় বহিয়া যায়—জীবনের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হও, ভগবানের দেওয়া শক্তির সদ্ব্যবহার কর। হেলায় সুযোগ নষ্ট করিও না! পরম আরাধ্য দেবতার শরণ গ্রহণ কর। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' (২অ—১খ—১সূ—২সা)॥ *

—— ० ——

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহাঁ২ অভিজ্ঞু আ যমৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদ দিলে একাশীতিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিদেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মঘোনাং' (মঘোনাং পরমধনসমন্বিতানাং) 'রাজানাং' (আত্মশক্তীনাং) 'দাতা' (প্রদাতা, ভবতি ইতি শেষঃ); ভগবান্ হি লোকেভ্যঃ আত্মশক্তিং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ; 'নৃতুঃ' (নৃণাং হিতঃ, লোকানাং হিতকারকঃ) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'অভিজ্ঞুঃ' (সর্ব্বস্য জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ দেবঃ 'আযমৎ' (প্রযচ্ছতু—অস্মভ্যং পরমধনং—ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতিদেবতাই আমাদিগের পরমধনসমন্বিত আত্মশক্তির প্রদাতা হয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করেন); লোকদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (২অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দ্র ইৎ' পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্র এব 'নঃ' অস্মভ্যং 'মঘোনাং' মাঘবানাং ধনবতাং পশ্বাদিলক্ষণ ধনযুক্তানাং 'রাজানাং' অন্নানাং 'দাতা' ভবতু। কীদৃশঃ? 'নৃতুঃ' ('নৃতিপ্রোঃ কুঃ' ইতি কু প্রত্যয়ঃ, হ্রস্বশ্ছান্দসঃ) নর্ত্তয়িতা, যদ্বা নৃন্ নয়তে, (উণা০ পা০) ঔণাদিক তু প্রত্যয়ঃ, ধাতোর্দীর্ঘশ্ছান্দসঃ স্তোতৃভ্যো গবাদিদাতা; অতএব 'মহান্' স ইন্দ্রঃ 'অভিজ্ঞু' অভিগত-জানুকং অস্মভ্যং 'আ যমৎ' আযচ্ছতু দদাতু। যদ্বা স ইন্দ্রঃ অভিজ্ঞু আজানু অভিমুখমাগচ্ছতু ধনং স্বহস্তয়োঃ পরিগৃহ্য অস্মান্ নয়তু, ধনং গৃহীত্বা অস্মভ্যং দদাতি ইত্যর্থঃ॥ 'মঘোনাং'—'মহোনাং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৭১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের যাহা কিছু আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানের নিকট হইতেই সকলে শক্তি লাভ করে। তাই তাঁহার নিকটেই পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রাংশগত 'ইৎ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পদদ্বারা কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে॥

একমাত্র তিনিই ধনপ্রদানে সমর্থ। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও কোন শক্তি নাই। 'ইৎ' পদদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় সেই পরম দেবতাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'নৃতুঃ' পদে বিবরণকার 'নৃত্যঃ কিতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিয়াছি। 'সর্ব্বিজ্ঞঃ' পদেও আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। "ইন্দ্রই আমাদিগের মহাধনের দাতা। তিনিই নর্ত্তনকারী। মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।" "ভাষার বৈষম্য হইলেও মূলভাবের বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। 'নর্ত্তনকারী' দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি ভাব আনয়ন করিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের মত প্রকাশিত হইয়াছে॥ (২অ—১খ—১সূ—৩সা)।০

—— • ——

প্রথমসূক্তস্য গেয়-গানং।

১ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ৭ ৷৷
[হি] ৫ স্তম্। আ ৩ বো ৩ অদ্ধপাঃ। আইন্দ্রামভাই। প্রগা ২

৩ ৫ ১ A ৩ ৫ ২ ১ ২ ২
য়া ২ ৩ ৪ তা। বিশ্বা ২ গা ২ ৩ ৪ হাম্। শা ৩ তাক্রা ৩ তুম্।

১ ২ ১২ ১ A ৩ ৫র র ৩ র
মভ্যি্ষ্ঠক্ষর্ষ। নাই। না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা॥ (১) পূহ ৫ রুহু।

৪ ২ ৪ ৫ ১ র ৭ A ৩ ৫
তা ৩ স্পু ৩ রুষ্টু তাম্। পুরুহু তাম্। পুরু ২ ষ্টু ২ ৩ ৪ তাম্।

১র A ৩ ৫ ২ ১ ২ র ১ ২১১২
গাথা ২ না ২ ৩ ৪ য়াম্। সা ৩ নাশ্রু ৩ তাম্। আইন্দ্রইতিব্র।

২ A ৩ ৫র র ৩ ৪
হৈ। তা ২ না ২ ৩ ৪ ঔ হোবা॥ (২) আহ ৫ ইন্দ্রইৎ। নো ৩

১ ৪ ৫ ১ A ৩ ৫ ১র A
মা ৩ হোনাম্। আইন্দ্রইমো। মা ২ হো ২ ৩ ৪ নাম্। দাতা ২

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (বালখিল্য সূক্ত বাদে একাশীতিতম) সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ ৫ ২ ২ ২ ১২র ১ ২ ১র
বা২৩৪কা। না৩১মা তর্ক্রেঃ। মা৩া৮ অভিজ্ঞ। আ।

৫৩ ৫র র ২ ১১১১
যা২মা২৩৪ঔহোবা। ও৩কা২৩৪৫ঃ। ১২৩। *

* * *

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্য্যশ্বায় গায়ত।

১ ২ ৩ ২
সখায়ঃ সোমপাবনে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়' (হে মম সহচারিণঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং- সম্বন্ধিনং ইতি যাবৎ) 'মাদনং' (আনন্দপ্রদং স্তোত্রং) 'হর্য্যশ্বায়' (জ্ঞানরশ্মিসম্পন্নায়, জ্ঞানবিতরকায় ইতি ভাবঃ) 'সোমপাবে' (শুদ্ধসত্ত্বানাং সৎকর্ম্মণাং বা পাত্রে গ্রহণকারিণে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'প্র গায়ত' (সর্ব্বথা উচ্চারয়ত, সমর্পয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধক। আত্মনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাঃ স্তোত্রমন্ত্রাঃ চ ভগবতি সংন্যস্তা ভবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্ব্বথা সমর্পণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনার সকল কর্ম্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সংন্যস্ত হউক। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'হর্য্যশ্বায়' হরিনামকাশ্বোপেতায় 'সোমপাবনে সোমানাং পাত্রে 'মাদনং' মদকরং হর্ষকরং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' সপঠত। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী সাম-মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈতহব্যমোক্ষোঽনিধনম্।"

প্রথম (৭১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

এই মন্ত্রটীও সাধারণতঃ ঋত্বিগগণের বা পুরোহিতগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখায়' পদ 'হে সখাগণ' এই অর্থে তাঁহাদিগের সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে সখাগণ! তোমরা হরিনামক-অশ্বযুক্ত, সোমরসসমূহের পানকারী, ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র পাঠ কর।'

মন্ত্রের তিনটী অনুবাদ (একটী ইংরাজী, একটী বাঙ্গালা ও একটি হিন্দি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম বোধগম্য হইবে। যথা;—

(১) "হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।"

(2) "Sing ye a song, to make him glad, to Indra, Lord of tawny steeds, the Soma-drinker, O my friends!"

(৩) "হে সখাও তুম হরিনামক অশ্ববালে সোমপানকরনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ প্রসন্ন করনেবালা স্তোত্র গাও।"

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি যে মানুষের প্রধান সখা, চিরসহচর—নিত্য সহচর, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। তাহারা যখন সৎপথাবলম্বী হয়, তখনই তাহারা সবন্ধু সুমিত্র। আবার যখন তাহারা বিপথে গমন করে, অসৎকার্য্যের পরিপোষক হয়, তখনই তাহারা কপট-বন্ধু বা কুমিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এ সংসারে সখা দুই অবস্থার, দুই প্রকারের আছে। চিত্তবৃত্তিতে সখিত্বের সেই দুই আদর্শই দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তবৃত্তি সম্বোধনে 'সখায়ঃ' পদ এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ কর।' সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব তিনি যে কেমন, তাহারই পরিচয়-স্বরূপ "হর্যশ্বায়" এবং "সোমপাবে" পদদ্বয় দেখিতে পাই। ঐ দুই পদের তাৎপর্য্যার্থের বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। অশ্বের সহিত অথবা সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্যের সহিত ঐ দুই পদের সম্বন্ধের বিষয় আমরা স্বীকার করি না। তিনি যে জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত এবং সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী ঐ দুই পদ সেই ভাবই খ্যাপন করে। অবশিষ্ট 'মাদনং প্রগায়ত' পদদ্বয়ে স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কর,—এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, সকল বাক্য ও কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত করার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত॥ (২অ—১খ—২সূ—১সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২প্র ৫খ—৫দ—২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

২উ ৩ ২ ৩১২ ৩২ ৩২উ ৩ ১২
শংস ইৎ উক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ।

৩ ২ ৩১২
চকৃমা সত্যরাধসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম মন ! 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'দ্যুক্ষং' (দীপ্তিমন্তং, ঐকান্তিকাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাং উচ্চারয়ন্তি ইতি যাবৎ, তদ্বৎ ত্বং 'সুদানবে' (শোভনদানায়, পরমধনদাত্রে) 'উত' (তথা) 'সত্যরাধসে' (সত্যধনায়, সত্যপ্রাপকায় সত্যপ্রাপকদেবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (এব) ত্বং 'উক্থং' (প্রার্থনাং) 'শংস' (উচ্চারয়); ভগবৎপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণঃ ভব ইত্যর্থঃ; 'চকৃম' (প্রার্থয়াম—বয়ং ভগবন্তং আরাধয়াম ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার মন ! সৎকর্ম্মসাধকগণ যেমন ঐকান্তিক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, সেইরূপভাবে পরমধনদাতা এবং সত্যপ্রাপক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্যই তুমি প্রার্থনা উচ্চারণ কর অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও ; আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই।) (২অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'উত' অপিচ হে স্তোতঃ! 'সুদানবে' শোভনদানায় 'সত্যরাধসে' সত্যধনায়েন্দ্রায় 'উক্থং' স্তোমং 'যথা নরঃ' অন্যেস্তোতারঃ 'দ্যুক্ষং' দীপ্তেঃ সাধনভূতং স্তোত্রং শংসন্তি, তদ্বৎ ত্বমপি 'শংস' উচ্চারয়। ইদিতি পূরণঃ বয়মপি 'চকৃম' স্তোত্রং করবাম। ২।।

* * *

দ্বিতীয় (৭১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনা পরিলক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ অনৈক্য লক্ষিত হইবে না। তবে আত্মোদ্বোধনা অর্থেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষিত হয়। আমরা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার স্তোতাকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক ভাষ্যাদিতেও প্রার্থনার মূল অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। 'শোভনদানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, আমরাও করিব।"

ভগবান সত্যপ্রাপক, সত্যধনযুক্ত। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'। তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যজ্ঞান, সত্যধন তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হয়। তিনিই সত্যপ্রাপক। তিনি কেবলমাত্র সত্যধনের উৎস নহেন, জগতে তিনি সেই পরমধন বিতরণও করেন। তিনি শোভন-দানযুক্ত। জগতের অজ্ঞানতান্ধকারাবৃত জনগণের জন্য, তাহাদিগকে অনন্ত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য, তিনি জগতে সত্যালোক বিতরণ করেন। সেই পরম দেবতাকে লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (২অ-১খ ২সূ—২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুঃ ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো।
১ ২ ৩ ১ ২
ত্বꣳ হিরণ্যয়ুঃ বসো ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজয়ুঃ' (শক্তিকামঃ, আত্মশক্তিদাতা—ভব ইতি শেষঃ); 'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন, যদ্বা বহুপ্রজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমন, সর্ব্বজ্ঞ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'গব্যুঃ' (জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ—ভব ইতি শেষঃ); 'বসো' (পরমধনরূপ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'হিরণ্যয়ুঃ' (হিরণ্যকামঃ, পরমধনদাতা—ভব ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ-১খ-২সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগের আত্মশক্তিদাতা হউন; সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরাজ্ঞানদায়ক হউন; পরমধনবান্ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরমধন দাতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন।)। (২অ—.খ—২সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'বাজয়ুঃ' অন্নকামো ভব। হে শতক্রতো বহুবিধ কর্ম্ম-বন্নিন্দ্র! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'গব্যুঃ' গোকামো ভব। হে 'বসো' রাসয়িতরিন্দ্র। ত্বং 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যকামোঽপি ভব। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি দৃশ্যতে (বা৮ ৩.৩৮) ইতি ক্যচ্।৩॥

তৃতীয় (৭১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ * §—

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভগবানের ত্রিবিধা শক্তিকে সম্বোধন করিয়া ত্রিবিধ দান পাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি বলাধিপতি, শক্তির উৎস। তাই তাঁহার নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান আত্মশক্তি দান করিবেন কিরূপে? আত্মশক্তি তো সাধক আপনার সাধনার দ্বারা লাভ করিবেন! সত্য কথা। কিন্তু সেই সাধনার শক্তিই যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত লাভ করা যায় না! অপিচ, সাধনার সিদ্ধিও তো নির্ভর করে—ভগবানেরই কৃপার উপর! তাই সেই পরমশক্তিদাতার চরণেই শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি পরমজ্ঞানদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। মানুষ তাঁহার নিকট হইতেই জ্ঞান লাভ করে। তাই সেই জ্ঞানময়ের নিকটে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তিনি পরমধনদাতা। মানুষ যে ধনের জন্য ব্যাকুল, যাহা লাভ করিলে জীবনের সকল কামনা-বাসনার অবসান হয়, 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মানুষ সেই পরম ধন ভগবানের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়। তাই সেই পরম দেবতার নিকটেই মানুষ আপনার প্রার্থনা নিবেদন করে। মন্ত্রে প্রার্থনার ভিতর দিয়া এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। (২অ ১খ ২সূ—৩সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

কণ্বা উক্থেভিঃ জরন্তে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সখায়ঃ' (অস্মদঙ্গীভূতায়ঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ; অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ ভগবৎ-পরায়ণাঃ সন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'কণ্ব' (অকিঞ্চনাঃ, অতিক্ষুদ্রাঃ) 'বয়ং' (ইমে প্রার্থনাকারিণঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তদুদ্দেশ্যপরায়ণাঃ, ত্বয়ি সংন্যস্তপ্রাণাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উক্থেভিঃ' (স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তে); চিত্তবৃত্তীঃ ভগবদনুসারিণীঃ করণায় ইমাং প্রার্থনাং জ্ঞাপয়ামঃ—ইতি ভাবঃ। (২অ ১খ ৩সূ—১সা)॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং আত্মন ইচ্ছন্তঃ, ত্বাং কাময়মানাঃ 'তদিদর্থাঃ' (তব স্তোত্রপরায়ণাঃ, কেবলং তব সখ্যজ্ঞং বাক্যং উচ্চারয়মাণাঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ) যদা 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বলাভসমর্থাঃ, কর্ম্মণা সালোক্যাদেঃ অবস্থাপ্রাপ্তাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ; তদা 'কণ্বাঃ' (বয়মিব অকিঞ্চনাঃ) 'উক্থেভিঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ, বেদমার্গানুসরণৈঃ) 'জরন্তে' (জীর্ণাঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তাঃ বা মোক্ষপদকারিণঃ ভবন্তি)। স্তোত্রেণ কর্ম্মণা চ ভগবতঃ সখিত্বলাভে সমর্থে সতি স্বতএব মুক্তিঃ আধিগতা ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (২অ-১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের অঙ্গীভূত সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ আপনাকে কাময়মান হউক; (ভাব এই যে,—আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবৎপরায়ণ হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); অকিঞ্চন অতি-ক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তব করিতেছে। (ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবদনুসারিণী করিবার জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি।)॥ (২অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্ !) বিধর্ম্মণি' (বিশিষ্টফলসাধকে, মোক্ষফলপ্রাপকে ইত্যর্থঃ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ত্বাং' (মোক্ষদায়কং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (ভগবৎকর্ম্মসাধকৈঃ সত্ত্বাবাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'অবীবৃধন' (প্রবর্দ্ধয়েম হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইত্যর্থঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বসুনঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বাঃ হি ভগবৎপ্রাপকাঃ। সত্ত্বাবেন সাধকঃ মোক্ষং অধিগচ্ছতি। তত ভাবঃ—মোক্ষলাভায় সত্ত্বাবসঞ্চয়িতুং প্রবুদ্ধঃ ভবানি॥ (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্ম্মে আমরা আপনাকে (আপনার সম্বন্ধি কর্ম্মসাধক) সত্ত্বাবসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক। সত্ত্বাবপ্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের নিমিত্ত সত্ত্বাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম! ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিবিধ ফলস্য ধারকে যজ্ঞে 'যজ্ঞৈঃ' যজ্ঞসাধনৈঃ 'স্তোত্রৈঃ' 'অবীবৃধন' যজমানা বর্দ্ধয়ন্তি। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ-১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১০৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্ম সত্ত্বাব মোক্ষপ্রাপক। সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবৎপ্রাপ্তিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। মানুষ কর্ম্মগুণে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎকর্ম্মের কুফল—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে, শাস্ত্রানুমোদিত সৎপথে চলিয়া যিনি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়।

বড় গোলের কথা আসিয়া পড়ে—শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের নির্ব্বাচন লইয়া। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মে

এবং অসৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখি না। তাই অনেক সময় সৎ ও অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া, মোহান্ধ মানব বিষম বিভ্রমে পতিত হয়। বিচার-বুদ্ধির বৈষম্য-বশতঃ মানুষ তাই সৎকর্ম্ম করিতে যাইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সদসৎ বিচারবুদ্ধির উন্মেষণে তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান-লাভে বিচারশক্তির পরিস্ফুরণ হইলে তখন সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ মানুষ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া, সেই কর্ম্মের সাধন-উদযাপনে সাধক আপনার পরম কল্যাণ বিধান করেন। ভগবৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধনে ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব সঞ্চারের প্রথম প্রয়োজনীয়তার বিষয় মন্ত্রের 'সিসর্ম্মি' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

'যজ্ঞৈঃ' পদে যজ্ঞ সাধনভূত উপাদান সদ্ভাব প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র উপাদান। ঐ দুইটীর সংযোগেই কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আকর্ষণে ভগবানের আসন টলে। তিনি তখন জ্ঞানভক্তি রূপ অশ্ব সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে অধিরোহণ করিয়া ভক্তের পূজায় আগমন করেন। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের অধিষ্ঠান; ভক্তের সাহচর্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তি-সংযুত কর্ম্মই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। মন্ত্রে সেই ভক্তিসংযুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন, —"হে ভগবন! আমায় সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন; আমার কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত হউক। আর আপনি সেই কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার অনুগ্রহে আমি মোক্ষধনে সমৃদ্ধ হই।"

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন কর।" এ ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, একটু অনুধাবনে করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। * (৭অ—২খ-১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।]

৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহস্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বায়ুং' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনং' (জ্ঞানময়ং, অক্ষয়ং ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, মোক্ষসাধকং ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, পরমধনং বিধায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। (৭অ—২খ ১সু—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! যাগেষু ক্লিদ্যমান সোম! ত্বং 'চিত্রং' নানাবিধং 'অশ্বিনং' অশ্ববন্তং চ 'বিশ্বায়ুং' সর্ব্বগামিনং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। গতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (১০৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মার আত্মসম্মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কহিতেছেন,—'হে দেব! আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি চাই—মোক্ষ। এখন চাই—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি! পার্থিব ধনজনসম্পদে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এমন ধন চাই, যে ধন পাইলে চাহিবার আশা মিটিয়া যায়—সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দেব! দয়া করিয়া আমাকে সেই পরম ধন মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রার্থনারও অবধি নাই। পর্য্যাপ্তেরও অতীত বিবিধ বিচিত্র ধনের অধিকারী হইলেও তাহার পাইবার আশা আর মিটে না। যতই

তাহার কামনার পূরণ হয়, নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। মানুষের কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে! শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—নিঃস্ব যিনি, তিনি শতপতি হইতে কামনা করেন; শতপতি সহস্রপতি, সহস্রপতি লক্ষপতি, লক্ষপতি কোটীপতি হইতে বাসনা করেন। যিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনি রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে চাহেন; যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, তিনি ইন্দ্রত্ব পাইবার কামনা করেন; যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন। এইরূপে উচ্চাবচক্রমে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। তাই, বিচিত্র পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তের অতীত ধনের অধিকারী হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না;—তাই সেই পর্য্যাপ্তেরও অনেক অতীত ধন পাইবার জন্য মানুষ নিযুক্ত হয়। যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকে না, সকল বাসনা কামনার অবসান হয়, সকল তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন সেই ধনের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি; সকল ধনই তাঁহার নিকট বর্ত্তমান। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট; যাচ্ঞা কর—তাঁহার দ্বারে; তিনি সকল কামনার অবসান করিয়া দিবেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া—ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন যে তাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সে যত ধনই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া যায়। আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া যে ভোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য ভোগের এই এক দিক। আর একদিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মন্ত্রে শেষোক্ত রূপ কর্ম্মাচরণেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ, একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে, এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার সেই সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। তবে প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট, প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার পর্য্যাপ্তের অতীত যে ধন, তাহাও তাঁহার নিকট পাইবে। এখানে একটা পর্য্যায়ের ভাব মনে আসে। এখানে, চাহিতে চাহিতে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইবার ইঙ্গিত আছে। মন্ত্র কহিতেছে যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনা পূরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের 'অশ্বিনং' পদে ভাষ্যকার 'অশ্ববন্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর 'বিশ্বায়ুং' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বগামিনং।' * আমাদের পরিগৃহীত অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নানাবিধ অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন প্রদান কর।" যাহা হউক, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র, পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের লক্ষ্য পরম-ধন বা মোক্ষ ধন লাভ। সাধকের সেই আকুল প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। † (৭অ-২খ-১সূ ১০সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ৩ ১র ২র
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবর্ত্ততি - তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্ তেষাং হৃদি প্রবর্ত্ততি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄণাং পাপনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৭অ ২খ-১সূ—সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ

---

* এই 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোন্নতির বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হইতেন। 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' বলিতে সর্ব্বদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ অশ্বপৃষ্ঠে সংবাহনের ভাব উপলব্ধ করিতে পারি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, দশম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দী' দেবানাং হর্ষকরঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন্ পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরতি। তদেব দর্শয়তি। 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'অন্ধসঃ' দেবানামন্নাত্মকস্য সোমস্য ধারা ধাবতীতি। পুনরপি তদেবাহাত্ম্যস্যাদরার্থং 'তরৎস মন্দী ধাবতি'-ইতি। যদ্বাস্যা ঋচো যাস্কেনোক্তোঽর্থো দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—তরতি স পাপং সর্ব্বং মন্দীয়ং স্তৌতি ধাবতি গচ্ছত্যূর্দ্ধাং গতিং ধারা সুতস্যান্ধসো ধারাভিষুতস্য সোমস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্য (নিরু০ ১৩।৬) ইতি॥ (৭অ ২খ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেই-খানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় পরমানন্দ লাভ করে। (৭অ—২খ—২সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তে প্রথম ঋক্)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৩অ—৪খ—৪সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় (৮৬ পৃষ্ঠা)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসূনাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'উস্রা' (প্রদাত্রী) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সজ্জ্ঞানপ্রদাত্রী ইত্যর্থঃ—ভক্তিরূপিণী দেবী ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলস্য অর্চ্চনাকারিণঃ—মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইত্যর্থঃ)। 'স' (সা ভক্তি ইতি ভাবঃ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন ইতি যাবৎ) 'মন্দী' (অস্মাকং পরমানন্দদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং ভক্তি সজ্জ্ঞানপ্রদাত্রী ভবতু ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

'উস্রা' (পয়স্বিনী গাভী যথা পয়ঃনিঃসারকং লোকরক্ষাকরং স্তনং ধারয়তি তদ্বৎ) অথবা 'উস্রা' (জ্ঞানকিরণঃ যথা পাপনিঃসারকং বলং ধারয়তি তদ্বৎ) 'দেবী' (দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী) 'বসূনাং' (ধনানাং, লোকহিতকরং শুদ্ধসত্ত্বং সজ্জ্ঞানং চ, অথবা সজ্জ্ঞানসদ্ভাবরূপৌ পরমধনৌ ইতি ভাবঃ) ধারয়তি ইতি শেষঃ। 'স' (সা দেবী ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্তস্য' (মরণশীলস্য শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (সা দেবী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকা পরিত্রাণদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু ভক্তিপ্রবাহাঃ প্রবহন্তু। তেন বয়ং পরমধন প্রাপ্নুয়েম। (৭অ ২খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সজ্জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণধর্ম্মশীল অর্চ্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদিগের পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদিগকে সজ্জ্ঞান প্রদান করুন) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেইরূপ দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সজ্জ্ঞান অথবা সদ্ভাব-সজ্জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা

সেই দেবী আমাদিগের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণসাধিকা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হউক। আর তাহাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনাং' ধনানাং 'উস্রা' উৎসরণশীলা প্রদাত্রী 'দেবী' দ্যোতমানা স্রুয়মানা বা যত্ত সোমস্ত ধারা 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যং যজমানং 'অবসঃ' রক্ষিতুং 'বেদ' জানাতি। সিদ্ধমন্তৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় অর্থের একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা এই,— "সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" এইরূপ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হইতে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,— সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়াইয়া যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়া, সদ্ভাবের অধিকারী হইতে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তি-দানাদিগুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোম মাদক-দ্রব্য হইতে পারে কি? আর যে সোম মাদকতা উৎপন্ন করে, তাহাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করা চলে কি? সে ভ্রান্ত ভাব অজ্ঞ-জনের হৃদয়েই উদয় হয়। কিন্তু বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করা বলিতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জনের ভাবই বুঝাইয়া থাকে। মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, মাদকদ্রব্য উন্মত্ততা জন্মাইয়া তাহার অনিষ্টই অধিক করিয়া থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী হয় তো, আপনার অজ্ঞতানিবন্ধন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু যত প্রমাণই প্রদর্শন করুন না কেন, বেদের সোম কখনই তথাকথিত মাদক দ্রব্য নহে। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভৃতি।

মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন ভগবৎসম্মিলন লাভে সমর্থ হই। আর সেই জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাদিগের

পরমার্থসাধক হয়।' এখানে 'উস্রা' পদে দ্বিতীয় অন্বয়ে আমরা একটী উপমার ভাব লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিকে সত্তাব-প্রদানে সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। এই ভাবে ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়—'পয়স্বিনী গাভী যেমন লোকরক্ষার নিমিত্ত পয়নিঃসারক স্তন ধারণ করেন, সেইরূপ ভক্তিরূপিণী দেবী ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হিতের জন্য সত্তাব প্রদান করেন।' আবার জ্ঞানকিরণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিলে, ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়,—'জ্ঞানকিরণ যেমন পাপ-তমোনিঃসারক বল ধারণ করে, ভক্তিরূপিণী দেবীও—হৃদয়ে সত্তাবাদি সঞ্চারে সেইরূপ অন্তরের পাপরূপ অন্ধকারকে সবলে নিঃসারণ করেন। 'উস্রা' পদের উপমার এই অভিন্ন ভাববোধক দ্বিবিধ সঙ্গত অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্যে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি—অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করে অনুসারী জনকে আশ্রয় দেয়। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কি অনুপম অত্যুত্তম সামগ্রী লাভ করিয়াছেন। যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সৎসরতা রূপ আনন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়—আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে মিলনের মধুরতা, জীবন জনম মধুময় করিয়া তুলে। তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হইয়া থাকে।

মানুষের পাপের অন্ত নাই। জ্ঞানবুদ্ধির ইতর বিশেষ জন্য সে জ্ঞানে অজ্ঞানে বিবিধ পাপাচরণ করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরে যদি বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়ে যদি ভক্তির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। তখন, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে সে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইয়া, পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার 'তরৎ' অর্থাৎ পাপসমুদ্র উত্তরণের অবস্থা। ভক্তি যখন অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হয়, আর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে যখন ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হই, তখনই সে ভক্তির পাপনাশিকা শক্তি প্রকাশ পায়। ভাব এই যে,—মানুষ যখন ভগবদনুসারী হয়, তাহার চিত্ত যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া সে পাপ পথ পরিহার করে। ভক্তির ইহাই পাপনাশিকা শক্তি। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। মানুষ জন্মজরামৃত্যুর অধীন। যাহাতে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন না হইতে হয়, যাহাতে জন্মগতি রোধ হইতে পারে এবং পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে 'মর্ত্তম্' পদে এই ভাব দ্যোতনা করে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—২থ—২সূ—২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং স্তুক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধ্বসুয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপধ্বংসকয়েণ জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (বহুনি ধনানি ইতি যাবৎ) 'আদদ্মহে' (প্রাপ্নুয়াম, বিন্দাম বয়ং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (সহস্র-সংখ্যাকানি, বহূনি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আদদ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। অনন্তর 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (জ্ঞানভক্তী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকে পরমার্থদায়িকে ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। জ্ঞানভক্তী পরমার্থদায়িকে ভবতাং ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ-২খ-২স্থ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে বহু ধন প্রদান করুন। অনন্তর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই)॥ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' ধ্বস্রঃ কশ্চিদ্রাজা তথা পুরুষন্তিশ্চ। তয়োরুভয়োরন্যেতরযোগ-বিবক্ষয়া দ্বিবচনং দ্রষ্টব্যং। 'সহস্রাণি' ধনানাং সহস্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং প্রতিগৃহীমঃ। তদনন্তিঃ প্রতিগৃহীতং ধনমুক্তমনয়াঽভিত ঋষিঃ সোমং প্রার্থয়ত ইতি সোমস্য স্তুতিঃ। সিদ্ধমন্তৎ

যথাবৎসায় এতয়োর্দ্ধনানি প্রতিজগ্রাহ এবং তরস্ত-পুরুমীঢ়ৌ প্রতিজগৃহতুঃ। তথা চ শাট্যায়নকং—"অথ হ বৈ তরস্তপুরুমীঢ়ৌ বৈদশ্বী ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ বহু প্রতিগৃহ্য গরগিরাবিণ মেনাতে তৌ হ স্বাঙ্গুল্যা সাতং প্রতিমৃশাতে তাপকাময়েতামসাতস্নাবিবেদ সাতংস্বাদাত্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতমিতি তাবে তচ্চতুর্থ্চমপশ্যন্তাস্তয়েণ প্রত্যৈতাং তয়োর্ব্বে-তয়োরসাতংসাতমভবদাত্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতং স যঃ প্রতিগৃহ্য কাময়েত"—ইত্যাদি। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রের ভাব সরল। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা দেখি। ব্যাখ্যার ভাব এই—"ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট আমরা সহস্র ধন গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।' ভাষ্যেও ধ্বস্র এবং পুরুষন্তি নামক রাজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রাজার সহিত সোমের সম্বন্ধ খ্যাপনে এই বুঝিতে পারি যে, সোমরূপ মাদকদ্রব্য ভক্ষণে রাজাদের মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইয়াছে। আর সেই উত্তম ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঋষি সোমের স্তুতি করিতেছেন। অথবা ঋষিরা রাজাদিগের উত্তম মদ্য যোগাইতেন, আর সেই মদ্যের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করি না। বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্যসম্বন্ধ খ্যাপন শাস্ত্র-নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পার্থিব-সামগ্রীর সম্বন্ধ-সংস্রব কদাচ অনুমোদন করিবেন না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিল।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্যামূলক পদ দুইটী—'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ'। ঐ দুই পদের বিবরণ-কার 'পাপধ্বংসকরয়োঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি এবং তাঁহারই পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক যে জ্ঞানভক্তি, যে জ্ঞানভক্তি প্রভাবে পাপ ধ্বংস হয়, প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপ ধ্বংস করিয়া, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন। 'সহস্রাণি' পদে ধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও ঐ পদে সংখ্যার বহুত্ব বুঝায়; কিন্তু তথাপি ঐ বহুত্ব হইতেই শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে। জ্ঞান-ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বই যে পাপনাশের প্রধান সহায়, তদ্বিষয় অনেকত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাপ আর কি? অজ্ঞানতাই মানুষের পাপ-পদবাচ্য। অজ্ঞানতা নষ্ট হইলেই সকল পাপ-প্রবৃত্তি তিরোধান হয়। এখানে পাপ বলিতে সেই অজ্ঞানতার প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হউক। অজ্ঞানতা রূপ মূল শত্রুনাশে কামনা-বাসনাদি রূপ অন্তরের হীন প্রবৃত্তিগুলি তিরোহিত হউক। নির্ম্মল হৃদয়ে পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিচন্দন মিশ্রিত কুসুমাঞ্জলি

প্রদান করি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগের পাপমোচন করুন। তাঁহারই করুণায় তাঁহারই চরণে চিরতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই।০ (৭অ—২খ-২সূ—৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ১র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পাপপ্রভাবেন বয়ং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' (অশেষাণি, বহুনি ইতি ভাবঃ) 'তনা' (জন্মানি ইত্যর্থঃ) 'আ দদ্মহে' (প্রতিগৃহ্ণীমঃ, ধারিতবন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যয়োঃ' (পাপক্ষালনেন—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) তানি জন্মানি অস্মাভিঃ অপ্রতিগৃহীতানি ভবন্তু, যদ্বা—জন্মগতিনিরোধঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকে) 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতাং—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মাকং জন্মগতিং নিরোধয়ন ইতি ভাবঃ) 'মন্দী' (পরমানন্দহেতুভূতে) 'ধাবতি' (ভবতাং ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জন্মগতিরোধায় প্রার্থনাকারিণঃ সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। নরাঃ যদা জ্ঞানভক্ত্যনুসারিণঃ ভবন্তি তদা তেষাং পুনর্জ্জন্মং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন বয়ং পুনর্জ্জন্মনিরোধং সাধয়াম ইতি ভাবঃ (৭অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপপ্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে পাপক্ষালন দ্বারা আমাদিগের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হউক অর্থাৎ আমাদিগের জন্মগতি রোধ হউক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তী আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হউন। অথবা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল একোনষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)।

সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের জন্মগতি-নিরোধ করিয়া পরমানন্দহেতু-ভূত হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের নিমিত্ত এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জ্জন্ম-নিরোধে সমর্থ হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যয়োঃ' ধ্বস্রপুরুষন্ত্যোঃ 'ত্রিংশতং' ত্রীণি শতানি 'সহস্রাণি' চ 'তনা' বস্ত্রাণি 'আদদ্মহে' বয়ং 'প্রতিগৃহ্নীমঃ' তয়োরন্যাভিঃ প্রতিগৃহীতং তৎ সর্ব্বং অপ্রতিগৃহীতমস্থিতি সোমং ঋষিঃ প্রার্থয়ত ইতি সোমস্তৈব স্তুতিঃ। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—৩স্থ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১০৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও বিশেষ জটিলতা সম্পন্ন। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-খ্যাপনেই সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সহিত বস্ত্রাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখিতে পাই। সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা সোমরস পান করাইয়া অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এক আধ খানি বস্ত্র নহে; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র বস্ত্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এইরূপ উপাখ্যানের অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণস্বরূপ। যিনি যে চিত্র দেখিবার সাধ করিবেন, সে দর্পণে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইবে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখিতে পাইলাম না। আমাদের মতে মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। মন্ত্রে জন্মগতি রোধের প্রার্থনা রহিয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা কয়েকটী পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়েও বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদ্বয় সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'তনা' পদে আমরা 'জন্মানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনু' বা 'তনা' পদের অপভ্রংশে ঐ 'তনা' পদ নিষ্পন্ন বলিয়া মনে

করি। 'আদদ্মহে' ক্রিয়াপদের যে অর্থ ভাষ্যে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া পদের সহিত 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি'। তাহার সহিত 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি।' 'যয়োঃ' পদের লক্ষ্য, ভাষ্যানুসারে, 'ধ্বস্র' ও 'পুরুষন্তি'। তাঁহারা নর—জন্মজরামরণশীল। মানুষ অনন্ত পাপের আধার। পুনরাবর্ত্তন সেই পাপের প্রতিক্রিয়া। পুনর্জ্জন্ম-রোধ করিতে হইলে—জন্মগতি নিবারণ করিতে হইলে, পাপের উৎসকে সমূলে নাশ করিতে হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিতে সেই পাপ ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' পদদ্বয়ের এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের 'যয়োঃ' পদের অর্থ এইভাবেই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হইয়াছে এই যে,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তির সহায়তায় আমরা সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া জন্মগতি রোধে উদবুদ্ধ হইতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ফলতঃ কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত হইলেই কর্ম্মবন্ধন - ভববন্ধন ছিন্ন হয়; সেই কর্ম্মই জন্মগতি-রোধে সহায় হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই সাধনার সামগ্রী, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। তাহাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। সেই কর্ম্মসাধনে, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনে, সংসারে গতাগতি নিরোধের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ ২খ ৩সূ ৪সা)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ২র ৩ ২
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহ।
৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তমস্য' (পরমানন্দদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'এতে' (অস্মাভিঃ আকাঙ্ক্ষিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) গৃণানাঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ শরণাগতানাং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত, চতুর্থ ঋক)।

—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'মহে' (মহতে) 'শ্রবসে' (বলপ্রাণসংরক্ষণায়, সৎস্বরূপেণ সহ সম্মিলনায়, যদ্বা—অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'অসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু —হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ অস্মান্ পরমার্থসাধনসমর্থান্ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদিগের বলপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্ত (অথবা সৎস্বরূপের সহিত মিলনসাধনোদ্দেশ্যে) অথবা আমাদিগের পূজা সর্ব্ব-দেবগণকে প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত (আমাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমূহ আমাদিগকে পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদিন্তমঃ' দেবানাং মাদয়িতৃতমস্য রসস্য সম্বন্ধিন এতে সোমা অভিষুতাঃ স্বরূপাঃ 'গৃণানাঃ' স্তূয়মানাঃ 'মহে' মহতে 'শ্রবসে' অস্মাকং অন্নায় 'ধারয়া' 'অসৃক্ষত' গচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাবপ্রভাবে সৎস্বরূপে আত্মসম্মিলন জন্য উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত সদ্ভাব-সমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেন আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, এবং আনন্দময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ আছে, তাহা এই,—"ঋত্বিকগণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইঁহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যার ভাব সম্পূর্ণরূপ সমুসৃত হয় নাই।* (৭অ—২খ-৩সূ—১সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় ঋক্কের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, বিষষ্টিতম সূক্ত, দ্বাবিংশ ঋক)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ১ ৩
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'নৃম্ণা' (বলেন, কর্ম্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) তথা 'গব্যানি' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'পুনানঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বীতয়ে' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, যদ্বা— কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি সংপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'সনদ্বাজঃ' (সম্ভাবজনকঃ ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'স্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা সমুদ্ভব)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ – হে দেব ! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি ভবন্তু। অপিচ তানি কর্ম্মাণি অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু। (৭অ - ২খ - ৩সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! কর্ম্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন— আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! সদ্ভাবজনক আপনি, দেবগণ-সমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব ! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হউক; অপিচ, সেই কর্ম্ম আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—২ম)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'নৃমণা' নৃমণানি ধনবৎ প্রিয়তরাণি 'গব্যানি' গো-সম্বন্ধীনি ক্ষীরাদীনি 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অভ্যর্ষসি' অভিগচ্ছসি। হে সোম! 'সনদ্বাজঃ' দীয়মানান্নঃ ত্বং 'পরি' পরিতঃ 'স্রব' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষর ॥ (৭অ ২খ—৩সূ - ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি - এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রেই ব্যক্ত করা যায় আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক---তিন ভাব সমষ্টিভাবে ও পৃথকরূপে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় আমরা তাই ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের সহিত মত-পার্থক্যেরও তাহাই একমাত্র কারণ। শাস্ত্রবাক্যানুসরণে আমরা বেদমন্ত্রকে নিত্য অপৌরুষেয় মানিয়া লইয়া এবং বেদমন্ত্র পরমার্থ-সাধক তাহাই উপলব্ধি করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াছি। তাই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরুষসম্বন্ধখ্যাপক অনিত্য সামগ্রীর সমাবেশ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহা আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীরাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইয়াছে,—"হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক। সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।"

আমরা কোনও ব্যাখ্যাই অনুমোদন করি না। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সূপের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞ পক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাহারা তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করাইবার নিমিত্ত যেন তাঁহাদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সনদ্বাজ' পদেও ঐরূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করে। আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, আবার প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন,

এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই। তিনিই কর্ম্মের প্রেরক, মানুষকে তিনিই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনিই সে কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। আবার তাঁহার কর্ত্তৃকই কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে; তিনি কর্ম্মের প্রেরণা দেন, আবার তিনিই সেই কর্ম্মকে গ্রহণ করেন। সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এস, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর। আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। নির্ভর তোমারই উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সম্ভাবরূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করি। মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মজ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাব-সমন্বিত হইলে তাহাই পরমার্থসাধক হয়। সেই দেবভাব সঞ্চিত হইয়া ভগবৎকর্ম্মের সাধনে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনায় এখানে সাধক অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৭অ—২খ ৩সূ ২সা)॥

* ——

তৃতীয় সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

গৃণানো জমদগ্নিনা॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে ভগবন্! 'জমদগ্নিনা' (জাজ্বোৎকর্ষসম্পন্নেন সাধকেন ইতি ভাবঃ অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমানেন তন্নাম্না ঋষিণা ইতি যাবৎ) 'গৃণানঃ' (সম্পূজ্যমানঃ, অনুস্মৃতঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোমতীঃ' (বিশুদ্ধজ্ঞানসমন্বিতানি) 'পরিষ্টুভঃ' (স্তোত্রাণি—গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বং) 'ইষঃ' (অভীষ্টং) সম্পূরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ ভগবান অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ হে ভগবন্! জাজ্বোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক কর্ত্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্ত্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুস্মৃত আপনি, আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানসহযুত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, [illegible]তম সূক্ত, ত্রয়োবিংশী ঋক)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)। (৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে সোম! 'জমদগ্নিনা' জমদগ্নিনাম্না ঋষিণা ময়া 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তানি 'পরিস্রুতঃ' পরিতঃ স্রোতব্যানি সর্ব্বাণি 'ইষঃ' অন্নানি দেহীত্যর্থঃ॥ (৭অ-২খ ৩সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১০৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—×‡*‡×—

মন্ত্রটী জটিলতা-সম্পন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই অনিত্যবস্তুর সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—জমদগ্নি ঋষিই যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তিনিই যেন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আর তিনিই যেন অন্ন-ধনাদি প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহারই প্রসঙ্গে এই মন্ত্র উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সহিত জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত করিয়া যেন কহিতেছেন,—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে অন্ন এবং গোধন প্রদান কর।' ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ভাব হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যাখ্যাকারের সে ব্যাখ্যা এই,—"হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।"

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রমধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্ন ভাবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ নাই, নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্ত কাল হইতে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন, মন্ত্রে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। দুই একটী পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আমাদিগের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রথমেই 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু হইতে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তাহা হইতে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাহাকেই 'জমদগ্নি' বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্নি কি ভক্ষণ করেন?' লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নহে। এখানে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কলুষ-ক্লেদ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু। যাহারা

সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভক্ষণের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়াগ্নিই কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছে। ফলতঃ, যিনি আত্মদর্শী—যাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 'জমদগ্নি' পদে সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন আত্মদর্শী সাধককেই বুঝাইতেছে। আত্মদর্শী যিনি, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাঁহার হৃদয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের পূজায় সমর্থ। তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদ্বয়ে* তাই 'আত্মদর্শীদিগের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। ভাব এই যে,—'আত্মদর্শী যাঁহারা, ভগবান যখন তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন, সুতরাং সদ্‌জ্ঞান-লাভে আমরাও যেন তাঁহার পূজায় সমর্থ হই।'

ফলতঃ, সূক্ত-শেষে, মন্ত্র এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ, সদ্‌বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি, এবং সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলন, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবার এবং গুণ শুনিতে শুনিতে সেই গুণে গুণান্বিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অন্তরে উপজিত হয়, মন্ত্র সেই আদর্শই ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে করি—'হে ভগবন! আমাদিগকে আত্মদর্শনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া, আপনার সামীপ্য সাযুজ্য লাভের অধিকার প্রদান করুন। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক।' * (৭অ-২খ-৩সূ—৩সা)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব

১ ২   ৩ ১ ২
সং মহেমা মনীষয়া।

২ ২উ   ৩   ৩ ১   ৩ ১র ২র ৩ ১র
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে

২র   ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজ্যায়, সদৈব অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসে' (জাতপ্রজ্ঞায় দেবায়, জ্ঞানদেবায় ইত্যর্থঃ) 'রথমিব' (পরিত্রাণোপায়স্বরূপং, যথা—ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব) 'ইমং' (বক্ষ্যমাণং শ্রেষ্ঠং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'মনীষয়া' (বুদ্ধ্যা সহ, বিচারপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সং মহেম' (সম্যক্ পূজয়াম, হৃদি অনুধ্যায়েম); জ্ঞানলাভায় বেদমন্ত্রানুধ্যানং অবশ্যকর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ; 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সংসদি' (সখ্যতায়াং, জ্ঞানানুসারিতায়াং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িকা) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানানুসারিতায়াং কল্যাণং অবশ্যম্ভাবিনং—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে, ত্বদ্ভাবসম্পন্নে সতি, ত্বদনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অনুসারিণঃ, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'মা রিষাম' (কেনাপি হিংসিতা মা ভবাম, সর্ব্বত্রমেব রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া জ্ঞানং হি অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা॥ (৭অ-৩খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক আমরা সম্যক্ পূজা করিব—হৃদয়ে অনুধ্যান করিব; (ভাব এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রানুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িক হয়; (ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী); হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চ্চনাকারী আমরা যেন কাহারও কর্ত্তৃক হিংসিত না হই—সর্ব্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানানুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাত-প্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং স্তোমং রথমিব যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সম্মহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্যাগ্নেঃ 'সংসদি' সম্ভজনে 'নঃ' অস্মাকং

'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা হি' কল্যাণী সমর্থা খলু অতস্তয়া বুদ্ধ্যা স্তুম ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' 'তব সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবামঃ অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ। অর্হতে—অর্হ পূজায়াং, (ভ্বাদি) অর্হঃ প্রশংসায়ামিতি (৩।২।১৩৩) লটঃ শত্রাদেশঃ, শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১।৪) শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৮৬)। মহে মহ পূজায়াং (ভ্বা০ প০)। রিষাম রিষ হিংসায়াং (ভ্বাঃ প০)। বাত্যয়েন শঃ (৩।১।৮৫)। তব যুষ্মদস্মদোর্ঙসি (৬।১।২১১) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ১।

* * *

প্রথম (১০৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়ব-সমূহের একীকরণ-কার্য্যে এই ঋকটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটীতে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশমান। উহার প্রথম চরণটী সঙ্কল্পমূলক—আত্মোদ্বোধনা চক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশমান; এবং ঐ চরণের দ্বিতীয় পাদে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত জ্ঞানের অনুসরণে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানানুসারিতার শুভফল প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক, জ্ঞানসংযোগে রিপুনাশের আত্মরক্ষার প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, তৎপক্ষে কি প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি প্রকারে সে অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথমিব' উপমা উপলক্ষে নানা জনের নানারূপ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ ঐ উপমার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 'তক্ষণকারী সূত্রধার যেমন রথের সংস্কার করে, সেইরূপে আমরা অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'রথের ন্যায়' মাত্র প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। * অপিচ, ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলের ব্যাখ্যাতেই 'রথের ন্যায়' এই

* গ্রিফিথ্স লিখিয়াছেন "We frame with our mind their eulogy as it were a car." তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—"As it were a car:—as a carpenter constructs a car or wain." রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—"রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি।" ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে প্রকাশ,—"We have sent forward with thoughtful mind this song of praise like a chariot to the worthy Jatavedas." ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Let us build up this hymn of praise." কিন্তু রোথ্ লিঙ রোথ মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন কল্পনা করেন। তাঁহার মতে—'সংমহেমা' স্থলে 'সম্যঁচ' 'সম-অহেমা' পাঠ হওয়াই সমীচীন। এই উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ পূর্ব্বের একটী মন্ত্র। (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার

মন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি" এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের রচনা-উপলক্ষেই যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, এখানকার এই 'রথমিব' উপমায় 'পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপমা, এই ভাবে, এই অর্থেই পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। 'সংমহেম' পদে, 'সম্যক্ পূজা করিব সর্ব্বথা অনুসরণ করিব' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানলাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিব;—মন্ত্রের প্রথমাংশে ঐ বাক্যাংশে, এইরূপ লক্ষ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু ঐ 'রথমিব' পদের আরও এক সুষ্ঠু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব' পদ গ্রহণ করা যায়। চরণার্থ গ্রহণের যুক্তি এই যে, শব্দমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তোত্রে তাঁহারই পাদবন্দনাভিব্যঞ্জক। স্তব, মন্ত্র, জপ, পূজা ও ধ্যানাদির দ্বারা মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়। দেবভাব প্রাপ্ত হইলে, মানবের আর হিংসার ভয় থাকে না অর্থাৎ কেহ তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রটী ভগবদুপাসনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত ও হিংসাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনামূলক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনীষয়া', 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'মনীষয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক' অর্থ প্রাপ্ত হই। উহার ভাব এই যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল না; মন্ত্রোচ্চারণে আমরা যে সুফল প্রাপ্ত হই না, তাহার কারণ এই যে, মনীষার দ্বারা আমরা মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত নহি। এখানে তাই স্মরণ করান হইয়াছে,—মনীষার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক গুরূপদেশক্রমে বেদমন্ত্র অনুধ্যান করিবে। উহা হৃদয়ের সামগ্রী; উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই 'মনীষয়া' পদের তাৎপর্য্য। 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' পদদ্বয়ে, একই ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানের 'সংসদি' এবং 'সখ্যে' বলিতে, জ্ঞানের সহিত সখিত্ব আত্মীয়তা স্থাপনের ভাব আসে। সে আত্মীয়তা—সে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের সমাবেশে সমর্থ হইলে, সর্ব্বথা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন, কোনও শত্রুই আর হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; কামক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয়,—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমরা যেন মন্ত্রমাহাত্ম্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, এবং তাহার ফলে আমাদিগের শত্রুগণ যেন পর্য্যুদস্ত হয়। * (৭অ-৩খ-১সূ-১সা)।

অর্থে লিখিয়াছেন, "To him I send forward a song of praise as a carpenter (fits out) a chariot." যাহা হউক, 'এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেখানে (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) এবং এখানে উভয়ত্র আমরা 'রথমিব' উপমায় একই ভাব গ্রহণ করি। রথ যে পরিত্রাণোপায় অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বথা তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত (প্রথম মণ্ডল, ৯৪ সূক্ত, প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৪ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীᳪষি তে চিতয়ন্তঃ

২ ২ ৩ ২
পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
জীবাতবে প্রতরাᳪ সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ইধ্মং' (ইন্ধনসাধনং জ্ঞানোদ্দীপকং উপকরণং ইত্যর্থঃ) 'ভরাম' (হৃদি সম্পাদয়াম, সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); 'পর্ব্বণাপর্ব্বণা' (প্রতিকর্ম্মানুষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ উদ্বোধয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং যেন) 'তে' (তুভ্যং) 'হবীংষি' (কর্ম্মাণি) 'কৃণবাম' (করবাম); 'জীবাতবে' (অস্মাকং জীবনৌষধায়, অস্মাসু চিরকালাবস্থানায়) 'ধিয়ঃ' (অস্মাকং কর্ম্মাণি) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং) 'সাধয়' (নিষ্পাদয়); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে সতি, জ্ঞানসংসর্গ-লাভে) 'বয়ং মা রিষাম' (কদাচ বয়ং শত্রুভিঃ হিংসিতা ন ভবাম, সদৈব রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্পপ্রার্থনামূলকঃ। ভাবঃ হি—বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় জ্ঞানানুমোদিতস্য কর্ম্মণঃ সম্পাদনায় চ প্রতিজ্ঞাবদ্ধাঃ ভবাম; সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (৭অ—৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞানোদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন করি—উৎপাদন করি; প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্ঞাপিত করিয়া—উদ্বোধিত করিয়া উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করি; আমাদিগের জীবনৌষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদিগের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিয়া দিউন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গ-

সাতে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই,—হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদন জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে! 'ত্বদযাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একবিংশতিদ্রব্যাত্মকং সমিৎসমূহং 'ভরাম' সম্ভরাম সম্পাদয়াম, তদনু 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদিলক্ষণান্যন্নানি বয়ং 'কৃণবাম' করবাম। কিং কুর্ব্বন্তঃ? 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতিপক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং॥ চিতয়ন্তঃ—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা° পা°) সংজ্ঞাপূর্ব্বস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। পর্ব্বণা—'নিত্য-বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)' ইতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)'—ইতি পরস্যাম্রেড়িত-সংজ্ঞায়াং অনুদাত্তত্বং (৮।১।১৯)। প্রতরাং তরবন্তাৎ প্রশব্দাৎ ক্রিয়া-প্রকর্ষে বর্ত্তমানাৎ 'কিমেত্তিঙব্যয়াদাম্বদ্রব্যে (৫।৪।১১)'-ইত্যামুপ্রত্যয়ঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রেরও 'ইধ্ম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আনয়ন করিয়াছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মন্ত্রটীতে যুগপৎ আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে পক্ষে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ "পর্ব্বণাপর্ব্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবাম" বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া জ্ঞানানুসারী কর্ম্মসম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখি এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুইটী অংশে সম্পূর্ণরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুই অংশ প্রার্থনা বা কামনা-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম প্রার্থনার মধ্যে 'জীবাতবে' পদ প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের প্রতিবাক্য -'জীবনৌষধায়।' ভাব এই যে,—জ্ঞান যেন আমাদিগের জীবনের ঔষধ-স্বরূপ হয়, জ্ঞান যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া থাকে, আমরা যেন কখনও জ্ঞানহারা হইয়া বিপথে বিভ্রান্ত না হই। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ধিয়ঃ'। ঐ পদে কর্ম্মসমূহকে বা বুদ্ধিসকলকে বুঝায়। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক, বুদ্ধি জ্ঞানহারা না হয়—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

উপসংহারে যথাপূর্ব্ব সেই একই কামনা—জ্ঞানাধিকারী হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই—শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * (৭অ-৩খ-১সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২৩ ১
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়াধিয়স্ত্বে

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২র ৩ ১
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধং' (সম্যক্‌প্রদীপ্তং কর্ত্তুং, হৃদি উদ্বোধয়িতুং ইত্যর্থঃ) শকেম' (বয়ং সমর্থাঃ ভবেম); হে দেব! 'ধিয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা) 'সাধয়' (সম্পাদয়, প্রবৃদ্ধয় বা); 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'আহুতং' (প্রদত্তং সম্মিলিতং ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং কর্ম্ম, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দীপ্তিদানাদিগুণাঃ দেবভাবাঃ বা) 'অদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি, তৎকর্ম্ম সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সকাশাৎ উৎপন্নান সর্ব্বান্ দেবভাবান, সকলান সদ্‌গুণান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (ত্বং অস্মান্ প্রাপয়, অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়); 'তান্' (দেবান্) 'হি' (সদৈব) 'উশ্মসি' (বয়ং কাময়েমহি); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণি সতি) 'বয়ং মা রিষামা' (বয়ং কেনাপি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

হিংসিতা ন ভবাম, সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারী জনঃ সকলদেবভাবস্য অধিকারী ভবতি সর্ব্বথা রক্ষাং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যেন আমরা সমর্থ হই; হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে আপনি সম্পাদন করিয়া দিউন অথবা আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া দিউন; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্ম্মকে—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হউক; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হইতে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সদ্‌গুণকে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্ব্বদা কামনা করি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানানুসারী হইয়া, আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হয়েন এবং সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সম্যগিদ্ধং কর্ত্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বঞ্চ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয়। ত্বয়া হি সর্ব্বে নিষ্পদ্যন্তে যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্নাবাহুতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ দেবা 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি, তস্মাত্ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপি চ ত্বং 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ দেবান্ 'আবহ' আনয় সম্ভজনার্থমাগমনায়। তান্ হি ইদানীং বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ শকেম শক্‌ শক্তৌ—(ভূ০ প০) লিঙ্ আশীর্ব্বাদে (৩।১।৮৬) ঋচ্ছত্যাদেশঃ সুমুখ্যশব্দা কাশ্যপস্তবে (৬।১।৮৬) অত্র এব স্বরঃ শিষ্যতে সাধয় এবং দীপ্তৌ (দৃশ্যঃ) অস্মাৎ সম্পদাদি-লক্ষণকর্ম্মণি কিপ্। ত্বে সুপাংসুলুগিতি (৭।১।৩৯) সপ্তম্যেকবচনস্য শে আদেশঃ। উশ্মসি—বশ কান্তৌ (অদা০ প০), ইদন্তোমসি (৭।১।৪৬) অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্ (২।৪।৭২), গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং (৬।১।১৬)। (৭অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রটীর সহিত সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মাধারণী কুণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

সাধারণ অগ্নির উপলক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। তদনুসারে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমাকে যেন আমরা প্রজ্বলিত করিতে পারি; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেও; কেন-না, তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দেবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অদিতির পুত্র দেবগণকে তুমি আনিয়া দেও; আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করায়, শত্রুগণ রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে।' এই মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য পথে প্রধাবিত। মন্ত্রে আছে—'ত্বা সমিধং শকেম।' অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; অতএব, ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'হে অগ্নি, আপনাতে যেন সমিধ নিক্ষেপ করিতে পারি।' কিন্তু এ কি আর প্রার্থনা? সমিধ জ্বালানই কি প্রকৃষ্ট কার্য্য হইল? কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি, এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। 'সমিধং' পদে অগ্নি জ্বালাইবার ইন্ধন অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করার উপকরণ-পক্ষেই মন্ত্রার্থে আমরা সঙ্গতি দেখি। এইরূপে "ত্বা সমিধং শকেম" বাক্যাংশে ভাব পাই এই যে, 'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ জাগরূক করিতে পারি।' তবে 'ধিয়ঃ সাধয়' পদদ্বয়ের ভাব-বিষয়ে ভাষ্যাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কোনই মতান্তর প্রকাশ করি না। কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে দেবতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিউন—ইহাই ঐ অংশের মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে "ত্বয়ি আহুতং হবিঃ দেবাঃ অদন্তি" এবং "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দুই বাক্যাংশে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মত পোষণ করি। ঐ দুই অংশ রূপকে দেবত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানের সহিত মিলিত জ্ঞানে উৎসৃষ্ট—কর্ম্মই দেবগণ গ্রহণ করেন; সেইরূপ কর্ম্মই সকল দেবভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মই সকল সদ্গুণের প্রাপক হইয়া থাকে। তার পর, অদিতিই বা কে আর আদিত্যই বা কে—তাহা বুঝিলেই "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুভূত হয়। 'অদিতি' ও 'আদিত্য' শব্দের মর্ম্ম আমরা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মস্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার অঙ্গীভূত বিভূতিনিচয় যথাক্রমে অদিতি ও আদিত্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত কর্ম্ম সেই বিভূতি-সমূহকে দেবভাবনিবহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই মর্ম্মার্থ * (৭অ ৩খ ১সূ—৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিশ বর্গের (১ম—৯৪সূ—৩ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান *

২ ১ র ২ ১ ২র র ১ র ২ ১ ৩ র র র
ইন্দ্র৺ স্তোমমর্হতেজাতবেদসায়ি। রথমিবসম্মহে মামনীষয়া।

র ২ ১ ২ ১
ভদ্রাহা ২ ০ য়িনাঃ। প্রামত্তিরস্য সঙ্গ স। ত্বগ্নায়ি॥ (১)

১ র২র ৮ ২ ১ র২র ১র ২ ১ র
ভরামেধ্মঙ্কৃণবামাহবী৺ষিত্তায়ি। চিত্তয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণাবয়াম্।

র র ২ ১ ২র র র ১
জীবাতা ২ ৩ বায়ি। প্রাতরা৺ সাধয়াধি। যোগ্নায়ি॥

২ ১র ২র ২র ১ র ৩ ১ ১রর র র
(২) শকেমত্বাসমিধ৺ সাধয়াধিয়াঃ। ত্বদেবাহবিরদন্ত্যাহুতাম্।

২ ১ র ২ র ১ ২A ৫র ২
তুবমা ২ ০ দী। ত্ত্যা৺ আবহত্তানুহাশ্ম। ত্বগ্নায়ি সাখ্যাং। ঔহো

৩র ২ ১র ২ ১ ২ ২
৩ ৪ বাহায়ি। মা। রায়িষা ২ ৩ মা ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২n ১
ষ্যাস্তা ২ ৩ বা ৩ ৭ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড (৩) ॥ ১।২।৩ ॥

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
প্রতি বা৺ স্যূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম।

৩ ১ ২ ২ ১ ২
অর্য্যমণ৺ রিশাদসম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তী! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদিতে প্রকাশিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং, মিত্রবৎপরমহিতাকাঙ্ক্ষিণং ইত্যর্থঃ) 'রিশাদসং'

* প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। সেই গেয়-গানটীর নাম—'সমন্তং'।

(শত্রূণাং অভিভবিতারং।) 'বরুণং' (স্নেহকারুণ্যসম্পন্নং, পরমদয়ালং—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ইতি ভাবঃ) 'অর্য্যমণং' (শ্রেষ্ঠং—আত্মোৎকর্ষসাধকং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রত্যেকং (উভৌ ইত্যর্থঃ) 'গৃণীষে' (প্রার্থয়ভং প্রতিষ্ঠাপয়তং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। যদা জ্ঞানসম্পন্নঃ ভবতি তদা নরঃ ভগবৎপূজায় সমর্থঃ ভবতি। জ্ঞানং বিনা ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং জ্ঞানলাভায় যতয়াম। (৭অ-৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুত্থিতে সতি) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং' (বরুণদেবং) 'বাং' (যুবাং) তথা 'অর্য্যমণং' (অর্য্যমাদেবং) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'গৃণীষে' (স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবৎপূজনায় বয়ং জ্ঞানসমন্বিতাঃ ভবাম। তেন ভগবৎকরুণালাভঃ সুগমঃ ভবতি। (৭অ-৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সৎসৎচিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত হইলে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদিগের অভিভবকারী স্নেহ-করুণাসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও আত্মোদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবৎপূজাসম্ভাপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই। (৭অ-৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! মিত্রদেব আপনি এবং শত্রুনাশক বরুণ দেব—আপনাদিগের উভয়কে এবং অর্য্যমা দেবতাকে প্রত্যেককে স্তুতি করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাহাতে যেন ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারি)। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'মিত্রং' বাং 'বরুণং' চ 'বাং' যুবাং 'রিশাদসং' শত্রূণামত্তারং 'অর্য্যমণং' চ 'প্রতি' প্রত্যেকং 'গৃণীষে' স্তুবে। কদা? ইতি উচ্যতে 'সূরে' সূর্য্যে দেবে 'উদিতে' সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। (৭অ—৩খ—২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে ইহার অর্থ নিষ্কাশন করিবেন, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকার কর্তৃক আর এক দৃষ্টিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে; আর ভক্ত সাধক মন্ত্রের মধ্যে অন্য ভাব প্রতিভাত দেখিবেন। ফলতঃ, অধিকারী ভেদে মন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে মিত্রের খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘসঞ্চার প্রতিভাত হইবে। আর সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুবর্ষণে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইতেছে। লৌকিক হিসাবে, মিত্র ও বরুণ উভয়ের সাহায্যে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়; আর অর্য্যমার প্রভাবে কর্ষণ ও শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিক যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি প্রদানে তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; ফলে, আকাশে মেঘসঞ্চারে সুবর্ষণ সুকর্ষণে ধরিত্রী ফলশস্য-সমন্বিতা হয়েন; তাঁহাদেরই কৃপায় যথাকালে বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকারও ইহার অধিক উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুইজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয়লাভ করে।"

কিন্তু ভক্ত সাধক এ মন্ত্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে—মন্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হইলেই মানুষ ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।' তাই জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করিতে পারিলে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দেবতা ও দেবভাবসমূহ সকলেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি মাত্র। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ—প্রথম অন্বয়ে সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মিত্ররূপে, বরুণরূপে, অর্য্যমারূপে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতি জগতে প্রকাশমান্। ইহাই আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইয়াছে—"হে মিত্রদেব ও বরুণদেব আপনারা উভয়েই প্রভূত বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুনাশক। আপনারা অর্য্যমা দেবতার সহিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন।' ভাব এই যে,—'আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ ভগবানের অনুধ্যানে নিরত থাকি।' ফলতঃ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম-মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের স্বরূপ; তাই মিত্রের সহিত জ্ঞানের, বরুণের সহিত ভক্তির এবং অর্য্যমার সহিত কর্ম্মের উপমার ভাব আমরা মন্ত্রে প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সেই উপমা লক্ষ্য

করিবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যরশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্য্যের উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসরিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব ও হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে সুবর্ষণের দ্বারা আপনারা যেমন জন-সমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার (ভগবানের)' সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি দানে সহায় হউন।'

মন্ত্রের 'সূরে উদিতে' পদের 'জ্ঞানোদয়ে' অর্থ হয়। তাহা হইতে 'জানা বুঝা' প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে (ভগবানকে) জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা কেমন জানা? আর সে বুঝাই বা কেমন বুঝা? তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং', তিনি যে সেই অক্ষর সদ্বস্তু; এমনই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে, আর এমনি ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহার পূজায় অধিকার আসিবে। এখন বুঝিতে হইবে—সেই যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অন্তঃশত্রু নাশের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি অজ্ঞানতা-প্রসূত আসুরবৃত্তিসমূহ। সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া, ক্ষমা সত্য সরলতা, সদ্গুরুপরায়ণতা, বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি, স্থিরচিত্ততা, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, পুত্রকলত্রাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্মজরামৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি দুঃখে দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারিলেই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। ফলতঃ, নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ আত্মযোগ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই ভগবানের প্রতি অচঞ্চলভাবে ভক্তিকে (কর্ম্মকে) ন্যস্ত করা সম্ভাপর হয়। এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানও অধিগম্য হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি পরিহারে অনন্যনিষ্ঠার দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর অনুধ্যানে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন; আর বুঝিতে পারেন—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারেন—তিনিই পর—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ফলতঃ, তিনিই জ্ঞাতব্য; তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য কিছুই জানিবার নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১।৬) তাই বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধি-

পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্য্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' গীতায়ও এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার প্রসঙ্গে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশে সমর্থ হই। আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন যাহাতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'

'সূরে উদিতে' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"সূরে সূর্য্যদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ"; অর্থাৎ,—প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইলে। এ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। রজনীর অন্ধকারে ধরণীর ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন থাকে। ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ে রজনীর অন্ধকার-বিনাশের ন্যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকারসমূহ বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উদয়ে ধরণী যেমন প্রফুল্লিতা মুখরিতা হয়েন, তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অন্তরের মলিনতা নাশ লইয়া অন্তর প্রফুল্ল হয়। সূর্য্যের উদয়ে সুপ্ত ধরণী যেমন জাগ্রত হয়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ও তেমনি জাগরিত হইয়া উঠে। অন্তঃশত্রুর নাশও এইরূপেই সাধিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রিশাদসং' পদের এই অর্থেই সার্থকতা। 'অর্য্যমণ' পদে আমরা আত্মোৎকর্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে, যে উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কৃষিকার্য্য প্রাপ্ত হয়—সেই অর্য্যমা। ধাতু নানা অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ঋ' ধাতু কর্ষণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ষণের দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়; তেমনি কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সাধনা উপাসনা-রূপ কর্ম্মই সেই কর্ষণ-পদবাচ্য। সাধনার দ্বারা—সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা যিনি আত্মার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'অর্য্যমণ' বা 'অর্য্যমা'। আমরা এই ভাবে 'অর্য্যমণং' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায়ই প্রকাশ

পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভগবৎপ্রেরণায় ভগবৎকর্ম্মে নিরত হইবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে বর্ত্তমান। * (৭অ—৩খ ২স্—১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ২
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।
৩ ১ ১ ২র ৩ ১ ২
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'মতিঃ' (কর্ম্ম) রায়া (পরমধনলাভায়) 'অবৃকায়' (শত্রুনাশেন ইতি ভাবঃ) 'শবসে' (বলায়, কর্ম্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ভগবতি সমর্পয়তি ইতি শেষঃ। অতএব 'ইয়ং' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'মেধসাতয়ে' (যজ্ঞফললাভায়, যদ্বা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায়) বিনিযুক্তং ভবতু, ভবিতুমর্হতি বা ইতি ভাবঃ। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য সাধকস্য কর্ম্মফলং ভগবন্তং প্রতি স্বয়মেব গচ্ছতি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণেন বয়মপি ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণসামর্থ্যলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (৭অ ৩খ—২স্—২সা॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম, পরমধনলাভের নিমিত্ত, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হউক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের কর্ম্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্)।

আমরাও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণের সামর্থ্যলাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছি)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিরণ্যয়া' হিতরমণীয়েন 'রায়া' ধনেন সহিতয়া 'অবৃকায়' অহিংস্রায় 'শবসে' অস্মাকং বলায় 'ইমং' ইদানীং ক্রিয়মাণাং 'মতিং' স্তুতির্ভবতি শেষঃ। হিরণ্যয়া—ইত্যত্র সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ৈকবচনস্য যাজাদেশঃ॥ কিঞ্চ হে 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ! 'ইমং' এব স্তুতিঃ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞলাভায় চ ভবতু। (৭অ—৩খ ২সূ ২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১০৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আপনাদিগের সাধনা প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবান আপনিই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ মোক্ষধন তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরেও যাহাতে সদ্ভাব-সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে।' মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,-'আমরাই বা কেন পারিব না? আমরাই বা সে আদর্শের অনুবর্ত্তনে কেন সমর্থ হইব না? সম্মুখে এমন উচ্চ আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে; পরম দয়াল ভগবান আমাদিগের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, এমন উজ্জ্বল আলেখ্য সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার অনুবর্ত্তনে কেনই বা সমর্থ হইব না? আমরাও তো সেই মানুষ! মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের পক্ষেই বা তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন?' এইরূপ উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগের সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে

ভাষ্যের ভাব একরূপ, ব্যাখ্যার ভাব একরূপ, আর আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা বৃদ্ধি করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবা দিবী) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।" কি হইতে কি ভাবে যে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু ভাষ্য হইতে ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি,—সম্ভবতঃ অন্য কোনও মন্ত্রের অর্থ ভ্রমবশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রার্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা

ব্যাখ্যাকারের—কাহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের ভাব 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদে পরিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক যাঁহারা—সাধনা প্রভাবে যাঁহাদের অন্তর কলুষ কালিমা পরিশূন্য তাঁহাদের কর্ম্ম তো স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন প্রকৃতি যাহারা তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি তবে ভগবদনুগ্রহলাভে কদাচ সমর্থ হইবে না? তাহারা কি চিরকালই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়া যাইবে? কিন্তু তাহা তো নহে! আদর্শ তো সম্মুখেই বর্ত্তমান! সাধকগণই তো আপনাদের সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন করিয়া থাকেন? তাহারা যদি সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সদ্ভাবসম্বিতচিত্তে সৎকর্ম্মের উদযাপনে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার উদ্বোধনা ও সঙ্কল্প দেখিতে পাই। মন্ত্র এই ভাবেই অনুপ্রাণিত। * (১অ-৩খ ২সূ ২সা)।

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয় সূক্তং। তৃতীয় সাম।)

২ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।

২ ৩ক ২র

ইষ৺ স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'বরুণ' (হে করুণাময় ভগবন্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তঃ, বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ); তথা হে 'মিত্র' (মিত্রদেব, অথবা পরমমঙ্গলময় ভগবন্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমুদ্ভাসিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম)। হে ভগবন্! বয়ং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'স্বশ্চ' (পরাগতিং চ) 'ধীমহি' (যাচামহে)। প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন (অথবা হে বরুণদেব) ! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। অপিচ, হে মিত্রদেব অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমকল্যাণময় হে ভগবন্ ! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্ ! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের পরাগতি বিধান করুন)। (৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব বরুণ' ! 'তে' বয়ং তব স্তোতারঃ 'ত্বাং' সমৃদ্ধা ভবেম। ন কেবলং বয়মেব যজমানাঃ কিন্তু 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ ; তথা 'মিত্র' দেব ! 'তে' বয়ং 'সূরিভিঃ' সহ 'ত্বাম' ভবেম। কিঞ্চ ইষং অন্নং 'স্বশ্চ' রুচকঞ্চ 'ধীমহি' ধারয়ামহে। ৩।

• . •

তৃতীয় (১০৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———•◌•———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন করিয়া আমাদিগকে পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভে একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্র তাহা প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—যদি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, জ্ঞানধনে ধনী হও ; যদি মোক্ষলাভের কামনা কর, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন, তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।"

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সে বিচার না করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লইলে তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিলে তাঁহাকেই যে পাওয়া যায়,—ভগবান প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিয়া, শেষ কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ (তাঁহাকে সমর্পণ) করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে। ভগবান স্বয়ং তাহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পরমস্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ভাবে শরণ গ্রহণেরই বিষয়ই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ১ ২র

বস্থ স্পার্হং তদা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্ট্রীঃ, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান্) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং ত্বদীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমাহর্দেহি, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞাননবৃত্তো সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোঽজ্ঞানং সংপ্রকাশতে।' (৭অ-৩খ ২সূ ১সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে নিদূরিত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। (ভাব এই—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তার পর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়।)॥ (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ 'দ্বিষ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয়। তথা 'বাধঃ' হিংসকান 'মৃধঃ' সংগ্রামান ত্বং 'পরি জহি' পরিভাবয়। হে সোম বাসকেন্দ্র! 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং দ্বেষ্ট্রীণাং 'বসু' ধনং যদস্তি 'তৎ' 'আভর'। (৭অ—৩খ-৩ৎ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের স্বৃংস্বগণ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক্ ধরিয়া মন্ত্রার্থ নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বহির্জ্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক্ দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটী বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের "দ্বেষ্ট্রীঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ'

(হিংসিত্রোঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান্) 'জহী' (হিন্ধি) ; অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয়? আমরা এক্ষেত্রে "জহী মৃধঃ' স্থলে 'জহি উ-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম সংগ্রাম-সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর; আবার বলা হইল সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ, একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন্' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহা জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে সংগতিও সঙ্গত মনে হয়। "বসু" সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয়? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা "বসু" পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি * (৭অ ৩খ ২সূ ১সা)।

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের এক-চত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ছন্দ আর্চ্চিকেও (২অ ২প্র ২দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি (৬।১।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত; যথা,—'অপ উপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহ্রিয়তে, অপেতা অস্মত্তঃ অপনীয়েতার্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধ,' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ দ্বেষকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমৈঁ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য তে বিশ্বমানুষগ্‌ভূরের্দত্তস্য বেদতি।

২ ৩ ১র ২র
বসুস্পার্হং তদা ভর॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব, ভবতঃ) 'দত্তস্য' (দত্তং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যদ্ধনং) 'বিশ্বং' (বিশ্বে সর্ব্বে) 'আনুষক্' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'বেদতি' (লভন্তে) তৎ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) বসু (ধনং) 'আভর' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং মোক্ষধনং চ প্রদেহি। (৭অ ৩খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠঃ ধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং। বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ (৩।১৮৫)। 'দত্তস্য' দত্তং 'ভূরি' বহু 'যস্য' যৎ ধনং সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বেদিতব্যা 'বিশ্বং' সর্ব্বং জন্তুনং 'আনুষক্' ইতি আনুপূর্ব্ব্যা সততং সর্ব্বো মনুষ্যো 'বেদতি' জানাতি তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব সরল সহজবোধ্য। সুতরাং ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাটী এই,—'হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া লোকে জানে, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

ভগবদনুসারী যাঁহারা, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে কি ধন লাভ করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়ই বা কি সামগ্রী হইয়া থাকে?' ইহলৌকিক ধনসম্পৎ কখনই তাঁহাদের প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—বন্ধনমোচন। সুতরাং যে অনিত্য ইহলৌকিক ধনসম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা বন্ধনমোচনের হেতুভূত সেই পরমার্থ ধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলোচ্যে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য ঐহিক সুখে সারা জীবন প্রমত্ত রহিলাম। তথাপি ভোগসুখের অবসান হইল না। এখন পারের উপায় কি? তাই ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি। কাতরকণ্ঠে তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে ভগবন্। ঐহিক সুখসাধক পরিণামবিরস অনিত্য ধনের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নাই! আপনার ভক্ত সাধক আপনার নিকট হইতে যে শ্রেষ্ঠধন লাভ করিয়া থাকেন, যে ধন পাইলে তাঁহাদের চাহিবার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়, হে ভগবন্! আমায় সেই পরমধন প্রদান করুন। আমার ভোগসুখের অবসান হউক—আমার জন্মগতি নিরোধ হইয়া যাউক।' মন্ত্র এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের অধিকারী। সে ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন! আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অনিত্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না। আপনি সেই মোক্ষ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে আপনার পাদ-পদ্মে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণে আমরা নানা স্থানে মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। 'সেদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ, আমাদের মতে হইয়াছে—'লভন্তে।' 'সিদ' ধাতু বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'লাভ' অর্থ অন্যতম। আমরা এখানে সেই অর্থেই সুসঙ্গতি দেখি। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে,—তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'আনুষক্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'সর্ব্বো মনুষ্যো' বলিয়াছেন। আমরা ঐ পদের 'ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ' অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান পাইবার অধিকারী হয়েন, 'আনুষক্ সেদতি' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করে, আর এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবান যে অশেষ ধনশালী, মানুষ তাহা জানিলে কি লাভ হইল—যদি সে ধন পাইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত না হয়! সেই ধন লাভের চেষ্টায়ই—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী এবং তাঁহার শরণপরায়ণ ব্যক্তিই সে ধন লাভ করে—বলিবার তাৎপর্য্য। * (৭অ-৩খ-৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিচত্বারিংশ ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্।
১ ২ ৩ ১র ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং' (নিক্ষিপ্তং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যাং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শাক্ষমে, অজ্ঞাত প্রদেশে) পরাভৃতং' 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি, অস্মভ্যং তৎ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ়-স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ে পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিসৃষ্টং 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্বয়মচলে পরাভৃতং, 'যৎ' চ 'বিপর্শানে' বিমর্শনক্ষমে পরাভৃতং তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আ ভর' আহর। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

—×‡•‡×—

এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এইরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিপর্শানে'—এইরূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আপনি ভিন্ন অন্যে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (বিপর্শানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন একমাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (৭অ—৩খ ৩সূ—৩সা) ॥

— * —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩　২উ　৩ ২ ৩　২ ৩　১ ২ ৩　১ ২

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজা' (প্রজ্ঞাপকৌ, সম্পাদকৌ বা) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অতঃ 'সস্নী' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ যুবাং) 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায়,

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একোনপঞ্চাশৎ বর্গে ষষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত একচত্বারিংশ ঋক্) ছন্দ আর্চ্চিকেও (প্রথম ভাগে ৩প্র—১প্র—১০সূ পরিদৃষ্ট হয়)।

অথবা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ কর্ম্মশক্তিং দিব্যজ্ঞানং চ প্রদেহি; অস্মাকং কর্ম্মক্ষয়ং ভবতু। (৭অ-৩খ-৫সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের প্রজ্ঞাপক ও সম্পাদক হয়েন। অতএব সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্ম্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হউক)। (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! যুবাং 'যজত' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ঋত্বিজা স্থঃ' ঋত্বিজৌ ঋতৌ কালে কালে যষ্টব্যৌ ভবথঃ। অতো 'বাজেষু' সংগ্রামেষু কর্ম্মসু যজ্ঞাখ্যেষু চ 'সস্নী' সাস্নাতো শুদ্ধৌ সন্তৌ 'তস্য' তং মাং হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বোধতং' অথবা তস্য মম স্তুতিং জানীতং॥১॥

* * *

প্রথম (১০৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মার উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন! আপনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগের কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।" বলা বাহুল্য, এ অর্থ ভাষ্য হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'সস্নী' পদের ভাষ্যানুগামী অর্থ—'সস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ' অর্থাৎ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।' কিন্তু বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সাধনস্বভাবঃ'। আমরা তাহা হইতে 'সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান এবং শক্তি—সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করে। তাদের সাহায্যে কর্ম্মের সম্যক্ নিষ্পাদন

করিবার শক্তির উন্মেষ হয়। আর সেই শক্তিতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। * (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র
তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'তোশাসা' (বহিঃশত্রুনাশকৌ, পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ ইতি ভাবঃ) বৃত্রহনা' (অন্তঃশত্রুনাশকৌ) 'অপরাজিত' (সর্ব্বত্রজয়যুক্তৌ) 'রথযাবানা' (কর্ম্মরূপে যানে সঞ্চারৌ) যুবাং 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফলদাতার নিকট ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সদ্বৃত্তেরুন্মেষণায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন নাশয়। শত্রুনাশেন জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং সমুদ্ভাসয়ন অস্মান পরাগতিং বিধেহি। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন বহিরন্তঃশত্রুনাশক সর্ব্বত্রজয়যুক্ত কর্ম্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সদ্বৃত্তিরুন্মেষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগকে পরাগতি প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের প্রথম সূক্তে (ষষ্ঠ মণ্ডল ষষ্টিতম সূক্তের প্রথম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'তোশাসা' শত্রূন্ হিংসন্তৌ, 'রথধাবনা' রথেন গচ্ছন্তৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য হন্তারৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যপরাজিতৌ 'তৎ' তং মাং 'বোধতং'। (৭অ—৩খ ৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয় — নির্গুণ গুণাতীত যিনি, তাঁহাকে এ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিবার আবশ্যক হয় কেন? গুণাতীত যিনি, অনন্ত যিনি গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, অনর্থের সূচনা হয়। কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষগণ অনন্তের রূপগুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। তাই আমরা মনে করি, অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা নহে। তাঁহার রূপ অনন্ত; তাই তিনি অরূপ। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, তাহা নহে। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও—তাঁহাকে অনন্তরূপ অনন্তগুণ জানিয়াও তাঁহাতে যে রূপ বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য; তাই আবশ্যক অনুসারে অনন্তে গুণ-রূপের আরোপ। লক্ষ্য যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক সময় সেই অরূপে রূপের আরোপে, নির্গুণে গুণের সমাবেশে অনর্থের সূচনা হয় বলিয়া সাধক তাঁহাকে রূপগুণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

> "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

অর্থাৎ,—রূপবিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; তবে তোমায় গুণযুক্ত করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার কৃপায় বিকলতাসম্পাদন বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ নিরাকৃত হউক। তুমি ক্ষমা কর।

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—'যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই

তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীর মধ্য দিয়াই তোমায় আবদ্ধ দেখি। তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিকসমূহ, কি তরুলতা ফলমূল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।' ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন, এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে তাঁহাতেই ন্যস্তচিত্ত হন। অরূপে রূপের আরোপ নির্গুণে গুণের সমাবেশ—তাহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্নাথজগদ্ধাত্রী-কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই অনন্তকে সান্তরূপগুণে বিভূষিত করিয়া সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে সীমাবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা - এই কারণেই বিহিত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে 'স্তোশাসা', 'রথযাবানা' 'বৃত্রহণা' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সরল ও সহজবোধ্য হইয়া আসিবে। 'বৃত্রহণা' পদের বিশ্লেষণে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। অজ্ঞানতারূপ বৃত্রকে হনন করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রতিভাত করিয়া দেন—এই জন্যই ইন্দ্র ও অগ্নি 'বৃত্রহণা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের শত্রুনাশ-সামর্থ্যের বিচিত্রতা লোকপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনাশে সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে অজ্ঞানতা-রূপ বৃত্রের বধকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই 'বৃত্রহণা' পদের সার্থকতা। তার পর 'রথযাবানা' পদে 'যিনি রথে গমন করেন' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করেন। আমরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের সে রথ স্বতন্ত্র প্রকারের। 'স্তোশাসা' পদের সহিত 'রথযাবানা' পদের সংযোগে ভাষ্যকার সাধারণ লোকপ্রচলিত রথের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'রথযাবানা' পদে 'কর্ম্মরূপ যানে যিনি বা যাঁহারা গমন করেন' —এই ভাব উপলব্ধি করি। 'স্তোশাসা' পদের অর্থ, বিবরণকারের অনুসরণে, 'কর্ম্মরূপযানে গন্তারৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহণের সার্থকতাও আছে। জ্ঞান ভক্তি - কর্ম্মের প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয় হয়। সেই সদ্ভাবেই জ্ঞান-ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানভক্তি সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বাবপূর্ণ হৃদয়মন্দিরে ভগবান আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 'স্তোশাসা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কথঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। বিবরণগ্রন্থে ঐ পদের

অর্থ হইয়াছে 'দীপ্তিসম্পন্নৌ' তাহা হইতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা 'শত্রূন্ হিংসন্তৌ' হইতেও আমাদিগের এই অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি এবং রিপুশত্রু বিদূরিত হইলেই তাহাদের (কর্ম্মের ও ভক্তির) জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে অথবা তাহাদের বিমল জ্যোতিতে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়। 'বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়' বলিতে বিশ্বপ্রীতির উদয়ে শত্রু মিত্র সব সমান হইয়া যায়, তখন আর ভেদাভেদ কিছুই থাকে না এই ভাবই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক; বিশ্বপ্রীতির উদয় হউক। সৎকর্ম্মের শুভফলদাতে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় সমুদ্ভাসিত হউক। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।* (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী!' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারৌ সৎকর্ম্মাণি নিয়োজকৌ বা নরান ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। যুবয়োঃ অনুগ্রহেণ 'অদ্রিভিঃ' (অদ্রিবৎপাপকঠোরহৃদয়াদপি ইতি ভাবঃ) 'মদিরং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'অধুক্ষন' (ক্ষরন্তি)। অতঃ যুবাং 'ইদং তস্য' (পাপকলুষপূর্ণং বজ্রকঠোরহৃদয়ং মাং ইতি ভাবঃ) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সত্ত্বভাবজননায় ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া পাপাত্মানঃ অপি সাধুরেব মন্যতে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপকলুষপূর্ণং মম বজ্রকঠোরহৃদয়ং উদ্বিগ্নং কৃত্বা মাং সত্ত্বাভাবসমন্বিতং কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৩খ—৪সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্ম-সমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক হও। তোমাদিগের অনুগ্রহে অদ্রিবৎ পাপ-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গে দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টত্রিংশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)।

কঠোর হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সত্ত্বাব-জনন জন্য) উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। ভগবৎকৃপায় পাপাত্মাও সাধু বলিয়া পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন করিয়া আমাকে সত্ত্বভাব-সমন্বিত করুন। (৭অ—৩খ—৪সূ—৫ম) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রায়ী'! 'সাং যুবাং উদ্দিশ্য 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমাত্মকং অমৃতং 'অধুক্ষন্' অপূরয়ন। সিদ্ধমন্যৎ। (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। মানুষ যদি নিতান্ত পাপাত্মাও হয়, আর সে যদি একবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ-লাভে তাহার পাপকলুষিত পাষাণ হৃদয়েও সত্ত্বাবের অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই। তিনি সাধক ভক্ত অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহ নাই। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি ভক্তি সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তাঁহাতেই থাকেন, ভগবানও সেই সকল ব্যক্তিতেই অবস্থান করেন। এমন কি, অতি কঠোরচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। ভগবানকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও।' ফলতঃ,

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে যে কেহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। কস্তুরী মৃগ যেমন আপনার নাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই গন্ধের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সাধনাহীন অজ্ঞান ব্যক্তি আপনার অন্তরেই ভগবান অবস্থিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করে। কিন্তু অনন্যভাক্ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিতে পারিলে, ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রত্নাকর এবং বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অতি দুরাচার হইলেও যে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের একনিষ্ঠতার প্রভাবে। সেইরূপ একনিষ্ঠ - সেইরূপ অনন্যভাক্ হইবার উপদেশই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা 'নরঃ' 'অদ্রিভিঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তিব্যত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি—সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের সাহায্যতায়ই মানুষ ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদে পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আছে। পর্ব্বত যেমন সুকঠিন দুর্ভেদ্য; পাপকলুষিত হৃদয়ও তেমনি দুর্ভেদ্য। সারাজীবন যে পাপরত, তাহার অন্তর হইতে দয়া মায়া ভক্তি সরলতা প্রভৃতি চিরতরে নির্ব্বাসিত;—পর্ব্বতের ন্যায় তাহার হৃদয় কঠিনতাপ্রাপ্ত। তাই সেই হৃদয় বা অন্তর 'অদ্রি' বা পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হয়। পাষাণ হইতে যেমন বারিধারা সময় সময় নির্ঝররূপে নির্গত হয়; সেইরূপ পাপকঠোর হৃদয় হইতে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষও অসম্ভব নহে। তবে তৎপক্ষে ভগবানের করুণা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি দয়াপরবশ হইলে—অসাধুও সাধুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্। জানি আমি—আপনি সব; জানি আমি—আপনার কৃপায় পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়; শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাই জানিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রকৃতি অধম আমরা; সারাজীবন পাপাচরণে অন্তরের স্নেহসদ্ভাবরাশি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর পর্ব্বতবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে। আপনি দয়া করুন; কৃপা করিয়া পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিউন; হৃদয়ে সদ্ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হউক। আর সেই অমৃতধারা-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করি; এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই। * (৭অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হইবে। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

এই মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তর দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমারা আমাকে অবগত হও।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২　　৩ ১ ২ ৩　১ ২ ২　১ ২
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ ।

৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) ; অপিচ, 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভীষ্টবর্ষকঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজিতঃ ভব ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং ভাবঃ— ভগবৎপ্রাপ্ত্যায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ । (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; অপিচ ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্টপূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক) । (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'ইন্দো' সোম ! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ ত্বং 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৭অ—৪খ—১সূ—১সা) ।

* * *

প্রথম (১০৭৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

—— ❀ ——

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম । তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে । হৃদয়ই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থানীয় । হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয় । তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন

করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চালনার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" * (৭অ-৪খ-১সূ-১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তং' (শরণাগতপালকং) 'ধর্ত্তারং' (জগতাং ধারকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'বচোবিদঃ' (ভগবৎপূজায়াং অভিজ্ঞাঃ,—যদ্বা স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' (পরিচরন্তি, পূজায়াং শক্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। 'আয়বঃ' (অকিঞ্চনাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং—ভবতাং অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সম্মৃজন্তি' (কাময়ামহে ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—বয়ং ভগবদনুগ্রহলাভায় সমুৎসুকাঃ ভবাম। (৭অ-৩খ-১সূ-২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রাজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রাভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ, প্রার্থনা করিতেছি।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১খ ৬সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অয়ং ভাবঃ—আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তং' পবমানং 'ত্বা' ত্বাং 'ধর্ণসি' ধর্ত্তারং 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'বচোবিদঃ' স্তোতারঃ 'পরিস্কৃণ্বন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। অপিচ 'ত্বা' ত্বাং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'সম্মৃজন্তি' সম্যক্ শোধয়ন্তি॥ (৭অ - ৩খ - ১সূ—২ম)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রও আত্মোদ্বোধক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, যাঁহারা সেজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবৎপূজায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। ভগবানের পূজা করিতে হইলে, তাঁহার পূজায় সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, কি বলিয়া ডাকিলে ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহাতে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই। আমাদিগের ডাক তাঁহার নিকট যাহাতে পৌছিতে পারে,—আমরা সেই সামর্থ্য লাভে যেন উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অর্থাৎ,—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার পূজার সামর্থ্য লাভ করিয়া, আমরা যেন তাঁহারই সাযুজ্য লাভ করি,—এইরূপ কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ব্যাখ্যায় ভাষ্যের ভাবের একটু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। প্রথমে ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।' ব্যাখ্যার ভাবে স্তোত্র-মন্ত্র রচনার ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যে সে ভাব পরিব্যক্ত নহে। তাই আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসারী হয় নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে—ভাষ্যমতে 'স্তোতারঃ' এবং বিবরণমতে 'ঋত্বিজঃ' অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি—এই পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই' বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা ডাকার মত তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, আমাদিগের মতে 'বচোবিদঃ' তাঁহারাই। কি ভাবে ডাকিলে, কি বলিয়া ডাকিলে কিরূপ স্তবস্তুতি করিলে—সে ডাক, সে স্তবস্তুতি তিনি শুনিতে পান,—ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনিই তাহা অবগত আছেন, এখানে 'বচোবিদঃ' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সেই ভাবেই

আমাদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিপ্রাঃ' পদে আমরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্রান্তপ্রজ্ঞদিগকেই বুঝি। কারণ, ভগবানের নিকট ডাক বা কর্ম্ম পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ যদি না বুঝিতে পারি, তিনি কেমন যদি না জানিতে পারি, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? যদি বুঝি, তাঁহার এই রূপ—এই গুণ, তবে তাঁহাকে সেই রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সেই ভাবে ডাকিতে সমর্থ হইব। তবেই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে। তাই দেবদেবীর পূজায় ধ্যানে রূপগুণের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে যদি না বুঝিলাম, তাঁহার স্বরূপ যদি অবগত না হইলাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে পারা যায় কি? আমাদের মতে তাই 'বিপ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ।' অর্থাৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'বিপ্রাঃ' নামে অভিহিত। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মরণধর্ম্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ ঐ 'আয়বঃ' পদে আমরা গ্রহণ করি।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমরা; আমরা ভজনপূজন কিছুই জানি না। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—সকলই আমাদের অবিদিত। তাই ডাকি, হে দেব! কৃপা করিয়া শিখাইয়া দেও—তোমাকে কি বলিয়া কেমন করিয়া ডাকিব? শিখাইয়া দেও প্রভু—কি দিয়া কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিব? সম্বল কিছুই নাই। আছে মাত্র তোমার শ্রীচরণ ভরসা। তাই কাতরে জানাইতেছি,—হে দেব! শিখাইয়া দেও, বুঝাইয়া দেও—দেখাইয়া দেও! তুমি তো দেব—সকলই জান! তুমি তো দেব সকলই দেখিতেছ! আর মোহঘোরে নিমজ্জিত রাখিও না—প্রভু! অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ কর দেব! আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' * (৭অ ৪খ ১সূ-২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে।

১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, বিশ্বকর্ম্মন্ ইত্যর্থঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানস্য' (সদ্ভাবসঞ্চারকস্য) 'তে' (তব) রসং' (অমৃতধারাং) 'মিত্রঃ' (পরমমঙ্গলদায়কঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (আত্মোৎকর্ষসাধকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যসঞ্চারকঃ বরুণদেবঃ) 'মরুতঃ' (বলপ্রাণসঞ্চারকঃ মরুদ্দেবঃ) সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা ইতি ভাবঃ 'পিবন্তু' (গৃহ্ণন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মান্ অনুগৃহ্ণন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ - ৪খ - ১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক্রান্তকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্ভাব-সঞ্চারক আপনার অমৃত-ধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্মোৎকর্ষসাধক অর্য্যমাদেবতা, স্নেহ-কারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুদ্দেবতা—সর্ব্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব রসং মিত্রঃ 'অর্য্যমা' চ 'বরুণঃ' চ 'মরুতঃ' চ এতে সর্ব্বে দেবাঃ 'পিবন্তু'। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম প্রস্তুত হইলে সকল দেবতারা আসিয়া সেই সোমরস পান করুন',—মন্ত্রের সেইরূপ অর্থই দেখিতে পাই। 'সোম' বলিতে সোমলতার রসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থই তদনুসারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে—বেদমন্ত্র এমনই দর্পণ স্বরূপ। আমরা তাহা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রসরূপ মাদকদ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মন্ত্রের উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মত্ত রসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরসে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার কেই ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন

রূপ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রূপ সংস্কারেরই প্রমাণ পান। 'সোম' শব্দে যে মাদক-দ্রব্য অর্থ প্রচলিত আছে, অসুরকুলের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার অপর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যিনি অধঃপাতের—ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হইতে চাহেন, 'সোম' শব্দে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অনুবর্ত্তন করেন; আর যিনি শ্রেয়ঃ-অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, 'সোম' বলিতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহারই আহরণে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবগণ দেহধারী নহেন। তাঁহারা স্থূল উপাদানভূত তোমার আমার প্রদত্ত অন্নজল অথবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন না। অথবা উপস্থিত হয়েন না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন! তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপাবিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান বড়ই কঠিন। এক কথায়ও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। আবার যতই অধিক কথা কহিবে, ভাবগ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের মনে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্যে নহে—অনুধ্যানে—অনুভাবনায়; ভাষায় নহে—চিন্তায়।

দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণুরূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে। কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তোমার দেহ মন প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাববিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই সেই দেবাধিষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে সেই মাদক-দ্রব্য উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কখনই আসিতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ়জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন,—মাদক দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। তীর্থবিশেষে দ্রব্য-বিশেষ প্রদানে, সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়। মাদকদ্রব্য ভগবানকে দেওয়া বলিতে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। সেই দানই 'আত্যন্তিক দান।' তত্ত্বসাধক সেইরূপ দানের আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। দেবগণ অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সহিত স্থূলেরই মিলন সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? সেখানে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জ্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, বহির্জ্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। যে কার্য্যে দৈহিক বলের প্রয়োজন, তাহাতে মানসিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না; আবার, যে কার্য্যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক হয় না। তাই মানসিক বলের দ্বারা সূক্ষ্ম সামগ্রী এবং দৈহিক বলের দ্বারা স্থূল সামগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রখ্যাপিত। স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য প্রধানতঃ এই ভাবেই বোধগম্য হয়। অতএব সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব কদাচ লাভ করিতে পারা যায় না। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া,—সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধা ভক্তি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী। হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত এবং তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষণই সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সম্মেলন। সোম যে সেই সৎস্বরূপেরই বিভূতি-বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবদুক্তিতেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন,—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" অর্থাৎ রসময় সোমরূপে তিনি ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করেন। সুতরাং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সোমস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্ভাব-সমূহেরই আবশ্যক হয়। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের মধ্যে মিত্রাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাহাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বুঝিতে পারি, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝিতে পারি,—তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। মিত্ররূপে, অর্য্যমারূপে, বরুণরূপে, মরুৎরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত।

সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। মন্ত্রে তাঁহারই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধ হয়; ভক্তসাধক সেই ভাবেই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন,—"হে ভগবন! আপনি আমার অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" * (৭অ—৪খ—১সূ - ৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ —
১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতায়ি। পবস্বামা২। ধুমত্তমাঃ। অর্কস্যায়ো ২।

১ র ১ A ৩ ৫র র ২ র র ১
নিমা। স্বা২ দা২৩৪ঔ.হোবা। (১) স্তবাবিপ্রাঃ। বচোবিদাঃ।

২ ১ — ১ ২ র ১ — ১ র ন ৩
পরিস্কার্বা ২। স্তিধর্ণসায়িম্। নম্ভামার্জ্জা ২। তিআ। যা২ বা২৩৪

৫র র ২'র র ১ ২ ১ — ১
ঔহোবা। (২) রসস্তেমায়ি। ত্রোঅর্য্যমা। পিবন্তূ বা ২। রুণঃকবায়ি।

২ ১ — ১ ন ৩ ৫র র ৩ র ২
পবস্বানা২। স্তম। রু২ স্তা২৩৪ঔহোবা। ইবোবৃধে ১ (৩)।

* * *

২ র র ২ S ২৩ ৫ ১২১২ s ২n
২। ইন্দ্রায়েন্দা ১ ঔ হো। মা৩ রুত্বা ২৩৪ তায়ি। পাবস্বামা। ধ ৩ ম।

৩ ৫ ১ s A ৩ ৫ ১ র
স্তা২৩৪মাঃ। মাঃ। পবস্বমধুমা৩২। স্তা২৩৪মাঃ। অর্কস্যযোনা

৪ ৫ ১ ৫র ৫
২৩য়িম। স্বা। বাহায়ি। সা২৩৪দাম্। এহিয়া৬হা। (১)

২ র ২ s ২n ৩ ৫ ১২১২
স্তবা বিপ্রা ১ ঔ হো। বা৩। চো। বী ২৩৪ দাঃ। পারিস্কার্বা।

২n ৩ ৫ ১ s ৩ ৫
স্তা৩য়িধা। পা২৩৪সায়িম্। পরিষ্কৃর্ব্বিধা৩২। পা২৩৪সায়িম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গে চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলে চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক)। এ মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ,—"হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন মিত্র অর্য্যমা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।"

১ র ৪ ৫ ১ ৫র ৫
সস্থায়ুরুস্তা ২ ৩ য়ি। অ। বাহায়ি। বা ২ ৩ ৪ বাঃ। এতিয়া ৬ তা॥ (২)

২ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ . ২ ৪ ২n
রুসক্ষেমা ১ ঔ হো। ক্রো ৩ অর্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পায়িবস্তুবা। রু ৩ পঃ।

৩ ৫ ১ ৪ n ৩ ৫ ১ র
কা ২ ৩ ৪ পায়ি। পিবস্তুবরুপা ৩ ২ঃ কা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমানস্থা ২ ৩।

৪ ৫ ১ ৫র ৫ ৪
ম। বাহায়ি। রূ ২ ৩ ৪ তাঃ। এতিয়া ৬ তা। হো ৫ ঈ ডা (৩)॥

* * *

২ র ৩ ১ n ৩ ৫ ১ n ৩ ৫ ২ ১ —
৩। ইন্দ্র'য়েন্দাউ। মরু ২ ত্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পগা ২ ম্বা ২ ৩ ৪ মা। ধুনস্তা ২

১ ২ —১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
মাঃ। অ ২ ৩ র্ক। স্বা ২ যো। নিমো ২ ৩ ৪ ব। সা ৫ দো ৬ হায়ি॥

২ র ১ ^ ৩ ৫ ১ n ৩ ৫
(১) ত্বস্থা বিপ্রাঃ। বচো ২ বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরা ২ মিক্ষা ২ ৩ ৪ এর্ষা।

২ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪
তিধর্না ২ দায়িম্। সা ২ ৩ স্থা। মা ২ ক্ষা। ত্তিযো ২ ২ ৪ বা। যা ৫

৫ ২ রু ১র n ৩ ৫ ১ n ৩
বো ৬ হায়ি॥ (২) রুসক্ষেমায়ি। ক্রোশা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবা ২ স্তু

৫ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ পা। রুপঃ কা ২ পায়ি। পা ২ ৩ পা। মা ২ না। স্বমো ২ ৩ ৪ পা।

৪ ৫
রু ৫ তো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২n৩র ৪ ৫ র র ২ ১ র ২রর৩র২ ২
৪। আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু। ত্বতে। ঐগীয়েহী ১। পাপস্ব-

১ ৩ র র২র১ — — ১ — ১ র
মধুমাত্তমঃ। ঐহীয়ৈহী ১। অ ২ য়ি। আর্কা ২ স্বাযো ২। নিমা।

n ৩ ৫র র ২n৩র ৪ ৫ র ২ ১
দা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) আঔহোবাহায়ি। ত্বস্থাবিপ্রাঃ। বচো।

২রর৩র২ ২ ১ ২র র ২ র —
বিদঃ। ঐহীয়ৈহী ১। পায়িক্ষপস্থিপর্ণসম্। ঐহীয়ৈহী ১। অ ২ য়ি।

১ — ১ — ১র n৩ ৫র র ২৲৩র ৪
সাম্বা ২ মার্জ্জা ২। তিস্মা। বা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আঔহোবা-

৫ র ২ র ১ র ২রর৩র২ ১ ২ ১
হায়ি। রসন্তেমায়ি। ত্রোস্মা। ধাঁমা। ঐহীয়হী ১। সায়িরস্তবরুণাঃ

র ২রর৩র২ — ১ — ১ — ১ ৲
করে। ঐহীহৈহী ১। আ ২ য়ি। সাবা ২ মানা ২। স্পশ। স্র ২

৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রসাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ : (৩)॥

• • •

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ৩ — ১ ১ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায়া ৩ য়িন্দোমরুত্বতায়ি। পবাস্বা ২ মা ২। ধুগা ২ ৩ স্তমাঃ। অর্কস্যযো॥

২ ২র ২ ১ ১ ১
নিমা ২ ৩ সদাউ। বা ৩। স্তোধে ৩ ৪ ৫ (১)॥

• • •

২ ১ র র — ১ ২ ১ —
৬। ইন্দ্রা। ইহা। যেন্দোমরু ২ ত্বত্যায়ি। ইহা। পবা। ইহা। স্বমধুমা ২

১ ২ ১ র — ১ ২
স্তমাঃ। ইহা। অর্কা। ইহা। স্বযোনিয়া ২ সদাম্। ইহা ১॥

২ ১ র — ১ ২ ২ ১ —
তস্বা। ইহা। বিপ্রাবচো ২ বিদাঃ। ইহা। পরায়ি। ইহা। কুর্যন্তিসা ২

১ ২ ১ — ১ ২
র্পাসায়িষ্। ইহা। সস্থা। ইহা। মৃজান্ত আ ২ য়বাঃ। ইহা ১॥

২ ১ র র — ১ ৩ ১ —
রসাম্। ইহা। তেমিন্দ্রো আ ২ বাঁমা। ইহা। পিবা। ইহা। ভুবরুণা ২ ঃ

১ ২ ১ র — ১ ২
কবায়ি। ইহা। পবা। ইহা। মানস্তমা ২ রুতাঃ। ইহা ১॥

• • •

২ র র র র ১ ২ n৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দা ঔহোহায়ি। মাবস্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবাস্বা ২ ৩ ৪ হায়ি। মধুমত্তা

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্য ।

১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
যোনিমানা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্।

৫র ৫ ২ র র র ১২ ৩ ৫ ২ ১
এহিয়া ৬ হা॥ তস্মাবিপ্রাঔহোহায়ি। পাচোণী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরায়িক্ষা

৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হা। গৃত্তিপর্না ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহ্বা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
সীম্। সত্বাম্। আমি অম্রা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৩
৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা। রমস্তেমা। ঔহোহায়ি। ত্রোমর্থা।

৫ ২ ১ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১৩
২ ৩ ৪ মা। পিবাতু ২ ৩ ৪ হায়ি। বরুণঃ কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪।

৫ ২ ৩ ৫ ২১১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩
হায়ি। উহ্বা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমা। নাস্তমরা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ৪
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভাঃ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

১২র১ র ২ র ১ ২ ১ — ১২ ১ র --
৮। তস্মাবিপ্রাবচোবিদঃ। ইহা। পরিক্রণ্বস্তধর্নসা ২ য়িম্। ইহা। নস্বামৃষস্ত ২

১ ২ ১ ৫ ৫
য়ি। ইহা ৩। ঘা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥

* * *

২র ১ ২ ১ ৩র ২৩ ৫ ১ ১ ১ ২
৯। রসোহোবা। ত্তেমা ২ য়ি। ত্রো অর্থা ২ ৩ ৪ মা। পিবন্ত। রুণাঃ কা ১

— ১র ২ ২n ৩ ৫ ১ ৩ ৫র র
বা ২ য়ি। পব। ঔ ৩ হোয়ি। মা ২ ৩ ৪ না। তা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ৭১১১
এ ৩। ক্রতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১।২।৩॥ *

---

* পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। সেই গানকয়টীর নাম—'ইযোবৃধীয়ং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবদাযং', 'অশ্বসূক্তং', 'আমহীয়বং', দাঢ়চ্যুতং, 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামদেব্যং', এবং সাপৌষ্যবাস্তং'।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সৎকর্ম্মণাং আধার হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাসাধকঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইম্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি); 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব!) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং, (শ্রেষ্ঠং) রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। সত্যাসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা।) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণে সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুহস্ত্যা'—হস্তে ভবা হস্ত্যা অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং 'ইম্বসি' প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' 'পূয়মান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্যৈঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষসি' স্তোতৄণামভি ক্ষরসি প্রযচ্ছসি। ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা। তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩
পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে

১ ২ ৩ ১ ২
বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

৩ ১ ২ ৩ ১র
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং

২র ৩ ১ ২
গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৫খ—৭সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অয়ং' (হৃদগতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যয়ে বারে' (সত্ত্বভাবাবরোধকানাং শত্রূণাং হৃদয়েঽপি) অপিচ 'বনে' (অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েঽপি) 'পবমানঃ' (ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (অতাড়য়ৎ, যথা তান্ পরিত্রায়তি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকে সত্ত্বভাবসমন্বিতে হৃদয়েঽপি স্বতঃ-ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (পরিত্রায়তি, রক্ষতি ইতি যাবৎ)। অথবা সত্ত্বভাবপ্রভাবেন অতিপাষাণ-কঠোরহৃদয়েঽপি 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অচিক্রদৎ' (প্রক্ষরতি, প্রবহতি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'পবমান' (পবিত্রতাসাধক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃভিঃ তথা ভক্তিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'অঞ্জানঃ' (মিশ্রণকারকঃ সম্মিলনসাধকঃ বা, যথা—সঙ্গতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (নিত্যং, শাশ্বতং স্থানং) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অতিকঠিনহৃদয়ং অপি সত্ত্বভাবপ্রভাবেন বিগলিতং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং সত্ত্বভাবং সঞ্চয়েম॥ (৭অ ৪খ-২সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদগত শুদ্ধসত্ত্ব, সত্ত্বভাব-অবরোধক শত্রুগণের হৃদয়েও এবং অরণ্যবৎশুষ্কহৃদয়েও ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। অপিচ, উদকবৎদ্রাবক সত্ত্বভাবসমন্বিত হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। (অথবা সত্ত্বভাবপ্রভাবে অতিপাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকবৎদ্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অতি কঠিন হৃদয়ও সত্ত্বভাবে বিগলিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব-সঞ্চারে সমর্থ হই)॥ (৭অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'বৃষঃ' বৃষভসদৃশঃ সন্ 'পুনানঃ' অভিষূয়মাণঃ সর্ব্বং শোধয়ন্তু 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'বারে' বালে পবিত্রে 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বনে' বননীয়ে 'উদকে' কাষ্ঠে কলসে বা 'অচিক্রদৎ' শব্দম করোৎ। অথ প্রত্যক্ষবাদঃ। হে 'সোম'! পবমান! ত্বং 'গোভিঃ' গবৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সন্ 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'দেবানাং' স্থানং 'অর্ষসি' গচ্ছসি। (৭অ ৪খ-২সূ ২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (১০৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে একটু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহা এই,—"মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রসবর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর" জলের মধ্যে যে সোম শব্দ করেন, তিনি আবার দুগ্ধের সহিত দেবতাদিগের ভবনে গমন করেন। এই যে সোম, সে কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারে? তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দেবতা ও সোম এতদুভয়ের সম্বন্ধ খ্যাপনে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তদ্বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়, পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্ম্মলতা ধারণ করিতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অরণ্যবৎ নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম স্থানে লইয়া যায়। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে পরম-স্থান প্রদান করুন।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ, মানুষ হইয়াও দেবত্ব—অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।* (৭অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১২ ৪ ৫ ২ ১ ২
১। মৃশামামাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামৃ ৩ ত্রামিবা। চামৃষসা ৩ মি। রায়ী ৩

৪ ৫ ২ ১ ^ ৩ ৫ ১ ২র ১
স্পামিশা। পবহুলা ৩ য়'। পুরু ২ স্প ২ ৩ ৪ হাম্। পবমা। না।

২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র
ঔ ৩ হো। ভিবো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ ভারি। পবমানা।

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক্)।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫
ভিরর্ষনা ৩ য়ি। পাবা ৩ মানা। ভিরর্ষনা ৩ য়ি। পূনা ৩ নোবা।

২র ১র ৩ ৫ ১র২ ১ ২ ২
রেপবমা ৩। নোআ২ব্যা২৩৪য়ারি। বৃষোঅ। চা। ঔ৩হো।

৫ ৪ ৫ ২র
ক্রদো ২৩৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি॥ বৃষোঅচায়ি। ক্রদম্বমা ৩ য়ি।

১ ২ ৪৫ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২
বার্ষো ৩ আচায়ি। ক্রদম্বনা ৩ য়ি। দায়িবা ৩ নাঽশো। মপবমা ৩।

১ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ২
অনা ২ য়িক্রা ২৩৪ ত্তাদ্। গোভির। জা। ঔ৩হো।

১ ৫ ৪ ৫
অও ২৩৪ বা। বা ৫ দো ৬ হায়ি॥

* *

২১রর র র ১২ ১২১ ২ ২ ২
২। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিম্বণি। রায়িম্পিশ৷ ৩। হা৩হা।

১২র ২১২ ১ ২ ২ ২ ১
গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। পবমানা ৩। হা ৩ হা। ভিরর্ষা ২৩৪ য়ি॥

১২রর ১২ র ১২ ১২ ১রর২ ২ ২র
পবমানাভিরর্ষসি। পবমানোবা। ভার্য়র্ষসি। পুনানোবা ৩। হা৩হা।

র২রর ১৩র ১র ২ ২ ২ ১ ৩
রেপবমানোঅব্যয়ে। বার্ষোঅচা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। ক্রদন্বা ২৩ না

১র২ ১র ২র ১২ ১২র ১রর ২
৩৪৩ য়ি॥ বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। বৃষোঅচোবা। ক্রাদদ্বনে। দায়িবানাঽশো ৩।

২ ২ ১২র ১ র ২ ২ ২ র৫
হা৩হা। মপবমানধিক্ষতম্। গোভায়িরঞ্জা ৩। হা৩হা। মোঅর্ষা

২ ২
২৩সা৩৪৩য়ি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২১র২ ১ — ১ -- ১ র -- ১
৩। মৃজ্যমানঃসহ। স্তিয়া ২। সমু ২ দ্রো। রেবা ২ হো।

২র১ — ১ — ১ ২১
চামিম্বসায়ি। রয়া ২ য়িঽহোয়ি। পিশা ২ হো। গম্বহুলাম্।

২র১ -- ১ র -- ১ ২র১'২
পুরুস্পৃহাম্। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্ষনা ৩১উবা২৩॥

২১ ১ ১ ১ ২ ২ ১ র ৩ ১ ১ ১ ১ ২১ র
৫। হাউহাউহাউবা। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। ইহা। উপা ২৩৪৫। সমুদ্রে

র ১ ৩১ ১১ ১ ২১ ২ ১ ২১ ২ ১ ২ ১
বাচমিন্বসি। ইহা। উপা ২৩৪৫। রয়িম্পিশঙ্গম্বহুলং পুরুস্পৃহম্। ইহা।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ র র ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ র র ১ ২
উপা ২৩৪৫। পবমানাভিন্নর্ষসি। ইহা। উপা ২৩৪৫॥ পবমানাভিন্নর্ষসি।

১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ র ২ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২৩৪৫। পবমানাভিন্নর্ষসি। ইহা। উপা ২৩৪৫।

২ র ১ র র র ২ র র ১ ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২ ১২ র
পুনানোবারে পবমানো অব্যয়ে। ইহা। উপা ২৩৪৫। বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২ ১২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২৩৪৫। বৃষো অচিক্রদদ্বনে। ইহা। উপা ২৩৪৫।

১ র ২ ১২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১রর ২র র ১
বৃষো অচিক্রদদ্বনে। ইহা। উপা ২৩৪৫। দেবাআ৬ সোমপবমাননিষ্কৃতম্।

৩ ১ ১ ১ ১ ২উ ১ ৪ ১র ২ র২র ২
ইহা। উপা ২৩৪৫। হাউহাউহাউবা। গোভিরঞ্জানো অর্ষসি।

১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। উপা ২৩৪৫॥

• • •

২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ২
৬। মৃজ্যমানঃ সুহস্তিয়া। সমুদ্রেবাচমিন্বসায়ি। রয়িম্পা ২৩য়িশা। গাঙ্বহুলম্।

২ ১ ২ ৩৩ ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ ২
পুরুস্পাহাম। ঔহো ৩৪ বাহায়ি। প। বামা ২৩ন্না ৩। হোবা ৩ বা।

১ ২ ১১২র র ১ ২১ র ২
ভিন্নর্ষা ২৩ সা ৩৪৩ য়ি। পবমানাভিন্নর্ষসায়ি। পুনানো ২৩ বা।

১ ২ র র ১ ২ ৩র ২ ৪৩ র ২ ১ ২
রেপবমা। নো আব্যায়া। ঔহো ৩ বাহায়ি। বৃ। ষোআ ২৩চা ৩ য়ি।

১ ২ ২ ১ ২ র ২ ১২ ১
হোবা ৩ হায়ি। ক্রদদ্বা ২৩ না ৩৪৩ য়ি। বৃষো অচিক্রদদ্বনায়ি।

র ২ ১ র র ২ ১ ২র ১ ৩
বৃষো অচায়িক্রদদ্বনায়ি। দেবানা ২৩৬ সো। মাপবমা। সমায়িষ্কাস্তাম্।

৩র ২ ৩র ২ ১র ২ ১ ২ ২ র ১
ঔহো ৩৪ বাহায়ি। গো। আয়িয়া ২৩ঞ্জা ৩। হোবা ৩ হা। মোআ

২ ১
২৩ ন্না ৩৪৩ য়ি। ঔ ২৩৪৫ ঈ। ডা॥

• • •

৪৫৪৫র ৩র২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ১ ২র র ১ ২
১০। পবমা। নাক্তা ৩৪ ঔ হো বা। আর্ষসি। পবমানা। ভিয়র্ষা ২ ৩ দারি।

১র র র ২ র ১ র ২
পুনানোবা। রে পবা ২৩মা। নো অবাষ্যারি। বুধো আ ২ ৩ চারি।

১ ১২ ১ ১ ২ ১ ১
ক্রন্দবা ২ ৩ ৪ ৫ না ৬ ৫ ৬ রি। দক্ষা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ ১ ৪ র ১র র ২র ১ ২র র ১ ২র ১ ৩ ১ ১
১১। হাউ হাউ হাউ বা। পুনানো বরে পবমানো অগ্যয়ে। ইহা। উপা ২৩।

১ ১ ১ র ২ ১ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১রর ২র
৪ ৫। বুধো অচিক্রন্দবনে। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। দেবানাম্। সোম-

র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২৪ ৫ ৫
পবমাননিষ্কৃতম্। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫। হাউহাউহাউ বা।

১র ২র ১র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
গোভিরঞ্জানো অর্ষসি। ইহা। উপা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র২র ১২১ ২১র ২ ১২ ২ র র র র
১২। পাবমানাভিরর্ষসারি। পবমানা। আ ৩ য়ার্ষা ৩ সারি। পুনানোবারে

র র ৪৩ ৫র ২১র ৫ ২
পবমানোঅব্যয়া ২ ৩ ৪ ঔহো। বৃষোআ ২ ৩ ৪ চারি। ক্রন্দা ৩ ১

২ ২৩ ২
উবা ২ ৩। এ ৩। বন আ।

* * *

২র ১র২ ১২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১৩। মার্জ্জ্যমানঃ সুহস্তিয়া। সমুদ্রে বা। চা ৩ মাষিবা ৩ সারি। রয়িম্পিশঙ্গং

৩ ৫র ২১ ৫ ২
বহুলম্পুরুস্পৃহা ২ ৩ ৪ ঔহো। পবমা ২ ৩ ৪ না। ভিয়া

২ ২৩ ২
৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। বন আ।

* * *

২১র২ ১র ২র ১ — ১র র ২ ১
১৪। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। হবারি। ঔহোবা ২। সমুদ্রেবাচমিন্বসি। হবারি।

২র ১ — ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ — ১২রর
ঔহোবা ২। রয়িম্পিশঙ্গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। হবারি। ঔহোবা ২। পবমানা-

১ ২ ১ ২র র— ৩ ৫র র ১ ২র র
ভিয়র্ষসি। হবারি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। পবমানা-

১ ২ ১ ২র১ — র ১ররর২র১ ২র র ১ ৩র ১
ভিরর্ষণি। হুবায়ি। ঔহোবা ২। পুনানোবায়েপবমানোঅবায়ে। হুবায়ি।

২র ১ — ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ ন ৩
ঔহোবা ২। বৃষাঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪।

৫র র ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ — ১ র ২ ১২র
ঔহোবা। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔহোবা ২। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে।

১ ২র ১ — র১রর ২র র ১ ২র ১ —
হুবায়ি। ঔহোবা ২। দেবানাং সোমপবমানিষ্কৃতম্। হুবায়ি। ঔহোবা ২।

১র ২ র ১র ২ ১ ২র ১ ^ ৩ ৫র র
গোভিরঞ্জানোঅর্ষণি। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২ র১র ২ ১র — ৩ ১ ১ ১ ১
অর্কপুষ্পেবাঃ পয়মেধিরো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্‌। ॥

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রত্নমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।

১ ২ ৩ ১ ২
সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (তং) 'প্রত্নং' (মহামহিমান্বিতং সদ্ভাবপ্রেরকং ইতি ভাবঃ ভগবন্তং ইতি শেষঃ) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (পরিচরন্তু—অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। অপিচ, তং ভগবন্তং 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমখ্যত' (আত্মনা সহ সম্যক্ যোজয়ন্তি—তে অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সত্ত্বাবলম্পন্না সাধবঃ জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংমিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৪খ ৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত ছইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চতুর্দ্দশটী-গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "ঔক্ষোরন্ধ্রম্" (২) "সাবৈরফুসৌক্ষোরন্ধ্রম্" (৩) "বাজজিৎ" (৪) "বরুণসাম" (৫) "অঙ্গিরসাঙ্গোত্তম্" (৬) "সম্মতম্" (৭) "ত্রিণিধনমায়াস্যম্" (৮) "অভীবর্ত্তম্" (৯) "কালেয়ম্" (১০) "পৌরুমীঢ়ম্" (১১) "আঙ্গিরসাঙ্গোত্তম্" (১২) "কশ্যপস্তরম্" (১৩) "কশ্যপস্তরম্" এবং (১৪) "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

অথবা

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' 'এতং' (মহামহিমান্বিতঃ সদ্ভাবপ্রেরকঃ সঃ ভগবান) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বভুবনং ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (সদ্ভাবেন পরিব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। স ভগবান্ 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমগ্মত' (সমুত্থানয়তি—শরণাগতান ইতি ভাবঃ)। অথবা সঃ ভগবান 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'সমগ্মত' (সজ্জাতি—সাধকৈঃ সহ ইতি ভাবঃ)। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সদ্ভাবপ্রেরক ভগবানকে অর্চ্চনাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করেন। অপিচ সেই অর্চ্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই ভগবানকে আপনাদিগের সহিত সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-নিত্যসত্যখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানপ্রভাবে ভগবানের সহিত আত্মসম্মিলন সাধন করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

অথবা

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সদ্ভাবপ্রেরক সেই ভগবান আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন; এবং সেই ভগবান জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা শরণপরায়ণদিগকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সিন্ধুমাতরং' যস্য সোমস্য সিন্ধবো নদ্যঃ মাতরো ভবন্তি। 'ত্যং' তং 'এতং' ইমং সোমং 'দশক্ষিপঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। অপি চ সোহয়ং 'আদিত্যেভিঃ' আদিত্যৈঃ 'সমগ্মত' সংগচ্ছতে॥ (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সোম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—"নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি আদিতির সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যার

অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তবে 'আদিত্যেভিঃ' পদের 'অদিতির সন্তান' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। পরন্তু উহা যে ব্যাখ্যাকারেরই কল্পিত অর্থ; ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন্ পক্ষে মন্ত্রের কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পদ—'সিন্ধুমাতরং' এবং দ্বিতীয় পদ 'দশক্ষিপঃ'। 'দশক্ষিপঃ' পদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বভুবন।' 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অর্থ উপলক্ষে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিঘণ্টু নিরুক্তে 'সিন্ধু' পদ নদী-সমূহের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে সিন্ধু পদে স্যন্দমান নদী-সমূহকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যানুসারে 'সিন্ধুমাতরং' পদে 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, আর্জিকীয়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যের ভাবেই তাহাই উপলব্ধ হয়। নদীর স্যন্দমান জলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই 'সিন্ধুমাতরং' বলা হইয়াছে। অথবা জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, তদর্থেই উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নদীগণ সোমের মাতা' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের কি অর্থ সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন'—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বুঝাইতেছে। জননী যেমন স্নেহধারা-দানে সন্তানকে পালন করেন; সেইরূপ 'সিন্ধুমাতরং' পদে সেই স্নেহধারা-প্রদানের ভাব আসে। ভগবান, মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে পালন করেন ও রক্ষা করেন,—'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বভুবনাত্মক প্রাণিপর্য্যায়কে—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ জড় অজড় সকলকেই ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন,—'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদদ্বয়ে এই ভাবই উপলব্ধ করি। আর 'আদিত্যেভিঃ' পদের 'জ্ঞানজ্যোতিভিঃ' অর্থই আমাদিগের মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বহুবচনান্ত পদ বলিয়াই বোধ হয় ব্যাখ্যাকার 'অদিতির পুত্র দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় অনুধাবন করিলে ঐ 'আদিত্যেভিঃ' পদে 'সপ্তরশ্মিসমন্বিত সূর্য্যদেবকে' এবং তাহা হইতে 'অশেষশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন সংঘটন করিতে হইলে, জ্ঞানই তাহার একমাত্র অবলম্বন; জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই - জ্ঞানবিমিশ্র সৎকর্ম্মই সে অঘটন-সংঘটনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সদ্ভাবই যে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত, মন্ত্রে তাহাই উপলব্ধ হয়। তাই 'সমাদিত্যেভিরক্ষত' অংশের অর্থ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন,—নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রের যে দ্বিবিধ অন্বয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্র একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। আমরা মনে করি—সেই জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা। * (৭অ ৪খ-৩সূ-১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩২ ১২৩ ৩১ ২ ৩২৩ ২
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।

১ ২র ৩১ ২
সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ ২॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুত' (অভিষুত, পবিত্রশুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (বিশুদ্ধে হৃদ্রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রেণ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'আ এতি' (সঙ্গচ্ছতে, সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বায়ুনা' (পাবকত্বকারকেন জীবনস্বরূপেণ বায়ুদেবেন সহেতি যাবৎ) তথা 'সূর্য্যস্য' (স্বপ্রকাশস্য সূর্য্যদেবস্য) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ সহ,—যদ্বা, জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) সঙ্গচ্ছতু ইতি শেষঃ। (৭অ-৪খ—৩সূ ২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদ্রূপ আধারে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে সম্মিলিত হয় বা হউক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেবের কিরণসমূহের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির সহিত সঙ্গত হউক। (৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'পবিত্রে' 'ইন্দ্রেণ' 'সম্ এতি' সংগচ্ছতে। 'উত' অপিচ 'বায়ুনা' সমেতি 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' কিরণৈরপি সমেতি। (৭অ-৪খ—৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, সপ্তম ঋক্)।

দ্বিতীয় (১০৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের মিলন—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই হইয়া থাকে। আর সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিভূতিসমূহ-ক্রমে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত মিলাইয়া দিউক, এই ভাবেই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মিলনের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ভগের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।"

এস্থলে 'পবিত্র' শব্দে কুশ অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎসাম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান। ইহাই আমাদের অর্থের তাৎপর্য্য। এখানে মানস-পূজার মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৪খ—৩য় ২সা)।

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ১ ২৩ ১২
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।

১ ২ ৩ ২র
চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মধুমান্' (পরমানন্দময়ঃ) 'চারুঃ' (পরমকল্যাণসাধকঃ) অসি ইতি শেষঃ। তথাবিধঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলায় ইতি ভাবঃ) 'ভগায়' (সৌভাগ্যবিধাতায় ভগদেবায়) 'বায়বে' (জীবনস্বরূপায় বায়ুদেবায়) 'পূষ্ণে' (পুষ্টিসাধকায় পূষাদেবতায়) 'মিত্রে' (মিত্রবৎ পরমোপকারিণে মিত্রদেবায়) 'বরুণায়' (স্নেহকারুণ্যাত্মগুণে বরুণদেবায়) সর্ব্বদেবপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকর্ষেণ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় ঋকের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, অষ্টম ঋক)।

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতয়ে বয়ং সত্ত্বাবসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৪খ. ৩সূ -৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণসাধক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্য-বিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পুষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরমোপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্যস্বরূপ বরুণদেবতার—সর্ব্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত, আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সত্ত্বাবসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমান্' মধুররসঃ 'চারুঃ' কল্যাণ-রূপশ্চ সোহভিষুতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ভগায়' ভগাখ্যায় দেবায় 'বায়বে' 'পূষ্ণে' চ 'মিত্রে' মিত্রায় দেবায় 'বরুণায়' চ 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৭অ ৪খ -৩সূ—৩সা) ॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দেবতা ও ভগবদ্বিভূতি যে অভিন্ন পূর্ব্ববর্তী মন্ত্র-বিশেষে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি—সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির বিকাশ। বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে সেই একেরই বিভিন্ন রূপের এবং তাঁহারই বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অনন্ত রূপগুণের আধার গুণাতীত রূপাতীত ভগবানের ধারণা সান্ত হৃদয়ে অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপগুণে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, যিনিই ভগ, যিনিই বায়ু, যিনিই বরুণ, যিনিই মিত্র, যিনিই পূষা—তিনিই সেই বিশ্বদেবময় ভগবান।

দেবগণ অশরীরী—সূক্ষ্ম। তাঁহাদিগকে পাইতে হইলে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবানকে যদি পাইতে চাও—সদ্ভাব সঞ্চয় কর। সদ্ভাব প্রদানে তৎস্বরূপের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত কর—মন্ত্রে এই উপদেশই প্রদত্ত

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে, পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিসম্পন্নাঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দং অনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং) তাঃ 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমানাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামঃ, তে সর্ব্বে সত্ত্বভাবাঃ ভগবতি বিনিযুক্তা ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ-১সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবদ্ধ) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ যাভিঃ গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'॥ রেবতীঃ রয়ি-শব্দাৎ মতুপি রয়ের্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৭ বা০) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং 'বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ, রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০) ইতি রে-শব্দাৎ পরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে মদ তৃপ্তিযোগে চৌরাদিকঃ, সহ মাদয়ন্তীতি

সধমাদঃ, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬) ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, থাথাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে, পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তুবিবাজাঃ—বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১)। ক্ষুমন্তঃ—টু ক্ষু রু কু শব্দে (অদা০ প০), অস্মাৎ ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ, হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। মদেম—মদী হর্ষে (দি০ প০) বাতায়েন শপ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। (৭অ-২খ-১সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের দ্বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভুত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রায়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি-বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রায়' শব্দ ধনার্থ-বাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ' পদ। ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতি-যুক্ত' 'শ্রদ্ধানমাম্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে একসঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত)

যখন ঐ পদ বহুবচনান্ত, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'সুমন্তুঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'তাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে - ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির বিদ্যমান রহুক ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূচিত হইয়াছে। * (৭অ - ৫খ—১সূ—১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২৩ ১২ ৩২ ৩১২ ৩২

আ঩ঘ ত্বাবাং ত্মনা যুক্তস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র

ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব!) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ; 'চক্র্যোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধাংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তথৎ, হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতি শেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুয়াং ইতি) অত্র মন্ত্রাভ্যন্তরে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেন ভূমিং স্পৃশতি, তথৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—১সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডল ত্রিংশৎ সূক্ত, ত্রয়োদশ ঋক্)।

স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালক সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, সেইরূপ ভগবানের অনুকম্পায় সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ধৃষ্ণো! ধার্ষ্ট্যযুক্তেন্দ্র! 'বাবান্' ভবদ্দৃশো দেবতাবিশেষঃ, 'ত্মনা' আত্মনা অস্মদনুগ্রহং বুদ্ধ্যা পুনঃ 'ঈয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৄণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ গধোঃ' আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'চক্র্যাঃ' রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ॥ বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্' (৫।২।৯৪ বা) ইতি বতুপ্ 'প্রত্যয়োত্তর-পদয়োশ্চ (৭।২।৯৮) ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ; আ সর্ব্বনাম্নঃ (৬।৩।৯১) ইতি দকারস্যাত্বং বতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে (৩।১।৪) প্রাতিপদিক-স্বরঃ শিষ্যতে। ত্মনা 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ (৬।৪।১৪১)—ইত্যাকার লোপঃ। ধৃষ্ণো—ঞি ধৃষা প্রাগল্ভ্যে 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ', অসে'প্রত্যয়স্বরত্বাদন্তোদাত্তত্বং। ঈয়ানঃ—ঈং গতৌ (দি, আ) ছন্দসি লিট্ (৩।২।১০৫) তস্য লিটঃ কানজ্বা (৩।২। ০৭)—ইতি কানজাদেশঃ অচিশ্নু ধাতু (৬।৪।৭৭) ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ চিতঃ (৬।১।১৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, গধোঃ—গধ-গত্তৌ (তনা-উ) লিঙ্-ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপি (৩।১।৮৫) ইতশ্চ (৩।৪।৯৭)—ইতীকারলোপঃ তনাদি-কৃঞ্ভ্যঃ উঃ (৩।১।৭৯) সার্ব্বধাতুকগুণঃ (৭।৩।৮৪) বহুলংছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যড়াগমাভাবঃ, বিকরণ-স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। অক্ষং অক্ষস্যাদেবনস্য (ফি ২।১২)—ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যাঃ—অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ (৩।১।৮৫)। (৭অ ৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জীব নিরন্ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কিরূপে সুখ, কিরূপে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিরতই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবন! এই সংসাররূপ চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ কচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশ পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয় প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত। আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্মগতি রোধ করিয়া দেন। আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (৭অ—৫খ—১সূ ২সা)॥ †

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাম্।

৩ ২উ ৩ ১র ২র

ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—'যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন লিখিয়াছেন,—

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolution of the wheels of a car turn upon the axle."—Wilson. ষ্টিভেন্সন লিখিয়াছেন, "That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোয়ার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—Roer. এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, চতুর্দ্দশী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!); 'যৎ' (ত্বৎসামীপ্যলাভরূপং) 'ক্ষুমং' (ধনং) 'জরিতৃণাং' (প্রার্থনাকারিণাং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামনাযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণ্যমানং মাং) 'আ ভগো' (ত্বাং প্রাপয়)। হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিমিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—৫খ—১দ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (১অ—৫খ—১দ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র! 'যৎ' 'ক্ষুমং' ধনং কামিতার্থরূপং স্তোতৃভিঃ আপ্তুমযোগ্যং তং কামং 'জরিতৃণাং' স্তোতৃণামনুগ্রহায় 'আ ভগোঃ' আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত-ব্যাপার-বিশেষৈঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। শচীভিঃ—শচী-শব্দঃ শাক্বরবাদিত্বাৎ (৪।১।৭৩) ঙীবন্তস্যাদ্যুদাত্তঃ (৩।১৪)॥৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্ত সাধক তাই জানাইতেছেন,—'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম তোমাতে সংযুক্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি

…SHNA MISSION INSTITU…

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে ॥
২ ৩ ২ ৩ ২
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভন-কর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষকতারং, কর্ম্মশ্রেষ্ঠতমকর্ত্তারং বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরসপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ-তমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোক-তৃপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব। (৭অ ৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা— সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্র কিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।)॥ (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুরূপকৃত্নুং' শোভন-রূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রং 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ। ... প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ (ফি০ ১১), 'নভ্রাঃ দীর্ঘঃ সংহিতায়াং (৬।১।৩৪)'—ইতি দীর্ঘত্বং, 'তৎপরমান্তোদাত্তং (৮।১।২) 'অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩)'

— ইতি দ্বিতীয়স্যাঃ লুগভাবঃ। জুহূমসি—ইত্যত্র 'ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬)'—ইতি ইকার আগমঃ, প্রত্যয়-স্বরেণ (৩।১।৩) ইকার উদাত্তঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'গোদুহে' গোধুগর্থং। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্; সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা (৩।২।৬১) ক্বিপ্, কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। 'সুদুঘাং ইব' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব যথা লোকে যো দোগ্ধা তদর্থং তস্য অভিমুখেন দোহনীয়াং গাম্ আহ্বয়তি তদ্বৎ। সুষ্ঠু দুগ্ধে ইতি সুদুঘা, 'দুহঃ কপ্ ঘশ্চ (৩।২।৭০)'—ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ হকারস্য চ ঘকারঃ, কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), কপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ (৬।১।১৬২)। (৭অ—৫খ ২স্ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই মন্ত্রের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে পৃথিবীমাতাকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

> "দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
> সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

> "যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
> ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥"

অর্থাৎ,—'দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং এ মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গোদোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'হে দেব! তুমি আপনিই করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি! পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সর্ব্বনির্ব্বিশেষে নিপাতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুঃ।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'।

তিনি স্বতঃস্নেহশীল। তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন;—আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। * (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

৩ ২উ ৩২ ৩ ১২

গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনাঃ' (সবনানি, ত্রিসবনানি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রিকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ) ; 'সোমস্য' (ভক্তিসুধাং, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) ইত্যর্থঃ শেষঃ ; 'রেবতঃ' (রয়িশব্দঃ অস্যাস্তীতি রেবান তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু ; অস্মভ্যং পরমার্থদানেন তব প্রীতিঃ ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ—২সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)। আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সাহত আপনার সম্বন্ধ হউক; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)। (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতরিন্দ্র! সোমং পাতুং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'সবনা' সবনানি ত্রীণি 'উপ' সমীপে 'আ গহি' আগচ্ছ। সবনা—সুয়তে সোম এম্বিতি সবনানি সুপো ডাদেশঃ (৭।১।৩৯) টিলোপশ্চ (৬।৪।১৪৩), 'লিতি (৬।১।১৯৩)'—ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্য উদাত্তত্বং। গহি—ইত্যত্র গমেঃ 'বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩)' ইতি শপো লুক্, 'হেভি বাদনুদাত্তো-পদেশেত্যাদিনা (৬।৪।৩৭) মকার-লোপঃ, 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)' ইত্যাশীর-শাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)'—ইতি আভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকার-লোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। আগত্য চ 'সোমস্য' সোমং 'পিব', 'রেবতঃ' ধনবতঃ তব 'মদঃ' হর্ষঃ 'গোদা ইৎ' গো প্রদ 'এব' ত্বয় হৃষ্টে সতি অস্মাভির্গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। (৭অ-৫খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ মন্ত্র কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও হৃষ্ট বা তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অমৃত-পায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনামূলক এই এক অর্থ এ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ মন্ত্রে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন 'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তি-সুধা তোমার চরণে চির-সমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য

আমার সম্বন্ধে 'ইৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন।* (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা নো অতিখ্য আগহি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্বা—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা ত্বদনুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক্ লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান্) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যাঃ' (মা খ্যাতো ভব, ত্বৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ); 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মৎসমীপ ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয়; সকাশং আগচ্ছ; মোক্ষঞ্চ দেহি,—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গের (প্রথম

করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অথ' সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র! তে' তব 'অন্তমানাং' অন্তিকতমানামতিশয়েন তব সমীপবর্ত্তিনাং 'সুমতীনাং' শোভন-মতি-যুক্তানাং শোভন-প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা 'বিদ্যাম' বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা, সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং সাভাগোমিত্যধ্যাহারঃ বহুব্রীহিপক্ষে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদো 'নঞ্‌-সুভ্যাম্ (৬।২।১৭২)' ইত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়-পক্ষেঽপি অব্যয় পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরাপবাদ-কৃৎস্বরেণান্তো-দাত্তত্বেন (৬।২।১৩৯)। অতো মতুপ হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতি-শব্দাৎ পরস্য নামো 'নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)'—ইত্যুদাত্তত্বং। অসাপি 'ন.' অস্মান 'অতি' অতিক্রম্য 'মা খ্যঃ' অন্যেষাং স্বস্বরূপং মা প্রকথয়ঃ। খ্যা প্রকথনে (অদা০ প০)—ইত্যস্য লুঙ্ 'অস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙ্ (৩।১।৫২)।' আগহ—গমেঃ লোটো লুকি 'ভিত্তাদস্যুদাত্তোপদেশেতু (৬।৪।৩৭) মকার লোপস্যাসিদ্ধত্বভ্রান্তানীতি (৬।৪।২২) অসিদ্ধত্বাৎ 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)'—ইতি লুক্ ন ভবতি। (৭অ-৫খ—২সূ ৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———*———

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সোমপানানন্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজিত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবতাকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ

'অথ' পদ পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসার-

ভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি জ্ঞানাকাশে সজ্জনরবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্তচক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিবর্জ্জিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত "অন্তমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধিযুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মন্ত্রে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্য"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি

উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ-শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চিরজর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্যশালী—তুমি। জানি আমি ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-প্রাপ্তে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।* (১অ ৩খ-২সূ ৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজাজনৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, তৃতীয়া ঋক,) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি তদ্বৎ) 'যৎ' (যঃ, ত্বং) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি) ; ততঃ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ ইতি শেষঃ ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি - লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ) ; 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ)। সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি— ইতি ভাবঃ। (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন ; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধক-দিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে ; দেবভাবোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন ; মঙ্গলোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরম-মঙ্গল প্রদান করেন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'যৎ' যঃ ত্বং 'আপপ্রাথ' স্বতেজসা আপূরয়সি। প্রা পূরণে, আদাদিকঃ (৫০) ছান্দসো লিট্ (৩।২।১০৫)। 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ ত্বং 'মহীনাং' মহতাং দেবতামপি। 'মহান্তং' অধিকং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধু জনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা 'জাতা'। জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন (৩।২।১৩৪), 'জনিতা মন্ত্রে (৬।৪।৫৩)'- ইতি ইড়াদৌ ণিলোপো নিপাত্যতে, ঋন্নেভ্যো ইতি ঙীপ্ (৪।১।৫)। (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্বের মন্ত্রে (৪অ ২খ—২দ ৩সা) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন—তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান, যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য, জগতের আদিশক্তি যাহা, মূলীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান জ্যোতিও ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন,—এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবভাবের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই। তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং।'

দেবভাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবভাবের উৎপাদিকা শক্তিও তেমন ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। (৭অ ৫খ ৩সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২   ২ ৩ ১   ২ ৩   ২ ৩   ১ ২

দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ।

১ ২   ৩ ২   ৩ ২ ৩ ১র   ২র

পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ।

৩ ১র   ২র   ৩ ১র   ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'দীর্ঘং' (আয়তং, বিস্তীর্ণং-দৃঢ়ং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্কুশং' (শাসকং—নিয়ামকং দণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) শক্তিং ধারয়তি, তদ্বৎ ত্বং 'শক্তিং' (পরাশক্তিং) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি); অথবা 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' (সুদৃঢ়ং অঙ্কুশং যথা মত্তবারণস্য নিয়ামকং শক্তিং ধারয়তি তদ্বৎ) হে ইন্দ্র! ত্বং 'শক্তিং' (মত্তবারণসদৃশস্য দুর্দ্দমনীয়স্য মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারকং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি)। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ ইত্যর্থঃ হে 'মঘবন্' (প্রভূতধনবান ইন্দ্রদেব।) 'পূর্ব্বেণ' (দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন ইত্যর্থঃ) 'পদা' (পাদেন) 'অজঃ' (ছাগঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'বয়াং' (শাখাং) 'যম' (আকর্ষতি), তদ্বৎ বয়ং হৃদাং পুরতঃ বর্ত্তমানেন জ্ঞানভক্তিরূপেণ আকর্ষণী-সাহায্যেন ত্বাং আকৃষ্যাম ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে ভগবন ইন্দ্রদেব! 'দেবী' (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু—তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ, অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্তেরুৎপাদিকা সা তব পরাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু—সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। মনশ্চাঞ্চল্যং হি সর্ব্বানিষ্টানাং মূলং। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ জ্ঞানভক্তিরূপেষণেন ভগবতঃ প্রীতিসম্পাদনায় সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ত্ততে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন! অস্মান সদ্ভাবসমন্বিতান্ শুদ্ধপ্রজ্ঞাংশ্চ কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন।

অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ নিয়ামক শক্তি ধারণ করে; সেই-রূপ, আপনি মত্তবারণ-সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূতধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনশ্চাঞ্চল্য-পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষ শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি। অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তদানাদিগুণযুক্ত দেবভাব উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)। (৭অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দীর্ঘং' আয়তং 'অঙ্কুশং' সৃণিং 'যথা বিভর্ষি' এবমায়তাং 'শক্তিং' হে 'মন্তুমঃ' মন্তু জ্ঞানং, তদ্বন্। 'মতুবসো রুঃ (৮।৩।১)'—ইতি সম্বুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। ঈদৃশেন্দ্র! বিভর্ষি ধারয়সি॥ ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ জৌহোত্যাদিকঃ, শ্লৌ 'ভৃঞামিৎ (৭।৪।৭৬)' ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! যথা 'পুরোণ' দেহস্য পূর্বভাগে বর্ত্তমানেন 'পদা' পাদেন 'অজঃ' ছাগঃ 'বয়াং' শাখাং আকর্ষতি তথা পূর্ব্বোক্তয়া শক্ত্যা আকৃষ্যামঃ শত্রূন্॥ নিযচ্ছসি—যমেরেট্যডাগমঃ, বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্। গতমন্যৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটীর বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের যে একটী ভাষ্যানুসারী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখাহৃত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব

করিয়াছেন।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করি নাই। 'তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—ভাষ্যেও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের লক্ষ্য যদি ইন্দ্রদেব হয়েন, তাহা হইলে 'কল্যাণময়ী' বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে এ বিশেষণ প্রযুক্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—এরূপ অর্থেরই বা তাৎপর্য্য কি? তাই এক বিষম সমস্যার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে সঙ্কল্পসঙ্কল্পে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। মনশ্চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপস্যাই সম্ভবপর নহে। সঙ্কল্পই বল আর যাহাই বল, মনশ্চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত কিছুই সম্ভবপর হয় না। মত্তহস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি মানুষ নিয়ত বিপথগামী হইতেছে। মনশ্চাঞ্চল্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? সাধারণ মানুষ বলিয়া নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষেও এক দিন সেই মনশ্চাঞ্চল্য নিরোধ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও একদিন মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং।"

অর্থাৎ,—হে ভগবন! আমি চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। মন অতীব চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ। বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে বশ করিতে পারিতেছি না। যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি? কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুকে যেমন নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যখন চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত এতাদৃশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রারব্ধের কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের কর্ম্মসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না। অর্জ্জুনের এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

মন চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য—তাহা স্বীকার করিয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণার

দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে, যোগলাভে সক্ষম হন।' সুতরাং বুঝা গেল,—অভ্যাস-সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধি দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনকে বশীভূত করার নামই—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মানুষের সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মন্ত্রে সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সদ্ভাবলক্ষ্যে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়েই প্রথমতঃ উপদেশ দেখিতে পাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমায় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মত্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত করিতে হয় সেইরূপ মনকেও বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ শক্তির সাহায্যে, বশীভূত করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গকে সংযত করিবার শক্তি যেমন অঙ্কুশে বর্ত্তমান, সেইরূপ ভগবানও মানুষের চিত্ত বশীভূতকারী শক্তি ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট সেই শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে শক্তির দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়, সকল শক্তির আধার ভগবানের নিকট সেই শক্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমা বাক্যের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

তার পর দ্বিতীয় উপমায় (পূর্ব্বেণ পদা বয়ামজো যথা প্রভৃতি) সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করুন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব এই যে—ছাগ যেমন সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিবা আমাদিগের অর্থে স্থূলতঃ এই ভাব ব্যক্ত হইলেও মূলতঃ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এখানে অজের সম্মুখভাগস্থ দুইটী পদ বলিতে আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীদ্বয়কে উপলব্ধি করি। ভগবানকে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। আবার 'অজঃ' পদে যদি "আত্মাকে' লক্ষ্য করি, আর 'বয়াং' পদে যদি 'ভগবানকে' বুঝি, তাহা হইলেও উপমার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং।" 'অজঃ' বলিতে সেই অনাদি আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বয়াং' বলিতে আমরা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করি। নদী বা সমুদ্রে 'বয়া' যেমন পোতাদির আশ্রয়, পরমাত্মা সেই আত্মার 'পদ'-স্বরূপ। এইরূপে উপমার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে! একবিধ অর্থে উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—'অজ যেমন তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা বৃক্ষ-শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্যবিধ অর্থে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আত্মা যেন পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারে।

তার পর মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে সদ্ভাব প্রাপ্তির কামনা এবং সেই সদ্ভাবের সহায়তায় পরমমঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে পর পর দুর-

পর্য্যায়ে উচ্চাবচক্রমে এইরূপ বিভিন্ন ভাবের কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—৫খ ৩সূ—২সা)।

—— * ——

তৃতীয় সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অব স্ম দুর্হ্ণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'দুর্হ্ণায়তঃ' (উপক্ষয়িতৃণাং সত্ত্বাপহারকানাং ইতি ভাবঃ বহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'স্থিরং' (সুদৃঢ়ং বলং) 'অব তনুহি স্ম' (নিঃশেষেণ বিনাশয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, যঃ' (সত্ত্বাববোধকঃ যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিভূতান করোতি ইতি ভাবঃ) 'অধস্পদং' (নীচীনং পরাভূতং) 'কৃধি' (কুরু)। হে দেব! 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা—সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনং' (উৎপাদয়তু তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ—অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্ত্বোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু, সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সত্ত্বাদিসংজননায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান কুরু। সৎপথং চ প্রদর্শয়। (৭অ ৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের (আমাদিগের) উপক্ষয়িতা সত্ত্বাপহারক বহিরন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্)।

অপিচ, সত্ত্বভাবরোধক যে শত্রু আমাদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বহিরন্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদানাদিযুক্ত দেবভাবোৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সত্ত্বভাবজনয়িত্রী শক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সত্ত্বভাবসম্পন্ন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দুর্হণায়তঃ' দুঃখপ্রদহরণমাচরতঃ 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যস্য শত্রোঃ 'স্থিরং' দৃঢ়ং বলং 'অব তনুহি' অবততং নীচীনং কুরু। 'স'—ইতি পূরকঃ। 'তং' শত্রুং 'ঈং' এবং 'অধস্পদং' পাদয়োরধস্তাদ্বর্ত্তমানং 'কৃধি' কুরু। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান্' 'অভিদাসতি' উপক্ষপতি। সমানমন্যৎ। (৭অ ৫খ ৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। অন্তঃশত্রুই সত্ত্বের অবরোধ করে; তাহাদের বর্ত্তমানে অন্তরে সত্ত্বের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করিয়া হৃদয়ে সত্ত্বের উন্মেষ করিয়া দিউন। আর সেই সত্ত্বের সাহায্যে যাহাতে আমরা আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্য্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিই তাহার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্যাদি দর্শনে, তাহা পাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তাহা অধিগত না হইলে তৎসহ যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহারাই চিত্তের চঞ্চলতা আনয়ন করিয়া থাকে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হইলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রে সেই কামনা—সেই প্রার্থনাই বর্ত্তমান।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে অনুবাদটী এই,—"যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক হইলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দেও; যে আমাদিগের অনিষ্ট

চেষ্টা করে, তাহাকে যশাশালী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।" * (৭অ ৫খ—৩সূ ৩সা)।

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।

১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃসঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধুনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃএব সঞ্চায়তে অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামহে; এবাম্বগঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু—ইতি ভাবঃ। (৭অ-৬খ-১সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' দশাপবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। কীদৃশঃ সন্? 'স্বানঃ' শব্দায়মানঃ। 'সুবানঃ'—ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ। শয়মানঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী প্রাবসু বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে সোম! স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু সোতৃষু 'সর্ব্বধা অসি' সর্ব্বস্ব ধাতা দাতা চ ভবসি। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১০৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (৭অ-৬খ—১সূ—১সা)॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ ১ খ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বঃ! ত্বং 'বিপ্রঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, জ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (কর্ম্মকুশলঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'অন্ধসঃ প্রজাতং' (সত্ত্বাবসঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (পরমানন্দং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। অপিচ, ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্য ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সত্ত্বাবপ্রভাবেন পরমানন্দলাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতান্ কুরু পরমানন্দং চ বিধেহি। (৭অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্ম্মকুশল হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগকে সত্ত্বাবসঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সত্ত্বাবপ্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। (৭অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' বিপ্রঃ' বিবিধং প্রীণয়িতা বিপ্রসদৃশো বা ত্বঞ্চ 'কবিঃ' মেধাবী, অতস্ত্বং 'অন্ধসঃ' অন্নাৎ জাতং 'মধু' মধুরসং প্রযচ্ছসীতি শেষঃ। (৭অ-৬খ—১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ প্রজাতং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উহার অর্থ হইয়াছে—'অন্ন হইতে সঞ্জাত।' সেই অন্ন হইতে উৎপন্ন 'মধু' মধুরস সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তার পরই বলা হইয়াছে—'মদেষু সর্ব্বধা অসি' অর্থাৎ মাদক পদার্থের মধ্যে সোম সকলের ধারক। অন্ন হইতে সোম সংযোগে মধুরসযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর সেই মাদক-দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সোমের যে সকল বিশেষণ পদ—'কবিঃ' 'বিপ্রঃ' প্রভৃতি—মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং 'অন্ধসঃ প্রজাতং মধু' মন্ত্রাংশে অন্ন হইতে

উৎপন্ন মধুররস অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে না। 'কবিঃ' এবং বিপ্রঃ' পদদ্বয়ের সহিত অর্থসঙ্গত রক্ষায়, আমাদের মতে উহার অর্থ হয়—সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ। 'অন্ধসঃ' পদের অন্ন অর্থ নিরুক্তসম্মত। কিন্তু যে অন্ন সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন, সে অন্ন সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিয়াছি তো—দেবগণ সূক্ষ্ম অশরীরী। স্থূল অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম অশরীরী, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য সেইরূপ সূক্ষ্ম সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানেরই আবশ্যক হয়। এখানে 'অন্ধসঃ' পদে সেই সদ্ভাবাদির প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'মধু' পদের পরমানন্দ অর্থই সমীচীন। সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে—হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সমাবেশ হয়। এখানে সেই আনন্দই 'মধু' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর সোমের বিশেষণ পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। সোমকে 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্মকুশল বলা হইয়াছে। সোম যে কর্ম সম্পাদন করেন, সে কোন্ কর্ম? আমরা মনে করি, সে কর্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। দুর্দম অশ্বকে যেমন রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয় সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্মকুশল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, কর্মের দ্বারাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এককালে বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার নাই, যিনি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। 'বিপ্রঃ' পদের 'জ্ঞানদাতা' অর্থও এই ভাবেই সুসঙ্গত। জ্ঞানী যিনি - ভক্ত যিনি, তিনিই 'কবি' হইবার অধিকারী। ভগবান ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান, জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন; সত্ত্বের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত; জ্ঞানের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিভাত। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিপ্রঃ' বলা হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, 'হে দেব! আপনি কর্মকুশল, আপনি জ্ঞানদাতা। আপনি আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। সর্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আপনি একটু কৃপা করুন, একটু জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন, একটু কর্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন। উষার আলোকের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশ পাইয়া পাইয়া, সদ্ভাব উন্মেষের সহায়ক হউক। সদ্ভাবের উন্মেষণে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।' (৭অ-৬খ-১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই—"হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।"

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বে' (ত্বাং) 'পীতি' (পালনং গ্রহণং বা ইত্যর্থঃ) 'আশত' (কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন-অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবাঃ অস্মাকং রক্ষন্তু, অভীষ্টং পূরয়ন্তু ইতি প্রার্থনা। (৭অ—৬খ—১সূ ৩সা।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাবসমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বে' ত্বয়ি পীতিং পানং 'বিশ্বেদেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'সজোষসঃ' সমানপ্রীতয়ঃ সন্ত 'আশত' প্রাপ্নুবন্॥ (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহ আমাদিগের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ হউক।

'পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। উহাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু আমরা পান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গ্রহণ' বা পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। আর সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"সকল দেবগণ সমান-প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাকে পালন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।" * (৭অ ৬খ-১সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৩ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র১র ১র৩২১ ২ ১২র
১। পাহ ৫ রি। স্বানো ৩ গা ৩ য়িরিষ্ঠাঃ। পাবত্রেসো। সোঅক্ষরাৎ। পবিত্রে।

১ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২১ ২ ১
সোমো ২ ৩। ক্ষারাৎ॥ তুং ৫ বম্। বিপ্রা ৩ স্তু ৩ পক্ষায়িঃ। মধুপ্রজা।

২৩২১ ২ ১ র ৪ ৫ ২ র ৪ ২
তমন্ধসাঃ। মধুপ্রজা। তমা ২ ৩। সাসাঃ॥ তুং ৫ বে। বিশ্বে ৩ সা ৩

৪র ৫ ২র১র২১ ২৩র২১ ২রর র ১ ৪ ৫
জোষসাঃ। দেবাসঃপায়। তিমাসতা। দেবেসঃপী। তিমা ২ ৩। সাতা।

১ ২ ২৲ ৫ ২ ১ ৩ ১র ৲১
ওায়। মদো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। যুবা। সন্নধাঃ। অসায়। মা ২ং

৩ ৫র র ২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। যুসন্নধা অসী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১২ র র র ১ ৲ ৩ ৫ ২র ১ —
২। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পসা ২ য়িত্রে ২ ৩ ৪ সো। সোঅক্ষারা ২ ৎ॥

১২ ১ ন ৩ ৫ ২ ১ — ১২
তুবাম্। বিপ্রস্তুকবিঃ। মধু ২ প্রা ২ ৩ ৪ জা। তমন্ধামাসা ২ঃ॥ তুবে।

র র ১র ন৩ ৫ ২র১ — ১ ২
বিশ্বেসজোষসঃ। দেবা ২ সা ২ ৩ ৪ ঃ পী। তিমাসাতা ২। মদায়িষ্বসা ৩।

S ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
ঈ ৩ য়া ৩। বঁধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

s ২ ১৩৩র২১ n ৩ ৫ ২ ৩ ৫
৩। ঔ ৩ হোয়ি। হহহাহহায়ি। ঔ ২ হো ২ ৩৪ পা। পরাম্নিস্থা ২ ৩ ৪ গো।

২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
গিরা ২ ৩ ৪ য়িষ্ঠাঃ। পবিত্রে ২ ৩ ৪ গো। সোমক্ষা ২ ৩ ৪ রাং।

২ ৸ ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩
ভুবংবা ২ ৩ ৪ য়িপ্রঃ। ভুবক্ষা ২ ৩ ৪ গীঃ। মধুপ্রা ২ ৩ ৪ জ। ৩মঙ্কা

৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ র n ৩ ৫
২ ৩ ৪ সাঃ। ভুবেবা ২ ৩ ৪ য়িখে। সজোষা ২ ৩ ৪ সাঃ। দেবানা ২ ৩ ৪ : পীঁ।

২ n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ S ২
তিমাশা ২ ৩ ৪ ভা। মদাশ্নিষ, ২ ৩ ৪ সা। স্বধাভা ২ ৩ ৪ পী। ঔ ৩ হোয়ি।

১২৩র২১ n ৩ ২ ১৩ ১ ১১
হহহাহহায়ি। ঔ ২ হো ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। এ ৩। উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

• • •

২ র ১ ২র ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ র
৪। পারস্থবাইহা। নোগায়ি। রায়িষ্ঠাও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ ডা॥ পবিত্রে-

র র S ১ ২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ১
গোমো ৩ আ। ক্ষারাদো ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা। ভুবংবিপ্রইডা।

২ ১ ২৸৩ ৫ ৩ ৫ ২ র ১ ২n৩
ভুবাম্। কাবাও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা। মধুপ্রজাতা ৩ মা। ধাসাও

৫ ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২n৩ ৫
২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা॥ ভুবেবিশ্বডা। সজো। সাসাও ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২রর র ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫
ঈ ২ ৩ ৪ হা। দেবাস পীতৌ ৩ মা। শাতাও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হাঃ।

২ ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ১ ১ n
সদায়ি। মৃসাও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা। স্বধাঃ। স্বধা ২

৩ ৩ ৫
আ ২ ৩ ৪ ৫ দা ৬ ৫ ৬ য়ি। ঈ ২ ৩ ৪ ডা॥

* * *

২ ২ র — ১ ২ — ১ ২ ১র
৫। পরিস্থানঃ। গা ২ য়িরিষ্ঠাঃ। পবা ২ য়ি। ত্রে ২ ৩ সো। মোক্ষা ২

১ ২ — ১ ২ — ১ ২ ১ —
ক্ষারাৎ। ভুবংবিপ্রস্থ। বাও ২ কবায়ি। মধ ২। প্রা ২ ৩ জা। তমা ২

১ ১ র২র ১ ২র — ১ ২ ১ —
হ্বানাঃ। ভুবোবিখেম। জো২ষণাঃ। দেবা২। সা২৩ঃপী। তিমা২

১ ২ — ১ ১ ২ ৫
পাতা। মা২৩দাসি। ব্২দা। বর্ণা২৩ঃ। হাউবা৩। অ২৩৪পী॥

* * *

২ ১ ২ ১ ২১ ২১ ২ র র ২
৬। পরিস্বোবা। সোগিরিষ্ঠাঃ। পবারিত্রে২৩সো। মোক্সারাৎ॥ ভুবৎ-

১২ ১২ ২১ ২ ১ ২র ১২
বিপ্রোবা। ভুবক্কবারিঃ। মধুপা২৩জা। তমক্কাসাঃ॥ ভুবেবিখোবা।

১ র২১ ২র১ ২ র১ ২ ৪
সাজোষনাঃ। দেবানা২৩ঃপী। তিমাপাতা। মদারিষ্১সা২৩র্বা॥

৫র ৩২
ষাঃ। অসো৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ — ১ ২র ১ — ১র —
৭। পরিস্বোহো ২। ইয়া। সোগিরাষ্ঠি২ঃ। পবিত্রেসোহো ২। ইয়া

১ ২র১ -- ২ -- ১ ২১ — ১
মোক্সারা২ৎ॥ ভুবংবিপ্রোহো ২। ইয়া। ভুবক্কাবা২রিঃ। মধুপাজো-

-- ১ ২১ - ২র১ — ১ ২র১ —
হো ২। ইয়া। তমক্কাসা২ঃ॥ ভুবেবিশ্বোহো ২। ইয়া। সজোষাণা২ঃ।

র র১ — ১ ২র১ — র১ — ১ ২১র
দেবাসঃপোহো ২। ইয়া। তিমাপাতা ২। মদেষুপাহো ২। ইয়া। অপাঅ

২ ১
২৩সা৩৪৩স্নি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২র র র র ১র২ ১২৩ ৫ ২র
৮। হাউপরিষানোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবত্রেসো৩। মোক্ষা২৩৪রাৎ। হাউ

১ ২ ১২৩ ৫ ২র র র
ভুবংবিপ্রাস্তবকবির্হাউ। মধুপ্রজা৩। তামক্কা২৩৪সাঃ। হাউভুবেবিশ্বে-

র র ২র১র ২ ১ ২ঢ ৩ ৫ —
সজোষসোহাউ। দেবাসঃপীত। ভাব্রিমাশা ২ ৩ ৪ ভা। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১র ঢ ৩ ৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িহী। মদায়িষ্ ৩ সা। স্বধাঃ। আ ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবয়ন্তে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩ ৪ ৫ র র ২ঢ ৩ ৫ ১ — — ১ ঽ ২ ১ র র র
৯। পরিস্বানঐ। হৗঐহী ২ ৩ ৪ য়া। গিরিষ্ঠাঐ ২ হৗঐ ২ হী ৩ য়া পবিত্রে সোমো

— ১ ঽ ২ ৩ ৪ ৫ র ২ ৩ ৫ ১
অক্ষরদৈ ২ হৗঐ ২ হী ৩ য়া॥ ভুবংবিপ্রস্তুঐ। হৗঐহী ২ ৩ ৪ য়া। বক্ষ্যবরে

— ১ ঽ ২ ১ র ১ ২ ৩ ৪র৫ র র ২ঢ
২ হৗঐ ২ হী ৩ য়া। মধুপ্রজাতমন্ধসঐ ২ হী ৩ য়া॥ ভুবেবিশ্বেসঐ। হৗঐ

৩ ৫ ১র ঽ ২ ১রর র র — ১ ঽ
হী ২ ৩ ৩ য়া। জোষসঐ ২ হী ৩ য়া। দেবাসঃপীতিমাশতঐ ২ হৗঐ ২ হী

২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪
৩ য়া। মাদায়িষুসা ৩ ১ ২ ৩। স্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি॥

* * *

২ ১ ৪র র ৫ ১ ২র র র ১ ২
১০। পরিস্বা ২ ৩ নোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবিত্রেসো। মোআক্ষা ১ রা ২ ৩ ৎ।

১ ২ ২ ১ ৪ ৫ ১ ২ র ১ ২
হোবা ৩ হায়ি॥ ভুবংবা ২ ৩ য়িপ্রস্তুম্ক্ষ্যহাউ। মাধুপ্রজা। তমান্ধা ১

১ ২ ২ ২ ১র ৪র র ১ র২র
সা ২ ৩ ঃ। হোবা ৩ হায়ি॥ ভুবেবা ২ ৩ য়িশ্বেসজোহাউ। দায়িবাসঃপী।

১ র ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
তিমাশা ১ ত ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। মদায়িষ্ ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হা।

১র ৩ ৫র র ২ ২র১৩১ ১ ১ ১
স্বধাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবয় ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ র — ১ ২র র র ৬ ৭ ৩র ২
১১। পরিস্বানঃ। গা ২ য়িরিষ্ঠাঃ পাবিত্রেসো। মোআক্ষরা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি॥

১ ২ — ১ ২ র ১ ৭ ৫র ২
ভুববিপ্রস্তু। বা ২ ক্ষ্যায়িঃ। মাধুপ্রজা। তমান্ধসা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি॥

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র৩ ২
স সুন্বে যো বসূনাং যো
৩ ১ ২ ১ ১র ২১
রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্॥ ১॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইড়ানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুন্বে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ ৬খ—২সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'সুন্বে' অভিষুবে ঋত্বিগ্‌ভিঃ, যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা', যশ্চ 'রায়াং' রাতি প্রযচ্ছতি ক্ষীরাদিকামিতি রায়ো গাবঃ তেষামানেতা, যশ্চ 'ইড়ানাং' অন্নানাঞ্চ, যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' সুনিবাসানাং শোভনমনুষ্যযুক্তানাং গৃহাণাং আনেতা বিদ্যতে, সোঽস্মভ্যমিত্যুহ্যমিতি। (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

প্রথম (১০৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সত্ত্বভাব ধন প্রদান করেন, জ্ঞান দান করেন এবং সাধকদিগের রক্ষক হয়েন। এতদ্বারা কি ভাব বুঝিতে পারি? যে সোম এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, তিনি কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ গুণশক্তিসম্পন্ন সোমকে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার মাদকদ্রব্য রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্যাখ্যাকার ঠিক সেই পন্থারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"যে সোম অন্ন, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থের কোনও সার্থকতা আমরা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহা হউক, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধনপ্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার জন্য যেন আত্ম-নিয়োগ করি। দস্যু তস্কর আর কি? সেই অজ্ঞানতাই—অজ্ঞানতা-সহচর সেই রিপু-শত্রুই তো অন্তরের মূল্যবান বিত্ত-সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়! তাহারাই তো যত কিছু অসৎকার্য্যের, যত কিছু পাপানুষ্ঠানের জনয়িতা। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে সেই সকল দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে। ভগবদধিষ্ঠানে অন্তর উপদ্রবহীন হয়।

ভাষ্যকার 'ইড়ানাং' পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য।* (৭অ ৬খ ২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য বার্য্যমণা ভগঃ।

১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যস্য' (সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুভূতং, গ্রহণীয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'পিবাৎ' (গৃহ্লাতি) ; অপিচ 'যস্য' (ত্বাং) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) গৃহ্লন্তি ইতি শেষঃ। 'অর্য্যমণা' (তন্নামকেন দেবেন সহেতি ভাবঃ) 'ভগঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'যস্য' (ত্বাং) গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ। 'যেন' (তথাবিধস্য তব প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) বয়ং 'মিত্রাবরুণৌ' (তন্নামকৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রভূতং স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অকরামহে' (আকৃষ্যাম)। অপিচ, 'মহে' (মহতে) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরমাশ্রয়-লাভায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। সদ্ভাবপ্রভাবেন দেববিভূতিলাভায় তথা ভগবতি আত্মসম্মিলনায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে। (৭অ ৬খ—২সূ—২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান গ্রহণ করেন। অপিচ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অর্য্যমাদেবের সাহচর্য্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি, এবং পরমাশ্রয়-লাভের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সদ্ভাবপ্রভাবে দেববিভূতিলাভের এবং আত্মার আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান)। (৭অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'যস্য' প্রসিদ্ধস্য 'তে' তব রসং 'ইন্দ্রঃ' 'পিবাৎ' পিবতি। পা পানে (ভ্বা০ প০), লেটাড়াগমঃ। 'যস্য' যস্য সোমং 'মরুতঃ' পিবন্তি, 'বা' অপিচ 'অর্য্যমণা' এতন্নামকেন দেবেন সহ 'ভগঃ' দেবঃ 'যস্য' যং সোমং পিবতি, 'যেন' সোমেন 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ বয়ং 'আকরামহে' আভিমুখীকুর্ম্মহে। তথা 'মহে' মহতে 'অবসে' রক্ষণায় যেন চ সোমেন 'ইন্দ্রং' আভিমুখীকুর্ম্মহে, তং ত্বামাভিষুণোমীত্যর্থঃ। (১অ-৬খ-২সূ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১০৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। প্রথমে নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্র কহিতেছে,—'সত্ত্বভাব সকল দেবতারই প্রার্থনীয়। সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের সত্ত্বভাবগ্রহণে ভগবান যেন প্রীতি লাভ করেন; আর প্রীত হইয়া তিনি যেন আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন মিশাইয়া লন।' সঙ্কল্প—সত্ত্বভাব সঞ্চয়; সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিণতি—তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে, মিত্র, বরুণ, ভগ, অর্য্যমা, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। তাঁহারা সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। দৃশ্যতঃ তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন পার্থক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন নামে যে সকল দেবতার উল্লেখ বেদ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলেই সেই একেরই বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশ। বাহিরে যে বিভিন্ন দেবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও অন্তর্নিহিতভাবে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুদ্গণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায়, মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। বেদ-মন্ত্রে বৃহস্পতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্ত্তী

কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সন্নিবেশিত হইল। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য, তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম;—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ভগ ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিরিক্তা বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।" কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অন্যরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা। পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩।৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড পর পর মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদাংশো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে ভবেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণু সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পুরাণের যথাক্রম পার্থক্য যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে

নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাঁহার আভাষ দিয়া লিখিয়াছেন,—"অদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিন দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, put the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky". Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, enternity or the enternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable principle......is the celestial light." —Roth, translated by Muir, "Sanskrit Texts" vol. V (1884) P. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনীসকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম-সংখ্যা উনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংজ্ঞার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয় প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়;—কুহেলিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে মন্ত্রের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে

প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাষ দেয়। অপিচ, তিনিই একত্র যে বহু, তাহাও বুঝা যায়। * (৭অ—৮খ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১২　১র র　২　১ -- ১ --　র র ১　২
১। সায়। বেযোবসূ ২৩ নাম। যোরা ২ য়ামা ২। নেতায়ইডা ২৩ নাম।

১　২　১　২ ১　৫　৫　১২　১
সো ২৩ মাঃ। যঃ সুক্ষিতা ২৩৪ য়িনো ৬ হায়ি। সোমাঃ। যঃসুক্ষিতা

২　১ — ১ --　র　১　২　১ — ১ —
২৩ য়িনায়। যাস্থা ২ তাঈ ২। ভ্রঃপিবাস্তসগরু ২৩ তাঃ। যাস্থা ২ তাঈ ২।

র　১　২　১　২　১র ২১র　৫
ভ্রঃপিবাস্তসমরু ২৩ তাঃ। যা ২৩ স্থা। বার্য্যামণাভা ২৩৪ গো ৬

৫　১২　১র র　২　১ -- ১ —　১র　র
হায়ি। যাস্থা। বার্য্যমণাভা ২৩ গাঃ। আযে ২ নামী ২। ত্রাবরুণা

২ র　২　১　২　১ ২র১　৫　৫
করামা ২৩ হায়ি। আ ২৩ য়িস্রাম্। অবদেমা ২৩৪ হো ৬ হায়ি।

* * *

২১ ২ ৪　২n৩　৫　২র ১ --　র ১ ২ ২
২। সসুযে ৩ যঃ। বাসূ ২৩৪ নাম। যোরায়া ২ ম। আনাম্বিতা ৩ য়া ৩ঃ।

২n　৫　২র ১　২ ৪
ইডা ৩ ২৩৪ নাম। সোনাঃ। যাঃ সু ৩ ক্ষী ৩।

২n　৫
তা ৩৪৫ য়িনো ৬ হায়ি॥ ১২॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　৩　১২　৩ ২৩ ১　২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।

২৩　২৩ ১　২　৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"দৌর্ঘম" এবং "দক্ষম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ) ; 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্ষীরাদিভিঃ তৃপ্যতি তদ্বৎ) 'হব্যৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ন্ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্মসমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দলাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ হই।) (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং তং সোমং 'অভিগায়ত' অভিষ্টুত। 'তং' ইমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিব অলঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ স্বাদূকুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ 'হব্যৈঃ' হবির্ভিঃ মিশ্রণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ত' স্বাদূকুর্ব্বন্তি। ১।

• • •

প্রথম (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান্ সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে, শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন্ স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্য আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৩সূ-১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবাবীর্ম্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাবীঃ' (দেবভাবানাং সংরক্ষকঃ, উৎপাদকঃ বা) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'হিন্বানঃ' (উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্ত্তুং কাময়মানঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মতিভিঃ' (মনীষিভিঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সমজ্যতে' (সম্যক্ যোজিতঃ ভবতি মনিষিভিঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সাধকাঃ এব সত্ত্বাধিকারিণঃ। আত্মোৎকর্ষেণ সাধকাঃ সত্ত্বাদ্যান্ সমধিগচ্ছন্তি। তে সাধকাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়মপি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ-২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসকদিগের শৌর্য্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া, বৎসগণ যেরূপ তাহাদের মাতার সহিত সঙ্গত হয় সেইরূপভাবে, মনীষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌প্রকারে যোজিত

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫অ—১০খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণই সদ্ভাবের অধিকারী। আত্মোৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সদ্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিন্বানঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ বসতীবরীভিঃ 'সমজ্যতে' সম্যক্ সিক্তো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎস ইব' বৎসো যথা 'মাতৃভিঃ' গোভিঃ সমক্তো ভবতি, তদ্বৎ। কীদৃশঃ? দেবাবীঃ' দেবানাং রক্ষকঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'পরিষ্কৃতঃ।' অলঙ্কৃতঃ। ভূষণার্থে সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬.১.১৩৭) ইতি সুড়াগমঃ, পরিনিবিভ্যঃ (৮৩১৭০) ইতি ষুটঃ ষত্বং॥ (৭অ - ৬খ—৩সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা তাহা অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন। প্রথমে সেই ব্যাখ্যাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্য-সহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় জলের প্রসঙ্গ নাই। দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিবার উল্লেখও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যায় সে ভাব টানিয়া আনা হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার—কাহারও অনুসরণ করি নাই। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিলে এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সামগ্রী বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, আর দেবতাকে মাদক-দ্রব্য-প্রদানের প্রবৃত্তি আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দুঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'সোমঃ।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য। 'মদঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মদকঃ' অর্থাৎ মত্ততাজনক। সুতরাং সোমরূপ মাদকদ্রব্য যে দেবগণের মত্ততা উৎপাদনের জন্য গমন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ 'ইন্দুঃ' পদের যে সকল বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অধ্যাহৃত অর্থ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আমরা মনে করি,—ঐ 'ইন্দুঃ' পদে বিবিধ প্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ। দেবগণ—ভগবান সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন, আর সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি

সাধিত হয়, - এরূপ অর্থ লইয়া ভ্রান্ত যাঁহারা, তাঁহারাই পরিতুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ অর্থ লইয়া জ্ঞানিগণ কখনই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দের 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। 'সোম' বা 'ইন্দু' বলিতে—জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সোম সুধা - সেই সুধা।

সোমের এইরূপ অর্থে বিশেষণ-পদগুলিরও সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আবার মন্ত্রান্তর্গত উপমা অংশের সুষ্ঠু অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে অনুপম অমৃতের উৎস ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সদ্ভাব-সমূহ সংরক্ষিত হয়; তাহাতেই অন্তরে বিমল আনন্দ জন্মে,—হৃদয় নির্ম্মলতা ধারণ করে। এই ভাবেই বিশেষণ-পদ-সমূহের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এইবার মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' উপমা অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বৎসগণ যেমন গাভীদিগের সহিত সঙ্গত হয়, গাভীগণ যেমন স্তন্যাদি দানে বৎসের লালন-পালন করে; সেইরূপ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে সমুদ্ভূত সেই অনুপম সুধা, সাধকগণ ভগবানে ন্যস্ত করিয়া থাকেন। আর সেই সুধা-গ্রহণে অশেষ-কল্যাণ-সাধনে ভগবান সাধকগণকে রক্ষা করেন। ফলতঃ, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ সাধনেই 'ইন্দুঃ' ভগবানে সমর্পিত হয়। এখানে সেই সদ্ভাবসঞ্চয়েরই উদ্বোধনা আছে। (১ম ৬খ ৩সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১   ২র ৩ ১ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্দ্ধায় বীতয়ে।
৩ ১ ৩ ২ ৩ ১২   ৩২
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ॥ ৩॥
* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'দক্ষায়' (বলায়, কর্ম্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'সাধনঃ' (সাধকঃ, বিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। তথা 'অয়ং' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'শর্দ্ধায়' (বলায়, শত্রুনাশসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) তথা 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়—যদ্বা, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইতি ভাবঃ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ। 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অয়ং'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, ষড়ধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

(সঃ শুদ্ধসত্ত্ব) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং প্রীতয়ে) 'মধুমত্তরঃ। (তেষাং পরমানন্দবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। সদ্ভাবদানেন ভগবতঃ প্রীতিং সম্পাদয়াম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্ম্মশক্তি-বিধায়ক হউক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরমানন্দ-বিধায়ক হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, সদ্ভাব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হই। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'দক্ষায়' বলায় বর্দ্ধনায় বা 'সাধনঃ' সাধয়িতা ভবতি, তথা 'অয়ং' সোমঃ 'শর্দ্ধায়' বলায় 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণার্থং চ ভবতি, 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ মধুমত্তরঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যযুক্তো ভবতি, অত্যন্তং মদকরো ভবতীতি বা। (৭অ-৬খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য্যাদির বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। কেহ আবার তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তি-সুধা-পান করাইবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্ম-সকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার জন্যই এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক দীনতা জানাইয়া, ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! এস; আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। জানি—তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমি অনন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই—তুমি অসংখ্য অনন্তরূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও একমাত্র তুমিই

প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ সদ্ভাব-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' ফলতঃ, কর্ম্মশক্তি লাভের কামনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাবমণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।" ব্যাখ্যাকারের গভীর গবেষণার বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। * (৭অ—৬খ—৩সূ—৩ম)।

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৩　　৩　৫　৩　৫　২র১　২　১র২
১। অাং২৩৪বঃ। দা২৩৪খা। সা২৩৪খা। য়োমদা২৩য়া। পূনানস।

র　২　১　২১২৮　৩র২১　২৩র২
ইগায়া২৩তা। শায়িশুন্নহ। ব্যঃশ্বদয়া২৩। তগূর্ত্তিভা৩৪৩য়িঃ॥

৩　৫　৩　৫　২১র　২　১　২র
সা২৩৪ব। ৎসা২৩৪ঈ। বসাত্ত্২৩ভায়িঃ। আয়িন্দুর্হিন্বা

র১　২　১　২র১র　২র৩২১　২৩২
গোঅজ্যা২৩তায়ি। দাদ্বিবাবীর্য্যা। সোমাতিভা২৩য়িঃ। পরিষ্কৃতা৩৪৩ঃ॥

৩　৫　৩　৫　৩১র　২　১২র　১র
আ২৩৪মগ্। দা২৩৪সা। য়সাধা২৩নাঃ। আয়৮শম্ভোং। যবীতা

২　৩　২র১র　২র৩২১২৩　২
২৩য়ায়ি। আয়ন্দেবে। ভ্যোমধুমাধতরঃসুতা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১　র　১র　২র১　—　র১　২১　—
২। তংবঃসখা। য়োমদায়া। পুনানামা২। ভিগায়তা। শিশুন্নাহাহা২।

র　১　n　৫র র　১র২　১৮১১১
বৈ্যঃশ্ব। দা২য়া২৩৪ঔহোবা। তগূর্ত্তিভরে৩উপা২৩৪৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সঞ্চশিক শততম সূক্ত, তৃতীয় সাক)।

২ র ১ ২ র ১র ২
৩। ভংবঃসখা। যোমদা ২ ৩ য়া ৩ ৪। পুনানমা। ভিগায়া ২ ৩ তা ৩ ৪।

২ র ১র n ৩
শিশুমহা। বৈাঃসূদয়ন্তগূ। তা ২ মি। ভা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা। ১।২।৩। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ, সন্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ—সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু হৃদি ইতি যাবৎ); 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'স্বানাঃ (অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ -ভবন্তি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধনপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধনপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "কার্ণশ্রবসম্", (২) "সুজ্ঞানম্" এবং (৩) "কাশীতম্।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাঃ' 'পবন্তে অস্মভ্যং' অস্মদর্থং ক্ষরন্তি আগচ্ছন্তি বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ, 'স্বানাঃ' সূয়মানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ, অতএব 'স্বাধ্যঃ' শোভনধ্যানাঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ স্বর্গপ্রাপকা বা। (৭অ—৬খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সোম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না। তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সমধর্ম্মীলাভেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' - সন্মার্গপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই 'মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২　৩ ১　২　　৩ ২ ৩　　১ ২　৩　১ ২
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
১ ২　৩　১　২ ৩ ১　২　　৩ ১ ২　৩ ২　৩ ২
সূরাসো না দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ-১সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (জ্ঞানভক্তি-সহযুতেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং 'পূতাঃ' (সম্যক্ বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তো, – হৃদি উদ্দীপয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; এবম্প্রকারেণ প্রবুদ্ধঃ সন্ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ঘৃতে' (স্নেহসত্ত্বসমন্বিতে, জ্ঞানভক্তিসহযুতে ইতি ভাবঃ—হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জিগত্নবঃ' (গমনশীলঃ সন্ গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবাঃ' (স্থিরঃ অবিচলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। তদা 'তে' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়াঃ তে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'সূর্য্যাসঃ ন' (সূর্য্য ইব, সূর্য্যবৎ তেজঃসম্পন্ন ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'দর্শতাসঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠাঃ ইতি ভাবঃ পরমমার্থ-প্রকাশকাঃ যদ্বা – জ্ঞানদায়কাঃ মুক্তিহেতবঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি সমুদিতঃ সন্ নরান্ জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসয়তি মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ - ৬খ ৪সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে সম্যক্‌প্রকারে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানভক্তিসহযুত হৃদয়ে গমন করিয়া স্থির অবিচলিত হয়েন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের দর্শনীয় বা সকলের শ্রেষ্ঠ ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হইয়া মানুষকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূতাঃ' পবিত্রেণ পরিপূতাঃ 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ, 'দধ্যাশিরঃ' দধ্যামিশ্রণাঃ, 'ঘৃতে' বসতীবর্য্যাখ্যে উদকে 'জিগত্নবঃ' গমনশীলাঃ 'ধ্রুবাঃ' তত্র স্থৈর্য্যেণ বর্ত্তমানাঃ 'তে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'সূর্য্যাসঃ ন' সূর্য্যা ইব 'দর্শতাসঃ' পাত্রেষু সর্ব্বৈর্দর্শনীয়া ভবন্তি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এই, "ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে. কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না।" এ অর্থ হইতে কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। 'ইহারা'

লক্ষ্যে ব্যাখ্যাকার কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। ভাষ্যেও যে অর্থ প্রকাশ আছে, ব্যাখ্যায় সে ভাবও পরিগৃহীত হয় নাই। সোম-সম্পর্ক মন্ত্র-প্রযুক্ত। সুতরাং সোমই মন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু বহুবচন প্রয়োগে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবে, সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং আত্মোদ্বোধনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব—মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, সদ্ভাবের বীজ তাঁহার মধ্যে তাদৃশ প্রবর্দ্ধমান হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সংসারের মোহবন্ধন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁহার হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান পূর্ণ-রূপে বিরাজিত হন। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি তোমরা পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হও, তোমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও, সজ্জ্ঞান-লাভে প্রবুদ্ধ হও, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও। সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান, সত্ত্বভাবে সদ্ভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বন্ধযুত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্বভাবের উন্মেষণে উৎসৃষ্ট প্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদেরই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত। ভগবান্ তাঁহাদেরই প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎস্বরূপের সাযুজ্য লাভই পরম শ্রেয়ঃসাধক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত নানা বিষয়ে আমাদিগের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধ্যাশিরঃ' পদের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'দধ্যাদিশ্রণাঃ' অর্থাৎ দধির সহিত মিশ্রিত। আমরা এই দধি বলিতে সেই সত্ত্বসমন্বিত জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎপ্রাপক হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধক ভগবানকে প্রদান করেন, ভগবানও তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'দধ্যাশিরঃ' পদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, সোম যেন কোনও নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মাদক দ্রব্য-বিশেষ। তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি ও অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সেই সুপ্রাচীন কালে মাদকাদির তীব্রতা হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায়

RAMAKRISHNA INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, একটু আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দধি' ও 'আশির পদদ্বয়ে, আমাদের মতে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ' এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম।' সোম বা ভক্তি-সুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে দেবতার 'আশীষঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর করিয়া না দেন, তিনি যদি ভববন্ধন মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে 'সোম' 'দধিমিশ্রিত' হইতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তি অনন্যা হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ 'দধ্যাশিরঃ' পদের অর্থ—ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির হেতু স্নেহাদ্র যে ভক্তিসুধা।' ভাব এই যে,—ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসুধা সমর্পণ কর। অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, প্রাণমন তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রখর-দীপ্তিসম্পন্ন এবং পরমার্থপ্রকাশক হইবে।'

এই ভাবেই 'ঘৃত' পদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘৃত' পদে আমরা তাই সদ্ভাবসংযুত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বসতীবরি' প্রভৃতি স্থূল পদার্থের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনই সংস্রব নাই। সূক্ষ্ম অপার্থিব সামগ্রী তদনুরূপ সামগ্রীর সহিতই সঙ্গত হইয়া থাকে। আর দধি বা ঘৃত প্রভৃতি বেদমন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও আমরা মনে করি না। 'দর্শতান.' পদের 'সকলের প্রকাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—সকলের দর্শনীয়। প্রকাশিত না হইলে কোনও সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকাশক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্ব্বপ্রকাশক। পরমার্থ-পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ; শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই মন্ত্রে 'দর্শিতাসঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।* (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
সুষাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'এতে' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অধিত্বচি' (হৃদ্রূপে অভিষবণক্ষেত্রে ইতি ভাবঃ) 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণানাং ইতি যাবৎ) 'চিত্তানাঃ' (চেতয়িতারঃ উদ্দীপকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। তস্মিন্ হৃদ্রূপে আধারে 'অদ্রিভিঃ (স্থিরাভিঃ জ্ঞান-ভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুষাণাসঃ' (পরিস্রুতাঃ ভগবৎসম্বযুক্তাঃ সন্তঃ) তে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'বসুবিদঃ' (বসুনাং শ্রেষ্ঠধনানাং লম্ভকাঃ প্রাপকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু; অপিচ, অস্মান্ 'সমস্বরন্' (পরমানন্দদানেন উন্মাদয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ অস্মাকং পরমার্থলাভায় সহায়কাঃ ভবন্তু। (৭অ—৬খ—৪সূ - ৩য)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের হৃদ্রূপ অভিষবণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণ-সমূহের উদ্দীপক হউন। আর সেই হৃদরূপ আধার-ক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তিপ্রভৃতির দ্বারা পরিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রাপক হউন। অপিচ, আমাদিগকে পরমানন্দদানে উন্মাদিত করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের পরমার্থ-লাভের সহায় হউক)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩য) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'গোঃ' অনুডুহঃ 'অধিত্বচি' অধিষবণ-চর্ম্মণি 'চিত্তানাঃ' জ্ঞায়মানাঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ বিবিধৈঃ 'সুষাণাসঃ' স্তূয়মানাঃ 'বসুবিদঃ' বসুনো লম্ভকাঃ 'এতে' সোমাঃ অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং অভিতঃ 'সমস্বরন্' সম্যক্ শব্দয়ন্তি প্রযচ্ছন্তীতি যাবৎ ॥ (৭অ - ৬খ - ৪সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১১০৩) সামের মর্ম্মার্থ ।

ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মন্ত্রার্থে বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যায় প্রকাশ—"প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে। ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদের অন্ন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বুঝা যায়, 'সোমলতাকে প্রস্তরে ছেঁচিয়ে রস বাহির করা হইতেছে। আর

সেই প্রস্তর গোচর্ম্মের উপর স্থাপিত আছে। একটী প্রস্তরের উপরিভাগে সোমলতা রাখি অপর আর একটী প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আর সেই আঘাতে লতা হইতে রস নির্গত হইয়া সেই গোচর্ম্মের উপর পতিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হইল,—"ধন কোথায় আছে তাহা ইহা জানে" এবং "ইহাদের ঐ যে মধুর শব্দ তাহাই আমাদের অন্ন"; অমনি গোল বাধি গেল। পূর্ব্বের অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, এরূপ ব্যাখ্যা প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কুব্যাখ্যায়ই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ অপব্যাখ্যার ফলেই বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। সোম বলিতে আম সোমলতা উপলব্ধি করি না। 'সোম' শব্দে যেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে সুধার সঞ্চার হয়, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করি। তাহাই দেবতার উপভোগ্য। মন্ত্রে সহিত গোচর্ম্মের বা সোমলতার কোনই সংস্রব নাই। ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। 'গো' এবং 'অধিত্বচি' শব্দদ্বয় হইতে ঐ গোচর্ম্ম অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মতে দুই পদে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অ নিরুক্ত-সম্মত। আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐরূ অর্থ পরিগ্রহের যুক্তি-পরম্পরাও প্রদর্শন করিয়াছি। 'অধিত্বচি' পদে আমরা 'হৃদয়রূ অভিষবণক্ষেত্রে' অর্থ গ্রহণ করি। 'গোঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ হৃদয়ের সামগ্রী; শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চৈতন্যের সাড়া পড়ি থাকে। এইরূপ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করি থাকেন। 'চিতানা' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকে উদ্দীপিত ও বিশুদ্ধীকৃ করেন।' অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের জনয়িতা, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরি হইয়া থাকে। 'অদ্রিভিঃ' পদের 'অভিষবণ-ফলক প্রস্তর' অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিগৃহী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অদ্রিভিঃ' পদে স্থির অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, জ্ঞান ভক্তি ও ক যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহারা অদ্রির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া থাকে। তখনই সাধ শ্রেষ্ঠধন পরমধন লাভের অধিকারী হন।

এই ভাবে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগে অন্তরে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত হউক, আর কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনের সংমিশ্রণে সেই শুদ্ধস আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ফলে, আমাদের অভীষ্ট-পূরণ রূপ পরমা প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গে প্রথ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্ত, একাদশ ঋক্)।

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫র র   ৩২   ৪ ৫   ১ র   ১   ১ র
১। গোমাঃ। পবা ৩। তইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গাতুবিত্তমা ২ ৩ঃ। মাগ্নিত্রাসূ-

র ২   ৪   ১র ২   ৪ ৫
স্বানা ৩ ১ ২ ৩ঃ। অরে ৫ পসাঃ। সুবাধিয়া ৩ ১ ২ ৩ঃ। সুবোবা।

৫   ৫র র   ৩র ২ ৪   ৫   ১র র র
বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি। তেপূ। তাসো ৩। বিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসো-

র   ১ র র২   ৪ র   ১ ২
দধ্যাশিরা ২ ৩ঃ। সুরাসোমা ৩ ১ ২ ৩। দশা ৫ তাসাঃ। আগ্নিগত্ববা

৪ ৫ ৪   ৫   ৫ র   ৩র ২   ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবোবা। যা ৫ র্ষ্ঠো ৬ হায়ি॥ সুষা। ণাসো ৩। বিরজ্রি-

১ র র র   ১ ২   ৪
তাগ্নিঃ। চিত্তানাগোরধিস্থচা ২ ৩ য়ি। আগ্নিবমস্যা ৩ ১ ২ ৩। তামা ৫ ত্তিত্তাঃ।

১   ৪ ৪
সামস্বরা ৩ ১ ২ ৩ ন্। বসোবা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

২র র   ২   রs ১ ২   ২ ২ s
২। সোমাঃপবন্তইন্দবা ৩ এ। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ তুবিত্তমা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --   র র রs ১র ২   ২ ২ S
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। মিত্রাসূস্বানা ৩ আরেপসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --   র র ২   ২ ২   s ২ ২
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। সুবাধিয়া ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ -- ১ n ৩   ৫র র   র র র র   ২
আগ্নিহী ২। স্ববঃ। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তেপূতাসোবিপশ্চিত্তা ৩ এ।

র র র   ১ র ২   ২ ২   s ২ ২ ১ --
সোমাসোদা ৩ ধ্যাশিরা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২।

র র র   ১ র২   ২ ২   s ২ ২ ১ --
সুরাসোমা ৩ দার্শত্তাস। ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২।

১ ২   ২ ২   s ২ ২ ১ --   ১র
আগ্নিগত্মা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। ধ্রুবাঃ।

n ৩   ৫র র   ২র র র   ২   র র র n ১
যা ২ ষ্ঠা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুষাণাসোবিরত্রিত্তা ৩ গ্নিয়ে। চিত্তানাগো ৩ র।

১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১
শিষচা ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আমিহী ২। ইষমস্মা ৩ ভ্যাম-

২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ ২
ভিতা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আমিহী ২। সামবরা ৩ন্।

২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ ৯ ৩
হা ৩ হামি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আমিহী ২। বয়ু। বা২ মিদা ২৩৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। মধুশ্চ্যুতা ২৩৪৫ঃ॥

* * *

২র১ ২ ৫ ৩২ ২১১২ ৫
৩। সোমাঃপাবা ৩১২৩৪। ন্তই। দবা ৩। অস্মভ্যাঙ্গা ৩১২৩৪। ভুবি।

৩২ ২১ ২ ৫র ৩২ ২১ ২
ত্তমা ৩ঃ। মিত্রাণ্যানা ৩১২৩৪ঃ। অয়ে। সবা ৩ঃ। সুবাধীয়া

৪ ২র১ ২ ৫ ৩২
৩১২৩ঃ। সুবা ৫ র্বিদাউ। তেপূতাসো ৩১২৩৪। বিপঃ। চিতা ৩ঃ।

২র১র র ২ ৫র ৩২ ২র১ ২ ৫
সোমাসোদা ৩১২৩৪। ধিয়া। শিরা ৩ঃ। সুরাসোনা ৩১২৩৪। দর্শ।

৩র ২ ২১ ২ ৪ ২১ ২
তাসা ৩ঃ। জিগাত্নাবা ৩১২৩ঃ। ধ্রুবা ৫ সৃতাউ॥ সুষাণাসো ৩১২৩৪।

৫ ৩২ ২১র র ২ ৫ ৩২ ২১
বিহ্ন। ভিস্তা ৩ য়িঃ। চিত্তানাগো ৩১২৩৪ঃ। অমি। ষচা ৩ মি। ইষা-

২ ৫ ৩২ ২১ ২ ৪
মাস্মা ৩১২৩৪। ভ্যাম। ভিতা ৩ঃ। সমাবারা ৩১২৩ন্। বস্য ৫ বিদাউ॥

* *

৫র র ৩২৩৪৫ ২১২১ ২৩২১ ২৯ ৩ ৫
৪। সোমাঃপবন্তইন্দবাঃ। অস্মাভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মাহিত্রাও ২৩৪বা।

২র১র ২র১২ ১১১১ ৩র২১ ২১ ২
স্বানাঅরেপসা ২৩৪৫ঃ। সুবাধিয়াঃ। সুবর্ব্বা ২৩ য়িদা ৩৪৬ঃ॥

৫রর৩র২র৩৪৫ ২র১২র১ ২৩র২১ ৩৯৩ ৫
তেপূতাসোবিপশ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরাঃ। সূরাও ২৩৪ বা।

২র১২ ১র৩১১১১ ৩২১ ২১র ২ ৫র৩র
সোনদর্শতাসা ২৩৪৫ঃ। জিগত্নবাঃ। ধ্রুবাঘা ২৩র্ত্তা ৩৪৩মি। সুষাণা-

২র ৩৪ ৫ 　২ ১২র ১ 　২ ৩ ২১ 　২১৩ 　৫ 　২ ১
সোবিস্রত্রিতারিঃ। চিত্তানাগোঃ। অধিষচায়ি। আরিবাও ২ ৩ ৪ বা। অস্ম-

২ 　১ ৩ ১ ১ ১ ১ 　৩ ২ ১ 　২ ১ 　২
ভ্যামভিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সমস্বরান্। বস্নুবা ২ ৩ যিদা ৩ ৪ ৩ঃ।

২
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ঈ। ডা॥

* * *

৩র ২ 　২ 　৪১ 　৫ 　২ 　৫ 　১ 　র
৫। সোমা ৩ ১ঃ। পা ৩ ব। ভই। দা ৩ বঃ। এহিয়া। আ। স্মভাঙ্গাতু।

২ 　১ — 　১র — 　র ১র ২ 　৪ 　৫
বি। ভমা ২ঃ। এহিয়া ২। মিত্রাস্বানাআ ৩ রে ৩। পা ২ ৩ ৪ গাঃ।

২র — 　১র -- 　র ১ ২ 　৪ 　২ 　৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সুবাধিয়াঃস্ ৩ বা ৩ঃ। গা ৩ ৪ ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

৩র১ 　২ 　৪১ 　৫ 　২ 　৪ 　৫ 　১ 　র র
তেপূ ৩ ১। তা ৩ সো। বিপঃ। চ ৩ য়িতঃ। এহিয়া। সো। মাদো-

২র 　১ — 　১র -- 　র র১র ২ 　৪
দধায়ি। আ। শিরা ২ঃ। এহিয়া ২। সুরাসোনাদা ৩ র্শা ৩। তা ২ ৩ ৪

৫ 　২র -- 　১র — 　১ ২ 　৪ 　২
দাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। জিগত্নবোঞ্জ ৩ বা ৩ঃ। ষা ৩ ৪ ৫ র্ত্তো-

৫ 　৩ ২ 　২ 　৪১ 　৫ 　২ 　৪ 　৫ 　১
৬ হায়ি॥ সুষা ৩ ১। গা ৩ গো। বিয়। দ্রা ৩ য়িভিঃ। এহিয়া। চায়ি।

র র র 　২ 　১ — 　১র — 　১ ২ 　৪
ত্তানাগোরা। ধি। ষচা ২ য়ি। এহিয়া ২। ইবমস্মাভ্যা ৩ মা ৩। ভা-

৫ 　২র — 　১র — 　১ ২ 　২
২ ৩ ৪ য়িতাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সমস্বরাষা ৩ সু ৩। বা ৩ ৪ ৫

৫
য়িদো ৬ হায়ি॥

• • •

২র র 　২ 　১ 　র 　২ 　১
৬। সোমাঃ পবন্ত আ ১ যিন্দাবাঃ। অস্মভ্যম্। গাতু ২ ৩ ধা। হুর্ম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১র ২র১র ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১ 　১২ 　২ 　— ১
ভমামিত্রাঁস্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সুবা ৩ উধা। ধী ২ য়াঃ। স্ব ২ ৩

২ 　১ 　২ 　৪ ৫ 　২ররর র 　২ 　১র র
বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥ তেপূতাসোবিপা ১ শ্চায়িতাঃ। সোমাসঃ।

২ ১ — ১ র র২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১
নধা ২ ৩ আ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। শিরঃ স্বরাসোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ :।

১ ২ ২ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
আগ্নিগা ৩ উবা। স্না ২ সো। ঞ ২ ৩ গাঃ। ঘৃতা। ঔ ৩ হোবা॥

২ র র র ২ ১ র র র ২ ১ —
সুষাণাসোবিন্না ১ ভ্রায়িভারিঃ। চিতানাঃ। গোরা ২ ৩ ধা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১ র ২ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ২ — ১ ২
স্বচীবমস্বত্যমভিতা ২ ৩ ৪ ৫ :। দামা ৩ উবা। স্বা ২ রান্। বা ২ ৩ সূ।

১ ২ ৪ ৫
বিদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
৭। সোমাঃপবস্তা ৩ ইন্দবঃ। অস্মাভ্যঙ্গা। তুবিত্তমা ২ :। ইহা ৩। মাবিত্রা ৩

৪ ৫ ২^ ৩ ৩ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
স্বানাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। অরেপা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। স্বর্গ ৩ দীয়াঃ।

২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২ র র র র ২
হাহো ২ ৩ ৪ হা। সুবা ৩ র্বা ৫ বিদা ৬ ৫ ৬ :॥ তেপূতাসোবা ৩ য়িপ-

র ১ ২র ১ ২ র ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
শ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরা ২ :। ইহা ৩। স্বরা ৩ সোন। হাহো

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
২ ৩ ৪ হা। দর্শতা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। জায়িগা ৩ স্নাবাঃ। হাহো ২ ৩ ৪

৫ ৩ ২ ৪ ২ র র র ২ ১ ২র ১
হা। ধ্রুবা ৩ ষা ৫ র্ত্তা ৬ ৫ ৬ য়ি। সুষাণাসোবা ৩ মৃভ্রিভারিঃ। চিতানাগোঃ।

২ ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ ১
অধিত্বচা ২ য়ি। ইহা ৩। আরিষা ৩ মাস্মা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভামতা

২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪
২ ৩ য়িতাঃ। ইহা ৩। দামা ৩ স্বরান্। হাহো ২ ৩ ৪ হা বসূ ৩ বা ৫

৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ৬ ৫ ৬ :। হে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ র র ১ র ২র১ ১ ১ ২ ৪
৮। সোমাঃপবোহো। তাইন্দবাঃ। অস্মত্যঙ্গা ৩। তুবা ৩ য়িতা ৫ মা ৬ ৫ ৬ :।

২র ১ব র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
মিত্রাবানোহো। আরেপসাঃ। সুবাধিয়া ৩ :। সুবা ৩ য়ির্ব্বা ৫ য়িদা

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সুক্তং। প্রথমং সাম

৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ২র
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মা৺শ্চত্ব

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সরসি প্রধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
ব্রধ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া, ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এনানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (পর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ - ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ); 'প্রধন্বঃ' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'পুরুমেধাশ্চিৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ নঃ' (বায়ুতুল্যঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি) 'ব্রধ্নশ্চিৎ' (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি – ইতি ভাবঃ॥ (৭অ – ৬খ – ৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক, জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোম ! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর ॥ পবা পূঞ্ পবনে (ক্র্যাদি প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে (৩।২।১৭৮) ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ, আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮)—ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং ॥ তথা হে 'ইন্দো' ... 'মা' 'শ্চন্দ্রে' মন্যমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বলতীবর্দ্ধয়িত্বা 'প্রধন্ব' প্রগচ্ছ। 'যস্য' সোমস্য শোধনে সতি 'ব্রধ্নশ্চিৎ' সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকো মূলভূতো বা আদিত্যোঽপি 'বাতঃ ন' বায়ুরিব 'জূতিং' বেগং প্রাপ্তঃ সন্ কিঞ্চ 'পুরুমেধশ্চিৎ' বহুবিধযজ্ঞ ইন্দ্রোঽপি 'তকবে'। তকতির্গতিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘং ২।১৪।৬৯), অস্মাদৌণাদিক উন্-প্রত্যয়ঃ। সোমং গচ্ছত ; মহ্যং 'নরং' কর্ম্মনেতারং পুত্রং 'ধাৎ' দদাতু প্রযচ্ছতু। স ত্বং প্রধন্বেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'যস্ত' 'অত্র' ইতি পাঠৌ, 'জূতিং'—'জতং' ইতি, 'ধাৎ' 'দাৎ'—ইতি চ। (৭অ—৬খ—৫স্থ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহার মন্ত্রের শেষাংশের 'নরং দাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্ত' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্নশ্চিৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতিং' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ (৭অ—৬খ—৫স্থ—১সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৭দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে সেই অনার্য্য শবরদিগের প্রতিই লক্ষ্য আছে। কিন্তু আমরা তাহা সমর্থন করি না। বেদমন্ত্র নিত্য। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য-সামগ্রীর কোনই সম্বন্ধ সূচনা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনওভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

কি ভাবে কিঅর্থে আমরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থালোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইবে। 'শ্রুতে' 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে'। ব্যাখ্যাকারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদের সহিত কোনও স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আমাদের অর্থ—'সদ্ভাবসমন্বিত পবিত্র হৃদয়ে।' সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়কেই 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' বলা চলিতে পারে। এখানে একটী উপমার ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তীর্থক্ষেত্র যেমন পুণ্যপূত পবিত্র, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। তীর্থে যেমন দেবতার অধিষ্ঠান হয়; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই তেমনি দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই তাহার মহিমা প্রখ্যাত হয়, তখনই তাহার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থেই এখানে 'শ্রুতে' ও 'তীর্থে' পদদ্বয়ের সার্থকতা। 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ঐরূপ অর্থে 'শ্রবায্যম্' পদেরও এক সুষ্ঠু সঙ্গত হইতে পারে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তিনি কিরূপ? না, 'শ্রবায্যম্' পরমধন-সমন্বিত অর্থাৎ পরমধনের দাতা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক সেই যজ্ঞে, ভগবানকে আগমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। কহিতেছেন,—'হে ভগবন! সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ই আপনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সৎকর্ম্মেই আপনার প্রীতি। আমরা মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সদ্ভাব-সঞ্চারে আপনি সেই যজ্ঞে আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

তার পর শত্রুনাশের প্রার্থনা। দ্বিতীয় অংশে সেই প্রার্থনারই বিকাশ হইয়াছে। 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে আমরা 'অসংখ্য অনন্ত-শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করি। সংখ্যাধিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, 'ষষ্টিং সহস্রা ধনানি' বলিতে 'শ্রেষ্ঠধন' 'পরমধন' বলিয়াই বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনের অপেক্ষা ইহপরকালে (ইহলোক-পরলোকে) শ্রেষ্ঠধন আর কি থাকিতে পারে? ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভোগ-সুখেরও অবসান হয়। আবার ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তিতে কেবল আকাঙ্ক্ষাই বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যে ধন ইহকালপরকালের শ্রেষ্ঠ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে; যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর চাহিবার আকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধন লাভের কামনাই মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা সহনি' পত্রত্রয়ে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে ধন তো সুহজপ্রাপ্য নহে! সে যে এখন শত্রুদিগের করতলগত! 'নিগুতঃ' যে সে ধন ঘেরিয়া বসিয়া আছে! তাহারাই যে সে ধনলাভের অন্তরায় হইয়াছে! সুতরাং

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নৈগুত.' ও 'রণায়' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমরা কর্ম্মফলপ্রার্থী। হৃদয়ে সত্ত্বাবের উন্মেষ করিয়া, আমাদিগকে সেই ফল প্রদান করুন। কিন্তু নাথ! হৃদয় যে অন্ধকারময়—শত্রুগণের লীলাভূমি! তাহারা যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধনকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আপনি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করিলে, তবেই আমরা সে ধনলাভে সমর্থ হইব। আমরা পার্থিব ধন চাহি নাই। আমরা সেই অনন্ত ফলের কামনা করি। আপনি অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, সত্ত্বাবের সমাবেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন এবং আমাদের কর্ম্মফল-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। ফললাভে ফলদানে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।'

'বৃক্ষং ন পকং' উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—বৃক্ষ উপযুক্ত সময়েই ফল প্রদান করে; আর উপযুক্ত সময়েই সে ফল পরিপক্ক হয় এবং উপযুক্ত কালেই মানুষ সেই সুপক্ব ফল প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট কালেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে কর্ম্মের শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। স্তরের পর স্তরক্রমে কর্ম্ম এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখনই সেই কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। উপমায় স্তরের পর স্তরক্রমে সেই অবস্থায় উপনীত হইবারই উপদেশ আছে। যে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া যায়, আলোকপুঞ্জ আলোক-পুঞ্জে আত্মলীন করে,—এ সেই পরিপক্ক অবস্থা। * (৭অ-৬-৫সূ-২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২৩　১　২৩　২৩১২　৩১র　২র৩
মহী মে অস্য বৃষনাম শূষে মাংশ্চত্বে

৩　১২　৩　১২
বা পৃশনে বা বধত্রে।

১২　৩১২　৩২৩২৩　২৩
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাং

২৩১২　৩২
অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকনবতিতম সূক্ত, ত্রিপঞ্চাশৎ ঋক)।

শত্রূণাং হিংসনশীলো ভবতঃ। সোঽয়ং 'নিগুতঃ' নীচৈঃ শব্দায়মানান্‌ শত্রূন্‌ 'অপাপয়ৎ' অপগময়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' প্রাদ্রায়ৎ সংগ্রামাচ্ছত্রূন্‌। অথ প্রত্যক্ষঃ। হে সোম! স ত্বং 'অমিত্রান্‌' শত্রূন্‌ 'অপাচেত' অপগময়। তথাচ 'অপাচিতঃ' অগ্নিচয়নসকুর্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ 'ইতঃ' অস্মচ্ছকাশাৎ অপাচেত অপগময়। অঙ্কাংগেতিকর্ম্মা ভা৽ স৽)। (৭অ-৬খ-৫সূ ৩সা)।

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের শত্রু দ্বিবিধ—অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু। অন্তঃশত্রু—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি, অন্তরেই অবস্থিত। কিন্তু বহিঃশত্রু যাহারা—আমাদিগের দশেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত এই পার্থিব সামগ্রী। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মাইয়া অন্তরস্থ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে বহিঃশত্রুর সহায়তায় অন্তঃশত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যতদিন তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সদ্ভাব উন্মেষণে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়! এখানে, এ মন্ত্রে সেই দ্বিবিধ শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"ঐ সোমের দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর অর্থাৎ রসসেবন ও স্তুতি পাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন ও তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।" অনুবাদ এবং ভাষ্য হইতে যে পরস্পরবিরোধী অসামঞ্জস্যমূলক মত-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমরা এরূপ অর্থ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এখানে সাধক আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন। যত দুশ্চিন্তা, যত কুটিলতা, যত মায়া-মমতা, যত হিংসা-প্রলোভন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। চারি দিক হইতে অন্ধকার আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! একবার জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হউন। আমার অন্তর বাহির চারিদিকের অন্ধকার দূর হউক। মায়া-মমতা প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-পিশাচগণ যেন কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন করুন তাহাদিগকে;—ধ্বংস করুন—তাহাদিগকে;—বিদূরিত করুন—তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব। হে দেব!

আপনি কৃপা পরবশ হইয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন;—আমার কর্ম্ম-শক্তির স্ফুরণ করিয়া দেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মময় আপনাতে মিশিয়া যাই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাচিতঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অগ্নিচয়নং অকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ।' বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'গতিতা চেতনা ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা চৈতন্যহীন—অজ্ঞান। আমাদের অর্থ বিবরণকারেরই অনুসারী। অজ্ঞানতাই কর্ম্মপ্রতিবন্ধক। অজ্ঞানতাই মানুষকে নাস্তিক করিয়া তুলে। অজ্ঞানতাই ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। এখানে সেই অজ্ঞানতা বিদূরণে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণের ভাব ঐ 'অপাচিতঃ' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানে আত্মলীন করার উপদেশই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৬খ—৫সূ ৩সা)।

—— * ——

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২ ১ ২ ১ র র র ২ ১ ২ S ২ ২ ২
১। ঔ হোহায়ি। অহোহায়ি। পাপাবৈন্বাবয় ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ১ র ১ র ২ ১ ২ s ২^ ০ ২ s ২
ঈ ৩ য়া। মাপশ্চত্বইন্দ্রোপর'সপ্রধা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া।

র ১ র ২ ১ ২ s ২^ ৩ ২ s ২ ১
মাপশ্চত্বইন্দ্রোপরসিপ্রধা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চি-

র র ২ ১ ২ s ২ ৩২ s ২ ১ র র
ত্তবাত্তোনস্ত্ ২ ৩ তীগ্। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরুমেধা-

র ২১ ২ s ২ ৩২ ১^ ৩
শ্চিন্তকবেনরা ২ ৩ ধাৎ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪।

৫র র ২র ১ ২ ১ ২ ১র র র ২ ১ ২ s ২
ঔহোবা॥ ঔহোহায়ি। উত্তোহায়ি। নএনাপবয়াপবা ২ ৩ যা॥ ঔ ৩ হোয়ি।

৩ ২ s ২ ১ র র ২ ১ ২ s ২ ৩ ২
ইহা। ঈ ৩ য়া। অবিশ্রুতেশ্রবাগ্নিয়স্তা ২ পরিধায়ি। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১ র র র ২ ১ ২ s ২^ ৩ ২
ঈ ৩ য়া। বষ্টিপ্ সংস্রাণেগুত্তোবস্ব ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক সপ্ততিতম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশৎ ঋক্)।

s ২ ১ র ২১ ২ s ২র ৩২ ১ ৩
ঔ ৩ য়া। বৃক্ষস্যপক্কন্নশ্রণা ২ ৩ য়া। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঔ ২। বা

৫র র ২র ১ ২ ১ ২ র ২
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ ঔহোতায়ি। মহোতায়ি। মেঅন্তবৃষণামশ্ ২ ৩ যায়ি।

s ২ ৩২ s ২ ১র র র র র২১ ২ S
ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া ৩ মাভ্শ্চবেবাপৃশনেগাবধা ২ ৩ ত্রায়ি। ঔ ৩

২n ৩২ s ২ ১র র ২১ ২ s ২ ৩২
হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া। অম্বাগগ্নিগুত্তস্নেয়া ২ ৩ চ্ছা। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১র র র র ২১ ২ s ২ ৩২
ঔ ৩ য়া। অপামিত্রাভ্ অপাচিতোঅচা ২ ৩ ম্নিত্তাঃ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১ ৩ ৫র র ২ ২র ৩ ২
ঔ ২। য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ ৩। দৌদিহী ১॥

* * *

১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র ২১ র ২ ৩ ৪৫ ২র ১
২। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অয়াপবা। পবস্বৈ। নাবসূনা। মাভ্শ্চত্বআযি।

২ ১ ২ ৩ ৪৫ ২ ২ ১র ২ ৩ ৪ ৫ ২১র
দো ৩ সর। নিপ্রধন্বা। ত্রশ্মশ্চন্তঃ। গা ৩ বা। তোনজূতীণ। পুরুমেধাঃ।

২১ ২ ২ ৪ ২১ ২ ১
চিন্নক। বা ৩ ৪ ৩ য়ি। না ৩ রা ৫ ন্ধা ৬ ৫ ৬ ৫। উতনঃ। না ৩ পব।

২ ৩৪ ৫ ১ ২১র ২ ৩ ৪ ৫ ২১ ২ ১র
য়াপবস্বা। অধিশ্রুতায়ি। শ্রবায়ি। যশ্চোয়ির্থায়ি। যষ্টিভ্দতা। স্রা ৩ নৈশু।

২ ৩৪ ৫ ২ n ৩১র ২ ২ ৪
তোতেস্মূনী। বৃক্ষস্যণা। ক্বধুম। বা ৩ ৪ ৩ ৫। রা ৩ পা ৫ য়া ৬ ৫ ৬।

২১র র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১ র ২১ র ২ ৩৪ ৫
মহীমেস্যা। সা ৩ বৃষ। নাঅশ্রুপায়ি। মাভ্শ্চবেবা। পৃশনে। বাবধন্তায়ি।

২১র ২১ ২৩৪ ৫ ১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র
অম্বাগয়াৎ। নিগুত্তঃ। স্নেহয়চ্ছা। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অপা-

২১র ২ ২ ৪
মিত্রাভ্। অপাচি। তো ৩ ৪ ৩। আ ৩ চা ৫ ম্নিতা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২ র ১ ২ ২র র ১ ২ ১র র ২১
৩। অয়াপবোবা। পাবস্বৈনা। বসূ ২ ৩ নী। মাভ্শ্চত্বইন্দোসরসি। প্রধা

২ ১ ২ ১২ ১ ২n ৩ A ১ ২১
২ ৩ বা। ত্রশ্নশ্চন্তঃ। বা। তোনাজূ ২ ৩ ৪ তীণ। পুরু। সায়ি। বাশ্চি-

১ ৪ ২ন ৫ ২ ১২
স্তাকা২৩। পা২৩য়িনা ৩। রা৩৪৫যো৬হায়ি॥ উত্তমশুবা।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১
নাপবয়া। পবা২৩বা। অভিশ্রুতেশ্রবায়িয়। সুতা২৩য়িবায়ি। সষ্টিৎ.

২১২র১র ২৮৩ ৫ ১ ২১
সংস্রাবৈ। গূ। তোবায়২৩৪নী। বৃক্ষায়। না। পাকন্ধ্না ২৩।

১ ৪ ২৮ ৫ ২র১২ ১২র ১
বা২৩দ্রা৩। পা৩৪৫য়ো৬হায়ি। মতীমশুবা। স্বাবৃষনা। গমূ২৩

২ ১র রর রর ১ ২ ১র২ ১২ ১
য়ায়ি। মাৎ শচয়েবাপৃশনেবা। বসা২৩ত্রায়ি। অশ্বাপঃয়িশুতঃ। স্যে।

২ন৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ৪
বায়া২৩৪চ্চা। অপা। মায়ি। ত্রাৎ অপাচা ২৩য়ি। তো২৩আ৩।

২ ৫
চা৩৪৫য়িতো৬হায়ি॥১।২।৩॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ৩ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ উত ত্রাতা

৩ ১ ১ ৩ক ২র
শিবো ভুবো বরুথ্যঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরুথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ) অসি ইতি শেষঃ ; 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—(১) "শ্রৌতম্" (২) "হৈবয়াসিষ্ঠম্" এবং (৩) "বার্হ্রতুরম্।"

(অন্তিকতমঃ, প্রিয়তমঃ—বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভূব' (ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদি রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৭অ - ৭খ - ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম-মঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।) ॥ (৭অ—৭খ—১সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'বরূণ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভুবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। 'ভুবঃ'—'ভব' ইতি পাঠৌ। (৭অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'-তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবঃ'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্-দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্‌ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন। তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভবব্যথা দূর করেন। ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতে পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে, তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে! তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—"ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি, আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাতে আমি 'আমি-হারা' হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, 'কভু কাঁধে চড়ে, কভু পা চড়ায়', আমিও তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি। কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে নাথ! নহিলে পিপাসা মিটিবে না যে!"

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সমত্বের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের 'বরূথ্যঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে 'বরূথং' পদে 'রোগনাশকং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে 'বরূথ্যং' বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'বরূথ্যং' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।* (৭অ—১খ—১৭-১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-১১খ-১১দ-২সা) প্রাপ্তব্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের প্রথম সূক্তে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ১ ২
বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বসুঃ' (নিবাসকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বেষাং অগ্রণীঃ, সৎপথপ্রদর্শকঃ, নেতা বা ইত্যর্থঃ) 'বসুশ্রবাঃ' (সদ্ভাবানাং শ্রেষ্ঠধনানাঞ্চ আধারঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'অচ্ছ' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'নক্ষি' (ব্যাপ্নুহি—শ্রেষ্ঠধনেন সদ্ভাবেন চ ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্—পরমতেজঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (অস্মভ্যং দেহি)। অথবা 'রয়িন্দাঃ' (পরমধনদাতা ত্বং) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু পরমধনং চ প্রযচ্ছ। (৭খ ১প ১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথ-প্রদর্শক এবং সদ্ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হয়েন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের এবং সদ্ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান পরমতেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। (৭খ—১প—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসকঃ 'অগ্নিঃ' সর্ব্বেষামগ্রণীঃ 'বসুশ্রবাঃ' ব্যাপ্তান্নবং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'নক্ষি' অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান ত্বং 'রয়িং' পশ্বাদিলক্ষণং ধনং 'দাঃ' অস্মভ্যং দেহি। 'দ্যুমত্তমঃ'—'দ্যুমত্তমং'—ইতি পাঠৌ। (১অ-১খ-১সূ-২সা)।

দ্বিতীয় (১১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক হও। হে গৃহদাতা ও অন্নদাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।"

মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নিঃ' পদে ভাষ্যকারের অর্থ এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। এখানে তিনি ঐ 'অগ্নিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বেষামগ্রণীঃ।' 'অগ্নিঃ'—জ্ঞানাগ্নি তো অগ্রণী বটেনই! জ্ঞানাগ্নি জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্ম্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক। জ্ঞানদৃষ্টির-বিচার-বুদ্ধির পরিস্ফুরণে সু-কু, সৎ অসৎ বাছিয়া লইতে পারিলে তো মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? তাই এখানে 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিকে, সকলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'রয়িং' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'পশ্বাদিলক্ষণং ধনং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—এ ধন (রয়িং) পশ্বাদিলক্ষণযুক্ত ধন নহে। 'অগ্নি' যে ধন প্রদান করেন, সে সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন; যে ধন পাইলে সাধকের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়! এ ধন—সেই পরমরমণীয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন।

মন্ত্রে 'বসুঃ', 'বসুশ্রবাঃ' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ পদ আছে, মানুষকে ভগবদভিমুখী করাই, তাহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিশেষণ-বিরহিতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য অন্য আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য এই মাত্র যে,—অনন্তকে সসীম অন্তরে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস পাই। আমি যদি বুঝিতে পারি—আমার ইষ্টদেবতা এই রূপগুণে বিভূষিত, তাঁহার অর্চ্চন-পূজনে এই ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমার চিত্ত সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে; তাঁহার ভজনপূজনে সহজেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। সকল কার্য্যেই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা করি। ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। তাই নানা গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই—অনন্তকে সান্তে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস; নির্গুণ গুণাতীতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানধন ও পরমাশ্রয় প্রদান করুন। আপনি পরমাশ্রয় পরমধনদাতা জানিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। (১অ—১খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ বর্গ, প্রথম ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　　　　　　　৩ ১ ২
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায়
৩ ১ ২　৩　১ ২
নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শোচিষ্ঠ' (অতিশয়েন তেজঃসম্পন্ন, পরমশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'দীদিবঃ' (স্বজ্যোতিঃ স্বয়মেব দীপ্যমান্, স্বপ্রকাশ ইতি ভাবঃ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্! তং (প্রসিদ্ধং, শরণাগতপালনায় মহামহিমান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অপিচ, 'সখিভ্যঃ' (ভবতাং সখ্যলাভায় চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ঈমহে' (যাচয়ামি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেন যথা জ্ঞানদৃষ্টিং ভবতাং সখিত্বং চ লভেম তথা বিধেহি। (৭অ—১খ—২সূ ৩সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান্—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতপালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, আপনার সখ্য-লাভের যাচ্ঞা করিতেছি (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি তাহা বিধান করুন)॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* • *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'শোচিষ্ঠ' অতিশয়েন শোচমান! 'দীদিবঃ' স্বতোজ্যোতির্দীপ্যমান! 'তং' 'ত্বা' ত্বাং 'সুম্নায়' সুখায়॥ সুম্নমিতি সুখনামৈতৎ (নিঘ০ ৩৬।১৭)॥ তদর্থং। 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ সুখার্থঞ্চ নূনং' 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৭অ ১খ—২সূ—৩সা)॥

* • *

তৃতীয় (১১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার সখিত্বের এবং পরমসুখলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখিভ্যঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ।' বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, 'সখিভ্যঃ' পদে ভগবানের সখিত্ব বা সখ্য কামনা করা হইয়াছে। সেইভাবেই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'ভবতাং সখ্যলাভায়' অর্থাৎ আমার সখ্যলাভের নিমিত্ত।

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।" আমরা মনে করি,—এখানে সুখ বলিতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখসাধক, সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় নহে। তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সহিত সখ্য-স্থাপনে পরমসুখ-লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রেরও এই উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (৬অ -৭খ—১সূ - ৩সা)।

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১ ২ ১ ৫ ২১২র১র২১র
১। ওগ্নায়ি। ত্বস্নো২৩ আ। হুম্মা ২৩। তা২৩৪মাঃ। উত্তত্রাতাশিবো-

২৩১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
ভুবা২৩৪৫ঃ। শিবোভুবা ২৩ঃ। বরোবা। থা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

১২ ১ ২ ১ ৫ ১র২
বাসুঃ। অ। গ্নায়ির্বা২৩সু। হুম্মা২৩। শ্রা২৩৪বাঃ। অচ্ছানক্ষি-

১২৩১১১১ ২১ ৪ ৫ ৪ ৫
দ্যুামত্তমা২৩৪৫ঃ। দ্যুামত্তমা২৩ঃ। রয়োবা। আ ৬ য়িন্দো ৬ হায়ি।

১২ ১র ২ ১ ৫ ২১র
তাত্বা। শো। চায়িষ্ঠা২৩দী। হুম্মা২৩য়ি। দী২৩৪বাঃ। সুম্নায়-

২র১র২৩১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
মূনমীমহা২৩৪৫য়ি। নমীমহা২৩যি। সখোবা। ভা৫য়ো৬হায়ি।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋক)।

৩ ২   র   ৫ ৫   ২ ১ — ১   — ১
২। অগ্না ৩ ৪ য়ি। বয়োঅন্তমঃ। ও ৬ বা। উত ত্রা ২ তা। শা ২ য়িবো।

২   ১ ৪   ২র   ৩র২   ১   ৫ ৫
ভু ২ ৩ বাঃ। বরো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। থা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি।

৩ ২   র   ৫ ৫   ২ ১র — ১   — ১
বসু ৩ ৪ঃ। অগ্নির্বসুশ্রবাঃ। ও ৬ বা। অচ্ছানা ২ক্ষায়ি। দ্যু ২ মা।

২   ১ ৪   ২র৲   ৩র২   ১   ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ মাঃ। রয়ো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দো ৬ হায়ি।

৩ ২   র র   ৫ র   ২১র — ১   — ১
তস্মা ৩ ৪। শোচিষ্টদীদিবঃ। ও ৬ বা। সুম্নায়া ২ নু। না ২ মায়ি।

২   ১ ৪   ২র৲   ৩র ২
মা ২ ৩ হায়ি। সখো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০২উ   ৩   ১ ২   ৩ ১ ২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ

১ ২   ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি—মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তি, প্রযচ্ছন্তি) ; ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তু। ভগবান হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—"গৌর্ঙ্গিবং" এবং "সত্রাসাহীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করুন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা।)। (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমা' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি ভুবনানি 'সু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়েম বশীকরবাম। 'কং' ইতি পূরকঃ। যদ্বা, ইমানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি অস্মভ্যং কং সুখং সীসধেম সাধয়ন্তু। পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ (৩।১৮৪)। 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে অন্যে 'দেবাঃ চ' স্তুতাঃ প্রীতাঃ 'ইমং' অর্থং সাধয়ন্তু। 'সীষধেম'—'সীষধাম' ইতি পাঠৌ। (৭অ ১খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে ভগ্নহৃদয়ে দ্বিগুণিত পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহ-প্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে,—"আমি করিতেছি কি? কেন্ বা কিসের জন্য এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধানে ফিরিলাম। কিন্তু সুখ পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময় দুঃখপূর্ণ? তবে কি কেবল কাঁদাইতেই বিশ্বরচয়িতা মানুষকে সৃষ্টি করেন!

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে?

আছে, নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ মধুর সুখের—আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ? -কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান্ দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় দ্যু'খত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দ-স্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে: সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।* (৭অ ১খ-২সূ ১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া সাম।)

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ।

৩ ১ ২
সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, যদ্বা—অন্তর্দৃষ্টিসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিতং কর্ম্ম)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (২প-৪অ-৪দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

তথা 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইতি ভাবঃ) 'তন্বং' (শরীরং, সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) 'সীষধাতু' (সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবতি নির্ভরপরায়ণঃ ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন! অহং শরণং গচ্ছামি। মাং পরিত্রায়স্ব: শরণাগতঃ অহং তব করুণাং যাচে। (১অ-১৭-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্ত-জ্ঞানরশ্মি-সঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদন করিয়া ভগবান ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের সৎকর্ম্ম (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম), বিশ্বপ্রীতি—জনানুরাগ এবং সৎকর্ম্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার শরণ লইতেছি। আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করি)। (১অ—১৭—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'যজ্ঞং' জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ যাগং 'তন্বং' শরীরঞ্চ 'প্রজাং' পুত্রাদিকাঞ্চ 'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈর্দ্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সীষধাতু'। সাধয়তু। 'সষধীসধাতু'—'সহচীকৃপানি' ইতি পাঠৌ॥ (১অ-১৭ ২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

গীতায় যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ কর'-মন্ত্রের মধ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সেই সর্ব্বস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন হইয়া, সাধক যখন বুঝিলেন,—'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তিনিই তো সব! তাঁহার কর্ম্ম তো তিনিই করিতেছেন!' তখনই তিনি কহিলেন,—'হে ভগবন! আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়া লউন।' কি ভাবে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? সাধক কহিলেন,—জনানুরাগ-বর্দ্ধনে, বিশ্বপ্রেম দানে, আর সৎকর্ম্মশীল সাধুজীবন সম্পাদনে। প্রার্থনা হইল আপনি আমাদিগের জনানুরাগ বর্দ্ধন করুন এবং সৎকর্ম্ম—আপনার প্রীতিকর কর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বীতরাগ জন্মাইয়া, আপনার কার্য্যে অনুরাগ বর্দ্ধন করুন।

মানুষ যতদিন অহংজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন 'আমি আমার আমিত্ব' লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত হয়। সে মনে করে,-'আমার কার্য্য আমি করিতেছি। আমি ভিন্ন এ সংসারে

অন্য কেহ কর্ত্তা নাই।' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নানা লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার এই কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয়, ভগবানের অনুগ্রহে যখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে—'কি মোহপঙ্কেই সে এতদিন মজিয়া ছিল। কি ভ্রমে পতিত হইয়াই সে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছিল।' তাই যখনই সে কর্ত্তার সন্ধান পায়, তখনই তাঁহার শরণ গ্রহণে, তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া সে বলিতে সমর্থ হয়—

"ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপং।"

তখনই সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ফলতঃ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান দৃষ্টিই মূলীভূত। অন্তর্দৃষ্টি-লাভেই মানুষ বুঝিতে পারে,—'তিনিই সব। তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"

অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলেই মানুষ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ' পদে—ভগবানের গুণ-বিশেষণে সেই অন্তর্দৃষ্টি-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এখানে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অহংজ্ঞানের তিরোধানে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণের ভাব সাধকের মনে জাগরিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যখন জ্ঞানপ্রভাবে বুঝিতে পারে—এই বিরাট বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ; এই বিশ্বের হিতসাধনেই সেই বিশ্বরূপের প্রীতিবর্দ্ধন হয়, তখনই সে প্রার্থনা জানাইতে পারে,—'হে ভগবন্! আমাতে জনানুরাগ বিশ্বপ্রীতি বর্দ্ধিত হউক। জনহিত-সাধনে আমার প্রবৃত্তি আসুক। 'প্রজাং' এবং 'তন্বং' পদদ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যৈঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ', তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'আদিত্য' পদে সূর্য্যকে বুঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলিতে 'সূর্য্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তাহা হইতে জ্ঞানসূর্য্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য্য হইতে ভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্থ প্রাপ্ত হই। 'তন্বং' পদে ভোগসুখরত অনিত্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি না। সাধকের নিকট সে অকিঞ্চিৎকর জীবন অতি তুচ্ছ। যে জীবন এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, সংসারীর—বিষয়-প্রত্যাশীর তাহা জীবনের লক্ষ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি সে জীবন অপেক্ষা—বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনেরই প্রয়াসী হন। এখানে 'তন্বং' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৭খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের দ্বিতীয় ঋক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩১ ২৩১২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং
৩১ ২
ভেষজাকরৎ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (সর্ব্বৈরেব দেবৈঃ সহেতি যাবৎ যদ্বা—অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, সহ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বলপ্রাণসংরক্ষণেন ভক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'সগণৈঃ' (অপরৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং (শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ভবব্যাধিনাশকানি ঔষধানি ইতি ভাবঃ-পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'করৎ' (করোতু, সম্পাদয়তু সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভববন্ধননাশায় সত্ত্বাপজননায় চ অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-হে ভগবন্! অস্মাসু সত্ত্বরূপং ভেষজং জনয়িত্বা ভববন্ধনং নাশয়তু। (৭অ—৭খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার সহিত অথবা অনন্ত জ্ঞানরশ্মিসকাশে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, মরুদ্দেবগণের সহিত অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক ভক্তিরূপিণী দেববিভূতির সহিত অর্থাৎ বলপ্রাণসংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সহিত ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বরূপ ভেষজ উৎপন্ন করিয়া ভববন্ধন নাশ করুন)। (৭অ—৭খ-২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ মিত্রাদিভিঃ 'মরুদ্ভিঃ' চ 'সগণঃ' গণসহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মাকং' অস্মভ্যং 'ভেষজানি' ওষধানি 'করৎ' করোতু। 'ভেষজা করৎ'—'ভুবনিতা ইন্দ্রনাং' ইতি পাঠৌ। (৭অ ৭খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১১২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ স্থূলভাবে আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে, মন্ত্রের নানা অর্থ অধিগত করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভবব্যাধি নাশের এবং তদুপযোগী ঔষধি লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধি-শোক তাপপূর্ণ সংসারে, সংসার-তাপ-তপ্ত জীব—সেই আধিব্যাধির পীড়নে নিষ্পীড়িত হইয়া ভগবানকে কহিতেছেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ভবব্যাধি দূর করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভেষজ অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রদান করিয়া আমাদিগের ভবব্যাধির নিবৃত্তি করুন।

এখন বিচার্য্য - সেই ভবব্যাধি-নিবারক 'ভেষজ' কি সামগ্রী। তাহাই অনুধাবন করুন। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'আদিত্যৈঃ' পদের বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ' পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বুঝাইতেছে। মরুদ্গণ—বায়ু, জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতি বিশ্রুত। বায়ু সকলের পবিত্রতা-সাধন এবং প্রাণবায়ু সংরক্ষণ করেন,—এই অর্থে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি, 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণঃ' পদে কর্ম্মের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই ভবব্যাধি-মোচনের ভেষজ। সজ্জ্ঞান, অনন্যা-ভক্তি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম - এই তিনই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। ভগবানকে পাইতে হইলে—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, স্থূলতঃ ভববন্ধন-মোচন করিতে হইলে - এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভবপর নহে; জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না; আবার কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি জন্মে না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের সমাবেশে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষে ভবব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি - তাই ভবব্যাধিবিনাশে ভেষজ-স্বরূপ। মন্ত্রে ভগবানের সম্বোধনে, তাঁহার অনুগ্রহলাভে ভবব্যাধিনাশক ঐ ত্রিবিধ ভেষজ প্রাপ্তির প্রার্থনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া, সেই ভেষজ প্রদান করুন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রাঃ' ও 'আদিত্যাঃ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন-সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানাভাবে নানা-রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই; যদি বলি ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন। মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম রূপের লক্ষ্য ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম; যথা,—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন-মাত্র।

মরুৎ রুদ্রগণ বা ইন্দ্রকে পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যানন্দতত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। * (৭অ—৭খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

অথৈকর্গাত্মকং সূক্তং প্রবোর্চ্চোপেতি, চতুরক্ষরাত্মিকা কাচিদিয়মৃগ্‌রূপা; যথা বহ্বৃচানাং 'ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো'- ইত্যেক এব পাদ ঋগাত্মকশ্চ তদ্বৎ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র

প্র বোঽর্চ্চোপ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং 'উপ' (সমীপে, যুষ্মাকং মানস-যজ্ঞে ইতি ভাবঃ) 'প্রার্চ্চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভগবন্তং পূজয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবৎপূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, তোমাদিগের মানসযজ্ঞে, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ভগবৎপূজার নিমিত্ত এখানে সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'উপ' সমীপে 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণেন্দ্রং পূজয়ত। ১॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী-স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।"

প্রথম (১১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অধ্যায়ের উপসংহারে সাধক আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'মন আর কেন মিছা মায়ায় মুগ্ধ থাক! ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় রত হও। দেখিতেছি—সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই। অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায়—ক্ষণিক জীবন উত্থিত হইয়াই বিলীন হইতেছে। সুতরাং আর কেন ভুলিয়া থাক। অগতির গতি যিনি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি;—সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণ-সরোজ মধুপানে মত্ত হও। সে অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত হইলে, সেই নিত্য-উদ্যানের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলে, তোমাকে আর সংসার-তাপে বিদগ্ধ হইতে হইবে না। তাই বলি মন! উঠ, জাগ—পরম দয়াল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। একমাত্র তাঁহারই পূজার্চ্চনায় তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করিবেন।' মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনাই বিদ্যমান।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটী চতুরক্ষরা একপাদ থাক। ভাষ্যে ঋত্বিক যজমানের সম্বোধন আছে। আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। সেই ভাবেই মন্ত্রে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (৭অ—৭খ—২স ১সা)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয় গান।

২ ১ র ১ ২ ১ র র ২ ২ ২ ১ ২
প্রগাঃ। আয়িন্দ্রায়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বায়িপ্রায়গাথম্লা। ১ য় ৩ ভা। য়ঞ্জুজোবা ৩।

২ ১ ২ ১ ১
উপ। বা২২তো২ ৩ ৬ ৫ ডায়ি। অর্চ্চা। ৷৷অর্কায়ির্স্কৃতাঃ সুবা

২ ১ র ২ ২ ১ ১s ২ ২
২ ৩ র্ক্কাঃ। আস্তোত্তভি শ্রুতো ১ য়ূ ৩ বা। ম্‌আ ৩ উবা ৩। উপ।

১n ২ ১ র ১ ২ ১ র
আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫ হায়ি। উপা। প্রাস্কে মধুমত্তায়িক্ষিয়া ২ ৩ স্বাঃ। পূষোম-

২৯২ ২ ১ s ২ ২ ১A
রয়িন্ধা ১ ইর্ম্মা ৩ হায়ি। স্বআ ৩ উবা ৩। উপ। আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫

২
হায়ি। ১।২।৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম—"উদ্বংশপুত্রম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা ।

উত্তরার্চ্চিকঃ । অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরং ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিমা বিবক্তি ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩র ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রবিবক্তি' (প্রকৃষ্টেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ) 'বরাহঃ' (অবিচলিতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মহিব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তবন, স্তুতি-পরায়ণঃ সন) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি: তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রক্রবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (৮অ ১খ -১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা-উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণ-সমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি-প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উশনেব' এতন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবি-কর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' উচ্চারয়ন 'দেবঃ' স্তোতা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' জন্মানি 'প্রবিবক্তি' প্রকর্ষেণ ব্রবীতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বাহুলকাৎ বিকরণস্য শ্লুঃ (৩১।৩৯), বহুলং ছন্দসি (৭।৪।৭৮) ইত্যভ্যাস-স্যেত্বং। 'মহিব্রতঃ' প্রভূতকর্ম্মা, 'শুচিবন্ধুঃ'। বধ্নাতি শত্রূনিতি বন্ধূনি তেজাংসি বলানি বা। দীপ্ততেজস্কঃ। 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ, 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ। রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ (৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ; তস্মিন্নহনি অভিষূয়মাণত্বেন তদ্বান; অর্শ আদিভ্যোঽচ্ঁ (৫।২।১২৭)। তাদৃশঃ সোমঃ 'রেভন্' রেভনং শব্দং কুর্ব্বন 'পদা' পদানি

পাত্রাণি 'অভ্যেতি' অভিগচ্ছতি; যদ্বা, যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পাদেন ভূমিং বিক্রমমাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যশক্তি-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সতত ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ ভগবান তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবানও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎকৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম—৫১সূ ১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শুচিব্রতঃ' ও 'রেভন্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১১৪সূ ৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কিভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য-লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। * (৮অ—১খ—১সূ ১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ ৬খ—২সা)। পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২

প্র হꣳসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অঙ্গোষিণং পবমানꣳ সখায়ো দুর্মর্ষং

৩ ১র ২র ৩ ২

বাণং প্র বদন্তি সাকম্‌॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হংসাসঃ' (হংসাঃ ইব আচরন্তঃ, যদ্বা হংসাঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নাঃ প্রকাশিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ঘোরতামসাচ্ছন্নহৃদয়ে সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্ঞানরশ্মীন্‌ বিকীরন্তি ইত্যর্থঃ, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষগণাঃ' (সংঘাতাঃ) 'অমাৎ' (শত্রোরাক্রমণাৎ অজ্ঞান-রূপাৎ ইতি যাবৎ) 'তৃপলা' (লোকত্রয়স্য পালকাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। তে জ্ঞানরশ্ময়ঃ অস্মান 'বগ্নুং' (বলং—কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ' (প্রযচ্ছন্তু) এবং 'অস্তং' (যজ্ঞগৃহং—হৃদ্রূপং ইতি যাবৎ) 'প্রায়াসুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। ত্বদনন্তরং 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বং কাময়ন্তঃ বয়ং প্রার্থনাকারিণঃ) 'অঙ্গোষিণং' (স্বতেজসা প্রদীপ্তং) 'দুর্মর্ষং' (শত্রুভিঃ দুঃসহং) 'পবমানং' (পবিত্রতাসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) লাভায় 'সাকং' (প্রসিদ্ধং) 'বাণং' (শত্রুনাশকং শরবৎ) 'প্রবদন্তি' (প্রার্থয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রথমাংশঃ নিত্যসত্যং বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা কর্ম্ম-প্রভাবেন শত্রুন্‌ বিনাশয়াম শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ লভেয়াম। হে দেব! কৃপয়া অস্মান্‌ তৎসামর্থ্যং বিধেহি—বিধেতি। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। হংস যেমন উদক মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি-সংঘাত অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রুর আক্রমণ হইতে তিন লোকের পালক হয়েন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ

আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদ্‌রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হউন। তদনন্তর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, স্বতেজ-প্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যেন শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হংসাসঃ' শত্রুভির্হন্যমানা হংসা ইব আচরন্তো বা 'বৃষগণাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ 'অমাৎ' শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ 'তৃপলা' তৃপলং। সুপাং সুলুগিতি দোরাকারাদেশঃ (৭।১।৩৯)। তৃপল-শব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তৃপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী (নিরু• নৈ• ৫।১২)—ইতি। ক্ষিপ্রং প্রহারিণং 'বগ্নুং' অভিষব-শব্দং 'অচ্ছ' অভিলক্ষ্য 'অস্তং' যজ্ঞগৃহং 'প্রায়াসু' প্রায়াসিষুঃ প্রগচ্ছন্তি। ততঃ 'সখায়ঃ' স্তুতা-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতাঃ স্তোতারঃ 'অঙ্গোষিণং' সর্ব্বৈরভিগন্তব্যং। যদ্বা, 'অঙ্গোষিণং' স্তোত্রার্হং, 'দুর্ম্মর্ষং' শত্রুভিঃ দুর্দ্ধর্ষং দুঃসহং; এবংবিধং 'পবমানং' সোমং উদ্দিশ্য 'বাণং' বাদ্যবিশেষং 'সাকং' সহৈব 'প্রবদন্তি' প্রবাদয়ন্তি তদুপলক্ষিতং গানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। (৮অ-১খ—১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক। ভাষ্যের পদ-বিন্যাসে এবং অর্থে অধিকন্তু ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায় মন্ত্রের জটিলতা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ভাব এই যে,—'শত্রুগণ কর্তৃক হন্যমান অথবা হংসের ন্যায় আচরণশীল বৃষগণা নামক ঋষিগণ শত্রুর বলে ভীত হইয়া, ক্ষিপ্র-প্রহারকারী অভিষব-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন। তদনন্তর সখিভূত স্তোতৃগণ সকলের অভিগন্তব্য শত্রুগণের দুঃসহ সোমকে উদ্দেশ করিয়া 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রবিশেষ সহ স্তুতিগান করিতেছে।' ব্যাখ্যার ভাব আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাখ্যাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহে বেগে প্রবেশ করিল। কারণ, দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে

একত্রে মিলিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।" কি হইতে কি অর্থ আসিল! ভাষ্যকার বলিলেন,—'বৃষগণা ঋষিরা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন, আর বাদ্য-সহকারে সোমের স্তুতি আরম্ভ করিলেন; আর ব্যাখ্যাকার কহিলেন,—'সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে গমন করিল। আর বাদ্যবাদনকারী সোমের বর্ণনা বন্ধুগণ করিলেন।' ব্যাখ্যায় সোম কখনও সোমরস হইলেন, আবার কখনও সোমদেব হইলেন! সুতরাং মন্ত্রব্যাখ্যানে কিরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া গেল, দেখুন।

আমাদের মতে মন্ত্রের সহিত কোনও ঋষির বা 'বাণ' নামক বাদ্য-যন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনিত্য সামগ্রীর সহিত নিত্য বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার যে কারণে সঙ্গত নহে, ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঋষির সম্বন্ধে এই মাত্র বলা চলিতে পারে না, তাঁহারা কালচক্রে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিত্য; সুতরাং নিত্য সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এক হিসাবে কোনও দোষ হইতে পারে না। তবে, সে সকল সম্বন্ধও পরিবর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে নিত্যসত্যমূলক ভাব পরম্পরার সমাবেশই আমরা স্বীকার করি। সেই হিসাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সোমরসের সঙ্গে মন্ত্রের কোনই সংস্রব নাই। সোমাভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এখানে মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ সদ্ভাব-মূলক। সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে; শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনি অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিয়া অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে বিদূরিত করিয়া দেয়। 'হংসাসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। হংস জলমধ্যে থাকিয়াও যেমন জলে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানও তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই ভাবেই আমরা উপমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'হংসাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং।' সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্ম হইতেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—এখানে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। সেই হিসাবেই 'বৃষগণাঃ' পদের অর্থ 'সংঘাতাঃ', 'অমাৎ' পদের অর্থ—'অজ্ঞানরূপশত্রোরাক্রমণাৎ' এবং 'তূপলা' পদের অর্থ—'লোকত্রয়স্য পালকঃ' পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানের প্রেরণা অজ্ঞানরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রিলোককে রক্ষা করে।' নিত্যসত্যমূলক এতদুক্তির সার্থকতা বিষয়ে আর বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানই যে ত্রিলোককে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, জ্ঞানদৃষ্টিই যে পরমার্থ-পথে সকলকে অগ্রসর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—

'আমাদিগের মধ্যে যেন জ্ঞানদৃষ্টির—দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, আমরা যেন সেই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে মোহ-পঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি ;—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যেন পরমার্থ লাভে সমর্থ হই।'

'বগ্নুং' পদে 'অভিষব-শব্দ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'কর্ম্মশক্তি' অর্থ আমনন করি। অভিধানে 'বগ্নু' পদ বাগ্মিতা-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাগ্মিতা—কর্ম্মশক্তিরই দ্যোতক। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ-সাধনই—বাগ্মিতার মূলীভূত। বাক্ কর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই কর্ম্মশক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সদ্ভাবসঞ্চয় বা জ্ঞানোদয় কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই 'বগ্নুং অচ্ছ' অংশে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানসঞ্চয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই ভগবানের সান্নিধ্য সুগম হইয়া আসে। 'অজোষিণং' পদের 'উষ্' ধাতু দান ও দীপ্তি অর্থমূলক। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে 'স্বতেজসা স্বজ্যোতিষা বা প্রদীপ্তং।' শুদ্ধসত্ত্ব—জ্ঞানের আধার, শুদ্ধসত্ত্ব যে অমিততেজঃসম্পন্ন এবং আপনার জ্যোতিতে আপনিই প্রদীপ্ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'বাণং'—'বাদ্যবিশেষং'—ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণ শততন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যবিশেষ এবং তাহা হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হয়। সোমাভিষব সময়েও সোমরস নিঃসারণকালেও সেইরূপ শব্দ উত্থিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই 'বাণং' পদের সহিত বাণ-নামক বাদ্য যন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। * কিন্তু 'বাণ' বলিতে সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণের বাণকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরা সেই সাধারণ লৌকিক ভাব হইতেই 'বাণং' পদে 'শত্রুনাশকং সায়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে শত্রু-নাশের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'বাণং' বাদ্য-বাদনে শত্রুনাশ হয় না। শত্রুনাশে 'বাণ'-রূপ আয়ুধেরই আবশ্যক করে। আর অন্তঃশত্রু নাশে যে বাণ সাধারণ পশুপক্ষি বিদ্ধকারী বাণ নহে। সে বাণ অন্তঃশত্রু-বিদ্ধকারী শুদ্ধসত্ত্ব, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক অস্ত্রের প্রার্থনায়, সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রাপ্তির প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মশক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিয়া, আত্মার আত্মসম্মিলনই প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য। তাই তিনি তদুপযোগী আয়ুধাদি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে মন্ত্রের যে উচ্চভাব সূচিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মানুষকে সৎশিক্ষাদানই বেদ-মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথেই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। সোমরস বা মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত পরমার্থপ্রদ বেদ-মন্ত্রের কদাচ লক্ষীভূত নহে † (৮অ—১খ ১সূ ২সা)॥

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাণং' বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবতঃ আধুনিক 'বীণ' হইবে। বাণেরই অপভ্রংশে 'বীণ' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। বীণও বহুতন্ত্রী-সমন্বিত।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং

৩ ১র ২র
মিমতে ন গাবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উরুগায়স্য' (বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য, যদ্বা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান আত্মোৎকর্ষশীলান ইতি ভাবঃ) 'জূতিং' (গতিং, উর্দ্ধগমনং) 'যোজতে' (যুনক্তি, সম্পাদয়তি —ভগবতা সহ সংযোজয়তি ইতি ভাবঃ)। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' (সর্ব্বত্র গচ্ছতঃ স্বচ্ছন্দগমনেন সর্ব্বত্রগমনশীলঃ ইতি ভাবঃ) তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমানং 'গাবঃ' (আত্মদর্শিনঃ অপি 'ন মিমতে' (পরিমাতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। 'তিগ্মশৃঙ্গঃ' (তীক্ষ্ণতেজস্কঃ, অমিততেজ ইতি ভাবঃ) 'পরীণসঃ' (জ্যোতিষাং আধারঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কৃণুতে' (সদ্ভাবসম্পন্না পরমপদে স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দিবা' (অহনি, জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ এব) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে, প্রকাশতে), কিন্তু 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, পাপকলুষপূর্ণে জ্ঞানশূন্য-হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'ঋজ্রঃ' (নিস্পষ্টপ্রকাশযুক্তঃ হীনতেজস্কঃ এব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিম্নঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানিনঃ অপি তস্য মহিমা বর্ণিতুং ন শক্নোতি। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগকে) উর্দ্ধগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দ-বিহারী সর্ব্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অমিত

তেজো জ্যোতিঃসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হয়েন; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নাই। জ্ঞানিজনও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'উরুগায়স্য' বহুভিঃ স্তুত্যস্য আত্মনঃ 'জূতিং' গতিং 'যোজতে' যুনক্তি অন্তরিক্ষে প্রেরয়তি। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' অনায়াসেন বিহরন্তং গচ্ছন্তং সোমং 'গাবঃ' অন্যো গন্তারঃ 'ন মিমতে' ন পরিচ্ছিন্দন্তি মাতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তিগ্মশৃঙ্গঃ'। শৃঙ্গন্তি হিংসন্তি তমাংসীতি শৃঙ্গাণি তেজাংসি। তীক্ষ্ণতেজস্কঃ 'পরীণসং'। বহুনামৈতৎ (নিঘ০-৩।১৭)। বহুবিধং তেজঃ 'কৃণুতে' করোতু অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানো যঃ সোমঃ 'দিবা' অহনি 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দদৃশে' দৃশ্যতে ন প্রকাশত ইত্যর্থঃ, 'নক্তং' রাত্রৌ তু 'ঋজ্রঃ' ঋজুগামী নিষ্পষ্টঃ প্রকাশযুক্তো দৃশ্যতে। দদৃশে - দৃশেঃ কর্ম্মণি লিটি রূপং। (৮অ-১খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোনও বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন জন ভগবানের সহিত সঙ্গত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত আত্মদর্শিগণও প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি অপরিসীম। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অন্তঃশত্রু বিদূরণ করে বলিয়া তাঁহার শক্তির তুলনা হয় না। অন্তঃশত্রুনাশ কামক্রোধাদির বিদূরণ চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন সংসাধিত হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন নিতান্ত দুরূহ। একদিন এই জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুদুষ্কর কার্য্য একমাত্র সদ্ভাবের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষমতা অসীম। জ্ঞানিজন যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সকল পাপকলুষ বিদূরিত হয়। তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার বিষয় কতক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান—হৃদয় যাহাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তাহারা ভগবানের মহিমা কিছুই অবগত হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের তাদৃশ বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, উৎকর্ষ-

সাধনই যে বিকাশের প্রধান সহায়, এখানে তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে তাই উপদেশ - আত্মোৎকর্ষ-সাধন কর। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। স্বরূপ বুঝিলেই সারূপ্য-সাযুজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রচেষ্টা আসিবে। এইভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিবা' এবং 'নক্তো' পদদ্বয় একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যে যথাক্রমে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে,—'অহনি' এবং 'রাত্রৌ'। আমাদের মতে অর্থ হয় - 'জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে' এবং 'পাপকলুষপূর্ণে অজ্ঞান-হৃদয়ে'। সূর্য্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া উষার অরুণচ্ছটার বিকাশ হয় এবং বিশ্বসংসার আলোকলাভে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হৃদয় জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে পারা যায়— শুদ্ধসত্ত্ব পাপরূপ অজ্ঞান-শত্রুকে বিনাশ করেন। তখনই অন্তর প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞানতাপূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে সে আলোক বিচ্ছুরণ সহজে সম্ভবপর হয় না। একটু অগ্রসর না হইলে আলোক লাভ ঘটে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম। আপনার প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। 'নক্তো' পদে সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি পাপহরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ'। 'সোম দিবাভাগে হরিদ্বর্ণ দেখায়, আর রাত্রিতে বিস্পষ্ট প্রকাশযুক্ত হয়'—ভাষ্যের এই ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যই অনুভব করি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যের অর্থ হইয়াছে 'অস্যো গন্তারঃ।' কিন্তু 'গো' শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ আমরা নিরুক্তাদির প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে 'গাবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে -'জ্ঞানকিরণসমূহ' ভাবে ঐ পদের অর্থ হয় প্রজ্ঞানসম্পন্ন আত্মদর্শী ব্যক্তি।

'উরুগায়স্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ 'বহুভিঃ স্তুতস্য আত্মনঃ'। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাষ্যানুসারী অর্থ হইয়াছে—'সোম বহুলোকের স্তুত আপনার সখিকে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করেন।' কিন্তু আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ 'উরুগায়স্য' পদের অর্থ করিয়াছি— 'বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্ আত্মোৎকর্ষশীলান্।' ভাব এই যে,—বহুসৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবানে আপনাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই সে মিলনকর্ত্তা। শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্ম-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ। সুতরাং সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য— এই উদ্বোধন-ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থে তাই মন্ত্রের কয়েকটী বিভিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদিগের মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—"তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন, তিনি

অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের স্থায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষ্যে বৃষের 'স্থায় কলেবর স্ফীত করা' বোধক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। 'গাভী ইহার সহিত যাইতে পারে না' - এই ভাব বুঝাইবার মতও কোনও পদেরই সমাবেশ দেখি নাই। 'গাবঃ ন মিমিতে' অংশে সে অর্থ আসিতে পারে না। ভাষ্য হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা যে আদৌ গ্রহণীয় নহে, মন্ত্রের ও ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে এরূপ বিরোধমূলক অর্থ কদাচ গ্রহণীয় নহে; সোমের শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ-মূলেও এতাদৃশ অর্থ একেবারেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা আমাদেরই পন্থার অনুসরণে এ সকল ব্যাখ্যা একেবারেই পরিবর্জ্জন করিয়াছি। * (৮অ—১ব—১সূ—৩সা)॥

—*—

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ১ ২৩১২
প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।

১২ ৩ ১ ২
সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (নাদরূপাঃ ব্রহ্মস্বরূপাঃ বা) 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'রথা ইব' (রথাঃ যথা আরোহিণং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি, তদ্বৎ রথবৎ সুষ্ঠুসংবাহকাঃ) সন্তঃ অপিচ 'অর্ব্বন্তো ন' (অশ্বাঃ যথা আরোহিণং ক্ষিপ্রং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা অশ্ববৎ ক্ষিপ্রগামিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (পরমার্থধনাকাঙ্ক্ষিণাং) রায়ে (শ্রেষ্ঠধনসাধনায় — পরমার্থপ্রাপণায় ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রগচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন অভীষ্টং প্রাপ্নোতি মোক্ষাভিলাষী জনঃ ইতি ভাবঃ)। (৮অ—১খ ১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের নবম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নাদরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ) সুষ্ঠু-সংবাহক হইয়া, অপিচ (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপে) অশ্বের ন্যায় লক্ষ্যপ্রগামী হইয়া, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠধন সাধননিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। (৮অ—১খ—১সূ—৪সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' অভিষবেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'রথা ইব' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো রথাঃ তথা, 'অর্ব্বন্তো ন' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো অশ্বাঃ তথা, 'শ্রবস্যবঃ' শত্রুভ্যঃ সকাশাদন্নমিচ্ছন্তো 'রায়ে' যজমানানাং ধনায় 'প্রাক্রমুঃ' প্রগচ্ছন্তি। (৮অ ১খ-১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটী প্রণিধান-যোগ্য। ঐ উপমাদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'স্বানাসঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ 'স্বানাসঃ' পদে 'অভিষবেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোম অভিষবকালে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই ঐ 'স্বানাসঃ' পদের প্রতিপাদ্য, ভাষ্যের অর্থে যেন তাহাই প্রকটিত। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ 'স্বানাসঃ' পদে পরব্রহ্মের প্রতিই যে লক্ষ্য আছে, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'স্বান্' পদ শব্দার্থক স্বন্ হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রমতে নাদ—শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই 'স্বানাসঃ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মই যদি ঐ পদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ 'স্বানাসঃ' পদে সোমকে বুঝান হইল কেন? তাহারও হেতু আছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি অভিন্ন নহেন। যিনিই ভগবান, তিনি আবার তাঁহার বিভূতি; আবার যিনিই ভগবদ্বিভূতি, তিনিই আবার ভগবান্। শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। সৎস্বরূপে সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি; সৎই সতের আধার। সৎস্বরূপ ভগবান্ নিখিল সদ্ভাবের আধার। তিনিই উৎসস্থানীয়। তাই তাঁহাকে এবং তাঁহার বিভূতিসমূহকে নাদরূপ বা ব্রহ্মরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (রথাঃ যথা গন্তারং প্রতি সংগচ্ছন্তি, যদ্বা—গন্তারং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'হিন্বানাসঃ' (সত্ত্বাবকাময়মানান জনান প্রতি, যদ্বা—তেষাং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) গচ্ছন্তি ইতি শেষঃ। 'ভরাসঃ কারিণামিব' (রথবাহকাঃ ভারবাহকাঃ বা যথা হস্তদ্বয়েন রথং ভারং বা ধারয়ন্তি তদ্বৎ) সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং) 'দধন্বিরে' (ধীয়ন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং পরিচরন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সত্ত্বাবশীলাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেন সত্ত্বাবং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ-৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংগামিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাদি সত্ত্বাব-কাময়মান ব্যক্তিগণের প্রতি অথবা তাহাদের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্তদ্বয়ের দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তি রূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্য্যা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাবার্থ—সত্ত্বাবশীল জন কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৫সা)॥

এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।" ভাষ্যের সহিত এই অর্থের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রথা ইব' যুদ্ধদেশং প্রতি যথা রথাঃ তথা 'হিন্বানাসঃ' যাগদেশং প্রতি গচ্ছন্তঃ সোমাঃ ঋত্বিজাং 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধন্বিরে' ধীয়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভরাসঃ' ভরাঃ 'কারিণামিব' যথা ভারবাহানাং বাহ্বোর্দ্ধীয়ন্তে তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বসম্পন্ন জন আপনাদের কর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় 'রথা ইব' এবং 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমাদ্বয়ে মন্ত্রের এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই ভাব অভিন্ন। রথ মানুষকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে ভগবানের সহিত সংযোজিত করে। 'ভরাসঃ কারিণামিব'—উপমায় শুদ্ধসত্ত্বধারণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার মস্তকস্থিত ভার ধারণ করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' রূপ দুই হস্ত ধারণ করে। 'গভস্ত্যোঃ' পদে সেই জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই হিসাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং। সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে ধারণ—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। যে কারণে 'গভস্ত্যোঃ' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করি, সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসান্নিধ্যলাভ। সে পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আবার জ্ঞান ও ভক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্মই সে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমা অংশের সহিত 'গভস্ত্যোঃ' পদের সমাবেশে মন্ত্রের ভাব হইয়াছে এই যে,—ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার ভারকে ধারণ করে; তেমনই মোক্ষকামী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সত্ত্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সত্ত্বভাব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেইরূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা বোধগম্য হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যিনি, তাঁহার

শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করে। মন্ত্রের প্রথম উপমা বাক্য—'রাজানো ন'। উহার সহিত শেষাংশের সম্বন্ধ খ্যাপনে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—রাজা যেমন স্তুতিবন্দনাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; পরমপবিত্র অনন্তশক্তিসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি প্রবর্দ্ধিত হন। অতএব ভাব এই যে,—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে মানুষের উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প—আমরা যেন তাহাই করিতে সমর্থ হই। * (৮অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।

১ ২ ৩ ১ ২

মধো অর্ষন্তি ধারয়া॥ ৭॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতঃ, ব্রহ্মস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'বর্হণা গিরা' (স্তোত্রকর্ম্মণা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) প্রবর্দ্ধিত সন 'মদায়' (পরমানন্দদানায়—শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ ধারয়া' (মধুররসযুক্তেন প্রবাহেন, যদ্বা—অমৃতপ্রবাহেন ইতি ভাবঃ) 'পরি অর্ষন্তি' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, প্রকষাস্ত্র — তেষাং প্রার্থনাকারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। (৮অ-১খ—১সূ ৭সা)।

অথবা,

'মধোঃ' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হণা' (মহত্ত্বা, মহত্ত্বাদিসম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যর্ষন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৮অ—১খ-১সূ—৭সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্)।

অমৃত প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপ ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। (৮অ—১খ—১সূ—৭সা)।

অথবা,

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৮অ—১খ—:সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বর্হণা' মহত্যা 'গিরা' স্তুতি-রূপয়া বাচা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মদায়' মদার্থং 'মধোঃ' মধুর-রসস্য 'ধারয়া' 'পরি অর্ষন্তি' পরিতো গচ্ছন্তি। 'পরিস্বানাসঃ'—'পরিসুবানাসঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'সুতাঃ' ইতি চ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়, সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে—হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা স্বানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সদ্ভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন।

দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অণু-পরমাণুক্রমে সদ্ভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,--সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)। (৮অ—১খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিবস্বতঃ' দীপ্তিমতঃ ইন্দ্রস্য 'আপানাসঃ' আপানভূতাঃ 'উষসঃ' 'ভগং' শোভাং 'জনয়ন্তঃ' প্রেরয়ন্তঃ 'সূরাঃ' সরন্তঃ সোমাঃ 'অণ্বং বি তম্বতে' অভিষব-বেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি। 'জিন্বন্তঃ'—'জনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১খ—১ম ৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাই সে সমস্যার মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থ একরূপ, আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সমস্যা-সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ। ভাষ্যের অর্থ –'ইন্দ্রের পানযোগ্য উষার শোভাবর্দ্ধনকারী দ্রুতগমনশীল সোম অভিষবকালে শব্দ করেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা –'ইন্দ্রের আপানভূত উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সুর সোম শব্দ করিতেছেন।'

আমাদিগের অর্থ আবার অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সদ্ভাবের দ্বারা মানুষ পরমার্থলাভে সমর্থ হয়; সুতরাং সদ্ভাবসঞ্চয়ে পরমার্থ-লাভে সকলেই যেন প্রযত্নপর হয়—মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় দুইটী বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'উষাকাল' – সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে সে হিসাবে উষা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানোন্মেষঃ' সূর্য্যের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নাই,–পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, 'উষসঃ' সেই অবস্থা। সূর্য্যের উদয়ে—জ্ঞানের উদয়ে, উষা অলঙ্কৃত হয়েন। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান হৃদয়ের শোভা প্রবর্দ্ধিত হয়। 'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছে। বিবরণকারের মতে 'সূরাঃ' পদে 'সূর্য্যা ইব দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

তার পর 'অণ্বং বিতম্বতে' মন্ত্রাংশের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে উহার অর্থ হয়,–'অভিষব-সময়ে উপরবে শব্দ করে।' সোমলতার রস নির্গমন মনে করিলে, হয় তো মন্ত্রাংশের এইরূপই অর্থ হয়। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,–'অণুপরমাণুক্রমে সদ্ভাবসংজনন করে।' ভাব এই যে,—সূক্ষ্মভাবে

ভগবানের নিকট পৌঁছান যায় না। তাই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুরূপে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষের সেরূপ একাগ্রতা থাকিলে, অণু-পরমাণুরূপে ভগবানই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণরেখাক্রমে বিশ্বের যাবতীয় অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েন, শুদ্ধসত্ত্বও সেইভাবে মানুষের অন্তরে উপজিত হয়েন। মন্ত্রাংশে এই উচ্চভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। * (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)।

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণো হরস আয়ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মতীনাং কারবঃ' (সদ্বুদ্ধীনাং প্রজ্ঞাপকাঃ, প্রেরয়িতারঃ বা) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ সদ্ভাবাঃ বা 'প্রত্নাঃ' (পুরাণাঃ ; যদ্বা—নিত্যাঃ বর্ত্তমানাঃ চিরনবীনাঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, কাময়মানাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ) দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (সংরচয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি)। অয়মপি নিত্যসত্য-মূলকঃ। তত্ত্বদার্শিনঃ এব সদ্ভাবাঃ সংজনয়িতুং শক্নুবন্তি। তে খলু তেন সদ্ভাবেন পরমার্থং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

অথবা,

'মতীনাং' (সদ্বুদ্ধীনাং) 'কারবঃ' (প্রজ্ঞাপকানাং, প্রেরয়িতৄণাং বা) 'প্রত্নাঃ' (পুরাণানাং, নিত্যবিদ্যমানানাং, চিরনবীনানাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকানাং) শুদ্ধসত্ত্বানাং 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, আকাঙ্ক্ষিনঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (জনয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ -১খ -১সূ ৯সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, পঞ্চমী ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক শুদ্ধসত্ত্বসমুদ্ভবাদি, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য-বিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকামনাপর তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—তত্ত্বদর্শিগণই সদ্ভাবজননে সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই সেই সদ্ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত করিয়া থাকেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)॥

অথবা,

সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্ম্মসমূহই সম্পাদন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং

'মতীনাং কারবঃ' স্তুতীনাং কর্ত্তারঃ 'প্রত্নাঃ' পুরাণাঃ 'বৃষ্ণঃ' সেচকস্য সোমস্য 'জনাঃ' জনয়িতারঃ 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ ধামানি যজ্ঞস্য স্থানানি 'অপ প্রাবৃণ্বন্তি' বিবৃণ্বন্তি ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (১১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 'মতীনাং কারবঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রের রচয়িতা' এবং 'প্রত্না' পদের 'পুরাণাঃ' অর্থে সেই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাব হইয়াছে যেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেদের নানা স্থানে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য—ভগবন্মুখনিঃসৃত। যে কারণে এ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, তত্তৎস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমরা 'মতীনাং' পদের 'সদ্বুদ্ধিনাং' অর্থ পরিগ্রহ করি। যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিকাশ করিয়া সংসারীকে সদ্বুদ্ধি দান করেন, তিনিই 'মতীনাং কারবঃ'। সত্যজ্ঞানই মানুষের সদ্বুদ্ধির উন্মেষকারী। সত্ত্ব-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-মানুষকে সেই সত্য-জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তাঁহাকে সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি 'পুরাণাঃ' অর্থাৎ চিরনবীন বা চিরনূতন। তিনি সত্যরূপে চিরবিদ্যমান—তিনি চিরনূতন—তাই

'পুরাণ'। এখানে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে 'পুরাণাঃ' পদে সেই পুরাণপুরুষ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। ভগবান যেমন চিরনূতন, তাঁহার বিভূতিও তেমনই চিরনূতন। তাই 'পুরাণাঃ' বিশেষণ-পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'দ্বারা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞস্য দ্বারাণি' অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বার-সমূহ। যজ্ঞের দ্বার বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে সকল উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকেই যজ্ঞের দ্বার বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্ব লক্ষ্যে যে সকল উপায়পরম্পরা অবলম্বন করার আবশ্যক, যে কর্ম্মে অন্তরে সেই সত্ত্বাদের উদয় হয়, আমরা 'দ্বারা' পদে সেই 'শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিজন সদ্ভাবপরিবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,—শেষাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে।* (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পদমেকস্য পিপ্রতঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমীচীনাসঃ' (সমীচীনাঃ—অভিজ্ঞাঃ, কর্ম্মাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ অর্চ্চকাঃ ইতি ভাবঃ) 'একস্য' (একমেবাদ্বিতীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানং, হৃদয়রূপং অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তি, উৎকর্ষসম্পন্নং করোতি ইতি যাবৎ)। তেন প্রীতিযুক্তঃ সন সঃ ভগবান্ 'সপ্তহোতারঃ' (সপ্তধামভিঃ, নিখিলবিশ্বব্যাপনাৎ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক্)। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন।" মন্ত্রের 'হরসঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'আহারকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ আহরণকারী। তার পর, বিবরণকারের মতে ঐ পদে 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'হরসে দীপ্তৌ' এই অর্থে 'হরসঃ' পদের 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'আহারকারী' অর্থ কেহই অধ্যাহার করেন নাই। ব্যাখ্যাকার আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে একটা 'নূতন কিছু' করিয়া গিয়াছেন।

দেবতাবানাং আহ্বাতারং) 'আশত' (ব্যাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রীণনায় আত্মনঃ উৎকর্ষসাধনং বিধেয়ং। অতঃ আত্মোৎকর্ষসাধনায় বয়ং প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ-১খ—১সূ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমীচীন অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন অর্চ্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষ-সম্পন্ন করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই। (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমীচীনাসঃ' সমীচীনাঃ 'জানয়ঃ' জাতিসদৃশাঃ 'একস্য' সোমস্য 'পদং' স্থানং 'পিপ্রতঃ' পূরয়ন্তঃ 'সপ্ত হোতারঃ' যজ্ঞে 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তি। 'আশত'—'আসত'—ইতি পাঠৌ, 'জানয়ঃ'—'জাময়ঃ' ইতি চ। (৮অ-১খ ১সূ-১০সা)।

* * *

দশম (১১২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জানয়ঃ', 'সপ্তহোতারঃ' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে ঐ দুই পদ প্রায় একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উহার অর্থ হইয়াছে—'জাতিসদৃশাঃ'; কিন্তু বিবরণগ্রন্থে 'সপ্তজানয়ঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া, সেই 'সপ্তজানয়ঃ' পদের পরিচয়ে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার হোতার নাম উল্লিখিত দেখি। কিন্তু 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে, যাঁহারা কর্ম্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সে হিসাবে, যাঁহারা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারাই 'জানয়ঃ'। তদনুসারে আমরা 'জানয়ঃ' পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় কি? কর্ম্মের কত বিভাগ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও সময় সময় মুহ্যমান হন। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া

যাঁহারা কর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই কর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হিসাবেই 'আনয়ঃ' পদে 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'সপ্তহোতারঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হোতারঃ' পদের অর্থ—'দেবভাবানাং আহ্বাতারং'। এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হইলেই সে হৃদয়ে দেবভাবের ও দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাহারাই দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এখন 'সপ্ত হোতারঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যাদির অভিমত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'সপ্ত', 'ত্রি' প্রভৃতি শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সপ্তপৃথিবী পদে 'সপ্তলোক'—বিশ্বভুবন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। তাই 'সপ্তহোতারঃ' পদে, যাঁহারা 'সপ্তভুবন হইতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।' এই ভাবে 'সপ্তহোতারঃ' পদের অর্থ হইয়াছে -'সপ্তধামভিঃ, যদ্বা নিখিলবিশ্বব্যাপিনাং দেবভাবানাং আহ্বাতারং।' তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অর্থ হয়—'সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান, নিখিলবিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন' অর্থাৎ যাঁহারা সদ্ভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

'একম্' পদের 'সোমম্' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোমকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে ঐ 'একম্' পদের সার্থকতা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ঐ 'একম্' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'সমীচীনাসঃ' এবং 'আনয়ঃ' পদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'একম্' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবন্তঃ' অর্থই সুসঙ্গত। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন।' অন্তরের উৎকর্ষ-সাধন একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আপনার অন্তরকে ভগবানের উপযুক্ত আসনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। উৎকর্ষসাধন না হইলে সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে 'ভগবানের উপযুক্ত আসন রূপে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বসহকারে ভগবচ্চরণে আত্মবলিদান করিতে পারি।' * (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'সমীচীন সপ্তবন্ধুসমূহ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' এই ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুসারী নহে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

একাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে।
৩ ১ ২ ২ ৩ ১ ২
কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাভিং' (সৎকর্ম্মণঃ মূলং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নাভা' (সৎপ্রবৃত্তি-মূলে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'আদদে' (ধারয়াম); তস্মাৎ অহং 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং শক্নোমি)। কিঞ্চ 'কবেঃ' (ক্রান্তকর্ম্মণঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি ভাবঃ) 'অপত্যং' (অংশুং, সূক্ষ্মতমাংশং জ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদুহে' (সম্যক্ দোগ্ধুং শক্নোমি, সংজনয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবেন সজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তব্যং। অতঃ সজ্‌জ্ঞানলাভেন সৎস্বরূপস্য স্বরূপং বিজানীয়াং। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মমূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি। তদ্দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। অপিচ ক্রান্তকর্ম্মা শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করিতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সজ্‌জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানিতে পারি)। (৮অ—১খ—১সূ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং' যজ্ঞস্য নাভিভূতং সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'নাভা' নাভৌ অহং 'আদদে' সোমং পীত্বা নাভিস্থানে করোমীত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'চক্ষুষা' 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং। কিঞ্চ, 'কবেঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মণঃ সোমস্য 'অপত্যং' অংশুং 'আ দুহে' আ পূরয়ামি। 'চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে'—'চক্ষুশ্চিৎ সূর্য্যে সচা'—ইতি পাঠৌ। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা)।

* * *

একাদশ (১১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থ বিশেষ কৌতুহলপ্রদ। ব্যাখ্যার ভাবও তদনুরূপ। ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান করিয়া আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখিব। কি জন্য?— না, সূর্য্য দেখিবার জন্য। অপিতু ক্রান্তকর্ম্মা সোমের অংশু আমরা পূরণ করি।' এখানেও সোম-মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-হেতু সূর্য্য একরূপ অদর্শনই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এ সোমপানে সূর্য্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে; সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম। এ সোম আবার তবে কি পদার্থ? যে সোম পান করিলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করিলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, সে সোম অবশ্যই মাদক-দ্রব্য নহে। সে সোম অবশ্যই কোনও অপার্থিব সামগ্রী। তাই সেই সোম আমাদের ভগবদংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি—উন্মেষকারী সেই ভগবদ্বিভূতি। সজ্ঞানের উন্মেষক সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

এখন মন্ত্রে আমাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'নাভিকে' মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। নাভি কেন্দ্র-স্থানে; নাভিতেই প্রাণ অবস্থিত। "পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।" নাভির পুরোভাগে প্রাণ এবং পশ্চাদ্ভাগে অপান বায়ু বিদ্যমান। যে উভয়বিধ বায়ুর—প্রাণাপান বায়ুর সংরক্ষক—তাহাই নাভিতে সংরক্ষিত। সুতরাং এক হিসাবে নাভিকে মূল বলা চলিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাভিং' পদে ভাষ্যকার 'যজ্ঞস্য নাভিভূতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, 'নাভিং' পদে তাহাকেই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার কর্ম্মের মূল যেমন 'নাভি'; সদ্বৃত্তির মূলও সেই 'নাভি'। সদ্বৃত্তির মূল সেই 'নাভা' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে ব'লয়া মনে করি। এই ভাবে, 'নাভা নাভিন্ন আদদে' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাকে সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি।' 'সূর্য্যং দৃশে' বলিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

ফলতঃ, মন্ত্রে এক আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্বৃত্তির উন্মেষণ, সদ্বৃত্তিতে ভগবদ্বিভূতির করুণালাভে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষণ এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে প্রকটিত। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবেঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিবার কি আবশ্যক? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানের সন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে। সে পক্ষে তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি

প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে পৌঁছিতে পারিবে কিরূপে—কিসের সাহায্যে! তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণবিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবে! ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে।" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া যায়।' ভগবানের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। লৌকিক ব্যবহারে যেমন বৈজ্ঞানিকের নিকট বৈজ্ঞানিকের আদর, ধর্ম্মপরায়ণের নিকট যেমন ধার্ম্মিকের আদর, সর্ব্বত্রই তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—'আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপগুণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপগুণ-বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা তিনি তাহারই আদর করেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তাই তিনি সৎকর্ম্মশীলকে আদর করিয়া থাকেন; তিনি সত্য সৎস্বরূপ, তাই তাঁহার নিকট সত্যের ও সতের সমাদর; তিনি ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তাই তিনি ভক্তির ডোরে ভক্তের নিকট চির-আবদ্ধ। * (৮অ—১খ—১সূ ১২সা)।

—*—

দ্বাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, অষ্টমী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা; "আমি যজ্ঞের নাভিভূত (সোমকে; আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি। চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (শোভনবীর্য্যবন্তঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (গুহায়াং—হৃদ্রূপায়াং ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (নিহিতং, বিরাজমানং) দিবঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (আনন্দময়ং) 'পদং' (স্থানং—অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'অভিপশ্যন্তি' (দর্শন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ জ্ঞানপ্রভাবেন পরমাত্মানং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি অথবা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবেন হৃদি ভগবদধিষ্ঠানং পশ্যতি। (৮অ-১খ ১সূ—১২সা)।

অথবা,

'সূরঃ' (জ্যোতিরাধারঃ, যদ্বা—সূর্য্য ইব স্বপ্রকাশঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'হিতং' (নিহিতং) 'প্রিয়ং' (পরমানন্দদায়কং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শতি, গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদয়ে স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎকৃপালাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়েম। (৮অ ১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, যদ্বা প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ)'দিবঃ' (দীপ্তস্য—আত্মদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ ইব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। অপিচ, সঃ ভগবান 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (তেষাং জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নানাং ইতি যাবৎ) 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়কং) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যতি' (দর্শতি, উদিতঃ ভবতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। (৮অ—১খ—১—১২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভন-বীর্য্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে (আপনার) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

জ্যোতির আধার অথবা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে

নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

* * *

অথবা,

জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নদিগের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহাদের হৃদয়ে) উদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুরঃ' সুবীর্য্যঃ ইন্দ্রঃ 'চক্ষসা' চক্ষুষা 'দিব.' দীপ্তস্য আত্মনঃ 'প্রিয়ং পদং' অপবর্যুভিঃ 'গুহা' গুহায়াং হৃদয়ে 'হিতং' নিহিতং পীতং সোমং 'অভি পশ্যতি'। 'প্রিয়ং'—'প্রিয়া' ইতি পাঠো॥ (৮অ—১খ—১সূ ১২সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধি হইলে ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, আর সেই জ্যোতিঃ পরমপদ-প্রাপ্তির সহায়ভূত হইয়া থাকে,—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদৃষ্টি-লাভের এবং শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য্য ইন্দ্রদেব আপনার পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখিতেছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম—'গুহায়াং হিতং' পদের এরূপ অর্থও কেহ কেহ অধ্যাহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোম যে মাদক দ্রব্য এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মত্তপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু দেবতা

কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, তৎসম্বন্ধে একটু দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, আমরা মনে করি, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড প্রবল; কর্ম্মকাণ্ডের প্রবল প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া, কর্ম্ম কাণ্ডের অনুকূল সিদ্ধান্তই প্রকটিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দেবতা, সোম প্রভৃতির তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধভাবে বিবৃত করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ নহে। ভগবান বিশ্বরূপ। তাঁহার নাম রূপের অন্ত নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ গুণও তেমনই অনন্ত। তাঁহার অনন্ত নামরূপের মধ্যে 'ইন্দ্র' তাঁহার একটী নাম। তাঁহার নামরূপকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া, তিনি অনন্তকর্ম্মা বলিয়াই—অনন্ত রূপগুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি যাঁহারা 'ইন্দ্র' নামে সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ;" অর্থাৎ, - ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন। আবার যাঁহারা বিষ্ণু হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ কারণরূপে ধারণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ এবং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, -

"তুচ্ছাঽনির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এইরূপ মতবিরোধ, তখন যিনি বাক্য ও মনের অতীত অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমাদের শাস্ত্রসমূহ যে কঠিন কঠোর ভাবে অধিকারীর ও অনধিকারীর স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ মাত্র। আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমসুখসাধন। অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক,—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও সাগরসম্মিলনই যেমন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশেরও সেইরূপ লক্ষ্যই বুঝিতে

হইবে। সাগরে মিলিত হইলে, যেমন নদীর নাম রূপ সমস্ত লোপ পায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। শ্রুতি (মণ্ডুকোপনিষৎ) সেই আত্মার আত্মসম্মিলন সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা, —

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের এইরূপ লক্ষ্য হয়, শাস্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নামরূপ বিমুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে লীন হউক,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইন্দ্র বায়ু, বরুণ,—যে ভাবেই যে নামে যে রূপেই মানুষ তৃপ্তি লাভ করে,—তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই নামে সেই ভাবেই ভগবদভিমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধিকারী সম্বন্ধে সেই অনন্তকে বিভিন্ন নাম রূপে প্রকটিত করা হয়। এই ভাবে বুঝিলেই ইন্দ্রকে আর মাদকদ্রব্য প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আসে না ; অথবা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়াও উপলব্ধি জন্মে না। তখন তাঁহাকে যে সোম প্রদান করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, সে সোম সেই মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস নহে। তখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, সে সোম তাহাই। সোম-সুধা সেই জ্ঞান-কর্ম্ম মিশ্রিত ভক্তি-সুধা।

'চক্ষসা' অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে যখন এই ভাব উপলব্ধ হয়, তখনই মনোমধুকর ভগবানের চরণ-কোকনদে মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে, সেই চরণই এ সংসারের সার-সামগ্রী। সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। তখন সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারের সকল মায়-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবাধ নাই। তখন কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা—এমনই তীব্র—এমনই মহান্। ভক্ত সাধক যখন সৎস্বরূপের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহের যে কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কর্ম্মের—সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ, শুদ্ধসত্ত্বই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হৃদয়ে উপজিত হইলেই তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ফলতঃ, জ্ঞানই ভগবানকে এবং তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বরূপ বিভূতি-সমূহকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আনে ; জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' এবং 'চক্ষসা' পদদ্বয়ে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণই অন্তরে ভগবদনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন' ; পূর্ব্বোক্ত ভাব পরম্পরায়ই এতদুক্তির সার্থকতা বলিয়া

মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব প্রকটিত। তৃতীয় অন্বয়ের ভাবও অভিন্ন। সত্ত্বাবেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবান সেই সজ্জনের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া তথায় আগমন করেন।' ফলতঃ, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। * (৮অ - ১খ - ৫সূ - ১২সা)।

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২ ২ ২ র ১ ২৫র ২৩৪৫ ২র র ১র
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। প্রকাবিয়াম্। উশনে। স্তক্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
না ৩ গ্নানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধূঃপবাকাঃ। পদাবরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িৱা ৬ ৫ ৬ ন্॥ প্র৬৮সাদাঃ।

২১র ২৩৪৫ ২র১ ২১ ২৩৪৫ ২ র ১
তৃপলা। বয়ুমচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষপ। গাঅয়াঃ। অঙ্গোবিণাম্।

২১র ৩৪৫ ২১ ১ ২ ২ ৪
পবমা। ন৮সুখায়াঃ। কুর্মর্বংবা। গা ৩ স্প্র। দা ৩ ৪ ৩। ভী ৩ গা ৫

২ র ১ ২১র ২৩৪৫ ২র১র ২ ১
কা ৬ ৫ ৬ ন্॥ সযোজতারি। উরুগা। যস্তভ্তীম্। বৃথাক্রীড়া। আ ৩ স্বিয়।

২৩৪৫ ২র১ ২১র ২৩৪৫ ২ ২ ২
স্তেনপাবাঃ। পরীণসাম্। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। ও ৩ হো ৩ হোয়ি।

র ১ ২১র ২ ২ ৪
দিবাহয়াগ্নিঃ। দদৃশে। না ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ জ্র্‌ ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২র র ১ ২১র ২১র ২৩৪৫ র১র র
২। হাউহাউ। হুপ। প্রকাবিয়াম। উশনে। স্তক্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২^৩৪৫ ২১ ২ ২^৩৪৫ ২২র
না ৩ গ্নানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩। ধূঃপবাকাঃ। পদাগরা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, নবম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।"

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১ র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। ভী ৩ রা ৫ য়িভা ৬ ৪ ৬ ন। প্রহ৮্সাণাঃ।

২ ১র ২৩৪৫ ২১র ২১ ২n৩৪৫ ২১র ২
তুপলা। বয়্মচ্ছা। অমাদস্তাম। বৃষগ। ণাঅয়াস্থঃ। অঙ্গোবিণাম্। পবমা।

২ ৩৪৫ ২১ ২^১ ২ ২ ৪
ন৮সথায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণা ৩ প্রব। দা ৩৪৩। ভী ৩ শা ৫ কা ৬৫৬ম॥

২ ১র ২১র ২৩৪৫ ২১রর ২ ১ ২^৩৪৫
সযোজতায়ি। উরুগা। যস্তজ্তাম। বৃণাক্রীড়া। তা ৩ শ্মিম। তেনগাদাঃ।

২১র ২১র ২৩৪৫ ২র র ১ ২১র
পরীণসাম। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। হাউহাউ। হুপ। দিবাহরায়িঃ।

২১র২^ ২ ৪
দদৃশোনা ৩৪৩। ক্ষা ৩ মা ৫ জ্রা ৬৫৬ঃ॥

* * *

২র১ ২১প —১র ২রর১র ২র১
৩। প্রকাবিয়াম্। উশনেবা। ব্রু ২ বাণাঃ। দেবোদেবা। নাজ্ঞনমা।

— ১ ২১ ২১ —১র ২র১
বা ২ য়িবক্তায়ি। মাহব্রতাঃ। শুচিবন্ধুঃ। পা ২ বাকাঃ। পদাবরা।

২র১ ১র ১ ২ ১র ২১র —
হোআভিয়ায়ি। ভী ২ রেভা ৩ সাউ॥ প্রহ৮্সাণাঃ। তুপলাবা। য় ২

১ ২র১ ২১ —১র ২র১ ২১র
মচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগণাঃ। আ ২ য়াসুঃ। অঙ্গোষণাম্। পবমানাম্।

—১র ২১ ২১ —১র২ ১ ২র১
সা ২ থায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। সংপ্রবদাঃ। ভী ২ সাকা ৩ সাউ॥ সযোজতায়ি।

২১র —১র ২র১র ২১ —১র
উরুগায়া। স্তা ২ স্তৃতীম্। বৃথাক্রীড়া। তশ্মিমতে। না ২ গাবাঃ।

২র১ ২১র —১ ২র১ ২১র —
পরীণসাম্। কৃণুতেতায়ি। গ্মা ২ শৃগাঃ। দিবাহরায়িঃ। দদৃশেনা। ক্ষা ২

১২ ১১১১
মৃজ্রা ৩ ১ উ। বা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* * *

৩ ৫ ৩ ২ ৪৫ ২১র২১ ২১র ২৩৪৫
৪। হো ৪ বা। উহুবা ৩। হোবা। প্রকাবিয়াম্। উশনে। বক্রুবাণাঃ।

২র১র ২র ২ ১ ২^৩৪৫ ২ ২ ১ ২১ ২A ৩৪ ৫
দেবোদেবা। না ৩ জানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধুঃপবাকাঃ।

২১র১১ ২ ১ ২n৩৪৫ ২১ ১র১ ২১র ২৩৪৫
পদাবরা। তো ৩ অভি। ঔতিবেভান্। প্রচষ্ট্লাসাঃ। ভূপলা। বন্ধুমচ্ছা।

২১র২১ ২১ ২৴৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২৩৪৫
অমাদস্বাম্। বৃষগ। শারআস্থঃ। অঙ্গোষিণাম্। পবমা। নষ্ট্লথায়াঃ।

২১২১ ২ ১ ২n৩৪৫ ২১২১ ২১র ২n৩৪৫
ভুর্ম্মবংবা। ণা ৩ প্রব। দক্ষিসাকাম্। লযোজভায়ি। উরুগা। যস্তুজ্‌ভীম্।

২ র২র১ ২ ১ ২৴৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২n৩৪৫
সুপাক্রীড়া। তা ৩ স্মিম। তেনগাবাঃ। পরীণলাম্। কুণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ।

২ র২১ ২১র ২৩৪৫ ৩ ৫ ৩২
দিবাতরাধি। দদৃশে। নক্তমৃজ্রাঃ। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৫ ৫
হোবা ৬ হাউবা। ১-১২।*

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্ম্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য যোজনা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধর্ম্মং' (ধারণগুণং, ধারণশক্তিং ইত্যর্থঃ, যদ্বা সত্যোৎপাদিকাশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ, যদ্বা—তেষু জ্ঞানবিশিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'অস্য' (সত্যস্য) 'যোজনাঃ' (প্রযোজকাঃ) 'সুশ্রিয়ঃ' (শোভনশ্রিয়ঃ, মঙ্গলদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (মার্গেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং মার্গং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (বিজ্ঞাপয়ন্তি, প্রদর্শয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ); অথবা সত্ত্বভাবাঃ 'পথা' (সন্মার্গেণ) 'অসৃগ্রং' (পরিচালয়ন্তি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ।)। (৮অ ২খ ১সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দ্বাদটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে, (১) "পার্থং" (২) "বাহারং" (৩) "প্রবন্তার্গবং" এবং (৪) "কুৎসস্যাধীয়ং।"

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের ধারণ-শক্তি বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্যোৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রযোজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম সাধন-সমর্থ মার্গ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সন্মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—৭খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্ত' অনেন যজমানেন কৃতান 'যোজনা' তদ্দেবতাযোগ্যান্ সম্বন্ধান 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'সুশ্রিয়ঃ' শোভনশ্রয়ণাঃ 'অসৃগ্রং' হবির্দ্ধানাৎ সৃজ্যন্তে। 'যোজনা'—'যোজনং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-২খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাহা ধারণ করে, যে শক্তির বলে বস্তু বিধৃত আছে, যে শক্তি না হইলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না, তাহাই উক্ত বস্তুর ধর্ম্ম। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মবলেই বস্তুর পৃথক সত্তা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। উহাই বিশ্বের ধর্ম্মশক্তি। সে ধর্ম্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিই বিশেব অনুস্যূত হইয়া আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ধর্ম্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি এই ধর্ম্মশক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। মন্ত্রে এই চিরন্তন সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্যপথে সৃষ্ট হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ মিলন নাই। এই ব্যাখ্যায় কোন উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। "সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ" বাক্যাংশের কোনও অর্থই হয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভাষ্য আরও অস্পষ্ট। ভাষ্যকার 'অস্ত'

পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অনেন যজমানেন কৃতান্'। কিন্তু এই দূরার্থ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায়ও মূলমন্ত্রের ভাবের সহিত কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৮অ—২খ—১সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ১র ২র
প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে।
৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
হবির্হবিষু বন্দ্যঃ॥ ২॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিঃষু' (ভগবৎপূজোপকরণেষু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং) এব 'বন্দ্যঃ' (শ্রেষ্ঠং, প্রার্থনীয়ং); 'হবিঃ' (ভগবৎপূজোপকরণং) 'প্র' (প্রবর্ত্ততে—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); তেন সহ 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'মহীঃ' (মহান্) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'বি গাহতে' (সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বেন অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-পূজোপকরণ-সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে; তাহার সহিত অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হবিঃষু' হবিষাং মধ্যে 'বন্দ্যাঃ' স্তুত্যাঃ 'হবিঃহবিরাত্মকঃ যঃ সোমঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বিগাহতে' তস্য 'মধোঃ' সোমস্য 'অগ্রিয়ঃ' মুখ্যা ধারাঃ প্রপতন্তীত্যর্থঃ। 'মধোঃ' —'মধ্বঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ - ২খ - ১৭—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ ˜ §:•——

সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে ভগবৎপূজার উপকরণেরও পার্থক্য হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্য প্রতীকোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ভগবদারাধনার প্রণালী বর্তমান আছে। সাধক তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। উদার আর্য্যধর্ম্মে তাই নিম্নশ্রেণীর পূজারও স্থান আছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে—শক্তির তারতম্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তাই মানুষের ভগবৎপূজাপ্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। এই বিভিন্নতার আরও একটী বড় কারণ—হৃদয়ভাবের বিভিন্নতা। বাহ্য অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়—পবিত্র হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই ভগ চরণ লাভ করিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—"হবির্হবিঃষু বন্দ্যাঃ অপঃ" ভগবৎ পূজার উপকরণের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাবৃতই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বাহ্যানুষ্ঠান হৃদয়ভাবের সাহায্য করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাই সমগ্র বস্তু নয় বা হইতেও পারে না। হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সকল প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠানই সমান শ্রেণীর। হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবই বাহ্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মন্ত্রে এই হৃদ্ভাবেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি হৃদয়ের এই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মানুষের হৃদয়। হৃদয়ভাব যদি বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বর্গসুখ-লাভের—অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যখন পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—হৃদ্ভাবামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহ সম্মিলিত হয়। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহের সম্বন্ধ পরিকীর্ত্তনই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যাদিতেও সোমপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে ভাষ্যার্থও উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হবা, তিনি মহৎজলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে'। মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমের উল্লেখ নাই—শুধু আছে "হবির্হবিঃষু বন্দ্যাঃ"। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'হবিঃ' নিশ্চয়ই—সোমরস! আমাদের

ব্যাখ্যার সঙ্গতার্থ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—২সা)॥

—-•-—

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ২ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অধ্বরঃ' (হিংসারহিতঃ, অহিংসকঃ) 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) শুদ্ধসত্বঃ 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্মাভি' (গৃহং প্রতি, স্থানং প্রতি, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'যুজাঃ' (যুক্তাং উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং) 'বাচঃ অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে।)। (৮অ—২খ— সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রিয়ঃ' হবিষাং মধ্যে মুখ্যঃ সোমঃ 'যুজাঃ' যুক্তাঃ 'বাচঃ' প্রকরোতীত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়তি—'বৃষঃ' কামানাং বর্ষকঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অধ্বরঃ' হিংসাবর্জ্জিতঃ সোমঃ 'সদ্ম' যজ্ঞগৃহং 'অভি' প্রতি 'বনে' উদকে অচিক্রদৎ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। 'বৃষো 'অচিক্রদৎ'— 'বৃষাবচক্রদৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ ২খ—১সূ-৩সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সত্ত্বভাব—অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের বাসনা কামনার যে পর্য্যন্ত অবসান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাসনা কামনারও অন্ত নাই। কাজেই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" মানুষের বাসনা বাড়িয়াই যায়, অথচ বাসনার ভোগে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। কামনার উপভোগে কামনা বাড়িয়াই চলে। কিন্তু কামনার শান্তি না হইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তবে কি মানব মুক্তি-লাভ করিবে না?—না তাহার মুক্তির উপায় আছে! সেই উপায় কামনার চরম কামনা যাহা তাহার পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয়—ভগবানের কৃপায়। তিনি যখন মানবকে অমৃতবিন্দু দান করেন, তখন মানবের চির-জীবনের সকল পিপাসা দূরীভূত হয়, হৃদয় পরাশান্তিতে পরিপ্লুত হয়। তখন জীবনের কোন দুঃখকষ্ট, বাসনা কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়। তাই ভগবান অভীষ্ট-বর্ষক। তাঁহার শক্তি—শুদ্ধসত্ত্বেও তাই এই অভীষ্টবর্ষক গুণ বর্ত্তমান।

যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনার অবসান হইয়াছে—তিনি পরম মঙ্গলের সন্ধান পান। হৃদয় মনের বিভ্রম উৎপাদনকারী কামনা না থাকাতে মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, জীবনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী, সত্যভৃত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন"। * (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)॥

— • —

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি।
১র ৩ ১ ২
স্বর্ব্বাজী সিষাসতি॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, কর্ম্মকুশলঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ 'যৎ' (যদা) 'নৃম্ণা' (বলেন সহ, আত্মশক্তিযুতানি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যা (স্তোত্রাণি) 'পরিঅর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকাৎ ইতি যাবৎ) তদা 'স্বর্ব্বাজী' (ঐশীশক্তিসম্পন্নঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) সাধকং 'সিষাসতি' (ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ ১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা সোমঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'পুনানঃ' শোধয়ন 'কাব্যা' কাব্যানি কবিকর্ম্মাণি স্তোত্রাণি 'যৎ' যদা 'পরি অর্ষতি' পরিগচ্ছতি, তদা 'স্বঃ' স্বর্গে 'বাজী' বলবান্ অয়মিন্দ্রঃ 'সিষাসতি' যাগং প্রত্যাসন্নং স্বকীয়ং বলং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। 'পুনানঃ'—'বসানঃ'—ইতি পাঠো॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে সামান্য মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতেরও ঐক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।" এই ব্যাখ্যা কিয়ৎপরিমাণে ভাষ্যানুসারী কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যের সহিতও ঐক্য নাই। ভাষ্যকার 'নৃম্ণা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বলেন'; কিন্তু অনুবাদকার উক্তপদে 'ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কিন্তু আমাদের ধারণা—বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার-সম্মত 'বল,' 'আত্মশক্তি' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। মন্ত্রের অন্যত্র 'স্বর্ব্বাজী' পদ থাকায় আমাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি শক্তির অনুগামী। যাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ সম্ভাবপর, সেখানেই শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সাধক আত্মশক্তি-লাভে সমুৎসুক, শক্তির আধার ভগবান তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তাই মন্ত্রান্তর্গত শক্তিবাচক 'নৃম্ণা' এবং 'স্বর্ব্বাজী' পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

সূচিত হইতেছে। 'নৃষণা' পদের ধনবাচক অর্থ গ্রহণ করিলেও উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের অর্থ পরিষ্কার হয় না। "কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ" বাক্যাংশের কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। বিশেষতঃ সোম ধন গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে ইন্দ্র বল প্রকাশ করিবেন, ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'স্বর্ব্বাজী' 'সিষাসতি' পদদ্বয়ের মধ্যে 'বলপ্রকাশ করার' কোন ভাব পাওয়া যায় না। 'সিষাসতি' পদ ইচ্ছার্থক ধাতুমূলক। সুতরাং ইহার মধ্যে 'বল প্রকাশ করা' ভাব মোটেই আসে না। ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসারিগণ 'স্বর্ব্বাজী' পদে স্বর্গের বলবান ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রে ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা এখানে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ আনিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। 'স্বর্ব্বাজী' পদে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। 'স্বঃ' অর্থ স্বর্গ এবং 'বাজী' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় পদের একত্র অর্থ হয় -'ঐশীশক্তিসম্পন্ন'। উহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত বিশেষণ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তাই আমরা মনে করি, উক্ত পদে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারকঃ' অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে 'শোধ্যমান' অর্থ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধক যখন আত্মশক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানকরতঃ সাধকের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। শক্তিস্বরূপ তিনি, প্রার্থনাকারীকে আত্মশক্তি প্রদান করে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয় ঐশীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য * (৮অ ২খ-১সূ ৪সা)॥

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২   ৩ ২উ   ৩   ২ ৩ ১ ২

পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।

১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২

যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বেধসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'ঈং' (এনং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঋণ্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি) তদা 'রাজা ইব' (রাজা যথা প্রজানাং শত্রূন বিনাশয়তি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্পৃধঃ বিশঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ লোকান্, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অভিসীদতি' (নাশয়িতুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদি পরাজ্ঞানে উৎপন্নে সতি তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ২খ ১সূ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, তখন রাজা যেমন প্রজাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মঘাতক রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যৎ' যদা 'ঈং' এনং সোমং 'বেধসঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ঋধন্তি' প্রেরয়ন্তি, তদা 'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমঃ 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানান যাগবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাদীন্ 'অভি সীদতি' নাশয়িতুমভিগচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—বিশঃ রাজা ইব' যথা রাজা বিশঃ স্পর্দ্ধমানান্ মনুষ্যান্ নাশয়িতুম ভগচ্ছতি তদ্বৎ। (৮অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজের হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না তাহার মনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত সে রিপুদের অধীন থাকে। অন্ধকারেই ভূতের ভয় স্বাভাবিক। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেই চোর দস্যুগণ তাহাদের ধ্বংস-কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ-ভাবে সেই অন্ধকারের অনুসঙ্গী দস্যুতস্করগণও দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয়েও যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ সে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, কাঁচে কাঞ্চন-ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অজ্ঞান মানুষ আপাতঃ মনোহর সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি অসার কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজেকে হীন ও ঘৃণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। আলোকে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা সম্ভবপর হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ অন্ধকারে

হাতড়াইতে থাকে। জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই যে জ্ঞানালোক, তাহা পবিত্র হৃদয়েই আবির্ভূত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখনই হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উপজিত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, সুতরাং আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—"রাজা ইব" অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে জ্ঞানও মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের অন্তরস্থিত রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান এখানে মানবের হৃদয়রাজ্যের রাজা। সেই জ্ঞানই মানবের হৃদয় হইতে মানবের চিরন্তন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে—হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মানব রিপুজয়ী হয়। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন গমমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।" ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস শোধনের ধারণা এখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'ঈং' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যত্যয়ের কোন কারণ দেখি না। 'ঈং' পদে 'জ্ঞান' অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।* (৮অ-২অ ১সূ-৫সা)॥

— — * ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্ব্বনেষু সীদতি।

৩ ১ ২ ৩ ২
রেভো বনুষ্যতে মতী॥ ৬॥

* . *

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়ঃ' (লোকানাং পরমপ্রিয়ঃ, মঙ্গলসাধকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বনেষু' (জ্যোতিঃষু, জ্যোতির্ম্ময়ে ইতি ভাবঃ) 'অব্যা বারে' (অব্যয়ে জ্ঞানপ্রবাহে,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইত্যর্থঃ) 'পরিসীদতি' (নিষণ্ণো ভবতি, অধিতিষ্ঠতি) ; সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'বসূয়তে' (সেব্যতে, প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'রেভঃ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাকারিভ্যঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিতং ভবতি। প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ নিত্যজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ - ২খ ১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকদিগের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ম্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া প্রার্থনা-কারীদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রিয়তম এব সোমঃ 'বনেষু' উদকেষু সম্পৃক্তঃ 'অব্যঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'পরি সীদতি'। কিঞ্চ 'রেভঃ' অভিনব-দেবানাং উপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্ 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'বসূয়তে' সেব্যতে॥ (৮অ - ২খ - ১সূ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার শক্তি অসীম। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'হরিনাম হইতে হরি বড়'। এই প্রচলিত বাক্যের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের নাম ভগবানের বাস্তব প্রতীক। সাধারণ মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহারা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন, নাম-স্মরণ বন্দনা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবানের পরিচয় লাভ করে। তাই সাধারণ মানবের নিকট ভগবান্ হইতে ভগবানের নাম বড়। এই নাম অথবা প্রার্থনাই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রার্থনা মানুষকে আত্মদৃষ্টি প্রদান করে, মানুষ আপনার ভুলভ্রান্তি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, কাজেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে। নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন হওয়ায় হৃদয় মন নম্র হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য সকলের প্রতি সমবেদনা জন্মে, জগতের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আপনার ভুলভ্রান্তি দর্শন করিয়া ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃর বিকাশ হয়। তাই বলা হইয়াছে—প্রার্থনাকারী নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিত্যজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জলসম্পৃক্ত হইয়া মেষ-লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ-করতঃ স্তুতি-সেবা করেন।" * (৮অ ২খ—১সূ—৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

রণা যো অস্য ধর্ম্মণা ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধর্ম্মণা রণা' (ধারণশক্ত্যা সহ রমতে) রক্ষাশক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মদেন' (পরমানন্দেন) 'সাকং' (সহ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'ইন্দ্রং' (ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন লোকানাং সর্ব্বাভীষ্টং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সহিত রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন সেই সাধক পরমানন্দের সহিত আশুমুক্তিদায়ক দেবতা ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' যজমানঃ 'অস্য' সোমস্য 'ধর্ম্মভিঃ' কর্ম্মভিঃ ক্রয়ণাভিষবাদিভিঃ 'রণা' রমতে, 'সঃ' যজমানঃ 'বায়ুং' 'ইন্দ্রং' 'অশ্বিনা' 'অশ্বিনৌ চ 'মদেন' 'সাকং' সহ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। ৭।

* * *

সপ্তম (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ কাঙ্গাল, মানুষ দুর্ব্বল। ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সে সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়। তাই সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টাকরিয়া আসিতেছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ রহিয়াছে, সে চায়—পূর্ণ হইতে, পূর্ণত্বের আস্বাদ অনুভব করিতে। তাই যাহাতে তাহার পরম অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে তাহারই পশ্চাতে ছুটে। কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিবে সে তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত আছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের মনে এই অনুপ্রেরণা আছে, এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের সার কথা জগৎ দুঃখময়; প্রত্যেক দর্শনের উদ্দেশ্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্তিদান।

কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। উচ্চাঙ্গের উপদেশ ধারণ করা, অথবা তদনুরূপ সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-জীবন উন্নত করা অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ নিম্ন স্তরের সাধক ধর্ম্মসাধনাকে নিরস শুষ্ক জিনিষ বলিয়া মনে করে। মোক্ষলাভ ভগবৎ-প্রাপ্তি প্রভৃতি শব্দ তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তাই স্বর্গ নরক প্রভৃতির কল্পনা। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে, বাসনা-কামনা বিজড়িত মনকে আশ্বাসিত করিতে, মলিন হৃদয়কে পবিত্র, সংযত করিতে, এই উপায় খুবই প্রয়োজনীয়। পাপীকে নরকের ভয় দেখাইয়া পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করা হয়, সাধারণ মানুষকে স্বর্গের চিত্র দেখাইয়া সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। এমন কি স্বর্গকামনা করা উচ্চশ্রেণীর সাধকের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে স্বর্গভোগ কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিষ। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য—ভূমানন্দ। কিন্তু ভূমানন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই তাহার নিত্য-পরিচিত সুখ দুঃখের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষাশক্তি লাভ করেন তিনি বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। মানুষ ধনের ঐশ্বর্য্যের

কাঙ্গাল। একটা কাণাকড়ির জন্য সে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত। তাই তাহাকে বলা হইতেছে—মানুষ! তুমি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন কর দেখিবে তুমি পরমৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিতে পারিবে। অষ্টসিদ্ধি তোমার চরণতলে লুটাইবে। ধনলোভী মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করিবে। অবশেষে সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েন তখন দেখিতে পান যে সাধারণ ধনৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কাকবিষ্টার ন্যায় হেয় বস্তু। তখন পরমধন লাভের জন্য মানুষ আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করে ও তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের অশান্তির এক প্রধান কারণ—আধিব্যাধি। প্রাকৃতিক কারণে মানুষ রোগজ্বালায় জর্জ্জরিত। সে এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করে। তাই তাহাকে বলা হইতেছে রোগে শোকে মুহ্যমান মানব! তুমি হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার কর দেখিবে তোমার সর্ব্বব্যাধি নিবারিত হইবে, তুমি নিরোগ সুস্থ সবল শরীরে অটুট স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিবে। রোগ-জর্জ্জরিত মানবের নিকট এই আশার বাণী, আনন্দের বারতা আনিয়া দেয়। তাই সে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়—এ দেহ প্রকৃত 'আমির' একটা বাহ্য আবরণ মাত্র; ইহার দুঃখ প্রকৃত 'আমিকে' স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আত্মার রোগের জন্য মানুষ সত্যসত্যই দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়। সুতরাং সেই ভবব্যাধি নিবারণ করা চাই। সেই প্রেরণায় মানুষ সৎ পথে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। তাই ঐশ্বর্য লাভ ও রোগশান্তির সহিত মুক্তিলাভের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ যে মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে মানুষ ভুলিয়া না যায়, সেই জন্য ঐশ্বর্য্য লাভও রোগশান্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের কথাও বলা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জগতে শিশুস্থানীয়। ছোট শিশুকে যেমন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাভ্যাসে রত করান হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের শিশুদের জন্যও সেরূপ প্রলোভনের প্রয়োজন। শিশুর নিকট প্রথম পাঠাভ্যাস যেরূপ নিরস বলিয়া মনে হয় ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবও ধর্ম্মসাধনকে সেইরূপ নীরস বলিয়া মনে করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ এই নীরসতা দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিমল আনন্দে তাহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন "লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতির প্রলোভনের মতই অসার।

এই মন্ত্রে ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবকে ধর্ম্মসাধনে উদ্বোদ্ধ করা হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৮অ-২খ—১সূ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যে সাধকাঃ 'মিত্রে' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণে' (বরুণায়, অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগে' (ভগায়, পরমৈশ্বর্য্যদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবামৃতস্য) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ, প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তে' (বিশেষেণ ক্ষরন্তি, তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ, জ্ঞানিনঃ তে) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'শক্মভিঃ' (সুখৈঃ, পরমানন্দৈঃ সহ) সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ—১সূ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব পরমৈশ্বর্য্যদাতাদেবতাকে লাভ করিবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেষাং যজমানানাং 'মধোঃ' সোমস্য 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ 'ভগং' ভগাখ্যং দেবঞ্চ প্রতি 'পবন্তে' ক্ষরন্তি, তে যজমানাঃ 'অস্য' সোমস্য ইদং সোমং 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'শক্মভিঃ' সুখৈঃ সঙ্গচ্ছন্ত ইতি শেষঃ। (৮অ-২খ-১সূ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানালোকে সাধনমার্গের বিঘ্ন অজ্ঞানতার ঘনতমসা ভেদ করিয়া জীবনের সুদূর লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা আপাতমনোহর এই সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত না হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাই মায়া মরীচিকা লোভ মোহ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে না। তাঁহারা মানবের শত্রুদিগের কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্টদায়ক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য সাধকগণ ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় রত হয়েন।

শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে ভূমানন্দ প্রদান করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"(যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত "মিত্রে বরুণে ভগে" পদসমূহের ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে উক্ত পদত্রয়ে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাহাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বিবরণকারও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অস্য' পদেও ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সোমস্য, ইদং সোমং" এবং 'বিদানাঃ' পদকে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সোমকে জানিয়া সুখের সহিত মিলিত হয়েন। 'সোম' শব্দে যদি 'সোমরস' অর্থ করা হয় তাহা হইলে মন্ত্রের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে আবার জানিতে হইবে কিরূপে? মূল মন্ত্রে অবশ্য সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে যদি সোমরসনামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে 'বিদানাঃ' পদের ক্রিয়ার্থক 'জানন্তঃ' অর্থের কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তবুও এখানে 'অস্য' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ রাখাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত 'মধোঃ' পদের সহিত 'অস্য' পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। * (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

* নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ!) যুবাং 'মধ্বঃ' (অমৃতস্য) তথা 'বাজস্য' (আত্মশক্ত্যাঃ) 'সাতয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' (পরমধনং) 'শ্রবঃ' (শ্রেয়ং, সুকীর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বসূনি' (ধনানি) 'সংজিতং' (সঞ্জয়ন্তং, প্রযচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতপ্রাপকং পরমধনং প্রযচ্ছ— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ—২খ-১সূ ৯সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমধন সুকীর্ত্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৯সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! যুবাং 'মধ্বঃ' দেবানাং মাদয়িতুঃ 'বাজস্য' সোমাত্মকস্যান্নস্য 'সাতয়ে' লাভায় 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' ধনং 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'বসূনি' বাসকান্যন্যান্যপি পশ্বাদীনি 'সঞ্জিতং' সঞ্জয়ন্তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। (৮অ—২খ-১সূ—৯সা) ॥

* * *

নবম (১১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট অমৃতস্বরূপ পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যুলোক-ভূলোক সমগ্র-বিশ্বের অথবা বিশ্ববাসী দেবতাগণের প্রতীক। অর্থাৎ বিশ্ব-স্বরূপ পরম-দেবতাকেই দ্যুলোক-ভূলোক

বলা হইয়াছে। তাই বেদের অন্যত্র আমরা দ্যুলোক-ভূলোককে, সকল দেবতার পিতামাতা-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একটা প্রকাশ মাত্র। সাধারণতঃ দ্যাবাপৃথিবী পদে পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে পৃথিবী ও স্বর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার নিকট অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই মাটীর পৃথিবী, এই পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবী মানুষকে কিরূপে অমৃত দান করিতে পারে? আবার স্বর্গ বলিতে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় তাহা হইলে দ্যুলোক বা স্বর্গের নিকট প্রার্থনারও কোন অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয় একত্রে সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়, শুধু তাই নয়; এই বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও লক্ষ্য করে। জগতে যাহা কিছু আছে—'সু' 'কু' স্বর্গ নরক সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সংস্কার-বদ্ধ মানবের নিকট যাহা 'পাপ' 'পুণ্য' 'সু' 'কু' বলিয়া পরিচিত, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপুরুষে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্তই তিনি। পাপ-পুণ্য তিনি, স্বর্গ নরক তিনি, সুখ-দুঃখ তিনি। তাঁহাতেই সমস্ত বর্ত্তমান আছে, তাই দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোকভূলোক তাঁহার প্রতীক। এই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সেই প্রার্থনা--অমৃতলাভের জন্য। মানবের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্ত্তমান। মানব অমৃতময় পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাই তাহার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা এই স্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে। তাঁহারা জগতের সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া "হংসৈঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ বিনষ্টপ্রায় সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

সাধারণ মানুষের মনেও যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন, এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হউক, তাহার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগিবেই জাগিবে। মানুষ মোহমায়ার সংসারের প্রলোভনে যতই ডুবিয়া থাকুক মোহতমসাবিজড়িত জীবনের মধ্যেও অনন্তপুরুষের মোহন বাঁশীর অমৃত প্রবাহের সাড়া জাগে। মানুষ হয়তঃ তাহা অগ্রাহ্য করে, হয়তঃ বা জীবনসংগ্রামের তাড়নায় তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু সেই আহ্বান সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। মনে হয় কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হরাইয়া গিয়াছে, জীবনের মাঝে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লুকায়িত আছে। যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি সে শূন্যভাবোধের কারণ অনুসন্ধান করেন, এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফল—ভগবচ্চরণে অমৃত লাভের প্রার্থনা। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা হইলেও তাহা একটু দূরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতের অনুভূতি জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই সনও কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অমৃতের প্রার্থনা আসিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

হইল, "হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্নলাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বস্ত্র দান কর।" * (৮অ ২খ-১সূ-৯সা)।

— * —

দশমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যো রক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বহ্নিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ—১০সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব সভূতং 'দক্ষং' বলং 'অদ্য' অস্মিন যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবকং 'বহ্নিং' ধনাদীনাং প্রাপকং 'পান্তং' শত্রুভ্যো রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং কামানাং॥ ১॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দশম (১১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিদাতার ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—ভগবৎপ্রাপ্তি। স্বরূপ-জ্ঞান ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোন মতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপকং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১স্—১০সা)।

একাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমঃ সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২১ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১২
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বরেণ্যং' (সর্ব্বৈষাং বরণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানস্বরূপং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'মনীষিণং' (মনস ঈশা ভবন্তং, স্তুতিমন্তং পরমপূজ্যং ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৫প ৫অ—৪খ—২সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হে দেব। 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ উদ্বোধনখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ ১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা করি)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মন্দ্রং' মদকরং স্তুত্যং বা ত্বাং 'আ বৃণীমহে' 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং সম্ভজনীয়ঞ্চ; কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং ত্বাং তথা 'মনীষিণং' মনস ঈষা মনীষা তদ্বন্তং স্তুতিমন্তং বা ত্বামাবৃণীমহে। প্রত্যেকং বিশেষণাপেক্ষয়া আ ইত্যুপসর্গঃ কৃতঃ; কিঞ্চ 'পান্তং' সর্ব্বেষাং রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং চ ত্বাং সম্ভজমহে। (৮অ ২খ ১সূ ১১সা)॥

* * *

একাদশ (১১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ ❀ §:•—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যত প্রকার ভগবদ্বিভূতির কথা উদয় হইয়াছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

তিনি—'মন্দ্রং'—মদকর, আনন্দদায়ক। তাঁহার পরমানন্দের অনুভূতি যিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সেই নেশা কখনও নষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন সেই স্বর্গীয় নেশায় ভরপুর থাকেন। ভগবানের নিকট হইতেই সেই পরমানন্দধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষকে সেই ধারায় পরিপ্লাবিত করে। তাই তিনি 'মন্দ্রং'।

তিনি—বরেণ্য। জগতের সকলই তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বরেণ্য। মানুষের আশা কামনার একমাত্র পূর্ণকারী তিনি, তাই তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের পাইবার কিছু আর বাকী থাকে না। তাই সকলেই তাঁহাকে পাইতে চায়।

তিনি—বিপ্রং—জ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানের আধার তিনি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানাধার জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই জগতে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়। তিনি—মনীষি। তিনি—পান্তং—জগতের রক্ষক। তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। তিনি জগতের প্রাণস্বরূপ। জগতের শত্রুগণ হইতে দুর্ব্বল মানুষকে তিনিই রক্ষা করেন তাই তিনি 'পুরুস্পৃহং'—সকলের আকাঙ্ক্ষনীয়। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ ভগবানকে লক্ষ্য করে, আমরা ভগবদর্থেই মন্ত্রটিকে গ্রহণ করিয়াছি। * (৮অ—২খ—১প—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বাদশং সাম।)

২　৩ ১র　২র ৩ র ৩ ১　২　৩ ২
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষা।
২ ৩ ১　২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (হে শোভনপ্রজ্ঞ। হে জ্ঞান-স্বরূপ।) তব 'রয়িং' (পরমধনং) বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ); তব 'সুচেতুনং' (সুজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং) বয়ং 'আ' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ) তথা 'তনূষু' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু। তব পরমধনং পরাজ্ঞানঞ্চ 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্বেষাং রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্বেষাং, রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ) বয়ং ইতি শেষঃ; 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বারাধনীয়ং) ত্বাং বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, নমস্কামহে; প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ চ পরাজ্ঞানং পরমধনঞ্চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ—১প—১২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞান-স্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বারাধনীয় আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—২খ—৩সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুক্রতো' শোভন-প্রজ্ঞ সোম! ত্বদীয়ং 'রয়িং' ধনং বয়ং 'আ' বৃণীমহে। কিঞ্চ, 'সু চেতুনং'। চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০) তস্মাৎ ঔণাদিক উন প্রত্যয়ঃ। সুজ্ঞানঞ্চ। কিঞ্চ 'তনূষু' অস্মৎপুত্রেষু চ ধনং সুজ্ঞানঞ্চ ত্বং 'আ' বিদেহি যদ্বা পুত্রার্থং বয়মাবৃণীমহে। তথা 'পান্তং' সর্ব্বস্য রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভির্যাচ্ঞাভিঃ কাময়মানং ত্বাং সম্ভজামহে। ১২।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, সাধকের প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজেদের মঙ্গলের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা পুত্রপৌত্রাদির জন্যও বটে। কিসের জন্য এই প্রার্থনা? সাংসারিক ধনদৌলত ঐশ্বর্য্য বিলাসিতার জন্য কি? তাহা মোটেই নয়। পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে পরমধন লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মাতাপিতা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পার্থিব শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জন্ম অথবা জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইহজীবনে সেই চেষ্টার বিরাম হয় না। শুধু তাই নয়, ইহজীবনের পরে পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় রত থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান পিতামাতার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকে। ইহার কারণও আছে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'—মানুষ নিজেই পুত্ররূপে আবার জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্র মানুষের নিজেরই প্রতিরূপ। সেই জন্যই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতাপিতা এত উদ্গ্রীব থাকেন। সন্তানের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা মাতাপিতাকেও স্পর্শ করে—

সন্তানের অধঃপতনে তাঁহারাও পতিত হয়েন। এই জন্যও মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত।

এই গেল একদিকের কথা। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অমরত্ব সাধিত হয় এই সন্তানের মধ্য দিয়া। মানবজগৎ সন্তানের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া আছে। লোক-প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে এই সন্তানের দ্বারা। ইহা ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ভগবানের সামীপ্যলাভ করিবে,—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং সন্তান যদি সৎ মহৎ না হয় তাহা হইলে ভগবদিচ্ছার—বিশ্বমঙ্গলনীতির প্রতিকূলতা করা হয়। এই প্রতিকূলতাচরণের জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায়ে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে সন্তানের মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশেই মানুষ সন্তানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়—পশুজগৎও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষের মনে চিরজাগরূক থাকে, এবং সকলেই সন্তানের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন। রুগ্নসন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ মা হয়তো বিষতুল্য আপাতঃ-মুখরোচক কুপথ্য তাহার মুখে তুলিয়া দেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করেন সন্তান যদি সাময়িক একটু শান্তি ও তৃপ্তি পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই সাময়িক সুখাভাব মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, ধর্মজীবনেও সেইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ মাতাপিতা সন্তানের অধঃপতনের কারণ হয়েন। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারাই সন্তানকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারেন এবং তদনুরূপ প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমান মন্ত্রে এইরূপ একটী প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁহার চরণেই আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা চাহেন—তাঁহাদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানের অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎপরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞানলাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্বক তোমার অধম সন্তানদিগকে পরাজ্ঞান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে তাহারা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারে।" মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম। * (৮অ-২খ—১সূ-১২সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

তৃতীয়ঃ খণ্ড।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা

২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানরম্মৃত আ জাতমগ্নিম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিং সম্রাজমতিথিং জানানামাসন্নঃ

১ ২ ৩ ২
পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবাঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্তলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোহজনয়ন, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসহযুক্তেন সৎকর্ম্মণা অশেষমঙ্গলানি জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্তলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—

সত্ত্বভাবসংযুক্ত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধানং' শিরোভূতং, কস্য? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ 'অরতিং' গন্তারং। যদ্বা, গন্তব্যং স্বামিনং। 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং, 'ঋতে' ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম (নিঘ. ৩।১০।৬)। নিমিত্ত-সপ্তম্যেষা (২।৩।৩৬ বা০)। ঋতনিমিত্তং 'আ' আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং 'কবিং' ক্রান্তদর্শিনং 'সম্রাজং' সম্যগ্রাজমানং 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিং' হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা, অতিথিবৎ পূজ্যং 'আসন' আসনি। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী (৩।১।৮৫) অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। 'নঃ' অস্মাকং 'পাত্রং' পাতারং রক্ষকং বৈশ্বানরমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ দেবা এব বা 'আ জনয়ন্ত' যজ্ঞাভিমুখ্যেন অজীজনন অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপাদয়ন্। 'আসন্নঃ পাত্রং'—'আসন্নাপাত্রং' – ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে – জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ সামের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, – এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্তঃ' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাঁহারই বিষয়

ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে, ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্ম পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্রে যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি? মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুক্ত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন হয়। ইহাই এ সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ * (৮অ ৩খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে পঞ্চম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৭দ - ৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মানঁ শিশুং

২ ৩১ ২ ৩ ১র ২র
ন দেবা অভি সং নবন্তে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ৩
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর

২ ৩ ১র ২র
যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (হে অমৃতস্বরূপ দেব!) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা পিতরঃ আপ্রীণন্তে তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'জায়মানং' (প্রকাশমানং, বিশ্বস্য নিদানভূতং) 'ত্বাং' বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'অভিসংনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, তব সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'বৈশ্বানর' (হে বিশ্বজ্যোতিঃ!) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'পিত্রোঃ' (পালয়িত্রোঃ, তব বহিঃপ্রকাশস্য আধারভূতয়োঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ মধ্যে) 'অদীদেঃ' (দীপ্যসে, প্রকাশিতঃ ভবসি) তদা 'তব' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) সাধকাঃ 'অমৃতত্বং' 'আয়ন' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ হি সর্ব্বদেবভাবানাং আধারভূতঃ ভবতি; তস্য আবির্ভাবাৎ লোকাঃ সংকর্ম্ম-পরায়ণাঃ ভবন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তাহার সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেইরূপ প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাকে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সহিত সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবতাদের আধারভূত হয়েন; তাঁহার আবির্ভাবে লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণরহিতাগ্নে! 'বিশ্বে দেবাঃ' স্তোতারঃ 'জায়মানং' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপদ্যমানং ত্বাং 'শিশুং ন' পুত্রমিব 'অভি সং নবন্তে' অভিসংস্তুবন্তি। যথা দিশাজীতি দেপাঃ রশ্ময়ঃ তে সর্ব্বে জায়মানং ত্বামভিনমন্তে অভিগচ্ছন্তি, যথা পিতরঃ পুত্রমভিগচ্ছন্তি। অপিচ হে বৈশ্বানর অগ্নে! 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' পালয়িত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে 'অদীদেঃ' দীপ্যসে, তদানীং 'তব' ত্বদীয়ৈঃ 'ক্রতুভিঃ' কর্ম্মভিঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈঃ 'অমৃতত্বং' দেবত্বং 'আয়ন্' যজমানাঃ প্রাপ্নুবন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই ভগবানকে অমৃত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নিজে অমৃত, অমর। তিনি মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। 'অমৃত' শব্দের বহুব্যাপক অর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই এক শব্দের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ করা যায়। যাহা অমৃত তাহা চির-মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলাধার পরমপুরুষ, মানুষ তাঁহারই অপার করুণায় চির-মঙ্গলের পথে চলিতে পারে। যাহা অমৃত তাহা অক্ষয়। অমৃতত্বের অর্থ অবিনশ্বরত্ব। তিনি অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ তাঁহার কৃপাবলেই অমরত্ব লাভ করে। "স্পর্শমণি স্পর্শ করলে রাং হয় সোণা"—অমৃতস্বরূপ সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে মানবের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না—সেও অমৃতত্ব লাভ করে। লাল রংয়ের কুণ্ডে অবগাহন করিলে সকলই লাল হইয়া যায়। ভগবানও সেইরূপ অমৃতলাল রং,—তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের অন্তর বাহির লাল হইয়া যায়। অমৃতের সংস্পর্শে মরজগতের বিনশ্বর মানুষও অমর হইয়া যায়। তাই ভগবান অমৃত।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—'শিশুং ন'। এই উপমাটীও প্রণিধান যোগ্য। মানুষ আপনার সন্তান-সন্ততিকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও নয়। সন্তান পিতামাতার প্রতিরূপ, সন্তানের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। পিতামাতা সন্তানের সহিত একাত্মবোধ করেন। এই উপমা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জগতের সকল

দেবতাগণ ভগবানে সম্মিলিত হয়। ভগবান হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপন্ন হয়। অথবা 'বিশ্বেদেবাঃ' পদে যদি 'বিশ্বস্থিত সকল দেবতা' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই বুঝা যায় যে, বিশ্বের সকল দেবতা সেই পরমদেবতারই অংশ। তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিশুং ন' উপমার সংহত মন্ত্রের "বিশ্বে দেবাঃ অভিসংনবন্ত" অংশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। অর্থাৎ শিশুর সহিত পিতামাতার যেমন একাত্মবোধ জন্মে ঠিক সেইরূপ সকল দেবতা ও পরমদেবতা ভগবানের সহিত একাত্মবোধ হয়। পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান হইতে সকল দেবতা অথবা দেবভাবের উৎপত্তি হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা যেমন একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েন, যেখানে সন্তান থাকে সেখানে তাঁহারা ছুটিয়া যাইতে চাহেন, ঠিক সেইরূপভাবে সকল দেবতার কেন্দ্রশক্তি ভগবানের দিকে বিশ্বদেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব সেখানে সকল দেবতাব বিকশিত হয়। 'শিশুং ন' উপমার ইহাই তাৎপর্য্য।

'জায়মানং' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'উৎপদ্যমানং' অর্থাৎ অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাষ্যকার 'জায়মানং' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্র 'অমৃতকে' সম্বোধন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ 'অমৃত' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'জায়মানং' পদও সেই 'অমৃতকে' লক্ষ্য করে। তিনি উৎপন্ন হয়েন না—কারণ তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি কখনও আত্মসমাহিত স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত করেন, কখনও বা জগতে অথবা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। এখানে 'জায়মানং' পদে এই প্রকাশিত অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন সকল দেবতাব জগতে বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রের অপরাংশে এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সারমর্ম—ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন তখন মানুষ সৎ-কর্ম্মান্বিত পবিত্র হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

> "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুর রক্ষা, পাপীর বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি জগতে অবতীর্ণ হই। বর্ত্তমান বেদমন্ত্রে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। "তব ক্রতুভিঃ অমৃতত্বং আয়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোঃ অদীদেঃ।"—'যখন বিশ্বজ্যোতিঃ ভগবান জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।' জগতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয় তখন বিশ্ব পবিত্র হয়, মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়, পাপের বিনাশ হয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। বিশ্বজ্যোতির আগমনে অজ্ঞানতা পাপতাপ প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

'পিত্রোঃ' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,— 'পালয়িত্রোঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে'। কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী অগ্নির পালনকারী হবেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'পিত্রোঃ' পদে ভগবৎপক্ষে অর্থ করিয়াছি—তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোক। ভগবান্ এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, এই দ্যুলোকভূলোকই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধার অথবা অবলম্বন বলা যাইতে পারে। সেইদিক দিয়াই ভগবৎপক্ষে 'পিত্রোঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষিত হয়।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা যদীয় যাগ-কার্য্য দ্বারা অমরত্ব-লাভ করেন।" * (৮অ-৩খ ১সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ং খণ্ডঃ। প্রথম সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভিং যজ্ঞানা৺ সদন৺ রয়ীণাং

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
মহামাহাবমভি সং নবন্ত।

৩ ২ ক২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৈশ্বানর৺ রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য

৩ ১ ২ ৩ ২
কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞানাং নাভিং' (সৎকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানীয়ং) 'রয়ীণাং সদনং' (পরমধনানাং নিলয়ং, পরমধনস্য আধারভূতং, পরমধনদাতারং ইত্যর্থঃ) 'মহাং আহাবং' (পরমং আহবনীয়ং, পরমস্তুত্যং সর্ব্বজনারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং 'অভিসংনবন্ত' (স্তবন্তি, অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি—সাধকাঃ ইতি শেষঃ); 'অধ্বরাণাং' (অহিংসকানাং রিপুজয়িনাং যদ্বা সৎকর্ম্মণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) 'রথ্যং' (রথিনং, পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞাপকং, প্রবর্ত্তকং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বজ্যোতিঃ) 'দেবাঃ জনয়ন্ত' (দেবভাবাঃ অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকাঃ তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং লভন্তে, তে পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ ৩খ—১১—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্ব্বজনারাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন; রিপুজয়ীদিগের (অথবা সৎকর্ম্মের) পরিচালক, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয় (অথবা সৎকর্ম্মসাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'সদনং রয়ীণাং' ধনানাং স্থানমেকমিলয়ং, 'মহাং' মহান্তং 'আহাবং' আহ্বয়ন্তে অস্মিন্নাহুতয় ইত্যাহাবঃ তাদৃশং। যথা, বৃষ্ট্যুদকধারাণামাবাব-স্থানীয়মেবম্ভূতং অগ্নিং 'অভি সং নবন্ত' স্তোতারঃ সম্যক্ স্তুবন্তি। তথা 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং 'রথ্যং' রথিনং, যথা রথী স্ব-রথং নয়তি তদ্বন্নেতারং সংবাহতারং গময়িতারং 'যজ্ঞস্য' 'কেতুং' প্রজ্ঞাপকং এবংবিধমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতার ঋত্বিজো দেবা এব বা 'জনয়ন্ত' জনয়ন্তি মন্থনেনোৎপাদয়ন্তি ॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা) ॥

• • •

তৃতীয় (১১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি উপলক্ষে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন আছে, এবং অপর অংশে বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটী বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সৎকর্ম্মের লক্ষ্য—আত্মশুদ্ধি, ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই মানুষ তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত হয়, আপনার সমগ্রশক্তি তাঁহার সেবায় লাগাইতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয়—'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ'। তিনিই যজ্ঞের অধিপতি। জগতের সকল কর্ম্মশক্তি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রধাবিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি যাহা করেন তাহা সৎ ব্যতীত অসৎ হয় না, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি আপনা-আপনি ভগবদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।" মুক্তিকামনা থাকিলে জগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

তিনি 'রয়ীণাং সদনং'—পরমধনের আধার। বিশ্বের যাবতীয় ধনরাশি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পরমধনদাতা। কল্পতরু, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই তিনি 'রয়ীণাং সদনং'।

তিনি সৎকর্ম্মের পরিচালক। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অধিপতি। জ্যোতিঃরূপে তিনিই আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তিনিই বিবেকজ্ঞান-রূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'অধ্বরাণাং রথ্যং' এবং 'যজ্ঞস্য কেতুং' এই তিনটী বাক্যাংশের দ্বারা উহাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যাহা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

এমন যে পরমদেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে—তপোবলে লাভ করেন। তাঁহারা বিশ্বজ্যোতির, জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন। এই মন্ত্রে একাধারে ভগবানের মহিমা এবং সাধকের সৌভাগ্য এই উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীর অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"(স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বর্দ্ধনকারী, ধনের আধারভূত হব্যাদিসকলের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) দর্শকরূপে স্তব করেন, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যাদিসকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।" (৮অ ৩খ ১সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২

মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'মিত্রায়' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বিপা' (ব্যাপ্তয়া, মহত্যা, ঐকান্তিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); 'মহিক্ষত্রৌ' (প্রভূতবলৌ, পরমশক্তিসম্পন্নৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'বৃহৎ ঋতং' (পরমসত্যং, নিত্যসত্যং) অস্মান্ পরিজ্ঞাপয়তং ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণা ভবেম, ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (৮অ-৩খ ২৭-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে আরাধনা কর; পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদিগকে পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৮অ—.খ—.সূ—.সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়মিত্যর্থঃ। 'মিত্রায়' 'বরুণায়' 'বিপা' ব্যাপ্তয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স্তুত্যা স্তুতেতোক্তং পাকং পচতীতিবৎ। হে 'মহিক্ষত্রৌ' প্রভূতবলৌ যুবাং 'ঋতং' যজ্ঞং 'বৃহৎ' মহৎ অপি প্রশস্তং স্তুত্যর্থমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। অথবা 'মহৎ' প্রভূতং 'ঋতং' স্তোত্রং শৃণুতমিতি শেষঃ॥ (৮অ-৩খ—২৭ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। এই অংশে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। হে মন! জাগরিত হও, উঠ, সৎকার্য্যে আত্মনিবেশ কর। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। জীবনের চরম উদ্দেশ্য যদি সাধন করিতে চাও, তবে সেই একমাত্র পরম আশ্রয়কে তোমার জীবনের চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। তাঁহার আরাধনায়, গুণগানে রত হও। তাঁহার নামগান, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তাঁহার মহিমাখ্যাপনকে তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে করিতে তৎপ্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে, শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইলেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শুধু মুখে নাম উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ করিলেই হয় না। প্রার্থনার বা মাহাত্ম্য কীর্তনের সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। ভাবহীন পূজা পূজাই নয়, উহা বাহ্যিক আচারমাত্র। ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। হৃদয় যদি নির্মল পবিত্র না হয়, তাহা হইলে যতই কেন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ কর, আর বাহ্যপূজার আড়ম্বর কর, তাহাতে কোনও কাজই হইবে না। পূজার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয় মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান কর—স্তুতি পাঠ কর, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার আরাধনায় রত হও। তিনি মানবের মিত্রস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনি মানবকে মিত্রের ন্যায়, সুহৃদের ন্যায়, সন্মার্গে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানবের চরম অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টবর্ষক তিনি বরুণ। মানবের মঙ্গলসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে মানবের মস্তকে বর্ষিত হয়। জগতের যাহা কিছু মানবের মঙ্গলসাধন করে তাহা সমস্তই তাঁহার করুণার পরিচায়ক। বৃষ্টিধারা মানবের অশেষ মঙ্গলসাধন করে, তাঁহার করুণার এই দিক সাধারণ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে,—তিনি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন দেখিতে পায়, এই বৃষ্টিধারা—যাহাকে সাধারণ মানব আগ্রহের সহিত ভগবানের করুণাধারা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ভগবানের অনন্ত করুণাধারার তুলনায় অতি নগণ্য জিনিষ। কিন্তু তাঁহার করুণার এই বাহ্যচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে ভগবানের মিত্ররূপ ও অভীষ্টবর্ষকরূপেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আত্মোদ্বোধনের পর দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না; তাহা আয়ত্ত করিতে পারে কেবলমাত্র ভগবানের কৃপায়। তাই সেই মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক পরম দেবতার নিকট সেই অনন্ত নিত্যসত্য লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"(হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।" * (৮অ ৩খ ২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩   ২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ র   ২র

সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।

৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২

দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতযোনী' (অমৃতোৎপাদকৌ, অমৃতস্বরূপৌ, যদ্বা—অমৃতদাতারৌ) 'সম্রাজা' (সর্ব্বাধীশৌ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে) 'প্রশস্তা' (শ্রেষ্ঠৌ, আরাধনীয়ৌ) 'যা' (যৌ) 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (মিত্রস্বরূপঃ তথা অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উভা' (উভৌ) 'দেবা' (দেবৌ) তৌ দেবৌ বয়ং আরাধয়াম - ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতস্বরূপং ভগবন্তঃ আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ (অথবা অমৃতদাতা) সর্ব্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা করি।)॥ (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'যা' যৌ 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ'। পরস্পরাপেক্ষয়া চ-শব্দঃ। 'উভা' উভৌ 'সম্রাজা' সম্রাজানৌ সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'ঘৃতযোনী' উদকস্যোৎপাদকৌ 'দেবা' দ্যোতমানৌ 'দেবেষু' মধ্যে 'প্রশস্তা' প্রকর্ষেণ স্তুতৌ তৌ স্তুতা গায়তেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। (৮অ—৩খ - ২সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন ; এবং মনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথমে নামগান—গুণ-শ্রবণ। তৎপর

তাহা শ্রবণে কীর্ত্তনে নামে রতি জন্মে, হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়। নাম-শ্রবণে, গুণ-কীর্ত্তনে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাই সাধক আত্মোদ্বোধনকে সফল করিবার জন্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। 'নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি'—এই বাক্যের একটা সার্থকতা আছে। ভগবানের নামগান করিতে করিতে নামে রতি জন্মে, নামে রতি হইলে সেই নামধারীর পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখনই মনপ্রাণে প্রশ্ন জাগে,—'কেমনে পাইব সই তাঁরে?' তখন 'নাম' সাধকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই নাম হৃদয়ের পরতে পরতে আধিপত্য বিস্তার করে, নাম ও নামধারী এক হইয়া যায়। নামের সঙ্গে নামধারী হৃদয়মন্দিরে দেখা দেন। নাম ও গুণানুকীর্ত্তন তাই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। উদ্বোধনের সঙ্গেই গুণাকীর্ত্তনও খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ভগবানের দুইটী রূপকেই এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই দুই ভাব—মানবের সহিত মিত্রভাব এবং মানবের অভীষ্টপূরণ গুণ। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মানুষকে শান্তি দিতে সমর্থ—একমাত্র ভগবান। মানুষ সু-সময়ে, উন্নতির দিনে, অনেক বন্ধুলাভ করে বটে; কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়—ভগবানের দিকে। সম্পদের বন্ধুও মানুষকে সকল সময় প্রকৃত সৎপথে পরিচালিত করে না, অধিকাংশ স্থলেই অধঃপতনের সহায় হয়। কিন্তু ভগবান মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান—যাহাতে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার পরিচালনে মানবের জীবনতরণী একটানা স্রোতে অনন্ত উন্নতির পথে চলে। সেই পরম কাণ্ডারীর হাতে পরিচালিত জীবনেনৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হয় না,—ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণে অতলতলে ডুবিয়া যায় না। তাই বলা হইয়াছে—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

শুধু তাই নয়। ভগবান মানবের পরম বন্ধু। মিত্রের ন্যায় তিনি মানবকে আলিঙ্গন করেন। এই মহতী ধারণা মানবের মনে অশেষ আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল মানব যেন তড়িৎশক্তি-প্রভাবে সতেজ সবল হইয়া উঠে। তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আলোকের আবির্ভাব হয়, আপনার সহায়হীনতা ভুলিয়া যায়, আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়-সম্পদবান্ মনে করে। ভগবান্ আমার মিত্র—এই ধারণাই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভগবান্ শুধু মিত্র নহেন, তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষকও বটেন। মানবের সর্ব্ববিধ বাসনা কামনা; যাহা মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়, সেই সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন। মানুষ বাসনা কামনার দাস। তাহার সেই অফুরন্ত কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, মানবের মন স্বভাবতঃই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাই ভগবানের মিত্র ও বরুণ অর্থাৎ মিত্র ও অভীষ্টবর্ষকরূপই দুর্ব্বল কামনাবাসনা-বিজড়িত মানবের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় আরাধনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাধক

এই দুই রূপের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াই নিজেকে ভগবৎপরায়ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্ ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ"। (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধস্য, ইহজন্মনঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিব্যস্য' (দিবিভবস্য, পরজন্মনঃ ইত্যর্থঃ—ইহকালপরকালয়োঃ ইতি ভাবঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'রায়ো' (ধনস্য—দানায় ইতি ভাবঃ) 'শক্তং' (সমর্থৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ)। হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'মহিং' (মহান্তং) 'ক্ষত্রং' (শক্তিং) অপ্রমেয়ং ইতি ভাবঃ। অতঃ যুবাং অস্মান্ অনুগৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন জানাতি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদিগের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কাহারও বিদিত নহে)। (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মদর্থং 'পার্থিবস্য' পৃথিবী-সম্বন্ধস্য 'দিব্যস্য' দিবিভবস্য চ 'মহঃ' মহতঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'শক্তং' সমর্থং, ভবতং দাতুমিতি শেষঃ। হে দেবৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'মহি' মহৎ পূজ্যং 'ক্ষত্রং' বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং, স্তম ইতি শেষঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা, "তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে—সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন,—তাই তিনি মহামহিমান্বিত।। ০ (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গে তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টষষ্টিতম-সূক্তের তৃতীয়া ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্বীভিঃ' (অণু-পরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ভবদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎ-সামীপ্যং লভন্তে। (৮অ—৩খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণু-পরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থসমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিত্রভানো' হে বিচিত্র-দীপ্তে 'ইন্দ্র'! অস্মিন কর্ম্মণি 'আয়াহি' আগচ্ছ। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'ত্বায়বঃ' ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। 'অণ্বীভিঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।২) ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ, তে সোমাঃ 'তনা' নিত্যং 'পূতাসঃ' শুদ্ধাঃ ঊর্ণা-পবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। (৮অ-৩খ-৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক। অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,—ইহার মর্ম্মার্থ ঋগ্বেদের বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,—সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল, ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু'-শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অণু-পরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুক্ত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,—বিচিত্র জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সকল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি-নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার-প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ—পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম

অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাঁহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (৮অ-৩থ-৩সূ-১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গস্যানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ স্বতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।) ॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। কিমর্থং ? 'বাঘতঃ'। ঋত্বিঙ্নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৮।৩)। ঋত্বিজঃ 'ব্রহ্মাণি' বেদ-রূপাণি স্তোত্রাণি 'উপ' এতুং। কীদৃশস্তং ? 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া 'ইষিতঃ' প্রাপ্তঃ, অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। 'বিপ্রজূতঃ' যথা যজমান-ভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথাস্মৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য ? 'বাঘতঃ' 'সুতাবতঃ' অভিষুত-সোম-যুক্তস্য ॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;—এই সাম-মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই মন্ত্রে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজমান আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সতের আশ্রয়-স্থান তিনি; সতের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী লক্ষ বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে

দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি—ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি—সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্বসংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,—ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'মদন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্ম কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতারা বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—'বুঝিলাম,—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু

তাহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে, যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি সেই ভক্তিই অনন্যা—সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ মন্ত্র যেন বলিতেছে,—'ভক্তি! সেই জ্ঞানই জ্ঞান জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'। (৮অ ৩খ ৩সূ-২সা)॥

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'তূতুজানঃ' (ত্বরমাণঃ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (৮অ ৩খ-৩সূ ৩সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম মণ্ডল, প্রথম অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কর্ম্মে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (৮অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরি-শব্দঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি০ ১।১৫।১২)'—ইতি তদীয়াশ্ব-নামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে 'হরিবঃ' অশ্ব-যুক্তেন্দ্র! ত্বং 'ব্রহ্মাণি' আনেতুং 'আযাহি'। কীদৃশস্ত্বং? 'তূতুজানঃ' ত্বরমাণঃ। আগত্য চ অস্মিন 'সুতে' সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদীয়ং 'চনঃ'। অন্ননামৈতৎ (নিরু০ নৈ০ ৬।১৬)। হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিষ্ব' ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। (৮অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন';—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনইভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরতর তাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাধিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ব-বাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র যম-সূর্য্য সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি, কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরিবঃ' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন্! আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদ্‌ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস গ্রহণ কর!' এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়। (৮অ—৩খ-৩সূ ৩সা) ॥

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোড়িষ্ব যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চিষা' (স্বতেজসা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বনা' (বনানি, যদ্বা অরণ্যসদৃশানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'পরিষ্বজৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) অপিচ যঃ ভগবান্ 'জিহ্বয়া' (জ্যোতিঃরূপাভিঃ রশ্মিভিঃ, যদ্বা তীব্রৈঃ জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) হৃদিস্থিতানি তানি অরণ্যানি দগ্ধ্বা 'কৃষ্ণা' (কৃষ্ণবর্ণানি, যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণোতি' (করোতি), হে মম মনঃ! তং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'তং' (অশেষমহিমান্বিতং তং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'ইড়িষ্ব' (স্তুহি, শরণং কৃণুহি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবান্ হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তস্য ভগবতঃ কৃপয়া অতিঅভাজনোঽপি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে। অত প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চনাঃ বয়ং ভবতাং অনুগ্রহং দিব্য-দৃষ্টিং চ যাচামহে। কৃপয়া অভীষ্টং পূরয়তু। (৮অ—৩খ-৪সূ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান আপনার তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষমহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি কর অথবা তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রার্থনা করি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। (৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'তং' অগ্নিং 'ঈড়িষ্ব' স্তুহি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'অর্চ্চিষা' জ্বালারূপেণ তেজসা 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বনা' বনান্যরণ্যানি 'পরিষ্বজৎ' পরিষ্বজতি পরিতো বেষ্টয়তি, যশ্চ তানি বনানি 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া দগ্ধা 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণানি 'কৃণোতি', তমীড়িষ্বেতি সম্বন্ধঃ॥ ১॥

* . *

প্রথম (১১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করেন।" শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে, মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে হিংস্র রিপু-

সমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর হৃদয় জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে বিদগ্ধ হইলে, সে হৃদয়ও তেমনি ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়।

ভাষ্যের ভাবে এখানে সাধারণ অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সেই অগ্নি বনসমূহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং দগ্ধীভূত বন ভস্মে পরিণত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত মন্ত্রে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় প্রখ্যাত আর সেই দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির উপাসনার বিষয়ই মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেইভাবেই ফললাভ করিবেন। যিনি জ্ঞানরাজ্যের দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; আবার যিনি জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সে অগ্নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ - স্তরের পর স্তরক্রমে, পদবীর পর পদবীক্রমে, মানুষকে উন্নত স্তরে উন্নতি করণ। জড় অগ্নির উপাসক প্রথম স্তরের অর্চ্চনাকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও একেবারে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐ প্রকারের পূজায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজাপদ্ধতিক্রমে তাঁহাদের মনে অগ্নিদেবের স্বরূপ-জ্ঞান জাগরূক হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কে তিনি, যাঁহার এই রূপ? কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নের নিরসনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে পারে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে স্বরূপ জ্ঞানলাভ হইয়া তন্ময়তা জন্মিতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। অগ্নি নামে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি জড় অগ্নির উপাসনা? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? কখনই নহে। হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও তাহার সে প্রতিমা-পূজার লক্ষ্য মহান্। সেই জড় পুত্তলিকার মধ্য দিয়াই হিন্দু সেই জগন্মাতার বা জগৎপিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং অগ্নি নামে সে সাধারণ জড় অগ্নির উপাসনা করে না। পরন্তু যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা, যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; ফলতঃ, যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন - বিশ্বরূপে যিনি বিশ্বেশ্বর, অগ্নি নামে তাঁহাকেই উপাসনা করা হয়; অগ্নিরূপে তাঁহারই গুণমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার রূপের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ। গুণের অন্ত নাই; তাই তেজঃ তাঁহার একটী গুণ। তাঁহার শক্তির অন্ত নাই; তাই তাঁহার দাহিকা একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁহার একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত

অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার, তখন অগ্নিরূপে মর্ত্তালোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষলোকে এবং ইন্দ্রদেবরূপে স্বর্গলোকে তিনি বিরাজমান্ আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান। জাগরণে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখনই তিনি আদিত্য, তিনি বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি। অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার সেই যে 'বিভা' তাঁহার সেই যে দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতি-রূপে আলোক বিকীরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত? না তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত?—যেমন বহির্জ্জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। এই যে অগ্নি—এই অগ্নি, যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন, তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। যিনি বিশ্ব-প্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যিনি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন, মন্ত্রের উল্লিখিত অগ্নি—সেই অগ্নি—জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

এমন যে অগ্নিদেব, তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিব, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিব? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতির দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়। অগ্নি—তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির বিকাশ। অগ্নিকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই অগ্নির অলৌকিক মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাঁহার করুণা কত দিকে কত প্রকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যজনকে তিনি তো উদ্ধার করিবেনই; তাঁহারা তো আপনাদের সামর্থ্যেই আপনারা উদ্ধার হইবেন। সে আর তাঁহার মহিমার বিশেষ প্রকাশ নহে। কিন্তু পাপী-তাপীর উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকটিত। আমাদের ন্যায় পাপ-সন্তপ্তদিগকে উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। এইরূপভাবেই 'বনা' পদে হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল বন যেমন দুর্গম, সেইরূপ রিপুশত্রু-পরিবৃত অন্তরও ভগবানের সম্বন্ধে দুর্গম। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন! অগ্নি-রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি যেমন বনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন, সেইরূপ আপনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুশত্রুরূপ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়রূপ অরণ্যকে দগ্ধীভূত করিয়া, তাহার উৎকর্ষসাধনে তথায় অধিষ্ঠিত হউন।',

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত অনুবাদ আছে, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— "(হে স্তবকারী)! যিনি শিখা দ্বারা দগ্ধ বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (জ্বালারূপ) জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর।" বলা বাহুল্য, এখানেও ভাষ্যে লৌকিক অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাপিত। * (৮অ ৩খ ৪সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১র ২র৩ ১ ২
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মানবঃ) 'ইদ্ধে' (প্রজ্বলিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখকরং, প্রীতিজনকং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, সম্পাদয়তি) ভগবান তস্য জনস্য 'দ্যুম্নায়' (জ্যোতির্ম্ময়ায়, জ্যোতির্ম্ময়ায়, পরমানন্দায়) তং 'সুতরাঃ' (সুখেন তরণীয়াঃ, মোক্ষদায়কং ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং) প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।' জ্ঞানযুতেন সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, ভগবান্ সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দের জন্য তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (ষষ্ঠ মণ্ডল, ষষ্টিতম সূক্ত, দশমী ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'ইন্ধে' দীপ্তে অগ্নৌ 'সুম্নং' সুখকরং হবিঃ 'ইন্দ্রস্ত'। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২।৩।৬২)। ইন্দ্রায় 'আবিবাসতি' পরিচরতি প্রযচ্ছতি, তস্ম মর্ত্ত্যস্য 'দ্যুম্নায়' দ্যোতমানায়ান্নায় তদর্থং 'সুতরাঃ' সুখেন তরণীয়াঃ 'অপঃ' উদকানি বৃষ্ট্যাত্মকানি, ইন্দ্রঃ করোত্বিতি শেষঃ। (৮অ—৩খ—৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান-দান করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইন্ধে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'দীপ্তে অগ্নৌ'। তাহাদিতে যজ্ঞার্থে ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—"যে ব্যক্তি ইন্দ্রে সুখজনক হব্যাদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করে সে ব্যক্তির সুখের জন্য ইন্দ্র সুখে তরণীয় জল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্নিতে হব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করে সে ইন্দ্রের কৃপায় চাসবাসাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়।"

পাশ্চাত্য বেদব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বা সায়ণাচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ তাঁহাকে মানিতে মোটেই রাজী নহেন। তৃতীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যকে বিচারাধীন করিয়া যতটুকু মূলার্থের পরিপোষক, ততটুকু মানিতে রাজী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত মতবিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয় তাঁহাদের সুবিধানুসারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছেন। একটী বিষয় এই যে,—প্রাচীন হিন্দুগণ যে জমি চাষবাস করিতেন বেদে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন,—'ঐ দেখ, তোমাদের সায়ণাচার্য্যই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। কৃষি-কার্য্যের জন্যই জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এই মন্ত্র কৃষিকার্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।' এইরূপ দুরার্থ হইতেই বেদের নাম হইয়াছে—'চাষারগান'। কিন্তু বেদ সত্যসত্যই 'চাষারগান' কি না, এবং বৈদিক হিন্দুরা কেবলমাত্র চাষা ছিলেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করিবার পথে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার 'ইন্ধে' পদে প্রজ্বলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'অপঃ' পদে 'বৃষ্টিধারা' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে, মন্ত্রে যজ্ঞাদির সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে এবং বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যকার নিজ মনের ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিলেও 'অগ্নি' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের আগ্নের-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ না ঘটাইয়াও আমাদের মর্ম্মানুসারিণীধৃত-ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু 'অপঃ' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর যে অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার ব্যত্যয় করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং অমৃত অর্থের ব্যত্যয় করিলে মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—"যে ব্যক্তি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভগবানের প্রীতিজনক কর্ম্ম করে"। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'অপঃ' পদের পূর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখাই অপরিহার্য্য। সুতরাং মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শেষাংশের অর্থ হইল,—'ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।' (৮অ-৩খ—৪সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩১ ২ ৩১২
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ।
১২৩২ ৩ ১২
ঐন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী হে দেবৌ! 'ইন্দ্রং অগ্নিঞ্চ' (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী দেবৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ) 'বোঢ়বে' (সমন্তাৎ বোঢ়ুং, সম্যক্‌রূপেণ পূজয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজবতীঃ' (আত্মশক্তিযুতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধং) তথা 'আশূন্ অর্ব্বতঃ' (আশুমুক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং) 'পিপৃতং' (পূরয়তং, প্রযচ্ছতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পূজাসাধনং শিক্ষয়; অস্মভ্যং তব আরাধনায় পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৩খ ৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মশক্তিযুত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পূজা-সাধন শিক্ষা প্রদান করুন; আমাদিগকে আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'ত্বা' তৌ যুবাং 'বাজবতীঃ' অন্নবতীঃ 'ইষ.' ইষ্যমাণা 'বৃষ্টী.'; যদ্বা, বাজী বলং তদ্বতীঃ ইষঃ অন্নানি। 'আশুন' শীঘ্রগান 'অর্ব্বতঃ' অশ্বাংশ্চ 'নঃ' অস্মভ্যং 'পিন্বতং' পূরয়তং প্রযচ্ছতং। কিমর্থং? 'ইন্দ্রং' 'অগ্নিং' 'আ বোঢ়বে' আ সমন্তাৎ বোঢ়ুং হবির্ভিঃ প্রাপয়িতুং। (৮অ-৩খ—৪সূ-৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবানকে পূজা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু কামনার বস্তু তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে লাভ করা যায়। সেই পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি ব্যতীত জগতে আর কে আছে যে, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে! তিনি যদি মানবকে প্রার্থনা করিবার শক্তি না দেন তবে মানব সে শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মানুষ ভগবানকে আরাধনা করিতে চায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা পারে না। অথচ ভগবানকে তাহার আরাধনা করা চাই-ই। সে ভগবৎ-পূজার শক্তি কোথায় পাইবে? কে এমন আছে যে, তাহাকে সেই শক্তি দিতে পারে? জগতের শক্তির মূলাধার সেই পরম পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শক্তিদানে সমর্থ নয়। এখন বিষয়টী দাঁড়াইতেছে এই—ভগবানকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি-লাভ করিবার জন্য মানুষ ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করে আর তিনিও মানুষকে সেই সাধনশক্তি প্রদান করেন। ইহার অর্থ কি? নিজে পূজা লাভ করিবার জন্যই কি ভগবান মানুষকে তাঁহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা দেন, আত্ম- মহিমা বিস্তারই কি ইহার উদ্দেশ্য?

না—তাহা নয়। পরম দয়াল জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে পরাশান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি জানেন, মানুষ তাঁহার কোল হইতে গিয়াছে, আবার তাঁহার কোলেই ফিরিয়া যাইবে। সেই ফিরিয়া আসিবার উপায়—তাঁহারই প্রতি

অনুরক্তি, তাঁহারই পূজা আরাধনা। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান সেই সাধনশক্তি-লাভে বঞ্চিত। কাজেই ভগবানকেই তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। মানবের, জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। তিনি ধরা না দিলে মানুষের সাধ্য নাই তাঁহাকে ধরিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন,—

"শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়া দেই রে জন্মভরার ডাকাডাকি॥"

—আমি যে তোমাকে ডাকিতে জানি না প্রভো, তাই তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি না। তুমিই আমাকে শিখাইয়া দাও কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়। চিরজীবন ধরে মানুষ কোন না কোন ভাবে তোমাকে ডাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কি ভাবে ডাকিতে হয় তাহা তো জানে না। ওগো অন্তর্যামী, তুমি তো মানুষের হৃদয় দেখ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। আমাদের চিরজীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাউক। "মিটাও আশ সব পিয়াস অমৃত-প্লাবনে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও অনৈক্য আছে। সে অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে বলবান অন্ন এবং (অস্মদীয় হব্য) বহন করিবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর।" (৮অ ৩খ—৪সূ ৩সা)। •

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা
২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কলশে শতযামনা পথা॥ ১॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি); 'মর্য্যঃ ইব' 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্‌প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাভিঃ সহ সম্যক্‌রূপেণ মিলিতঃ ভবতু - ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।)॥ (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রৈব গচ্ছতি; গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সম্যগ্‌ গিরণাধারভূতং উদরং 'ন' 'প্র মিনাতি' হিনস্তি, কিঞ্চ 'মর্য্য ইব যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যো যথা তরুণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বদয়মপি সোমো যুবতিভির্ম্মিশ্রণ-শীলাভিরপভিরপ্তিঃ সহ 'সমর্ষতি' সঙ্গচ্ছতে অভিষব-কাল-পশ্চাৎ সোমঃ 'শতযামনা' অনেক-যামন-সাধন-বিস্তোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্র-সম্বন্ধিনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যং—যথা মর্য্যো মর্ত্ত্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শত-যামনা পথা সঙ্গচ্ছতে। 'শতযামনা'—'শতযামা'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ ৪খ ১সূ -১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

---*---

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা'। সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি। সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন —

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃত হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)। *

---*---

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মনস্যুবঃ সম্বরণেষ্বক্রমুঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষষ্ঠাশীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দ-আর্চিকেও (৬প-৫দে—৯খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্বাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধ্যাতারঃ) 'মন্দ্রয়ুবঃ' (মদং, পরমানন্দং কাময়মানাঃ) 'পনস্যুবঃ' (স্তুতিং কাময়মানাঃ, স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ) 'বিপন্যুবঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সংবরণেষু' (যাগগৃহেষু, সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্ত্তাঃ ভবাম) ; 'স্তুভঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'ক্রীড়ন্তং' (ক্রীড়নশীলং, লীলাপরায়ণং) 'হরিং' (পাপহারকং দেবং) 'অভ্যানূষত' (অভিস্তুবন্তি, আরাধয়ন্তি) ; 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'ইৎ' (ইমং পরমদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অশিশ্রয়ুঃ' (অধিকং শ্রীণন্তি, প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবাম ; সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ; জ্ঞানিনঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (৮অ - ৪খ - ১সূ - ২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনা-পরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি ; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সহিত এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয় । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক । আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই ; সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন ; জ্ঞানিগণ ভগবানকে লাভ করেন)। (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধিয়ঃ' ধ্যাতারঃ 'মন্দ্রয়ুবঃ' মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ 'পনস্যুবঃ' স্তুতিং কাময়মানাঃ 'বিপন্যবঃ' । স্তোতৃনামৈতৎ । স্তোতারঃ 'সংবরণেষু' তৃণকটা-বরণোপেতেষু যাগ-গৃহেষু 'প্রাক্রমুঃ' প্রক্রমন্তে । ছন্দোগাহ—'স্তুভঃ' স্তোতারঃ 'হরিৎ' হরিতবর্ণং 'ক্রীড়ন্তং' ক্রীড়ন-শীলং সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি 'ধেনবঃ' অপি 'পয়সা' ক্ষীরেণ ক্ষীরেণৈব 'ইৎ' ইমং সোমং অভিলক্ষ্য 'অশিশ্রয়ুঃ' অধিকং শ্রীণন্তি । 'সংবরণেষু'—'সংবসনেষু'—ইতি পাঠৌ, 'হরিঙ্ক্রীড়ন্তং'—'সোমস্যনীবাং'—ইতি চণ 'পয়সেদশিশ্রয়ুঃ'—'পয়সেমভিশ্রয়ুঃ'—ইতি চ । (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ ◌ §:•—— ——

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটী বিশিষ্ট ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু সমগ্র মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর একটা যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে—প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবই সমধিক প্রবল। শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধক বলিতেছেন,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, আমাদের প্রবৃত্তি যেন সৎকর্ম্মসাধনের দিকে প্রধাবিত হয়। আমরা পরমানন্দ-লাভ করিতে চাই. সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি জগতের আশ্রয়, কামনাকারীর কল্পতরু। তিনি আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, আমাদিগকে পরমানন্দের অধিকারী করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম লীলাপরায়ণ ভগবানকে আরাধনা করেন। মন্ত্রাংশের 'ক্রীড়ন্তং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপার ভগবানের 'বালকচেষ্টিতবৎ' লীলামাত্র। সান্ত মানুষের নিকট এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পুরুষের কার্য্যকলাপের কারণ জানিবার অধিকার নাই শক্তি নাই। কোন্ কারণ-বশে কার্য্য হইল, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সাধারণ মানব তাহার কি মীমাংসা করিবে? আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য অর্থহীন অথবা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির ফল। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই ভগবানের কার্য্যকলাপের কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে তাঁহার অপার শক্তির কথাই ভাবিতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জগতের জ্ঞানরাশি ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। - জ্ঞানামৃত ভগবানেরই শক্তি, তাহা তাঁহার চরণতল হইতে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। সৌভাগ্যশালী সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন—তাহাদের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। যাঁহারা ভগবানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে তাহাদের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর-স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্র-সহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।" (৮অ ৪খ—১সূ - ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২৩
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষ

২ ৩ ১২৩ ১২ ৩ ১২
মিন্দো পবস্ব পবমান উর্ম্মিণা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩১২
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী

৩১র ২র৩১২ ৩ ১ ২
ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্য্যম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো সোম' (দীপ্তিমন্, জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'সংযতং' কৃত্বা ইতি যাবৎ 'পিপ্যুষীং' (প্রবৃদ্ধং, শক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'উর্ম্মিণা' (প্রবাহেণ, ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রদেহি অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যা' (যা সিদ্ধিঃ) 'ত্রিরহন্' (ত্রিকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চুষী' (অপ্রতিবন্ধী, আনুপূর্ব্ব্যেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'ক্ষুমৎ' (শব্দোপেতং, সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং, পরাজ্ঞানযুক্তং) 'বাজবৎ' (আত্মশক্তিযুক্তং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, অমৃতময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, পরমবলং ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (প্রযচ্ছতি) তাং সিদ্ধিং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতময়ং আত্মশক্তিযুতং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮ম-৪খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তী-সমূহকে সংযত করিয়া শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল

প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' দীপ্ত! 'সোম'! 'পবমানঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'সংযতং' সংগৃহীতং 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধং 'ইষং' অন্নং 'ঊর্ম্মিণা' প্রবাহ-রূপেণ ত্বদীয়েন রসেন 'পবস্ব' প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'যা' ইট্ 'নঃ' অস্মাকং 'অহন্' অহনি অক্তুঃ 'ত্রিঃ' ত্রিষু সবনেষু 'অসশ্চুষী' অপ্রতিবন্ধো 'দোহতে'। কিং? 'ক্ষুমৎ' শব্দোপেতং সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং 'বাজবৎ' বলবৎ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যং পুত্রং দোহতে। তামিষং পবস্বেতি সম্বন্ধঃ॥ 'ঊর্ম্মিণা'-'অভ্রিয়ং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেই বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সাহায্যে সেই এক পরমশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,— "হে সোম! যে যজ্ঞ তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্দ্ধনকারী যজ্ঞের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুবাদকার ইক্ষু, অন্ন, মধু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথায়ও এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। 'মধুমৎ' পদে মধু বুঝায় না। 'সুবীর্য্যং' পদে অনুবাদকার 'লোকজন (দাস)' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বীর্য্যবান পুত্র'। উভয় ব্যাখ্যাতেই জোর করিয়া একটী বিশেষ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুত্র বা দাসদাসীর কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'সুবীর্য্যং' পদে সেই পরমবীর্য্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে, যে শক্তি লাভ করিলে পার্থীব লোকবল, ধনবল তুচ্ছ জ্ঞান হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ সেই পরম শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করে, সেই সিদ্ধির জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের 'ত্রিরহন্' পদ হইতে ভাষ্যকার অর্থ আনিয়াছেন "অহন অহনি, অক্তুঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু" অনুবাদকার অর্থ করিলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান যজ্ঞ'। কিন্তু 'ত্রিরহন্'

পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নাই - উহা ত্রিকালের অর্থাৎ নিত্যকালের দ্যোতক। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনন্তকাল এই 'ত্রিরহন্' পদ প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদে নিত্যকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করিলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান আমাদিগকে সেই পরমসিদ্ধি প্রদান করুন। উহাতে যুদ্ধাদিরও কোন প্রসঙ্গ নাই, ইক্ষু, মধু প্রভৃতিরও কোন উল্লেখ নাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সংযতং' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল, তাহা নানাদিকে নানাভাবে চলিতে যায়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে শাসনাধীনে আনিয়া সৎপথে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয় - পবিত্র সত্ত্বভাবের সাহায্যে। হৃদয় যখন নির্ম্মল পবিত্র হয়, মনে যখন কোন প্রকার হীন কামনা-বাসনা থাকে না তখনই মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে মানবের মন আপনা-আপনি সংযত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে - 'আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া।' তাই প্রার্থনার ভাব,—"আমাদিগের হৃদয় মন পবিত্র হউক, আমরা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞান-পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারি।" (৮অ—৪খ-১সূ ৩সা)॥ *

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২র ১র   ২ ১   ·· ১   ২ র১   ২ ১
প্রোঅয়াসাযিৎ। ইন্দুরিন্দ্রা। স্যা ২ নিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা।

·· ১   ২ ১   ২ ১   ১ ··   ২র ১
ত্তা ২ য়িসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতিভ্যাযিঃ। সা ২ মর্ষতাযি। সোমঃকলা।

২র১   ··১র ২   ২ র ১   ২ ১
শেশতয়া। মা ২ নাপথা ৩ ১ উ। প্রবোদিয়ো। মত্রযুগো। বা ২

১   ২ ১   ২ ১   ·· ১   ২ ১র
য়িপস্থ্যবাঃ। সনস্থ্যবাঃ। সংবরণাযি। ব্ ২ বক্রমুঃ। হরিক্রীড়া।

২১   — ১   ২ ১র   ২ ১   — ১ ২
ন্তমত্তানু। বা ২ ত্তস্তভাঃ। অভিধেনা। বঃপয়সাযিৎ। আ ২ শিঅযু ৩

১   ২র ১র   ২ ১   — ১র   ২ র ১
রাউ। আনঃসোমা। সংযতম্পাযি। প্যা ২ যীযিষাম। ইন্দ্রোপবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১   - ২   ২র র ১র   ২র ১   — ১
স্বপবমা। না ২ উর্ম্মিণা। যাসোদোতা। তেভিরহাম্। আ ২ সস্চ্যারি।

২ ১র   ২ ১   — ২   ১ ১ ১ ১
স্কুমঘাজাঃ। বন্নধুমাৎ। হ্ ২ বীয়িয়া ৩ মাউ। বা ২ ৩৪৫।

* * *

১   র র   ২ ১ ..   ১ র
২   প্রগো। অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রা। শুনিষ্কার্ত্তা ২ স্। সখাসখ্যুর্ন্নপ্রমিনা।

২ ১ —   ১   ২ ১   ১ ২
তিসঙ্গায়িরা ২ স। মর্যাইবয়ুবতিভায়িঃ। সমর্ষাতা ২ ৩ ধি। সোমা ৩ঃ

৪ ৫   ২র ১   ১ ২   ৪   ২ ১
কালা। শেশতায়া ২ ৩। মানা ৩ পা ৫ থা ৬৫৬॥ প্রবোগা।

র   ২ ১ —   ১   ২ ১ —
ধিয়োমস্ত্রযুগো। বিপন্যুবা ২ঃ। পনস্যুবঃসম্বরণায়ি। মুখক্রায়ূ ২ঃ।

১ র   ২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২ ১
হরিক্রীডন্তমভ্যনু। ষতস্তুভা ২ ৩ঃ। আভী ৩ ধেনা। বঃপয়াসা ২ ৩ য়িৎ।

১ ২   ৪   ২র ২ র   ১ র
আশা ৩ য়িশ্রা ৫ যূ ৬ ॰ ৬। আনোবা। সোমসংযতম্পায়ি। প্যাষী-

১ ..   ১ র   ২র ১ —   ১র র র র
মায়িষা ২ স। ইন্দ্রোপসম্বপবমা। নউর্ম্মায়িণা ২ স। যাসোদোহস্তেভিরহান।

২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২
অসশূষা ২ ৩ ধি। স্কুগা ৩ ব্বাজা। বন্নধমা ২ ৭ ৎ। স্বা ৩ য়িরা ৫ য়াপ ৫ ৬ ম্।

* * *

৩র২৩র৫র   ১ র   ৪   ২২ ৫   ৩২র৩৫   ১
৩। প্রোঅয়াসীৎ। ইন্দুরিন্দ্রা ২ ৩। স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখ্যাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা ২ ৩।

৪   ২ ৪ ৫   ৩২৩৪   ১   ৪   ২৩ ৫   ৩র ৩ ৪
তী ৩ সঙ্গিরম্। মর্যাইব। যুবতিভা ২ ৩ য়িঃ। সা ৩ মর্ষতি। সোমঃকলা।

১র   ২   ৪   ৩ ২র ৩৫   ১
শেশতয়া ২ ৩। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ঃ। মন্ত্রযুবো ২ ৩।

৪   ২ ৩ ৫   ৩ ২ ৩ ৫   ১   ৪   ২২ ৫   ৩ ২৩র৫
বা ৩ য়িপন্যুবঃ। পনস্যুবঃ। সবরণা ২ ৩ য়ি। য ৩ বক্রমুঃ। হরিক্রীড।

১   ৪   ২ ৩ ৫   ৩ ২৩রর   ১   ২
তমত্যনু ২ ৩। যা ৩ স্তুভঃ। অভিধেনা। বঃপয়সা ২ ৩ য়িৎ। অশা ৩

৪ ৩র ২৩র ৫ ১ ৪ ২র৩৫
মিশ্রা ৫ য়ূ ৬ ৫ ৬ ঃ। আনাঃলোম। সংসতপা ২ ৩ য়ি। ব ৩ বীমিবস।

৩ ২র৩৫ ১ ৪ ২র ২৫র ৩র২র৩র ৫ ১র
ইন্দ্রোপব। স্বপবমা ২ ৩। না ৩ উর্ম্মিণা। যানোদোহ। তৈত্রিবহা ২ ৩ ণ।

৪ র ৩৫র ৩২n৩র৫ ১ ২
আ ৩ সশ্চু বী। ক্ষুমস্বাজা। বন্নধুমা ২ ৩ ৭। সুবা ৩ -

৪ ২
য়িরা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥

* * *

৩র ২n৩ ৫ ১ ৩ ৫ ১ ২ ১২ ১
৪। প্রোআয়া ২ ৩ ৪ সীৎ। ইন্দুরা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা। স্যানিষ্কৃতা ৩ ম। হোয়ি।

৩২৲ ৩ ৩ ২ n ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
সখাসো ২ ৩ ৪ খ্যুঃ। নপ্রামী ২ ৩ ৪ না। তায়িসঙ্গিরা ৩ ম। হোয়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২n ৩ ৫ ১২ ১ ১
মর্য্যাঙ্গ ২ ৩ ৪ বা। যুবাতী ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সামর্যতা ৩ য়ি। হোয়ি।

৩র২n ৩ ৫ ২র ৲ ২ ৫ ১২র১২ ১
সোমাঃকা ২ ৩ ৪ লা। শেখাতা ২ ৩ ৪ য়া। মানাপথা ৩। হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

৩ ২৲ ৫ ২ ৲৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
প্রবোধী ২ ৩ ৪ য়ো। মস্রায়ু ২ ৩ ৪ বো। বায়িপস্থাবা ৩ ঃ। হোয়ি।

৩২৲৩ ৫ ২ ৲ ৩ ৫ ১২১ ২ ১ ৩২n
পনায়্যা ২ ৩ ৪ বাঃ। সংবারা ২ ৩ ৪ গায়ি। বুষক্রমূ ৩ ঃ। হোয়ি। হরা-

৩ ৫ ২ ৲ ২ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
য়িশ্চক্রা ২ ৩ ৪ য়িডা। অমাত্যা ২ ৩ ৪ নু। যাতস্তুভা ৩ ঃ। হোয়িৎ

৩২n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ১ ২ ১২ ১
অন্তরিধে ২ ৩ ৪ মা। বঃপায়্যা ২ ৩ ৪ সায়িৎ। আশিশ্রযু ৩ ঃ। হো

৩র ২n ৫ ২ n ৩ ৫ ১ ৩র১ ২
২ ৩ ৪ ৫ ঈ। আনাঃসো ২ ৩ ৪ মা। সংবাভা ২ ৩ ৪ স্পী। প্যাবীমিবা ৩ ম।

১ ৩ ২n ৩ ৫ ১n ৩ ৫ ১২র ১ ২ ১
হোয়ি। ইন্দোপা ২ ৩ ৪ বা। স্বপাবা ২ ৩ ৪ মা। নাউর্ম্মিণা ৩। হোয়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ৫ ১ ২ ১ ২ ১
যানোহো ২ ৩ ৪ হা। তৈত্রীরা ২ ৩ ৪ হান্। আসশ্চুবা ৩ য়ি। হোয়ি।

৩২ ৩ ৫ ২ ৫ ৫ ১২র ১২
স্কুমাধা ২ ৩ ৪ জা। বন্মাধূ ২ ৩ ৪ মাৎ। স্থবীরিয়া ৩ ম্।

১
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ১ ২র ১র ২ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪ ২ ১র
৫। হাউহাউ। হুপ্। প্রোআয়াসাম্বিৎ। ইন্দুরি। দ্রশু'নিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যাঃ।

২ ১ ২র ৩৪ ৫ ২ ১ ২১ ২ ৩৪ ৫ ২র ১
নপ্রমি। নাতিসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতি। ভিঃসমর্ষতারি। সোমঃকলা।

২র ১ ২র ৩২ ৪ ২ ১র ২ ১ ২র ৩ ৪
শেশত। যা। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ো মত্রয়ু। বোবিপন্থ্যাবাঃ।

২১ ৩র ২ ১ ২র ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ১র ৩৪ ৫
পানস্থ্যাবাঃ। সংবর। শেষুবক্রম্‌ঃ। তরিক্রীডা। তমত্যা। নুবতস্তবাঃ।

২ ১ র ২ ১ ২র ৩ ২ ৪ ২র ১
অভিধেনা। বঃ পয়। সেৎ। অশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনঃ

র ২ ১ ২ ৩ ৪র ৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪র ৫
সোমা সংযতম্। পিপ্যুষীমিষাম্। ইন্দোপবা। স্বপব। মানউম্মিণা।

২র১র র ২র ১ ২ ৪ ৫ ২র র ১ ২ ১ র
যানো দোহা। তেত্রির। হরুণশ্চ্যারি। হাউহাউ। হুপ্। স্কুমধাজা।

২১ ২ ৩২ ৪
বন্মধু। মৎ। সুবা ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২র ১ ২রর ৪ ২ ৩৫ ২ ১ ২ ৪
৬। প্রোআ। য়াসীদিন্দুরিন্দ্রা ৩ স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখা। সখ্যুর্প্রানিনা ৩ তী ৩

২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৪ ২ ৩ ৫ ২র ১ ২ র
সঙ্গিরম্। মর্য্যাঃ। ইবযুবতিভ্যা ৩ য়িঃ সা ৩ মর্ষতি। সোমাঃ। কলশেশতয়া।

৩ ২ ৪ ২ ১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ২
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবো। ধিয়োমন্দ্রয়ুবো ৩ বা ৩ য়িপন্থ্যাবঃ। পনা।

২ ৪ ২ ৩ ২ ২ ১ ২র ৪ ২ ৩ ৫
স্থ্যাবঃসংবরণা ৩ য়িষূ ৩ বক্রমুঃ। হয়াম্বিন। ক্রীড়ন্তমত্যাম্ ৩ বা ৩ ভস্তবঃ।

২ ১ ২র র ৩ ২ ৪ ২র ১
অভারি। ধেনবঃ পয়সেৎ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬। আনাঃ।

২র ৫ ২র৩৫ ২ ১ ২ ২র ৩৫র
সোমসংযতম্পা ৩ রিপূ। ৩ বীমিষম্। ইন্দো। পবস্বপবমা ৩ না ৩ উর্ম্মিণা।

২র ১ ২র র র ২ ৪ ৫ ২ ১ ২র n
যাসো। সোহতে। ত্রিয়হা ৩ না ৩ সশ্চ্যূবী। স্কুমাৎ। যাজবজ্রধুমৎ।

৩২ ৪
স্থুগা ৩ য়িয়া ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্। ১২৩। *

—*—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ জনঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ, ভগবৎপ্রীতিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সদাবৃধং' (নিত্যবর্দ্ধমানং, চিরনবীনত্বসম্পন্নং, যদ্বা—প্রার্থনাকারিণাং নিত্য-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তং' (সর্ব্বৈর্ব্বরেণ্যং, জগদারাধ্যং ইতি ভাবঃ) 'ঋভ্বসং' (মহান্তং) 'ধৃষ্ণুং' (শত্রূণাং ধর্ষকং, শত্রুনাশকং) 'ওজসা' (বলেন) 'অধৃষ্টং' (অন্যৈরনভিভূতং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (স্বানুকূলং কৃতবান ইতি যাবৎ) 'তং' (তং জনং বিনা ইতি ভাবঃ, অথবা সঃ জনঃ) 'কর্ম্মণা' (স্বকীয়েন কৃতকর্ম্মণা) 'ন' (অন্য কোঽপি, অথবা কদাচিদপি) 'নকিঃ' (নৈব) 'নশৎ' ব্যাপ্নোতি, ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, অথবা আত্মানাং বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকশ্চ। যো জনঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন ভগবৎপ্রীতিং উপজয়তি অপিচ সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়তি, সঃ হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, অপিচ স্বকীয়েন কর্ম্মণা সঃ আত্মানং ন বিনাশয়তি অর্থাৎ তস্য কর্ম্মফলং বন্ধনমূলং ন ভবতি। অতঃ প্রার্থনাঃ,—সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তঃ প্রাপ্তুং সঙ্কল্পবন্তঃ ভবানি ইতি ভাবঃ। (৮ম ৪থ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত তিনটী মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"প্রবত্তার্গবম্" "কারব" "সৌপাজব" "যজ্ঞসারিথব" "বারাহব" এবং "অপামীবব।"

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা নিত্য বৰ্দ্ধমান চিরযৌবনসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদিগের নিত্য-বৰ্দ্ধক, জগদারাধ্য, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, আপনার কর্ম্মের দ্বারা তিনি আপনি বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হই)। (৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তং' জনং অন্যো মর্ত্যো. জনঃ 'কর্ম্মণা' চলনাদি-ব্যাপারেণ 'নকিঃ নশৎ' নৈব ব্যাপ্নোতি, 'যঃ' 'ইন্দ্রং চকার' ইন্দ্র মেবানুকূলং যজ্ঞৈঃ সাধনৈশ্চকার। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সদাবৃধং' সর্ব্বদা বৰ্দ্ধকং, 'বিশ্বগূর্ত্তং' সর্ব্বৈঃস্তুত্যং, 'ঋভ্বসং' মহান্তং 'ওজসা' স্বীয়েন বলেন 'অধৃষ্টং' শত্রুভিরনভিভূতং 'ধৃষ্ণুং' শত্রূণামভিভবনশীলং। 'ধৃষ্ণুমোজসা'—ধৃষ্ণবোজসং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীতে বিশেষ কোনও জটিলতার ভাব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রের জটিলতার বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্গত 'ন' পদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'সে যজমানকে চলনাদি ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, যে ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করে। সেই ইন্দ্র কীদৃশ? সর্ব্বদা বৰ্দ্ধক, সকলের স্তুতির যোগ্য, মহান, বলের দ্বারা অন্যের অধর্ষিত, শত্রুগণের ধর্ষক, ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন,

তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।" ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত, ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য বোধগম্য হইবে।

ইন্দ্রদেবের বিশেষণ পদ কয়েকটীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে দুই একটী পদের অর্থে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় উপলব্ধি হইলে, ঐ সকল পদের অর্থের সমীচীনতা আপনিই বোধগম্য হইবে। আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সকল ব্যাখ্যায় কি যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রের প্রধান আলোচ্য—'ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈঃ।' মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণা' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'হননাদিব্যাপারেণ'; আর 'যজ্ঞৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ইন্দ্রমেবানুকূলযজ্ঞৈঃ সাধনৈঃ'। ইহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'যিনি ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করেন, তাঁহাকে হননাদিব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি কখনও হিংসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।' এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞ-কর্ম্মে অহিংসার প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা সিদ্ধান্ত করি। যদিও মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবমূলক, তথাপি এরূপ ভাব পরিগ্রহে একটু কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা 'তং ন কর্ম্মণা নকিঃ নশৎ' মন্ত্রাংশে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধি করি। 'তং' পদের এক অর্থ হয়,—'তং জনং বিনা' (ভাষ্যকারের অর্থানুসারে), বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আর এক অর্থ হয়,—'সঃ জনঃ।' দ্বিতীয় 'ন' পদের কোনও অর্থ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। 'তং পদের অর্থের সহিত সমন্বয়ে ঐ 'ন' পদের এক অর্থ হইতে পারে—'কোঽপি', আর এক অর্থ হইতে পারে,—'কদাচিদপি' ('তং' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক 'সঃ জনঃ' অর্থের সমন্বয়ে)। আর 'নশৎ' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক অর্থ যথাক্রমে 'ভগবন্তং প্রাপ্নোতি' এবং 'আত্মানং বিনাশয়তি' হইতে পারে। এইরূপ দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের যে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না; এবং (২) যে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি কখনও আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনি বিনষ্ট হন না।' ইহার এক ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়েন। সৎকর্ম্মের দ্বারা, চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, মানুষের চরম গতি মোক্ষ অধিগত হয়। আর এক ভাব এই যে,—আপনার কর্ম্মের প্রভাবে যিনি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার মন কদাচ অসদভিমুখে প্রধাবিত হয় না।' সৎকর্ম্ম-সাধনেই মানুষ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 'আত্মাকে বিনষ্ট করার' তাৎপর্য্য 'পাপকলুষিত

নিরয়গামী হওয়া।' 'পাপানুষ্ঠানে আত্মার অবনতি সাধন করাই' আত্মার বিনাশ-সাধন। এ অবস্থায় তাহার কর্ম্মই তখন তাহার বন্ধনের হেতুভূত হয়। এই অবস্থায়ই পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

অর্থাৎ,—'বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে, এই লোকে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।' 'অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্তৃক হোমও ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।' এখানে, এই সাম-মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মনে জাগাইয়া তুলিতেছে। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মে মোক্ষ অধিগত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং পুনঃপুনঃ গতাগতির কারণ হইয়া থাকে। যিনি এতদ্বিষয় জানিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসার-বন্ধনের ভয় থাকে না, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে যে আত্মোদ্বোধনার ভাব—প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন আপনার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই; আমার মন যেন এমন কর্ম্মে কদাচ প্রধাবিত না হয় যে কর্ম্মের দ্বারা আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।' * (৮অ ৪খ—২স ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ॥
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৮ ৩
সন্ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব
১ ২
ক্ষামীরনোনবুঃ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'যস্মিন' (যে দেবে) 'জায়মানে' (জাতে, প্রকাশমানে, জগতি প্রাদুর্ভূতে সতি) 'মহীঃ' (মহান্তঃ) 'উরুজ্রয়ঃ' (বহুবেগাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) সমনোনবুঃ' (সমস্তবন, তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবঃ ক্ষামীঃ' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইত্যর্থঃ) ('অনোনবুঃ' (সমস্তুবন, তৎমহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি); 'অষাঢ়ং' (অসহনীয়ং, অপরাজেয়ং) 'পৃতনাসু সাসহিং' (শত্রুসেনাসু অভিভবিতারং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদগূর্ণবলং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) তং দেবং অহং আরাধয়ানি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকারাধনীয়ং পরমদেবং আরাধয়ানি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৪খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হইলে মহান আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান কিরণসমূহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্ব্বলোক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা করি)॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'অষাঢ়ং' অসোঢ়ং 'উগ্রং' উদগূর্ণবলং 'পৃতনাসু' শত্রুসেনাসু 'সাসহিং' অভিভবিতারমিন্দ্রং স্তৌমীত্যর্থঃ। 'যস্মিন' ইন্দ্রে 'জায়মানে' 'মহীঃ' মহত্যঃ 'উরুজ্রয়ঃ' বহু-বেগাঃ 'ধেনবঃ' হবিরাদিনা প্রীণয়িত্র্যঃ অভ্যা গাব এব বা 'সমনোনবুঃ' সমস্তুবন। ন কেবলং ধেনব এব অপি তু 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'ক্ষামীঃ' পৃথিব্যশ্চ সমনোনবুঃ তত্রত্যাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো নমস্কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। 'ত্রিবৃতো লোকাঃ'—ইতি শ্রুতেঃ বহুবচনং। 'ক্ষামীঃ—'ক্ষামঃ' ইতি পাঠৌ॥ ২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অন্যের অসহ্য, উগ্র, শত্রু সেনায় অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগাবিশিষ্ট

বেদসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।" ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখিয়াছেন, "অজা গাব এব বা সমনৈনবুঃ সমস্তবন।" দেখা যাইতেছে—ভাষ্যানুসারে পশুগণ পর্যান্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে অজা ছাগ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবিরোধ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ভগবান যখন বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন, তখন সর্ব্বজীব, অতি সাধারণ মানবও তাঁহার আবির্ভাবের মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারে। মহাপ্লাবন আসিলে তাহা কাহারও অবিদিত থাকে না। সকলেই সেই পরম পুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন 'আমি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারি।' (ছন্দ ৪থ ২দ্-২সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২ ১২র১ ২৩র২১ ২৩র ২ ১ ২ ১
নকিষ্টা ৩ কর্ম্মণানশাৎ। যশ্চাকারা। সদাবৃধা ২ ৩ ম্। সদাবৃধাম্। ইন্দ্রান্নয়া।

৩ ২ ২১ ১ -- ১ ২৩ ২ ১ ২ ১ ২৩র২ ১
জ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূ। ভমা ২ র্ত্তৃসা ২ ৩ ম্। তমৃত্সাম্। অধাই ষ্কা। ধৃষ্মোজসা

২৩র ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ ১২ ১ ২৩র ২১
২ ৩। ধৃষ্মোজসা ৩ ৪ ৩॥ অধৃষ্টা ৩ ষ্কম্ ধৃষ্মোজসা। অধাই ষ্কা। ধৃষ্মোজসা

১ ৩র ২ ১ ২১ ২ ৩ ২ ২ ৭ -- ১
২ ৩। ধৃষ্মোজসা।। অষাঢ়ম্। উগ্রম্পৃতনা। সুসা ২ সহা ২ ৩ য়িম।

২৩র ২ ১ ২ ১ ২৩২১ ২ ৩ ২ ৫ ২
সুসাসহীম্। যস্মাদ্বিশ্বগারিঃ। উরুজ্রয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়া ৩ ৪ ৩ঃ। যস্মিন্নো

৪ র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১
৩ ভীরুরুজ্রয়াঃ। যস্মাদ্বিশ্বগারিঃ। উরুজয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়াঃ। সন্ধারিনবো।

২র৩২র১ ৭ -- ১ ২ ২র ২ র ২র ১ ২ ৩র২১
আয়মানে। অনো ২ নবূ ২ ৩ঃ। অনোনবূঃ স্তাবাকামাম্নি। অনোনবূ

২ ৩র ২ ১
২ ৩ঃ। অনোনবূ ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঔ। ডা॥ ১০২। †

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততীতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈখানসং।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিষীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); শ্রিয়ে' শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণাঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সখীভূতাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ! 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত ভমভিষ্টুত। ততঃ অভিষ্টুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' যজমানীয়ৈঃ হবির্ভির্দ্দিগ্ধপ্রবৈশ্চ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিতর আভরণৈরলঙ্কুর্বন্তি তদ্বৎ॥ ১।

* * *

প্রথম (১১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

"জগৎ কে জয় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—"যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু কারণ, এই সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের সখ্যলাভই পরমমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (৮অ-৫খ—১সূ-১সা)।•

— — • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সমী বৎসন্ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১র ২র

দেবাব্যাং২৩ মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতৃভিঃ' (মাতৃভিঃ যথা প্রেম্ণা বৎসং উৎপাদ্যতে, আপ্রিয়তে চ তদ্বৎ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্বিশবসং' (দ্বিগুণবলং, প্রভূতবলসম্পন্নং) 'মদং' (মদকরং,

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

পরমানন্দদায়কং) 'দেবাব্যং' (দেবানাং, দেবভাবানাং রক্ষকং) 'গয়সাধনং' (প্রাণভূতং, সাধকানাং প্রাণস্বরূপং 'ঈং' (এনং শুদ্ধসত্বং ইত্যর্থঃ) 'অভি সংস্বদত' (হৃদি সমুৎপাদয়ত) ॥ আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্বং প্রাপ্নুয়াম—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ৫খ— - ১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃগণকর্ত্তৃক যেমন প্রেমের সহিত বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদিগের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বক হৃদয়ে সমুৎপাদন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই।) । (৮অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'গয়-সাধনং' গৃহস্য সাধনভূতং 'ঈং' এনং সোমং 'মাতৃভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সংস্বদত' সম্মিশ্রয়ত, কথমিব? 'বৎসম্' যথা বৎসং মাতৃভিঃ গোভিঃ সংযোজয়ন্তি তদ্বৎ। কীদৃশং? 'দেবাব্যং' দেবানাং রক্ষকং 'মদং' মদন-হেতুং 'দ্বিশবসং' দ্বিগুণবেগং অতিশয়িত-বলং বা যদ্বা দ্যোলোকয়োস্তত্র স্থিতা দেবমনুষ্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং হবির্দ্দানপ্রদানেন প্রবর্দ্ধয়িতারং তং সোমং 'অভি' সংস্বদত। (৮অ—৫খ - ১সূ - ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বভাবের বিশেষণ কয়েকটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম অংশেই একটী উপমা আছে—'বৎসং ন মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন, এবং আদর করেন ঠিক সেইরূপভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর এবং হৃদয়ের সহিত তাহা ভালবাস। এই উপমা দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হইতেছে।

সত্ত্বভাব—'গয়সাধনং'। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহস্য সাধনভূতং'। কিন্তু বিবরণকার অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন—'গয়ঃ প্রাণাঃ দেবানাং প্রাণসাধনার্থং" আমাদের মতে বিবরণকারই অধিকতর সুষ্ঠু অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

দেবাব্যং অর্থাৎ দেবভাবের রক্ষক—শুদ্ধসত্ব। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্বের উপজন হইলে তাহার প্রবৃত্তি নির্ম্মল হয় দেবভাব উজ্জ্বল হয়। এই দেবভাবের বলেই মানুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই শুদ্ধসত্ব—পরমসাধনং মদং। সেই পরমমঙ্গলদায়ক চিদানন্দদায়ক সত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করিবার জন্যই এই আত্মোদ্বোধন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্য অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে একটী নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন। ইনি প্রভূবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।" (৮অ-৫খ-১সূ-২সা) ॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২

পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'যথা' (যেন প্রকারেণ, 'শর্দ্ধায়' (বেগায়, আশুমুক্তিদানায়) তথা 'বীতয়ে' (পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায়—ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'দক্ষসাধনং' (বলসাধনং, আত্মশক্তিদায়কং-সত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পুনাতা' (পুনীত, পবিত্রং, বিশুদ্ধং কুরুত); 'মিত্রায় বরুণায়' (মিত্রভূতায় অভীষ্টবর্ষকদেবায়) 'যথা' (যেনপ্রকারেণ) 'শন্তমং' (সুখজনকং, প্রীতিজনকং-ভবতি ইতি যাবৎ) তথা কুরুতঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং হৃদি শুদ্ধসত্বং সমুৎপাদয়াম—ইতি আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ ভাবঃ। (৮অ ৫খ—১সূ-৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে প্রকারে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেইরূপ ভাবে আত্মশক্তিদায়ক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষকদেবের যাহাতে প্রীতিজনক হয় সেইরূপ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনমূলক ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন করি।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনং' বলস্য সাধনং ধনানাং বৃদ্ধের্বা সাধকং সোমং 'পুনাত' পবিত্রেণ পুনীত। পৃথ্ৱ্ পবনে (উ০) ক্র্যাদিঃ; ভস্মাল্লোট তপ্তনপ্তনথনাশ্চ, (৭।১।৪৩) ইতি তস্য তবাদেশঃ পিত্তাদীর্ঘাভাবঃ 'শর্দ্ধায়' বেগার্থং 'বীতয়ে' দেবানাং পানার্থং যথা ভবতি তথা 'মিত্রায়' 'বরুণায়' চ 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখং যথা ভবতি তথা পুনীতেত্যর্থঃ। 'শন্তমং'—'শন্তমঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হইতে পারে সেইজন্য আত্মোদ্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। যাহাতে ভগবানকে লাভ করা যায়, যাহাতে মানব আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে তেমনি ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন ভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে হইবে ও তাহা ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন ভগবানের গ্রহণীয় হয়, প্রীতিজনক হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সেই ভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। হীরক খনিতে জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা খনিতে অপরিস্কৃত অবস্থায় থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। মানুষের হৃদয়ও অমন্ত খনি। তাহার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই স্থান আছে। কিন্তু সেই সকলকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তি চাই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব দেবপ্রবৃত্তি সমস্তই সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে জাগরিত করিতে হইবে। মানুষই দেবতা হয়—সাধনা দ্বারা। সাধন প্রভাবে মানবের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়।

স্বরূপতঃ মানুষ অসীম, তাহার শক্তিও অসীম। কেবল মাত্র মায়ামোহাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া সে ভ্রমবশতঃ নিজকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করিতেছে। যখন তাহার চক্ষুর

উপর হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া যাইলে, তখন সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়, সেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে হইলে তদুপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে সোমরসের সহিত উহার কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের গ্রহণের উপযোগী জিনিষ মাতাল-ভোগা মদ্য নয়—উহা মানব হৃদয়ের অমৃত—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানবের শ্রেষ্ঠ পূজোপহার সেই শুদ্ধসত্ত্বই গ্রহণ করেন। সেই সত্ত্বভাবামৃত ভগবৎ-সেবার উপযোগী করিবার জন্যই প্রচেষ্টা মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। * (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

— • —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ২ ২ৰ ৩ ৫ ২
১। হাহ্। বো ও হা। বো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি।

n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ ৫
সাবায়া ২ ৩ ৪ আ। নাবাদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানা ২ ৩ ৪ য়া। আ। ২ ৩ ৪ পা।

৩ ২ ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩ ৫
য়া ২ ৩ ৪ তা। পারিশুয়া ২ ৩ ৪ য়া। ভৈঃপায়া ২ ৩ ৪ যিতু। যা ২ ৩ ৪ তা।

৩ ৫ ২ n ৩ ২ ২ u ৩ ৫ ২ n ৩
শ্রা ২ ৩ ৪ য়ায়। সামীগা ২ ৩ ৪ ৎনায়্। নামাজ্ ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সার্জ্জ। তা

৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ n৩ ৫
২ ৩ ৪ পা। য ২ ৩ ৪ সা। ধা ২ ৩ ৪ নায়। দারিবাসা ২ ৩ ৪ য়ায়।

২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
মাদামা ২ ৩ ৪ ভী। ধা ২ ৩ ৪ য়িশা। সা ২ ৩ ৪ সায়। পুনাতা ২ ৩ ৪ দা।

২ n ৩ ২ n ৩ ৩ ৫ ৩ ৫
ক্ষাসাধা ২ ৩ ৪ মাম্। যাথাদা ২ ৩ ৪ র্দ্বা। স্ন ২ ৩ ৪ বী। তা ২ ৩ ৪ যায়ি।

২ ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
যথামা ২ ৩ ৪ য়িত্রা। যাবরু ২ ৩ ৪ গা। যা ২ ৩ ৪ শ। তা ২ ৩ ৪ মায়।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ২ ২ ১ ৫ ২
হাহ। বো৩ হা। গো৩ হা৩। হা। ও২৩৪ বা। হা৩৪।
৫র র ২ ১২১২র ১রর৩১১১১
ঔহোবা। এ৩। অ্‌ভবিশ্বানিদুরিত্তাতরেমা২৩৪৫॥
* *

২র র১ ২র১ -- ২১ ১ ১-- র১
২। নথারণ্বা। নিবীদত্তা। পুনানায়া২। প্রগায়ত্তা। শিশুয়া২। ঞ্জৈ:প।
n ৩ ৫রর ১২ ২র র১
য়া২ য়ি। ভূ২৩৪ ঔহোবা। যত্তপ্রিয়এ৩। নমীবৎসাম। ম মাত ভারি।
২১-- র১ ২রর১ — ১ n ৩
সৃজত্তাগা২। যসাদনাম। দেবানায়া২ম। মদম। আ২ভা২৩৪
৫রর ১২ ২রর র১ ২র১ -- র
ঔ৩বা। দিশবসমে৩। পুনাতাদা। ক্ষসাধনাম। যথাশর্দ্ধা২। যবীভযারি।
২র১ -- ১ n ৩ ৫রর ১২ ১ ১১১১
যথামায়িত্রা২। যব। রু২পা২৩৪ ঔহোবা। যশসুমমে৩ উপা২৩৪৫॥
* *

৩২ ৩২ ৫র ২ ২u ৩২ ৩র২
৩। নথা৩১। যণা৩১২৩৪। নিষী। দা৩ত্তা। পুনা৩১। নায়া
৫র ২ ২n ৩২ ৩২
৩১২৩৪। প্রগা। যা৩ত্তা। শিশূ৩১ম। নয়া৩১২৩৪।
র ২ ২ ২n ৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২
ঞ্জৈ:প। রূ৩য়িভূ। যত্তা৩১। প্রিয়া৩। ও২৩৪পা॥ নমী৩১।
৩২ ৫র ২ ২n ৩২৭ ৫র
বৎসা৩১২৪ম। নমা। ভ্রূ৩৩ত্তা্যঃ। সৃজা৩১২৩৪। যসা।
৩ ২ ৩র২ ৩২ ৫ ২ ২
সা৩নাম্‌। দেবা৩১। দিয়া৩১২৩৪ম। মদম। আ৩ত্তা২য়।
৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২ ৩র২
দ্দিশা৩১। কসা৩ম। ও২৩৪বা॥ পুনা৩১। তাদা৩১২৩৪।
৫র ২ ২ ৩২ ৩২ ৫র ২ ২
ক্ষসা। ধা৩নাম্‌। যথা৩১ শর্দ্ধা৩১২৩৪। যবী। ভা৩যারি।
৩২ ৩২ ৫ ২ ২ ৩২ ৩২
যথা৩। মিত্রা৩১২৩৪। যব। রূ৩পা। যশা৩১। ভমা৩ম।
১ ৫ ৩ ৫
ও২৩৪বা। উ২৩৪পা॥
* *

২১র২ ৪৫ ২৩ ৫ ২১২র১ ২৮৩ ৫
৪। সখায়া ৩ আনি। ষীদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানায়া। প্রাগায়া ২ ৩ ৪ তা।

২১৭ ৫ n ৩ ২ ১৩১১১১
শিশুন্নয়া। জ্ঞৈ:পা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫ রিভু ৬ ৫ ৬। যতশ্রিয়ে ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৪৫ ২৩ ৫ ২১২র১ ২n৩ ৫
সমীণা ৩ ৎসম। মাত্‌ ২ ৩ ৪ আরিঃ। সূজাতাগা। যাসাধা ২ ৩ ৪ সাম্‌।

২র১ ৭ ২ ১৩১১১১
দেবাবিয়াম। মদা ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ আ ৬ ৫ ৬ রি। বিশবদা ২ ৩.৪ ৫ ম্‌।

২১র২ ৩৫ ২৮৩ ৫ ২১২১ ২^৩ ৫
পুনান্তা ৩ দক্ষ। সাধা ২ ৩ ৪ নাম্‌। যথাশর্দ্ধা। পাগীতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১ ৭ ৮৩ ২^ ২ ১৩১১১১
বধামিত্রা। যবা ২ রু ২ ৩ ৪ ৫ণা ৬ ৫ ৬। যশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌।

* * *

৫র ৩২n৩ ৫ ২১ ২৩ ৫ ২র১র ---
৫। সখা। যআও ২ ৩ ৪ বা। নিষায়ি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়প্রগা ২

৩১১১১ ১ ২৩ ৫ ১র ৬১১১১ ১২
য়তা ২ ৩ ৪ ৫। শারিরিশাও ২ ৩ ৪ বা। নযজ্ঞৈ:পরিভূ ২ ৩ ৪ ৫। যাতা-

৩ ৫ ২৫র ৫র ৩২৩ ৫ ২১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে। সখী। বৎসাও ২ ৩ ৪ বা। মধা। ভূতা-

৩ ৫ ২ ১র ২১র৩১১১১ ১ ২৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। সুজতাগয়সাধনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌। দারিবা ও ২ ৩ ৪ বা।

১ ৩২ ১n৩ ৫ ২ ৫র ৩র২n
দিয়স্তমমত্তা ১ রি। ষারিশাও ২ ৩ ৪ বা। মদা ১ ম্‌। পুনা। তাদা-

৩ ৫ ১১ ২n ৩ ৫ ১২র১ বর২র ১৩১১১১
ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষসা। ধানা। ও ২ ৩ ৪ বা। যথাশর্দ্ধায়বীতয়া ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

১২n৩ ৫ ২১র২১ ৩১১১১ ১২n৩ ৫
বাধাও ২ ৩ ৪ বা। মিত্রায়বরুণা ২ ৩ ৪ ৬। যাশাও ২ ৩ ৪ বা।

২
তমা ১ ম্‌। ১৩। *

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে তাঁহাদের নাম, যথাক্রমে; –(১) "পরম্‌", (২) "সুজ্ঞানম্‌", (৩) "দৈবোদাসম্‌", (৪) "পৌরুসম্‌" এবং (৫) "পৌরুম্‌।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ক২র ৩১২ ৩২ ৩২৩
প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং
২উ ৩১২
বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিদায়কং) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (ব্যবধায়কং, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং বারমব্যম্' (অব্যয়ং জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি' (বিশেষরূপেণ) 'প্রাক্ষাঃ' (বিবিধং প্রক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অক্ষয়ং নিত্যজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি - ইতি ভাবঃ। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সাধকদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান্ বেগবান্ বা 'সহস্রধারঃ' বহুধারাযুক্তঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিভবং 'বারং' বালং পবিত্রং 'তিরঃ' ব্যবধায়কং কুর্ব্বন্ 'প্রাক্ষাঃ' বিবিধং প্রক্ষরতি। ক্ষরতেলু‍ঙি রূপং। 'প্রবাজী'—'প্রসুবানঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———— • ————

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন। সত্যটীর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই বলা যায়, কারণ সত্য

চিরদিনই পুরাতন, আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রভেদে তাহা চিরনূতন। সত্য নূতনত্ব ও প্রাচীনত্বের গণনার বাহিরে। কারণ উহা সনাতন অব্যয়, অনাদি। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, সুতরাং অনাদি অনন্ত পুরুষের শক্তিও অনাদি, অব্যয়, চিরনূতন চিরপুরাতন। তাই জ্ঞান প্রভৃতি ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না কেন, তাহাই অনন্তকালের সত্য, চির কালের সত্য। তাহা চিরকাল আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে।

নূতন ক্ষেত্রে, নূতন অবস্থায়, সেই চিরপুরাতন সত্যই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনন্ত মানবপ্রবাহ নূতন লোকের আগমনের দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। সত্য চিরদিন হিমাচলের মত অটল অচল ভাবে এক অবস্থায়ই আছে, কিন্তু যাহারা নূতন আসে তাহারা নূতন ভাবেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় সত্যকে নূতন বলিয়া মনে করে। তাই সত্য চিরনবীন। এই নূতনের জন্যই পুরাতনকে নূতনের বেশে সাজাইতে হয়, নূতন ভাবে নূতনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

বেদ মন্ত্র অনাদি অনন্ত। তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও অনন্ত চির পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ পুরাতন হইলেও ব্যবহারিক ভাবে নূতন। তাহারা এই বেদ মন্ত্রের মধ্যে সেই চির পুরাতন সত্যের সাক্ষাৎ পায়—'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন।' কিন্তু এই সত্য ঘোষণার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করা, মানুষের মনে সত্যলাভের জন্য তথা সত্যসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। 'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন,' এই সত্যের দ্বারা মানবের মনে পরাজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা জাগিবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। অনুবাদটী এই, "প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ ৫খ ২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো

২র ৩ ২

গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্ররেতাঃ' (বহুবীর্য্যোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদ্ভিঃ মৃজানঃ' (অমৃতৈঃ শুধ্যমানঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ শ্রীণানঃ' (জ্ঞানৈঃ শ্রীযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (শক্তিমান, পরাশক্তিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'সহস্ররেতাঃ' বহুরেতস্কঃ 'বহূদকঃ' 'অদ্ভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'মৃজানঃ' মৃজ্যমানঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণানঃ' শ্রয়মাণঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির প্রার্থনার ব্যপদেশে সত্ত্বভাবের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ সত্ত্বভাবলাভের জন্য কেন ব্যাকুল, তাহার আভাষও এই গুণবর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব—'সহস্ররেতাঃ'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। শুধু শক্তি থাকিলেই হয় না, শক্তির সদ্ব্যবহার করাও চাই। সত্ত্বভাব শুধু 'সহস্ররেতাঃ' নয়—তাহা শক্তিদাতাও বটে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইহাও একটী কারণ।

পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব ও পরাজ্ঞান পরস্পর অচ্ছিন্নসম্বন্ধযুত। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলে তৎসঙ্গে—পরাজ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান বলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—'অদ্ভিঃ মৃজানঃ'—অমৃতপ্রাপক।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সেই

অনুবাদটী এই,—"জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো

২র ৩ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'যেমাণঃ' (নিয়ম্যমানঃ, উৎপদ্যমানঃ) তথা 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপঃসাধনৈঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কুক্ষা' (কুক্ষৌ, অন্তরে, সমীপে ইতি ভাবঃ) 'প্রযাহি' (প্রগচ্ছ, প্রকর্ষেণ গচ্ছ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং কঠোরতপোসাধনেন উৎপন্নেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং আরাধয়াম ইতি সঙ্কল্পমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধক আমাদিগের দ্বারা উৎপদ্যমান ও কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোরতপোসাধনে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করি—ইহাই সঙ্কল্পমূলক ভাব)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'যেমানঃ' নিয়ম্যমানঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কুক্ষা'। সপ্তম্যা ডাদেশঃ (৩৪৩৯)। কুক্ষৌ উদরভূতে কলশে বা 'প্রযাহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। সংহিতায়াং যেমান ইত্যত্র গত্বং॥ (৮অ-৫খ-২সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী পবিত্র সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে—"আমরা যেন কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারি।" শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়াই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। আমরা যেন ভগবদারাধনার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। আগুণে যেমন আবর্জ্জনারাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, যাহা সারভূত, যাহা মহান্, তাহাই বাকী থাকে। মানব-মনের মলিনতাও কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে দূরীভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বিনাশ হয়—তখন যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মহান, তাহাই মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে মানবের অন্তঃস্থলকে আলোকিত করে। সেই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বভাবের। মানব-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে তাহাতে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাহাতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন তাহার জন্যই এই প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস প্রস্তুতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্বর্য্যুগণ তোমাকে সজ্জিত করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" (৮ম—৫খ-২স্থ-৩পা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১২র ১২১ ২১ র ২ ৫ ২১ ২১র
১। প্রবাজন্নক্ষাঃ। সহস্রধারাস্তা ১ ম্বিরা ২৩৪ঃ। হায়ি। পবিত্রাম্। বিবারা

৫ ৩ ৫ ৫ ১২র ১২১ ২১ র
২৩৪৭ হায়ি। আ২৩৪ বো ৬ হায়ি। সবাজয়ক্ষাঃ। সহস্ররেতা-

৭ ৫ ২১র ২র১ ৫
অস্তা ২৩৪ য়িঃ। হায়ি। মৃজানাঃ। গোভারিশ্রা ২৩৪ য়িহায়ি।

১ ৫ ৫ ১র ২২১ ৭ ৫
পা ২৩৪ নো ৬ হায়ি। প্রাসোমযাহী। ইন্দ্রস্যকুক্ষানৃতা ২৩৪ য়ি। হায়ি।

২র১র ২১ ৫ ১ ৫ ৫
যেমানাঃ। আদ্রিভা ২৩৪। য়িহায়ি। সূ২৩৪ তো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১২ ১ ২১ ২ র ১ ২
২। প্রবাজিযোবা। ক্ষাঃ। সহা ২ ৩ স্রা। ধারস্তাম্নিরাঃ। পবাম্নিত্রা ১

৪ ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
বা ২ ৩ ম্লিবা। র্যা। অবো্যা ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। সবাজিযোবা। ক্ষাঃ।

২১ ২ র র ১ ২ ৪S ৫র ৩র ২
সহা ২ ৩ স্রা। রেতাঅস্তারিঃ। সুজানা ১ গো ২ ৩ তারিঃ। শ্রী। সানো

২র ১২ ১ ২১ ২ র১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। প্রসোমযোবা। হারি। ইন্দ্রাভা ২ ৩ কু। ক্ষানুত্তারিঃ।

র ২ ৪S ৫ ৩ ২
যেমানো ১ আ ২ ৩ ভ্রারি। ভিঃ। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১০৩। *

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সুক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) তথা 'যে' 'অর্ব্বাবতি' (অন্তিকদেশে, ভূলোকে ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) 'অদঃ' (অস্মিন্) 'শর্য্যণাবতি' (অন্ধকারময়ে দেশে—অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) বর্ত্তন্তে তে 'সুন্বিরে' (অভিষুয়ন্তে, বিশুদ্ধাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ — ৩সূ — ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যাহা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া

---

* এই সুক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"সোহাবিষম্" এবং "অরাগোধীয়ম্।"

আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতদাদিত্যামৃগ্‌ভ্যামিন্দ্রার্থং সর্ব্বত্র সোমাভিষবোহভূত্তাহ—'যে' 'সোমাসঃ' 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টেঽতিদূরে দেশে 'যে' বা 'অর্ব্বাবতি' অন্তিকে দেশে 'সুম্বিরে' অভিষূয়ন্তে 'যে বা' 'শর্য্যণাবতি'। কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে শর্য্যণাবৎসংজ্ঞাকং মধুর-রস-যুক্তং সোমবৎ সরোঽস্তি 'অদঃ' অস্মিন্ সরসি সুরনা যে সোমা ইন্দ্রায়াভিষূয়ন্তে। তে অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র এই ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। ভগবান্ সত্ত্বময়, তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের হৃদয়েও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই সত্ত্বভাব সুপ্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। ভাগবতী শক্তি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। মানুষ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, তাহার মধ্যে কি মহতী শক্তি আছে। মেষধর্ম্মাচারী সিংহশাবকের মত সে আপনাকে হীন দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করে, মেষের ধর্ম্মপালন করাকেই সে আপনার স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে পর্য্যন্ত না সে আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার হীনবন্ধন মোচন হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কখনও তাহার এই মোহ নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে, তখনই সে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সিংহদলে আপনার স্থান করিয়া লয়, অজ্ঞানতাজনিত হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের মধ্যেও অনন্তশক্তির বীজ নিহিত আছে, সে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে হীন দুর্ব্বল ভাবে, অজ্ঞানতার বশে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। বস্তুতঃ মানুষ মেষ নয়,—সে সিংহ। ভগবানের কৃপায় যদি সে কখনও আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে তখনই আপনার মোহ—অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হইতেছে মানুষের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা হীনতা মলিনতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা সে আপনার

উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মধ্যেও সত্ত্বভাব আছে বটে; কিন্তু তাহার মলিন হৃদয়-আধারে স্থাপিত বলিয়া তাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে প্রেরণা দিতে পারে না। যখন মানুষ সাধনা দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে, যখন হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেইসঙ্গে মানব হৃদয়ের নিহিত সত্ত্বভাবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মুক্তিদায়ক করিতে হইবে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যকরী হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সুষিরে' অর্থাৎ অভিযুত, বিশুদ্ধ হইয়া। সত্ত্বভাব যখন পাপ মোহ প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সত্ত্বভাব কার্য্যকারী হয়। মন্ত্রের প্রার্থনাই তাই,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী যে সত্ত্বভাব আছে, আমাদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে, তাহা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'শর্য্যণাবতি' পদে আমরা "অন্ধকারময়ে দেশে, অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শর্য্যণাবতি' পদে অন্ধকারময় দেশকে লক্ষ্য করে। এই পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৪সূ—১৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্ধকারময় প্রদেশ বলিতে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় খনিস্বরূপ। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্নাদি বিরাজিত আছে। সেই মণি-রত্নাদি উপযুক্ত উপায়ে পরিস্কৃত হইলে তাহা বহু মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়। আমার অন্ধকার হৃদয়ে কোহিনুর-স্বরূপ সত্ত্বভাব-মণি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে পরিস্কৃত বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে আমরা সেই পরমরত্নকে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তিদায়ক করিতে পারি, মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের এবম্বিধ ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'পরাবতি' এবং 'অর্ব্বাবতি' পদদ্বয় দূরার্থক এবং নিকটার্থক দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যত্রও আমরা এই পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে স্বর্গ অতি দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া করা যায়। অজ্ঞানতা, পাপমোহ প্রভৃতির ব্যবধান থাকাবশতঃ মানুষ স্বর্গ হইতে দূরে অবস্থিত করে। আর পাপতাপজীর্ণ এই মাটীর পৃথিবীই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান। তাই 'পরাবতি' ও 'অর্ব্বাবতি' এই দুই পদে দ্যুলোক ও ভূলোককে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ এই দুই পদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বই লক্ষিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বে যে সত্ত্বভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুক, মোক্ষলাভে সহায় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাব। বস্তুতঃ সত্ত্বভাব এক ও অখণ্ড; উহার বিভাগ নাই অংশ নাই। এক সত্ত্বভাবই বিশ্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান। উহা কখনও অবিশুদ্ধ নয়। উহা এক ও চিরবিশুদ্ধ। কিন্তু আধার-ভেদে উহা অবিশুদ্ধ ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই 'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনশ্চ—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এক বস্তুরই বিভিন্ন দিকমাত্র। সাধকের সাধনার স্তরভেদে এক বস্তুই স্বর্গ বা নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য এদেশ ওদেশ প্রভৃতি এক অখণ্ড দেশেরই বিভিন্ন নামমাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান মন্ত্রে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের কল্যাণে মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১　২　৩　২　৩　১　২　৩　১র　২র　ক　৩　২র
য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।
২　৩　১　২　৩　১　২
যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আর্জ্জীকেষু' (সরলেষু, অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু) তথা 'কৃত্বসু' (সৎকর্ম্মসাধকেষু) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, অপিচ 'পস্ত্যানাং মধ্যে' (সংযতচিত্তানাং, সংযতচিত্তানাং মধ্যে) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে 'বা' (অথবা, অপিচ) 'পঞ্চসু জনেষু' (চতুর্ব্বর্ণান্তর্গতেষু তথা তদ্বাহির্ভূতেষু জনেষু, সর্ব্বেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে তে অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অকুটিলহৃদয় জনে এবং সৎকর্ম্মসাধকে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' বা সোমাঃ 'আর্জ্জীকেষু' ঋজীকানামদূরভবাঃ আর্জ্জীকাদেশাস্তেষু তথা 'কৃত্বসু' কৃত্বান ইতি দেশাভিধানং, তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু চ; কিঞ্চ 'পস্ত্যানাং' সরস্বত্যাদীনাং নদীনাং 'মধ্যে' সমীপে চ যে সোমা অভিষূয়ন্তে। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতে'ত্যাদিষু নদীতীরে যজ্ঞকরণস্য শ্রবণাৎ; কিঞ্চ 'জনেষু পঞ্চসু' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা পঞ্চজনাস্তেষু। চ 'যে বা' সোমা অভিষুতাঃ। তে সোমা অস্মাকমভিমত-ফলং সদাভিত্বাত্তরেণ সম্বন্ধঃ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাবের কল্যাণে পরমার্থ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতির' উল্লেখ আছে, তদ্রূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে নানাবিধ লোকের কথা বলা হইয়াছে; যথা—'আর্জ্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। উহার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণ লোকের চির-পরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"কিম্বা যে সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনীও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"আর্জ্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখাতীরস্থ জনপদের (আধুনিক পাঞ্জাবপ্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। 'Five tribes'—Muir.

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোন কোন দেশে সোমরস প্রস্তুত হইত অথবা কোন কোন দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল তাহার একটা ছোটখাট তালিকা। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন। আবার বিবরণকার মন্ত্রান্তর্গত পদকয়েকটীর ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সকলের মতই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভাষ্যকার, 'আর্জ্জীকেষু' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'ঋজীকানাং অদূরভবাঃ' আবার তাহাকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ঋজীক' নামে একটা প্রসিদ্ধ জাতি বা জনপদ ছিল, সেই জাতির বাসস্থান বা জনপদ হইতে 'আর্জীক' দেশ অধিক দূরে ছিল না। ভাষ্যকার সেই দেশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন 'ঋজুষু'। আমাদের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। আমরা অর্থ করিয়াছি —'অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু' অর্থাৎ যাঁহারা কুটিলতা পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয় সেই সত্ত্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। 'আর্জ্জীকেষু' পদের লক্ষ্য তাহাই। 'কৃত্বসু' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কৃত্বান্ ইতি দেশাভিধানং তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু।" অনুবাদকারের ভাষায়—'কৃৎদেশে'। কিন্তু ভাষ্যকার ঠিক তাহা বলেন নাই। তাঁহার মনের ভিতর দুইটী ভাব খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয় প্রথম ভাব 'কৃত্ব' একটা দেশের নাম। কেবল এই কথা বলিলে শুধু দেশই বুঝাইত, কিন্তু ভাষ্যকার শেষাংশে বলিতেছেন—'তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'কৃত্ব' শুধু একটা নাম নয়—উহা কর্ম্মেরও সূচনা করে। উহা যেন কতকটা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উভয় অংশ একত্র করিলে, অর্থের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তবে উহা যে কেবলমাত্র নাম নয় ইহা সহজেই বুঝা যায় এবং এই ধারণা ভাষ্যকারের মনে ছিল বলিয়াই শেষে লিখিয়াছেন,—'কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' আমরা উক্ত পদে অর্থ করিয়াছি 'সৎকর্ম্মসাধকেষু'। উক্ত পদে কোন স্থানের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে করি নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতেষু স্থানেষু"। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

'পস্ত্যানাং মধ্যে' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত অর্থ এই যে,—সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী দেশ। ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন যে, এই দেশে সোমরস প্রস্তুত করিয়া ঋত্বিকগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং মন্ত্রে যে এই দেশকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকার তাহার এই মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'পস্ত্যানাং গৃহাণাং'। 'পস্ত্য' শব্দ সংহত করা অর্থমূলক 'স্ত্যৈ' ধাতু-নিষ্পন্ন। তাহা হইতে সংহত বা 'সংযত চিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সংযতচিত্ত পবিত্রহৃদয় সাধকগণের হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয় তাহাই প্রার্থনার লক্ষ্য। সুতরাং এই অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়।

'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয় লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত চারি জাতি এবং তদতিরিক্ত নিষাদ জাতি—এই পাঁচ জাতি। যদি এই পাঁচ জাতি দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহার কোন অনৈক্য নাই কিন্তু মনুসংহিতানুসারে আমাদের ধারণা এই যে,—'পঞ্চম জাতি' বলিয়া কিছু বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহিভূর্ত জাতিকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এই দিক দিয়া 'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু বিবরণকার অর্থ করিতেছেন,—'যজমানং

শ্চত্বারঃ ঋত্বিজঃ।' আমাদের ধারণা, ভাষ্যকারই এখানে অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু এই পদদ্বয় পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যানুসারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক তুমুল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন যে,—এই 'পাঁচ জাতি' বা 'পঞ্চজন' কে বা কাহারা। কাহারও মতে উহা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, আবার কাহারও মতে অন্য কোন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করে, যেমন মুর সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন - 'Five tribes' অর্থাৎ পাঁচজাতি। শুধু তাই নয়, এই পাঁচ জাতির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত নাই। এই গবেষণার কতক অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, এ সমস্ত পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (৮অ—২খ—৩সূ - ২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১২৩ ২ ৩১ ২

তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৩॥

***

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুবানাঃ, অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ, দেবভাবদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'পবন্তাং' (প্রাপয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু—ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ - ৫সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক অমৃতপ্রবাহ সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'স্বানাঃ' সুবানাঃ তত্র চাত্র অভিষূয়মাণা 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপন-শীলাঃ স্তুত্যা বা 'ইন্দবঃ' 'গ্রহেষু' চমসেষু ক্ষরন্তঃ, 'তে' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দিবস্পরি' পরি-শব্দঃ পঞ্চমী-দ্যোতকঃ, অন্তরিক্ষাদাদিত্যাদ্বা 'বৃষ্টিং'। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ ১অ০)" ইতি বৃষ্টি-কারণত্বাৎ। কিঞ্চ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রঞ্চ ধনাদিকং বা 'আ পবন্তাং' প্রাপয়ন্তু। যজমানঃ সোমেনাভিমতফলানি প্রাপ্নোতি খলু। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ ৩সূ -৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত দুই মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্ব ও তজ্জনিত পরমকল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, -"সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।" ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার উভয়েই মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলকঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় ও ভাষ্যাদির প্রার্থনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যাৎ বা"- অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, আকাশ হইতে অথবা সূর্য্য হইতে। সূর্য্য হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ - অগ্নিতে যে সমস্ত আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সকল সূর্য্যে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়। এখানে একটা কথা দেখিতে হইবে যে,—ভাষ্যকার 'বৃষ্টি' পদে আকাশ হইতে যে জলধারা পতিত হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। এখানে কোন বৃষ্টিধারার কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান

RAMAKRISHNA ... LIBRARY ... INSTITUTE OF C...

মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থে মন্ত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। সত্ত্বভাব মানুষকে বৃষ্টি প্রদান করে না, আর সাধক ভাগবতী শক্তি—সত্ত্বভাবের নিকট হইতে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করেন না। প্রার্থিত বস্তু, ভগবানের করুণাধারা—অমৃত, যাহা লাভ করিলে মানুষ অমর হয়, মানুষের বাসনা কামনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই অমৃতপ্রবাহ লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দিবস্পরি' পদে তাই 'দ্যুলোককে' লক্ষ্য করে। আমরা সর্ব্বত্রই উক্ত পদে 'দ্যুলোক' 'স্বর্লোক' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই সঙ্গত অর্থ।

'সুবীর্য্যং' পদে পুত্র বা দাস-দাসী প্রভৃতি কোন বস্তুকে বুঝায় না—উহা দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—"হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্ম-শক্তিযুত অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।" (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।*

—— * ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র ১ ২ ১ র ৩ ১ ২র ১ ২ ১ র ২
যেনোমাসোবা। পারাবতাৎ। যেআর্ষা২৩বা। তিসুন্বাস্থিরাস্থি। যেবাদা১

৪ ৫র ৩ ২ ২ র র ১ ২ ১ ২ ১
শা২৩র্য্যা। শা। বতো৩৪৫ঈ। ডা॥ যঅৰ্জ্জীকোবা। ষুকৃত্বস্থ।

২র ১ ২ ১ র ২ ৪ ৫ ৩ ২
র্যোমাধ্যা২৩স্থিপা। স্থিয়ানাম্। যেবাজা১না২৩স্থিষ্। প। চস্ম্যো-

২র র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ র ১
৩৪৫ঈ। তেনোবৃষ্টোবা। দাস্থিবস্পরাস্থি। পবান্তা২৩মা। সুবীরায়াম।

র ২ ৪ ৫ ৩ ২
স্বানাদা১স্থিবা২৩স্যাঃ। ই। দবো৩৪৫ঈ। ডা॥১-৩॥†

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"স্বারোধিয়ম্।"

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১ ২ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃ চ ভবন্তি; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং; ত্বং হি করুণাময়ঃ; তৎ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। (৮অ-৬ঘ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)। (৮অ—৬ঘ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৎসঃ' ঋষিঃ 'তে' তব 'মনঃ' পরমাচ্চিৎ' উৎকৃষ্টাদপি 'সধস্থাৎ' 'দ্যুলোকাৎ 'আ যমৎ' আয়মতি আগময়তি। কেন সাধনেন? 'ত্বাং' 'কাময়ে' কাময়া অভিলষন্ত্যা

'গিরা' স্তত্যা 'কাময়ে' ইত্যত্রাপি শে আদেশঃ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা ত্বাং কাময়ে অভিলষামি। 'কাময়ে'—'কাময়া' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথায়ও স্থির থাকিতে পারে না যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আদিভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না! তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়! এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর! তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে! তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আনুরক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত! তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি—চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমার প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংশ্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে—ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
৩ ১ ২
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চয়মেব) 'পুরুত্রা' (বহুদেশেষু—সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) 'সদৃঙ্' (সম্যক্দৃষ্টিসম্পন্নঃ সমদর্শী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বিশ্বা দিশঃ' (সর্ব্বেষাং দিগ্‌ভাগানাং, বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ) 'প্রভুঃ' (ঈশ্বরঃ) 'অনু' (অনু অসি, ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু রক্ষালাভায় ইতি যাবৎ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (৮অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'পুরুত্রা হি' বহুষু হি দেশেষু ত্বং 'সদৃঙ্ অসি' সমান-দ্রষ্টা ভবসি অতএব 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা দিশ 'অনু' লক্ষ্য 'প্রভুঃ' ঈশ্বরো ভবসি। ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'দিশঃ'—'বিদিশঃ' ইতি পাঠৌ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবানের করুণালাভের জন্ম প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান্ 'পুরুত্রা' বহুদেশে অর্থাৎ সর্ব্বদেশে যিনি বিদ্যমান, অথবা যাঁহার নিকট কোন স্থানই দূরে নয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া তিনি আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিবিভ্রমকারী আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গভীর অরণ্যানি, অতল-স্পর্শী সমুদ্র, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব আছে। ভীষণ গিরিকান্তারে দুর্গম অরণ্যে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন পার্থিব কোন সাহায্যেরই আশা তাহার মনে থাকে না। তখন একমাত্র পরমপুরুষ করুণানিদান সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের কথাই তাহার মনে উদিত হয়—তাহাই তাহাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু কৈ, কোথায়ও তো কেহ নাই, কোথায়ও তো তাঁহার মন্দির দৃষ্ট হয় না, তিনি কোথায় আছেন তাহা তো মানুষের মনে উঠে না! শুধু হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হয়—মানব! ভয় নাই, ডাক সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভবভয়নিবারণ প্রভুকে। ভীত হইও না মানব! তিনি এই দুর্গম অরণ্যেও আছেন, তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই আছে, তাঁহার আবির্ভাব ছাড়া জগতের কোনও স্থান নাই। নাই বা বাজিল শঙ্খ ঘণ্টা, নাই বা উঠিল আরতির সুমহান্ স্বর, তাতে কিছু আসে যায় না। জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন মানব, বিশ্বের সেই মহাসঙ্গীতের নিকট মানবের সামান্য শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। সেই বিশ্বসঙ্গীতে যোগদান কর —যোগদান করিবার অধিকার লাভ কর। তবেই বুঝিতে পারিবে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মন্দির বিরাজিত আছে। চিন্তা করিয়া দেখ মানব, তোমার হৃদয়েও তাঁহার আসন স্থাপিত আছে। হৃদয় পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সেই মহাপ্রভুকে তোমার হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর, দেখিবে বিশ্বব্যাপী সেই পরমদেবতা তোমার হৃদয়সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন।

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে কেন? ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কি সেই অনন্ত আকাশ ভেদিয়া তাঁহার চরণতলে পৌঁছিতে পারে? মানুষের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি তো দু'দশ গজ দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যায়! তবে সে তাঁহাকে ডাকে কেন? মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে—ভগবান্ দূরে নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা-বশেই সে বুঝিতে পারে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। এই ধারণা লাভ করিবার জন্য উচ্চ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক করে না। ভগবান্ মানুষের মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন ও মায়ার বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সেই সহজ নিত্যসত্য ভুলিয়া যায়, সেই সহজই জ্ঞানের

প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়ই অনন্ত জ্ঞানের খনি, কেবলমাত্র সেই খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কার নির্ম্মল করিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। মানুষ আপনার হৃদয়ের সহজ অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাই বেদ তাহাকে সচেতন করিবার জন্য বলিতেছেন -"পুরুত্রা হি"-তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়। তিনি 'সদৃঙ্'-সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার আপন পর ভেদ নাই-তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার রাগ নাই দ্বেষ নাই। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তো আপন পর কেহ থাকিতে পারে না। কারণ এই জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন্ অংশ আপন আর কোন্ অংশ পর হইবে?

তবে বেদ আবার যে বলিতেছেন,-'সমৎসু ত্বা হবামহে" রিপুযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আসিয়া আমাকে রিপুসংগ্রামে রক্ষা কর, আমার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইহার অর্থ কি? তিনি যদি সর্ব্বত্র-সমদর্শী তবে সাধকের রিপুকুল তিনি বিনাশ করিবেন কেন? পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মানুষের বটে, কিন্তু কোন অংশ যদি বিষাক্ত হয় তবে কি মানুষ সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে না? ইহাও যে তাই। জগতের মধ্যে যে বিষবীজ রহিয়াছে, যাহা জগৎকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিতে পারে তাহা তো বিনষ্ট করিতেই হইবে। রাজার নিকট সকল প্রজাই সমান বটে, কিন্তু রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিতা হয় না। ভগবানই ধর্ম্মের পরম ও একমাত্র রক্ষক তাই তিনি কেবল সাধককে রিপুযুদ্ধে সাহায্য করেন না, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন,-"সমৎসু ত্বা হবামহে" "ওগো বিপদের বন্ধু শত্রুনিসূদন! আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমি চারিদিকে ভীষণ রিপুকুল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল আমি আমার শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি। ওগো করুণাময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কেহই মানবকে বিপদের কবল হইতে, রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন অধর্ম্মের বিনাশের জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যেও যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, লোভ মোহাদি রিপুগণ মধা তুলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ওগো রাজাধিরাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ রিপুসংগ্রামে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।" মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনাই এই মন্ত্রমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাই॥ * (৮অ-৬থ ১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩২ ৩১র ২র ৩১২
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।
১ ২ ৩১২
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (বলমিচ্ছন্তঃ, আত্মশক্তিং কাময়মানাঃ - বয়ং ইতি যাবৎ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে) 'অবসে' (রক্ষণার্থং, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ, প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ); 'বাজেষু' (আত্মশক্তিষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চিত্ররাধসম্' (বিচিত্রধনং, পরমধনং) প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিকামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। আত্মশক্তিলাভের জন্য পরমধন পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমৎসু' সমদেষু সংগ্রামেষু 'বাজয়ন্তঃ' বলমিচ্ছন্তো বয়ং 'অবসে' রক্ষণার্থং 'অগ্নিং' হবামহে। কীদৃশং ? 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'চিত্ররাধসং' যাচনীয়-ধনং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে পরমধন পরাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ; উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞান।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—এই জ্ঞান। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু—জ্ঞান।

জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরা এবং অপরা। সংসারিক মানবের দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে জ্ঞান, বস্তুর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহাকে অপরা জ্ঞান বলে; আর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান, যাহা চরমে পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে লইয়া যায়, যাহা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহাই পরাজ্ঞান। মানবের তাহাই চরম ও পরম কাম্যবস্তু। মন্ত্রে এই পরম বস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর 'অগ্নি' পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—'সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য শক্তিকামী আমরা অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।' এখানে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ সংগ্রাম বলিতে কি বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বহুত্র বিশদ ভাবে বলিয়াছি যে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতে সু এবং কু, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ, তাহাই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সেই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেবতায় উন্নীত হইতে পারে, অথবা পশুত্বেও পরিণত হইতে পারে। মানুষ যদি সেই অন্তর্যুদ্ধে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নতুবা তাহাকে রিপুকবলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অধঃপতনের পথে চলিতে হয়। সেই সংগ্রামকেই 'সমৎসু' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমৎসু' পদে সাধারণ যুদ্ধই বুঝায় তাহা হইলে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা গৃহস্থালীর কাজ চলে) মানুষকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অগ্নি' যুদ্ধের অস্ত্রও নয় সেনা বা সেনাপতিও নয়। সুতরাং যুদ্ধে 'অবসে' অর্থাৎ রক্ষা লাভের জন্য কিরূপে যে অগ্নি মানুষকে সাহায্য করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অন্যদিকে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। 'সংগ্রাম' বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে বাঁচিয়া থাকে—তাহার মধ্যে জ্ঞান থাকে বলিয়া। জ্ঞান না থাকিলে মানব জড়পিণ্ডে পরিণত হইত। সেই জন্যই মানুষের সত্যিকার প্রাণশক্তি জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়াছে।

যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, ভীষণ রিপুকুল তাণ্ডবনৃত্যে মানবের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। বিপদ হইতে-রিপুকবল হইতে—উদ্ধার লাভ করিবার জন্য মানুষ সেই ভগবৎশক্তি জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে পারে। জ্ঞানবলে অজ্ঞানতা পাপ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অজ্ঞান

সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়, তাই 'বাজয়ন্তঃ' অর্থাৎ শক্তিকামী সাধকগণ আনন্দলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)। *

* * *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২ ১ ২ ২
১। আস্তেবৎসাঃ। মনোয়মৎ। পরমাৎ। চিৎসধা২৩স্থাৎ। অয়ারিয়া৩স্বা৩।

৪ ৫ ৪ ৬ ২র ১২ ১র ২র
মস্যোবা। গা৫য়িরো৬হায়ি। পুরুত্রাহী। সদৃক্ষুসি। দিশো। বিশ্বাঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
অমুপ্রা২৩ভূঃ। সমাৎস্থ৩স্বা৩। হবোবা। মা৫হো৬হায়ি।

২ ১২র ১র২ র ২ ১র ২
সমৎসুবা। য়িমবসে। বাজয়ন্তঃ হবামা২৩হায়ি। বাজায়িব্৩

২ ৪ ৫ ৪ ৫
চা৩য়ি। অরোবা। ধা৫সো৬হায়ি (৩)॥ †

—— • ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন্, বহুশক্তিশালিন্, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসহং' (রিপূণাং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—"বাৎসম্"।

অভিভবিতারং, স্বাং) 'আ' (আহ্বয়েম, পূজেম—বয়ং ইতি শেষঃ); হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্! 'বিচর্ষণে' বিদ্রষ্টঃ ইন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজঃ' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ 'আ ভর' আহর। 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' সাচামহ ইতি শেষঃ। 'আভরওজঃ'-আরুতামোজঃ' ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে। তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতা লাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে-আত্মশক্তি। মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপাবস্থা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে

পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ—তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তিও জাগরিত থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্তৃক বৃহৎ 'আমি' র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্য্যন্ত ভেদ থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে॥ (৮অ-৬খ—২সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ত্ব৺ হি নঃ পিতা বসো ত্ব৺ মাতা

২ ৩ ১
শতক্রতো বভূবিথ।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসপ্রদ, পরমাশ্রয় দেব!) 'ত্বং' 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' 'বভূবিথ' (ভবসি) তথা 'মাতা' ভবসি; 'অথ' (তদ্ধেতুনা) বয়ং 'তে' (তব) 'সুম্নং' (সুখং, পরমানন্দং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); তথা ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের একাদশী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতা হয়েন, এবং মাতা হয়েন; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পিতৃবৎ পালকো 'বভূবিথ' ভব 'ত্বং' 'মাতা' মাতৃবদ্ধারকশ্চ 'বভূবিথ'। অথ চ বয়ং 'তে' তব স্বভূতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে মানবের জন্য যে আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে সমর্থ। পরমধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে,—আমরা তো তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাঁহার পরমধন লাভ করিবার অধিকারী। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সহিত মানবের এই যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, দুর্ব্বল হীন মানবকে যে পরমপুরুষের অতি নিকটতম স্নেহাস্পদ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাই মানবের পক্ষে পরম আশার কথা। ভগবানের সহিত মানবের এই নিকট সম্বন্ধের ধারণাই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে।

"ত্বং হি নঃ পিতা মাতা বভূবিথ—তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমি পালক, তুমি রক্ষক। তুমিই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এখানে পিতা ও মাতা উভয় শব্দই আছে। মাতা কেবল মাত্র আপনার স্নেহামৃত দানে সন্তানকে পরিতুষ্ট রাখেন। কিসে সন্তান সুখে থাকিবে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে অহর্নিশ জাগরূক থাকে। সামান্যমাত্র একটু বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলেই মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, কিসে সন্তানের গায়ে সামান্য মাত্র আঘাতও লাগিবে না, এই—চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। মাতৃহৃদয়—স্নেহ-কোমলতার আধার। সংসারমরুতে শান্ত-শীতল মন্দাকিনীধারার সৃষ্টি করে—মাতৃহৃদয়ের স্নেহামৃত। জগতে এই বস্তু আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানবের নিকট মাতৃহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর, মধুরতর আনন্দজনক ও শান্তিদায়ক জিনিষ আর নাই। তাই কোন মহান্ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয়

দিতে হইলেই তাহাকে মাতৃহৃদয়ের সহিত তুলনা করা হয়। বর্তমান মন্ত্রেও ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণ মানবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহ ভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভগবানের সেই পরমভাব বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার নিত্যপরিচিত পার্থিব মাতৃহৃদয়ের উদাহরণ দিতে হইল। বস্তুতঃ পার্থিব মাতৃহৃদয় সেই অসীম স্নেহপারাবারের আংশিক ছায়া মাত্র।

ভগবান্ মানবের কেবলমাত্র মাতা নহেন—পিতাও বটেন। কেবলমাত্র স্নেহসুধায় সন্তানের হৃদয়কে সরস কোমল করিয়া রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, সন্তান যাহাতে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, যাহাতে লোভ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী না হয় তাহার প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানকে কেবল মাত্র আদর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তিনি বজ্রকঠোর হস্তে শাসনও করেন। কারণ কেবলমাত্র স্নেহ প্রদর্শন, আদর করাই সমস্ত নয়, সত্যিকার মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহার চেষ্টা করাও পিতামাতার কর্তব্য। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাহাকে অপার করুণায় আপনার কোলে টানিয়া নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসনও করেন। সেই শাসন—ভগবৎদত্ত সেই শাস্তিই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনয়ন করে। ভগবান্ একাধারে মানবের পিতা ও মাতা।

শুধু তাই নয়। সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তির অধিকারী—মানুষও তেমনি ভগবানের পরমধন লাভের অধিকারী। তাঁহার সেই পরমধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি অকাম হইয়া যান। তাই সেই পরম ধন লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। "হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।"

বর্তমান মন্ত্রে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বেদ ভগবানকে কেবলমাত্র পিতা বলিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে মাতাও বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে মানুষের সহিত ভগবানের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। বড়জোর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের ভাবটাই প্রবল। মানুষ ভৃত্যরূপে ভগবানের সেবা করিবে, তিনি প্রভুরূপে সেই সেবা গ্রহণ করিবেন, ভৃত্য যদি কোনরূপ অন্যায় করে তবে তিনি শাস্তি দিবেন, যদি কোন ভাল কাজ করে তবে পুরস্কার দিবেন—স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ধর্মমতানুসারে ভগবানের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এই খানেই তৃপ্ত নয়। দাস্য ভাবের স্থানও ভারতীয় সাধনায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান খুব উচ্চে নয়। ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সেবা ও আরাধনার সহিত একটু খানি

হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। দূর হইতে সেবা করিয়াই সাধক তৃপ্ত নহেন, তাঁহাকে আরও নিকটে, নিকটতম আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এই জগৎ—এই সংসার সাধনা পীঠ। এখানেই ভগবানের পূজা আরাধনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বে কোমলতার যে বিকাশ দেখে, সেই বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কোমলতার, স্নেহের মূর্ত্তি মাতাকে দেখিয়া মানব ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দেয়।' "ভগবান কেবল বজ্রধারী কঠোরহৃদয় শাস্তিদাতা নহেন, তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা মাতাও বটেন"—এই ধারণা মানুষকে আশ্বস্ত করে, সে নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা লইয়া ভগবৎচরণে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। শুধু তাই নয়, ভগবানে ও মানুষে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট হইবে, সাধনাও তত প্রগাঢ় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন?—তিনি পিতা আমরা সন্তান, সুতরাং তাঁহার দানের উপর আমাদের দাবী আছে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলে, সে 'দাবী' চলিত কি? আমাদের মতে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির এই পরিচয় মন্ত্রে পাওয়া যায়। (৮অ ৬খ—২সূ ২সা)।*

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩২ ৩ ১ ২

ত্বাꣳ শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।

১ ২ ৩ ১ ২

স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন যুক্ত, প্রভূতবলসম্পন্ন) 'পুরুহূত' (বহুভিঃ আরাধনীয়, সর্ব্বলোকারাধনীয়) 'শুষ্মিন্' (শোধক, পাপশোধক পাপনাশক হে দেব!) 'বাজয়ন্তং' (বলমিচ্ছন্তং, সাধকানাং আত্মশক্তিং কাময়মানং) 'ত্বাং' 'উপব্রুবে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ ২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতবলসম্পন্ন, সর্ব্বলোকারাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদিগের আত্মশক্তিকামনা কারী আপনাকে আরাধনাকরিতেছি; সেই আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য

(সহসা বলেন স্তোতৃভির্যুক্তঃ কৃতঃ সহস্কৃতঃ) হে 'সংস্কৃত' ইন্দ্র! স্তুতা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে, তস্য সম্বোধনং। 'শুষ্মিন' অতএব বলবন্! 'পুরুহুত' পুরুভিঃ বহুভির্যজমানৈ-রাহুতেন্দ্র! 'বাজয়ন্তং' বলমিচ্ছন্তং ত্বাং 'উপব্রুবে' উপ স্তৌমি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং সুবীর্য্যং ধনং 'রাস্ব' দেহি। 'সহস্কৃত'—'শতক্রতো ইতি পাঠৌ। (৮অ-৬খ ২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাপ্রখ্যাপক। ভগবান্ প্রভূতবলসম্পন্ন—তিনি সর্ব্ব শক্তিমান্। শুধু তাই নয়; তিনি যেমন শক্তিসম্পন্ন তেমনি 'বাজয়ন্তং'—তাঁহার সন্তানদিগকে শক্তি দিতেও ইচ্ছুক। দুর্ব্বল মানুষ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; তাই মানুষ তাঁহার নিকটে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। সকলই তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাই তিনি 'পুরুহুত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহার আরাধনা করে। এই 'পুরুহুত' পদের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ লুক্কায়িত আছে। 'সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হই না? তাঁহার আরাধনা না করিলে তো শক্তি লাভের উপায় নাই! অতএব হে আমার মন! সেই পরমপুরুষের সেবায় রত হও।"—এবম্বিধ ভাব উক্তি পদের অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। তাঁহার করুণায়, তাঁহার আবির্ভাবে পাপ তিরোহিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি মানবহৃদয় হইতে পাপ শোষণ করিয়া লয়েন। তাঁহার নামগানে গুণকীর্ত্তনে পাপ পলায়ন করে। তাই তিনি শুষ্মিন্। তিনি পরমশক্তিশালী শক্তিপ্রদাতা, তাই তাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অধিগত হইবেন। (৮অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫র ১র র র ২র — —
তুবন্না ৩ ইন্দ্রআভরা। ওজোনৃম্ণ৺শতক্রতোবিচর্ষণাবি। আবো২। হো২।

১ ২ ৫ ২র১২ ৫র
হুবা২৩রি। রা৩৪পা। জনাসাহাম্। তুব৺হা৩য়িন্নঃ পিত্তাবসাউ।

১রর র র ২ — — ১ ২
স্মাতাশতক্রতোবভূবিথা। অথৌ২। হো২। হুবা২৩রি। তা৩৪

৫ ২র১২ ৫র ২ ৪ ৫র ১র র
য়িন্দু। ম্নমীমাহায়ি। তুবা৺শূ৩য়িসৎপরুহুতা। বাজয়ন্তমুপক্রুবেমহস্কুতা।

২ — — ১ ২ ৫ ২র১২ র —
সনৌ২। হো২। হুবা২৩রি। রা৩৪স্বা। সুবীরায়াম্। এ। হা২

১ ২ ৫রর ২ ১২ ১১১১
এ২৩। হিয়া৩৪ঔহোবা। এ৩। উপা৩১২৩৪৫।*

— — * —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ১ ৩২উ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১ ১
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান্) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব!) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং পরাজ্ঞানং চ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮ম ৬৪—৩ঋ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "উপগবাজ্জম্।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ৮অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র! 'যদাতং' ত্বয়া দাতব্যং ধনং 'যে' মম 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নাস্তি,' হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র! নঃ অস্মভ্যং 'উভয়া হস্তা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং তদ্ 'রাধঃ' 'আভর' আহর। 'মইহ'—'মেহনা' ইতি ছন্দোগানাং বহ্বৃচানাং পাঠৌ॥ (৮অ ৬খ - ৩সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান! যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর। আমি ত সেই আশায়ই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি ত তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সব সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্দেশ্য অশান্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছটফট করিতে

থাকে। মানুষের ভিতরে ভগবান্ যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধমুখ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অশান্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায় সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অনন্তত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত—ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে!

সংসারের সুখদুঃখ—আশা নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই-ই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার চেয়ে কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছুই নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হাঁ! নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমাময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র ॥ (৮অ—৬খ—৩সূ-২সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২র ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
যমগ্নে সে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র২র ৩ ১ ২
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্র-পর্ব্বেও দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'মন্যসে' (ধারয়সি) 'তৎ' 'দ্যুক্ষং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'আ ভর' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ) ; হে দেব! 'বয়ং' 'তে' (তব) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য তস্য) 'দাবনঃ' (দানস্য পাত্রাঃ, প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিস্যাম' (স্যাম)। (প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ-৩সূ-২সা) ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধন শ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন প্রদান করুন)॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা। ॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুক্ষং' অন্নং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'মন্যসে' 'তৎ' দ্যুক্ষং 'আভর' অস্মভ্যং। 'তে' তব সম্বন্ধিনো 'বয়ং 'তস্য' তাদৃশস্তোকলক্ষণস্য 'অকূপারস্য' 'অকুৎসিতঃ' পারো অন্তো যস্য তাদৃশস্যান্নস্য 'দাবনঃ' দানস্য 'বিস্যাম' স্যাম। 'দাবনঃ'—'দাবনে' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৬খ-৩সূ—২সা) ॥

* • *

দ্বিতীয় (১১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ সান্ত, তাহার জ্ঞানবুদ্ধিও সসীম। জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সে তাহার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। তাহার প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী সে চিনিয়া লইতে অক্ষম। ভিখারীকে যদি রাজভাণ্ডারের চাবি দিয়া তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বাছিয়া লইতে বলা হয়, তাহা হইলে ভিখারী কি তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? হয় তো সে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। সাধারণ মানুষও সেইরূপ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। একে তো তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তাহার উপর সে চারিদিকে মায়া-প্রলোভনের দ্বারা আক্রান্ত। আপাতঃমনোহর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। মোহ মায়া তাহাকে প্রকৃত পথে চলিতে দেয় না; মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে—পাপ প্রলোভন। তাই যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া অনন্তজ্ঞানময় মানবের পরমমঙ্গলকারী জগৎপিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই মানবকে হাতে ধরিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারেন। মানুষের ভুল হইতে পারে, তাঁহার ভুল হয় না। মানুষ মোহ-মায়ার বশীভূত হইয়া বিপথে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার তো ভ্রম হয় না, তিনি মায়া-মোহের অতীত। তাই জ্ঞানী সাধক ভগবানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাই তাহার প্রার্থনা,—"যৎ বরেণ্যং মন্যসে তৎ আভর"—যাহা তুমি আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে কর, যাহা আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে তাহাই আমাকে প্রদান কর। আমি অজ্ঞান,—কোন্ সামগ্রী পাইলে আমার অনন্ত পিপাসা মিটিবে, তাহা তো জানি না! তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষা শান্তির উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চল, আমি তো সেই পরম জ্যোতির্ময় মোক্ষমার্গ চিনি না। আমি যেন বিপথে না যাই, তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও, হাতে ধরিয়া লইয়া চল। দুর্ব্বল আমি; নতুবা পড়িয়া যাইতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, পরমধন-লাভে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।"

মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ভুল হয় না। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং তিনি মানবের জন্য যাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে তাহার চরম মঙ্গলই সাধিত হইবে। এই জন্যই একজন মহাপুরুষ বলিতেন,—'ভগবানের হাত ধরিয়া চলিও না, তিনি যেন তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে পরিচালিত করেন। ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ হয়তঃ একটা পাখী দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল এবং সেই জন্য আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বাবা যদি ছেলের হাত ধরিয়া চলেন। তবে তিনি ছেলের হাত ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। সুতরাং তাঁহার চরণে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই বোঝা নামাইয়া দিবার কথাই বলা হইয়াছে। সুখদুঃখ, আশানিরাশা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না; দেখিবে তিনিই তোমাকে চরম মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন! তুমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্র একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।" (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২

যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।

১ ২ ৩১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব!) 'দিক্ষু' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, যদ্বা সর্ব্বত্রবর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'প্ররাধ্যং' (প্রকর্ষেণ স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যৎ' 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) তেন (তেন মনসা) অস্মাকং 'সাতয়ে' লাভায়, প্রাপ্তয়ে—পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়মপি, প্রভূতপরিমাণং ইতি ভাবঃ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ দর্ষি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং তথা আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ - ৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদিগের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'দিক্ষু' 'প্ররাধ্যং' প্রকর্ষেণ স্তুত্যং 'শ্রুতং' 'বৃহৎ' মহৎ যৎ 'মনঃ' 'অস্তি' 'তেন' মনসা হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বাজং' অন্নং 'আ দর্ষি' আদারয়সি, 'সাতয়ে' অস্মৎ সম্ভজনায় লাভায় বা। 'দিক্ষু'—'দিবক্ষু' ইতি পাঠে।

ইতি অষ্টমস্তাধ্যায়স্ত ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥ ৮॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

* * *

তৃতীয় (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট আত্মশক্তি ও পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অদ্রিব' বলিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর বুঝায়; কিন্তু আমরা তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে ইচ্ছা করি! পিতৃরূপে তিনি শাসন করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতার কোমল মূর্ত্তিও তো ধ্যান করি! কিন্তু এ যে একেবারে পাষাণ, যাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দয়া নাই মায়া নাই—কেবলমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, এ যে আলোকবিহীন আগুন! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন বিশ্ব-শত্রুগণের প্রাদুর্ভাব হয়, যখন জগতে অধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন ভগবানের এই রুদ্রমূর্ত্তির আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ধ্বংসের আবশ্যকতাও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। বাগানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহার পার্শ্বে যে কণ্টকলতা দেখা দেয়, তাহা উৎপাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেইরূপ বিশ্বে যখন পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ করেন! এখানে পাষাণ-কঠোররূপ ধারণ না করিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে চলিবে। ভগবানের রুদ্ররূপের জন্যই মানব বিপদ আপদ ও শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ভগবানের রুদ্ররূপকেই এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহারই "দক্ষিণং মুখং" এর নিকট পরিত্রাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দক্ষিণং মুখং' অর্থাৎ মঙ্গলময় রূপ। যিনি ধ্বংসকারী;—প্রলয়ই যাঁহার কার্য্য। তিনি মঙ্গলময় হইবেন কিরূপে? উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আরও এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে 'অদ্রিব'—পাষাণ কঠোর দেবতাও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানকে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এই রুদ্র মূর্ত্তিতেই তিনি মানুষকে বিপদ ও পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, তেমনি বিশ্বমঙ্গলের জন্য সংহারকর্ত্তাও বটেন। তাই 'অদ্রিব' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে তাড়না করেন, তাহাকে শাসন করেন তাহার মঙ্গলের জন্য, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য; পরমপিতা ভগবানও তেমনি, আমরা বিপথে পরিচালিত হইলে, সেই কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন জন্য আমাদিগকে 'অদ্রিব' রূপে শাসন করিয়া থাকেন। পুত্রের শাসনে পিতার যে উগ্রমূর্ত্তি প্রকট হয়, মন্ত্রের 'অদ্রিব' পদে সেই উগ্র কঠোর মূর্ত্তির ভাবই উপলব্ধি করি।

মন্ত্রে আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আপনাকে বহুপরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবভাব

জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যা-মতে মন্ত্রটীর যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।" (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)। *

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র ২
১। যদিন্দ্রচিত্রমই। হনা৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা ২ ৩ ন্নাঃ।
১ -- ১ ২ ১ ১ ২
বীবী২। দধসা উ। উভয়া ২ ৩ হা। স্ত্যা২৩। ভা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩।
৩ ৪৫র র ৩২ ৩ ৪ ৫ ১ র র
যন্নক্ষেবরে। পিয়া ৩ ম্। আদ্রিগ্রা। হ্যক্তদাতর। বিস্তামা ২ ৩ ভা।
১ — ১র র ২ ১ ১ ২
স্তাতা২। তেবরাম্। অকূপা ২ ৩ রা। স্তাদা ২ ৩। বা ২ ৩ সা
৩৪র৫ র ৩২ ৪৫ ১ র
৩ ৪ ৩ঃ। যত্তেদিক্ষুপ্র রা। পিয়া ৩ ম্। মানাঃ। অস্তিশ্রুতম্ বৃহৎ। তেনদা।
২ ১ -- ১ র৪ ২ ২ ২
২ ৩ ঢা। চায়িবা ২ য়িৎ। অদ্রিবাঃ। আবাজা ২ ৩ দা। বায়িসা ২ ৩।
১ ২ ১
তা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র৭র ১৭ -- র১ ২
২। যদিন্দ্রা ২ ৩। চিত্রমইহ। নাস্তী। ত্বদা ৩ তামদ্রাদ্রিবো ২। রাধাস্তন্নো ৩।
১ ৩ ৫ ১২৩ ৫ ১২৩ ৫ ৫
বিদা ২ ষা ২ ৩ ৪ সাউ। উভা৩ ২ ৩ ৪ বা। যাহা৩ ২ ৩ ৪ বা। স্ত্যা ৫
২১ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ ১ ২ --
ভরা। যন্মন্যা ২ ৩। সেবরেণিম। আমন্ত্রা। হ্যক্ষা ৩ ত্বাদা ১ তারা ২।
১ ২ ১ ন ৩ ৫ ১২৩ ৫ ১২৩
বিস্তামস্তা ৩। স্তুতা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ য়াম্। আকা৩ ২ ৩ ৪ বা। পারা৩
৫ ৪ ২১র ৪ ৫র ৪৫ ২
২ ৩ ৪ বা। স্তদা ৫ নাঃ। যত্তেদা ২ ৩ ক্ষুপ্ররাধিয়ম্। মানাঃ। অস্তী ৩
১৭ -- র১ ২ ১ ^৩ ৫ ১২৩
শ্রুতম্ বৃহা ২ ৎ। তেনাদৃঢা ৩। চিদা ২ দ্রা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ। আবা৩ ২ ৩ ৪
৫ ১২ন৭ ৫ ৪
বা। আজা৩ ২ ৩ ৪ বা। বিসা ৫ তয়ায়ি। তো ৫ ঈ। ডা। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,—'বিষম' এবং 'বাসিষ্ঠাপ্রয়ং'।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিক।—নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ ॥
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥

* •

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং জজ্ঞান৺ হর্য্যতং মৃজন্তি

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিশুং' (প্রশংসনীয়ং, উত্তমং) 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, সাধকানাং হৃদি উৎপাদ্যমানং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং, যদ্বা-পাপহারকং) শুদ্ধসত্ত্বং 'গণেন' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'মৃজন্তি'

(শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি), তথা 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, প্রাজ্ঞং) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'শুম্ভন্তি' (পাবয়ন্তি, পবিত্রং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যেন' (স্তুত্যা) প্রীতঃ 'সন' 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) সঃ 'কবিঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'রেভন্' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অত্যেতি' (প্রাপ্নোতি;। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিবেকজ্ঞানে উৎপন্নে সতি সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধঃ ভবতি; অপিচ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১অ-১খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশংসনীয় সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সহিত বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞানের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শিশুং' ইদানীমুৎপন্নত্বাচ্ছিশুবদ্বর্ত্তিষ্ণুং। যদ্বা, পাপাদিভয়কুর্ব্বন্তং বিনাশয়ন্তং। 'জজ্ঞানং' প্রাদুর্ভূতং অতএব 'হর্য্যতং'। হর্য্যা গতিকান্ত্যোঃ (ধা০ পা০); ভুমৃদৃশীত্যাদিনা অতচ। মর্ত্তৈঃ কামামানং সোমং 'মৃজন্তি' 'মরুতঃ' শোধয়ন্তি। কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং সোমং 'গণেন' আত্মীয়েন সপ্তসংখ্যাকেন 'শুম্ভন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। ততঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'সোমঃ' 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণৈব 'কবিঃ' শব্দয়িতব্যঃ সন্ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ সহ 'পবিত্রং' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'বিপ্রং'—ইতি ছন্দোগাঃ, 'বহ্নিং' ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সাধকহৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাকে মোক্ষপথের সহায় করিতে হইলে, তাহার সহিত দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। সেই শক্তিই মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। সেই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয়, মানুষের বিবেক জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ আপনা হইতেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার হৃদয়ের হীনতা মলিনতা দূরীভূত হয়। মন নির্ম্মল হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। সুতরাং তাহার অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব ও দেবভাবসমূহ পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখা দেয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন'। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিবেক-শক্তি মানবের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তাহার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। হীনতা নীচতা তাঁহার জীবনে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না, কাজেই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহান—সে সমস্তেরই বিকাশ সাধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন।

এখানে কয়েকটী পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। সত্ত্বভাব 'অজ্ঞানং' উৎপাদ্যমান, অর্থাৎ সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে সকলের হৃদয়েই তো সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তবে সাধকদিগের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়েন, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? সকলের মধ্যে, এমন কি বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু তাহা সাধকের হৃদয়েই বিকাশ লাভ করে এবং সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেই তাহা মোক্ষযাত্রার প্রকৃত সহায় হয়। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি 'শিশুং' পদে শৈশবাবস্থার ভাব মনে আসে। শৈশবকালে অন্তরের সদ্ভাবরাজি মৃত্তিক-প্রোথিত বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজে জলসেচন না হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না; উৎকর্ষাদিরূপ সেচনাভাবেও হৃদয়স্থিত সদ্ভাবাদির বীজেরও সেইরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। 'শিশুং' পদে এখানে সেই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে, উপরেই বলা হইয়াছে।

'হর্য্যতং' পদে ভাষ্যকার "সর্ব্বৈঃ কাময়মানং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাও সঙ্গত নহে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অপরন্তু উক্ত পদে পাপহারক অর্থও প্রকাশ করে। আমরা সেই অর্থও প্রদান করিয়াছি। পাপহারক বস্তুও সাধকের পরম কাম্য; সুতরাং 'হর্য্যতং' পদের উভয় অর্থের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার "স্তুতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও কারণ প্রদান করে নাই। অন্যত্র উক্ত পদেই গরু গব্য, ইত্যাদি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন অর্থ সংযোজিত হইল। আমরা

পূর্ব্বাপরই উক্ত পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (৯ম - ১খ ১সূ - ১সা) ॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩ ২
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋষিমনা (সর্ব্বদ্রষ্টা মনঃ যস্য, সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ঋষিকৃৎ' (সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, সর্ব্বস্য জ্ঞানপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ষা' (সর্ব্বদা সম্ভক্তা, সর্ব্বেষাং মঙ্গলসাধকঃ) 'সহস্রনীথঃ' (বহুস্তোতৃকঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ঃ) 'কবীনাং' (মেধাবিনাং, সাধকানাং) 'পদবীঃ' (স্খলিতানাং পদানাং সংযোজয়িতা, বিপদাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—বিপথগামিনাং সৎপথি স্থাপয়িতা) 'তৃতীয়ং ধাম' (স্বলোকং) 'সিষাসন' (প্রাপ্তুং ইচ্ছন, প্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্তুপ্' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন) 'বিরাজং' (বিশেষেণ রাজন্তং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুরাজতি' (প্রকাশয়তি—সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্বলোকারাধনীয়ং স্বর্গপ্রাপকং পরমমঙ্গলসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি।) ॥ (৯ম - ১খ - ১সূ - ২সা) ॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদর্শনশীল সর্ব্বজ্ঞ, সকলের জ্ঞানপ্রদাতা সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্তৃক আরাধনীয়, সাধকদিগের (বিপদ হইতে) ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ বিপথগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকস্থাপক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হইয়া সাধকদিগের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে, সাধকগণ সর্ব্বলোকারাধনীয় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'ঋষিমনাঃ' সর্ব্বদর্শনশীলমনস্কঃ, অতএব ঋষিকৃৎ' সর্ব্বস্য দর্শনকর্ত্তা প্রকাশনস্য কর্ত্তা 'স্বর্ষাঃ' সর্ব্বস্য সূর্য্যস্য বা সম্ভক্তঃ 'সহস্রণীথঃ' নীথা স্তুতিঃ॥ বহুবিধস্তুতিকঃ 'কবীনাঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে 'পদবীঃ' স্খলতানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা যঃ সোমো বিদ্যতে স 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ তৃতীয়ং ধাম' দ্যুলোকং 'সিষাসন' সম্ভক্তুমিচ্ছন 'স্তুপ' স্তূয়মানঃ সন্ 'বিরাজং' বিশেষেণ রাজন্তং দীপ্যমানমিন্দ্রং 'অনুরাজতি' প্রকাশয়তি॥ ২॥

দ্বিতীয় (১১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা 'ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে স্খলতানাং পাদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা' অর্থাৎ যিনি মানবকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যপথে স্থাপিত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই 'পদবীঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। মানবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎশক্তি বর্ত্তমান আছে। যখন সেই শক্তি জাগরিত হয়, তখন মানব আপনার ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে। কারণ আপনার নবজাগরিত শক্তি প্রভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করিতে পারে এবং তদনুসারে সে তখন আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান মানবের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সদ্জ্ঞানরূপে বিরাজিত আছেন। বিবেকরূপে তিনি মানবকে সর্ব্বদাই মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানুষ সাংসারিক লোভ-মোহের মধ্যে থাকিয়া এবং মায়া-মোহের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেক সময় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে। নিজের অপকর্ম্মের ফলে অজ্ঞানতার বশে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান শিক্ষা আছে, তাহা অজ্ঞানতারূপ তমদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সৎকথন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই তমঃ অপসারিত হয়। যখন জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতাকুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তখন সে সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষকে ঘেরিয়া আছে—অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সেই কাল পর্দ্দা মানুষের দৃষ্টিরোধ করিয়া রাখে, তাই তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হয়। দৃষ্টির উপর কাল পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় পথের সন্ধান পায় না। আবার ক্ষণিক সৌভাগ্যবশে সেই পথের আভাষ তাহার নেত্রে প্রতিফলিত হইলেও সেই পথে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। অন্ধকারে সেই পথে চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া যায় পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়। পথ জানিলেও সে পথে চলিবার শক্তি থাকে না। সাধকগণও এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অন্ধকারে তাঁহাদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু পদস্খলন হইলেই নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবরূপ পরম বস্তু দিয়াছেন। যখন মানুষ অন্ধকারে - মোহমায়ার চোরাগর্ত্তে পড়িয়া যায়, তখন হৃদয়ের সেই ঐশীশক্তি, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ যদি প্রজ্বলিত করিতে পারে, তবে অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। শুধু তাহা নয়, মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে চলে, তবে তাহার হৃদয়াস্থিত সদ্ভাব তাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়, ভ্রান্তপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই যে হৃদয়ের সতর্ক বাণী, ইহাকেই সাধারণতঃ 'বিবেক-বাণী' বলা হয়। কোন কোন সৌভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে এই বিবেকশক্তি এত প্রবল যে, তাহারা কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে পারে না। কোনও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই ভাগবতী শক্তি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। তাঁহারাও সেই অনুশাসন শুনিয়া প্রকৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করেন। একজন ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত বালকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা হইতে বিবেকবাণীর শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। উক্ত বালক একদিন অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। এমন সময় বালকগণ কতকগুলি ভেক দেখিতে পায়। তাহারা আমোদ করিবার জন্য ঐ নিরীহ জীবগুলির উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে। ঢিলের আঘাত পাইয়া ভেকগুলি এদিক ওদিক লাফাইতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া বালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লাঠি দ্বারা ভেকগুলিকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বকথিত বালকটীও তাহার ক্রীড়াসঙ্গীদের দেখাদেখি ঢিল ছুড়িতে প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় সে স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নিজের অন্তর হইতে বলিতেছেন—"ঢিল ছুড়িও না, ওটা অন্যায়।" অমনি তাহার হাত হইতে ঢিল পড়িয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্রের হৃদয়ে ভাগবতী শক্তি বিবেকজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। তিনি আনন্দভরে বালককে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, উহা ভগবানের বাণী। তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তিনি সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার এই সতর্কবাণী অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিও - জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে না। জীবনধারণ সার্থক হইবে।" মাতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সেই বালক বিবেকবাণী অনুসারে চলিয়া পবিত্র ও মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকগণ এখানে বিবেক সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ ও তদুদ্ঘটিত নানা সমস্যার উল্লেখ করিতে পারেন। দার্শনিকদের মধ্যে বহুবিধ মতের প্রচলন আছে এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও মতবাদই আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। আমরা বর্ত্তমানে সেই সকল তর্ক-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না; মোটামোটী ভাবে মানবের অন্তর্নিহিত এই ভাগবতীশক্তি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব মাত্র। দার্শনিকদিগের মধ্যে একশ্রেণীর পণ্ডিত 'বিবেক' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতের সমালোচনার প্রয়োজন নাই এবং বর্ত্তমান স্থলে আবশ্যকও বোধ করি না। অন্য একশ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'বিবেক' একটা 'সংস্কার মাত্র। মনুষ্য-সমাজের মধ্যে থাকিয়া, মানব-সমাজের রীতিনীতি আলোচনা করিয়া ব্যবহারিক ভাবে মানুষের মনে ভাল মন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে গিয়া যদি সেই প্রচলিত ধারণায় আঘাত পড়ে, তবেই মানুষ অভ্যাস বশে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সেই আঘাত জনিত যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই 'বিবেক' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং উহা কোনও ঐশীশক্তি নহে;—উহা মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল মাত্র।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের তর্কের মধ্যে যে সত্য নিহিত নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, মানুষ আদিতেই ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে? ভেকে ঢিল মারিলে সেও দুঃখ পায়, এবং ইতর প্রাণীকেও দুঃখ দেওয়া অন্যায় - এই মনোভাব কোথা হইতে প্রথমে বালকের মনে আসিল? দার্শনিকগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—ভগবানই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন; তিনি বিবেকরূপে মানবের হৃদয়ে বাস করেন।

শুধু তাই নয়। তিনি যে মানুষকে কেবল সতর্ক করিয়া দেন, তাহা নহে; মানুষ পথভ্রান্ত হইলে তাহাকে তিনি সুপথে আনয়ন করেন। তিনি 'সদবৃঃ'; কেননা, কেহ যদি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ভ্রান্ত বিপথগামী তাঁহার সন্তানকে তিনি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথ প্রদর্শনে তাহাকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন। কেবল মাত্র সতর্ক করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার মহিমা নয়, তিনি পাপীকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। পাপের মলিন পথ হইতে তিনি মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যশালী বালকের ন্যায় হয়তো সকলের বিবেকজ্ঞান এত স্পষ্ট নয়, অথবা সেই বিবেকবাণী শুনিবার মত শক্তিও হয়তো সকলের নাই। কাজেই ভগবানের সেই সতর্ক-বাণী না শুনিয়া হয়তো অনেকে অধঃপতিত হয়। আবার অনেকে সেই বাণী শুনিতে পাইয়াও অজ্ঞানতা-বশে তাহা অবহেলা করে; সুতরাং বিপথগামী হইয়া, পদস্খলন হয়। তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিন পতিত থাকিবে? তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার

দুর্ব্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্ত উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ প্রদান করিয়াছেন। যখন সেই জ্ঞান-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন অজ্ঞানতার কুহেলিকা দূরীভূত হইবে, মানুষ সত্যপথ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সত্যপথ দেখিতে পাইলেই কি সেই পথে চলা সম্ভবপর হয়? মানুষ—দুর্ব্বল; মানুষ পথের সন্ধান পাইলেই তো তাহা অবলম্বন করিতে পারে না! আবার সে যদি পথভ্রান্ত হয়, বা মোহমায়ার ফাঁদে পতিত হয়; তবে সেই মোহজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করা তো সহজ নয়! দুর্ব্বল মানুষের সে শক্তি কৈ? ভগবানই মানুষের মনে সেই শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে "পদবী" অর্থাৎ ভ্রান্ত পদস্খলিত মানুষকে বিপথ হইতে ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। যখন জ্ঞানবলে মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে এবং সত্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বের অপরিসীম শক্তিবলেই সে আপনার ভ্রমসংশোধন করিতে পারে, মায়ামোহের বেড়াজাল সবলে ছিন্ন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যেমন বিপদ আছে, তেমনি বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় বিধানও করা হইয়াছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'পদবীঃ' পদ মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল পতিত মানুষকে নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন, ভয় নাই মানব! তুমি যতই কেন দুর্ব্বল হও না, তোমারও বল আছে! ভগবান্ যে দুর্ব্বলের বল! তিনি তোমারও উদ্ধারের জন্ত উপায় বিধান করিয়াছেন। ভীত হইও না মানব! তাঁহার প্রদত্ত শক্তির অনুধ্যান কর, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তুমিও শক্তি-লাভে সমর্থ হইবে। পতিত মানব! তোমারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যে পতিতপাবন! ভ্রান্তিবশে যদি তুমি বিপথে গিয়াই থাক, যদিই বা তোমার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনিই তোমার ভিতরে যে শক্তি-বীজ দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন কর, তাহাতেই তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহাই তোমাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবে—সেই শুদ্ধসত্ত্বই 'পদবীঃ'।

কিন্তু সত্ত্বভাবের দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? সত্ত্বভাব কিরূপে মানুষকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তাহার উত্তর-স্বরূপ যেন বলা হইতেছে, 'ঋষিমনা' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সমস্তই দর্শন করেন, সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং মানুষ কেন এবং কিরূপে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এবং কিরূপেই বা সে আবার উন্নত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তিনি জানেন। রোগ নির্ণীত হইলে এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেলে তাহা প্রয়োগ করা কষ্টকর নয়। অধঃপতনের কারণ নির্ণীত হইলে, সেই কারণ দূরীভূত করা যায়; সুতরাং অধঃপতন নিবারিত হয়। তাহার অধঃপতন হইতে উদ্ধারের উপায় জানা থাকিলে পতিত জনকে আবার সন্মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহার পাপকালিমা দূরীভূত করা যায়। তাই 'ঋষিমনা' পদের সার্থকতা।

অপিচ, সত্ত্বভাব কেবল 'ঋষিমনা'--সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহা 'ঋষিকৃৎ' - সকলের জ্ঞানপ্রদাতাও বটে। অজ্ঞান মানবের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করে; সেই

জ্ঞান-বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত করিতে সমর্থ হয় ;—পরিষ্কারভাবে মানবজীবনের প্রকৃত কাম্যবস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হয়, যখন মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সে স্পষ্টভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে ; মানব-জীবনের উপর এই পাপ ও পুণ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাপ ও পুণ্য অথবা 'সু' ও 'কু'—ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিতেই আগ্রহান্বিত হয়। পতন ঘটিলেও তখন পুনরুত্থান তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া যায়। সুতরাং এই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সত্ত্বভাব আপনার 'পদবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা সাধন করিতে পারে।

সত্ত্বভাব সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'স্বর্ষা' অর্থাৎ সকলের মঙ্গলদায়ক। সত্ত্বভাবের বলে যে কেবল পতিত মানবই সৎপথে পুনরাগমন করিতে পারে তাহা নহে ; এই ঐশীশক্তিবলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্মার্গগামী হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করে। বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান এই শক্তি মানুষকে অনবরত মোক্ষমার্গের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবেক যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেয়, সত্ত্বভাব সেইরূপ বিশ্ব-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সেই মহাশক্তির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। জগতে যদি সত্ত্বভাবের ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব অচিরে ধ্বংসের পথে চলিত। বিশ্বশক্তির মূলে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছে।

এমন যে পরম মঙ্গলদায়ক সামগ্রী, তাহাকে পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই প্রার্থনা করিবে। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে যাহা সৎ পবিত্র, যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা মানুষ স্বভাবতঃই পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। মানুষের মনে যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহাই মানুষকে কল্যাণের সন্ধানে প্রেরণ করে। তাই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সহস্রনীথ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গমন করেন, এবং তাহার সঙ্গে লয়েন—পরাজ্ঞান। 'বিরাজং অনুরাজতি' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'স্বর্লোক'। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। সপ্তলোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে স্বর্লোক। সুতরাং 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে স্বর্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মহিষঃ' পদে ভাষ্যকার বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"মহান্ পূজ্যঃ"। কিন্তু অন্যত্র প্রায় সকল স্থলেই 'মহিষ' নামক পশুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মর্ম্মানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায় ; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব ; কবিদিগের পদস্থালক

হইলেই তিনি বসিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে। (৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং

১ ২ ৩ ১ ২
ধাম মহিষো বিবক্তি॥ ৩॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চমূষৎ' (চমসে স্থিতঃ, হৃদি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনঃ শকুনঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলপক্ষীবৎ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বিভৃত্বা' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু বিচরণশীলঃ) 'গোবিন্দুঃ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'দ্রপ্সঃ' (উদকসংমিশ্রঃ, অমৃতময়ঃ) 'আয়ুধানি বিভ্রৎ' (রক্ষাস্ত্রাণি ধারয়ন্, রক্ষাস্ত্রযুক্তঃ) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'সচমানঃ' (সেবমানঃ, প্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ পূজ্য—সঃ দেবঃ ইতি যাবৎ) 'তুরীয়ং ধাম' (পরমানন্দদায়কং স্থানং) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বিবক্তি' (সেবতে—সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদিস্থিত ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতপ্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দদায়ক স্থান অমৃতসমুদ্রে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।) ॥ (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চমূষৎ' চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি চম্বশ্চমসাস্তেষু সীদন্ যদ্বা, চম্বৌ অধিষবণফলকে তয়োর্বর্ত্তমানঃ 'শ্যেনঃ' শংসনীয়ঃ 'শকুনঃ' শক্তেঃ সামর্থ্যকারী 'বিভৃত্বা'। হরতেরাত্তোমানাঁস্তাদিনা (৩২।৭৪) ক্বনিপ্। পাত্রেষু বিহরণশীলঃ 'গোবিন্দুঃ' যজমানানাং গবাং লম্ভকঃ। বিন্দুরিচ্ছুরিতি উ-প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতঃ। 'দ্রপ্সঃ' ধারয়ন্ 'অপাং' উদকানাং 'ঊর্ম্মিং' প্রেরকং 'সমুদ্রং'। অন্তরিক্ষনামৈতৎ (নিঘ০ ১।৩)। অন্তরিক্ষং 'সচমানঃ' সেবমানঃ 'মহিষঃ' মহান্ য এবংবিধঃ সোমঃ স 'তুরীয়ং' চতুর্থং ধাম চান্দ্রমসং স্থানং 'বিবক্তি' সেবতে সূর্য্যলোকস্যোপরি চন্দ্রমলোকো বিষত ইতি যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ সমাবায়ুত্যাদাত্তশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণামধিপতিঃ সপ্তমত্বৈবৈচিত্যাত্স্যস্ত্রৈব্রুজ্জায়তে ॥ (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের অথবা তদীয় শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া মনে করি। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মন্ত্রের মধ্যে যে উচ্চ ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'চমূষৎ' অর্থাৎ হৃদিস্থিত, হৃদয়ে বর্ত্তমান। ভগবানকে হৃদয়ে বর্ত্তমান বলায় সাধকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, তেমনি বিশ্বসম্বন্ধীয় একটী গভীর দার্শনিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যায়। মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভাবিয়া যে,—ভগবান্ তাহা হইলে আমা হইতে দূরে নহেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যে তাঁহার সন্ধানে সর্ব্বত্র ঘুরিতেছি! তিনি কোথায়, তাহার ঠিকানা তো পাইতেছি না! অনন্তকাল ধরিয়া মানবের মন সেই অনন্ত পুরুষের সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার কৃপা না হইলে সমগ্র বিশ্ব খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাইতেছে না। মানুষ অজ্ঞানতার বশে মনে করে—তিনি বুঝি কোনও সুদূর দেশে মহামহিমময় লোকে বিরাজিত আছেন। সেখানে দেব ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা-গীত গাহে, সমীরণ তাহার পুষ্পগন্ধ দিকে দিকে বিতরণ করে। তথায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেবভাবে বিভোর—তাঁহার চরণামৃত পানে মাতোয়ারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এ প্রশ্নও জাগে—কোথায় সেই দেশ? কোন সুদূরের নীলাম্বর ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়? তথায় যাইবার উপায় কি? আর সেখানে গেলে কি তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে? কে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে,—কে আমাকে তাঁহার সন্ধান দিবে?

মানুষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে। মানুষ যে তথা হইতে আসিয়াছে—আবার তাহাকে যে সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে পরিষ্কার-ভাবে জানে না—বুঝে না সত্য; কিন্তু তাহার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তাহার মনকে উতলা করিয়া তুলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাহাকে যাত্রা করিতেই হইবে! আজ হউক, কাল হউক, মানুষকে যে তাহার আদি বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙ্গিতে হইবে, এ ধারণা তো তাহার মনে চির বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাকে প্রবলতর পার্থিব বিষয়ের দ্বারা প্রতিহত করিতে পারে বটে; কিন্তু চিরদিনই সে তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। কোন-না-কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিবেই। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই পরম আবাসস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

কোথায় তিনি, কোথায় সেই পরমাশ্রয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানবের মন তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে সপ্তস্বর্গের উপরে বসাইল, কেহ বা তাঁহার জন্য আপনার মনোমত নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আর ঊর্ণনাভের মত আপনার বুনাজালে আপনি জড়িত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সন্ধানে কেহ বা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, আর কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিতে লাগিল। মানুষ তাঁহাকে খুঁজিবেই, না খুঁজিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

বেদ বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথম পদের দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন—'চমূষৎ'। তিনি সপ্তস্বর্গের পরপারে নহেন, পর্ব্বতে অরণ্যানীতে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর মহাসমুদ্রেও তাঁহাকে পাইবে না—যদি না তুমি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পার। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না! তোমার নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সেখানেই তাঁহাকে পাইবে। ভয় নাই মানব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায়ও যান নাই! 'চমূষৎ' পদে মানবের নিকট এই আশার বাণীই বহন করিয়া আনে।

'চমূষৎ' পদ আরও একটী দার্শনিক তথ্যের মীমাংসা করিতেছে। সেই দার্শনিক প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির স্বরূপ। ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান? না—জগতের বাহিরে অবস্থিত—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে—দার্শনিকদিগের মধ্যে—তর্কবিতর্ক বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই। কাহারও মতে তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত। স্বয়ং অবস্থিত আদিকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মহিমায় বিরাজিত আছেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অপূর্ব্ব ঐশী শিল্পকৌশল-বলে ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অনন্তকাল যাবৎ চলিতেছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে মানব সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত অবস্থায় আছেন অর্থাৎ জগতের সহিত ভগবানের কোনও সংশ্রব নাই; উহা অন্ধ প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জগতে ভগবানের জন্য কোন স্থান নাই, তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। এই মতবাদ মানুষকে একেবারে আশ্রয়হীন করিয়া দেয়। প্রকৃত

পক্ষে এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই মত যুক্তির যাতসহ নহে। কারণ, এই মতানুসারেও ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়। যদি আদিকারণ বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অনন্ত হইবেন কিরূপে? সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট করিবে,—তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবে। কাজেই ঈশ্বর সসীমে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক।

এই নাস্তিকতাতুল্য মতবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্যই, যাহাতে মানুষ এই সকল মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত পথে না যায়, সেই জন্যই যেন বেদ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন — 'চমূষৎ' তিনি মানবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়েই তিনি থাকেন না; তিনি 'বিভ্বা' সর্ব্বহৃদয়ে বিচরণশীল, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া মানুষকে তিনি পাপতাপ মোহঅজ্ঞানতার কবলে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাকে প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি বলা যায় না। আমাদের ভাষার দারিদ্র্যতার জন্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যদ্দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি নয়—বিকাশ। এই বিশ্ব সেই পরমপুরুষের বিকাশের একটা দিক মাত্র। বিশ্ব তাঁহাতেই ছিল, এবং আছে। তিনিও এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন—বিশ্ব তাঁহারই অংশ। সুতরাং বিশ্বের এই নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব আছে। বিশ্বের অংশীভূত মানবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন। বেদবাক্য ইহাই প্রমাণিত করিতেছেন যে, অসীম অনন্ত ভগবান বিশ্বের মানবের মঙ্গলের জন্য তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি মানবের মনে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আকাশ পাতাল অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও কিছু নাই। ভ্রান্ত মানব! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? তাঁহার মন্দির যে তোমার হৃদয়! এই সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই যে তাঁহার দান! তাঁহার দানের অবমাননা করিয়া কি তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহার দান গ্রহণ কর, তাঁহার দান বলিয়াই সংসার, আত্মীয়স্বজনের আদর; নতুবা এ সকলের কাণাকড়িরও মূল্য নাই! এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার দান উপভোগ কর। তাঁহার চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। দূরে যাইতে হইবে না, তোমার হৃদয়েই তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যাহা কর, যাহা ভাব, হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহা সমস্তই অবগত আছেন। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে পৌছাইয়া দিবেন।

ভগবান্ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন এই সত্যের মধ্যে উপরোক্ত দুইটী তথ্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

তিনি মানবকে তুরীয়ানন্দ প্রদান করেন—'তুরীয়ং ধাম বিবক্তি'। মানুষ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সাধনবলে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা চতুর্থ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাহাকে শাস্ত্রে তুরীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার জড়-জগতের পারিপার্শ্বিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ, ঘৃণা দ্বেষ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মানবের মন সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিমলানন্দ লাভ করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সেই অবস্থা সকলে সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে তাহার চারিদিকের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহা মানবজীবনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সেই অবস্থায় হাতে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাহা মানবকে চিরশান্তি প্রদান করে। তিনি তো সিন্ধু নহেন,—তিনি অমৃতের সিন্ধু। তিনি মানুষকে সেই আনন্দসিন্ধুতে—অমৃত-সমুদ্রে লইয়া যান। মানুষ সেই অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি নিজে অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনকে শান্ত মধুর রসে পূর্ণ করেন। 'দ্রপসঃ' এবং 'অপাং ঊর্ম্মিং সচমান' পদসমূহে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের অনেকস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতেছেন; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাশ হইয়া তাঁহার চতুর্থস্থান গগনের মধ্যে যাইতেছেন।"

'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা উপরেই বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যকার যদিও মন্ত্রটীর সোমপক্ষে অর্থ করিয়াছেন; তথাপি অনুবাদকারের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থং ধাম, চান্দ্রমসং স্থানং' অর্থাৎ চন্দ্রলোক নামক স্থানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রলোক যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া গেলেও সোমরস নামক দ্রব্যবিশেষের সঙ্গে চন্দ্রলোকের যে কি সম্বন্ধ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রলোক বর্ত্তমান আছে এবং চন্দ্রমা নক্ষত্রদিগের অধিপতি। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রের কোনও অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। আর এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'তুরীয়ং ধাম' সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহেন, তাহাও স্পষ্ট হয় নাই।

'শ্যেনঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"শ্যেনঃ" পক্ষীবিশেষ; ভাষ্যকারও অন্যত্র এরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শংসনীয়ঃ' অর্থাৎ

অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য। আবার 'শকুনঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"শক্তেঃ সামর্থ্যকারী"। এখানেও ভাষ্যকার তাঁহার চিরাচরিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। উক্ত দুই পদে আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

"চমূষৎ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার সোমপক্ষে অর্থ করিতে যাইয়া উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,– পানপাত্র, অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মদ্যপান করা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বহুত্র দেখিয়াছি যে, উক্ত পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে; এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ না থাকিলেও তাহা অধ্যাহার করিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক পদের নানাবিধ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে অন্তরীক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন যদিও তাহার স্বাভাবিক অর্থই সঙ্গত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই।

'দ্রপ্সঃ' পদের ভাষ্যসঙ্গত অর্থ –'ধারয়ন্'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'উদকসম্মিশ্রঃ" আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য॥ (৯অ–১খ–১সূ—৩সা)॥ *

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২　২　২　১　২　১　২৩৪৫　৩　১
১। ও৩হো৩হোয়ি। শিশুঞ্জ্ঞা। না৩৮ হর্য্য। তম্মৃজন্ত্যায়ি। শুম্ভন্তিবায়ি।

২　১　২৩৪৫　২　১র　২　১　র　২৩৪৫
প্রাং৩মরু। তোগণেনা। কাবগীর্ভায়িঃ। কা৩বিয়ে। নাকাবিস্থান্।

২র　১　২　১　২　২　৪
সোমঃপবায়ি। ত্রা৩মতি। আ৩৪৩য়ি। ভী৩রা৫য়িতা৬৫৬ন্॥

২　১　২　১　২৩৪৫　২　১　২　১　২৩৪
ঋষিমনাঃ। যা৩ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। সহস্রনায়ি। পা৩ঃপদ। বীঃকবী

৫　২র১　২　১　২৩৪৫　২র১র১　২　১
নাম্। তৃতীয়ঙ্কা। মা৩মহি। ষঃসিষাসান্। সোমোবিরা। জা৩মনু।

২　২　৪　২র১　২　১　২৩
রা৩৪৩। জা৩তা৫য়িষ্টু৬৫৬। স্তিমুর্ষচ্ছায়ি। না৩ঃশকু। মোবি-

৪৫　২র　১　২　১র　২র৩৪৫　২১র১র　২১র
ভ্বা। গোবিন্দুদ্রা। প্সা৩আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপামূর্ম্মায়িম্। সচমা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

২৩৪৫ ২ র ২ র১ ২ ২
মঃ সমুদ্রাম্। ও৩হো৩হোয়ি। তুরীয়ন্ধা। মা৩মহি। বো৩৪৩,

২ ৪
বা৩য়িবা৫ন্তো৬৫৬য়ি॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
২। শাহ৫য়িগুম্। যজ্ঞা৩না৩৮্হর্য্যতাম্। মা। অস্তিশুন্তৃস্তিবিপ্রস্মরুস্তো

র র র র র র২ ১ ২র ২১
গণেমকবি। শীর্ত্তঃকাব্যেনাকবিঃসন্সোমঃ। পা। ঔ৩হোহায়ি। বিত্রা-

২n ৩রর ২ ১ — ১ ^ ৫
২৩মতায়ি। এত্তো। হো৩। হুম্মা২। মাহ২য়িতো৩৫হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র রর
আহ৫যিং। মনা৩য়া৩ন্বাবক্ৎ। স্ব। বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং

র র র র৩ ১ ২ র২ ১র ২n ৩রর
স্তুতীয়ন্ধামমহিষঃসিষাসন্সোমঃ। বা। ঔ৩হোহায়ি। রাজা২৩মনু। রাজো

২ ১ -- ১ n ২ ৩ র ৪ ২
হো৩। হুম্মা২। তাহ২বিষ্টো৩৫হায়ি॥ চা২৫মূ। বচ্ছ্যা৩য়িনা৩ঃ

৪ ৫ ১ র র র র রর র ২১র
শকুনাঃ। বায়ি। ভৃষাগোবি ন্দুর্দ্রপ্সআয়ুধানিবিভ্রদপামূর্ম্মিৎ সচমানঃ সমুদ্রস্তুরী।

২ ৩ ২ ১র ২^ ৩র র ২
য়া। ঔ৩হোহায়ি। ধামা২৩মহায়ি। যোবোহো৩।

১ -- ১ ২
হুম্মা২। বা২২ক্তো৩৫হায়ি॥

* * *

২ ^ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩
৩। হায়ি। উহুবায়ি। শিশা৩৪ঔহোবা। জজ্ঞা। না৩৮্হর্য্য। তস্মৃ-

৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫
জস্তায়ি। শুম্ভা৩৪ঔহোবা। তিবায়ি। প্রা৩স্মরু। তোপপেনা।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২
ক্বা৩৪ঔহোবা। শীর্ত্তাবিঃ। কা৩বিয়। মার্কবিঃসান্। সোমা৩৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
ঔহোবা। পবায়ি। ত্রা৩ম'ত। অা৩৪৩য়ি। তী৩য়া৫য়িতা৬

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩
৫৬ন্। ঋবা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুবর্ষাঃ। স-

৩ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র
হা ৩৪ ঔহোবা। স্রনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। নীঃকবীনাম্। ভূতা ৩৪ ঔ

৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
হোবা। যক্কা। মা ৩ মহি। ষঃানিষানাম্। সোমা ৩৪ ঔহোবা। বিরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫
জা ৩ মন্ন। রা ৩৪৩। জা ৩ তা ৫ গ্নিষ্টু ৬৫৬প। চমূ ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩র২ ৩র৪রঃ ১
যচ্ছ্যাগ্নি। মা ৩ঃ শকু। নোবিভৃত্বা। গোপা ৩৪ ঔহোবা। দুর্দ্র।

২ ১র ২রn৩৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১র
পণা ৩ আয়ু। ধার্নিবিভ্রাৎ। অপা ৩৪ ঔহোবা। উম্মাগ্নিম্। শচমা।

২ ৩৪৫ ২ n ৩২ ৩র৪র৫ ১২
নঃ সমুদ্রাম্। হাগ্নি। উহুণাগ্নি। ভুরা ৩ ৪ ঔহোবা। যক্কা।

১ ২ ২ ৪
মা ৩ মহি। যো ৩৪৩। বা ৩ ায়্বা ৫ জা ৬৫৬গ্নি॥

* * *

৩২n ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪৫
৪। উহুবাগ্নি। শিশা ৩৪ ঔহোবা। জক্কা। না ৩ ৮ হর্ষা। জংমৃতাগ্নি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫ ৩২ ৩র
শুভা ৩৪ ঔহোবা। ভিবাগ্নি। প্রা ৩ স্মক্ক। তোগপেনা। কবা ৩৪ ঔ

৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫
হোবা। গীর্ভাগ্নিঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকবিঃপান। সোমা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২n ২ ৪
পবাগ্নি। জা ৩ মতি। আ ৩৪৩ গ্নি। ভা ৩ রা ৫ ংস্তা ৬৫৬ম্॥

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫
ঋবা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুবর্ষাঃ। সহা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১
স্রনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। ভূতা ৩৪ ঔহোবা। যক্কা।

১ ২৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মা ৩ মহি। ষঃানিষানান। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা। বিরা। জা ৩ মন্ন।

২ᴿ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫ ১
রা৩৪৩। জা৩তা৫য়িই ৬৫৬প্। চমূ৩৪ঔহোবা। যজ্ঞ্যারি।

২ ১ ২ᴿ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১র
না৩ঃশকু। নোবিভৃত্বাম্। গাবা৩৪ঔহোবা। দ্রূর্দ্ধ্রা। প্‌সা৩ আঞ্জু।

২র্ᴿ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র ২১র ২৩৪৫ ৩ ২ᴿ
ধানিবিভ্রাৎ। অপা৩৪ঔহোবা। উর্ম্মারিম্। লচমা। নঃসমুদ্রাম্। উক্ষবাম্বি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২
তুরা৩৪ঔহোবা। যজ্ঞা। মা৩মহি। যী৩৪৩।

২ ৪
বা৩াস্রবা৫স্তো৬৫৬য়ি॥

* * *

১ ১ ২ ১৫র ২২ ৩ ১
৫। শিশুঞ্জাজ্ঞা২৩। নঽর্হর্য্যাতা২৩ম্। মৃজন্তায়ি। শুম্ভন্ত্যায়িনা২৩য়ি।

৩ ১ ২১র ২ ১ ২র ১
প্রস্ম্রক্রতো২৩। গণেনা। কবির্গার্য়িৰ্ভ্ভা২৩য়িঃ। কাবিংযনা২৩ঃ।

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২১র২ ১
কবিঃসান্। সোমঃ পাবা২৩য়ি। ত্রমতায়িস্নে২৩। ভিরেভা৩নাউ।

২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ঋষিমানা২৩। ওয়ঋষীক্ ২৩৫। স্বর্ব্বাঃ। সহস্রানা২৩য়ি। থঃ

১ ২১র ২র১ ২ ১ ২১র
পদাবা২৩য়িঃ। কবীনাম্। তৃতীয়াঙ্কা২৩। মমহায়িষা২৩ঃ। সিষাসান্।

২র র১ ২ ১ ২ ১২ ২র১
সোমোবায়িরা২৩। অমনূরা২৩। অতষ্ঠা৩১উ। চমূষাষ্ট্যা২৩য়ি।

২ ১ ২১ ২র ১ ২র ২১
নঃশকুনো২৩। বিভৃত্বা। গোবিন্দুর্দ্রা২৩। প্‌সআায়ুধা২৩। নিবভ্রাৎ।

২র১ ২ ১ ২ ১ ২র ১
অপামূর্ম্মা২৩য়িম্। লচমানা২৩ঃ। সমুদ্রাম্। তুরীয়াঙ্কা২৩।

মমহায়িষো২৩। বিবক্তা৩২উবা২৩৪৫॥

* * *

২র র ২ র ১ ৭ ১১১১
৬। হাউ হোবা৩হায়ি। শিশুঞ্জজ্ঞানাং ঽর্হর্য্যা৩তাংমৃজন্তা২৩৪৫য়ি।

২ ১৭র ১১১১ ২র র ১৭
শুম্ভন্তিবিপ্রস্মরু৩ তোগণেনা২৩৪৫। কবির্গীর্ভিঃকাব্যে৩না কবিঃসা

১ ১ ১ ১ ২র ১ ৭র ১ ১ ১ ১ ২ র
২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমঃ পবিত্রমতী ৩ য়াব্নিভিরেতা ২ ৩ ৪ ৫ ন্॥ পবিমনায়।

১ ৭ ২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১
ঋবী ৩ কৃৎস্বর্ষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দক্ষস্রনীঃ পদা ৩ সামিঃ কবীনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১ ২র র র ১ ৭
তৃতীয়ন্ধামমহী ৩ যাঃ সিষাসা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমোবিরাজমনু ৩ রাজতিষ্টু

১ ১ ১ ১ ২র র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ প্॥ চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনোবিভৃত্বা ২ ৩ ৪ ৫। গোবিন্দুদ্র প্

র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২ র র ৪ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
সআয়ু ৩ ধানিবিভ্রা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। অপামূর্ম্মিং সচমা ৩ নাঃ সমুদ্রাম্ ৩ ৪ ৫ ন্॥

২ র র ৩র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
তুরীয়ন্ধামমহী ৩ ষোবিবক্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। হাউ

র ২ ১ ১ ১
হোবা ৩ হায়ি। বা ৩ ৪ ৫। *

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্।

১ ২ ৩ ৩ক ২র
বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সাধকস্য) 'বীর্য্যং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধন্তঃ' (বর্দ্ধনকারিণঃ) 'এতে' (ইমে, প্রসিদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'কামং' (কাম্যং, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ং) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়' (প্রীতিকরং—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভ্যক্ষরন্' (অভিগবস্তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বলব্ধং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯ম—১ম—২সূ—১সা)।

---

* প্রথম সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "পার্থম্", (২) "মহাবামদেব্যম্", (৩) "হাউউদ্বংশীয়বাসিষ্ঠম্", (৪) "উদ্বংশীয়বাসিষ্ঠম্", (৫) "উত্তরার্গবম্" এবং (৬) "বৈশ্বজ্যোতিরাস্তম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সাধকের আত্মশক্তিবর্দ্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতে' অভিষুতা ইমে সোমাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বীর্য্যং' শক্তিং 'বর্দ্ধন্তঃ' বর্দ্ধয়ন্তঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কাম্যং' কাম্যং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'সমভ্যক্ষরন্' অভ্যবর্ষন অভিসবন্তে। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই সোম-সমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমরস সম্বন্ধে দুইটী উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথমটী—সোমরস ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করেন; দ্বিতীয়টী—ইন্দ্রের প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। একটী একটী করিয়া উভয় উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ—সোম ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধন করেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্ব জীবন লাভ করে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান্। তিনিই শক্তির উৎস। জগতে শক্তির যে খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সমস্ত ভগবানের শক্তি হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার শক্তি না পাইলে জগৎ মৃত অসাড় হইয়া যায়। জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সমস্তই তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। এক কথায়, বিশ্ব "সূত্রে মণিগণা ইব" তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। অর্থাৎ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহা ব্যতীত আর কোথায়ও শক্তির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এমন যে মহাশক্তি, সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস তাঁহার বীর্য্য বর্দ্ধন করিবে কিরূপে? মাদকদ্রব্য মানুষের শক্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি মদ্যাদি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ক্রমশঃই হীনশক্তি ক্ষীণতেজস্ক হয়। তাহার শারীরিক মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ সবল ব্যক্তিও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সাময়িক ভাবে যে কেবল দুর্ব্বল হয়, তাহা নহে; মদ্যপানজনিত নানাবিধ রোগের আক্রমণে সে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এমন কি, তাহার ফলে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্তিদান তো দূরের কথা, মদ্যের প্রভাবে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য।

এই তো মন্ত্রের শক্তি! অথচ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সোমরস ইন্দ্রের শক্তি বর্দ্ধন করে। এই ব্যাখ্যায় আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের শক্তি-নাশকারী শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য; অথচ, তাহাকে ভগবানেরও শক্তিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি কেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। ভগবানের শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা অতিশয়োক্তি হইতে পারে; শক্তিদানের প্রাধান্য খ্যাপনের জন্যই ভগবানেরও শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু মূলেই যে ভুল রহিয়াছে! মদ্য যে মূলেই শক্তিক্ষয়কারী! সুতরাং শক্তি-খ্যাপনের জন্য অতিশয়োক্তিও বলা যায় না। তাই মনে হয়, সোম-রসের অন্য কোনও বিশিষ্ট অর্থ আছে।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝায় না—উহা ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। এই শক্তি-বলেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বময়। সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি। সুতরাং সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি বর্দ্ধন করে,—এ কথা বলা যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অস্য' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেই এই ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মনে করি,—'অস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধকেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল। সাধনা দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়। মানবের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ হইলে মানুষ আপনাকে শক্তিশালী মনে করে; তখন তাহার সত্যিকার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সাধনা-প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিশ্বশক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই সত্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ" মন্ত্রাংশের তাই অর্থ,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের শক্তি বর্দ্ধন করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ এই,—"তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য ইন্দ্রের প্রীতিকর অন্য কোনও একটা রস প্রদান করেন। ইহার দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? সোমরস অন্য কি তরল পদার্থ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য প্রদান করিতে পারে? 'সোম' পদে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং 'অস্য' পদে 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিলে যে ভাব বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। মন্ত্রের অপরাংশেও এই অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং উহা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদত্রয় 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—"যে সত্ত্বভাব সাধকদিগের আত্মশক্তি বর্দ্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করিতেছি। আমরা সাধক নহি; সাধনার শক্তি আমাদের নাই। সাধকগণ তাঁহাদের কঠোর সাধনা-বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা

সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হইলে চলে না! একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তিনি কৃপা বিতরণে যদি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।" 'সাধক যে আত্মশক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রার্থিত বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাধকলভ্য বস্তু নিশ্চয়ই মহামূল্যবান্। সাধকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অসার বস্তুর কামনা করেন না। যাহা মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ আঁচলে বাধেন না। তাই এই বিশেষণের সার্থকতা।

মন্ত্রান্তর্গত 'কামং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও ভাষ্যের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদকে 'কামং' পদের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'ইন্দ্রের কাম্য' বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের কাম্য বা প্রার্থনীয় কিছুই নাই। তিনি অকাম, তাঁহার কোন অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং কোন বস্তুলাভের প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বের অধিপতি; অনন্ত কুবের ভাণ্ডার তাঁহারই। বিশ্বের অনন্ত রত্নভাণ্ডার তাঁহার করতলে। এই সামান্য নগণ্য ধনরত্ন তো অতি তুচ্ছ। দেব-বাঞ্ছিত পরম ধনের অধিকারী তিনি। তাঁহার কৃপায় দেবমানব ধনের অধিকারী হয়। তিনি আবার তাঁহার নিজের জন্য কি কামনা করিবেন? কামনা করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই বটে; তবে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতি কামনা করেন। তাঁহার নিজের জন্য কামনা নয়, কামনা তাঁহার সন্তানের জন্য। বিশ্ববাসিগণ তাঁহার সন্তান। তাহারা যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পায়, যাহাতে তাহারা পরম ধনের অধিকারী হয়, তিনি সেই ইচ্ছা করেন। বিশ্বমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাঁহার নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে কোন কারণেই তাঁহার যদি কামনা থাকিল, তাহা হইলেই তো তিনি পূর্ণ নহেন। কারণ যিনি পূর্ণ তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না। কামনা থাকার অর্থই অপূর্ণতা। অপূর্ণতা না থাকিলে কামনা করিবেন কিসের জন্য? অধিকন্তু কামনা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইতেও পারে, তজ্জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্বমঙ্গলের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, ভগবানের যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের কামনা আর মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কামনা থাকার জন্য মানুষকে অপূর্ণ বলা যায়, সেই কামনার জন্যই ভগবানকে অপূর্ণ বলা যায় না। মানুষ কামনা করে—তাহার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য; মানুষ কামনা করে যাহা সে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে তাহা পাইবার জন্য। অধিকন্তু মানুষ আপনার সসীম জ্ঞান লইয়া, বিশ্বসম্বন্ধে—নিজের চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপূর্ণ ধারণা লইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, নিজের কামনা জানায়। সেই প্রার্থিত বস্তু তাহার উপকার করিবে কি অপকার করিবে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে

কিন্তু ভগবানের কামনা সেরূপ নয়। তিনি আপনার অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি-বলে সমস্তই দর্শন করিতেছেন। কিসে বিশ্বে তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং যাহাতে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অপূর্ণতার জন্য তিনি কামনা করেন না; কারণ তিনি পূর্ণকাম, অকাম। বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। তাহাই সাধকগণের—মানবের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জন্য ভগবানের মঙ্গল কামনা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' বলিলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু মন্ত্রের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, এরূপ অন্বয় ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করিতেছেন না। তিনি নিজেই সত্ত্বভাবময়; সুতরাং তাঁহার সত্ত্বভাব কামনার কোন অর্থ থাকে না। সাধক কামনা করিতেছেন—ভগবানের প্রিয় সত্ত্বভাব। ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন, 'ইন্দ্রস্য কাম্যঃ প্রিয়ং' অর্থাৎ ইন্দ্রের কাম্য এবং প্রিয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত অংশের অন্বয় হইবে,—"(সাধকানাং) কাম্যং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং"—সাধকদিগের কাম্য এবং ভগবানের প্রিয়। 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' অন্বয় কেন হইতে পারে না তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্বয় সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই চলিবে যে,—সত্ত্বভাবের মহিমা সাধকগণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সাধারণ মানবও এই পরম বস্তু লাভ করিবার কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পাইবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানব শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপও অবগত নহে; উহা সাধকগণই জ্ঞানপ্রভাবে অবগত আছেন। সুতরাং সাধকদিগের কাম্য বলাতে বস্তুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। সাধকগণ আপনাদের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় অবগত আছেন। তাঁহারাই জীবনের চরম সার্থকতা-লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই—"হে ভগবন্! আমরা অবোধ, অজ্ঞান। আমরা ভাল মন্দ, নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে অক্ষম। সাধকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরাও আপনার পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। সাধকদিগের নিকট শুনিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্ব আপনার অতিশয় প্রিয় বস্তু—আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হউক। তৎপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে—সদ্বৃত্তি জাগরিত হইবে। আমরা যেন আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আপনার শক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন আমরা আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদের একত্র অনুসরণেই অনুভূত হইবে। (৯অ—১খ ২প ১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২

পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।

১ ২ ৩ ১ ২

তে নো ধত্ত সুবীর্য্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাদেঃ! 'পুনানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসেষু সীদন্তঃ, হৃদি অধিতিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা সাধকহৃদি উৎপদ্যমানাঃ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছন্তঃ' (প্রাপ্নুবন্তঃ প্রাপকাঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'ধত্ত' (প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকহৃদয়ে উৎপদ্যমান), আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদিগকে শোভনবীর্য্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আত্ম-শক্তি লাভ করি)। (৯অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ! 'পুনানাসঃ' পুনানা অভিষূয়মাণাঃ 'চমূষদঃ' চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'বায়ুং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'গচ্ছন্তঃ' প্রাপ্নুবন্তঃ তে যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং 'ধত্ত' প্রযচ্ছত। 'ধত্ত'—'ধাত্ত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ ২সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবসমন্বিত আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার

উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।"

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। তবে উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হইয়াছে। সোমরসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রটী যেন সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইবার সময় উচ্চারিত হইতেছে, এবং সেই সোমরসের নিকটই 'সুবীর্য্য' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদে গৃহীত অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ব্যাখ্যার প্রথম অংশ,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।" 'সেই সোম' বলাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সোমরসের ভাব আসে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সোমের উল্লেখ নাই। মন্ত্রটীকে সোমার্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই শব্দের কোন সার্থকতা লক্ষিত হয় না মূলে আছে—'পুনানাসঃ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অভিষূয়মাণাঃ'। পদটী এবং তাহার অর্থ স্পষ্টই অন্য কোনও পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বিতীয় কোন পদের উল্লেখ নাই। অনুবাদকার এই এই একটী-মাত্র পদ হইতে একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।' মন্ত্রের অন্যান্য পদের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় অংশ—"চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছে।" ব্যাখ্যার এই অংশের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চমসের মধ্যে কে কাহাকে আহ্বান করিতেছে? প্রথম অংশের বিষয়-সোম অভিযুত হইতেছে। দ্বিতীয় অংশের সহিত যদ প্রথম অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে বলিতে হয় সোম আহ্বান করিতেছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,-কাহাকে আহ্বান করিতেছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। অথবা বলা যায়,-সোমকে আহ্বান করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, কে আহ্বান করিতেছে। এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অথবা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। অপিচ, কেবলমাত্র 'চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন' বাক্যাংশেরও কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন।" এবং থাকাতে এই অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, সুতরাং এই বাক্যের কর্ত্তা—সোম। সোম যদি মদ্য হয় তবে বায়ু বা অশ্বিদ্বয়ের নিকট কিরূপে গমন করিবে?

মন্ত্রের চতুর্থ অংশে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম্ম—উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য প্রদান করুন।" মোটের উপর এই প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, এবং ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য আছে।

এখন ভাষ্যের অনুসরণ করা যাউক। ভাষ্যকার 'পুনানাসঃ' 'চমূষদ' পদদ্বয়কে সোমের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত দুই পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যকার অনুবাদকারের

ন্যায় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটী সোমরস নামক মদ্যবিশেষের প্রস্তুত বিষয়ে উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে—ইহা ভাষ্যকারের ধারণা। তাই 'চমূষদঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন—'চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ চমসনামক পানপাত্রে গমনকারী বিবরণকারও সোমপক্ষে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—"চমূষদঃ—ভক্ষণীয়েষু সীদন্তি চমূষদঃ"। কিন্তু 'চমস' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র বলিয়াছি। 'চমূষদঃ' পদেও সেই হৃদয়ের ভাব আসে। পবিত্র হৃদয়ের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মানবের হৃদয়েই সত্ত্বভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবানের পূজায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান তাহাই মানবের হৃদয় হইতে গ্রহণ করেন। তাই যাহা ভগবানের গ্রহণের জন্য 'চমসে' হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহাই 'চমূষদঃ'। সে কারণ এই বিশেষণ পদে শুদ্ধসত্ত্বকেই বিশেষিত করিতেছে।

ভাষ্যকার 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুবাদ এই হয় যে,—'চমূষদ বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।' বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট গমন করার অর্থ কি? 'বায়ু' ভগবানের একটী প্রতিরূপ, যে রূপে, যে ভাবে তিনি মানুষকে আশুমুক্তির পথে লইয়া যান। অশ্বিনীদ্বয় রূপে তিনি মানুষের আধিব্যাধি, ভবব্যাধি নিবারণ করেন—মানুষকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। মন্ত্রের এই অংশের দুই ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমরা অর্থ করিয়াছি—"আশুমুক্তিদায়ক দেব এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপক" বাক্যাংশ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, সত্ত্বভাব মানুষকে দেবতা সমীপে লইয়া যায়। এই অংশের মধ্যে আরও একটী ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনীদ্বয়' পদদ্বয়ে ভগবানের কোন কোন ভাবের প্রকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই ভাব হইতে ইহাই মনে করা যায়—'শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করে এবং আধিব্যাধি নিবারণ করে।' সত্ত্বভাবের প্রতি এই দুইটী গুণই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্ত দেবভাব শক্তিলাভ করে, তাহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহারা সহজেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহাদের ভবব্যাধি, ত্রিতাপ জ্বালাও নিবারিত হয়। যাঁহারা এই সংসারের মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন, যাঁহারা রিপুগণকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর ভবব্যাধির ভয় থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয় উন্নত পবিত্র হইলে, হীন কামনা বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না; সুতরাং বাসনা পূরণের অভাবজনিত নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তাহাদের ভবব্যাধির শান্তি হইয়া যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার প্রভৃত এখানে দাসদাসী পুত্রপৌত্র প্রভৃতি অর্থ না করিয়া 'শোভন-

বীর্য্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মশক্তিই সেই শোভনবীর্য্য। আত্মশক্তির মত শক্তি আর নাই। আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই নামান্তর বলিলেও চলে। কেবলমাত্র সসীম ও অসীম এই দুই দিক হইতে দেখায় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মশক্তিরই প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (৯অ - খ ২সূ - ২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং যোনিমাসদম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (আরাধনায়) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ে, অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'চোদয়' (প্রেরয়, উপবিশ, আবির্ভব); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (স্থানং—অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আগচ্ছ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদারাধনায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'রাধসে ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রস্য সংরাধনায় 'হার্দ্দি'—ইতি হৃদয়-সম্বন্ধি স্থানং 'চোদয়' প্রেরয়। অতমপি 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যোনিং' স্বর্গাখ্যং স্থানং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

'আসদং' প্রাপ্তবান্। যদ্বা, দেবানাং যজন-সাধনং যজ্ঞাখ্যং স্থানং প্রাপ্তবানস্মি। 'দেবানাং' —'ঋতস্য'—ইতি পাঠৌ। (১অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্ব ও তদানুসঙ্গিক দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা দেবভাব-প্রাপ্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—উহা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানবের প্রকৃত লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি—আপনার প্রকৃত আবাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মানুষ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই বিশ্ব সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা তাঁহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আদিতে সমস্তই সেই ভগবানের মধ্যে কারণাবস্থায় নিহিত ছিল। সেই এক মাত্র পরম সত্তা আপনার শক্তি-প্রভাবে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত ছিলেন। তখন বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমণ্ডল, আকাশ বাতাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সমস্তই তাঁহার মধ্যে বীজরূপে, কারণাবস্থায় সুপ্ত ছিল। এই অবস্থাকেই পুরাণে অনন্তশয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি তখন ভগবানের শক্তিরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিলেন। প্রকৃতি তখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কারণ সমুদ্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহাতে তরঙ্গরেখা মাত্র নাই। ক্রমশঃ সেই মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের উদ্ভব হইলেন। পরম পুরুষ আপনাকে আপনি আস্বাদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায় না—সৃষ্টির বিকাশ হইতে লাগিল। জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ জন্মিল জীব সৃষ্টি হইল। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। আবার তাঁহাতেই বিধৃত রহিল। তাই শ্রুতি অন্যত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। শুধু তাই নয়, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমায় বিশ্ব বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রুতি-বাক্য—"যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ"—যাঁহার দ্বারা, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা নয়, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, যেখান হইতে আসিয়াছে, তথায় ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ চির-প্রবাসে কেহ থাকিবে না। এ যে খেলা-ঘর, মায়ার ছলনায় ভুলিয়া তুমি এটাকে নিজের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলিয়া মনে করিতেছ। এই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ-অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও। নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু কিরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আবার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়? মন্ত্রে বলিতেছেন,—ভগবানের আরাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের কি প্রয়োজন, এবং ভগবদারাধনার সহিত আমাদের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তিরই বা কি সম্বন্ধ।

মানুষ মুক্তি পাইতে চায় কেন? তাহার চারিদিকে বন্ধনের যন্ত্রণা, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া চাই। মানুষ তাহার আদি অবস্থায় দুঃখের উপরে ছিল, সেখানে মায়া মোহের আক্রমণ ছিল না। এখনও তাহার মনে সেই অবস্থার চিত্র ভাসিয়া উঠে। সেই পূর্ণানন্দের কথা তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই পার্থিব জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মনে সেই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে; তাই এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মানুষের মধ্যে যদি একটা অপূর্ণতার ভাব জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে সে কোনও পরিবর্ত্তন কামনা করে না অথবা কোনও পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে, সে ধারণাও আসে না। মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, মুক্তি চায়, এই জন্য যে, তাহার মধ্যে একটা অপূর্ণতা রহিয়াছে, এবং অপূর্ণতা দূরীভূত করা যায় সে ধারণাও বর্ত্তমান আছে। তাই মানুষ এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহার উপায় খোঁজে। সে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। সেই উপায় বাহির করিতে গিয়া সে দেখে, আদি অবস্থায় সে যেমন পবিত্র বিশুদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন নাই—তাহার পতন ঘটিয়াছে। আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পর্যান্ত না সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, সে পর্যান্ত তাহার দুঃখ-শান্তির কোনও উপায় নাই। সেই পার্থক্যের কারণ—সত্ত্বভাব ও দেবভাবের অভাব।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। উহাই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন-সূত্র। কিন্তু পাপতাপ-জর্জ্জরিত পৃথিবীতে সেই সত্ত্বভাব মানুষের মধ্যে থাকিলেও তাহা এত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে যে, তাহা কার্য্যতঃ না থাকারই সমান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হয়, তখন মানুষ তাহার হীন অবস্থা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। মোহমায়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ আপনার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ, মানুষের আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের অভাবের জন্যই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এখন সেই অভাব পূরণ হওয়াতে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' —পবিত্রকারক বলা হইয়াছে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবদারাধনা সম্ভবপর হয় না। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে ভগবানের সহিত মানবের সম্যক মিলন সাধিত হয় না। তাই ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে,—ভগবানে ফিরিয়া যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। ভগবানের আরাধনার অর্থ—তাঁহার গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্ত্তন, তাহার কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা। অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করায় ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চরিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ

লাভ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁহাতেই সাধক বিলীন হইয়া যান। ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি - স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত "ইন্দ্রস্য রাধসে" পদদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যই বিবৃত। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? - ভগবৎপ্রাপ্তি, স্বরূপাবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। তৎসাধনের উপায় কি?—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়। পুনশ্চ, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায়? ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, এবং ভগবৎশক্তির অনুধ্যানে। তাই এই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দেবভাব-প্রাপ্তির প্রার্থনা বিদ্যমান হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইলেই ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হয়, মানব উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করে। মানুষ ও দেবতা একই বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ, উভয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান। তাই সেই পার্থক্য যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষই দেবতা হইতে পারে। তাই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, সোমকে ইন্দ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সোম ইন্দ্রের আরাধনা করিবে কিরূপে? শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রকে প্রেরণ করিতেও বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রের মধ্যেই দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে—আরাধনা কর; শেষে বলা হইতেছে—তাঁহাকে প্রেরণ কর। যাঁহাকে আরাধনা করা হয় তাঁহাকেই সোম প্রেরণ করিবে কিরূপে?

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হে সোম! ইন্দ্রের আরাধনার জন্য হৃদয়-সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর; আমিও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি (অথবা দেবতাদিগের যজনসাধন) স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভাষ্যার্থের প্রথম অংশ অপরিস্ফুট। এই অংশে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "হৃদয় সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর" এই অংশের দ্বারা বড় জোর এই ভাব আসিতে পারে যে, 'ভগবানের আরাধনার জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত কর।' দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রথম অংশের প্রার্থনা নিরাকৃত হইয়াছে বলা যায়। কারণ দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' যিনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার প্রার্থনা কি, আর আত্মোদ্বোধনাই বা কেন? সুতরাং অনুবাদকারের ন্যায় ভাষ্যকারও মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।
২ ৩ ১ ২
অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলাঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সপ্তধীতয়ঃ' (সপ্তরশ্ময়ঃ, সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি, বিশ্বজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, সাধকাঃ) 'অনু অমাদিষুঃ, (প্রমত্তাঃ ভবন্তি, পরমানন্দং লভন্তে ইত্যর্থঃ - ত্বাং প্রাপ্য ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন তথা পরাজ্ঞানেন সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ - ১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (৯অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বা' ত্বাং 'দশ' সংখ্যাকাঃ। 'ক্ষিপঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (২.৫।৩)। অঙ্গুলয়ঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। ততঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' হোত্রকাশ্চ ত্বাং 'হিন্বন্তি' স্ব স্ব-ব্যাপারৈঃ প্রীণয়ন্তি। তথা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং 'অনু অমাদিষুঃ' অনুমাদয়ন্তি। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।"

ব্যাখ্যাটী সোমরস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অংশ "দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বর্ণিত হয় উহা সেই বর্ণনার অন্তর্গত এক অংশ। প্রচলিত বর্ণনা এই, 'সোমলতাকে প্রস্তরের উপর নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চট্‌কাইতে হয়। তারপর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পবিত্র নামক মেষলোম নির্ম্মিত ছাকুনি দ্বারা ছাকিতে হয়'—ইত্যাদি। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় সেই নিষ্পীড়িত সোমলতাকে চট্‌কাইবার প্রণালীর উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যায় তাই বলা হইতেছে,—'দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।'

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর কোনও উল্লেখ নাই অথবা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গও উঠে নাই। "দশক্ষিপঃ ত্বা মৃজন্তি" দশঅঙ্গুলি আপনাকে পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত করে,—উৎপাদন করে,—শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়াছে। দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ দুই হস্ত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদিস্থিত অমার্জ্জিত সত্ত্বভাব পরিশুদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্মলাভ করে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাহায্যে বিশুদ্ধ না হইলে, তাহা মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। যখন সৎকর্ম্মফলে পবিত্রীকৃত হয়, তখন তাহাকে নূতনভাবে উৎপাদন করা হইল বলা যায়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব তো আপনা-আপনিই বর্ত্তমান আছে। তাহাকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। হীরকাদি মণি যেরূপ খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত না করিলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, সত্ত্বভাবাদি মহামূল্য বস্তুও সেইরূপ অজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারময় খনিতেই আবদ্ধ থাকে—যে পর্য্যন্ত না তাহার হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলা হয়, যে পর্য্যন্ত না সৎকর্ম্মের দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। এই মন্ত্রাংশে সেই পরিমার্জ্জনের কথাই আছে। খনিস্থিত রত্ন এবং ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কৃত কর্ত্তিত রত্নকে যেমন দুই পৃথক বস্তু বলা চলে, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে যেমন নূতন জন্মদান বলা চলে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবরাশি আছে তাহা উপযুক্ত চর্চ্চার অভাবে মৃতকল্প অবস্থায় থাকে, তাহা থাকিয়াও মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না। অন্ধকারে জন্ম লইয়া অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি সৌভাগ্য

বশে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করেন, আপনার অন্তরস্থিত ভাবরাশির সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি সাধনে যত্নবান হয়েন, তবেই উপযুক্ত সাধনা বলে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সেই ভাবকুসুমরাশি বিকশিত হয়, তাহার সৌরভে সাধকের—সমস্ত মানব জাতির মনঃপ্রাণ আমোদিত করে। সাধনার পূর্ব্বে, কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার পূর্ব্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, সাধন বলে কর্ম্মপ্রভাবে তাহা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে ঐ বস্তুর নবজন্ম বলা যায়। মানুষ এমনিভাবে নূতন জন্ম—দেবজন্ম লাভ করে।

কোনও ব্যক্তিকে আমরা হয় তো নিতান্ত হীন, পাপী বলিয়া জানি। কিন্তু সৌভাগ্যবশে, ভগবানের কৃপায় যদি সেই ব্যক্তি আপনার চিরাভ্যস্ত পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে নিজকে পরিচালিত করে, সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন কি তাহাকে কেহ সেই পাপী বলিয়া মনে করিবে? বাল্মীকিকে কি কেহ রত্নাকর দস্যু বলিয়া মনে করে? না কেহই তাহা করে না। রত্নাকর মরিয়াছে, বাল্মীকি নামক ঋষি তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন জন্মলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রাংশগত "দশক্ষিপঃ মৃজন্তি" মন্ত্রাংশ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সৎভাব মানুষের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হইলে তাহা নূতন জন্মলাভ করে। তাই 'মৃজন্তি' পদের ব্যাখ্যায় আমরা "উৎপাদয়ন্তি" প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ,—"সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে।" সোম প্রস্তুত প্রণালী হইতে হঠাৎ এই মহিমা বর্ণনার কি কারণ ঘটিল বুঝা যায় না। আর সাতজন হোতাই বা আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রে আছে 'সপ্ত ধীতয়ঃ'। 'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন হোতা। এই হোতার সংখ্যা-সম্বন্ধেও নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। কোনও স্থলে হোতা তিন জন, কোথায়ও সাত জন আর কোথায়ও বা ষোল জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ঋত্বিকের কোনও উল্লেখ নাই। 'হিন্বন্তি' পদে ভাষ্যকার প্রীণয়ন্তি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্বন্তি পদে প্রীত করা অর্থ কিরূপে আসে তাহা বুঝা গেল না। আবার 'সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে' এই বাক্যাংশই বা কি ভাব প্রকাশ করে? সোমকে সাতজন হোতা প্রীত করিবে কেন এবং কিরূপে। 'সোম' বলিতে প্রচলিত মতানুসারে মদ্য-বিশেষ বুঝায়। সুতরাং সোমরসই হোতাকে বা অন্য কোনও মানুষকে প্রীত করিবে—ইহাই সঙ্গত ধারণা। তাহা না হইয়া এখানে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃবাচক। 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সপ্তরশ্মিকে লক্ষ্য করে। পার্থিব জ্যোতিঃ দ্বারা ঐশী জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে। সপ্তরশ্মি দ্বারা জ্যোতিঃমণ্ডল গঠিত। তাই 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সমগ্র জ্যোতিঃকে—বিশ্ব জ্যোতিঃকে বুঝায়। তাই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা 'বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ জ্ঞানই জ্যোতিঃর প্রকৃত আধার ও প্রতিরূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার তৃতীয়াংশ আরও বিস্ময়কর। তাহা এই,—"মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে"। মদ্যই মানুষকে প্রমত্ত করে। মদ্যপান করিয়াই মানুষ মাতাল হয়,

কিন্তু মানুষ আবার সত্ত্বকে মাতাল করিবে কিরূপে? মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যায় সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকারও এবম্বিধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'অনুঅমাদিষুঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'অনুমাদয়ন্তি'। কিন্তু তাহা কিরূপ বিসদৃশ অর্থ তাহা আমরা উপরেই বলিয়াছি।

'বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষুঃ' পদদ্বয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি,—"সাধকাঃ ত্বাং প্রাপ্য পরমানন্দং লভন্তে"—সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা বর্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকগণ আপনাদের কঠোর সাধনাবলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে তাঁহারা পরমানন্দ-লাভের অধিকারী হয়েন।

মুক্তির পথে, পরমানন্দের পথে লইয়া যাইতে পারে শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পবিত্র সত্ত্বর আবির্ভাব হইলে মানুষের মন হইতে সর্ব্ববিধ দীনতা হীনতা দূরে পলায়ন করে' হীন কামনা বাসনা মনে স্থান পায় না। আকাঙ্ক্ষা পবিত্র হয়, পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে। হীন বাসনা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়, দুঃখই সুখের—আনন্দের অন্তরায়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমানন্দ। বাসনা কামনা অপূর্ণ না থাকিলে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ থাকে না। পবিত্র বাসনা বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে পূর্ণ হয়, সুতরাং পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অধিকন্তু যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি-বলে মঙ্গলের পথ অবগত হয়েন, সুতরাং সেই পথে চলিয়া তাঁহার অনাবিল আনন্দই লাভ হয়। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষু"। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের পার্থক্য কোন্ স্থানে এবং কেন পার্থক্য হয় তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। (৯অ—১খ—২সূ ৪সা)। *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং৺ সৃজানমতি মেষ্যঃ।
১র ২র
সং গোভির্ব্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'মেধ্যাঃ' (মেধধর্ম্মাজনাঃ, সরলহৃদয়াঃ লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'কং' (সুখভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভিসৃজানং' (সম্যক্ উৎপাদয়ন্তি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ); বয়ং ত্বাং 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) 'সংবাসয়ামসি' (সংস্থাপয়াম—হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ) সরলান্তঃকরণাঃ জনাঃ পরমানন্দং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সুখভূত তোমাকে তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে পারি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দলাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'কং' সুখভূতং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মদায়' মদার্থং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'সংবাসয়ামঃ' সংস্থাপয়ামঃ। কীদৃশং? 'মেধ্যাঃ' অবেলোমানি দশাপবিত্ররূপেণ 'অভি সৃজানং' অভ্যসৃজং দশাপবিত্ররূপেষু অবেলোমসু বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। (৯অ ১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহাদের হৃদয় সরল, যাঁহারা সহজ পথে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহজে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সরল অন্তঃকরণে তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, সরলচিত্তে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতে প্রয়াস পান, সুতরাং ভগবান্ নিজেই পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র সরল ভাবই তাঁহাদিগের পরম সাহায্যকারী হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, কুটবুদ্ধি কম, কাজেই হৃদয়ের সেই বিশ্বাস-শক্তি-বলে সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটী উপদেশ-বাণী—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'' এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথমে দেখা যাউক, বিশ্বাস কি এবং কাহাদের হৃদয়ে

বিশ্বাস প্রবল ; এবং তর্কেই না ভগবানকে দূরে রাখে কেন। আমরা দেখিতে পাইব সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়েই বিশ্বাস অতিশয় প্রবল এবং তাঁহাদের ভক্তিও অতিশয় প্রখরা। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও সরলতা পরস্পর পরস্পরের অনুগমনকারী। তাই সরলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—সরল-হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁহারা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি ?

যাঁহাদের হৃদয় সরল তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অতি সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শিশুদের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা হীন কামনা বাসনা থাকে না, তাহাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের ন্যায় সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। কুটিলতার জন্ম হয়—সাংসারিক বাসনা কামনার এবং রিপুগণের আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে। যাহাদের হৃদয় সরল ও পবিত্র তাহাদের মধ্যে সাংসারিক কামনা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে রিপুগণেরও কোন স্থান নাই।

সরল হৃদয়ের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে,—তাহাতে পবিত্র উপদেশ অতি সহজেই কার্য্যকরী হয়। তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। জগতের কার্য্যাবলী ও ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শন করিয়া, ভগবানের চরণতলে তাঁহারা আপনাদিগকে বিলাইয়া দেয়, হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা অপবিত্রতা না থাকায় ভগবন্মহিমা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং সেই মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভগবানের করুণার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস অতিশয় প্রবল হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কুটিলতাজনিত কুট তর্কের স্থান নাই। কাজেই তাহাদের মনে ভগবন্মহিমার অনুভূতি-জনিত ভক্তির সঞ্চার হয়। পাপ-কালিমা হইতে, সাংসারিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত থাকায় সেই ভক্তি শক্তিশালিনী এবং অনন্তমুখী হয়।

ভালবাসার, ভক্তির ধর্ম্ম—আপনাকে প্রিয়তমের সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি আপনাকে আর নিজের বস্তু বলিয়া মনে করেন না—তিনি একান্তভাবে আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেন। এই আত্মবিসর্জ্জনেই ভক্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। নিজকে তিলতিল করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দেওয়াতেই মাতা আপনার মাতৃত্বের চরম সার্থকতা মনে করেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বস্ব তাহার প্রভুর কাজে, প্রভুর তৃপ্তির জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহা মানব-হৃদয়ের নিয়ম,—ইহা বিশ্বনীতি। সুতরাং যাঁহারা সরল-হৃদয় তাঁহারা বিশ্বনীতি-বশেই ভগবানেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। হৃদয়ের সরলতা তাহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করে।

তাহার মূলে বিশ্বনীতির আরও গূঢ়তর কারণ বর্ত্তমান আছে। বিশ্ব ভগবৎশক্তির প্রকাশ। তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন আবিলতা নাই। মানুষ মায়ামোহের বেড়াজালের মধ্যে পতিত হইয়া হীনতা মলিনতা-দুষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই মোহমায়ার আবর্ত্তে পতিত না হয়, সে

পর্য্যন্ত সে আপনার মূল পবিত্রতার রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মে অথবা মূল ভক্তি-বিশ্বাস অব্যাহত থাকে। তাই শিশুদের সরলতা সাধকমাত্রেরই প্রার্থনীয়। তাহাদের মধ্যে সংসারের কুটিলতা, মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে কুটিলতা, কূট তর্ক মানুষকে সরলতা পবিত্রতা হইতে দূরে লইয়া যায়। আপনার মনগড়া যুক্তিতর্ক-জালে আপনি পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। নিজের কাজের, নিজের ভালমন্দ মতের সমর্থন করিবার জন্য অহঙ্কার বশে যুক্তি জাল বিস্তার করে; অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে। নিজের গড়া যুক্তি-তর্কের সমর্থন করিতে করিতে তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং মাকড়সার মত সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। মুক্তি তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইয়া যায়।

বাস্তব জগতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যাহারা সরলবিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎকৃপায় কার্য্যে সফলতা লাভ করে, আর যাহারা যুক্তি-তর্কের পথে অগ্রসর হয়, তাহারা যুক্তি-তর্কের 'কসরৎই' শিখে, সত্যের সন্ধান পায় না। তাই ভক্ত সাধক বলেন,—"যদি এক কথায় বুঝিতে চাও, তবে এখানে এস্;—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি যুক্তি-তর্ক করিতে চাও তবে দূরে চলিয়া যাও।"

মন্ত্রে বলা হইয়াছেন,—"মেষ্যঃ দেবেভ্যঃ মদায় কং ত্বা সৃজানমতি" অর্থাৎ মেষধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এখানে 'মেষ্যঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,—"অবের্লোমানি দশাপবিত্ররূপেণ...।" ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোম-সম্বন্ধীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই 'মেষ্যঃ' পদে মেষলোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'মেষ্যঃ' পদে মেষধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। 'দশাপবিত্র' অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এমন বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে যে, তাহাতে সহজেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। প্রথমতঃ মন্ত্রটীতে কোনও সোমরসের উল্লেখ আদৌ নাই। তাই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, উক্ত পদে সরলহৃদয় নিরীহ স্বভাব ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা মেষের মত নিরীহ, যাঁহারা নিতান্ত সরল-হৃদয়, তাঁহারাই ভগবানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন। দার্শনিক কূট তর্ক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তজ্জনিত সংশয়ও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সরলতা ও নিরীহ প্রকৃতির উদাহরণ দিবার জন্যই মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অপরাংশে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমরা যেন পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমরা পাপে হীন, মলিনতায় পরিপূর্ণ; আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পদতলে স্থান দাও, প্রভো!" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি মেষলোম ও উদকে স্পৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।" ব্যাখ্যা সোমরস-সমন্ধীয়; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠে যে,—সোমরস মেষলোম ও উদকে স্পৃষ্ট হয় কিরূপে? আমাদের পথ ভিন্ন এবং আমাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে॥ (৯অ—১খ—২সূ-৫সা)॥ *

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
২ ৩ ১ ২
পরি গব্যান্যব্যত॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কলশেষু আ' (পাত্রেষু আসিচ্যমানঃ, হৃদয়ে নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অরুষঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গব্যানি' (জ্ঞানযুতানি) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদনানি, পাপাবরোধকানি ভক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব্যত' (গচ্ছতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সাধকাঃ পাপনাশিকাং পরাভক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত, জ্যোতির্ম্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপাবরোধক ভক্ত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৬সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'কলশেষু' দ্রোণকলশেষু আসিচ্যমানঃ 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'গব্যানি' গোসম্বন্ধীনি পয়ঃপ্রভৃতীনি 'বস্ত্রাণি' বাসাংসি 'পরি অব্যত' পর্য্যাচ্ছাদয়তি। (৯ম—১৭—২প্র—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে একটী অনন্ত সত্য বিবৃত হইয়াছে। তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত এবং কলশ মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।" 'কলশ' শব্দে ভাষ্যকার দ্রোণকলশ-নামক পাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরস-নামক মদ্য প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় একটী বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে,—সোমলতাকে ছেঁচিয়া চটকাইয়া রস বাহির করতঃ তাহাকে জলসংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া একটী কলশে রাখা হয়—সেই কলশের নাম দ্রোণকলশ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'দ্রোণকলশের মধ্যে যে সোমরসকে রাখা হইয়াছে সেই সোমরস।' অনুবাদকারও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণ-কারও সোমরস-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বলিয়া মন্ত্রটীকে স্বীকার করিয়া লইলেও 'কলশ' শব্দের অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কলশেষু' পদের অর্থ—"কলশ-সম্বন্ধিষু গ্রহচমসাদিষু।" তিনিও কলশকে একেবারে বাদ দেন নাই, তবে গৌণভাবে কলশকে ব্যাখ্যায় স্থান দিয়াছেন। সোমরস প্রস্তুত করিবার সময়কে ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সোমরস পান করিবার সময়কে বিবরণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্রই সোমরস বর্ত্তমান।

ইহার পরের অংশে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর আর এক অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা - সোমরসকে দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় পান করা হইত। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "গব্যানি পরি অব্যত বস্ত্রাণি" অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে,—সোমরস বস্ত্রের ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্রোণকলশে পূর্ব্বেই দুগ্ধাদি রাখা হইয়াছিল, এখন সোমরসকে ছাঁকিয়া দুগ্ধভাণ্ডে রাখা হইতেছে। এবং সেই সোমরস দুগ্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিতেছে, তাহা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন, দুগ্ধাদির উপর কাপড়ের একটা আবরণ দেওয়া হইতেছে। সোমরস-প্রস্তুত সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তদনুসারে বিবরণকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে ক সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আমাদের সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন

প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমাদের ধারণা এখানে সোমরস নামক কোন দ্রব পদার্থের প্রসঙ্গ আদৌ নাই—তাহার প্রস্তুত বা ভক্ষণ-প্রণালী থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মত কি তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্রে সোম-রসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'কলশেষু' পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'কলশেষু আ' পদদ্বয়ে 'হৃন্নিহিত' ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় পদ একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃন্নিহিত—মানুষের হৃদয়েই তাহা বর্ত্তমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব আছে এবং তাহার শক্তিতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা মানুষের মঙ্গল-সাধন করিতে পারে না। মন্ত্রের মোটামোটি ভাব, শুদ্ধভাব মানুষকে ভক্ত্যাদি দান করিয়া তাহার পরম মঙ্গল সাধন করে সেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে। বাহির হইতে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে না। তবে সকল সময় কেন মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না? যদি মানুষের হৃদয়েই এই পরম মঙ্গলজনক বস্তু বর্ত্তমান আছে, তবে মানুষ বিপথে যায় কেন - কেন সে মঙ্গলের পথে চলে না? "কলশেষু আ" পদদ্বয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে—এই প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যে একটী।

মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাহাকে আপনার কাজে না খাটাইতে পারে তবে তদ্দ্বারা কোন কাজ হয় না। সিন্দুকের মধ্যে ধনরত্ন রাখিয়া দিলেই তাহা মানুষকে ধনী করিতে পারে না। সেই ধনরত্নের ব্যবহার না করিলে ধনের সার্থকতা নাই এবং ধনীরও ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। মানুষের হৃদয় বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মনুষ্য-হৃদয়ে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ জাগরিত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষই শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব জগতে মানুষ তাহা করে না অথবা করিতে পারে না। আর করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব চিরবর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা সিন্দুকের মধ্যস্থিত ধনরত্নের ন্যায় কাহারও কোন উপকারে আসে না—যে পর্যন্ত না তাহাকে বিশুদ্ধ পবিত্র করিয়া মোক্ষমার্গের সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে পর্যন্ত না সিন্দুকের তালা খুলিয়া ধনরত্নাদি ব্যবহার করা যায়। তাই "হৃন্নিহিত সত্ত্বভাব" দ্বারা ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, 'হে মানব! তোমার মধ্যেই অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর এই রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে পরমধনের অধিকারী হইতে পার। তোমার মধ্যে যে অমূল্য ধন আছে তাহাই তোমাকে পরাশক্তি দিতে পারে। তুমি সেই ধনের সংবাদ রাখ না মানব! তুমি "রাজার ছেলে কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরছো কোথায় কাহার দ্বারে?" তুমি রাজরাজেশ্বরীর আদরের সন্তান, অনন্ত ধনের অধিকারী, তুমি কি না নিজের হৃদয় ভাণ্ডারের সংবাদ না রাখিয়া ভিক্ষুকের মত দীন

ভাবে কালযাপন করিতেছ! নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, যে রত্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর, ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে।'

কিন্তু হৃদয়ে যে ধন আছে তাহা দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে? তাহাই বিশদী-কৃত করিবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন,—"গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত" জ্ঞানযুক্ত ভক্ত্যাদি প্রদান করেন। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, যদি তাহার সম্যক ব্যবহার করা হয় তবে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং চরম উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় এবং তাহা হইতে পারে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য—ভগবৎপরায়ণতা। মানুষ যেমন আহার করে, খাদ্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সেই নিয়মের অধীন। পশুপক্ষীও আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষীর মত কেবল আহারাদি এবং একটুখানি শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপক্ষী হইতে মানুষের কি পার্থক্য রহিল? ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে বিশেষ কোন অতিরিক্ত শক্তি দিয়া বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পশুপক্ষী হইতে পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি বিশেষভাবে এই শক্তি ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের হৃদয়ের শক্তিই সেই শক্তি এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যই তাহার সেই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধন হয় কিরূপে? ভগবান নিজেই সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বিদ্যমান তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হইলে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ জাগরিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উপায়ের কথাই বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্বঃ "গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত"—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন।

সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব এই সমস্তই একত্রগ্রথিত। জ্ঞানের বলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়। জ্ঞানালোকে মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, চরম পরিণতির সন্ধান পায়। সেই পরিণতি, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞান মানুষকে তাহা জানাইয়া দেয়।

মানুষ যখন জ্ঞানের বলে আপনার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, যখন ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয় অবগত হয়, তখন আপনা-আপনি তাহার মাথা ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, তাঁহার অপরিসীম করুণার নিদর্শন দর্শনে মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া কে না তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হয়? তাঁহার নামই তাঁহার প্রতীকরূপে মানবের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকে তাঁহার সেই মোহন বাঁশরীর তান শুনিয়া মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে? যাহার কা একবার সেই বাঁশরীর অমৃতময় আহ্বান প্রবেশ করিয়াছে, সেই ধনজনমান সর্ব্বস্ব পরিত্যা করিয়া সেই অপূর্ব্ব বংশীধারীর সন্ধানে চলিয়াছে। এখানে জ্ঞানও ভক্তির মিলন ঘটিয়াছে জ্ঞান সেই বংশীধারীর সংবাদ আনয়ন করে, আর ভক্তি তাঁহাকে ধরিবার জন্য আপনহার হইয়া ছুটে। এই আপনহারা ব্যাকুলতাই মানুষকে তাঁহার নিকটে লইয়া যায়—ভক্তির কা এখানেই। জ্ঞান তাঁহাকে জানে, ভক্তি তাঁহাকে আপনার করে। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ব্ব মিলন হয়, সোণায় সোহাগা সংযোগ হয়, সেখানেই স্বর্গ। সেখানেই ভগবানে আবির্ভাব। মন্ত্রে এই অবস্থা-প্রাপ্তিরই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমের সম্বন্ধসূচক মনে করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাতে সোমের কোন সংস্রব দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার জন্য পার্থক্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং হইয়াছেও তাই। ভাষ্যকার সোমপ্রস্তুত প্রণালীর সহিত মিল রাখিতে গিয়া 'বস্ত্রাণি' পদে অর্থ করিয়াছেন, 'বাসাংসি' এখানের বহুবচনটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপড় অর্থে এখানে বহুবচন ব্যবহার করিবার কোন সার্থকতা নাই। বস্ত্র 'আবরণ করে' এই ভাবে আমরা 'পাপাবরোধকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপাবরোধক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহকে বহুবচনান্ত 'বস্ত্রাণি' পদে লক্ষ্য করে। 'হরিঃ' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'পাপহারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ ১৫–২সূ ৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১২
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭ ॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মঘোনঃ' (ধনবতঃ পরমধনপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন্) 'অপজহি' (বিনাশয়সি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আ' (অভিমুখ্যেন, সম্যক্‌রূপেণ) তব ধনং 'পবস্ব' (প্রদেহি) তথা 'সখায়' (সখিত্বং, তব সখিত্বকাময়মানং মাং ইত্যর্থঃ) 'আ বিশ' (প্রাপ্নুহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি; তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটি নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন; তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'নঃ' অস্মান 'আ' আভিমুখ্যেন 'পবস্ব' ক্ষর 'বিশ্বা' বিশ্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টীন 'অপ জহি' মারয় চ 'সখায়ং' মিত্রভূতমিন্দ্রং 'আবিশ' প্রাপ্নুহি। (৯অ-১খ—২সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমানে আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে।

আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! আমরা ধনবান্, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুকে বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" এই অনুবাদ ভাষ্যানুসারী, সুতরাং এক সঙ্গে ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

'মঘোনঃ' পদকে ভাষ্যকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—'ধনবতঃ' অর্থাৎ ধনীর। আবার উক্ত পদকেই 'নঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

অথচ 'নঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—দ্বিতীয়ান্ত বহুবচন 'অস্মান্'। ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ—'ধনবান আমাদিগের'। প্রথমতঃ বহুবচনান্ত 'নঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে একবচনান্ত 'মঘোনঃ'; আবার বিভক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয়ান্তের বিশেষণ করা হইয়াছে—ষষ্ঠ্যন্ত 'মঘোনঃ'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই পদের মধ্যে বচন ও বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে। এই রূপ-বিভক্তি ও বচন-ব্যত্যয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা ধনবান, আমাদিগের এই কাজ কর। প্রার্থনাটা যেন হুকুমের মতই শুনায় এবং তাহাতে "আমরা ধনবান্" বাক্য প্রার্থনার সহিত সামঞ্জস্যমূলক হয় নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রের ভাব তাহা নহে।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ "সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" ব্যাখ্যার মধ্যে 'সখা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রকে—ভগবান্‌কে সখারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সাধক ভগবানকে সখারূপে—বন্ধুরূপে পাইতে চাহেন; ইহা উচ্চ সাধনার পরিচায়ক বটে; কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। আমরা তাই 'মঘোনঃ' পদে ধনবতঃ, 'পরমধনপ্রাপকস্য সাধকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মঘোনঃ' - ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের পদ। মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাধকস্য' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। সাধকই প্রকৃত ধনবান্। তিনি সাধনার প্রভাবে ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মানুষ নিজে নিঃস্ব, ধনের কাঙ্গাল। আপনার বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে যদি ভগবানের কৃপায় ধনলাভ করে, তবেই সে ধনী হইতে পারে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—যাঁহারা প্রার্থনাশীল, তাঁহারাই ভগবানের পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। তাই মানব কিরূপে ধনলাভ করে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের মতে 'মঘোনঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, "পরমধন প্রাপকঃ" অর্থাৎ ভগবান পরমধনপ্রাপক হয়েন। যে সাধক সেই পরমধন প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী। যে ধনের দ্বারা মানুষের জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, তাহাই প্রকৃত ধন। অর্থ সম্পদের দ্বারা মানুষ অসার ভোগসুখে রত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। অসার ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ ভ্রান্তপথে চলিতে থাকে। তাই সেই নিত্যধনের কথা ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, মানুষ যাহাকে সাধারণতঃ 'ধন' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই ভ্রান্তির বশে কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করে। তাহাদিগকে—সেই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই 'মঘোনঃ' পদের সার্থকতা। 'মঘোনঃ' পদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত উপকারক ধনের উল্লেখ আছে। সেই নিত্যধনের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। তাঁহাদের সেই ধন তাঁহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের পথে,—জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে লইয়া যায়। তাঁহারা (পরমধন প্রাপ্ত সাধকগণ) সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। সেই সৌভাগ্য পার্থিব জগতের তথাকথিত উন্নতি নহে।

সেই সৌভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য 'বিশ্বা শত্রূন্

জগজ্জহি'—অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের সকল শত্রু বিনাশ করেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের রিপুবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা রিপুনাশ ও পরমধন লাভ পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যাঁহারা ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের রিপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অথবা যাঁহারা রিপুজয়ী, তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের পরম দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই শক্তি জন্মে। ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। তাহা লাভ করিবার উপযুক্ততা থাকা চাই, এবং তাহা লাভ করিলে পর তাহা ধারণ করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই শক্তি লাভ হয়—রিপুজয়ের দ্বারা। রিপুগণ মানুষকে পদে পদে বাধা দিতে পারে না, সুতরাং সাধকের তজ্জনিত শক্তি ক্ষয়ও হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন মানুষকে তাঁহার ধনের অধিকারী করেন, তখন তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও দেন। তাই পরমধন দানের কথার পরই বলা হইতেছে,- তিনি সাধকের সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। এই দস্যুতস্কর-দিগকে বিনাশ না করিলে, তাহারা সাধকের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইবে। নিঃস্ব মোক্ষমার্গানুসারী পথিককে আলেয়ার আলো দেখাইয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। তাই ধনদান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও ভগবান করিয়া দেন।

ভগবানের এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে,—হে দয়াল প্রভো! অগতির গতি তুমি। আমরা নিঃস্ব কাঙ্গাল আমাদিগকে তোমার পরমধন দানে কৃতার্থ কর। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, সাধনা আরাধনার দ্বারা তোমার প্রীতিসাধন করিব। হে দয়াময় প্রভো! কৃপা করিয়া তোমার অকৃতি সন্তানকে তোমার পরমধন দান কর। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনা প্রভাবে তোমার কৃপা লাভ করেন; কিন্তু আমাদের তো সে শক্তি নাই!—তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'নঃ আ পবস্ব' আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পরমধন প্রদান কর।

মন্ত্রের শেষাংশ আরও একটু গভীর ভাবময়। "সাথায়ং আবিশ"—আপনার সখিত্ব বন্ধুত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। জগতে যদি মানুষের কোনও প্রকৃত বন্ধু থাকে, তবে সেই জগবন্ধু—আপনি। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে সকল সময় সমভাবে মঙ্গলসাধন করা কেবল আপনারই কাজ। আপনি নিত্য সনাতন অব্যয় অক্ষয়। আপনার মধ্যে অপবিত্রতা মিথ্যা নাই - আপনি নিরঞ্জন। আপনি যদি কাহাকেও বন্ধুরূপে - সখারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার আর বিপদের ভয় নাই। কারণ, আপনি জগতের বন্ধু, বিপদের বন্ধু জগবন্ধু। আপনার আশ্রিত বন্ধুকে কখনই আপনি বিপদের সময় পরিত্যাগ করেন না। শুধু তাই নয়। আপনার বন্ধুত্ব লাভ করিলে আর বিপদের কোনও ভয় থাকে না। রোগ শোক দুঃখ তাপ আপনার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। আপনার পুণ্যস্পর্শে পাপী পুণ্যাত্মা হয়, রত্নাকর বাল্মীকি হয়। আমাদের মত হীন পাপীও আপনার পদস্পর্শ লাভ করিলে উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমরা যদি আপনার কৃপা লাভ করিতে পারি—আপনাকে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম ও পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের তো আর কোনও

ভাবনাই চিন্তা থাকিবে না। আমরা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তাই আপনার সখ্য কামনা করিতেছি। আপনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, সন্মার্গে পরিচালিত করুন; যেন মোহমায়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বিপথগামী না হই। আপনার বন্ধুত্বরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম যেন আমাকে ঘিরিয়া থাকে—পাপমোহের আক্রমণ যেন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। আপনি বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরে যাইবে, ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইবে, দুঃখের চির-অবসান হইয়া বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই আপনার স্নেহ-করুণা প্রার্থনা করিতেছি। জগবন্ধু, আমাদের বন্ধুরূপে হৃদয়ের সখা-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের মানব-জীবন সার্থক হউক।"

মন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সাধনা-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রে ভগবানের সখিত্ব—বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে বন্ধুরূপে আপনার হৃদয়ে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের এবং উচ্চাঙ্গের সাধনার পরিচায়ক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালীতে শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি সাধনার পঞ্চস্তর আছে। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও ধর্ম্মমতে এই স্তর বিভাগ নাই এবং এত উচ্চাঙ্গের সাধন-প্রণালীও নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য, ক্বচিৎ কোথাও হয় তো বা শান্তরসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের কোনও ধারণাই নাই। একমাত্র ভারতই স্তর-ভেদে সাধকের সাধনার স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যেক রসকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে ভাবের ভাবুক, যে যে রসের সাধক, সে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। যার যতটুকু শক্তিতে কুলায়, সে ততটুকু করিবে,—স্তরবিভাগের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাধনার স্তর হিসাবে সখ্যরস শান্ত ও দাস্য রসের উপরে অবস্থিত। অবশ্য যে কোনও রসের সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন ভাব-প্রণালীর প্রয়োজন। শক্তি-বিকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্তরের সাধনার আবশ্যক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালী সেই উপায় বিধান করিয়াছেন। সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাবের সকল সাধককে এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। (৯অ—১খ ২সূ—৭সা)। *

—— • ——

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতꣳ স্বর্ব্বিদম্।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বয়ং' 'নৃচক্ষসং' (নৃণাং দ্রষ্টারং, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'স্বর্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রপীতং' (ইন্দ্রেণ, ভগবতা পীতং, গৃহীতং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) তথা 'প্রজাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ভক্ষীমহি' (ভজেম, প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ-২সূ-৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'নৃচক্ষসং' নৃণাং দ্রষ্টারং 'স্বর্বিদং' সর্ব্বজ্ঞং 'ইন্দ্রপীতং' ত্বাং সেবমানা বয়ং 'প্রজাং' পুত্রাদিকাং 'ইষং' অন্নঞ্চ 'ভক্ষীমহি' ভজেম ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (১১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার ব্যপদেশে শুদ্ধসত্ত্বের - ভগবৎশক্তির মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষস' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক। মানুষের দুইটী দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের প্রেরণায় বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্তরই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্তা। অন্তর প্রভু, বাহির ভৃত্য, অন্তরের আজ্ঞামত—নির্দ্দেশ-মত বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার বা শক্তি তাহার নাই। অন্তরই মানুষের পরিচালক, প্রবৃত্তির রাজা। তাই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়দিগের রাজা বলা হইয়াছে। সেই রাজার হুকুম-মত সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়।

কিন্তু এই মন বা সংস্কৃত-শাস্ত্রের 'মনস্'-ই একাধিপতি রাজা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট নহেন। তিনি রাজা-মাত্র, রাজার উপরেও সম্রাট্ আছেন—তিনি আত্মা। ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠান হয়—এই আত্মায়। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে দর্শন করেন পরিচালিত করেন।

ভাষ্যকার 'নৃচক্ষসং' পদে 'নৃণাং দ্রষ্টারং' অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থ অসঙ্গত নয়। তবে এই অর্থের মধ্যে আরও একটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে। হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করার অর্থই মানুষের কার্য্য পরিদর্শন করা, মানুষকে পরিচালনা করা। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্তিত করে। যাহাতে মানুষ কোনরূপ অন্যায় অপকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উন্মেষিত হয়, তখন তাহা সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। অন্তর পবিত্র হইলে বাহিরও পবিত্র হয়। অন্তরের প্রেরণা-বশে, আত্মার সংস্কারে মানুষ কর্ম্ম করে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে থাকিয়া যখন মানুষকে পরিচালিত করেন তখন মানুষ সৎপথেই চলে, কখনও বিপথে চলিতে সমর্থ হয় না। 'নৃচক্ষসং' পদের মধ্যে মানুষকে পরিচালনের এই ভাবটীও বর্তমান আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি তাহা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের ভাগবতী-শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের সত্তায় শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তখন বিবেক-বাণীই মানবের একমাত্র পরিচালক হয়, অথবা তখন মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহা সমস্তই পবিত্র হয়। অপবিত্রতার পথে মানুষের পদক্ষেপ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সতর্ক প্রহরী-রূপে জাগরূক আছে সেই মহামূল্য ভাগবতী-শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাবে মানুষ স্বতঃই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে।

সত্ত্বভাব —'ইন্দ্রপীতং'— ভগবান এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন। মানবের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তাহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার। পূজা আরাধনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার। তাহাতে মনেরই প্রাধান্য। কেবলমাত্র মনকে সংযত করিবার জন্য, মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। নতুবা পুষ্প বিল্বদল অথবা নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথার্থ পূজা হয় না। প্রকৃত পূজার উপচার মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। সেই শুদ্ধভাবরূপ-কুসুমাঞ্জলিই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ভুলেন না। অন্তরের সংযোগ না থাকিলে বাহির নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। তাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য — হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব।

এক্ষণে এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'নৃচক্ষসং' অপরটী 'ইন্দ্রপীতং'। প্রথম বিশেষণে বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব ভাগবতী শক্তি, উহা মানুষকে সন্মার্গে পরিচালিত করে; আর দ্বিতীয় বিশেষণের মর্ম্ম সত্ত্বভাব ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার, ভগবান হৃদয়ের সত্ত্বভাব পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হয়েন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে— যাহা ভাগবতী শক্তি, তাহাই তো ভগবৎপূজার উপচার! তবে তাহাতে মানুষের আর বাহাদুরী কি আছে! সত্যকথা মানুষের বাহাদুরী মোটেই নাই। তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা ব্যতীত উপায় নাই, অন্য জল তো কোথায়ও পাওয়া যায় না। সকলই যে তিনি! তাঁহার শক্তি, তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন।

তবে এ পূজার অর্থ কি? এ কি একটা প্রাণহীন নিয়ম মাত্র? না, প্রাণহীন—

নিয়ম মোটেই নয়। ভগবানের শক্তি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, মানুষ ক্রমশঃ ভগবদভিমুখী হয়। মানুষের মধ্যে দেবভাব, ভগবন্মহিমা আধিপত্য বিস্তার করে। ভগবানই তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের পরমমঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি বিকীর্ণ করেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া মানুষকে সত্ত্বভাবময় করে, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে, সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবত্ত্বের বিকাশ ঘটে। তাহাই মানুষকে ভগবৎসাযুজ্য, ভগবৎসামীপ্য প্রদান করেন। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ভগবৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন মানুষই দেবতা হয়েন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন। সাধক ভগবানে আত্মলীন হয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্যই মানুষ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধসত্ত্বের আরও একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'স্বর্বিদং' অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহার আছে সর্ব্বজ্ঞ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, ভগবান হইতেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে আগমন করে। হয় তো মানুষের কর্ম্মদোষে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত লুপ্ততেজ অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তাহা ভগবৎশক্তি এবং এই মলিনতা হইতে উদ্ধার পাইলে তাহা আবার পূর্ণশক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করে। তাহার মলিনতা কাটিয়া গেলে, তাহা আবার বিশুদ্ধ কাঞ্চন—কোনও ক্ষয়ণায় হয় না। স্বর্লোক হইতে আগত, স্বর্লোকের অধিবাসী—সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া ধন্য করিতে সক্ষম। 'স্বর্বিদং' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রার্থনার মধ্যে এই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং তদনুসঙ্গিক আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপাজিত হইলে এবং হৃদয়ে তাহা বিধৃত হইলে সাধকের আত্মশক্তি স্বতঃই লাভ হয়। পরমসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে মানুষের সকল সদ্‌বৃত্তিই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং তাহার শক্তির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। আত্মশক্তি আত্মার কার্য্যকরী শক্তি। আত্মায় যখন ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাত্মা হইতে মানবাত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তাহার বলেই মানুষ শক্তিশালী হয়। সর্ব্ববিধ হীনতা দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। উহাই আত্মশক্তির ক্রিয়া। সেই আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'হর্ষং' পদের অর্থ 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করা। যাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার আত্মশক্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি নেতাগণের দর্শক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোম-রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধক যেন সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটুকু সঙ্গত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশ—"তুমি নেতাগণের দর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ।" শব্দার্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু সোমরসের প্রসঙ্গে এই ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সোমরস 'সর্ব্বজ্ঞ' হয় কিরূপে? মদের আবার চেতনাচেতন কিরূপে সঙ্গত হয়? মদের আবার জ্ঞান থাকে কিরূপে? শুধু তাই নয়, তিনি নেতাগণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকগণের দর্শক। সোমরস নামক মত্ত সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণে সোমকে মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না কি?

তার পরের অংশ "ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" মূলে আছে—'ইন্দ্রপীতং ভক্ষিমহী'। তাহা হইতেই অর্থ হইল—"ইন্দ্রপান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" 'ভক্ষীমহি' পদের যদি 'পান করি' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্রিয়া-পদের অন্য দুইটি কর্ম্মের 'প্রজাং' এবং 'ইষং' পদদ্বয়ের কি অর্থ করা হইবে? 'প্রজা' এবং 'ইষ' কে কি পান করা হইবে? একে তো সোমরসের প্রসঙ্গ, তার উপর ভক্ষণার্থক ধাতু; সুতরাং একেবারে সোমপান না করাইয়া থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত পদসমূহে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—১খ—২সূ-৮সা)।*

—•—

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।
১ ২ ৩ ১ ২
সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'পরিস্রব' (সম্যক্‌রূপেণ বর্ষয়); 'পৃথিব্যা অধি' (পৃথিব্যোপরি, যদ্বা—পৃথিব্যাং সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দিব্যজ্যোতিঃ, যদ্বা-পরমধনং, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ; 'পৃৎসু' (রিপুস

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

গ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধাঃ' (প্রদেহি) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন দিব্যজ্যোতিঃ লভেম রিপুজয়িনঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (৯অ—১খ—২সূ—৯সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হইতে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ কর; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান কর; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই।) ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৯সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্য ।

হে 'সোম'। ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'পরিস্রব' পরিতো ক্ষর, 'পৃথিব্যাঃ অধি'। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'দ্যুম্নং' অন্নঞ্চ উৎপাদয়েতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'সহঃ' বলং 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'দাঃ' দেহি ॥ (৯অ-১খ ২সূ—৯সা) ॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

* * *

নবম (১১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ ।

—— * ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা আছে; তবে দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা - প্রার্থনার বিশ্বজনীন ভাব। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদটী এই, "হে সোম তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর; (ধন) উৎপাদন কর; সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।"

ভাষ্যকার প্রভৃতিও মন্ত্রটিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ "তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।" সোমকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথম কথা এই যে, সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। যজ্ঞাদির সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা সূর্য্যে নীত হয়; তার পর "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা'' অর্থাৎ আদিত্য - সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় অথবা বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা হইতে যে বিশেষ রকমের বাষ্প উদ্গত হয়, তদ্দ্বারা মেঘ সঞ্চারের সহায়তা করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তাহার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। "ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" এই বাক্যাংশের এরূপ অন্বয় করা হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। এই অন্বয় সত্য হইলে 'অন্ন' শব্দের একটী বিশেষ অর্থ (প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক) দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'বৃষ্টি' হইতে 'অন্ন' হয় - এ কথারও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'বৃষ্টি' 'অন্ন' 'প্রজা' প্রভৃতি শব্দের গূঢ়ার্থ বাহির করা প্রয়োজন। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি সম্বন্ধে যেমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সোমের বৃষ্টি-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যামতে 'সোমকে' সোমলতানামক একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—সোম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রান্তর্গত এই পদসমূহের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদের অর্থ সোমরস নামক কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য নয়। সোমের এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান করিয়া বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সোমরস যে মদ নয়, তৎসম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ।

তবে সোমপানে মানুষ মাতাল হয় কিরূপে? শুধু মাতাল হয় না, ভগবানকেও তাহা নিবেদন করে। এই শেষের কথাটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। যে সোমপানে মানুষ মাতাল হয়, সেই সোম ভগবানকেও নিবেদন করে। মানুষ একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত না হইলে ভগবানকে ঘৃণ্য মদ্য পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না, এবং শতমুখে মদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় অতি হীন শ্রেণীর মাতালও বোধ হয় এ কথা বেশ বুঝিতে পারে যে, মদখাওয়া, মাতাল হওয়া অতিশয় হীন কাজ এবং মদও অতি হেয় পদার্থ। কিন্তু বেদে সোম-সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সোমকে মদ্য বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সোম

অমৃতস্বরূপ সোম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সোম জগৎকে ধারণ করিয়া আছে—ইত্যাদি সোম-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন বস্তু কি মদ্য?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমরস সাধারণ মদ্য নয়, তবে তাহা পান করিয়া যোগী ঋষিগণ মাতাল হইতেন, পরমানন্দে বিভোর হইতেন—এ কথা সত্য। এই পরম বস্তু, যাহা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর করিয়া দেয়, তাহা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমর হয়, তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূরে যায়, সে ধন্য হয়। ভগবৎসাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধিত হইলে মন তদ্গতভাব অবলম্বন করে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবের নেশায় মানুষ আপনার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই পরমানন্দের অমৃত হ্রদে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে। বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না; সে সেই দেবভাবে বিভোর থাকে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় সে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়। মাতাল যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, সে কি করিতেছে তাহার জ্ঞান থাকে না, এই ভাবের পাগলদের বা মাতালদের অবস্থাও বাহ্যতঃ কতকটা একরূপই দেখায়। তাঁহারাও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যান, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম কি করিতেছেন বা না করিতেছেন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা সেই পরম স্বর্গীয় নেশায়ই ভরপুর থাকেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোম বলিতে সোমরস নামক কোনও মদ্য নয়। তাহা ভগবৎশক্তি, ভগবানের চরণামৃত।

'বৃষ্টিঃ' পদ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা বারিধারাকে, যাহা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য হয়, তাহাকে লক্ষ্য করে না। সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃত প্রদান করে, অমৃত বর্ষণে মানবের হৃদয় শান্ত শীতল হয়। মানুষ অমৃতই প্রার্থনা করে; সে অমৃত হইতে আসিয়াছে, নিজে অমৃত হইতে চায়। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির দ্বিতীয় অংশ "(ধন) উৎপাদন কর"। এই অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। তবে মন্ত্রের মূল ভাবের সহিত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রযচ্ছ" ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।" শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও মূলভাবের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে। 'সহঃ' পদে, শক্তিকে—আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শব্দের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে আত্মশক্তি প্রদান করে। আত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল। মানুষ যদি আত্মস্থ হয়, যদি তাঁহার নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে প্রকৃত বাসস্থান লাভ করে। সুতরাং আত্মশক্তিকে যদি বাসস্থান বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে 'সোমকে' সম্বোধন করিয়া যে সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা

স্পষ্ট হইবে যে, যেকোনও মত্তকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মাতালও এই সকল প্রার্থনা করিতে পারে না। প্রার্থনার সার মর্ম্ম কি?—সোমরস যেন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করে। মদ্য অমৃত অমরত্ব প্রদান করিবে কিরূপে? সে যে নিজে মৃত্যুর দূত। তাহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতাও পতিত হয়েন, মানুষ পশুত্ব লাভ করে। এমন যে ভীষণ পদার্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'অমৃত'। সুতরাং অতি সাধারণ দৃষ্টি লইয়া বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সাধারণ মদ্যের কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠিতে পারে না। আর মদ্যের কোনও এখানে প্রসঙ্গও নাই।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বস্তু দিব্যজ্যোতিঃ এবং পরমধন। যে নিজে অন্ধকারের অধিবাসী, নারকীয় ব্যাপারের সহচর, সেই বস্তু কিরূপে যে মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন দিবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা নিজে পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই মানুষের হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে। সুতরাং এখানেও মদ্যের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রার্থনা—আবাসস্থান অথবা আত্মশক্তি। মদ্যের মত মানুষের শক্তি-নাশকারী কোনও বস্তু জগতে নাই। মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে পারে—মদ্য। সেই মদ্যের নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মশক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।

৩ ১র ২র ২

বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥ * * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পাবকঃ, পবিত্রকারকঃ) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'অত্যবিঃ' (অতিজ্ঞানযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বায়োঃ' (আশুমুক্তিদায়কস্য দেবস্য) তথা 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং স্থানং, তয়োঃ সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ ২খ—১সূ—১সা।)॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং ইন্দ্রদেবের সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করান।)। (৯অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'পুনানঃ' পাবকঃ 'সোমঃ' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশোঽয়ং? 'সহস্রধারঃ' অপরিমিতধারঃ 'অত্যবিঃ' অবি শব্দেন তল্লোমান্যুচ্যন্তে; অবের্লোমভির্নিষ্পাদিতং দশাপবিত্রমিত্যর্থঃ, তদতিক্রম্য গচ্ছতীত্যত্যবিঃ। কিমর্থং? 'বায়োঃ' 'ইন্দ্রস্য' চ পানায়েতি শেষঃ। কিম্প্রতি? 'নিষ্কৃতং'। নিরিত্যেষঃ সমিত্যেতস্যার্থে। সংস্কৃতং পাত্রং প্রতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করায় অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধকের ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"অপরিমিত ধারাবিশিষ্ট পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়েরই একত্র আলোচনা করা যাইবে।

'সহস্রধারঃ' পদে 'অপরিমিত ধারঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতও তাহাই। কিন্তু এই প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হয় নাই। 'সহস্রধারঃ' পদে অসীমশক্তিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাই উক্ত পদে 'প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্যবিঃ' পদে দুইটী শব্দ আছে 'অতি' এবং 'অবিঃ'। অবিঃ পদে,—'জ্যোতিঃ' 'জ্ঞান' অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অতি জ্ঞান' অর্থাৎ পরাজ্ঞানকেই 'অত্যবিঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে। 'নিষ্কৃতং' পদের অর্থ 'সংস্কৃতং স্থানং'। ভগবৎসামীপ্যের মত পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে? তাই বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'বায়ু ও ইন্দ্রদেবের সামীপ্যে লইয়া যায় অর্থাৎ সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের মূল মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই

গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয় তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্রতা-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা যথাযথ বিবৃত হইয়াছে॥ (৯অ—২খ-১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত।
৩ ২ ৩ ১ ২
সুষ্বাণং দেববীতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবস্যবঃ' (রক্ষণকামাঃ, পরিত্রাণপ্রার্থিনঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'দেববীতয়ে' (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে, দেবভাবং প্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং জ্ঞানিনং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'সুষ্বাণং' (অভিষূয়মাণং, পবিত্রং) পরমদেবং 'অভি' (অভিমুখেন) 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্তুতঃ) ভগবন্তং আরাধয়তঃ ইতি ভাবঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—২খ-১সূ-২সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৯অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (৭ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

হে 'অবস্যবঃ' রক্ষণ-কামাঃ! উদ্গাত্রাদয়ো যূয়ং 'পবমানং' শোধকং 'বিপ্রং' বিশেষেণ দেবানাং প্রীণয়িতারং বিপ্রবদ্বুদ্ধং বা। অথবা বিপ্রইতি মেধাবিনামসু (নিঘ০ ৩।১৫।১।) মেধাবিনং। 'দেববীতয়ে' দেবপানায় 'সুষ্বাণং' অভিষূয়মাণং সোমং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত। (৯অ-২খ-১সূ-২সা)।

•.•

দ্বিতীয় (১১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। তবে ভাব খুব পরিষ্কার হয় নাই। 'অবস্যবঃ' পদে ব্যাখ্যাকার 'রক্ষণকামাঃ' অথবা 'রক্ষাভিলাষীগণ' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। আমাদের মতে সাধক আপনার মনোবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিজের মনই আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই নিজের মনোবৃত্তিকেই 'অবস্যবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'দেববীতয়ে' পদের ভাষ্যার্থ,—'দেবপানায়'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন, "দেবানাং ভক্ষণায়।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্ত কিন্তু আমরা মনে করি এখানে দেবতাদের ভক্ষণের কোন কথা নাই। 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণায়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ— 'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা। 'দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য' দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিতেছেন। ভগবানই সর্ব্বদেবভাবের উৎস। ভগবদারাধনার অর্থ ভগবৎবিভূতি লাভ করা, তাঁহার অনুসরণ করা। সুতরাং ভগবানের বা ভগবৎশক্তির অনুসরণ করিলে হৃদয়ে তাঁহার ভাব, তাঁহার শক্তি প্রতিফলিত হয়। আরাধনার, পূজার অর্থই এই যে,—ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, হৃদয়ে আরাধ্য দেবতাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। 'পবমানং' 'বিপ্রং' পদদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যাদির সহিত উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মন্ত্রের ভাষ্যাদিতে সোমরসকে অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমরা মনে করি এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই; মন্ত্রটী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। (৯অ—২খ ১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রপাজসঃ' (বহুবলাঃ, সাধকানাং আত্মশক্তিপ্রদাতারঃ) 'গৃণানাঃ' (স্তূয়মানাঃ আরাধনীয়াঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবত্বলাভায়, অস্মাকং দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) তথা 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ-২খ-১সূ-৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।) ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবন্তে' ক্ষরন্তি 'সোমাঃ'। কিমর্থং? 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায়। কীদৃশাঃ 'সহস্রপাজসঃ' বহুবলাঃ নৃণাং বলপ্রদা ইত্যর্থঃ। 'গৃণানাঃ'। কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয় (৩।১।৮৫)। স্তূয়মানাঃ। পুনঃ কিমর্থং? 'দেববীতয়ে'। দেবানাং বীতির্গতিঃ প্রাপ্তিলক্ষণং বা যস্মিন্ স দেববীতিঃ। যজ্ঞঃ, তদর্থং যজ্ঞসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজনং তদর্থং যজ্ঞ-স্যাত ইতি ॥ (৯অ—২খ—১সূ ৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজনের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।" ইহাতে সোমরস নামক তরল পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। 'সোমাঃ' পদের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মতেই সোম —'বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান' অর্থাৎ সোমরস মানুষকে বহুবল প্রদান করে এবং সেই জন্য সম্ভবতঃ মানুষ সোমরসের স্তুতি করে। একমাত্র মাতাল ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্য সোমরসের স্তুতি করে না। আর মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণ, যাঁহারা এই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা মাতাল ছিলেন না। সুতরাং মদ্য-সম্বন্ধে 'গৃণানাঃ' পদটী ব্যবহৃত হয় নাই নিশ্চয়। 'বহুবল-প্রদ' অর্থ সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মদ্য মানুষের শারীরিক মানসিক শক্তি নষ্ট করে! যে একবার এই ভীষণ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়, সে তাহার শেষ রক্তবিন্দু-পর্য্যন্ত না দিয়া রক্ষা পায় না। এ হেন বস্তুকে বলা হইয়াছে,—'শতপ্রপাজসঃ' অর্থাৎ বহুবল-দায়ক! তাই আমাদের ধারণা মন্ত্রে 'সোম' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা সোমরস নামক মদ্য নয়—তাহা ভগবৎশক্তি, অমৃতস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব।

'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞার্থং' অথচ তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্তপদে 'দেবপানায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উভয়ত্রই একবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্যুমৎ' (দীপ্তিমৎ, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, শ্রেষ্ঠবলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ); 'উত' (অপিচ) 'বাজসাতয়ে' (অন্নলাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীং আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় আত্মশক্তি প্রদান করুন; অপিচ, আত্মশক্তিলাভের জন্য মহতী সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমরা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি)। (৯অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' 'দ্যুমৎ' দীপ্তিমৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং সামর্থ্যাঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর, শোভন-সামর্থ্যোপেতা ধারাঃ পবস্বেত্যর্থঃ। উৎ' অথবা 'নঃ' অস্মাকং 'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'বৃহতীঃ' 'ইষঃ' দ্যুমৎ সুবীর্য্যং সম্পাদয়িতুং পবস্বেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মশক্তিই উন্নতিলাভের মূল। যদি নিজের উন্নতি নিজে করিতে না পারা যায়, তবে বাহির হইতে আসিয়া কেহই মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। মানুষের মধ্যেই শক্তির বীজ রহিয়াছে। উপযুক্ত সাধনা-বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিলে মানুষ শক্তির অধীশ্বর হইতে পারে। শক্তি মানুষের ভিতরের জিনিষ, ভিতর হইতেই তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। নিজের আত্মার মধ্যে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়—সাধক আপনার সাধন-প্রভাবে অন্তরে যে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, তাহাই মানুষকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই আত্মশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে,—আত্মশক্তি যদি অন্তরের জিনিষই হয়, তবে তাহা প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা কেন? শক্তির বীজ মানুষের অন্তরে থাকে বটে, কিন্তু তাহা বিকশিত না হইলে মানুষকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়, সুপ্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী শক্তিলাভ করে। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের এই প্রার্থনা। সাধনার দ্বারা

যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন আত্মশক্তিও জাগরিত হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, আত্মশক্তি লাভ করিবার উপযোগীতাও প্রার্থনা সাধ্য। ইচ্ছা করিলেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। তাই মন্ত্রে এই প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আমাদের মত হইতে ভিন্ন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। "হে সোম! আমাদের অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।" (৯অ-২খ—১সূ—৪সা)। *

— * —

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশবঃ ন' (শীঘ্রগামিনঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'হেতৃভিঃ' (সাধকৈঃ) 'হিয়ানাঃ' (প্রেৰ্য্যমাণাঃ, উৎপাদিতাঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ সাধকানাং 'বাজসাতয়ে' (আত্মশক্তিপ্রাপ্তয়ে) 'বারমব্যং' (অব্যয়জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং ইত্যর্থঃ।) 'বি অত্যা-সৃগ্রং' (ব্যতিসৃজন্তে, বিশেষেণ সৃজন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেণ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক দেবতার ন্যায়, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদিগের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সৃজন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন।) (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'হিয়ানাঃ' প্রেৰ্য্যমাণাঃ 'অশ্বাঃ' শীঘ্রং ধাবন্তি তদ্বৎ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ প্রের্য্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ 'বাজায়' অন্নলাভায় 'অব্যং' 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'ব্যত্যস্থ্রগ্রং' ব্যতিস্থ্রন্তে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" প্রচলিত মতানুসারে সোমরস প্রস্তুতের একটী বর্ণনা এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। সোমরসকে লতা হইতে বাহির করিয়া তাহা যেন ছাঁকা হইতেছে এবং সোমরসের তখনকার গমন-ভঙ্গীকেই লক্ষ্য করিয়া যেন এই বর্ণনাটী প্রস্তুত হইয়াছে। সোমরস স্রোতের বেগে যাইতেছে, তাই তাহাকে যুদ্ধাশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি 'আশবঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ'। যুদ্ধাশ্ব প্রভৃতি অনুবাদকারের কল্পনা।

সোমকেই ভাষ্যাদিতে 'অন্ন' বলা হইয়াছে। এখানে আবার দেখিতেছি এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'সোম অন্নলাভের জন্য যাইতেছেন।' সোমই যদি 'অন্ন' হয় তবে তাহার আবার অন্নলাভ কি হইতে পারে? সুতরাং ব্যাখ্যার এই অংশ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিল।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'হেতৃভিঃ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যা 'প্রেরকৈঃ', এই প্রেরক কে এবং কি প্রেরণ করিতেছেন? মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্তপদে 'সাধকৈঃ' এবং 'হিয়ানাঃ' পদে 'প্রের্য্যমাণাঃ উৎপাদিতাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজসাতঃ' পদের অর্থ-সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)। *

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তে নঃ সহস্রিণ৺ রয়িং পবন্তামা সুবীর্য্যম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৬॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুষাণাঃ, পবিত্রকারকাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবত্বপ্রাপকাঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্বাঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ পবন্তাং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ব-সমন্বিতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তিদায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তে' 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যা-যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'সুবীর্য্যং' চ 'আ পবন্তাং'। কীদৃশাস্তে? 'স্বানাঃ' সুবানাঃ সূয়মানা 'দেবাসঃ' দ্যোতনাদিগুণকাঃ। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে বলিলাম এই জন্য যে, মন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সম্বোধন করা হয় নাই। অথচ, তাঁহারই শক্তি—শুদ্ধসত্ব যেন প্রার্থিত বস্তু প্রদান করে—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির কেন্দ্রীভূত বিষয় সোমরস। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই—"সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।" এই ব্যাখ্যাটী অসম্পূর্ণ। তাহাতে 'দেবাসঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ'। সোমরস নামক দ্রব্যটির মধ্যে দ্যোতনাদি-গুণও ছিল কি? যাহা হউক্, আরাধ্য বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের মতের প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, উক্ত পদের দ্বারা দেবত্বপ্রাপক বস্তুকে লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'দেবাসঃ' পদের 'দেবত্বপ্রাপকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যা শুদ্ধসত্বের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছে। মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাবের শুদ্ধসত্বের বিকাশসাধক

হইলে মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ হয়। মানুষই দেবতা। মানুষে ও দেবতায় প্রভেদ শক্তির বিকাশে। এক শক্তিই মানুষ ও দেবতার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। যাহার মধ্যে শক্তির যে পরিমাণ বিকাশ হয়, মানুষ সেই পরিমাণ উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তির বীজ আছে, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানবের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহকে পরিস্ফুট করিতে পারে। মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ - ২খ - ১সূ - ৬সা। *

— — • — —

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ।

৩ ১ ২র
দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতরঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃক্রোড়ং আশ্রয়তি, অথবা মাতৃভূতা গাবঃ যথা সস্নেহেন বৎসং স্বাঙ্কে ধারয়ন্তি, তদ্বৎ) 'বাশ্রাঃ' (বাসনশীলাঃ, যদ্বা—আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বাবাদয়ঃ) 'অভ্যর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, আশ্রয়ন্তি বা সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ); সাধকাঃ এব তং শুদ্ধসত্ত্বং 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সাধকহৃদয়ং এব সত্ত্বাবাধারং। তত্র শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতমেব সঞ্চরতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বৎস যেমন মাতৃক্রোড়কে আশ্রয় করে, অথবা মাতৃভূতা গাভী যেমন সস্নেহে বৎসকে স্বাঙ্কে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাবাদি সাধক হৃদয়কে আশ্রয় করে। সাধকও জ্ঞান এবং ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধক-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়ই সদ্ভাবের আধার। (সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃসঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাশ্রাঃ' শব্দায়মানাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভ্যর্ষন্তি' পাত্রং প্রতি। বাশ্রাঃ শব্দকারিণ্যো 'মাতরঃ' মাতৃভূতা গাবঃ 'বৎসং' ন' বৎসং যথা প্রত্যাগচ্ছন্তি তদ্বৎ তত এব 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধিরে' ধ্রিয়ন্তে চ। 'মাতরঃ'—'ধেনবঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। কিন্তু ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া বৎসের অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিকগণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যা ভাষ্যেরই অনুসারী। সোমকে যদি সোমলতার রস বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলেও সে তরলপদার্থের শব্দের তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হয় না। বন্যার জলপ্রপাতের অথবা বর্ষার অবিরল বারিধারার জল-কল্লোল শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সোমকণ্ডনে সোমরসের পতন-শব্দ আমাদিগের অনুমানগম্য নহে। যদি তাহার পতন শব্দ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্যার জলপ্রপাতের ন্যায় অথবা প্রাবৃটের জলকল্লোলের অনুরূপ কিছু মনে করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্তূপাকার সোমলতা, এমন কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পেষিত হইত, যাহাতে জল-প্রপাত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে সে সোমরস পাত্রে পতিত হইত। আর সে পাত্রকে তড়াগ-পুষ্করিণীর ন্যায় বিশাল-আয়তন বলিয়াই মনে করিতে হয়। নচেৎ, দ্রোণকলসের ন্যায় অল্পপরিসর পাত্রে সে সোমরসের সে শব্দায়মান কল-কল্লোল নিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। আর সে রস নিষ্কাশনে সপ্তহোতা এবং যজমান ব্যতীত আরও বহু লোকের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে রস-নিঃসারণে সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ই মনে আসে। সুতরাং সোমের শব্দ অথবা শব্দায়মান সোম কি সামগ্রী, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। তার পর, বৎসের ন্যায় হাম্বা রব যে সোম করিতে পারে, সে সোম, লতা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। তবে অধুনা তরুগুল্মাদির জীবনী-শক্তির বিষয় বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা তরুলতাদিতে আত্মদর্শী মুনিঋষিগণ বাক্যকথন-শক্তির স্ফুরণ করিতে পারিতেন স্বীকার করিলে, হয় তো এ সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বৎসের হাম্বা শব্দের ন্যায় শব্দ সোমের করিবার কোনও তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহা হউক,

সোম দ্বারা যজ্ঞে পাত্রে নিবদ্ধ হইলে, কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, হউক ; তাহাতে আপত্তির কারণ দেখি না। আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমাদিগের অর্থ যে ভাবে প্রকটিত হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'বৎসং ন মাতরঃ' উপমাবাক্য এবং 'ইন্দবঃ' পদ। এতদুভয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। উপমায় 'মাতরঃ' পদের সহিত সাধক-হৃদয়ের এবং 'বৎসং' পদের সহিত 'ইন্দবঃ' পদের অন্বয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'ইন্দবঃ' পদে আমরা স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করি। কি ভাবে এরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী ;—হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয়। বৎস যেমন তাহার মাতা গাভী-সঞ্জাত ; শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি হৃদি-সঞ্জাত। সুতরাং গাভী যেমন বৎসের জন্য ব্যাকুল হয়, নির্ম্মল হৃদয়ও তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবৎ-করুণা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। সেই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'বৎসকে যেমন মাতৃভূত গাভী সাক্ষে গ্রহণ করে, সেইরূপভাবে আত্মদর্শী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন ; অথবা বৎস যেমন তাহার মাতা গাভীর নিকট গমন করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে গমন করিয়া থাকে ; অর্থাৎ সাধকহৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় এবং সাধকহৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়।' উপমাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদে 'ইন্দু' (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা—অমৃত বুঝায়। আমরা মনে করি, সারণ এই ভাবেই উহাকে সোমের পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ইন্দবঃ' পদের যে 'বাশ্রাঃ' বিশেষণ পদ আছে, তাহাতে ইন্দব যে পরমানন্দদায়ক, 'ইন্দবঃ' যে সতিমুক্তি-বিধায়ক, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'ইন্দবঃ' পদে তাই আমরা—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে সঞ্জাত ভক্তিসুধা সমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে সাধক-হৃদয়ে যে সুধা ক্ষরিত হয়, 'ইন্দবঃ' সেই সুধা—সেই অমৃত—সেই চিদানন্দ। সে সুধাপানে সাধক প্রমত্ত হয়েন, সে সুধার রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার মনোভৃঙ্গ সেই সুধাধার সুধাময়ের চরণ-কোকনদে নিত্য গুঞ্জরণ করে। 'ইন্দবঃ'—সেই সুধা-সমুদ্র। 'ইন্দবঃ'—সেই অমৃত-বারিধি। এইরূপ অর্থে 'গভস্ত্যোঃ' পদেরও সার্থকতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তিই হৃদয়ে সত্ত্বাবসংরক্ষণের একমাত্র উপায়। হস্তদ্বয় যেমন দ্রব্যসম্ভার ধারণ করে এবং তাহাতে তাহার যেমন পতন নিবারণ হয়, জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ও তেমনি সত্ত্বভাবকে—অমৃত-সিন্ধুকে অন্তরে নিবদ্ধ রাখে। 'বাশ্রাঃ' পদেরও সে হিসাবে সার্থকপ্রয়োগ সপ্রমাণ হয়।

সত্ত্বভাব যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, কর্ম্ম যখন সত্ত্বভাব-সমন্বিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। তখনই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর ; চিত্ত নির্ম্মল হউক ; 'বাশ্রাঃ'—দিব্যজ্ঞান সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্বকে সুসংস্কৃত কর ; 'ইন্দবঃ' রূপে ভগবানের করুণাধারা আপনি বর্ষিত হইবে। ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে 'ইন্দবঃ' সঞ্জাত হইতে পারে কি ? একাগ্রতা না থাকিলে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে—'ইন্দবঃ' অন্তরে উদয় হয় কি ? মন্ত্রের তাই উপদেশ—

সংসারের আবিলতা দূরে ফেল; অন্তর নির্ম্মল কর; তাঁহার শরণ লও; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও। তবেই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা তোমার অন্তরে উপজিত হইবে।' * (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

— • —

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পর্য্যাপ্তঃ, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ 'কনিক্রদৎ' (শব্দায়তে, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্) 'অপজহি' (বিনাশয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম —ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ ১সূ—৮সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; হে দেব! আমাদিগের সকল শত্রু বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; আমরা যেন রিপুজয়ী হই।)। (৯অ—২খ— সূ—৮সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্য।

'ইন্দ্রায়' 'জুষ্টঃ' পর্য্যাপ্তঃ সোমো ভবতীতি শেষঃ 'মৎসরঃ' সোমঃ। 'মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ'—ইতি নিরুক্তং। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ তাদৃশঃ সোমঃ 'কনিক্রদৎ' 'বিশ্বাঃ দ্বিষঃ' সর্ব্বান-স্মাকং দ্বেষ্টৄন্ 'অপ জহি'। 'পবমানঃ'—'পবমানা'—ইতি পাঠৌ। ৮।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার-ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল প্রথম সূক্ত পঞ্চম সাম)।

অষ্টম (১১৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§:—

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।" ভাষ্যার্থ হইতে এই ব্যাখ্যা পৃথক্। আমাদের মতের সহিতও এই অনুবাদের মিল নাই। আমরা সকল ব্যাখ্যাই ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

'জুষ্টঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"পর্য্যাপ্তঃ"। ইন্দ্রের জন্য পর্য্যাপ্ত ভাষ্যকার ও অনুবাদকারের দৃষ্টি সোমরসের দিকে। সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব সম্ভবতঃ এই যে,—ইন্দ্রদেবের পান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সোমরস। কিন্তু আমাদের ধারণা পৃথক্। আমরা মনে করি, শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী নিত্যসত্য মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাই, এই দুই পদের ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু। এই পরম বস্তুর প্রভাবেই মানুষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি পবিত্র নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে মানুষের মনে অতি সহজেই ভগবচ্ছায়া পতিত হয়। নির্ম্মল দর্পণে বস্তুর প্রতিচ্ছবি পতিত হয়; কিন্তু সেই দর্পণ যদি মলিন হয়, তাহা হইলে সেই ছবি পরিষ্কার হয় না। আবার তাহা যদি গাঢ় কালিমায় লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ছায়া আদৌ পড়ে না। সত্ত্বভাব মানব হৃদয়ের এই মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র স্বচ্ছ করে। তাই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া যায়। 'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' পদদ্বয়ে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী দুই পদে—'মৎসরঃ ও 'পবমান' এই দুই বিশেষণে সত্ত্বভাবের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব—'মৎসরঃ'। ভাষ্যকার সাধারণতঃ উক্ত পদে 'মদকরঃ' অর্থই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনও কারণে হঠাৎ নিরুক্তানুসারে অর্থ করিয়াছেন "মন্দতেঃ তৃপ্তিকর্ম্মণঃ"। অবশ্য তাহাতে মূলভাবের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কেবল-মাত্র অর্থশক্তির হ্রাসতা ঘটিয়াছে। আমাদের অর্থ—'পরমানন্দদায়কঃ'। অবশ্য পরমানন্দ তৃপ্তিদায়ক নিশ্চয়ই; কিন্তু তৃপ্তিমাত্রেই পরমানন্দের পরিসমাপ্তি হয় না। আনন্দ তৃপ্তির বহু উচ্চে অবস্থিত। তৃপ্তিজনিত আনন্দলাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা পরমানন্দের অনেক নিম্নস্তরের জিনিষ। পরমানন্দ মানুষকে একেবারে সাধারণ পার্থিব কামনার বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তাহাতে মানুষ আনন্দস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তাহার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। আবার তৃপ্তিজনিত যে আনন্দ, তাহা অতি ক্ষণিক বস্তুও হইতে পারে। অতি হীন শ্রেণীর কামনার পূর্ণতাজনিত তৃপ্তিও হইতে পারে। তাহাতে অনেক

সময় মানুষ উচ্চগতির পরিবর্ত্তে হীনগতি লাভ করিতে পারে, অধঃপতিত হইতে পারে। সুতরাং 'মৎসরঃ' পদের 'তৃপ্তিদায়কঃ' অর্থ করিলে মূলভাবের শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

'পবমানঃ' পদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থিত হইতেছে। 'পবমানঃ' পদে অনুবাদকার কোনও অর্থ করেন নাই। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'পূয়মানঃ' অর্থাৎ পবিত্র-কারক। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি হয়। সোমরস নামক মন্ত মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস নামক মন্ত সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে—ইহাই যদি মনে করা যায়, তবে ব্যাখ্যাতে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ-২খ—১সূ—৮সা)। *

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১২ ১২
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দ্দৃশঃ ॥

১ ২৩ ১২
যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরাব্ণঃ' (অদানান, সদ্বৃত্তিরোধকান রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অপঘ্নন্তঃ' (বিনাশয়ন্তঃ বিনাশকানি ইত্যর্থঃ) 'পবমানাঃ' (পবিত্রকারকাণি) 'স্বর্দ্দৃশঃ' (স্বর্লোকং যথা সর্ব্বজ্ঞ দর্শকানি হে পরাজ্ঞানানি ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য যথা সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সীদত' (উপবিশত, অধিতিষ্ঠত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং রিপুনাশকং পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিরোধক রিপুদিগকে বিনাশকারী পবিত্রকারক হে পরাজ্ঞানসমূহ! আপনারা সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমানাঃ'! 'অরাব্ণঃ' অদানান্ যজমানান্ 'অপঘ্নন্তঃ' হিংসন্তঃ 'সদৃশঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারশ্চ যুয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' যজ্ঞস্য স্থানে 'সীদত'। অথ সোম-পানার্থমুক্তলক্ষণা দেবা ঋতস্য যোনৌ সীদতেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে পরাজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের নিকট এবং পরোক্ষভাবে সেই জ্ঞানময় পুরুষের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রত্যেকটী পদ হইতে জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়; মন্ত্রের এমন এক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে মন্ত্রের অনেক কদর্থ করা সম্ভবপর এবং অনেকেই তাহা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে দুই-একটী পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রের একটী পদ অরাব্ণঃ এবং উহার সহিত সংযুক্ত অন্য পদ অপঘ্নন্তঃ। এই উভয় পদের ভাষ্যার্থ—"অদানান্ যজমানান্ অপঘ্নন্তঃ হিংসন্তঃ" অর্থাৎ যে সকল যজমান (অবশ্য পুরোহিত বা ঋত্বিকদিগকে) দান করে না, তাহাদিগকে বিনাশকারী। এই পদের এই প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রাচীন ভারতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা এই চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন,—"যজ্ঞাদি কার্য্য করা একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় ছিল। তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ তাঁহারা অন্য লোকের নিকট হইতে যজ্ঞাদি কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাহাদের যজ্ঞাদি কার্য্য করা হইত তাঁহাদিগকে যজমান বলা যায়। এই যজমানদের প্রদত্ত অর্থের উপরই পুরোহিতগণ নির্ভর করিতেন। সাধারণতঃ যজমানগণ পুরোহিতগণকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাধারণ লোক এইরূপ করিয়া থাকে। এমন কি, পুরোহিতগণের অসন্তুষ্টিকে

যথেষ্ট ভয় করে, পুরোহিত অসন্তুষ্ট হইলে যজমান এবং তাহার পরিবারের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে ইহা বিশ্বাস করে। প্রাচীনযুগে এই ধারণা আরও বলবতী ছিল। তখন লোকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ঋত্বিক বা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি আছে, দেবতাগণ তাহাদের বশতাপন্ন ইত্যাদি নানা প্রকার ধারণা লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুরোহিতগণ চেষ্টা করিতেন এবং সেইযুগে তাঁহাদের এই চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এমন অনেক লোক ছিল, যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তাহাদিগকে শাসন অথবা ভয় প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্ত্রের এই দুই পদের সৃষ্টি। সাধারণ ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই ভয় প্রদর্শন অনেক অধিক কার্য্যকরী হইবার কথা। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'অরাব্ণঃ অপঘ্নন্তঃ'—অদাতা যজমানগণকে বিনাশকারী।"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,—মূলে মাত্র আছে 'অরাব্ণঃ' অর্থাৎ হিংসক। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ একেবারে যজমানকে টানিয়া আনিয়া কি পরিমাণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপভাবে অন্যত্রও বেদমন্ত্রের কদর্থ করা হইয়াছে এবং সেই জন্য প্রাচীন ভারতের উপর দোষারোপ করা হয়। যাহা হউক, আমরা যে অর্থে 'অরাব্ণঃ' পদটীকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

'স্বর্দৃশঃ' পদের দুইটী অর্থ হইতে পারে। উভয় অর্থই আমাদের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে, সত্য ও সৎকর্ম্ম বুঝায়। উভয়েরই উৎপত্তিস্থল হৃদয়। তাই এই উভয় ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)। *

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　　৩　১　২　　৩　২　　৩　২　৩　　১　২
সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া।
১　২　৩　　১　২
ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রাঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অমৃতময়াঃ) 'ইন্দবঃ সোমাঃ' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ) অস্মাকং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সত্যজ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অসৃগ্রং' (হৃদয়ে প্রবহন্তু অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞার্থং 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'ধারয়া' 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে। 'ধারয়া' —'সাদনে' — ইতি পাঠৌ ॥ ১।

প্রথম (১১১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব-সমন্বিত জ্ঞান আমরা যেন লাভ করিতে পারি, সেই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'ঋতস্য' পদের ভাষ্যার্থ - 'যজ্ঞার্থং' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য; কিন্তু অনুবাদকার উহার অর্থ করিয়াছেন "যজ্ঞগৃহে"। উভয়ত্রই বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থানে চতুর্থী বিভক্তি করিয়াছেন এবং অনুবাদকার সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। 'ঋতস্য ধারয়া' পদদ্বয়ে সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারা অর্থাৎ প্রবাহকে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম এই উভয়কেই লক্ষ্য করে। বর্ত্তমান স্থলে 'ঋত' শব্দে সত্যকে, সত্যজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। তাই আমরা 'ঋতস্য' পদে সত্যজ্ঞানস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাষ্যকার সোমরস-নামক মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী অথবা স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রচলিত মতবাদ এই যে, প্রাচীনকালে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য যজ্ঞের জন্য এবং পান

করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। যজ্ঞের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত তাহার প্রস্তুতের উপযোগী কর্ম্ম-সমূহ যজ্ঞগৃহেই সম্পন্ন হইত। তাই এই মন্ত্রের 'ধারয়া' পদের 'সাদনং' এই একটী পাঠান্তর দেখা যায়। তাহাতে 'ঋতস্য সাদনং' পদদ্বয়ের একত্র অর্থ হয় যজ্ঞের স্থান। সম্ভবতঃ এই পাঠভেদ উপলক্ষেই অনুবাদকার 'যজ্ঞগৃহে' অর্থ করিয়াছেন। 'যজ্ঞগৃহে' অথবা 'যজ্ঞার্থং' এই উভয় অর্থেই যজ্ঞসূচক ব্যাখ্যা বুঝায়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যজ্ঞের জন্য যজ্ঞগৃহে সোমরস প্রস্তুত হইতেছে। কি জন্য সোমরস প্রস্তুত হইতেছে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন,—'ইন্দ্রায়'—ইন্দ্রার্থং অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্য। ইন্দ্র উপভোগ করিবেন, ভগবানের পূজায় লাগবে—এই জন্যই সোমরসের প্রয়োজন। যদি প্রচলিত মতই গ্রহণ করা যায়, তবু দেখা যাইবে যে, সোমরস সাধারণের পানীয়রূপে প্রস্তুত হইত না। সোমরসের সহিত দেবতার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যেখানে সোমরসের প্রসঙ্গ সেইখানেই দেবতা। তাই মনে হয় যে, সোমরসের কোনও ঐশীশক্তি আছে যদ্দ্বারা ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, 'সোম' বলিতে সাধারণ মাদক দ্রব্য বুঝায় না। মাদকদ্রব্য ও সোমরসে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান—তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই বেদের অন্যত্রও প্রমাণিত হইয়াছে বিশেষতঃ যজ্ঞের জন্য, ভগবদারাধনার জন্য, মাদক-দ্রব্যের কি প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক 'ইন্দ্রায়' পদে আমরা অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রাপ্ত্যর্থে চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তাহা না হইলে অমৃতত্বলাভ অসম্ভব—ইহাই মন্ত্রের মূলভাব। মন্ত্রের মধ্যে যে 'ইন্দবঃ' বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাকে 'মধুমত্তমাঃ'—অমৃতময় অথবা অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই অমৃতময়, অমৃতস্বরূপ। উহাই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। মানুষের মনে যখন পবিত্রতা আসে, ভগবানের প্রতি অনন্যমুখী ভক্তি আসে, তখন মানুষের মন আপনিই অমৃতত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯ম ৩ধ ১সূ-১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ ধেনবঃ ন বৎসং' (স্নেহপরায়ণাঃ ধেনবঃ যথা প্রেমেণ তেষাং বৎসং প্রতি শব্দায়ন্তি, প্রধাবন্তি বা তদ্বৎ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ—সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমস্য পীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য পানায় গ্রহণায় বা, শুদ্ধসত্ত্বলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং) 'অভ্যনূষত' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহপরায়ণা ধেনুগণ যেমন প্রেমের সহিত তাহাদের বৎসের প্রতি শব্দ করে, সেইরূপভাবে জ্ঞানী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানায় 'ইন্দ্রং' 'অভি অনূষত' অভিষ্টুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'বৎসং ন' বৎসং যথা পয়ঃপানায় অভিশব্দয়ন্তি তদ্বৎ। 'ধেনবঃ' 'মাতরঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৩খ-১সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জ্ঞানিগণ ভগবানের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য মানবের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে, মানুষ আপনা হইতেই সেই পরমপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান—ভগবৎশক্তি। ভগবানই জ্ঞানরূপে মানুষের মধ্যে বিরাজিত থাকেন। যখন হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝা যায় যে, ভগবানের শক্তি তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। যাঁহার কৃপায় জগৎ বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপাবলে মানুষ বাঁচিয়া আছে, যাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে, মুহূর্ত্তে জগৎ জড়পিণ্ডমাত্রে পর্যবসিত হয়, সেই পরমপুরুষের প্রতি মানুষ ভক্তিপরায়ণ না হইয়া কি থাকিতে পারে? মানুষ যখন জানিতে পারে যে, মায়ের বুকে যে স্নেহামৃতনির্ঝরিণী আছে, যাহার সুধাধারা পাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যে স্নেহামৃত মানবকে এই মরজগতে দেবত্বের ছবি প্রদর্শন করায়, অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করায়, সেই

অমৃতনির্ঝরিণীর উৎস ভগবান। মানুষ যখন জানিতে পারে যে মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব সুষমা সেই অমৃতস্বরূপের স্নেহের এক কণামাত্র প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি মানুষ সেই অমৃতের সিন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? মানুষ তখন এই বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয়,—সেই অমৃতসাগরে আপনার অনন্ত পিপাসা মিটাইতে চায়। মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই ভূমানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহার জীবনের প্রধান কথা—'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পে সুখ নাই, বিন্দুতে পিপাসা মিটিবে না—সিন্ধু চাই, ভূমানন্দ চাই। মানুষের মনে পরিপূর্ণ পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেও যে অতৃপ্তির সুর বাজিতে থাকে, হাসির মধ্যেও যে কান্নার সুর ধ্বনিত হয়, সে আর কিছুই নয়, তাহা ভূমার আহ্বান। মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত ভূমার যে নিকটতম সম্বন্ধ আছে, এ তাহারই ক্রিয়া। সেই ভূমানন্দের, শাশ্বত সুখের ধ্বনি চিরকালই মানুষের মনে বাজিতেছে। কিন্তু মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়া মানুষ তাহা শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও তাহা সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যখন মানুষ সেই আহ্বানকারীকে জানিতে পারে, তখনই তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। ভূমানন্দলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা জানিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করে। যখন সে সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন তাহার আর দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান থাকে না; আকুল হইয়া সে সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য ছুটে;—আপনার হৃদয়ের ও মনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দিকে প্রেরণ করে।

হৃদয়ের এই ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটী উপমা দ্বারা। সেই উপমাটী এই "ধেনবঃ ন বৎসং" অর্থাৎ ধেনুগণ যেমন আগ্রহের সহিত ব্যাকুলতার সহিত স্নেহভরে তাহাদের বৎসের অভিমুখে যায়, সাধকগণও সেইরূপ প্রেমভরে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়,—তাঁহার আরাধনা করে। সাধকগণ, জ্ঞানীগণ যখন জানিতে পারেন যে, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তিনিই স্নেহপারাবার—অনন্ত করুণাসাগর; তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। মানুষকে একদিন তাঁহার চরণতলে যাইতেই হইবে। অজ্ঞানতার জন্য সে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এখানে 'জ্ঞানী সাধক' বলার উদ্দেশ্য এই যে,—ভগবানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাধকের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নাই;—তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর সেই জন্যই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমপুরুষের সন্ধানে বাহির হইতে পারেন। তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতার পরিচয় দিবার জন্যই "ধেনবঃ নঃ বৎসং" উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্তানের জন্য মায়ের যে ব্যাকুলতা ভগবানের জন্য সাধকের মনে যখন সেইরূপ ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে, তখনই তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। উপমার ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব

পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।" (৯অ-৩খ-১সূ-২সা)।

——*——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদচ্যুৎ' (পরমানন্দদায়কস্য ভক্তিরসস্য প্রাবয়িতা ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সদনে' (যজ্ঞস্য স্থানে,—সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'ক্ষেতি' (নিবসতি)। অপিচ, 'সিন্ধোঃ ঊর্ম্মা' (ঊর্ম্ময়ঃ যথা সিন্ধোঃ হৃদি তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ, ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ ইত্যর্থঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গৌরী' (গিরিবৎ স্থিরে অবিচলিতে, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'শ্রিতঃ' (নিবসতি, যদ্বা তং হৃদয়ং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। (নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়তে; অপিচ স্থিরং অবিচলিতং ভক্তহৃদয়ং হি শুদ্ধসত্ত্বস্য আধারঃ ইতি ভাবঃ)। (৯অ-৩খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক ভক্তিরসের প্রাবয়িতা শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকে। অপিচ, ঊর্ম্মিমালা যেমন সিন্ধুহৃদয়ে আশ্রিত থাকে; সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের প্রজ্ঞাপক সেই শুদ্ধসত্ত্ব গিরিবৎ স্থির অবিচলিত অথবা জ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় অথবা সেই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বিদ্যমান থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়; এবং স্থির অবিচলিত ভক্ত-হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ)। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদচ্যুৎ' মদকরস্য রসস্য চ্যাবয়িতা সোমঃ 'সদনে' গন্তব্য স্থানে 'ক্ষেতি' নিবসতি। এতদেব বিবৃণোতি 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'ঊর্ম্মা' ঊর্ম্মৌ তরঙ্গে 'বিপশ্চিৎ' বিদ্বান্ সোমঃ 'গৌরী অধি' গৌর্য্যামধি। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদঃ, মাধ্যমিকায়াং বাচি গৌরী গান্ধর্ব্বীতি বাঙ্নামৈতৎ (নিঘ০ ১।১১।৫।৬)। 'শ্রিতঃ' নিবসতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। শুদ্ধসত্ত্বে অন্তরে ভক্তির উদয় হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে; আর স্থির অবিচলিত হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্ব উপাজিত হয়। অর্থাৎ, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার অন্তরে অনন্যা ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্ব সত্তাবাদি সেই হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! আমরা নিম্নে ভাষ্যের অনুসারী একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'মদস্রাবী সোম নদী-তরঙ্গ-স্থলে বাস করেন। বিদ্বান্ সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন'। সমস্যা একটু জটিল হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সোম পর্ব্বতের সানুদেশে, প্রস্তরের 'ফাটালে' জন্মে এবং বৃষ্টির জলে তাহা প্রবর্দ্ধিত হয়। এখানে আবার বলা হইল—নদী-তরঙ্গ-স্থলে সোম বাস করেন অর্থাৎ নদীতরঙ্গে যে স্থান বিধৌত হয়, সোম সেই বারিবিধৌত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে সে প্রদেশের ভূমি সিক্ত হয় বলিয়া, তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য বৃষ্ট্যাদির আর আবশ্যক হয় না। তার পরই আবার বলা হইল, সেই সোম বিদ্বান্ আর তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। লতা হইতে শরীরী আবার শরীরী হইতে অশরীরী। তিনি বিদ্বান; সুতরাং তাঁহাকে শরীরী মনুষ্যাদি বলা যায় না; আবার তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে অশরীরী ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ, মাধ্যমিক বাক্য সূক্ষ্ম সামগ্রী; সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাই বাক্যকে আশ্রয় করিতে হইলে সোমের সূক্ষ্ম অশরীরী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই! সোম যখন 'নদীতরঙ্গস্থলে' রহিয়াছেন, তখন তাঁহার একরূপ প্রকট হইল; বিদ্বান-রূপে তাঁহার একরূপ প্রকাশ পাইল; মাধ্যমিক বাক্যে যখন তিনি অবস্থিত হইলেন, তখন আবার তিনি অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেন! জড় হইতে অজড়; তার পর একেবারেই সূক্ষ্মাবস্থা! বহুরূপ না হইলে, এরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় কি? আমরা এই বহুরূপেই

সোমকে দর্শন করি। তবে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় সেই বহুরূপের স্বরূপ যে ভা
প্রকটিত, তাহাতে ভাব ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। আর সেই ভিন্ন ভাবেই ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্র
হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সোমকে 'বহুরূপ' বলিয়া মনে করি; সেই জন্য আমাদের ব্যাখ্যায় সোমের গ
এক স্বরূপাবস্থাই প্রকটিত হইয়াছে। বহুরূপের একরূপত্বই আমরা ব্যাখ্যায় প্রদ
করিয়াছি। বহু হইয়াও সোমরূপী সেই ভগবান একভাবে ভক্ত সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে
ভক্তের চক্ষে যে তাঁহার বহুরূপ এক হইয়া সেই এক বিরাটরূপই প্রতিভাত হয়, আমা
ব্যাখ্যায় সেই বিশেষত্বই পরিস্ফুট হইবে। কি ভাবে আমরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই চরম লে
উপনীত হইয়াছি, একে একে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের প্রদত্ত মর্ম্মা
সারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এমন অংশে কর্ম্মের মধ্যেই যে শুদ্ধসত্ত্ব অধিষ্ঠি
থাকে; অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয় এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন, সে কর্ম্ম
এমন কোন্ কর্ম্ম, যদ্দ্বারা অন্তরে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইতে পারে? 'সদনে' পদে সেই ক
স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন - 'যজ্ঞস্য স্থানে।' আমর
তাঁহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, 'সদনে' পদের অর্থ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মণি।' যজ্ঞ বলি
সৎকর্ম্মকে বুঝায়। দেবোদ্দেশ্যে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা যাউক, এক হিসাবে তাহাই য
পদবাচ্য। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে সত্ত্
সমাবেশ হয় কি প্রকারে! সৎকর্ম্মের সাধনে, সতের অনুধ্যানে, অন্তরে আপনা-আপ
সদ্ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। সৎস্বরূপের আরাধনা—সদ্ভাবের উন্মেষণ ভিন্ন সত্ত্বপর হয় কি
তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে সদ্ভাব সৎকর্ম্মে অবস্থিত। 'মদচ্যুৎ' পদের 'মদস্রাবী'
পরিগৃহীত হয়। ভাষ্যমতে 'মদ' পদে 'মদকর রস' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ,
রস পান করিলে মাদকতা জন্মে, সোম সেই রসের 'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবক। এখ
ভাষ্যকার সেই গতানুগতিক পন্থার অনুসরণেই মাদকতাগুণসম্পন্ন সোমরসকেই ল
করিয়াছেন; আর সেই ভাবেই তাঁহার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের 'সোম'
রস ক্ষরণ করেন, সে রসের গুণও মত্ততা উৎপাদন করা বটে; কিন্তু সে মত্ততা মদ্যপা
মত্ততা অপেক্ষা একটু উচ্চ-প্রকৃতির। ভক্তি-রসের যে মত্ততা সে মত্ততার তুলনা অ
কি? সে রস পানে প্রাণের দেবতাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন; সে রস পানে তিনিও সেখান
নৃত্য করিতে থাকেন। আমাদের সোম সেইরূপ 'মদচ্যুৎ'; আমাদের সোম সেই ভক্তিরসে
'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবয়িতা। সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা - যে ভা
রসামৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, সে রসামৃত-পানে সাধক মত্ত হন, ইষ্টদেবকে—ভগবানকে মাতা
তুলেন। এইরূপ অর্থেই 'মদচ্যুৎ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

'সিন্ধোঃ উর্ম্মৌ' - মন্ত্রের অন্তর্গত এই উপমায় এক উচ্চভাবের দ্যোতনা করে। উর্ম্মি
যেমন সিন্ধুবক্ষে উত্থিত হইয়া সিন্ধুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, অপিচ উর্ম্মি যেমন সিন্ধুরই অংশীভূ
সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই উত্থিত হয়, আবার উর্ম্মির ন্যায় সেই হৃদয়েই আ

গ্রহণ করে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব সেই সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েরই অংশীভূত। তারপর 'গৌরী' পদের লক্ষ্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে 'গৌরী' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাধ্যমিকায়া বাচি'। আমরা 'গির' শব্দ হইতে অপত্যার্থে গৌরী পদ নিষ্পন্ন করি। আবার 'গৌরী' পদে জ্ঞান-দীপ্তিও বুঝাইতে পারে। "গৌরী রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণি"—নির্ঘণ্টু ভাষ্যে (৫১৫—৮০৮ পৃষ্ঠা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'সা দীপ্তিমতী' এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাই। এইরূপ অর্থ হইতেই 'গৌরী' পদের 'জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে'—এই দ্বিতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্তর স্থির অবিচলিত হয় তখনই, যখন সে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। অজ্ঞানতা—রিপুশত্রুর উপদ্রবাদিই সে চিত্ত-বিক্ষোভের মূলীভূত। সেই বিক্ষোভ দূর হইয়া অন্তর যখন স্থির অটল অচল হয়, তখনই হৃদয়ে দেবভাবের—শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হইয়া থাকে। মন যখন সমুদায় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া অবস্থিত হয়, তখনই তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি অনুরাগ ক্রোধ ও ভয় শূন্য, সেই মুনি অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মে লীন হইয়াছে—তিনিই স্থিতধী বলিয়া অভিহিত হয়েন। ফলতঃ, যিনি সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ। গীতায় ভগবদুক্তিতে এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

ফলতঃ, জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না; সেইরূপ সংসারে নিমজ্জমান থাকিয়াও যিনি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত নহেন; অপিচ, ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল হইতে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গসঙ্কোচন করিতে সমর্থ, তাঁহারই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য-বিরাজমান। সেই হৃদয়ই জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে নিত্য-উদ্ভাসিত। ফলতঃ, চিত্তস্থৈর্য্যই সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির মূলীভূত। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির পরিস্ফুরণ হয়। এইরূপ ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৯ম—৩প—১সূ—৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩

দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যা বারে মহীয়তে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (নবম মণ্ডল, প্রথম সূক্ত, তৃতীয় সাম)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (বিদ্রষ্টাঃ, বুদ্ধিমান ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানী) 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) তেন 'দিবঃ নাভা' (দ্যুলোকস্য নাভৌ, দ্যুলোকস্য মূলীভূতে ইত্যর্থঃ) 'অব্যাবারে' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে —অবস্থিতঃ ইতি যাবৎ) পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মহীয়তে' (পূজ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৩খ—১সূ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান্ সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার (অর্থাৎ সেই সাধকের) দ্বারা দ্যুলোকের মূলীভূত, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে অবস্থিত, অর্থাৎ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব পূজিত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'সুক্রতুঃ' সুপ্রজ্ঞঃ 'কবিঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মা 'বিচক্ষণঃ' বিদ্রষ্টা স 'সোমঃ' 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'নাভা' নাভৌ নাভিভূতে 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'মহীয়তে' পূজ্যতে॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (১১৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের মূল বস্তু সোমরস নামক মস্ত। সেই মস্ত পূজিত হয়েন, ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। এই সোমরসের মহিমা বিস্তার করিবার জন্য তাহার প্রতি কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

'দিবঃ নাভা' পদদ্বয় 'অব্যা বারে' পদদ্বয়ের বিশেষণরূপে ভাষ্যাদিতেও গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের অর্থ—"অন্তরীক্ষস্য নাভিভূতে"—অন্তরীক্ষলোকের, আকাশের (অপর বিবরণকারের মতে দ্যুলোকের) নাভিস্বরূপে, কেন্দ্রস্বরূপে অথবা আকাশের বা স্বর্গের

মূলীভূত কারণে। শেষোক্ত বিশেষ্য পদদ্বয়ের অর্থ —"মেষলোমে"। তাই এই উভয় অংশের অর্থ দাঁড়াইল এই—'আকাশের বা স্বর্গের নাভিস্বরূপ (অথবা কেন্দ্রস্বরূপ) মেষলোমে।" এখন ব্যাপারটা একটা হাস্যকর হইয়া উঠিল। 'মেষলোম অর্থাৎ ভেড়ার লোমকে (প্রচলিত-মতে যাহা দ্বারা দশাপবিত্র নামক সোমরসের ছাকুনি প্রস্তুত হয়) বলা হইতেছে, দ্যুলোকের নাভিভূত অর্থাৎ কেন্দ্র-স্বরূপ। 'নাভা' এবং 'বারে' পদদ্বয় সপ্তম্যন্ত এবং ভাষ্যকার কোনরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াই উহাদের সপ্তম্যন্ত অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে 'নাভৌ, নাভিভূতে' এবং 'বালে'; আর এই দুইটিকে বিশেষ্য-বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যার ভাব-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মেষলোম হঠাৎ এত উচ্চস্থান লাভ করিল কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা যাইতেছে না। এখানে রূপক ব্যাখ্যারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা মোটেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব বুঝিতে পারি নাই, এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন সঙ্গত ভাব প্রকাশ হয় বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

শুধু তাই নয়। সোমরসকে 'বিচক্ষণঃ' 'সুক্রতুঃ' ও 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য খুব বুদ্ধিমান্ (অথবা বুদ্ধিদাতা) এবং তিনি 'সুক্রতুঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক ও 'কবিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীও বটে। অর্থাৎ একজন মাতালও মদ্যের যেরূপ প্রশংসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে, মন্ত্রে তার চেয়ে শতগুণ প্রশংসা করা হইয়াছে। মদ্য যে কিরূপে জ্ঞানী (অথবা জ্ঞানদাতা) ইত্যাদি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি যে, মদ্যের মত হেয়, ঘৃণিত জিনিষ আর নাই। মানুষকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে লইয়া যাইতে মদ্য অদ্বিতীয় সহায়কারী ও পথ-প্রদর্শক। সেই মদ্যের এবম্বিধ প্রশংসা মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে উপরোক্ত বিশেষণত্রয় 'সোমের' সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই। এই তিনটী বিশেষণ 'যঃ' পদকে বিশেষিত করিতেছে। অবশ্য 'সোম' শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করে। তথাপি মন্ত্রটীকে সম্পূর্ণভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত তিনটী বিশেষণপদ 'যঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই— "বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার দ্বারা...সোম পূজিত হয়েন"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই সত্য-পথ দর্শন করিতে পারেন এবং সেই পথে চলিতে পারেন। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অনায়াসেই সত্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞানকে দ্যুলোকের নাভিভূত, কেন্দ্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু দ্যুলোকের কেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। জ্ঞান-শক্তি-বলেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ৯অ—৩খ—১সূ—৪সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যঃ সোমঃ কলশেম্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ।
২উ ৩ ১ ২
তমিন্দুঃ পরিষস্বজে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'কলশেষু' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু, সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদয়েষু) 'আ' (আস্তে, বর্ত্তমানঃ ভবতি) সঃ 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে অন্তঃ' (পবিত্র-হৃদয়মধ্যে) 'আহিতঃ' (নিহিতঃ, অধিষ্ঠিতঃ ভবতি); ভগবান্ 'তং' (তং পবিত্রং হৃদয়ং) 'পরিষস্বজে' (প্রবিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং পবিত্রসাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব সর্ব্বলোকের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধীকৃত হইয়া পবিত্র-হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়; ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পবিত্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সোমঃ 'কলশেষু' কুম্ভেষু আস্তে; যশ্চ 'পবিত্রে' পবিত্রস্য 'অন্তঃ' মধ্যে 'আ হিতঃ' নিহিতঃ, 'তং' স্বামংশভূতং সোমং 'ইন্দুঃ' তদভিমানী সো দেবঃ 'পরিষস্বজে' প্রবিশতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ ° §:•—————

মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাবের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপিয়া যে সত্ত্বভাব আছে, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে যে সত্ত্বভাব শক্তিরূপে বিরাজিত, তাহাই যখন

সাধন-বলে মানুষের হৃদয়ে বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র হইয়া উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির পথে চলিতে সমর্থ হয়। আকাশ যেমন সর্বব্যাপী সর্বত্র সর্ব বস্তুর মধ্যে বর্তমান, ঠিক তেমনিভাবে সত্ত্বভাব সর্ব বস্তুর মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিত আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে সাধন-বলে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কোন শক্তির অস্তিত্ব-মাত্রই যথেষ্ট নহে, তাহা ব্যবহার করিবার যোগ্যতা থাকাও চাই, এবং সেই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগীও করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শক্তি যদি সকলের মধ্যেই থাকে তবে তদ্দ্বারা সকল লোক উন্নত হইতে পারে না কেন? সূর্যরশ্মি তো পৃথিবীর সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে সূর্যরশ্মি-সম্পাতে কেবলমাত্র সূর্যকান্ত মণিই বা অগ্নি বিকীরণ করে কেন? কোন বস্তু বা শক্তি বাহির হইতে আসিলেই মানুষের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয় না। সেই শক্তি বা বস্তু ব্যবহার করিবার উপযোগী যোগ্যতা থাকাও চাই।

তাই বর্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—যে সত্ত্বভাব বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত আছে, যাহার উপস্থিতিতে বস্তুর সত্তা সত্ত্বপর হয়, সেই বস্তু যখন সাধন-বলে বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধক-হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েন। বীজের মধ্যে গাছ বর্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি বীজমাত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হয়, সেই অঙ্কুর বার্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে সেই বীজের দ্বারা কাহারও কোনও লাভ হয় না। বীজের মধ্যে সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) থাকে মাত্র। সেই বীজকে যদি উপযুক্ত-ভাবে যত্নের সহিত অঙ্কুরিত করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর বার্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে তাহা ফলফুলশোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। সত্ত্বভাবও শক্তির বীজ, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) বর্তমান আছে। মানুষ সাধনার অভাবে এই শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। তাই শক্তির অধিকারী হইয়াও উন্নতিলাভে অসমর্থ হয়। যাহারা সাধন-শক্তিবলে সত্ত্বভাবের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারা ভগবচ্চরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"তং পরিষস্বজে"। অর্থাৎ ভগবানই সেই সৌভাগ্যশালী সাধককে প্রাপ্ত হয়েন।

নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই বর্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শেষাংশ অর্থাৎ "সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন" এই অংশ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। এখানে দেখা যাইতেছে যে 'সোম' ও 'ইন্দু'—সোম ও সোমদেব দুই পৃথক সত্তা। এই নূতন সত্তা 'সোমদেব' কে? একটী হিন্দি ব্যাখ্যাতে এই অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"সোমমে চন্দ্রমাকা অভিমানী দেবতা প্রবেশ করতা হ্যায়।" এখানে দেখা যাইতেছে, 'সোম' বা 'ইন্দু' সোমরস হইতে একেবারে চন্দ্রে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অন্যত্রও এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একজন প্রচলিত ব্যাখ্যাতার

মত এই যে, 'সোম' শব্দে প্রথমতঃ 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্যকেই বুঝাইত। তারপর ক্রমশঃ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 'সোম' বলিতে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্রকে বুঝাইত। সোমকে অনেক স্থলে অমৃত বলা হইয়াছে। 'সোম' চন্দ্রে পরিবর্তিত হইলেও লোকে সে কথা ভুলে নাই, তাই চন্দ্রকে অমৃতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ভাব লইয়া চন্দ্র, অমৃত ও রাহুকেতুর উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। এখনও পর্যান্ত লোকে তাই চন্দ্রকে অমৃতাধিপতি বলিয়া কবিতা রচনা করে। আমরা এখানে সোম-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইলাম। অবশ্য তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মতাদির সারবত্তা প্রদর্শন করিবার জন্যই এতটুকু লিখিতে হইল। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।*

— — * — —

ষষ্ঠং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জিন্বন্ কোশং মধুশ্চ্যুতম্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সমুদ্রস্য' (সত্ত্বসমুদ্রস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অধিবিষ্টপি' (স্থানে—ভগবৎসমীপে ইতি ভাবঃ) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'প্রেষ্যতি' (প্রেরয়তি); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মধুশ্চ্যুতং' (মধুকামিনং, অমৃতকামিনং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (পাত্রং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'জিন্বন' (পূরয়ন্ পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ ভগবদারাধনয়া চ সাধকাঃ অমৃতত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্থানে অর্থাৎ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করে; সেই শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এবং ভগবদারাধনার দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণং-ভাষ্য।

'ইন্দুঃ' সোমঃ। উন্দী ক্লেদনে (রু° প°)—ইত্যস্য রূপং ক্লেদনবানস্তং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনশ্চ্যাবকং দ্রোণকলশং 'জিন্বন্' প্রীণয়ন্ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। সমুদ্রস্যান্তরিক্ষস্য 'অধিবিষ্টপি' নিষ্টব্ধে স্থানে 'বাচং' 'প্রেষ্যতি' প্রেরয়তি; পবিত্রে পূয়মানঃ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটীর একটী অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—"সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন'। ভাষ্যকার 'ইন্দুঃ' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে 'ক্লেদনবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ব মন্ত্রে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমদেব বা চন্দ্র'। আবার, অন্যান্য স্থলে এই 'ইন্দুঃ' পদের 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তাই তিনি বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কোনস্থানেই মন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। সেখানে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ, 'সোমঃ'; 'কোশং' পদের অর্থ 'মেঘং।' সামবেদে উক্ত পদের ভাষ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'জিন্বন্' পদের ঋগ্বেদীয় অর্থ 'প্রীণয়ন্'; কিন্তু সামবেদের ভাষ্যার্থ—ঐ 'প্রীণয়নের' তাৎপর্য্যে 'পূরয়ন্' গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উভয় বেদের ভাষ্যার্থ প্রভৃতির আলোচনা করিয়াও 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। ভাষ্যাদিতেও এরূপ কোনও ভাব পাওয়া যায় না; মন্ত্রে সে প্রসঙ্গ নাই। 'সোম বাক্য উচ্চারণ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা কি বুঝা যায়? 'সোম'—চন্দ্রই হউন আর সোমরসই হউন, কিরূপে বাক্য উচ্চারণ করিবেন? সেই বাক্য কি এবং কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে? তার পর—'সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করে'। মদস্রাবী মেঘ না হয় বুঝা গেল। যে আনন্দ বর্ষণ করে সেই মদস্রাবী মেঘ। কিন্তু সোমরস তাহাকে প্রীত করে কিরূপে? মন্ত্রের অপরাংশ—"অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে"। 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'ভগবৎ-সমীপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা প্রেরণ করে' অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করেন। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে; মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়। তাহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে সাধারণতঃ নানাবিধ বাসনা-কামনা থাকে। চারিদিকের নানাবিধ মায়ামোহের প্রলোভনে মানুষ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষের মন

হইতে অসার হীন কামনা দূরীভূত হইয়া যায়, পাপ মলিনতা দূরে পলায়ন করে। যাহা থাকে—তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব। মানুষের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই কর্ম্ম-শক্তিকে কোনও সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত না করিলে, তাহা অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। যখন মানুষের মধ্যে সদসৎ সমস্ত প্রেরণা থাকে, তখন মানুষ তাহার শক্তিকে সেই প্রেরণাবশে সদসৎকর্ম্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যদি মানুষের হৃদয় হইতে অসৎ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, অসৎ-প্রেরণা সমূলে ধ্বংস হয়, তখন তাহার কর্ম্মশক্তির জন্য একটা দিক খোলা থাকে, তাহা সৎকর্ম্মের দিক। মানুষের কর্ম্মশক্তি যেন কতকটা বাধ্য হইয়াই ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হয়। কারণ শক্তি ক্রিয়াশীল; ক্রিয়া ব্যতীত, গতি ব্যতীত, শক্তি আসিতে পারে না। সুতরাং কাহারও মধ্যে যদি কেবলমাত্র সৎপ্রবৃত্তি, সৎপ্রেরণা থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করেন। সুতরাং তাহার ফলে সাধক আপনার উন্নতি-সাধনেও সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনা, তাহা অনায়াসেই পূর্ণ হয়। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে।" (৯অ—৩খ—১২—৬সা)।*

——— * ———

সপ্তমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্দ্ধেনামন্তঃ সবর্বদুঘাম্।

৩ ১র ২র ৩ ২

হিন্বানো মানুষা যুজা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নিত্যস্তোত্রঃ' (সততস্তোত্রঃ, নিত্যকালারাধিতঃ) 'বনস্পতিঃ' (বনানাং, জ্যোতীষাং স্বামী, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমদেবঃ) 'সর্ব্বদুঘাং' (অমৃতদোগ্ধ্রীং, অমৃতদায়কং) 'ধেনাং' (জ্ঞানং) 'হিন্বানঃ' (প্রেরয়ন, প্রযচ্ছন) 'মানুষা' (মানুষেণ) 'যুজা' (যুক্তঃ, আরাধিতঃ সন ইতি ভাবঃ) তেষাং 'অন্তঃ' (মধ্যে হৃদি ইত্যর্থঃ) আবির্ভূতঃ ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া আরাধনয়া ভগবৎকৃপাং লভন্তে —ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১ম—৭সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকালারাধিত পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেব অমৃতদায়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া মানুষের দ্বারা আরাধিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নিত্যস্তোত্রঃ' সন্ততস্তোত্রঃ 'বনস্পতিঃ' বনানাং স্বামী, সোমঃ 'মানুষা' মানুষাণি 'যুগা' যুগ্মানি অহোনৈকাহাত্মকানি 'হিন্বানঃ' প্রীণয়ন 'সর্ব্বদুঘাং' অমৃতসদৃশাতিপ্রিয়বচনানি দোগ্ধ্রীং 'অন্তঃ' স্তোতৄণাং মধ্যে স্থিতাং 'ধেনাং' স্তুতিরূপাং বাচং গৃণাতীতি শেষঃ। 'ধেনামন্তঃসর্ব্বদুঘাং' —'ধীনামন্তস্সর্ব্বদুঘম্ঃ' - ইতি পাঠৌ॥ (৯অ ৩খ—১সূ - ৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১২০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিল-ভাবাপন্ন বটে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দু'একটী ব্যাখ্যা এমন আছে, যদ্দ্বারা মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি তো হইয়াছেই, অধিকন্তু মূলভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"নিত্যস্তোত্র-বিশিষ্ট, ক্ষীরপ্রসবকারী বনস্পতি (সোম-মনুষ্য)গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটী প্রথম বন্ধনী আছে, প্রথমটির মধ্যস্থিত 'মনুষ্য' শব্দ সম্ভবতঃ বন্ধনীর বাহিরে থাকিয়া 'গণ' এই বিভক্তির সহিত যুক্ত হইবে। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও কোন কোনও স্থলে অনৈক্য আছে। প্রথমতঃ আমরা উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের আলোচনা করিব।

'বনস্পতি' পদে ভাষ্যানুযায়ী 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শব্দার্থের দিক দিয়া না হয় প্রথম অংশ বুঝা গেল, যদিও 'বনস্পতি' পদে সোমকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ব্যাখ্যার পরের অংশ—"মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্ম্ম মধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" 'মনুষ্যগণের জন্য' - চতুর্থ্যন্ত পদ কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না। তারপর 'কর্ম্মমধ্যে' পদ অনুবাদকারের নিজস্ব আমদানী। মূলে আছে 'অন্তঃ'; তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে -"কর্ম্মমধ্যে" আমাদের ধারণা, 'অন্তঃ' পদ 'মানুষা' পদের সহিত অর্থের দিক দিয়া সম্বন্ধ-যুক্ত। উক্ত পদে সেই সাধনাপরায়ণ মানুষের হৃদয়কেই লক্ষ্য করে বলিয়া আমাদের ধারণা। তাই উক্ত পদে

আমরা 'তেষাং মধ্যে, হৃদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর "প্রীত-ভাবে বাস করেন" অংশ মন্ত্রের কোথায়ও নাই; এই বাক্যাংশ বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কিরূপে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতভেদ রহিয়াছে। নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"নিত্যপ্রশংসা কিয়া জানেওয়ালা বনোঁকা স্বামী সোম ঋত্বিজোঁকে যুগ্মরূপসে প্রেরণা করতা হুয়া অমৃতকী সমান প্রিয় বচনোঁকো প্রকাশিত করনেওয়ালা স্তোতাওকে মধ্যমে স্থিত স্তুতিকো স্বীকার করে।"

এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা হইতেই এই হিন্দি ব্যাখ্যারও ভাব অধিগত হইবে। ভাষ্যকার 'যুজা' পদে 'যুগ্মানি অহীনৈ-কাহাত্মকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার এই যজ্ঞার্থক ব্যাখ্যাটীকে আরও বিস্তৃত করিয়াছেন, "দিনৈকসম্পাদ্যমেকাহং, দ্বাদশদিনাতিরিক্তসম্পাদ্যং সত্রং অহীনমন্যং যাগকর্ম্ম।" এই একটী 'যুজা' পদ হইতে এত বড় ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনুবাদকার আবার নূতন ভাব সংযোজন করিয়াছেন, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। 'যুজা' পদে আমরা অর্থ করিয়াছি—'যুক্তঃ'। মানুষের সহিত ভগবান্ যুক্ত হন—সাধনা আরাধনা দ্বারা। এখানে 'যুজা' পদের 'যুক্তঃ' অর্থেই মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

'বনস্পতিঃ' পদের অর্থ 'বনানাং পতি'। 'বন' শব্দ জ্যোতিঃবাচক। জ্যোতিঃর অধিপতি সেই পরমদেবতাকেই 'বনস্পতি' পদে লক্ষ্য করে। তিনিই নিত্য আরাধিত। অহর্নিশ সাধকগণ তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা প্রেরণ করেন। তিনি সাধক-হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমবস্তু অমৃতপ্রাপক জ্ঞান প্রদান করেন। 'বনস্পতিঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'সোম'; কিন্তু মন্ত্রটী বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করেন। তিনিই সাধকের সাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যিনি নিজে জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতির আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে পারেন। জগতে আমরা যে জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাই; তাহা সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়েরই ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। তাঁহার জ্যোতিঃ কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিলাভ করে, জগতে আলোক বিতরণে সমর্থ হয়। যিনি অমৃতস্বরূপ, তিনিই মানবকে অমৃতদান করিয়া কৃতার্থ করিতে পারেন। ভগবানের সেই শক্তি ও মহিমাই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৯অ - ৩খ—১সূ ৭সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম ।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । অষ্টমং সাম ।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ পবমান ধারয় রয়িꣳ সহস্রবর্চ্চসম্ ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'পবমান' (পবিত্রকারক !) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ব !) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবর্চ্চসং' (বহুদীপ্তিং, পরমজ্যোতির্ম্ময়ং ইত্যর্থঃ) 'স্বাভুবং' (শোভন-ভবনং, শোভনাশ্রয়ং, পরমাশ্রয়দায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'ধারয়' (প্রাপয়, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং মোক্ষদায়কং পরমধনং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ - ৩খ - ১সূ - ৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্রয়দায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মোক্ষদায়ক পরমধন লাভ করি।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'পবমান' পূয়মান! পুনান! বা 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'সহস্রবর্চ্চসং' বহুদীপ্তিং 'স্বাভুবং' শোভন-ভবনং 'রয়িং' ধনং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধারয়' প্রক্ষিপেত্যর্থঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ - ৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (১২০১) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অধিগত হইতে পারিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহুদীপ্তিবিশিষ্ট,

সুন্দরগৃহবিশিষ্ট ধনদান কর।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী, সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের কয়েকটী মন্ত্রেও আমরা 'ইন্দো' পদ পাইয়াছি। তাহাতে কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে তৎস্থলেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে আবার 'ইন্দো' পদে 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের প্রার্থনা সোমরসের নিকট করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় মন্ত্রে ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বাভুবং' পদের ভাষ্যার্থ 'শোভনভবনং' অর্থাৎ সুন্দর ঘরবাড়ী। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় সাধক বুঝি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এখানে ঘরবাড়ীর কথা হইয়াছে বটে, তবে তাহা সাধারণ লোকের প্রার্থিত অট্টালিকাদি নয়। সাধক এখানে শোভনাশ্রয় চাহিয়াছেন, যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মানবের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সাধক সেই পরম আশ্রয় অনন্ত আশ্রয় লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, খড়কুটার ঘর বা ইষ্টক প্রস্তরের অট্টালিকা তাঁহারা চাহেন নাই।

সাধক জানেন, এই খড়কুটার বা ইটপাথরের ঘর মাত্র দুদিনের জন্য, তাহা ছাড়িতেই হইবে, মানুষকে একদিন সেই চরমাশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। যে স্থান হইতে কখন ভ্রষ্ট হইবে না, যে আশ্রয় হইতে পতন নাই, সেই পরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানেই সাধক আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত; তাহার অতৃপ্তির কারণ অপূর্ণতা। শুধু অপূর্ণতা বলিলে সত্যের একাংশমাত্র প্রকাশ করা হয়। অপূর্ণতার ধারণাই মানুষকে পূর্ণত্ব সম্বন্ধেও সজাগ করিয়া করিয়া তুলে। পূর্ণত্বের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অপূর্ণতার ধারণা জন্মিতেই পারে না। মানুষের মনে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেই ধারণাকে জীবনে সফল কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়াই মানুষের প্রাণে অতৃপ্তি জাগে। অতৃপ্তি খারাপ জিনিষ নয়, সে মানুষকে তৃপ্তি-লাভের পথে প্রেরণা দেয়।

এই যে পূর্ণ ও অপূর্ণের ধারণা তাহাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। তিনি দেখিতে পান যে, এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের সমস্ত জিনিষই অসার অস্থায়ী ঘরবাড়ী ধনদৌলত সমস্তই দুদিনের অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হয়। তাই তিনি সেই স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। "স্বাভুবং" পদে সেই পরমাশ্রয় নিত্যস্থানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই 'স্বাভুবং' পদের সহিত "সহস্রবর্চ্চসং" বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। সাধারণ ঘরবাড়ী সম্বন্ধে "সহস্রবর্চ্চস" বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১অ-৩খ—১সূ ৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় উনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২   ৩২   ৩২   ৩২উ   ৩   ১র ২র   ৩২
অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্ব্বিপ্রঃ সধারয়া সুতঃ।
১ ২   ৩ ১ ২
সোমো হিম্বে পরাবতি ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা ইত্যর্থঃ) বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানী) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) অবস্থিতঃ সন্ ইতি যাবৎ 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি—ধনানি ইতি যাবৎ) পরমধনং ইত্যর্থঃ 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকান্ ইতি যাবৎ) 'হিম্বে' (প্রেরয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৩খ—১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিদাতা জ্ঞানী পবিত্র প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া প্রভূত-পরিমাণে দ্যুলোকের প্রিয়ধন অর্থাৎ পরমধন সাধকাকে লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা, 'সুতঃ' অভিষুতঃ, সোমঃ 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টে দেশে স্থিতঃ সন্ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'সধারয়া' স্বস্য ধারয়া 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'প্রিয়া' প্রিয়াণি স্থানানি 'অভি' লক্ষ্য 'হিম্বে' প্রেরয়তি। 'দিবঃকবিঃ'—'দিবস্পতিঃ'—ইতি পাঠৌ, 'হিম্বেপরাবতি'—'হিম্বেপরানো অর্ষতি' ইতি চ, 'সুতঃ'—'কবিঃ'—ইতি চ। (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে গমন করেন।" "মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে" স্থলে "ধারারূপে মেধাবীগণের প্রিয়স্থানে" হইবে। সম্ভবতঃ মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই স্থানবিপর্য্যয় সংশোধিত হইলেও ব্যাখ্যায় অনেক গোলযোগ থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ 'হিযে' পদের অর্থ করা হইয়াছে -'প্রেরিত হইয়া'। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার উক্তপদের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'প্রেরয়তি' প্রেরণ করে। আমরাও সঙ্গত-বোধে এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছি।

ব্যাখ্যার মধ্যে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাহা—এই "কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া"। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই দেখা যাইতেছে যে, সোম দ্যুলোকবাসী অথবা দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য দ্যুলোকবাসী হইবে কিরূপে? আর যদি তাহা দ্যুলোকবাসীই হয় অর্থাৎ স্বর্গজাত বস্তু হয় তবে কি তাহা ভগবৎ-শক্তি বলিয়াই পরিগৃহীত হয় না? এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যাখ্যাকার যেন কতকটা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন যে, 'সোম' স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গেই তাহার উৎপত্তি আবার স্বর্গ হইতেই তাহা মেধাবীগণের, সাধকগণের নিকট প্রেরিত হয়। ব্যাখ্যাকারের পথ অনুসরণ করিলেও আমরা মোটামোটীভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি যে, 'সোম' নামে বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যাহার পরিচয়ই পাই, বেদে যাহার সর্ব্বাধ মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোম' শব্দের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্রও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই আরও একটী সত্য লাভ করা যায়, তাহা এই যে, সাধকগণ সেই পরমবস্তু 'সোম' দ্যুলোক হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ 'সোম'এর উৎপত্তি-স্থান, দ্বিতীয়তঃ 'সোমের' গ্রহীতা। উৎপত্তিস্থান—স্বর্গ, ভগবচ্চরণ। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা ভগবানের চরণ হইতেই জগতে নামিয়া আসে। অথবা ভগবানের চরণ হইতে যাহা আসে, ভগবৎকৃপায় জগৎবাসী যাহা লাভ করে তাহা নিশ্চয়ই পবিত্র, মহান, সুন্দর; তাহা মানবের পরম মঙ্গলসাধন করে, তাহা মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণা দেয়।

অপরপক্ষে সেই ভগবৎকৃপা লাভের পাত্র, "কবি, মেধাবী"। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারাই সাধনাবলে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 'সোম'-এর উৎপত্তিস্থান

এবং 'সোমের' গ্রহীতা উভয়ই পবিত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পরম পবিত্র বস্তু—যাহা ভগবান্ হইতে আসিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহা কি মাদক-দ্রব্য "সোমরস"? আমরা তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে যদি এমন পবিত্র বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে পবিত্রতার কোন অর্থ থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ব্যাখ্যাকার তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।

সে যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে, সাধকের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন সাধক স্বতঃই পবিত্রপথে আপনাকে চালিত করেন, সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার ফলে তিনি পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন॥ (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)॥

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্ম্মেরিব স্বনঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২
বাণস্য চোদয়া পবিম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সিন্ধোঃ ঊর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব' (সমুদ্রতরঙ্গস্য শব্দবৎ, সমুদ্রতরঙ্গাৎ শব্দং যথা অহর্নিশ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ) 'তে' (তব) 'শুষ্মাসঃ' (বেগবন্তং আশুমুক্তিদায়কং শব্দং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) নিত্যকালং 'উৎ ঈরতে' (উদ্গচ্ছতি, প্রবহতি, সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বাণস্য' (বীণাযন্ত্রস্য) 'পবিং' (শব্দং) ইব মধুরশব্দং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ 'চোদয়' (প্রেরয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ নিত্যকালং পরাজ্ঞানং লভন্তে; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম ইতি ভাবঃ। (৯অ—৪খ-১সূ-১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সমুদ্রতরঙ্গের শব্দবৎ অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ হইতে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় সেইরূপভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধকহৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাযন্ত্রের শব্দ-তুল্য মধুরশব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'শুষ্মাসঃ' শুষ্মা বেগাঃ 'উৎ ঈরতে' উদ্গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ - 'সিন্ধোঃ' সমুদ্রস্য 'উর্ম্মেরিব' যথা তরঙ্গাৎ 'স্বনঃ' ধ্বনিঃ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ। স ত্বং 'বাণস্য' বিসৃষ্টস্য নালস্য শততন্ত্রীকস্য বীণা-বিশেষস্য 'পবিং'। শব্দ-নামৈতৎ (নিঘ০ ১'১১)। শব্দং 'চোদয়' প্রেরয়, বেগেন স্যন্দমানস্ত্বং বিসৃষ্ট-বাণ-শব্দ-সদৃশং শব্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥১॥

* * *

প্রথম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার হয় নাই, বরং দু'এক স্থলে মূলভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুর্গুণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমপ্রস্তুত প্রণালীর একটা আভাষ পাওয়া যায়। যেন সোমরসকে ছাঁকা হইতেছে এবং বেগের সহিত সেই সোমরস ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে, তখন সোমরস পতিত হইবার সময় যে শব্দ করে সেই শব্দকে ধনুর্গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মোটের উপর উহা একটা সোমরস প্রস্তুতের ছবির একাংশ।

কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা নষ্ট হইয়া যায়। মূলে আছে—'স্বনঃ', উহার অর্থ 'ধ্বনি' 'শব্দ'। ভাষ্যকারও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং "সিন্ধোঃ উর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব" পদসমূহের অর্থ হয়—"সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের ন্যায়"। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'স্বনঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগ'। 'স্বনঃ' পদে কিছুতেই 'বেগ' অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। 'তোমার ধারা' ব্যাখ্যা মধ্যে কোথা হইতে

আসিল তাহা মোটেই বুঝা যায় না। ধারাস্রোতক কোন শব্দই মন্ত্রমধ্যে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সোমার্থকরূপে মন্ত্রটীকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শব্দের মুখ্যার্থেরও ব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের উপমা দ্বারা সোমরসের পতন-সময়ে যে শব্দ হয় তাহাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়েও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। আবার নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ব্যাখ্যাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহাতে নূতনভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! সমুদ্রকী তরঙ্গসে উঠে হুয়ে শব্দকী সমান তেরে বেগ উঠতে হ্যায়, ওয়াহ তু বাণনামক বাজেকে শব্দকো প্রেরণা কর।"

ভাষ্যকার আবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা সায়ণভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বিবরণকারও 'বাণস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন—বীণাবিশেষস্য। ভাষ্যকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার যজ্ঞস্থানের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমুদ্রে সর্ব্বদাই তরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই সঙ্গে তরঙ্গের শব্দ হইতেছে। এই শব্দের আদি নাই অন্ত নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, যেন অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তের প্রতিরূপ এই সাগরবক্ষে অনন্তের গান গাহিয়া যাইতেছে। 'সমুদ্র' সাধারণ-দৃষ্টিতে অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং পার্থিব চক্ষুর ক্ষুদ্র-শক্তির নিকট বিশাল সমুদ্র অসীম বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি, মানবের মনে অনন্তত্বের সাড়া জাগাইয়া দেয়। আবার সেই অনন্তের বুকে মানবজ্ঞানের সীমার অতীতকাল হইতে যে অবিশ্রান্ত অবিরাম শব্দ তাহাও মানুষের মনে নিত্যকালের ভাব আনয়ন করে। তাই এই উপমার সাহায্যে দিক ও কালের ভিতর দিয়াই আমরা দিক-কালাতীতের সম্বন্ধে একটা ধারণালাভ করিতে পারি। তাই সেই অনন্ত দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—এই সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গশব্দ নিত্যকালই বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আপনার মুক্তিদায়কবাণী,—পরাজ্ঞান নিত্যকাল সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও একটী উপমা দ্বারা পরাজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্গীত মানুষের অতি প্রিয় জিনিস। শুধু মানুষ কেন, পশু পক্ষীগণ ও ভীষণ হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের হিংস্রভাব পরিত্যাগ করে। যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বীণা। মহর্ষি নারদ এই যন্ত্রযোগেই হরিনামগানে ত্রিভুবন মোহিত করিতেন। পরাজ্ঞানকে সেই বীণা-শব্দবৎ মধুর বলা হইয়াছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষদায়ক তাহা নয়, উহা আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে ॥ (৯অ—৪খ·১সূ—১সা)। *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
যদব্য এষি সানবি॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যদ্' (যদা) 'সানবি' (উচ্ছ্রিতে, বিশুদ্ধে) 'অব্যে' (অব্যয়ে, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'এষি' (গচ্ছসি, মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তে' (তব) 'প্রসবে' (উৎপাদনে, জন্মনি সতি) 'মখস্যুবঃ' (যজ্ঞমিচ্ছতঃ, সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'তিস্রঃ বাচঃ' (ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি, বেদানুসারিণী প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছতি, উচ্চারিতা ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হৃদি শুদ্ধসত্ত্বে উৎপন্নে সতি সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৪খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে আপনি মিলিত হয়েন, তখন আপনার জন্ম হইলে সৎকর্ম্মসাধকগণের বেদানুসারিণী প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'প্রসবে' সতি 'মখস্যুবঃ' যজ্ঞমিচ্ছতো যজমানস্য 'তিস্রো বাচঃ' ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি। কদেত্যত আহ—'যদ্' যদা 'সানবি' উচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবিময়ে পবিত্রে পবিত্রং 'এষি' গচ্ছসি॥ (৯অ-৪খ-১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§ ✽ §:• ———

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" এই ব্যাখ্যাও ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর"—ইহা অবশ্য সোমরসকে সম্বোধন করিয়া লিখিত এখন সোমরস তরল পদার্থ, তাহা উন্নত 'পবিত্রে' আরোহণ করিবে কিরূপে? অবশ্য যজ্ঞকর্ত্তা তাহাকে পবিত্রে বসাইবেন। কিন্তু অনুবাদকার 'পবিত্রের' আবার একটা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'কুশময়'। এতদিন পর্য্যন্ত ভাষ্যাদিতে মেষলোমময় দশাপবিত্রের' উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু 'কুশময় পবিত্র' অনুবাদকারের বর্ণনা। ভাষ্যেও কুশময় পবিত্রের কোন উল্লেখ নাই। তার পরের অংশই "তোমার উৎপত্তি-দর্শনে......." ইত্যাদি। কিন্তু উৎপত্তি হইল কখন? 'পবিত্রে' আরোহণ করার পূর্ব্বেই নিশ্চয় জন্ম হইয়াছিল, অন্ততঃ প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালী হইতে ইহাই ধারণা হয়। অথচ এখানে বলা হইতেছে যে—পবিত্রের উপর আরোহণ করিলে উৎপত্তি হয়। সুতরাং এখানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যার শেষাংশ—"যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" ইহা "মখস্যুঃ তিস্রঃবাচঃ" পদত্রয়ের অনুবাদ। এই "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয় পূর্ব্বে বহুবার পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার অর্থও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 'তিস্রঃ বাচঃ' অর্থাৎ ত্রয়ী বেদানুসারী প্রার্থনা। ভাষ্যকারও উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি" অর্থাৎ বেদানুসারী বাক্য ভগবন্মহিমাখ্যাপক বা প্রার্থনাদিমূলক। এখানে মন্ত্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত পদদ্বয়ে বেদানুসারী প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা এই অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। "তিন প্রকার বাক্য" এই বাক্যাংশ কোন ভাবই প্রকাশ করে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যজ্ঞার্থ সূচিত হইয়াছে, আমরাও তাহা স্বীকার করি। তবে ব্যাখ্যাকারগণ যেমন সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না, বরং আমাদের ধারণা এখানে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করায় মন্ত্রার্থের মূলভাব নষ্ট হইয়াছে।

যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন মানুষের জীবনে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন আসে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মিলনে যে অপূর্ব্ব বস্তু প্রস্তুত হয়, যে নূতন শক্তি জন্মলাভ করে—সেই শক্তিই এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে। 'প্রসবে' শব্দে এই নূতন শক্তির জন্মবার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। মানবের হৃদয়ে যখন জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র মিলন হয়,

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF
LIBRARY

তখন মানুষ অপূর্ব্ব দেবভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের আরাধনায় রত হয়। সেই প্রার্থনা ভগবন্মার্গানুসারী,—বেদমার্গানুসারী হয়। সেই প্রার্থনায় পার্থিব কামনা বাসনার সম্বন্ধ নাই, তাহা নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্বর পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ থাকে। বেদমার্গানুসারী প্রার্থনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—বেদানুসারী আরাধনা প্রার্থনা দ্বারাই মানবের চরম কল্যাণ লাভ হয়। বেদ জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রতীক, বেদই ভগবানের বাণী। একমাত্র বেদকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ ভব-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বেদই মানবের চরম ও পরম আশ্রয়স্থল, সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন তাঁহার সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা বেদমাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানং মধুশ্চ্যুতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'অব্যা বারৈঃ' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহেন সহ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং, দেবানাং প্রীতিজনকং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'মধুশ্চ্যুতং' (অমৃতময়ং, অমৃতপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরিহিন্বন্তি' (পরিপ্রেরয়ন্তি, তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ কঠোরসাধনেন অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে —ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের সহিত দেবতাদিগের প্রীতিজনক, পাপহারক, অমৃতপ্রাপক, পবিত্রকারক

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতিকরং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অভিষুতং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনো রসস্য চ্যাবয়িতারং 'পবমানং' সোমং 'অব্যঃ' অবেঃ 'বারৈঃ' বালৈঃ 'পরি হিন্বন্তি' ঋত্বিজঃ পরিপ্রেরয়ন্তি। (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§:§:•—————

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়েন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বাদলবৎ, যিনি প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইঁহাকে ঋত্বিক্‌গণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর একটী বর্ণনামাত্র এবং সেই সঙ্গে সোমরসের একটু মহিমাও খ্যাপিত হইয়াছে। সোমকে প্রস্তরফলকের দ্বারা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হইয়াছে। সেই রস দূর্ব্বার ন্যায় সবুজবর্ণ। সেই মধুর রস ক্ষরিত হইতেছে। সেই রসকে ছাঁকিবার জন্য মেষলোমের দ্বারা নির্ম্মিত ছাঁকুনির (অর্থাৎ দশাপবিত্রে) উপর ঢালিতেছেন। অর্থাৎ রস নিংড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া রস ছাঁকা পর্য্যন্ত সোমরস প্রস্তুতের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু মূলমন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের মধ্যে সোম-রসকে টানিয়া আনিয়া একটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সোমরস সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরস 'নবদূর্ব্বাদলবৎ' অর্থাৎ সবুজবর্ণ বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুমোদিত। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ত্রই সোমাত্মক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে, এখানে সোমরস প্রস্তুতের কোন প্রসঙ্গ নাই। সাধকের সাধন-প্রণালী এবং তাঁহার ফললাভের বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

'অদ্রিভিঃ' পদে ভাষ্যাদিতে অর্থ গৃহীত হইয়াছে—'গ্রাবভিঃ' অর্থাৎ প্রস্তরসমূহের দ্বারা। এই ব্যাখ্যা সোমার্থক বলিয়া 'অদ্রিভিঃ' পদকে ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অর্থ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে,—সোমলতাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত; 'অদ্রিভিঃ' পদের দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আমরা মনে করি, 'অদ্রিভিঃ' পদের সহিত 'পরিহিন্বন্তি' ক্রিয়া-

পদের অন্বয় হইতেছে এবং 'অদ্রিভিঃ' পদে সাধকের কঠোর তপস্যাকে লক্ষ্য করে। যে কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, যে কঠোর আরাধনা না হইলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সাধনা পাষাণের চেয়েও কঠোর বলিয়া মনে হয়। উহা যে শুধু কঠোর বলিয়া মনে হয় তাহা নয়, উহা বাস্তবিকই কঠোর। চারিদিকে রিপুগণের আক্রমণ, লোভমোহাদি রিপুগণের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। পর্ব্বতসদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। পাষাণভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, সেই পথ সহজ নয়, তাহা বিপদসঙ্কুল, প্রস্তরকঙ্করময়। যাহাকে শ্রুতি "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলিয়াছেন, সেই বিপদসঙ্কুল সাধনমার্গে সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার উপর রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন তো আছেই।

এই বাস্তব কঠোরতাকে নূতন সাধকের মনোবৃত্তি আরও কঠোর করিয়া তুলে। অনভ্যস্ত পথে চলিতে গিয়া সাধক নিজকে অত্যন্ত বিপন্ন ও অসুস্থ বোধ করেন, স্বভাব-কঠোর পথ আরও কঠোর বলিয়া মনে হয়। সেই কঠোর সাধনমার্গের মধ্য দিয়াই সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদ দ্বারা সেই কঠোর সাধনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'অব্যাবারৈঃ' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তৃতীয়ান্ত এই পদ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধক সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কঠোর সাধনের দ্বারা সাধক পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'অব্যাবারৈঃ' পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। 'হরিং' পদে 'পাপহারক যিনি পাপ হরণ করেন' অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষ্যাদিতে 'হরিদ্বর্ণ - নবদূর্ব্বাদলবৎ' প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'মধুশ্চ্যুতং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের সামান্য মতানৈক্য আছে মাত্র। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ - ৪খ—১সূ - ৩সা)।*

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (পরমানন্দদায়ক) 'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'আ পবস্ব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); তথা 'অর্কস্য' (জ্যোতিষঃ) 'যোনিং' (স্থানং উৎপত্তিনিলয়ং পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (প্রাপয়, পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; এবং জ্যোতির উৎপত্তিনিলয়কে—পরাজ্ঞানকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন! সোম! 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য ইন্দ্রস্য 'যোনিং' উদরভূতং স্থানং 'আসদং' প্রাপ্তুং 'পবিত্রং' অতীত্য 'ধারয়া' সম্পাতেন 'আ পবস্ব' আভিমুখ্যেন ক্ষর॥ (৯অ—৪খ—১সূ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দুই স্থলে পাওয়া যায়। প্রথমবার পাওয়া যায় নবম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তে এবং দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় ঐ মণ্ডলেরই পঞ্চাশৎ সূক্তে। কিন্তু প্রচলিত একটী বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেই একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" (৯ম—২৫সূ—৬ঋ)। পুনশ্চ ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যত্র,—"হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" (৯ম—৫০সূ—৪ঋ)।

এক ব্যাখ্যাকার একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! 'মদিন্তম কবে' পদদ্বয়ের প্রথম অর্থ,—"সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম!" এবং দ্বিতীয়

অর্থ,—"কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম!" দুই ব্যাখ্যাতেই 'সোম' অধ্যাহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষণগুলির অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'মদিন্তম' পদে 'মদপ্রদ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 'মদ' যে পরমানন্দরূপ মদ তাহারও একটু আভাষ ব্যাখ্যাতার মনে জাগিয়াছিল, তাই দ্বিতীয়বারের ব্যাখ্যায় মদিন্তম পদে 'আনন্দবিধাতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত ভাব প্রকাশ করিতেছে। সত্ত্বভাব হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দেয়। যথার্থ আনন্দ, বিমল দুঃখতাপহীন আনন্দ কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লাভ করা সম্ভবপর হয়। যাহার হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি সর্ব্বদাই বিমলানন্দের নেশায় ভরপুর থাকেন। এই দিক দিয়া 'মদিন্তম' পদকে 'মদপ্রদ', অর্থাৎ মাদক-দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একবার যিনি সেই নেশার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি জীবনে আর কখনও অন্য নেশায় আনন্দ পাইবেন না। তাঁহার নিকট অন্য সব বস্তুই অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই 'মদিন্তম' পদে আমরা পরমানন্দদায়ক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদদ্বয়ের মধ্যে আরও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য আছে। 'পবিত্রং' সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন, "পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়,—"কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও।" প্রথম ব্যাখ্যায় কুশের কোনও উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'কুশময়' পবিত্র বলা হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, "অতিক্রম করিয়া" ও "চতুঃপার্শ্বে" একার্থ জ্ঞাপন করে না। এই অংশেও অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য হইয়াছে নিম্নলিখিত অংশে। প্রথম ব্যাখ্যায়, "অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য" এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" এই অংশদ্বয় যে, এক মন্ত্রের এক অংশের ব্যাখ্যা তাহা অনুমান করাই কঠিন। "অর্কস্য যোনিং আসদং" পদসমূহের ব্যাখ্যাই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'ইন্দ্রের স্থান' অর্থই বা হয় কিরূপে অথবা "পূজনীয় দেবতার উদর" অর্থই বা পাওয়া যায় কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'উদর' শব্দ কোথা হইতে আসে তাহা বুঝা দুষ্কর। 'অর্কস্য' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা তাই উক্তপদে "জ্যোতিষঃ, পরাজ্ঞানস্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"অর্কঃ দ্রোণকলশঃ, অথবা অর্কঃ আদিত্যঃ, অথবা আদিত্যরশ্ময়োঽর্কাঃ অথবা অর্কাঃ মন্ত্রাস্তেষাং যোনিং স্থানং"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবরণকারের মতে অর্ক-শব্দ বহ্বর্থক। আমরা বরাবরই অর্ক-শব্দকে জ্যোতিঃবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্তমান স্থলেও তাহার কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। জ্যোতির উৎপত্তিস্থান—পরাজ্ঞান। জ্ঞানই জ্যোতির আদি প্রস্রবণ, সেই জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে সর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীরিত হয়। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ ৪খ ১সূ ৪সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত) উহা উক্ত মণ্ডলের পঞ্চাংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ও বটে।

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
এন্দ্রস্য জঠরং বিশ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (মাদয়িতৃতম, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অক্তুভিঃ' (অঞ্জনসাধনভূতৈঃ, জ্যোতিঃদায়কৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অঞ্জানঃ' (সজ্জিতঃ, যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) ততঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরং' (উদরং, অন্তঃ, সামীপ্যং ইতি ভাবঃ) 'বিশ' (প্রবিশ, প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৪খ - ১সূ - ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! সোম! 'অক্তুভিঃ' অঞ্জনসাধন-ভূতৈঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সংস্তূয়মানঃ স ত্বং 'পবস্ব' ক্ষরত। অনন্তরং 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরং' উদরং 'আবিশ' প্রবিশ। 'এন্দ্রস্যজঠরংবিশ'—'ইন্দ্রইন্দ্রায়পীতয়ে'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

ইতি নবমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

পঞ্চম (১২০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর দুই একটী পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এগ্রস্ত জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে। প্রথম পাঠভেদে তো সোমরসকে সোজাসোজি ইন্দ্রদেবের উদরে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পাঠেও প্রায় তাহাই। যাঁহারা বেদে সোমরস নামক মদ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলিবেন—"ঐ তো বেদেই একেবারে উদরে প্রবেশ করিবার জন্য সোমরসকে বলা হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রদেব যে সোমরস পান করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইন্দ্রের সোমরস পান-সম্বন্ধে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। তবে সোমরস কি এবং ইন্দ্রের তাহা পান করিবার অর্থই বা কি তাহা আমাদের ভালরূপে বুঝা দরকার।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত প্রণালীই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে আনন্দবিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা হইতে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালীও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। কারণ প্রচলিত বর্ণনানুসারে সোমরসকে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করাই সর্ব্বশেষ কার্য্য। কিন্তু এখানে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করার পর বলা হইতেছে,—"তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হওয়ার একটা কোন বিশেষ অর্থ আছে এবং সোমরস প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ কোনও বস্তু নির্দ্দেশ করে। সেই বস্তু কি তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

'অক্তুভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঞ্জনসাধনভূতৈঃ'। অঞ্জন-শব্দ জ্যোতিঃবাচক। যাহা দ্বারা 'জ্যোতিঃ' পাওয়া যায় তাহাই 'অক্তু', তাই আমরা ভাষ্যার্থের অনুসরণেই 'অক্তুভিঃ' পদে "জ্যোতির্দায়কৈঃ" অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসরণে অনুবাদকার "গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ হইয়াছে—"গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি।" তাই 'অক্তুভিঃ গোভিঃ' পদদ্বয়ের একত্র মিলিত অর্থ,—"অঞ্জনসাধনভূত অর্থাৎ সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদির সহিত।" কিন্তু এই উভয় পদের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই উভয় পদের অর্থ হয়—'জ্যোতির্দায়ক জ্ঞানকিরণের সহিত'। জ্ঞানই জ্যোতির মূল উৎস। সর্ব্বজ্যোতির আধার, সকলের আলোক—জ্ঞান। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপেক্ষা মহত্তর জ্যোতির্ম্ময় আর কিছুই নাই। 'অজ্ঞানঃ' পদের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যাখ্যার এই অংশ আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'অক্তুভিঃ গোভিঃ অজ্ঞানঃ' পদত্রয় একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"জ্যোতির্দায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত"। উহা শুদ্ধসত্ত্বের উপযুক্ত বিশেষণ। যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন সাধকের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কেবলমাত্র জ্ঞান বা

শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একত্র মিলন ঘটিলে সাধক অনায়াসেই ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের সহগামী। একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সাধনার প্রণালী ও স্তরভেদ এই উভয়ের যে কোন একটী উপস্থিত হইতে পারে। জ্ঞান জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে মলিনতা হীনতা হইতে মুক্ত করে। তাই যখন এই উভয় ভাগবতী শক্তি একত্র মিলিত হয়, তখন সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবির্ভাবে পবিত্র হয়। মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারা আমাদের এই মত সমর্থিত হইতেছে। মন্ত্রের শেষাংশে—"ইন্দ্রস্য জঠরং বিশ" অর্থাৎ আমাদের হৃদয়োৎপন্ন অথবা হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবৎসমীপে গমন করে—ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের পবিত্র ভাব। ভগবান্ যখন আমাদের সেই পূজোপহার গ্রহণ করেন তখনই আমাদের আরাধনা সাধনা সার্থক হয়। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯ম ৪থ—১সূ ৫সা)।*

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২
অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'যঃ' (যা—দীপ্তিঃ ইতি যাবৎ) 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়, যদ্বা রিপুসংগ্রামেষু) 'নবতীর্নব' (অসংখ্যান্ রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'অবাহন্' (বিনাশয়তি) 'অয়া' (অমুয়া) 'বীতী' (বীত্যা, দীপ্ত্যা সহ) 'পরিস্রব' (প্রকৃষ্টেন পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দীপ্তিমন্তং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯ম-৫থ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দদানের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অয়া' অনেন রসেন 'বীতী' বীত্যৈ ইন্দ্রস্য ভক্ষণায় 'পরিস্রব' পরিক্ষর। কীদৃশেন রসেনেত্যত আহ—'তে' তব 'যঃ' রসঃ 'মদেষু' সংগ্রামেষু 'নবতীর্নব' নবনবতি-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ 'অবাহন' জঘান। ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্র উক্ত-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ জঘানেতি কৃত্বা রসো জঘানেত্যুপচারঃ॥ (৯অ-৫খ-১সূ-১সা)॥

* . *

প্রথম (১২০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক জন ব্যাখ্যাকার এই শম্বর শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—মেঘ, উদক, বল। কেহ আবার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে শম্বর নামে দৈত্য-বিশেষের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টানিয়া আনিবার কোনই সার্থকতা দেখি না। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন' পদদ্বয়ে অসংখ্য শত্রু বিনাশ বুঝায়। চারিদিকে অসংখ্য-শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদিগকে জয় করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে এই সকল রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হইয়াছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা নাই। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'অসংখ্য-রিপু বিনাশ করে' এই অর্থ-ই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

'বীতী' পদ দীপ্ত্যর্থক। সত্ত্বভাবের যে জ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানতা প্রভৃতি মোক্ষমার্গে বিঘ্ন-শত্রুগণ পরাজিত হয়, 'বীতী' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিবরণকারও 'বীতী' পদে 'কান্তি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি ভাষ্যশেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"অমুং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান শম্বরপুরীর্জ্জঘানেতি।" অর্থাৎ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতা নবনবতি শম্বর পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভগবত্তাৎবিকাশে এরূপ ব্যাখ্যা

কোনও সার্থকতাই আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের অর্থ তাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আর 'সোম' বলিতে তাঁহারই বিভূতিরাজি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝি। মানুষকে ভগবদনুসারী করিবার জন্যই বেদ-মন্ত্রের অবতারণা। তাহাতে কোনও কুরুচির বা কুভাবের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। এই ভাবেই,—এই দৃষ্টিতেই আমরা পূর্ব্বাপর বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ভক্তিসুধা গ্রহণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; পাপ নাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)।*

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'ইত্থাধিয়ে' (সত্যকর্ম্মণে) 'দিবোদাসায়' (ভগবদারাধনাপরায়ণায়, ভক্ত মুক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'শম্বরং' (শত্রুপুরাণাং স্বামিনং, প্রবলরিপুং) 'অধ' (ততঃ, তথা) 'তুর্ব্বশং যদুং পুরঃ' (জ্ঞানভক্তিবিঘাতকানি পুরাণি, জ্ঞানভক্তিনাশকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'সদ্য' (সপদ্যেব, সদৈব) বিনাশয়সি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশং করোতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্যকর্ম্মা ভগবদারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তাঁহার মুক্তিলাভের জন্য, প্রসিদ্ধ প্রবল রিপু এবং জ্ঞানভক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প্র-৫দ—৩খ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বিনাশক রিপুসমূহকে মুহূর্ত্তমধ্যে (সর্ব্বদা) বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগের রিপুনাশ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—১সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সত্যঃ' একস্মিন্নেবাহনি 'পুরঃ' শত্রুণাং পুরাণি সোমরসাঃ অবাহন্। 'ইত্থাধিয়ে' সত্য-কর্ম্মণে 'দিবোদাসায়' রাজ্ঞে 'শম্বরং' শত্রু-পুরাণাং স্বামিনং 'অধ' অথ অনন্তরং 'ত্যং' তং 'তুর্ব্বশং' তুর্ব্বশনামানং রাজানং দিবোদাসশত্রুং 'যদুং' যদুনামকঞ্চ রাজানমবাহন্। অত্রাপি সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ সর্ব্বমেতদকার্ষীদিতি সোমরসে কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যতে। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যখন পার্থিব সাহায্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহা লাভ করিবার অথবা তৎ-সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত মানবের প্রকৃত বন্ধু অন্য কেহ নাই। তিনি মানবকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। মানুষের যাহা কিছুর প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে;—কেবল তাঁহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব! তুমি রিপুশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; তাঁহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি। যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাঁহার রিপুভয় থাকে না, কোন আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না।

তাই ধ্রুব যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামান্য পার্থিব রাজ্যসম্পদ পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও, যাঁহার কটাক্ষে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাঁহার নিকট পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যই হীনপ্রভ

হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হও। দেখিবে তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পৎ, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্র স্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্রাটের সম্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে! তবেই তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।"

সেই সতী-সাধ্বী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। ধ্রুব জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্য মুনীন্দ্রগণ চিরলালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বপ্নেরও অগোচর। পার্থিব সম্পৎ কামনা করিয়া ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভগবানের ধ্যানে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার সেবকের কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন সম্পদ চাও? তখন ধ্রুবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ করিয়াছেন; মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আশীর্ব্বচন! "তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান প্রাপ্ত হইবে,—যে স্থান তোমার পিতা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই!" ধ্রুব বুঝিলেন—মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম সম্পদের অধিকার হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—"আমার তো আর চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই! যখন আপনার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি, তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র সম্পদ। আমি যেন আপনার ক্রোড় হইতে দূরে না যাই।"

মোটের উপর যে কোনকারণেই মানুষ ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল, কল্যাণলাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাঁহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিলে মানুষ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটীই বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যকর্ম্মা, যাঁহারা ভগবদারাধনাপরায়ণ তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে তাঁহাদের রিপুনাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন। ভগবান্ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তিপথ সহজ সুগম করিয়া দেন। মন্ত্রে এই সত্যটীই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্ববিৎ' (ব্যাপকজ্ঞানস্য লম্ভকঃ, ব্যাপকজ্ঞানদায়কঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (জ্ঞানযুতং) 'সহস্রিণঃ' (প্রভূতপরিমাণং) 'হিরণ্যবৎ' (হিরণ্যযুত পরমধনযুতং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বং' (ব্যাপকজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'পরিক্ষর' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৫খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ব্যাপকজ্ঞানদায়ক আপনি আমাদিগকে জ্ঞানযুত প্রভূতপরিমাণ, পরমধনযুক্ত পরাজ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রদান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অশ্ববিৎ' অশ্বস্য লম্ভকঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অশ্বং' 'গোমৎ' গোযুক্ত 'হিরণ্যবৎ' হিরণ্যোপেতং পশ্বাদিধনঞ্চ 'পরিক্ষর'। অপিচ 'সহস্রিণীঃ' বহূনি 'ইষঃ' অন্নানি ক্ষর। 'পরিনঃ'—'পরিণঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১২১০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট জ্ঞান, পরমধন প্রভৃতি মোক্ষসাধনভূত বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়া

নিম্নে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণকর্ত্তা, তুমি অশ্ব, গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর! প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।"

মন্ত্রে একটী পদ আছে 'অশ্ববিৎ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অশ্বস্য লম্ভকঃ' অর্থাৎ (অনুবাদকারের মতে) অশ্ববিতরণকর্ত্তা, যিনি মানুষ ঘোড়া প্রভৃতি প্রদান করেন। 'ইন্দো' সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমরস প্রার্থনাকারীকে ঘোড়া প্রদান করিবে। শুধু ঘোড়া নয়, প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, সোমরসের নিকট গরু, ও সুবর্ণ বর্ষণ করিবার জন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য, যে ভীষণ বস্তুর কবলে পড়িলে মানুষের গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রভৃতি নষ্ট হয়, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়—সেই সোমরসই সাধককে গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রদান করিবে কিরূপে? তাই বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অনেক ব্যাখ্যাকার এই অসঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাই সোমরস সম্বন্ধে কতকটা রূপক ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'সোমরসকে' সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যই সেই প্রার্থনার লক্ষ্য। লক্ষ্য দেবতা নহেন। 'সোমরসের' অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হয়। 'অগ্নির' নিকট যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রজ্বলিত যে অগ্নি - যাহা সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনার লক্ষ্য স্থল ঐ প্রজ্বলিত অগ্নির পশ্চাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র এই অগ্নি, সেই শক্তির উদ্দেশেই প্রার্থনাদি উচ্চারিত হয়।

আমাদিগকে এই মতবাদটী ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সোমরস নামক বস্তুর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে? মাদক-দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিশ্চয়ই মাদক-দ্রব্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি কে? যদি মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন, তাহা হইলে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্যের নিকট প্রার্থনা করাও যাহা, আর তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট প্রার্থনা করাও সমান কথা। আর যদি সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা সর্ব্বশক্তির মূল উৎস সেই পরম বস্তুকে লক্ষ্য করে, যাঁহা হইতে সকল শক্তি বিকীর্ণ হয়, এই জগৎ যাঁহার বহিঃপ্রকাশ, সেই পরম দেবতাকেই যদি লক্ষ্য করে, তাহা হইলে সকল প্রার্থনাই সঙ্গত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কল্পনায়ও যে অসুবিধা ও অসঙ্গতি হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দে কোনও কোনও স্থলে 'সোমদেব' অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা আবার সেই সোমদেবকে 'চন্দ্র' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার আরও দূরে অগ্রসর হইয়া 'চন্দ্রকে' অমৃতকিরণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। চন্দ্র,-'সোম' বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুতরাং চন্দ্র 'অমৃতকিরণ'। এইরূপ নানাবিধ কল্পনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কোনরূপ কল্পনার সাহায্যেই মন্ত্রার্থ

প্রভৃতির সুমীমাংসা হইতেছে না। তবে মোটামুটীভাবে ইহাই দেখা যাইতেছে যে 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা হইয়াছে এবং মতভেদও আছে।

আমরা 'সোম' অর্থে সেই পরম মাদক-দ্রব্য শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'সোম' বা 'ইন্দু' ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং তাহার নিকট যে কোনও বস্তুই প্রার্থনা করা যায়। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৯অ—৫খ—১সূ-৩সা)। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১২

অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩২

গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন) 'অপঘ্নন' (বিনাশ্য) তথা 'অরাব্ণঃ' (লোভমোহাদিরিপূন) 'অপ' (অপসার্য্য) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতি, উপজায়তি - সাধকস্য হৃদি ইতি যাবৎ); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তঃ সঃ জনঃ 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, সান্নিধ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); সত্ত্বভাবলাভেন জনাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি তথা ভগবৎপদং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, লোভমোহাদি অপসরণ করিয়া সত্ত্বভাব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবলাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়।)॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন 'অপঘ্নন্' মারয়ন্ 'অরাবণঃ' সক্তৌ সত্যাং ধনানামদাতৄংশ্চ 'অপ' ঘ্নন্ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং 'গচ্ছন্' প্রাপ্নুবন্ 'পবতে' ধারয়া ক্ষরতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২১১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

সত্ত্বভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয় পবিত্র হইতে থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কালিমা মলিনতা দূর হইতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ রিপুজয়ী হয়, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই রিপুনাশিকা শক্তিই প্রখ্যাত হইয়াছে।

'অরাবণঃ' পদে ভাষ্যকার বায়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবরণকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অনৃতাভিঃ শস্তারঃ।" আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া "লোভমোহাদিরিপূন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

রাস্বেন্দো বীরবদ্‌যশঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মহঃ' (মহান্তি) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'আভর' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ); অস্মাকং 'মৃধঃ' (রিপূন্) 'জহী' (বিনাশয়); তথা অস্মভ্যং 'বীরবৎ' (বীরত্বযুতাং, আত্মশক্তিযুতাং ইত্যর্থঃ) 'যশঃ' (সুখ্যাতিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'রাস্ব' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া রিপুজয়িনঃ ভূত্বা আত্মশক্তিযুতং পরমধনং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৫খ-২সূ-২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৬খ-১৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে মহান্ পরমধন প্রদান করুন; আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; এবং আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় রিপুজয়ী হইয়া আত্মশক্তিযুত পরমধন লাভ করি।)। (৯অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো' সোম! 'নঃ' অস্মাকং 'মহঃ' মহান্তি 'রায়ঃ' ধনানি 'আ ভর' আহর 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'জহি' মারয় 'বীরবৎ' পুত্রাদ্যুপেতং 'যশঃ' কীর্ত্তিঞ্চ 'রা' অস্মভ্যং দেহি। (৯অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২১২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— •:§*§:• ——

প্রার্থনমূলক এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয়ভাগে পরমধন, আত্মশক্তি প্রভৃতির জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা দিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একে একে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—"নঃ মহঃ রায়ঃ আভর"—আমাদিগকে মহৎ পরমধন প্রদান কর। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অর্থ,—"প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও।" অবশ্য এখানে 'ধন' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যাখ্যা একত্র গ্রহণ করিলে এখানে 'ধন' শব্দে যে টাকাপয়সা প্রভৃতি পার্থিব সম্পদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া 'রায়ঃ' পদের 'পরমধন' অর্থ করিয়াছি। উক্ত পদে যে অপার্থিব ঐশী সম্পদকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সাধক ভগবানের অসীম সম্পদরাশি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিয়াছেন। মন্ত্রের অন্যান্য অংশের দ্বারাও বর্ত্তমান স্থলে ঐশী সম্পদ সূচিত হইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'মৃধঃ জহি'—আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন। পরমধন লাভ করিলেই তাহা রক্ষা করা যায় না। হীনশক্তি ধনাধিকারীর নিকট হইতে দস্যুতস্করগণ তাহা অপহরণ করিয়া লইতে পারে। ধন লাভ করিলেই হয় না, তাহা রক্ষা করিবারও শক্তি থাকা চাই, উপায় থাকা চাই। তাই মানবের সর্ব্বস্বাপহরণকারী দস্যুতস্করগণের বিনাশসাধন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মৃধঃ' পদে রিপুগণকে বুঝায়। আমাদের

অন্তরে যে মহাশত্রুগণ বর্ত্তমান আছে, যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সেই ভয়ানক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করা চাই, নতুবা মোক্ষলাভ অসম্ভব।

প্রার্থনার তৃতীয় অংশ—"বীরবৎ যশঃ রাষ"—আত্মশক্তিযুত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। যদি পরমধন লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়কে সবল করিতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা হীনশক্তি ক্ষীণপ্রাণ লোকের আত্মলাভ অসম্ভব "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। তাই শক্তিলাভের প্রার্থনা—হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তির উদ্বোধনের প্রচেষ্টা।

সৎকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই সৎকর্ম্ম সাধন করা যায় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। হৃদয়ে ভাগবতী শক্তির আবির্ভাব না হইলে কেহ সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয় না কর্ম্মসাধন করিবার উপযোগী শক্তি সকলের থাকে না, কাহারও মনে ইচ্ছা থাকে,—কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি থাকে না, অথবা কর্ম্মসাধন করিবার উপায় জানে না। তাই বলা হইতেছে—আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন শক্তি প্রদান করুন।

এখন সমগ্র প্রার্থনাটী একত্র অনুধাবন করা যাউক। প্রথমতঃ পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; তারপর সেই ধনরক্ষার উপায়-স্বরূপ রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধনপ্রাপ্তি ও রিপুনাশই যথেষ্ট নয়—শক্তিলাভেরও প্রয়োজন আছে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" আত্মশক্তি ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই আত্মশক্তির উদ্বোধন - সৎকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টা। কর্ম্ম মানবজীবনের সঙ্গী। কর্ম্ম ব্যতীত মানুষ কখনও থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই যাহাতে সেই কর্ম্মকে মোক্ষসাধনের উপায়রূপে পরিণত করা যায় তাহারই প্রচেষ্টা মন্ত্রমধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর; আমাদিগকে ধন, অন্ন ও যশ বিতরণ কর।" (৯ম-৫০-২সূ ২সা)।*

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমামিনন্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যৎ পুনানো মখস্যসে ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষড়বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যৎ' (যদা) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মঘত্তয়ে' (পরমধনং দাতুমিচ্ছসি—সাধকেভ্যঃ ইতি যাবৎ) তদা 'রাধঃ' (পরমধনং) 'দিৎসন্তং' (দাতুমিচ্ছন্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতঞ্চন' (বহবঃ অপি) 'হ্রুতঃ' (হিংসকাঃ রিপবঃ) 'ন আমিনন্' (ন হিংসন্তি, বারয়িতুং সমর্থাঃ ন ভবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বান্ রিপূন্ বারয়িত্বা সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যখন পবিত্রকারক আপনি সাধকদিগকে পরমধন দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পরমধনদানেচ্ছুক আপনাকে বহুরিপুও বারণ করিতে সমর্থ হয় না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। পরম শক্তিমান্ ভগবান্ সকল রিপুকে বারণ করিয়া সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণং-ভাষ্য।

হে সোম। 'রাধঃ' ধনং 'দিৎসন্তং' আদাতুমিচ্ছন্তং 'ত্বা' ত্বাং 'শতঞ্চন' বহবোঽপি 'হ্রুতঃ' হিংসকাঃ শত্রবঃ 'ন আমিনন্' ন হিংসন্তি. কদা? ইত্যত্রাহ -'যদ্' যদা 'পুনানঃ' পূয়মানঃ ত্বং 'মঘত্তয়ে' ধনং ধাতুমিচ্ছসি। (৯অ - ৫খ - ২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন মানবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তখন কোন বিরুদ্ধশক্তিই মানুষকে মোক্ষমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। ভগবৎশক্তির নিকট মানবের সকলশক্তিই প্রতিহত হয়, সাধক অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় আপন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"ত্বা শতঞ্চন হ্রুতঃ ন আমিনন্" -শতশত শত্রুও আপনাকে বারণ করিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে রিপুশত্রু বারণ করিবে কিরূপে? তিনি তো অজাতশত্রু। এখানে এই পদসমূহের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে। ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহারা শত্রুজয়ী, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের সেই কৃপাকণালাভে সমর্থ হয়েন। ভগবানের কৃপায়, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে, মানুষ সেই রিপুগণের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে-মোক্ষলাভের পথে তাঁহাদের কোন বাধাবিঘ্ন

থাকে না। রিপুর আক্রমণে সাধকের শুভ প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে আপনার কৃপার অধিকারী করেন, তাঁহার নিকট শত্রুগণ পরাজিত হয়, তাঁহার নিকট হইতে তাহারা দূরে পলায়ন করে। সুতরাং সাধক অপ্রতিহতভাবে ভগবানের করুণাধারা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। মন্ত্রের এই পদসমূহে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আছে, তাহাতে এই ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি যখন শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধনদান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শতশত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্য হইতেও কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাখ্যাকার "খাদ্য-দ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর"—এই অংশ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। তারপর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যদিও মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা মনে করি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়াছে —উহাতে সোমরসের কোনও সম্পর্ক নাই। সোমরস আমাদিগকে ধন বা খাদ্য দিবে কিরূপে? আবার রিপুগণকে বারণ করিবার শক্তিই বা তাহার কোথায়? যাহা হউক, মন্ত্রের শব্দার্থ-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য আছে তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণভাষ্যের একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত মন্ত্রের ভাব-সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতেই আমাদের মত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (৯অ—৫খ ২সূ—৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্য্যমরোচয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২
হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিধানঃ' (সেবমান, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মানুষীঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-জনকেন) 'অপঃ' (অমৃতসম্বন্ধিনা) 'যয়া ধারয়া' (যেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানরশ্মিং) 'রোচয়ঃ' (প্রকাশয়সি) 'অয়া' (অনয়া, তেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অমৃতস্বরূপং জ্ঞানং অস্মাকং হৃদি উপজায়তু ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যদিগের হিতজনক অমৃত-সম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত কর, সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মানুষীঃ' মনুষ্যাণাং হিতানি 'অপঃ' উদকানি 'হিন্বানঃ' প্রেরয়ন্ ত্বং 'যয়া' 'ধারয়া' 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ঃ' প্রকাশয়সি তয়া 'অয়া' অনয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়। তাই হৃদয়ে জ্ঞান-সমন্বিত সত্ত্বভাবের উপজনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে সোম! সেই ধারা-সংকারে ক্ষরিত হও, যাহা দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে।" 'সোমকে' অবশ্য মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মাদকদ্রব্য কিরূপে মানুষের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ করিতে পারে? আর তাহা কিরূপেই বা সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে? এই ব্যাখ্যা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। আমরা যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য নয়, তাহা বহু উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ। তাহা সত্ত্বভাব। 'সূর্য্য' শব্দেও আমরা জ্ঞান,

জ্ঞানরশ্মি—যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সূর্য্যালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানালোকে তেমনই অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এই ভাবেই 'সূর্য্য' পদের অর্থের সার্থকতা। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্তরিক্ষেণ' (দ্যুলোকমার্গেণ, মোক্ষমার্গেণ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গন্তুং) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ দেবঃ) 'সূরঃ' (সূর্য্যাত্মা জ্ঞানদেবঃ) 'এতশং' (ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং, মোক্ষপ্রাপকং) পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ 'মনাবধি' (মনুষ্যে, তস্য হৃদি—ইতি ভাবঃ) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকাঃ মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য পবিত্রকারক দেব জ্ঞানদেবের ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক, মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধকগণ মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'মনাবধি' মনুর্মনুষ্যস্তস্মিন্ মনুষ্য ইত্যর্থঃ। 'অন্তরিক্ষেণ' 'যাতবে' গন্তুং 'সূরঃ' প্রেরকস্যাদিত্যস্য 'এতশং'। অশ্বনামৈতৎ (নিঘ০ ১।১৪।১০)। অশ্বং অযুক্ত যুঙ্‌ক্তে। (৯অ—৫খ ৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৩খ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১২১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য জগৎপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই সমুৎসুক। মানুষ আপনার সন্তানের মঙ্গল-কামনা করে। ভগবান এই বিশ্বের সকলের মাতা পিতা। তাঁহার মধ্যে একাধারে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা—এই উভয়েরই মিলন হইয়াছে। তাঁহার সন্তানগণ কিরূপে মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়, কিরূপে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে তিনি তাহার উপায় বিধান করেন।

জ্ঞানই মানবের মুক্তিপথের প্রধান সহায়: জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার জীবনের লক্ষ্য দেখিতে পায়। দূরাবসারী কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞানতার গাঢ়তমসা ভেদ করিয়া ভবিষ্যৎ-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যিনি তাহা করিতে পারেন তিনি খুব সৌভাগ্যবান্। তাঁহার জীবনে ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত হইয়াছে—তাঁহার জীবন সফল হইয়াছে, ইহাই অনুমান করা যায়। সেই করুণাধারা জ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকট হইতে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ মানবের হৃদয়কে আলোকিত করে সেই আলোকের সাহায্যেই মানব আপনার লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করিতে পারে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার উপযুক্ত পথও নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে।

জীবনের সেই চরম পরিণতি লাভ করিবার উপায়—জ্ঞান। তাই ভগবান্ আপনার সন্তানকে মঙ্গলপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সেই কৃপালাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও সফল করিতে পারেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"অন্তরীক্ষেণ যাতবে" অর্থাৎ মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য, গমন করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য। সামর্থ্যলাভের জন্য কি হয়? "মনাবি এতশং অযুক্ত"—মানুষের মধ্যে মোক্ষপ্রাপিকা জ্ঞানশক্তি প্রদান করেন। কে প্রদান করেন? "পবমানঃ"—পবিত্রকারক দেবতা, সেই পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা মোটামোটি এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই বুঝিলাম যে, ভগবানই মানুষকে মোক্ষদানের জন্য তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বহু পরিমাণ মিল আছে। সুতরাং এই অনুবাদকে অনেকাংশে ভাষ্যের সহিত একত্র আলোচনা করা যায়। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত করিতেছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সোমের আকাশে গতিবিধি আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তরল পদার্থ সোমরস কিরূপে যে আকাশে গমন করিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তরল পদার্থ সোম কিরূপে যে ঊর্দ্ধপথে, আকাশমার্গে উঠিতে পারে তাহা ভাষ্যকার পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। সুতরাং আমরাও তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। আবার পরের অং

লিখিয়াছেন,—"সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" সোমরস যোজনা করিতেছেন—সূর্য্যের অশ্ব। এই অংশও দুর্ব্বোধ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যা-মতেও সূর্য্য অশ্বযোজিত রথে আকাশ পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সোমরস সেই অশ্বকে রথে যোজনা করেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। 'পবমানঃ' পদে পবিত্রকারক ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন। মন্ত্রান্তর্গত 'এতশং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১২ সূ—১৩ঋ) দ্রষ্টব্য॥ (৯অ-৫খ ৩সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ　　৩ ২ ৩　২ ৩　১ ২　　৩　১ ২

উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে।

২ ৩ ২ ৩　১ ২　৩ ২

ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রঃ ইতি ব্রুবন্' (ইন্দ্রমেব উচ্চারয়ন্, ভগবন্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'ত্যাঃ' (তান্ প্রসিদ্ধান্) 'হরিতঃ' (হারকান্, পাপহারকান্—সদ্বৃত্তিনিবহান্ ইতি ভাবঃ) 'সূরঃ রথে' (সূর্য্যস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানদেবস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানযুতে সৎকর্ম্মণি) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতাং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—৩সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন; অপিচ সাধকদিগের ঊর্দ্ধগমনের জন্য প্রসিদ্ধ পাপহারক সদ্বৃত্তিনিবহকে জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞানযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি লাভ করেন।)॥ (১গ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্র ইতি ব্রুবন্' 'তাঃ' তান্ 'হরিতঃ' হরিতবর্ণান্ অশ্বান্ 'সূরঃ' সূর্য্যস্য 'রথে' 'যাতবে' গন্তুং 'অযুক্ত' যুনক্তি। 'রথে'—'দশ' ইতি পাঠৌ ৩॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে। অনুবাদটী এই, "অপিচ সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যা, মন্ত্রের ভাবও প্রকাশ করিতেছে না, এবং ভাষ্যার্থের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইজন দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্র ও সূর্য্য। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যের রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন; অর্থাৎ মানুষ যেমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের বা ইষ্ট-দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সোমও যেন তেমনি তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবের নাম গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রকে ইষ্টদেব বলিয়া সোম মান্য করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, সোমরসের কর্ম্মটা কি? সে কর্ম্ম সোমরস "সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যাকারের মতানুসারে দেখা যায় যে,—'সোম' সূর্য্যের সহিস ছিল,—তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার এই প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রায় অভিন্ন। যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে 'সোমকে' কিরূপে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য বলিতে পারা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'সোম' একজন মানুষে—সহিসে পরিণত হইয়াছে। মত্ততাজনক মাদক-দ্রব্যের বিশেষণ তাহার প্রতি প্রযুক্ত নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—সোম কি? বস্তু—না ব্যক্তি? দেবতা—না মানুষ?

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ যখন যেমন সুবিধা বুঝিয়াছেন, তখনই তেমন অর্থ করিয়াছেন। তাই এক শব্দেরই বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে। এক 'সোম' শব্দেরই কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান

মন্ত্রে 'সোম' তরল মাদক-দ্রব্য হইতে একেবারে সূর্য্যের সহিসে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রেও আমরা প্রায় ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেখানে একটু বিশেষত্ব এই যে, 'সোমের' একটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তিনি আকাশে গতিবিধির জন্ম রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও সোম সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সুতরাং সূর্য্য ও সোম প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাই আমরা মনে করি,—'সোম' পদে আদৌ কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যকে লক্ষ্য করে না। উহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন মানুষকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে—তখন মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। "শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন"—তাহার অর্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয় ভগবন্মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া যায়,—ভগবানের মহিমা করুণা তিনি জীবনে উপলব্ধি করেন। শুধু তাই নয়, তখন সাধকের অন্তরস্থিত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি উদ্বোধিত হয়, সদ্বৃত্তিনিবহ জাগরিত হয়। সাধক সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞান বিকশিত হয়, অবশেষে তিনি পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। (৯অ—৫খ ৩৮-৩সা)। *

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।

১র ২ ৩ ১ ২ ২ ৩
যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তপুর্মূর্দ্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানতেজোভিঃ সহ) 'সজোষা' (মিলিতাঃ—ভবত ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু) 'নিক্রুবিঃ' (নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি, ধ্রুবতারারূপেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) যঃ 'ঋতাবা' (সত্যবান্, সত্যপ্রাপকঃ) 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' (শ্রেষ্ঠ-তাপনশীলঃ, শ্রেষ্ঠপাপনাশকঃ পরমতেজোসম্পন্নঃ) 'ঘৃতান্নঃ' (অমৃতময়শক্তিযুতঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) তং যজিষ্ঠং' (যজনীয়ং, আরাধনীয়ং) 'অগ্নিং দেবং' (জ্ঞানদেবং) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' (কুরুত) আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানেন পরিচালিতাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ। (৯অ—৬৫—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানতেজের সহিত মিলিত হও; যে জ্ঞানদেব মানবের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরমতেজোসম্পন্ন, অমৃতময়শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্ম্মসাধনে দূত কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই।)। (৯অ—৬৫—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'দেবং' দ্যোতমানং 'অগ্নিং' 'অধ্বরে' কৌটিল্য-রহিতে যজ্ঞে 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' কুরুত। কীদৃশং? 'অগ্নিভিঃ' অন্যৈঃ 'সজোষা' সজোষসং। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা (৩১৮৫)। 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'যঃ' অগ্নিঃ দেবোঽপি সন্ 'মর্ত্ত্যেষু' 'নিক্রুবিঃ' নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ? 'ঋতাবা' যজ্ঞবান্ সত্যবান্ বা 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' তাপকং তেজঃ 'ঘৃতান্নঃ পাবকঃ' শোধকং তমগ্নিং দূতং কৃণুধ্বমিতি যোজনা॥ (৯অ—৬৫—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সকলকর্ম্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান কিরূপ? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করিতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। এই তিনটীই একত্র অবস্থিত আছে। সৎ যাহা, যাহা চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও যাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাই সত্য। সত্য অবিনশ্বর, এবং মানুষকে তাহা অবিনশ্বরত্বের পথে লইয়া যায়। সত্য ভগবানের বিভূতি বা শক্তি। যাহার সত্তা আছে, ধ্বংস নাই, তাহাই সত্য-পদবাচ্য। তাই গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—সতের কখনও বিনাশ নাই, অসতের সম্ভাব নাই। জগতের সত্তার উদ্ভব সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ হইতে। সত্যপ্রাপক বলিতে সেই বস্তুকে বুঝায় যে বস্তু আমাদিগকে পরম-সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান ও সত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, ভগবৎশক্তিরই দুইটী বিকাশ। জ্ঞান সত্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়, কারণ সত্য না থাকিলে যে বস্তুর যে ধর্ম্ম তাহা অব্যাহত থাকে না, বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সেই বস্তু-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভও সম্ভবপর নয়। তাই জ্ঞানের পূর্ব্বেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞানকে সত্যপ্রাপক বলাতে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আসিয়াছে।

জ্ঞান—'তপূর্ম্মূর্দ্ধা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরমতেজোসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে আসিলে হৃদয় হইতে পাপ-অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, সেইজন্যই জ্ঞানের নাম পাবক। জ্ঞান-বলে মানুষ আপনার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার উপায় জানিতে পারে। সুতরাং তদনুসারে মানুষ আপনার জীবনকে পরিচালিত করেন। অপবিত্রতা হীনতা দ্বারা অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হয়, জীবনকে সফল করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি সেই অপবিত্রতা ও হীনতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। মানুষ চারিদিকে যে হীনতা কালিমার মধ্যে আপনাকে বেষ্টিত দেখে, সেই হীনতা হইতে নিজকে উদ্ধার করিবার প্রেরণা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ আপনার পথে আপনি কাঁটা দেয়। যখন জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয় তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। যে সকল রিপু তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য, রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। জ্ঞানই শক্তি; সুতরাং সেই শক্তিবলে মানুষ আপনার হৃদয়কে পবিত্র করে। কারণ সে তখন দেখিতে পায় যে, পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। হৃদয়ে সেই পরম দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাই জ্ঞান পাবক—পবিত্রকারক।

সেই জ্ঞান মানবের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। মানুষ যে পর্য্যন্ত না সেই পরমশক্তির সন্ধান পায়, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার জীবনের চরম-লক্ষ্যকে একান্তভাবে বরণ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান হৃদয়ে থাকিয়া, ধ্রুবতারারূপে অভ্রান্তভাবে মানবের গতিপথ নির্দ্দেশ করে। নাবিকগণ যেমন অকূল সমুদ্রের মধ্যে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপভাবে এই ভবসাগরের মাঝে অসহায় নাবিকগণ

জ্ঞানরূপ ধ্রুবতারার সাহায্যে লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া অভ্রান্তভাবে আপনাদের জীবনতরণী বাহিয়া যাইতে সমর্থ হয়। যাহার জীবনে সেই ধ্রুবতারা উদিত হয় নাই, সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তি অকূল সমুদ্রে পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে, কখনও তাহার গন্তব্য-লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অভাবে তাহার লক্ষ্যই স্থিরীকৃত হয় নাই। জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে গতিনির্দ্দেশক ধ্রুবতারার কার্য্য করিয়া থাকে, তাই বেদ জ্ঞানকে 'নিধ্রুবঃ' বলিয়াছেন।

মন্ত্রের মধ্যে সেই পরম মঙ্গলদায়ক জ্ঞানকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সহায়রূপে—দূতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং' -জীবনের প্রত্যেক সৎকর্ম্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ কর। সেই জ্ঞানই তোমাকে সত্যবার্ত্তা আনয়ন করিয়া দিবে, ভগবানের সহিত তোমার সংযোগ বিধান করিবে। হে মন! তুমি প্রত্যেক কার্য্যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও। দূত যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করে, জ্ঞানও তেমনি তোমারও ভগবানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করুক। তুমি জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্যরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(হে দেবগণ!) যিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।" এখানে অগ্নির অনেকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু 'অগ্নি' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। এই ব্যাখ্যার শেষাংশ,—"(অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত"। এই অংশের অর্থ কি তাহা খুব পরিষ্কার নয়। তবে এই অংশ হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে যে,—'অগ্নি' শব্দে এখানে দুইটী পৃথক বস্তু বুঝাইতেছে। এক অগ্নি অন্য অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত হয় কিরূপে, আর সেই 'অগ্নিসমূহ'ই বা কি? এই ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয় যে, এখানে অনেকগুলি অগ্নির উল্লেখ আছে। কিন্তু অগ্নি কি বহু? ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সমস্যার কোন সমাধান না করিয়াই বহু অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার দেবগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মন্ত্রে কে দেবগণকে সম্বোধন করিতেছেন? আর দেবতাকে এই বিশিষ্ট উপদেশ দিবার অধিকারীই বা কে?

যজ্ঞে অগ্নিকে দূত করিবার জন্য দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এখানে দেবগণকে সম্বোধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, জ্ঞানের দ্বারা জীবনের সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিবার জন্য, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন মাত্র। দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে হৃদয়ে লাভ করা মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থায় দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া কি একটু অদ্ভুত রকমের বলিয়া মনে হয় না?

মন্ত্রান্তর্গত 'মর্ত্তোষু' পদে আমরা মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা মর্ত্ত্যলোকে থাকে, তাহারাই মর্ত্ত্য। এই পদে যদি এখানে পৃথিবীকে বুঝাইত তাহা হইলে বহুবচন ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবসমূহকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়াই 'মর্ত্ত্য' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঘৃতান্নঃ' এই বিশেষণটীর অর্থ ঘৃতময় অন্নযুক্ত অর্থাৎ অমৃতময় আত্মশক্তিযুক্ত। 'ঘৃত' ও 'অন্ন' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা) ।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ২ ৩ ২

প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মহঃ সম্বরণাদ্ ব্যস্থাৎ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১ ২র

আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) পরমদেবঃ 'মহঃ' (মহতঃ, বৃহতঃ, ঘনকৃষ্ণাৎ ইত্যর্থঃ) 'ব্যস্থাৎ' (বিপর্য্যস্থাৎ) 'সংবরণাৎ' (অজ্ঞানাবরণাৎ) 'অশ্বঃ ন যবসে' (অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন, শীঘ্রং, আশুং ইত্যর্থঃ) 'প্রোথৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অবিষ্যন্' ((রক্ষতি—সাধকং ইতি যাবৎ) 'আৎ' (তদা) সাধকস্য 'কৃষ্ণং ব্রজনং' (অন্ধকারময়ঃ মার্গঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুবাতঃ' (অনুক্রমেণ) 'বাতি' (পরিচালিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) ; হে দেব! 'তে' (তব) 'শোচিঃ' (দীপ্তিঃ, জ্যোতিঃ) 'অধ' (অধঃপতিতজনস্যোপরি অপি ইতি ভাবঃ) 'অস্তি স্ম' (বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া জ্ঞানং দত্বা সাধকং মোক্ষমার্গেণ পরিচালয়তি ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ—১সূ ২সা) ।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্য্যস্ত অজ্ঞানাবরণ হইতে অশ্ববৎ শীঘ্রবেগে অর্থাৎ আশু জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত হয়; হে দেব, আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞান দান করিয়া সাধককে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন।)॥ (৯অ—৬খ—১সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'যবসে' ঘাসে 'অগিষ্যৎ' ভক্ষয়ন্ 'প্রোথৎ' শব্দং কুর্ব্বন্ সঞ্চরন্ বা 'অশ্বো ন' অশ্ব ইব 'মহঃ' মহতঃ 'সংবরণাৎ' নিরোধাৎ দাবরূপোঽগ্নিঃ 'যদা' 'ব্যস্থাৎ' সম্বৃতেষু বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে 'আৎ' তদা 'অস্য' অগ্নেঃ 'শোচিঃ' অর্চ্চিঃ 'অনু বাতঃ বাতি'। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—'অধ' অথানন্তরং হে অগ্নে! 'তে' তব 'ব্রজনং' বর্ত্ম 'কৃষ্ণমস্তি'। 'স্ম' ইতি পূরণং ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম সেই অনুবাদটি এই,—"যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণকরতঃ ও শব্দকরতঃ মহৎ-নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্রেই আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যকার যে প্রকৃতপক্ষে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। অশ্ব যেমনভাবে ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে তেমনিভাবে অগ্নি ও ঘাস ভক্ষণ করেন ও শব্দ করেন এই হইল মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম। হঠাৎ অগ্নিদেব ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন কেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং এই মন্ত্রে 'অগ্নি'ই বা আসিলেন কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা গেল না। আমরা এই মন্ত্রে অগ্নির কোনও উল্লেখ পাই নাই—ভাষ্যকার প্রভৃতি কেন যে অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। ভাষ্যের মধ্যে দেখিতেছি 'অগ্নি' শব্দ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের ভাবের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা যায়—'অগ্নি' ঘাস ভক্ষণ করে কিরূপে এবং অশ্বের ন্যায়ই বা হঠাৎ ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল কেন? শুধু অশ্বের ন্যায় ভক্ষণ করা নয়,

তাহার ন্যায় শব্দ করাও বটে। ইহার একটা ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, অগ্নি যখন বনজঙ্গল পোড়ায়, তখন সেই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘাস থাকে। অগ্নি সেই ঘাসকেও পোড়ায়। পোড়াইবার সময় আগুন হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে অশ্বের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই উপমা দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পাইল? উপমা হিসাবেও তাহা অতি নিম্নশ্রেণীর, কারণ অশ্বের ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনে ঘাস পোড়ানর কোন সমতা আছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার শব্দের সহিত আগুনের শব্দের মিল থাকা তো দূরের কথা। এই উপমা দ্বারা যে কোনও সদর্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। অথচ এই উপমার জন্যই অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনিতে হইয়াছে।

আবার মন্ত্রের এই অংশের 'যবসে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনৈক্য আছে। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন "ঘাসে।" বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'যবসে সন্নিধানভূতে'; 'যবসে' পদের সপ্তম্যন্ত অর্থ 'ঘাসে' পদ কিরূপে যে 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গৃহীত হইল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সপ্তম্যন্ত পদকেই 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যবসে' পদে আমরা শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। "অশ্ব ন যবসে" এই উপমার অর্থ "অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন শীঘ্রং আশুঃ ইত্যর্থঃ। 'যব' শব্দ শীঘ্রতাবাচক অর্থবোধক। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে উক্তরূপ শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তত্তৎস্থলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করি—"অশ্বঃ ন যবসে" উপমার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, অশ্ব যেমন অতি দ্রুতগতিতে চলে, ভগবান সেইরূপ দ্রুতগতিতে অর্থাৎ শীঘ্র সাধকের মঙ্গল সাধন করেন। অর্থাৎ সাধকগণ অবিশ্রান্তভাবেই ভগবানের কৃপা করুণা লাভ করিতেছেন। অথবা ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্তভাবে জগতের লোকের উপর বর্ষিত হইতেছে। যখন যিনি সেই করুণালাভের উপযোগিতা লাভ করিবেন, তখনই তিনি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের দিক হইতে করুণা বিতরণের কোন বাধা-বিঘ্ন বা অবহেলা নয়। মানুষ তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে না নিজেদের অক্ষমতার জন্য। যখনই সাধক উপযুক্ততা লাভ করিবেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তি, ভগবানের করুণাধারা আবির্ভূত হইবে। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। এই শীঘ্রতার ভাব প্রদর্শন করিবার জন্যই "অশ্বঃ ন যবসে" উপমা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনের ঘাস খাওয়া অথবা অশ্বের হ্রেষা রবের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে,—"আগুনের ঘাস খাওয়ার" কোন অর্থ নাই, এবং রূপক হিসাবেও তাহার কোন সদর্থ হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের অনুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মোটের উপর মন্ত্রের স্বাভাবিক জটিলতা এই সকল ব্যাখ্যা-দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের ইহার পরের অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে না আছে ব্যাকরণের মিল, অথবা না আছে ভাবের সামঞ্জস্য। 'মহঃ সংবরণাৎ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—

"মহতঃ নিরোধাৎ" বাংলা অনুবাদ "মহৎ নিরোধ হইতে"। এই পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি "ব্যস্থাৎ" পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে—"বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে" অবশ্য "বৃক্ষেষু" পদের কোন প্রশ আসিতে পারে না; উহা ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। তবুও এই অংশের অ দাঁড়াইয়াছে—"মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন"। পঞ্চম্যন্ত "মহ নিরোধাৎ" বিশেষণের সপ্তম্যন্ত 'বৃক্ষেষু' বিশেষ্য পদ কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আম বুঝিতে পারি নাই। অন্যত্রও এইরূপ গোলমাল পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই অংশের দ্বা যে কি ভাব প্রকাশিত হইল, তাহা অনুধাবন করা অসম্ভব। কারণ 'নিরোধ' বলি ব্যাখ্যাকারগণ কি বুঝিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন না। আবার এই নিরোধ হইত বৃক্ষ-সমূহেই বা অবস্থান করেন কিরূপে তাহাও বুঝা গেল না। ঘোড়ার ন্যায় ঘা খাইতে খাইতে নিরোধে গিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আবার বৃক্ষে অবস্থান করিলেন সম্ভবতঃ অগ্নিদেবের এই ভ্রমণটুকু সমর্থন করিবার জন্যই "প্রোথন্" পদের "শব্দং কুর্ব সঞ্চরন্ বা" অর্থাৎ শব্দ করিয়া অথবা চরিয়া বেড়াইয়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কার্য সম্ভবতঃ নিরোধ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্তই সমাপ্ত হইয়াছিল।

ভাষ্যকার আরও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি দাবাগ্নিরূপ অগ্নির অধ্যাহা করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, অগ্নি ঘাস প্রভৃতি তৃণ ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি ভক্ষণে প্রবৃ হইয়াছেন। কারণ মন্ত্রের পরের অংশেরই বাংলা অনুবাদ 'তখন উহার দীপ্তি প্রবাহি হয়।" দাবাগ্নি দ্বারা যখন বন-জঙ্গল দগ্ধ হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ তৃণাদি দগ্ধ হয় ক্রমশঃ বৃক্ষাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ হয়। বন-জঙ্গলাদি দগ্ধ হইবার সময় এক প্রকার শব হইতে থাকে। যখন অগ্নি বৃক্ষাদি পোড়াইতে থাকে তখন উহার তেজ সম্যক্‌রূপে প্রকাশি হয়। কারণ তৃণাদি পোড়াইবার সময় যে আগুন থাকে, বৃক্ষাদি পোড়াইবার সময় তাহা শ গুণে বৰ্দ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এইরূপই একটা চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন মন্ত্রের সঙ্গে সেই চিত্রের কোন যোগ থাকুক বা না থাকুক, সে পরের কথা; কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেই যে কি ভাব প্রকাশ পাইত তাহাও আমাদের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রত্যক্ষ-স্তুতি আছে। অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে - "হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।" সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের ধারণা এই যে, দাবাগ্নিতে বনজঙ্গল দগ্ধ হইয়া গেলে তখন কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার পড়িয়া থাকে, অথবা সমস্ত দগ্ধস্থান কৃষ্ণব হয়। কিন্তু ইহা দ্বারাও যে কি ভাব আসে তাহা বুঝা গেল না।

মোটের উপর সমগ্র মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাই জটিলতায় পূর্ণ এবং আমাদের ধারণা মন্ত্রে মূলভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক আমরা মনে করি মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবান্ যখন কৃপা করেন তখন সাধক অবিলম্বে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তখন সাধকের চক্ষুর সম্মুখে অজ্ঞানতার যে ঘনকৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত থাকে তাহা অবিলম্বে সরিয়া যায়, সাধক আপনার দিব্যদৃষ্টিবলে তখন অনন্ত ভবিষ্যৎ, অনন্ত দেশের বাস্তব দৃশ্য দেখিতে পান। ভগবান্ নিজে তাহাকে হাতে ধরিয়া

পাপমোহ অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে—"প্রোণং"—জ্ঞানদান করিয়া, জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞানতাই জগতের ভীষণতম অন্ধকার। বস্তুর স্বরূপকে লুক্কায়িত রাখিতে, বস্তু-সম্বন্ধে ভ্রম-জ্ঞান জন্মাইতে অজ্ঞানতা অদ্বিতীয়। সুতরাং যখন হৃদয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়া উঠে, যখন সাধক আপনার হৃদয়স্থ ভীষণতম অন্ধকাররাশি অপনীত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা আপনার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহার নিকট হইতে মোহমায়া দূরে পলায়ন করে, পাপ পরাজিত হয়। ভগবৎকৃপায় যিনি একবার হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য হয়, তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ভগবৎশক্তি অথবা ভগবানই জ্ঞানময়, সুতরাং হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক পাইলে মানুষ দেবতা হয়, তাঁহার অন্তরস্থ সমস্ত সদ্‌বৃত্তিরাজী শক্তি লাভ করে। মন ভগবন্মুখীন হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র বলিতেছেন, "আৎ কৃষ্ণং ব্রজনং অস্য অনুবাতঃ বাতি" অর্থাৎ তখন সাধকের পথ ভগবানের অভিমুখী হয়। তাহার পূর্ব্বজীবনের অন্ধকারময় পথ জ্ঞানালোকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি অনায়াসেই জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন। তাঁহার অন্ধকারময় পথ ভগবৎকৃপায় দিব্যালোকিত রাজবর্ত্মে পরিণত হয়। সাধক তখন তাঁহার জীবনকে ভগবানের নির্দ্দেশানুসারে পরিচালিত করেন, অথবা ভগবানই সাধকের জীবনকে নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করেন, তাঁহাকে আপনার নিজস্ব করিয়া লয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভগবানের মহিমাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি অধঃপতিত জনের পরম বন্ধু। তাঁহার হৃদয় হীনপতিত জনের দুঃখে বিগলিত হয়। তাঁহার যে দিব্যজ্যোতিঃ, তাহা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্যই নয়; পাপীতাপী দুর্ব্বল হীন পতিত সকলই তাহাতে একদিন না একদিন পতিত হইবে। ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। তাঁহার অপার করুণা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। হীন পাপীর প্রতিও তিনি বিরূদ্ধ ভাবাপন্ন নহেন, তাহাদের প্রতিও তিনি স্নেহশীল।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যদি তিনি পাপীর প্রতিও সমান স্নেহশীল তবে পাপীর শাস্তি বিধান করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার করুণার দান—"সম্পদবিপদ তাঁহারি আশীষ, তাঁহারি স্নেহের দান।" তিনি শাস্তি বিধান করেন বলিয়াই পাপী পাপপথ পরিত্যাগ করে, পুণ্যের পথে, সৎকর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নতুবা নিরঙ্কুশ অবস্থায় সে পাপের অধঃপতনের অধস্তন স্তরে উপনীত হইবে। এই শাস্তি মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। তাই শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ। সমগ্র মন্ত্রেই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৬খ—১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো

২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নবজাতস্য' (নবপ্রাদুর্ভূতস্য—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'যস্য' 'তে' (তব) 'অজরা' (নবীনাঃ, নিত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইধানাঃ' (ইধ্যমানাঃ, প্রজ্বলিতাঃ, ঐকান্তিকাঃ ইতি ভাবঃ) প্রার্থনাঃ 'উচ্চরন্তি' (উদ্গচ্ছন্তি, ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) 'অধূমঃ' (ধূমরহিতঃ, অজ্ঞানতাশূন্যঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'দূতঃ' (দূতস্বরূপঃ সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'অরুষঃ' (আরোচমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ ত্বং 'দ্যাং অচ্ছ' (দ্যুলোকং প্রতি) 'সংএষি' (সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছসি); 'অগ্নে' (হে হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ঈয়সে' (প্রাপ্নোষি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; জ্ঞানেন লোকাঃ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯প ৬খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সাধকহৃদয়ে নবপ্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ষক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতানাশক সৎকর্ম্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। (৯প—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নবজাতস্য' নূতন-প্রাদুর্ভূতস্য 'বৃক্ষঃ' বর্ধিতুঃ 'যস্য' 'তে' তব 'অজরা' জরা-রহিতা জ্বালা 'ইধানাঃ' ইধ্যমানা বা 'উচ্চরন্তি' উদ্গচ্ছন্তি। হে 'অগ্নে'! 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'ধূমঃ' ধূমযুক্তঃ 'দূতঃ' ত্বং 'স্থামচ্ছ' দ্যুলোকং প্রতি 'সমেষি' সম্যগ্ গচ্ছসি, পশ্চাৎ তত্রত্যান 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন 'ঈয়সে হি' প্রাপ্নোষি খলু। যদ্বা, হে অগ্নে! ত্বদীয়ো যো ধূমঃ দ্যুলোকং প্রতি এষি গচ্ছতি, পুরুষব্যত্যয়ঃ; ত্বমপি দেবান্ প্রাপ্নোষি। 'এষি'--'এতি'--ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

• • •

তৃতীয় (১২১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে জ্ঞান 'নবজাত' হইল কিরূপে? জ্ঞান চিরপুরাতন, জ্ঞান অনন্ত সত্য, কিন্তু বিশিষ্ট মানবজীবনের নিকট তাহা নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই পৃথিবী অতি পুরাতন সত্য, কিন্তু আজ যে নূতন অতিথি আসিয়া পৃথিবীর দ্বারদেশে আপনার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল তাহার নিকট পৃথিবী একেবারেই নূতন। তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্য্যন্ত, বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী, মানুষ ঘর-বাড়ী প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকলের কোন কিছুরই সহিত তাহার পরিচয় নাই। যে দিকে চক্ষু ফিরায়, সেই সমস্তই তাহার নিকট নূতন ঠেকে, অথচ এই সকল বস্তুই তাহার আগমনের বহুপূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। কোনও ব্যক্তি যদি দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়, তাহা হইলে ভ্রমণকারীর অজানিত কোন দেশের সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়, অথচ প্রত্যেকটী বস্তু তাহার দেশভ্রমণের বহুপূর্ব্ব হইতেই সেখানে আছে। তাহাদের একটীও নূতন নয়, নূতন—সেই বস্তুর সহিত ভ্রমণকারীর পরিচয়। ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞান নিত্য প্রাচীন হইলেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট তাহা নূতন, কারণ জ্ঞানের সহিত সেই ব্যক্তির পরিচয় নূতন।

তাই সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে সেই জ্ঞানকে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান মানুষকে নূতন জীবন প্রদান করে। জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ অনেক পরিমাণে পশুভাবের অধীন থাকে, পাপ-মোহ প্রভৃতির আধিপত্য তাহার জীবনে প্রবল হয়, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, জীবনে নূতন ভাবধারা নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ভাব ও চিন্তা তাহাকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তাহার পূর্ব্বজীবনের সহিত নূতন জীবনের অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মোটের উপর মানুষ নবজন্ম লাভ করে। সেই জ্ঞান মানুষকে সকল কার্য্যে পরিচালিত করে, জ্ঞানের প্রভাবে তাহার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান তাহার সত্তার মধ্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি যে কার্য্য করেন তাহা জ্ঞানেরই কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকেরই কার্য্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন। ভগবদারাধনা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞানই ভগবানের প্রতি প্রার্থনা প্রেরণ করে, জ্ঞানের প্রার্থনাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করে। "জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে"—এই বাক্যের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব নিহিত আছে। প্রার্থনা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হইলে, তাহা মানবের লক্ষ্যসাধনের, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত না হইতেও পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে কিরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের কৃপালাভ করা সম্ভবপর, কোন্ প্রার্থনা মোক্ষদায়ক। তাই তিনি সেই পরম অভীষ্ট সাধক প্রার্থনা দ্বারা আপনার মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ মানুষ হয় তো মোহ-বশে পার্থিব ধনসম্পৎ প্রভৃতি অসার বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তাহাতে মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে নিজকে আরও গভীরতর মায়াপাশে জড়িত করিয়া ফেলে। জ্ঞানের প্রভাবে সেই মোহপাশ কাটিয়া যায়, কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি অসার বাহ্যচকচিক্যময় কাচের প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া যথার্থ কাঞ্চন লাভের প্রার্থনা করেন, এবং তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয়েন না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রার্থনার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তাই জ্ঞানীর প্রার্থনার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।"

প্রার্থনার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"নিত্যা ঐকান্তিকা" প্রার্থনা। প্রার্থনা সাধকের হৃদয়ে অহর্নিশ উত্থিত হইতেছে, বিরাম বিশ্রাম নাই, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সাধকের হৃদয়ে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানী সাধকের হৃদয় হইতে প্রার্থনা পরায়ণতা কখনও বিনষ্ট হয় না, উহা চির-জাগরূক থাকে, উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই—তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—'ঐকান্তিকা'। কেবলমাত্র মুখের দুইটী কথা উচ্চারণ করিলেই প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার সঙ্গে সাধকের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, সমগ্র সত্তার যোগ থাকা চাই। কর্ম্ম বাক্য মন সমস্ত সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলে তাহা 'ঐকান্তিকা' প্রার্থনা হয়, আর সেই প্রার্থনা দ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটে। নতুবা ভগবানের নিকট একটুখানি লোকদেখানো প্রার্থনা করিলেই কিছু হয় না। প্রার্থনার সহিত সাধকের সমগ্র সত্তা মিলিয়া যাইবে। যেন প্রার্থনা ব্যতীত তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ সমস্তই সেই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিবে। তবেই প্রার্থনা সফল হয়, মোক্ষদায়ক হয়। এরূপ প্রার্থনা সম্ভবপর হয়—হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—"নবজাতস্য তব অজরা ইধানাঃ উচ্চরন্তি।"

আচ্ছা এই রূপ প্রার্থনার ফল কি? তাহা মন্ত্রের পরের অংশে বর্ণিত হইয়াছে। "সেই জ্ঞান দ্যুলোকে গমন করেন" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। যাঁহার হৃদয়ে

জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত, যিনি ঐকান্তিক প্রার্থনা-নিরত, তাঁহার মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই ফলই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নি-পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,— "হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদ্গত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।" যাহা হউক, আমরা কি ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ-৬খ-১সূ-৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
১ ২র ৩ ১ ২
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! ত্বং 'মহে' (উৎসবে, আত্মোদ্বোধনরূপে মহতি যজ্ঞে) 'বৃত্রায়' (বৃত্রং— অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হন্তবে' (হন্তুং, বলি-প্রদানায়) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'তং' (ভগবন্তং) 'বাজয়ামসি' (আরাধয়); 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু)। অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান্ অস্মাকং পূজয়া তৃপ্তঃ সন্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! আত্মোদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হউন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদিগের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।)। (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজমানা আহুঃ—'তং' পূর্ব্বোক্তং 'ইন্দ্রং' 'বাজয়ামসি' বাজয়ামঃ সোমেন স্তুতিভিঃ 'বাজবন্তং' বলবন্তং কুর্ম্মঃ। কিমর্থং? 'মহে' মহান্তং 'বৃত্রায়' অপামাবরকং- বৃত্রাসুরং 'হন্তবে' হন্তুং সোমপানেন মত্তঃ স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্ বৃত্রহন্তবে। বাজয়ামসি - বাজবন্তং করোতীত্যর্থে 'তৎকরোতীতি (৩।১।২৫ বা০) ণিচ্, ণাবিষ্ঠবৎ (৩।১।২৫ বা০)' - ইতি সেরিষ্ঠবদ্ভাবাৎ 'টেঃ (৬।৪।১৫৫)'—ইতি টি-লোপঃ, 'বিন্মতোর্লুক্ (৫।৩।৬৫)'—ইতি মতুপো লুক। 'বৃষা' ধনানাং সেক্তা দাতা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃষভঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং সোমস্য দাতৄণাং ধনাদি-সেচকো দাতা 'ভুবৎ' ভবতু॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২২০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—"যজমানগণ বলিতেছেন—এস, আমরা সেই পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা এবং স্তবের দ্বারা বলবান্ করি। কেন? না—মহান্ জলের আবরক সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। সোমরস পানে মত্ত অথবা স্তবের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমাদিগের (স্তবকারীর ও সোমরস দান-কারিগণের) ধনাদি দাতা হউন।"

দেখিতেছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার "যজমানা আহুঃ" দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। তার পর, তাঁহারা (যজমানগণ) বলিতেছেন—'সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রকে বধ করা যাউক।'

অধ্যাহৃত পদদ্বয়-সম্পর্কে এবং মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মনে যে সকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ, কেন "যজমানা আহুঃ" পদদ্বয় অধ্যাহার করি? পূর্ব্বে বা পরে কোনও সম্বন্ধ নাই; হঠাৎ ঐ দুই পদ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন আছে? আমরা বলি, পূর্ব্ব-মন্ত্রেরও যাহা সম্বোধ্য, এই মন্ত্রেও তাহারই সম্বোধন আছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সূচক ও প্রার্থনামূলক। এখানেও আপনাকে বা আপনার মনকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। তার পর, সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রবধে প্রোৎসাহিত করায়, মনে হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যেন বলবান্ নহেন; আর মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-দানে তাঁহাকে যেন বলবান্ বা উত্তেজিত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যাখ্যায় ('সোমপানেন মত্তঃ'—এইরূপ প্রতিবাক্যে) মনে কলুষ-চিন্তারই উদয় হয়। পরম-পূজ্য বেদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু সায়ণের ভাষ্য হইতেই ঐ ভাব

পরিহারের উপাদান পাঠকগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেন-না, তিনি "সোমপানেন মত্তঃ" লিখিয়াই পরক্ষণেই "স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্" অর্থ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, বেদপুরুষ যেন আপনিই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদটি আছে মাত্র—'বাজয়ামসি।' ঐ পদের মূলীভূত ধাতুর একটী অর্থ 'বল' বা 'শক্তি'। তাহা হইতে কতদূর টানিয়া তাহার সহিত সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ আনয়ন করা হইয়াছে, ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। 'বাজ' পদ 'বজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ, 'বেগ' (বল) হয়, 'অন্ন' হয়, 'যজ্ঞ' হয়, 'পূজা-জপাদির সমাপক মন্ত্র' হয়; স্থল-বিশেষে এক প্রকার মদ্যও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 'মদ্য' অর্থের ভাব এখানে কেন পরিগ্রহণ করি? ঐ পদে যখন পূজা-জপাদি অর্থ প্রাপ্ত হই, আর সেই অর্থেই যখন মন্ত্র সদ্ভাব দ্যোতনা করে এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে; তখন কেনই বা বেদগ্লানিকর ভগবন্মহিমা-খর্ব্বকর অর্থ গ্রহণ করিতে যাই?

'বৃত্র' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের বিষয় আমরা বহু ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু বুঝায়। * এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এ মন্ত্রে মনকে অজ্ঞানতা-নাশের জন্য (অজ্ঞানতার সহচর কামক্রোধাদিকে বিধ্বস্ত করার জন্য) ভগবানের শরণ লইতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, তদুদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃসাধক। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (৯অ-৬খ-২সূ-১সা)। †

---

* 'বৃত্র' পদে কত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে এবং কি ভাবে কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐন্দ্রসূক্ত-সমূহে লক্ষ্য করুন। এ পক্ষে মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি সূক্তের আলোচনা দেখুন। বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে যত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে, তাহার সার নিষ্কর্ষ ঐ সকল স্থলে দেখিতে পাইবেন।

১। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ৭ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ-১খ-১দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ঋষি—শ্রুতকক্ষ (মতান্তরে—সুকক্ষ)।

† মন্ত্রান্তর্গত 'বাজয়ামসি', 'মহে', 'বৃত্রায়', 'হন্তবে', 'বৃষভঃ', 'ভুবৎ' প্রভৃতি পদের ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা ভাষ্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'বাজয়তি' ইতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-চতুর্দ্দশে পঞ্চত্রিংশত্তমং পদং। "ইদন্তোমসি" (৭।১।৪৬) ইতি মসইগাগমে রূপং। 'মহে' ও 'বৃত্রায়' পদদ্বয়ে—"দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী" (অ৪ ৯৮); এবং 'হন্তবে' পদে—"তুমর্থে সেসেন" (৩.৪।৯) ইতি তবেন প্রত্যয়ঃ। নিরুক্ত (৯৩১) মতে "বর্ষনাদ্ বৃষভঃ" এই সূত্রে 'বৃষভঃ' পদের উৎপত্তি। 'ভুবৎ' পদ "লেটোরূপং"। 'বাজয়ামসি' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিরুক্ত-মতেরই অনুসারী।

——*——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২

ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২

দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'দামনে' (সাধকেভ্যঃ পরমধন দানায়) 'কৃতঃ' (বিহিতঃ, আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); 'ওজিষ্ঠঃ' (বলবত্তম সর্ব্বশক্তিমান্) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'বলে' (সাধকানাং আত্মশক্তৌ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, বর্ত্তমান ভবতি ইত্যর্থঃ); 'দ্যুম্নী' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'শ্লোকী' (শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'সোম্যঃ' (সোমৈঃ যঃ সম্ভজ্যতে, শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ সঃ দেবঃ শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা সাধকদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আরাধনীয় হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকদিগের আত্মশক্তিতে বর্ত্তমান থাকেন; জ্যোতির্ম্ময়, প্রার্থনীয় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য সত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন; জ্যোতির্ম্ময় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন।)॥ (৯অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দামনে' স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি-দানায়ৈব 'কৃতঃ' প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ। কিঞ্চ 'ওজিষ্ঠঃ' ওজস্বিতমঃ 'সঃ' এবেন্দ্রঃ 'বলে' বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ সোম-পানার্থঞ্চ নিহিত ইত্যর্থঃ। 'দ্যুম্নী'। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো অন্নং বেতি (নিরু০ নৈ০ ৫।৫) যাস্কেনোক্তত্বাৎ। যশস্বী অন্নবান্ বা অতএব 'শ্লোকী' শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'সোম্যঃ' সোমার্হো ভবতি। 'বলে'—'মদে'—ইতি পাঠৌ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ আলোচ্য-মন্ত্রে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিমান ও সোমার্হ।"

এই অনুবাদটী বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা দ্বারাই আমরা প্রচলিত মত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইব।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত এবং ভাষ্যাদিতেও উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ—"ইন্দ্রঃ দামনে কৃতঃ"। তাহার ভাষ্যার্থ,—"স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি দানায়ৈব প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ স্তোতাদিগকে ধনাদি দান করিবার জন্যই প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার ইন্দ্রকে ধনাধিপতি বলিয়াছেন আমরা পূর্ব্বাপরই 'ইন্দ্র' শব্দের 'বলৈশ্বর্য্যাধিপতি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ভগবান যে ভাবে যেরূপে সাধককে শক্তি ও পরমধন দান করেন, বেদে সেই ভাব বা রূপকেই 'ইন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকারও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রকে ঐশ্বর্য্যাধিপতি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন—"প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা বেদের অন্যত্রও 'প্রজাপতি' এবং 'ইন্দ্র' পদ পাইয়াছি। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তবে এখানে প্রজাপতি ইন্দ্রকে সৃষ্ট করিলেন কিরূপে? দেবতা কি তবে বহু? এক দেবতা কি অন্য দেবতাকে সৃষ্টি করেন? বেদ অন্যত্র বলিতেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এখানে তাঁহার বহু নামরূপের একটা কারণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভূতিকে সাধক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন রূপের কল্পনা করেন। সেই বিভিন্ন নাম ও রূপ বাস্তবিক-পক্ষে সেই এক অনন্ত নাম ও রূপের অন্তর্গত। অথবা দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়—তিনি অনাম, অরূপ।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—ভাষ্যকার যে এখানে এক নামরূপকে অন্য নামরূপের বা বিভূতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেন তাহার অর্থ কি? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ সাধক যে নামরূপের উপাসক, ভগবানের যে বিভূতি তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তিনি ঐকৈকতা লাভের জন্য সেই নামরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাঁহার উপাস্য-রূপই ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় তিনি এই এক নামরূপ ব্যতীত অন্য নামরূপ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে বিভূতি আছে, তাহা তাঁহার আরাধ্য-বিভূতির রূপান্তর অথবা তাহা দ্বারা সৃষ্ট, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ থাকে। এমন কি জ্ঞানী ভক্ত হনুমানও বলিয়াছেন,

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

অর্থাৎ আমি জানি যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ, তথাপি আমার একমাত্র ইষ্টদেব—শ্রীরামচন্দ্র। অন্য কাহাকেও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা একৈকতা সাধনার উদাহরণ।

বর্তমান মন্ত্রেও এই দিক হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট"—এই ব্যাখ্যার কোন অসঙ্গতি দোষ হয় না। অথবা অন্যদিক দিয়াও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করা যাইতে পারে। ভগবান স্বয়ম্ভূ—আত্মসৃষ্ট। তাঁহার এক বিভূতি দ্বারা অন্য বিভূতি সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলায় তাঁহার আত্মসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং "ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন" এই ব্যাখ্যায় বস্তুতঃ কোন দোষ হয় না।

কিন্তু আমরা এই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ মন্ত্রে সৃষ্ট হওয়ার কোনই প্রসঙ্গ নাই। মূলে আছে—"ইন্দ্রঃ সঃ দামনে কৃতঃ"। ইহা হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন"—এভাব আসিতে পারে না। ভগবান মানুষকে পরমধন প্রদান করিবার জন্য আরাধিত হয়েন—এই ভাবই আসে। মানুষ যাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার পায়, তাহার নিকটই কৃতজ্ঞতাবশে অবনতমস্তক হয়। ভগবানের নিকট হইতে মানুষ এমন রত্ন লাভ করে যাহা তাহার জীবনকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দেয় সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই ভগবানের নিকট প্রার্থনাপরায়ণ হয়। তিনিও আপনার অনন্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার প্রিয় সন্তানের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। মানুষ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"ওজিষ্ঠঃ সঃ বলে হিতঃ।" এই অংশের 'বলে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ, সোমপানার্থং নিহিতঃ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বলযুক্ত সোমের মধ্যে প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টিকালে স্থাপিত এবং সোমপানের জন্যও স্থাপিত। ব্যাখ্যা হইতে এই বুঝা যায় যে,—সৃষ্টিকালে ইন্দ্রকে প্রজাপতি সোমের মধ্যে সোমপানের জন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্তৃক ইন্দ্রের সৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রকে একেবারে সোমরসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—একথাটা ইন্দ্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য-সূচক বটে। 'সোম' বলিতে যদি প্রচলিত অর্থানুসারে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে বুঝায় তাহা হইলে মন্ত্রাংশের একটা বীভৎস-ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এই ইন্দ্র এত বড় মদ্যপ যে, জন্মমাত্র তাঁহাকে মদের মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বটে। সোম বলিতে যদি ঐশ্বরিক শক্তি বা সত্ত্বভাব বুঝায় তাহা হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার একটা অর্থ পাওয়া যায়। তাহা এই যে, ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভিন্ন ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহার শক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ তো দুরার্থ কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ মাত্র একটী শব্দ—'বলে'র উপর নির্ভর করিয়া ভাষ্যকার একেবারে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যাজাল বুনিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা তাহার কোন সার্থকতা দেখি না। আমাদের মতে শক্তির অধিপতি ভগবান্ সাধকদিগের আত্মশক্তির মধ্যে বিরাজিত থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবেই মানুষ শক্তিলাভ করে, তাঁহার শক্তির কণালাভ করিয়াই মানুষের মধ্যস্থিত সকল শক্তির বিকাশ হয়। অথবা মানুষের মধ্যেও যে শক্তির

বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, বস্তুতঃ উহা সেই শক্তিময়েরই শক্তিকণা। মানুষের মধ্যে, জগতে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই শক্তির বিকাশ, মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পারি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ,—"হ্বান্নী শ্লোকী সঃ সোমাঃ"। সেই পরম তেজস্বী দেবতাকে মানুষ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা আরাধনা করে অর্থাৎ আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রাংশে ভগবৎ-সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। আমাদের ধারণা মন্ত্রের শেষাংশে এই সাধন-প্রণালীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে॥ (৯অ-৬খ-২সূ-২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র

ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রঃ ন' (বজ্রতুল্যঃ, কঠোররিপুনাশকঃ রক্ষাস্ত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'সবলঃ' (পরমশক্তিশালী) 'অনপচ্যুতঃ' (অন্যৈঃ অপরাজিতঃ, অপরাজেয়ঃ) 'উগ্রঃ' (মহাতেজস্বী) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) সঃ পরমদেবঃ 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'সম্ভৃতঃ' (তৃপ্তঃ প্রীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'ববক্ষ' (দাতুং ইচ্ছতু, প্রযচ্ছতু—পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রতুল্য অর্থাৎ কঠোররিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী, অপরাজেয়, মহাতেজস্বী, অজাতশত্রু সেই পরমদেবতা প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরমধন দান করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরা' স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ 'সম্ভৃতঃ' উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বজ্রো ন' বজ্র আয়ুধং তৎকর্তৃভিঃ শিতধারো যথা ভবতি তীক্ষ্ণীক্রিয়তে তদ্বৎ স্তোতৃভিঃ স্তুত্যা সম্ভৃতঃ, অতএব 'সবলঃ' বল-সহিতঃ তস্মাদ্ 'অনপচ্যুতঃ' পরৈরপ্রচ্যুতঃ অনভিগত ইত্যর্থঃ, তাদৃশঃ 'উগ্রঃ' মহান 'অস্তৃতঃ' যুদ্ধে শত্রুভিরহিংসিত ইন্দ্রঃ 'ববক্ষে' স্তোতৃভ্যো ধনাদিকং বোঢ়ুমিচ্ছতি। 'উগ্রঃ'-'ঋষ্বঃ'-ইতি পাঠৌ। (৯অ-৬খ ২দ-৩সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১২২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদেবতার নিকট পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"স্তুতিবাক্যের দ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত বল-সহিত অনভিভূত, মহান্ অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে একটী উপমা "বজ্রঃ ন" অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় রিপুনাশক। বজ্রই ভগবৎশক্তি, অথবা ভগবানের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে জগতের রিপুদিগকে বিনাশ করে। কিন্তু ভাষ্যকার এই উপমার একটী অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন; যথা,—"গিরা স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ সম্ভৃতঃ উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ"। অর্থাৎ স্তুতিলক্ষণ বাক্যের দ্বারা স্তোতাগণ কর্তৃক উৎপাদিত—তীক্ষ্ণীকৃত। উৎপাদিত শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদনের সহিত তীক্ষ্ণ করার কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা মোটেই অনুধাবন করিতে পারি নাই। তারপর স্তুতি-দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করা যায় কিরূপে? অস্ত্রকেই তীক্ষ্ণ করা যায়, কিন্তু দেবতাকে যে তীক্ষ্ণ করা যায় তাহা একটু অদ্ভুত নয় কি? তবে তীক্ষ্ণ করার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমরা 'সম্ভৃতঃ' পদে 'তৃপ্তঃ', 'প্রীতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভরণার্থক ও তৃপ্ত্যর্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'সম্ভৃতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পদে তৃপ্ত, প্রীত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রের অর্থ-সৌষ্ঠবও সাধিত হয়। বজ্রের কঠোরতা লইয়া তিনি রিপুদিগকে শাসন করেন। আবার কুসুমের কোমলতা লইয়া মানবকে পালন করেন। আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থানদান করেন। এখানে 'বজ্র' পদে তাঁহার সেই কঠোরতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও তাহার মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'সবলঃ' অর্থাৎ পরমবলশালী। আমরা মনে করি,—'বজ্রঃ ন' উপমার লক্ষ্যস্থল 'সবলঃ' পদ। সুতরাং পূর্ণ উপমা হইল—"বজ্রঃ ন সবলঃ" অর্থাৎ রিপুনাশক কঠোর ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য পরমশক্তি-শালী। এই উপমা দ্বারা ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

'তিনি 'অনপচ্যুতঃ'—অপরাজেয়। তাঁহাকে পরাজয় করিবার কে থাকিতে পারে? তিনিই ত্রিভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। তাঁহার শক্তিতে শক্তিবান্ হয় সমস্ত জগৎ। সুতরাং কে তাঁহার সহিত শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে? তিনি শুধু অপরাজেয় নহেন, তিনি অজাতশত্রুও বটেন। বিশ্বের সকলই তাঁহার সন্তান। তাঁহার মঙ্গলময় ইঙ্গিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি তাহা তাঁহারই বিকাশ। সুতরাং জগতে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তাই সম্ভবপর নয়। তাঁহার শত্রু থাকিবে কে?

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহাকে রিপুনাশক বলা হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, মানুষ মায়ামোহ পাপ প্রভৃতি রিপুগণ দ্বারা চির আক্রান্ত, তাহাদিগকে এই সকল ভীষণ রিপুকুলের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার নিজের শত্রু নাই, কিন্তু বিশ্ববাসীর মোক্ষপথের অন্তরায় দূর করিতে হইলে তাঁহাকে রক্ষাস্ত্র ধারণ করিতে হয়। তাই তাঁহাকে বজ্রী রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়।

প্রার্থনা-আরাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। তিনি জগতের একমাত্র মোক্ষবিধাতা। তাই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার জন্য মানুষ তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক মানবকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তাই তাঁহার নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ববক্ষ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ধনাদি বহন করিতে ইচ্ছা করেন' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্তোতৃদিগকে ধন বহন করার অর্থ মোটেই স্পষ্ট নয়। আমরা অর্থ করিয়াছি—'প্রযচ্ছতু'—প্রদান করুন। মন্ত্রের মূলভাব প্রার্থনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

—— • ——

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ্বর্য্যো অদ্রিভিঃ সুতম্ সোমং পবিত্র আ নয়।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত হে মম মনঃ !) ত্বং 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (পবিত্রং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পবিত্রে' (হৃদ্রূপে যজ্ঞাগারে ইতি ভাবঃ) 'আনয়ঃ' (প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং তং শুদ্ধসত্ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, উৎকর্ষং গময় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সদ্ভাবপ্রভাবেন ভগবৎ-প্রীতিসাধনায় যাজ্ঞিকং আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভাবার্থস্তু—সদ্ভাবপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং যেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম। (৯অ-৭খ—১সূ-১সা)॥

অথবা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ !) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রে হৃদয়ে, হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'আনয়' (প্রাপয়); 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রস্য, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায়) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বলাভায় বয়ং কঠোরতপোপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ৭খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদ্রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত কর; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সদ্ভাবপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৭খ—১স—১সা)।

অথবা।

সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপো-পরায়ণ হই।)॥ (৯অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

হে 'অধ্বর্য্যো'! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পবিত্রে' 'আনয়' প্রাপয়। এবমেব দর্শয়ন্তি—'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানায় 'পুনাহি' পুনীহি পাবয়॥ 'নয়'-'আসৃজ'—ইতি পাঠৌ, 'পুনাহি'—'পুনীহি'—ইতি চ। ১।

* * *

প্রথম (১২২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মনই কর্ম্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই উভয়বিধ অম্বয়ে 'অধ্বর্য্যো' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ!' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কারণ, মনই সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মসম্পাদক। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সৎকর্ম্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপঃপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধক নিজ মনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাই।

সৎকর্ম্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর। বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে "কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন কঠোর, তাহা দূর করা-রূপ কর্ম্মও অতিশয় কঠোর। তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনপণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সফলতা লাভও অসম্ভব। সেই জন্য তপঃও কঠোর। সুতরাং সেই তপঃ অথবা সৎকর্ম্মকে পর্ব্বতের কাঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৭প-১৭—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ক ২র

তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্ব্যাশত।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানস্য মরুতঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ—৫খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) তথা 'ত্যে দেবা.' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'অন্ধসঃ' (অন্নদায়কস্য, আত্মশক্তিদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তব' 'মধোঃ' (অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ব্যাশত' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য অমৃতেন সহ সর্ব্বে দেবতাবাঃ মিলিতাঃ ভবন্তু - ইতি ভাবঃ। (৯অ—৭খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ এবং সকল দেবতা আত্মশক্তিদায়ক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সহিত সকল দেবতা মিলিত হয়)॥ (৯অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তব' সম্বন্ধিনং 'মধোঃ' মদকরস্য 'পবমানস্য' পূয়মানং 'অন্ধসঃ' অন্নং। তত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।২৫)। 'ত্যো' তে ইমে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ো 'মরুতশ্চ' এবস্তুতমন্নং 'ব্যাশত' ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'ব্যাশত'—'বাশূত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ—১সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন তাহার হৃদয়স্থ সকল সদ্বৃত্তি-দেবতাব শক্তিলাভ করে, পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। সেই অনুবাদটী এই, "যে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগীয় দ্রব্য সকল আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া বেরিয়া বসিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা ভাষ্যানুযায়ীও নহে এবং উহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অনুবাদকার উভয়েই সোমরসের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রে 'ইন্দো' 'সোমঃ' প্রভৃতি পদ দেখিলেই সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে যেন একটা নিমন্ত্রণ-ভোজের চিত্র পাওয়া যায়। সোমরসকে পানোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও আছে। সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া সোমরস ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ইহাই হইল প্রচলিত বঙ্গানুবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—এই চিত্র হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে পারি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সমর্থন করিয়া যাহারা উহা হইতে অতীত ভারতের চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন, তাহাদের মত এই যে, মন্ত্রের এই চিত্র হইতে আমরা সোমপায়ীদের একটা চিত্র পাই। মন্ত্রে দেবতাদিগকে সোমের চারিদিকে স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ আসিয়া সোমপান করিতেন না। উহা মন্ত্র-রচয়িতাগণের নিজেদের চিত্র মাত্র। মানুষ যেমন, তাহার দেবতাও তেমন-ভাবেই চিত্রিত হয়েন। তাই একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশুগণের যদি ঈশ্বরজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে মহিষাদিরূপেই কল্পনা করিবে। ইহা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। মানুষও ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করে ইহা মানব-মনের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই আমরা বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে বিভিন্নরূপে ঈশ্বর-ধারণার পরিচয় পাই। যাহারা বন্য, অসভ্য, তাহারা তাহাদের ঈশ্বরকে তাহাদের মতই পশুবধকারী শিকারী-রূপে কল্পনা করে। নিজে যাহা ভালবাসে, তাহা ভগবানও ভালবাসেন বলিয়া মনে করে। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ একটা গাছের নীচে কোন পশু বা পাখী কাটিয়া তাহার রক্ত দিয়া তাহার উপর মদ ঢালিয়া দেয়। তাহারা মনে করে যে, ইহাতেই তাহাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। আবার নরমাংসভুক্ জাতি ভগবানের নিকট নরবলি দিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। মোটের উপর মানুষ আপনার ভাব ও ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের কল্পনা করে।

মানুষ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করে, উন্নত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তনও তাহার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। তাই সহজেই বলা যায় যে, মানুষ ঈশ্বর বা তাহার দেবতার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তাহা তাহার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

আলোচ্য-মন্ত্রে আমরা দেবগণের সম্বন্ধে যে চিত্র দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকপক্ষে তখনকার সময়ের সমাজেরই চিত্র। তখনকার লোক সোমরসের অতিশয় ভক্ত ছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্যেই সোমরসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই ভগবদারাধনার মধ্যেও সোমরসের স্থান অতি উচ্চে। তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তখনকার লোক সোমরসকে অতি প্রিয় বস্তু মনে করিত বলিয়া তাহা দেবতারও প্রিয়—এই ধারণা তাহাদের ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সোমপান রত, সকলেই সোমরসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমন কোন দেবতা নাই, যাঁহার নিকট সোমরস প্রিয় নহে।

শুধু তাই নয়। সোমরস তখনকার সমাজের অতি প্রিয় বস্তু ছিল বলিয়া তাহা অতি অসম্ভব রকমের পূর্ণ বর্ণনা আছে। এমন কি কোন কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, সোমরসই ইন্দ্রকে, বিষ্ণুকে, সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল অতিশয়োক্তি সোমরস প্রিয়তার ফল মাত্র।*

এই তো গেল—পণ্ডিতগণের গবেষণার কথা। উহা যে কেবল পাশ্চাত্য দেশেই নিবদ্ধ আছে তাহা নয়, এই চিন্তার মূল আমরা আমাদের দেশেরই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে পাইয়া থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যার্থের মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবগণ সোমপান করেন। তাহাতে সোমরসের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। আর এই সকল ব্যাখ্যার সূত্র অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাশ্চাত্য গবেষণার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র কি সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত বা বেদ-সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য করা হয়, তৎসম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল। উপরোক্ত মতামতের কোন উত্তর দেওয়াও আমরা সঙ্গত মনে করি না। কারণ 'সোমরস' বলিয়া মাদক-দ্রব্য পান করিয়া তখনকার লোক বিভোর হইতেন এরূপ ধারণা আমাদের নাই এবং বেদে এরূপ কোন চিত্র আছে বলিয়াও মনে হয় না। আর সোম-কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় যদি বেদে থাকে তাহা হইলে সত্যকথাই আছে। অবশ্য 'সোম' বলিতে 'সোমরস' বুঝায় না। বেদে অতিরঞ্জন নাই, সত্যকথন আছে মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিধৃত আছে, উহাই নিত্যসত্য। বেদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তাহার অন্তরস্থ সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দ্দেশানুযায়ী আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবভাব মিলিত হইয়া সাধককে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়—ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, গ্রহণ করেন তাহার অর্থ এই যে,—মানুষের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, উহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়মানুসারে আমরা 'মধোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'অমৃতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ-৭খ-১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবঃ পীয়ূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
৩ ২ ৩ ৩ ২
সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বজ্রিণে' (রক্ষাস্ত্রধারিণে) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'মধুমত্তমং' (মাধুর্য্যোপেতং) 'পীয়ূষং' (অমৃতং, অমৃতস্বরূপং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইতি যাবৎ) 'সুনোত' (অভিষুণুত, বিশুদ্ধং কুরুত)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদিস্থিতং সত্ত্বভাবং বিশুদ্ধং-ভগবদারাধনাযোগ্যং করবাম-ইতি ভাবঃ) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য্যোপেত, অমৃতস্বরূপ, আমাদিগের হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ—ভগবদারাধনাযোগ্য করিতে পারি।) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! যূয়ং 'মধুমত্তমং' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পীয়ূষং' অমৃতভূতং 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠং 'সোমং' 'বজ্রিণে' বজ্রবতে 'ইন্দ্রায়' 'সুনোত' অভিষুণুত ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১২২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ ভগবানের চরণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তি বীজাবস্থায় নিহিত আছে। সাধনা দ্বারা যদি সেই শক্তিবীজকে মানুষ অঙ্কুরিত করিতে পারে, বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই তৎস্বরূপ হইয়া

যায়। মানুষে ও সেই পরমপুরুষে ভেদ থাকে না। মানুষও ভগবানের মধ্যে আপাতঃপ্রতীয়মান যে প্রভেদ আছে সেই পার্থক্যকে বিনাশ করিয়া স্বরূপাবস্থা লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ নানাবিধ সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব দেবভাব প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলকে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা বিকশিত করিতে পারিলেই মানুষ আত্মস্থ হইতে পারে মোক্ষলাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সোমং পুনোত'—হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। এই বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের দুইটা উত্তর হইতে পারে, অথবা দুই উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর। আমরা একে একে নিম্নে তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ দ্বৈতভাবের দিক দিয়া আমরা আলোচনা করিব। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে মানুষ আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া তাঁহারই নিকট যাইবে। তাঁহার নিকট যাইবার উপায় সাধনার দ্বারা উপাসনার দ্বারা ভগবানের করুণালাভ করা—হৃদয়ে ভগবানের শক্তিলাভ করা। মানুষকে মায়ামোহের জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে হীনতা, কালিমা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, তবেই পবিত্রতা-স্বরূপ সেই পরমপুরুষ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আপনার দীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা অসম্ভব। যাঁহাকে পাওয়া চাই, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ কি? সে কি টাকাপয়সা প্রভৃতির মত কোনও বস্তু যে হাতে রাখা যায়, সিন্দুকে রাখা চলে? তাহা তো নয়। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ,—তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, তাঁহার আবির্ভাব হৃদয়ে লাভ করা। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'—অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে মলিনতা কালিমা নাই। তাঁহার প্রভায় জগৎ আলোকিত হয়, জগৎ দৃষ্টি-শক্তি লাভ করে। তাঁহার আবির্ভাবে জগৎ পবিত্র হয়—তিনি পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে পাইতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে, নিষ্পাপ হইতে হইবে। হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার জন্য হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিতে হইবে। পবিত্র তিনি, শুদ্ধ তিনি, তাই সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র ভাবরাশির দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। তিনি মানবের অন্তর-রাজ্যের দেবতা, অন্তরের পূজাই প্রকৃষ্ট পূজা। অন্তরের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মানবকে যদি তাঁহার নিকট যাইতে হয়, যদি কখনও সে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায় তবে তাহাকে ভগবৎভাবের অনুসারী হইতে হইবে। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানধারণা করিতে হইবে। যে যে ভাবের ধ্যান করে, সে সেই ভাবই লাভ করে—ইহাই ধ্যান-ধারণার অর্থ। মানুষ ভগবৎমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে—তাঁহার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য। মাহাত্ম্যশ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হয়। সেই অনুরাগই মানুষকে ভগবানের প্রতি প্রেরণা দেয়। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পাইতে চায়, অতিনিকটে আপনার মধ্যে তাহাকে মিশাইয়া দিতে চায়—প্রিয়জনের ভাবানুবর্ত্তন করে। ক্রমশঃ দেখা যায় যে, সে তাহার প্রিয়জনের অনুসরণ করিতে করিতে

তাহারই ভাবসমূহ আয়ত্ত করিয়াছে। ধ্যানধারণা—গুণানুকীর্ত্তনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ভগবানের প্রতি যখন মানুষের আসক্তি জন্মে—রতি হয়, তখন তিনি ভগবানের ভাবরাশির অনুবর্ত্তন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধক তখন ভগবানের চরণে আত্মলীন হয়েন, অনন্তসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যায়, মানুষ নির্ব্বাণলাভ করে।

মানুষের আসল জিনিষ-ভাব। সেই ভাবরাশিকে বহন করিবার জন্য, আত্মার বাহনরূপে শরীরের প্রয়োজন। সেই ভাবরাশি যখন ভাবসমুদ্র-রূপ ভগবানের অনুসারী হয় তখন ভাবসমুদ্রে মানুষের ক্ষুদ্র ভাবকণা মিশিয়া যায়। ইহাই মুক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

এ গেল—দ্বৈতভাবের কথা। কিন্তু অদ্বৈতভাবের সাধনায়ও মানুষ সেই এক অবস্থাই লাভ করে। ভগবান ও মানুষ স্বরূপতঃ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—মায়া। মায়া ঈশ্বরাতিরিক্ত কিছু নয়, কিছু আসিতে পারে না। সুতরাং সেই এক পরমসত্তাই আপনার মাধুর্য্য, আপনার শক্তি আপনি উপভোগ করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। সেই পরম ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়াশক্তি-প্রভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই বিশ্ব ও ভগবানের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্য দূরীভূত করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা মানুষের সসীম ব্রহ্মের সসীমতা দূরীভূত হইয়া সেই এক অসীমে আত্মলীন হয়। ঘটাকাশের ঘটের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মহাকাশে লীন হয়। সেইরূপ মানবের ক্ষুদ্রতা হীনতা মুছিয়া যাওয়ায় মানুষ স্বরূপাবস্থা লাভ করে। ইহাই অদ্বৈতভাবের সাধনা। কিন্তু দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়েরই পরিণাম এক। উভয়ের এক কথা—'সোমং সুনোত'—হৃদয়ের সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মার ভাবের অনুসারী হও।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,-"হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গবাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।"

আমাদের ধারণা মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সাধক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—ইহাই আমাদের মত। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যায় পুরোহিতগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটীকে যেন উচ্চারিত হইয়াছে, এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—পুরোহিতগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে কে? আমাদের মনে হয়, এখানে পুরোহিতগণকে সম্বোধন করার কোন সঙ্গত অর্থ নাই। সাধক আপনার হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ, ভগবদারাধনার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। হৃদয়ের ভাবরাশি যখন বিশুদ্ধ হয় তখন তাহাই অমৃতস্বরূপ হয়, তাহাই মানবকে মোক্ষপ্রদান করিতে সমর্থ। মন্ত্রে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ-১সূ-৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ৫ ২ ১ ২ ২ ১র n ৩ ৫ ১ ২
১। অধ্বর্য্যো ২ ৩ ৪ আ। দ্রিভাম্নিঃসুতভাওম্। সোমাংপা ২ ৩ ৪ বী। ত্রাআ-

-- ১ র ২ ৫র র ২১র২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১
১ নায়া ২। পুনা ২ ৩। হীন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। যপাস্তবে ২ ৩ ৪ ৫॥ স্তবত্যা

৫ ২র ১ ২ ২ ১র n ৩ ৫ ১ ২ --
২ ৩ ৪ ঈ। দোআন্ধা ৩ সা ৩ঃ। দেবা ২ মা ২ ৩ ৪ ধোঃ। বায়া ১ শাস্তা ২।

১ র ২ ৫র র ২ ১৩৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ৫
পবা ২ ৩। মানা ৩ ৪ ঔহোবা। স্পমক্রন্তা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। দিবঃপী ২ ৩ ৪ যূ।

২১ ২ ২র n ৩ ∧ ৫ ১ ৭ -- ১
ষমুত্তা ৩ মা ৩ ম। সোমা ২ মা ২ ৩ ৪ ঈন্দ্রা। যাবজ্রাম্নিণা ২ ম্নি। সুনো ২ ৩।

র ২ ৫র র ২১২ ৩ ১ ১ ১ ১
স্তামা ৩ ৪ ঔহোবা। ধুমস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম।

* . *

১ ২র ১ ২ ২ ১ ২ ১ n ৩ ৫
২। অধ্বর্য্যোঅদ্রি। ভিঃসুতভাম্। সোমম্পবা ৩ ম্নি। ত্রাআ ২ না ২ ৩ ৪ ম্না।

১ ২ ∧ ৩ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১ র
পুনাহা ১ ম্নিন্দ্রা ২। ম্নপা ৩। স্তা ২ ৩ ৪ বো ৬ হাম্নি। স্তবস্তাইন্দো।

২ ২ ১ র ২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ ∧
অন্ধা ৩ সাঃ। দাম্নিবামধো ৩ ঃ। বায়া ২ শা ২ ৩ ৪ স্তা। পবা মা ১ না ২।

৩ ২ ১ ৫ ৫ ৩ ১২র১র ২ ২ ১
স্তামা ৩। ক্র ২ ৩ ৪ স্তো ৬ হাম্নি। দিবঃপীযূষম্। উস্তা ৩ মাম্। সোম-

২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ n ৩ ২
মিন্দ্রা ৩। ম্নাবা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ ম্নিণাম্নি। সুনোস্তা ১ মা ২। ধুমা ৩।

১ ৫ ৫
স্তা ২ ৩ ৪ মো ৬ হাম্নি।

* * *

২ র ১ ১ ১ n ৩ ২ ০ ৫ ১র ২ ১ ২
৩। অধ্বোহোবা। র্য্যোআ ২। দ্রিভাম্নিঃসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোমম্পবি। ত্রআনা

-- ১ র ২ ২n ৩ ৫ ১ n ৩
১ ম্না ২। পুনা। হা। ঔ ৩ হোম্নি। হী ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। ম্না ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২ ১ n ৩র ২ ৩
ঔহোবা। এ ৩। স্তবে ২ ৩ ৪ ৫। স্তবোহোবা। স্ত্যাআ ২ ম্নি। দোঅন্ধা

৫ ১রর২ র ১ ২ -- ১র ২ ২
২ ৩ ৪ সাঃ। দেবামধোঃ। বিম্নাশো ১ স্তা ২। পবা। হা। ঔ ৩ হোম্নি।

৩ ৫ ১ n ৩ ৫র র ২ ১ ১১১১
মা ২ ৩ ৪ না। স্তা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহো। বা। এ ৩। স্নতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২র ১২ ১ n ৩২ ৩ ৫ ১র ২র ১২
দিবৌহোবা। পীযূ ২। ষমুত্তা ২ ৩ ৪ মাদ। সোমমিন্দ্রা। য়বাজ্রা ১ য়িণা

-- ১র ২ ২n ৩ ৫ ১n ৩
২ য়ি। স্তুনো। হা। ঔ ৩ হোয়ি। স্তা ২ ৩ ৪ মা। ধূ ২ মা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১১১১
ঔহোবা। এ ৩ তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম॥

* * *

২ র ২ ১র ২ র -- ২
৪। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভিঃসুতা ৩ মে। সোমম্পবিত্রে। আ ২ ১ ২ ৩। নয়া ৩ ৪ ৩।

১ ২ র --১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র
পূ ২ ৩ না। হীন্দ্রা ২ ও ২ ৩। য়পোবা। তা ৫ হো ৬ হায়ি। তপতাইন্দো

২ রর২ র -- ২ ১ ২
অন্ধস ৩ এ। দেবামধোর্ব্বি। আ ২ ১ ২ ৩। শস্তা ৩ ৪ ৩। পা ২ ৩ না।

র --১ ৪ ৫ ৪ ৫ ০২ রর ২
মানা ২ ও ২ ৩। স্তুপোবা। ক্র ৫ তো ৬ হায়ি। দিবঃপীযূষমুত্তমা ৩ মে।

১র ২ ২ — ২ ১ ২
সোমমিন্দ্রায়। বা ২ ১ ২ ৩। জ্রিণা ৩ ৪ ৩ য়ি। সূ ২ ৩ মো।

র --১ ৪ ৫ ৪ ৫
তামা ২ ও ২ ৩। ধুমোবা। তা ৫ মো ৬ হায়ি॥

• • •

১২ ১ ২ ২ ১ ∧ ৩ ৫র র
৫। অধ্ব। এআধ্বা। র্য্যোঅদ্রি। ভা ৩ য়িঃ। ত্রা ২ য়িস্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২ ২ n ৩
সূ ২ ৩ ৪ তাম্। সোমাম্পা ২ ৩ ৪ বী। ত্রআ ৩। ত্রা ২ আ ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ১ n ৩
ঔহোবা। না ২ ৩ ৪ য়া। পুনাহা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা। য়পা ৩। যা ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ র ১ n ৩
ঔহোবা। ত্তা ২ ৩ ৪ পে। তব। এতাবা। তইন্দো। আ ৩ পো ২ আ

৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২ ১ n
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ধা ২ ৩ ৪ নাঃ। দেবামা ২ ৩ ৪ ধোঃ। বিয়া ৩। বা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ১ n
য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শা ২ ৩ ৪ তা। পবামা ২ ৩ ৪ না। স্তমা ৩। স্তা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ রর
মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রু ২ ৩ ৪ তাঃ। দিবঃ। এদাদ্বিবাঃ। পীযূষম্। উ ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২
য ২ মূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাম্। সোমামা ২ ৩ ৪ মিন্দ্রা। যবা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২
যা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জ্রী ২ ৩ ৪ ণে। সুনোতা ২ ৩ ৪ মা। ধুমা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
ধূ ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাম্॥

* *

১ র ২ ১ ২ ৪ ২
৬। অধ্বর্য্যোআ ৩। হো ৩ হো ৩ ১। দ্রিভিঃসুতা৩ম্। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ ৪ ২ ১ র ২ ৪ ২
সোমম্পবা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১। ত্রআনয়া ৩। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
পুনাহীন্দ্রা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। য়পাতবা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
ডা। তবতাআ ৩। হো ৩ হো ৩ ১। দোঅন্ধসা ৩ঃ। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ৭ ২ র ২ ৪ ২
দেবামদো ৩ঃ। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি। বিয়াশতা ৩। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ৪ ২ ২ ৪ ২
পবমানা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। স্তমরুতাঃ ৩। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ র২ ৪ ৪ ২
ডা। দিবঃপীযু ৩। হো ৩ হো ৩ ১। ষমুত্তমা ৩ ম। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সোমমিন্দ্রা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। য়বজ্রিণা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সুনোতামা ৩। হো৩হো ৩ ১। ধুমত্তমা ৩ ম। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩ ৪৫র ২ ২
৭। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভিঃসুতম্। ঈয়ইয়াহায়ি। সোমম্পবিত্রআ। হা ৩ হা ৩ য়ি।

১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র ২র ৩
না ২ ৩ ৪ য়া। পুনা ৩ উবা ৩। হা ২ য়িন্দ্রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। য়পাতবে

১ ১ ১ ১ ১২ ১ ২ র ১ ২ ১২ ১ ২ ৪র৩র ৪র ৫ র ২
২ ৩ ৪ ৫। তবত্যাইন্দো অন্ধসঃ। ঈয়ঈয়াহায়ি। দেবামদোর্বিয়া। হা৩

২ ১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র
হা ৩ য়ি। সশা ২ ৩ ৪ তা। পাবা ৩। উবা ৩। মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ৩ ১১১১ ২১২র১র২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩১র৫র
ভমক্রতা ২৩৪৫।। দিবঃপীযূষমুত্তমম্। ঊরইয়াহায়ি। সোমমিন্দ্রায়বা।

২ ২ ১ ৫ ১২ ১ ১n৩
হা৩হা৩। জ্রা ২৩৪ য়িণায়ি। সুনা ৩ উবা ৩। তা ২মা ২৩৪

৫রর ২ ৩১১১১
ঔহোবা। ধূমত্তমা ২৩৪৫ম্।

* * *

২ ১২ ১ ২৮ ৩ ৫ ২র১২১ ৭ n ৩
৮। অধ্বর্য্যওবা। দ্রাগ্নিভায়িঃসু ২৩ ৪ তাম্। সোমাম্পবায়ি। ত্রমা ২ না

৫ ১–১ ২ ১২র ১ ২ ৪৫ ২
২৩৪য়া। পূ২না। হা২৩য়িন্দ্র। যাপাতবা। ঔ৩হোবা। তবন্তা

১২ ১২৩ ৫ ২র১২১ ৭ n ৩ ৫ ১–১
ওবা। দোনন্ধা ২৩৪ সাঃ। দেবামদাঃ। বিরা ২ শা ২৩৪ তা। পা২বা।

২ ১২ ১ ২ ৪৫ ২ র১২ ১২৩ ৬
মা২৩না। ভামক্রতা। ঔ৩হোবা॥ দিবঃপীয়োবা। যামুত্তা ২৩৪ মাম্।

২র১২১ ১ n ৩ ৫ ১–১ ২ ১২ ১
সোমামিন্দ্রা। য়বা২জ্রা ২৩৪ য়িণায়ি। সু২নো। তা২৩মা। ধূমত্তমাম্।

৪ ৫ ৪
ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২র১২১ ২ – ১র ২১র ২ ১ –১
৯। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভাব্রিঃ সুতা ২ম্। সোমম্প'বত্রআনা ২৩য়া। পুনা ২ হায়িন্দ্রা

২১ ৫ ৪ ৫ ১২১ ২র ১ ২ –
২১। য়পো২৩৪বা। তা৫বো৬হায়ি। তবন্তাইন্দোআ। ধনা ২ঃ।

১রর র ২১র ২ ১ –১ ২১ ৫ ৪
দেবামধোর্বিরাশা ২৩ভা। পাবা২মানা২৩। স্তুমো ২৩৪ বা। রু৫তো

৫ ২ ১২র২১ ২ – ১র র২১ ২ ১
৬হায়ি। দিবঃপীযূষমূ। ত্তম ২ম্। সোমমিন্দ্রায়বজ্রা ২৩ য়িণায়ি। সুনো

–১ ২১ ৫ ৪ ৫
২তাম্যা২৩। ধুমো ২৩৪বা। তা৫মো৬হায়ি॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বৈরূপম্" (২) "আশুভার্গবম্" (৩) "মার্গীয়বম্" (৪) "সৌমিত্রম্" (৫) "ঐটতম্" (৬) "ধূরাসাকমশ্বম্" (৭) "বিলম্বসৌপর্ণম্" (৮) "সৌপর্ণম্" এবং (৯) "রোহিতকূলীয়োত্তরম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩১ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো

১ ২ ৩১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা

১ ২ ৩২
পাজাꣳসি কৃণুষে নদীষ্বা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধর্ত্তা' (সর্ব্বস্য ধারণকর্ত্তা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (রসযুক্তঃ, অমৃতময়ঃ) 'কৃত্ব্যঃ' (শোধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ, বিশুদ্ধঃ) 'দেবানাং দক্ষঃ' (দেবভাবসম্পন্নানাং শক্তিদায়কঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ, সাধকানাং প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'অত্যঃ ন' (সৎকর্ম্ম যথা শক্তিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'সত্বভিঃ' (প্রাণিভিঃ মনুষ্যৈঃ, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সৃজানঃ' (উৎপদ্যমানঃ, উৎপন্নঃ সন) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অপ্রযত্নেন, স্বতমেব) 'নদীষু' (সত্ত্বাধারেষু, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'পাজাংসি' (বলানি) 'আকৃণুতে' (করোতি, শক্তিং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সত্ত্বভাবঃ পাপনাশকঃ তথা আত্মশক্তি-দায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের ধারণকর্ত্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদিগের শক্তিদায়ক, সাধকদিগের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে,

সেইরূপ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পাপহারক সত্ত্বভাবই স্বতঃই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হয়েন।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধর্ত্তা' সর্ব্বস্য ধারকঃ সোমঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ অন্তরিক্ষস্থিতাৎ দশাপবিত্রাৎ 'পবতে' পূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ ? 'কৃত্ব্যঃ' কর্ত্তব্যঃ শোধ্য ইত্যর্থঃ। 'রসঃ' রসাত্মকঃ। 'দেবানাং' 'দক্ষঃ' বলপ্রদঃ। যদ্বা, দক্ষঃ প্রবর্দ্ধনীয়ো দেবানামর্থায়। তথা 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'অনুমাদ্যঃ' অনুমাদনীয়ঃ স্তুত্যো বা। শেষঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। 'সত্বাভিঃ' প্রাণিভিঃ অস্মদাদিভিঃ 'সৃজানঃ' সৃজ্যমানঃ 'অত্যো ন' অশ্বইব। স যথা শিক্ষিতোঽনায়াসেন গচ্ছতি তদ্বৎ। 'বৃথা' অপ্রযত্নেন 'পাজাংসি' বলানি স্বীয়ান 'কৃণুষে' কুরুতে 'নদীষু' বসতী-বরীষু তাভিরিত্যর্থঃ। 'কৃণুষে' 'কৃণুতে'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৭খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২২৬) সামের মর্ম্মার্থ

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটীর উভয় অংশেই সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমাংশে বিশেষভাবে সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব সকলের ধারণকর্ত্তা। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সত্ত্ব-প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্ত্বের গুণ—স্থিতি। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমগুণের জড়তা নাশ হইলে সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য লাভ হয়। 'যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যাহাতে অবস্থিত হইলে মানব কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়েন না, হৃদয়ের শান্ত স্থৈর্য্য অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের গুণেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'দিবঃ ধর্ত্তা' পদদ্বয়ে 'দ্যুলোকের ধারণকারী' অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকের নহে, তাহা সর্ব্বলোকের ধারণকর্ত্তা।

সত্ত্বভাবই অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। তাহার প্রভাবে মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, অমৃতত্ত্ব-লাভ করে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করে। তাই সাধকগণ এই পরম কল্যাণকর শক্তিদায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা স্বতঃই মানুষকে দিব্যশক্তি প্রদান করে। সেই শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্য-পথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। যথা,—'বৃথা' 'সর্ব্বতঃ' অনুমোদনীয়। ঐ সকল পদে প্রধানতঃ আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি॥ (৯অ—৭খ ২সূ—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ

২ ১ ২ ৩ ১র ২র
স্বাঃ৩ঃসিষাসন্রথিনো গবিষ্টিষু।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো

২ ৩ ১ ২
অজ্যতে মনীষিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ ন' (বীরঃ যথা শত্রুনাশায় অস্ত্রশস্ত্রাদীনি ধারয়তি তদ্বৎ) 'স্বঃ সিষাসন' (স্বর্গং কাময়মানঃ মোক্ষপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রথিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'গবিষ্টিষু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গভস্ত্যোঃ' (হস্তয়োঃ) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—৯খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

ত্ত' (ধারয়তি) ; 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'শুষ্মং' (বলং, শক্তিং) 'ঈরয়ন'
্প্রেরয়ন, ইচ্ছন, কাময়মানঃ ইত্যর্থঃ) 'অপস্যুভিঃ' (অমৃতকাময়মানৈঃ) 'মনীষিভিঃ'
্মেধাবিভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিযানঃ' (প্রের্য্যমাণঃ, উৎপদ্যমানঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ)
অজ্যতে' (ক্ষিপ্যতে, সম্মিলিতঃ ভবতি—জ্ঞানেষু ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ
য়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি, তে পরাজ্ঞানং লভন্তে—
তি ভাবঃ॥ (৯অ ৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বীরব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন, সেইরূপ
্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্ত-
য় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন ; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অমৃতকামী
সৎকর্ম্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী
নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী
হয়েন, তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।) ॥ (৯অ—৭খ—২সূ—২সা ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং সোমঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ 'আয়ুধা' আয়ুধানি 'শূরো ন' শূর ইব 'ধত্তে' ধারয়তি,
স্বঃ' স্বর্গং সুখ-সাধনং যজ্ঞং বা 'সিষাসন্' সম্ভক্তুমিচ্ছন্ 'রথিরঃ' রথবান্। রথাদিন প্রত্যয়ঃ।
গবিষ্টিষু' যজমানস্য গবামেষণেষু সৎসু যজমানোদ্দেশেন গো-সম্ভজনায় রথবানিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রস্য
শুষ্মং' বলং 'ঈরয়ন' প্রেরয়ন 'ইন্দুঃ' সোমঃ দেবঃ 'অপস্যুভিঃ' কর্ম্মেচ্ছুভিঃ 'মনীষিভিঃ'
মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিষনঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'অজ্যতে' গোভিঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রথমে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনুবাদটী এই,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্রধারণ করেন ; ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ ; ইনি গাভী উপার্জ্জনব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।"

মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহা অনেক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাটী সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয় যে, উহা যেন সোমরসের প্রস্তুত-

প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। ঋত্বিক্‌গণ যখন দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি হইতে চালনা করিয়া দেন তখন সোমরস কলসস্থিত দুধক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হয়। উহা পান করিয়া ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এতটুকু পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অসঙ্গতি আছে যাহার কোন অর্থ ই হয় না। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুইহস্তে অস্ত্র ধারণ করেন"; সোমরসকে এখানে মূর্ত্ত মানবের মত হস্তযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। অর্থাৎ বীরপুরুষ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে দুইহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন, শত্রুকে পরাজিত করেন, সেইরূপভাবে সোমরসও দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সোমরস নামক তরলদ্রব্য কিরূপেই বা দুই হস্ত লাভ করিল, এবং কিরূপেই বা অস্ত্রধারণ করিল তাহা বুঝা অসম্ভব। তাই ইহা মনে করা করা খুবই সঙ্গত যে, 'সোমরস' বলিতে ব্যাখ্যাকারও তরল-পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অথবা আদৌ সোমরসকে লক্ষ্য করেন নাই।

আমরা এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছি "বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন।" অবশ্য আমরাও এখানে রূপক-হিসাবে শুদ্ধসত্ত্বের দুইহস্ত কল্পনা করিয়াছি। দুই হস্তের দ্বারাই অস্ত্রধারণ করেন। ইহা দ্বরা বীরত্বই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হয়। কিন্তু এই রূপকের অথবা উপমার নিগূঢ় ভাব কি? যিনি বীর, যিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ দুই হস্ত দ্বারাই যিনি যুগপৎ অস্ত্রাদি চালনা করিতে পারেন, তাঁহার শত্রু-নাশিকা শক্তিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেও এই রূপকের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সেই রিপুনাশিকা শক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার প্রভাবে মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়। ভগবৎশক্তির মঙ্গলময় প্রেরণাবশে মানবের হৃদয়ের সুপ্ত সদ্বৃত্তিরাজী জাগরিত হয় তাহারাও যেন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া রিপুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎ-শক্তির বলে সেই সংগ্রামে সদ্বৃত্তিসমূহের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধসত্ত্ব দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন—ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অন্যদিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও ভক্তিই শুদ্ধসত্ত্বের সেই দুই অস্ত্র। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ভগবন্মহিমা মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাঁহার অসীম মহিমা, অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম শক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানবলে প্রতিভাত হয়। মানুষ জানিতে পারে যে, ভগবানই অনন্তশক্তির আধার, ভগবানই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শক্তিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। শুধু তাই নয়, মাতার স্নেহে তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, পিতার শাসনে তিনি আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, যাহাতে আমরা সৎভাবে

সৎপথে চলিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করেন। এই সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ভগবানের অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ করিলে তাঁহার অসীম মহিমার বিষয় জানিতে পারিলে মানবের মন আপনিই ভক্তিতে পূর্ণ হয়, মানুষ সেই বিশ্বপিতার চরণে লুটাইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন মানবের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহার আর শত্রুর ভয় থাকে না। জ্ঞানবলে হৃদয়ের অপবিত্রতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল ঠিক করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপযোগী পথে চলিতে সমর্থ হয়। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ সকল পাপকার্য্যে রত হয় ও আপনার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতিতে তাহার হৃদয় আলোকিত হয়, তখন সে তাহার নিজের হৃদয় পরিষ্কারভাবে দেখিতে পায়। হৃদয়-ক্ষেত্রের আনাচে কানাচে যেথায় যে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা আছে তাহা দূরীভূত করে। জ্ঞানের প্রভাবে তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি জাগরিত হয়, তাই অজ্ঞানাবস্থায় যাহা সে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, অথবা যাহাকে সে প্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাই এখন তাহার নিকট অসহ্য বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। তাই জ্ঞানালোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, আর ভগবৎশক্তি-বলে তাহাতে সফলতাও লাভ করে। তখন ভগবানের উপযোগী হৃদয়াসন প্রস্তুত হয়। সাধক ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে থাকেন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। ভগবানও তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, সব পাপতাপ, সব অপূর্ণতা তাঁহার পুণ্য-পরশে দূরীভূত হয়। ভগবানের পদস্পর্শ হৃদয়ে লাভ করিয়া সাধক ধন্য হয়েন, কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার মানবজীবন সফল হয়। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা তিনি লাভ করেন। শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র - জ্ঞান ও ভক্তি। তাহাদের প্রসাদেই মানব সতিত্যকার জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যায় তার পরের অংশ—"ইনি গাভী উপার্জ্জন-ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন।" এ অংশটা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। আমাদের ব্যাখ্যার সহিতও অনৈক্য ঘটিয়াছে। গাভী উপার্জ্জনটা কিরূপ ব্যাপার তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য। এই অংশ হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, 'সোম' রথের রথীর ন্যায় গাভী-উপার্জ্জনে (হরণে) বাহির হইতেন। এখানেও মানুষরূপের কল্পনা অতিশয় প্রবল। সে যাহা হউক, আমরা মনে করি মন্ত্রের এই অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের অন্বয় সম্বন্ধে আমাদের সহিত ব্যাখ্যাকারের অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'গাবিষ্টিষু' পদে আমরা 'জ্ঞানকিরণেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই যে, সাধকের জ্ঞানে যে, সত্ত্বভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব 'স্বঃ সিষাসন্'—মোক্ষদায়ক হয়। যখন জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব একত্র মিলিত হয়, তখন সাধক মোক্ষলাভ করেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আবার মন্ত্রের পরের অংশেই বলা হইতেছে যে,—জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। কিরূপে মিলিত হয়? 'অপস্যুভিঃ মনীষিভিঃ হিন্বানঃ'—'অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হইয়া।' অর্থাৎ যাঁহারা অমৃতত্ব কামনা করেন, তাঁহারা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন

করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। তাহার ফলে সাধক মুক্তিলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম। (৯অ—৭খ—২সূ—২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্ম্মিণা

৩ ১ ২ ৩২ ৩১ ২
তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।

১ ২ ৩২ ৩ ২৩ ১ ২
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ধিয়া নো বাজাঁ৺ উপ মাহি শশ্বতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অস্মাকং হৃদিস্থিত 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তবিষ্যমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধনীয়ঃ) ত্বং 'ঊর্ম্মিণা' (তরঙ্গরূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরেষু আবিশ' (উদরে প্রবিশ, সামীপ্যং প্রাপয় ইতি ভাবঃ); 'বিদ্যুৎ অভ্রেব' (বিদ্যুৎ যথা মেঘাৎ দীপ্তিং আহরন্তি তদ্বৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'রোদসী' (দ্যালোকভূলোকৌ, তয়োঃ ইতি ভাবঃ) অমৃতং 'প্রপিন্ব' (ধুক্ষ, আহর); 'ধিয়া' (সদ্বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শশ্বতঃ' (বহুনি, প্রভূত-পরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্ত্যাদীনি, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'উপমাহি' (সমীপে প্রাপয়, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেণ অমৃতং প্রাপ্নুয়াম ভগবৎ-সামীপ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ-২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃৎস্থিত, পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি প্রভূত পরিমাণে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন; বিদ্যুৎ যেমন মেঘ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতে দীপ্তি আহরণ করে, সেইরূপ আপনি আমাদিগের জন্য দ্যুলোক-ভূলোক হইতে অমৃত আহরণ করুন; অনুগ্রহ বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন অমৃত প্রাপ্ত হই—ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'পবমান' পূয়মান! ত্বং 'ভবিষ্যমাণো' বার্দ্ধিষ্যমাণঃ সন্ 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরেষু' 'ঊর্ম্মিণা' প্রভূতরা ধারয়া 'আ বিশ' জঠর-প্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং 'নঃ' অস্মদর্থং 'বিদ্যুৎ 'অভ্রেণ' অভ্রাণীব না যথা অভ্রাণি দোগ্ধি তদ্বৎ 'প্র পিন্ব' ধুক্ষ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ কিঞ্চ 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'নঃ' অস্মভ্যং 'শশ্বতঃ' বহুনামৈতৎ (নিঘ০ ৩১৫)। বহুন 'বাজান্' অন্নান্ 'উপ' সমীপে 'মাহি' নির্ম্মাহি। 'মাহি'—'মাসি'—ইতি পাঠৌ, 'নঃ'—'ন'—ইতি চ।৩॥

• • •

তৃতীয় (১২২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়া দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যমূলক। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাউক। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশে এক ভাব প্রকাশ পাইতেছে, দ্বিতীয় অংশে অন্যভাব প্রকাশিত দেখি। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—"হে সোমরস! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" সম্ভবতঃ ইহার ভাব এই যে, ইন্দ্রদেব সোমরস পান করুন। ইন্দ্রের সোমরস পানের জন্য ইন্দ্রকেই অনুরোধ করা সঙ্গত হইত। যাহা হউক, এই অংশের দ্বারা মোটামোটিভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রের সোমপান সম্বন্ধে মন্ত্রের এই অংশ বিনিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বলিয়া মনে করি। 'ভবিষ্যমাণঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"বর্দ্ধিষ্যমাণঃ"। বিবরণকার 'ভূয়মানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদে ইন্দ্রস্য সমীপে, ভগবানের সমীপে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সোমরসের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—ইন্দ্রের

উদরে প্রবেশ কর, অর্থাৎ ইন্দ্রদেব তোমাকে পান করুন। এখানে আমরা একটী কথা স্মরণ করিতেছি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে সোমরসকে ইন্দ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে; অথচ এখানে বলা হইতেছে—সোমরস ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করুক। অপিচ, 'বৰ্দ্ধিষ্যমাণঃ' সোমরস কিরূপ তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা বর্ত্তমানস্থলে সাধক আপনার হৃৎস্থিত সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করিতেছেন। 'পবমান' পবিত্রকারক সত্ত্বভাবই মানুষের পরম আরাধনার বস্তু। তাহা দ্বারাই মানুষ আপনার চরমলক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যসাধনের, মোক্ষলাভের উপায়—শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পরম বস্তু লাভ করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারেন। তাই সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য সাধকের এত আগ্রহ। নৌকা যেমন নদীপারে যাইবার জন্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ এই ভবনদীর পারে যাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপ তরণীর প্রয়োজন। তাই এই পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুকে "তবিষ্যমাণঃ" স্তূয়মানঃ বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সেইরূপ কোন ঐশী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ 'তবিষ্যমাণঃ' বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভবপর নয়। আবার 'ঊর্ম্মিণা' পদে ভাষ্যকারও "প্রভূততয়া ধারয়া" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও 'প্রভূতপরিমাণ' এই অর্থ সূচীত হইতেছে, তরঙ্গাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন নয়, ইহার সঙ্গে একটা প্রার্থনাও আছে। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মূলে আছে, —"ইন্দ্রস্য জঠরেষু আবিশ।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার অর্থ "ইন্দ্রের উদরসমূহে প্রবেশ কর।" 'জঠরেষু' পদের বহুবচনের কৈফিয়ৎস্বরূপ ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'জঠরপ্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং'। এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করা অসম্ভব জঠর প্রদেশ 'বহু' হয় কিরূপে? কাহারও কি বহু উদর থাকে? বিবরণকার উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,—'সপ্তম্যা বহুবচনমিদং একবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং'—অর্থাৎ এখানে সপ্তমীর বহুবচন স্থানে একবচনান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাখ্যা অনেকটা সঙ্গত। কিন্তু আমরা মনে করি এখানে 'জঠরেষু' পদে উদর বা পাকস্থলী প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট শরীর যন্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেবলমাত্র ভগবানের সামীপ্য অথবা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, সুতরাং বহুবচনান্ত পদ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় নাই। তাই উক্ত অংশের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হউন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটা উপমা আছে—'বিদ্যুৎ অভ্রেব' অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হইতে দীপ্তি আহরণ করে'। মেঘ হইতেই বিদ্যুতের জন্ম, অথবা মেঘ হইতেই বিদ্যুৎ তাহার আলোক্ তেজ সংগ্রহ করে। এই উপমার পরের অংশ—"নঃ রোদসী প্রপিন্ব"—আমাদের জন্য দ্যুলোকভূলোক হইতে অমৃত আহরণ কর। ভগবানের কৃপামৃত বিশ্বের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, মানুষ যদি তাহা লাভ করিবার শক্তি লাভ করে, তবেই তাহা লাভ করিতে

পারে। সেই শক্তি, সেই উপযোগিতা লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে— আমাদের জন্য অমৃত আহরণ কর। এখানে 'প্রপিন্ব' পদটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের জন্য দোহন কর—অর্থাৎ জগতের সর্ব্বত্রই অমৃত আছে, তাহার দোহন করিবার শক্তি থাকিলেই তাহা লাভ করা যায়। সেই শক্তি লাভ হয় —শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তিনি অনায়াসেই অমৃত-লাভে সমর্থ হয়েন। বিদ্যুৎ দীপ্তিপুঞ্জ, তাই উপমায় সেই দীপ্তিপুঞ্জের মতই উজ্জ্বল ভাস্বর অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বাজান্' পদে ভাষ্যকার 'অন্নান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদে যে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তি। যাঁহার আত্মশক্তি জাগরিত হইয়াছে, যিনি নিজের মধ্যে শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনও দুর্ব্বলতা হীনতা থাকিতে পারে না মানবের হৃদয়ই অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে মানুষ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে—অবশ্য যদি সেই শক্তিলাভের উপযোগিতা থাকে। হৃদয়ের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। মানুষ যদি সেই হৃদয়শক্তি লাভ করে, যদি প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়, তাহার মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি-ভাণ্ডার আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তবে মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে আত্মশক্তি অন্যে প্রদান করিবে কিরূপে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আত্মশক্তি বাহির হইতে প্রদান করিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা হয় নাই। নিজের অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, উদ্বুদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি, ভগবান আমাদের মধ্যে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, তাহাকে যেন বিকশিত করিয়া আমরা পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তাঁহার দেওয়া শক্তি বলে যেন তাঁহারই চরণে উপনীত হইতে পারি। তিনি তো আমাদিগকে সমস্তই দিয়াছেন, কেবল তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই, সদ্ব্যবহার করিতে জানা চাই। আমরা যেন সেই আত্মশক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে উপস্থিত হইতে পারি।" (১অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র১ . ২ ১ ২র১র ১ র১
১। ধর্ত্তাদমিবা ২ ৩ঃ। পবতায়িকা ২ ৩। স্বীয়োরসাঃ। দক্ষোদায়িবা ২ ৩।
২র ১ ২র১র ২ ১ ২র ১
সামনুমা ২ ৩। দীয়োনুতায়িঃ। হরিঃ সার্জ্জা ২ ৩। সোমতায়িমো ২ ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

২র১ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২র র ২ ২র্র ১
নামৱ্ভাগ্নিঃ। বৃণাপাজা ২ ৩। সিকৃণ্বা ২ ৩ য়ি নাদীমুণা ৩ ১ উ শুয়োনাধা

২র র১ র ২র১ ২ ১
২ ৩। ভজয়ূণা ২ ৩। গাভস্তিয়োঃ। স্তুবঃ পাম্নিষা ২ ৩। সমপায়িয়ো

২র১ ২ ১ ২ র ৩র১
২ ৩। গাবিষ্টিযু। ইন্দ্রগাশূ ২ ৩। যবমীরায়া ২ ৩ ন্ আপন্নাতাম্নিঃ।

২ ১ ২র ১ ২র:র ২ ১
ইন্দুর্হায়িষা ২ ৩। সোঅজ্যাতা ২ ৩ য়ি। মানীষিতা ৩ ১ উ। ইন্দ্রোগাসো ২ ৩।

২ ১ ২র১র ১ ১ ২র ১ ২র১র
মপবামা ২ ৩। নাউর্ম্মিণা। ভগিম্নামা ২ ৩। গোজঠারা ২ ৩ য়ি। যুন্সাবিশা।

২ ১ ২ ১ ২র১র ২ র ১
প্রনঃ পাম্নিষা ২ ৩। বিহ্বাদাভ্রে ২ ৩। বায়োদপারি। পিয়ানো বা ২ ৩।

২র ১ ২র১ ২ ১ ১ ১ ১
আৎ উপামা ২ ৩। হাশস্তা ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪ ৫

• • •

২ ১ র ২ র ১ — ১ র র র র
২। ধৰ্ত্তাবা। দিবঃ পবতেকা। ত্বিয়োরা সা ২ ।। দক্ষোদেবানামন্তুমা।

২ র ১ — ১ র র ২ ১ ১ ২
দিয়োন্দ্ৰভা ২ য়িঃ। হরিঃ সৃজানোঅত্যিয়ো। নপবাতা ২ ৩ য়িঃ। বার্ষা ৩

৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪ ২র ১
পাজা। সিকৃণুষ ২ ৩ য়ি। নাদা ৩ য়িব্ ৫ বা ৬ ৫ ৬। শুয়োবা। নথস্ত-

র ২ ১ — ১ র ২ ১
আয়ুধা। গভস্তায়ো ২ ঃ। স্বঃপিবাসন্নথিয়ো। গাবিষ্টায়িষু ২। ইন্দ্রগুণম-

র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১
মীরয়াম্। অপস্নাতা ২ ৩ য়িঃ। আয়িন্দ্ ৩ হায়িষা। সোঅজ্যাতা ২ ৩ য়ি

১ ২ ৪ ২ ১ র ১
মানা ৩ য়িষা ৫ য়িতা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। ইন্দ্রোবা। ভগোমপবমা। নউর্ম্মা-

১ র ২ র ২ র ১ ১
য়িণা ২। ভবিম্নমাগোজঠরায়ি। যুন্সাবায়িশা ২। প্রনঃপিষবিহ্বাদভ্রে

২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১ ১ ২ ৪
বয়োদানা ২ ৩ য়ি। ধায়া ৩ মোবা। আৎ উপামা ২ ৩। হাশাস্ ৩ বা ভা ৬ ৫ ৬।

• • •

৪৩　８　১　৪২৫　১র　র র২র
৩। ধর্ত্তাহ৫ দি। বা৩ঃ পা৩ বস্তেকা। স্তীয়োরসোদক্ষোদেবানামমুমা। দী৩

১২　২　১ — ১রর　র　২　১
যোন্ ৩ তাম্ঃ। হরা২ য়িঃসৃজানোঅত্যোসন্থ। ভিৰ্ষ্মা ২৩র্ষ্মা। হুম্মায়ি।

২　২　১　র　৩২　১২　১র　র র　র
পা৩ ত্তা। সায়িকুণুষেনদা২ য়িববাউ। আশূ। রোনধত্তআয়ুপাগভস্ত্যোঃ-

র　২　১　২　১ — ১　র
স্বঃপিযানন্ খিয়ো। পা৩ বায়িষ্ঠা ৩ য়িযু। ইন্দ্রা ২ শুশুমমীরররণম্না।

২　১　২　২　১　র　৩২
ভিরা২৩য়িন্দঃ। হুম্মায়ি। হা৩য়িবা। নোঅজ্যত্তেমনা ২ য়িবিভাউ।

১　২　১　র　রর　র　রর　২　১২　২
তায়িরায়ি। ক্রস্বসোমপবমানউর্ম্মিণাতবিষ্যমাণোঅয়ায়ি। যু৩ আপা৩ য়িশা।

১ — ১　রর　র　২　১　২　২
প্রনা২ঃ পিম্বিবিদ্যুদভ্রেরোদ। সীধা২৩ য়া। হুম্মায়ি। নো৩ বা।

১　র　৩২　১১১
আ৬ উপমাহিশা২ খভাউ বা৩৪৫।

* * *

১　২　২　২　র　র　১৩২　১৩২
৪। হাউধার্ত্তা। দা২৩৪য়ি। বঃপবতেকৃত্বিয়োরসা। এহিয়া। এহিয়া ৩৪।

১　২　১　২রর　র　র　১৩২　১৩২
হাউদাক্ষাঃ। দা২৩৪য়ি। বানামমুমাদিয়োনৃভিঃ। এহিয়া। এহিয়া

১　২　৫　২র র　র　১৩২
৩৪। হাউহারীঃ। সা২৩৪। আনোঅত্যোনপদ্বভিঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২র　র র র　১৩২
এহিয়া ৩৪। হাউবার্ধা। পা২৩৪। আ৬ সিক্ণুষেনদীবুবা। এহিয়া।

১৩২　৫　২　১　১　২　র　র　র　১৩২
এহিয়া৩৪। হাউ। হাউশূরাঃ। না২৩৪। ধত্তআয়ুপাগভস্ত্যোঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২র　র　১৩২
এহিয়া ৩৪। হাউস্বাঃ। দা২৩৪য়ি। স্বাস ন্ খিয়োগবিষ্টিযু। এহিয়া।

১৩২　১　২　২　২　র　১৩২
এহিয়া৩৪। হাবাবিন্দ্রা। স্যা২৩৪। শুষ্মমীরয়ন্নপন্মৃভিঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২রর　র র
এহিয়া ৩৪। হাবায়িন্দুঃ। হা২৩৪য়ি। স্বানোঅজ্যত্তেমনীবিভিঃ।

১৩২ ১৩২ ৫ ১ ২ ১ ২র র
এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউ। হাবাগ্নিরা। স্বা ২ ৩ ৪। সোমপবমান-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১ ২র র
উর্ম্মিণা। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউভাবাগ্নি। স্বা ২ ৩ ৪। মাপোজ-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ঠরেষাবিশ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউপ্রানাঃ। পা ২ ৩ ৪ গ্নি।

২ র র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ষবিজ্ঞাদপ্রেমবরোদনী। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউধামা। নো ২ ৩ ৪।

২রর র ১৩২ ১৩২ ৫ ৪
বাজা৬উপমাহিশশ্বতঃ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউ। হো ৫ঈ। ডা॥

* * *

৩ ২A ৩ ২ ৩র৪র ৫ ১ ২১ র ২ ২ ৪র ৫
৫। উদ্বগ্নি। ধর্ত্তা ৩ ৪ ঔহোবা। দিবাঃ। পবতে। কৃত্বিয়োরসাঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
দক্ষা ৩ ৪ ঔহোবা। দেবা। না ৩ মসু। মাদিয়োনৃভাগ্নিঃ। হরা ৩ ৪

৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫
ঔহোবা। স্বজা। নো ৩ অতি। যোনসম্বত্তাগ্নিঃ। বৃষ. ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২১ ২র ৩২ ৪ ৩র২ ৩র৪র৫
পাজা। সিকৃণু। বে। নদা ৩ গ্নিষ্ ৫ বা ৬৫৬। শূরা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১র ২র৩৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মধা। তা ৩ আয়ু। ধাগজভস্তিয়োঃ। সুবা ৩ ৪ ঔহোবা। পিবা। সাতনৃথি।

২র৩ ৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪ ৫
য়োগবিষ্টিব্। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। তস্। স্মা ৩ মীর। য়ন্নপস্যুভাগ্নিঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ২র ৩২ ৪
ইন্দু ৩ ৪ ঔহোবা। হিষা। নোঅজা। তে। মনা ৩ গ্নিবা ৫ গ্নিস্তা

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
৬৫৬ গ্নিঃ। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। স্তনো। মা ৩ পব। মানউর্ম্মিণা। তবা

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪র ৫ ৩২ ৩র৪র ৫
৩ ৪ ঔহোবা। ঘ্রমা। গো ৩ অঠ। রেবুআবিশা। প্রনা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২১ ২রn৩৪র ৫ ৩ ২n ৩২ ৩র৪র৫ ১র
পিস্বা। বিস্তদ। ভ্রেবরোদসাগ্নি। উদ্বগ্নি। ধিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। সোম।

২ ১ ২রn ৩২ ৪
জা৬উপ। মা। হিশা ৩ শ্বা ৫ তা ৬৫৬॥

* * *

২১র ২ ১ ২ র ১ ২র ১ ২ ১ র র র র র ২ ২
৬। ধর্ত্তাদিবঃপবতেকৃত্বিয়ো। হোয়িরাসাঃ। দক্ষোদেবানামনুমাদিয়ো ১ মৃ ৩
২ ১ র র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩
ভায়িঃ। হরিঃসৃজানোঅত্যিয়োনসা ১ ত্বা ৩ ভায়িঃ। বা ২ ৩ ৪ ধা। পা-
৫ ১ ২ ৩২ ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ জা। সায়িকৃণুবা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। নদা ৩ য়িব ৫ বা ৬ ৫ ৬॥
১র২র১ ২১র ২র১ ২র ১ ২ ১ র র ২ ২ ২
শূরোনধত্তআয়ুধাগভো। হোস্তায়োঃ। স্বঃ্ষাসন্রথিরোগবা ১ য়িষ্টা ৩ য়িষ্।
১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
ইন্দ্রস্তশুষ্মমীরয়ন্নপা ১ স্যা ৩ ভায়িঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দুঃ। হা ২ ৩ ৪ য়িধা।
১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৪
নোঅজ্যতা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। মনা ৩ য়িবা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥
১২ র ১২ র১২র ২ ২ ১ র র র ২ ২ ২
ইন্দ্রস্যসোমপবমানঊ। হোর্ম্মায়িণা তবিষ্যমাণোজঠরেষুআ। ১ বা ৩ য়িশা।
১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
প্রনঃপিন্ববিদ্যুদভ্রেবরো ১ দা ৩ সায়ি। ধা ২ ৩ ৪ য়া। নো ২ ৩ ৪ বা।
১ ২৩২ ১ ২ ৪
আ৬উপমা ৩। হা ২ ৩। য়িশা ৩ ঋা ৫ ভা ৬ ৫ ৬ঃ॥ •

* * *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২৩ ২উ ৩ ২৩ক ২র ৩২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবে সিপ্রশর্দ্ধ তুর্ব্বশে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'যৎ বা' (যদ্যপি) ত্বং 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, লোকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি) তথাপি 'পুরূ' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (সাধকৈঃ

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "ঊহদ্ভার্গবম্" (২) "কাণ্বম্" (৩) "যজ্ঞায়জ্ঞীয়ম্" (৪) "পাকৃস্থম্" (৫) "বাসিষ্ঠম্" এবং (৬) "বাভ্রোরভিক্রন্দন্"।

আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) এবং 'আনবে' (লোকে, সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সিম্রা' (রিপূণাং প্রাধান্যাবরকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, প্রাদুর্ভবসি) তথা 'তুর্ব্বশে' (সৎকর্ম্ম-প্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে—তস্য হৃদয়ে, ইত্যর্থঃ) 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (প্রাদুর্ভবসি); যদ্যপি বহুভিঃ আরাধিতঃ তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—১৭খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'প্রাক্, অপাক্, উদক্, ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) এবং 'নৃভিঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ) হুয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি); 'বা যৎ' (কিন্তু যদা) 'পুরু' (বহুলং প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ সাধকৈঃ আরাধিতঃ) 'অসি' (ভবসি); তদা 'সিম্র' (রিপুবশকারক হে দেব) 'তুর্ব্বশে আনবে' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনস্য হিতায় ইত্যর্থঃ) এবং তস্য 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'অসি' (ভবসি); বহুভিঃ আরাধিতঃ সন্ অপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-১৭খ-৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্ব্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; তথাপি ঐকান্তিকতার সহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হইলে, আপনি সাধক-হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্যাবরক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দ্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হয়েন তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। (৯অ—১৭খ—৩সূ—১সা।)।

অথবা।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সর্ব্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সহিত সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁহার রিপুবিমর্দ্দক হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হইলেও ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন।) (৯অ—১৭খ—৩সূ—১সা।)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'যদ্' যদি 'প্রাক্' প্রাচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ। সপ্তম্যাং প্রাক্-শব্দাৎ বিহিত-স্যাস্তাতেঃ অঞ্চেলু্গিতি (৫।৩।৩০) লুক্। যদি বা 'অপাক্' প্রতীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ, যদি বা 'উদক্' উদীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ যদ্বা 'ন্যক্' নীচ্যাং দিশি অধস্তাদ্বর্ত্তমানৈঃ। ন্যধীচ (৬।২।৫৩)—ইতি প্রকৃতিস্বরত্বং, উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ (৮।২।৪)—ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। এবম্ভূতৈঃ 'নৃভিঃ' স্তোতৃভিঃ ত্বং 'হূয়সে' স্ব-স্ব-কার্য্যায় আহূয়সে হিংসিম-শ্রেষ্ঠেন্দ্রসিমইতিনৈশ্রেষ্ঠমাচক্ষতে ইতি বাজসনেয়কং। যদ্যপ্যেবং বহুভিরাহূয়সে তথাপি 'আনবে' অনুর্নাম রাজা তস্য পুত্রে রাজর্ষৌ 'পুরু' বহুলং 'নৃষূতঃ' নৃভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ 'অসি' ভবসি রাজ্ঞো হিতকরণে ত্বাং স্তোতারঃ প্রীণয়ন্তীত্যর্থঃ। ষু প্রেরণে, অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অপিচ হে 'প্রশর্দ্ধ' প্রকর্ষেণ শর্দ্ধয়িতঃ শত্রূণাং হিংসিতঃ ইন্দ্র! 'তুর্ব্বশে' এতৎসংজ্ঞকে রাজনি নৃষূতোঽসি নৃভিঃ প্রেরিতোঽসি ভবসি॥ (৯অ-৭খ-৩সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১২২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মানুষকে মুক্তি-যাত্রায় সাহায্য করেন। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই তাঁহার কৃপা পায় সত্য, কিন্তু করুণা প্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকিলেই নিজকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা আসে এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে।

ভগবান সমদর্শী; তিনি অবারিতভাবে জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণ করিতেছেন। যাহার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশস্ত হয়, ভগবৎ-করুণা ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। আমরা অসৎকর্ম্মে অসচ্চিন্তায় নিজের শক্তি ক্ষয় করি, আর তাহার ফলভোগ করিবার সময় দোষ দেই ভগবানের। নিজের দোষে—'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি', আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন বলি দোষ ভগবানের!

তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা—তাঁহার নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন। ভুল করো না মানব, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইলেও 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটী ভুলিও না। সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর তুমিও ভগবানের কৃপা আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। (৯অ-৭খ-৩সূ-১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহাও ছন্দার্চ্চিকে (৩অ-৫খ—৫দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস

১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যাগহি॥ ২॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! 'যদ্বা' (যদ্যপি) 'রুমে' (প্রার্থনাপরায়ণে) 'রুশমে' (দীপ্তিমতি, জ্যোতির্ম্ময়ে) 'শ্যাবকে' (উর্দ্ধগমনকারিণি, সাধনাপরায়ণে) 'কৃপে' (ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিজনে) ত্বং 'মাদয়সে' (আনন্দং লভসে, তৃপ্তঃ ভবসি) তথাপি 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব! হে ভগবন্!) 'ব্রহ্মবাহসঃ' (ব্রহ্মকামিনঃ, মোক্ষার্থিনঃ) 'কণ্বাসঃ' (ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ) 'স্তোমেভিঃ সচা' (প্রার্থনাভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আযচ্ছন্তি' (আযময়ন্তি. আহ্বয়ন্তে), কৃপয়া ত্বং 'আগহি' (তেষাং হৃদি আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ক্ষুদ্রশক্তিজনানাং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হয়েন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তিজন প্রার্থনা দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে; কৃপাপূর্ব্বক আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যদ্বা' যদ্যপি 'রুমে' রুমাদিষু চতুর্ষু রাজসু হে 'ইন্দ্রঃ'! ত্বং 'সচা' সহ 'মাদয়সে' মাদ্যসি তথাপি 'ব্রহ্মবাহসঃ' ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ 'কণ্বাসঃ' কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ স্তোত্রসমূহৈঃ ত্বং 'ইন্দ্র'! ত্বাং 'আযচ্ছন্তি' আযময়ন্তি অতস্ত্বং 'আগহি' শীঘ্রমাগচ্ছ। গমেলোটি ছান্দসঃ (২ ৪ ৭৩) শপো লুক্। 'স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহসঃ'—'ব্রহ্মভিঃস্তোমবাহসঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলমর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তি। প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। আমরা তো তেমন সাধক নহি, আমরা কিরূপে তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব? ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য। মন্ত্রে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপনের জন্য উত্তমপুরুষের পরিবর্ত্তে প্রথমপুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্ষার্থী সাধকগণ নিজেদের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের আত্মগোপনের ভাব হইতেই তৃতীয়পুরুষ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—'এই দীনহীন কাঙ্গালকে দয়া কর, সে আপনাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে।' এখানে বক্তা নিজকেই কাঙ্গাল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেও সেইরূপ প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ-যোগে সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! যদিও তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্রপ্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।" অনুবাদকার ভাষ্যকারের অনুকরণে 'রুমে' প্রভৃতি পদে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'রুম' প্রভৃতি নামধারী কয়েকজন লোক যেন ইন্দ্রকে আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রও তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া থাকেন। আমরা মনে করি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্য সাংসারিক মানুষের নাম নাই। ভগবান্ এই নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোকের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েন একথার অর্থ কি? তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক, তাঁহারা কে? আমাদের ধারণা এই যে, 'রুমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে না, এই পদসমূহ সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করিতেছে মাত্র। কি ভাবে কোন পদে আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 'রুম' শব্দ শব্দকরার্থক রু-ধাতু নিষ্পন্ন। তাহা হইতে ভাব আসে, যে শব্দ করে, ভগবানকে ডাকে, প্রার্থনা করে অর্থাৎ প্রার্থনাপরায়ণ। 'রুশমে' পদে দীপ্তি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান জ্যোতির্ম্ময়। সাধনার প্রভাবে সাধক যে জ্যোতিঃ তেজঃ লাভ করেন

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF ... LIBRARY

এখানে সেই জ্যোতির ইঙ্গিত আছে। তাই উক্ত পদে আমরা 'দীপ্তিমতি', 'জ্যোতির্ম্ময়ে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্যাবক' শব্দ গমনার্থক 'শৈ্য'-ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যিনি উর্দ্ধগমন করেন, উর্দ্ধগমনকারী। তাই সপ্তম্যন্ত উক্তপদে আমরা 'উর্দ্ধগমনকারিণি' অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'কৃপে' পদের অর্থ—কৃপাপ্রার্থিজনে, যিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাতে। সুতরাং উক্ত পদসমূহে একই ব্যক্তিকে সাধককে নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নাই। আর যদি 'রুমে' 'রুশমে' 'শ্যাবকে' 'কৃপে' পদ-চতুষ্টয়ে চারিজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে উক্ত পদসমূহে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই চারিপদে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই উক্ত পদসমূহের অর্থ হইয়াছে,—'প্রার্থনাকারী জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধগমনকারী অর্থাৎ সাধনাপরায়ণ ভগবৎকৃপাপ্রার্থী জনে' 'মাদয়সে'—আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী তাঁহারাই ভগবানের প্রীতিলাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়েন। সপ্তম্যন্ত পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

ভাষ্যকার সপ্তম্যন্ত উপরোক্ত চারিটী পদের সহিত সহার্থক 'সচা' পদ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তমীর সহিত সহার্থক 'সচা' পদ যোগ করিলে কি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। মন্ত্রের ঐ অংশের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ হইয়াছে 'তুমি রুম রুশম শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক' ভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের নয় কি? মোটের উপর মন্ত্রের অন্বয়ই ভিন্নরূপ হইবে। সপ্তম্যন্ত পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে না। সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে। তাহার অর্থ—প্রার্থনা দ্বারা। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই,—'যদিও আপনি সাধকের হৃদয়েই আনন্দবিহার করিয়া থাকেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। এই অংশের ব্যাখ্যার সহিত আমদের ব্যাখ্যার মূলভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় নাই। তবে দু'একটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের ভাষ্যাদির মতভেদ আছে। ভাষ্যকার 'কণ্বাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি—অপৌরুষেয় বেদে কোন গোত্রবিশেষের উল্লেখ নাই। 'কণ্ব'-শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে তদনুসারেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—"ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ"। এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দে ভাষ্যকার স্তোত্র অথবা অন্ন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' পদের ঐ সকল অর্থ সঙ্গত না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদে ব্রহ্মকামী, মোক্ষার্থী অর্থই অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যানুবাদ—স্তোত্রবাহক অথবা অন্নবাহক অর্থাৎ স্তোত্রকারিগণ স্তোত্রদ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে—এই ভাবই প্রকাশ করে। মন্ত্রের প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের খুব সামান্যই মতভেদ পরিলক্ষিত হইবে। 'সচা' পদ তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত অন্বিত হওয়ায় ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—প্রার্থনা-দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ আপনার আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

সমগ্র মন্ত্রটীতে একটী প্রার্থনার করুণ-সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"প্রভো! সাধকগণ আপনাকে তাঁহাদের সাধনশক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে বিহার করিয়া থাকেন, আনন্দানুভব করেন। কিন্তু আমাদের তো সেই শক্তি নাই, তবে আমরা কি আপনার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব? শুনিয়াছি আপনি করুণানিদান, অগতির গতি, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, তবে আমরা কেন চির-পতিত থাকিব? ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন! পতিত হীনশক্তি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার করুণাবারি-দানে কৃতার্থ কর। তোমার আগমনে, তোমার পাদস্পর্শে এই হীন মলিন হৃদয় পবিত্র হউক তোমাকে আহ্বান করাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাহাও উপযুক্তভাবে করিবার শক্তি নাই। ওগো দুর্ব্বলের বল! দীনহীন এই কাঙ্গালদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আপনার দীনদয়াল নামের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষিত হউক, আমরা ধন্য কৃতার্থ হই॥" (৯অ—৭খ ৫সূ ২সা)। *

—— • ——

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ৩ ১ ২রর ১ ২ ২A ৩র
১। যদিন্দ্র প্রাগপাগুদা ৩ গে। নাগ্বাহু। যসাগ্নিনৃভী ৩ঃ। হা। ঔহো
৫ ১ -- ১ র ২র র ১ ২১ ৭ ২A ৩র ৫
২ ৩ ৪ হা। সিমা ২ পুরুনৃষ্ তোঅ। সিয়ানবে ২ ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।
১ ২ ২n ৩র ৫ ১ A ৩ ৫র র
অসাগ্নিপ্রাশা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ধা ২ তু ২ ৩ ৪ ঔহোবা। র্ব্বা
৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২A
২ ৩ ৪ শে। অসিপ্রশর্দ্ধতুর্ব্বশা ৩ এ। আসিপ্রশ। ধতুর্ব্বশে ৩। হা।
৩র ৫ ১ -- ১২র ১ ২ র ১ র ২ ১ ৭ ২n ৩র
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যদ্বা ২ রুমেরুশমেশ্যা। বকাগ্নিকৃপা ২ ৩। হা। ঔহো
৫ ১ ২ ২n ৩র ৫ ১ n ৩ ৫র
২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রামাদা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔ
৩ ৫ ২ র র ২ ১ ২র ১ ২
হোবা। সা ২ ২ ৪ চা॥ ইন্দ্রমাদয়সেসচা ৩ এ। আগ্নিন্দ্রমাদ। যসাগ্নিসচা ৩।
২n ৩র ৫ ১ -- র ১ র র ২ ১ ২ ১৭
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। কণ্বা ২ সস্বাস্তোমেভিব্র্ন। স্নবাহসা ২ ৩ঃ।
২n ৩র ১ ২ ২n ৩র ৫ ১A
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রায়াচ্ছা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ভা ২
৩ ৫রর ০ ৫
আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ হী (৩)॥ ‡

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

‡ এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা ;—"বৈপাক্তিথম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ২র

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্ব্বাগিদং বচঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সত্রাচ্যা মঘবাংৎসোমপীতয়ে

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়ং' (কর্ম্মবাক্যাত্মিকাং) 'ইদং বচঃ' (ইমাং প্রার্থনাং) 'শৃণুবৎ' (শৃণোতু); 'চ' (তথা) 'শবিষ্ঠঃ' (বলবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান) 'মঘবান' (শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ দেবঃ) 'সত্রাচ্যা ধিয়া' (সৎকর্ম্মসাধিকয়া বুদ্ধ্যা—অস্মান সৎকর্ম্মসাধকান কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবং আস্বাদনায়, অস্মভ্যং সত্ত্বভাবং প্রদাতুং ইত্যর্থঃ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু)। অস্মাকং সৎকর্ম্ম-সহযুতাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৭খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, আমাদিগের অভিমুখী হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রেষ্ঠধন-সম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করিবার জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)॥ (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উভয়ং' স্তোত্রাত্মকং শস্ত্রাত্মকস্তোভয়বিধং 'ইদং' 'বচঃ' 'অর্ব্বাগ্' অস্মদভিমুখং ইন্দ্রঃ 'শৃণবৎ' শৃণোতু কিঞ্চ 'মঘবান্' ধনবান্ ইন্দ্রঃ 'সত্রাচ্যা' অস্মাকং সহ অঞ্চন্ত্যা

'ধিয়া' যুক্তঃ সন্ 'শবিষ্ঠঃ' অতিশয়েন বলবান্ 'সোমপীতয়ে' সোমস্য পানায় 'আগমৎ' আগচ্ছতু॥ (৯অ—৭খ—৪স্থ—১সা) ॥

• • •

প্রথম (১২৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মেও ভগবানের দয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। বেদের ব্যাখ্যাকালে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবানের দয়া অজস্রভাবে বর্ষিত হইলেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে সে দয়া মানুষের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধকও এখানে প্রথমতঃ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও তৎপরে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে হৃদয়কে সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানের দয়ালাভের উপযোগী করিতে হইবে, তার পর তাহাতে ভগবানের দয়া কার্য্যকরী হইবে।

তাই প্রার্থনা—"এস ভগবন্, দীনহীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল! আমরা দুর্ব্বল, তোমার দয়া গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই প্রভু! আমাদিগকে তোমার দয়া লাভ করিবার উপযুক্ত কর। এ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপমোহরূপ আগাছা উৎপাটিত করিয়া দাও; সৎকর্ম্মের দ্বারা এ হৃদয়কে তোমার করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযোগী কর! ওগো প্রভু! আমার মলিন হিয়ায় যে তোমার ছবি প্রতিফলিত হয় না—"নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে"

একজন কবি গাহিয়াছেন,—

> বিশ্বপতি কর্ম্মময়, তারা ছেলের বাবা নয়,
> কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।"

ভগবান্ আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহারই অপমান করা হয়। তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি কিরূপে? যতটুকু শক্তিতে কুলায়, ততটুকু কর, আন্তরিকতা প্রকাশ কর; ভগবান্ নিশ্চয়ই হাতে ধরিয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'উভয়ং ইদং বচঃ শৃণুবৎ'। হে দেব! কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা কিরূপ? হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার জন্য, রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য, যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' প্রার্থনা করিয়াছেন। সাধনার ইহাই ক্রম। এই মন্ত্রে এই সাধন-ক্রমই আমরা দেখিতে পাই॥ (৯অ-৭খ—৪স্থ-১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (উহা ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৬খ—১দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র
তঁ৺ হি স্বরাজং বৃষভং
২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র ৩
উতোপমানাং প্রথমো নিষীদসি
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমকাম৺ হি তে মনঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধিষণে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্ববাসীজনসমূহঃ, সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'তং' 'স্বরাজং' (স্বাধিরাজং, স্বতন্ত্রং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'তং হি' (প্রসিদ্ধং পরমদেবং এব) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা) 'নিষ্টতক্ষতু' (প্রাপ্নোতু); 'উত' (অপিচ) হে দেব! 'উপমানাং' (উপমানভূতানাং, শ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং 'নিষীদসি' (উপবিশ, আবির্ভব, অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সোমকামং' (সোমেচ্ছুকং সাধকানাং শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছুকং ইত্যর্থঃ) ত্বং হি মুক্তিদাতা ইতি ভাবঃ। ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! মুক্তিদাতা ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব; সর্ব্বে লোকাঃ তব কৃপয়া মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ ৭খ-৪সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্ববাসীজনসমূহ অর্থাৎ সকললোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরমদেবতাকেই প্রাপ্ত হউক;- অপিচ, হে দেব! শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদিগের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তিদাতা। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—

হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সকললোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হউক। (৯অ—১খ—৪সূ—২সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তং হি' তং খল্বিন্দ্রং 'স্বরাজং' স্বয়মেব রাজমানো 'দিবনে' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃষভং' জগদুপকারকং বৃষ্টৈর্বর্ষকং 'ওজসা' বলেন 'নিষ্টক্ষতুঃ' নক্ষরতুঃ 'উত' অপিচ যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র! উপমানভূতানামন্যেষাং দেবানাং মধ্যে 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ সন 'নিষীদসি' যেষ্যাং সোমকামং 'হি' খলু তে মনঃ। 'ওজসা' - 'ওজসঃ' — ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ - ৪সূ - ২সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রের প্রথম অংশেই - "দিবনে তং হি নিষ্টক্ষতুঃ"—দ্যুলোকভূলোকস্থ সকলপ্রাণী তাঁহাকে সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হউক। এখানে কেবলমাত্র নিজের জন্য বা নিজের তথাকথিত আত্মীয় পরিজনের জন্য প্রার্থনা নয় - এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। "হে ভগবন্! বিশ্ববাসী সকলে তোমার করুণালাভ করুক, তোমার করুণাধারায় তাঁহারা অভিষিক্ত হউক। বিশ্ববাসী সকলই তোমার সন্তান, আমাদের ভাই, আমরা সকলই যেন তোমার অপার করুণালাভ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া আত্মলীন হয়, সেইরূপভাবে আমরাও যেন তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সন্মার্গাবলম্বনে তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। বিশ্বের সকলই যেন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, কেহই যেন পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে। পাপতাপ জগৎ হইতে দূরীভূত হউক, দুঃখ-কষ্ট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করুক, তোমার স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা বিশ্ববাসী সকলে তোমার চরণতলে যেন সমবেত হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাবই নিহিত আছে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রার্থনা ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্বজনীনতা হিন্দুত্বের - হিন্দুজীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট হিন্দু বিশ্বকে আপনার আত্মার সহিত একসূত্রে গ্রথিত দেখে। তাঁহার ধারণা বিশ্ব ভগবান্ হইতেই আসিয়াছে, এবং

তাঁহাতেই আবার প্রতিনিবৃত্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকই মুক্তির অধিকারী, ভগবানের কৃপায় সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীনতা হিন্দুর নিকট জন্মগত সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই বিশ্বজনীনতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। হিন্দুর নিত্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞ একটী। বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলকামনা করা তাহার অন্তর্গত। হিন্দুর প্রণাম-মন্ত্র ভগবানকে 'জগদ্ধিতায়' বলিয়া প্রণাম করা হয়। এই ধারণার মূলে আছে—বেদের মহাবাণী।

কিন্তু এই বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বপ্রেমের মূলে কি আছে? উহা কি অন্যের প্রতি দয়া বা করুণা হইতে উৎপন্ন?—না, কেবলমাত্র দয়া বা করুণা হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের প্রতি, বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া খুব উচ্চস্তরের সাধকোচিত কর্ত্তব্য করিলাম, তাঁহাদের সেই ধারণা খুব সত্য নয়। বিশ্বপ্রেমের মূলে দয়া বা করুণা নাই। উহার মূলে আছে—দার্শনিক সত্য। মানুষ যখন সেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্বপ্রেমিক হইতে হয়। আবার যখন সেই জ্ঞান সমাজের সকলস্তরে বিস্তৃত হয়, সকলে যখন সেই সত্যের মহিমা উপলব্ধি করে তখনই সমাজগত বিশ্বপ্রেম সম্ভবপর হয়। সমাজ জ্ঞানের, সাধনার অতি উচ্চস্তরে না পৌঁছিলে এই ভাব লাভ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের সকল স্তরে বিসর্পিত এই ভাব সেই সমাজের অতি উচ্চ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

এই বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান হইতে আসিয়াছে, উহা তাঁহাতেই "সূত্রে মণিগণা ইব" বিধৃত আছে। বিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। এক অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই পশ্চাতের অংশ, অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানিবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অবনত হইয়া পড়িবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। নতুবা মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সমাজের সর্ব্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাই বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্বপ্রেম আজ সর্ব্বস্তরের হিন্দুর জন্মগত সম্পত্তি। তাঁহারা এই উচ্চভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাবের মূলে আছে—বেদের মহাবাণী, সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনা—"ধিবণে ত্বং নিষ্টতক্ষতুঃ।"

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। সাধক আপনার হৃদয়ে ভগবানের ছায়া, পদস্পর্শলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন তৃতীয় অংশে মন্ত্র বলিতেছে, "তে মনঃ সোমকামং"। আপনিই মানবের মোক্ষবিধাতা। আপনি সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করেন—গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধকের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ যখন সাধকের পূজা গ্রহণ

করেন, তখনই তাঁহার পূজা আরাধনা সার্থক হয়, সাধক মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের এই মাহাত্মাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৭থ—৪হ—২সা)। *

—— * ——

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২　　২　১　--　১র　　১ ২
১। উত্তয়৮.শৃণবচ্চনা ৩ এ। আগ্নিস্ত্রো ২ অর্ব্বাগিদংবচা ২ ৩ঃ। হোবা

২　১র ২র ১ --　১　২ ২ন　৩　৫
৩ হায়ি। সত্রাচিয়ামঘবা ২ ন। সো মাপা ৩ হায়ি। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১র　১　২১　৪ ৫　২র　র র　২
ধিয়াশবিষ্ঠআ ২ ৩ হোয়ি গমাৎ। ঔ ২ ৩ হোবা॥ ধিয়াশবিষ্ঠআগমাও৩দে।

১ --১ ২১র　১২　২　১　২১র --　১
সায়া ২ শবিষ্ঠআগমা ২ ৩ ৎ। হোবা ৩ হায়ি। ত৮.হিম্বরাজা ২ বৃষভাম্।

২ ২ন　৩　৫　১র　১　২ ১
তামো ৩ হায়ি। জা ২ ৩ ৪ সা। ধিষণেনিষ্টতা ২ ৩ হোয়ি। ক্ষতুঃ।

৪ ৫　২ র　২　১　-- র ১
ঔ ২ ৩ হোবা॥ ধিষণেনিষ্ঠতক্ষতু ৩ রে। ধায়িষা ২ ণেসিষ্টতক্ষতু ২ ৩ঃ।

১ ২ ২　১ র ২১র　১　২ ২ন　৩　৫
হোবা ৩ হায়ি। উতোপামা ২ প্রথমো। মায়িষা ৩ হায়ি। দা ২ ৩ ৪ সায়ি।

১র র　১　২ ১　৪ ৫　৪
সোমকাম৮.হিতা ২ ৩ য়িহোয়ি। মনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* . *

২　১ ২　১ র র ২ --　১ র
২। উত্তয়৮.শা। ণবাচ্চা ১ না ২ঃ। ইন্দ্রোঅর্ব্বাগিদাংবা ১ চা ২ঃ। সত্রা-

র র র　২ —　ঃর　২　১ ন ৩
চ্যামঘবাৎসোমপায়িতা ১ য়া ২ য়ি। ধিয়াশা ২ ৩ বা ৩ য়ি। ষ্ঠা ২ আ ২ ৩-

৫র র　৩　৫　১ র　১২ --　১ র
৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ মাৎ॥ ধিয়াশবায়ি। ষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ধিয়াশ-

র ২ —　১　র　২ —　১
বিষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ত৮.হিম্বরাজংবৃষভস্তামো ১ জাসা ২। দিষণে ২ ৩

২　১ন ৩　৫র র　২　৫　২ র
না ৩ য়িঃ। তা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষা ২ ৩ ৪ তুঃ॥ ধিষণেনায়িঃ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ — ১ র ১ — ১ র র র র
ততাক্ষা ১ তু ২ঃ। ধিষণেনিষষ্টতাক্ষা ১ তু ২ঃ। উতোপমানাস্প্রথমোনিষা-

২ — র ১ ২ ১ n
ম্রিদা ১ দা ২ ম্রি। সোমকা ২ ৩ মা ৩ ন্। হা ২

৩ ৫র র ৩ ৫
রিতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ নাঃ॥

—— * ——

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দেবঃ (দ্যোতমানঃ দ্যুতিমান বা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষরঃ, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'মদঃ' (পরমানন্দঃ) 'আয়ুষক্ ইন্দ্রং' (আনন্দময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছতু' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); তথা ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' (বায়ুধর্ম্মণা, বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগমনেন ইতি ভাবঃ) 'আরোহ' (প্রাপ্নুহি—অস্মানিতি শেষঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধা তৎসাহায্যেন ভগবল্লাভং করবাম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভূত হও; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; এবং তুমি বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে—,আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৮খ—১সূ—১সা)॥

এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বৈরূপম্" এবং (২) "বাশম্"।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। অপিচ 'তে' তব 'মদঃ' মদকরঃ রসঃ 'আয়ুষক্' তং 'ইন্দ্রং' প্রতি 'গচ্ছতু' অপিচ ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' ধারকেন রসেন 'আরোহ' প্রাপ্নুহি। 'দেবঃ'—'দেব' ইতি পাঠৌ। (৯ম—৮খ-১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ধারণশক্তি-বিশিষ্ট। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। সেই শক্তিদ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব যখন মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন তাহা মানুষকে ভগবদভিমুখে পরিচালিত করে। পরিণামে সেই অনাদি সত্ত্বসমুদ্রে মানুষ আত্মলীন করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। সমজাতীয় বস্তুরই পরস্পর মিলন হয় এবং সমভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তাই মানুষ যখন সত্ত্বভাবান্বিত হয়েন, তখন তিনি স্বতঃই সেই মূল সত্ত্বময় ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন। পরস্পরের আকর্ষণের তীব্রতা হেতু গতিবেগও তীব্র হয়। সুতরাং সাধক অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। সত্ত্বভাব সাধককে ধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে বলিয়াও সাধক আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সত্ত্বভাব দ্যোতমান—পরম তেজোময় বস্তু। স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং মানুষকেও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়। পরমজ্যোতিঃলাভে সাধক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অজ্ঞানতাই পাপ, অজ্ঞানতাই দুঃখ। সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মন্ত্রে তাই সেই আনন্দদায়ক ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—"হে দীপ্তিশালী সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।" (৯ম—৮খ—১সূ—১সা)।

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্।
১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দো সমুদ্রমা বিশ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'শ্রবায্যং' (শ্রবণীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নি তোশসে' (নিতরাং প্রযচ্ছ, সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'সোমঃ' (হে অস্মাকং হৃদিস্থিত সত্ত্বভাব!) ত্বং 'সমুদ্রং' (অমৃত-সমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আ বিশ' (প্রবিশ, প্রাপ্নুহি, যদ্বা—অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন সম্যক্‌রূপে আমাদিগকে প্রদান করুন। হে আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব! আপনি অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো'! 'সোম'! ত্বং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং 'রয়িং' শত্রূণাং ধনং 'নি তোশসে' অতিতরাং পীড়য়সি স ত্বং 'সমুদ্রং' দ্রোণকলশং 'আ বিশ' প্রবিশ। 'ইন্দো'—'প্রিয়ঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরমধন এবং দ্বিতীয় অংশে অমৃত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও উহার ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল ধন সমস্ত নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর।" প্রার্থনার মধ্যে শত্রুর বিপুল ধন নাশের কথা আছে। সোমরসকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। সোমরস শত্রুর ধন নাশ করিবে কিরূপে? শত্রুকে মাতাল করিয়া? তাহা তো প্রার্থনাকারীর ভাগ্যেও ঘটিতে পারে! প্রচলিত এই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাই মনে হয় যে, প্রার্থনাকারীর শত্রুর যেন যথেষ্ট ধন

সম্পত্তি আছে, সোমরস যেন তাহাই ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহা ধ্বংস না করিয়া প্রার্থনাকারীকে প্রদান করিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, আমরা মনে করি, ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের মূলভাব রক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'নি তোশতে' পদের অর্থ করিয়াছেন —"অভিতরাং পীড়য়সি।" তাহার প্রচলিত অনুবাদ—'নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দেও।' কিন্তু বিবরণকার উক্ত 'তোশতে' পদে 'তংশ দানে দদাসি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকার 'তোশতে' পদে 'বিনাশ কর' অর্থ গ্রহণ করায় 'রয়িং' পদেরও বিকৃত অর্থ করিতে হইয়াছে। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ, —"শত্রূণাং ধনং" অর্থাৎ শত্রুদিগের ধন। ভাষ্যকার আপনার কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে গিয়া দুই তিনটী পদের অর্থ বিকৃত করিয়াছেন; অথচ এরূপ করার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের ধারণা এই যে, —উক্ত অংশে পরমধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'শ্রবায্যং' পদের অর্থ—যাহা শ্রবণযোগ্য, যাহা প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা আকাঙ্ক্ষণীয়। সে আকাঙ্ক্ষণীয় ধন বিনাশ না করিয়া প্রদান করার জন্য প্রার্থনাই সঙ্গত ও শোভন। আমাদের মনে হয়, তাহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, —আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব অমৃতসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, তাহা সাধককে অমৃতসমুদ্রে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। তাহা যেন আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করে, —ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১　২　৩　১২

অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ০॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) 'পবসে' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋচঃ প্রতীকমিদং। সা চ ছন্দস্যাম্নাতা। (৬।১।১।৬।২৫।৬৯প্) ব্যাখ্যাতা চ॥৩।

* * *

তৃতীয় (১২৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—ভগবানের করুণা-ধারা ক্ষরিত হয়। ভগবান তাঁহার সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত রাখেন না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিবশে অসৎপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে সত্য; কিন্তু সে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না। নিজের কর্ম্মের ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল-নীতির প্রভাবে সে আবার প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয়।

মানুষ যখন আপনার কর্ম্মফলে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, তখন ভগবানের করুণাদত্ত শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের পথ ত্যাগ করিয়া আবার মঙ্গলময় পথে চলিতে বাধ্য হয়; তখনই পাপীর বিনাশ ঘটে। যে পাপী ছিল, তখন সেই নবজীবন লাভ করে—ইহাই পাপীর মৃত্যু। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"আমি সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন পায়। তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"জগতের পাপীদিগকে দূর করিয়া দাও প্রভু! তোমার অমৃতময় সত্ত্বভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস করিয়া দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হউক।"

মন্ত্রে পাপরূপ শত্রুসমূহের বিনাশের প্রার্থনা আছে। 'পাপী ব্যক্তিকে দূর কর'—বলিতে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাবে আমাদিগকে পাপ সম্বন্ধ হইতে দূরে রক্ষা কর, আর এক ভাবে পাপীদিগের পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ‥ ১ – ১ ২ র ১ – ১ — ২ — ১
১। পবস্বদা ২ স্নি। ইয়া ২ ইয়া। বজায়ুবা ২ ক্। ইন্দ্রজচ্ছা ২। ইয়া ২ ভ্রয়া।

২ র ১ — র ১ র — ১ – ২১ ২
তুভেমাদা ২ ঃ। বায়ুমারো ২। ইয়া ২ ইয়া। হধর্ম্মা ২ ৩ ণা ৩ ৪ ৩।

২ ১ র — ২ ‥ ২ র ১ ‥ ১ র — ১ ২ র ১ ‥
পবমানা ২। ইয়া ২ ইয়া। নিতোশাসা২রি। রয়ি৮সোমা ২ ইয়া। শ্রবাজায়া ২।

র ১ ‥ ১ – ২ ২১ র ২ ২ ১ — ১
ইন্দোসমূ ২। ইয়া ২ ইয়া। দ্রমাবা ২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩। অপঘ্নগা ২। ইয়া

‥ ১ ২ র ১ — ১ — ১ — ১ ২ ১ —
২ ইয়া। বসেমার্দ্ধা ২ ঃ। ক্রতুবিৎসে ২। ইয়া ২ ইয়া। মমৎদারা ২ ঃ।

১ র — ১ – ১ ২ ২ ১
সুদশাদা ২ স্নি। ইয়া ২ ইয়া। বয়ুঞ্জা ২ ৩ না ৩ ৫ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ‥ ১ ২
২। পব। স্বা ৩ দাম্নি। বাঃ। ঈয়া। আয়ু ১ বা ২ ক্। আমিন্দ্রজচ্ছ। তু।

৫ ২ র ৩ র ২ ১ — ১ র ১ ৷ ৩ ৫ র র
তো ৩ হো। বাহায়ি। মদা ২ ঃ। বায়ূ ২ ৩ ম্। আবরো ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ — ১
হধর্ম্মণা ১॥ পব। মা ৩ না। নাম্নি। ঈয়া। তোশা ১ দা ২ রি। রায়ি

২ র ৫ ২ র u ৩ র ২ ১ ‥ ১ ১ u ৩
৮সোম। শ্রাগো ৩ হো। বাহায়ি। ঈয়া ২ ম্। ইন্দো ২ ৩। সা ২ মূ

৫ র র ২ র u ৩ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। দ্রমাবিশা ১। অপ। ঘ্না ৩ নপা। বা। ঈয়া। সাম্নি

২ — ১ ২ র ৫ ২ র u ৫ র ২ ১ —
মার্দ্ধ ২ ঃ। ক্রাতুবিৎসো। ম। মৌ ৩ হো। বাহা। ৎদয়া ২ ঃ।

১ ১ u ৩ র ৫ র ২ u ৩ ২
স্নদা ২ ৩। স্বা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বয়ুঞ্জনা ১ ম্ (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫র ২ ১ ২ ২র ১s ২ ৩র ২
৩। পবস্বা ৩ দেবআয়ুষাক্। ইন্দ্রাঙ্গচ্ছ। তুতেমদা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১র ২ ৩র ২ ৩র ৫ ৪ ৫
বায়ুমা ২ ৩ রো। হধোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ পো ৬ হায়ি॥

৫২৪ ৫র ২১ ২র১ ২র ১s ২ ৩র ২
পবমাননিতোশদায়ি। রয়ায়ি৬সোম। শ্রবায়িয়া ৩ ম। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ৩ র ২ ৩র ১ ৫ ৪ ৫
ইন্দোযা ২ ৩ ম্ ত্রমোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। যা ৫ য়িশো ৬ হায়ি॥

৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২ ১র ২ ১s ২ ৩র ২
অপঘ্না ৩ ন্ পবসেমৃধাঃ। ক্রতুর্বিৎসো। মমৎসরা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ২ ৩র ২n ৩র ১ ৫ ৪ ৫
সুদাম্বা ২ ৩ দায়ি। বায়োহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ মো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩৪ ৫ র৪৫র ২ ২ ১ ১ ২ ২ -- --
৪। পবস্বদেবআ। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। যুষাগিন্দ্রঙ্গচ্ছতুতো ২। হো ২।

১ — ১ -- ১র২ ১ র ২ ১ ২১ ২
হবা ২ য়ি। মাদা ২ঃ। বায়ু ৩ ৬ হোয়ি। আরো ৩ হো। হসর্দ্ধা ২ ৩ পা

৩৪৫র ৪ ৫র ২ ২ ৫ ১ র ২ —
৩ ৪ ৩॥ পবমাননিতো। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। শদায়িয়রয়ি৬সোমশ্রবো ২।

— ১ — ১ —১ ২ ১ ২ ১ ২১র
হো ২। হবা ২ য়ি। আয়া ২ য়। ইন্দো ৩ হোয়ি। সমু ৩ হো। ত্রমাবা

২ ৪ ৩ ৪৫ র ২ ২ ৫ ১
২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩॥ অপঘ্নন্পবসে। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। মৃধাঃক্রতুবিৎ

র -- -- ১ — ১ -- ১ ২ ১ র ২
সোমমো ২। হো ২। হবা ২ য়ি। ৎসারা ২ঃ। সুদা ৩ হোয়ি। স্বাদা

১ ২১ ২ ১
৩ হো। বয়ুজা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২ ২ ২ র
৫। পবস্বদো। হায়ি। যআয়ু ২ ৩ ষাক্। ইন্দ্রঙ্গচ্ছতুতা ১ য়িমা ৩ দাঃ। বায়ু

রn ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১
মারো ২ ৩ ৪ হায়ি। হাধা ৩ হা। মণা। ঔ ৩ হোবা॥ পবমানো। হায়ি।

২ ১র ২ ১ র ২ ২ ২ র ৩ ৫
নিতোশা ২ ৩ দায়ি। রয়ি৬সোমশ্রবা ১ আ ৩ য়াৎ। ইন্দোসমো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১২ ২ ১ ২ ৪৫ ১২১ ২১র ২
ত্রায়া ৩ হায়ি। বিশা। ঔ৩হোবা॥ অপঘস্তো। হায়ি। বসেমা ২৩ র্ধাঃ।

১ র ২ ২ ২ ২র ৩ ৫ ১২ ২
ক্রতুবিৎসোমমা ১ ৎসা ৩ রাঃ। সুদস্বাদো ২৩৪ হায়ি। বায়ু ৩৮ হায়ি।

১ ৪৫ ৪
অনায়্। ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা (৩)।

—:*:—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ২ ৩১২
অভী নো বাজসাতমম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজসাতমং' (শ্রেষ্ঠতমং ধনং, পরমধনং) 'অভি' (অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৮খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সা চায়তা (৮।২।১৮—২ ভা০ ১৬১ পৃ) ব্যাখ্যাতা চ। (৯অ—৮খ-২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাল জিনিষটী সকলেই পাইতে চায়। যাহা দ্বারা মানুষ উপকার পায়, যাহা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষ আগ্রহের সহিত কামনা করে। সত্ত্বভাব মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে; কাজেই সকলে তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' পাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "সুরূপাত্তম্" (২) "তাম্" (৩) "কাক্ষীবতম্" (৪) "গায়ত্রাশিতম্" (৫) "ঐড়সৈন্ধুক্ষিতম্।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতের মিল আছে। পরমধন লাভ করাই মানবজীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কার্য্য, সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই এই মন্ত্রের বিশেষত্ব। (৯অ–৮খ ২সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ১ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বয়ং তে অস্য রাধাবসো বসোর্ব্বসো পুরুস্পৃহঃ।
১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে
২
তে অধ্রিগো॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসয়িতঃ, পরমাশ্রয়, যদ্বা—পরমধনদাতঃ হে দেব!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'পুরুস্পৃহঃ' (বহুভিঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়স্য ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (আশ্রয়দাতুঃ, যদ্বা—পরমধনদাতুঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য, এবম্ভূতস্য) 'তে' (তব) 'রাধসঃ' (পরমধনস্য) 'নেদিষ্ঠতমাঃ' (অত্যন্তং সমীপবর্ত্তিনঃ) 'স্যাম' (ভবেম); বয়ং তব পরমধনং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'অধ্রিগো' (অনিবার্য্যবেগশালিন, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব!) 'তে' (তব) 'সুম্নে' (সুম্নায়, সুখলাভায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'নি' (নিতরাং—প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ।)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং তব পরমানন্দং পরমধনং চ লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় (অথবা পরমধনদাতা) হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা যেন সকলের আরাধনীয় আশ্রয়দাতা অথবা পরমধনদাতা প্রসিদ্ধ আপনার পরমধনের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হই; (ভাব এই যে,—আমরা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যেন আপনার পরমধন লাভ করি); ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব! আপনার পরমানন্দের জন্য আমরা যেন সিদ্ধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পরমানন্দ এবং পরমধন প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৮খ—৫সূ—২সা)॥

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! সোম! 'অস্য' এতাদৃশস্য 'তে' তব 'রাধসঃ' ধনস্য 'পুরুস্পৃহঃ' বহুভিঃ স্পৃহণীয়স্য 'বসোঃ' বাসকস্য ত্বদীয়-দীয়মানস্য বয়ং নিতরাং 'নেদিষ্ঠতমাঃ' অত্যন্তমন্তিকতমাঃ 'স্যাম' ভবেম॥ (৯অ—৮খ—২২—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎসমীপে পরমধন, পরাসিদ্ধি লাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"অধ্রিগো তে সুম্নে নি"—পদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই কেন তাহা বুঝা গেল না। যিনি পরমধনের অধীশ্বর, কুবেরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যাঁহার কৃপাধীন, তাঁহার নিকটই ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বসো' পদের দুইটী অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি। বসু শব্দ ধনার্থক। সুতরাং 'বসো' পদে ধনাধিপতিকেই লক্ষ্য করে। যিনি পরমধনের অধিপতি, যাঁহার করুণায় মানুষ সর্ব্ববিধ ধন প্রাপ্ত হয়, সেই পরমদেবতার চরণেই ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'বাসয়িতঃ' নিবাসপ্রদ। আমরা সেই অর্থও সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। তিনিই জগতের একমাত্র পরম আশ্রয়। মানুষ সেই চরমাশ্রয় লাভ করিবার জন্যই চিরলালায়িত।

"কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব'—এই প্রশ্ন যখন মানুষের মনে উদয় হয়, তখনই সে তাহার জীবনের চরম গন্তব্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যতই কেন মোহগ্রস্ত হউক না, যতই কেন সংসারের মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ুক না, কোন না কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিবেই। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য ব্যবধান, সেই ব্যবধান দূর হইলে মানুষ দেবতা হয়—ব্রহ্ম হয়। মানুষ সেই পরমদেবতার নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার মনে দেবত্বের একটা ছাপ থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে দেবত্বের, ব্রহ্মশক্তির বীজ বর্ত্তমান আছে। তাহার হৃদয়ে যে উচ্চতরলোকের, পবিত্রতর জীবনের অনুপ্রেরণা আছে তাহাই মানুষকে মাঝে মাঝে তাহার চরম পরিণতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ দৌভাগ্যবশে সেই পরিণতির

—চরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানে রত হইলে দেখিতে পায় যে, সেই পরমদেবতাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। তাহাকে সেই দেবতার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —তাঁহা হইতে জীবগণ আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এখানে সেই পরমাশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'বসো' সম্বোধন করা হইয়াছে।

জগৎ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে। তিনিই মানবের—বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়; জগৎ তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল। অপিচ, মানুষ যখন সংসারের দুঃখকষ্টে অভিষ্ঠ হইয়া উঠে, মায়ামোহের আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠে, তখনও সেই একমাত্র আশ্রয়ের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কেবলমাত্র সেই পরমপুরুষই মানুষকে বিপদ হইতে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাই জগতের দুঃখতাপে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ সেই পরমপিতারই আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে চায়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিপদের বন্ধু সেই পরম দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। "ওগো জীবনের জীবন আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান কর। তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সংসার-প্রবাহে দীনহীনের মত আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? আশ্রয় দাও প্রভো কোলে তুলিয়া লও, চারিদিকে রিপুর আক্রমণে, মায়ার প্রলোভনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি উদ্ধার কর, চিরশান্তি প্রদান কর। তোমার পরমধন দান করিয়া আমাদের হীন পতিত হৃদয়কে পবিত্র কর। আশ্রয় দান কর, কোলে তুলিয়া লও।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই এই সুরই নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—আমরা যেন পরমধনের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হই অর্থাৎ আমরা যেন পরমধন লাভ করি। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাও প্রথমাংশের ভাবের সহিত সংযুক্ত। সেই দেবতার নিকট পরাসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবদনুভূতির পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে সেই দয়াময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হয়। তিনিই মানুষকে সাধনমার্গে পরিচালিত করেন, মানুষ যাহাতে সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইতে পারে তিনি তাহারই উপায় বিধান করেন।

মন্ত্রে তাঁহাকে 'অধ্রিগুঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি অনিবার্য্যবেগশালী তাঁহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তিনি যদি কৃপা করিয়া সাধককে ঊর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার কৃপামাত্রই মানুষ ঊর্দ্ধগমনে সমর্থ হয়। 'অধ্রিগুঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে সোমরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ব্যাপক সোম! অনেকোঁকো চাহনে যোগ্য আউর হেরে দিয়ে হুএ ইস তেরে ধনকে অত্যন্ত সমীপ হৈঁ; হে সোম! তেরে দিয়েহুএ অন্নকে সুখসে সমীপ হুঁ।" কোন কোনও ব্যাখ্যায় একটু ভিন্নমত প্রতিফলি

ইয়াছে। নিম্নের বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা অবগত হওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—......হে ধনস্বরূপ! হে অনিবার্য্যবেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয় নের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।" (৯ম ৮খ—২সূ—২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১ ২
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ধারা য ঊর্দ্ধো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ॥ ৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যয়ুঃ' (গোকামঃ, জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ জনঃ) 'ভ্রাজা ন' (যথা দীপ্ত্যা, দিব্যজ্যোতিষা সহ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (যজ্ঞস্থলে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রবৃত্তঃ ভবতি) তদ্বৎ 'যঃ' 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) 'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'স্বানঃ' (শুধানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ, পবিত্রঃ) 'স্যঃ' (সঃ, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ধারা' (ধারয়া, ধারারূপেণ) 'অব্যে' (নিত্যে, নিত্যজ্ঞানে) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ। (৯ম ৮খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সেইরূপ যিনি ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধকারক, সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ধারারূপে নিত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গব্যয়ুঃ' গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদি কাময়মানঃ 'ঊর্দ্ধঃ' সমুচ্ছ্রিতঃ সর্ব্বেষাং মুখ্যো 'যঃ' সোমঃ 'ভ্রাজা ন' যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'ধারা' স্বকীয়য়া ধারয়া 'যাতি' গচ্ছতি। 'স্বানঃ' সুবানঃ অভিষূয়মাণঃ সঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'মদচ্যুতঃ' মদার্থং বেদৈঃ প্রেরিতঃ সন্ 'অব্যো' অবিভবে পবিত্রে 'পর্য্যাক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। 'অক্ষরৎ'—'অক্ষাঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ-৮খ-২সূ-৩সা)॥

তৃতীয় (১২৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা ইহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"মাদকত্ব শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে উর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।" ভাষ্যকারও সোম-রসের কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কল্পনায় ও অনুবাদের ভাবে অনেক পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার 'গব্যয়ুঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'গোকাম যদ্বা ক্ষীরাদিকাময়মানঃ'—যিনি গরুকামনা করেন অথবা ক্ষীরাদি কামনা করেন। অর্থাৎ সোমরস এই দুইটীর একটী কামনা করিতে পারেন। 'সোম' অথবা 'ইন্দু' যদি সোমরস হয়, তাহা হইলে প্রচলিত মতানুসারে তাহা 'ক্ষীরাদি কাময়মানঃ' হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু 'গোকামঃ' বলাতে সোম বা ইন্দুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রচলিত মতানুসারে 'গো' অর্থে গরুকে বুঝায়। সুতরাং সোমরস গরুকে কামনা করে—এ কথার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না। কারণ সোমরসের সহিত গরুর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

আমাদের ভাবধারা স্বতন্ত্র। 'গব্যয়ুঃ' পদে আমরা 'জ্ঞানেচ্ছুকঃ', 'পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'গব্যয়ুঃ' পদের অর্থ 'গোকামঃ' সত্য, কিন্তু 'গো' শব্দের অর্থ—জ্ঞান, পরাজ্ঞান। সুতরাং যিনি সেই পরাজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, যাঁহার হৃদয়ে সেই পরমবস্তু লাভ করিবার আন্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাঁহাকেই 'গব্যয়ুঃ' বলা যায়। তিনি জ্ঞানকামী, তিনি সাধক। তিনি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার মোক্ষমার্গ পরিষ্কার করেন।

মন্ত্রের প্রথমাংশে একটী উপমা আছে,—'ভ্রাজা ন'। ভাষ্যকার এই উপমার অর্থ করিয়াছেন,—(সোমঃ) "যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ"। এখানে 'ভ্রাজা ন' উপমার সহিত সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'সোম যেমন উজ্জ্বল দীপ্তির সহিত অন্তরিক্ষলোকে গমন করে সেইরূপ।' এখানে আবার 'সোম' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে সংশয় আসে। সোমরস দীপ্তি পাইল কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের নিম্নগামী হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তাহা উপরে একেবারে

অন্তরিক্ষে কিরূপে চলিয়া গেল তাহা বুঝা দুষ্কর। ভাষ্যকার শুধু অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিতেছেন। সোমরসকে একবার বলিতেছেন, তরল মাদকদ্রব্য, আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন,—জ্যোতির্ম্ময়, অন্তরিক্ষে গমনকারী। সুতরাং সোমরস বলিতে ভাষ্যকার কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করেন তাহা বুঝা যায় না, পরিষ্কারভাবে তাহা কোথায়ও বলা হয় নাই। বিভিন্ন স্থলে ভাষ্যকার বিভিন্নভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সকল ভাব পরস্পরবিরোধী। বর্ত্তমান মন্ত্রে একভাবের মধ্যেই অসঙ্গতি দোষ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা মনে করি যে, এখানে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই। 'ভ্রাজা ন' উপমার যে অর্থ তাহা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য। এই উপমা 'গব্যয়ুঃ' পদের সহিত অন্বিত। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই,—"পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন।" ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ যাঁহার মধ্যে বিকশিত হয়, তিনিই মোক্ষমার্গের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, মোক্ষলাভের উপযোগী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতা ও হীনতা ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে। উপমার প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। উপমার দ্বিতীয়াংশে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক যেমনভাবে ভগবৎশক্তির সাহায্যে আপনার মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়েন, অর্থাৎ দুইটী যেমন ধ্রুবসত্য, ঠিক সেইরূপ আরও একটী ধ্রুব সত্য এই যে,—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা) ॥

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র　৩র২　৪ র ৫　১　১ র ২
১। অভী　নোবা ৩। জসাতমাম্। রয়িমর্ষশতস্পৃহা ২ ৩ ম্। আয়িন্দোসহ।

৪　১ ২　৪ ৫
৩ ১ ২ ৩। স্রভা ৫ র্ণসাম্। তুবিদ্যুম্না ৩ ১ ২ ৩ ম্। বিভোবা।

৪　৫　৫　৩র ২　৪ ৫　১র　র
সা ৫ হো ৬ হায়ি॥ বয়ম্। তেআ ৩। স্বরাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃহা ২ ৩ঃ।

১ র ২　৪　১ ২　৪ ৫
নায়িনে'দষ্ঠা ৩ ১ ২ ৩। তমা ৫ ইষাঃ। স্বামসুম্না ৩ ১ ২ ৩ য়ি। তত্তবা।

৪　৫　৫　৩ ২　৪র ৫　১ র
গ্রা ৫ য়িগো ৬ হায়ি॥ পরি। স্বস্বা ৩ নোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যেমদচ্যুতা ২ ৩ঃ।

১ র ২　৪র　১ র ২　৪ ৫
ধারায়উ ৩ ১ ২ ৩। ধেবোআ ৫ ধবরায়ি। ভ্রাজানয়া ৩ ১ ২ ৩। তিগোবা।

৪　৫
ব্যা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ র ২র১ ৪র র ৫ ২ ১ ১ ২ ১ র২
২। অভীহীমো ২ ৩। বাজসাতমমীয়া। রয়িমর্ষশতস্পৃহম্। আয়িন্দোসহ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১র ২
স্রতর্ণা ২ ৩ সাম্। তুবা ৩ হায়ি। দ্যুয়া ৩ ৬ হায়ি। বিভাসা ২ ৩ হা৩৪৩ম্।

৩ ২র ১ ৪ ৫ ১রর ২ র ১ ২ ১ র২
বয়৬হীতে ২ ৩। অন্তরাধসঈয়া। বসোর্ব্বিসোপুরুস্পৃহঃ। মায়িনেদিষ্ঠ।

১র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ র ১ ২
তমাআ ২ ৩ য়িষাঃ। স্তামা ৩ হায়ি। সুয়া ৩ য়িহায়ি। তেজগ্রা ২ ৩ য়িগা৩৪৩উ॥

৩র ২ ১ ৪র র ৫ ১ ২১২র১ ২ ১ র২ র
পরীহিস্তা ২ ৩ঃ। স্বানোঅক্ষরদীরা। ইন্দুরব্যেমদচ্যুতঃ। ধারায়উ।

র ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২
ধেবাঅধ্বা ২ ৩ রায়ি। ভ্রাজা ৩ হা। নায়া ৩ হা। তিগব্যা ২ ৩ যু৩৪৩ঃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২১র র ২র১র ২১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২
৩। অভীনোবাজসাতমাম। রয়িমর্ষশতস্পৃ ২ ৩ হাম্। ইন্দোসহস্রভর্ণা ২ ৩ সাম্।

১ ২ n ৩র২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
তুবাদ্যিম্ন ২ ৩য়া ৩ম্। বা ২ য়ি। ভাসা ৩ ৪ ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২১ র ২ ১র২১ র র ২ ১ ২ ১ র ২১র ২
বয়ন্তেঅন্তরাধসাঃ। বসোর্ব্বিসোপুরুস্পৃ ২ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাআ ২ ৩ য়িষাঃ।

র ১ ২ ১ n ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্তাযস্তু ২ ৩ য়া ৩ য়ি। তে ২। অগ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ ৫ উ।

১ ২ ১২র১র ২ ১ র ২১ ২ ১রর র ২র১
পরিস্তস্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যেমদচু। ২ ৩ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বা ২ ৩

র র১র ৩ ১A ৩২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
রারি। ভ্রাজানা ২ ৩ য়া ৩। তা ২ য়ি। গব্যা ৩৪ ঔহোবা। যু ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২ র ১র র ২র১র ২ ১ ২ ৪
৪। অভীনোবোহো। জাসাতমাম। রয়িমর্ষা ৩। শাতা ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ র ১ র ২র ১ ২ ১ ২ ৪
ইন্দোসহোহো। স্রাভর্ণসাম্। তুবিদ্যুম্না ৩ ম্। বায়িভা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ ১ র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
বয়ন্তঔহো। স্তারাধসাঃ। বসোর্ব্বিসা ৩ উ। পুরু ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ র ১ র　২র১র　২র　১২　৪
নিনেদিষ্টৌহো। ত্তামাইবাঃ। ত্তামস্মুয়া ৩ য়ি। ত্তেআ ৩ গ্রা ৫ য়িগা ৬৫৬ উ।

২　১র　২র১　২　১২
পরিস্তুখোহো। নোআঙ্করাৎ। ইন্দুরব্যা ৩ য়ি। মাদা ৩ চু ৫ তা ৬৫৬ঃ।

২রর২র　২র১　২রর　১　২　৪
ধারায়ঊহো। ধ্বোঅধ্বরায়ি। ভ্রাজানয় ৩। ত্তাম্নিগা ৩ ব্যা ৫ য়ূ ৬৫৬ঃ (৩)।

* * *

২ র র　১২　২　s　২　২　১২　১৩
৫। অভীনোবা। অসাত্তা ৩ মাম্　ঔ ৩ হো ৩ বা। রয়িমর্ষশতস্পৃহা-

১১১১　২　১　২　২　s　২　২　১র২১
২৩৪৫ ম। রয়িমর্ষা। শতাস্পৃ ৩ হাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দোসহস্র-

২৩ ১১১১　র　১২　২　s　২　২
ভর্ণসা ২৩৪৫ ম। ইন্দোসহা। স্রভার্ণা ৩ সাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১　২র১৩ ১১১১　২　১২　২
তুবিদ্যু। ম্নংবিভ্তাসহা ২৩৪৫ ম। তুবিদ্যুম্নাম্। বিভ্তাসা ৩ হাম্।

৪　২　২　২ র　১২　২　s　২　২　১র২র
ঔ ৩ হো ৩ বা। বয়স্তেআ। অরাধা ৩ সাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। বলোর্ব্বলো-

১৩১১১১　২র　১২　২　s　২　২
পুরুস্পৃহা ২৩৪৫ঃ। বলোর্ব্বলাউ পুরুস্পৃ ৩ হাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র　২　র n ৩২　২র　১২　২　s　২　২
নিনেদিষ্ঠ ত্তমাইবা ১ঃ। নিনেদিষ্ঠা। ত্তমাআ ৩ য়িবাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২রর র২ ৩১১১১　২র　র১২　২　s
ত্তামস্মুয়েত্তেঅগ্রিগা ২৩৪৫ উ। ত্তামস্মুয়ায়ি। ত্তেআগ্রা ৩ য়ি গা। ঔ ৩

২　২　২　র১২　২　s　২　২　১২১২র১
হো ৩ বা। পরিস্তুবা। নোআঙ্কা ৩ রাৎ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দুরব্যোমদ-

২৩ ১১১১　২　১২　২　s　২　২
চ্যুত্তা ২৩৪৫ঃ। ইন্দুরব্যায়ি। মদাচ্যু ৩ তা ঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২র১২র১র২৩২　২রর　র১২　২　s　২　২
ধারায়ঊর্দ্ধা অধ্বরা ১ য়ি। ধারায়উ। ধ্বোআধ্বা ৩ রায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

র১র র ২৩২　২রর　১২　২　s　২　২
ভ্রাজানযাত্তিগব্যয়ূ ১ঃ। ভ্রাজানয়া। ত্তিগাব্যা ৩ য়ূঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

৪　২　২　৪　২　৪　২　৫　২　২n　৫
ঔ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩৪। হা। হাউবা ৩। উ ৩২৩৪ পা।

* * *

১২র র ১ -- ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১২র
৬। অভীনোবা। জালা ২ তমাণ। রয়িমর্ষা ৩। শাতস্প ২ ৩ ৪ হাম্। ইন্দো-

১ — ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২
সহা। স্রাভা ২ র্ণসাস। তুবায়িদ্যু ২ ৩ ম্না ৩ ম। বা ২ ৩ য়িভা ৩। সা ৩ ৪ ৫

৫ ১২ র ১ -- ১ ২১র ২ ১২ ৩
হো ৬ ৫ ৬ হায়ি। বয়ন্তেআ। স্পারা ২ ধণাঃ। বসোর্ব্বিদা ৩ উ। পুরুস্প-

৫ ১২র ১ — ১ ২র১ ২
২ ৩ ৪ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা। তামা ২ ইষাঃ। স্পামস্থ ২ ৩ ম্না ৩ য়ি।

১ ৪ ২ ৫ ১ ২ ১ — ১
তে ২ ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো ৬ হায়ি। পরিস্থিস্থা। নোআ ২ ক্ষরাং।

২ ১ ২ — ১ ২ ৩ ৫ ১র২র ১ — ১
ইন্দুরবা ৩ য়ি। মাদচ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। দারায়উ। ধেবাআ ২ ধ্বরায়ি।

২র১র ২ ১ ৪ ২ ৫
ভ্রাজানা ২ ৩ ম্না ৩। তা ২ ৩ য়িগা ৩ ব্যা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি।

* *

৩ ২ ২ ৪র ৫র ২ ৪ ৫ ১
৭। অভা ৩ ১ য়ি। নো ৩ বা। জসা। তা ৩ ১ম। এহিয়া। রা। য়িমর্ষশা।

২ ১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
ত। স্পৃহা ২ ম। এহিয়া ২। ইন্দোসহাস্রা ৩ ভা ৩। ণা ২ ৩ ৪ সাদ।

২র -- ১র — ১ ২ ৪ ২^ ৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। তুবিদ্যুম্নাংবা ৩ য়িভা ৩। সা ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি।

৩ ২ ২ ৪ ৫র ২ ৪ ৫ ১ র র ২
বয়া ৩ ১ ম। তে ৩ আ। স্পরা। ধা ৩ স ঃ। এহিয়া বা। সোর্ব্বদোপু। রু।

১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
স্পৃহা ২ঃ। এহিয়া ২। নিনেদিষ্ঠাতা ৩ মা ৩ ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িষাঃ।

২র — ১র — র ১ ২ ৪ ২^
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। স্পামস্থুয়ান্নিতে ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো

৫ ৩ ২ ২ ৪র র ৪ ২ ৪ ৫ ১
৬ হায়ি। পরা ৩ ১ য়ি। স্তা ৩ স্বা। নোআ। ক্ষা ৩ রং। এহিয়া। আয়ি।

র ২ ১ — ১র — র র ১ ২ ৪
ন্দুরবোমা। দ। চ্যুতা ২ ঃ। এহিয়া ২। ধারায়উর্দ্ধো ৩ আ ৩। ধা ২ ৩ ৪

৫ ২র — ১র — র র ১ ২
রায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। ভ্রাজানয়াতা ৩

৪ ২^ ৫
য়িগা ৩। বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি।

* * *

২ র র র ২ ১ ২ ১ —
৮। অভীমোবৰূনা ১ ভামাম্। রয়িম। যশা ২ ৩ ভা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১ র ২১ ন১৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ — ১
স্পৃৰুমিন্দোসহস্রভর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ স্। তুবা ৩ উবা। দ্যু ২ ম্নাম্। বা ২ ৩

২ ১ ৪ ৪ ২ র ২ ১ র
ন্নিভা। মহাম্। ঔ ২ ৩ হোবা॥ বয়স্তেঅন্ধরা ১ ধানাঃ। বসোর্ব্বা।

র ২ ১ — ১ র র ২ র৩২ ২
সোপূ ২ ৩ রু। হুম্মা ২ ১ ২ ২। স্পৃহোনিনেদিষ্ঠতমাইষা ১ ঃ। স্বামা ৩

২ — ১ ২ ১ ২ন ৪ ৫ ২ র র
উবা। শূ ২ ম্নাম্নি। স্তে ২ ৩ আ। দ্রিগা। ঔ ৩ হোবা॥ পরিস্তুবানোআ ১

২ ১ র ২ ১ — ১ র র২র১২র১র
ক্ষারাৎ। ইন্দুর। গোমা ২ ৩ দা। হুম্মা ২ ১ ২। চুাভোধারায়উর্দ্ধো-

২ন ৩ ২ ২ ২ — ১
অধ্বরা ১ ম্নি। ভ্রাজা ৩ উবা। না ২ য়া। ভা ২ ৩

২ ১ ৪ ৫ ৪
ন্নিগা। বায়ুঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র র র ২র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২
৯। অভীনোবাজা ৩ সাতমাম্। রয়ান্নিমর্ষা। শতস্পৃহা ২ ম্। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২
আয়িন্দো ৩ সাহা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভ্রভর্ণা ২ ৩ সাম্। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ৪
তুবা ৩ ঋিদুারাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। বিভা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্॥

২ র ২র ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২
বয়স্তেঅন্ধা ৩ রা ও ধসাঃ। বসোর্ব্বসাউ। পুরুস্পৃহা ২ ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২
সায়িসে ৩ সারিষ্ঠা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভমাজা ২ ৩ ম্নিবাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ৩র ২ ৪
স্তামা ৩ শ্বান্নি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভেস্বা ৩ ঞা ৫ ম্নিগা ৬ ৫ ৬ উ।

২ র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
পরিস্তুবানো ৩ অক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যান্নি। মদুচ্যুতা ২ ঃ। ইহা ৩। ধারা ৩ সাউ।

২n ৩ ৩ ২র ১ ২ ১২ ১২ ৪৫
হাহো ২৩৪ হা। ধেবোঅধ্বা ২ ৩ রাম্নি। ইহা ৩। ভ্রাজা ৩ আর্য্যা।

২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৩১১১১
হাহো ২৩৪ হা। তিগা ৩ বা। ৫ যু ৬৫৬ঃ। হে ২৩৪৫।

* * *

৫ র ২ ৪র৫৪র ৫ ২১ ২১ n ৩২ ৩ ৫
১০। অভীনো ৩ বাজসা তমাম্। রয়াম্নিমর্ষা ২। শতা ৩৪৫। স্পৃ ২৩৪ হাম্।

৮ র২১ ২n৩ ১১১১ ১২n৩ ৫ ১২৪৩ ৫
ইন্দোসিহস্রভর্ণসা ২৩৪৫ ম্। তুবাও ২৩৪ বা। দুম্নাও ২৩৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১২১n ৩২
বিভ্বা ৫ সহাম্। বয়স্তে ৩ অন্ধরাধসাঃ। বসোর্ব্বসা ২ উ। পুরু ৩৪৫।

৩ ৫ ১ র ২ ২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n৩ ৫
স্পৃ ২৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাইষা ১ঃ। ভামাও ২৩৪ বা। সুম্নাও ২৩৪ বা।

৪র ৫ ২ ৪৫র৪ ৫ ২১ ২১ A ৩২
তেজা ৫ ধ্রিগাউ। পরিষ্ভা ৩ স্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যা ২ য়ি। মদা ৩৪৫।

৩ ৫ ১র২র১২র১র২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n
চ্যু ২৩৪ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বরা ১ য়ি। ভ্রাজাও২৩৪ বা। নায়াও ২৩৪ বা।

৪ ৪
তিগা ৫ বাযুঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৪৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ ১২২
১১। অভাং ৫ য়িনঃ। বা ৩ জা ৩ সাতামাম্। রায়িমর্ষা। শা ৩ তাস্পৃ হাম্।

১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ n ৩২
ইন্দো ২ স। হস্রা ২ ৩ ভা। হুম্মায়ি। গা ৩ সাম্। তুবিদ্যুম্নংবিভা ২ সহাউ॥

১২ ১র র র র ২ ১৩ ২ ১ ১
হাবা। বয়স্তেঅন্ধরাধসোবসোর্ব্বসাউ। পূ ৩ রুস্পৃ ৩ হাঃ। নিনে ২ দি।

২ ১ ২ ২ ১ র র n ৩২
ষ্ঠতা ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩ য়িষাঃ। ভামসুম্নেতেজা ২ ধ্রিগাউ॥

১২ র র র ২ ১২ ২ ১র ১
গোপা। রিস্বানোঅক্ষরাদিন্দুরব্যায়ি। মা ৩ দচ্যু ৩ তাঃ। ধারা ২ য়ঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১র র
উর্দ্ধে ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। ধ্বা ৩ রায়ি। ভ্রাজানয়াতিগা ২

৩২ n ১১১
বায়াউ। বা ৩৪৫।

২ র র র ২র ১ ২ ২ ২ র
১২। অভীনোবাজা ৩ সাতমাগং। রয়িমর্ষশতা ১ স্প্‌ ৩ হাম্‌। ইন্দোসহা ৩।
২ ১২ ২ ১ ৩ ৫ ৩২ ৩
ভ্রা ৩ ভার্ণাও সাম্‌। আহ ২ য়ি। ভুবিত্থায়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। বিভা ৩ সা ৫ হা ৬৫৬ য়॥
২ র ২র ১র র২ ২ ২ র
বয়স্তেজস্তা ৩ রাধসাঃ। বসোর্ষ্মেপুরু ১ স্প্‌ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা ৩।
২ ১২ ২ ১ র ৩ ৫
ভা ৩ মাজা ৩ য়িষাঃ। আহ ২ য়ি। স্তামসুমো ২ ৩ ৪ হায়ি।
৩র২ ৪ ২ র ২
ভেজা ৩ ধ্রা ৫ য়িগা ৬৫৬ উ। পরিষ্পানো ৩ অক্ষরাৎ।
১ র ২ ২ ২ রর ২ ১২ ১ ১
ইন্দুরবোমদা ১ চ্যু ৩ তাঃ। ধারায়উ ৩। ধ্বো ৩ আধ্বা ৩ রায়ি। আহ ২ য়ি।
র র ৩ ৫ ৩২ ৪
ভ্রাজানয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। ভিগা ৩ ব্যা ৫ য়ু ৬৫৬ঃ॥

* * *

২ র র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১ ২ ২
১৩। অভীহাহাউ। নো ২ ৩ ৪ বা। অসাও ৩ হো ৩ ভামাম্‌। রয়ায়িমো ৩ হো
৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
৩ য়ি। আর্বা ৬। হাউবা। শতস্পৃহা ২ ম্‌। উপা। ইন্দোসহস্রভা ১ র্ণা ৩ সাম্‌।
১২ ২ ৪৫ ৫ ২র১ ৩১১১১
ভুবও ৩ হো ৩ য়ি। দ্যুম্না ৬ ম্‌। হাউবা। শিভাসহম্‌। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥
২ র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
বয়৮ হাহাউ। তে ২ ৩ ৪ অা। স্তরাও ৩ হো ৩। ধাসাঃ। বসাও ৩ হো ৩ য়ি।
৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
বাজা ৬ উ। হাউবা। পুরুস্পৃহা ২ ঃ। উপা। নিনেদিষ্ঠতমা ১ আ ৩ য়িষাঃ।
র১২ ২ ৪৫ ৫ ২র ১র ৩১১১১
ভামাও ৩ হো ৩ য়ি। সুম্না ৬ হায়ি। হাউবা। তেজস্রিগো। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥
২র র n ৩ ৫ ২র১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
পরীহাহাউ। স্তা ২ ৩ ৪ স্বা। নোআও ৩ হো ৩। ক্ষারাৎ। ইন্দুরো ৩ হো ৩ য়ি।
২৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১রর র র২ ২ ২
আর্বা ৬ য়ি। হাউবা। মদচ্যুতা ২ ঃ। উপা। ধারায়উর্দ্ধো। আ ১ ধ্বা ৩ রায়ি।
র১২ ২ ৪৫ ৫ ২ ১ ৩১১১১
ভ্রাজাও ৩ হো ৩। নীয়া ৬। হাউবা। ভিগধায়ু। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র র ২ ১ ২ ২ ২ ২৩২
১৪। অভীনোবা। অসা৩ স্তমাম্। রয়ারিমর্ধা৩ শক্তা৩। এ৩। স্পৃহমা।

১ ২ ২ ২ ২৩২ ১ ২ ২
ইন্দোসহা৩ স্রক্তা৩। এ৩। শসমা। তুবায়িছায়া৩ বিক্তা৩।

২ ২৩২
এ৩। সহমা। ১২৩। *

—।*।—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
পবস্ব সোম মহাংৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং

২ ৩ ১র ২র
বিশ্বাভি ধাম ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহান' (মহত্ত্বাদিসম্পন্নঃ) তথা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ, যদ্বা—সমুদ্রবৎ ক্ষরণশীলঃ ইত্যর্থঃ); ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পিতা' (জনকঃ, উৎপাদকঃ ইতি যাবৎ); ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ধাম' (স্থানানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (পরিক্ষর); সমগ্রঃ বিশ্বঃ সত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন, তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের চতুর্দ্দশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "গৌরীবিতম্" (২) "ঐড়কৌৎসম্" (৩) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়াত্তম্" (৪) "ক্রৌঞ্চোত্তম" (৫) "রয়িষ্ঠম্" (৬) "ঔদলম্" (৭) "শ্যাবাশ্বম্" (৮) "আন্ধীগবম্" (৯) "সিমেধম্" (১০) "সাধ্রম্" (১১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (১২) "দ্বায়কৌৎসম্" (১৩) "কার্ত্তযশসম্" এবং (১৪) "ক্রীতযাষ্ট্রীসাম"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'মহান্' 'দেবেভ্যো' দীপ্যমানত্বেন মহত্ত্বযুক্তঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনঃ যস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্তি তাদৃশঃ, 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালয়িতা ত্বং 'দেবানাং' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ধাম' ধামানি শরীরাণি 'অভি' লক্ষ্য 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১২৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। বিশ্বে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হউক! নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হউক।

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের জনয়িতা। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সত্ত্বভাবের সঙ্গী দেবভাব-সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের গুণ অনন্ত; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হইলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ ত্বং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, দেবভাবলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯সা—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'দিবে পৃথিব্যৈ' (দ্যুলোকভূলোকাভ্যাং) তথা 'প্রজাভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ) 'শং' (সুখকরং ভব) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ দেবভাবং লভেমহি; বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জীবাঃ পরমসুখং লভন্ত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ-৮খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময় আপনি দেবভাবলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; অপিচ, দ্যুলোকভূলোকের এবং সকল লোকের সুখকর হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে দেবভাব লাভ করি; বিশ্ববাসী সকল জীব পরমসুখ লাভ করুক।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'শুক্রো' দীপ্তঃ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'পবস্ব' ক্ষর। কিঞ্চ 'দিবে পৃথিব্যৈ' চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঞ্চ ততঃ 'প্রজাভ্যঃ চ' 'শং' সুখং কুরু॥ 'প্রজাভ্যঃ'—'প্রজায়ৈ'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৮খ-৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১২৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে হৃদয়ে দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বের নিকট দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কেন? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ স্বতঃই দেবভাবসমন্বিত হন, তাঁহার হৃদয়, আপনাআপনি পবিত্র হয়, উচ্চভাবসমূহ, সদ্বৃত্তিরাজী বিকশিত হয়। দেবভাবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, অথবা এই উভয়টী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুত বলাও যায়। যেখানে একটীর আবির্ভাব সেখানে অন্যটীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বের নিত্যসঙ্গীকে লাভ করিবার জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। মূলে আছে,—'দেবেভ্যঃ পবস্ব' অর্থাৎ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে, উচ্চতর জীবনের অধিকারী হয়। মানুষ তখন বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবের অধিকারী হয়, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ-কালিমা প্রভৃতি মানবের অনিষ্টকারক শত্রুসমূহ দূরীভূত হয়। দেবত্ব পশুত্বের বিরোধী বস্তু, অথবা একদিক দিয়া জীবনে পশুত্বের অভাবকেই দেবত্ব বলা যায়। মানুষ যখন সাধনাবলে সাংসারিক মোহপাশ হইতে মুক্তি-লাভ করেন, পাপের কালিমা যখন তাঁহার হৃদয়পট হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তখন

তিনিই দেবত্বলাভ করেন, মানুষই দেবতা হন। হৃদয়ের এই পরিবর্তন, উন্নয়ন সম্ভবপর হয়—শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র, পবিত্রকারক। তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই পবিত্র করে। মানুষের হৃদয়ে উপজিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। আগুন যেমন সমস্ত ময়লা ভস্মীভূত করিয়া সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে, ঠিক সেইরূপভাবে শুদ্ধসত্ত্ব নিজের পবিত্রকারক গুণে মানবহৃদয়স্থিত হীনতা, কালিমা দূরীভূত করিয়া তাহাকে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয়ই দেবত্ব-লাভের ভিত্তিভূমি। তাই দেবত্বলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ একটী লাভ করিলে তাহার নিত্যসঙ্গী অপরটীও লাভ করা যাইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। 'দিবে পৃথিব্যৈ' ও 'প্রজাভ্যঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র পৃথিবীর অধিবাসী জীববৃন্দের জন্য নয়,—বিশ্ববাসী সকলের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার নিজের মঙ্গলই দেখ না কেন? একেবারে পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজের মুক্তি প্রচেষ্টা কি সহজসাধ্য নয়? আর বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা কি তোমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা নয়?

আমরা বলি—না, বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা, যথার্থ প্রার্থনা। আমি জগতের বাহিরের কেহ নই, জগতেরই একজন। এই বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলে আমারই মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হয়। যে পর্য্যন্ত না এই বিশ্ব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত আমার একার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। কারণ বিশ্ব এক অখণ্ড নিয়মে একই সূত্রে গ্রথিত থাকায় এক অংশ অন্য অংশকে পেছনে ফেলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের মুক্তি প্রয়োজনীয়। সেই দিক হইতে বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করা আমার পক্ষে অন্যায় বা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্য দিক দিয়াও বিষয়টীর আলোচনা করা যায়। মানুষ কি এত ছোট, তাহার হৃদয় কি এত হীন যে, সে কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবে, আপনাকে ঘেরিয়া পলে পলে ঘুরিয়া মরিবে? ইহাই কি মহৎ জীবনের, উন্নত সত্তার চরম পরিণতি? মানুষ মহত্ত্বের সন্তান, মহত্ত্ব তাহার জীবনের অংশ, সে কি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ভাব, হীন চিন্তা লইয়া থাকিতে পারে—না থাকা সঙ্গত? জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে কি চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সে আপনার অন্তরস্থিত মহত্ত্বের প্রেরণাতেই জগতের দুঃখ কষ্ট, পাপতাপের বিনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেই। এ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার অধিকার, মুক্তিলাভের জন্য তাহা করিতেই হইবে। যে পেছনে থাকিবে, সে অগ্রবর্ত্তীকে পশ্চাতে টানিবেই। সুতরাং নিজের মঙ্গলের জন্যও জগতের মঙ্গল কামনা করিতে হয়। এই সকল দিক দিয়া আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের বিশ্বজনীন ভাব ও তাহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে মন্ত্রটিতে 'সোমদেবের' কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রার্থনার মূলভাবও বর্ত্তমান আছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখসাধন কর।" ভাষ্যে 'শুক্রা' পদের 'দীপ্তঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বর্তমান অনুবাদে উক্ত পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শুভ্রবর্ণ'। উভয় ব্যাখ্যাই সঙ্গত। এখানে আবার 'সোম'-কে শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র 'সোমরস' হরিৎবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। * (৯অ ৮খ-৩সূ—২সা)।

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে

২র ৩ ১ ২
বিধর্ম্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'শুক্রঃ' (দীপ্তঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'পীযূষঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'ধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি); 'বাজী' (বলবান, সর্ব্বশক্তিমান্) ত্বং কৃপয়া 'সত্যে' (সত্যভূতে, সত্যপ্রাপকে ইত্যর্থঃ) 'বিধর্ম্মন্' (বিধর্ম্মণি, ধারকে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—ভগবান্ বিশ্বস্য ধারকঃ রক্ষকশ্চ ভবতি; সৎকর্ম্মসাধনে সঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ আপনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি কৃপাপূর্ব্বক সত্যপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ইহার ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বের ধারক ও রক্ষক হয়েন; সৎকর্ম্মসাধনে তিনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ 'পীযূষঃ' পাতব্যঃ ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ধর্ত্তা' ধারকঃ 'অসি', 'বাজী' বলবান্ স ত্বং 'সত্যে' সত্যভূতে 'বিধর্ম্মন্' বিধর্ম্মণি। বিবিধানি কর্ম্মাণি ঋত্বিজো কুর্ব্বন্তি যস্মিন্; যদ্বা, বিবিধং সোমাদি-হবিষাং ধারকেঽস্মিন্। যজ্ঞে 'পবস্ব' ক্ষর॥ ৩॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান অমৃতস্বরূপ. তিনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, তিনি জ্যোতির্ম্ময়। মানুষের মধ্যে যে অমৃতত্বের বীজ রহিয়াছে, তাহার মনে যে অমৃতলাভের প্রেরণা আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানই কৃপাবশে তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে সেই অমৃতের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। অমৃতই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, চরম প্রার্থনীয় বস্তু। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ অমৃতসাগর। মানুষ যে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করে, অমৃতের প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা বস্তুতঃ তাঁহাকে— সেই অমৃতস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা-মাত্র। অমৃত-পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ভগবান্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা বিধৃত আছে।

তিনি জ্যোতির আধার। তাঁহার জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিষ্মান হয়। তাঁহার তেজই বিশ্বকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং"-তাঁহার তেজ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্ববিধ জ্যোতির আধার। সকল আলোকের উৎস তিনি। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বিশ্ব বা মানবহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপাতে মানুষ বা জগৎ আলোকরশ্মি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মানুষ জ্ঞানালোকও লাভ করিতে পারে না। তাঁহার পূত চরণস্পর্শেই জ্ঞানশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপায় মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে—আবার সেই জ্ঞানবলেই তাঁহাকে জানিতে পারে। সূর্য্য যেমন জগতে আলোক প্রদান করিয়া সেই আলোকের কেন্দ্রস্বরূপরূপে জ্ঞাত হয়েন, ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানও আপনার দেওয়া জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা জ্ঞাত হয়েন। মন্ত্রে জ্যোতির আধার অমৃতস্বরূপ সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে—প্রার্থনা। সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে ভগবানের পদস্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হইলেই মানুষ সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবান প্রীত হয়েন, তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সৎকর্ম্মকে, সত্যভূত অর্থাৎ সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হয়। পাপজনিত,

অসৎকর্ম্মজনিত যে হীনতা তাহা অপসৃত হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া পড়ে, সত্য প্রতিফলিত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় স্বচ্ছ নির্ম্মল হইলে তাহাতে সত্য যে স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে, সত্যলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন পর্য্যন্ত হয় না, তাহার প্রচুর উদাহরণ আমাদের দেশের - তথা জগতের সকল দেশেরই সাধকদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা পাইতে পারি। তাঁহারা বই পড়িয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন না,—জ্ঞান, সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই সৎকর্ম্মকে সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি পায় না, সুতরাং সৎকর্ম্মসাধন করিয়া সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ভাষ্যাদি অনুসারে কি ভাব পাওয়া যায়, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।" (৯অ—৮থ—৫সূ—৩সা)। *

—*—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ র ২ র ১ ॥ ৩ ৫র ৫
১। ঔহো ৩ বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা।

১ ২ র ১র ৩২ ২১র -- ১র -- ১২র ১ র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমমহান্‌সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ বিশ্ব ঃ উভিবামাং ২ ৩ ৪ ৫॥

২ ১ ২ র ১র ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২ ১র ২১র ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপবস্বদেবেভ্যসোমা ২ ৩ ৪ ৫। দিবেপ্রথিব্যৈশঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২১র২১র ২ ১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১র ২ র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
দিবোধর্ত্তাসিশুক্রঃপীয়ূষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সত্যেবিধর্ম্মন্বাজীপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫॥

১ ২ র ৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৩ ২ ২১র -- ১র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমা ২ ৩ ৪ ৫। মহান্‌সমুদ্রা ১ ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১র ২র ৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বাভিধামা ২ ৩ ৪ ৫॥ শুক্রপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫। দেবেভ্যঃসোমা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ৩ ২ ২১র ১ ১ ১ ১ ২১র ২১র৩ ১ ১ ১ ১
দিবেপৃথিব্যা ১ যি। শঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবোধর্ত্তাসী ২ ৩ ৪ ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১২র১র ১ ১ ১ ১　　২ ১র ৩২　　২র১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপীযূষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।　লত্যোবিধর্ম্মা ১ ন্।　বাজীগবষা ২ ৩ ৪ ৫।

২র　২　র ১ n ৩　৫র　৫　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহো ৩ বা ২। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা। এ ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২　২　১　২　১ --　১র　২ ১ ২১র২র১র৩
২। পা ১ বাস্বা। সো ২ ৩ মা। ছম্মা ২ ১ ২ ২। মহান্‌ৎসমুদ্রঃপিতাদেবানা

১ ১ ১ ১　১ ২　২　১　২　১　২　৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ ম্।　বাগ্নিখা ৩ উবা।　ভা ২ ৩ য়িধা।　মা।　ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ঈ। ডা। ১২৩। *

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　৩　১ ২　৩ ২　৩ ১ ২　৩ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিᳪ স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।

২ ৩　২ ৩　১র　২র
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বঃ' ('এক এব বহু স্যাম্' যেন উক্তবান্ ত্বাং) 'প্রেষ্ঠং' (চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং) 'অতিথিং' (পূজনীয়ং, সর্ব্বদেবময়ং) 'মিত্রমিব' (সহায়মিব, 'সুহৃদমিব) 'প্রিয়ং' (প্রীতিহেতুভূতং) তথা 'রথং ন' (রথমিব, মোক্ষলাভায় যানমিব) 'বেদ্যং' (বিদ্যমানং জ্ঞাত্বা) 'স্তুষে' (স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ সুহৃদোপমঃ ভবসি; ত্বাং রথমিব বেত্ত পরিত্রাণলাভায় অর্চ্চয়ামি। (৯অ-৯খ ১সূ—১সা) *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "ধর্ম্মম্" (২) "আঙ্গীগবম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! 'এক হইয়াও বহু হই'—যাঁহা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জানিয়া, স্তব করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্ব্বদেবময় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হয়েন; আপনাকে রথস্বরূপ জানিয়া, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। (৯অ—৯খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বঃ' ত্বাং। পূজার্থে বহুবচনং। 'স্তুষে' স্তৌমি অহমুশনেতি শেষঃ। কীদৃশং? 'প্রেষ্ঠং' অস্মাকং স্তোতৄণাং ধনদানেন প্রিয়তমং। 'অতিথিং' সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা, অত সাতত্যগমনে (ধা০ প০) ঋতন্যঞ্জি (উ০ ৪।২)—ইত্যাদিনা অতেরিথিন্। সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং। 'মিত্রমিব' সখায়মিব 'প্রিয়ং' স্তোতুঃ প্রীণনকরং 'রথং ন' রথমিব 'বেদ্যং' বেদো ধনং ধনহিতং লাভহেতুং। যথা স্বাভিমতলাভায় আশ্রয়ন্তে ধনলাভহেতুং রথং; যদ্বা, যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারোঽনেন ধনং লভন্তে, তাদৃশ-ধনলাভ-কারণং। হে অগ্নে! তস্মৈ হিতং বেদ্যং ত্বাং কর্ম্মনিধার্থং অহং স্তোতা স্তৌমীতি সম্বন্ধঃ। 'অগ্নে'—'অগ্নিং' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা এই সাম-মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের বঙ্গদেশ-প্রচলিত অর্থ,—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।' এ অর্থ, অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসারী।

প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণের পক্ষ হইয়া অগ্নি ঋষি অসুরগণের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরগণ অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা তদুপলক্ষে অসুর সৈন্যগণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—"অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'; সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁহাকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁহাকে রথের অর্থাৎ বাহকের

স্থায় জানিবে। কেন-না, তিনি অপর পক্ষের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বার্ত্তাবহ বলিয়াই দূত অবধ্য।" এক দিক হইতে এ অর্থও বেশ সঙ্গত ও কৌতুহলপ্রদ।

এইরূপ বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের অর্থের অনুসরণে উশনা ঋষি যেন অগ্নিকে স্তব করিতেছেন; তিনি মন্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি দ্রষ্টা। তদনুসারে অগ্নি ধনদানে প্রিয়তম এবং অতিথিবৎ পূজনীয়। সায়ণ এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। "রথং ন" উপমার প্রতিবাক্যে 'রথমিব' পদ-গ্রহণে তাঁহার দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, 'ধনহিতং লাভহেতুং' ধন বা হিতলাভের হেতুভূত অর্থ গ্রহণে বলিয়াছেন যে,—'রথের সেইরূপ তাঁহার দ্বারা ধনলাভ হইয়া থাকে।' কিন্তু সে ধন যে কি প্রকার, তাহা তিনি বিশদভাবে কিছুই বলেন নাই। এ হিসাবে, সায়ণের অর্থে কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও থাকিতে পারে।

বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়,—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"স্তুবে স্তৌমি অহমুশনা ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ,—'আমি উশনা ঋষি, আমি স্তব করিতেছি।' জন্মজরামরণশীল ঐ ঋষির (কবির পুত্র উশনার) সহিত সম্বন্ধযুত হইলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধ-সূচনার কোনও প্রয়োজনও দেখি না। আবহমানকাল যিনিই স্তব করিবেন, তাঁহারই স্তুতিমন্ত্র-রূপে এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালের প্রার্থনাকারীই প্রার্থনার সময় বলিতে পারেন, -'স্তৌমি'। আমরা সেই অর্থ ই গ্রহণ করি।

যাঁহার স্তব করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ বিশেষণগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'তিনি 'প্রেষ্ঠং'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, -'ধনদানের দ্বারা তিনি প্রিয়তম।' অন্য অর্থে দেখিতেছি, -'সন্ধির জন্য সমাগত বলিয়া প্রিয়তম।' তিনি আর কেমন?—না, 'অতিথিং মিত্রমিব প্রিয়ং।' অর্থাৎ, অতিথি আর মিত্রের মত প্রিয়। আর তিনি—'রথমিব বেদ্যং'; রথের ন্যায় বহনকারী বলিয়া পরিচিত। এ সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্নিদেবে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। যখন 'প্রেষ্ঠং' শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক 'প্রিয়তম' অর্থ সূচনা করিতেছে, তখন বলিতে পারি,—অর্থাদি ধনদান দ্বারা অথবা সন্ধিকার্যে দৌত্যবশতঃ, সে প্রিয়তম পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রিয় হইতে পারে, প্রিয়তর হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়তম হইতে পারে না। প্রিয়তম হয় - কোন্ ধন দান করিলে? ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গধন যিনি দান করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন প্রিয়তম বিশেষণ প্রকৃতরূপে অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা তাই 'প্রেষ্ঠং' কিনা 'চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তার পর, 'অতিথিং' বিশেষণের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।' এখানে 'অতিথিং' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বদেবময়; অর্থাৎ, বলা হইতেছে যে, সকল দেবতাই একের মধ্যে আছেন; —সেই একজে জানিতে পারিলেই সকলকে জানিতে পারা যায়। অতিথি যে প্রিয় মিত্র হয়, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝি, তিনি সর্ব্বদেবময় পূজনীয়—আমার

চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তখনই তাঁহাকে প্রিয় মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি প্রীতিহেতুভূত হন তখনই—সুহৃৎ সহায় বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহাকে তখনই, যখন তিনি সর্ব্বদেবময়-রূপে প্রকাশমান হইয়া আমায় মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। রথের সহিত যে তাঁহার তুলনা হইয়াছে, তাঁহাকে যে রথস্বরূপ জানিয়া স্তব করিতেছি বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য—তিনিই এই সংসার-পারাবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। প্রতিপক্ষের সংবাদ বহন জন্য নয়, অথবা রথে অর্ঘ্যাদি বহন করা হয় বলিয়া নহে; তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যানে মোক্ষের প্রতি সংবাহিত করিয়া লন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বেদে 'রথং ন বেদ্যং' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথং ন বেদ্যং' বাক্যে আর এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'রথ' শব্দে 'মনোরথকে' যদি কল্পনা করি, আর সেই মনোরথস্বরূপ তিনি বিদ্যমান আছেন—যদি দেখি, অর্থাৎ তাঁহারই অনুশাসনে তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহারই কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে রথবৎ জানা হয়। তিনি হৃদয়ে আসিয়া, রথরূপে অবস্থিত হইয়া, গতিমুক্তির পথে লইয়া যান। এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। মন্ত্রের 'বঃ' পদে ব্যাখ্যাকারীদিগের অনেকেই 'তোমাদের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ বলিয়াছেন,—'বঃ, ত্বাং'—বহুবচনে একবচনের প্রয়োগ। আমরাও সেই সুরেই সুর মিশাইয়া বলি,—'কেবল বহুবচনে একবচন নয়, এক তিনি বহু হয়েন বলিয়াই বহুবচনের 'বঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশিষ্টতাজ্ঞাপনার্থ এ প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ প্রিয়তম পূজনীয়, তোমায় যেন সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে পারি,—তোমায় যেন আমার প্রীতিহেতুভূত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করি। আর তুমি যেন বহু হইয়াও একত্বের বিকাশে আমার মনোরথকে অধিকার করিয়া আমার গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বদেবময়! আমার পবিত্রতা রথ-জ্ঞানেই আমি তোমার অর্চ্চনা করিতেছি; তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। (৯অ ২খ-১সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা।

১র ২র ৩ ২

নি মর্ত্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ) 'কবিমিব' (জ্ঞানিনং ইব, প্রজ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আরাধনীয়ং ইত্যর্থঃ; 'ইতি' (ইত্যেবং, প্রসিদ্ধং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যং জ্ঞানদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানুষেষু, মানবহৃদয়েষু) 'দ্বিতা' (পরা তথা অপরা ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (বিভক্তং কৃতবন্তঃ) তং জ্ঞানদেবং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পূর্ণজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ, যদ্বা-দেবভাবাঃ) 'কবিমিব' (মেধাবিনং ইব, জ্ঞানস্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং, আরাধনীয়ং) 'ইতি' (ইত্যেবং প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং পরমদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু, মানবজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'দ্বিতা' (প্রকৃতিঃ তথা পুরুষঃ ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (নিহিতবন্তঃ) তং পরমদেবং বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রকৃতিপুরুষরূপেণ দ্বিধাবিভক্তং ভগবন্তং বয়ং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৯খ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেবকে মানবহৃদয়ে পরা এবং অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পূর্ণজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা,

দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ জ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে পরমদেবতাকে মানবজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি তথা পুরুষ এই দুই ভাগে নিহিত করিয়াছেন, সেই পরমদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত ভগবানকে আমরা যেন আরাধনা করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ! 'যং' অগ্নিং 'মর্ত্ত্যেষু' মনুষ্যেষু 'ইতি' বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ 'দ্বিতা' দ্বিধা 'ন্যাদধুঃ' গার্হপত্যাহবনীয়াত্মকত্বেন দ্বিধা নিহিতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কবিমিব' 'প্রশস্তং' প্রশংসনার্হং ক্রান্ত-কর্ম্মাণং পুরুষং যথা দ্বিধা কার্য্যবশে অন্যো

নিযোজয়তি তদ্বৎ। যদ্বা দিবি পৃথিব্যাং চ নিহিতবসুঃ, ভূমৌ তু হবিরাহরণার্থং দিবি তু হবিঃ প্রদানার্থমিতি দ্বৈধং নিধানং কৃতবসু ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ স্বযে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'প্রশংসং'—'প্রচেতসং' ইতিপাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে আমরা দুই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'যং' এবং 'দ্বিতা' এই দুই পদদ্বয় উপলক্ষেই বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। মূলতঃ উভয় অর্থে সেই এক পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থে 'যং' পদে জ্ঞানদেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। অপরাজ্ঞান বলিতে জাগতিক বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায়—যেমন ঘটী বাটী প্রভৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। এই সাংসারিক বা অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে পরাজ্ঞান—স্বরূপজ্ঞানে পৌছিতে হয়। প্রথমতঃ বস্তুকে দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা জানিতে হয়, তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হয়। তার পর সেই ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় মানুষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন আমি একটী ঘট দেখিতেছি। উহা কি, উহা কি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, উহার নির্ম্মাতা কে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা মনে আসে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিবার জন্য মানুষ ঘটের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। সেই অনুসন্ধান, সুপরিচালিত হইলে, মানুষকে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ ঘটের উদাহরণই গ্রহণ করা যাউক। এই ঘটের উপাদান-কারণ কোথা হইতে আসিল, কিরূপে এই উপাদান-কারণের সৃষ্টি হইল, জগতের অন্য বস্তুর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এই উপাদান-কারণের মূল কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হয়। যে এই ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে নির্ম্মাণকৌশল কিরূপে শিক্ষা করিল, তাহার অন্তরে সেই জ্ঞানশক্তি কোথা হইতে আসিল, এই জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্নও আসে। সুতরাং এক ঘটের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া মানুষ জগতের সম্বন্ধে—জগতের মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে,—অর্থাৎ অপরাজ্ঞান হইতে পরাজ্ঞানে পৌছায়। এই প্রণালীকে আরোহণ-প্রণালী বলে।

এই জগতের, জাগতিক বস্তুর মধ্য দিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। এই পরিচিত জগৎকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এই জগতের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এই জাগতিক বস্তুর জ্ঞানকেই অপরাজ্ঞান বলে। এই অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া আবার পরাজ্ঞানে পৌছান যায়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু উহা বাহিরের জিনিষ, প্রকৃত বস্তুর খোলসমাত্র। মানুষ মোক্ষলাভ করে—পরাজ্ঞানের, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। সেই পরাজ্ঞানই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যাহা দ্বারা সে তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে। মানুষ যখন আপনার স্বরূপ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েন, যখন তিনি আত্মস্থ হয়েন;—তখন সকল জ্ঞানই তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশ্বসত্তায় যখন জ্ঞানবলে আপনার সত্তা মিশাইয়া দিতে পারেন, তখন তিনি অনন্তের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। বিশ্বের মধ্যে যে একত্ব আছে, বিশ্বের সহিত তাঁহার নিজের এবং ভগবানের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধকে তিনি প্রত্যক্ষ্যভাবে অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহার আরোহণ-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না। কারণ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বজ্ঞান নিহিত থাকে। মানুষ সেই জ্ঞানকে জীবনের চরম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের চরণে পৌছাইয়া দেয়। জগদ্বাসীর পক্ষে তাই পরা ও অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানই প্রয়োজন। এই দ্বিধা বিভক্ত সেই এক জ্ঞানদেবের নিকটই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'ত্বং' পদে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, যিনি আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। তিনিই এক হইয়া সৃষ্ট্যর্থে দুই হইয়াছেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ-রূপে পরিবর্তিত, আর পুরুষ চৈতন্য সত্তা অথবা বিশ্বচৈতন্য। স্থূলকথায় বলা যায়,—জড় ও চৈতন্য একই সত্তার বিভিন্ন দিক-মাত্র। সেই দ্বিধাবিভক্ত 'একমেব অদ্বিতীয়ং' সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাবে মন্ত্রটী গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিলেন।" (৯অ-৯খ-১সূ-২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁ২ পাহি শৃণুহী গিরঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
রক্ষা তোকমুত ত্মনা॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, নিত্যতরুণ হে দেব!) 'ত্বং' 'দাশুষঃ' (হবির্দ্দত্তবতঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'নৃন' (নরান্, অস্মান ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (রক্ষ—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ); 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাঃ, আরাধনাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুহি' (গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ), 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বশক্ত্যা) 'তোকং' (পুত্রভূতান, পুত্রস্বরূপান্ ইত্যর্থঃ) অস্মান 'রক্ষ' (পালয়, রিপুকবলাৎ পরিত্রাহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ তথা অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আরাধনা গ্রহণ করুন; অপিচ, স্বশক্তিতে পুত্র রূপ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'যবিষ্ঠ' যুবতম! যদ্বা, যৌতেস্তৃজন্তস্য ইষ্ঠনি রূপং। দেবানাং হবিষাং মিশ্রয়িতৃতম! ইন্দ্র! ত্বং 'দাশুষঃ' হবির্দ্দত্তবতঃ 'নৄন' কর্ম্মণাং নেতৄন যজমানান্ 'পাহি' ধনানাং দানেন রক্ষ। নৄঃপাহীত্যত্র সংহিতায়াং 'নৄন্পে (৮৩১০)'-ইতি নকারস্য রুত্বং, 'অত্রানুনাসিক (৮.৩.২)'—ইতি পূর্ব্বস্যানুনাসিকঃ। কিঞ্চ, 'গিরঃ' ত্বদ্বিষয়াঃ স্তুতীঃ 'শৃণুহি' অবহিতঃ সন শৃণু। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'তোকং' অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং 'রক্ষ' পালয়। ত্মনেতি সর্ব্বত্র সম্বোধ্যতে—আত্মনা স্বয়মেব রক্ষ, ত্বদন্যং পালয়িতারং ন বিন্দামঃ ত্বমেবাস্মদীয়ং। 'শৃণুহী'—'শৃণুধি'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম—বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ এবং পূজা গ্রহণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সর্ব্বকনিষ্ঠ! হব্যদায়ী লোকসকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।" এই অনুবাদ অনেক পরিমাণে ভাষ্যানুসারী।

'যবিষ্ঠ' পদের তাষ্যার্থ—'যুবতম', অনুবাদার্থ - 'সর্ব্বকনিষ্ঠ'। এই 'যবিষ্ঠ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভগবানকে 'যুবতম' বা 'যবিষ্ঠ' বলার অর্থ কি? ভগবান্ নিত্যতরুণ; তিনি কখনও পুরাতন হয়েন না, তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাকে বৃদ্ধাদপি বৃদ্ধও বলা যায়; আবার 'যবিষ্ঠ'ও তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ। তাই কোনও ভক্ত তাঁহাকে 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলিয়াছেন। সমস্তই তাঁহাতে সম্ভবে, তিনি সর্ব্ববিরোধের মীমাংসাভূমি। তাই 'যবিষ্ঠ' পদ তাঁহারই উপযুক্ত বিশেষণ।

রিপুকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই নিত্যতরুণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে 'যবিষ্ঠ' বা নিত্যতরুণ বলার আরও একটী নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তরুণত্বের মধ্যে জীবনের যে সাড়া, প্রাণের যে স্পন্দন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। রিপুদমন করিতে হইলে সজীব প্রাণের বিপুল শক্তির প্রয়োজন,। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য, নবজীবনের নূতন কর্ম্মপ্রেরণা, অদম্য শক্তির খেলা মানুষকে চঞ্চল অধীর করিয়া তুলে। রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করিবার জন্য, রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই 'যবিষ্ঠ' পদের অন্তর্নিহিত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে আমাদের আরাধনা। যাহাতে ভগবান্ গ্রহণ করেন সেই জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা। মানুষ ভগবানের পূজা করে সত্য; কিন্তু সেই পূজা তাঁহার চরণে পৌঁছায় কি না, তাহা তো সে জানে না। ভগবান মানুষের পূজা গ্রহণ করিলেই তাহার আরাধনা সার্থক হইল। তাই ভগবানের নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম্মও রিপুকবল হইতে উদ্ধারলাভ। এই অংশের প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্রে সাধক নিজেকে ভগবানের পুত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রকে সর্ব্ববিধ আপদবিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ভগবানও যেন ঠিক সেইরূপভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'তোকং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং।" তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়— 'আপনি আমাদের পুত্রকে রক্ষা করুন' এক দিক দিয়া এই অর্থ খুবই স্বাভাবিক। পিতা আপনার প্রতিরূপ সন্তানকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন—ইহা খুবই সঙ্গত। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ইহা মন্ত্রের লক্ষ্য নহে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই উপলব্ধ হইবে।* (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১র২ ১ ২ ১র র২ ১ ২ ১ ২
প্রেষ্ঠংবাঃ। অতা২৩ য়িথীপ। স্তোষেমিত্রম্। ইবপ্রা২৩ য়াম। অগ্নবিরা

২ ১ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১
৩থা৩ ম। নাবা ২৩ হা ৩৪৩ য়িদা ২৩৪ য়ো ৬ হায়ি॥ কবিমিবা।

২ ১ ২ ১ র২র ১ ২ ১ ২ ২
প্রশ৺স্যা২৩ য়াম। যান্দেবাস। ইতিদ্বা২৩ য়িতা। নিমাস্তী৩ য়ে৩।

১ ২ ১ ৫ ৫ ১র ১ ২১র
মৃ্বা২৩ হা৩৪৩ য়ি। দা ২৩৪ যো ৬ হা॥ ভুবংযবায়ি। ঈদাশূ

২ ১ র২ ১র ২ ১ ২ ২ ১
২৩ ষাঃ। নৃ্ড়্পাহিশ্। গৃহীগা২৩ য়িরাঃ। রক্ষাতো৩ কা৩ ম। উভা

২ ১ ৫ ৫
২৩ হা৩৪৩ য়ি। আ২৩৪ নো ৬ হায়ি॥ ১২।১॥ ০

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ১ ২
এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩ ২র ২
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দ্দিবঃ॥ ১॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়' (সর্ব্বেষাং প্রিয়তম) 'সত্রাজিৎ' (শত্রূণাং জেতঃ, রিপুজয়কারিন্) 'অগোহ্য' (অপরাজেয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'গিরিঃ ন' (পর্ব্বতঃ ইব স্থিরঃ) অপিচ 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ) 'পৃথুঃ' (বিস্তৃতঃ, বিশ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি ভাবঃ) 'পতিঃ' (অধিপতিঃ, স্বামী জগৎপতি ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; ত্বং 'আগধি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"গায়ত্র্যৌশনম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল, অপিচ বিশ্বব্যাপী এবং সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯ম—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'প্রিয়' স্তোতৄণাং প্রীণনকর! 'সত্রাজিৎ' মহতাং শত্রূণাং জেতঃ! হে 'অগোহ্য' কেনাপি গুহিতুমশক্য! 'ইন্দ্র'! 'গিরির্ন' পর্ব্বত ইব 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পৃথুঃ' পৃথুতমঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'পতিঃ' ঈশ্বরস্ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'আগধি' আগচ্ছ। 'প্রিয়সত্রাজিদগোহ্য'—'প্রিয়ঃসত্রাজিদগোহ্যঃ'—ইতি পাঠৌ, 'বিশ্বতঃ পৃথু'-'বিশ্বতস্পৃথুঃ'—ইতি চ॥১॥

* * *

প্রথম (১২৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য ভগবানকে এই মন্ত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানের মধ্যে 'প্রিয়' পদটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে প্রিয়ভাবে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও মহান্ হইলেও তিনি আমাদিগের প্রিয়তম। কেবল আমাদিগের নহে; তিনি বিশ্ববাসী সকলেরই প্রিয়তম। ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তম, মানুষের জগৎবাসীর আর কে আছে? জগৎ তাঁহার নিকট হইতে জীবন পাইয়াছে, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছে, এবং চরমে তাঁহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করিবে। তিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণকারী। তাঁহার কৃপায় মানুষ, মোহ পাপ প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে,—চরমে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অপেক্ষা বন্ধুত্বের কাজ আর কি হইতে পারে! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার অনন্ত প্রেমরাশি নানা দিক দিয়া নানাভাবে মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতে আমরা যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা তাঁহার সেই অনন্ত প্রেমপারাবারের বিন্দুমাত্র। তাঁহার প্রেমেরই ছায়া পাইয়া বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা। ভগবানই মানুষের একমাত্র বন্ধু। জন্মজরামরণশীল মানুষের প্রেম—ক্ষণিক আনন্দদায়ক। অধিকাংশ স্থলেই তাহা আবার স্বার্থের সহিত বিজড়িত! নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা—মানুষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি? স্বার্থসাধনের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রেম-ভালবাসা চিরতরে বিনষ্ট হয়। স্থলবিশেষে আবার সে প্রীতির পরিণতি চিরশত্রুতায়

সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥

প্রথমং সাম ।

৩ ২   ২ ৩২২ ৩ ১ ২   ৩ ২
অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমম্ ॥
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'নপ্ত্রে' (পতননিবারণায়) 'সহস্বতে' (তেজোময়জ্ঞানলাভায়) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'বৃধন্তং' (বর্দ্ধকং) 'পুরূতমং' (অতিশয়েন পূরকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অচ্ছা' (অভিগচ্ছত, আরাধয়ত)। দেবার্চ্চনমেব পতননাশকং প্রাপকজ্ঞানজনকমিতি ভাবঃ (৫অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, তোমরা যজ্ঞের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা কর (৫অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধ্বরাণাং' অহিংস্যানাং বলিনাং 'নপ্ত্রে' বন্ধুং 'সহস্বতে' বলবন্তং বিভক্তিব্যত্যয়ঃ (৩।১৮৫) 'বৃধন্তং' জ্বালাভির্ব্বর্দ্ধমানং 'পুরুতমং' অতিশয়েন বহুমান্যং হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'অচ্ছ' অভিগচ্ছত। উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৯৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : *: §——

মন্ত্রে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, এবং কাহার উদ্দেশে ঐ 'বঃ' পদটী প্রযুক্ত, তাহার জ্ঞাপক কোনও সম্বোধন-পদ মন্ত্রের মধ্যে না থাকায়, ভাষ্যে তাহা অধ্যাহার করিয়া 'হে ঋত্বিজঃ' এই সম্বোধন-পদটী স্থান পাইয়াছে; আর, 'সহস্বতে' ও 'নপ্ত্রে' এই পদদ্বয়ে বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, ঐ পদদ্বয় 'অগ্নিং' পদের বিশেষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অহিংস্য ও বলীদিগের বন্ধু,

বলবান, জালনিচয়ে বর্দ্ধমান ও প্রচুর অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন (লাভ) কর।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণও সায়ণ ভাষ্যকে অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত করিয়া, প্রায় ঐ একই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রের মধ্যে কোনও সমাপিকা ক্রিয়া নাই; কেবলমাত্র ক্রিয়াজ্ঞাপক একটী ('অচ্ছা') অব্যয় পদ আছে। তাহাতেই 'অভিগচ্ছত' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। একণে ভাবিয়া দেখুন,—'হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন কর বা লাভ কর',—এতদুক্তিতে অর্চ্চকের কি স্বার্থ আছে? অথবা, সাধারণের পক্ষে এই নিত্য সত্য বেদমন্ত্র কি উচ্চ মহত্ত্বাব শিক্ষা দিতেছে?

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রের সমালোচনায় এক অভিনব ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ মন্ত্রে সাধক যেন, অভীষ্ট লাভ আশায়, নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদারাধনায় কর্ম্মময় মানবজীবনে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দেবারাধনা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে গেলে, পদে পদে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সংঘটিত হইয়া পতনাশঙ্কা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। সাধক তাই, শ্রেয়োলাভে বিঘ্ননাশ আকাঙ্ক্ষায়, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাবী পতন-নিবারণ মানসে, (নপাৎ, ন—পৎ, পতিত হইয়া+তৃন-নিপাতন) এবং অত্যুজ্জ্বল জ্ঞান লাভের জন্য, (সহস্, তেজঃ, অস্ত্যর্থে সৎ) চিত্তবৃত্তিসমূহকে দেবার্চ্চনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। এতদর্থে 'নপাত্রে' ও 'সহস্বতে' এই দুইটী পদস্থিত চতুর্থী বিভক্তির ব্যত্যয়রূপ কষ্ট-কল্পনা করিতে হয় না। অপিচ, মন্ত্রস্থিত 'অধ্বরাণাং বৃধন্তং' ও 'পুরুতমং' এই দেববিশেষণদ্বয়ও এ পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। দেবতা কেমন? না—তিনি যজ্ঞসমূহের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক। তাঁহার আরাধনা করিলে, পতন নিবারণ সুনিশ্চিত। তিনি যে অভীষ্টবর্দ্ধক! যদিও কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়, তাহাও তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ণতা-লাভ করিবে। তিনি বাসনা-পূরক; তাঁহার শরণাগত হও; তোমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।' এ মন্ত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। (৫অ-১খ-১সূ—সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অয়ং যথা ন আভুবত্ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা।
৩ ২উ ৩ ১ ২
অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বষ্টা যথা' (পরিত্রাণকারক দেবঃ যেন প্রকারেণ সাধকান্ উদ্ধারয়তি তদ্বৎ) 'অয়ং' (পরমদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'রূপেব' (কর্ত্তব্যানাং রূপাণি) 'তক্ষ্যা' (উৎপাদয়তু,

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১প-১প্র অ-১দ) প্রাপ্তব্য॥

প্রদর্শয়তু) অস্মান্ অপি উদ্ধারয়তু—ইত্যর্থঃ; 'অগ্নি' (পরমদেবঃ, ভগবান্) 'ক্রত্বা' (প্রজ্ঞানেন যুক্তাঃ সন্তঃ) বয়ং 'যশস্বতঃ' (যশোবন্তঃ) 'আ ভুবৎ' (ভবাম)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষমার্গং প্রদর্শয়তু তথা পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৫অ—৭খ—১সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণকারক দেব যে প্রকারে সাধকদিগকে উদ্ধার করেন, সেইরূপ-ভাবে পরমদেবতা আমাদিগকে কর্তব্যের রূপ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকেও উদ্ধার করুন; ভগবানের প্রজ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হইয়া আমরা যেন যশস্বী হইতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করুন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৫অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'তক্ষ্যা' বিকর্ত্তব্যানি 'রূপেব ত্বষ্টা' রূপাণি বর্দ্ধকিরিব 'যথা' যেন প্রকারেণ 'আ ভুবৎ' আ ভবতি প্রাপ্নোতি, তথৈনমগ্নিমভিগচ্ছতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ বয়ং 'অস্য' অগ্নেঃ 'ক্রত্বা' প্রজ্ঞানেন যুক্তাঃ 'যশস্বতঃ' যশস্বন্তো ভবামেতি শেষঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (৯৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের কৃপায় যেন আমরা যথাবিহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইতে পারি অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনজনিত আত্মতৃপ্তি ও খ্যাতি যাহাতে লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে সুখ্যাতি বলিতে সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষিত ধনমানাদিজনিত প্রসিদ্ধিকে লক্ষ্য করিতেছে না। 'যশ' বলিতে এখানে সৎকর্ম্মসাধনজনিত বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি এবং সজ্জনমণ্ডলের যথোচিত শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকটিত করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার উহার অনুবাদ করিয়াছেন,—"এই অগ্নি, আমাদিগের কর্তব্যের রূপ নির্ম্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্য্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই।" ভাষ্যকার অনেক স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মূল মন্ত্রকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (৫অ—৭খ—১সূ ২সা)॥*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২

অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দ্দেবেষু পত্যতে।

২উ ৩ ১ ২

আ বাজৈরুপ নো গমৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং যদ্বা দেবভাবানাং মধ্যে) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ যদ্বা পরাজ্ঞানং) এব লোকেভ্যঃ 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'শ্রিয়ঃ' (সম্পদঃ, কল্যাণানি) 'অভিপত্যতে' (অভিগচ্ছতি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); সঃ দেবঃ 'নঃ' (অস্মান) 'বাজৈঃ' (অন্নৈঃ, আত্মশক্ত্যা সহ) 'উপাগমৎ' (উপাগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু); প্রার্থনা-মূলকঃ তথা নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ-৭খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার (অথবা দেবভাবের) মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবই (অথবা পরাজ্ঞানই) লোকদিগকে সকল কল্যাণ প্রদান করেন; সেই দেবতা আমাদিগকে আত্মশক্তির সহিত প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (৪অ—৭খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মনুষ্যাণাং 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'শ্রিয়ঃ' সম্পদঃ 'দেবেষু' দেবানাং মধ্যে যঃ 'অয়ং অগ্নিঃ' অভিগচ্ছতি, সঃ অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মানপি 'বাজৈঃ' অন্নৈঃ 'উপাগমৎ' উপাগচ্ছতু॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৯৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে,—জ্ঞানই মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দিতে পারে। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সদ্‌বৃত্তি বা দেবভাব আছে তাহাদের মূলে আছে—জ্ঞান। পরাজ্ঞানের বলেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইতে পারে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—"অগ্নিঃ দেবেষু অভিপত্যতে শ্রিয়ঃ"

মন্ত্রের অপরাংশে সেই পরম কল্যাণজনক সদ্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। এমন যে পরম কল্যাণজনক পরাজ্ঞান, যাহাদ্বারা মানবজীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়, সেই পরম বস্তু পাইবার জন্য কে না আগ্রহান্বিত হয়? মন্ত্রের শেষাংশে সেই পরাজ্ঞান লাভের জন্যই প্রার্থনা আছে

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের শব্দগত ব্যাখ্যার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ভাবগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন।" 'অগ্নি' শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করে বা কি ভাব আনয়ন করে তাহা আমাদের ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয়-সূক্তে বিবৃত হইয়াছে। আমরা তদনুসারেই বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'অগ্নিঃ' পদে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৫অ-৭খ-১সূ—৩সা)। *

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২　র　১২　১　২রর　১　২র　র　২　১ --
১। অগ্নিংনোবৃধান্তাম্। আধ্বরাণাম্। পুরুতামৌ। হোবা ৩ হায়ি। আচ্ছাই২

১　২১　৫　৪　৫　২　র　র　১২
নাপ্নে ২ ৩। সতো ২ ৩ ৪ বা। ম্বা ৫ তৌ ৬ হায়ি॥ (১) অয়ংযথানআভূবাৎ।

১র২রর　১　২র　র　২　১　—　১
ত্বাষ্টারূপে। বতাক্ষায়ৌ। হোবা ৩ হায়ি। আস্যা ২ ক্রাষা ২ ৩।

২১　৫　৪　৫　২　র　১২　২রর
যশো। ২ ৩ ৪ বা। ম্বা ৫ তো ৬ হায়ি॥ (২) অয়ংবিশ্বাঅভিশ্রিয়াঃ। অগ্নির্দেবে।

১　২র　র　২　১　—১　২১
ষুপাত্যাতৌ। হোবা ৩ হায়ি। আবা ২ জায়িরু ২ ৩। সনো ২ ৩ ৪

৫　৪　৫
বা। ম্বা ৫ মো ৬ হায়ি (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ র ৫ ৫ ১ রর র —১
২। অগ্না ৩ ৪ য়িম্। গোবৃষণম্। ও ৬ বা। অধ্বরাণাম্পুরূ ভা ২ যাম্।

—১ ২ ১S ২র ৩র২ ১
আ ২ চ্ছা। মা ২ ৩ প্তে। সহো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। স্বা ২ ৩ ৪

৫ ৫ ৩২ র র ৫ ৫ ১রর
তো ৬ হায়ি। (১) অগ্না ৩ ৪ য়। যথানআভুবৎ। ও ৬ বা। ত্বষ্টারু-

র —১ —১ ২ ১S ২র ৩র২
পেবত্স্যা ২ য়া। আ ২ স্বা। ক্রা ২ ৩ য়া। যশো ৩ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩

১ ৫ ৫ ৩২ র
য়ি। স্বা ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি। (২) শ্রয়া ৩ ৪ য়। বিশ্বাঅভিশ্রিয়ঃ।

৫ ৫ ১ রর —১ — ২ ১S
ও ৬ বা। অগ্নির্দ্দেবেষুপত্যা ২ তায়িঃ আ ২ বা। আ ২ ৩ য়িরু। সহো ৩

২র ৩র২ ১ ৫ ৫
হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। স্বা ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি (৩)। ১২৩। *

* * *

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদম্।

৩ ১ ২ ৩ক ২র ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'ইমং' (প্রসিদ্ধং) 'জ্যেষ্ঠং' (প্রশংসনীয়ং, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) 'অমর্ত্ত্যং' (অমারকং, অস্মাকং রক্ষাকরং ইত্যর্থঃ) 'মদং' (আনন্দপ্রদং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ); 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'সাদনে' (গৃহে, অনুষ্ঠানস্থানে) 'শুক্রস্য' (জ্যোতির্ম্মানস্য - শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধারাঃ' (প্রবাহাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অক্ষরন্' (সঞ্চলন্তি, গচ্ছন্তি, ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু তং রক্ষাপ্রদং পরমানন্দপ্রদায়কং ত্বাং প্রতি স্বতঃপ্রবাহিতং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়িত্বা তৎ গৃহাণ। (৫অ-৭খ—২সূ-১সা)।

---

* এতৎ সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বারবৈক্ষিতম্" এবং (২) "সত্রাসাহীয়ম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক অর্থাৎ আমাদিগের রক্ষাকর, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন; সত্যের (সৎকর্ম্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে স্রোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বের ধারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে—আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সেই রক্ষাপ্রদ পরমানন্দদায়ক আপনার প্রীতি স্বতঃপ্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহা গ্রহণ করুন।') (৫অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'সুতং' অভিষুতং 'ইমং' সোমং 'পিব'। কীদৃশং? 'জ্যেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং 'মদং' মদকরং 'অমর্ত্যং' অমারকং। (সোমপানজন্যো মদো মদান্তরবৎ মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ) তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'সদনে' সদ্মনি সাদনে গৃহে বর্ত্তমানাঃ 'শুক্রস্য' দীপ্তস্য সোমস্য 'ধারাঃ' 'ত্বাং' 'অক্ষরন্' আভিমুখ্যেন সঞ্চলন্তি ত্বাং প্রাপ্তুং স্বয়মেব—গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠং—প্রশস্য-শব্দাদিষ্ঠনি 'জ্য চ (৫।৩।৬১)'—ইতি আদেশঃ। অক্ষরন্—ক্ষর সঞ্চলনে (ভ্বা০, প০) ছান্দসে লঙ্ (৩৮৬)। (৫অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৯৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে একটী 'সুতং' এবং একটী 'মদং' পদ আছে। এইরূপ দ্বিতীয় চরণে একটী 'ধারাঃ' ও একটী 'অক্ষরন্' পদ দৃষ্ট হয়। দুই চরণের অন্তর্গত ঐ পদ-চতুষ্টয় উপলক্ষে মন্ত্রার্থ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিয়া আছে; মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্র! তুমি মদকর সোমরস পান কর; সোমরসের ধারাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষরিত হইতেছে।'

এ সকল বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা গিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'সুতং' পদ উপলক্ষে 'সোমরস মাদকদ্রব্য' পরিকল্পনা করা হয়, ঐ 'সুতং' পদের বিশেষণ-কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। 'সুতং' কেমন? বলা হইয়াছে,—তাহা 'জ্যেষ্ঠং'। তাহার প্রতিবাক্য দেখি, 'প্রশস্যতমং'। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও কোনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তু হইতে পারে? তার পর, আরও বলা হইয়াছে, তাহা 'অমর্ত্যং'। ঐ পদে 'অমারক' অর্থাৎ মরণরহিত অবস্থার কথা মনে আসে। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও অমারক মরণরহিত অবস্থার প্রদাতা হয়? এইরূপ, 'মদং' পদের প্রয়োগ বেদে যেখানেই দেখিয়াছি, সেখানেই ঐ পদে 'আনন্দপ্রদ'

অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই 'সুতং' পদের মর্ম্মার্থ অধিগত হয়। উহাতে কখনই মাদকদ্রব্য (সোমলতার রস) অর্থ আসে না। তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'ধারাঃ' ও 'অক্ষরন্' পদদ্বয়—কি ভাবে কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই ঐ দুই পদের মর্ম্ম প্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থের প্রকাশক হয়। ঐ 'ধারাঃ' পদের সহিত 'ঋতস্য শুক্রস্য' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'ঋত' শব্দে সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে (যজ্ঞকে) বুঝায়। 'শুক্র' শব্দে 'শুভ্র জ্যোতিঃ' অর্থ আসে। তাহার যে ধারা, সে কি? উহার ভাব কি এই নয়—যেখানে অবিরত বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়াছে, সত্যের আলোকে যে স্থান পুলকিত হইয়া রহিয়াছে, সেই খানেই ভগবান গমন করেন। 'অক্ষরন্' পদে 'সঞ্চলন্তি' প্রতিবাক্য ভাষ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং সোমরস মাদকদ্রব্যের ধারা যেখানে নির্গত হইয়াছে, সেখানে নহে; পরন্তু যেখানে সৎকর্ম্মের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকেন।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক; আর, সেই অমরত্বপ্রদ চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্ত্বভাবের সমীপে আপনি আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।' (৫অ-৭খ-২২ ১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন কিষ্ট্বদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ন কিষ্ট্বানু মজ্মনা ন কিঃ স্বশ্ব আনশে॥ ২ ॥*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ অশ্বৌ) 'যচ্ছসে' (যোজয়সি—অস্মাকং কর্ম্মণি হৃদি বা), তস্মাৎ 'ত্বৎ' (ত্বত্তোঽন্যঃ কোঽপি) 'রথীতরঃ' (প্রশস্ততরঃ রথী, অস্মাকং শ্রেষ্ঠপরিচালকঃ ইত্যর্থঃ) 'নকিঃ' (নাস্তি); অস্মাসু জ্ঞানভক্তিসঞ্চারণায় হে ভগবন্! ত্বমেব অস্মাকং সুপরিচালকঃ ভবসি—ইতি ভাবঃ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'মজ্মনা' (বলেন—ভবৎসদৃশঃ ইত্যর্থঃ) 'নকিঃ' (কোঽপি ন ভবতি); যতঃ তব সমকক্ষঃ 'স্বশ্বঃ' (শোভনরশ্মিযুতঃ, সুষ্ঠুপথপ্রদর্শকঃ ইতি ভাবঃ) 'নকিঃ আনশে' (কোঽপি ন অশ্নুতে বিদ্যতে ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! ভবৎসদৃশঃ শক্তিশালী তথা হৃদি জ্ঞানরশ্মিং প্রবেশয়িতুং সমর্থঃ কোঽপি অন্যঃ নাস্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৫অ-৭খ-২সূ-২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যেহেতু আপনি আমাদিগের কর্ম্ম বা হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনা অপেক্ষা অন্য কেহই প্রশস্ততর রথী অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নাই; (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত আপনিই আমাদিগের সুপরিচালক হয়েন); হে ভগবন্! আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলের দ্বারা আপনার সদৃশ কেহই হইতে পারে না, এবং আপনার সমকক্ষ শোভনরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সুষ্ঠু পথ-প্রদর্শক কেহই বিদ্যমান নাই। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার সদৃশ শক্তিশালী এবং হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করাইতে সমর্থ অপর কেহই জগতে নাই।)॥ (৫অ—৭খ—৩সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'হরী'—এতৎসংজ্ঞাবশ্বৌ 'বজ্রসে' রথে যোজয়সি, তস্মাৎ 'ত্বৎ' ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'রথীতরঃ' অতিশয়েন রথবান্ 'নকিঃ' নাস্তি (অস্মোকামীদৃগশ্বযুক্ত-রথাভাবাৎ) 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' লক্ষ্য 'মজ্মনা' বলনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৯।২৩) বলেন সদৃশোঽপি 'ন কিঃ' নাস্ত্যেব 'স্বশ্ব' শোভনাশ্বো 'ন কিঃ আনশে' ন প্রাপ। ইন্দ্রশ্চ বলাশ্বয়োরসাধারণত্বাৎ ইন্দ্রসদৃশো বলবান্ অশ্ববান্) লোকে কশ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ। ন কিঃ 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ পাদং (৮৩২১০)' ইতি যত্বং। রথীতরঃ—অতিশয়েন রথী; তরপি 'ঈদ্রথিনঃ' ইতি ঈকারান্তাদেশঃ। যজ্ঞসে বৃগেশাতায়েনাত্মনেপদং। স্বশ্বঃ—বহুব্রীহৌ বাদ্যুদাত্তত্বং দণ্ডীতুস্তের-পদান্তোদাত্তত্বঞ্চ। আনশে—'অশ্নোতেশ্চ (৭৪৭২)'—ইতি অভ্যাসাদুত্তরস্য নুট্। (৫অ-৭খ ২দ ২সা)॥

দ্বিতীয় (৯৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ ।•। §——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের মর্ম্মানুধাবন প্রথম আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রার্থ প্রহেলিকা অজ্ঞেয় থাকিবে। প্রথম 'হরী' পদ। এই পদে ভাষ্যাদিতে সেই অশ্বদ্বয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। আমরা যথাপূর্ব্ব জ্ঞানভক্তি-রূপ ভগবানের বাহকদ্বয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি; তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয়। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব এই যে,—'হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি আপনার অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনার ন্যায় কেহ রথীতর নাই।' ইহাতে দেবতার যে কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা অবধারণীয়।

বলিতে পারেন। আপনার বাহক অশ্বদ্বয়কে আপনার রথে যোজনা করিতে পারিলেই বড় একজন রথী হওয়া যায়! এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অবলম্বন করিয়া ভাব গ্রহণ করুন; দেখিবেন—কি ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞাপক নিত্যসত্য-তত্ত্বই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের হৃদয়ে বা কর্মে জ্ঞান-ভক্তির যে সংযোগ হয়, সে ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। আমাদিগের ন্যায় সংসার কীটের হৃদয়ে অথবা এই নিত্য অপকর্মকারীদিগের কর্মের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ করিয়া দিয়া সেই কর্মে বা সেই হৃদয়ে আপনার আসিবার উপযোগী ঐরূপ বাহনদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া, সত্যই তিনি কি প্রশংসনীয় হন নাই? সেইজন্যই কি তিনি রথীতর অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া অভিহিত হয়েন না? পাষাণ ভেদিয়া গিরিশিরে যে নির্ঝরিণীর ধারা প্রবাহিত হয়, সে যেমন মানুষের কর্ম নয়—সে যেমন ভগবানের দ্বারাই বিহিত হইয়া থাকে; এই সকল সংসারীর হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশও সেইরূপ অমানুষিক ব্যাপার। মন্ত্রের প্রথম চরণে ভগবানের সেই মাহাত্ম্য কথাই বিবৃত দেখি। ঐ অংশে বলা হইয়াছে,-'হে ভগবন্! আপনি যে শ্রেষ্ঠ রথী, তাহার প্রধান নিদর্শন—আমাদিগের ন্যায় কর্ম-কীটের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন।'

এই দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারি, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাঁহার অসীম শক্তির এবং অচিন্তনীয় কর্মের দ্যোতনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রখ্যাত হইয়াছে, "ত্বা অনু মজ্মনা নকিঃ।" উহার ভাব—আপনার সমকক্ষ কেহই শক্তিশালী নাই। দ্বিতীয় অংশে তাঁহার সেই শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই। এ পক্ষে 'স্বশ্বঃ' এবং 'আনশে' পদদ্বয়ের মর্মানুধাবন আবশ্যক। ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম এই যে,—"স্বশ্বঃ নকিঃ আনশে" বাক্যাংশে বলা হইয়াছে—তাঁহার ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট অশ্বযুক্ত কেহই নহেন, অর্থাৎ তাঁহার অশ্ব বড়ই সুন্দর। দুটী অশ্ব আছে; আর সেই অশ্ব দুটি দেখিতে বড় সুন্দর বা সুসজ্জিত! এই হইল—দেবতার প্রকৃষ্টতার পরিচয়! এই কি সঙ্গত অর্থ? পক্ষান্তরে, আমরা বলি, এই অংশই অর্থান্তরে তাঁহার এক বিশেষ মাহাত্ম্য-প্রকাশ করিতেছে। তিনি শোভনরশ্মিযুত (স্বশ্বঃ) হইয়া সেই রশ্মি আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবে প্রবিষ্ট করিয়াছেন (আনশে,—অশ্নুতে), তেমন আর কেহই পারে না—তেমন কর্মী আর এ জগতে কেহই নাই। আমরা মনে করি, ইহাই তাঁহার শক্তিশালিত্ব ইহাই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। এখানে অশ্-ধাতুর ব্যাপ্তি প্রাপ্তি পূরণ আচ্ছাদন প্রভৃতি অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইবে। তিনি এমনই রশ্মিযুত এমনই রশ্মি বিচ্ছুরণ-সমর্থ যে, সে ভাবে কেহই হৃদয়ের মধ্যে রশ্মি প্রবেশ করাইতে পারে না। তিনিই জ্ঞানদাতা—তিনিই উদ্ধারকর্তা। তাহাই তাঁহার প্রকৃষ্টত্ব। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভাব প্রাপ্ত হই;—'হে ভগবন্! আপনি পরম শক্তিশালী, যেহেতু আপনার ন্যায় আমাদিগের সুপথ-প্রদর্শক কেহই নাই॥' (৫অ-৭খ—২সূ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় নুনমর্চ্চতোকৃথানি চ ব্রবীতন।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'নূনং' (ক্ষিপ্রং, ত্বরয়) 'অর্চ্চত' (পূজয়ত); 'চ' (তথা) 'উক্থানি' (শস্ত্রমন্ত্রাণি, স্তোত্রাণি) 'ব্রবীতন' (ব্রূত, উচ্চারয়ত); 'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অমৎসুঃ' (ভগবন্তং আনন্দং দদাতি); অতঃ 'সহঃ' (অমিতবলশালিনং, যদ্বা—তেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ) 'জ্যেষ্ঠং' (প্রশস্ততমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তং ভগবন্তং) 'নমস্যত' (নমস্কুরুত, আরাধয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ; অত্র সাধকঃ বিনা কালক্ষয়েন হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবৎ-পূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি। (৫অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে ত্বরায় পূজা কর; বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ভগবানকে আনন্দ-দান করে; অতএব, অমিতবলশালী (অথবা—সেই শুদ্ধসত্ত্বের সহিত) সকলের শ্রেষ্ঠ প্রশস্ততম সেই ভগবানকে আরাধনা কর। (এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধক; সাধক এখানে কালক্ষয় না করিয়া হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজায় আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।) (৫অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'ইন্দ্রায়' 'নূনং' ক্ষিপ্রং 'অর্চ্চত' পূজনং কুরুত। 'এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে— 'উক্থানি' অপ্রগীত-মন্ত্রসাধ্যানি শস্ত্রাণি স্তোত্রাণি চ 'ব্রবীতন' ব্রূত। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ ত্বাং 'অমৎসুঃ' আগতমিন্দ্রং মত্তং কুর্ব্বন্তু, অনন্তরং 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'সহঃ' সহস্বিনং বলবন্তং তমিন্দ্রং নমস্যত নমস্কুরুত। ব্রবীতন ব্রবীতেস্তেপ্তনপ্তনথনাশ্চ (৭১৪৫)' ইতি তনবাদেশঃ। অমৎসু-মদী হর্ষে (ভ্বা০, আ০) ছান্দসঃ

[প্রার্থনায়াং লুঙ্, আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিড়ভাবঃ। মমত্তন—'মনোর্বিবিবস্থিতরন্তঃ (অ১ ১৯)' —ইতি বাচ। সহঃ—'দুগকারেকারেকাশ্চ বক্তব্যাঃ'—ইতি ষষ্ঠ্যা লুক্ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৯৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ঐ চরণের সাদাসিধা ভাব এই যে,—'তোমরা শীঘ্র ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার পূজায় ব্রতী হও,—তোমরা শীঘ্র তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর।' তবে এ ক্ষেত্রে ভাষ্যাদির সহিত মত-পার্থক্যের কারণ—সম্বোধন-বিষয়ে। 'অর্চ্চত' এবং 'ব্রবীতন' ক্রিয়া-পদ-দ্বয়ের কর্ত্তা যে 'যূয়ং', তাহার লক্ষ্যস্থল কাহারা? ভাষ্যাদির অভিমত এই যে,—'এখানে যজমান যেন ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন।' তাহা হইলে, কোনও কালে কেহ যেন এই মন্ত্র রচনা করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে ইন্দ্রদেবতার পূজায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ ভাবই মনে আসে। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা বলি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালেই সাধকগণ এই মন্ত্রে আপনাদিগকে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। সে পক্ষে তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের "সুতাঃ ইন্দবঃ অমৎসুঃ" বাক্যাংশে, ভাষ্যাদিতে সেই সোমরসের পরিকল্পনা দেখিতে পাই কিন্তু 'সুতাঃ ইন্দবঃ' পদ উপলক্ষে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ভগবানকে আনন্দ দান করে—ভগবানের প্রীতিসাধক হয়, সে কোন সামগ্রী? আমরা পুনঃপুনঃ এ বিষয় বুঝাইয়া আসিয়াছি। 'সুতাঃ ইন্দবঃ' পদদ্বয়ে সেই সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে,—যাহা অন্তরের বস্তু—যাহা হৃদয়ের সারভূত সত্ত্বভাব। উপসংহার অংশে 'সহঃ' পদকে এক পক্ষে দেবতার বিশেষণ বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে তিনি যে অমিতবলশালী, সেই ভাব মনে আসে। কিন্তু তদপেক্ষাও সুষ্ঠু অর্থ নিষ্কাশিত হয়—যদি আমরা ঐ পদের ভাব 'তেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের বেশ অর্থ-সঙ্গতি থাকে। প্রথম পক্ষে 'সহঃ' পদে 'অমিতবলশালিনং' প্রতিবাক্য-গ্রহণে তাঁহাকে নমস্কার করার সঙ্কল্প-মাত্র প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষোক্ত অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহাকে আরাধনা করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, এ মন্ত্র আত্মোদ্বোধক; হৃদয়ের সকল বৃত্তি ভগবদনুসারী হউক,—ইহাই এই মন্ত্রের সঙ্কল্প। (৫অ—১প ২স-৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ ১　৪ ৫৪ ৫　৪ ৫　২　১৭　—　১ ২
১। ইমমী ২ ৩। ত্রসুতম্পিব। জোষ্ঠাম্। অমা ৩ র্ত্তায়মাদা ২ মৃ। শুক্রাস্তস্যা ৩।

১ A ৩　৫　১২n৩　৫　২২৩　৫　৪
ভিস্না ২ স্ম। ২ ৩ ৪ বাম্। ধারাও ২ ৩ ৪ বা। আর্ত্তাও ২ ৩ ৪ বা। স্থসা ৫

২ ১　৪৫৪র৫　৪ ৫　২　১৭　—
দনাম্নি। (১) মকিষ্ট্ ২ ৩। বস্তর্থীতরঃ। হারী। যদী ৩ স্তাযচ্ছাসা ২

১　২　১　৩　৫　১২৩　৫
স্নি। নকাম্নিষ্ট্ বা ৩। মুমা ২ জ্মা ২ ৩ ৪ না। নাকাও ২ ৩ ৪ বা।

১২৩　৫　৪　২১র　৪র ৫　৪ ৫
স্বাও ২ ৩ ৪ বা। স্বশ্বা ৫ নশাম্নি। (২) ইন্দ্রায়া ২ ৩। নূনমর্চ্চ। তোক্থ্যা।

২　১২　—　১　২　১　n　৩　৫　১
নিচা ৩ ব্রাবী ১ ত্তানা ২। সুত্তাঅমা ৩। ৎসুরী ২ ন্দা ২ ৩ ৪ বাঃ। জ্যাম্নি-

২৩　৫　১২৩　৫　৪　৪
ষ্ঠাও ২ ৩ ৪ বা। নামাও ২ ৩ ৪ বা। স্থতা ৫ সহাঃ। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

১ ২ ১　র　২　১ — ১ —
২। ইমমিন্দ্রসুত্তাম্। পিবা। জোষ্টমমর্ত্তিয়ম্মা ২ ৩ দাম্। শুক্রা ২ স্যাস্বা ২।

১　— ১ —　১২　১　৫　৪
ভিস্নক্ষরাম্। ধারা ২ আর্ত্তা ২। স্তসোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। দা ৫ নো ৬

৫　১ ২ ১ ১　র　২　১ —
হাম্নি। (২) নকিষ্ট্বাত্রশাম্নি। তরো। হরীযদিন্দ্রযচ্ছা ২ ৩ দাম্নি। নাকা ২

১ —　১　— ১ —　১২　১　৫
ম্নিষ্ট্বা ২। মুমজ্মানা। নাকা ২ ম্নিস্বা ২। শ্বওবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪　৫　১র২র১　র　র　২　১ —
না ৫ শো ৬ হাম্নি। ইন্দ্রায়নূনমা। চতা। উক্থানিচত্রবীতা ২ ৩ না। সুতা ২

১ —　১　— ১ —　১২　১
আদা ২। ৎসরিন্দবাঃ। জ্যাম্নিষ্ঠা ২ ন্নামা ২। স্ততোবা ৩ ও ২ ৩ ৪

৫　৪　৫
বা। দা ৫ হো ৬ হাম্নি (৩)॥

* * *

৫ ৩২ ৪ ৫ ১র ১ ২
৩। ইমম্। ইন্দ্রা ৩। সুতম্পিবা। জ্যেষ্ঠমমর্ত্যিম্মদা ২ ৩ ম্। শুক্রস্যাত্বা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ র ২ ৪ ৫ ৪ ৫
ভিয়া ৫ ক্ষরান্। ধারাঋতা ৩ ১ ২ ৩। স্যদোবা। দা ৫ মো ৬ হায়ি। (১)

৫ ৩২ ৪র ৫ ১র ১
নকিঃ। ত্বুদা ৩ ৫। রথীতরাঃ। হরীর্যদিন্দ্রযচ্ছসা ২ ৩ য়ি। নাকি-

২ ৪ ১ ৪ ৫ ৪
ষ্টুবা ৩ ১ ২ ৩। স্বমা ৫ জ্মনা। নাকিস্বশ্ব ৩ ১ ২ ৩। আওবা। দা ৫

৫ ৫ র ৩২ ৪ ৫ ১ র
মো ৬ হায়ি। (২) ইন্দ্রা। য়নু ৩। নমর্চ্চতা। উকথানিত্রগীতনা ২ ৩।

১ র ২ ৪ ১ ২
সুতাঅমা ৩ ১ ২ ৩। ৎসুরী ৫ দবাঃ। আয়িষ্ঠন্নমা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ৫ ৪ ৫
স্যতোবা। দা ৫ মো ৬ হায়ি (৩)। ১।২।৩। *

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিহ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ২র ৩ ২উ ২ ১ ২
পিবা সুতস্য মতির্ন্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥ ১ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'হরিহ' (পাপহারক) 'শূর' (বীর্য্যবন, সর্ব্বশক্তিমন) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); আগত্য চ 'জুষস্ব' (সেবকস্ব— প্রার্থনাপরায়ণানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) পূজাং 'প্রবহ' (গৃহাণ); অপিচ, 'মদায়' (পরমানন্দায়, পরমানন্দপ্রদানায়) 'নঃ' (অস্মাকং) হৃৎস্থিতস্য 'সুতস্য' (অভি-

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বাসিষ্ঠাগ্রয়ম্" (২) "আদিত্যাত্তম্" এবং (৩) "গৌরীবিতম্"।

ঘৃতস্য, বিশুদ্ধস্য) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, অমৃতজাতা ইত্যর্থঃ) 'চারুঃ' (কল্যাণরূপা) 'চকানঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ী) যা 'মতিঃ' (স্তুতিঃ) তাং 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! হৃদি আবির্ভূয় অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ (৫অ ১খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারক সর্ব্বপ্রেমন বলাধিপতি হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া প্রার্থনাপরায়ণ আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; অপিচ, পরমানন্দদানের জন্য আমাদিগের হৃৎস্থিত বিশুদ্ধ অমৃতের (অর্থাৎ অমৃতজাত) কল্যাণরূপ জ্যোতির্ম্ময় যে স্তুতি তাহা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন)। (৫অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যানি ময়া হবীংষি দত্তানি তানি 'প্র নহ' 'আ যাহি' আগচ্ছ। 'শূর' বীর্য্যবন! উপসর্গাক্ষরাণি 'হরিহ' (অথবা হরিতবর্ণা হয়া যস্য স হারিতয়ঃ, তস্য সম্বোধনং ক্রিয়তে—হে হারিত! ছান্দসো যকারলোপঃ) 'পিব' 'সুতস্য' সোমস্য উপসর্গাক্ষরাণি—'মতির্ন-মধোশ্চকানা', 'চারুঃ' শোভনঃ 'মদায়' তর্পণায়॥ (৫অ-১খ ৩সূ— সা)॥

• • •

প্রথম (৯৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে কোন স্পষ্ট ভাব পাওয়া যায় না। তিনি মন্ত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশের কোন ব্যাখ্যাই দেন নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের 'মতিনমধোশ্চকানঃ' অংশ উপসর্গ, তাই তাহার কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবহ' 'জুষস্ব' প্রভৃতি পদেরও কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। যাহা হউক, আমাদের মন্ত্রার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'জুষস্ব' পদ সেবা করা অর্থমূলক 'জুষ্' ধাতু নিষ্পন্ন, তাই যষ্ঠ্যন্ত এই পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, "সেবকস্য, প্রার্থনা-পরায়ণানাং অস্মাকং"। 'চকানঃ' পদের জ্যোতিঃবাচক 'জ্যোতির্ম্ময়ী' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'মদায়' পদের অর্থ,—'আনন্দদানায়'। ভাষ্যকারও বহুস্থলে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,

ISHNA MISSION INSTITUTE

কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে উক্ত পদের ভাবার্থ—'ভক্ষণায়'। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থের যে কি সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক আমরা পূর্ব্ব অর্থই অব্যাহত রাখিয়াছি, এবং তাহাতেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া মনে করি। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৫অ-১খ-৩সূ ১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পৃণস্ব মধোর্দ্দিবো ন।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য সুতস্য স্বাহৰ্ণোপ ত্বা মদাঃ

৩ ১ ২
সুবাচো অস্থুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'দিবঃ ন' (দ্যুলোকস্য ইব, দিব্যং ইত্যর্থঃ) 'নব্যং ন' (নবতরং ইব, চিরনবীনং ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ, অস্মাকং 'জঠরং' (অভ্যন্তরং, হৃদয়ং, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পৃণস্ব' (পূরয়); 'অস্য' (অস্মাকং হৃদয়স্য) 'স্বঃ' (স্বর্গস্য ইব, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্নঃ ইত্যর্থঃ; স্বর্গজাতস্য স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—সত্ত্বভাবস্য) 'সুবাচঃ' (শোভনস্তোত্রযুতং) 'মদাঃ' (পরমানন্দং) 'ত্বা উপাস্থুঃ' (তব সমীপে অবস্থিতঃ ভবতু) ত্বং অস্মাকং হৃদয়স্য প্রার্থনাঃ গৃহাণ—ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দিব্যজাতং শুদ্ধসত্ত্বং অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু; তথা তং সত্ত্বভাবরূপং উপহারং ভগবান্ গৃহ্নাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৫অ—১খ—৩সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! অমৃতের দিব্য চিরনবীন শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ করুন; আমাদিগের হৃদয়ের স্বর্গজাত শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

শোভনস্তুতিযুক্ত পরমানন্দ আপনার সমীপে অবস্থিত হউক, অর্থাৎ আপনি আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করুন. (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দিব্যজাত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউক এবং সেই সত্ত্বভাবরূপ উপহার ভগবান্ গ্রহণ করুন।) । (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'ইন্দ্র!' 'জঠরং' উদরং 'নবাং ন' নবতরং 'পৃণস্ব' পুরয়স্ব 'মধোঃ' মধুরস্য 'দিবো ন' 'অস্য' সোমস্য 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'স্বর্ন' স্বর্গস্যেব 'উপ ত্বা' উপ সমীপে ত্বাং 'মদাঃ' স্তুবাচঃ শোভনবাচঃ 'অস্থুঃ' স্থিতবন্তঃ। (৯অ ৭খ ৩সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৩) সামের মর্ম্মার্থ ।

——×‡*‡×——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে—আমাদের হৃদয়কে-শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করুন এবং আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব-সমুৎপন্ন প্রার্থনারূপ পূজোপহার গ্রহণ করুন।

প্রথমতঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। মানুষ ভগবানের কৃপা ব্যতীত সেই পরম বস্তুর অধিকারী হইতে পারে না। তাই তাহা লাভ করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আবার সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিমূলীন হয় তখন তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার ফলে যে প্রার্থনা জাগে তাহাই মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যায়।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি দয়া করিয়া মানুষের হৃদয়ে পবিত্রভাব সঞ্চার করেন, এবং তাহার ফলেই মানুষ মোক্ষলাভের জন্য সচেতন হয়। তাই বলা যায়, তিনিই দাতা, আবার তিনিই গ্রহীতা। অর্থাৎ তাঁহার দেওয়া বস্তু তিনিই গ্রহণ করেন।

মন্ত্রান্তর্গত 'জঠরং' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১১২৭-১৭ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পদের অর্থ মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (৯অ-৭খ—৩সূ—২সা)। *

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন।

৩ ১২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্মদে সোমস্য ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুরাষাট্ ন' (রিপুযুদ্ধে সৌম্যধারী ইব, রিপুনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ ন' (মিত্রতুল্যঃ, লোকানাং পরম-মিত্রঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'বৃত্রং' (জ্ঞানাবরকং শত্রুং) 'জঘান' (বিনাশয়তি); 'ভৃগুঃ ন' (কামনাদহনসমর্থঃ ইব, কামনাজয়ী) 'যতিঃ' (সংযতচিত্তঃ সাধকঃ) 'শত্রূন' (রিপূন) 'বিভেদ' (ছিনত্তি, নাশয়তি), তথা 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'মদে' (মদায়, পরমানন্দলাভায়) 'বলং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং) 'সসাহে' (সাহিতবান, প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান লোকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি; সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ সন্তঃ পরমানন্দং তথা আত্মশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৫অ—৭খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, লোকদিগের পরমমিত্র, বলাধিপতি হে দেব! জ্ঞানাবরক শত্রুকে বিনাশ করেন; কামনাজয়ী সংযতচিত্ত সাধক রিপুদিগকে নাশ করেন, এবং শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দলাভের জন্য আত্মশক্তি প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের রিপুগণকে বিনাশ করেন; সাধকগণ রিপুজয়ী হইয়া পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন।) ॥ (৫অ—৭খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দ্রঃ' 'তুরাষাট্' (তুরি সীদতি যঃ সঃ তুরাষাট্) 'মিত্রো ন' মিত্র ইব 'জঘান' 'বৃত্রং' শত্রুং 'যতির্ন'—উপসর্গাক্ষরাণি 'বিভেদ' ছিন্দন্ 'বলং' বলোনাম দানবস্তং বলং 'ভৃগুর্ন' ত্রীণি ত্রীণি পদান্তেষু উপসর্গাক্ষরাণি ভবন্তু। 'সসাহে' সহিতবান্ 'শত্রূন্' 'মদে' ভক্ষণে কৃতে সোমস্য

তথা চ নিবিদাপদে বিহতস্থ সোড়্শিনঃ। অত্র মন্ত্রে অবিত ইত্যাব্রতা শংসূনি বীর্য্যযুক্তানি কর্ম্মাণি। (৫অ—৭খ ৩সূ—৩সা)। *

ইতি সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থস্য পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্‌-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

তৃতীয় (৯৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ :*: §——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে সাধকের সৌভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের অনেক অংশেরই ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে প্রত্যেক তিন পদের পরেই যে পদ আছে তাহা—'উপসর্গাক্ষরাণি'। কিন্তু তাই ব'লয়া ঐ পদসমূহের কোন অর্থ নাই তাহা বলা যায় না। বেদ মন্ত্রে মিথ্যা প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ অথবা নিরর্থক বাক্যের কল্পনাও করা যায় না। আমরা প্রত্যেক পদেরই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। কোন এক প্রচলিত হিন্দি ব্যাখ্যাতেও প্রত্যেক পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—'ইন্দ্রঃ বৃত্রং অবধীৎ' অর্থাৎ ভগবান্ জ্ঞানাবরক শত্রুকে—অজ্ঞানতাকে—বিনাশ করেন। তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার পরশেই জগৎ হইতে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। ইন্দ্রের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'তুরাষাট্' ও 'মিত্র'। তুরাষাট্—যিনি যুদ্ধে রিপুদিগকে বিনাশ করেন অর্থাৎ জগতের রিপুনাশক। প্রথম বিশেষণ হইতেই দ্বিতীয় বিশেষণের ভাব আসে—'মিত্রং নঃ'—তিনি জগতের লোকের মিত্রস্বরূপ। যিনি মানুষকে অজ্ঞানতা পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন তাঁহার মত মানবের এমন উপকারী বন্ধু আর কে হইতে পারে?

কিরূপ সাধক পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন, তাহাও মন্ত্রে বলা হইয়াছে। তিনি 'ভৃগুঃ' অর্থাৎ কামনাজয়ী, তিনি 'যতিঃ' অর্থাৎ সংযতচিত্ত। কামনার জয় না হইলে মন প্রশান্ত হয় না, সুতরাং পরাশান্তি-লাভও অসম্ভব। মন্ত্রের 'যতিঃ' ও 'ভৃগুঃ' এই দুই পদে সেই সত্যই নির্দ্দেশ করিতেছে। (৫অ—৭খ—৩সূ—৩সা)।

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় সূক্তের গেয় গান।

৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১ র র র ১ র ২
ইন্দ্র। জুষা ৩। স্বপ্রবহা। আয়াহিশূরহরিহা ২ ৩। পায়িবাসুতা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ র ২ ৪ ৫ ৪
স্যমতিৰ্ন্না ৫ মধোঃ। চাকানশ্চা ৩ ১ ২ ৩। রুক্সীবা। দা ৫ য়ো ৬

৫ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১ র র
হায়ি॥ (১) ইন্দ্র। জঠ ৩। রমবাম্। পৃণস্বমধোর্দ্দিবোনা ২ ৩।

১ ২ ৪ ১ র ২ ৪র ৫ ৪
আস্যসুতা ৩ ১ ২ ৩। স্বৰ্মা ৫ উপা। স্বামদাঃহ ৩ ১ ২ ৩। বাচোনা। আ ৫

৫ ৫ ৩ ২ ৪র ৫র ১র
স্থো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রঃ। তুরা ৩। ষা ন্মিত্রোনা। জঘানবৃত্রংযতির্ন্না ২ ৩।

১ র ২ ৪ ১ র ২
বায়িভেদবা ৩ ১ ২ ৩। লাভৃগুন্না ৫ সসা। হেশক্রেনমা ৩ ১ ২ ৩।

৪র ৫ ৪ ৫
দেসোবা। মা ৫ জো ৬ হায়ি (৩)। ১।২৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—
(১) "গৌরীবিতম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——§ :*: §——

উত্তরার্চ্চিকঃ।

মন্ত্র-সূচী।

— • —

আ।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
আ ত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায় স্তোমবাহসঃ	২৮৫
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্	৫৩৬
আদীম্ হংসো যথা গণং বিশ্বস্য অবীবশৎ মতিম্। অত্যো ন গোভিঃ অজ্যতে	৩৬৬
আ ন ইন্দো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্। বহা ভগত্তিমূতয়ে	৫০১
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ	৪২
আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চ্চসে ভর। সুষ্বাণো দেববীতয়ে	৫০০
আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা অস্মান্। অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিন্ চিত্রাভিরূতিভিঃ	৫৭৪
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্	৬৭২
আ পবস্ব মদিন্তম গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্বাবৎ সোম বীরবৎ	৬৫৫
আ পবস্ব সুবীর্য্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধঃ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি	৩৯৫
আবিবাসন্ পরাবতো অথো অর্ব্বাবতঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু	৬৬৬
আ যন্তে মঘবা বীরবদ্যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ। কুবিন্নো অস্য সুমতির্নবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ	৬২০
আভিষ্টিমাবিষ্টিভিঃ স্বাভিষ্টমাং শূরঃ। প্রচেতনপ্রচেতয়েন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে॥	৩
আয়াহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম	৪৭
আ যোনিমরুণো রুহদ্গমদিন্দ্রো বৃষা সুতম্। ধ্রুবে সদসি সীদতু	১১৯
আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরি প্রিয়েণ ধাম্না। যত্র দেবা ইতি ব্রুবন্	৫৬৯
আ হর্য্যতো অর্জ্জুনো অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্জ্যঃ। তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ	৩১।

- • —

ই।

ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ	২৪৫
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি	৬৮৮
ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ ররিমা তে	২৭২
ইদং হি অনু ওজসা সুতং রাধানাং পতে। পিবা ত্বাস্য গির্ব্বণঃ	২৭৯
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্। বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসঃ	৬০২
ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ	৪১০
ইন্দ্র ইন্নো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ। মহাঁ অভিজ্ঞ্বা যমৎ	২৫২
ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন। অস্য সুতস্য স্বর্ণোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অগুঃ॥	১৮৬
ইন্দ্র জুষস্ব প্রবহা যাহি শূর হরিব। পিবা সুতস্য মতির্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায়।	১৮০

— • —

ঈ।

—•—

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

উ।

— • —

ঊ।

— * —

ঋ।

— * —

এ।

—*—

ক।

—*—

গ।

—*—

জ।

—*—

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

ত।

—*—

পা।

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

—*—

ব।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।

—*—

ম।

— — * — —

য।

—— * ——

হ :

—— • ——

ওঁ

বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।)

মূল-গেয়-গান-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-

সায়ণ-ভাষ্য-টিপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১.৩৩ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব্ব।

(৪১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরস্থে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

RMIC LIBRARY
Acc No. 168277
Class No: 294.113 VED
Date 11.393
St. Card
Class;
Cat:
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥ ৬॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
গোবিৎ পবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো ভুবনেষর্পিতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
ত্বঁ সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা

২৩ ১২ ৩ ১র ২র
নর উপ গিরেম আসতে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'গোবিৎ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানপ্রাপকঃ) 'বসুবিৎ' (ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা) 'হিরণ্যবিৎ' (হিতরমণীয়স্য লম্ভকঃ, পরমকল্যাণদায়কঃ) 'রেতোধাঃ' (বীর্য্যবান্ যদ্বা বিশ্বোৎপাদকঃ) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'ভুবনেষু' (সর্ব্বত্র বিশ্বে) 'অর্পিতঃ' (বিস্তৃতঃ) বিশ্বব্যাপকঃ ইত্যর্থঃ 'ত্বং' 'সুবীরঃ' (শোভনবীর্য্যোপেতঃ,

সর্ব্বশক্তিমান্) তথা 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বস্য বেত্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সোম (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইমে' (সর্ব্বে) 'নরাঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ সাধকাঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'উপাসতে' (আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমধনপ্রাপকং কল্যাণদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং বয়ং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানপ্রাপক, পরমধনদাতা, পরমকল্যাণদায়ক বিশ্বোৎপাদিক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশ্বব্যাপক আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রসিদ্ধ আপনাকে সকল সাধক প্রার্থনা দ্বারা আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— পরমধনপ্রাপক কল্যাণদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা যেন লাভ করিতে পারি।) (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশস্ত্বং? 'গোবিৎ' গবাং লম্ভকঃ, 'বসুবিৎ' ধনানাং লম্ভকঃ, 'হিরণ্যবিৎ' হিরণ্যস্য লম্ভকঃ, 'রেতোধাঃ' রেতউদকং তস্য ধাতোবধীনাং যদ্বা রেতঃ প্রজনন-সামর্থ্যং তস্য ধারয়িতা 'ভুবনেষু' উদকেষু 'অর্পিতঃ'; ভো সোম! কীদৃশস্ত্বং 'সুবীরোহসি' শোভনবীর্য্যোহসি ভবসীতি, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বস্য বেত্তাসি। যস্মাদেবং তস্মাৎ তাদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'ইমে' 'নরঃ' নেতারঃ 'গিরা' স্তুত্যা 'উপাসতে'॥ 'নরঃ'—'বিপ্রাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৯৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম' ও 'ইন্দো' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। 'গোবিৎ' পদে ভাষ্যকার অর্থ 'গরুদানকারী' অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যানুযায়ী একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—" সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী, অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়া বিদ্বানগণ বি

বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিতেছে।" উক্ত অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুসারী হইলেও মূলমন্ত্রের শক্তি উহাতে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

কিন্তু সমস্যা এই যে,-সোমরস সম্বন্ধে এত বড় বড় বিশেষণের সার্থকতা কোথায়? সোম মানুষকে কিরূপে গরু ঘোড়া দিতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতেও অসমর্থ। শুধু তাই নয়, সোম সর্ব্বজ্ঞঃ, বিশ্বের উৎপাদক! তাই আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে 'সোম' বলিতে 'সোমরস' নামক মাদকদ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্তু উহাদ্বারা স্বর্গীয় অসীমশক্তিসম্পন্ন কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে। এই সমগ্র মন্ত্রটীই সোমের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। সাধকগণ এই 'সোমের' নিকট প্রার্থনাও করেন। সুতরাং সোম বলিতে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই যে লক্ষ্য করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা এই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৬অ-১খ-১সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ

১ ২ ৩ ১র ২র
পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'ত্বং' 'নৃচক্ষা' (নৃণাং দ্রষ্টা, সর্ব্বলোকানাং প্রার্থনীয়ঃ, আরাধনীয়ঃ) 'অসি' (ভবসি); 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'বৃষভ' (অভীষ্টবর্ষক হে দেব!) ত্বং 'তা' (তান্, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'বি ধাবসি' (বিশেষেণ গচ্ছসি, বিশেষেণ প্রযচ্ছসি); 'সঃ' (সঃ, ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হিরণ্যবৎ' (হিতরমণীয়ং, কল্যাণযুক্তং) 'বসুমৎ' (ধনযুক্তং-পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রযচ্ছ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ঊনচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'ভুবনেষু' (ত্রিভুবনেষু, বিশ্বে) 'জীবসে' (জীবনায়, সৎকর্ম্মসম্পাদনায়) 'স্যাম' (ভবেম) সর্ব্বত্রৈব সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ সন্তঃ বয়ং সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সর্ব্বলোকের আরাধনীয় হয়েন; পবিত্রকারক অভীষ্টবর্ষক হে দেব! আপনি পরমধন বিশেষভাবে প্রদান করেন; আপনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণযুক্ত পরমধন প্রদান করুন; প্রার্থনাকারী আমরা যেন বিশ্বে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য হই অর্থাৎ সর্ব্বত্র যেন সৎকর্ম্মসাধক হই। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসম্পন্ন হইয়া আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধক হইতে পারি।)॥ (৬অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষু 'ভুবনেষু' 'নৃচক্ষা অসি' নৃণাং দ্রষ্টা ভবসি। হে 'পবমান' পুনান সোম! 'বৃষভ' অপাং বর্ষক! 'বারা' অপঃ 'বি ধাবসি' বিবিধং গচ্ছসি, স ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পবস্ব' ক্ষর কিঞ্চ 'বসুমৎ' বহুভির্ধনৈঃ পশুভির্ধান্যৈর্গবাদি-দ্রব্যৈর্যুক্তং, তথা 'হিরণ্যবৎ' বহুভিঃ হিরণ্যৈর্যুক্তং ধনং। বয়ঞ্চ বসুভির্হিরণ্যৈশ্চ যুক্তাঃ 'ভুবনেষু' লোকেষু 'জীবসে' জীবিতুং প্রভবঃ 'স্যাম' ভবেম। (৬অ-১খ-১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস-বৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দ্দিকে চালাইয়া দিয়া থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও যে, আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে কালযাপন করি।"

—এই মন্ত্রান্তর্গত অনেক পদই পূর্ব্বমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'জীবসে' পদের অর্থ 'জীবন লাভের জন্য'। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারাই জীবনের পরিমাণ নিরূপিত হয়। যাঁহার জীবন যত সৎকর্ম্মময় তিনিই তত দীর্ঘজীবী।

আর যে অসার কাজে, অপকর্ম্মে হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন এক মুহূর্ত বলিয়াও গণনা করা যায় না। তাই 'জীবসে' পদে সেই সার্থকজীবনের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা এই দৃষ্টিতেই উক্ত পদে 'সৎকর্ম্মসম্পাদনীয়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (৬অ-১খ-১সূ-২সা)।০

— * —

তৃতীয়ং সাম।

৩　২　৩ ১র　২র　৩　১ ২

ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়স

৩　১　২　৩ ১ ২　৩ ১ ২র

যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।

১　২　৩　১ ২　৩ ২উ　৩ ১ ২

তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতং পয়স্তব

৩　১　২　৩ ১ ২

ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'হরিতঃ' (পাপহারকানি) 'সুপর্ণ্যঃ' (শোভনপতনশীলানি, ঊর্দ্ধগমনশীলানি-ভক্তিজ্ঞানাদীনি ইতি যাবৎ) তৈঃ সহ ইত্যর্থঃ 'যুজানঃ' (যুক্তঃ) 'ঈশানঃ' (সর্ব্বস্য স্বামী, বিশ্বপতিঃ) ত্বং 'ইমা' (ইমানি, সর্ব্বাণি) 'ভুবনানি' (সমগ্রং বিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'ঈয়সে' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি, ব্যাপ্নোষি) ; 'তাঃ' (জ্ঞানভক্ত্যাদয়ঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, মধুরং) 'ঘৃতং' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'পয়ঃ' (অমৃতং) 'ক্ষরন্তু' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু) ; 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তব' (তব সম্বন্ধিনি) 'ব্রতে' (সৎকর্ম্মণি) 'কৃষ্টয়ঃ' (সর্ব্বে মনুষ্যাঃ) 'তিষ্ঠন্তু' (নিযুক্তাঃ ভবন্তু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বপালিনঃ সর্ব্বে লোকাঃ সত্ত্বভাবসমন্বিতাঃ ভবন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-১খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপহারক ঊর্দ্ধগমনশীল ভক্তিজ্ঞানাদি অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুক্ত বিশ্বপতি আপনি সকল ভুবনকে অর্থাৎ সমগ্র

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বিশ্বকে প্রাপ্ত হয়েন, ব্যাপ্ত করেন; জ্ঞানভক্ত্যাদি আপনার সম্বন্ধীয় মধুর জ্যোতির্ম্ময় অমৃত আমাদিগকে প্রদান করুক; হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মে সকল মানুষ নিযুক্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকল লোক সত্ত্বভাবসমন্বিত হউক।) ॥ (৬অ—১খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য স্বামী ত্বং 'ইমা' ইমানি 'ভুবনানি' ভূতজাতানি 'ঈয়সে' গচ্ছসি। ঈঙ গতৌ (দি০ আ০), 'দিবাদিভ্যঃ শ্যন্ (৩।১।৬৯)'—ইতি শ্যন্। কিং কুর্ব্বন্? 'হরিতঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুপর্ণাঃ' সুপতনাশ্বাখ্যা রথে 'যুঞ্জানঃ' যোজয়ন, 'তাঃ' সুপর্ণাঃ 'তে' তব সম্বন্ধিন্যঃ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'ঘৃতং' দীপ্তং 'পয়ঃ' উদকং 'ক্ষরন্তু'। হে সোম! তব 'ব্রতে' কর্ম্মণি তিষ্ঠন্তু 'কৃষ্টয়ঃ' মনুষ্যাঃ সর্ব্বে ॥ 'ঈয়সে'—'বীয়সে'—ইতি পাঠৌ ॥

তৃতীয় (৯৫৭) সামের বিশদার্থ।

—:•:—

প্রথমেই মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—'হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী যুতিয়া প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সেই ঘোটকীরা যেন ঘৃত দুগ্ধ মধু আহরণ করিয়া দেয়। হে সোম! মনুষ্যগণ যেন তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত থাকে।' মন্ত্রে 'হরিতঃ' এবং 'সুপর্ণাঃ' দুইটী পদ আছে। উক্ত পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'উজ্জ্বল' এবং 'পক্ষযুক্ত (ঘোটকী)'। কিন্তু 'হরিতঃ' পদে 'হরিতবর্ণাঃ' অর্থ করিয়াছেন। প্রচলিত ভাষ্যানুসারে হরিৎবর্ণ অশ্বের অধিকারী ইন্দ্র। এখন দেখিতেছি,—সোমের ঐরূপ বহু ('হরিতঃ'—বহুবচন) অশ্ব আছে। শুধু তাই নয়, তাহাদের পাখাও আছে এবং তাহাদের আরোহী সোম 'প্রভুর ন্যায়' বিশ্বভুবন পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বর্ণনানুসারে ইহাই অনুমিত হয় যে 'সোম' শব্দে সোমরস-নামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও স্বর্গীয় বস্তু বুঝায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই কথাটা মোটেই পরিষ্কার করিতে পারেন নাই যে, সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে বৈদিক এতগুলি বড় বড় বিশেষণ কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে. অথবা এই প্রয়োগের সার্থকতা কোথায়। সুতরাং বলিতে হয় 'সোম' কোন পার্থিব মাদক-দ্রব্য নয়, উহার প্রকৃতস্বরূপ—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব। যাহা মানুষকে চরম আনন্দ দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করে, যাহা মানুষের পাপ হরণ করে—সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (৬অ—১খ ১সূ ৩সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৪র ৩ ৪ ৩৪র ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১ ৩র ২
১। গোবিৎপবস্ববস্থবিদ্ধির। প্যাবাগ্নিং। পাবা ২ ৩ ৪ ৫ ম্নিং। রেতো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র র র ১২ ১২ন ৩২ ২ র র র
ধাইন্দোভুবনেষ। পিতাঃপিতাঃ। ভুবা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। স্তুবীরোঅসিসোমবি।

১২ ১২ন ৩২ ২ রA ৩২ ৪
শ্ববাবিস্তুবায়িং। তত্বা ৩ ১ ২ ৩ ৪। নরউপগিরে। মন্বা ৩ সা ৫

৩৪৩৫র ৩৪র৫ ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১
তা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ (১) ত্বম্‌চক্ষাঅসিসোমবি। শ্বতাঃ। শ্বতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

৩২ ২র র র ১২ ১২ন ৩২
পবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। মানবৃষত্তাবিদা। বনাগ্নিবনাগ্নি। সনা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ঃ।

২ ১ ২ ১ ২ন ৩২ ২র রA ৩২
পবস্বস্মমদ্ধির। প্যাবাগ্যবাং। বয়া ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। স্তামভুবনে। যুজা ৩

৪ ৪ররর৩৪৩র ৪৫র র ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িবা ৫ সা ৬ ৫ ৬ য়ি। (২) ঈশানইমাভুবনানিঙ্গ। য়দায়ি। য়দা ২ ৩ ৪ ৫

৩২ ২ র ১ ২ ১২ন ৩র ২
য়ি। যুজা ৩ ১ ২ ৩ ৪। নইন্দোহরিতঃসুপ। পিয়াপিয়াঃ। তাস্তা ২ ১ ২ ৩ ৪

২ ১২ ১২ন ৩২ ২ র র ন
য়ি। ক্ষরস্তুমধুমস্তুতম্। পয়াঃপয়াঃ। তবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ব্রতেসোমতিষ্ঠ।

৩২ ৪
তুষ্বা ৩ ষ্টা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ (৩)॥

* * *

২র১ ২ ১২১ ২ ১ ২র ১
২। গোবিৎপবস্ববস্থবায়িং। হা ২ ৩ য়িয়া। প্যাবিস্রেতো ৩ আউবা ২ ৩।

২র৩২ র ১ র ২ ১ ২ ২ ২ র২
ধাইয়া। দোভুবনেষুবার্পাস্বিতাঃ। ত্ব৬সো ৩ হো। বায়িরোঅদা ৩ ১

২র৩২ ১ ২ — ১ ২ ১
উবা ২ ৩। সোমদা। বিশ্ববিত্তস্নানা ১ য়া ২ ঃ। উয়ো ৩ হো। গায়ি-

র২ ২ ২২২ ১২১ র ২ ১
রেমদা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। নত্বদা ৩ ২॥ (১) ত্বম্‌চক্ষাঅসিসো।

২ ১ ২ ২র৩২ ১র S ২
মা ২ ৩ বাভি। শ্বাতঃপবা ৩ ১ উবা ২ ৩। মানআ। বৃষভভাবিধাবাসাসি।

১s ২ ১ ২ ২৩২ ১ ২ —
সনো ৩ হো। পাবস্বা ৩ ১ উবা ২ ৩। সুমদা। হিরণ্যবদ্বা৮৩া ২ যা ২।

১s ২ ১ ২ ২ ২৩২
ভুবো ৩ হো। নাস্মিবুজা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। বসআ ৩ ২। (১)

২রর১২১র২১ ২ ১র২ ২র৩২
ঈশানঈমাভুবনা। না ২ ৩ ঈ। স্নাসেযুজা ৩ ১ উবা ২ ৩। নাইযা।

র ১ ২ ১র s ১ ২ ২৩২
দোহরিতঃস্বপার্ণায়াঃ। তান্তো ৩ হো। ক্ষারম্ভ্রবা ৩ ১ উবা ২ ৩। সুমদা।

১ ২ — ১র s ২ ১ ২
ঘৃতম্পয়স্তবাভ্রা ১ তা ২ য়ি। সোমৌ ৩ হো। তাস্মিন্তুকা ৩ ১

২ ২৩২
উবা ২ ৩। এ ৩। ইরআ ৩ ২ (৩)। ১.২।৩।০

প্রথমং সাম।

১২ ৩ ২ ৩ ১২
পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সূর্য্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববিৎ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টঃ, সর্ব্বদর্শিন্ হে দেব!) 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ'* (সূর্য্যঃ যথা কিরণং বিতরতি যথা জ্ঞানদেবঃ যথা জ্ঞানকিরণান্ বিসৃজতি, বিতরতি তথৎ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) 'সর্গাঃ' (ধারাঃ, অমৃতপ্রবাহাঃ) 'ন' (সাম্প্রতং নিত্যকালং) 'প্রাসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু—অস্মদর্থং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানযুতং অমৃতং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ—২দ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "হিরণ্যবর্ণাং সোমোত্তরম্" এবং (২) "শ্রেনম।"

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদর্শিন্ হে দেব! সূর্য্য যেরূপ কিরণ বিতরণ করেন (অথবা জ্ঞানদেব যথা জ্ঞানকিরণ বিতরণ করেন) সেইরূপভাবে পবিত্রকারক আপনার অমৃতপ্রবাহ নিত্যকাল আমাদিগের জন্য ক্ষরিত হউক। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানযুত অমৃত প্রদান করুন। (৬অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিশ্ববিৎ' বিশ্বস্য দ্রষ্টঃ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব 'সর্গাঃ' সৃজ্যমানা ধারাঃ 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' সূর্য্যস্য কিরণা ইব প্রকাশমানাঃ 'ন'–ইতি সম্প্রত্যর্থে। ইদানীং 'প্রাসৃক্ষত' প্রাসৃজ্যন্ত। (৬অ-১খ ২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (৯৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে–'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে আপনার কিরণ দান করেন ঠিক সেইরূপ ভাবে যেন অজ্ঞান পাপী আমরাও ভগবানের করুণালাভ করি। আমাদের নিজের এমন কোন সুকৃতি নাই যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। কিন্তু তিনি তো জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপীতাপী, ধনীনির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি অযাচিতভাবে আপনার করুণাবারি বর্ষণ করেন! হাঁ, সেই ভরসাতেই তো তাঁহার দুয়ারে পাপীতাপী ভিখারীর বেশে উপস্থিত হয়, তাঁহার চরণে আপনাদের প্রার্থনা নিবেদন করে। তিনি পতিতপাবন বিশ্ববিধাতা বিশ্বের সকলই তাঁহার করুণালাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' পদদ্বয়ের লক্ষ্য তাহাই। উক্ত উপমার অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ন' পদে ভাষ্যকার 'সাম্প্রতং' অর্থাৎ 'এখন' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কখন, কোন সময়? অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত সাধক এই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও করিবেন। তাই উক্ত পদে আমরা 'নিত্যকালং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিশ্ববিৎ' পদে সর্ব্বজ্ঞ পরমদেবকে লক্ষ্য করে। বিশ্বকে যিনি জানেন তিনিই 'বিশ্ববিৎ'। জানা অর্থে দর্শন শব্দও ব্যবহৃত হয়, তাই 'বিশ্ববিৎ' পদে 'সর্ব্বদর্শিন্' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। (৬অ-১খ ২সূ-১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্ঠিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং -সাম।

৩ ২৩২ ৩২উ ৩ ১২ ৩১২
কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি।
৩ ১ ২
সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীমঃ) ত্বং 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন' (কৃত্বা, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা রূপা' (বিশ্বানি রূপাণি, অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (অভিপবসে, পবিত্রাণি কুরু ইত্যর্থঃ) তথা 'দিবস্পরি' (অন্তরিক্ষাৎ, দ্যুলোকাৎ) 'পিন্বসে' (পরমধনং প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্রবৎ অসীম আপনি প্রজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদিগের সকল কর্ম্মকে পবিত্র করুন; এবং দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৬অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'সমুদ্রঃ' সমুদ্দ্রবন্তি যস্মাদ্রসাঃ স সমুদ্রঃ স ত্বং 'কেতুং' প্রজ্ঞানং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্ অস্মাকং 'বিশ্বা রূপা' বিশ্বানি রূপাণি 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'অভ্যর্ষসি' অভি পবসে 'পিন্বসে' নানাবিধানি চ ধনানি অস্মভ্যং প্রযচ্ছসি। (৬অ-১খ-২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমাদের কৃত সমস্ত কর্ম্মকেই তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তি-প্রভাবে পবিত্র করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ অপকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া থাকি। যাহাতে আমরা এই অজ্ঞানতা ও কুপ্রবৃত্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি,

ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে এই সব রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরম্পরাকে পবিত্র করিয়া দেন, আমাদের অক্ষমতাজনিত অমঙ্গল হইতে যাহাতে পরম মঙ্গলের সমুদ্ভব হয় তাহার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পরমধনপ্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'পিম্বসে' পদের সাধারণ অর্থ 'প্রদান করুন' উহার সহিত 'দিবস্পরি' পদ সংযুক্ত হওয়ায় 'পরমধনং' কর্ম্মপদ অধ্যাহার সঙ্গত হইতেছে। স্বর্গ হইতে যাহা প্রদান করা হয় তাহা আমাদিগের পরম মঙ্গলদায়ক দিব্য বস্তু। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—আমাদিগকে স্বর্গীয় পরমধন প্রদান করুন।

ভাষ্যের গৃহীত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার শব্দগত মিল থাকিলেও ভাবগত যথেষ্ট অনৈক্য আছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ-শ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে।" (৬অ—১খ—২সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্ম্মণি।
১ ২ ৩ ১র ২র
ক্রন্দন্দেবো ন সূর্য্যঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বিধর্ম্মণি' (বিধারকে, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'বাচং' (শব্দং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ইষ্যসি' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'সূর্য্যঃ ন দেবঃ' (জ্ঞানদেবতুল্যঃ পরমদেবঃ) ত্বং 'ক্রন্দন' (ধ্বননন, শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'জজ্ঞানঃ' (অস্মাকং হৃদি প্রাদুর্ভূতঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রেরণ করুন; জ্ঞানদেবতুল্য পরমদেব আপনি জ্ঞান প্রদান করতঃ আমাদিগের হৃদয়ে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রাদুর্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।) ॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! 'দেবঃ ন সূর্য্যঃ' দ্যোতমানঃ সূর্য্যইব 'অজানঃ' প্রাদুর্ভূতস্ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিধারকে দশাপবিত্রে 'ক্রন্দন' ধ্বনন্ 'বাচং' শব্দং 'ইয়র্ষি' প্রেরয়সি। 'অজানঃ' —'বিধানঃ'—ইতি পাঠৌ, 'ক্রন্দন্' 'অক্রান'—ইতি চ ॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৯৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের নিকট জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অর্থ ও ভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! যখন তোমার রস সূর্য্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে থাক।" এই অনুবাদের সহিত আমাদের অনুবাদ একত্র তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বিধর্ম্মণি' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ,—'বিধারকে' অর্থাৎ যাহাতে বিশেষরূপে ধারণ করা যায়; জ্ঞান ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হৃদয়; তাই উক্ত পদে আমরা হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বাচং' 'ক্রন্দন্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রেও পদদ্বয়ের পূর্ব্ব অর্থের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অধিগত হইবে। (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

—— * ——

প্রথমং সাম।

১ ২র ৩ ১২ ৩ ১২
প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২
শ্রীণানা অপ্সু বৃজন্তে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'প্রাধন্বিষুঃ' (প্রগচ্ছন্তি — সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ); 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অপ্সু' (অমৃতেষু, অমৃতপ্রবাহে) 'শ্রীণানাঃ' (মিশ্রিয়মাণাঃ, মিশ্রিতাঃ সন্তঃ) 'বৃজন্তে' (আগচ্ছন্তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন; শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করিতে পারি)। (৬অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানাসঃ' পূয়মানাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'প্রাধন্বিষুঃ' ধন্বতির্গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।৬৪) প্রগচ্ছন্তি কিঞ্চ 'শ্রীণানাঃ' গোভিঃ শ্রয়মাণাঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'বৃজন্তে' গচ্ছন্তি। ব্রজব্রজী গতৌ (ভা০, প০) সম্পৃচ্ছা ভবন্তীত্যর্থঃ। 'বৃজন্তে'—'মৃজন্ত'—ইতি পাঠৌ॥ (৬অ-১খ-৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং শেষাংশে আছে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা।

ভাষ্যকার 'ইন্দবঃ' পদে 'দীপ্তাঃ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও 'ইন্দুঃ' পদে 'বিশুদ্ধ সোমঃ' অর্থ গৃহীত হয়। আমরা সাধারণতঃ উক্ত পদে 'বিশুদ্ধঃ' 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবঃ' অর্থ ই গ্রহণ করি। মন্ত্রেও উক্ত পদের ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে বলিয়া মনে হয় না। কোনও স্থলে কেবলমাত্র সত্ত্বভাব বুঝাইতে উক্ত পদের ব্যবহার হইয়াছে, কোনও স্থলে বা উক্ত পদ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা মন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছি।

'অপ্সু' পদের ব্যাখ্যায় আমরা যথাপূর্ব্ব 'অমৃতেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'অপ্সু শ্রীণানাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়,-'অমৃতের সহিত মিশ্রিত' অর্থাৎ অমৃতযুক্ত অথবা অমৃতপ্রাপক। ভাষ্যাদিতে—'সোম' অর্থে 'সোমরসকে' গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাই 'অপ্সু' শব্দের অর্থ করিতে হইয়াছে—'বলতীবরী জল'। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'সোম সকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং নিম্নিত হইয়া জলমধ্যে মার্জ্জিত হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিতও এই ব্যাখ্যার আলোচ্যাংশে ঐক্য নাই। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে। (৬অ—১খ—৩সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ।

৩ ১র ২র
পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ ন গাবঃ' (অমৃতপ্রবাহতুল্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'অধন্বিষুঃ' (গচ্ছন্তি); 'প্রবতা' (প্রবণবতা দেশেন, নম্রহৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'যতীঃ' (গচ্ছন্ত্যঃ, গমনকারিণঃ) 'পুনানাঃ' (পবিত্রকারকাঃ—শুদ্ধসত্ত্বাঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং) 'আশত' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। নম্রহৃদয়ঃ সাধকঃ পরাজ্ঞানেন তথা শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং লভতে ইতি ভাবঃ। (৬অ-১খ-৩সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহতুল্য জ্ঞানকিরণ সাধকহৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া গমন করে; নম্রহৃদয়ে গমনকারী পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—নম্র-হৃদয় সাধক পরাজ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।)। (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাবঃ' গমনশীলাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভি অধন্বিষুঃ' দশাপবিত্রমভিপ্রাপ্নুবন্তি। কিঞ্চ? 'প্রবতা' প্রবণবতা দেশেন 'মহীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ 'আপঃ নঃ' আপইব, পশ্চাৎ 'পুনানাঃ' 'ইন্দ্রং' শ্রীণন্তিভুং 'আশত' ব্যাপ্নুবন্‌। (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, বিশেষভাবে ভাষ্যে, পরিগৃহীত কয়েকটী পদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

'গাবঃ' পদের প্রচলিত অর্থ 'গরু'। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'গাবঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'গমনশীলাঃ' অর্থাৎ গমন করাই যাহাদের স্বভাব। বিবরণকার উক্ত পদে অর্থ করিয়াছেন,—'আদিত্যরশ্মি'—কিরণ। এই অর্থের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কতকটা সাদৃশ্য আছে। 'প্রবতা' পদে নিম্নদেশ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এখানে নিম্নদেশ বলায় কোন অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। নম্র-হৃদয়কেই এই পদে লক্ষ্য করে। নম্র-হৃদয়ই ভগবৎকৃপা লাভ করিতে সমর্থ, সেই হৃদয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হয়।

সাধকগণই আপনাদের সাধনপ্রভাবে পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়েন। হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উপজন হইলেই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। তাঁহার হৃদয়-মন ভগবানের চরণাভিমুখে ছুটে—অবশেষে তাঁহার চরণে চরম আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ করে। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৬অ-১খ-৩সূ ২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র
নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মাদনঃ' (মাদয়িতা, পরমানন্দদায়ক) ত্বং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রধন্বসি' (প্রগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

আবির্ভব) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (সংযতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্) ত্বং 'বি ধীয়সে' (উৎপন্নঃ ভবসি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে; বয়মপি ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে শুদ্ধসত্ত্বং লভেম। (৬অ-১খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সৎকর্ম্মনেতা অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক বিশুদ্ধীকৃত হইয়া আপনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আমরাও যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।) (৬অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'মাদনঃ' মাদয়িতা ত্বং 'প্রধন্বসি' প্রগচ্ছসি পবিত্রং। তদেবাহ—'নৃভিঃ' নেতৃভিঋত্বিগ্‌ভিঃ 'যতঃ' গৃহীতঃ 'বিনীয়সে' হবির্দ্ধানাৎ॥ 'মাদনঃ'—'সাতবে' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ-১খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ :*: §——

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনাপ্রভাবে মোক্ষ সাধক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে লাভ করেন—মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার শব্দগত ঐক্য থাকিলেও ভাবগত সাদৃশ্য মোটেই নাই। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেইখান হইতে ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছ।" চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রের জন্য' অর্থাৎ ইন্দ্রের পানের জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রায়' পদে 'ভগবৎপ্রাপ্তয়ে' অর্থেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত একটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তাহা 'নৃভিঃ'। যাঁহারা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহারাই পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন, সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয়, মনের ধারণাশক্তি জন্মে। তাই মন্ত্র ইঙ্গিত করিতেছেন,—মন সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর,

সৎভাবে জীবনকে পরিচালিত কর, হৃদয়ে পবিত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হইবে, তদ্দ্বারা তুমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।' (৬অ—১খ—৩সূ—৩সা)। *

— • —

চতুর্থং সাম।

১ ৩ ১২ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রম্পরিদীয়সে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যৎ' (যদা) 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'সুতঃ' (পবিত্রঃ সন্) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্রং হৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'পরিদীয়সে' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোসি) তদা 'ইন্দ্রস্য ধাম্নে' (ভগবতঃ স্থানে, ভগবতঃ সমীপে, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অরং' (পর্য্যাপ্তঃ ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ কঠোর-সাধনেন হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা পবিত্র হইয়া আপনি সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনি পর্য্যাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন)। (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' ত্বং 'যদ্' যদা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'পবিত্রং' দশাপবিত্রং 'পরিদীয়সে' পরিগচ্ছসীত্যর্থঃ। তদা 'ইন্দ্রস্য' 'ধাম্নে' স্থানায় ধারকায়োদরায় বা 'অরং' পর্য্যাপ্তোঽসি ॥ 'পরিদীয়সে'—'পরিধাবসি'—ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্স্ত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ (৯৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চাই সাধনা—ঐকান্তিক সাধনা। যে সাধনায় শঙ্করশিরবাহিনী পতিতপাবনী গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন হয়, যে সাধনায় পাষাণ ভেদিয়া নির্ঝরিণী ধারা প্রবাহিত হয়, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চাই—সেই সাধনা। পাষাণকঠোর সাধনায় হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হয়। আর যে পর্য্যন্ত না হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ভগবানের ছায়া পড়ে না। মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে নির্ম্মল করা চাই, তবেই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। 'অদ্রিভিঃ সুতঃ' পদদ্বয়ে তাহারই ইঙ্গিত আছে।

আবার যখন উপযুক্ত সাধনার দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হয়, তখন ভগবৎপ্রাপ্তিও সহজ হইয়া যায়। সাধকের পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের প্রিয় আসন। তাই যখন সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তখন ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদটী হইতে মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যার আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি যখন প্রস্তর দ্বারা অভিষুত হইয়া পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্য্যাপ্ত হও।" (৬অ-১খ—৩সূ—৪সা) ॥ *

— , —

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বꣳ সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যঃ' 'নৃমাদনঃ' (নৃণাং মাদয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরমানন্দদায়কঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তুত্যঃ, আরাধনীয়ঃ) 'চর্ষণীধৃতিঃ' (চর্ষণীভিঃ ধৃতঃ, আত্মোৎকর্ষসাধকৈঃ লভ্যঃ) 'সস্নিঃ' (শুদ্ধঃ, বিশুদ্ধঃ) সঃ 'ত্বং' 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদি সমুদ্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যিনি সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরমানন্দদায়ক, আরাধনীয়, আত্মোৎকর্ষ-সাধকগণ কর্তৃক লভ্য, বিশুদ্ধ, সেই আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃমাদনঃ' নৃণাং মাদয়িতা 'চর্ষণীধৃতিঃ' চর্ষণীভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রজাভিঃ ধৃতস্ত্বং 'পবস্ব'। 'যঃ' ত্বং 'সংস্নঃ' শুদ্ধঃ 'অনুমাদ্যঃ' স্তুত্যঃ স পাবস্বেতি সম্বন্ধঃ। 'চর্ষণীধৃতিঃ'—'চর্ষণীসহঃ'—ইতি পাঠৌ। (৬অ ১খ ৩সূ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (৯৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——×⁑×——

মন্ত্রান্তর্গত 'নৃমাদনঃ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ দান করে সত্য, কিন্তু কাহাকে? শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃমাদনঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে পরমানন্দ প্রদান করেন। যাঁহারা আনন্দলাভের অধিকারী, আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই পরমানন্দলাভ করিতে পারেন। সেই অধিকার লাভের জন্য, আনন্দ উপভোগের শক্তিলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনা করিতে হইবে। সেই শক্তিলাভ হয়—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ তাঁহারাই সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে বলা হইয়াছে, 'নৃমাদনঃ'—সাধকদের পরমানন্দদায়ক।

মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে ভাব অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার স্বরূপ পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর, হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য।" (৬অ-১খ ৩সূ ৫সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

১২ ৩১২ ৩ ১২৩১২
পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্থেভিরনুমাদ্য।

১২ ৩১র ২র
শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ॥৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বৃত্রহন্তম:' (শত্রুনাশতিশয়েন হন্তা, অজ্ঞানতারিপুনাশক:) 'উকথেভি:' (স্তোত্রৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তুত্যঃ, আরাধনীয়ঃ) 'শুচি:' (পবিত্রঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদ্ভুতঃ' (মহান্) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—৩সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! অজ্ঞানতারিপুনাশক, স্তোত্রদ্বারা আরাধনীয়, পবিত্র, পবিত্রকারক, মহান্ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।)। (৬অ—১খ—৩সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বৃত্রহন্তমঃ' শত্রূণামতিশয়েন হন্তা ত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশস্ত্বং? 'উক্থেভিঃ' শস্ত্রৈঃ 'অনুমাদ্যঃ' স্তুত্যঃ 'শুচিঃ' শুদ্ধঃ 'পাবকঃ' অন্যস্য শোধকঃ 'অদ্ভুতঃ' মহান, এবং মহানুভাবঃ পবস্ব। 'বৃত্রহন্তমঃ' -'বৃত্রহন্তম' - ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ ৩সূ ৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (৯৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:·:§——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মর্ম্মার্থ ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার সম্বোধনসূচক 'সোম' পদ অধ্যাহার করিয়া সোমপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার সোজাসোজি কেবল শব্দার্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্থমন্ত্র দ্বারা

স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত।" মন্ত্রের 'বৃত্রহন্তমঃ' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা অনেক স্থলেই 'বৃত্রহা' পদ পাইয়া থাকি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় উক্ত পদের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের প্রধান অর্থ এই যে,—'বৃত্র' নামক এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন, তাই ইন্দ্রের নাম 'বৃত্রহা'। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে 'তম' প্রত্যয়ান্ত 'বৃত্রহন্তমঃ' পদের অথবা তাহার বাংলা অনুবাদ "সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা" কি অর্থ হইতে পারে? 'বৃত্র' যদি কোন প্রাণী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরমভাবে হত্যা করার অর্থ কি? আবার কোনও কোনও স্থলে বহুবচনান্ত 'বৃত্রাণি' পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থলবিশেষে উক্ত পদের 'আবরক' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ একই পদের নানাস্থলে নানাবিধ বিভিন্ন অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। আমরা সর্ব্বদাই উক্ত পদে জ্ঞানাবরক শত্রু অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও উক্ত পদে কোন অর্থব্যত্যয় ঘটে নাই॥ (৬অ—১খ ৩সূ ৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান।

৩ ১ ২ ৩ ২
দেবাবীরঘশꣳসহা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'মধুমান্' (মাধুর্য্যোপেতঃ, অমৃতময় অমৃতপ্রাপকঃ) 'শুচিঃ' (পবিত্রঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং তর্পয়িতা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) 'অঘশংসহা' (পাপনাশকঃ) ইতি 'উচ্যতে' সাধকৈঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অমৃতপ্রাপকঃ মোক্ষসাধকঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-১খ ৩সূ-৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, অমৃতময় পবিত্র পবিত্রকারক ভগবানের প্রীতিসাধক পাপনাশক বলিয়া সাধকগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক মোক্ষসাধক হয়েন।)॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৭সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

168277
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'মধুমান' মাধুর্য্যোপেতঃ 'সঃ' সোমঃ 'শুচিঃ' স্বয়ং শুদ্ধঃ 'পাবকঃ' শোধকশ্চ উচ্যতে তথা 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা তর্পয়িতা 'অঘশংসহা' অঘং পাপং শংসতীত্যঘশংসো অসুরাস্তেষাং হন্তেতি চোচ্যতে। 'সুতঃসমধুমান্'—'সুতশ্চমধ্বঃ'—ইতি পাঠৌ ॥ ৭॥

সপ্তম (৯৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে উহা সোমরসের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।" মন্ত্রান্তর্গত অধিকাংশ পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার ঐক্য আছে বটে, কিন্তু ভাষ্যে সোমপক্ষে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত অনুবাদের সহিত আমাদের বঙ্গানুবাদ একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'দেবাবীঃ'—দেবতার, ভগবানের প্রীতিসাধক। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান থাকে সেই স্থানকেই ভগবান্ আপনার প্রিয় আসন বলিয়া মনে করেন। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব—'পাবকঃ'—পবিত্রকারক। যেখানে পবিত্রতা, অনাবিলতা আছে সেখানেই ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে বলিয়া মনে করা যায়। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৬অ ১খ—১সূ—৭সা)।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

প্র কবির্দ্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরব্যত।

৩ ১ ২র ৩ ১র ২র

সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেববীতয়ে' (দেবানাং পানায়, দেবানাং গ্রহণায়, দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'অব্যা বারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অব্যত' (অব্যতে, প্রাপ্যতে—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ); 'সাহ্বান্' (শত্রূণাং সোঢ়া, রিপুনাশকঃ—ভগবান্) অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান সর্ব্বান্) 'স্পৃধঃ' (শত্রূন্) 'অভি' (অভিভবতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ২খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নিত্যসত্যপ্রবাহ দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে সাধকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন; রিপুনাশক ভগবান্ আমাদিগের সকল শত্রুকে অভিভব করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুদিগকে বিনাশ করুন)। (৬অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' মেধাবী সোমঃ 'দেববীতয়ে' দেবানাং পানায় 'অব্যা বারেভিঃ' অবিসম্বন্ধিভিঃ বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অব্যত' অব্যতে প্রাপ্যতে, 'সাহ্বান্' শত্রূণাং সোঢ়া সোমঃ 'বিশ্বাঃ স্পৃধঃ' সর্ব্বান্ সংগ্রামান্ হিংসকান্ বা অভিভবতীতি শেষঃ। 'অব্যাবারেভিরব্যত'—'অব্যোবারেভিরর্ষতি'-ইতি পাঠৌ॥ (৬অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বলা হইয়াছে—সাধকগণ সত্যজ্ঞান সাহায্যে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। সত্যং জ্ঞানং তিনি, সত্য ও জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ উন্মেষ করা চাই, নতুবা তাঁহার দর্শনলাভ সম্ভবপর নয়। তাই বলা হইয়াছে—'অব্যাবারেভিঃ অব্যত'—নিত্যজ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা তিনি লভ্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে প্রার্থনা মানবের চিরন্তন প্রার্থনা, রিপুনাশের প্রার্থনা। ভগবান্ যেন আমাদের সর্ব্বশত্রু বিনাশ করেন। তিনি তো মানবের রিপুনাশক—সাহ্বান্। তাই তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—"হে ভগবন্! দুর্ব্বলের বল, আমরা চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, আমাদের এমন শক্তি

নাই যে, আমরা রিপুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারি। আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ভীষণ রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন।" (৬অ-২খ-১সূ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ১র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজঙ্গোমন্তমিন্বতি।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ হি ষ্মা' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ নিশ্চয়মেব) 'জরিতৃভ্যঃ' (স্তোতৃভ্যঃ, প্রার্থনাকারিভ্যঃ) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'গোমন্তং' (জ্ঞানযুতং, পরাজ্ঞানসমন্বিতং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ ইন্বতি' (আভিমুখ্যেন ব্যাপ্নোতি, সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানসমন্বিতং আত্মশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৬অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব নিশ্চিতভাবে প্রার্থনাকারীদিগকে প্রভূতপরিমাণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি লাভ করেন।)॥ (৬অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স হি ষ্মা' স খলু 'পবমানঃ' সোমঃ 'জরিতৃভ্যঃ' স্তোতৃভ্যঃ 'গোমন্তং' বহুভির্গোভির্যুক্তং 'সহস্রিণং' সহস্র-সংখ্যাকং 'বাজং' অন্নং 'আ' আভিমুখ্যেন 'ইন্বতি' ব্যাপ্নোতি প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। (৬অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (৯৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ পরাজ্ঞান লাভ করে, আত্মশক্তির অধিকারী হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন।" ভাষ্যকার 'গোমন্তং' পদের এখানে অর্থ করিয়াছেন,—"বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তঃ" অর্থাৎ যাঁহার অনেক গরু আছে। তাই 'গোমন্তং বাজং' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন'। 'বাজং' পদে 'অন্নং' অর্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কারণ বহুস্থলে বহু অর্থে ঐ শব্দটী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বাজং' পদে সর্ব্বদাই আমরা 'শক্তি' 'আত্মশক্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থে সর্ব্বত্রই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তাই আমরা 'গোমন্তং বাজং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানসমন্বিতং আত্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়। জ্ঞানই শক্তি; জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। পরাজ্ঞান-বলে মানুষ আত্মশক্তি লাভ করে। সেই শক্তি দ্বারা রিপুজয়ে সমর্থ হয়। সুতরাং মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অচিরে মোক্ষলাভ করিতে পারে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৬অ ২খ-১সূ—২সা) ॥ *

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩   ১ ২   ৩   ১ ২   ৩ ২   ৩   ১২   ৩ ২

পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী।

১   ২   ৩   ১   ২

স নঃ সোমঃ শ্রবো বিদঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'চেতসা' (জ্ঞানেন জ্ঞানপ্রদানেন ইত্যর্থ) 'মৃজ্যসে' (শোধ্যসে, অস্মান পবিত্রান্ কুরু ইতি ভাবঃ) ততঃ 'মতী' মত্যা, অস্মৎস্তুত্যা প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি পরমধনানি) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ); 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শ্রবঃ' (অন্নং, শ্রেয়াংসি, পরম-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ধনং ইত্যর্থঃ) 'বিদঃ' (প্রদেহি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ-২খ-১সূ-৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি জ্ঞান প্রদানকরতঃ আমাদিগকে পবিত্র করুন, তারপর আমাদিগের স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে সকল পরমধন সর্ব্বতোভাবে প্রদান করুন; প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন।) (৬অ-২খ-১সূ-৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'সোম'! ত্বং 'চেতসা' প্রীতেন... চক্ষেন বিশ্বানি সর্ব্বাণি ধনানি 'মতী' মত্যা অস্মৎস্তুত্যা 'মৃজানঃ' শোধ্যমানঃ ... তথা 'পবসে' রসং ক্ষরসি। এবম্ভূতঃ 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'শ্রবঃ' অন্নং 'বিদঃ' দেহীতি শেষঃ। 'মৃজানো'—'মৃজানো' ইতি পাঠৌ ॥ ৩।

* * *

তৃতীয় (৯৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§:—

মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম অংশে আছে, 'চেতসা মৃজানো' জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিশুদ্ধ করুন। হৃদয় মলিন, পাপ-বাসনাকলুষিত থাকিলে, তাহাতে ভগবচ্ছায়া পতিত হয় না, হৃদয়ের ধারণাশক্তি থাকে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকটে প্রথমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানুষের মধ্যে জাগরণের সাড়া আসিলেই সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। মানুষ আপনার হীন কামনা বাসনা দ্বারা কলুষিত অপবিত্র হৃদয় দেখিয়া নিজেই সঙ্কুচিত হয়, শিহরিয়া উঠে। তাই মনে ভাবে,—মলিন পঙ্কিল হৃদে কেমনে ডাকিব তোমায়? কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে বলিয়া দেয়,—'ভয় নাই মানব, চিন্তা কর কেন? তিনি নিজে যে পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে ডাক, তাঁহার চরণে শরণ লও, তিনিই তোমার হৃদয়কে তাঁহার আসনের উপযোগী করিয়া লইবেন, তোমাকে পবিত্র করিবেন। তাই মানুষ তাঁহার চরণেই নিজের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার বোঝা নামাইয়া দিয়া শান্তি পাইতে চায়। ভগবানের কৃপায় হৃদয় পবিত্র হইলে মানুষ আপনার চরম লক্ষ্য কি তাহা জানিতে পারে। তাই তাহার

জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। মন্ত্রের অপর দুই অংশে সেই বাক্যে প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে॥ (৬অ ২খ-১সূ ৩সা)। *

—*—

চতুর্থং সাম।

৩ক২র৩ ১১ ২র ৩১২ ৩২ ২

অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্।

১২ ৩২৩ ১২

ইষং স্তোতৃভ্য আভর॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মঘবদ্ভ্যঃ' (হবিষ্মদ্ভ্যঃ, প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'বৃহদ্যশঃ' (মহতীং কীর্ত্তিং, সৎকর্ম্মসাধনজনিতাং আত্মতৃপ্তিং, অনন্তজীবনং বা ইত্যর্থঃ) তথা 'ধ্রুবং' (স্থিরং, নিত্যং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ); হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ইষং' (সিদ্ধিং, পরাসিদ্ধিং) 'আভর' (আহর, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং নিত্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-২খ—১সূ-৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে মহতী কীর্ত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনজনিত আত্মতৃপ্তি বা অনন্তজীবন এবং নিত্য পরমধন প্রদান করুন; হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে নিত্য পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৬অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'বৃহদ্যশঃ' মহতীং কীর্ত্তিং 'অভ্যর্ষ' অভিগময়, 'মঘবদ্ভ্যঃ' হবিষ্মদ্ভ্যঃ অস্মভ্যং 'ধ্রুবং' 'রয়িং' ধনং চ অভ্যর্ষ। কিঞ্চ 'ইষং' অন্নং 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'আভর' আহর। (৬অ—২খ-১সূ ৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ২০শ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)॥

চতুর্থ (৯৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ভাষ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোমের কোন উল্লেখ না থাকিলেও সোমকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে—সোমরস যেন আমাদিগকে প্রার্থিত পরমধনাদি প্রদান করে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত অনেকাংশে শব্দগত ঐক্য থাকিলেও ভাবগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রে ভগবানের নিকটই পরম নিত্যধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, এবং তদনুসারে ব্যাখ্যার সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। মন্ত্রে 'ধ্রুব'—নিত্যধন প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু সোমের মত অনিত্য বস্তু নিত্যধন প্রদান করিবে কিরূপে? নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটীতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি মহাকীর্ত্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়ীগণকে ধ্রুব ধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর।" একমাত্র নিত্য সনাতন ভগবানই মানবকে তাহার চিরআকাঙ্ক্ষিত পরমধন প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার সেবায়, তাঁহার আরাধনায় মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি' যাঁহার সৎকীর্ত্তি আছে তিনিই অমর। সেই অমরত্ব লাভ সম্ভবপর হয় ভগবানের আরাধনায়। ভগবানের উপাসকগণ তাঁহাতেই অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই অনন্তস্বরূপে অবস্থিত করেন 'সুতস্তুশঃ' পদে সেই অনন্ত জীবনকেই লক্ষ্য করিতেছে। (৬অ-২খ-১সূ-৪সা)। *

পঞ্চমং সাম

১ ৩র ৩ ১র ২র ২ ১ ২
ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমাবিবেশিথ।
৩ ১ ২
পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্ভুত' (মহান্) 'বহ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাং, পূজাং) 'আবিবেশিথ' (গৃহাণ); 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সুব্রতঃ'

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

(শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রাজা' (অধীশ্বরঃ, বিশ্বাধিপতিঃ) 'ত্বং ইব' (ত্বমেব) অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি শেষঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং আরাধনাং গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ-২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহান্ হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনা—পূজা গ্রহণ করুন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক সৎকর্ম্মপ্রাপক বিশ্বাধিপতি আপনিই আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের আরাধনা গ্রহণ করুন।) ॥ (৬অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বহ্নে' যজ্ঞাদেব্বোঢ়ঃ! 'অদ্ভুত' 'সোম'! 'সুব্রতঃ' সুকর্ম্মা 'পুনানঃ' ত্বং 'রাজা ইব' 'দস্ম' দর্শনীয় স্তুতীঃ 'আবিবেশিথ' আবিশসি ॥ (৬অ ২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (৯৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বহ্নে' পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমাদের সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির একটু অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'বহ্নি' শব্দে জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করে, এ সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয়সূক্তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'বহ্নি' শব্দের সাধর্ম্ম্য বাহক। যিনি সাধককে ভগবানের নিকটে বহন করিয়া লইয়া যান, তিনিই 'বহ্নি' বোঢ়া, বাহক। ভাষ্যকার এভাবেই 'বহ্নে' পদের অর্থ করিয়াছেন—'যজ্ঞাদেব্বোঢ়ঃ'—যিনি 'হবিঃ' অর্থাৎ সাধকের পূজা আরাধনা প্রভৃতি ভগবানের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। এই অর্থও অসঙ্গত নয়, অধিকন্তু আমাদের অর্থের পরিপোষক। ভগবানের নিকট আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতিকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে বলিয়া জ্ঞানই সেই 'হবিঃবাহক'। সুতরাং ভাষ্যার্থের দিক দিয়াও আমাদের সহিত কোন বিরোধ নাই। তবে ভাষ্যকার 'বহ্নে' পদকে 'সোম' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি এই মন্ত্রে জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব এই উভয়ের নিকটই পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনা আছে। 'বহ্নে' পদে সেই জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের কোন অনৈক্য নাই। নিম্নে একটী ভাষ্যানুসারী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি সুকর্ম্মা

তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক।" (৬অ ২খ—১সূ ৫সা)। *

— • —

ষষ্ঠং সাম।

১ ২র৩ ২ ৩১ ২ ৩১ ২ ৩ ১২

স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ।

১ ২ ৩১ ২

সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ) 'অপ্সু' (অমৃতে, অমৃতপ্রবাহে) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ) 'গভস্ত্যোঃ' (বাহ্বোঃ, শক্ত্যা ইতি ভাবঃ) 'দুষ্টরঃ' (দুঃখেন অন্যৈস্তরণীয়ঃ, অন্যৈঃ অপরাজেয়ঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'চমূষু' (পাত্রেষু, অস্মাকং হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (উপবিশতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ ১সূ—৬সা)।

* * * 168277

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ, অমৃতপ্রবাহে বিশুদ্ধীকৃত শক্তিদ্বারা অন্যের অপরাজেয় প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। (৬অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বহ্নিঃ' যজ্ঞাদের্বোঢ়া 'অপ্সু' অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানঃ 'দুষ্টরঃ' দুঃখেন অন্যৈস্তরণীয়ঃ 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'চমূষু' পাত্রেষু 'সীদতি' ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (৯৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান, ও ঋত্বিকের হস্তদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া পাত্রে অবস্থান করিতেছেন।" পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'বহ্নিঃ' পদ আছে। এখানেও ভাষ্যকার 'যজ্ঞাদের্ব্বোঢ়া' অর্থ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনাকালেই বলিয়াছি যে, একদৃষ্টিতে ভাষ্যার্থের সহিত আমাদের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের অভেদত্ব কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বিশেষভাবে পূর্ব্বমন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাবকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি এক ও অভিন্ন। তাহার বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নাম। সেই দিক দিয়াও এই দুই শক্তির অভিন্নত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

'গভস্ত্যোঃ' পদে বাহু অর্থাৎ শক্তিকে লক্ষ্য করে, তাই 'গভস্ত্যো, উত্থরঃ' পদদ্বয়ে 'অপ্রতিহতপ্রভাবঃ, অপরাজেয়ঃ' অর্থ সূচিত করে। 'অপ্সু' পদের অর্থ 'অমৃতে, অমৃতপ্রবাহে'। কিন্তু ভাষ্যকার "অন্তরিক্ষে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ প্রচলিত 'সোমরস' সম্বন্ধেই বা কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রকটিত হইয়াছে। (৬অ-২খ ১সূ-৬সা)।*

— • —

সপ্তমং সাম

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩২ ৩ ১২

ক্রীড়ুর্ম্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি।

১২ ৩ ২ ৩১ ২

দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ৭॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'ক্রীড়ুঃ' (ক্রীড়নশীলঃ, লীলাপরায়ণঃ) 'মখঃ ন মংহয়ুঃ' (সৎকর্ম্ম ইব পরমধনদাতা) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং) 'গচ্ছসি' (প্রাপ্নোষি); ত্বং 'স্তোত্রে' (স্তোত্রপরায়ণায় প্রার্থনাপরায়ণায় মহ্যং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাবঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অহং আত্মশক্তিং প্রাপ্নুয়ামি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ২খ ১সূ - ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! লীলাপরায়ণ সৎকর্ম্মতুল্য পরমধনদাতা আপনি পবিত্রহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমি যেন আত্মশক্তি লাভ করি)। (৬অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'ক্রীড়ু' ক্রীড়নশীলস্ত্বং 'মংহয়ুঃ'। মংহতির্দ্দানকর্ম্মা (নিঘ০ ৩।২০।১০) দানেচ্ছুঃ যথো ন' দানমিব 'পবিত্রং' 'গচ্ছসি'। কিং কুর্ব্বন? 'স্তোত্রে' স্তুতিকত্রে' 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যং 'দধৎ' প্রযচ্ছ।। (৬অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (৯৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— † :* ◌ *: † ——

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সত্ত্বভাব সাধককে পরমধন প্রদান করে—এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'ক্রীড়ুঃ' পদ ক্রীড়নার্থক। ভগবান্ লীলায় এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সৃষ্টিস্থিতি সেই অনন্ত শিশুর ক্রীড়ামাত্র। তিনি আপন মনে আপনার লীলাখেলায় বিভোর। মানুষ সেই অনন্ত পুরুষের অনন্তভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া—তাঁহার কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বপ্রচেষ্টাকে 'বালকচেষ্টিতবৎ' বলিয়া অভিহিত করে। তাই তিনি অনন্ত ক্রীড়াকারী, লীলাপরায়ণ তাঁহার শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই 'ক্রীড়ুঃ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'যথা ন মংহয়ুঃ' উপমাটীও প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বে মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের অভিন্নত্ব কল্পি[illegible] কর্ম্মের সহিত সত্ত্বভাবের তুলনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম [illegible] পরমধন লাভের অধিকারী হইতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেও [illegible] পরমধন লাভ করিতে পারে। উক্ত উপমা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হ[illegible] অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা [illegible] ৬অ ২খ—১সূ—৭সা।*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের [illegible] সূক্ত (ষষ্ঠ অষ্টক, [illegible] অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

১২ ৩ ১২ ৩১২৩১২
যবংযবন্নো অন্ধসা পুষ্টম্পুষ্টম্পরিস্রব।
১২ ৩ ১২
বিশ্বা চ সোম সৌভগা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুষ্টংপুষ্টং' (বর্দ্ধিতং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'যবং যবং' (আত্মপোষণসমর্থং বলং, আত্মশক্তিং- সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসা' (পরমানন্দধারয়া সহ) 'নঃ' (অস্মভ্যং অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর); 'চ' (তথা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যানি, পরমধনানি) অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ-২খ ২সূ ১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সঞ্চারে পরমানন্দ-ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হও; এবং সকল পরমধন আমাদিগকে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমরা যেন আত্মশক্তি পরমধন লাভ করি)॥ (৬অ—২খ—২সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'পুষ্টংপুষ্টং' অত্যন্তং বহুলং 'যবং যবং' পুনঃপুনর্যুক্তং রসং 'অন্ধসা' অন্নরূপয়া ধারয়া 'পরিস্রব' ক্ষর। তত্র প্রার্থয়িতুস্তৃষ্ণায়াত্যন্তং পীড়িতত্বাৎ 'আবাধে চ (৮।১।১০)'—ইতি দ্বির্ভাবঃ। আবাধনমবাধঃ পীড়া প্রযোক্তুর্ধর্ম্মো নাভিধেয়ধর্ম্ম ইত্যুক্তং। অপিচ 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'সৌভগা' সৌভগানি ধনানি পরিস্রব অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৯৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আত্মশক্তি ও পরমধন প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'যবং' এবং 'পুষ্টিং' পদদ্বয়ের দ্বিত্বের দ্বারা প্রার্থনার ঐকান্তিকতা প্রকাশিত হইতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পরের মিল নাই। ভাষ্যকার 'যবং যবং' পদের অর্থ করিয়াছেন—"পুনঃপুনর্যুক্তং

রসঃ"; কিন্তু একজন ব্যাখ্যাকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'যব'। বিবরণকারও এই মত সমর্থন করেন। ভাষ্যকার 'যবং' এবং 'পুষ্টিং' পদদ্বয়ের দ্বিত্বভাবের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন,—প্রার্থনাকারীর অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়ার জন্য দ্বিত্ব হইয়াছে। আমরা এই মত সমর্থন করি না। আমাদের মতে প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্যই পদদ্বয় দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন প্রচলিত অন্য একটী বাংলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা এই,—"হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও, এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদিগকে দাও।" 'যব' শব্দে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম ১১৭ সূ—২১ঋ) আলোচিত হইয়াছে॥ (৬অ—২খ—২দ ১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২৩ ২৩ ১৩ ১২ ৩ৰ ৩ ১ৰ ২

ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'তব' 'স্তবঃ' (স্তবনং, আরাধনা) তব গ্রহণযোগ্যা ভবতি অপিচ 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অন্ধসঃ' (পরমানন্দদায়কস্য) 'তে' (তব) স্তবনং 'জাতং' (উৎপন্নং কৃতং অস্মাভিঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি তথিধেহি ততঃ স্তুত্যা প্রীতঃ সন 'প্রিয়ে' (তব প্রিয়স্থানে) 'বর্হিষি' (স্থানে, মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'নিসদঃ' (নিষণ্ণঃ ভব, অধিতিষ্ঠ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তবপূজাজ্ঞানরহিতস্য মম দীনপ্রার্থনাং গৃহীত্বা মম হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ ২দ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যে প্রকারে আপনার আরাধনা আপনার গ্রহণযোগ্য হয়; অপিচ যে প্রকারে পরমানন্দদায়ক আপনার স্তব আমাদের দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়, তাহা করুন। তদনন্তর, আমাদের স্তবে প্রীত হইয়া আপনার প্রিয়স্থান আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

আপনার পূজাজ্ঞানরহিত আমার দীনপ্রার্থনা গ্রহণ করিয়া আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (৬অ—২খ—২সূ—২সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অন্ধসঃ' অন্নরূপস্য 'তব' সম্বন্ধী 'স্তবঃ' স্তবনং স্তোত্রং তথা 'তে' তব 'যথা জাতং' যথা প্রাদুর্ভূতমস্তি, তথা ত্বং 'প্রিয়ে' প্রীণয়িতরি 'বর্হিষি' অস্মদীয়ে 'নিষদঃ' নিষণ্ণো ভব। (৬অ ২খ—২সূ—২সা)।

• . •

দ্বিতীয় (৯৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে প্রার্থনাকারীর দৈন্য ও ব্যাকুলতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'যথা' পদটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'যথা' পদে সাধনা-প্রার্থনার দৈন্য বুঝাইতেছে। উহা প্রকাশ করিতেছে—"হে ভগবন্! আমরা কিরূপে তোমার পূজা আরাধনা করিতে হয়, তাহা জানি না। আমরা অজ্ঞান, তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবারও শক্তি আমাদের নাই। কোন্ মন্ত্রে তোমার উপাসনা করিলে তুমি প্রীত হও, কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তাহা তো আমরা জানি না। সাধন-ভজন-জ্ঞানহীন আমরা; আমাদের প্রার্থনা কি তুমি গ্রহণ করিবে? শুনিয়াছি, তুমি পতিতপাবন; কৃপা করিয়া কি তুমি তোমার অসীম কৃপাবলে আমাদের এই দীন পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে? জানি আমরা অজ্ঞান; জানি—আমাদের হীন মলিন হৃদয়; কিন্তু তুমি তো দুর্ব্বলের বল, পতিতপাবন! তাই, সেই ভরসাতেই তো তোমার চরণে প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। ওগো দীনদয়াল! শিখাইয়া দেও কেমন করিয়া তোমার পূজা করিব? কোন উপচারে তোমার আরাধনা করিব? তাই প্রার্থনা কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন কর, আমাদিগকে ধন্য কৃতার্থ কর।" মন্ত্রের প্রার্থনায় আত্মক্রটির সচেতনতা পরিস্ফুট হইয়াছে। (৬অ ২খ ২সূ—২সা)। *

——•——

তৃতীয়ং সাম:

৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উত নো গোবিদশ্ববিৎ পবস্ব সোমান্ধসা।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মক্ষুতমেভিরহভিঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'গোবিৎ' (জ্ঞানযুতঃ) 'উত' (অপিচ) 'অশ্ববিৎ' (পরাজ্ঞানদায়কঃ) ত্বং 'মক্ষুতমেভিরহভিঃ' (অতিশয়েন শীঘ্রৈঃ কালৈঃ, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসা' (পরমানন্দদায়কেন ধারারূপেণ) 'নঃ' (অস্মাকং—হৃদি ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং নিত্যকালং পরমানন্দদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-২খ—২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানযুত এবং পরাজ্ঞানদায়ক আপনি নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৬অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে 'সোম'! 'নঃ' অস্মাকং 'গোবিৎ' গোপ্রদঃ 'অশ্ববিৎ' অশ্বপ্রদশ্চ ত্বং 'মক্ষুতমেভিঃ' মক্ষুতমৈঃ অতিশয়েন শীঘ্রৈঃ 'অহভিঃ' অহোভির্হেতুভিঃ 'অন্ধসা পবস্ব' অন্নরূপয়া ধারয়া ক্ষর। (৬অ ২খ ২সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——§ : • : §—— ——

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধন আহরণ করিয়া দাও, অশ্বও আহরণ করিয়া দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা।"

এই প্রার্থনাতে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে, সোমরসের নিকট চাওয়া হইয়াছে,—গরু, ঘোড়া এবং প্রচুর অন্ন, আবার তাহা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া চাই। ভাষ্যকার সোজাসোজি গরু ঘোড়ার প্রার্থনা না করিয়া বলিয়াছেন,—'হে সোম! তুমি গরু ও ঘোড়া দান করিতে পার'। অর্থাৎ তুমি যখন গরু ঘোড়া দান করিয়া থাক, তখন আমাদিগকেও কিছু পরিমাণ গরু ও ঘোড়া দান কর। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি অন্নও প্রদান কর। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রার্থনা গরু ঘোড়া এবং অন্ন এই তিনটী বস্তুর জন্য।

আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলিয়াছি যে, বেদে গরু ঘোড়া প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রার্থনা নাই এবং গো ও অশ্ব পদের অর্থও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও উক্ত পদসমূহের গরু ঘোড়া প্রভৃতি অর্থ সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। গো এবং

অশ্ব পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই অনুসারে বর্ত্তমান মন্ত্রেও উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কোনরূপ অর্থব্যত্যয়ের কারণ ঘটে নাই। তাই আমাদের মতে এই মন্ত্রে পরাজ্ঞান ও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (৬অ ২খ ২সূ ৩সা)। *

— — * — —

চতুর্থং সাম

২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ৩ ৩ ১

যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য।

১ ২

স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রজিৎ' (অসংখ্যাতশত্রূণাং জেতঃ, বিশ্বশত্রুজয়িন্) হে দেব! 'যঃ' (যঃ, ভবান্) 'জিনাতি' (শত্রূন্ জয়তি) কিন্তু শত্রুভিঃ 'ন জীয়তে' (ন জিতঃ, অপরাজেয়ঃ); ত্বং 'শত্রুং' (রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অভীত্য' (প্রাপ্য, আক্রম্য ইত্যর্থঃ) 'হন্তি' (বিনাশয়সি); 'সঃ' (এবম্বিধঃ ত্বং) 'পবস্ব' (অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ২খ ২সূ ৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বশত্রুজয়ী হে দেব! আপনি শত্রুদিগকে জয় করেন, কিন্তু শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপরাজেয়; আপনি রিপুদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করেন; এবম্বিধ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।। (৬অ—২খ—২সূ—৪সা)।।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহস্রজিৎ' অসংখ্যাতশত্রূণাং জেতঃ সোম! 'যঃ' ভবান্ 'জিনাতি' শত্রূন্ জয়তি স্বয়ং শত্রুভিঃ 'ন জীয়তে'। প্রকারান্তরেণ তদেবাহ—'শত্রুমভীত্য' স্বয়মেব শত্রুমাগত্য 'হন্তি' কিন্তু তেন ন হন্যতে ইতি শেষঃ। এবম্ভূতঃ স ত্বং ধারয়া ক্ষর। ৪॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ (৯৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি 'সহস্রজৎ' অর্থাৎ বিশ্বশত্রুজয়কারী। তিনি নিজে অজাতশত্রু তাঁহার শত্রু কেহ নাই। জগৎবাসীকে তিনি রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মানুষ চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মোহমায়াদি দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া যখন পরিত্রাহি ডাকে তখন ভগবানই মানুষকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিজের কোনও শত্রু নাই, সুতরাং তিনি কাহারও দ্বারা পরাজিতও হয়েন না। তিনি জগতের হিতের জন্য বিশ্বের অনিষ্টকারী রিপুগণকে বিনাশ করেন। তাই তিনি শ্রীমধুসূদন মধুকৈটভারি।

তিনি যাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না, তিনি অভীঃ হইয়া যান। তাঁহার চরণস্পর্শে সাধকের জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়, জীবনের দুর্দ্দমা কামনাবাসনা শান্তি লাভ করে তাই তাঁহাকে হৃদয়ে পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখন পরাজিত হও না, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগকে নিপাত কর, সেই তুমি সহস্রজয়ী সোমঃ ক্ষরিত হও।" (৬অ ২খ ২৭ ৪সা)। *

— • —

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ৩ ৩ ১র ২র ৩ ২ ২
যাস্তে ধারা মধুশ্চ্যুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'মধুশ্চ্যুতঃ' (মাধুর্য্যরসস্য শ্চোতয়িত্র্যঃ, অমৃতোপমাঃ) 'যাঃ' 'ধারাঃ' (প্রবাহাঃ) 'অসৃগ্রন্' (সৃজ্যন্তে, সৃষ্টাঃ ভবন্তি) 'ঊতয়ে'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অস্মান্ পাপকবলাৎ রক্ষণায়) 'তাভিঃ' (তৈঃ প্রবাহৈঃ সহ) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্র-হৃদয়ং—অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রীকরণায় ইত্যর্থঃ। 'আসদঃ' (প্রাপ্নুহি হৃদয়ং ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পবিত্রকারকং অমৃতোপমং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ-২খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অমৃতোপম যে প্রবাহসমূহের সৃষ্টি হয়, আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগকে হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পবিত্রকারক অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৬অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তে' তব 'মধুশ্চ্যুতঃ' মধুররসস্য শ্চোতয়িত্র্যঃ 'যাঃ' 'ধারাঃ' 'উতয়ে' রক্ষণায় 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে 'তাভিঃ' ধারাভিঃ ত্বং 'পবিত্রং' 'আসদঃ' আসীদ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৯৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ·:*:· ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের 'ইন্দো যাঃ তে ধারাঃ' পদসমূহে একটী বিশেষভাব আনয়ন করিতেছে। এই পদসমূহ হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, 'ইন্দু' এবং তাহার ধারা এক ও অভিন্ন নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির সহিত অভিন্ন নয়, সেইরূপভাবে 'ধারা'ও ইন্দুর সহিত অভিন্ন নয়। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাই দুইটী বস্তু দেখিতে পাই—একটী সোমরস এবং অপরটী তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্য কোন কোন স্থলেও আমরা এই ভাবেরই পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং উহা আমাদের মতেরই পরিপোষণ করিতেছে যে,—বেদে সোমের যে স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকপক্ষে সোমরস নামক কোনও মাদকদ্রব্যের স্তবস্তুতি নয়। সাধারণ শ্রেণীর মাতালও মদের এমন প্রশংসা করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদে 'সোম' নামক বস্তুর যে গুণ-কীর্ত্তন দেখা যায়, তাহা কোন মাদকদ্রব্যের গুণ-কীর্ত্তন নয়,—তাহা স্বর্গীয় কোনও ভগবৎশক্তির মহিমা-খ্যাপন। এই ভগবৎশক্তিই শুদ্ধসত্ত্ব। এতৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার একটী দিক প্রদর্শন করিলাম। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধ হইবে। সে ব্যাখ্যা,—"হে সোম! তোমার যে

সমস্ত সুরস দ্বারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসহকারে পবিত্রে যাইয়া উপবেশন কর।" (৬অ ২খ ৩সূ ১সা)। •

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

সোঅর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো বারাণ্যব্যয়া।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২

সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'স.' (ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'বারাণ্যব্যয়া' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপেণ) 'অর্ষ' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব) তথা 'তিরঃ' (ত্বরয়া) 'ঋতস্য যোনিং' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা উৎপত্তিস্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদন্' (প্রাপ্নুহি অবিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বঃ আবির্ভবতু- ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবানের গ্রহণের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; এবং শীঘ্র সত্যের (অথবা সৎকার্য্যের) উৎপত্তিস্থান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হউক।)॥ (৬অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সঃ' অভিষুতঃ ত্বং 'অব্যয়া' অবিময়ানি 'বারাণি' বালানি 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনিং' কারণভূতং দশাপবিত্রং 'আসীদন' আভিমুখ্যেন উপবিশন 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায় 'অর্ষ' ক্ষর ॥ 'ঋতস্যযোনিমাসীদন'—'যোনাবনেষু'—ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (৯৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে,—ভগবানের উপাসনাভূত শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করিতে পারি।

'ধারাগ্রাব্ণা' পদের অর্থ—নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপ। এই পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে (পবমান পর্ব্বে এবং আরণ্যক পর্ব্বে) আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'তিরঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৬ সূ—৭ঋ) দ্রষ্টব্য।

'ঋতস্য যোনিং' পদের দুইটী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম উভয়কে লক্ষ্য করে। সুতরাং সত্য অথবা সৎকর্ম্ম উভয়েরই উৎপত্তিস্থল—হৃদয়। হৃদয়েই নিত্যসত্য আবির্ভূত হয়, হৃদয়েই তাহা বর্দ্ধিত হয়। আবার, সৎকর্ম্মসাধন করিতে হইলেও হৃদয়ের প্রেরণা চাই, হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই, নতুবা কোন কর্ম্মই সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। তাই 'ঋত' শব্দের 'সত্য' ও 'সৎকর্ম্ম' এই উভয় অর্থেই 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কেই নির্দ্দেশ করে। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৬অ-২খ ৩য় ২সা)।•

— - • —

তৃতীয়ং সাম।

১　২ ৩　১ ২　৩　১ ২ ৩　১ ২

ত্বং সোম পরিস্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ।

৩　২ ৩ ১　২র

বরিবোবিদ্‌ঘৃতং পয়ঃ॥ ৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'স্বাদিষ্ঠঃ' (স্বাদুতমঃ, অমৃতোপমঃ) 'বরিবোবিৎ' (অস্মদভিলাষিতস্য ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা) 'ত্বং' 'অঙ্গিরোভ্যঃ' (অঙ্গিরসামর্থায়, জ্ঞানিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ঘৃতং' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'পয়ঃ' (অমৃতং) 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। [illegible] অমৃতোপমং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-২খ ৩য় ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম পরমধনদাতা আপনি জ্ঞানার্থী আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৬অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'স্বাদিষ্ঠঃ' স্বাদুতমঃ 'বরিবোবিৎ' অস্মদভিলষিতস্য ধনস্য লম্ভকশ্চ ত্বং 'অঙ্গিরোভ্যঃ' অঙ্গিরসামর্থায় 'ঘৃতং' দীপ্তং 'পয়ঃ' ক্ষীরবৎ সারভূতং রসং 'পরিস্রব' পরিক্ষর। 'ত্বং সোম'—'ত্বমিন্দো' ইতি পাঠৌ (৬অ—২খ-৩সূ-৩সা)।

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

• • •

তৃতীয় (৯৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

এই মন্ত্রে অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা বিদ্যমান। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃততুল্য। অমৃতপানে মানুষ অমর হয় জরামরণভয় বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।

জরামরণ কি? যাহা দ্বারা মানুষের শারীরিক ও মানসিক আধ্যাত্মিক অবসাদ আসে, সৎপ্রবৃত্তি হীনতা প্রাপ্ত হয়, সৎকর্ম্মসাধন শক্তি নষ্ট হয়, তাহাই জরা—তাহাই মানুষকে মৃত্যুর পথে প্রেরণ করে। সেই মৃত্যু আত্মার অধঃপতন। শুদ্ধ পবিত্র অনন্ত আত্মা মায়ামোহের জালে আবদ্ধ হইয়া অপবিত্রতার পথে পদার্পণ করে; নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে চিরবদ্ধ মনে করে। সুতরাং ক্রমশঃ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায়, আত্মহত্যা করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে এই আত্মহত্যা হইতে মৃত্যু হইতে,—জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে অমৃততুল্য বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয় আপনার সহিত সত্ত্বময় বিশ্বাত্মার যোগ অনুভব করে। তখন তাহার পক্ষে অধঃপতন অসম্ভব হইয়া যায়। তিনি বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত হয়েন। অবশেষে তাঁহার চরণে চরম আশ্রয় লাভ করেন। মন্ত্রে এই পরম কল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (৬অ ২খ ৩সূ ৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব
৩ ২ ৩ ১র ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১র ২ ১ ১
চ পরি স্বয়ঞ্চিনুষে অন্নমাসনি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বর্ষ্যস্য' (বর্ষণোন্মুখস্য, অভীষ্টবর্ষকস্য) 'বিদ্যুতঃ' (জ্যোতির্ম্ময়স্য) 'অগ্নেঃ ইব' (জ্ঞানদেবস্য ইব, জ্ঞানস্বরূপস্য) 'তব' 'শ্রিয়ঃ' 'উষসাং' (জ্ঞানোন্মেষিকাদেব্যাঃ) 'এতয়ঃ' (প্রসিদ্ধাঃ কিরণাঃ) 'ইব' 'চকিত্র' (প্রজায়ন্তে, সাধকানাং হৃদি প্রাদুর্ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'যদা' (যস্মিন্ কালে) 'স্বয়ং' (আত্মনা) ওষধীঃ' (ফলপাকান্তা বৃক্ষাদয়ঃ, কর্ম্মফলাবসানা প্রাপ্তাঃ অবস্থাঃ) 'চ' (তথা) 'বনানি' (জ্যোতীংষি) 'অভিসৃষ্টঃ' (সৃষ্টাঃ ভবন্তি—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ) তদা ত্বং তেষাং 'আসনি' (আস্যে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অন্নং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পরিচিনুষে' (প্রক্ষিপসি, প্রযচ্ছসি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অভীষ্টবর্ষক জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ আপনার জ্যোতিঃ জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর প্রসিদ্ধ কিরণের ন্যায় সাধকদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়; যখন আপনার কর্তৃক কর্ম্মফলাবসান প্রাপ্ত অবস্থা এবং জ্যোতিঃ সাধকদিগের হৃদয়ে সৃষ্ট হয়, তখন আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মশক্তি

প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন।)। (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নেঃ' অঙ্গনাদিগুণযুক্তস্য 'তব' 'শ্রিয়ঃ' রশ্মিলক্ষণা বিভূতয়ঃ 'চিকিত্রে' প্রজ্ঞায়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বর্ষস্যেব বিদ্যুতঃ' যথা বর্ষতুর্মেঘস্য সম্বন্ধিনো বিদ্যুতঃ 'উষসামিবেতয়ঃ' যথা চোষসাং 'এতয়ঃ' গমনশীলাঃ ব্যাপ্তাঃ প্রকাশাঃ প্রজ্ঞায়ন্তে তদ্বদিত্যর্থঃ। কদেত্যত্রাহ 'যদ্' 'যদা' ত্বং 'ওষধীঃ' ব্রীহ্যাদ্যাঃ 'বনানি' অরণ্যানি চ অভিসৃত্য সৃষ্টঃ দগ্ধুং বিসৃষ্টঃ সন 'স্বয়ং' আত্মনা 'অন্নং' আস্যে মুখে 'অন্নং' অদনীয়ং স্বং বলমং 'পরি চিনুষে' পরিক্ষিপসীত্যর্থঃ'। 'বিদ্যুতোমে' 'বিদ্যুতাশ্চরন্' ইতি, 'উষসামিবেতবঃ' 'উষসামিবেতয়ঃ' ইতি চ পাঠৌ। (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবানের তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই কৃপাবশে সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন—মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

মন্ত্রে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটী, 'বর্ষস্যেব বিদ্যুতেহগ্নেঃ'। ইহা ঠিক উপমা নয়—স্বরূপবর্ণন মাত্র। মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানস্বরূপের বর্ণনা আছে। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনিই মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তাঁহার জ্যোতিতেই সকলে জ্যোতিষ্মান্ হয়। উপরোক্ত অংশে ইহাই—বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপমা 'উষসামিবেতয়ঃ' অর্থাৎ জ্ঞানালোকদাত্রী দেবীর কিরণপুঞ্জের ন্যায়। উহা 'শ্রিয়ঃ' পদের বিশেষণরূপে [illegible] জ্যোতিঃ মানবের হৃদয়ে নবজীবন, নবভাব আনিয়া দেয়, তাহার মধ্যে নূতন জীবনের উন্মেষ সাধিত হয়।

ভগবানই মানবের জীবনে উচ্চভাব, নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া দেন, আবার তিনিই সেই পবিত্রতা বিশুদ্ধতা উপলক্ষ্য করিয়া মানবকে মোক্ষপ্রদান করেন। এ তাঁহার অনন্তলীলা, অনন্তভাবে ফুটিয়া উঠে, মানুষ শুধু তাঁহার অনন্তভাবের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রে তাঁহার সেই অনন্তভাবের একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে॥ (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

১ ২ ৩ ২উ ৩
বাতোপজূত ইষিতো বশাঁ৺

১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
আ তে যতন্তে রথ্যোঽ৩ যথা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পৃথক্ শর্দ্ধা৺স্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বাতোপজূতঃ' (বাতযুক্তঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'বশাং অনু' (ত্বাং কাময়মানান্ সাধকান্) 'ইষিতঃ' (ইচ্ছাযুক্তঃ, তান্ প্রাপ্তুং ইচ্ছসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তৃষু' (শীঘ্রং) তেষাং 'অন্না' (অন্নানি, শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বেবিষৎ' (ব্যাপ্নুবন্) 'বিতিষ্ঠসে' (বিশেষেণ বর্ত্তসে); হে দেব! 'রথ্যঃ যথা (রথিনঃ যথা) 'পৃথক্' (স্বতন্ত্রঃ, অসংযমিতঃ অশ্বঃ ইতি যাবৎ) 'যতন্তে' (সংযমিতং কুর্ব্বান্তি তদ্বৎ) 'অজরস্য' (জরারহিতস্য, চিরনবীনস্য,) 'ধক্ষতঃ' (দহতঃ, পাপনাশকস্য) 'তে' (তব) 'শর্দ্ধাংসি' (তেজাংসি, জ্যোতীংষি) অস্মাকং চিত্তবৃত্তীঃ 'আ' (আ সংযমন্তু)। নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ॥ (৬অ ৩খ ১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব! আশুমুক্তিদায়ক আপনি যখন আপনাকে কামনাকারী সাধকগণকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তখন শীঘ্র তাঁহাদের শক্তিকে ব্যাপ্ত করিয়া বিশেষরূপে বর্ত্তমান রহেন; হে দেব! রথিগণ যেমন অসংযমিত অশ্বকে সংযমিত করেন, সেইরূপ চিরনবীন পাপ-নাশক আপনার জ্যোতিঃ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহকে বিশেষরূপে সংযমিত করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের সকল চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র করুন। (২অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! ত্বং 'যদ্' যদা 'বাতোপজূতঃ' বায়ুনা কম্পিতঃ 'বশান্' কান্তান্ বনস্পতীন্ 'অনু' প্রতি 'তৃষু' ক্ষিপ্রং 'ইষিতঃ' প্রেরিতশ্চ সন্ 'অন্না' অন্নানি অদনীয়ানি বনস্পত্যাদীনি স্থাবরাণি 'বেবিষৎ' ব্যাপ্নুবন্ 'বিতিষ্ঠসে' ইতস্ততো গচ্ছসি; তদানীং 'অজরস্য' জরারহিতস্য 'ধক্ষতঃ' দহতঃ 'তে' তব 'শর্দ্ধাংসি' তেজাংসি 'যথা' 'রথ্যঃ' রথিনঃ তদ্বৎ 'আ পৃথক্' পৃথগায়ত্ত গচ্ছন্তি। 'অজরস্য'—'অজরাণি' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৯৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের অপার করুণার কথা বিবৃত হইয়াছে। যে সাধক ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন, যথোপযুক্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, ভগবানও সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যিনি ভগবানকে কামনা করেন, ভগবানও তাঁহার সেই পবিত্র বাসনা পূর্ণ করেন। 'বশাং অনু ইষিতঃ' পদত্রয়ে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা অন্তরের কলুষিত চিত্তবৃত্তির পরিশোধনের জন্য। এখানেও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। রথিগণ যেমন অসংযত অশ্বকে সংযত করে, সেইরূপভাবে ভগবান যেন আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমূহকে পরিশোধিত করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্যরূপ ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে।" (৬অ ৩খ—১সূ ২সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩　২　৩১২　৩ ১২৩১
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং
২র　৩ ১২　৩২
হোতারং পরিভূতরম্মতিম্।
১ ২র　৩১৩　৩২উ　৩২
ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিত্ত্বাং মহো
২ ৩ ২
বৃণতে নান্যন্ত্বং ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মেধাকারং' (প্রজ্ঞায়াঃ কর্ত্তারং, পরাজ্ঞানদায়কং) 'বিদথস্য প্রসাধনং' (যজ্ঞস্য, সৎকর্ম্মণঃ সাধকং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতারং) 'হোতারং' (দেবানামাহ্বাতারং, দেবভাবোৎপাদকং) 'পরিভূতরং' (রিপুনাশকং) 'মতিং' (মন্তারং, সদ্বুদ্ধিদাতারং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ত্বাং' সর্ব্বে 'সমানমিৎ' (সমানমেব, সমভাবেন ইত্যর্থঃ) আরাধয়ন্তি ইতি শেষঃ। 'অর্ভস্য' (অল্পস্য, ক্ষুদ্রস্য, পাপিনঃ) তথা 'মহঃ' (মহতঃ, সাধকস্য—সর্ব্বেষাং ইত্যর্থঃ) 'হবিষঃ' (আরাধনায়াঃ) গ্রহণায় ইতি যাবৎ 'ত্বাং' 'ত্বং' 'নান্যং' (ন অন্যং কমপি দেবং) 'বৃণতে' (গৃহ্ণন্তি, আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে লোকাঃ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমদেবং এব আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৬অ-৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পরাজ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা দেবভাবোৎপাদক রিপুনাশক সদ্বুদ্ধিদাতা [হে দেব] আপনাকে সকলে সমভাবে আরাধনা করে; পাপী এবং সাধকেরা অর্থাৎ সকলেই আরাধনা গ্রহণের জন্য আপনাকে সকলে প্রার্থনা করে; আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আরাধনা করে না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সকল লোক একমেবাদ্বিতীয় পরমদেবতাকেই আরাধনা করে)॥ (৬অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মেধাকারং' প্রজ্ঞায়াঃ কর্ত্তারং 'বিদথস্য' যজ্ঞস্য 'প্রসাধনং' প্রকর্ষেণ সাধকং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'পরিভূতরং' অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতারং 'মতিং' মন্তারং 'যং' 'ত্বাং' 'অগ্নিং' বয়মৃত্বিজঃ বৃণীমহে ইতি শেষঃ। হে অগ্নে! 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'অর্ভস্য' অল্পস্যাপি 'হবিষঃ' পুরোডাশাদিকস্য ভক্ষণার্থমিতি শেষঃ। 'সমানমিৎ' সহৈব ঋত্বিজঃ 'বৃণতে' প্রার্থয়ন্তে। 'মহঃ' মহতঃ সোমাত্মকস্য হবিষঃ ভক্ষণার্থং ত্বামেব বৃণতে 'ত্বৎ' ত্বত্তঃ 'অন্যং' অতিরিক্তং দেবং 'ন' বৃণতে॥ 'পরিভূতরং' 'পরিভূতমং' ইতি ছন্দোগবহ্বৃচানাং পাঠৌ, 'ত্বামর্ভস্যহবিষঃ' — 'ত্বামিদর্ভেহবিষি' ইতি 'হবামহে ত্বামহে' — ইতি চ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী মহান সত্য প্রকটিত হইয়াছে যে যে ভাবে, যে নামে যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সেই সমস্তই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সেই পরম দেবতার চরণেই পৌছে। অনন্ত অপরিণামী সেই একমাত্র সদ্বস্তুই বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিভিন্ন নামরূপের কল্পনায়, উপাধিরহিত চৈতন্যসত্ত্বাতে উপাধি কল্পনায়, তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিণাম ঘটে না।

তিনি বিশ্বপতি। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও আরাধনা করা হয় না। অর্থাৎ সাধক আপনার রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্নরূপে উপাসনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা বিভিন্ন দেবতার উপাসনা নয়। বহু একেরই রূপান্তর অথবা নামান্তর মাত্র। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" — তিনি এক সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেরও 'ত্বৎ নান্যং বৃণতে' মন্ত্রাংশে ইহাই সূচিত হইয়াছে।

মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞানাধার, পরাজ্ঞান-দায়ক, মানবের রিপুনাশক। জ্ঞানের আবির্ভাবে মানব মনের সর্ব্ববিধ মলিনতা কালিমা দূরীভূত হয়, জ্ঞানাগ্নিতে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে প্রচলিত অর্থ অনুধাবন করা যাইবে। ব্যাখ্যাটী এই,—"অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি হোমকর্ত্তা অতি মহৎ ও জ্ঞানবান অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমানেই দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাহাকেও নহে।" (৬অ ৩খ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১২ ৩১ ২র ৩১ ২
পুরূরুণা চিধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ।
২৩১২ ৩২
মিত্র বং৴সি বাং৴ সুমতিম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্র বরুণ' (হে মিত্রদেব, হে অভীষ্টবর্ষক দেব!) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'অবঃ' (রক্ষণং রক্ষাশক্তিঃ) 'নূনং হি' (নিশ্চিতমেব) 'পুরূরুণা' (প্রভূতপরিমাণেন) 'অস্তি' (বর্ত্ততু অস্মান্ প্রতি ইতি যাবৎ); হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'সুমতিং' (অনুগ্রহবুদ্ধিং, কৃপাং) 'চিৎ' (জ্ঞানং চ) 'বংসি' (সম্ভজেয়ং—অহং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। কৃপয়া অস্মভ্যং পাপকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ-২সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রদেব! হে অভীষ্টবর্ষক দেব! আপনাদের রক্ষাশক্তি নিশ্চিতরূপেই প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের প্রতি বর্ত্তমান থাকুক; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপা এবং জ্ঞান আমি যেন সম্ভোগ করিতে পারি)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (৬অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'পুরূরুণা' প্রথমার্থে তৃতীয়া (৩।১।৮৫) পুরোরপি বহু উরু বহুতরং অথবা পুরু চ উরুরু চ পুরূরু, অত্যন্তং বহুতরমিত্যর্থঃ, তাদৃক্ 'অবঃ' রক্ষণং 'নূনং' নিশ্চয়েন 'অস্তি হি', হি প্রসিদ্ধৌ; চিদিতি পূরণঃ, হে 'বরুণ'! হে 'মিত্র'! 'বাং' যুবয়োঃ 'সুমতিং' অনুগ্রহবুদ্ধিং 'বংসি' সম্ভজেয়ং॥ (৬অ-৩খ-২সূ-১সা)॥

প্রথম (৯৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের অভীষ্টবর্ষক ও মিত্ররূপের আরাধনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মিত্ররূপে তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন, অন্তরাত্মারূপে আমাদের কার্য্য প্রণালীকে নিয়মিত করেন। যাহাতে আমরা কোনরূপ বিপদে পতিত না হই, তদনুযায়ী পরামর্শ

দেওয়া যেমন বন্ধুর কার্য্য, আবার বিপদে পড়িলে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করাও বন্ধুর কার্য্য। 'পুরূরুণা অবঃ' পদদ্বয়ে ইহাই লক্ষ্য করিতেছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—"ভগবানের রক্ষাশক্তি আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকুক্, বিপদ পাপ প্রভৃতি যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। তাঁহার কৃপা আমাদের উপর পতিত হউক, আমরা যেন তাঁহার অনুকম্পায় জীবনের অভীষ্ট সাধন করিতে পারি।"

যিনি মনুষ্যের সত্যিকার মঙ্গলসাধন করেন, যাঁহাদ্বারা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, চরম পুরুষার্থ সাধিত হয়, সেই পরমপুরুষ ভগবানের চেয়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠ মিত্র আর কে হইতে পারে? তাই তাঁহাকে 'মিত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষক। মানুষের যাহা কামনা বাসনা তাহা ভগবানই পূর্ণ করেন তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু তাই মানুষ তাঁহার সকল কামনা বাসনা তাঁহার চরনেই নিবেদন করেন নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে মিত্র ও বরুণ! আমি যেন তোমাদিগের অনুগ্রহভাজন হই, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বিশেষরূপ রক্ষাকারী" (৬অ—৩খ ২দ ১সা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২

তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধাম চ।

৩ ১ ২

বয়ং বাং মিত্রা স্যাম ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রুহ্বাণা' (হে অদ্রোগ্ধারৌ, অহিংসকৌ, মিত্রভূতৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'বাং' (যুবাং) 'সম্যক্' (সম্যক্রূপেণ—ভজাম ইতি শেষঃ); স্তোতারঃ বয়ং 'ইষং' (সিদ্ধিং পরাসিদ্ধিং) 'চ' (তথা) 'ধাম' (আবাস স্থলং, আশ্রয়স্থানং, ভগবচ্চরণং ইতি ভাবঃ) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম); 'মিত্রা' (হে মিত্রাবরুণৌ, হে মিত্রদেব তথা অভীষ্টবর্ষক দেবৌ:) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'বাং' (যুবয়োঃ) আরাধনাপরায়ণাঃ 'স্যাম' (ভবেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ—২দ - ২সা)॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করিতেছি; স্তোতা আমরা যেন পরাসিদ্ধি এবং ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হই; হে মিত্রদেব এবং হে অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়! প্রার্থনাকারী আমরা যেন আপনাদের আরাধনাপরায়ণ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।) (৬অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রুহ্বাণা' হে অদ্রোগ্ধারৌ। 'তা' তৌ প্রসিদ্ধৌ 'বাং' যুবাং সম্যক্ স্তুমঃ ইতি শেষঃ। স্তোতারঃ 'বয়ং' 'ইষং' অন্নং 'ধাম চ' আধারং 'অশ্যাম' প্রাপ্নুয়াম। হে 'মিত্রা' মিত্রাবরুণৌ! 'বাং' স্তোতারো বয়ং 'স্যাম' ভবাম সমৃদ্ধা ইতি শেষঃ, যুবাভ্যাং স্বভূতা বা স্যাম। 'ধাম চ'—'সাধনে' ইতি পাঠে, 'মিত্রা' 'রুদ্রা' ইতিবৎ। (৬অ ৩খ ২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব 'আমরা তাঁহার চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। তিনি যেন কৃপা পূর্ব্বক আমাদের বাসনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে, আমরা যেন পরম সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারি। এখানে ভগবানকে 'ধাম' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক জগতের সকলের চরম আশ্রয় স্থল তিনি। তাঁহার কৃপায় মানুষ সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে তিনি মানবের—জগতের চরম আশ্রয় স্থল।

তৃতীয় অংশের প্রার্থনার মর্ম্মই বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন। সাধক যেন আপনার অভীষ্ট লাভের উপায় বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। সেই উপায় ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন, তাঁহার ধ্যান, নামগান ও গুণকীর্ত্তন। এক কথায়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ। মানুষ ইচ্ছা করিলেই ভগবৎপরায়ণ হইতে পারে না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপা চাই। সেই কৃপালাভের জন্য, ভগবৎ-সাধনশক্তিলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৬অ ৩খ ২সূ—২সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সাহ্যাম দস্যুং তনূভিঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মিত্রা' (মিত্রাবরুণৌ, মিত্রভূত তথা অভীষ্টবর্ষক হে দেবৌ) যুবাং 'নঃ' (অস্মান্) 'পায়ুভিঃ' (রক্ষণৈঃ; যুবয়োঃ রক্ষাশক্তিভিঃ) 'পাতং' (রক্ষতং, পাপকবলাৎ—ইতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'সুত্রাত্রা' (শোভনেন ত্রাণেন, বিপদাৎ ত্রাণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'ত্রায়েথাং' (পালয়েথাং); হে দেবৌ! যুবয়োঃ কৃপয়া বয়ং 'তনূভিঃ' (স্বীয়ৈরঙ্গৈঃ, আত্মশক্ত্যা) 'দস্যুং' (শত্রূন, রিপূন) 'সাহ্যাম' (অভিভবেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতু তথা অস্মান্ রিপুজয়িনঃ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ ৩খ-২সূ ৩সা)) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে আপনাদিগের রক্ষাশক্তি দ্বারা পাপকবল হইতে রক্ষা করুন; অপিচ, বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়া পালন করুন; হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন আত্মশক্তি দ্বারা শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন।)॥ (৬অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মিত্রা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! যুবাং 'নঃ' অস্মান পায়ুভিঃ' রক্ষণৈঃ 'পাতং রক্ষতং। 'উত' অপিচ 'সুত্রাত্রা' শোভনেন ত্রাণেন 'ত্রায়েথাং' পালয়েথাং। ইষ্ট প্রাপ্ত্যানিষ্ট-পরিহাররূপেণ ভেদঃ—স্তোত্রাদি নৈকল্যাৎক্ষোর্ব্বা ত্রায়েথা অভিমত প্রাপণেন রক্ষতামিত্যর্থঃ। বয়ঞ্চ 'তনূভিঃ পুত্রাদিভিঃ সহিতাঃ স্বীয়ৈরঙ্গৈর্ব্বা 'দস্যুং' শত্রুং 'সহ্যাম' অভিভবেম 'মিত্রা' 'রুদ্রা'—ইতি পাঠৌ, 'ত্রায়েথাং' 'ত্রাযেথাং' ইতি, 'সাহ্যাম'—'তুর্য্যাম ইতি চ। (৬অ ৩খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (৯৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা মূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। তিন অংশেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের মর্ম্মার্থ- ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহার অপ্রতিহত মঙ্গলশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনি মানবের মঙ্গলবিধাতা, একমাত্র পরমবন্ধু। মানুষ সর্ব্বদাই রিপুর আক্রমণে বিব্রত। চারিদিক্ হইতে তাহাদিগকে অসংখ্য শত্রুগণ নানাভাবে আক্রমণ করিতেছে। মোহ প্রলোভন মানুষকে অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্ব্বল মানুষের এমন শক্তি নাই যে, সে আপন শক্তিতে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে। তাই ভগবানের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে,— "হে ভগবন্! দুর্ব্বলের বল্ আমরা চারিদিকে রিপুপরিবেষ্টিত, আমাদিগকে রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করুন।" মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে উহাই বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশের ভাব প্রথম দুই অংশের অনুরূপ হইলেও উহাতে একটু বৈচিত্র্য আছে —সেই বৈচিত্র্যের মূল কারণ মন্ত্রান্তর্গত 'তনূ'ভিঃ' পদ। ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে যেন আত্মশক্তির সঞ্চার হয়, আমরা যেন, নিজেদের শক্তিবলে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারি। মন্ত্রে এই আত্মশক্তি লাভের জন্যও প্রার্থনা আছে। (১অ ৩খ ২সূ—৩সা)। *

প্রথম সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২

সোমমিন্দ্র চমূসুতম্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ওজসা সহ' (বলেন সহ, আত্মশক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'উত্তিষ্ঠন্' (উত্থায়, হৃদি আগত্য ইত্যর্থঃ) 'চমূ' (পাত্রেষু, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইত্যর্থঃ) 'সুতম্' (বিশুদ্ধং) 'সোমং (সত্ত্বভাবং) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা) 'শিপ্রে' (জ্যোতিষি) 'অবেপয়ঃ' (কম্পয়, অস্মান্ স্থাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তাত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপহারং গৃহ্নাতু তথা দিব্যজ্যোতিঃ প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ৩খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! আত্মশক্তির সহিত হৃদয়ে আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করতঃ জ্যোতিতে আমাদিগকে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃৎস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপহার গ্রহণ করুন।)। (৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'পীত্বা' 'ওজসা' বলেন 'সহ' 'উত্তিষ্ঠন্' 'শিপ্রে' হনূ 'অবেপয়ঃ' অকম্পয়ঃ মদাবেশাদিতি ভাবঃ। কিং পীত্বা? 'চমূ' চম্বোরধিষবণফলকয়োঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং'। 'পীত্বা'—'পীত্বী' ইতি পাঠৌ। (৬অ-৩খ-৩সূ-১সা)।

• • •

প্রথম (৯৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——×|*|×——

মন্ত্রটী একটু জটিলতা সম্পন্ন। ভাষ্যকার অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রের সোমরস পানের এক চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শিপ্রে অবেপয়ঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'হনূ অকম্পয়ঃ মদাবেশাদিতি ভাবঃ।' অর্থাৎ হে ইন্দ্র, সোমরস পান করিয়া যখন তোমার খুব মত্ততা উপস্থিত হইবে, তখন তোমার হনূ অর্থাৎ চোয়াল কম্পিত কর। মাতালেরা মদ্যপান করিয়া কখনও চোয়াল কম্পিত করে কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রদেবের চোয়াল কম্পন কিরূপ ব্যাপার তাহা আমদের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। এই 'শিপ্র' পদ আমরা অন্যত্রও পাইয়াছি, তাহাতে উহা 'জ্যোতিঃ' অর্থ প্রকাশ করে তাহা দেখিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম-১০১সূ ২০ম) দ্রষ্টব্য। 'চমূ' পদে হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করে। একখানি হিন্দি ব্যাখ্যাতে উক্ত পদে 'পাত্র' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব, হৃদয়রূপ পাত্রেই অভিষুত হয়, তাই উক্তপদে হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোম পান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।" ইহা কি মাতালকে মত্ততাজনিত নৃত্যে আহ্বান? আমরা এই ব্যাখ্যার সহিত

একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে প্রকাশ পাইয়াছে। (৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২র
অনু ত্বা রোদসী উভে স্পর্দ্ধমানমদদেতাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্পর্দ্ধমান' (শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধাঙ্কুর্ব্বাণ, রিপুজয়িন্) 'ইন্দ্র' (হে বলাধিপতিদেব) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'দস্যুহা' (রিপুনাশকঃ) 'ভবঃ' (ভবসি) তদা 'উভে রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বেজনাঃ ইত্যর্থঃ) 'অনু ত্বা' (ত্বাং অনুলক্ষ্য, তব মহিমাং উপলব্ধ্য ইত্যর্থঃ) 'মদদেতাং' (মদেতাং, হৃষ্যেতাং, পরমানন্দং লভন্তে ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ যদা লোকানাং রিপূন বিনাশয়তি, তত: সর্ব্বেলোকাঃ তদা পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৬অ ৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুজয়ী হে বলাধিপতি দেব! আপনি যখন রিপুনাশক হয়েন, তখন দ্যুলোকভূলোক অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকল লোক আপনার মহিমা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে,—ভগবান্ যখন লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, সকল লোক তখন পরমানন্দ লাভ করে।)। (৬অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'স্পর্দ্ধমান' শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধাঙ্কুর্ব্বাণ ইন্দ্র। 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' লক্ষ্য 'উভে রোদসী' উভে অপি দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'মদদেতাং' হৃষ্যেতাং 'যৎ' যদা 'দস্যুহা ভবঃ' শত্রূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতীতম সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

হন্তা ভবসি, তদা মদেত্তামিতি সম্বন্ধঃ। 'স্পর্দ্ধমানমদেতাং—'কৃষ্যমাণমকুরেতাং' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ—৩খ—৩সূ - ২সা)॥

* *

দ্বিতীয় (১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবৎমহিমাদ্যোতক। ভগবান মানবের সর্ব্ববিধ শত্রুকে বিনাশ করেন, তাহাতেই মানব মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। পাপের বিনাশের জন্য যখন ভগবান সুদর্শনচক্রহস্তে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই সাধুদিগের মঙ্গলসাধিত হয়। মানুষ তাঁহার কৃপায় অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। পাপের বিনাশ হইলেই পরমানন্দ লাভ সম্ভবপর হয়। তাই পাপের বিনাশে মানুষ উৎফুল্ল হয়। ভাষ্যেও এই মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখি।

কিন্তু প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, 'তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর। দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কল্পনা করে; তুমি সর্ব্বদা দস্যুদিগকে বিনাশ কর।" এই ব্যাখ্যা মূল বা ভাষ্যের অনুযায়ী নহে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে,—'মদেতাং' পদকে লক্ষ্য করিয়া "কল্পনা করে" অর্থ গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে মন্ত্রার্থ পরিষ্কার হয় নাই, অধিকন্তু মন্ত্রাংশ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি এই স্থলে ভাষ্যকারই মন্ত্রের ভাব অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদিগের ভাব মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে॥ (৬অ ৩খ - ৩সূ - ২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র ৩ ১ ২
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
ইন্দ্রাৎপরি তন্বং মম॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম (অথবা বালখিল্য সূক্তানুবাদে পঞ্চষষ্টীতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অষ্টাপদীং' (অষ্টদিক্‌ব্যাপিনীং, সর্ব্বব্যাপিনীং ইত্যর্থঃ) তথা 'নবস্রক্তিং' (তদতিরিক্তং নবমং স্থানং ব্যাপ্য অবস্থিতাং, দ্যুলোকব্যাপিনীং—দ্যুলোকভূলোকব্যাপিনীং ইতি ভাবঃ) 'ঋতাবৃধং' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা বর্দ্ধয়িত্রীং) তথাপি 'ইন্দ্রাৎ' (ভগবতঃ, ভগবতঃ মহিমায়াঃ) 'তন্বং' (তনুং, ন্যূনাং) 'বাচং' (স্তুতিং, প্রার্থনাং) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'পরিমমে' (পরিমাণং করোমি, উচ্চারয়ামি) । মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ । মানবাঃ অসীমস্য ভগবতঃ মহিমাং পরিব্যক্তুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ । (৬অ-৩খ-৩সূ-৩সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

অষ্টদিক্‌ব্যাপিনী, দ্যুলোকব্যাপিনী অর্থাৎ দ্যুলোকভূলোকব্যাপিনী, সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) বর্দ্ধনকারিণী, তথাপি ভগবানের মহিমা হইতে ন্যূনা প্রার্থনা আমি উচ্চারণ করিতেছি । (মন্ত্রটী ভগবানের মহিমা-খ্যাপক । ভাব এই যে,—মনুষ্যগণ অসীম ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে ।) । (৬অ—৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'অষ্টাপদীং' অষ্টাভির্দিগ্‌ভির্বিদিগ্‌ভিশ্চাষ্টাপদীং 'নবস্রক্তিং' উপরিস্থিতেনাদিত্যেন নবস্রক্তিং আসু দিক্ষু ব্যাপ্তামিত্যর্থঃ, 'ঋতাবৃধং' যজ্ঞস্য বৃদ্ধিং কুর্ব্বতীং 'বাচং' স্তুতিময়ীং পরিপূর্ণাং 'তন্বং' তনুং ন্যূনাং সতীং 'অহং' 'পরি মমে' ন্যূনেনত্বাং করোমীত্যর্থঃ । কার্ৎস্নেন স্বরূপং স্তুত্যা বিষয়ীকর্ত্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ । 'ঋতাবৃধং'—'ঋতাস্পশং' ইতি পাঠৌ । (৬অ ৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৯৯০) সামের মর্ম্মার্থ ।

—:§:•§:—

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাখ্যাপক । মানুষ সান্ত সসীম । তাহার পক্ষে অসীম অনন্ত ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন সম্ভবপর নয় । মানুষ যতই কেন উন্নত হউক না, সে যে পর্য্যন্ত তাহার নিজের মধ্যে অনন্তত্বের অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সে ভগবানের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না । তাহা পরিব্যক্ত করা তো দূরের কথা । এমন কি, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেও মানুষ তাহার ক্ষীণ অসম্পূর্ণ ভাষার সাহায্যে সেই মহান্ অনুভূতি ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না । এ অনুভূতি, উপভোগের সামগ্রী—তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি মানুষের নাই । তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—দ্যুলোকভূলোকব্যাপী প্রার্থনাও ভগবানের মহিমার পক্ষে যথেষ্ট নহে । এখানে প্রার্থনাকে 'অষ্টাপদীং

নবস্রক্তিং' বলাতে প্রার্থনাকারীর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায় নাই। উহা কেবলমাত্র ভগবন্মহিমার অসীমত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—'তাঁহার সন্ধান না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে।' ভগবানের এই মহিমাকীর্ত্তন মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৬অ—৩খ—৩সূ ৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১র ২র
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত।
১ ২ ৩ ২
পিবতং শম্ভুবা সুতম্॥ ১॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ হে দেবৌ, যদ্বা—শক্তিজ্ঞানরূপিণৌ হে দেবৌ!) 'যুবাং' 'ইমে' অস্মাভিরুচ্চারিতাঃ, অস্মাভিরনুষ্ঠিতাঃ বা ইত্যর্থঃ) 'স্তোমাঃ' (স্তুতিমন্ত্রাঃ, সৎকর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অভ্যনূষত' (গৃহাণ, অধিতিষ্ঠ); অপিচ, হে 'শম্ভুবা' (সুখস্য বিধাতারৌ, পরমসুখদাতারৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) যুবাং 'সুতং' (অস্মাকং সৎকর্ম্মণা পরিশুদ্ধং—শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা ইতি ভাবঃ) 'পিবতং' (গৃহাণ—অস্মভ্যং অভীষ্টপূরণায় ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহলাভঃ সুগমঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নীরূপ দেবদ্বয় অথবা শক্তিজ্ঞানরূপী হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের উচ্চারিত অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত স্তুতিমন্ত্র সমূহ (সৎকর্ম্মসমূহে) গ্রহণ করুন অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে পরমসুখদাতা! আপনারা উভয়ে, আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে পঞ্চষষ্টিতম্ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হয়।) ॥ (৬অ—৬খ—৪সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'যুবাং' 'ইমে' 'স্তোমাঃ' স্তোতারঃ 'অভ্যনূষত' অভিষ্টুবন্তি। হে 'শম্ভুবা' সুখস্য ভাবয়িতারাবিন্দ্রাগ্নী 'সুতং' অভিষুতং অস্মদীয়ং সোমং 'পিবতং' ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৯৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

——— : ———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভে অন্তরকে বিশুদ্ধ করিবার এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমাভীষ্ট-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকারের সহিত দুই এক স্থলে সামান্য মাত্র মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। 'স্তোমাঃ' পদে ভাষ্যকার 'স্তোতারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্তোতারঃ অর্থও অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ভগবানের আরাধনাই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। যিনি ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই, আমাদের মতে, 'স্তোমাঃ' অর্থাৎ স্তোতৃগণ। 'স্তোতারঃ—'স্তোমাঃ' পদের অর্থ ধরিলে, তাৎপর্য্য হয়-যিনি বা যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি বা তাঁহারাই ভগবানকে স্তুতি করিতে সমর্থ। আবার 'স্তোমাঃ' পদের অর্থ স্তোত্রমন্ত্র ধরিয়া লইলেও ঐ একই অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রখ্যাপিত দেখি। মন্ত্র যদি যথার্থরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে সেই স্তোত্র মন্ত্রই ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে এবং তাহাই তাঁহার প্রীতিকর হয়।

'ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে একদিকে জ্ঞানের ও একদিকে কর্ম্মশক্তির প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। কর্ম্ম যদি জ্ঞানসংযুত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মই মানুষের মোক্ষহেতুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মই সুখের হেতুভূত। তাহাই জন্মগতিরোধের প্রধান কারণ। 'সুতং' পদের অর্থে এখানে 'অভিষুতং সোমং' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের অধ্যাহারমূলক কোনও সূত্র (সুত' পদ ভিন্ন) মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। 'সোম' শব্দের সম্বন্ধ-খ্যাপনে, 'পিবতং' ক্রিয়াপদের বিদ্যমানতা-হেতু, সোমকে মাদকদ্রব্য বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু আমরা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাব শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানে ভগবানকে পরিতুষ্ট করিবার কামনাই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অভীষ্টপূরণ হয়। অতএব সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য।' (৬অ-৬খ ৪সূ-১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্ভূত।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩   ১ ২   ৩ ১   ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
যাবাঁ৺ সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।
১ ২ ৩   ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তাভিরাগতম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (নেতারৌ, সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ) 'পুরুস্পৃহা' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ দেবৌ, যদ্বা শক্তিজ্ঞানরূপিণৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবয়োঃ স্বভূতাঃ, যুবয়োঃ সম্বন্ধি ইতি যাবৎ) 'যা' (প্রসিদ্ধাঃ) 'নিযুতঃ' (অসংখ্যাকানি জ্ঞানকিরণানি সন্তি) যুবাং 'তাভিঃ' (তৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'দাশুষেঃ' (হবীংষি প্রদাতরি ময়ি ইত্যর্থঃ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, মম হৃদি অধিতিষ্ঠতং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রজ্ঞানস্বরূপিণং ভগবন্তং প্রাপ্তুয়ে প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানসমন্বিতঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্ অহং ভগবৎপদাঙ্কানুসারী ভবেয়ং। (৬অ ৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রাগ্নীরূপী হে দেবদ্বয় অথবা জ্ঞানকর্ম্মরূপী দেবদ্বয়! তোমাদের স্বভূত অর্থাৎ তোমাদের সম্বন্ধি প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানকিরণ বর্ত্তমান, সেই জ্ঞানকিরণ-সমূহের সহিত হবির্দ্দানকারী অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আমার হৃদয়ে আগমন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য এখানে প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হই (৬অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'নরা' নেতারৌ 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'বাং যুবয়োঃ স্বভূতাঃ 'পুরুস্পৃহা' পুরুভির্বহুভিঃ স্পৃহণীয়াঃ 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানার্থং উৎপন্নাঃ 'নিযুতঃ' অশ্বাঃ 'সন্তি'। হে ইন্দ্রাগ্নী! 'তাভিঃ' 'নিযুদ্ভিঃ' সহ 'আগতং' আগচ্ছতং॥ (৬অ ৩খ-৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৯৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও প্রার্থনামূলক। এ মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তি প্রভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবদ্বয়ের বিশেষণদ্বয়—'পুরুস্পৃহা' এবং 'দয়া'। জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সুফল সকলেরই আকাঙ্ক্ষণীয়। আর, জ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম বা সদ্ভাব—মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে। জ্ঞান-প্রভাবে সদসৎ-বিচার-শক্তির উন্মেষণে সৎস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখনই তাঁহাকে সদ্ভাবের আধার বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেই ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তিনি সকল সৎকর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া জানিতে সমর্থ হইলে, তখনই তাঁহার প্রতি প্রাণ মন আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। স্বরূপ জ্ঞান ভিন্ন,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ভিন্ন,—ভগবত্তত্ত্বে সম্যক্‌দৃষ্টির পরিস্ফুরণ সম্ভবপর নহে।

মন্ত্রে 'নিযুতঃ' পদ আছে। ঐ পদের অর্থ ভাষ্যমতে 'অশ্বাঃ'। কিন্তু 'অশ্বাঃ' অর্থ আমননের কোনই হেতু পরিদৃষ্ট হয় না। 'অশ্ব' পদে আমরা 'জ্ঞানরশ্ময়ঃ' অর্থ ইতিপূর্ব্বে অনেকত্র অধ্যাহার করিয়াছি। ব্যাপ্তি অর্থ মূলক অশ্ ধাতু হইতে ঐ পদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত। জ্ঞানের ব্যাপকতা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। অনেকত্র এতদ্বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্র এবং অগ্নির অশ্ব বলিতে অগ্নির জ্বালা বা জ্ঞানাগ্নির অসংখ্য জিহ্বার বিষয়ই মনে আসে; আর ইন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার অশেষ শক্তি-সামর্থ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের লক্ষ্য সুখসাধন। দুঃখনিবৃত্তিতে কিসে সুখসাধন হয়, মানুষ প্রতিনিয়ত সেই কামনাই করিয়া থাকে। সুখসাধন পক্ষেই তাহার যত-কিছু যত্ন চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফলেই ইহসংসারে তাহার যত কিছু অনুষ্ঠান। সেই চেষ্টায়ই সে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরে। একটী ছাড়িয়া অপরটী, সেটী ছাড়িয়া আর একটী—এইরূপ বিভিন্ন পন্থার অনুসরণে সারাজীবন সে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে যদি একবার প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, একবার সে যদি বুঝিতে পারে—এই পথে চলিলে তাহার প্রকৃত সুখসাধন হয়, তাহা হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এখানে, সেই প্রকৃষ্ট পন্থ প্রদর্শন এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

মানুষ যদি তাহার ইষ্টদেবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক, আর সেই অভীষ্টপূরণ জন্য তাঁহাকে সৎকর্ম্মের নিয়োজক বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে, অভীষ্ট-পূরণের—আত্যন্তিক সুখসাধনের জন্য তাঁহারই শরণ গ্রহণ করে। সৎকর্ম্ম-সাধনই অভীষ্ট-পূরণের হেতুভূত। এই জ্ঞান জন্মিলে সে তখন, সেই জ্ঞানপ্রভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনার অভীষ্ট পূরণের জন্যই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মন্ত্রে সেই উদ্বোধনার মধ্য দিয়াই প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'যদি তোমার সেই চরম অভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি 'পুরুস্পৃহঃ'—

সকলেরই তিনি কাম্য অর্থাৎ সকলের সকল কামনাই তিনি পূরণ করেন। আবার তিনি সকল সৎকর্ম্মের নিয়ামক অর্থাৎ তিনি সকলকেই সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং জ্ঞান-প্রভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভগবানকে পাইবার প্রয়াসী হও, সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। (৬অ ৩খ ৪সূ—২সা)। *

—*—

তৃতীয়ং সাম

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
তাভিরাগচ্ছতন্নরোপেদং সবনং সুতম্।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে॥ ৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (হে সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ, যদ্বা—শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবদ্বয়ৌ!) 'ইদং' (অনুষ্ঠিতং ইত্যর্থঃ) 'সবনং' (কর্ম্মং) 'সুতং' (অভিষুতং প্রকৃষ্টরূপেণ আরব্ধং) অথবা 'ইদং' (অস্মাকং হৃদি বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'সবনং' (শুদ্ধসত্বং, ভক্তিসুধা বা) 'সুতং' (যুষ্মদর্থং অভিষুতঃ, উৎসর্গীকৃতঃ) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। অতঃ যুবাং 'সোমপীতয়ে' (তং শুদ্ধসত্বং গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'উপ' (সমীপে, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'আগচ্ছতং' (অধিতিষ্ঠতং, উপবিশতং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং আরাধয়ানি ইতি ভাবঃ। (৬অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নিয়োজক হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় (অথবা শক্তিজ্ঞানরূপী দেবদ্বয়)! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়াছে। অথবা আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব অথবা ভক্তিসুধা আপনাদের নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবের এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা যেন ভগবানের পরিতৃপ্তি বিধান করিতে সমর্থ হই। (৬অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'নরা' নেতারাবিন্দ্রাগ্নী! সূয়তেঽভিসূয়ত ইতি সবনঃ সোমঃ। 'ইদং সবনং' ইমং সোমং 'সুতং' অভিষুতং 'উপ' প্রতি যদ্বা, ইদং প্রাতঃসবনং উপ অস্মিন্ সবনে সুতমভিষুতং সোমং প্রতি। 'তাভিঃ' নিযুদ্ভিঃ আগচ্ছতং। কিমর্থং? 'সোমপীতয়ে' অস্য সোমস্য পানার্থং॥ (৬অ—৩খ-৪সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোম' শব্দে সেই পূর্ব্বের ভাব—সোমরূপ মাদক দ্রব্য সেবনের ভাবই মনে আসে। ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সেই আভাসই প্রাপ্ত হই। এস্থলে একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা - "হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এই সবনে অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর।"

ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনি আপনার ইষ্টদেবতাকে সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্য দানে কদাচ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহার প্রদত্ত সোম হৃদয়ের সদ্ভাব - ভক্তিসুধা। ভক্তের ভগবান তিনি; ভক্ত যদি ভক্তিগদগদ চিত্তে তাঁহাকে বিষও প্রদান করে, তিনি তাহাই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। ভক্তিডোরেই তিনি ভক্তের নিকট বাঁধা। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এমন যে ইষ্টদেব—এমন যে ভক্তের ভগবান, ভক্ত তাঁহাকে সোমরস রূপ মাদকদ্রব্য-দানে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন কি? তাই আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত সবনং, সুতং, সোমপীতয়ে' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের মতে ঐ সকল পদের যে অর্থ হয়, ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলেও আমরা সেই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি।

মন্ত্রের উদ্দেশ্য ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনে একাগ্রতা, ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনে সদ্ভাবের সঞ্চার এবং ভগবৎপ্রীতিসাধনে হৃদয়ের সার সামগ্রী ভক্তিসুধা - শুদ্ধসত্ত্ব অর্পণ। এতদুদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন-'যদি ভগবানের কৃপাকণা লাভের প্রয়াসী হও, মন, বিশুদ্ধতা অবলম্বন কর। আবিলতাপূর্ণ পঙ্কিল মনে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর নহে। ভক্তের ভগবান তিনি; তিনি প্রসন্ন হইলেই, তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।' * (৬অ—৩খ ৪সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২   ৩ ১ ২ ৩   ১র   ২র ৩   ১ ২
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভিদ্রোণানি রোরুবৎ।
২ ৩   ২ ৩   ২ ৩ ২
সীদন্‌যোনৌ বনেষ্বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্) ত্বং 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু 'যোনৌ' (আধারভূতেষু হৃদয়েষু 'আসীদন' (অধিতিষ্ঠন ইত্যর্থঃ) 'দ্রোণানি' (সদ্ভাবরোধকান শত্রূন ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'রোরুবৎ' (পুনঃ পুনঃ তান অভিভূতান কুর্ব্বন ইত্যর্থঃ) 'অর্ষা' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ। সদ্ভাবেন সর্ব্বশত্রুনাশায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — হে ভগবন্ ! হৃদি সদ্ভাবং জনয়িত্বা মাং পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয় (৬অ ৪খ—১সূ ১সা)।

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'দ্যুমত্তমঃ' (জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) ত্বং 'রোরুবৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'দ্রোণানি অভি' (পাত্রাণি অভিলক্ষ্য, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'অর্ষ' (আগচ্ছ) ; 'বনেষু যোনৌ' (জ্যোতিঃরূপে উৎপত্তিস্থানে, স্বস্বরূপে ইত্যর্থঃ) 'আসীদন' (স্থাপয়, অস্মান ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বলাভেন মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ -৪খ -১সূ -১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! অতিশয় দীপ্তিমান আপনি অরণ্যসদৃশ-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, সদ্ভাবাবরোধক শত্রুগণকে পুনঃপুনঃ অভিভূত করিয়া, আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সদ্ভাবপ্রভাবে শত্রুনাশের উদ্বোধনা মন্ত্রে বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্ ! হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আপনি আমাকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)। (৬অ—৪খ—১সূ—১সা)

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! জ্যোতিঃসম্পন্ন তুমি পরাজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন কর ; স্ব-স্বরূপে আমাদিগকে স্থাপন কর

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করিয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত হই)॥ (৬অ—৪খ—১সূ—১ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম' পবমান! 'দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্যমান্ 'বনেষু' অরণ্যেষু মধ্যে 'যোনৌ' স্বকারণভূতে পর্ব্বতাদিস্থানে 'আসীদন' সর্ব্বতো গচ্ছংস্তং 'দ্রোণানি' (প্রয়োগবাহুল্যাপেক্ষমেতৎ বহুবচনং) দ্রোণকলশান 'অভি' লক্ষ্য 'রোরুবৎ' পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা শব্দং কুর্ব্বন 'অর্ষ' আগচ্ছ দশাপবিত্রমধ্যান্নির্গতঃ সোমঃ অবিচ্ছিন্নধারয়া দ্রোণকলশে পতন শব্দং করোতি খলু। 'যোনৌবনেষ্বা'—শ্যেনোমযোনিমা' ইতি পাঠৌ॥ (৫অ ৪খ—১সূ ১সা)।

• • •

প্রথম (৯১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী একটু জটিলতা-সম্পন্ন। ভাষ্যের ভাবে ও ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেখিতে পাই,—"হে সোম! উজ্জ্বল-ভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন, এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।"

এখানে 'বনেষু' পদের ব্যাখ্যায়ই একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে 'বনেষু' পদে 'অরণ্যেষু মধ্যে'; আবার বিবরণকারের মতে 'বনেষু পদে 'উদকেষু' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যায়, আমাদের মনে হয়, ব্যাখ্যাকার ঐ 'উদকেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন'—অর্থ করিয়াছেন। 'যোনৌ' এই সপ্তম্যন্ত পদে ভাষ্যকার 'স্বকারণভূতে পর্ব্বতাদিস্থানে' অর্থ গ্রহণ করেন। ঐরূপ অর্থ গ্রহণের তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে,—সোমলতা প্রধানতঃ পর্ব্বতেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং পর্ব্বতই তাহার যোনি বা উৎপত্তি-স্থান। 'পর্ব্বতে অরণ্যমধ্যে সোমলতা জন্মিয়া থাকে'—'বনেষু যোনৌ' বাক্যে ভাষ্যকারের অনুসরণে সেই ভাবেরই আভাষ পাই। 'দ্রোণানি' পদের অর্থ—'দ্রোণকলশান' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। বিবরণকারও তাঁহারই ভাবের অনুসরণে ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'দ্রোণকলশসম্বন্ধানি পাত্রাণি।' দশাপবিত্রের মধ্য হইতে সোমরস অবিচ্ছিন্ন ধারায় দ্রোণকলশে পতিত হইবার সময় কলকল শব্দ হয় বলিয়া 'রোরুবৎ' পদের 'পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা শব্দং কুর্ব্বন' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ভাষ্যে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সে ব্যাখ্যায়, ব্যাখ্যাকার যদিও সম্পূর্ণরূপে ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই;

তথাপি তাহাতে তাঁহার কথঞ্চিৎ ছায়াপাত যে হয় নাই, তাহা নহে। ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়ই মিলাইয়া পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধ হইবে।

যাহা হউক, আমরা কোনও মতেরই পরিপোষণ করিতে পারি নাই। আমাদের অর্থ যে ভাবে যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে সে ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। 'বনেষু' পদে আমরা একটী উপমার প্রতি লক্ষ্য করি। 'বনেষু' বলিতে আমরা সাধারণ অরণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি না। হিংস্র বন্য শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য যেমন ভীতিজনক প্রাণনাশক; তেমনই কামক্রোধাদি হিংস্র রিপুসমাকুল হৃদয়ও মৃত্যুর হেতুভূত। অরণ্যচারী হিংস্র জীবজন্তু যেমন স্বতঃই মানুষের প্রাণনাশের এবং বিবিধ আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকে; পরন্তু নিবিড় অরণ্য যেমন গাঢ় অন্ধকারময়; সেইরূপ, যে হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় নাই; যে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন অপিচ যে হৃদয় হিংস্র রিপুশত্রুর বিচরণস্থল; সে হৃদয়ও তেমনই বিপদসমাকুল ও ভীতিজনক। অরণ্য যেমন তৃণলতা তরুগুল্ম হিংস্র জীবজন্তু ধারণ করে; তাহাকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলে, সেই আবার মানুষের সুখবাস-রূপে পরিণত হয়; সেইরূপ, এই হৃদয়ই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে, রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া নির্ম্মল পরিশুদ্ধ হইলে, সেই হৃদয়ই সদ্ভাবের — শুদ্ধসত্ত্বের আবাস-ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 'বনেষু' পদের এই ভাবেই সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'যোনৌ' পদ সেই হিসাবে আধারক্ষেত্র হৃদয়কেই নির্দ্দেশ করে। নির্ম্মল হৃদয় যেমন সদ্ভাবের জনয়িতা, সেইরূপ তাহাই আবার সদ্ভাবের ধারক ও পোষক। 'রোরুবৎ' পদে 'পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা বা শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করিলাম না। ঐ পদে আমাদের মতে পুনঃ পুনঃ অভিভূতান্ কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করিলাম। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, 'রোরুবৎ' পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। 'দ্রোণানি' পদে আমরা 'সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রূন্' অর্থ গ্রহণ করি। নিরুক্ত গ্রন্থের 'নৈগম কাণ্ডে' 'দ্রোণ' পদে 'শত্রুগণের প্রক্ষিপ্ত রথচক্র' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। আমরা তদনুসরণে 'দ্রোণানি' পদে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের মধ্যে 'কলশ' বোধক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং 'দ্রোণকলশ' অধ্যাহারের কোনই হেতু দেখি না।

যাহা হউক, আমাদের মতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চারে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি বিনাশ প্রাপ্ত হউক; শুভ্র জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া সদ্ভাবের বিকাশে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হউক।' দ্বিবিধ অন্বয়েই মন্ত্রে এই ভাব পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'বনেষু' পদে জ্যোতিঃ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নিরুক্তেও তাহার আভাষ আছে। 'বনেষু যোনৌ' পদদ্বয়ে জ্যোতির চরম উৎপত্তি-স্থান ভগবানকে লক্ষ্য করে। সেই স্থানে পৌঁছিলে মানুষের আর কোনও ভাবনা থাকে কি? মানুষ পরম সুখের কামনা করে। মন্ত্রেও তাই পরমসুখলাভের প্রার্থনা দেখিতে পাই। মন্ত্র বলিতেছে,—'যদি পরমসুখ লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে

প্রযত্নপর হও। তাহাতেই হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইবে। অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে অন্তঃশত্রুও আর সে হৃদয় আক্রমণ করিতে পারিবে না। তখন মোক্ষলাভের পথ সুগম হইয়া আসিবে।' * (৬অ—৪খ—১সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয় সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্সা' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্ররূপায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনে দেবায়) 'বায়বে' (বায়ুরূপায় পবিত্রকারকায় বলপ্রাণপ্রদাত্রে দেবায়) 'বরুণায়' (বরুণরূপায় স্নেহকারুণ্যরূপিণে দেবায়) 'মরুদ্ভ্যঃ' (মরুৎরূপায় জীবনস্বরূপায় দেবায়) 'বিষ্ণবে' (সর্ব্বব্যাপিনে বিষ্ণুরূপায় বিশ্বপালকায় দেবায়—সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'অর্ষন্তু' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি সঞ্চরন্তু ইতি ভাবঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায় হৃদি সদ্ভাবং বিকাশপ্রাপ্তং ভবতু ইতি ভাবঃ। (৬অ ৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্বাদি, ইন্দ্ররূপী পরমৈশ্বর্য্যশালী, বায়ুরূপী বলপ্রাণপ্রদাতা পবিত্রকারক, বরুণরূপে স্নেহকারুণ্যপূর্ণ, মরুদ্গণরূপী জীবনকারণ, বিষ্ণুরূপে সর্ব্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে ক্ষরিত অর্থাৎ সঞ্চারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হউক। (৬অ—৪খ—১সূ—২সা))।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (ষষ্ঠ প্রপাঠক, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম মন্ত্র) পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণং-ভাষ্যং।

'অপ্সা' বসতীবরীনামধেয়ানামপাং সম্ভক্তারঃ। সনবণসম্ভক্তৌ (ভ্বা, প০)। 'জনসনেতি' (৩।২ ৬৭) বিট্। 'আত্বং বিড়বনোরিতি' (৬।৪।৪১) তাদৃশাঃ। 'সোমাঃ' 'অর্ষন্তু' দ্রোণকলশমাগচ্ছন্তু। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায়' সর্ব্বদেবানাং প্রথমস্ত এব ইন্দ্রঃ সোমান্ পিবতি, তস্মাৎ তদগ্র বায়ুরুক্তঃ তস্মৈ চ 'বায়বে' 'তদনন্তরং বরুণঃ সোমান পিবতি তস্মৈ চ 'বরুণায়' তস্তো 'মরুদ্ভ্যঃ' এতন্নামকেভ্যো দেবেভ্যঃ 'বিষ্ণবে' সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনে এতন্নামকায় দেবায় চ,— এতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সোমা আগচ্ছন্ত্বিত্যর্থঃ। 'সোমা অর্ষন্তু'--'সোমো অর্ষন্তি ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এক হিসাবে এই মন্ত্রে সর্ব্বদেবতার প্রীতিসাধনের প্রার্থনা বর্তমান। আবার অন্যভাবে সর্ব্বদেবময় সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের প্রীতি সম্পাদন জন্য প্রার্থনার ভাবের বিকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু প্রভৃতি সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশরূপ বা বিভূতি। বিভিন্ন বিভূতির প্রীণন-কল্পে প্রার্থনার বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই সূচিত হয়।

মানুষের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণায় অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়াই বিভিন্ন রূপগুণে, ধ্যানধারণার উপযোগী হইয়া, ভগবান প্রকাশিত হন। এখানে বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। মানুষ যদি বুঝিতে পারে, তিনি তাঁহার ধ্যানধারণার অতীত অনাদি বিরাট পুরুষ; তাহা হইলে সে আর তাঁহার প্রতি কদাচ আকৃষ্ট হয় কি? তাহার অসামর্থ্যের কল্পনাই সে পথের অন্তরায় হয়। তাই তিনি বিভিন্ন রূপগুণে আত্মপ্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দেন,--'ভ্রান্ত জীব! তুমি যাঁহাকে বিরাট বলিয়া মনে কর; তুমি যাঁহাকে তোমার জ্ঞানের অতীত বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও;—তিনি তো তোমার জ্ঞানের অতীত নহেন! তিনি তো তোমার ধ্যানধারণার বহির্ভূত নহেন! তোমার ইষ্টদেব যিনি তিনি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু প্রভৃতির মধ্যেই তো সীমাবদ্ধ! তাঁহার এই এই রূপ গুণ। সুতরাং তুমি যদি এই রূপে এই গুণে বিভূষিত তোমার ইষ্টদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুতরাং সকল সন্দেহ—সকল সংশয় দূর করিয়া গুণসমন্বিত মূর্ত্তে তোমার ইষ্টদেবকে বায়ু বরুণ প্রভৃতি যে কোনও রূপে জানিতে প্রযত্নপর হও। তাহা হইলে, এই মূর্ত্তের মধ্য দিয়াই অমূর্ত্তে পৌঁছিতে পারিবে; সসীমের মধ্য দিয়াই অসীমে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাব আমরা উপলব্ধি করি। (৬অ—৪খ ১সূ ২সা)। *

* উত্তর আর্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত।

তৃতীয়ং সাম ।

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২৩১ ২ ৩ ১ ২
ইষস্তোকায় নো দধদস্মভ্য৺ সোম বিশ্বতঃ ।
১ ২ ৩ ১ ২
আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং 'তোকায়' (অস্মাকং সুখসাধনায়, পরমপদি প্রতিষ্ঠাপনার্থং ইতি ভাবঃ) 'ইষং' (অভীষ্টং, 'দধৎ' (ধারয়, প্রপূরয়) ; অপিচ, 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বাসু দিক্ষু ইত্যর্থঃ) 'সহস্রিণং' (সর্ব্বপ্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং- অস্মাকং সুখকামনায় ইতি যাবৎ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রক্ষর, প্রযচ্ছ—পরমধনং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ । অত্র পরমধনলাভায় প্রার্থনা বর্ত্ততে । (৬অ ৪খ -১সূ ৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আমাদিগের সুখসাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ কর । অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! বিশ্বের সকল স্থান হইতে সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের সুখকামনায় পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । এখানে পরমধনলাভের প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে ।) ॥ (৬অ—৪খ—১সূ—৩সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'সোম' ! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'তোকায়' পুত্রায় 'ইষং' অন্নং' 'দধদ্' বিদধৎ প্রযচ্ছন 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যাকং ধনং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'অস্মভ্যং' চ 'আপবস্ব' আ প্রাপয় অস্মভ্যং পুত্রায় চ অন্ন-ধনাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ । (৬অ - ৪খ—১সূ - ৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৯৯৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রে প্রথম দৃষ্টিতে ঐহিক সুখসাধনার কামনা প্রকটিত হইয়াছে। আমাকে ধন বিত্ত প্রদান কর ; আমার পুত্র-পৌত্রাদিকে অন্নধনাদি দান কর ;—সাধারণতঃ এই ভাবই মন্ত্রের মধ্যে প্রস্ফুট দেখি। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রে যে এক উচ্চভাব প্রকটিত, তাহাই উপলব্ধ হয় ।

ঐহিকের সুখ-সম্পদ অল্পকালস্থায়ী। জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগসুখের অবসান হয়। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রে চরম প্রার্থনা পারত্রিক মঙ্গল সাধনের কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাব এই যে,—ঐহিক সুখসাধন আমার কামনার সামগ্রী নহে; আমার একমাত্র কামনা,—'আমি যাহাতে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, হে ভগবান্, তোমারই চরণে জীবন সমর্পণ করিতে পারি। তাই প্রার্থনা আমার সেই অভীষ্টপূরণের জন্য আপনি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা পদ-বিশেষের বিভক্তি প্রভৃতির ব্যত্যয় সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'তোকায়' পদে 'পুত্রায়' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা দ্রষ্টব্য। 'তোকায়' পদের ঐ অর্থ বেদের আলোচনা প্রসঙ্গে বহুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং সেই সেই স্থলে ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণের হেতু-প্রভৃতিও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। 'আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদির জন্য অন্নধনাদি প্রদান কর'—এরূপ প্রার্থনায় নিজের কি পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বুঝা যায় না। আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-কামনায় বেদমন্ত্রকে যদিও স্বার্থপরতার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া স্থূল-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আত্মোন্নতির মধ্য দিয়া বিশ্বহিতসাধনের কামনা মন্ত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন যাঁহারা—তাঁহাদের লক্ষ্যই বিশ্ববাসীকে ভগবৎপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কামনা বা লক্ষ্য নাই। আমরা পূর্ব্বাপর সেই ভাবেই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বত্র সেই ভাবেরই উদ্বোধনা দেখিতে পাই। আপনাকে ভালবাসিতে না জানিলে, অপরকে ভালবাসিতে পারা যায় না। আপনি উন্নত না হইলে, অপরকে উন্নত করিতে পারা যায় কি? কাঞ্চনের সাহায্যে কাচও মারকতী দ্যুতি ধারণ করে। প্রকৃত আত্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা তাই আপনার মধ্য দিয়া অপরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রে আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। আত্মা বা আত্মকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিতে না পারিলে, আত্ম-নষ্ট হইলে—কিরূপে বিশ্বের প্রতি প্রীতি জন্মিতে পারে? এই ভাবেই বেদমন্ত্রের অর্থ আমরা নিষ্কাষিত করি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। (৬অ—৪খ—২সূ ৩সা)॥

প্রথম সূক্তের গেয় গান।

১ র র — ১ ২ ১ র র ২ ১ র ২ ১ —
১। অর্ধাসোমা ২ হ্যামস্তমাঃ। অভিদ্রোণানিরোরু ২ ৩ বাং। সাস্থিদা ২ ন।

১ র ২ ১ ১ ২ ৫ ১ র —
যোনৌবনা ২ ৩ যি। হুং। যৃ ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি ॥ (১) অপ্সাইস্লা ২

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়-গান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২১ র ২১ ২ ১ — ১! ২১ ১
য়বায়বায়ি। বরুণায়মরুত্ত্বা ২ ৩ য়াঃ। সোমা ২ ঃ। আর্ষত্ত্বা ২ ৩ য়ি। হুম।

২ ৫ ১ র — র১ ২১ র২
ষ্ণা ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি। (২) ইষস্তোকা ২ য়নোদধাৎ। অক্ষত্ত্যা৺সোম-

১ ২ ২ — ১ ২১ ১
বিশ্বা ২ ৩ ত্তাঃ। আপা ২। বাক্ষসহা ২ ৩। হুম।

২ ৫
স্রা ৩ ৪ ৫ য়িণো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২র র ১২ ২ ১২র ১ ৭ ৩ ৫
২। অর্ষাসোমা। দ্যুমাত্তা ৩ মাঃ। অভিদ্রো। ণা। নিরো ২ রু ২ ৩ ৪ বাৎ।

১ র ২ S ২ ১র ১ ৩ ৫র র
দাধিদস্তোনা ৩ উ। ঈ ৩ য়া। বনে। ষ্ ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

২র ১২ ২ ১২র ১ ৭ A ৩
অপ্সাইন্দ্রা। য়বায়া ৩ বায়ি। বরুণা। য়া। মরু ২ ত্ত্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১ ২ S ২ ১ n৩ ৫রর ২ র
সোমাঅর্ষা ৩। ঈ ৩ য়া। তুবি। ষ্ণা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) ইষস্তোকা।

১২ ২ ১ ১ ৭ A ৩ ৫ ১ ২
য়নোদা ৩ ধাৎ। অক্ষত্ত্যম্। সো। মবা ২ য়িশ্বা ২ ৩ ৪ ত্তাঃ। আপবক্ষা ৩।

S ২ ১ ৩ ৫রর ২n ৫
ঈ ৩ য়া। সহ। স্রা ২ য়িণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা (৩)।

* * *

১ ২ ১ ২ ৫ ২ র২র
৩। অর্ষাহাউ। সোমদ্যুয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। ত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। অভিদ্রোণানি-

১র ৩ ১১১১১ র ২ ১র২
রোরুবা ২ ৩ ৪ ৫·৫। সীদানহাউ। যোনৌবনা ৩ ১ উবা ২ ৩ য়ি। ষ্ ২ ৩ ৪

৫ ২১র র ২র১২র১ ২র ১২৩১১১১ ১র ২
বা॥ (১) অপ্সাইন্দ্রায়বায়বেবরুণায়মরুত্ত্বিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সোমাহাউ।

১ ২ ৫ ১ ২র১র ২র১ ২১
আর্ষত্ত্বা ৩ ১ উবা ২ ৩ য়ি। ষ্ণা ২ ৩ ৪ বে॥ (২) ইষস্তোকায়নোদধদক্ষত্ত্যা৺-

২র ১৩১১১১ ১র ২ ১২
সোমবিশ্বত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। আপাহাউ। বাক্ষসহা ৩ ১

৫
উবা ২ ৩। স্রা ২ ৩ ৪ পাম (৩)।

* * *

১ ২ র ১র র২১ ২১ র — ১২
৪। আগ্নিষাম্। ভোকায়নোদধাং। অমৃত্যম। সোমবা২য়ি। ঋতা৩১

২ ৫ ২র১ ২ ১ ২
উবা২৩। উ৩৪পা। আপবা২৩স্বা। সহস্রিণা৩

১ ২॥ ৫
মাউবা২৩। উ৩২৩৪পা (৩)।

• • •

২ র ১ ২ ১ র২১ ২১ র ১ র ২
৫। ইষস্তোকোবা। য়ানোদধাৎ। অস্মাভ্যা২৩৮সো। মবিশ্বাতাঃ। আপাবা১

৪ ৫ ৩২
স্বা২৩না। হ। স্রিণো৩৪৫ঈ। ডা (৩)॥

• • •

২ র ১২ ১ ॥ ॥২॥৩ ৫ ১২র ১২
৬। অপ্‌নৌহোবা। আয়িস্রা২। য়ধাগ্না২৩৪বায়ি। বরুণায়। মরুদ্ভ্যা১

— ১রর ২ ২ ৩ ৫ ১ ^৩
য়া২ঃ। সোমাঃ। ৫া। ঔ৩হোয়ি। আ২৩৪র্ষা। তু২বা২৩৪

৫রর ২ ১ ১১১১
ঔহোবা। এ৩। ঋবা২৩৪৫য়ি (২)॥ ।২৩।*

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩২র ৩২ ৩২৩২ ৩১২
সোম উষাণঃ সোতৃভিরধিষ্ণুভিরবীনাম্।

১২ ৩১২ ৩ ১২
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া

৩১২ ৩ ১২
মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে; উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "শাকলম" (২) "বার্শম" (৩) "সন্তনি" (৪) "শাকয়বর্ণম" (৫) "অয়াবোধীয়োত্তরম" (৬) "মার্গীয়বম" ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোতৃভিঃ' (অনুষ্ঠাতৃভিঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা - তেষাং ঐকাগ্র্যেণ কর্ম্মপ্রভাবেন বা ইতি ভাবঃ) 'স্বানঃ' (অভিষুতঃ সন্) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অব্যীনাং' (অব্যীময়ানাং জ্ঞানোৎপাদিতয়া বিশুদ্ধয়া) 'স্নুভিঃ' (প্রবাহৈঃ ধারয়া ইতি যাবৎ) 'অধি যাতি' (সম্যক্ প্রবহতি,--সদ্ভাবসম্পন্নানাং জনানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); 'অশ্ব্যা ইব' (অশ্বাঃ যথা ক্ষিপ্রগমনত্বেন ত্বরয়া জনান্ গন্তব্যং প্রাপয়তি, তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'হরিতা' (পাপনাশকেন) 'ধারয়া' (প্রবাহেণ) 'যাতি' (অধিগচ্ছতি সাধকান্ অভীষ্টং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); তথা 'মন্দ্রয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (প্রবাহরূপেণ) 'যাতি' (সাধকান্ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ শুদ্ধসত্ত্বং পরমানন্দং চ লভন্তে। অহমপি তেষাং আদর্শানুসরণেন আত্মজ্ঞানলাভায় প্রবুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ—২সূ - ১সা)।

অথবা,

'সোতৃভিঃ' (পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ) 'অব্যীনাং' (জ্ঞানানাং, জ্ঞানস্য) 'স্নুভিঃ' (ধারাভিঃ, প্রবাহৈঃ) 'স্বানঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'অধি' (অধিগচ্ছতি, তান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); 'অশ্ব্যা ইব' (ব্যাপকজ্ঞানং যথা সাধকং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ) সত্ত্বভাবঃ 'হরিতা' (পাপহারকেন) 'ধারয়া' (প্রবাহরূপেণ) 'যাতি' (গচ্ছতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি); সঃ 'মন্দ্রয়া' (আনন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'যাতি' (প্রবহতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূজাপরায়ণাঃ জনাঃ জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভন্তে - ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৪খ - ২সূ - ১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের একাগ্রতায় ও কর্ম্ম-প্রভাবে অভিষুত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানসহযুত বিশুদ্ধ প্রবাহরূপে সদ্ভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে সম্যক্ প্রবাহিত হয়। অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিতে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত করায়, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি আপনার পাপনাশক পবিত্র প্রবাহের দ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়; অপিচ, পরমানন্দদায়ক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আপনার কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণে আমিও যেন আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রবুদ্ধ হই)। (৬অ—৪খ—২সূ—১সা)।

অথবা,

পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞানপ্রবাহ দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া সত্ত্বভাব নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; ব্যাপকজ্ঞান যেমন সাধককে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্বভাব পাপহারক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; তিনি আনন্দদায়ক ধারারূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (৬অ—৪খ—২সূ—১সা।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোতৃভিঃ' অভিযুণ্বদ্ভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'স্বানং' অভিষূয়মাণঃ 'সোমঃ'. 'অবীনাং' 'স্নুভিঃ'। মাংস্পৃৎস্নূনামুপসংখ্যানম্ (৬।১।৬৩) ইতি সানু শব্দস্য স্নু-ভাবঃ। সমূচ্ছ্রিতৈরব্যালৈঃ পবিত্রৈঃ 'অধি যাতি' অধিকং গচ্ছতি। 'উ' ইতি প্রসিদ্ধৌ। 'অশ্ব্যা ইব' বড়বা ইব 'হরিতা' হরিতবর্ণয়া ধারয়া 'যাতি' 'মন্দ্রয়া' মদকারিণ্যা দ্রোণকলশমধিগচ্ছতি। 'উঘাণঃ'—'উষুবাণঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ-৪খ-২সূ-১সা।)॥

* * *

প্রথম (৯৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সত্ত্বভাবের প্রভাবে আপনার অভীষ্ট প্রাপ্ত হন, অপিচ সদ্ভাবে সজ্জ্ঞান ত্বরায় অধিগত হয়, এবং সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি পরমানন্দলাভে কৃতকৃতার্থ হয়েন;—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহাদিগের হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতার দিকে পরিচালিত হয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। ভগবানের কৃপায় মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু তাঁহারা লাভ করেন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই এক সত্য বিভিন্ন ভাষা ও ভাবধারার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে 'যাতি' ক্রিয়াপদটী নিশ্চয়ার্থে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, এই সত্যটী মানবের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই 'যাতি' পদ দুই বার উক্ত হইয়াছে।

'সোতৃভিঃ' পদে 'পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-২৮সূ-৮ঋ) দ্রষ্টব্য। 'অবি' অথবা 'অবী' শব্দ জ্ঞানার্থক। এবং ক্ষরণার্থক 'স্নু'-ধাতু মূলক 'স্নুভিঃ' পদের 'প্রবাহৈঃ' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'অবীনাং স্নুভিঃ' পদদ্বয়ে 'জ্ঞানস্য প্রবাহৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উ' অব্যয় এখানে নিশ্চয়ার্থক। ঐ অর্থেই এখানে সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্র দ্বারা ক্ষরিতেছেন। তাহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'অশ্ব' শব্দে 'ব্যাপক জ্ঞান' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৬অ-৪খ ২সূ ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম

১ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমাদুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোমান্' (বিশুদ্ধজ্ঞানযুতঃ ইতি যাবৎ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'অনূপে' (হৃদ্রূপে উন্নতপ্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'গোভিঃ' (পরাজ্ঞানপ্রবাহৈঃ সহেতি যাবৎ) 'অক্ষাঃ' (স্বতঃমেব ক্ষরন্তি—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপণায় 'দুগ্ধাভিঃ' (বিশুদ্ধৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা সহেতি যাবৎ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অকিঞ্চনানাং অস্মাকং হৃদি ধারারূপেণ সঙ্করতু ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'মন্দী' (পরমানন্দদায়কঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সমুদ্রং ন' (সমুদ্রমিব, যদ্বা-উদকানি যথা সমুদ্রং গচ্ছন্তি তদ্বৎ) 'মদায়' (নিত্যানন্দপ্রদানায় ইত্যর্থঃ—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'সংবরণানি' (রসরূপেণ, স্নেহসত্ত্বধারয়া ইত্যর্থঃ) হৃদি 'অগ্মন্' (অধিগচ্ছন্, প্রবহন ইতি যাবৎ) 'তোশতে' (অন্তঃশত্রূন্ নাশয়তু, যদ্বা তেন ধারয়া পরিব্যাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ। জ্ঞানসমন্বিতঃ সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ। জ্ঞানেন সত্ত্বভাবেন চ যথা নিত্যানন্দং লভেয়ং তথা সাধয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ। (৬অ-৪খ-২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধজ্ঞানসংযুত শুদ্ধসত্ত্বাদি হৃদ্রূপ উন্নতপ্রদেশে জ্ঞানপ্রবাহসমূহের সহিত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতই ক্ষরিত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

হয়। ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধজ্ঞান-জ্যোতির সহিত, অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে ধারারূপে সঞ্চারিত হউক। অপিচ, সমুদ্রের ন্যায় অর্থাৎ উদকসমূহ যেরূপ সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ আমাদিগকে নিত্যানন্দ প্রদানের নিমিত্ত, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, স্নেহ-সত্ত্বধারারূপে, আমাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুক অর্থাৎ ধারারূপে আমাদিগেকে পরিব্যাপ্ত করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক। সজ্জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই সকল অভীষ্টপূরণের হেতুভূত। জ্ঞান ও সদ্ভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দলাভে সমর্থ হই—মন্ত্রে এই সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।) (৬অ—৪খ—১সূ—১ম)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গোমান' গোযুক্তঃ সোমঃ 'অনূপে' নিম্নে দেশে কলশে 'গোভিঃ' 'গোর্ব্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ সহ 'অক্ষাঃ' ক্ষরন্তি। তদেবোচ্যতে 'সঃ' সোমঃ আত্মনো মিশ্রণার্থং 'দুগ্ধাভিঃ গোভিঃ' সহ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। ক্ষরতের্লুঙি রূপং। কিঞ্চ 'সমুদ্রং ন' যথা সমুদ্রমুদকানি গচ্ছন্তি তদ্বৎ 'সম্বরণানি' সম্ভজনীয়ানি রসরূপাণি অন্নানি দ্রো. কলশং 'অগ্মন্' গচ্ছন্তি। গমের্লুঙি চ্লের্লুক রূপং। কিঞ্চ 'মন্দী' মদকরঃ সোমঃ 'মদায়' মদার্থং 'তোশতে' হন্যতে অভিষূয়তে। তোশতির্ব্বধকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৯।২৯)। (৬অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (৯৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ ০ ‡———

মন্ত্রটীর কয়েকটী বিভাগে একদিকে যেমন নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যদিকে তেমনি প্রার্থনা ও সঙ্কল্প প্রকটিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানোদ্ভাসিত শুদ্ধসত্ত্ব তো আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের হৃদয়ে স্বতঃ ক্ষরিত হয়! কিন্তু অকিঞ্চন আমরা; আমাদের উপায় কি? আমরা কি সে দিব্য আলোক-রশ্মি লাভ করিতে পারিব না! আমরা কি তাহা হইলে সেই চির অন্ধকারেই ডুবিয়া রহিব? কিন্তু তাহা তো নয়! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধু-পুরুষগণই তো আমাদের সহায়! তাঁহাদের সদ্ভাবপ্রভাবে তাঁহারাই আমাদিগের পরি-ত্রাণ সাধন করিবেন! তাঁহাদের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবসঞ্চারে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে আমরাও সেই নিত্যানন্দময় ভগবানের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হইতে পারিব। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা আমাদের কর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ে সঞ্চার করিতে সমর্থ হই।

আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে আমাদের অন্তঃশত্রু যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানজ্যোতিতে পরিবৃত হই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অনুপে' এবং 'তোশতে' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যমতে 'অনুপে' পদের অর্থ—'নিম্নে দেশে'। কিন্তু বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'উচ্চৈঃ প্রদেশে'। আমরা বিবরণকারের অনুসরণে 'উচ্চ প্রদেশ' হইতে 'হৃদয়রূপে উন্নতপ্রদেশে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। হৃদয় যেমন শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবের উৎপাদক, তেমনই সেই আবার তাহার ধারক ও পোষক। হৃদয়ের অপেক্ষা উন্নত প্রদেশ আর কি হইতে পারে? হৃদয় যদি সদ্ভাবে মণ্ডিত হয়, হৃদয় যদি জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আলোকিত হইয়া উঠে,—তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান আর কিছুই হইতে পারে না। কলঙ্ককলুষিত হইলে সে যেমন অতি নীচ হয়, তেমনি কলঙ্কবিমুক্ত হইয়া সদ্ভাবদির সমাবেশে সে তেমনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। কর্ম্মবৈগুণ্যে একই সামগ্রী হীনতা প্রাপ্ত হয়, আবার কর্ম্মপ্রভাবে সেই একই সামগ্রীই আবার বরণীয় আসন লাভ করে। 'অনুপে' পদে আমরা সেই জ্ঞানোদ্ভাসিত সদ্ভাবসমুন্নত উন্নত হৃদয়কেই লক্ষ্য করি। আর সেই ভাবেই আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ নিকাষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে 'তোশতে' পদের এক অর্থ—'হন্যতে', আর এক অর্থ—'অভিষূয়তে'। বিবরণমতে অর্থ হয়—'তুশি ব্যাপ্তৌ ব্যাপয়তি'। সর্ব্ববিধ অর্থেই সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়। 'তোশতে' পদের 'হন্যতে' অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ পদে অন্তঃশত্রুবিনাশের ভাব উপলব্ধি হয়। আবার 'অভিষূয়তে' অর্থ গ্রহণ করিলে, উহাতে সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি উন্মেষণের বিষয় মনে আসে। হৃদয়ে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি উন্মেষণের প্রধান অন্তরায় অন্তঃশত্রুগণ। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন ভিন্ন শ্রেয়ঃলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই, এক হিসাবে, 'তোশতে' পদের 'হন্যতে' অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আবার 'অভিষূয়তে' অর্থ-গ্রহণেও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে। বিশুদ্ধ হৃদয়ই সত্ত্বের আধার। সে পক্ষেও শত্রুনাশ প্রথম প্রয়োজন। শত্রু বিনষ্ট না হইলে, অন্তর বিশুদ্ধতা ধারণ করিতে পারে না। বিবরণকারের ব্যাখ্যা হিসাবেও, 'সদ্ভাব হৃদয়কে ব্যাপ্ত করুন' অর্থ প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং যে ভাবেই হউক, 'তোশতে' পদে শত্রুনাশে হৃদয়ে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সঞ্চারে আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'তোষতির্ব্বধ-কর্ম্মা'—ভাষ্যকার এ অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সমীচীনতা অবিসংবাদিত সেই ভাবেই আমরা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—মুমুক্ষু হইতে হইলে প্রথমতঃ অন্তঃশত্রু-নাশের প্রয়োজন। অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-দিব্যদৃষ্টি লাভ প্রভৃতিই সে পক্ষে প্রধান সহায়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যে আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই সকল সংশয় দূর হইবে। জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে সত্ত্বভাবের সমাবেশে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎপ্রীতিসাধনে সমর্থ হইবে। তাহাই পরম সুখসাধন, তাহাই নিত্যানন্দপ্রদ। সেই সুখ—সেই আনন্দ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি। (৬অ ৪খ ৩সূ—২সা)।

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১ র ২র১২র১২ ১ ২র ১২র
১। হোবাগ্নি। সোমউষাণঃসোতৃভিঃ। হোবাগ্নি। অধিষ্ণুভিরবীনাম্। আর্ষেয়েব।

১ ৭র২ ৭ A৩ ৫ ২১ ২ ১ n
কারিতায়া৩১। ভিধা২রা২৩৭য়া। মন্দ্রায়া২৩৪য়া৩। ভা২

৩ ৫রর ৩ ৫ ১ ২১২র ১র২র
য়িধা২৩৪ঔহোবা। য়া২৩৪য়াঃ হোবাগ্নি। মন্দ্রয়াযাভিধারয়া।

১ রর রর ৭র২র ২৭র ২ A ৩
হোবাগ্নি। মন্দ্রয়াযাভিধারয়া। আনূপে। গোমানগো৩১। ভা২য়িরা

৫ ২র১ ২ ১ n ৩ ৫রর
২৩৪ক্ষাঃ। সোমোদূ২৩গ্ধা৩। ভা২য়িরা২৩৪ ঔহোবা।

৩ ৫ ১ র রর১র ১র ১
আ২৩৪ক্ষাঃ। (২) হোবাগ্নি। সোমোদুগ্ধাভিরক্ষাঃ। হোবাগ্নি।

র র র ৭২ ১৭২ ৭A৩ ৫
সোমোদুগ্ধাভিরক্ষাঃ। সামুদ্রম্। সাংবরণা৩১। নিরা২আ২৩৪গ্মান্।

২১ ২ ১A৩ ৫রর ৩ ৫
মন্দামিমা২৩দা৩। যা২তো২৩৪ঔহোবা। শা২৩৪তে(৩)॥

* * *

১২ ১রর র ১২ — ১ ২ ১২
২। সোমাঃ সোমাঃ। উষাণা৩ঃ সোত্১ভী২ঃ। অধিষ্ণুভিঃ। আবা১য়িনা

-- ১ —১ — ১ রর ২১র ২ ১২ ২ ১
২ম্। আর্ষা২য়েণা২। কবিভাযাভিধার২৩য়া। মন্দ্রায়া৩য়া৩। ভা

৪ ২ ৫ ১২১২ রর ১২—
২৩ইধা৩। রা৩৪৫য়ো৬হায়ি। (১) মন্দ্রামন্দ্রা। য়াযাভী৩ধারা১

— ২রর ১২ -- ১—১ -- ১র র২১
য়া২। মান্দ্রয়ায়া। ভিধারা১য়া২। আনূ২পেগো২। মানগোভিরা২৩

২ ১র ২ ২ ১ ৪২ ৫
ক্ষাঃ। সোমোদু৩গ্ধা৩। ভ১২৩য়ি৩। রাক্ষ২৩৪৫ক্ষো৬হায়ি।

১র২ ১র২ রs ১ ২ — ১১রর র ১ ২
(২) সোমাঃ সোমাঃ। দুগ্ধা৩ভায়িরা১ক্ষা২ঃ। সোমোদুগ্ধা। ভায়িরা১

— ১ —১ — ১ র ২১ ২ ১ ২ ৩
ক্ষা ২ ঃ। পামৃ ২ ত্রায়া ২। সংবরণানিয়া ২ ৩ প্যান্। মন্দায়িয়া ৩ দা ৩।

১ ৪ ২ ৫
ধা ২ ৩ তো ৩। শা ৩ ৪ ৫ তো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২র২ র ৫র ২ ১ ৪ ৫ ১ --
৩। সোমউষাণঃসো। হা ৩ হা ৩ য়ি। ত ২ ৩ ৪। ভিত্তুতোবা। অধাহো ২

১ -- ১ ২ -- ১ ২র ১ ২ n ৩২
য়ি। ক্ষুত্তায়িহেঁ ২। আবা ১ য়িনা ২ প। আশ্বয়েব। হরায়িতায়া। ভিধা

n ২ ৪ ১ — ১ -- ১ -- ১র
উবা ৩। উ ২ ৩ ৪ পা। রয়া ২। মাল্রা ২ য়ায়া ২। ভিধা।

n ৩ ৫র র ৪৩৪র৫র র ২ ২ ১
রা ২ য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা॥ (১) মল্লয়াধাভিধা। হা ৩ হা ৩ য়ি। রা

র ৫ ১ -- ১র -- ১ ২ --
২ ৩ ৪। রায়য়োবা। মাল্রাহো ২ য়ি। রায়াহো ২। তায়িধা ১ রায়া ২।

১ র২র র ১ ২ ৩২ ^ ২ ৫ ১ -- ১ --
আনুপেগো। মানগো। ভিরাউবা ৩। উ ৩ ৩ পা। অক্ষা ২ ঃ। সোমো ২

-- ৫ n ৩ ৫র র ৩র ৪ ৩র ৪৫র ২
দুগ্ধা ২ ভিরা ২। ক্ষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) সোমোদুগ্ধাভিরা। হা ৩

২ ১ র ৫ ১র -- ১ --
হা ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪। ক্ষাঃক্ষোবা। সোমোহো ২ য়ি। দুগ্ধাহো ২।

১ ১ — ১ ২ ১ ২n ৩২ ২ ৫
ভায়িরা ১ ক্ষা ২ ঃ। পামুত্রয়। ম্বংবারাণা। নিয়াউবা ৩। উ ৩ ৪ পা।

১ -- ১ — ১ — ১র n ৩
অগ্মা ২ ন। মান্দী ২ মাদা ২। যতো। শা ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ২n ৫
ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা (৩)।

* * *

২র n১ ৫ ২১ ২
৪। সোমউষা। পঃসোতৃ ২ ৩ ৪ ভীঃ। অদায়িম্ভুভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। বী

৫ ২n৩ ৫ ২১রর২
২ ৩ ৪ নাম্। আষাম্রে ২ ৩ ৪ বা। হারতাব ভধা ৩ ১ উবা ২ ৩। য়া ২ ৩ ৪

৫ ২n৩ ৫ ২ ৫ ২ র
য়া। মাল্রায়া ২ ৩ ৪ য়া। ভিধা ৩ ১ উবা ২ ৩। য়া ২ ৩ ৪ য়া। (১) মল্লয়ায়া।

র ৩ ৫ ২ র র র ২ ৫ ২ র ৩
ভাগ্নিধায়া ২ ৩ ৪ য়া। মন্ত্রয়াযাতিধা ৩ ১ উবা ২ ৩। রা ২ ৩ ৪ য়া। আনুপে

৫ ১ র ২ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ গো। মানগোভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ স্কাঃ। সোমোদূ

৫ ২ ৫ ২র র
২ ৩ ৪ গ্ধা। ভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ স্কাঃ। (২) সোমোদুগ্ধা।

র ৩ ১ ২র১র র ২ ৫
ভাগ্নিরা ২ ৩ ৪ স্কাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ স্কাঃ।

২ র ৩ ৫ ২১ ২ ৫ ২ র ৩
সামুদ্রা ২ ৩ ৪ স্না। সম্বরণানিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ গ্মান্। মান্দীমা

৫ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ দা। যতো ৩ আউবা ২ ৩। শা ২ ৩ ৪ তে (৩)॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২রর ১ ২ ১ র র
৫। মন্দ্রা ৩ য়া ৩ যাহ্‌ক্ষিধারয়োবা। মাক্ষয়ায়া তিধারা ১ য়া ২। আনূপেগো

৫র ১ ২ র ১ ২ র
৩ ১ ২ ৩ ৪। মানগো ভাগ্নিরা স্কা ২ ঃ। সোমোদূ ১ গ্ধা ২।

৩২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ভিরা ৩। আ ২ ৩ ৪ ৫। স্কা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (২)॥

* * *

৫র র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২
৬। সোমোদূ ৩ গ্ধাভিরক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধা। ভিরক্ষা ২ ৩ ঃ। সমুদ্রস্না ৩।

১ ২২র৫ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ৫
সা ২ ৩ ৪ ম। বরণানি। আ ৩ গ্মান্। মন্দামমদো। বা ৩ ৪ ৩ ঔ ৩ ৪ বা।

৪ ৪
যতো ৫ শতায়ি। হো ৫ ঈ। ভা (২)॥

* * *

২ র র র ৩ ৫ ২ র ৩ ৫ ১ ২রর ১ ২
৭। মক্ষয়ায়া। তিধারা ২ ৩ ৪ য়া। ভাগ্নিধারা ২ ৩ ৪ য়া। মাক্ষয়াযা। তিধারা ১

১র ২র ১১র ২ ১ র ৩ ৫ ১র২র
য়া ২। অ ঃ নূ। পে। গোমান্‌গো ৩। ভা ২ গ্নিরা ২ ৩ ৪ স্কাঃ। সোমো-

১ ১ ৩ ৫র র ৩ ৫
দুগ্ধা ২ ৩। ভা ২ গ্নিরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। আ ২ ৩ ৪ স্কাঃ (২)।

* * *

২র র র র ৩ ৫ ২র১র র ১
৮। অনূপেগো। মানগোভারিরা ২৩৪ ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ৩১ উবা ২৩।

২ ৩ ৫ ২ ১ র ২
আ ২৩৪ ক্ষাঃ। সামূদ্রা ২৩৪ য়া। সংবরণানিয়া ৩১ উবা ২৩।

৫ ২ ৩ ৫ ২
আ ২৩৪ গ্মান্। মান্দীমা ২৩৪ দা। যত্তো ৩

১ ৫
আউবা ২৩। শা ২৩৪ তে (২)॥

* * *

২র — ১ — র ১ র ১
৯। সোমউষা। ণঃসো ২ তৃভায়িঃ। তৃভিঃ। অধিক্ষুভিরা ২ বীনাম্। বীনাম্।

র র র — ১ র র র — ১ ১
অশ্বয়েবহরিতাযাতিধা ২ রয়া। রয়া। মন্দ্রয়াযাতিধা ২ রয়া ২৩। রা ২।

৩ ৫র র ২ র — ১ র
য়া ২৩৪। ঔহোবা॥ (১) মন্দ্রয়াযা। তিধা ২ রয়া। রয়া।

র র — ১ র র র র র র — ১
মন্দ্রয়াযাতিধা ২ রয়া। রয়া। অনুপেগোমানগোভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ।

র র র — ১ ১ ৩ ৫র র ২র র
সোমোদুগ্ধাভিরা ২ ক্ষা ২৩ঃ। আ ২। ক্ষা ২৩৪। ঔহোবা। সোমোদুগ্ধা।

— ১ র র র — ১ ৩
ভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ২ ক্ষা ২৩ঃ। আ ২। ক্ষা ২৩৪।

৫র র ২র র — ১ র র র —
ঔহোবা॥ (২) সোমোদুগ্ধা। ভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ২

১ ২ ১ র র — ১
ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। সমুদ্রন্নসংবরণানিয়াগ্মান্। গ্মান্। মন্দীমদায়তো ২ শতা ২৩

১ ৩ ৫র র ২ ৫
রি। শা ২। তা ২৪৩। ঔহোবা। উ ৩২৩৪ পা (৩)॥

* * *

১র২ র ১ ২ র ১ ২ ২ ১ ২ ২
১০। সোমঃ। সোমাঃ উষাণঃ সোতৃভিঃ। অধাবিষ্ণু ৩ ভারিঃ। আ ৩ হো।

১ — ১ র র র ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১র২
বায়িনা ২ স। অশ্বয়েব হরিতায়াভিধা ১ রা ৩ য়া। মন্দ্রা ঔ ৩ হো। য়াযাতি

১ ৫ ৪ ৫
ধো ২৩৪ বা। রা ৫ যো ৬ হায়ি (১)॥

* * *

MISSION INSTITUTE OF

১র২ র ১ ২ ১ ২ ১ —
১১। সোমউস্বাণঃ সো। তৃভায়িঃ। অধিক্ষুভিরবা ২ ৩ য়িনাম্। আখা ২।

১র র র ২১র ২ ১ — ১র২১ ৫
যেবহরিতায়াভিধারা ২ ৩ য়া। মান্দ্রা ২। য়াঘাভিধো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২ র২র ১ র র ২১র ২
রা২৩৪ য়া॥ (১) মন্দ্রয়াযাতিধা। বয়া। মন্দ্রয়াযাতিধারা ২ ৩ য়া।

— ১রর র র২১ ২ ১ — ১ ২১ ৫
আনূ২। গেগোমানূগোভিরা ২ ৩ ক্ষাঃ। সোমা ২ঃ। দুগ্ধাভিরো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২র২র১র২১ র র র২১ ২
আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ॥ (২) সোমোদুগ্ধাভিরা। ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ২ ৩ ক্ষাঃ।

১ — ১ র২১ ২ ১ — ১র২১ ৫
সামূ ২। দ্রুরণংবরণানিয়া ২ ৩ গ্মান্। মান্দী ২। মাদায়তো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫
শা২৩৪ তে (৩)॥ ১২॥ *

—*—

প্রথমঃ সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩র ২র ৩ ১র ২র৩ ১ ২
যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু।

১ ২ ৩ ১র ২র
তন্নঃ পুনান আভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'পুনানঃ' (পবিত্রঃ বিশুদ্ধঃ সন্, যদ্বা—সম্যক্ প্রদীপ্তঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (চায়নীয়ং, সর্ব্বেষাং কামনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'উক্থ্যং' (স্তুতিং, সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'দিব্যং' (দিবিভবং, দ্যুলোকসম্বন্ধিনং) তথা 'পার্থিবং' (পৃথিবীসম্বন্ধযুতং, যদ্বা—'দিব্যং পার্থিবং' ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (ধনং—শ্রেষ্ঠধনং ইত্যর্থঃ) অস্তি, 'তৎ' (তদ্ধনং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (আহর,—অস্মান্ প্রযচ্ছেতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং পরমধনলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ—৩সূ—:ম)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একাদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "মানবোত্তরং", (২) "আমুপজ্ঞ্যখং", (৩) "বাভ্রং", (৪) "অগ্নেস্ত্রিণিধনং", (৫) "অভীবর্ত্তঃ", (৬) "কালেয়ং", (৭) "মানবাস্তং", (৮) "আগ্নেস্ত্রধনং", (৯) "বৈরূপাস্তং" (১০) "বৈরূপোত্তরং" এবং "যোক্তস্রুচং"।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃদ্মিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পবিত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া সকলের কামনার সামগ্রী সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধি অর্থাৎ ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি সেই আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ করিতে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৬অ—৪খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'যৎ' 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'উক্থ্যং' স্তুত্যং 'দিব্যং' দিবিভবং 'পার্থিবং' পৃথিবী-সম্বন্ধঞ্চ যৎ 'বসু' ধনমস্তি 'তৎ' 'নঃ' অস্মভ্যং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'আভর' আহর। (৬অ ৪খ ৩য় ১সা)॥

প্রথম (৯৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে পরমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে দ্বিবিধ ধন লাভের প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রার্থনাকারী পার্থিব ও স্বর্গীয়—এই দ্বিবিধ ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এখানে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনরত্ন কি, তাহাই বিবেচনার বিষয়। পার্থিব ধনরত্ন বলিতে, সাধারণতঃ ঐহিকের সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্ত্যাদির বিষয় মনোমধ্যে উদয় হয়। সাধারণ প্রার্থনাকারী যিনি, ঐহিক সুখসাধনাই যাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, তিনি তৎসাধনোপযোগী লৌকিক বিত্তসম্পত্ত্যাদি লাভেরই কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা—"ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কামনা নাই। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহার প্রার্থনা সে দিকে প্রধাবিত নহে। তাঁহার নিকট ঐহিক সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ঐহিক সুখ-সাধনের মধ্য দিয়া পারত্রিক কল্যাণ-কামনায়ই তিনি উদ্বুদ্ধ থাকেন। তাঁহার ঐহিক ধন বা 'পার্থিবং বসু' অন্যরূপ। সে ধন—সৎকর্ম্মসাধনে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা। সৎকর্ম্ম সাধনে সদ্ভাবের উন্মেষণ—বিশ্বপ্রীতি লোকহিত-সাধনই পক্ষে পার্থিবং বসু। পুত্র-বিত্তাদি তাঁহার কামনার সামগ্রী নহে। সৎকর্ম্মসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পার্থিব যে ধনের সাহায্যে স্বর্গীয় পরমধন অধিগত হয়, অন্তর্দর্শী সাধুজন সেই ধন-লাভের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঐহিক সাধনার মধ্য দিয়াই তাঁহারা পারলৌকিক কল্যাণ-সাধনে প্রয়াস পান। তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে মূলদেশই প্রথম আশ্রয় করিতে হয়। মূল পরিত্যাগ করিয়া সহসা কেহ অগ্রভাগে উঠিতে সমর্থ হয় না। সাধন-ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। ঐহিক সাধনা

মূল। ঐহিক সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে পরে পারত্রিক সাধনা সুফলপ্রদ হয়। তাই শাস্ত্রোক্ত আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত। সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যিনি মনশ্চাঞ্চল্য রহিত হইয়া স্থিরলক্ষ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন, 'দিব্যং বসু' তাঁহারই অধিগত হয়।

সত্ত্বাব সত্ত্ব জ্ঞানই সকল সিদ্ধিলাভের মূলীভূত। মানুষের অন্তরদেশে জন্মসহজাত সত্ত্বাবের বীজ নিহিত থাকে। কর্ম্মের দ্বারা সাধনা প্রভাবে সে বীজ ফলপুষ্পসমন্বিত হয়। তাই মন্ত্রে প্রথমে সেই সত্ত্বাব শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদীপ্ত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সত্ত্বাবের উদ্দীপনা ব্যতিরেকে কোনও সদনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। সকল সদনুষ্ঠানে প্রাণে সত্ত্বাবের উন্মেষণ তাই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত। পার্থিব ধনই বল, আর স্বর্গীয় ধনই বল সকল ধনলাভই সাধনা-সাপেক্ষ। সেই জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'যদি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা কর, হৃদয়ে সত্ত্বাবের উন্মেষণের প্রয়াস পাও। মোক্ষই বল, কৈবল্যই বল—সেই এক সত্ত্বাবে শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে ব্যাখ্যা,—"যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময়, আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর॥" (৬অ ৪খ ৩সূ ১সা)। *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বৃষা পুনান আয়ূংষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি।

২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

হরিঃ সন্ যোনিমাসদঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'পুনানঃ' (বিশুদ্ধঃ—প্রদীপ্তঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'আয়ূংষি' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) সম্পাদয় সংরক্ষ বা অস্মাকং ইতি শেষঃ; অপিচ 'বৃষা' (কামানাং বর্ষকঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'স্তনয়ন্' (শত্রূন্ অভিভবন্ ইতি যাবৎ) 'অধি বর্হিষি' (অন্তরে সর্ব্বরূপে হৃদয়াসনে ইত্যর্থঃ) উপগচ্ছ; ততঃ 'হরিঃ সন্' (পাপহারকরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (আধারভূতং উৎপত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'আসদঃ' (আসীদ, প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অস্মাকং অভীষ্টপূরণং ভবতু, ভগবতি অস্মাকং মতিঃ অবিচলিতা তিষ্ঠতু। (৬অ ৪খ ৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে ঊনবিংশ সূক্তের প্রথম ঋকে (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের, প্রথম সূক্তে) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ প্রদীপ্ত হইয়া তুমি আমাদিগের সৎকর্ম্মশীল জীবন প্রদান কর (অথবা সৎকর্ম্মশীল জীবনকে রক্ষা কর)। অপিচ, সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক তুমি শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া আস্তীর্ণ দর্ভরূপ হৃদয়াসনে উপবিষ্ট হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হউক এবং ভগবানের প্রতি আমাদিগের মতি অবিচলিত হউক।) (৯ম—৪খ—৩সূ—২সা)॥

* *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'আয়ুংষি' যজমানাদীনামায়ূংষ্যন্নং জীবিতকালান্ 'পুনানঃ' শুদ্ধান্ কুর্ব্বন্ 'বৃষা' কামানাং বর্ষকস্ত্বং 'স্তনয়ন্' শব্দং কুর্ব্বন্ 'অভিশস্তীঃ'। অপীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী আস্তীর্ণে দর্ভে 'হরিঃ সন' হরিতবর্ণঃ সন 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আসদ' আসীদ। আয়ুংষি—'আয়ূংষু' ইতি পাঠৌ, আসদঃ'—'আসদং' ইতি চ। (৬অ ৪খ ৩দ ২সা)।

* *

দ্বিতীয় (১০০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব পরিব্যক্ত, সে ব্যাখ্যার সে স্থান হইতে কোনও উচ্চ ভাবের ধারণা করিতে পারা যায় না। প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা "অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিৎবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে সোমকে চৈতন্যহীন জড়পদার্থ বলিয়া মনে হয় না। আর সোম কুশাসনে উপবেশন করিলে, অনুষ্ঠানকারীর কোনও ইষ্ট সাধিত হয় বলিয়াও বুঝিতে পারি না। সোম অর্থে ভাষ্যকার কখনও সোমলতা, কখনও চন্দ্র, কখনও সোম দেবতা ইত্যাদি নানা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের মধ্যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। সোম শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সকল স্থলে সকল অবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা-বিশেষের আবশ্যক হয় না।

আমাদের মতে, মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে ভাবে প্রার্থনাকারীর অন্তরে করুণ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রটীকে আমরা তিনটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথম অংশে 'আয়ুংসি' অর্থাৎ জীবনলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। জীবন তো আমাদের আছেই! তবে আর এ নূতন প্রার্থনার আবশ্যক কি? এ প্রার্থনারও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। মানুষ যদি কুকর্ম্মে রত হয়, অন্তর যদি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে,

তাহা হইলে সে জীবন - জীবন-পদবাচ্যই নহে। সে জীবন - মৃত্যুরই নামান্তর। ভোগসুখে রত অসৎ জীবন—সে জীবনের মূল্য কি? পশু-পক্ষীও জীবন ধারণ করিয়া থাকে! তাহারাও তো বাঁচিয়া থাকে? যে জীবনে - যে বাঁচিয়া থাকায় জগতের কোনও উপকার সাধিত হইল না, আত্মার উন্নতিতে যে জীবনে জনোন্নতির পথ প্রশস্ত হইল না; সে পশুজীবন-ধারণে ফল কি? তাই এখানে সেই সৎকর্ম্মময় আদর্শ জীবন-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই ভাবেই মন্ত্রে 'সায়ুংষি' পদের সার্থকতা।

'অধি বর্হিষি' পদে 'আস্তীর্ণে দর্ভে' অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। 'দর্ভাসন বিস্তৃত হইয়াছে, শব্দ করিতে করিতে সোম আসিয়া তাহাতে উপবেশন করুন'—ইহাই ভাষ্যানুমোদিত অর্থ। আমরা 'স্তনয়ন্' পদের 'শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করি নাই। আমরা 'স্তন্ত' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। তাহাতে শত্রু-স্তম্ভনের ভাবই মনে আসে। আর 'অধি বর্হিষি' পদে 'আস্তীর্ণে দর্ভরূপে হৃদয়াসনে' অর্থ আমনন করি। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই যে ভগবানের উপযুক্ত আসন, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বংশে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সে হিসাবে 'স্তনয়ন' পদে সেই হৃদয় হইতে অন্তঃশত্রুনাশের আভাষ প্রাপ্ত হই। অন্তঃশত্রু বিনষ্ট না হইলে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় না। সদ্ভাবে অসদ্ভাব বিনষ্ট হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধিত হয়। দ্বিতীয় অংশে তাই প্রার্থনা,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ কর; এবং সেই বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব সরল। সুতরাং বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। হৃদয়ই সকল সদ্ভাবের উৎপত্তিমূল বলিয়া তাহাকে 'যোনিং' পদে অভিহিত করা হইয়াছে। আর সদ্ভাবের উদয়ে অন্তরের পাপরাশি বিদূরিত হয় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব 'হরিঃ' নামে অভিহিত বলিয়া মনে করি। এইরূপে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে এবং আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাহার বিবৃতি দেখিতে পাইবেন॥ * (৬অ ৪খ ৩সূ ২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যুব৺ হি স্থঃ স্বঃপতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ॥ ৩॥

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে উনবিংশ সূক্তের তৃতীয় ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (মম কর্ম্মশক্তি চ) 'যুবং' (যুবাং) 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'স্বঃপতী' (সর্ব্বেষাং স্বামিনৌ, সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অথবা 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (সর্ব্বশক্তিস্বরূপঃ পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ দেবশ্চ) 'যুবং' (যুবাং) হি (নিশ্চিতমেব) 'স্বঃপতী' (সর্ব্বেষাং স্বামিনৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অপিচ যুবাং 'গোপতী' (জ্ঞানস্য পালকৌ, যদ্বা—প্রজ্ঞানাধারৌ জ্ঞানদায়কৌ ইত্যর্থঃ) 'ঈশানা' (সর্ব্বেষাং ঈশ্বরৌ, বিধাতারৌ ইতি যাবৎ) ভবথঃ; অতঃ যুবাং অস্মদীয়ানি 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি সদ্বুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পিপ্যতং' (পালয়তং, প্রবর্দ্ধয়তং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবতঃ বিভূতয়ঃ অপি সর্ব্বার্থসাধিকাঃ। অস্মাৎ প্রার্থনাঃ—তাঃ বিভূতয়ঃ অস্মাকং সৎপথে স্থাপয়ন্তু কর্ম্মশক্তিং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ প্রবর্দ্ধয়ন্তু ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ ৩সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি এবং আমার কর্ম্মশক্তি—তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী অর্থাৎ সৎকার্য্যে নিয়োজক। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেবতা তুমি এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী। অপিচ, তোমরা জ্ঞানের পালক অর্থাৎ তোমরা আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে বা সদ্বুদ্ধি সমূহকে পালন বা প্রবর্দ্ধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের বিভূতিসমূহ সর্ব্বার্থসাধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই বিভূতিসমূহ আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের কর্ম্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব প্রবর্দ্ধিত করুক)। (৬অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' যুবং হি 'যুবাং খলু 'স্বঃপতী' সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'স্থঃ' ভবথঃ। তথা 'গোপতী' গবাং পালকৌ 'ঈশানা' ঈশ্বরৌ সন্তৌ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি 'পিপ্যতং' প্যায়য়তং। 'যুবং হি স্থঃস্বঃপতী'—'যুবং হি স্থ স্বর্পতী' ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

*

তৃতীয় (১০০১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের বিভূতি-সমূহ যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, অপিচ তাহারাও যে ভগবানের ন্যায় অশেষশক্তিসম্পন্ন, এই নিত্যসত্য প্রথমে প্রখ্যাপিত করিয়া, পরিশেষে মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—সেই বিভূতি-সমূহ আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে সহায় হউন। তাঁহাদের অনুকম্পায় আমরা যেন কর্ম্ম-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সকল সৎকর্ম্মের উৎসস্থানীয় সেই অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।

'সোম' এবং 'ইন্দ্র' এই দুই পদের আমরা যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, তাহাতে দ্বিবিধ ভাব মনে আসে। এক অর্থে 'ইন্দ্র' পদে কর্ম্ম-শক্তিকে বুঝাইতে পারে, অপর অর্থে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সকল শক্তির আধার-ভূত ভগবদ্বিভূতিকে বুঝাইয়া থাকে। 'সোম' পদেরও ঐরূপ দ্বিবিধ অর্থ হয়। এক অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আর এক অর্থে ভগবদ্বিভূতি। উভয় অর্থেই সমীচীন ভাব দ্যোতিত হয়। 'ধিয়ঃ' পদে ভাষ্যকার 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণমতে ঐ শব্দের অর্থ—'বুদ্ধয়ঃ'। আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎ-কৃপায় সদ্‌বুদ্ধির উদয়ে—সদ্ভাব-সঞ্চারে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বোধনা আসে। এই ভাবই ঐ উভয় অর্থে দ্যোতিত হয়।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গো-সমূহের পালক ও ঈশ্বর হইয়াছ। তোমরা আমাদের কর্ম্ম বর্দ্ধিত কর।" বলা বাহুল্য, আমরা এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। * (৬অ-৪খ ৩সূ-৩সা)॥

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১ র ১২ ১ র ২১ ৫ ৩ ২ ৪
যৎসোমচিত্রমুক্থ্যাম্‌। দিব্যম্পার্থিবং বহ। তন্নঃপূ ২ ৩ ৪ না। নশা ৩ ভা ৫

২ র র র ১ ২ ১ ২ ১
য়া ৬ ৫ ৬॥ (১) বৃষাপুনান আয়ু৺ষী। স্তনয়ন্নধিবর্হিষায়ি। হরিঃ সা ২ ৩ ৪

৫ ৩ ১ ৪ ২ ১ ২ ১
ন্যো। নিমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২) যুব৺হিস্থঃ স্বুবঃ পাতী। ইন্দ্রশ্চ-

র ২ ২র১র ৫ ৩ ২ ৪
সোমগোপতায়ি। ঈশানা ২ ৩ ৪ পী। প্যতা ৩ ন্ধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ (৩)॥১।২।৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের, উনবিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (ষষ্ঠ

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩১ ১র

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।

২উ ৩২ ৩২৩১ ২র ৩ ১

তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স

২র ৩ ১ ২

বাজেষু প্রনোঽবিষৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নৃভিঃ' (শ্রেষ্ঠৈঃ নরৈঃ, সাধকৈঃ ইতি যাবৎ) সম্পূজিতঃ সন্ 'মদায়' (তেষাং সাধকানাং আনন্দবর্দ্ধনায়) তথা 'শবসে' (তেষাং সাধকানাং বলবৃদ্ধ্যর্থং) 'বাবৃধে' (আত্মবিস্তারং করোতি, তেষাং সাধকানাং মধ্যে অধিতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ); 'মহৎসু' (প্রবলেষু, বিষমেষু) 'আজিষু' (সংগ্রামেষু) 'উত' (অপিচ) 'ঈং' (এনং, বক্ষ্যমাণং) 'অর্ভে' (অল্পে সংগ্রামে, অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠিতে পাপকর্ম্মণি) 'তমিৎ' (তং ইন্দ্রদেবং এব) 'হবামহে' (অস্মান্ রক্ষয়িতুং আহ্বয়ামহে, প্রার্থয়ামহে); 'সঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বাজেষু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্র অবিষৎ' (প্রকর্ষেণ রক্ষতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; কিন্তু অসাধুনাং অস্মাকং কিং উপায়ং অস্তি। এষু প্রবলেষু সংসারসংগ্রামেষু স ভগবান্ অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা। (৬অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নর কর্ত্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া সেই সাধকগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য আত্মবিস্তার করেন, অর্থাৎ সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; প্রবল বিষম সংগ্রাম-সমূহে এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মে, সেই ইন্দ্র-দেবতাকেই আমাদিগকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছি; সেই ইন্দ্রদেব

সর্ব্বপ্রকার সংগ্রাম সমূহে আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই অসাধু আমাদিগের উপায় কি হইবে? প্রার্থনা—এই প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন)। (১ম—৬অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রহা বৃত্রস্যাবরকস্য বৃষ্টিনিরোধকস্য মেঘস্যাসুরস্য বা হন্তা। যদ্বা আবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা. 'ইন্দ্র' মদায় হর্ষায় 'শবসে'। বলনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৯।৬)। বলায়ঞ্চ 'নৃভিঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'বৃধে' স্তোত্রশস্ত্ররূপাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রবৃদ্ধো বভুব। অতো তি দেবতা প্রাপ্তবলা সতী প্রবৃদ্ধা। 'তং ইৎ' তমেবেন্দ্রং 'মহৎসু' প্রভূতেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু 'ঊতিং' রক্ষাং কুর্ব্বিত্যমিতি শেষঃ 'হবামহে' অস্মাকং রক্ষণায় আহ্বয়ামহে। 'উত' অপিচ 'ঈং' এনং এবমিন্দ্রং, 'অর্ভে' অল্পে সংগ্রামে হবামহে অস্মাভিরাহূতঃ সচেন্দ্রঃ 'বাজেষু সংগ্রামেষু নঃ' অস্মান্ 'প্রাবিষৎ' প্রাবতু প্রকর্ষেণ রক্ষতু॥ 'ঊতিমর্ভে'—'উতেমর্ভে' ইতি পাঠৌ। বাবৃধে বৃধেঃ কর্ম্মণি লিট তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। নৃভিঃ—'সাবেকাচ' (৬।১।১৬৮) ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য 'নৃচান্যতরস্যাং' (৬।১।১৮৪) ইতি প্রতিষেধঃ। হবামহে হ্বয়তের্লটি হ্বঃ' (৬।১।৩৩)—ইত্যানুবৃত্তৌ 'বহুলংছন্দসি' (৬।১।৩৪) ইতি সম্প্রসারণং, শপি গুণাবাদেশৌ। আবিষৎ অবতের্লুঙি (লু, প০) 'সেটাডাগমঃ ইতশ্চ লোপঃ' (৩।৪।৯) ইতি ইকারলোপঃ; 'সিব্বহুলং লেটি' (৩।১।৩৪) ইতি সিপ্, তস্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ বলাদিলক্ষণ ইট্॥ (৬অ—৫খ-১৭-১সা)॥

০ ০ ০

প্রথম (১০০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মনুষ্যগণের স্তুতির দ্বারা বৃত্রাসুরের হননকারী ইন্দ্র প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার যে হর্ষ, তাঁহার যে বল, তাহা মানুষের স্তবের দ্বারা বৃদ্ধ-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাবই সাধারণতঃ মন্ত্রের প্রথম চরণে পরিগৃহীত হইয়াছে—দেখিতে পাই। মুখে মুখে যেমন মানুষের গুণের কথা বা দোষের কথা বৃদ্ধি পাইয়া তিল হইতে তাল হইয়া দাঁড়ায়, এ পক্ষে মন্ত্রাংশে সেই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এইরূপ, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটিতে সেই ইন্দ্রকে সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। শক্তিশালী যে দ্বন্দ্বপুরুষ অল্পশক্তি জনের সহায় হউন,—প্রার্থনার ইহাই প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় সেই প্রচলিত অর্থই প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে বটে; তবে ভাব একটু সামান্য রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'নৃভিঃ' অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় ঋত্বিগগণ কর্তৃক 'ইন্দ্রঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রদেব 'বাবৃধে' অর্থাৎ প্রবর্দ্ধিত হয়েন; ইহার মর্ম্ম কি মানুষ তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকে? 'নৃভিঃ' পদে শ্রেষ্ঠ মানুষকে সুতরাং সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সাধকগণের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদিগের কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্র বৃদ্ধ প্রাপ্ত হন, এইরূপ অর্থই যদি গ্রহণ করি, তাহাতেই বা কি ভাব উপলব্ধ হয়? তাঁহার বৃদ্ধি বলিতে, তাঁহার প্রচার—তাঁহার অধিষ্ঠান—সাধকগণের মধ্যে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রভৃতি ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ভগবান্ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হন বলিতে, তিনি যে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বা শৌর্য্য-বীর্য্যে বিস্তৃতি লাভ করেন, তাহা বুঝায় না। বুঝায় কি? না—তিনি সাধকগণের মধ্যেই—লোকগণের মধ্যেই—আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাই তাঁহার বৃদ্ধি। বেদের বিভিন্ন স্থানে এবম্প্রকার উক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। আর, "তাহার প্রায় সকল স্থলেই স্তবের দ্বারা বা মন্ত্রের দ্বারা লোকে দেবতার বৃদ্ধিসাধন করিতেছেন—এইরূপ অর্থই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ সকল উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্যরূপ। মন্ত্রের দ্বারা বা স্তবের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের বা স্তবের অনুধ্যানে, মানুষের মধ্যে দেবভাবের পরিবৃদ্ধি হয়, দেবত্ব বিকাশ পায়, ভগবান অধিষ্ঠিত হন। এই তত্ত্বই এই সকল স্থলে প্রাপ্ত হই না কি?

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দ্বিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা 'মহৎসু আজিষু' অর্থাৎ প্রবল সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রার্থনা 'ঈং অর্ভে' অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সমরে রক্ষা পাইবার জন্য। প্রার্থনা পক্ষে ক্রিয়াপদ আছে—'হবামহে' (আহ্বান করি)। সংগ্রামে আহ্বান করার তাৎপর্য্য—রক্ষা-প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এখানে দ্বিবিধ সংগ্রামের কথা উল্লেখ দেখি; 'মহৎসু আজিষু' আর 'ঈং অর্ভে'। এতদ্দ্বারা কি ভাব প্রাপ্ত হই? এখানে আমরা ইহসংসারে সংঘটিত দ্বিবিধ সংগ্রামের বিষয়ই লক্ষ্য করি। আমরা আমাদিগের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি সেই পাপকে—সেই পাপের সহিত সংগ্রামকে—'ঈং অর্ভে' পদে লক্ষ্য করে। আর, প্রবল রিপুশত্রুর সাহচর্য্যে আমরা যে পাপ অনুষ্ঠান করি, তাহাই 'মহৎসু আজিষু' পদের লক্ষ্যস্থল। এক প্রকার পাপ আমাদিগের অজ্ঞাতে অবহেলায় সঞ্চিত হয়; অন্য প্রকার পাপ আমাদিগের স্বেচ্ছাকৃত। বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ঐ দুই পাপকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে "বাজেষু প্র নঃ অবিষৎ" বাক্যাংশে, সকল পাপ হইতেই পরিত্রাণ পাইবার কামনা প্রকাশমান্। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রার্থনার মূল মর্ম্ম আপনিই অধিগত হইবে। * (৬অ ৫খ-১সূ ১সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকে (৫—১—৩—৩) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশী সূক্তের প্রথম ঋকেও (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের প্রথম ঋকেও) এই সাম-মন্ত্রটী পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ৮ ২ ৩ ২উ ৩ ১২র ৩ ২
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায়
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বীর' (হে শত্রুদমনকুশল! হে শৌর্য্যসম্পন্ন!) ত্বং 'সেন্যঃ' (সেনাসদৃশঃ) 'অসি' (ভবসি); একোঽপি ত্বং বহুরূপধারী ভবসি ইতি ভাবঃ। 'হি' (নিশ্চিতং ত্বং) 'ভূরি' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'পরাদদিঃ' (শত্রূণাং পরাঙ্মুখকারকঃ) 'অসি' (ভবসি); শত্রূন্ দূরীকৃত্বা ত্বং উপাসকান্ পরমং ধনং দদাসি ইতি ভাবঃ; তথা ত্বং 'দভ্রস্য চিৎ' (অল্পস্যাপি, ক্ষুদ্রস্যাপি তব স্তোতুঃ) 'বৃধঃ' (বর্দ্ধয়িতা) 'অসি' (ভবসি); তথা 'সুন্বতে' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতায়) 'যজমানায়' (উপাসকায়) 'শিক্ষসি' (তস্য আকাঙ্ক্ষানুরূপং ধনং দদাসি, সুশিক্ষাদানং করোষি ইত্যর্থঃ); 'তে' (তব) 'বসু' (ধনং) 'ভূরি' (প্রভূতং, বিবিধরূপং চ) অস্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বং অক্ষয়ধনাধিকারী; অশেষবিধং ধনং তব বিদ্যতে; অতঃ প্রার্থী তব সকাশাৎ আকাঙ্ক্ষানুরূপং ধনং প্রাপ্নোতি॥ (৬অ-৫খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুদমনকুশল (হে শৌর্য্যসম্পন্ন)! আপনি সেনাসদৃশ হয়েন; (একই আপনি বহুরূপধারী হয়েন—ইহাই ভাবার্থ); নিশ্চয়ই আপনি শত্রুগণের পরাঙ্মুখকারী হয়েন; (ভাব এই যে,—শত্রুগণকে দূর করিয়া আপনি উপাসকগণকে পরম ধন প্রদান করিয়া থাকেন); ক্ষুদ্র স্তোতারও আপনি বর্দ্ধয়িতা হয়েন; এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত উপাসককে আপনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ধন (সুশিক্ষা) প্রদান করেন; আপনার ধন প্রভূত ও বিবিধরূপ আছে। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি অক্ষয় ধনের অধিকারী; অশেষ প্রকার ধন আপনাতে আছে; সুতরাং প্রার্থী আপনার নিকট আকাঙ্ক্ষানুরূপ ধন পাইয়া থাকেন।)॥ (৬অ-৫খ-১সূ-২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'বীর'! শত্রু-ক্ষেপণকুশলেন্দ্র! ত্বং 'সেন্যঃ অসি' সেনার্হো ভবসি, ত্বমেকোঽপি সেনা-সদৃশো ভবসীত্যর্থঃ। 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রভূতঃ শত্রূণাং ধনং 'পরাদদিঃ' পরাদাতা শত্রূণাং পরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা আদাতা 'অসি' ভবসি 'দভ্রং চিৎ' অল্পস্য নৈমিত্তং অল্পস্যাপি তব স্তোতুঃ 'বৃধঃ' বর্দ্ধয়িতাসি, তথা 'যজমানায়' যাগং কুর্ব্বতে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে পুরুষায় 'শিক্ষসি' অপেক্ষিতং ধনং দদাসি। শিক্ষতির্দানকর্ম্মা (নিঘ০ ৩।২০।৮)। যস্মাৎ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলং অক্ষয়ং ধনং বিদ্যতে তস্মাৎ দদাসীতি ভাবঃ॥ পরাদদিঃ—ডু দাঞ্ দানে (জুহো০ উ০) 'আদৃগমহনজনঃ' (৩।২।১৭১) ইতি কি-প্রত্যয়ঃ; লিড্বদ্ভাবাদ্ দ্বির্ব্বচনে হ্রস্বত্বং, 'আতো লোপ ইটি চ' (৬।৪।৬৪)—ইত্যাকারলোপঃ। বৃধঃ—বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদিগুপধলক্ষণঃ কঃ। সুন্বতে—'শতুরনুমঃ' (৬।১।১৭৩)—ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (৬অ-৫খ-১সূ ২সা)॥

*

দ্বিতীয় (১০০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত মূলতঃ আমাদিগের কোনও মতান্তর ঘটে নাই। কেবল সেই অর্থের বিশ্লেষণপক্ষে আমরা একটু চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। তবে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুন্বতে' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা সর্ব্বথা তাহার অনুমোদন করি না। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের প্রদাতা যজমান ধন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অপরে সে ধন প্রাপ্ত হয়েন না,—এরূপ কোনও ভাব এই মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তার পর, 'পরাদদিঃ' পদে শত্রুগণের কবল হইতে লুণ্ঠিত ধনকে লক্ষ্য করা হয়। আমরা এখানে সে ভাবও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। শত্রু পরাঙ্মুখ হয় যাহাতে, সেই ধনের দাতা তিনি,—এতদর্থেই ঐ পদের সার্থকতা দেখি। শত্রু বলিতে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে বুঝায়। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাহারা নাশ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মসাধন বা শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয় যাহাতে সাধিত হয়, তিনি তাহারই বিধান করিয়া থাকেন,—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'সুন্বতে যজমানায়' বলিতে সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বপোষক উপাসককেই বুঝাইয়া থাকে।

এইরূপে, ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক এই মন্ত্রে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি এক হইয়াও বহু হয়েন; অনন্ত অক্ষয় অশেষ প্রকার ধনের আপনি অধিকারী আছেন; সাধুগণের হৃদয়ে আপনার অবস্থিতি হইলেও, একমাত্র তাঁহারাই আপনার কৃপার অধিকারী থাকিলেও, আপনার বহুত্বের এবং অশেষ ধনাধিকারিত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া, আপনার শরণ লইতেছি।' * (৬অ ৫খ ১সূ ২সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র
যুঙ্‌ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরীক৺ হনঃ কং বসৌ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধোহস্মা৺ ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'আজয়ঃ' (সংগ্রামাঃ, সদসদ্বৃত্তিদ্বন্দ্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উদীরতে' (উৎপদ্যন্তে, সংঘটিতাঃ উপস্থিতাঃ বা ভবন্তি), তদা 'ধৃষ্ণবে' (শত্রুধর্ষণকারিণে, রিপুদমনসমর্থায় জনায়) 'ধনং' (ধনং—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং) 'ধীয়তে' (নিধীয়তে, ভগবতা স্থাপিতং প্রদত্তং বা ভবতি ইতি ভাবঃ); হে ভগবন্! 'মদচ্যুতা' (শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ ধর্ষকারিণৌ বা, রিপুনাশকৌ ইত্যর্থঃ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ ত্বদীয়ৌ বাহকৌ) 'যুঙ্‌ক্ষ্বা' (অস্মাকং হৃদয়েষু সংযোজয়); তৌ যোজয়িত্বা 'কং' (কং শত্রুং) 'হনঃ' (নাশয়); 'কং' (কং শত্রুং বা) 'বসৌ' (বসুনি, ধনে) 'দধঃ' (প্রতিষ্ঠাপয়ঃ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অস্মান্' (উপাসকান্) 'বসৌ' (বসুনি, পরমার্থরূপে ধনে) 'দধঃ' (স্থাপয়, সম্বন্ধযুক্তান্ কারয়)। অয়ং ভাবঃ - যদা বয়ং রিপুদমনপ্রবৃত্তাঃ ভবাম, তদা জয়শ্রী অস্মাকং অধিগতা ভবতি; হে ভগবন্! অস্মাসু জ্ঞানভক্তিসমাবেশেন অস্মান্ জয়শ্রীযুক্তান্ পরমধনাধিকারিণঃ কুরু - ইতি প্রার্থনা। (ঙম ৫খ—১সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন সংগ্রাম অর্থাৎ সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণকারীকে অর্থাৎ রিপুদমনসমর্থ জনকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্ব্বের খর্ব্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন; তাহাদিগকে যোজনা করিয়া, কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপিত অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যখন রিপুদমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী

তখন আমাদিগের অধিগত হয়; হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন)॥ (৬অ—৫খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

(অত্রেদমাখ্যানং—'রহূগণ-পুত্রো গোতমঃ কুরু-সৃঞ্জয়ানাং রাজ্ঞাং পুরোহিত আসীৎ। তেষাং রাজ্ঞাং পরৈঃ সহ যুদ্ধে জাতে স ঋষিঃ অনেন সূক্তেন ইন্দ্রং স্তুত্বা স্বকীয়ানাং জয়ং প্রার্থয়ামাস' - ইতি। তস্য চ তৎপুরোহিতত্বং বাজসনেয়িভিরাম্নাতং'– গোতমো হ বৈ রাহূগণ উভয়েষাং কুরু-সৃঞ্জয়ানাং পুরোহিত আসীৎ'– ইতি।) 'যৎ' যদা 'আজয়ঃ' সংগ্রামাঃ 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি উৎপদ্যন্তে তদানীং 'ধনা' ধনং 'ধৃষ্ণবে' যো ধৃষ্ণুঃ ধর্ষয়িতা শত্রূণাং জেতা ভবতি তস্মৈ 'ধীয়তে' নিধীয়তে, জয়তো ধনং ভবতীত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র! ত্বং তাদৃশেষু যুদ্ধেষু প্রবৃত্তেষু 'মদচ্যুতা' শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ 'হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'যুক্ষ' স্বরথে যোজয়, যোজয়িত্বা চ কাঞ্চিদ্রাজানং তব পরিচরণমকুর্ব্বন্তং 'হনঃ' হন্যাঃ কঞ্চন ত্বাং পরিচরন্তং 'বসৌ' বসুনি ধনে 'দধঃ' স্থাপয়। [উদীরতে- ঈরগতৌ (আ০) আদাদিকঃ, 'অনুদাত্তস্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' (৬।১ ১৮৬) ধাতুস্বর এব শিষ্যতে, 'যদ্বৃত্তান্নিত্যং' (৮ ১ ৬৬) ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। ধনা - 'সুপাং সুলুক' (৭।১ ৩৯) ইতি ডাদেশঃ। যুঙ্ক্ষ—যুজির যোগে (রু০ উভ০). 'অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽয়মিতি বহুলংছন্দসি' (২।৪ ৭৩)— ইতি বিকরণস্য লুক্, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (৬ ৩ .৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। হনঃ— হন্তের্লেটি সিপাডাগমঃ, হনশ্চ দধশ্চ চার্থপ্রতীতেঃ 'চাদিলোপে বিভাষা' (৮১ ৬৩)—ইতি প্রথমায়াস্তিঙ্বিভক্তের্নিঘাত-প্রতিষেধঃ। বসৌ—লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। দধঃ—দধ ধারণে (ভ্বা০ আ০) লেটি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। (৬অ ৫খ—১সূ—৩সা)।

*

তৃতীয় (১০০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। সূচনায় যে উপাখ্যানটীর উল্লেখ করিয়াছি, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে সেই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ, সেই উপাখ্যানের সহিত এই মন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে কোনও কালে যে কোনও সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানের করুণা-লাভের প্রার্থী হইতে পারেন। কুরু-সৃঞ্জয়গণের পুরোহিত গোতম ঋষি যে কেবল ঐ প্রার্থনায় ভগবানের করুণালাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা স্বীকার করি না। সকল কালেই সকল উপাসকই ঐরূপ প্রার্থনায় ভগবানের

করুণা-লাভে অধিকারী হইতে পারেন। এখানে দেশকালপাত্রের কোনও সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রকাশমান যে, যাঁহারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগের সদ্বৃত্তির দ্বারা অসদ্বৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পরম ধনের অধিকারী হইয়া থাকেন। এ পক্ষে ঐ অংশের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা সদ্বৃত্তির সাহায্যে অসদ্বৃত্তি-দমনে প্রবৃত্ত হও; জয়শ্রী তোমাদিগের অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'যুজ্ঞা' ও 'হরী' পদদ্বয় উপলক্ষে রথে অশ্ব যোজনার পরিকল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'হরী' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের দ্বারা ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হন। হৃদয়-রূপ রথে ঐ দুই বাহকের সংযোজনা হইলে, ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এখানেও সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত দেখি। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়-রূপ রথে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় সংযোজিত হইলে, কাহাকেও অর্থাৎ কোনও শত্রুকে তিনি হনন করেন এবং অপর কাহাকেও—কোনও শত্রুকে—শত্রু হইয়াও যে মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে—তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখেন—সদ্ভাবে বিভূষিত করিয়া দেন।

এখানে একটু সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। একবিধ শত্রুকে হনন করেন, আর অপরবিধ শত্রুকে তিনি আশ্রয়দান করেন,—এই দুই বিপরীত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার কি মহিমা পরিব্যক্ত হয়? ইহা কি তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচয় নহে? শত্রু যে, সে ত শত্রুই আছে! রিপু রিপুই রহিয়াছে! তবে একের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার—ইহার কারণ কি? এখানে বুঝিতে হইবে, যে রিপু আমাদিগের অনিষ্ট সাধক, তাহারাই আবার সময় সময় আমাদিগের শ্রেয়ঃবিধায়ক হইয়া থাকে। মনে করুন—হিংসা একটী রিপু; হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অশেষ অপকর্ম্ম সাধন করে। সেইজন্যই "হিংসাকে পরিবর্জ্জন ও অহিংসাকে পরিগ্রহণ আবশ্যক। সেইজন্যই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ হিংসাই আবার সৎ-সহযোগে লোকহিতসাধক হইয়া থাকে। দস্যু যখন আপন দস্যুবৃত্তির সংসাধন জন্য গৃহস্থকে আক্রমণ করে, তখন দস্যুর প্রতি হিংসা না করিলে গৃহস্থের প্রাণহানি পর্য্যন্তের সম্ভাবনা। সে অবস্থায়, হিংসার প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত নীতি-ধর্ম্ম এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিকট হিংসাও ধর্ম্ম, আবার অহিংসাও ধর্ম্ম। হিংসা যখন ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হয়, তখন হিংসা রূপ সেই রিপুকে ভগবান্ আশ্রয় দান করেন। * আবার হিংসা যখন তাহার স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তখন তাহার বিনাশ সাধন নিতান্ত আবশ্যক হয়। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—"কং হনঃ কং বসো দধঃ"। হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের যোজনা করিয়া দিয়া ভগবান্ আবশ্যকানুসারে

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "শ্রীকৃষ্ণ" অভিধেয় বিস্তৃত প্রবন্ধে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

কোনও রিপুকে বা বিমর্দ্দিত করেন, কোনও রিপুকে বা আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এখানে উপমায় সংসার-সমরাঙ্গনের চিত্র প্রকটিত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। শত্রুজয়কারী রাজা যেমন কোনও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং কোনও শত্রুকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন; হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তিনিও সেইরূপ কোনও রিপুকে হনন করেন, কোনও রিপুকে আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এই মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি। * (৬প্র—৫খ—১সূ—৩সা)॥

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১ র২ ৫ ১ ২র ১র ২
ইন্দ্রোহাউ। মাদায়বা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ ঙ্কি। শবসেবৃত্রহানৃ ভি-

১ ২ ১ ২র ১ ১ র ২ রn ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২
স্তমিন্মহৎ স্বাজিষূতিমর্ভে হবামহা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। সবাহাউ। জারিষুপ্রণো ৩

১ ৫ ১ ২ ১ র২১র র ২১র ২ র:২১
আউবা ২ ৩, বা ২ ৩ ৪ য়িষাৎ॥ (১) অসিহিবীরসেন্যোসি ভূরিপরাদদিরাসি

২১ ২ ১র ২রর ॥ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র২
দভ্রস্যচিদ্বৃধোযজমানায়শিক্ষসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। সুন্বাহাউ। ভায়িভূরিতা ৩ ১

৫ ১২১র ২র১ র২১ র২র ১র
উবা ২ ৩ য়ি। বা ২ ৩ ৪ স্থ॥ (২) যদুদীরতআজয়োধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনং

২ ১র ২১২র ১২র১ ২ ১ র n৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
যুঙ্ক্ষ্বামদচ্যুতাহরীকংহনঃ কং বসৌ দধা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। অস্মান্‌হাউ। ভাম্মিন্দ্র-

২ ৫
বমা ৩ ১ উবা ২ ৩। দা ২ ৩ ৪ ধাঃ (৩)॥ ১.২।৩॥ †

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ৩ক ২র
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধোঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা

২ ১ ১৩ ৩ ১ ২
বস্বীরনু স্বরাজ্যং ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্। (প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত)।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা:—(১) "সন্ধনি"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৌর্য্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ মনোবৃত্তয়ঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, ভগবতা সৎকর্ম্মণা বা সহ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ) 'স্বাদোঃ' (স্বাদুভূতস্য) 'মধোঃ' (মধুররসস্য — সারস্বরূপং অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি) ; জ্ঞানিনঃ সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা নিরন্তরং পরমানন্দং ভুঞ্জন্তে—ইতি ভাবঃ 'যাঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'বৃষ্ণা' (অভীষ্টবর্ষকেণ) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন) 'সযাবরীঃ' (সহযান্ত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ, নিত্যসম্মিলিতাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ) তাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ এব 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বস্বীঃ' (নিবাসকারিণ্যঃ, ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি যাবৎ) ; তথা 'শোভথা' (উপাসকস্য শোভাসম্পাদনায়, উপাসকেভ্যঃ শোভনীয়স্থানং স্বর্গাদিকং প্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'মদন্তি' (হ্লাদন্তে, আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা—উপাসকেভ্যঃ পরমানন্দং দদতি) । সদ্বৃত্তিপ্রভাবেন সজ্জ্ঞানসহায়েন চ ভগবতঃ সান্নিধ্যযুতঃ সন্ নরঃ পরমানন্দস্থানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (৬অ ৫খ ২সূ - ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, স্বাদুভূত মধুররসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারা নিরন্তর পরমানন্দ উপভোগ করেন)। যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-বর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সহিত গমনশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে ; সেই সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবৎসামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া নিবাস-কারী অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য প্রদায়ক হয়, এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গাদি পাওয়াইয়া আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—অথবা উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তিপ্রভাবে এবং সংজ্ঞান-সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুক্ত হইয়া মনুষ্য পরমানন্দভূত স্থানকে লাভ করে।) ॥ (৬অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বাদোঃ' স্বাদুভূতস্য রসযুক্তস্য 'ইত্থা বিষূবতঃ' ইত্থমনেন প্রকারেণ সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্যাপ্তি-যুক্তস্য 'মধ্বঃ' মধোঃ মধুররসস্য সোমস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' (১।৪।৩২)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থ্যে ষষ্ঠী। এবম্বিধং সোমং 'গৌর্য্যঃ' গৌরবর্ণা গাবঃ পিবন্তি। যা গাবঃ 'শোভথাঃ' (বচন-ব্যত্যয়ঃ) ইন্দ্রেণ সহ শোভন্তে 'বৃষ্ণা' কামাভিবর্ষকেন্দ্রেণ 'সযাবরীঃ' সহ যান্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ 'মদন্তি' হৃষ্টা ভবন্তি। তা [illegible]।

'বস্বীঃ' পয়ঃপ্রদানেন নিবাসকারিণ্যঃ তা গাবঃ 'স্বরাজ্যে' স্বস্যেন্দ্রস্য যৎ 'রাজ্যং' রাজত্বং তদনু-লক্ষ্যাবস্থিতা ইতি শেষঃ॥ বিষুবন্তঃ—বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ (জু° উভ°) অস্মাদৌণাদিকঃ কু-প্রত্যয়ঃ ততো 'মতুপ্ হ্রস্বনুড়্ভ্যাং মতুপ্' (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ্ উদাত্তত্বং, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (৬।৩।১৩৭)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ, ব্যত্যয়েন মতোর্ব্বত্বং। মধ্বঃ—'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' (১।৪।৭)—ইতি ঘের্ঙিতি (৭।৩।১১১) ইতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। গৌর্যঃ—'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' (৪।১।৪১) ইতি ঙীষ্। অপি যণাদেশে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' (৮।২৮) ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। সযাবরীঃ—যা প্রাপণে (অদা° প°) 'আতো মনিন্' (৩।২।৭৪) ইতি বনিপ্। 'বনো র চ' (৪।১।৭) ইতি ঙীব্রেফৌ। মদন্তি—মদী হর্ষে (দি° প°), শ্যনি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন (৩।১।৮৫) শপ্। বস্বীঃ—বস নিবাসে (ভ্বা° প°) 'শৃস্বৃস্নিহি' (উ° ১।১০) ইত্যাদিনা বসে রুপ্রত্যয়ঃ, 'ধাত্বে নিৎ' (উ° ১।৯) ইত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং, 'বোতো গুণবচনাৎ' (৪।১।৪৪) ইত্যত্র 'গুণবচনাৎ ঙীবাদ্যুদাত্তার্থং' (৪।১।৪৪) ইতি বচনাৎ বসুশব্দাৎ ঙীপি যণাদেশঃ। 'জসি বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। স্বরাজ্যং—অকর্ম্মধারয়ে রাজ্যং (৬।২।৩০) ইত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (৬প্র-৫খ-২সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বিষম সমস্যা-সঙ্কটের অন্তরায় ভেদ করিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইল। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কোনই সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অপিচ, সে অর্থ গভীর প্রহেলিকার মধ্যে পাঠকগণকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রচলিত সেই অর্থের আভাস ভাষ্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অধিকন্তু মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারাও মন্ত্রার্থ কি গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "গৌরবর্ণ গাভীসকল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে। যে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন করতঃ হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।"

(2) "The juice of some thus diffused, sweet to the taste, the bright cows drink.

Who for the sake of splendour close to mighty Indra's side rejoice, good in their own supremacy."

ইন্দ্রদেব যেখানে গতিবিধি করিতেন, তাঁহার শোভা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গাভী তাঁহার সঙ্গে যাইত; আর, তাহারা যজ্ঞস্থলে সোমরস পান করিয়া মত্ততা লাভ করিত। এই হইল—বেদমন্ত্রের অর্থ!

কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই ঐ অর্থের অসঙ্গতি এবং সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি হইবে। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'গৌর্যঃ' পদ। ঐ পদে 'গাভীসমূহ' অর্থ গ্রহণ করা হয়; কেন-না, 'গৌর্যঃ' পদে 'শ্বেতবর্ণ' অর্থ আসে। শ্বেতবর্ণ সুতরাং তাহারা গাভী—এই হইল তাৎপর্য্যার্থ। এ পক্ষে 'গৌরী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে ঐ পদের উদ্ভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলি, এখানে এই 'গৌর্যঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জনগণকে অর্থাৎ সাধুগণকে বুঝাইতেছে। 'শ্বেতবর্ণাঃ' অর্থ হইতেই ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা অনাবিল শুভ্রবর্ণ, তাহাই 'গৌর্যঃ'। এইরূপেই বুঝিতে পারি, যাঁহাদের মধ্যে সত্যের শুভ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই 'গৌর্যঃ'। দ্বিতীয় পদ—'ইত্থা'। এই পদের 'অনেন প্রকারেণ' প্রতিবাক্য হইতেই ভাব প্রাপ্ত হই,—'ভগবানের বা সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া।' জ্ঞানী সাধুগণ যখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারা যখন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন, 'ইত্থা' পদে সেই অবস্থার দ্যোতনা করিতেছে। "স্বাদোঃ মধোঃ পিবন্তি" বাক্যাংশে, সেই পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় সাধকগণ কি আনন্দে বিরাজমান থাকেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সে অবস্থাতেই—জ্ঞানী সাধকগণ যখন ভগবানের কর্ম্মে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন—তখন, তাঁহারা যে সুস্বাদু মধুর রসের সারভূত অমৃতকে পান করেন, তখনই যে তাঁহাদিগের সহস্রধারে সোমসুধা ক্ষরিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা সাধনার স্তরে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই সে রসাস্বাদের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, 'যজ্ঞক্ষেত্রে গাভীগণ গিয়া যে সোমরস পান করে'—এ প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নাই; পরন্তু 'সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া জ্ঞানিগণ যে পরমানন্দ লাভ করেন'—তাহাই এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত দেখি।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর পদাবলী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি। ঐ চরণের প্রথম পদ—'যাঃ'। ঐ পদে 'গাভীসকল' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার লক্ষ্য—ভগবদনুসারিণী বৃত্তিসমূহ। 'বৃষ্ণা' ও 'ইন্দ্রেণ' পদদ্বয়ের ভাব সম্বন্ধে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই। অভীষ্টপূরক ভগবান ইন্দ্রদেবই ঐ দুই পদের লক্ষ্যস্থল। ঐ 'সযাবরীঃ' পদের ভাবসম্পর্কেও কোনও মতানৈক্যের কারণ দেখি না। ভগবানের সহিত গমন করে—তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে—এই ভাবই ঐ পদ ব্যক্ত করে। এইরূপে "যাঃ বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ" বাক্যাংশে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের অধ্যাস হয়। ঐ বাক্যাংশে 'গাভীসকল যে ইন্দ্রের সহিত গমন করে'—এরূপ ভাব গ্রহণ না করিয়া, আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-পূরক সেই ভগবানের সহিত স্বতঃসম্মিলিত থাকে।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত হয়। এই 'যাঃ' পদের সম্বন্ধ-রক্ষার পক্ষে ভাষ্যেও 'তাঃ' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। ভাষ্যাদির মতে ঐ 'তাঃ' পদও গাভীসকলের দ্যোতক। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তিসমূহের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তদ্দ্বারাই অর্থ সুসিদ্ধ হয়। এ পক্ষে, 'অবস্থিতাঃ' পদ অধ্যাহার করার আবশ্যকই হয় না।

'স্বারাজ্যং' পদে 'আত্মরাজ্য - ভগবানের সামীপ্য' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১ম - ৮০সূ - ১০ঋ) বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই আমাদের স্বরাজ্য - যেখান হইতে আসিয়াছি, যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আবার যেখানে গিয়া লীন হইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব মনে করিয়াছি, তাহাই আমাদের স্বরাজ্য। তদ্ভিন্ন স্বরাজ্য নামে নূতন পদার্থ কিছুই পরিকল্পনা করা যায় না। সেই স্বরাজ্য লক্ষ্য করিয়াই (অনু) সদ্বৃত্তিসমূহ পরিচালিত হয়; সেই স্বরাজ্যের নিবাসয়িত্রী বলিয়াই তাহারা 'বস্বীঃ'। ঐ 'বস্বীঃ' পদে ভাষ্যাদিতে 'তৃণদানে নিবাসকারিণী' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। গাভীর পরিকল্পনাই এতদর্থের জননী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহই যে মানুষকে ভগবানের সমীপে লইয়া যায়, তাহারাই যে ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়িকা, তাহাতে কি কিছু সংশয় আছে? আমরা বলি, এখানে সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশমান যে, সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া - ভগবৎ-কর্ম্মের অনুসরণ-পূর্ব্বক মানুষকে অর্থাৎ উপাসককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করে। "যাঃ বজ্রা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ স্বরাজ্যং অনু বস্বীঃ" পদ-কয়েকটীতে ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। এখন অবশিষ্ট দুইটী পদ - "শোভসে মদন্তি।" এই 'শোভসে' পদ উপলক্ষে ইন্দ্রের 'শোভার জন্য' গাভীসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে এবং 'মদন্তি' পদ উপলক্ষে সেই গাভীসকল 'মধুপানে মত্ত হয়' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'শোভসে' পদের ভাব - উপাসকের শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাসককে শোভনীয় স্থান প্রদানের নিমিত্ত। তজ্জন্য বৃত্তিসমূহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 'মদন্তি' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'হ্লাদন্তে - আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি' ইত্যাদি পদ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপনারা ভগবানের অনুসারী হইয়া, মানুষকে ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়া, সদ্বৃত্তিসমূহ আত্মানন্দ লাভ করে; পক্ষান্তরে উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। * (৬অ - ৫ব - ২সূ - ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২
তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গের পঞ্চম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতি সূক্তের দশম ঋকের) অন্তর্গত। ছন্দ আর্চ্চিকে চতুর্থ প্রপাঠকে, চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে প্রথমা দশতির প্রথম সামরূপেও এই মন্ত্র উল্লিখিত দেখি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'পৃশনায়ুবঃ' (স্পর্শনকামাঃ, সত্ত্বযুতাঃ, ভগবৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'তাঃ' (পূর্ব্বোক্তাঃ) 'পৃশ্নয়ঃ' (জ্ঞানপ্রদায়িকাঃ জ্ঞানহেতুভূতাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'শ্রীণন্তি' (মিশ্রীকুর্ব্বন্তি, মিলিতং কুর্ব্বন্তি, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলয়ন্তি); ভগবৎসম্বন্ধযুতা মনোবৃত্তিঃ অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ করোতি—ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'প্রিয়াঃ' (প্রীতিহেতুভূতাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'সায়কং' (শত্রূণাং অন্তকারকং) 'বজ্রং' (আয়ুধং) 'হিম্বন্তি' (শত্রুষু প্রেরয়ন্তি); জ্ঞানরশ্মিভিঃ রিপবঃ এব হন্যন্তে ইতি ভাবঃ; তথা 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বন্বীঃ' (উপাসকস্য নিবাসকারিণ্যঃ, ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ)। মনুষ্যাণাং সদ্বৃত্তিঃ এব তেষাং ভগবৎসামীপ্যপ্রাপিকাঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের স্পর্শনকাম অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানপ্রদাতা সদ্বৃত্তিসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করে; (ভাব এই যে,—ভগবৎসম্বন্ধযুত মনোবৃত্তি আমাদিগকে সত্ত্বভাবসমন্বিত করে); ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিহেতুভূত জ্ঞানরশ্মিসমূহ, শত্রুগণের অন্তকারক আয়ুধকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করে; (ভাব এই যে,—জ্ঞানরশ্মিসমূহের দ্বারাই রিপুশত্রুগণ নিহত হয়); এবং আত্মরাজত্বকে অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া উপাসকের নিবাসয়িতা অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়ক হয়; (ভাব এই যে, মনুষ্যগণের সদ্বৃত্তিই তাঁহাদিগের ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক হয়।)॥ ৬অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তাঃ' পূর্ব্বোক্তাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'পৃশনায়ুবঃ' স্পর্শনকামাঃ পৃশ্নয়ঃ নানাবর্ণাঃ গাবঃ ইন্দ্রেণ পাতব্যং 'সোমং' পয়সা 'শ্রীণন্তি' মিশ্রীকুর্ব্বন্তি, 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়াঃ' প্রীতিহেতুভূতাঃ 'তাঃ' 'ধেনবঃ' 'সায়কং' শত্রূণামন্তকারকং 'বজ্রং' আয়ুধং 'হিম্বন্তি' শত্রুষু প্রেরয়ন্তি ইন্দ্রো যথা শত্রুষু বজ্রং প্রেরয়তি তথৈবেন্দ্রস্য মদমুৎপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ হিম্বন্তি হিবি প্রীণনার্থঃ (ভ্বা০ প০), ইদিত্বান্নুম্। সায়কং—ষো অন্তকর্ম্মণি (দি০ প০), ণ্বুল্যাযো যুগাগমঃ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১০০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্বমন্ত্রে গৌরবর্ণ গাভীর সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের 'তাঃ' পদ তদনুসারে সেই গাভীগণের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তার পর মন্ত্রে একটী 'পৃশ্নয়ঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'নানা বর্ণবিশিষ্ট গাভীগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পৃশনায়ুবঃ' পদে 'স্পর্শনকামাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়। 'সোমং' পদে সেই মাদকদ্রব্য অর্থই পরিকল্পিত হইতে দেখি। 'শ্রীণন্তি' পদের 'মিশ্রীকুর্ব্বন্তি' প্রতিবাক্য উপলক্ষে, 'দুগ্ধের সহিত সোমরসকে মিশ্রিত করা হয়'—এবম্বিধ ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভীসকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে।" প্রথমে ছিল,—গৌরবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) গাভীগণ। 'তাঃ' পদ উপলক্ষে সেই গাভীগণকে বুঝানই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এখানে 'তাঃ পৃশ্নয়ঃ' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে 'নানাবর্ণের গাভী' আসিয়া পড়িল। এইরূপে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত পর-মন্ত্রের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিল না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশের, "ইন্দ্রস্য প্রিয়াঃ সেনবঃ সায়কং বজ্রং হিম্বন্তি" বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'ইন্দ্রের প্রীতিহেতুভূত গাভীসকল শত্রুগণের অন্তকারক অর্থাৎ বিনাশ-সাধক বজ্রকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিল।' গাভীগণ কি প্রকারে যে শত্রুগণের মধ্যে অস্ত্র প্রেরণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অনন্তর মন্ত্রের উপসংহার অংশে, "বস্বীঃ অনু স্বরাজ্যং" বাক্যাংশে, 'গাভীগণ যে ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে'—এবম্প্রকার অর্থেরও কোনও তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, মন্ত্রার্থে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার পক্ষে একটু চেষ্টা পাইতেছি। তদনুসারে পূর্ব্বাপর কোনই অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে না। পূর্ব্বে 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে 'পৃশ্নয়ঃ' পদ তাহার দ্যোতক দেখিতেছি। 'পৃশ্নি' শব্দে, পূর্ব্বে 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদের প্রয়োগ উপলক্ষে (১ম—২৩সূ—১০ঋ ও ১ম—৩৮সূ—৪ঋ) 'জ্ঞান' অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি-মূলে ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদায়িকা জ্ঞানহেতুভূত' প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে, "তাঃ পৃশ্নয়ঃ" পদদ্বয়ে 'পূর্ব্বোক্তাঃ নানাবর্ণাঃ গাবঃ' প্রতিবাক্যের পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বোক্তাঃ জ্ঞানপ্রদায়িকাঃ জ্ঞানহেতুভূতাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহই 'পৃশনায়ুবঃ' অর্থাৎ ভগবানের স্পর্শনাভিলাষী ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে; আর, তাহারাই শুদ্ধসত্ত্বকে (সোমং) আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলিত করিয়া দেয় (শ্রীণন্তি)। গাভীগণ যে দেবতার স্পর্শনাভিলাষী হয় এবং আপনাদিগের দুগ্ধ লইয়া সোমরসের সহিত মিশাইয়া দেয়,—এতদর্থের সঙ্গতি কোনপ্রকারেই মনে আসিতে পারে না। পরন্তু জ্ঞানপ্রদায়িকা আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহই আমাদিগের কর্ম্মকে এবং আমাদিগের জীবনকে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলাইয়া দেয়,—ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান দেখি।

এইরূপেই দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পক্ষে 'ধেনবঃ' পদের তাৎপর্য্য প্রথম অনুধাবনীয়। ঐ পদে যে জ্ঞানরশ্মিসমূহকে বুঝায়, পূর্ব্বে বহুত্র (১ম ১০স্‌-৬২ঋ প্রভৃতিতে) প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞান যে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ, জ্ঞানের সাহায্যেই যে রিপুগণ পর্যুদস্ত হয়, তাহাও বলাই বাহুল্য। শত্রুগণের নিঃশেষকারক—কামাদি রিপুর বিনাশক—বজ্র যে জ্ঞানের দ্বারাই বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানিগণই রিপুগণের কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ, 'গাভীগণ যে শত্রুর প্রতি বজ্র প্রেরণ করে'—এ অর্থের পরিবর্ত্তে 'জ্ঞানের দ্বারাই যে রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব হয়'—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'স্বরাজ্যং অনু বষ্টি' পদত্রয়ের মর্ম্ম পূর্ব্ব মন্ত্রেই প্রকাশ করিয়াছি। সদ্বৃত্তির সাহায্যেই মনুষ্যগণ ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। সদ্বৃত্তিই মানুষকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে। • (৬অ ৫খ-২সূ ২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্য্যন্তি প্রচেতসঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্ব্বচিত্তয়ে

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বস্বীরনু স্বরাজ্যং ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসঃ (প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ, শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'তাঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'নমসা' (নমস্কারেণ, ভক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'সহঃ' (বলং, ঐশ্বর্য্যং ইত্যর্থঃ) 'সপর্য্যন্তি' (পরিচরন্তি); জ্ঞানিনঃ সাধবঃ ভগবতঃ মহিমানং অনুসরন্তি—তদ্ভাবেন ভাবান্বিতাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ; তথা 'অস্য' (ভগবতঃ সম্বন্ধিনঃ) 'পুরূণি' (বহূনি) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি) 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' (অপরেষাং জ্ঞাপনায়) 'সশ্চিরে' (প্রকাশয়ন্তি); সদ্বৃত্তিসম্পন্নাঃ সাধবঃ লোকানাং চিত্তসাধনায় ভগবতঃ সম্বন্ধিনঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ;

---

* এই সাম-মন্ত্রটী প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের একাদশ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

অপিচ, 'স্বরাজ্যং' (স্বস্য রাজ্যং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা), 'বর্দ্ধীঃ' (নিবাসকারিণ্যঃ, উপাসকস্য ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ)। সাধুনাং উপদেশেন লোকাঃ ভগবত্তত্ত্বং বিজানন্তি — ইতি ভাবঃ। (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টজ্ঞান (শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন) সেই সদ্বৃত্তিসমূহ নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির সহিত সেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে পরিচরণ করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবানের মহিমার অনুসরণ করিয়া থাকেন—তদ্ভাবে ভাবান্বিত হয়েন); এবং ভগবানের সম্বন্ধীয় বহু কর্ম্মকে অপরের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,— সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সাধুগণ লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ সকলকে জ্ঞাপন করেন); অপিচ, আত্মরাজ্যকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া, উপাসকের ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়ক হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধুগণের উপদেশের দ্বারা লোকসমূহ ভগবৎ-তত্ত্ব জানিতে পারেন।)॥ (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ 'তাঃ' গাবঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'সহঃ' বলং 'নমসা' স্বকীয়েন পয়োরূপেণান্নেন 'সপর্য্যন্তি' পরিচরন্তি 'পুরূণি' বহুনি 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতানি' শত্রুবধাদিরূপাণি বীর্য্যকর্ম্মাণি 'সশ্চিরে' সেবিরে জ্ঞাতব্যতয়া ইত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' মুখ্যত্বনাং শত্রুণাং পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞাপনায় অনেন যুধ্যমানা বৃত্রাদয়ঃ সর্ব্বে মরণং প্রাপ্তাঃ কিমর্থং ভবন্তি? প্রাণান্তাপস্য ইতি তেষাং বোধনায়েত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বচিত্তয়ে-চিত্তী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০), ভাবে ক্তিন্, সরুদ্বাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথমে একটী 'তাঃ' পদ আছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারিগণ সকলেই 'গাভীগণ' সম্বন্ধে ঐ পদের প্রযুক্তি-বিষয় খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই গাভীগণের বিশেষণ আছে—'প্রচেতসঃ'; অর্থাৎ, তাহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন। এই বিশেষণ হইতেই বুঝা যায়, ঐ 'তাঃ' পদ গাভীগণ-সম্পর্কে প্রযুক্ত নহে। আমরা ঐ 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তি

সমূহ অর্থ গ্রহণ করি। সদ্বৃত্তিসমূহ-সম্পর্কেই ঐ পদের প্রয়োগ পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের যে সদ্বৃত্তিসমূহ, 'প্রচেতসঃ তাঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। তার পর, 'নমসা' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্যে গাভী-পক্ষে 'আপনাদিগের দুগ্ধ-রূপ অন্নের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'নমসা' পদ 'নমস্কার' অর্থই প্রকাশ করে। উহার ভাব এই যে,—'নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির সহিত।' এখানকার 'সহঃ' পদে 'বল' বা 'ঐশ্বর্য্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অস্য সহঃ' পদদ্বয়ে এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে বুঝাইতেছে। 'সপর্য্যন্তি' পদে 'পরিচরণ করে' অর্থ আসে। পরিচরণের ভাব—অনুসরণ। যাহারা ভগবন্মহিমার অনুসরণ করে, 'সপর্য্যন্তি' ক্রিয়াপদে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। সে কাহারা? 'প্রচেতসঃ তাঃ'—অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সদ্বৃত্তিসমূহ। যাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞান সহ সদ্বৃত্তিসমূহের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিসহকারে একান্তে ভগবন্মহিমার অনুসরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, 'প্রকৃষ্টজ্ঞান-যুক্ত গাভীসকল যে দুগ্ধের দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করে'—এইরূপ প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে, 'জ্ঞানী সাধকগণের সদ্বৃত্তিসমূহ যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অনুসারী হয়, তাঁহারই গুণানুসরণে ভগবদভিমুখী কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে'—মন্ত্রের প্রথম চরণে এবম্বিধ ভাবই আমরা প্রাপ্ত হই।

অতঃপর, দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশে কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরাই বা কি অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে, 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' এবং 'সশ্চিরে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। ঐ দুই পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়—'যুদ্ধার্থ প্রস্তুত শত্রুগণকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদিগের পরিচালকগণ যে নিহত হইয়াছে, তাহাই ঘোষণা করা হইয়া থাকে।' ফলতঃ, গাভীগণ যেন যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদিগকে পূর্ব্ব হইতে ভয় দেখাইয়া বলিতেছে,—'তোমাদিগের নেতৃগণ নিহত হইয়াছে; তোমরা কেন আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছ—বৃথা কেন প্রাণদান করিবে?' গাভীগণ এই সকল কথা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ঘোষণা করে, এবম্বিধ উপাখ্যানের কোনই যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না। পরন্তু, আমরা বলি, 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' পদে 'অপরের জ্ঞাপনের নিমিত্ত' ভাব আসে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'অপরেষাং জ্ঞাপনায়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সশ্চিরে' ক্রিয়া-পদ অতীত-কালবাচক হইলেও আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'প্রকাশয়ন্তি' পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐ পদে নিত্য-বর্ত্তমানের সম্বন্ধ খ্যাপন করি। এইরূপে, 'গাভীগণ শত্রুদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল'—এই প্রকার অর্থের পরিবর্ত্তে, 'সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সাধুগণ যে লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল লোকগণকে জ্ঞাপন করেন'—এই ভাবই আমরা এই মন্ত্রাংশে গ্রহণ করি। দ্বিতীয় চরণের শেষাংশ পূর্ব্ববৎ ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপণের উপায় খ্যাপন করিতেছে। সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবৎসমীপে মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়। সাধুগণই তৎকর্ম্মে প্রধান অবলম্বন। এই মন্ত্র এই ভাবের দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। * (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান ॥

৪র৩র ৪৩র৪৫র ৩২ ৩র৪র৪ ১ র ২ ১ ৭
স্বাদোরিত্থাবিষূ। বতা ৩ ৪ ঔহোবা। মাধোঃ পিব। তিগৌরিয়া ২ ৩ ৪ ঃ।

৫ ৫ ১র র২১র২র১ ২ ১ n ৩
ও ৬ হা। যা ইন্দ্রেণসযাবরীর্ব্বৃ। ষ্ণোমা ২ ৩ দা। তিশো ২। ভা ২ ৩ ৪

৫ ৩র৪ ৩৪৫র ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১৭
থা ॥ (১) তাঅস্যপৃশনা। যুবা ৩ ৪ ঔহোবা। সোমং শ্রীণ। তিপার্শ্বয়া

৫ ৫ ২১র ২র১২র১ ২ ১ n
২ ৩ ৪ ঃ। ও ৬ হা। প্রিয়াইন্দ্রস্যধেনবোব। জ্রাং হা ২ ৩ য়িন্বা। তিসা ২।

৩ ৫ ৩র৪ ৩৪৫র ৩২ ৩র৫র৫ ১ ১
যা ২ ৩ ৪ কাম্। (২) তাঅস্যনমসা। সহা ৩ ৪ ঔহোবা। সাপর্য্যান্তি।

১ ৭ ৫ ৫ ২১র২ র ১ ২
প্রচায়িতসা ২ ৩ ৭ ঃ। ও ৬ হা। ব্রতান্যস্য সশ্চিরেপূ। রূণা ২ ৩ য়িপূ।

[illegible] ৩ ৫ ১র ২ ২ ১ [illegible]৩
বর্চ্চা ২ য়ি। ত্তঃ ২ ৩ ৪ য়ায়ি। বস্বীরস্যা ৩ রা। জুস্যায়ি। জা ২ য়া ২ ৩

৫র র ৩ ৫
৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ স্ (৩)। ১২।৩। *

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২র ৩২
অসাব্যংশুর্ম্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ।

৩২উ ৩ ৫ ২
শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (পর্ব্বতবৎকঠোরহৃদয়েষু অথবা পর্ব্বতবদবিচলিতেষু হৃদয়েষু সঞ্জাতঃ,—কঠোরসাধনায়াঃ সঞ্জাতঃ ইত্যর্থঃ) অংশু (জ্ঞানকিরণাঃ) 'অসাবি' (বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ)

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "শৈত্তম্।"

'মদায়' (অস্মাকং নিত্যানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'অপ্সু' (স্নেহসত্ত্বাদিষু) 'দক্ষঃ (প্রবুদ্ধাঃ, সম্যক্ প্রদীপ্তাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'শ্যেনো ন' (শ্যেনবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টীঃ সন্তঃ, যদ্বা - ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীলাঃ সন্তঃ) তে জ্ঞানকিরণাঃ 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং আধারক্ষেত্রং — অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদৎ' (আসীদতু, সম্যক্ ব্যাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। দিব্যজ্যোতিঃসহযুক্তেন সত্ত্বভাবপূর্ণেন হৃদয়েন ভগবন্তং অধিগন্তব্যং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৬খ—১সূ - ১সা)॥

অথবা।

'মদায়' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা - ভক্তানাং অভীষ্টপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'অংশুঃ' (জ্ঞানকিরণঃ) 'অসাবি' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন ইতি যাবৎ) অপিচ 'অপ্সু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু সম্মিলিতঃ সন ইতি যাবৎ) 'দক্ষঃ' (প্রবুদ্ধঃ, অনন্তশক্তিবিধায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; অপিচ, 'শ্যেনো ন' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীলঃ সন্) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং — অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদয়ং সত্ত্বভাবসহযুতেন দিব্যজ্ঞানেন পূর্ণং ভবতু— ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৬খ - ১সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পর্ব্বতবৎ কঠোর অথবা পর্ব্বতবৎ অবিচলিত হৃদয়ে সঞ্জাত অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানকিরণ-সমূহ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগকে নিত্যানন্দ-দানের জন্য স্নেহসত্ত্বভাব-সমূহে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত হয়। শ্যেনপক্ষীবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি অথবা ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল সেই জ্ঞানকিরণ-সমূহ উৎপত্তিমূল (আধারক্ষেত্র) আমাদিগের হৃদয়কে সম্যক্-প্রকারে ব্যাপ্ত করুক বা প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে—দিব্য জ্যোতিঃসহযুক্ত সত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (৬অ—৬খ—১সূ—১সা)।

অথবা।

আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত, শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রাপক জ্ঞানকিরণ পবিত্র এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অনন্তশক্তিবিধায়ক হউক এবং শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল হইয়া আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হউক।)। (৬অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরিষ্ঠাঃ' পর্ব্বত-জাতঃ 'অংশুঃ' সোমঃ 'মদায়' মদার্থং 'অসাবি' অভিষুতঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'দক্ষঃ' প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। কিঞ্চ 'শ্যেনো ন' যথা শ্যেনঃ পক্ষী বেগেনাগত্য স্থানং সাদীদতি তদ্বদয়ং সোমঃ 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আসদৎ' আসীদতি॥ ১॥

প্রথম (১০০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রথম ভাগে নিত্যসত্য এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমরা যে ভাবে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'পর্ব্বতজাতঃ'। আমরা সেই ভাব হইতে অর্থ করিয়াছি,—'পর্ব্বতবৎকঠোরহৃদয়েষু সঞ্জাতাঃ - কঠোরসাধনায়াঃ সঞ্জাতাঃ বা।' পর্ব্বতবৎকঠোর হৃদয় কাহাকে বলে? যে হৃদয় আজীবন পাপকলুষিত যে হৃদয় নিবিড় অন্ধতমসায় সমাচ্ছন্ন, তাহাকেই পর্ব্বতসদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করি। অন্ধকারেই আলোক-রশ্মির কিরণচ্ছটা অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়। চির অজ্ঞানান্ধকারময় হৃদয় যদি আলোকরশ্মি-বিচ্ছুরণে পূর্ণোদ্ভাসিত হয়, তাহার চাকচিক্য, তাহার জ্যোতিঃছটা বস্তুতঃ নয়নমনমুগ্ধকর। অন্ধকার হৃদয়ে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণেই আলোকের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হয়। সংসার-সন্তাপে জর্জ্জরিত হৃদয় অতি অসাধু জনও একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানের শরণাপন্ন হয়, পরম দয়াল ভগবান তাহার করুণ প্রার্থনায় কৃপা করিয়া তাহার হৃদয়ে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিলে, তাহার যে দীপ্তি প্রকাশ পায়, 'গিরিষ্ঠা' পদে তাহারই লক্ষ্য আছে। আবার জ্ঞানজ্যোতিঃ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চস্থানেই প্রকাশ পায় অর্থও আসিতে পারে। বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়কেই আমরা সেই উচ্চস্থান বলিয়া মনে করি। আবার পর্ব্বত যেমন স্থির অবিচলিত, সেইরূপ স্থির অবিচলিত হৃদয়ই জ্ঞানের আধার। কামক্রোধ হিংসাদি পাপকলুষ-পরিশূন্য যে নির্ম্মল হৃদয় ভগবানের প্রতি নিয়োজিত, তাহাকেই স্থির অবিচলিত বলিতে পারা যায়। 'অপ্সু' অর্থাৎ স্নেহ-সত্ত্বভাবের সহিত সেই জ্ঞানজ্যোতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হয়। জ্ঞানের সম্মিলনে স্নেহ-সত্ত্বভাব তখন আপনিই প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই ভাবই মন্ত্রাংশে প্রকটিত বুঝিয়া মনে করি।

'অংশু' 'দক্ষঃ' অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ হয় বলিতে কি বুঝিতে পারি? জ্ঞানের সাহচর্য্যে সত্ত্বভাব

সত্ত্বের বৃদ্ধিত হয়, ইহাই ঐ পদদ্বয়ে বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি বলিতে সদ্ভাবসম্পন্ন জ্ঞানিজনের অন্তরে, জ্ঞানের ও সদ্ভাবের বিদ্যমানতার ভাবই উপলব্ধ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সদ্ভাব সাধকগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাহাতে দেবত্বের বিকাশ পায়—ভগবান অধিষ্ঠিত হন—এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—অকৃতী আমরা।

প্রস্তরবৎ কঠোর আমাদের হৃদয়। সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে। তবে তিনি যদি দয়া করিয়া আগমন করেন, তবেই অভীষ্ট পূরণ হয়। তাই প্রার্থনা,—তাঁহার করুণায় পাষাণেও যখন বারি-নির্ঝর প্রবাহিত হয়, তখন আমাদের পাষাণ হৃদয়েই বা স্নেহ সত্ত্বভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইবে না কেন? জ্ঞানজ্যোতিতে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকাররাশিই বা দূর হইবে না কেন? সকলই তাঁহারই করুণা-সাপেক্ষ। তাই ডাকি,—'হে ভগবন্! আমার কঠিন হৃদয়ে আসন বিস্তার করিয়া, তাহাতে স্নেহ-সত্ত্বভাবের সঞ্চার করুন। আপনার কৃপায় অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক।'

দ্বিতীয় অন্বয়ের ভাব—জ্ঞান দিব্যজন্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের মধ্যেও তাঁহারই বিকাশ; তাই মানুষের হৃদয়েও জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মানুষ যখন আবিলতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত হয়, তখন সে স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মূলতঃ কোনও প্রভেদ না থাকিলেও, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, পার্থক্য করিয়াই বলা হইয়াছে-দিব্যজন্মা জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু সেই হৃদয় একটু উন্নত ও পবিত্র হওয়া চাই। এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে উন্নত হৃদয়ের জন্যও প্রার্থনা আছে।

জ্ঞান যখন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ ও মোক্ষদায়ক হয়। এই জ্ঞানের বীজ আমাদিগের হৃদয়ে নিহিত আছে সত্য; কিন্তু ভগবানের করুণা ভিন্ন সে বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয় না। তাই, একভাবে ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অভিষিক্ত করে। ভাষ্যকার 'অংশুঃ' পদে সোম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারিব নাই। 'অংশু' পদে জ্ঞান-কিরণ প্রভৃতি অর্থেরও সঙ্গতি দেখা যায়। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ১র ২র ৩১২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধৌতন্নৃভিঃ সুতম্।

১২ " ২৩ ১ ২

স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকেও (পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সূক্ত, সপ্তম সাম) দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে প্রথম আধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তে এই মন্ত্রটী পরিদৃষ্ট হইবে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃভিঃ' (শ্রেষ্ঠৈঃ নরৈঃ—সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) যদা 'শুভ্রং' (শোভনং) 'অন্ধঃ' (জীবনভূতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'দেববাতং' (দেবানাং গ্রহণায়) 'সুতং' (অভিষুতঃ, পরিশ্রুতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) তদা তানি অন্নানি 'অপ্সু' (স্নেহসত্ত্বাদিষু) 'ধৌতং' (পরিশ্রুতং সন্) 'গাবঃ পয়োভিঃ' (জ্ঞানস্য রশ্মিভিঃ সহেতি ভাবঃ) 'স্বদন্তি' (সাধকানাং হৃদি উপতিষ্ঠন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। জ্ঞানেন শুদ্ধসত্ত্বেন চ ভগবদনুগ্রহং লব্ধব্যং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-৬খ-১সূ-২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের দ্বারা যখন শোভন অমৃতরূপ শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের গ্রহণের জন্য অভিষুত হয়; তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বাদির দ্বারা পরিশ্রুত হইয়া জ্ঞানরশ্মিসমূহের সহিত (সাধকদিগের হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত (উপস্থিত) হইয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক ভাবার্থ—জ্ঞানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)॥ (৬অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যং 'দেববাতং' দেবৈঃ প্রার্থিতং 'শুভ্রং' শোভনং 'অন্ধঃ' অন্নস্বরূপং 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'ধৌতং' শোধিতং সোমং 'গাবঃ' পশবঃ 'পয়োভিঃ' আশিরৈঃ 'স্বদন্তি' স্বাদয়ন্তি। 'ধৌতং সুতং'—'ধূতঃ সুতঃ'- ইতি পাঠৌ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে এক নিত্য-সত্য প্রকটিত হইয়াছে। হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ না হইলে, সে হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্য-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত না হইলে, ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। তাই জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে সদ্ভাবের সমাবেশে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রকটিত নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যানুমোদিত ব্যাখ্যা হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে; যথা,—'যে নির্ম্মল খাদ্য-দ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম, পথ-প্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাহাকে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক জলে শোধন করেন, (যজ্ঞশেষ) গোধন তাহার আস্বাদন গ্রহণ করেন।"

এ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হয়, সুধীগণের তাহা অনুধাবনীয়। আমরা মন্ত্রের এ ভাব আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার

এবং বঙ্গানুবাদে প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রটীতে ভগবদনুগ্রহ-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই মনে করি। (৬অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আদীমশ্বন্ন হেতারমশূশুভন্নমৃতায়।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মধো রসꣳ সধমাদে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আৎ' (অনন্তরং, হৃদি সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিং সংজনয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'হেতারং' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারঃ ইত্যর্থঃ) 'ঈং' (এতৎ) 'মধোঃ রসং' (পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'অমৃতায়' (অনুষ্ঠাতৃণাং অমরণায়, সৎকর্ম্মসাধনশীলায় জীবনসাধনায় ইতি যাবৎ) 'অশ্বং ন' (অশ্বমিব, যথা সমরবিজয়লিপ্সু যোদ্ধপুরুষঃ যথা সংগ্রামে অশ্বং শোভয়তি সজ্জিতং করোতি তদ্বৎ) 'সধমাদে' (সংসারসংগ্রামে, রিপুসংগ্রামে বা; যদ্বা—সৎকর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'অশূশুভং' (শোভয়তু সদ্ভাবাদিভিঃ শোভিতং করোতু—সাধকং ইতি যাবৎ, যদ্বা—কর্ম্মশক্তিদানেন তান্ সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনং করোতু ইতি ভাবঃ)। (৬অ-৬খ-১সূ-৩সা)॥*

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তি জন্মাইয়া) সৎকর্ম্মে নিয়োজক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ অনুষ্ঠাতৃগণের সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবন সাধনের উদ্দেশ্যে, অশ্বের ন্যায় অর্থাৎ সমরবিজয়লিপ্সু যোদ্ধপুরুষ যেমন সংগ্রামে অশ্বকে সুসজ্জিত করে সেইরূপ, সংসার-সংগ্রামে (রিপুসংগ্রামে) অথবা সৎকর্ম্মেই সদ্ভাবাদির দ্বারা সাধককে (অনুষ্ঠাতাকে) সুশোভিত করুন (অর্থাৎ কর্ম্মশক্তি-দানে তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী করুন। (৬অ-৬খ-১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি বর্গের চতুর্থ সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'আৎ' অনন্তরং 'হেতারং' প্রেরকং 'ঈং' এনং 'মধোঃ' মধুরস্য সোমস্য 'রসং' 'সধমাদে' যজ্ঞে 'অমৃতায়' অমরণায় 'অশূশুভং' ঋত্বিজঃ শোভয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অশ্বং ন' যথা প্রেরকা অশ্বং সংগ্রামে শোভয়ন্তি তদ্বৎ ॥ 'হেতারং'—'কেতারঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'মধ্বঃ'—ইতি চ ॥ (৬অ—৮খ—১সূ—৩সা) ॥

*

তৃতীয় (১০১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"অনন্তর অনুষ্ঠানকর্ত্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে এই সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব-লাভের জন্য সুশোভিত করেন। যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করিয়া থাকে।" ভাষ্যের ভাবও এইরূপ।

সোমের রসকে সুশোভিত করিয়া ঋত্বিকগণ কি পারমার্থিক উপকার লাভ করেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের উপমাও ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। তাই আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সংসার সংগ্রামে—রিপু-সংগ্রামে মানুষ অহরহ জর্জ্জরিত হইতেছে। সেই রিপুসংগ্রামে বা সংসার-সংগ্রামে জয়লাভের একমাত্র উপায়—সদ্ভাবের সঞ্চার। রিপু-সংগ্রামে জয়লাভেই অমরত্ব-লাভের পথ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রের 'অশ্বং ন' উপমার সার্থকতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। সমরে বিজয় লাভ করিতে যেমন সুশিক্ষিত সুসজ্জিত অশ্বের উপযোগিতা অবিসংবাদিত; সেইরূপ সংসার-সমরে বা রিপু-সংগ্রামে বিজয়-লাভের অভিলাষী হইলে, আপনাকেও তাহার উপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিবার প্রয়োজন হয়। সৎকর্ম্ম-সাধন—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার সেই বিজয়-লাভের সু-শস্ত্র বা সাজসজ্জা বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি। সদ্ভাব-প্রভাবেই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে; কর্ম্ম সামর্থ্য তাহাতেই সঞ্জাত হয়। সেই কর্ম্ম সামর্থ্যে—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে পরমানন্দ অধিগত হয়। মন্ত্রে তাই সত্ত্বভাবকে বলা হইয়াছে,—'সাধককে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তোমরা তাহার পরিরক্ষক হও, অর্থাৎ রিপু-সংগ্রামে বা সংসার-সমরে তোমরা তাহার বর্ম্মরূপে নিয়োজিত হও। তবেই সে সংগ্রামে তাহার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ভাব এই যে,—'মন যদি সংসার-সংগ্রামে—রিপু-সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে বর্ম্মরূপে গ্রহণ কর। তোমার সকল কর্ম্মে—সকল অনুষ্ঠানে যাহাতে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, তৎপক্ষে স্বতঃপরতঃ চেষ্টান্বিত হও। তবেই সুফল-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব সঞ্জাত হইলেই মানুষের কর্ম্মশক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে; তখনই মানুষ সৎকর্ম্ম-সাধনের উপযোগী হয়। ফলতঃ, সদ্ভাব-সঞ্চয়ের—জ্ঞানোন্মেষের উদ্বোধনা মন্ত্র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

বিবরণকারের মতে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হেতারং' পদের অর্থ হয় 'শীঘ্রগামিনং'। ভাষ্যকারের অর্থ—'প্রেরকং'। প্রেরক বলিতে আমরা সৎকর্ম্মে প্রেরণা দান করেন,

যিনি, তাঁহাকেই মনে করি এ হিসাবে ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেই যে সৎকর্ম প্রেরণা পায়, তাহাই বুঝা যায়। বিবরণকারের অর্থের অনুসরণে এই এক ভাব হইতে পারে যে, শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে শীঘ্র শীঘ্র ভগবানের প্রতি প্রধাবিত করে। এতদ্ভিন্ন, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মানুষের মনে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়—এ ভাবও 'শীঘ্রগামিনং' অর্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল অর্থেই সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব উপলব্ধি করি। আলোচনা-প্রসঙ্গে এবং মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। * (৬অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

—*—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান॥

১ ২ ১ ২ ৫ ২১ র২৩২
১। অসাহাউ। বায়া৺শুর্ম্মা ৩১ উবা ২৩। দা ২৩৪ য়া। অপ্সু দক্ষোগিরিষ্ঠা ১ঃ।

র ২ ১র২ ৫
শ্যেনোহাউ। নাযোনিমা ৩ ১ উবা ২ ৩। সা ২ ৩ ৪ দাং। (১)

২১ ২রর১র২ ১২র১ ২ ৩২ ২ ১ ২২
শুভ্রমমক্ষোদেববাতমপ্সুধোতন্ডীঃসুতা ১ ম্। অসাহাউ। তাস্নিগাবঃপা

৫ ১র২র১২১র২র ১র২ ১২র৩
৩১ উবা ২৩। যো ২ ৩৪ ভীঃ। (২) আদীমশ্বন্নহেতারমশূশুভন্নমৃতায়া

১১১১ ১ ২ ১ ২
২৩৪৫। মধোহাউ। রাসপ্ৎসদাধা ৩১ উবা ২৩।

৫
মা ২ ৩ ৪ দে (৩)॥

* * *

১র২ ১র র ২ র১ ২১ র ২— ১
২। অসাব্যংশুর্ম্মো। হোহাবাহায়ি। দায়া। অপ্সু দক্ষোগিরো ২। হুবায়ি।

— — র১র ২ ২ — ১ -- ১
হুবা ২ য়ি। ষ্টা ২ঃ। শ্যেনোনযোনিসো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। সাদা

১A৩ ৫রর ২১ র২রর র ২
২৩৫। হো ২ বা ২৩৪ ঔহোবা॥ (১) শুভ্রমক্ষোদেবো। হোহোবাহায়ি।

২১ ২১র ২ — ১ — ১—
বাতায়। অপ্সুধোতন্ডো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। সুতা ২ ম্।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গে প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

১ র২ — ১ — ১ ১ n ৩

স্বদন্তিগাবঃ পো২। হুবাগ্নি। হুবা২য়ি। যোভা২৩য়িঃ। হো২বা২

৫র র ১র২র১২১ র র ২ র ১ র

৩৪ ঔহোবা। (২) আদীমশ্বন্নহো। কোহোনাহায়ি। তারাম। অশূ-

২ — ১ — ১ — ১র ২ — ১

শুভ্রমযৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। তারা২। মধোরস৮ সুধৌ২। হুবায়ি।

— ১ ১ n ৫র র

হুবা২য়ি। মাদা২৩য়ি। হো২বা২৩৪ ঔহোবা।

২ ১ র২ ৩ ১ ১ ১ ১

অগ্নিরাহুতা২৩৪৫ঃ (৩)॥

. . .

১ র২ ১ ২ ১ র ২ ২ ২

৩। অদাবা৮ শো। হায়ি। মদা২৩ য়া। অপ্সবক্ষো গা১য়িরা৩ য়িষ্ঠাঃ।

র র ৩ ৫ ১ ২ ২ ২ ৪ ৫

শ্যেনোনযো২৩৪ হায়ি। নায়িমা৩ হায়ি। সদাৎ। ঔ২৩ হোবা। (১)

২ ১ ২র১ ২ ১ র ২ ২ ২

শুভ্রমক্ষো। হায়ি। দেববা২৩ তাম। অপ সুধৌতম্ন্ ভা১য়িঃ সূ৩ তাম

৩ ৫ ১ ২ ২ র ১ ৪ ৫

স্বদন্তি গো২৩৪ হায়ি। বাঃ পা৩ হায়ি। যোভায়িঃ। ঔ২৩ হোবা।

১র২র১ ২১র ২ ১ র ২ ২ ২

(২) আদীমশ্বো। হায়ি। নহেতা২৩ রাম। অশূশুভ্রমমা১ র্ত্তা৩ য়া।

র ৩ ৫ ১২ ২র ১২ ৪ ৫

মধোরসো২৩৪ হায়ি। সাধা৩ হায়ি। মাদা। ঔ৩ হোবা।

হো৫ঈ। ডা (৩)।

. . .

২ র র ২ ১ র ২র১র ২S

৭। অদাব্য৮ শুর্ম্মদায়া৩ এ। অপ সুদক্ষোগিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনোনয়া২৩। হায়ি।

১ ২ ১২ ২ র র ১ ২ ১ র

নায়িমাউবা। সাদা উবা৩। (১) শুভ্রমক্ষোদেববাতা৩ মে। অপ সুধৌত

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

ম্ন ভিঃসুতাম। স্বদন্তিগা২৩। হায়ি। বাঃ পাউবা যোভাউবা। ৩। (২)

২র র র র ২ ১র র ২১র ২
আদীমখম্নহেতারা ৩মে। অশূশুভয়মূতারা। মধোরদা২৩ম্। হায়ি।

১২ ১২ ২
সাধাউবা। মাদাউবা৩। উ৩২৩৪পা(৩)। ১২।৩।•

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩২উ৩ ১২
অভি দ্যুম্নম্বৃহদ্যশ ইষস্পতে

৩ ১ ২ ৩২
দিদীহি দেব দেবয়ুম্।

১র ২র ৩ ১ ২
বি কোশম্মধ্যমং যুব ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষস্পতে দেব' (সিদ্ধিপ্রদাতঃ হে দেব!) ত্বং অস্মভ্যং 'দেবয়ুং' (দেবকামং, দেবত্বপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দ্যুতিমন্তং) 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'যশঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অভিদিদীহি' (প্রযচ্ছ); তথা তব 'মধ্যমং' (অন্তরিক্ষস্থিতং, দ্যুলোকস্থিতং অমৃতময়ং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (মেঘং, বর্ষণং, করুণাপ্রবাহং) 'বি যুব' (বৃষ্ট্যর্থং গময়, বর্ষয় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবান্! অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছ; বয়ং তব করুণামৃতং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সিদ্ধিপ্রদাতা হে দেব! আপনি আমাদিগকে দেবত্বপ্রাপক দ্যুতিমান্ মহান্ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন; এবং আপনার অমৃতময় করুণা-প্রবাহ বর্ষণ করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; আমরা যেন আপনার করুণামৃত লাভ করি।)। (৬অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইষস্পতে' অন্নস্য পতে! 'দেব'! স্তোতব্য সোম! 'দ্যুম্নং' স্তোতমানং 'বৃহৎ' প্রভূতং 'যশঃ' অন্নরূপং 'দেবয়ুং' দেবান্ কাময়মানং কবিলক্ষণং ত্বদীয়ং রসং 'অভি দিদীহি'

* ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম সূক্তের মন্ত্র তিনটীর একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। ঐ গানচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—'সন্বনি', 'গৌরীবিতং', 'ঐড়সৌক্ষিতং' এবং 'অধ্যর্দ্ধেড়ং সোমসাম।'

অমৃতত্ত্বমাভিমুখ্যেন প্রকাশয় প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। যদ্বা, হে সোম! যশোহন্নং দেবয়ুং দেবানিচ্ছন্তং যজমানমভিলক্ষ্য প্রকাশয়। আমন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন (৮।১।১৯) পদাদিত্বাদনিঘাতঃ। কিঞ্চ 'মধ্যমং' অন্তরিক্ষস্থিতং 'কোশং' মেঘং 'বি যুব' বৃষ্ট্যর্থং বিগময় বিশ্লেষয়। 'দেবেষু' — 'দেবয়ুঃ' ইতি পাঠৌ। (৬অ—৬খ ২সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০১১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটীতে শক্তি ও ভগবানের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের করুণার উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহার দয়া না পাইলে মানুষ কেবল ইচ্ছা করিলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের নিকট হইতে শক্তি না পাইলে মানুষের কতটুকু শক্তি আছে যে, চারিদিকের ভীষণ রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করিবে? তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—দয়াল প্রভো! কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অসীম শক্তি-ভাণ্ডারের একটু শক্তিকণা দান করিয়া ধন্য কর। আমাদিগকে সৎপথে চলিবার, সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট সৎকর্ম্মসাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারি; তাহার সাহায্যে যেন তোমার চরণে পৌঁছিতে পারি। তোমার দেওয়া শক্তিপুষ্পে যেন তোমারই চরণে অঞ্জলি দিতে পারি। তোমার অপার করুণাধারা জগতে বর্ষিত হউক, চিরপিপাসিত অশান্ত হৃদয় তোমার শান্তিবারি-লাভে তৃপ্ত হউক। তোমার মহিমা হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। * (৬অ—৬খ-২সূ-১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১　২　৩　৩ ২র　৩ ২
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো

৩ ২উ　৩ ২　৩　১ ২
বিশাং বহ্নির্ন বিশ্‌পতিঃ।

৩ ২　১ ১　২　৩ ২ ৩ ২উ
বৃষ্টিন্দিবং পবস্ব রীতিমপো

৩　১ ৩　৩　১ ২
জিন্বন্‌ গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ॥ ২॥

---

* এই মন্ত্রটী ছন্দ আর্চ্চিকেও (৬ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৪র্থ সূক্ত ২সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায় অষ্টাদশ বর্গের (৯ মণ্ডল ১০৮ সূক্ত ৬ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদক্ষ' (শোভনবল, যদ্বা—শ্রেষ্ঠশক্তিবিধায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ যথা চরাচরানাং সর্ব্বভূতানাং ইত্যর্থঃ স্বামী রক্ষকঃ তথা) ত্বমপি 'বিশাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং) পালকঃ অসি ইতি শেষঃ। অতঃ 'চম্বোঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতঃ) ত্বং 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, সৎকর্ম্মণা বিশুদ্ধঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'আ বচাস্ব' (বিশেষেণ আগচ্ছ-হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ)। অপিচ 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, ভগবতঃ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ) 'অপঃ রীতিং' (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (প্রবর্ষয়)। ততঃ 'গবিষ্টয়ে' (জ্ঞানকামিনে, মোক্ষকামিনে-অস্মভ্যং কল্যাণ-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'নিয়ুঃ' (সৎকর্ম্মাণি) 'জিম্বন্' (প্রেরয়, ভগবৎসামীপ্যং সম্যক্ প্রাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৬অ—৬খ-২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভনবল অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রজ্ঞানাধার ভগবান যেমন চরাচর সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও রক্ষক, তুমিও সেইরূপ বিশ্বের সকলের পালক ও রক্ষক হও। অতএব সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত তুমি অভিষুত অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া, বিশেষভাবে আগমন কর অর্থাৎ হৃদয়ে সঞ্চারিত হও এবং দ্যুলোক হইতে ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষণ কর। তদনন্তর মোক্ষকামী আমাদিগের কল্যাণের জন্য সৎকর্ম্মসমূহকে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবের এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।)। (৬অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুদক্ষ' শোভনবল! 'চম্বোঃ' অধিষবণফলকয়োঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ ত্বং 'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' সর্ব্বাসাং প্রজানাং বোঢ়া রাজেব 'বিশাং' প্রজানাং বোঢ়া সন্ 'আ বচাস্ব' আগচ্ছ কলশমাপবস্ব। বাচের্গত্যর্থস্য ব্যত্যয়েন শনি রূপং। কিঞ্চ ত্বং 'অপঃ' অপাং উদকাদীনাং 'রীতিং' ব্যাপ্তাং গতিং বৃষ্টিং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পবস্ব' কুরু। কিং কুর্ব্বন্? 'গবিষ্টয়ে' গামাত্মন ইচ্ছতে যজমানায় 'নিয়ুঃ' কর্ম্মাণি 'জিম্বন্' প্রেরয়ন্। 'অপো জিম্বন্'-অপাজিম্ব' ইতি পাঠৌ। (৬অ ৬খ-২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০১২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হইতে বিশেষ কোনও উচ্চ ভাব বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে সুনিপুণ সোম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া রাজ্যভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর।"

যে ভাবে উপরোক্ত অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে, মন্ত্রার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত হইবে। আমরা মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহার স্থূল আভাষ আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মন্ত্রের প্রথম বিরোধীয় পদ—'সুদক্ষ'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শোভন-বল।' ব্যাখ্যাকারের অর্থ—'সুনিপুণ।' আর আমাদের অর্থ,—'সর্ব্বশক্তিদায়ক।' এক্ষণে এই তিন অর্থের মধ্যে আমাদের অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি করুন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, আমরা ভাষ্যের ভাব হইতেই ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। কর্ম্মে যিনি সুনিপুণ, যিনি ত্রুটিপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই সুনিপুণ বলা যাইতে পারে। শোভনবলও তিনিই, যাঁহার কর্ম্ম-সামর্থ্য আছে। যে বল বা যে শক্তি সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়, সদুদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়, সেই বলকে বা শক্তিকেই 'শোভন বল' সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। শুদ্ধসত্ত্ব সেই শক্তি প্রদান করে। সেই শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই ভাব হইতেই আমরা 'সুদক্ষ' পদে 'শ্রেষ্ঠশক্তিবিধায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সদ্ভাবের উদয়ে মানুষের অন্তরের যাবতীয় কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া অন্তর যখন নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাতে শ্রেষ্ঠ শক্তি—সৎকর্ম্মসাধনে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ এবং সদ্ভাবের প্রভাবে ভগবৎ-সামীপ্য লাভ হয়।

'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' উপমায় শুদ্ধসত্ত্বের এবং ভগবানের অভিন্নত্ব প্রখ্যাপিত। সৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতি—শুদ্ধসত্ত্ব। সুতরাং ভগবান ও তাঁহার বিভূতি সমশক্তিসম্পন্ন। সত্ত্বগুণে জগত বিধৃত ও পালিত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিশ্বপালক' বলিবার সার্থকতা। এইরূপ তাৎপর্য্যে আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অর্থ হইতে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'গবিষ্টয়ে' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'গামাত্মন ইচ্ছতে যজমানায়।' তদনুসরণে ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা'। উভয়ত্রই ঐহিক ধনবিত্তাদির প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'গো' শব্দের জ্ঞান অর্থ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। সে অর্থ—নিরুক্ত অনুসারী। এখানে পরাজ্ঞান যাঁহার কামনার সামগ্রী, 'গবিষ্টয়ে' পদে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে করি। আর সেই লক্ষ্যেই ঐ পদের অর্থ করা হইয়াছে—'জ্ঞানকামিনে, মোক্ষকামিনে।' জ্ঞানই মানুষকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করে। জ্ঞানই মোক্ষলাভের মূলীভূত।

'অপঃ রীতিং' বাক্যে 'আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর' অর্থ ব্যাখ্যাকার আমদানি করিয়াছেন। ভাষ্যকারের অর্থ—'উদকানাং ব্যাপ্তাং গতিং বৃষ্টিং।' বলা বাহুল্য—ব্যাখ্যা-

কারের অর্থ—ভাষ্যেরই অনুসারী। আকাশ হইতে জল আনয়নে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে ফল-শস্যাদির পরিবৃদ্ধিতে ইহলৌকিক কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে পারমার্থিক কোনও উপকার সাধিত হয় বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কি? প্রার্থনা - জ্ঞান-লাভের; আকাঙ্ক্ষা—মোক্ষলাভের। সুতরাং অর্থও তদনুকূল হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাই আমাদের অর্থ হইয়াছে, - 'ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষিত হউক।' মুমুক্ষু ব্যক্তির তাহাই কামনার সামগ্রী; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কামনা কি থাকিতে পারে?

সদ্ভাবে সৎকর্মপ্রভাবে মানুষ যে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে - মন্ত্রে সেই সত্যই প্রকটিত। কর্মই প্রধান, কর্মই সে পথের প্রধান সহায়। সে কর্ম এমন কর্ম হওয়া চাই - যে কর্মে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। ভগবৎপ্রীতি সাধক কর্মই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত। সেই কর্ম সাধনের জন্যই মন্ত্রে উদ্বোধনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। * (৬অ—৬খ - ২সূ - ২ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৫ ৩ ৫ ৫ ৩ ৩
১। অভ্রা২৩৪য়ি। ভ্রায়ন। বৃহা২৩৪দ্দশা৬ঃ। হাউ। আয়িষম্পা

৫ র র র র ৫ ২
২৩৪তায়ি। দিদীহিদেবদেবায়ু২৩৪৫. হায়ি। বায়িকোশা৩ম্মা৩।

১ ২ ১ ৫ ৬ ৩
ধামা২৩৫.হা৩৪৩য়ি। ষ্‌২৩৪বো৬হায়ি॥ (১) বিকো২৩৪।

৫ ৩ ৫ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২
শস্য। ধামা২৩৪যুবা৬। হাউ। আবচ্যা২৩৪শ্বা। শুনক্ষচমূবোঃ

১ ৫ ১ ২ ২ ১ ২
সূতো২৩৪হায়ি। বায়িশাংবা৩হ্না৩য়িঃ। নাবা২৩হং৩৪৩য়ি।

১ ৫ ৫ ৩ ৫ ৪
শ্চা২৩৪তো৬হায়ি। (২) দিশা২৩৪ম্‌। বহ্নিঃ। নবা৩৪

৫ ৫ ২ ৩ ৫ ২ র ১ ৫
য়িশ.পতী৬ঃ। হাউ। বাষ্টিন্দ্রা২৩৪য়িবাঃ। পবস্বরীতিমাপো২৩৪হায়ি।

১ ২ ২ ২ ১ ৫ ৫
আয়িষানুগা৩বা৩য়ি। ইয়া২৩হা৩৪৩য়ি। ধা২৩৪যো৬হায়ি (৩)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের পঞ্চম (নবম মণ্ডলে, ১০৮ সূক্তের দশম ঋক) সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বা পরিপ্রিয়া ভুবদধদ্বিতা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'প্রাণা' (সৎকর্ম্মণঃ প্রেরকঃ, নিয়োজকঃ বা ইত্যর্থঃ) তথা 'মহীনাং' (মহতীনাং, মহত্ত্বাদিজনকানাং কর্ম্মণাং ইতি ভাবঃ, যদ্বা বিশেষাং সর্বেষাং) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ যদ্বা—সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা - অমৃতস্বরূপঃ) অসি ইতি শেষঃ। অতএব 'ঋতস্য, (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ বা) 'দীধিতিং (প্রকাশিকা, সম্পাদিকা ইত্যর্থঃ তব স্নেহসত্ত্বধারা ইতি ভাবঃ) 'হিন্বন্' (প্রেরয়, সৎকর্ম্মসাধকান্ অভিলক্ষ্য প্রবহতু ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ত্বং! 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'প্রিয়া' (প্রীতিকরাণি) 'হবীংষি' (সদ্ভাবজনকানি কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'পরিভুবৎ' (প্রবর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ,- সদ্ভাবাদিনা সাধকান পরিব্যাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); 'অধ' (অপিচ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দ্বিতা' (দ্বিধা, প্রকৃতিপুরুষরূপেণ বা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (দ্যুলোকভূলোকে আত্মানং বিস্তারয়তু)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। সদ্ভাবেন হি সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াং। আলোকরশ্মিনা আলোকং লাভায় অত্র কামনা প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মম সদ্ভাবং সৎস্বরূপপ্রাপকং ভবতু ইতি শেষঃ। (৬অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা,

'মহীনাং শিশুঃ' (মহদ্ভাবানাং শিশুস্থানীয়ঃ, মহদ্ভাবজাতঃ, মহত্ত্বসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রাণা' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) দীধিতিং' (জ্যোতিঃ) 'হিন্বন্' (প্রেরয়তি, প্রকাশয়তি,- জগতি ইতি শেষঃ); তথা সঃ 'দ্বিতা' (দিবি তথা পৃথিব্যাং বর্ত্তমানানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি, প্রিয়বস্তূনি) 'পরিভুবৎ' (ব্যাপ্নোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্ম্মের প্রেরক (মনুষ্যদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজক) এবং মহত্ত্বাদিজনক কর্ম্মসমূহের দ্বারা সমুদ্ভূত হও। অতএব সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রকাশক বা সম্পাদক তোমার স্নেহসত্ত্বধারা সৎকর্ম্ম-সাধকদিগের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হউক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বের যাবতীয় প্রীতিকর সদ্ভাব-সমূহের পরিবৃদ্ধি কর (অর্থাৎ সদ্ভাবসমূহের

দ্বারা সাধকদিগকে পরিব্যাপ্ত কর)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রকৃতিপুরুষ রূপে অথবা জ্ঞানভক্তিরূপে দ্যুলোক-ভূলোকে আত্মপ্রকাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সদ্ভাবের দ্বারাই সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলোক-রশ্মির সাহায্যেই আলোক লাভ সম্পন্ন হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার সদ্ভাবসমূহ সৎস্বরূপ-প্রাপক হউক।)। (৬অ—৬খ—৬সূ—১ম)॥

অথবা।

মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হয়েন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন।)॥ (৬অ—৬খ—৬সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রাণা' তে। অদিতেঃ সানচি বহুলঞ্ছন্দসি (২.৪.৭৩) ইতি বিকরণস্য লুক্। 'সুপাং' সুলুক্ (৭.১.৩৯) ইতি সুপ আকারাদেশঃ। যজ্ঞস্য প্রাণায়তা চেষ্টয়িতা 'মহীনাং' মহতীনাং মংহনীয়ানাং বা অপাং 'শিশুঃ' পুত্রস্থানীয় সোমঃ 'সতঃ' যজ্ঞস্য 'দীধিতিং' প্রকাশকং ধারকং বা স্বীয়ং রসং 'হিন্বন্' প্রেরয়ন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'প্রিয়াণি' হবীংষি 'পরিভুবৎ' পরিভবতি ব্যাপ্নোতি। 'অধ' অপিচ 'দ্বিতা' দ্বিধা ভবতি দিবি চ পৃথিব্যাঞ্চ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। 'প্রাণা'—ক্রাণা' ইতি পাঠৌ। (৬অ-৬খ ৩সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১০১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ সমস্যামূলক। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে কোনই সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রচলিত সেই অর্থ সায়ণের আভাষ ভাষ্যে এবং তাহার বঙ্গানুবাদে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই অনুবাদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"এই দেখ, জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালাইয়া দিতেছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হইয়া যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" ফলতঃ, সোমরস জল হইতে উৎপন্ন এবং জল সহযোগে চোলাই করায় তাহার দুইটী ধারা নির্গত হইয়া প্রিয়বস্তু অভিষিক্ত করিতেছে, ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু সামান্ত একটু অনুধাবন করিলেই ঐরূপ অর্থের অসঙ্গতি এবং প্রকৃত সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি জন্মিবে। এ পক্ষে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'মহীনাং শিশুঃ' পদদ্বয়। ঐ পদে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায়

'মহনীয় জলের পুত্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'মহীঃ' পদের 'অপ' পর্য্যায় নিরুক্তাদিতে পরিদৃষ্ট হয় না। আর সোমকে জলের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিবারও কোনও হেতু দেখি না। বৃষ্ট্যাদির জলে তরুগুল্মের বীজ অঙ্কুরিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সোমলতাও বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার 'মহীনাং শিশুঃ' অর্থাৎ 'জলের পুত্র' বলিয়া সোমকে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা 'সোম' বলিতে 'স্নেহসত্ত্বাদিকেই' লক্ষ্য করি। স্নেহসত্ত্বভাব কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। কর্ম্মগুণেই তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতে আমরা 'মহীনাং' পদের 'মহত্ত্বাদিজনকানাং—কর্ম্মণাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আর সেই কর্ম্মের সন্তান অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভূত' অর্থে 'শিশুঃ' পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত স্নেহ-সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত। সেই সত্ত্বাবই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া থাকে। সত্ত্বাবে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ ভাবেই 'মহীনাং শিশুঃ' পদের সার্থকতা। ফলতঃ, 'শুদ্ধসত্ত্বই জগতের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ; আর সৎকর্ম্মের দ্বারাই সেই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়' 'মহীনাং শিশুঃ' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

তার পর 'দ্বিতা ভবতি' পদদ্বয়। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উভয়ত্রই অর্থ দেখিতে পাই,—'দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া ক্ষরিত হও।' দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া সোম প্রিয় সখার সহিত মিলিত হইলে কি স্বার্থসাধন হয় এবং তাহাতে অনুষ্ঠানকারীর কি পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। আমাদের মতে এখানে দ্বৈতভাবের বিকাশ হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষরূপে অথবা জ্ঞান ও কর্ম্মরূপে শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক ও ভূলোকে আত্মবিস্তার করুন 'দ্বিতা ভবতি' বাক্যে এই ভাবই উপলব্ধ করি। সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট পূরক ভগবানের সহিত স্বতঃসম্মিলিত থাকেন। সে হিসাবে ভগবানের দ্বৈতভাবের সূচনা—'দ্বিতা ভবতি' বাক্যে প্রতিপন্ন হয় বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। আলোক লাভ করিতে হইলে আলোক রশ্মিরই শরণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক। সৎস্বরূপকে পাইতে হইলে সত্ত্বভাবের পরিচর্য্যার প্রয়োজন। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনা—'আমার সত্ত্বভাবসমূহ যেন সৎস্বরূপকে পাইবার উপযোগী সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অন্বয়েও মন্ত্রে সেই একইরূপ ভাব প্রকাশ করে। যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, তিনি তাঁহার সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান তাঁহার কোনও কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে, কোথায়ও তাঁহার কামনা করিবার কিছু থাকে না। মন্ত্রান্তর্গত 'প্রাণা' পদের ব্যাখ্যার জন্য (সামবেদ, ৩প ৫অ ৯খ-৬সা) সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'দধিতিং' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা ঐ পদে 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৬অ—৬খ—৩হ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী উত্তর আর্চ্চিকেও (৩ প্রপাঠক, ৫ অধ্যায়, ১০ খণ্ড, ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকের, পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গে প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল ১০২ সূক্তের প্রথমা ঋক) অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ং সাম।

১২ ৩১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৩ ২র ৩২
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোঽরভক্ত যদ্গুহা পদম্।
৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩১২ ৩২
যজ্ঞস্য সপ্তধামভিরধপ্রিয়ম্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিকালাভিজ্ঞস্য, ক্রান্তদর্শিনঃ ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (হৃদাং অন্তরতমদেশে ইতি যাবৎ) 'পাষ্যোঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়েষু, অবিচলিতেষু ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানেষু) 'যৎ' (যদা, নিত্যকালং) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'উপ অভক্ত' (স্বতঃমেব সঞ্জায়তে — তেষাং সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ); 'সপ্তধামভিঃ' (সপ্তেষু ভুবনেষু বর্ত্তমানং, যদ্বা সর্ব্বত্রবিদ্যমানং) 'প্রিয়ং' (সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কং, নিত্যানন্দরূপং) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ নিয়ামকং তং সোমং লাভায় ইতি যাবৎ) 'অধ অভি' (প্রকর্ষেণ অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি সাধকঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ। আত্মোৎকর্ষসাধনায় সদ্ভাবঃ হি মূলঃ। অতঃ সদ্ভাবসঞ্চয়ায় অত্র প্রার্থনায়াঃ উদ্বোধনা বর্ত্ততে। (৬অ ৬খ-১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিকালাভিজ্ঞ ক্রান্তদর্শিগণ হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অবিচলিত-স্থানে তাঁহাদের সৎকর্ম্মপ্রভাবে নিত্যকাল শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে। সপ্তভুবনে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সকলের প্রীতিবিধায়ক নিত্যানন্দ-স্বরূপ সেই সোমকে লাভ করিবার নিমিত্ত সাধকগণ প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। সদ্ভাবই আত্মোৎকর্ম-সাধনে মূলীভূত। অতএব সদ্ভাবসঞ্চয়ে মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বিদ্যমান রহিয়াছে।)। (৬অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেস্তোতুর্ম্মম যজ্ঞে 'গুহা' গুহায়াং হবির্দ্ধানে বর্ত্তমানায়োঃ 'পাষ্যোঃ' পোষণবদ্দৃঢ়য়োঃ অধিষবণফলকয়োঃ 'পদং' স্থানং সোমঃ 'যৎ' যদা 'উপ অভক্ত' সম ভজত। 'অধ' অনন্তরং 'যজ্ঞস্য' 'ধামভিঃ' চ ধারকৈঃ 'সপ্ত' সপ্তভিচ্ছন্দোভিঃ গায়ত্র্যাদিভিঃ 'প্রিয়ং' প্রীণয়িতারং সোমং, 'অভিষ্টুবন্তি' ঋত্বিজঃ অপি বা সপ্ত সর্পণশীলৈর্ব্বসতীবর্য্যাদিভিরুদকৈঃ সোমমভিষুণ্বন্তি। (৬অ—৬খ—১সূ ২সা)॥

*

দ্বিতীয় (১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন। মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সংযোগ দেখি। ত্রিত ঋষি যজ্ঞকালে পাষাণ নির্ম্মিত ফলকের দ্বারা সোম নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস নির্গত করিয়াছিলেন। তৎকালে ফলকাভ্যন্তরে সোম প্রবিষ্ট হইয়া ফলক-দ্বয়কে পৃথক করায়, পুরোহিতগণ সপ্তছন্দে সোমকে স্তব করেন;—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। এখানে ভাষ্যানুসারী একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া, দুই ফলক পৃথক করিলেন; অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন।"

ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব হইতে প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া সোমরস নিঃসারণের ভাবই উপলব্ধ হওয়া ভিন্ন অন্য কোনও সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব সূচিত হয় না। আমরা মনে করি, এখানে মন্ত্রের সহিত ত্রিত ঋষির কোনও সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। নিত্যসত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য মনুষ্য সম্বন্ধ পরিকল্পনায় বেদমন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর সে সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও আমরা ত্রিতকে সাধারণ মনুষ্য পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করি না। কালচক্রে চিরবর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী বলিয়াই তাঁহাকে অনুমান করি। সে হিসাবে তাঁহার নিত্যবিদ্যমানতা অস্বীকার করা যায় না। আর তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্বেও কোনও বিঘ্ন ঘটে না।

যাহা হউক, আমরা 'ত্রিতস্য' পদে ত্রিকালাভিজ্ঞস্য ক্রান্তদর্শিনঃ' অর্থ অধ্যাহার করি। 'সানোঃ' পদে পাষাণবৎ দৃঢ় অভিষবনফলক অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'পাষাণবৎ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত'; 'গুহা' পদের অর্থ 'হৃদাং অন্তরতমদেশে'। তাহাতে এই সঙ্গত ভাব সূচিত হয়—'ত্রিকালাভিজ্ঞ ক্রান্তদর্শিগণের হৃদয়ের অন্তরতমদেশে পাষাণবৎ অবিচলিত স্থানে।' এইরূপ অর্থের তাৎপর্য্য এই যে,—চঞ্চল-চিত্তে সত্ত্বাব সম্ভবে না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতে না পারিলে, কোনও সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না। ক্রান্তদর্শী—আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহাদেরই চিত্তের স্থিরতা সাধন হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশের তাই ভাব এই যে,—'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী যাঁহারা, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃসঞ্জাত হয়। তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রভাবে, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনা আপনিই সত্ত্বভাবের উদ্ভব ঘটে।'

'সপ্তধামভিঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'যজ্ঞের ধারক সপ্তছন্দের দ্বারা।' আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'সপ্তভুবনে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান।' শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবান অভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারই বিভূতি। ভগবান সৎস্বরূপ। সুতরাং যেখানে ভগবান, সেইখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; আবার যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই ভগবান। ভগবান যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; শুদ্ধসত্ত্বও

তেমনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। এই ভাব হইতেই 'সপ্তধামভিঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ আমরা আমনন করিয়াছি। সেই অর্থেই মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি সিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব এই যে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের হৃদয়ে যেমন স্বতঃই সদ্ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ সদ্ভাবান্বিত হইবার জন্য যেন আমরা সদা উদ্বুদ্ধ হই। * (৬অ ৬খ—১সূ—২ম)।

তৃতীয়া সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২

ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়দ্রয়িম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিকালদর্শিনাং—কর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'ত্রীণি' (ত্রিগুণসাম্যেন) সত্ত্বাদয়ঃ 'ধারয়া' (প্রবাহেণ) 'বি' বিশেষেণ) ক্ষরতি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'পৃষ্ঠেষু' (তেষাং সর্ব্বেষু অনুষ্ঠানেষু) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'রয়িং' (পরমধনং) 'ঐরয়ৎ' (প্রেরয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। 'সুক্রতুঃ' (শোভনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'যোজনা' (সংযোগসাধনং—কর্ম্মণা সহ ইতি যাবৎ) 'বি মিমীতে' (সাধয়তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু স্বতমেব শুদ্ধসত্ত্বং সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ। (৬অ—৬খ ৩সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিকালদর্শীদিগের কর্ম্মপ্রভাবে ত্রিগুণসাম্যে সত্ত্বাদি ধারারূপে (তাঁহাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হয়। অপিচ, তাঁহাদের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন প্রেরণ (প্রদান) করেন। সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধক (আপনার কর্ম্মের সহিত) শুদ্ধসত্ত্বের সংযোগ সাধন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিশততম সূক্তের প্রথম ঋক) অন্তর্গত।

নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগের অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃসঞ্চারিত হয়)। (৬অ—২খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোমঃ 'ত্রিতস্য' মম যজ্ঞস্য প্রভূতানি 'ত্রীণি' সবনানি ধারয়া আত্মীয়য়া 'বি ধারয়া'। কিঞ্চ 'পৃষ্ঠেষু' সামসু 'রয়িং' দাতারমিন্দ্রং 'ঐরয়ৎ' আয়মতু 'সুক্রতুঃ' শোভনযজ্ঞঃ স্তোতা অস্য' ইন্দ্রস্য 'যোজনা' সংযোজনাদীনি স্তোত্রাণি 'বি মিমীতে' করোতি যস্মাদেবং তস্মাদিন্দ্রং সামসু প্রেরয়ত্বিত্যর্থঃ। 'ঐরয়ৎ' –'এবয়া' ইতি পাঠৌ। ৬অ ৬খ-৩সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:* ◌ *:† ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনই সঞ্চারিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও যেন সদ্ভাব-সঞ্চারে প্রবুদ্ধ হই - আমরা মনে করি, মন্ত্র এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত অর্থ আছে, তাহা এই - "আমি ত্রিত, তিন বার নিষ্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর, সামগানের সময় ধন আনিয়া দাও। কর্ম্মিষ্ঠ পুরোহিত ইহারি স্তব রচনা করিতেছেন।"

এইরূপ ব্যাখ্যার প্রচারেই যে বেদ 'চাষার গানে' পরিণত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ ব্যাখ্যায় কি ভাব মনে আসে, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। ভাষ্যে ইহার অপেক্ষা কোনও উচ্চতর ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষ্যের ভাব হইতেই ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যার সূচনা হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

আমরা এরূপ অর্থ এরূপ ভাব আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য —মর্ম্মানুসারিণীতে এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী কিরূপ জটিল ভাব ধারণ করিয়া আছে, সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। 'ত্রীণি' পদে তিন বার নিষ্পীড়ন করিয়া সোমের রসনির্য্যাসের বিষয় ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। আমাদের মতে ঐ পদে ত্রিগুণসাম্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনের সাম্য-সাধনে অন্তর দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়;—মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়। মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইলেই ভগবানে মন ন্যস্ত হইয়া থাকে। 'ত্রীণি' পদে আমরা মনে করি, সেই ত্রিগুণ-সাম্যের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রে যে ভাব ব্যক্ত, প্রথমেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। (৬অ—৬খ-৩সূ-৩সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল ত্রিশততম সূক্ত তৃতীয় ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। ঋগ্বেদসংহিতাবৃষী। হে 'সোম'। 'অশ্বঃ ন' অশ্বঃ ইব 'নক্তঃ' বসতীবরীভিরদ্ভির্ব্বিনির্ণিক্তঃ 'বাজী' বেগবান্ ত্বং 'মহে' মহতে 'দক্ষায়' বলায় 'ধনায়' ধনার্থঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর। (৪অ—১খ—১দ—৪সা)।

• • •

চতুর্থ (৪৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হউক, সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হউক। শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইলে পাপ-সঙ্কল্প অসচ্চিন্তা হৃদয় হইতে অপহৃত হয়। সুতরাং রিপুগণের আক্রমণ-বশতঃ অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ যখন আপনার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তিনি ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। সুতরাং হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে সাধক আপনাআপনিই উন্নতির পথে চলিতে থাকেন, ভগবানের সহিত গুণসাম্যবশতঃ সাধক পরিণামে তাঁহার চরণে আত্ম-লীন-করিতে সমর্থ হন।

মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা মুক্তি। সংসারের এই 'ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং' হইতে কে না মুক্তি পাইতে চায়! জাগতিক সুখ দুঃখ আশা নিরাশার অতীত রাজ্যে নির্ম্মল প্রশান্ত সুখলাভে আপনাকে কে না মগ্ন করিতে চায়? যে সুখের পরিবর্ত্তন নাই, যে সুখ অবিনাশী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ যাহা স্থির গম্ভীর, সেই সুখ, সেই পরমানন্দ পাইতে কে না ইচ্ছা করে? মানব জীবনের লক্ষ্য সেই পরম আনন্দ—আত্মানন্দ। ভগবৎচরণামৃত পাইতে হইলে, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল করা চাই,—হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। তবেই সেই অপার্থিব ধন লাভ, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ, জীবনে সম্ভব হইবে। এই সত্য জানিয়াই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে—'আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হউক, আমি যেন পরমধন লাভের উপযোগিতা লাভ করি। হৃদয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। আমি যেন সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে সোম! ঘোটকের ন্যায় প্রক্ষালন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।" আমরা 'অশ্ব' পদে পূর্ব্বাপর 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৪অ—১খ—১দ—৪সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—সৌধনমান ত্রীণি।"

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ১ ২ র ১ ২ র ১ ২ ১ ৲ ৩
ইন্দুঃ পবিষ্টা। চা ২ ৩ রুঃ। মদায়া। অপামুপা ২ ৩ স্থা ৩ ই। কা ২ বা

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভগা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চারুঃ' (কল্যাণপ্রদঃ, মঙ্গলময়ঃ) 'কবিঃ' (ত্রিকালজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দুঃ' (অমৃতেন অভিষেচনকারী, সর্ব্বেষাং জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান) 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং, সত্ত্বভাবসম্পন্নানাং ইত্যর্থঃ) 'উপস্থে' (সমীপে, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'মদায়' (পরমানন্দং জননায়) তথা 'ভগায়' (তেষাং পরমধনায়, পরমধনদানায় ইত্যর্থঃ) 'পবিষ্ট' (জাতঃ ভবতু, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবজনিতং পরমানন্দং লভেমহি—ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—৯খ-৯দ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ সকলের জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান সত্ত্বভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদনের জন্য এবং তাঁহাদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দ লাভ করি।) ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। পৃথক্ত্রসদস্যুসহিতাবৃষি। 'চারুঃ' কল্যাণরূপঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ। 'অপাং' উদকানাং 'উপস্থে' উপস্থানে অন্তরিক্ষে পবিত্রে বা 'মদায়' মদার্থং 'ভগায়' ভজনীয়ায় ধনায় চ 'পবিষ্ট' পবতে ॥ (৪অ—৯খ—৯দ ৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (৪৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের শান্তি প্রদাতা। বিশ্ব তাঁহারই মঙ্গলময় নীতিতে পরিচালিত হইতেছে। জগতে যে সমস্ত অপূর্ণতা, অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

আমাদের সসীম দৃষ্টির ফল। অনন্ত অসীম ভগবানের কার্য্যকলাপের সমস্ত আমরা জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না; মাঝখানের একটুখানি অংশ দেখিয়াই তাহার বিচার করিতে বসি, তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করি ইহাতে আমাদিগের অজ্ঞানতা ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। আমরা সেই অসীমের এক অংশ মাত্র দেখিতে পাই। সেইজন্য আপাতঃ-প্রতীয়মান জাগতিক অমঙ্গল দেখিয়া সেই পরম মঙ্গলময়ের কার্য্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র যাঁহারা অনন্তের দৃষ্টি লইয়া সমস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা ভগবানের মঙ্গলময়স্বরূপের যে পরিচয় দেন, তাহাই অবনতমস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত। এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের পরমকল্যাণময় রূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তিনি জগতের শান্তিপ্রদাতা। এই পাপ তাপ দুঃখ হইতে তিনিই মুক্তি দিতে পারেন, অমৃত সিঞ্চনে তিনি শোকতাপদগ্ধ নরনারীর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। তাই, ভক্ত প্রার্থনা করেন -"বরিষ এ ধরামাঝে শান্তিবারি! তৃষিত হৃদয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, উর্দ্ধমুখে নরনারী।"

"সেই দেবতা আমাদিগকে পরাশান্তি দান করুন, আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। তাঁহার আগমনে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হয়, কারণ তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়। তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয়ে আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে, কারণ তিনি আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার পরশে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, পাপীও সাধু হইয়া যায়। তাই, তাঁহার চরণেই আমাদের সকল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।"

বিবরণকারের মতে আমরা 'পানন্ত' পদে 'জাত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ (১ম—৯.সূ—১ঋ) দ্রষ্টব্য। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (৪অ—৯থ ৯দ—৫সা)॥

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

২৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ১২ ৩১ ২ ৩ ১ ২
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্য্যরাজ্যে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ৬॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম—"ভাগম্।"

...RISHNA MISSION INSTITUTE

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ১ ২র ১ ২র ১২র৩ র২১২ ২
অসু। অনু। হাইত্বামৃতও৮্সোমমদামসি। মদামসায়ে ০। মহা ও ৪ ০ ই।
২ ৫ ২ ১র২র ১র২র ১ ২র৩ ২র১ ২র ১
সা। ও ৪ মা। র্য্যারাজো। বাজাও৮্অভিপবমান পবমানা। প্রাগাহসা।
২ ৪৫ ৪
ঔ ৩ হোবা॥ হো ৫ ই। ৪ ডা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতং' (পবিত্রং, বিশুদ্ধভাবপ্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'অনুমদামসি হি' (অনুমদামঃ, প্রার্থয়ামঃ উপজয়ামঃ হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পবমান' (হে অমৃতপ্রাপক) 'মহে' (মহতি) 'সমর্য্যরাজ্যে' (লোকানাং রাজ্যে, সর্ব্বেষাং লোকানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বাজান্' (সৎকর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মসাধকান ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রাগাহসে' (প্রগচ্ছসি প্রাপ্নোসি); সৎকর্ম্মসাধকাঃ সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি —ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯—৯দ ৬সা)।

* * *

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতং (বিশুদ্ধং, বিশুদ্ধতাপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা হি' (ত্বাং এব প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'অনুমদামসি' (প্রার্থয়ামঃ) 'পবমান' (ক্ষরণশীল, হে অমৃতপ্রাপক ত্বং মহে' (মহান্ অসি); 'সমর্য্যরাজ্যে' (সমগ্রস্য ত্বদীয়ং রাজ্যং পালনায়, সর্ব্বান্ লোকান্ উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ) 'বাজান্' (সৎকর্ম্মাণি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) অস্মান্ সৎকর্ম্ম সাধকান কৃত্বা ইত্যর্থঃ, 'প্রাগাহসে' (প্রাপয়—অস্মান ইতি যাবৎ); বয়ং সত্ত্বে সত্ত্বভাবসম্পন্না তথা সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯খ—৯দ-৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি (হৃদয়ে উৎপন্ন করি)। হে অমৃতপ্রাপক! মহৎ সমস্তলোকের মধ্যে তুমি সৎকর্ম্মসাধকদিগকে সম্যক্ প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। হে অমৃতপ্রাপক! তুমি মহান্; সমস্ত

লোককে উদ্ধার করিবার জন্য, সৎকর্ম্মসমূহ লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—আমরা সকল যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধক হই।)॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠ সামং। ঋগত্রসদস্যুসহিতাবৃষি। হে 'সোম'! 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ত্বা' ত্বাং বয়ং 'অনুমদামসি হি' অনুমদামঃ অনুক্রমেণাভিষ্টুমঃ খলু। হে 'পবমান' পূয়মান সোম! স ত্বং 'মহে' মহতি 'সমর্য্যরাজ্যে' মহৎ সমর্য্যং ত্বদীয়ং রাজ্যমনুপালয়িতুং 'বাজান্' শত্রুবলান্যভিলক্ষ্য 'প্রগাহসে' প্রগচ্ছসি॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

• • •

ষষ্ঠ (৪২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে, প্রার্থনা ও উদ্বোধনমূলক নিত্যসত্যখ্যাপনের মধ্যে, একই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। পথ বিভিন্ন বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একের অনুসন্ধান। সেই একের সন্ধানে মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে, মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা। হৃদয় যখন নির্ম্মল, পবিত্র হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ভগবানের ধারণা করিতে পারে। মলিন দর্পণের ন্যায় অপবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় না। সৎকর্ম্মের সাহায্যে মলিন হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয় তাই বলা হইয়াছে সৎকর্ম্মের অভিমুখেই সত্ত্বভাব ধাবিত হয়।

সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে—ভগবচ্চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্ত্বভাব তাঁহারই গুণ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি।" এই মন্ত্রের শেষাংশের আমরা দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছি। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। উভয়বিধ ব্যাখ্যারই মূল বিষয় সমান। একটীতে প্রার্থনা অন্যটীতে নিত্যসত্য খ্যাপন করা হইয়াছে—এই মাত্র বিশেষ॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী। উহার নাম—"বাজিনাং সাম।"

সপ্তমং সাম।

১ ৩ক ২র ৩ ২৩ ১২ ৩২৩ ২৩ ২৩ ১২
ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া রুদ্রস্য মর্য্যা অথা স্বশ্বাঃ ॥ ৭ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪৫র ৪ ৪ ২ ১ — ১
১। কঈংব্যা ৫ ক্তাঃ নরঃ সা ৩ না ড ২ ঃ। রুদ্রস্যমর্য্যা ২ ৩ ঃ।
১ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৭ ॥

• • •

৩২ ২৩৫র ৩২ ২৩র৫র ২ ১ ৭
২। কঈং ৩ ৪ ৩ বিযক্তাঃ। নরা ৩ ৪ ৩ ঃ সনীড়াঃ। রুদ্রস্যসমর্য্যা ২ ৩ঃ।
১ ৮ ৩ ৫র র২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৭ ॥

• •

৪৫ ১ ১২ ৪৫ ৪৫ ১ ১২
৩। কাইম্। বিয়া ২ ৩। ঔবা ৩। আক্তাঃ। নাবাঃ। সনা ২ ৩। ঔবা ৩।
৪ ৫ ৪৫ ১ ১১ ৪৫ ৪৫ ১
আইডাঃ। রুদ্রা। স্যমা ২ ৩। ওবা ৩। আর্য্যাঃ। আথা। সুবা
১২ ৪৫ ৪
২ ৩। ঔবা ৩। আশ্বাঃ। হো ৫ ই ডা। ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ ; 'সনীড়াঃ' (সমানৌকসঃ, জগতঃ আশ্রয়ভূতাঃ) 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' (সংসারসংগ্রামে রুদ্রভাবস্য মারকাঃ, মৃত্যুভয়াপহারকাঃ) 'অথা' (অপিচ) 'স্বশ্বাঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপকাঃ, প্রজ্ঞান-স্বরূপাঃ) 'ঈং' (ইমং, এবম্ভূতাঃ) 'কে' 'ব্যক্তাঃ' (কান্তিযুক্তাঃ, জ্যোতিরূপেণ প্রকাশিতাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। কঃ সঃ পরমপুরুষঃ ইতি জিজ্ঞাসামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ; ভগবান্ হি কেবলং সর্ব্বগুণাকরঃ ইতি ভাবঃ। (৫অ ২খ ৯দ—৭সা) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা, জগতের আশ্রয়ভূত, সংসার-সংগ্রামে রুদ্রভাবের বিনাশকারী অর্থাৎ মৃত্যুভয়াপহারক এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপক প্রজ্ঞানস্বরূপ,

এবস্তুত কাহারা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়েন? (কে সেই পরম-পুরুষ? মন্ত্রটী এবম্বিধ জিজ্ঞাসামূলক); ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সকল গুণের আকর।)॥ (৪অ—৯খ—২দ—৭সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সামং। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'ব্যক্তাঃ' কান্তিযুক্তাঃ 'নরঃ' নেতারঃ 'সনীড়াঃ' সমানৌকসঃ 'রুদ্রস্য' রোদনশীলস্য এতৎসংজ্ঞকস্য 'মর্য্যাঃ' মর্যোভ্যঃ নৃভ্যঃ হিতাঃ অথাপি চ 'স্বশ্বাঃ' শোভনবাহাঃ 'ইমং' এবম্ভূতাঃ 'কে' ভবন্তি রূপাতিশয়াৎ ঋষিঃ আশ্চর্য্যোণাহেতি॥ (৪অ ৯খ—২দ—৭সা)॥

• • •

সপ্তম (৪৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মানুষের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা আছে, য জিজ্ঞাসা না থাকিলে মানুষ প্রকৃত ভাবে মানুষ হইত না, যে জিজ্ঞাসার জন্য মানুষ আপনার জীবনের চরমসম্পৎলাভ করিতে পারে, সেই জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাবিধ বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়া মানুষ যখন বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহার অন্তর হইতে প্রশ্ন উঠে—'ওগো তুমি কে? অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীরণ কর—তুমি কে? মাতার স্নেহে বিগলিত হইয়া যাও, পিতার শাসনে রক্ষা কর,—তুমি কে? ওগো, আমায় বলিয়া দাও,—তুমি কে এই নব বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় পবনে প্রাণে আনন্দলহরী তুলিয়া দাও; আবার প্রলয়ঙ্কর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার কর? বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যে যাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, শিশুর হাসি, জননীর চুম্বন যে স্বর্গীয় মাধুর্য্য-লহরী তুলিয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য ও সেই মাধুর্য্যের মূলে তুমি কে গো?

এই বিশাল ধরণী, তাহার মনোমোহিনী শ্যামলতায়, কাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে? বিশাল মহাসমুদ্রের রজতশুভ্র লহর-মালায় কাহার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে! অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, কাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে? অনাদি কাল অনন্ত গগন—কাহার মহিমা ব্যক্ত করে? কে সেই মহান দেবতা যাঁহাতে জগৎ বিধৃত হইয়া আছে? 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—কে সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরম দেবতা? ওগো, জ্ঞান-স্বরূপ তুমি কে?

জ্ঞানস্বরূপ সেই পরম দেবতার স্বরূপ জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাই মানুষ অনাদিকাল হইতে এই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে। বেদের অন্যত্রও (ঋগ্বেদ, ১ম-১২১সূ) এই প্রশ্নই দেখিতে পাই "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"?

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া আবার তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন কেন? তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ জগতের আশ্রয়ভূত বলা হইয়াছে। তথাপি এরূপ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি?

কিন্তু তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কি বর্ণনা করা হইয়াছে, অথবা বর্ণনা করা সম্ভবপর? অনন্ত অসীম তিনি। তাঁহার সম্বন্ধে মানবমন যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছে, ততটুকু বলিয়াছে—কিন্তু তাহাতে তো অনন্তের পরিচয় পাওয়া যায় না! সেই অসীমের কৃপা না হইলে সসীম ক্ষুদ্র মানব, তো তাঁহাকে জানিতে পারে না! তাই তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—ওগো তুমি কে? (৪অ ১খ—১দ-৭সা)।*

—•—

অষ্টম সাম।

১ ৩ ২৩২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভদ্রং হৃদিস্পৃশং।
৩১ ২ ৩ ১ ১
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ॥ ৮॥

•
• •

গেয়-গানং।

২ র ৫ ৫ ২ ১র ১ ১ ১ ১ ১
১। অগ্নে ত মাদ্যা। অশ্বম্নস্তোমাইঃ। ক্রতুম্না ৩ ভা দ্রা ২ ম্। হার্দিস্পৃশাম্।
২১ ৫ ৩ ৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঋদ্ধ্যা ২ মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তাক্ষোহা ২ ৩ ৪ ৫ ই ঃ॥ ৮॥

•
• •

৫ র ১ ২৩৫ ২ ১র ২
২। অগ্নে। হো ৩ ৪ ৩ ই। তমদ্য। অশ্বমস্তোমাইঃ। ক্রতুম্না ৩
১ — ১ ২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৩
ভাদ্রা ২ ম্। হার্দ্দা ৩ ও ই। স্পৃশাম্। ঋদ্ধ্যা ২ মা ২ ৩ ৪
৫র র ২ ২র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ও ও হা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৮॥

---

*এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডল ষট্‌পঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—"হৃকং সাম" "বিকং সাম" "নিকং সাম"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'অশ্বং ন' (ক্ষিপ্রগমনশীলং, যদ্বা ক্ষিপ্রং ভগবন্তং প্রাপয়িত্রোঃ জ্ঞানভক্তী ইব) 'ভদ্রং' (কল্যাণদায়কং, দীপ্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) তথা 'ক্রতুং ন' (সদ্ভাবপ্রাপকং সৎকর্ম্ম ইব) 'হৃদিস্পৃশং' (অতিশয়েন প্রিয়তমং) 'ত্বং' (ত্বাং) 'অদ্য' (অস্মিন্দিনে, কর্ম্মণি বা, সদৈব ইত্যর্থঃ) 'উহৈঃ' (ভগবৎপ্রাপকৈঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ঋধ্যাম' (আরাধয়েম) বয়ং ইতি শেষঃ। বয়ং নিত্যকালং সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সদ্ভাবপ্রাপক সৎকর্ম্মের ন্যায় অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্ব্বতোভাবে যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'অগ্নে'! 'অদ্য' অস্মিন্নহনি বয়মৃ্ত্বিগাদয়ঃ 'উহৈঃ' ইন্দ্রাদিপ্রাপকৈঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রসমূহৈঃ 'তং' প্রসিদ্ধং ত্বাং 'ঋধ্যাম' সমর্দ্ধয়ামঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'অশ্বং ন' বোঢ়ারমশ্বমিব তথা 'হবিষঃ' বাহকং। 'ক্রতুং ন' কর্ত্তারমিব উপকারিণমিত্যর্থঃ। তথা 'ভদ্রং' ভজনীয়ং 'হৃদিস্পৃশং' হৃদয়ঙ্গমং অতিশয়েন প্রিয়ং ইত্যর্থঃ। ৮।

* * *

অষ্টম (৪৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§০§:———

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। জ্ঞান মার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন। সসীমকে ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে না পৌঁছাইলে, সান্তের মধ্যে অনন্তের বিকাশ সাধন করিতে না পারিলে, সেই অসীম অনন্তকে জানিতে পারা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে অনন্তের বিকাশ হইয়াছে—তিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন।

কর্ম্মের সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। কর্ম্ম-মার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় হইতে পাপ মলিনতা দূর হইলে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্য-জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সেই জ্যোতিঃ-বলে তিনি অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন।

প্রার্থনার দ্বারা এবং ভক্তির সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে মুক্তি লাভ হয়, মন্ত্র উপমাচ্ছলে তাহাই খ্যাপন করিতেছেন। অবশ্য,

এই ত্রিবিধ মার্গই পরস্পর হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটী অপরটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রে তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (৪অ—১খ-১দ-৮সা)॥*

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ১২৩ ১ ২র ৩ ১২

আবির্মর্য্যা আ বাজং বাজিনঃ অগ্মং

৩১২ ৩২ ৩২

দেবস্য সবিতুঃ সবং।

৩ ১ ২

স্বর্গাং অর্ব্বন্তঃ জয়ত॥ ৯॥

• • •

গেয়-গানং।

২র১ ৫ ১র র র ২র১২

আবির্ম্মা ২৩৪ র্য্যাঃ। আবাজংবাজিনোঅগ্মান্। দেবস্যস।

২র১ ৫ ১ ৭

বিতুঃ সা ২৩৪ বাম্। স্বর্গা৬ অর্ব্বা ২৩৪৫ ন্তো ৬৫

১ ১১১১

৬ঃ। জয়তা ২৩৪৫। ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আবিঃ' (প্রকাশমানাঃ, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নাঃ) 'মর্য্যাঃ' (লোকহিতকারকাঃ) 'বাজিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ) 'সবিতুঃ (জগৎকারণস্য পরিত্রাণকারকস্য দেবস্য) অনুগ্রহেণ ইতিযাবৎ, 'সবং' (সত্ত্বভাবং) তথা 'বাজং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অগ্মন্' (প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'স্বর্গং' (দ্যুলোকং, দেবভাবং ইত্যর্থঃ) তথা 'অর্ব্বন্তঃ' (জ্ঞানকিরণানি, জ্ঞানং) 'জয়ত' (জয়ং কুরুত, লভত); ভগবৎপরায়ণঃ জনঃ পরাজ্ঞানং তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১খ ১দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকহিতকারক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি জগৎকারণ পরিত্রাণকারক দেবতার অনুগ্রহে সত্ত্বভাব এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন; অতএব হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব এবং জ্ঞান লাভ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"আখে যে।"

কর; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জন পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করেন।)॥ (৪অ—২খ—২দ—৯সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। বাজিনাং স্তুতিঃ। 'মর্ত্তাঃ' মনুষ্যেভ্যঃ হিতাঃ 'অবিঃ' প্রকাশমানাঃ 'বাজিনঃ' দেব-বিশেষাঃ বাজিন-ভাজঃ 'সবিতুঃ' প্রেরকস্য দেবস্য 'সবং' অভিষোতব্যং 'বাজং' অন্নরূপং সোমং 'গমন্' অগমন্। ততঃ হে যজমানাঃ! 'স্বর্গং' 'জয়ত' তথা 'অর্ব্বন্তঃ' অর্ব্বতোঽশ্বান্ জয়ত॥ (৪অ—২খ—২দ—৯সা)॥

নবম (৪৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

যিনি ভগবৎপরায়ণ, তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের কৃপায় বিশুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদারাধনার পথে চলিতে চলিতে তিনি আপনার কর্ত্তব্য অনায়াসেই নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারেন যে, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তিনি আপনার অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান্‌ও সাধককে তাঁহার গন্তব্যপথে চলিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন।

'স্বর্গং' পদে আমরা 'দেবভাবং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে শব্দগত পার্থক্যব্যতীত ভাষ্যের সহিত অন্য কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। 'স্বর্গং জয়ত'—স্বর্গজয় কর,—ইহার সঙ্গতার্থ এই যে, স্বর্গলাভের উপযোগী দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চার কর। নতুবা স্বর্গ একটা রাজ্য নয় যে, সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইবে। 'সবং' পদে আমরা সত্ত্বভাবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সব' শব্দের আভিধানিক অর্থ যজ্ঞে প্রস্তুত 'আসব' 'সোম'। এই পদ সমূহে যে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে, তাহা বহুস্থ আলোচনা করা হইয়াছে।

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১

পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারঃ মহাং

২র ৩ ১ ২ ৩ ২

অবীনামনু পূর্ব্ব্যঃ॥ ১০॥

গেয়-গানং।*

৪ ৫ র ৪ ৩ ২ ২৩র৫ ১ ২র ১র

পাবস্বসোমা। দ্যুম্না ৩ ৪ ২ সুধারঃ। মাহাং অবীনাম্।

১ ২র ৩ ২

অনুপ। র্ব্বিয়ো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১০॥

---

* এই সাম মন্ত্রটির গেয়গান একটী। উহার নাম 'বাজিনাং সাম।'

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'দ্যুম্নী' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নঃ) 'সুধারঃ' (শোভনধারাযুক্তঃ, সন্মার্গপ্রদর্শকঃ ইত্যর্থঃ) 'মহান' (মহত্ত্বযুক্তঃ, মহত্ত্বপ্রাপকঃ) 'পূর্ব্যঃ' (পুরাতনঃ, অনাদিঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অবীনাং অনু' (বায়ুবেগেন, শীঘ্রং) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি উপজায়স্ব ইত্যর্থঃ); বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন সন্মার্গপ্রদর্শক মহত্ত্বপ্রাপক অনাদি তুমি শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। ঐশ্বরয়োদ্ধিষ্ণ্যা ঋষয়ঃ। হে 'সোম'! 'দ্যুম্নী' দ্যুম্নং দ্যোততেঃ, যশঃ অন্নং বেতি যাস্কঃ (নি০ ৫।৫), অন্নবান্ যশস্বী বা। 'সুধারঃ' শোভনধারাযুক্তঃ 'পূর্ব্যঃ' পুরাতনঃ 'মহান' ত্বং 'অবীনাং' রোমণাং রোমভ্যঃ সকাশাৎ 'অনু' অনুক্রমেণ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

দশম (৪৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা সত্ত্বভাব লাভের জন্য। সত্ত্বভাব অনাদি। অনন্ত ভগবানের সত্যাংশ বলিয়া সত্ত্বভাবও অনাদি। ভগবান্ সত্ত্বভাবময়। সুতরাং ভগবানের অনাদি অনন্তত্ব তাঁহার গুণ সত্ত্বভাবের প্রতিও প্রযোজ্য।

সত্ত্বভাব সৎপথপ্রদর্শক; 'সুধারঃ'—সুন্দর ধারায় যাহা চলে। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব প্রভাবে সৎপথে চলে, সত্ত্বভাবই তাঁহার স্বর্গপথ-প্রদর্শক হয়। তাই সত্ত্বভাবকে 'সুধারঃ' সৎপথপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে 'বায়ুবেগেন' শীঘ্রং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'সোম' পদে সোমরস নামক মস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে "রোমেভ্যঃ সকাশাৎ অনুক্রমেণ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সোম' পদে আমরা 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অবী' শব্দে শীঘ্র গমন, বায়ু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। তাই 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে আমরা বায়ুবেগেন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশতাধিক সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গানে একটী। উহার নাম—"পবিত্রং।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
দশমঃ খণ্ডঃ। দশমী দশতি।

দশমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ২র ১ ২ ২ ২৲
১। বিশ্বতোহাউ। দাবান্বিশ্বতোনাঃ। ও ৩। হা। ও ২ ৩ ৪
৫ ২র ২র ১ ২ ১২র১ ২ ১
হায়ি। আ। ভরা। ভা ২ ৩ রা। যীত্বাশবিষ্ঠমাযি।
১ ১র ৩র ৫ ২র র ৩র ২
মাহা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ঐহীহৈহীহ ১॥ ১॥

৪৫ র র ৪৫র ৪ ২র ১ ২ ১২ ১ ২
২। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআ। ভরা। ভা২৩রা। যাংত্বাশবিষ্ঠ-
১ ১ ১ ২ ৪৫
মায়িম। হা। ঔ৩হোবা। হোহ৫ই। ডা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতোদাবন্' (সর্ব্বত্র দানবন্, পরমদাতঃ হে দেব) ত্বং 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্ব প্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) সর্ব্বাভীষ্টং ইতি যাবৎ; কিঞ্চ, 'শবিষ্ঠং' (বলবন্তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং। 'ত্বা' (ত্বাং, ত্বামেব ইত্যর্থঃ) 'যং' (পরমধনং ইতি ভাবঃ) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ,—বয়ং ইতি শেষঃ) হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমদাতা হে দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করুন; (কেন না) সর্ব্বশক্তিমান্ আপনারই নিকটে আমরা পরমধন প্রার্থনা করিতেছি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। ঐন্দ্রী। হে 'বিশ্বতোদাবন্' সর্ব্বতশ্ছেদনবন্ সর্ব্বত্র দানবন্ বা ইন্দ্র! স ত্বং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'নঃ' অস্মভ্যং অভীষ্টং 'আভর' আহর। কিঞ্চ। 'শবিষ্ঠং' অতিশয়েন বলবন্তং 'যং' ত্বাং 'ঈমহে' অভীষ্টং যাচামহে। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৪৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (: § • § (: ——

পরমদাতা ভগবান্। তাঁহার অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পরমধন অবিশ্রান্ত-ধারায় ক্ষরিত হইতেছে। সেই কল্পতরু-মূলে মানব আপনার প্রার্থনা জানায়। যিনি ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রার্থনা বিফল হয় না। তাই মানুষ তাহার যাহা কিছু প্রার্থনীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, সমস্তই সেই পরমদেবতার চরণে নিবেদন করে; প্রার্থনা জানায়,—"হে ভগবন্! হে অদ্বিতীয়! হে পরমধনদাতা! আমাদিগকে আমাদের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই পরম বস্তু দান করুন্ যাহা পাইলে জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। আপনি ভিন্ন আর কাহার নিকট চাহিব? আপনি ভিন্ন আপনার এই নিঃস্ব হতভাগ্য সন্তানের মর্ম্মকথা কে বুঝিবে? তাই আপনার চরণেই নিবে

করিতেছি প্রভু! আমাদিগের নিজের সাধ্য নাই যে, তোমার কৃপা ব্যতীত লক্ষ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই, যাহা সামান্য অনৈক্য আছে তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণ-ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে ॥ (৪অ-১০খ-১০দ—১সা) ॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩২ ৩২উ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪৫ ১ র ২ ২ ২৩২ ১
১। এষাঃ। ব্রহ্মায় আ ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ঋিয়আ। আ ২ ৩
২ ১ ২ ২ ২৩২
য়িন্দ্রাঃ। নামশ্রুতা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। গৃণআ ॥ ২ ॥

• • •

৪৫৪৫ ১ — ১ — ২১ ২ ১২ ১
২। এষাএষাঃ। ব্রাহ্মা ২ ব্রাহ্মা ২। যঋাত্বিয়োবা। ওবা। আয়িন্দ্রা
— ১ — ১র ২ ১২ ২১
২ আয়িন্দ্রা ২ ঃ। নাংশ্রুতোবা। ওবা। গৃণা।
২ ৪৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হোই ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

৪৫ ৪ ৪৫ ১২র১ ৭ — ১ ২
৩। এষাঃ। ও। ওবা। ব্রহ্মায়াঃ। ঋাত্বিয়া ২ ঃ। আয়িন্দ্রো
২ ২ ২ ১ ২ ২১ র
৩ হা ৩ য়ি। না ৩ মা। শ্রু ২ ৩ তো। গৃণা। ঔ ৩
৪৫ ৭
হোবা। হোই ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"আভরে দ্বে।"

৪ ১ ২ ৫ ২র ১ ২ ৩
৪। ঔ০হা৩৪০। ঔ৩৪হা। এষাব্রহ্মা ০৪৬। যা৩

৫ ৪ ২ ১ ২ ৫ ২ ১ ২
৪ঃ। ঋত্বিয়াঃ। ঔ৩হা৩৪৩। ঔ০৪হা। ইন্দ্রোনামা

১ ৫ ৪ ২ ২ ২
৩৪ শ্রু৩৪। তোগৃণীষি। ঔ৩হা৩৪৬। ঔ০

১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
৪৫হা৬৫৬। এ৩। সুবর্জ্যোতে২৩৪৫॥ ২॥

• • •

২৮ ১ র ২র ১ ১ র ১র র ২র ১র ২
৫। এষব্রহ্মোগে। যাঋত্বিয়াঃ। ইন্দ্রোনামোহো। শ্রুতোগৃণা

২ ২
০১উবা২০। উ৩৪পা॥ ২॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'ঋত্বিয়ঃ' (সত্যস্বরূপঃ) যঃ 'ব্রহ্মা' (লোকানাং বিধাতা, অভীষ্টানাং পূরয়িতা ইত্যর্থঃ) যঃ 'নামশ্রুতঃ' (স্বনামপ্রসিদ্ধঃ, বিশ্ববিশ্রুত ইতি ভাবঃ); 'এষঃ' (অকৃতিনাং উদ্ধারকঃ) তং ভগবন্তং 'গৃণে' (আরাধয়ামি, অহমিতি শেষঃ)। অহং ভগবদনুসারিন্ ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালী যে ভগবান সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, অকৃতজনের উদ্ধারকর্ত্তা সেই ভগবানকে যেন আরাধনা করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দ্বিতীয়ং সাম। ঐন্দ্রী। 'ঋত্বিয়ঃ' ঋতৌ বসন্তাদিসময়ে ভবঃ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'নামশ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মা' স্তোতৃণামভীষ্টস্য বর্দ্ধয়িতা তমহং 'গৃণে' স্তৌমি॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (৪৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— †:*:† ——

ভগবান্ সত্য-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা তাঁহারই প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে সত্যের বিকাশ হয়, তদ্দ্বারা ভগবানের সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যের ভিতর দিয়াই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন সাধিত হয়। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তিনি 'সৎ'—তিনি আছেন। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহাই প্রকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সত্যের দ্বারাই এই নিত্যত্ব ও অবিনশ্বরত্ব প্রথাপিত হয়।

ভগবানই সমস্ত লোককে পরিচালনা করেন। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ চলে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে। তাঁহার বিধানেই চন্দ্রসূর্য্য আলোক বিকীরণ করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে। জগতের যাবতীয় বিধানের মূলেই আছেন—তিনি।

সাধারণ জীবের নিকট ভগবানের নামই প্রসিদ্ধ। ঐ নামের মধ্য দিয়াই 'নামিন্' মানুষকে দেখা দেন। নামই ভগবানের বাঙ্ময় প্রতীক। তাই ভক্ত বলেন—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥'

ভগবানের উপাসনার প্রধান একটী অঙ্গ—নাম জপ। নামের পিছনে থাকেন—সেই নামধারী, যিনি সকল নাম-রূপের অতীত।

মানুষ আপনার সাধনার সুবিধার জন্য, সেই অচিন্তনীয়কে চিন্তা করিবার জন্য, ভগবানের নামরূপের সাহায্য গ্রহণ করে মানুষ যে ভাবে, সেই অনন্তকে আপনার সান্ত জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে পাইতে চায়, সেই ভাবেই সে ভগবানের নাম ও রূপের সাহায্য লয়; আর, পতিতপাবন দয়াল প্রভুও তাঁহার উপাসকগণের মঙ্গলের জন্য সেই নাম ও রূপ অঙ্গীকার করেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সসীম সান্ত মানুষ সেই অসীম অনন্তকে ধরিতে পারিত না, ধরিবার চেষ্টা করিবারও উপায় থাকিত না। তিনিই দয়া করে নামরূপের মধ্য দিয়া আপনাকে ধরা দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। জগতের সমস্ত ধর্ম্মই ভগবানের নামের সাহায্যে অর্থাৎ বাঙ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা করেন। হিন্দু-ধর্ম্ম নিম্নাধিকারীর জন্য মৃণ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নামের সাহায্যের সঙ্গে যাহাতে মানুষ রূপের সাহায্যও পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জগতের সকলকেই ভগবদারাধনার সুযোগ দিয়াছেন। যাঁহারা রূপের সাহায্য নেওয়াকে,—মৃণ্ময় প্রতীকোপাসনাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা নামের সাহায্য গ্রহণ করেন কিরূপে? বস্তুতঃ এই নামরূপের সাহায্যে ভগবানের আরাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, আপামর সাধারণ সকলকে ঈশ্বরারাধনার সুযোগ দিয়া, হিন্দুধর্ম্ম নিজের মহত্ত্ব ও দূর-দর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। (৪অ—১০খ—১০দ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান পাঁচটী। উহাদের নাম - "বাভ্রমন্দে দ্বে," এবং "কাবষ্যাণ ত্রীণি।"

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অর্কৈরবর্দ্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ॥ ৩॥

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ১ — ১ ৲ ৩

১। ওম্। হাউস্বরতা। ব্রহ্মাণা ২ঃ। ইন্দ্রম্। আমহয়া ২ স্তো ২

১ ১ — ২ ২ র ৲ ২ ৫

৩ ৪ কৈঃ। অবা ২ র্দ্ধয়ান্। অহয়ে ২। তবা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। উ

২র ১ ১ ১ ১ ১

৬ ৫ ৬। শ্লোকয়তা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৩॥

৫র ৫ ২ ১ — ২ ১

২। হাউ। অভী। স্বরতা। ব্রহ্মাণআয়িন্দ্রা ২ ম্। মহয়া

— ৩ ৫ ২ ১ — ২ র ১

২ স্তো ২ ৩ ৪। কৈঃ। অবর্দ্ধায়া ২ ন্। অহংয়হন্তবা

৪ ৫

২ ৩ ৪ ৫ উ ৬ ৫ ৬। শ্লো ২ ৩ ৪ কাঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অহয়ে' (সর্পপ্রকৃতয়ে পাপায়, সর্পপ্রকৃতিং রিপুং ইত্যর্থঃ) 'হন্তবা' (হন্তুং, বিনাশিতুং) 'মহয়ন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রহ্মাণ.' (তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'উ' (এব) 'অবর্দ্ধয়ন্' (বর্দ্ধয়ন্তি, প্রীতং কুর্ব্বন্তি, আরাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); রিপুনাশায় সাধকাঃ ভগবন্তং আরাধয়ন্তি— ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১০থ—১০দ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্পপ্রকৃতি রিপুকে বিনাশ করিবার জন্য সৎকর্ম্মপরায়ণ তত্ত্বদর্শী সাধকগণ স্তোত্রসমূহের দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতাকেই আরাধনা করেন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশের জন্য সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং —তৃতীয়ং সাম। অসদস্যু ঋষিঃ। 'অহয়ে' বৃত্রায় ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ হনন ক্রিয়ায়াং বৃত্রস্য সম্প্রদানসংজ্ঞা। 'বৃত্রহন্তবে' তুমর্থে সেসেনসেনিতি (৩।৪।৯) তবৈ প্রত্যয়ঃ; হন্তুং 'অর্কৈঃ' অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ হবির্ল্লক্ষণৈরন্নৈর্ব্বা 'মহয়ন্তঃ' পূজয়ন্তঃ ব্রহ্মণঃ' ব্রহ্মণাঃ ইন্দ্রং অবর্দ্ধয়ন্ বর্দ্ধয়ন্তি প্রীতং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৪৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:‡:‡:•—

পাপকবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। 'রামনামে ভূত পলায়'—এ বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। ভগবানের আবির্ভাব যেখানে, যেখানে তাঁহার নামগান হয়, সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, তেমনি ভগবন্মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পাপ দূরে পলায়ন করে। যিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে রিপুগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না—তিনি পাপের আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করেন। তাই যখনই মানুষ রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে, যখনই দেখে যে সে আর নিজে রিপুসমূহের সহিত সংগ্রামে পারিয়া উঠিতেছে না, তখনই সেই বিপদভঞ্জন পরমদেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহার ধ্যানে তাঁহার চিন্তনে মন উন্নত পবিত্র হয়, পঙ্কিলতা দূরে যায়। সুতরাং সাধক রিপুগণের আক্রমণের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত করেন। তাই রিপুনাশের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হয়।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থিত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'ব্রহ্মাণঃ' পদে 'তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'—এই অর্থে এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য থাকে না। নতুবা 'ব্রাহ্মণ জাতি' অর্থ গ্রহণ করিলে বেদার্থের সঙ্কীর্ণতা সাধন করা হয়। বিশেষতঃ, বেদে 'ব্রহ্মন' 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী, পরমব্রহ্ম অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৪অ—১০খ—১০দ ৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"শ্লোকে দ্বে।"

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং

৩ ১ ২

পুরুহূত দ্যুমন্তং ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

৫র ২ ১ ১ ২ ১ ২ র ১ ২ ২র ১ ২

হাউম্বরতা। স্বরতস্বরা ২ ৩ তা। আনবস্তেরথম্। শ্বায়াতাহ্ ১ ক্ষ ২ ৩

৫র ২ ১ ২ ১২র১২ ১ ২ ১

৪ঃ। হাউম্বরতা। স্বরতস্বরা ২ ৩ তা। ত্বষ্টাবজ্রং পুরুহূ। তাদ্যুমান্তা

৫র ২১১ ৩ – ৫র র

২ ৩ ৪ ম্। হাউম্বরতা। স্বরতস্ব। রা ২ তা ২ ৩ ৪ অহোবা।

২ ১ ১ ১ ১

স্বরা ২ ৩ তা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অনব' (নরাঃ, আত্মদর্শিনঃ সাধকাঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধে) 'অশ্বায়' (ব্যাপকজ্ঞানায়, পরাজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) 'রথং' (তব সংবাহনযোগ্যং সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'ততক্ষুঃ' (কৃতবন্তঃ, কুর্ব্বন্তি ইতি যাবৎ); অতঃ 'পুরুহূত' (সর্ব্বলোকানামারাধনীয় হে দেব) 'ত্বষ্টা' (সর্ব্বস্য কর্ত্তা, ত্রাণকারকঃ) ত্বং লোকান্ পাপাৎ রক্ষণায় 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, শক্তিমন্তং বা) 'বজ্রং' (বজ্রবৎ কঠোরং সত্ত্বাবরূপং অস্ত্রং ইতি ভাবঃ) অনয় ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণা সজ্জ্ঞানঃ সঞ্জায়তে, তৎজ্ঞানং লোকান্ পাপাৎ রক্ষতি সমুদ্ধারয়তি বা ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ ১০দ—সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আত্মদর্শী সাধকগণ আপনার সম্বন্ধী পরাজ্ঞান-লাভের জন্য (আপনার সংবাহনযোগ্য) সৎকর্ম্মরূপ যানকে প্রস্তুত করেন। অতএব সর্ব্বলোকের আরাধনীয় হে দেব! ত্রাণকারক আপনি, লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমন্ত (শক্তিমন্ত) বজ্রবৎ কঠোর সত্ত্বাব-

রূপ অস্ত্রকে উৎপাদন করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্‌জ্ঞান লাভ হয়; আর সেই জ্ঞান লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করে।)। (৮অ—১০খ—১০দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। ঐন্দ্রী। হে ইন্দ্র! 'অনবঃ' মনুষ্যাঃ 'ঋভবঃ' 'তে' ত্বৎসম্বন্ধিনে 'অশ্বায়' বাহনায় তদর্থং 'রথং' 'ততক্ষু' কৃতবন্তঃ। হে 'পুরুহূত' বহুভিরাহূতেন্দ্র! 'ত্বষ্টা' বিশ্বকর্ম্মা চ ত্বদীয়ং 'বজ্রং' 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তমকরোৎ॥ (৪অ—১ খ-১০দ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৪৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনার মধ্য দিয়া মানুষ ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে। সেই ত্রিবিধ সাধনা অথবা সাধনমার্গ আপাততঃ পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এবং কোনও কোনও স্থলে বাহ্যিক বিরোধ দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। সকল পথই এক লক্ষ্যের দিকে ছুটিতেছে এবং পরিশেষে ত্রিবিধ মার্গের মিলন সাধিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, উহাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জন্য-জনয়িতা সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একের উপস্থিতির ফলে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মের সাধনে হৃদয় মন পবিত্র হইলে, হৃদয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা দূরীভূত হইলে, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—পরাজ্ঞান-লাভের জন্য মানুষ সৎকর্ম্মসাধন করে।

জগতের মঙ্গলের জন্য পাপবিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ রক্ষাস্ত্র হস্তে বিরাজমান আছেন। মানুষ দুর্ব্বল, শক্তিশালী রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া যখন তাহারা ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য রিপুনাশে প্রবৃত্ত হয়েন। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৪অ—১খ—১০দ—৪সা))॥

পঞ্চমং সাম।

২ ৩২ ৩১ ২৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
শং পদং মঘং রয়ীষিণো ন কামমব্রতো
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্॥ ৫॥

* * *

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। উহার নাম—"আগ্নেয়োকং।"

গেয়-গানং।

৩৮ ২৯ ৩ ৪ ৫ ২১ ২ ৪ ১র র

ঔহোয়ি। শাম্পদাম্ মঘ৮্রয়াহ২৩৪য়ি। যিণায়ি। নকামমব্রতো·

র ২ ২ ৪

হিনোতিনস্পৃশৎ। রয়িস্মো২৩৪৫ ড॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রয়ীষিণঃ' (সৎকর্ম্মসম্পন্নাঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিকামিনঃ ভগবদনুসারিণঃ জনাঃ) 'শং' (পরমসুখং, পরমমঙ্গলং বা) 'পদং' (পরমপদং) 'মঘং' (পরমধনং) চ লভন্তে ইতি শেষঃ; কিন্তু 'অব্রতঃ' (সৎকর্ম্মরহিতঃ, দুষ্কৃতিপরায়ণঃ জনঃ) 'কামং' (অভীষ্টং) 'ন হিনোতি' (ন লভতে) 'রয়িং' (পরমধনং চ) 'ন স্পৃশৎ' (স্পর্শিতুং ন শক্নোতি, ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ মোক্ষং লভতে; সৎকর্ম্ম বিনা কোঽপি মোক্ষং লভিতুং ন শক্নোতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তিকাম ভগবদনুসারী ব্যক্তিগণ পরমসুখ, পরমপদ এবং পরমধন লাভ করেন কিন্তু। সৎকর্ম্মরহিত দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না এবং পরমধনও লাভ করে না; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন; সৎকর্ম্ম ভিন্ন কেহই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। ঐন্দ্রী। 'রয়ীষিণঃ' রয়িং ধনং হবির্লক্ষণং প্রেষয়ন্তো জনাঃ 'শং' সুখং 'পদং' স্থানং 'মঘং' ধনং চ লভন্তে ইতি শেষঃ। 'অব্রতঃ' ইন্দ্রবিষয়যাগাদিকর্ম্মরহিতঃ পুরুষঃ 'শং' সুখাদিকং 'ন হিনোতি' ন প্রাপ্নোতি, দাতুং সমর্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। অয়মপি 'কামং' অভীষ্টং 'রয়িং' রমণীয়ং ধনং 'ন স্পৃশৎ' ন স্পৃশতি। ৫।

• • •

পঞ্চম (৪৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

নিত্যসত্যজ্ঞাপক এই মন্ত্রটীতে এক মহান্ ভাব সূচিত হইয়াছে।

সৎকর্ম্মের দ্বারা পরমধন লাভ হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা, ভগবদারাধনার দ্বারা, মানুষ আপনাকে উন্নত করে, পবিত্র করে। কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানের সামীপ্য লাভ হয়। যাহারা সৎকর্ম্ম সাধনে বিমুখ তাহারা জীবনের নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়। প্রকৃত সুখ শান্তি কি, তাহা তাহারা জীবনে কখনও আস্বাদ করিতে পারে না।

প্রকৃত সুখ লাভ হয় সৎকর্ম্মের সাধনে। সৎস্বরূপ ভগবানের বিশ্বে সৎই জয়লাভ করে, সৎই মানুষকে পরম আনন্দ দিতে পারে। সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মানুষ সৎকর্ম্মের সাধনে আপনার প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করে; তাই তাহাতে তাহার সমস্ত সত্তা আনন্দে শিহরিয়া উঠে। মানুষ অসৎকার্য্য করে; তাহাতে কোনও সময় হয় তো ক্ষণিক সুখও পায়; কিন্তু তাহাতে তাহার প্রকৃতি সাড়া তো দেয়ই না, বরং তাহার নিজের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এই বিশ্বে অসতের, অমঙ্গলের, চিরদিনের জন্য স্থান হইতে পারে না। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি তাহা অনুভব করে; তাই অসৎকর্ম্মজনিত ক্ষণিক উল্লাসে সে যোগ দেয় না। বরং সেই উল্লাসজনিত মত্ততা কমিয়া গেলে, মানুষের মনে যে তীব্র বেদনা জাগে, তাহা তাহার অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই, প্রকৃতপক্ষে অসৎকর্ম্মের দ্বারা, অথবা সৎকর্ম্ম-বিরহিত হইয়া মানুষ প্রকৃত সুখ পায় না, পাইতে পারে না।

মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতি যে সমস্ত সৎকার্য্যে সাড়া দেয়, তাহা সম্পাদন করিয়াই মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়। মানুষের চরম কাম্য—মোক্ষ। সেই মোক্ষ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা লাভ হয়। যাহারা সেই সৎকর্ম্ম-সাধনে বিমুখ, তাহারা মানব-জীবনের চরম ও পরম সম্পৎ হইতে বঞ্চিত হয়। এই নিত্যসত্য মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥•

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সদা গাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবা অরেপসঃ॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ৫ ১র ২ ২১র ২ ৩ ৫
সাদা। গাবঃশুচয়োবিশ্বধায়া ২ ৫ সাঃ। সা ২ ৩ ৪ দা।

১ র ২ ১ ৫ ৩ ৫
দায়িবাআরে। ২ ৩ ৪ বা। পা ২ ৩ ৪ সাঃ॥ ৬॥

• • •

• এই সাম-মন্ত্রের গেয় গান একটী। উহার নাম—'আঙ্গুষ্ঠাকং।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ, প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'সদা' (সর্ব্বদা, নিত্যং, চিরমেব 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলচিত্তাঃ) 'বিশ্বধায়সঃ' (বিশ্বধারণসমর্থাঃ, পরমশক্তিসম্পন্নাঃ) অপিচ 'সদা' (নিত্যং, চিরমেব) তে 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ নিত্যকালং ভগবৎগুণসম্পন্নাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিত্যকাল নির্ম্মলচিত্ত, পরমশক্তিসম্পন্ন এবং নিত্যকাল তাঁহারা দেবভাবসম্পন্ন ও পাপরহিত হয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিত্যকাল ভগবৎগুণসম্পন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হয়েন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠ সাম। ইয়ং বৈশ্বদেবী। 'গাবঃ' গন্তারঃ স্তোতারো বা 'সদা' ইন্দ্রং পর-রণাদাভঃ উপগচ্ছন্তি তে 'শুচয়' নির্ম্মলাঃ 'সদা' সর্ব্বদা 'বিশ্বধায়সঃ' বিশ্বং ধারয়ন্তি পুষ্ণন্তীতি বিশ্বধায়সঃ বহ্বন্নাঃ ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। 'সদা' সর্ব্বদা 'দেবাঃ' দানাদিগুণ-যুক্তা 'অরেপসঃ' পাপ-রহিতাশ্চ ভবন্তু॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

• • •

ষষ্ঠ (৪৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§•§:•———

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের সমস্ত গুণ ও শক্তি লাভ করেন। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অবিদ্যার, মিথ্যাজ্ঞানের অথবা অবিবেকের জন্য সে আপনাকে ভুলিয়া থাকে। শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধাত্মা মায়ার বেড়াজালে পড়িয়া আপনাকে হীন ভাবে,—সসীম সান্ত অবস্থাকেই আপনার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লয়। পরিদৃশ্যমান্ জগতের মূলকারণই এই অবিদ্যা বা মায়া। যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ এই অবিদ্যার অধীনে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত সে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত এই বাহ্য জগৎ ও তাহার সুখ-দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া বহিয়া বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে তাহার পাপ নাই, পুণ্য নাই, সুখ নাই দুঃখ নাই—সে এই দৃশ্যমান জগতের বহু উর্দ্ধরাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে অথবা প্রকৃতির ছলনায় ভুলিয়া অবিবেকবশতঃ শরীরধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রকৃতির রাজত্বে যে সুখদুঃখের অভিনয় চলিতেছে, তাহার সান্নিধ্য-হেতু আত্মা সেই সুখদুঃখে

আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। শুভ্র স্ফটিকের যেমন কোনও বর্ণ নাই অথচ যে বর্ণের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই বর্ণই তাহাতে প্রতিফলিত হয়; ঠিক সেইরূপ আত্মার সুখ-দুঃখ না থাকিলে প্রকৃতির সান্নিধ্যহেতু, প্রকৃতির রাজত্বে যে সকল ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, অবিবেক-বশতঃ আত্মা তাহা তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করে। তাই সুখ-দুঃখও নিজের উপর আরোপিত হয়।

কিন্তু যখন তাহা জানিতে পারে, তখনই মানুষ সচেতন হইয়া উঠে, তখনই সে আপনার স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে। যখন সে তাহা বুঝিতে পারে, তখনই তাহার নিকট প্রকৃতির নৃত্য থামিয়া যায়। স্বপ্নদর্শনান্তে জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবে তাই তো। এ যে সব মিথ্যা,—প্রহেলিকা! আমি যে নিত্যমুক্ত! কোথায় আমার বন্ধন, আর কোথায়ই বা আমার সুখ-দুঃখ! তখন মানুষ বলিয়া উঠে—

"অহং দেবঃ ন চান্য অস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

সাধক যখন পরাজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার স্বরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান; পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার অপ্রাপ্য অবিজ্ঞাত কিছুই থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'গাব.' পদে 'গন্তারঃ' 'স্তোতারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)।*

—•—

সপ্তমং সাম।

১ ১ ৩ ১২ ৩১ ২র ৩ ১ ২র
আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্ত্তনি যদূধভিঃ॥ ৭॥

•.•

গেয়-গানং।

৩র ২ ৪ ৫ ১ —১র ১ ২ ১১ —
ওহো ৩ য়ি। আয়াহী। বনা ২ সাসহা। গাবঃ সচ। ভার্ত্তনী ২ য়ূ।
১ ১১ ২ ৩
যাৎ। উ ২। ধভিয়ো ২ ৩ ৪ ৫ ই। উ। ৭।

•.•

* এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে তাহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মনসা' (স্বতেজসা তব জ্ঞানজ্যোতিষা) 'সহ' (সার্দ্ধং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); 'যে' (ভবসম্বন্ধিনাঃ যাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'উধভিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহৈঃ) 'বর্ত্তনিং' (সন্মার্গং, হৃদ্‌রূপং রথং ইত্যর্থঃ) অভিষিঞ্চন্তি, তাঃ জ্ঞানকিরণাঃ অস্মাসু আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সত্ত্বভাবসমন্বিতান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ চ কুরু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১৩দ—৭সা) ॥"

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানজ্যোতির সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনার সম্বন্ধী যে জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা সন্মার্গকে বা হৃদ্‌রূপ রথকে অভিষিক্ত করে; সেই জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন।) ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা) ॥

• . •

সায়ণভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। সম্পাত ঋষিঃ। হে উষঃ! 'মনসা' মননীয়েন তেজসা 'সহ' সার্দ্ধং 'আয়াতি' আগচ্ছ। উষসো বাহনভূতাঃ 'গাবঃ' 'বর্ত্তনিং' রথং 'সচন্ত' সেবন্তে অনশ্বেন রথেনায়াতীত্যর্থঃ। 'যং' যাঃ গাবঃ 'উধভিঃ' উপলক্ষিতাঃ প্রভূতাঃ পীনা ইত্যর্থঃ। তাঃ গাবঃ ইতি সম্বন্ধঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা) ॥

• . •

সপ্তম (৪৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— · ·৹· ——

মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। সাধক জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ ঘটিলে সত্ত্বভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ ঘটে।

আবার যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবানই সেই জন্য মানুষের একমাত্র আরাধনার ও কামনার সামগ্রী। ভগবানের আবির্ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের সব চাওয়া পাওয়ার শান্তি হইয়া যায়। তাই সাধক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—"জ্ঞানময়, প্রেমময়, একবার এ অধম পাপীর হৃদয়ে আবির্ভূত হও। জীবনের সকল আশা—সকল কামনা পূর্ণ হউক। তোমার জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত হউক, তাহার সাহায্যে তোমার বিশ্বমোহন রূপ

দেখিয়া জীবন সার্থক করি। কত আশা করে তোমার পথপানে চেয়ে আছি প্রভু! তুমি কি দয়া করে এ অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে না? তুমি ত্রিভুবনপতি সত্য; কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় সত্য এই যে,—তুমি পতিতপাবন, অনাথের নাথ। সেই ভরসাতেই তোমাকে ডাকিবার সাহস করি। ওগো, তোমারই জন্য

"হৃদয় কুটীর দ্বার		খুলে রাখি অনিবার
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে!"

এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—"হে উষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মিল নাই। এই অনুবাদটী অনেকাংশে ভাষ্যের অনুগত। উভত্রই 'উষা'কে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রে 'উষা' দেবতার সম্বোধনমূলক কোনও পদই পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা ভগবানকে সম্বোধন করাতেই সঙ্গত দেখিতেছি। আমাদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই অন্যান্য বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। (ঋক—১০ম—১০দ—৭সা)॥ *

—— • ——

অষ্টম সাম।

১ ২		৩ ১		২র		৩ ২ ৩		১ ২
উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম

৩ ২		১ ২
রয়িং ধীমহে ত ইন্দ্র ॥ ৮ ॥

• ৃ •

গেয়-গানং।

৪		৪ ৫		৪র ৫		৪ ৫		৪ ১		১ র		র		র ২ ১
ওা। উপপ্রক্ষেমধুমতিক্ষিয়ন্তঃ। ওাওয়ি। পুষ্যেমরয়িন্ধীমহেতইন্দ্রা ২

২		১		২		১ ২র		১		৫
৩ য়িন্দ্রা। ও। বাওবা। ও। বাহা৩১উবা২৩। উ৩৪পা॥ ৮ ॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন) 'প্রক্ষে' (হৃদ্রূপে পাত্রে) 'মধুমতি' (মাধুর্য্যোপেতে, জ্ঞানভক্তিসংযুতে সতি) ক্ষীরস্থঃ' (পাপক্ষীণাঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'রয়িং' (পরমৈশ্বর্য্যং) 'উপপুষ্যেম' (লভামহে); অপিচ, হে ভগবন! বয়ং ত্বাং 'ধীমহে' (অনুধ্যায়েম, আরাধয়েম); হে ভগবন! অস্মান জ্ঞানভক্তিসমন্বিতান কুরু পরমৈশ্বর্য্যং চ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪অ ১০খ—১০দ ৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়রূপ পাত্রে জ্ঞানভক্তিযুক্ত হইলে পাপক্ষীণ আমরা যেন তোমার পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি; অপিচ, হে ভগবন! আমরা যেন তোমাকে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করুন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৮সা)॥

* *

সায়ণভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। হে 'ইন্দ্র' পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত! ত্বং 'মধুমতি' মাধুর্য্যোপেতে 'প্রক্ষে' রাজ-কর্তৃক ন্যগ্রোধচমসে 'তে' ত্বদীয়ে 'ক্ষীরস্থঃ' সমীপে স্থিতাঃ বয়ং 'রয়িং' রমণীয়মন্নং 'পুষ্যেম' পোষয়েম। কিঞ্চ। ত্বাং 'ধীমহে' বয়মনুধ্যায়েম ॥ (৪অ -১০খ—১০দ ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (৪৪৪) সামেরমর্ম্মার্থ।

——:•:——

এই প্রার্থনাত্মক আত্মোদ্বোধনমূলক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সঞ্চার হইলে, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনন্যরাগী প্রেম উপজিত হইলে মানুষের হৃদয়ে পাপতাপ থাকিতে পারে না। তাঁহার পুণ্য প্রেমের পরশে মানুষের হৃদয়ের সকল মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়। হৃদয় পবিত্র না হইলে, মোক্ষলাভ অসম্ভব। তাই ভক্তির সাহায্যে পবিত্রতা লাভের জন্য এই প্রার্থনা।

এখানে বিশেষভাবে ভক্তি-মার্গের অনুসরণ করা হইয়াছে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের যে কোনও পন্থায়ই সাধক প্রথমে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। এখানে ভক্তিকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-পরায়ণ হইবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক বৈষম্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যের অনেক স্থলই মূল মন্ত্র হইতেও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। (৪অ-১০খ-১০দ ৮সা)॥ ০

— • —

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি

৩ ২উ ৩ ১ ১র
শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ॥ ৯॥

• • •

গেয়-গানং।

৪৫৪ ১ ২১ ২ ১ ২র ১ ২১র র
অর্চন্তিয়া। কম্মরুতঃসুবা২৩র্কাঃ। আস্তোভতায়ি। শ্রুতোয়ুবাসয়া।

১ ২ ২ ৫
য়েন্দ্রা ০উবা৩। উ০৫পা॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'স্বর্কাঃ' (স্তোত্রপরায়ণাঃ, পূজাপরায়ণাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ, বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কং' (ভগবন্তং) 'অর্চন্তি' (আরাধয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি); 'শ্রুতঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনবীনঃ) 'সঃ' (সর্ব্বগুণময়ঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আ, (বিশেষেণ, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তোভতি' (বিনাশয়তি সাধকানাং শত্রূন্ ইতি শেষঃ)। ভগবদনুগ্রহেণ বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনং জানন্তি; ভগবদনুগ্রহেণ তেঃ পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ-১০দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রপরায়ণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ চিরনবীন সর্ব্বগুণময় সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী

---

* এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"মাধুচ্ছন্দসং।"

ভগবান্ প্রকৃষ্টরূপে সাধকদিগের শত্রুসমূহকে বিনাশ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল ভগবৎ-পূজা জানেন; ভগবদনুগ্রহে তাঁহারা পাপবিনির্মুক্ত হয়েন।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—নবমং সাম 'স্বর্কাঃ' শোভন-স্তোত্রাঃ শোভনান্না বা মরুতঃ' 'অর্কং' অর্চ্চনীয়মিন্দ্রং 'অর্চ্চন্তি' স্তোত্রৈর্বিবিধৈঃ। 'যুবা' নিত্যতরুণঃ 'শ্রুতঃ' বিখ্যাতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'আস্তোভতি' তেষাং সম্বন্ধীনি শত্রুসাতান্যাভিমুখ্যেন হিনস্তি। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

• • •

নবম (৪৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার একটী দিক মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ ভগবানের আরাধনা করে; আবার সাধক যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য ভগবান মানুষের শত্রুগণকে বিনাশ করেন। সাধন-পথে অগ্রসর হইলেই নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই শত্রুগণের আক্রমণে অনেক সময় সাধক আপনার অভীষ্ট লক্ষ্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। তাই, যাহাতে পূজাপরায়ণ সাধকগণ অনায়াসে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য পরমকারুণিক জগৎপিতা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মানুষের শত্রুর অন্ত নাই। কিন্তু সকল শত্রুর মধ্যে রিপুশত্রুই প্রধান। রিপুশত্রুই সংসারে সকল অনর্থের সূত্রপাত করিয়া দেয়। ভগবান সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন।

যাঁহাদের বিবেক জাগরিত হয়, তাঁহারা স্বতঃই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন। মানুষের হৃদয়ে ভগবানের বাণী বিবেক যাঁহার হৃদয়ে বিবেকরূপী ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়, তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া পূর্ণবিশ্বাসে ভগবৎ সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন। ভগবানের বাণীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করে, তিনি ভগবৎ-শক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নিরাপদে চরম অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"মারুতং।"

দশমং সাম ।

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ১২ ৩ ১
প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গায়ত যং জুজোষতে ॥ ১০ ॥

• • •

গেয় গানং ।

৫ ৪ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২
প্রগাঃ । আ ইন্দ্রা য়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া । বা ইপ্রায়গাথ গাই ১ য়া ৪ তা ।

১ ২ ২ ১ ২
যাঞ্জজোগা ৩ । উপ্ । যাই ২ তো ৪ ৫ হায়ি ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ । 'সঃ' (য়ুয়) 'বৃত্রহন্তমায়' (পাপনাশকায়) 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে প্রজ্ঞানস্বরূপায়) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যং গাথং' (যং স্তোত্রং, যেন স্তোত্রেন ইত্যর্থঃ) 'জুজোষতে' (ভগবৎপ্রীতিং জনয়তে) তং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টেন উচ্চারয়ত) ভগবন্তং আরাধয়ত ইত্যর্থঃ ; অহং ভগবল্লাভায় উপাসনাপরায়ণঃ ভবানি - ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ -১০খ -১০দ—১০সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! তোমরা পাপনাশক প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, যে স্তোত্র ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে, সেই স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর ; (ভাব এই যে,—ভগবল্লাভের জন্য যেন আমি উপাসনাপরায়ণ হই ।) ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—১০সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। হে 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ! 'বৃত্রহন্তমায়' অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তমঃ, তস্মৈ ইন্দ্রায় 'তৎ' 'গাথং' স্তোত্রং 'প্রগায়ত, প্রকর্ষেণ পঠত। হে উদ্গাতারঃ! স ইন্দ্রঃ 'যং' স্তোত্রং 'জুজোষতে' সেবতে॥ (৪অ—১০খ—১০দ ১০সা)॥

ইতি সায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥ ১০॥

দশম (৪৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের প্রীতি সম্পাদনই তাঁহার প্রকৃত আরাধনা। 'তাঁহার প্রীতিজনক স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর'—অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত জ্ঞানভক্তি সমন্বিত প্রার্থনা কর। তাহাতেই ভগবান প্রীত হইবেন। ভগবানের আরাধনা-প্রার্থনা কি কেবল দুইটী স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করা মাত্র? তাহা হইলে শুকপাখীও তো 'রুষ্ণ রাধে' বুলি শিখিয়া পরমভগবৎপরায়ণ হইতে পারে! কিন্তু মুখে ভগবানের একটু গুণগান, দুইটী স্তোত্র আবৃত্তি মাত্রই—ভগবদারাধনা পদবাচ্য নয়! প্রার্থনার সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই, সৎকর্ম্মসাধন করা চাই। সৎকর্ম্মসমন্বিত হৃদয়োত্থিত যে প্রার্থনা, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। তাই বলা হইয়াছে—"গাথং প্র গায়ত"—প্রকৃষ্টরূপে স্তোত্র উচ্চারণ কর। এখানে 'প্র' উপসর্গ স্তোত্র উচ্চারণের ধারা নির্দ্দেশ হইয়াছে। কেবল মুখের কথায় হইবে না। মন-মুখ—এক হওয়া চাই। হৃদয়-মন দিয়া তাঁহার নাম-গানে, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। "কর তাঁর নাম-গান, যত দিন দেহে রহে প্রাণ।" 'মন! তাঁহার অভিমুখে চল, জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন কর, আর ঘুমাইয়া থাকিও না। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ চতুর্থ্যন্ত 'বিপ্রায়' পদকে সম্বোধনে ব্যবহার করা হইয়াছে; আমরা তাহার কোনও আবশ্যকতা দেখি না। 'ইন্দ্রায়' পদের বিশেষণস্বরূপ 'বিপ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ পদ এস্থলে 'প্রজ্ঞানসম্পন্নায়' 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

আমরা 'বিপ্রায়' পদে 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'যঃ' পদকে সম্বোধনে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন 'উদ্গাতারঃ!' কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। এখানে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই॥ (৪অ ১০খ—১০দ—১০সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"উদ্বাংশং সাম।"

ঘৃতপূর্ণ দর্ব্বীদ্বয় মুখে গ্রহণ করিতেছ। হে বলের পুত্র! তুমি যজ্ঞে আমাদিগকে ফলধারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।" বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এ ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুসারী। 'আসনি' পদের ভাষ্যসম্মত 'আস্যে' অর্থ হইতেই 'মুখে গ্রহণ' করার ভাব আসিয়াছে। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যার অনুমোদন করি না।• (৬অ—১খ-১সূ—৩সা)।

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৩র৪র ৫ র ২ ৪ ৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ৩৪৩র৪র৩৪র৫র
১। আতেঅগ্নইধী। ম: ৩ হায়ি। হ্যামস্তা ৩ ন্দেব অজরম্। যদ্ধস্যাতেপনীয়সী।

৪৩৪র৩৪ ৫ S ২A ৩ ৫ ৩র৪র ৫ র
সমিদ্ধীদয়তায়ি। হুং ৩। হুম্। স্বা ২৩৪ বী। (১) আতে অগ্নঋচা।

২ ৪ ৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৩ ৩ ৪ ৩৪৩৪ র৩ ৪ র ৩ ৪ ৫
হা ৩ বায়িঃ। শুক্রস্যা ৩ জ্যোতিষস্পাতায়ি। সুশ্চন্দ্রদস্মবিশ্পতেহব্যবাট্‌তুভ্য৺হু।

১ ২র ৩ ৫ ৩র৪র৫ ২ ৪
হু ৩। হুম্। যা ২৩৪ তায়ি। (২) ওতেসুশ্চন্দ্রবি। শ্রী ৩ তায়ি।

৫ র ২ ৪র র ৫৪ ৫ ৫ ৩র ৪৩ ৪ র র ৩র ৪৫ S
দবীশ্রা ৩ য়িণোষআসনায়ি। উতোনউত্‌পূর্ষ্যাউক্‌থুষুশবসা। ক্রং ৩ ৩ হুম্।

৩ ৫ ১ র ২ ২ S
পা ২৩৪ তায়ি। ইষ৺স্তোন্ত্যা ৩ আ। হুং ৩।

২ ২ ৫
হুম্ ৩৪ ম্। ভা ৩৪৫ রো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

১ র ৫ র ৪ ৫ ২ র ১ ২৩২
২। আ ২৩৪। তে অগ্নইধী। মাহায়ি। হ্যমস্তন্দেবা ৩। আ ২৩। জরমা।

১ ২ ২ ১ ⊓ ৩ ৫ ২ ১ —১
যদ্ধাস্যা ৩ তা ৩ য়ি। পানী ২ য়া ২৩৪ সী। সমিদ্ধো ২ দয়। তা ২ ৩ য়ি:

২৩২ ১ র ৫ র ৪ ৫ ২ র
ষবিয়া। (১) আ ২৩৪। তেঅগ্নঋচা। হাবায়িঃ। শুক্রস্যজ্যোতী ৩।

১ ২৩২ ১ ২ ২ ১ ॥ ৩ ৫
ষা ২ ৩ঃ। পতআ। সুশ্চান্দ্রা ৩ দা ৩। স্মবা ২ য়িশ্পা ২৩৪ তায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের (পঞ্চম মণ্ডল, ষষ্ঠ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

২ ১ — ১ ২৩ ২ ১ র ৫
দ্রব্যাবা২ টুতুভ্যাস্। হু২৩। যতআ। (২) ও২৩৪। তেজুশ্চন্নবি।

৪ ৫ ২র র র৩র ১ ২ ৩২ ১ ২ ২
শ্‌পাতায়ি। দবীশ্রীণীষে৩। আ২৩। সনিয়া। উস্তোমা৩উ৩৫।

১ A ৩ ৫ ২ ১র — ১ ২৩২
পুপু ২ রা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উকৃথেষ্‌ ২ শব। সা২৩ঃ। পতআ।

১ ২ ২ ১ ৪ ২ ৫
ইষাও্‌স্তো৩ভৃ৩। ভ্যা২৩আ৩। ভা৩।৫রো৬হায়ি॥১২।৩॥

—*—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে,) 'বৃহতে' (মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায়) 'বিপশ্চিতে' (বিদুষে, সর্ব্বজ্ঞায়) 'পনস্যবে' (স্তুতিমিচ্ছতে, সর্ব্বেষাং স্তবনীয়ায়) 'ব্রহ্মকৃতে' (ব্রহ্মস্বরূপায়, পরব্রহ্মণে) 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বৃহৎ' (কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং, যদ্বা সদ্ভাবসৎকর্ম্মসহযুতং) 'সাম' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'গায়ত' (উচ্চারয়ত)। অহং পরব্রহ্মানুসারী ভবেয়ং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৭খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্ত্বসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে (প্রাপ্তির জন্য) সদ্ভাব-সৎকর্ম্মসহযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ কর। (ভাব এই যে,—আমি যেন পরমব্রহ্মানুসারী হই।)॥ (৬অ—৭খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথা;—(১) "সত্রাসহম্" এবং (২) "শ্রৌগ্রতং।"

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে উদ্গাতারঃ! 'ইন্দ্রায়' 'বৃহৎ' এতন্নামকং সাম 'গায়ত' উচ্চারয়ত। কীদৃশায়? 'বিপ্রায়' মেধাবিনে 'বৃহতে' মহতে' 'ব্রহ্মকৃতে' বৃষ্টিদ্বারা হবির্লক্ষণস্যান্নস্য কর্ত্রে 'বিপশ্চিতে' বিদুষে 'পনস্যবে' স্তুতিমিচ্ছতে। 'ব্রহ্মকৃতে' -'ধর্ম্মকৃতে' ইতি পাঠৌ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্মসংযুত প্রার্থনা দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা উঠে, তাহা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। প্রার্থনাকে সফল করিবার জন্য, নিজেকে প্রার্থনীয় বস্তু লাভের উপযোগী করিবার জন্য, তদুপযোগী সৎকর্ম্ম মানুষ করিবেই। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ পবিত্রতা-লাভ করে, মোক্ষলাভের উপযোগিতা লাভ করে। তাই ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করিতে সাধক নিজেকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

পাপী তাপীর জন্য অপার করুণাময় ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশিত। রাজরাজেশ্বর হইয়াও দীন ভিখারীর দুয়ারে তিনি উপস্থিত হয়েন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' তিনি পাপীকে মুক্তি দিবার জন্য, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, স্নেহময় হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। পরম দয়াল দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ কর মন * (৬অ -৭খ—২২ ১সা) ॥

দ্বিতীয়ং সাম ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্ব৺ সূর্য্যমরোচয়ঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বদেবো মহা৺ অসি ॥ ২ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমান্ হে ভগবন্!) ত্বং 'অভিভূঃ' (শত্রূণাং – সত্ত্বশত্রূণাং ইত্যর্থঃ অভিভবিতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); কিঞ্চ ত্বং 'সূর্য্যং' (আদিত্যং – জ্ঞান-সূর্য্যং) 'অরোচয়ঃ' (স্বতেজসা দীপয়সি); অপিচ, ত্বং 'বিশ্বকর্ম্মা' (আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী – বিশ্বস্য কর্ত্তা) 'বিশ্বদেবঃ' (সর্ব্বদেবময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মহা৺'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায় প্রথম বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত (অষ্টম মণ্ডল অষ্টাধিকনবতিতম সূক্ত তৃতীয় ঋক্)।

(সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ভগবন্মহিমাপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বেষাং বীজরূপঃ ইতি ভাবঃ। (৬অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনি শত্রুগণের (অন্তঃশত্রু-সমূহের) অভিভবকারী হয়েন; আপনি সূর্য্যকে জ্ঞান-সূর্য্যকে) আপনার তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। আপনি বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্বের অধিপতি এবং সর্ব্বদেবময় হয়েন। অতএব আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ। (মন্ত্রটী ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—ভগবান সর্ব্বময় সকলের বীজ-স্বরূপ)। (৬অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'অভিভূঃ' শত্রূণাং অভিভবিতা 'অসি' ভবসি কিঞ্চ 'ত্বং' 'সূর্য্যং' আদিত্যং 'অরোচয়ঃ' তেজোভিরদীপয়, কিঞ্চ 'বিশ্বকর্ম্মা' বিশ্বস্য কর্ত্তাসি 'বিশ্বদেবঃ' সর্ব্বদেবশ্চাসি। তথাচ যজুর্ব্রাহ্মণং-'অগ্নিঃ বা অন্যা দেবতা ইন্দ্রমন্যা' ইতি॥ অতো 'মহান্' সর্ব্বাধিকোঽসি। (৬অ—১খ-২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি জ্যোতির আধার, তিনি তেজোময়, তিনি বিশ্বকর্ম্মা—তিনি আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী, তিনি সর্ব্বদেবময়—সকল দেবতার স্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

ভগবান অরূপ—রূপ-বিবর্জ্জিত। তিনি নির্গুণ গুণাতীত। আবার তিনি অরূপ হইয়াও রূপময়; নির্গুণ গুণাতীত হইয়াও সগুণ গুণময়। তিনি বিরাট, তিনি অনন্ত, তিনি অক্ষয়, তিনি অব্যয়, তিনি অক্ষর অজর অমর। এমন যে গুণাতীত নির্গুণ ভগবান; তাঁহাতে গুণের আরোপ কেন করি? রূপহীন রূপ-বিবর্জ্জিতে রূপের ও গুণের আরোপ করিয়া কেন তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে যাই? ভগবান নিরাকার, তিনি সাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব-তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। বিশেষণ-বিরহিত রূপ-বিবর্জ্জিত তিনি; তাঁহাকে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি বলিয়া মনে হয়? উদ্দেশ্য—সন্নিকটে পৌঁছিতে হইবে। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? যে কখনও কোনও কর্ম্ম করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব কি? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারিবে? ভগবানকে গুণ-বিশেষণে

বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—আগে গুণের অধিকারী হও, আগে রূপ দেখিয়া রূপসাগরে ডুবিয়া যাও, তবে তো সেই গুণাতীত-রূপাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে! যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, 'পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি—পণ্ডিতগণের সহবাস লাভ তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চোর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে? তাই বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইবে; রূপ দেখিয়া সে রূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে—জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—

"এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্ত্বেহন্তে তদাত্মানঃ কীট পেশস্কৃতঃ যথা।"

অর্থাৎ,—কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ পূর্ব্বকৃত বৈরিতা-জনিত পাপের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্মরণে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।"

অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপ গুণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি থাকিতে পারে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার—আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রযত্ন আসে। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্ম সম্মিলন ঘটিলে তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। তখন জলে জল মিশিয়া যায়,—মহাসাগরে মিশিয়া নামরূপ হারাইয়া তখন সব এক হইয়া যায়। মন্ত্রে এই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতাকে বলা হইয়াছে,—'সূর্য্যং অরোচয়।' অর্থাৎ হে ইন্দ্রদেব! আপনি সূর্য্যকে আপন জ্যোতির দ্বারা দীপ্ত করেন।' এখানে ইন্দ্র বলিতে আমরা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে লক্ষ্য করি। পূর্ব্বাপর সেই ভাবেই অর্থ নিষ্কাশন করিয়া আসিয়াছি। তিনি সূর্য্যকে দীপ্তির দ্বারা প্রকাশ করেন। 'সূর্য্যং অরোচয়' বলিতে তাহাই বুঝা যায়। তিনিই সূর্য্য,

তিনিই জ্যোতিঃ, তিনিই চন্দ্র, তিনিই তেজ, তিনিই শক্তি;—একই সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশ মাত্র। যাঁহারা হিন্দুকে জড়ের উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করেন, মর্ম্মানুধাবন করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, চৈতন্যের কি জড়ের—কাহার উপাসনার বিষয় বেদে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি জড়, তিনি চৈতন্য, আবার তিনি জড় চৈতন্যের অতীত। অধিকারিভেদে, ধ্যান-ধারণার তারতম্যানুসারে, তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট হয়েন। ভগবান সূর্য্য অগ্নি, জ্যোতিঃ, তেজরূপে বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র। নচেৎ, সকলই সেই এক তিনি; এক ভিন্ন দুই নাই।

সূর্য্য যে ভগবানের প্রকাশ রূপ, গীতায় ভগবদুক্তিতেই তাহা পরিব্যক্ত। 'বিভূতিযোগ' বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান।" চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার জ্যোতিতেই যে জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়, সেই অদ্বিতীয় আলোকাধার হইতেই যে আলোক লাভ করে, উপনিষৎ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" অর্থাৎ,—এই বিশ্ব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ সকলকে জ্যোতিষ্মান করিতেছে। ফলতঃ, তিনিই আদি, তিনিই মধ্য, তিনিই অন্ত; আবার, তিনিই অনাদি, তিনিই অনন্ত। তিনি ভিন্ন কাহারও কোনও সত্তা স্বতন্ত্র নহে।

মন্ত্রের তাই উপদেশ—'কায়মনোবাক্যে সেই বিরাট বিশ্বময় সর্ব্বদেবময় ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছ; তুমি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক আর যে সকল বিশেষণ পদ আছে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রেও বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই যে আদিভূত, সকলই যে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতিরূপ, বিশেষণ-সমূহ হইতে সেই তত্ত্বই অবগত হওয়া যায় * (৬অ ৭খ ২সূ—২ম)॥

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ২ ১২ ২র ৩ ২

বিভ্রাজজ্জ্যোতিষা স্বাহ৩২রগচ্ছো রোচনং দিবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাধিক নবতিতম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমান হে ভগবন! ত্বং 'জ্যোতিষা' (স্বতেজসা জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দেবভাবান্ ইতি ভাবঃ) 'রোচনং' (উদ্দীপয়ন, দীপয়ন্ ইতি যাবৎ) 'স্বঃ' (স্বর্গং স্বর্গবদুন্নতং পবিত্রং স্থানং—হৃদয়ং ইত্যর্থং) 'বিভ্রাজৎ' (প্রকাশয়িত্বা, জ্যোতিষা উদ্ভাসয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'আগচ্ছ' (গচ্ছসি, প্রাপ্স্যসি - তং হৃদয়ং ইতি শেষঃ)। কিঞ্চ 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, যদ্বা—সদ্ভাবসম্পন্না সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'সখ্যায়' (ভবতাং সখিত্বং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যেমিরে' (স্বাত্মানং নিয়মিতবন্তঃ—ভগবতঃ সখিত্বকামনায় প্রার্থিতবন্তঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবতা সহ সখ্যসাধনায় দিব্যজ্ঞানং সদ্ভাবশ্চ মূলৌ। ভগবান যথা সখা ভবেৎ তথা সাধকান প্রযত্নং অকার্ষুঃ ইতি ভাবঃ। (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান হে ভগবন্! আপনি আপনার স্বকীয় তেজের (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা) দেবভাব-সমূহকে উদ্দীপিত করেন; এবং স্বর্গবৎ উন্নত পবিত্র হৃদয়কে (সেই জ্যোতির দ্বারা) উদ্ভাসিত করিয়া, আগমন করেন (সেই হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন)। দেবভাবসমূহ অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ আপনার সখ্য-কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রকাশক ও আত্মোদ্বোধক। ভগবানের সহিত সখ্য স্থাপনে দিব্যজ্ঞান ও সদ্ভাব-সঞ্চয় মূলীভূত। অতএব সঙ্কল্প—ভগবান যাহাতে সখিভূত হয়েন, সেইরূপভাবে আমরা প্রযত্নপর হইব)॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'জ্যোতিষা' তেজসা 'দিবঃ' আদিত্যস্য 'রোচনং' প্রকাশকং অধিকরণত্বেন 'স্বঃ' স্বর্গং 'বিভ্রাজৎ' প্রকাশয়ন্ 'অগচ্ছঃ' অপ্রাপ্নোঃ। কিঞ্চ 'দেবাঃ' সর্ব্বাঃ 'তে' তব 'সখ্যায়' মিত্রত্বায় 'যেমিরে' স্বং স্বাত্মানং নিয়মিতবন্তঃ অস্মাকং ইন্দ্রঃ সখা যথা স্যাদিতি সর্ব্বে দেবাঃ প্রযত্নমকার্ষুরিত্যর্থঃ। (৬অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১০২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡•‡———
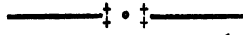
মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের সখিত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের সখ্যলাভে জ্ঞান এবং সদ্ভাবই প্রধান। ভগবান স্বয়ই হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতি বিচ্ছুরণ করিয়া, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনার সখিত্বে স্থাপন করে। সুতরাং তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের উন্মেষণ এবং সদ্ভাবের সমাবেশ।

মন্ত্রটী সরল সহজবোধ্য। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যের অনুসারী একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতিঃ দ্বারা দ্যুলোককে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে; দেবগণ তোমার সখ্যলাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। * (৬অ—৭প—২স্থ ৩সা)।

* . *

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২র র১ ২ ৪ ২ ১র - ১র
ঔহোহোয়ি। ঔ৩হো৩য়ি। ঔ৩২৩৪৫বা৬৫৬। ইন্দ্রা২য়সাম-

২র ৩ ১১১১ ১ — ২ ২ ১ — ১ ১১১১
গায়তা২৩৪৫। বিপ্রা২য়বৃহাবৎ। ব্রহ্মকৃতে২বিপশ্চিতে২৩৪৫।

২ ২ ১১১১১১১ ১ ২র ১র৩১১১১ ১ র ২
এ৩। পনস্যবে২৩৪৫। (১) ঘমিন্দ্রাভিভূরসী২৩৪৫। ত্ব৺সূর্য্যম-

র১৩১১১১ ২১২র ১র৩১১১১ ২ ২১র
রোচয়া২৩৪৫ঃ। বিশ্বকর্ম্মাবিশ্বদেবা২৩৪৫ঃ। এ৩। মহা৺

১১১১ ২১র২১র ২র১ ১১১১ ৩ ২র
অসা২৩৪৫য়ি॥ (২) বিভ্রাজজ্জ্যোতিষাস্বা২৩৪৫ঃ। অগচ্ছো-

র১ ২ ২র১র২ ১র ১১১১ ২র১র ২ ৪
রোচনন্দিবা১ঃ। দেবাস্তইন্দ্রসখ্যায়া২৩৪৫। ঔহোহোয়ি। ঔ৩হো৩য়ি।

২ ২ ২র১ ১১১১
ঔ৩২৩৪৫বা৬৫৬। এ৩। যেমিরা২৩৪৫য়ি (৩)॥১২৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডলে অষ্টাধিক নবতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋক) অন্তর্গত।

† দ্বিতীয় সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। গানটীর নাম—'সৌমিত্রং'।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবাগহি।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

আ ত্বা পৃণক্তিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যো ন রশ্মিভিঃ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'তে' (ত্বদর্থং) অস্মাসু 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'অসাবি' উৎপন্নঃ সঞ্চিতঃ বা অস্তু); 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্) 'ধৃষ্ণো' (শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ, রিপুবিমর্দ্দক হে ভগবন্!) 'আগহি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপ্নুহি); 'ইন্দ্রিয়ং' (অস্মাকং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং, সর্ব্বা শক্তিঃ) 'সূর্য্যঃ' (দিবাকরঃ, যদ্বা - জ্ঞানদেবঃ) 'ন' (যথা) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ, জ্যোতির্ভিঃ) 'রজঃ' (অন্তরিক্ষং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ, রজোভাবং অহঙ্কারাদিজন্মকারণং নশ্যতি তদ্বৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃণক্তু' (পূরয়তু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বা শক্তিঃ ত্বয়ি বিনিবিষ্টা ভবতু—অস্মাকং হৃদয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন পূর্ণঃ অস্তু; অতঃ ত্বং অস্মাসু বিরাজমান ভব॥ (৬অ—৭থ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হউক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করে সেইরূপ (অথবা জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন, সেইরূপ) সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হউক—আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ রহুক; আর, আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ রহুন। (৬অ—৭থ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'তে' ত্বদর্থং 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্! অতএব 'ধৃষ্ণো' শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ! ইন্দ্র! 'আগহি' দেবযজনদেশমাগচ্ছ, আগতঞ্চ

'ত্বা' ত্বাং 'ইন্দ্রিয়ং' সোমপানেনোৎপন্নং প্রভূতং সামর্থ্যং 'আ পৃণক্তু' আপূরয়তু। 'রজঃ' অন্তরিক্ষং 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ 'সূর্য্যো ন' যথা সূর্য্যঃ পূরয়তি তদ্বৎ ॥ শবিষ্ঠ—শবস্বিন্‌শব্দাদিষ্ঠনি বিন্মতোর্লুক্, 'টেঃ (৬।৪।১৫৫)'-ইতি টিলোপঃ, পাদাদিত্বাম্নিঘাতাভাবঃ (৮।১।১৯)। গহি গমেলোঁটি 'বহুলং ছন্দসি' (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্, 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদিনা অনুনাসিক-লোপঃ, তস্য অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)'—ইত্যসিদ্ধত্বাদ্ধেলুগভাবঃ ॥ (৬অ ৭খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে দুইটী সমস্যামূলক পদ আছে এবং একটী সমস্যামূলক উপমা দৃষ্ট হয়। সেই পদ দুইটী 'সোমঃ' ও 'ইন্দ্রিয়ং'। উপমাটী "সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। সোম-পদে যথাপূর্ব্ব সকলেই 'সোমরস মাদক-দ্রব্য' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। 'অসাবি' ক্রিয়াপদে তদনুসারে অভিষব-ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! আপনার জন্য সোমরস মাদক দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে; শত্রুবিমর্দ্দক আপনি আসিয়া তাহা পান করুন।" এইরূপ 'ইন্দ্রিয়ং' পদে সেই সোমরস-পানে মত্ততা-জনিত বলসঞ্চারের ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'সোমরস-পান-জনিত শক্তিতে তোমাকে পূর্ণ করুক, অর্থাৎ মত্ততা-জনিত বল তোমাতে সঞ্চিত হউক।' কেমন ভাবে সেই বল তোমাতে সঞ্চিত হইবে বা তুমি সেই বলে পূর্ণ হইবে? তাহারই উপমা—"রজঃ সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ।" উহার প্রচলিত অর্থ—'সূর্য্য যেমন অন্তরিক্ষকে আপনার রশ্মিসমূহের দ্বারা পূর্ণ করেন।'

আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থে সঙ্গতি দেখি না। 'সোমঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, আর শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের আশ্রয়-স্থল, তাহা পুনঃ পুনঃ খ্যাপন করিয়াছি। সে পক্ষে, এই মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হই।' এ পক্ষে, 'অসাবি' ক্রিয়াপদের বিষয় অনুধাবনীয়। সু (ষু) ধাতু 'উৎপাদন' অর্থ প্রকাশ করে। তাহারই লুঙে 'অসাবি' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। আমরা ঐ ক্রিয়াপদে লোট বিভক্তির আরোপ করি। সে পক্ষে, 'অসাবি' স্থলে 'সুনোতু', 'সূতাং' অথবা 'সূয়তাং' পদ গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, 'উৎপন্ন হউক—সঞ্চিত হউক' এবম্বিধ ভাব ঐ ক্রিয়াপদ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। ভগবানকে আমরা 'আগহি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি—কখন? যখন আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, তখনই নহে কি? এই [illegible]সত্তা-তত্ত্ব স্মরণ করিয়াই, মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হউক; আর, আপনি আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন।'

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'মন্ত্রপানে আপনি শক্তিলাভ করুন'—এই কি দেবতার নিকট মানুষের কামনা? মনে করিতেও অন্তর কম্পিত হয় না কি? কিন্তু এই অংশের 'ইন্দ্রিয়ং' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা বলি, এখানে 'ইন্দ্রিয়ং' পদে আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে-যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদিগের সকলকে—আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তিকে—অর্থ আসিতেছে। 'আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ং) আপনাকে পূরণ করুক (পৃণক্তু)'—এতদ্বাক্যে কি ভাব উপলব্ধ হয়? ইহার ভাব কি এই নয়—'আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার কার্য্যে বিনিবিষ্ট হইতে পারি।' তাহারই উপমা—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। এই উপমা অংশে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণ-প্রচলিত ভাব—সূর্য্যরশ্মি যেমন অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে। অন্য অর্থ-জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতিঃবিস্তারে রজোভাবকে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন। এ পক্ষে 'সূর্য্যঃ' পদে জ্ঞানদেবতা (প্রজ্ঞান অর্থ) গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং 'রজঃ' পদে অহঙ্কারাদি জন্মকারণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। প্রজ্ঞান লাভে, পরমজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মানুষ যেমন আপনার জন্মহেতুভূত অহঙ্কারাদিকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তি-ভগবানে ন্যস্ত হইলে সেইরূপ আমাদিগের সকল বিপদ দূর করিয়া দেয়—আমাদিগকে মোক্ষের পথে আগুয়ান করে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। * (৬অ—১৭—৩সূ—১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অর্ব্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা

৩ ১ ২

কৃণোতু বগ্নুনা॥ ২॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' (অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্!) 'রথং' (অস্মাকং হৃদয়ং কর্ম্ম বা) 'অতিষ্ঠ' (সমস্তাৎ প্রাপ্নুহি); 'ব্রহ্মণা' (অস্মদুচ্চারিতেন স্তোত্রেণ, শস্ত্রমন্ত্রেণ) 'তে' (তব

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

বহনোপযোগিনৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'যুক্তা' (যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) ; 'গ্রাবা' (পাষাণবৎ বিশুষ্কং অস্মাকং হৃদয়ং) 'বগ্নুনা' (স্তোত্রমন্ত্রেণ—অভিষিক্তং সন) 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তরং, অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সু' (সুষ্ঠু রূপেণ) 'অর্ব্বাচীনং' (অস্মদভিমুখং) 'কৃণোতু' (করোতু)। পাষাণবদ্দৃঢ়হৃদয়ঃ মন্ত্রপ্রভাবেন আর্দ্রঃ ভবতু ; তস্মিন্ হৃদি হে ভগবন্ ত্বং অধিতিষ্ঠ—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণঃ ভবঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৬অ—১৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়কে বা কর্ম্মকে সমন্তাৎ প্রাপ্ত হউন ; আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা (শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা) আপনার বহনোপযোগী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক ; পাষাণবৎ বিশুষ্ক আমাদিগের হৃদয়, স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, আপনার অন্তরকে—আপনার অনুগ্রহকে—সুষ্ঠুরূপে আমাদিগের অভিমুখ করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাষাণবৎ দৃঢ় আমাদিগের হৃদয় মন্ত্রপ্রভাবে আর্দ্র হউক ; সেই হৃদয়ে, হে ভগবন্, আপনি অবস্থান করুন—আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন)। (৬অ—১৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বৃত্রহন্' শত্রূণাং হন্তঃ ইন্দ্র! 'রথং' 'আ তিষ্ঠ' আরোহ। যস্মাৎ 'তে হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্রলক্ষণেন মন্ত্রেণ 'যুক্তা' রথেঽস্মাভির্যোজিতৌ। 'সুপাং সুলুগ্' (৭।১।৩৯)' ইত্যাকারঃ। তস্মাৎ ত্বং রথমাতিষ্ঠ। 'তে মনঃ' ত্বদীয়ং মনশ্চ 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ পাষাণঃ, 'বগ্নুনা' শব্দনীয়েনাভিষবশব্দেন 'বচের্গশ্চ' (উ০ ৩৩৩)'-ইতি নুঃ প্রত্যয়ো গকারশ্চান্তাদেশঃ। 'অর্ব্বাচীনং'-অস্মদভিমুখং 'সুকৃণোতু' সুষ্ঠু করোতু। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১০২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'রথং' ও 'হরী' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় চরণের 'গ্রাবা' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবতার সম্বোধন 'বৃত্রহন্' পদও সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে বৃত্রহননকারী! তুমি রথে আরোহণ কর ; তোমার অশ্বদ্বয় রথে সংযুক্ত হইয়াছে।' এইরূপে দ্বিতীয় চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'প্রস্তর (গ্রাবা) দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়ন করা

যাইতেছে; তাহার শব্দে (বগ্নুনা) অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া তোমার চিত্ত আমাদিগের দিকে প্রধাবিত হউক।' সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের আয়োজন হইলেই, তদুপলক্ষিত প্রস্তর সঞ্চালিত হইলেই, ইন্দ্র যেন আর স্থির থাকিতে পারেন না। এবম্বিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান দেখি।

যাহ হউক, আমরা সে ভাব সে অর্থ গ্রহণ করি না। 'রথং', 'হরী' ও 'গ্রাবা' পদত্রয়ে আমরা যথাক্রমে হৃদয় বা কর্ম্ম, জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় এবং পাষাণবৎ বিশুদ্ধ আমাদিগের হৃদয় প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করি। 'বগ্নুনা' পদে 'স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া' ভাব আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ পাই এই যে,—'অজ্ঞানতা-নাশকারী হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের কর্ম্মকে বা হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মেই যেন আমরা নিরত হই।' তার পর প্রার্থনা—'আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা আপনার বহনোপযোগী জ্ঞান-ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক।' মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রথম চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদুপলক্ষে 'যুজ্যা' পদটী 'যুক্তৌ' পদের রূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে 'গ্রাবা' পদের মর্ম্ম অনুধাবন সর্ব্বথা আবশ্যক। তাহা হইলেই অন্য অংশের ভাব পরিস্ফুট হইবে। 'গ্রাবা বগ্নুনা' পদদ্বয়ে 'পাষাণ ঘর্ষণের শব্দের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'পাষাণবৎ বিশুদ্ধ হৃদয় স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইলে' এবম্বিধ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'মনঃ' পদে অন্তরকে (ভাবে—অনুগ্রহকে) বুঝায়। পাষাণবৎ কঠিন হৃদয় যখন স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত ভক্তিপ্লুত হয়, তখনই যে ভগবানের অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি আগমন করে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্রাংশে সেই বাণীই বিঘোষিত হইতে দেখি। • (৬অ—১প—৩হ—২সা)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ঋষীণাং সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্॥ ৩॥

* *
*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' (অশেষশক্তিশালিনং প্রতি-দ্বন্দ্বিরহিতবলযুতং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'ঋষীণাং' (মন্ত্রদ্রষ্টৄণাং সাধকানাং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্) অন্তর্গত।

'চ' (তথা) 'মানুষাণাং' (লোকানাং, জনসাধারণানাং) 'স্তুতীঃ' (স্তোত্রন্) 'চ' (তথা) 'যজ্ঞং' (সর্ব্ববিধং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'উপ' (সমীপং) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'বহতঃ' (প্রাপয়তঃ)। জ্ঞানভক্তিসংযুক্তেন কর্ম্মণা নরঃ সর্ব্বাবস্থায়াং ভগবন্তং প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ। (৬অ-৭খ—৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় অশেষশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণের এবং জনসাধারণের স্তোত্রসমূহের ও সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সমীপে নিশ্চয়ই বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)। (৬অ—৭খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' কেনাপ্যধর্ষিতবলমহিংসিতবলমিত্যর্থঃ 'ইন্দ্রমিৎ' ইন্দ্রমেব 'ঋষীণং' বসিষ্ঠাদীনাং 'মানুষাণাং' অন্যেষাং মনুষ্যাণাঞ্চ 'সুষ্টুতীঃ' শোভনাঃ স্তুতীঃ 'যজ্ঞঞ্চ' 'হরী' অশ্বৌ 'উপ বহতঃ' সমীপং প্রাপয়তঃ। যত্র যত্র স্তুবন্তি যত্র যত্র যজন্তে তত্র সর্ব্বত্রেন্দ্রমশ্বৌ প্রাপয়ত ইত্যর্থঃ। মানুষাণাং 'মনোর্জাতৌ (৪।১।১৬১)'—ইতি মনু-শব্দাদঞ্ প্রত্যয়ঃ যুগাগমশ্চ। 'ঋষীণাং সুষ্টুতীঃ'—'ঋষীণাঞ্চ স্তুতীঃ'—ইতি পাঠৌ। (৬অ-৭খ—৩সূ ৩সা)।

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ। ৭।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ৬।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরার্চ্চিকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

* * *

তৃতীয় (১০৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরী' পদ সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতান্তর আছে; নচেৎ, মন্ত্রের সাধারণ ভাব-সম্বন্ধে কোনই মত-পার্থক্য দেখিতে পাই না। 'হরী' পদে 'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করা হয়,—'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় ইন্দ্রকে ঋষিগণের এবং মনুষ্যগণের স্তোত্রের ও যজ্ঞের সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়।' ইহাতে

সাধারণতঃ মনে আসে,—ইন্দ্র নামে কোনও এক মনুষ্য রাজপথে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণ যখন তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেন, তখন তিনি আপনার দুইটী অশ্বে আরোহণ করিয়া বা অশ্বদ্বয়-পরিচালিত রথে সেই অভ্যর্থনা-ক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং আপনার প্রশংসাবাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইতেন।

যদি তাহাই হইবে—সেই অর্থেরই যদি সার্থকতা থাকিবে, তাহা হইলে এই সকল মন্ত্র আজিও যজ্ঞাদিতে—ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? ইন্দ্রদেব কি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এখন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন এবং মন্ত্র শ্রবণ করেন? কেহ দেখিয়াছেন কি? সে পরিকল্পনা নিরর্থক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

আমরা বলি, মন্ত্রার্থ নিত্যসত্য-ভাব-প্রকাশক। চিরকাল যাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহাই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। ভগবান ইন্দ্রদেব চিরদিনই মানুষের স্তোত্র সমীপে—উপাসনার নিকট এবং যজ্ঞসমীপে—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের নিকট আসিয়া থাকেন। আমাদিগের জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়ই তাঁহাকে বহন করিয়া আনে। এ মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'তুমি ঋষিই হও, আর সাধারণ মনুষ্যই হও, জ্ঞানভক্তি-সংযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন। সেই কর্ম্মই সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।' আমরা মনে করি, এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে। * (৬অ—১খ ৩দ্‌ ৩সা)।

— • —

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২　৪৫৪৫　২র n　৩২১ —
১। হয়ায়ি। হয়া৩। ওহাওহা। (এবস্থিঃ) অসাবিসো। মইন্দ্রোতা২য়ি।

ʌ　৩২র১ —　র র ʌ　৩২১ —　২ র
শবিষ্ঠধা। স্তুবাগাহী২। আহাপৃণা। ক্ত্ ইন্দ্রায়া২ম্। রজঃসূর্য্যো।

৩২১ —　র n　৩২১ —　র র n　৩২র
নরশ্মায়িভা২য়িঃ। (১) আতিষ্ঠনা। ব্রহনা্থা২ম। যুক্তাতেব্রা। স্কণা-

১ —　র র n　৩৩র১ —　২রর n　৩২১ —
হারী২। অর্ব্বাচীনাম্। স্নুতেমানা২ঃ। গ্রাবাকৃণো। তুবগ্নূনা২। (২)

n n　৩র২১ —　n　৩২১ —　র র n
ইন্দ্রমিদ্ধা। রীবহাতা২ঃ। অপ্রতিধা। ষ্টশবাসা২ম। ঋষীণাভ্‌ স্টু।

৩২র১ —　১ —　n　৩র২১ —
ষ্টুতীরূপা২। যজ্ঞক্ষমা। সুষাণা২ম। যজ্ঞক্ষা। মানুষাণা২ম্। হয়ায়ি।

৪৫৪৫　৩　৫　৩
হয়া৩। ওহাওহা। ৩। হো৪ইডা। ২। হো২৩৪৫ঔ। ডা(৩)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল. চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

১র ২ ২ন ৩২১ — ২ ১ ২ন ৩২র১ —
২। অপাবিলো ৩ হা। মইন্দ্রোতা ২ য়ি শবিষ্ঠপা ৩ হা। ক্ষুবাগাহী ২।

১রর ২ ২ ৩২১ — ১ র২ ২ন ৩২ ১
আম্বাপূণা ৩ হা। জ্রুইন্দ্রাম্না ২ য়। রজঃসূর্য্যো ৩ হা। নরা ৩ হো ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫ ১র ২ ২ন ৩২১ —
বা। শ্মা ৫ য়িত্তো ৬ হায়ি। (১) আতিষ্ঠপা ৩ হা। ব্রহন্থা ২ য়।

১র র২ ২ন ৩২র১ — ১রর২ ২ন ৩২র১ —
যুক্তাতেব্রা ৩ হা। হ্মণাহারী ২। অর্ব্বাচীন ৩৮ হায়ি। সুতেমানা ২ :।

১র ২ ২A ৩২ ১ ৫ ৪ ৫
গ্রাবাকুণো ৩ হা। ভুবা ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। গো ৫ নো ৬ হায়ি॥ (২)

১ ২ ২ন ৩র২ — ১ ২ ২ন ৩২১ —
ইন্দ্রমিদ্ধা ৩ হা। রীবহাতা ২ :। অপ্রতিপা ৩ হা। ষ্টশপানা ২ য়।

১রর ২ ২ন ৩২র১ — ১ ২ ২ন ৩র২ ১
ঋর্যীণা৮স্তু ৩ হা। ষ্টুতীরূপ ২। যজ্ঞঞা ৩ হায়ি। মানূ ৩ হো ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫
বা। যা ৫ পো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৫র ৩২ ৪৫ ১ র ১র ২
৩। অপা। বিলো ৩। মইন্দ্রতায়ি। শবিষ্ঠক্ষুবাগিহা ২ ৩ য়ি। আম্বাপূণা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ র২ ৪ ৫ ৪ ৫
জুর্ন্ত ৫ দ্রিয়াম্। রাজঃসূর্য্যো ৩ ১ ২ ৩। নরোবা। শ্মা ৫ য়িত্তো ৬ হায়ি।

৫র ৩২ ৪ ৫ ১র র র
(১) আতি। ষ্ঠপা ৩। ব্রহন্থাম্। যুক্তাতেব্রহ্মণাহরা ২ ৩ য়ি।

১রর২ ৪ ১র ২ ৪ ৫
আর্ব্বাচীনা ৩ ১ ২ ৩ য়। সুতে ৫ মনা। গ্রাবাকুণো ৩ ১ ২ ৩। ভুবোবা।

৪ ৫ ৫ ৩২ ৪র ৫ ১
গূ ৫ নো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রম্। ইদ্ধা ৩। রীবহতাঃ। অপ্রতিধৃষ্টশবসা

৩র্র ২ ৪ ১ ২ ৪র ৫
২ ৩ য়। আর্যীণা৮স্তু ৩ ১ ২ ৩। ষ্টুতী ৫ রূপা। যজ্ঞঞা ৩ ১ ২ ৩। মানোবা।

৫
যা ৫ পো ৬ হায়ি (৩) : ১।২।৩।

---

* সপ্তম খণ্ডে তৃতীয় সূক্তের এই তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। ঐ তিনটী গানের নাম যথাক্রমে; "মহাবৈশ্বামিত্রম্", "বস্ত্রীসাম" এবং "গৌরীবিতম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——×‡•‡×——

উত্তরার্চ্চিকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—•§:• §•—

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।]

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো

৩ ১ ১ ৩ ১র ২র
মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'জ্যোতিঃ' (দীপকঃ, উদ্দীপকঃ—সৎকর্ম্মণি নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং অর্চ্চকান্ 'প্রিয়ং' (প্রিয়ভূতং, প্রীতিদায়কং—অভীষ্টপূরকং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (পরমানন্দং ইতি ভাবঃ) 'পবতে' (প্রযচ্ছসি ইতি যাবৎ)। ত্বং 'পিতা' (পালকঃ, রক্ষকঃ চ) 'দেবানাং' 'জনিতা' (সৎকর্ম্মণঃ

সুফলস্য সদ্ভাবরূপস্য ইত্যর্থঃ উৎপাদকঃ প্রদাতা ইতি ভাবঃ) অপি চ 'বিভূবসুঃ' (পরমধনদাতা) অসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'স্বধয়োঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'অপীচ্যং' (অবিনশ্বরং) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং – পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'দধাতি' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে ভগবন্! ত্বং 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দদায়কং) 'মৎসরঃ' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'ইন্দ্রিয়ঃ' (তব স্বভূতং, শক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (বীর্য্যং) বিধেহি ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবদনুগ্রহেণ সৎকর্ম্মণঃ সুফলং উপজায়তে। ভগবতঃ অনুগ্রহেণ অস্মাভিরনুষ্ঠিতং কর্ম্ম সুফলপ্রদং পরমানন্দদায়কং চ ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ—১খ – ১সূ – ১সা) ॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'জ্যোতিঃ' (দীপকঃ, প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতঃ) 'মধু' (পরমানন্দস্বরূপঃ) ভূত্বা 'পবতে' (ক্ষরসি, ক্ষরতু বা ইতি ভাবঃ)। ততঃ ত্বং 'পিতা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) "জনিতা' (উৎপাদকঃ) বিভূবসুঃ' (শ্রেষ্ঠধনস্য প্রদাতা) ভবসি ভবতু বা ইতি শেষঃ। 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ আদিভূতঃ ইতি যাবৎ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দভূতঃ) 'মৎসরঃ' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) 'ইন্দ্রিয়ঃ' (ভগবতঃ স্বভূতঃ) ত্বং 'অপীচ্যং' (অবিনাশী ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'স্বধয়োঃ' (ইহলোকপরলোকয়োঃ ধারকয়োঃ ইতি ভাবঃ') 'রত্নং' (ধনং পরমধনং) 'দধাতি' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সহায়কঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ ১খ—১সূ – ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মের দীপক অর্থাৎ উদ্দীপক (সৎকর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তা) হয়েন। অপিচ, আপনি প্রার্থনাকারীদিগকে তাহাদের প্রীতিদায়ক অভীষ্টপূরক পরমানন্দ প্রদান করেন। আপনি পিতা, আপনি সদ্ভাবের জনয়িতা, অপিচ আপনি পরমধনদাতা। আপনি শুদ্ধসত্ত্বরূপ অবিনশ্বর রত্নকে (পরমধনকে) ধারণ (অর্থাৎ প্রদান) করেন। অপিচ হে ভগবন্! আপনি পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, আপনার স্বভূত শক্তিদায়ক বীর্য্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রহে সৎকর্ম্মের সুফল উপজিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম সুফলপ্রদ ও পরমানন্দদায়ক হউক)। (৭অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্ম্মের দীপক বা প্রেরক; অপিচ ভগবানের প্রীতিহেতুভূত পরমানন্দস্বরূপ হইয়া ক্ষরিত হও। তদনন্তর তুমি সৎকর্ম্মের পালক, দেবভাব-সমূহের উৎপাদক এবং শ্রেষ্ঠধনের প্রাপক হও। রসস্বরূপ অর্থাৎ আদিভূত পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, ভগবানের স্বভূত তুমি অবিনাশী হইয়া ইহলোক-পরলোকের ব্যবধায়ক পরমধন ধারণ (প্রদান কর)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সহায়ক হউক)॥ (৭অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যজ্ঞস্য' অগ্নিষ্টোমাদেঃ 'জ্যোতিঃ' দীপকঃ সোমঃ 'প্রিয়ং' ইন্দ্রাদীনাং প্রিয়ভূতং 'মধু' মধুরসং 'পবতে' পুরতে দশা পবিত্রেণ শোধ্যত ইত্যর্থঃ। রসো বিশেষ্যতে 'পিতা' পালকঃ 'জনিতা' ফলস্য উৎপাদকঃ 'বিভূবসুঃ' প্রভূতধনঃ তেন সম্পাদয়িতুং শক্যত্বাৎ তাদৃশঃ সোমরসঃ 'স্বধয়োঃ'। স্বধে-ইতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্নাম (নিঘ০ ৩৩০।১)। অপীচ্যঃ ইতি চান্তর্হিতস্য (নিঘ০ ৩২৫।১)। দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যেহন্তর্হিতং 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'দধাতি' স্থাপয়তি যজমানেষু। স এব পুনর্বিশেষ্যতে—'রস.' রসয়িতা 'মদিন্তমঃ' মাদয়িতৃতমঃ 'মৎসরঃ' স সোমঃ 'ইন্দ্রিয়ঃ' ইন্দ্রেণ জুষ্টঃ ইন্দ্রিয়বর্দ্ধকো বা॥ (৭অ—১খ ১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে যে উচ্চভাব সূচিত হইতে পারে, আমরা মর্ম্মানুসারিণীতে তাহা প্রকটিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রথম পক্ষে মন্ত্রটী ভগবৎসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় পক্ষে মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্ব সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইতে পারে। উভয়ত্রই বিবিধ গুণবিশেষণে ভগবৎমাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরমপিতা ভগবান যে এই বিশ্বের ভাবয়িতা, স্থাবর-জঙ্গমচরাচরাত্মক বিশ্বের পালক ও রক্ষক, মূলতঃ তিনিই যে সকলের উৎপত্তির কারণ রসস্বরূপ,—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে।

ভগবানকে—শুদ্ধসত্ত্বকে—'যজ্ঞস্য জ্যোতিঃ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে পারি? কর্ম্ম যদি সদ্ভাবে প্রণোদিত হইয়া আরব্ধ হয়, আর ভগবৎ-সংশ্রবযুত হইয়া যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম অন্য কিছু থাকিতে পারে কি? কর্ম্ম-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে

...KRISHNA MISSION INSTITUTE O...

শাস্ত্রে সৎকর্ম্ম বলিতে ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের বিষয়ই উল্লিখিত হয়। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। আর সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া পরমধন মোক্ষধন প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। এখানে সেই কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে। আর, 'যজ্ঞস্য জ্যোতিঃ' বলিতে কর্ম্মের সেই স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা মানুষ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু সে কর্ম্ম—সেই ভগবৎকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ 'অর্থাৎ"—হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, তাহা আমি; যেহেতু, আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।' মন্ত্রের 'রসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। অঙ্কুরের সূক্ষ্মাবস্থা বীজ। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের সত্তা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এক হিসাবে বীজকেই প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন। বীজের দ্বারা অঙ্কুরের বা বৃক্ষের সত্তা নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া বীজ তাহার প্রাণ। নচেৎ, তাহার সত্তার লোপ হয়। তত্ত্বদর্শিগণের মতে জলের প্রাণ—রস। শাস্ত্রগ্রন্থের বহুত্র তাহার উল্লেখ আছে। রস অপগত হইলে জলের সত্তা থাকে না। সুতরাং রসও প্রাণসমন্বিত, তাহাও বুঝা যায়। আর সেই রসের প্রাণ পূর্ণব্রহ্মরূপ। অর্থাৎ পরব্রহ্মই সকল প্রাণির আদিকারণ রসস্বরূপ। 'রসঃ' বলিতে এখানকার লক্ষ্য তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপে ভগবানের বিবিধ গুণ বিশেষণে তাঁহার বিবিধ গুণ ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম যেন সুফলপ্রদ হয়। আমরা যেন সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হই।' ফলতঃ, কর্ম্ম প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হউক; আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটুক।' এই প্রার্থনার ভাব লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যানুবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া, আমাদের বক্তব্য বিশদীকৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। সেই অনুবাদটী; যথা,—"এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর স্রাব ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ ধন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, ইঁহার মাদকতা শক্তি নিরুপম।" বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যায় সোমকে মাদকতাসম্পন্ন মাদকদ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই বলিয়া মনে হয় না। ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করিয়াই তাহা বলিলেন,—"ইহার মাদকতা শক্তি নিরুপম।" ব্যাখ্যা ভাষ্যানুসারী হইলেও ব্যাখ্যায়, ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয় নাই বলিয়া মনে করি। আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যাকারের ভাব যে পরিগ্রহণ করিতে পারি নাই, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

'স্বধয়োঃ অপীচ্যং'—মন্ত্রের এই দুইটী পদে বিবিধ অর্থের সূচনা হইয়াছে। ভাষ্যকারের অর্থ—'স্বর্গের ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তর্হিত।' ব্যাখ্যাকারের অর্থ—'অপ্রত্যক্ষ ধন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের মতে 'স্বধয়োঃ' পদের অর্থ 'দ্যুলোকভূলোকয়োঃ ব্যবধায়কং' আর 'অপীচ্যং' পদের অর্থ হইয়াছে—'অবিনশ্বরং।' অন্তর যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন অন্তর হইতে শত্রুগণকে ব্যবধানে রাখিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধসত্ত্ব। সাধক সেই শ্রেয় সামগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করেন। এই ভাবেই ঐ পদদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি মনে করি। বিবরণকারও সেই ভাবই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। * (৭অ-১খ ১সূ ১সা)॥

—০—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পতির্দ্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।

১ ১ ৩ ১ ২ ১ ২
হরির্ম্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্ম্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্ব্বৃষা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (পরমশক্তিসম্পন্নঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিক্রন্দন' (শত্রূন অভিভবন) 'কলশং' (হৃদ্রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ)। অপিচ, 'দিবঃ পতিঃ' (অন্তরিক্ষবৎউন্নতস্থানপালকঃ, হৃদাং স্বামী ইতি ভাবঃ) 'বিচক্ষণঃ' (বিশেষেণ দ্রষ্টা—বিশ্বস্য দ্রষ্টা বা) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শতধারঃ' (অসংখ্যধারয়া ইত্যর্থঃ) 'মিত্রস্য' (সৎকর্ম্মকারিণাং মিত্রভূতস্য, যদ্বা—ভগবতা সহ মিত্রতাসাধকস্য সৎকর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'সদনেষু' (স্থানেষু—হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সিন্ধুভিঃ' (সাগরসঙ্গমাভিলাষিণঃ স্যন্দনশীলান নদীরূপান ভগবদনুসারিণঃ জনান ইতি ভাবঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের (নবম মণ্ডলে ষড়শীতিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক) অন্তর্গত।

'অবিভিঃ' 'মর্ম্মৃজানঃ' (স্নেহরূপয়া ধারয়া পরিশুদ্ধান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টফলানাং —ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলানাং বর্ষকঃ সাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—মায়য়া আসক্তঃ জীবঃ যদি ভগবদনুসারী ভবেৎ শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেন সঃ মুক্তিং আপ্নোতি। (৭অ-১খ-১সূ—২ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব, শত্রু-সমূহকে অভিভূত করিয়া হৃদ্‌রূপ আধারকে প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ, অন্তরিক্ষবৎ উন্নত-স্থানের পালক অর্থাৎ হৃদয়ের স্বামী বিশ্বদ্রষ্টা পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব অসংখ্য ধারায়, সৎকর্ম্মকারিগণের মিত্রভূত অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিত্রতাসাধক সৎ-কর্ম্মের স্থানে—হৃদয়ে—অধিষ্ঠিত হয়েন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাগর-সঙ্গমাভি-লাষী স্পন্দনশীল নদীর ন্যায় ভগবদনুসারী জনকে স্নেহ-ধারায় পরিশুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের অভীষ্টফল—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল—বর্ষণ (সাধন) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মায়ায় আবদ্ধ জীব যদি ভগবদনুসারী হন, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন) ॥ (৭অ—১খ—১সূ—২ম) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোমঃ 'বাজী' বেজনবান্ গমনবান্ 'যদ্বা, অশ্বসদৃশঃ 'অভিক্রন্দন্' অভিতঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'কলশঃ' দ্রোণকলশং 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশঃ 'দিবঃ' দ্যোতমানস্য অন্তরিক্ষস্য দশাপবিত্র-লক্ষণস্য 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী যদ্বা দ্যুলোকস্য স্বামী। 'দিবি হি সোম উৎপন্নঃ' তৃতীয়স্যা মিতো দিবি সোম আসীৎ' ইতি শ্রুতেঃ। 'শতধারঃ' পরিমিতধারোপেতঃ 'বিচক্ষণঃ' বিশেষেণ দ্রষ্টা 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমরসঃ 'মিত্রস্য' মিত্রবর্দ্ধিতকরস্য যজ্ঞস্য 'সদনেষু' 'সীদতি' নিষণ্ণো ভবতি। কীদৃশঃ সন্? 'সিন্ধুভিঃ' স্যন্দনসাধনৈঃ 'অবিভিঃ' অবিরোমভিঃ দশা-পবিত্রোদ্ভবৈঃ 'মর্ম্মৃজানঃ' শোধ্যমানঃ 'বৃষা' বর্ষকঃ ফলানাং। (৭অ—১খ ১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাসম্পন্ন। পদবিন্যাসও জটিলতা-মূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা তাই মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদনুসারে প্রথম অংশের অর্থ হইয়াছে,—পরমশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া হৃদয়রূপ আধারে গমন করেন।

মানুষের অন্তঃকরণে অন্তঃশত্রুর সংগ্রাম নিরন্তর চলিয়াছে। যখনই কোনও সদ্ভাবের বিকাশ সূচনা হয়, রিপুশত্রুগণ আসিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। অজ্ঞানতাই—সকল শত্রুর জনক। অজ্ঞান অন্তর হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য সদৃশ। নিবিড় অরণ্যে যেমন হিংস্র সিংহব্যাঘ্রাদি নরমাংসভুক বিবিধ শত্রু বর্তমান থাকে এবং স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অন্ধতমিস্রা পরিবৃত অজ্ঞান হৃদয়েও তেমনি কামক্রোধাদি হীন প্রবৃত্তি-সমূহ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানালোকে অরণ্যসদৃশ সেই হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে, শত্রুসমূহ আপনিই বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব-দিব্যজ্ঞান সেই অন্তঃশত্রু-সমূহকে বিনাশ করেন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশে—মূল শত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে সকল শত্রুই বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই শত্রু-নাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের ভাব হইতে বুঝিতে পারি—বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ই সদ্ভাবের-দেবভাবের আশ্রয়স্থান। পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে, অসংখ্য ধারায় শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হয়। আর সেই সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ ভগবানের সখিত্ব লাভ করিতে পারে। তাই এই অংশের উদ্বোধনা,—নির্ম্মল হৃদয়ে, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া, যাহাতে ভগবানের সখিত্ব লাভে সমর্থ হও, মন তোমার সেই প্রচেষ্টা আসুক। মুক্তির অভিলাষী তুমি; মনে রাখিও—শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় তৎপক্ষে প্রধান সহায়। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বারূপ্য সাযুজ্য লাভে সমর্থ হইবে।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। নানাদিগ্দেশগামী নদী যেমন বিভিন্নমুখে প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে সমুদ্রেই যাইয়া মিলিত হয়; সেইরূপ, ভগবদনুসারী জন সাধনক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইলেও পরিশেষে সেই সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বপতি ভগবানেই আত্মলীন করিয়া থাকেন। সাধক যাঁহারা—তাঁহাদের লক্ষ্যই ভগবানের সহিত আত্মলীন করা। তাহাই তাঁহাদের চতুর্ব্বর্গসাধন। মায়ায় আবদ্ধ জীব যদি একবার সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার ভাবনা থাকে কি? শুদ্ধ-সত্ত্বই তাহাকে সেই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনার ভাব এই যে,—ভগবান পাপকারক। তোমরা যদি একবার তাঁহার করুণালাভের প্রয়াসী হও, তিনি স্বয়ংই তোমাদের পাপ-কলুষ নাশ করিয়া তাঁহার চরণ-সরোজে স্থান দান করিবেন। অতএব শুদ্ধসত্ত্বলাভে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। সৎস্বরূপ ভগবান। সদ্ভাবের উন্মেষণেই সৎস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও।'

আমরা তো মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত অর্থ—পূর্ব্বোক্ত ভাব গ্রহণ করিলাম। কিন্তু কি অর্থ কি ভাব প্রচলিত আছে, এবং কি সূত্রে আমাদের অর্থ ঐ ভাব পরিগ্রহ করিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রের কয়েকটী পদের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"ইনি সবেগে সশব্দে কলসে যাইতেছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি সর্ব্বদ্রষ্টা। ইঁহার ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ করিয়া যজ্ঞের স্থানে স্থানে গমন করিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্রপথে ক্ষরিত হইয়া রস বর্ষণ করিতেছেন।" এ ব্যাখ্যা হইতে সোম যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সোম কলসে গমন করেন, তিনি দ্যুলোকের

অধিপতি, তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা—তাঁহার ধারা শতসংখ্যক; আবার তিনি যজ্ঞেও গমন করেন, মেষলোমের ছিদ্র দিয়া রসও বর্ষণ করেন—এই বহুরূপী সোম যে কি পদার্থ, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন কি? তিনি কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও লতা - অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা-বিশেষ। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির-পক্ষে সোমকে নানভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং, ব্যাখ্যাদির যৌক্তিকতা সহজেই বোধগম্য হইবে।

আমরা এ সকল ভাব আদৌ পরিগ্রহণ করি না। আমাদের ভাব পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। 'সোম' বলিতে আমরা যে ভগবানকেই লক্ষ্য করি, তাহাও সেই প্রসঙ্গে খ্যাপিত হইয়াছে। ভাষ্যে 'অভিক্রন্দন্' পদের অর্থ হইয়াছে,—'অভিতঃ শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থাৎ ইতস্ততঃ শব্দ করিতে করিতে; আর 'কলশং' পদের অর্থ হইয়াছে—'দ্রোণকলশং'। ভাব এই যে তারল্য-সম্পন্ন সোমরূপ মাদকদ্রব্যকে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় যেন শব্দ উত্থিত হইতেছে। সে শব্দ হয় কি জন্য? শূন্য কুম্ভ জলপূর্ণ করিবার সময় শব্দ হয়, সকলেই অবগত আছেন। শূন্য কুম্ভ বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জল যখন কুম্ভ মধ্যে গমন করে, সেই সময় সে কুম্ভে বায়ুর আর স্থান হয় না। তাই কুম্ভ হইতে বায়ুর নির্গমনে এবং কুম্ভমধ্যে জলের গমনে সেই শব্দ উত্থিত হয় একই আধারে উভয়ের স্থান হয় না—হইতে পারে না। এই লক্ষ্যে আমরা 'অভিক্রন্দন' পদে 'শত্রূন্ অভিভবন' এবং 'কলশং' পদে 'হৃদ্‌রূপং আধারং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি সোম যখন কলসীর মধ্যে গমন করে, তখন সে কলসের বায়ু নির্গত হয়। সেইরূপ হৃদয়ে যখন সদ্ভাবের উদয় হয়, তখন সে হৃদয়ের কলুষতা আবিলতা দূরীভূত হয়। এই ভাবেই হৃদয়ের শত্রুদিগকে অভিভূত করিবার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ের মলিনভাবসমূহ বিদূরিত হয়। হৃদয়ের মলিন ভাব আর কি? হিংসা-দ্বেষ-কামক্রোধাদি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সৎ ও অসৎ একই স্থানে একই আধারে কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না।

'দিবঃ পতিঃ' পদে ভাষ্যকার 'দশাপবিত্রলক্ষণ অন্তরিক্ষের পালক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ হইয়াছে, -'অন্তরিক্ষবৎ উন্নতস্থানের অর্থাৎ হৃদয়ের পালক—হৃদয়স্বামী।' আর 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ করিয়াছি -'বিশ্বস্য দ্রষ্টা'। তাহাতে ভগবানের মাহাত্ম্য-কথাই প্রকট হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সামগ্রী এবং তিনি স্থাবরজঙ্গমচরাচরাত্মক বিশ্বের পালক ও রক্ষক—তিনি সর্বদ্রষ্টা, এই ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। 'মিত্রস্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ -'মিত্রবর্দ্ধিতকরস্য যজ্ঞস্য।' আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'ভগবতা সহ মিত্রতাসাধকস্য সৎকর্ম্মণঃ।' অর্থাৎ, সে কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সখ্যতা লাভ করা যায় - এখানে 'মিত্রস্য' বলিতে সেই কর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। ভগবানের প্রীতিকর-কর্ম্মই তাঁহার সহিত মিত্রতা সাধন করে; সেই কর্ম্মেই তাঁহার তৃপ্তি, সেই কর্ম্মেই তাঁহার তুষ্টি; তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনেই তাঁহার সখিত্ব-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। 'মিত্রস্য' পদে সেই ভাবেরই আভাষ পাই।

তার পর 'সিন্ধুভিঃ' 'অবিভিঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'স্যন্দনসাধনৈঃ অবিরোমভিঃ দশাপবিত্রাবয়বৈঃ'; অর্থাৎ—দশাপবিত্রাবয়ব, স্যন্দনসাধক

অবিরোম-সমূহের দ্বারা।' সোমলতা হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া অবিরোম দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, এ অর্থে তাহাই উপলব্ধি হয়। আর সেই পরিস্রুত সোমরস পান করিয়া মানুষ অভীষ্ট লাভ করে অর্থাৎ তাহার নেশা হয়। শেষাংশে এই ভাবেরই বিকাশ ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা ঐ 'সিন্ধুভিঃ' পদে 'সাগরসঙ্গম অভিলাষী স্যন্দনশীল নদীর ন্যায় যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন', তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করি। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে তাঁহারাই, মর্মৃজানঃ' অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হন। তাঁহাদেরই হৃদয়ের কলুষতা প্রভৃতি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে দূরিত হইয়া থাকে। আর সেই অবস্থারই পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব 'বৃষা' অর্থাৎ অভীষ্টবর্ষক হয়েন।' ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য—আত্মায় আত্মসম্মিলন। ভগবদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইতে ভবসাগরে ডুবিয়া যাওয়া, ভগবদ্রূপ ধ্যান করিতে করিতে রূপসাগরে বিলীন হওয়াই মন্ত্রের গূঢ় লক্ষ্য। সেই ভাবেই মন্ত্রের সার্থকতা। * (৭অ ১খ ১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষস্যগ্রে বাচো

২ ৩ ১র ২র
অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অগ্রে বাজস্য ভজসে মহদ্ধনং স্বায়ুধঃ

৩ ১ ২
সোতৃভিঃ সোম সূয়সে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পবমানঃ' (উৎকর্ষণেন বিশুদ্ধঃ সন্) 'সিন্ধূনাং' (সাগরসঙ্গমাভিলাষিণাং স্যন্দনশীলানাং নদীরূপাণাং ভগবদনুসারিণাং জনানাং ইতি ভাবঃ) 'অগ্রে' (পুরস্তাৎ—হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি সদ্ভাবজননায় ইতি ভাবঃ); শুদ্ধসত্ত্বঃ হি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল ষড়শীতিতম সূক্তের একাদশ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

সদ্ভাবজনকঃ সৎকর্ম্মণঃ প্রেরকঃ। সৎকর্ম্মণা উৎকর্ষসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বঃ সদ্ভাবং জনয়তি। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বাচঃ' (স্তোত্রমন্ত্রে অপি) 'গোষু' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অগ্রিয়ঃ' প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'গচ্ছসি' (সাধকানাং হৃদি উপজায়সে); অপিচ এবম্ভূতঃ ত্বং 'বাজস্য' (পরমধনস্য প্রদানায় - অর্চ্চকানাং ইতি যাবৎ) 'মহাধনং' (রিপূনাং সংগ্রামেষু রিপুবিনাশনরূপং মহদ্ধনং ইতি ভাবঃ) 'ভজসে' (সেবসে, সাধয়সি ইত্যর্থঃ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোতৃভিঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃভিঃ, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকান ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধঃ' (আয়ুধানি, শত্রুনাশসামর্থ্যানি ইতি যাবৎ) 'সূয়সে' (অভিষূয়সে, বিধায়সি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুসংগ্রামে সদ্ভাবাঃ হি জনানাং রক্ষকাঃ পালকাঃ চ। ভগবদনুসারিণঃ জনাঃ সদ্ভাবং সঞ্চয়িতুং অর্হন্তি॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

অনুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি উৎকর্ষের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া, ভগবদনুসারী জনের হৃদয়ে সদ্ভাবসাধনের জন্য গমন করেন। (শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবজনক এবং সৎকর্ম্মের প্রেরক। সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎকর্ষসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব উৎপন্ন করে) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান-কিরণের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আপনি সাধকগণের হৃদয়ে উপজিত হয়েন। এবম্ভূত আপনি, অর্চ্চনাকারীদিগকে পরমধন প্রদানের জন্য তাহাদের রিপুসংগ্রামে রিপুসমূহকে বিনাশ করেন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃদিগের সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য বিধান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। রিপুসংগ্রামে সদ্ভাব-সমূহই রক্ষক এবং পালক। ভগবদনুসারী ব্যক্তির সদ্ভাবসঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক)। (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'সিন্ধূনাং' স্যন্দনস্বভাবানামুদকানাং 'অগ্রে' পুরস্তাৎ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অর্ষসি' গচ্ছসি বৃষ্ট্যুদকং জনয়িতুমাহুতিদ্বারান্তরিক্ষে গচ্ছসীত্যর্থঃ। তথ 'বাচঃ' মাধ্যমিকায়া অপি 'অগ্রিয়ঃ' গ্রাহ্যঃ পূজ্যঃ সন্ গচ্ছসি তথা 'গোষু' রশ্মিষু তেষামগ্রে গচ্ছসি তথা 'বাজস্য' শত্রূণামন্নস্য লাভায়েতি শেষঃ। তদর্থং 'মহাধনং' সংগ্রামং 'ভজসে' সেবসে। কীদৃশঃ সন্? 'স্বায়ুধঃ' শোভন-প্রহরণ-সাধনায়ুধঃ। হে সোম! তাদৃশস্ত্বং 'সোতৃভিঃ' অভিষুণ্বদ্ভিঃ অধ্বর্য্যাদিভিঃ 'সূয়সে' অভিষূয়সে। (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

পূর্ব্বমন্ত্রের স্থায় এই মন্ত্রও বিশেষ জটিলতাসম্পন্ন। মন্ত্রের মর্ম্মার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রটীকে চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই চারিটী বিভাগে চতুর্ব্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্ব যে সদ্ভাবসম্পন্নগণের হৃদয়েই বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, এই নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানই যে সদ্ভাবজননের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ দ্বিতীয় অংশে সেই ভাবেরই আভাস হইয়াছে। তৃতীয় অংশে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে রিপুশক্র বিনষ্ট হয়; রিপুশক্রর বিনাশ সাধন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে মানুষ যে শক্রনাশক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে পারে, আর সেই অস্ত্র শস্ত্রই যে রিপুসংগ্রামে বিজয়লাভের একমাত্র উপায়, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। এই ভাব হইতে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মতে ৪টী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। আত্মদর্শিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রই এই শুদ্ধসত্ত্বের আধার; শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অসদ্ভাব বিনষ্ট হয়, সদ্ভাবের উন্মেষ ঘটে; আর শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে শক্রনাশের সামর্থ্য প্রদান করে,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"ইনি ক্ষরণ কালে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইহার বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়নকর্ত্তারা নিষ্পীড়ন করিতেছেন।" এখানে সোম অস্ত্র শস্ত্র-ধারী যোদ্ধপুরুষ-বিশেষ। আবার যোদ্ধপুরুষ হইয়াও, অশ্বের ন্যায় বেগমান এবং শক্তিমান হওয়াও তিনি নিষ্পীড়নকারীদিগের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইতেছেন! ইহার অপেক্ষা অর্থের চমৎকারিত্ব আর কি হইতে পারে? কখনও মানুষ, কখনও লতা—এ এক অভিনব ভাবের অভিব্যক্তি বটে! তবে সোমকে যদি বিশ্বরূপ সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করা যায়; অসম্ভব সম্ভ।—সকলই তাঁহাতে সম্ভব, এ ভাবে যদি উপলব্ধি জন্মে; তাহা হইলে আর কোনও গণ্ডগোল থাকে না। কিন্তু সোমকে পর্ব্বতশিখরে উৎপন্ন এবং বৃষ্টির জলে অভিবর্দ্ধিত সোমলতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে; এ সকল অর্থ বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়।

সোম সিন্ধুর উদকের অগ্রে গমন করেন, বাক্যের অগ্রে গমন করেন, রশ্মির অগ্রে গমন করেন,—এই সকল উক্তিতে কি বুঝিতে পারি? কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—শুদ্ধসত্ত্ব তিনের মধ্যেই অবস্থিত এবং এই তিনের সাধনার দ্বারাই সদ্ভাব অধিগত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য নহে কি? 'অগ্রে গমন করার' তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয়,—'যখনই সৎকর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন সদ্ভাবের উদয় হয়।' অর্থাৎ, কর্ম্মই বল, ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল—সকলেরই প্রেরণা শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই আসিয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বই

সকল বিষয়ের প্রেরণা প্রদান করে। তাই প্রথমে সদ্ভাবের প্রেরণা বলিয়া, অগ্রে গমনের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। 'সিন্ধুনাং' পদ হইতে কর্ম্মের ভাব সূচিত হয়। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'সাগরসঙ্গমাভিলাষিণঃ স্যন্দনশীলানাং নদীরূপানাং ভগবদনুসারিণাং জনানাং।' মানুষ কর্ম্মের প্রভাবেই ভগবানকে অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়! কর্ম্ম ভিন্ন সংসারে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতেও তাহাই দেখিতে পাই; যথা,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ,- কোনও অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।' তবে কর্ম্মের নানা স্তর পর্য্যায় আছে, নানা বিভাগ-পরিচয় আছে। সেই সকল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্ম সমূহই কর্ম্ম পদবাচ্য। সেই কর্ম্মের অনুসরণেই ভগবানের অনুসারী হইতে পারা যায়। ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সদ্ভাবের প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব সিন্ধুর অগ্রে গমন করেন বলিবার সার্থকতা। তার পর 'বাচঃ' বলিতে আমরা ভক্তিকেই লক্ষ্য করি। হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষ ভিন্ন কোনও স্তুতিই প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। তাহা কেবল বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যখন ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তখনই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছে, তখনই তাহাকে বাক্য বা স্তুতি যে ভাবে হউক, তাঁহাকে অভিহিত করিতে পারা যায়। ভগবৎপ্রীতি-সাধক বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলেও, সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণা ভিন্ন তাহা সম্ভবপর নহে। হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হইলে, সে সামর্থ্য আসে না। আবার শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণা ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব যে অগ্রগামী, এখানেও তাহা সপ্রমাণ হয়। জ্ঞানসম্বন্ধেও তাহাই। জ্ঞানপ্রভাবে বিচার-শক্তির উন্মেষণ ভিন্ন কর্ম্ম বল ভক্তি বল —কোনও বিষয়েই মন আকৃষ্ট হয় না। আর সে জ্ঞানের নির্ম্মলতা সাধন করিতে হইলেও সেই শুদ্ধসত্ত্বই অবলম্বন। এই ভাবেই শুদ্ধসত্ত্বের অগ্রগমনের সার্থকতা। ভাব এই যে,—'জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি সকলেরই মূল—শুদ্ধসত্ত্ব। সেই সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হওয় সকলেরই কর্ত্তব্য।

'মহাধনং' বলিতে আমরা 'রিপুশত্রুর বিনাশ সাধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যের অ —সংগ্রামে রিপুশত্রুর বিনাশে যে পরমধন অধিগত হয়, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনবিত্ত অন্য কি থাকিতে পারে কি? রিপুর বিনাশই সেই ধনপ্রাপ্তি। আর 'স্বায়ুধঃ' বলিতে আমরা 'শত্রুনাশ সামর্থ্যকে' লক্ষ্য করি। শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত আয়ুধ - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অন্তঃশত্রুনাশপক্ষে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আয়ুধ অন্য আর কি হইতে পারে। 'স্বায়ুধঃ' বলিতে 'স্বভূত আয়ুধ' লক্ষ্য হয়। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনই শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন সৎকর্ম্ম, সদ্ভাব, সৎজ্ঞান ও অনন্যা ভক্তি সম্ভবপর নহে। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সে খানেই এই সকলের সমাবেশ। আর তিনের বিদ্যমানতা যেখানে, সেখানেই শত্রুর অবি

মানতা। যিনি শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে সম্ভাবান্বিত হইতে পারেন, তিনি এই সকল শত্রুসংহারক আয়ুধে সুসজ্জিত হইয়া থাকেন ; তাঁহারই অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য পরামুক্তি-লাভ। সংসার বন্ধন মোচনে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্তি। সেই উদ্বোধনা প্রদান জন্যই মন্ত্রের উপদেশের অবতারণা। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্তরপর্য্যায় উদ্বোধনা প্রদান করিতেছে,— শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদনুসারী জনেরই অধিগন্তব্য। তাঁহাদের হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়। সুতরাং যদি ভগবদনুসারী হইতে চাও, সত্ত্বাব সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। তার পর জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি - তিনেরই প্রেরণা শুদ্ধসত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে চাও, সজ্‌জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া যদি ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিতে ইচ্ছা কর এবং যদি অনন্যা ভক্তি সঞ্চয়ের অভিলাষ থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে উদ্‌বুদ্ধ হও। অন্তঃশত্রুর উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত হইয়া আছ। শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আয়ুধে সুসজ্জিত হও।' ফলতঃ, ভগবদনুসারী হইয়া ভগবদারাধনায় মোক্ষ লাভের বিষয়ই মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। শুদ্ধসত্ত্ব রূপে ভগবানের স্বরূপই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে। * (৭দ— প—১সূ- ৩সা)॥

প্রথম সূক্তের-গেয়-গান।

১　　৫ ৪ ৫ র ৪ র ৫ র　　৪　৫　　১ র র র র
১। ঔ্যা ২ ৩ ৪। তির্যঞ্জপবতেমদৌ। হোপ্রায়াগ। পিতাদেবানাঞ্জনিতা।

২ র ১ --　１ র　　১ র ১　　২　৩　　৫
বিভূবাহ ২ ঃ। দধাতিরত্ন্‌ স্বধযোঃ। অপীচ্যা ২ ৩ ম। মাদিস্তা ২ ৩ ৪ দাঃ।

২ ১ ২ ১ ২　৪　　১　　৫　৪
মৎসরঙ্গীয়ো ৩ রা ৫ সা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ (১) আ ২ ৩ ৪। ভিক্রন্দন্‌কলশং

৫ র ৪ ৫ র　৪　৫　　১　　র　　২　১　—　　১
বাজিদৌ। হোবাভাৱি। পতির্দ্দিবঃ শতধারো। বিচক্ষাণা ২ ঃ। হরির্মিত্রস্য-

২ র ১　　২ ১ ৩　　৫　　৩ ১　২　　১ ২
সদনারি। সুসীদাভা ২ ৩ য়ি। মার্ম্মজা ২ ৩ ৪ নাঃ। অবিভিঃসি। ধূভা ৩

৪　　১　　র ৫ র র ৪ ঃ র ৪ ৫ র　　২　৫
য়িস্বা ৫ র্ষা ৬ ৫ ৬। (২) অ ২ ৩ ৪। গ্রেসিন্ধূনাম্পবমানঔ। হোর্যাদায়।

১ র র র　　র　　২　১　--　　১ র　র　　　২　১
অগ্রেবাচোঅগ্রিয়োগো। যুগচ্ছা সা ২ য়ি। অগ্রেবাজস্যভজসারি। মহদ্ধানা

২ ৩　　৫　２ র ১　২ র　　২　৪
২ ৩ ম। সুবায়ু ২ ৩ ৪ ধাঃ। সোতৃভিঃসো। মাসূ ৩ য়া ৫ সা ৬ ৫ ৬ যি (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, ষড়শীতিতম সূক্তের দ্বাদশ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

৪র ২৫ ৪ ২৩৪র৫ ১র র র র র র
২। জ্যোতির্বা। জ্ঞা ৩ স্তপবতোমধুপ্রিয়াম্। পিতাদেবানাঞ্জনিতাবিভূবস্থ ২ ৩

১ র র nর ১ ২১
হোয়ি। দধাতিরত্নস্বধয়োঃ। অপীচিয়া ২ ৩ ম। হোয়ি। মদায়িস্তা ২ ৩ মাঃ।

১ ২ ১ ৩ ২ ৪২৫ ৪ ২৩৪ র
মাৎসরঃ। ইন্দ্রি। য়ো ২ ৩। রসাউবা ৩॥ (১) অভিক্র। দা ৩ নকলশং বা।

৫ ১ র র ১ ১ র
জিঘর্ষতায়ি। পতির্দ্দিবঃ শতধারোবিচক্ষণা ২ ৩ হোয়ি হরিম্মিত্রস্তসদনে।

র ১ ২১ ২ ১ ২ ১
যুসীদতা ২ ৩ য়ি। হোয়ি। মর্মৃজা ২ ৩ নাঃ। আবিভিঃ। সিন্ধু। ভা ২ ৩ য়িঃ।

২ ৪৩৫ ৪ ২২৪র ৫ ১ র র র
রসাউবা ৩॥ (২) অগ্রেসি। ধূ ৩ নাম্পবমানঃ। অর্ষনায়ি। অগ্রেবাচো-

র র ১ র র র
অগ্রিয়োগোষুগচ্ছসা ২ ৩ য়ি হোয়ি। অগ্রে বাজস্যভজসে। মহদ্ধনা ২ ৩ ম।

১ ২২ ২ ১ ২ ১র ২ ২
হোয়ি। সুবায় ২ ৩ ধাঃ। গোভৃভিঃ। সোম। সু ২ ৩। মদাউবা ৩। এ ৩।

১ ২ ১ ২১র ২র ১১১১
ইন্দুঃ সমুদ্রমুর্বিয়াবিভাতী ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥ ১।২।৩॥ *

---*---

প্রথমং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ২
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।

৩ ১ ২ ৩১র ২র
শুক্রাসো বীরয়াশবঃ॥ ১॥

---

* সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—"মরুতাম্বেস্তু", এবং "বরুণসাম"।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যা' (জ্ঞানেচ্ছয়া) 'অশ্বয়া' (পরাজ্ঞানলাভায়) তথা 'বীরয়া' (বীরেচ্ছয়া, বীর্য্যলাভায়, কর্ম্মসামর্থ্যলাভায় ইত্যর্থঃ) 'শুক্রাসঃ' (বীর্য্যবন্তঃ) 'বাজিনঃ' (বলবন্তঃ) 'আশবঃ' (আশুমুক্তি-দায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্রাসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, প্রকর্ষেণ উৎপাদ্যন্তে সাধকৈঃ তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ অভীষ্টপূরকং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, এবং কর্ম্মসামর্থ্য লাভের জন্য বীর্য্যবন্ত বলবন্ত আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সাধকগণ-কর্তৃক হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক-গণ অভীষ্টপূরক সত্ত্বভাব লাভ করেন)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজিনঃ' বলবন্তঃ 'শুক্রাসঃ' দীপ্তাঃ 'আশবঃ' বেগবন্তশ্চ সোমাসঃ সোমা 'গব্যা' যজমানস্য গবেচ্ছয়া তথা 'অশ্বয়া' অশ্বেচ্ছয়া তথা 'বীরয়া' বীরাঃ পুত্রভৃত্যাদয়াঃ তেষা-মিচ্ছয়া 'প্র অসৃক্ষত' প্রাসৃজ্যন্ত রসান্বা বিসৃজ্যন্তে। (৭অ-১খ-২সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব পরমশক্তির আধার। যাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তাঁহারা অসীমশক্তির অধিকারী হয়েন। বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলাত্মা বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু নিবিষ্টভাবে তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অসীমশক্তির খেলা চলিয়াছে। আমাদিগের এবং সকল দেশেরই মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে এই সত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ সাধক হরিদাসের জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত এবং অন্যবিধ অমানুষিক নির্য্যাতন করা হয়। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবাপন্ন সাধক অসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া সেই সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়—এ বুঝি তমোগুণের ক্রিয়া, নিশ্চেষ্টতা, দুর্ব্বলতা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার নিকটে ঐ সকল অত্যাচার অতি নগণ্য, তাহা হরিদাসকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—অত্যাচার তাঁহার সত্ত্বভাবের শক্তির বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অত্যাচারীকে অসীম লজ্জা দিয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে

তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের জন্য অঙ্গুলী অঙ্গুলী করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। তাহাতে তাঁহাদের অনেকেরই বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি বা অপ্রসন্নতা লক্ষিত হয় নাই। ইহা কি অদ্ভুত আত্মশক্তির পরিচায়ক! সত্ত্বভাবের প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে বিপুল শক্তির সঞ্চার হয়, তাহার নিকট জগতের অন্যান্য সকল শক্তি অতি নগণ্য। তাই তাঁহারা অনায়াসেই সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ করিতে পারেন। সেই জন্যই সত্ত্বভাবকে বীর্য্যবন্ত বলা হইয়াছে, এবং বীর্য্য লাভের আশায় সাধকগণ এই সত্ত্বভাবের উন্মেষণের জন্য সাধনা করেন।

সত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়। তাহা মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। তাই সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক। মানুষের চরম কামনা মোক্ষলাভ। সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মোক্ষলাভ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৭অ–১খ ২সূ—১সা)।*

— —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতায়ুভিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকৈঃ আত্মদর্শিভিঃ) 'শুম্ভমানাঃ' (পরিশুদ্ধাঃ সন্তঃ) শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ স্নেহধারয়া ক্ষরন্তি ইতি ভাবঃ। অপিচ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং বাহুভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানাঃ' (উৎপাদিতাঃ) তে সত্ত্বাবাঃ 'অব্যয়ে বারে' (সত্ত্বাবরোধকেষু শত্রুষু মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তি, যদ্বা—তান্ শত্রূনপি পুনন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। (৭অ—১খ—২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারী আত্মদর্শিগণের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ স্নেহধারায় ক্ষরিত হয়। অপিচ, জ্ঞানভক্তিরূপ বাহুদ্বয়ের দ্বারা উৎপাদিত

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুঃষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থ ঋক্) অন্তর্গত। ছন্দ আর্চিকেও (৩প-৫অ—২খ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়

সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ সম্ভাবাবরোধক শত্রুসমূহের মধ্যে ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পবিত্র করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে শত্রুও মিত্রভূত হইয়া থাকে)। (৭অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞেচ্ছুভিঃ অধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিঃ 'শুম্ভমানাঃ' অলংক্রিয়মাণাঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ হস্তাভ্যাং 'মৃজ্যমানাঃ' শোধ্যমানাঃ 'বারে' বালে দশাপবিত্রে। কীদৃশে? 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'পবন্তে' পূয়ন্তে॥ (৭অ ১খ ২সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ জটিলভাব উপলব্ধি হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-নিষ্কাশনে সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। আর তাহাতেই মন্ত্রের ভাব বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে তদ্বিষয় একে একে প্রদর্শন করিতেছি প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'যজ্ঞকর্ত্তারা সোমকে সুশোভিত করিতেছেন, দুই হস্তে শোধন করিতেছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন। কি হইতে কি ভাব আসিল! পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে সোমকে যোদ্ধৃবেশে দেখিয়াছি; এখানে সেই সোম আবার মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন! ভাষ্যের ভাবও তত সুস্পষ্ট নহে; ব্যাখ্যাও ভাষ্যেরই অনুসারী। সুতরাং ব্যাখ্যা হইতেই ভাষ্যের আভাষ পাওয়া যাইবে।

আমরা কোনও ভাবই অবলম্বন করিতে পারি নাই! ভাষ্যকারেরও নহে, ব্যাখ্যার ভাবও নহে। তাই আমাদের ব্যাখ্যা একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আমরা কি ভাবে কি অর্থের অধ্যাহার করিতেছি, নিম্নোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিতেছি। সে ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'গভস্ত্যোঃ' এবং 'অব্যয়ে বারে' সমস্যামূলক এত [illegible]

যখন আত্মদর্শিগণ সে সোমকে কণ্ডূয়ন করিয়া রস নিঃসারণে প্রবৃত্ত হন, তখন সে যেন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে, আর সে হস্তদ্বয়েরও রূপান্তর সাধিত হয়। সে সময় সে সোম পার্থিব সোমলতা নহে, আর সে সোম কণ্ডূয়ন মাদকদ্রব্য নিঃসারণও নহে। আত্মদর্শিগণের সে সোম সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান। আর তাঁহাদের সেই হস্তদ্বয়—জ্ঞান ও ভক্তি। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহুদ্বয় ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে? সোমের কণ্ডূয়নে যেমন উভয় হস্তের প্রয়োজন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবদ্বিভূতি সম্বন্ধে সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি আবশ্যক। এই ভাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়া তাহা হইতে 'জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহুদ্বয়' অর্থ আমনন করিয়াছি। সেই ভাবেই মন্ত্রে 'গভস্ত্যোঃ' পদের সার্থকতা। আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং কর্ম্ম ও ভক্তি—সেই বাহুরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। সদ্ভাব-সম্পাদনে এতৎসমুদায় বিশেষ উপযোগী।

তার পর, 'অব্যয়ে বারে' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন করুন। ঐ পদদ্বয়ে মেষরোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হওয়ার ভাব সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের অর্থ—'অবিময়ে বালে দশাপবিত্রে।' আমরা ঐ পদদ্বয়ে এক অভিনব অর্থের অধ্যাহার করিয়াছি। আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'সদ্ভাবাবরোধকেষু শত্রুষু মধ্যে;' অর্থাৎ সদ্ভাবাবরোধক শত্রুদিগের মধ্যেও শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষরিত হইয়া থাকেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন কি সূত্রে এরূপ অর্থের অধ্যাস হইল, তাহাই বিচারের বিষয়। 'বার' শব্দ আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর 'অব্য' শব্দ 'অবি' পদ হইতে নিষ্পন্ন। রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু হইতে ঐ পদ সিদ্ধ হয়। এক্ষণে ঐ দুই পদের একত্র সমাবেশে অর্থ হয়—'রক্ষণকে অবরোধ করে য।' যাহারা রক্ষণকে অবরোধ করে, তাহাদিগকেই শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'অব্যয়ে বারে' বলিতে সেই অবরোধক শত্রুকেই বুঝিতে পারি। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়। সত্ত্বভাব বিনষ্ট হইলেই সৃষ্টির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রিপুশত্রু সদ্ভাবসমূহকে অবরোধ করে। তাহারাই সদ্ভাবজননপক্ষে প্রধান অন্তরায়। সদ্ভাব যখন হৃদয়ে সঞ্চিত হয়, তখন সে হৃদয়ে অসদ্ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। তখন সে অসদ্ভাবও সদ্ভাবের সংসর্গে সৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অর্থাৎ,—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবনাশীল হইয়া ভগবানকে ভজনা করে, সে দুরাচার ব্যক্তিও সাধু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রভাবে অসৎকেও সৎ করিয়া তুলে,—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। ফলতঃ যাহারা পরম শত্রু, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারাও শত্রুতা ভুলিয়া মিত্র-মধ্যে পরিগণিত হয়—এই সত্যই এখানে প্রকটিত।

মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উভয়ত্রই নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম অংশের 'শুম্ভমানাঃ' পদকে ব্যাখ্যায় আমরা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আত্মদর্শিগণের কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্বের উদয়

হয় এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে শত্রুও মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব বিশ্বহিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সদ্ভাবপ্রণোদিত হইতে হইবে। তাহাতেই সুফল লাভের সম্ভাবনা। * (৭অ-১খ-১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২র　৩ ২ ৩ ২ ৩　১ ২　৩ ২ ৩　১ ২
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা।
১ ২ ৩ ১র　২র
পবন্তামান্তরিক্ষ্যা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' 'সোমা' (সাধকৈঃ আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (ভগবৎকামিনে প্রার্থনাকারিণে) 'দিব্যানি' (দিবিসম্ভবানি) 'পার্থিবা' (পৃথিবীসম্ভবানি) 'অন্তরিক্ষ্যা' (অন্তরিক্ষলোকসম্ভবানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বসু' (বাসকানি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। সদ্ভাবঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ চ পরমধনকারণৌ। অতঃ উদ্বোধনা- সদ্ভাবসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ-১খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী প্রার্থনাকারী-দিগকে দিবিভব, পৃথিবীসম্বন্ধী এবং অন্তরিক্ষলোকসম্বন্ধি সর্ব্ববিধ ধন সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। উদ্বোধনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন লাভের হেতুভূত। অতএব সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য)॥ (৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষট্‌ত্রিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুঃষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তে' সোমাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'দাশুষে' হবিঃ-প্রদাত্রে যজমানায় 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বসু' বাসকানি গবাদিধনানি 'আপবন্তাং' সর্বতঃ ক্ষরন্ত। বহ্বিত্যুক্তং কথং বসূনাং বিশ্বত্বমিতি? উচ্যতে 'দিব্যানি' দিবিভবানি 'পার্থিবা' পৃথিবীসম্বন্ধীনি 'অন্তরিক্ষ্যা' অন্তরিক্ষাণি অন্তরিক্ষে ভবানি এবমুক্তপ্রকারেণ বিশ্বানীত্যর্থঃ। (৭অ ১খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ভাবদ্যোতক। ইহলোক পরলোক—সর্ব্বলোক সম্বন্ধি পরমধনলাভের উদ্বোধনা মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাতেই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাখ্যার ভাব একবার বুঝিয়া দেখুন,—"যিনি দাতা, তাঁহার জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হইতে, কি দেবলোক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্ব্বস্থান হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন।" কি চমৎকার ব্যাখ্যা! এখানে আবার 'সোম-রসেরা' বলা হইয়াছে। এখানে সোমরসেরা বলিতে কি বুঝিব? এখানে কি মাদকদ্রব্য বুঝিব, কি ঐ নামীয় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক বুঝিব! সোমরসেরা যখন 'আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবী—সর্ব্বস্থান' হইতে ধন আনিয়া দাতাকে দিতে পারে, তখন তাহারা মাদক দ্রব্য নিশ্চয়ই হইবে না। কারণ, মাদক দ্রব্যের ধন আহরণের সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং এ সোম যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠাই কঠিন—এমনই জটিলতা মন্ত্রের অর্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের সোম চিরনূতন সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, সোমকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। আমরা সোমকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়াছি; আর সেই ভাবেই আমাদের অর্থের সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। সোমকে 'সোমরস' বলিয়া ভাবিয়া লইলেও, এবং লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইলেও অর্থের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। কেন-না, ভগবান স্বয়ংই যে রসপ্রাণ-স্বরূপ। তিনিই যে সর্ব্বভূতের রস বা জীবনস্বরূপ! গীতায় তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। সুতরাং, রস বলিলেও সেই তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অগ্রসর হইলে আর গোলে প'ড়তে হয় না। তখন সকলই সুগম হইয়া আসে।

যাহা হউক, মন্ত্রে আমরা উদ্বোধনার আভাষ পাই। সোম বা শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান ইহলোক পরলোক-সর্ব্বলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ প্রদান করেন, তাঁহারই করুণা বলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়,—মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করিতেছে। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'যদি ইহপরকালের কল্যাণ কামনা কর, ভগবচ্চরণে মতিমান হও। তাঁহারই কৃপায় অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে পরমধন—

চতুর্ব্বর্গধনলাভে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাব এই উদ্বোধনা প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি ॥ (৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

প্রথম সাম

(প্রথমঃ খণ্ডঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা ।
১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১ ॥
*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'দেববীঃ' (দেবানাং—দেবভাবানাং বা উৎপাদকঃ) ভবসি । অতঃ ত্বং 'রংহ্যা' (ত্বরয়া) 'পবিত্রং' (হৃদয়ং,—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অতি পবস্ব' (প্রভূতরূপেণ সদ্ভাবং সংজনয় ইতি ভাবঃ); অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'রংহ্যা' (সদ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'অতি' (অতিক্রম্য, বিনাশয়ন্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রং' (অস্মাকং হৃদয়ং যথা পবিত্রং ভবতি তথা ইতি ভাবঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ 'ইন্দো' (স্নিগ্ধতাসাধক, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ ত্বং) 'ইন্দ্রং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'আবিশ' (প্রবিশ, ভগবতা সহ মিলিতঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সদ্ভাবজনকঃ পরমানন্দদায়কঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সদ্ভাবাঃ অস্মাকং ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবন্তু ॥ (৭অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি দেবভাবের উৎপাদক। অতএব ত্বরায় আমার হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে সদ্ভাব সঞ্জনন করুন। অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব ! সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, আমাদিগের হৃদয় যাহাতে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। স্নিগ্ধতাসাধক পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব ! অভীষ্টবর্ষক আপনি সর্ব্বশক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

মান ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবজনক ও পরমানন্দদায়ক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপক হউক)। (৭অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেববীঃ' দেবকামঃ ত্বং 'রংহ্যা' বেগেন 'পবিত্রং' যথা ভবতি 'অতি পবস্ব' অতিক্ষর কিঞ্চ হে 'ইন্দো' 'বৃষা' সেচকস্ত্বং ইন্দ্রং 'আবিশ' প্রবিশ॥ (৭অ—১খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। নিত্যসত্য প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আর সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় পরমাত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প ও আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত দেখি। মন্ত্রের ভাব সরল। পূর্ব-নিষ্পাদনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের দ্বিবিধ অন্বয়েও ভাবের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা,—"এই বলবান সোম, অন্তরিক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।"

ভগবানকে পাইতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎস্বরূপ ভগবানে আত্মস্থাপনে পরিতৃপ্ত হও' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাব-এই উপদেশই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। * (৭অ—১খ ৩সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বচ্যস্ব মহিপ্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ।

২র ২র ৩ ১ ২
আযোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ॥ ২॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল; সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে স্নিগ্ধতাদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দ্যুম্নবত্তমঃ' (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠধনযুক্তঃ, যদ্বা—পরমধনপ্রাপকঃ) 'ধর্ণসি' (সর্ব্বেষাং ধারকঃ রক্ষকঃ বা ভবসি ইতি ভাবঃ); 'অতঃ লোকরক্ষায় ত্বং 'মহঃ' (পরমকল্যাণদায়কং শ্রেষ্ঠং ইতি ভাবঃ) 'অন্ধঃ' (ধনং সত্ত্বাবরূপমন্নং) 'আবচ্যস্ব' (অস্মান্ প্রতি আগময়, প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, ত্বং 'যোনিং' (সদ্‌বৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদ' (আসীদ, প্রাপ্নু হি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বাবেন হি জগতঃ সংরক্ষিতঃ ভবতি। পরমকল্যাণময়ঃ ভগবান অস্মান্ সৎপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা পরাশান্তিং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ। (৭অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নিগ্ধতা সম্পাদক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি অভীষ্টবর্ষক অতিশয়িত-রূপে শ্রেষ্ঠধনযুক্ত অথবা পরমধনপ্রাপক এবং সকলের ধারক (রক্ষক) হয়েন। অতএব (লোকরক্ষার্থ) আপনি পরমকল্যাণপ্রদ শ্রেষ্ঠ সত্ত্বাবরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন। অপিচ, হৃদয়রূপ সদ্‌বৃত্তি-মূলকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বাবেই জগৎ সংরক্ষিত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমকল্যাণময় ভগবান আমাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরাশান্তি প্রদান করুন। (৭অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'বৃষা' সেবকাভীষ্টদাতা বর্ষকঃ 'দ্যুম্নবত্তমঃ' যশস্বিতমঃ 'ধর্ণসি' বর্ত্তা ত্বং 'মহী' মহৎ 'মহঃ' পানীয়ং 'অন্ধঃ' অন্নং 'আবচ্যস্ব' অস্মান্ প্রতি আগময় কিঞ্চ 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আ সদঃ' আসীদ চ॥ ৭অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা-খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। কেবল 'মহঃ' ও 'অন্ধঃ' পদদ্বয়ের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যকার ঐ দুই পদে যথাক্রমে পানীয় ও অন্ন

অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ হইয়াছে -'পরমানন্দপ্রদ সদ্ভাবরূপ শ্রেষ্ঠ ধন বা অন্ন।' পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষার পক্ষে আমরা ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সাধারণ অন্ন পানীয় - সাধারণ প্রার্থনাকারীর কাম্যসামগ্রী হইতে পারে। কিন্তু যিনি মোক্ষ-মার্গের পথিক, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ; যে অন্নপানীয় লাভে অন্নপানীয়ের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে, তাঁহার তাহাই কামনার সামগ্রী। এখানে আকাঙ্ক্ষা পরমধনপ্রাপ্তির; কামনা — আত্মসম্মিলনের। তাই সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ-কল্পে, সদ্ভাবের আধার অন্তরকে দৃঢ় করিবার এবং সে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত প্রার্থনাকারী কহিতেছেন, 'আপনি রক্ষাকর্ত্তা, আপনি সদ্ভাবের আধার' ইহা জানিয়াই আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আপনি সে হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "হে সোম তুমি মহান, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী ও ধারক। তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর।" ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়ই অভিন্নভাববোধক। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব উপলব্ধি করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। বেদের প্রত্যেক মন্ত্রই উচ্চ-ভাবদ্যোতক, প্রত্যেক মন্ত্রই মোক্ষপ্রাপক উপদেশাবলি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু এমন যে নিত্যসত্যজ্ঞাপক উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া তাহার কি বিকৃতিই না সংঘটিত হইয়াছে! * (৭অ-১খ ৩সূ ২সা)॥

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অ[illegible] অধ্যায়ের [illegible] বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (পরমপবিত্রস্য ইত্যর্থঃ) 'বেধসঃ' (অভিলষিতস্য বিধাতুঃ) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধারা' (অমৃতপ্রবাহঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (অমৃতময়ং সদ্ভাবং) 'অধুক্ষত' (সংজনয়তি); অতঃ 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, কর্ম্মফলপ্রদাতা ইত্যর্থঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অপঃ' (সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ) 'বসিষ্ট' (মাং আবৃণোতু, আচ্ছাদয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অস্মাসু সদ্ভাবঃ উপজায়তু; সঃ সদ্ভাবঃ অস্মাকং পরমার্থপ্রদঃ ভবতু ইতি ভাবঃ। (৭অ-১খ-৩সূ-৩সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপবিত্র অভিলষিত সামগ্রী (পরমার্থ) প্রদাতা শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ভগবানের প্রীতিসাধক অমৃতময় সদ্ভাব উৎপাদন করে। অতএব শোভনকর্ম্মা (কর্ম্মফলপ্রদাতা) শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিবৃত করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক এবং সেই সদ্ভাব আমাদিগের পরমার্থপ্রদ হউক। (৭অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতস্য' অভিষুতস্য 'বেধসঃ' অভিলষিতস্য বিধাতুর্যস্য 'সোমস্য' 'ধারা' 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'মধু' অমৃতং 'অধুক্ষত' দুগ্ধে স 'সুক্রতুঃ' সুকর্ম্মা সোমঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বসিষ্ট' আচ্ছাদয়তি॥ (৭অ—১খ-৩সূ-৩সা)॥

* . *

তৃতীয় (১০৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—————— (*) ——————

সরল প্রার্থনামূলক মন্ত্রে ব্যাখ্যার বিকৃতি-প্রযুক্ত কিরূপ জটিলতা আসিয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে তাহা প্রতীত হইবে। সেই ব্যাখ্যাটি; যথা "অভিষুত অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্ম্মা সোম জল আচ্ছাদন করে।" এ ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। ভাষ্যের ভাব সরলতাপূর্ণ। আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারেরই কতকটা অনুসরণ করিয়াছি।

সৎস্বরূপ ভগবান এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে অভিন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানেরই বিভূতিবিশেষ, ইতি-পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা স্থানে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সদ্ভাবই সকল সাধনার মূলীভূত, সদ্ভাবই সাধককে ভগবচ্চরণে বিনিযুক্ত করে; সদ্ভাবই তাঁহার স্বরূপ বিজ্ঞাপনে

সহায়ক হয়। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—'শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; আর সেই সদ্ভাব আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপক হউক অর্থাৎ সদ্ভাব প্রভাবে আমরা যেন অভীষ্ট (পরমার্থ) লাভে সমর্থ হই * (৭অ—১খ—৩সূ ৩সা) ॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ।

১ ২র ৩ ১ ৩
যদ্‌গোভির্ব্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'যদ' (নিত্যকালং) 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) ভগবৎপরায়ণান্ শরণাগতান্ আত্মদর্শিনঃ 'বাসয়িষ্যসে' (ব্যাপ্নোসি আবৃণোষি ইতি ভাবঃ); ভগবান্ কৃপয়া ভক্তেষু সাধকেষু স্বস্বরূপং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ। যদা ভগবদনুগ্রহং লব্ধবন্তঃ তদা তে সাধকাঃ 'মহান্তং' (ভগবদ্ভাবেন প্রবুদ্ধাঃ সন্তঃ) 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলা নদ্যঃ ইব, নদ্যঃ যথা সমুদ্রং প্রতি প্রবহন্তি তদ্বৎ) 'ত্বা অনু' (ভগবন্তং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'মহীঃ' (মহান্তং) 'আপঃ' (হৃদগতান্ শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহান্, ভক্তিধারাঃ ইতি ভাবঃ) 'অর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, মিশ্রীকুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। আত্মসম্মিলনায় উদ্বোধনা অত্র বর্ত্ততে। শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রাপকঃ। ভাবার্থঃ নদ্যঃ যথা সাগরসঙ্গমাভিলাষেণ তদভিমুখং প্রধাবন্তি আত্মানং চ তেন সহ মিশ্রয়ন্তি তথা সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংযোজয়ন্তি। (৭অ—১খ ৩সূ-৪সা)॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্বঃ! 'যদা' (যদা, কদাপি) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বাসয়িষ্যসি' (ব্যাপ্নোসি ভগবৎপরায়ণান্ জনান্ ইত্যর্থঃ—সৎকর্ম্মরত সাধকাঃ যদা কর্ম্মফলস্বরূপং দিব্যজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ) তদা 'মহান্তং' (অশেষমহিমান্বিতং) 'ত্বাং অনু' (তামুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলাঃ নদ্যঃ ইব, ভগবৎপরায়ণা জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'মহীঃ' (মহতীঃ, মহত্ত্বসম্পন্নং) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা ইত্যর্থঃ) 'অর্ষন্তি' (গময়ন্তি, সমর্পয়ন্তি)। দিব্যজ্ঞানং লব্ধা সাধকাঃ আত্মনা সহ আত্মানং সম্মিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—১খ—৩সূ-৪সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋক) অন্তর্গত।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিত্যকাল ভগবৎপরায়ণ আত্মদর্শিগণকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিবৃত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক ভক্ত সাধকগণের মধ্যে স্ব-স্বরূপ প্রকটিত করেন)। সাধক যখন ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তখন ভগবত্তাবে প্রবর্দ্ধিত হইয়া, স্যন্দনশীলা নদীর ন্যায় (অর্থাৎ সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী নদী যেমন আপনার জলরাশি সমুদ্রে নিঃসারণ করে, সেইরূপভাবে) আপনার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিধারাকে আপনার উদ্দেশে প্রবাহিত করেন অর্থাৎ আপনার সহিত মিশাইয়া দেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে আত্ম-সম্মিলন জন্য উদ্বোধনা বর্ত্তমান। ভাব এই যে,—নদী যেমন সাগর-সঙ্গমাভিলাষে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতে হইতে পরিশেষে আপনাকে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেয়, তেমনি শুদ্ধপ্রভাবে সাধক ভগবানের সহিত আত্মার সম্মিলন সাধন করেন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৪সা)॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন কর্ম্মসমূহে আপনি ভগবৎপরায়ণ শরণাগত ব্যক্তিকে জ্ঞানকিরণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন (অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে সাধক যখন কর্ম্মফলস্বরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ করে), তখন মহিমান্বিত আপনাকে উদ্দেশ করিয়া, স্যন্দনশীলা নদীর ন্যায় তাঁহার অন্তরের ভক্তিসুধা আপনাকে সমর্পণ করেন। (ভাব এই যে,—দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক আপনাকে পরমাত্মায় সংযোজিত ও সম্মিলিত করেন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'যৎ' যদা যজ্ঞে 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'বাসয়সে' আচ্ছাদয়সে তদা 'মহান্তং' গুণৈঃ প্রবৃদ্ধং 'ত্বা অনু' ত্বাং প্রতি 'সিন্ধবঃ' স্যন্দমানাঃ 'মহীঃ' মহত্যঃ 'আপঃ' 'অর্ষন্তি' গচ্ছন্তি। (৭অ—১খ ৩সূ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১০৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং অতি উচ্চভাবমূলক। জ্ঞানাধার ভগবান, গুণময় গুণাতীত ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির অন্তর দিব্য জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত

করেন; আর সেই দিব্যজ্ঞান লাভে ভক্ত সাধক, ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন অর্থাৎ ভগবানের কৃপায় ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন, মন্ত্র এই নিত্যসত্য প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি।

জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকটনে ভগবান গীতায় জ্ঞানযোগের যে পরম তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, এখানে তাহারই চরম স্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে, ভগবান, যুদ্ধে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ,—'যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপরূপ সমুদ্র, জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন।' জ্ঞান—ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, এমনই আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন। তবে সে জ্ঞানলাভেও যে কর্ম্মের প্রয়োজন, কর্ম্মের সেই প্রাধান্যের বিষয়ও ভগবান এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তিনই যেন ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধবিশিষ্ট। কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি কর্ম্ম একটী ছাড়িয়া অপরটী কদাচ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ফলতঃ, বীজ কি বৃক্ষ, কোন্‌টী কাহার জনক, তাহা যেমন নির্ণয় করা সুকঠিন, সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম কোন্‌টী কাহার জনক, তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। মূলতঃ, একটী ছাড়িয়া অপরের স্ফূর্ত্তি বিকাশ একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক, মন্ত্রে আমরা কি ভাব—কি অর্থ অনুভব করি, একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। উভয়বিধ অন্বয়েই মন্ত্রে, চরম প্রার্থনা—পরমাত্মার আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিতীয় অন্বয়ে আত্মশক্তিসম্মিলনেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। প্রথম অন্বয়ে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিতে পারি নাই। তবে ভাব বিষয়ে, ভাষ্যে এবং আমাদিগের অর্থে প্রায়ই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে না। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি যে সম্ভবপর নহে, প্রথমাংশে তাহাই বুঝিতে পারি। তিনি যদি না জানাইয়া দেন অথবা তিনি যদি না দেখাইয়া দেন, জানিবার বা দেখিবার সাধ্য

কাহারও আছে কি? তাই যখনই তাঁহার করুণা বিচ্ছুরিত হয়, যখনই তাঁহার কৃপায় মানুষ তাঁহারই অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই পরমার্থ-জ্ঞান হৃদয়কে আলোকিত করে। তখনই সাধক ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার উপযুক্ততা প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সিন্ধুঃ' পদে আমরা একটী উপমার ভাব অনুভব করি। নদী যেমন সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিও তেমনি ভগবানে সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। নদী যেমন কলকলনাদে প্রবাহিত হইয়া, যখন সাগরে যাইয়া সঙ্গত হয়, তখন যেমন নদীর জলে আর সাগর জলে কোনই পার্থক্য অনুভূত হয় না; সেইরূপ ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি যখন আপনার সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন এবং তাঁহাতে তাঁহার সহিত সঙ্গত হন, তখন তাঁহারও ভেদভাব দূর হয়। আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিলে, সাগর-জল নদীর জল এক হইয়া যায়। উপমায় এই ভাবই পরিব্যক্ত। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা— মন! তুমি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমুৎসুক। অতএব যদি তোমার সঙ্কল্প হয়, দিব্যজ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও। ভগবৎকৃপা ভিন্ন তাহা সম্ভাবপর নহে। সুতরাং যাহাতে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পার, তৎপক্ষে চেষ্টান্বিত হও। ভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ফলতঃ, তাঁহার কার্য্যসম্পাদনে তাঁহার প্রীতির আস্পদ হইয়া, দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাতে আত্মলীন কর। মন্ত্র এই উপদেশই—এই উদ্বোধনাই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র ব্যাখ্যায় তাহার কিরূপ বিকৃতি সাধিত হইয়াছে, একবার প্রত্যক্ষ করুন। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে।* (৭অ—১খ—৩সূ - ৪সা)॥

— • —

পঞ্চমং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।]

৩ ২ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমঃ পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে চতুর্থ ঋক্‌রূপে (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত চতুর্থ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবান্! ত্বং 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ রসয়িতা) অসি ইতি শেষঃ। সমুদ্রঃ যথা স্বাঙ্কে স্নেহার্দ্রতাসাধকানি উদকানি ধারয়তি অথবা স্নেহার্দ্রতাসাধকানি উদকানি সরিৎসু প্রেরয়তি তদ্বৎ ভগবান অপি স্বাত্মনি ভগবৎপরায়ণান শরণাগতান্ জনান্ আশ্রয়ং দদাতি অপিচ সত্ত্বাবপোষণায় তেষাং সামর্থ্যং বিদায়তি স্নেহধারাং চ তেষু ক্ষরতি ইতি ভাবঃ। অপিচ হে ভগবন্! 'বিষ্টম্ভঃ' (শত্রুপ্রতিবন্ধকনাশকঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকবৎ উন্নতস্থানস্থ হৃদয়পস্থ— সত্ত্বাবমণ্ডিতস্য ইতি ভাবঃ) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ পোষকশ্চ) ভবতি ইতি শেষঃ। অতঃ ভগবৎপ্রসাদেন 'অস্ময়ুঃ' (অস্মাভিঃ কাময়মানঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অপ্সু' (সত্ত্বাবাদিষু স্নেহসত্ত্বাবপোষণেষু ইতি যাবৎ) 'মামৃজে' (অভিসিঞ্চতু—অস্মান ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবান শরণাগতং জনং রক্ষতি। শরণাগত-পালকঃ সঃ ভগবান সত্ত্বাবেন হি কেবলং অধিগম্যঃ। অতঃ ভাবঃ—আত্মসম্মিলনায় সত্ত্বাবসঞ্চয়িতুং অর্হতে। (৭অ ১খ—৩সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্! আপনি সমুদ্রের ন্যায় রসয়িতা হয়েন। (সমুদ্র যেমন স্নেহার্দ্রতাসাধক উদকাদি ধারণ করে অথবা স্নেহার্দ্রতাসাধক উদকসমূহ নদীসরিতাদিতে প্রেরণ করে, সেইরূপ ভগবানও ভগবৎ-পরায়ণ জনকে আপনাতে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহাদের সত্ত্বাবপোষণ-সামর্থ্য পোষণ করেন ও তাহাদের মধ্যে স্নেহ-ধারা ক্ষরণ করেন)। অপিচ, হে ভগবন্! শত্রুর প্রতিবন্ধকনাশক আপনি দ্যুলোকবৎ উন্নত সত্ত্বাবমণ্ডিত হৃদয়কে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ করেন। অতএব আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব, সত্ত্বাবাদি পোষণের দ্বারা আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক এবং প্রার্থনা-মূলক। ভগবান শরণাগতকে রক্ষা করেন। শরণাগতপালক সেই ভগবানকে কেবল সত্ত্বাবের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাব এই যে,— আত্মসম্মিলন জন্য সত্ত্বাব সঞ্চয় করা বিধেয়।)। (৭অ—১খ—৩সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সমুদ্রঃ' সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্রসা ইতি সমুদ্রঃ 'বিষ্টম্ভঃ' দিবঃ স্বর্গস্য 'ধরুণঃ' ধর্ত্তা চ 'অস্ময়ুঃ' অস্মৎকামঃ 'সোমঃ' 'অপ্সু' উদকেষু 'মামৃজে' মর্জ্জ্যতে পবিত্রেঽভিষিচ্যতে চেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১০৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। ভগবান আশ্রিতকে পালন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বাবের সঞ্চার করিয়া দেন তিনি শত্রু নাশ করেন এবং ভগবৎ-পরায়ণ জনের হৃদয়ে সত্ত্বাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করেন,—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত দেখি।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গধারণ করেন, তিনি জগৎ সৃষ্টিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জলমধ্যে সংস্কৃত হন।" মন্ত্রে এ অর্থের আদৌ সঙ্গতি দেখি না। রসবাচক কোনও পদ মন্ত্রে নাই। তবে 'সমুদ্রঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'সমুদ্রবৎ দ্রবন্তি অস্মাৎ রসা ইতি।' তাহা হইতেই (সোম হইতে) রস উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনমূলক এবং তাঁহারই মাহাত্ম্য-প্রকাশক। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ 'সমুদ্রঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সমুদ্র যেমন সকল জলের আধার, সমুদ্র হইতেই যেমন নদ নদী তড়াগাদি জল প্রাপ্ত হয়, ভগবানও তেমনই সকল সত্ত্বাবের আধার, তাঁহা হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। সমুদ্র যেমন আপনার প্রদত্ত জলরাশি নদী-তড়াগাদিরূপে গ্রহণ করে, ভগবানও তেমনই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্বাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া পুনরায় সেই সত্ত্বাব-গ্রহণে তাহাকে আপনাতে সম্মিলিত করেন। নদীর স্রোত স্বতঃই সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়। পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া গিরিকন্দর উত্তীর্ণ করিয়া, তটভূমি প্লাবিত করিয়া, বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রুকুটীভঙ্গী দেখাইয়া সে এক মনে এক প্রাণে কেবলই সাগর-সঙ্গমে ছুটে। মানুষের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহকেও তাহাই বুঝিতে হইবে। একবার যদি রসাস্বাদনে আত্মার তৃপ্তি হয়, একবার যদি মনোভৃঙ্গ চরণ-কোকনদে মধুপানে মত্ত হয়, তখন তাহার গতি কে রোধ করিতে পারে? প্রাণের আকুল আবেগ—আকুল আকাঙ্ক্ষা—মদমত্ত রাবণের ন্যায় এমনই দুর্জ্জয়! মানুষের সদ্বৃত্তি-সমূহ সেইরূপ নদীস্বরূপিণী। মানস-তরীকে যদি সেই সদ্বৃত্তি-প্রবাহে একবার ভাসাইয়া দিতে পার, নদীপ্রবাহ বাহিত তরণীর ন্যায়, সে সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রে বাহিত হইবে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম—ঈশ্বর লাভের এই যে প্রকৃষ্ট পথত্রয় নির্দ্দিষ্ট আছে; আবার তদন্তর্গত দয়া সত্য সরলতা ন্যায় ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণপরম্পরায় যে ঈশ্বর সামীপ্য-লাভের সহায়তা করে;—এ সকলই সেই নদী-স্বরূপ। নদী, উপনদী, শাখানদী সমস্ত একত্র মিলিত হইলে, খরস্রোতের প্রবল বেগ-সাহায্যে মহাসমুদ্রে মিলন যেমন সুসহর হয়, মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহের একত্র সংযোগ-সমাবেশে, আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে মিলন-তরঙ্গ সুলভ হইয়া আসে। কিন্তু চাই—সাধনা। সাধনা-সাহায্যেই মানুষ জীবন তরণী ভাসাইয়া দিয়া আনন্দের সেই

অনন্তসমুদ্রে মিশিতে পারে। আমরা মনে করি, 'সমুদ্রঃ' পদে এই উচ্চ ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

তার পর লক্ষ্য করুন মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিষ্টম্ভঃ' পদ। ভাষ্যে ঐ পদের কোনও ব্যাখ্যা নাই। ব্যাখ্যায় 'জগৎ স্তম্ভিত করেন'—এই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ। 'স্তম্ভ' ধাতু হইতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদ নিষ্পন্ন। উহার অর্থ স্তম্ভন করা। তাহা হইতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদের অর্থ হইয়াছে বিশেষভাবে স্তম্ভন করা। ভগবৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, ঐ পদে এক অভিনব অর্থ ব্যক্ত হয়। অভিধান মতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদের অর্থ হয়—'অবরোধ' আক্রমণ। এ অবরোধ—এ আক্রমণ, কি অবরোধ কিসের আক্রমণ? আমাদের মতে, এ আক্রমণ—শত্রুর আক্রমণ; এ অবরোধ—শত্রুকৃত অবরোধ। ভগবান সেই অবরোধ নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বিষ্টম্ভঃ' অর্থাৎ শত্রুগণকে বিশেষভাবে স্তম্ভনকারী বলা হইয়াছে। মানুষ সুখ চায় শান্তি চায়। মানুষের প্রতি কার্য্যে প্রতি পদবিক্ষেপে তাহার এই কামনা বিদ্যমান। প্রকৃত সুখ—প্রকৃত শান্তি একমাত্র ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সহজে মন সে দিকে প্রধাবিত হয় কি? একে মন নিতান্ত চঞ্চল; তাহাতে আবার অন্তঃশত্রুগণ তাহাকে প্রতিনিয়ত বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু সে যদি সতত সতাই ভগবৎপরায়ণ হইয়া থাকে, করুণাময় ভগবান শরণাগতকে অবশ্যই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রু বিনাশ করেন। ফলতঃ, মানুষের জন্মসহচর যে কামক্রোধাদি রিপুশত্রু মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হয়। ভগবান যদি দয়া করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করেন, অন্তরে যদি সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দেন, তবেই সে সকল শত্রু-নাশের সম্ভাবনা। অশেষ শক্তিমান তিনি। তিনি স্বয়ংই আসিয়া শত্রু ধ্বংস করেন। 'বিষ্টম্ভঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর এই ভাবেই 'বিষ্টম্ভঃ' পদের সার্থকতা।

তার পর 'দিবঃ' 'অপঃ' প্রভৃতি পদের আলোচনায়ও আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি হইবে। 'দিবঃ' পদে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় স্বর্গ অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরাও প্রকারান্তরে ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে যে অর্থের ভাব অন্যরূপ। স্বর্গ যেমন উন্নত ও পবিত্র স্থান; সেইরূপ উন্নত ও পবিত্র স্থান হইতেছে আমাদের হৃদয়। সত্ত্বভাবমণ্ডিত হৃদয় স্বর্গ অপেক্ষা উন্নত; ভক্তি-বিমণ্ডিত হৃদয় স্বর্গ হইতেও পবিত্র। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের অবস্থিতি। ভক্ত এবং ভগবান ভিন্ন নহেন। তাই ভক্তের হৃদয়কে স্বর্গ অপেক্ষাও উন্নত ও পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাবেই 'দিবঃ' পদে সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'অপ' শব্দে আমরা স্নেহ সত্ত্বভাব উপলব্ধি করি। করি। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছি। ঋগ্বেদ এবং সামবেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা 'অপ' বলিতে স্নেহ এবং সত্ত্ব ভাবকেই বুঝিয়া থাকি। সেই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি।

যে উচ্চভাব মন্ত্রের অন্তর্নিহিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। কামনা—ভগবচ্চরণে আত্মনিয়োগ। মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই প্রকাশ পাইয়াছে। * (১অ-১খ-৩সূ ৫সা)॥

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

১ ২　৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ২ ৩ ১　২র ৩ ১ ২

অচিক্রদদ্বৃষা হরির্ম্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ।

১　২র

সং সূর্য্যেণ দিদ্যুতে॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অচিক্রদৎ (শব্দং কুর্ব্বন্, যদ্বা—জ্ঞানপ্রকাশকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরি' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (পূজ্যঃ) 'মিত্রঃ ন' (মিত্রঃ ইব, মিত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'দর্শতঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) ভগবান্ 'সং সূর্য্যেণ' (জ্ঞানকিরণেন সহ) 'দিদ্যুতে' (দিব্যং, স্বষ্ঠুং প্রকাশয়তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়েম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ-১খ ৩সূ ৬সা)॥

অথবা,

'বৃষাঃ' (কামানাং বর্ষকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (সর্ব্বেষাং বরণীয়ঃ, মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ ইতি যাবৎ) 'মিত্রো ন' (সখিবৎ পরমপ্রিয়ঃ) 'দর্শতঃ' (দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্বঃ 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানোন্মেষণং করোতি ইতি ভাবঃ); সঃ শুদ্ধসত্বঃ 'সূর্য্যেণ' (পরমজ্যোতিষা) 'সংদিদ্যুতে' (দিবি প্রকাশতে, অস্মাকং সম্যক্ উদ্ভাসয়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ চ অয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্রঃ শুদ্ধসত্বস্য শক্তিং প্রকটয়তি। শুদ্ধসত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ লভন্তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বয়ং যেন শুদ্ধসত্ব-প্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভেয়ুঃ॥ (১অ-১খ-৩সূ-৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, পঞ্চম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক পূজ্য মিত্রতুল্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানকিরণের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)॥ (৭অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

অথবা,

সর্ব্বাভীষ্টপূরক পাপহারক মহত্ত্বাদিসম্পন্ন ও সকলের বরণীয়, সখিবৎ পরমপ্রিয় এবং সকলের প্রীতিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সকলের জ্ঞানোন্মেষণ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতির সহিত অন্তরকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি প্রকটন করিতেছেন। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকসকল জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করে।) (৭অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষা' কামানাং বর্ষকঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'মহান্' সর্ব্বোত্তমঃ 'মিত্রঃ ন' যথা সখা তদ্বৎ 'দর্শতঃ' দর্শনীয়ঃ যঃ সোমঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি সোহয়ং সোমঃ 'সূর্য্যেণ' সহ 'সন্দিদ্যুতে' সম্যিতোকীভাবে সূর্য্যেণ সহ দ্যোতত ইত্যর্থঃ। 'রোচতে' ইতি বহ্বৃচা বা পাঠঃ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (১০৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারস্থানীয়—মন্ত্র এই ভাব প্রকটন করিতেছেন। মন্ত্র কহিতেছেন,—যদি পরমপদ লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে প্রযত্নপর হও। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার বিভূতিসমূহের আরাধনা কর; সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে সচেষ্ট হও। যখন তাঁহার বিভূতি-সমূহ তোমার অধিগত হইবে, তখনই আধারস্থানীয় ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন।' মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। দ্বিতীয় অন্বয়েরও ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রথম অন্বয়ে আমরা 'অচিক্রদৎ' পদের অর্থ করিয়াছি - 'শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থাৎ জ্ঞান-প্রকাশক। কি সূত্রে আমরা ঐ অর্থ সিদ্ধ করিলাম, তাহার একটু আভাষ প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। নাদ বা শব্দ ব্রহ্ম। শব্দই জ্ঞান, শব্দের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দের সাহায্যেই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শব্দ – ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ

মাত্র। উহা জ্ঞানের বাহ্য প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভগবানের মধ্যে ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই জ্ঞান ও ভাব শব্দরূপে প্রকাশিত হয়। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, -"তিনি 'ভূঃ' বলিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" এই অনুসারেই আমরা 'অচিক্রদৎ' পদে, 'জ্ঞানদায়কঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই মন্ত্রর অন্তর্গত 'মিত্রঃ ন' পদদ্বয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ মনুষের মিত্রতুল্য। প্রকৃত মিত্র যিনি, প্রকৃত বন্ধু যিনি, তিনি মিত্রের হিত ভিন্ন অহিত কামনা করেন না। বন্ধু যেমন বন্ধুর সাহায্য করে, বিপথে চলিলে যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া সুপথে আনয়ন করে, ভগবানও সেইরূপ মানুষকে তাঁহার জ্ঞানালোক প্রদানে মানুষকে প্রকৃত গন্তব্য পথে পরিচালিত করেন। তিনি মানবের প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু। কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন। এখানে হিন্দু ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের সাধনায় আর্য্যগণ যেমন উন্নত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর আর কোনও দেশের বা জাতির মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে পঞ্চরসের সাধনা, একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই আছে।

এখানে 'সূর্য্যেণ' পদটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনি "জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।' অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য্য। তাই এখানে সূর্য্য বলিতে সেই পরমজ্যোতির প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। সেই জ্যোতিঃই পরম পবিত্র —সেই জ্যোতিই কৃত্রিমত বর্জ্জিত। সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারিলেই জ্যোতিঃ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রে সেই জ্যোতিস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যানুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা— "অভীষ্টবর্ষী হরিতবর্ণ, মহান্ এবং মহান্ মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্য্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব উপলব্ধি করে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত করিয়াছি। আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে।

হৃদয় যখন ভগবদভিমুখী হয়, তখন মানুষ দূরে থাকিতে চায় না,—দূরে থাকিতে পারে না। সে নিকটে, অতিনিকটে—অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রেমাস্পদকে পাইতে চায়। মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন্ ভাব ভগবৎ-সাধনার মধ্যেও বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের ব্যাকুলতা, ভগবানকে দূরে রাখিয়া পূজা করিয়া ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয় না। সে চায় 'কভু কাঁধে চড়ি, কভু বা চড়াই।' তাই নিত্যবৃন্দাবনের সেই অপূর্ব্ব কিশোরের লীলাখেলা অনন্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া আছে। মানুষের সখ্যরস-সাধনা এখানে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সখ্য-রসেরই বিকাশ দেখিতে পাই। * (৭অ-১খ—৩সূ-৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৪থ—২সা, ৭৮পৃঃ) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

সপ্তম সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গিরস্ত ইন্দ্র ওজসা মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
২ ৩ ১ ১ ২ ১ ২
যাভির্ম্মদায় শুম্ভসে ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (স্নিগ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) 'মদায়' (অস্মাকং পরমানন্দবর্দ্ধনায় ইত্যর্থঃ) 'যাভিঃ' 'গীর্ভিঃ' (ভবৎপ্রীতিসাধকৈঃ যাভিঃ স্তুতিভিঃ - প্রবৃদ্ধঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'শুম্ভসে' (অর্চ্চকান্ অলঙ্করোসি - তেষাং হৃদি উপজায়সে ইতি ভাবঃ), 'অপস্যুবঃ' (ভগবৎসম্বন্ধি সৎকর্ম্মসম্পাদকাঃ, সৎকর্ম্মণি প্রেরকাঃ বা) তাঃ 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'তে' (তব) 'ওজসা' (পরমশক্ত্যা) 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধ্যন্তে - ভগবৎকামিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। ভগবৎকর্ম্ম হি কেবলং ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—অস্মাকং কর্ম্মশক্তিঃ ভগবন্তং প্রীণয়তু অস্মান্ চ ভগবতা সহ সম্মিলয়তু ইতি ভাবঃ। (৭অ - ১খ - ৩সূ ৭সা) ॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে স্নেহসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্!) 'তে' (তব) 'ওজসা' (পরমশক্ত্যা) 'অপস্যুবঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, সৎকর্ম্মণি প্রেরকাঃ বা ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (ভগবৎপ্রীতিসাধকাঃ স্তুতয়ঃ) 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (বিশুদ্ধাঃ সত্যাঃ অস্মাকং কল্যাণসাধিকাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'যাভিঃ' (তাভিঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ প্রীতঃ সন্) 'স্ফুরণ' (হৃদি সমুদ্ভব) অপিচ 'শুম্ভসে' (অলঙ্কুরু—অস্মান্ ভগবতা সহ সংযোজয়তু ইতি ভাবঃ)। (৭অ - ১খ—৩সূ—৭সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে স্নিগ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর! আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত ভগবৎপ্রীতিসাধক যে সকল স্তুতির (কর্ম্মের) দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আপনি অর্চ্চনাকারীকে অলঙ্কৃত করেন অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে উপজিত হন; আপনার সম্বন্ধি সৎকর্ম্মে প্রেরণকারী সেই স্তুতিসমূহ আপনার পরম শক্তির দ্বারা পরিশোধিত হয় অর্থাৎ ভগবৎকামী ব্যক্তিকে পরি-

শোধিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্তামূলক এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই ভগবানের প্রীতির হেতুভূত হয়। অতএব সঙ্কল্প—আমাদের কর্ম্মশক্তি ভগবানের প্রীতিদায়ক হউক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মশক্তি আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করুক)। (৭অ—২খ—৫সূ—৬সা) ॥

অথবা,

হে স্নেহসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্! আপনার পরমশক্তির প্রভাবে, আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সৎকর্ম্মের প্রেরক) ভগবৎপ্রীতিসাধক স্তুতিসমূহ বিশুদ্ধ অর্থাৎ আমাদিগের কল্যাণসাধক হউক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সেই সকল স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন এবং আমাদিগকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করুন। (৭অ—২খ—৫সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ‘ইন্দ্র!’ ‘তে’ তব ‘ওজসা’ বলেন ‘অপস্যুবঃ’ কর্ম্মেচ্ছাসম্বন্ধিন্যঃ তাঃ ‘গিরঃ’ স্তুতয়ঃ ‘মমৃজ্যন্ত’ শোধ্যন্তে। ‘যাভিঃ’ ‘গির্ভিঃ’ ত্বং মদায় ‘ক্ষরন্’ ‘শুম্ভসে’ অলংক্রিয়সে ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (১০৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবানের অশেষ শক্তিমত্তা প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী এখানে চাহিতেছেন,—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য; আর চাহিতেছেন—পরমানন্দ। প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার কর্ম্ম ভগবানের প্রীতির হেতুভূত হউক; তাঁহার কর্ম্মশক্তি প্রবর্দ্ধিত হউক; তাঁহার হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; আর সেই কর্ম্মপ্রভাবে, সদ্ভাবের সমাবেশে, তাঁহার মুক্তির পথ সুগম হইয়া আসুক।

কিন্তু এই উচ্চভাবমূলক মন্ত্রের কি বিকৃত অর্থই প্রচলিত আছে, একবার অনুধাবন করুন। সেই ব্যাখ্যাটী—‘হে ইন্দ্র! মত্ততার জন্য তুমি যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্ম্মেচ্ছা-সম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হউক।’ ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায়, বেদমন্ত্রের দুর্গতির বিষয় একবার উপলব্ধি করুন! মন্ত্রের ‘মদে’ ‘মত্ততার জন্য’ বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ নাই। ভাষ্যকার ‘মদায়’ পদ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহা হইতেই ‘মত্ততার জন্য’ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ অধ্যাহারের কোনই হেতু

দেখি না। যখন সোম, তখন তাহা মদকতা-সম্পন্ন না হইলে চলিবে কেন? এইরূপ বিকৃত অর্থের জন্যই বেদের প্রতি অনেকে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যই কি সোম সেই মত্ততা উৎপাদনকারী মাদকদ্রব্য? সোমে যদ মত্ততাই জন্মে, তবে সে মত্ততা কিসের? ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রকমলদলবিনিঃসৃত সুধাধারা পানে সাধকের যে মত্ততা, এখানে সেই মত্ততাই বুঝাইতেছে। আর সোম বলিতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, এ সোম সেই সোমকেই লক্ষ্য করিতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়ী তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥
মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ। মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

অর্থাৎ,—'ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, সেই ধারা পান করিয়া যিনি আনন্দলাভ করেন, তাঁহাকেই মদ্যসাধক বলা যায়। আর মদ্য পান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপানরত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।' ফলতঃ, সোমে যে মত্ততার উদয় হয়, এ সেই মত্ততা। সাধকের মনোমধুকর যখন শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ের সেই অবস্থাকেই—সেই পরমানন্দময় অবস্থাকেই সোমের মত্ততা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সোম সুসংস্কৃত হয় তখনই—যখন তোমার আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়। উপাস্য উপাসক যখন এক হইয়া যায়। ভগবানকে সোমরস প্রদান করা সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। এই লক্ষ্য লইয়াই বেদমন্ত্রের অবতারণা।

দ্বিতীয় অন্বয়ও সেই একই উচ্চভাবমূলক। সেখানেও কর্ম্ম-সামর্থ্য-লাভের এবং সেই কর্ম্মের প্রভাবে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক।* (১অ ১খ—৩সূ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১২৩ ১২ ৩১২

তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে।

২৩ ১২ ৩২

তব প্রশস্তয়ে মহে॥ ৮॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (৮ম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্তের সপ্তম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স্নেহলত্বস্বরূপ হে ভগবন্! 'দুষয়ে' (শত্রূণাং ধর্ষণায়, অন্তঃশত্রুনাশায় ইত্যর্থঃ) অপিচ 'মদায়' (পরমানন্দলাভায় চ) লোককৃত্নুঃ' (বিশ্বেষাং স্বামিনং) 'ত্বং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'ত্বা (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে—বয়ং ইতি শেষঃ)। অপিচ, 'তব' (ভগবৎসম্বন্ধি, ভবতাং ইতি যাবৎ) 'মহে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায় ইত্যর্থঃ) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশংসনায়, আরাধনায় ইত্যর্থঃ) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামহে—তব করুণাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ করুণাং বিনা, ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান্ অস্মান্ পূজনসামর্থ্যং বিধায়তু॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্বস্বরূপ হে ভগবন্! অন্তঃশত্রুনাশের নিমিত্ত অপিচ পরমানন্দ-লাভের জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। অপিচ, আপনার সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ আরাধনার নিমিত্ত আপনার করুণা প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভব নহে। তাই প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে পূজার সামর্থ্য প্রদান করুন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'লোককৃত্নুং' লোকস্য কর্ত্তারং 'ত্বং ত্বা' সোম দুষয়ে' শত্রূণাং ধর্ষণশীলায় 'মদায় 'ঈমহে' যাচামহে। হে সোম! পাতুমিতি শেষঃ। কিমর্থং? ইতি উচ্যতে—'তব' 'মহে' মহতে 'প্রশস্তয়ে' প্রশংসনায়॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (১০৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—×‡*‡×—

মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আর ভগবানের করুণা ভিন্ন যে তাঁহার পূজায় কেহ সমর্থ হয় না, তিনি না করাইলে—তিনি সামর্থ্য না দিলে যে তাঁহার প্রতি মন প্রধাবিত হয় না—মন্ত্র এই সত্য প্রকাশ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত অহংভাব বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান তিরোহিত না হয়,—সে পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা বাহ্যাড়ম্বর-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অহং জ্ঞান নষ্ট না হইলে, হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার সামর্থ্য না জন্মিলে, তাঁহার পূজায় কেহই সমর্থ হয় না।

অজ্ঞানতাই—অন্তরের জন্মসহজাত রিপুশত্রুসমূহই ভগবানের সে পূজার অন্তরায়। 'দুষয়ে' পদে সেই অন্তঃশত্রুনাশের—অজ্ঞানতা-নাশের কামনা সূচিত হইয়াছে। শত্রুনাশে

অহংজ্ঞান তিরোহিত হইলেই ভগবানের পূজায় সামর্থ্য জন্মে। সে শত্রুনাশও ভগবানের কৃপাতেই সাধিত হয়। তিনিই শত্রুনাশের আয়ুধাদি প্রদান করেন;—ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা—"তোমার প্রশংসা মহতী। তুমি ধর্ষণশীল (যজমানের) জন্য উত্তম লোক সৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি।" এখানে মত্ততা বলিতে যাহা বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিয়াছি। * (১অ-১খ—৩সূ—৮সা)॥

—•—

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২

গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্ব্যঃ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ, যদ্বা—কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'পূর্ব্ব্যঃ' (স্বরূপভূতঃ, যদ্বা—নিত্যবিদ্যমানঃ পুরাণপুরুষঃ) 'আত্মা' (আত্মাস্বরূপঃ—পরমাত্মারূপেণ নিত্যবর্ত্তমানঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ (তদর্থে ভগবান) হি সৎকর্ম্মণঃ স্বরূপঃ অথবা কর্ম্ম হি ব্রহ্মস্বরূপং ইতি ভাবঃ। বিশ্বকর্ম্মা ত্বং 'গোষা' (শরণাগতান্ অস্মান্ জ্ঞানধনদানেন) প্রবুদ্ধয় ইতি ভাবঃ। ত্বং অপি 'নৃষা' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং শোভনায়ুষোঃ দাতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'অশ্বসাঃ' (কর্ম্মশক্তিনাং দাতা অসি ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) ত্বং 'বাজসা' (পরমধননিধাতা) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং মাং প্রতি প্রসন্নঃ ভব ইতি ভাবঃ॥ (১অ-১খ—৩সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মের স্বরূপ অথবা কর্ম্মে নিত্যবিদ্যমান পুরাণপুরুষ এবং আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে নিত্যবিরাজমান

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত অষ্টম ঋক্) অন্তর্গত।

হয়েন। (শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান সৎকর্ম্মের স্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মই ব্রহ্মস্বরূপ)। বিশ্বকর্ম্মা আপনি জ্ঞানধনদানে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করুন। আপনি মরণ-ধর্ম্মশীল মানবের শোভন আয়ুঃপ্রদাতা, কর্ম্মশক্তি-বিধাতা, এবং পরমধনদাতা। (অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন)। (৭অ—২খ—৫সূ—৯সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' ক্লিশ্যমান-সোম! 'যজ্ঞস্য' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'পূর্ব্ব্যঃ' পুরাণঃ নিত্যঃ আত্মা-স্বরূপভূতঃ। সোমস্য যজ্ঞস্বরূপত্বং প্রসিদ্ধং। তাদৃশস্ত্বং 'গোষাঃ' অস্মভ্যং গবাং দাতা 'অসি' ভবসি. 'নৃষা' নৃণাং পুত্র-ভৃত্যাদীনাং দাতাসি, 'অশ্বসাঃ' অশ্বানাং দাতা চাসি, 'উত' অপিচ 'বাজসা' অন্নানাং দাতা চাসি। ৭অ—৩খ—৩সূ ৯সা)।

* . *

নবম (১০৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———— ៖*៖ ————

বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত-বিহ্বল অর্জ্জুন ভীতিগদগদকণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ॥"

অর্থাৎ—হে অনন্তরূপ, তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ), তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ।" এই সামমন্ত্রে ইহারই অনন্ত বীজ নিহিত দেখি। ভগবান আদিদেব পরম পুরুষ। ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম বিশ্বের এই যে পাঞ্চভৌতিক উপাদান, সে সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তিনি সে সকলেরই আদি। আবার তাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত অব্যক্ত। তাঁহাকে পাইলে সকলই পাওয়া হয়। তখন সকল উপাধির লয় হইয়া সকলই আত্মময় হইয়া যায়। তিনি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন তিনি ভিন্ন অপর কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। তবে তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তাঁহাকে জানা সম্ভবপর হয়। যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি 'আমি' ভুলিয়া 'তুমিই' হইয়া যান। আত্মা ব্যতীত জগতে জানিবার মত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু আত্মা অনন্ত। সেই অনন্ত বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট এই জগতের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে তাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দেহের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। নচেৎ, অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলে কেবল পণ্ডশ্রমই হইবে। গীতায় এই যে ভাব পরিস্ফুট, মন্ত্রে বীজরূপে তাহাই নিহিত। ভগবানের গুণমহিমা কীর্ত্তন ব্যাপদেশে মন্ত্রে এই ভাবেরই প্রাধান্য হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ সেই ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা। তুমি গো পুত্র অশ্ব ও অন্ন দান কর।"

কি হইতে কি ভাবের অভিব্যক্তি, একবার অনুধাবন করুন। পূর্ব্বমন্ত্রে সোমের নিকট 'মত্ততা' (মদার) প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; এ মন্ত্রে সেই সোমের নিকট গো পুত্র প্রভৃতি যাচ্ঞা করা হইল। যে সামগ্রী মত্ততা-জনক, তাহার পুত্রবিত্তাদি প্রদানের সামর্থ্য কতটুকু থাকিতে পারে? অথবা লোকে উন্মত্ত হইলেই ধনবিত্ত লাভ করে ?—এ যে কি ভাবের ভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন। সোম—ইন্দ্র প্রভৃতিকে প্রদান করা হয়। সোমে ইন্দ্রের মত্ততা জন্মে। ইন্দ্রকে যদি সাধারণ মনুষ্য বলিয়া বুঝিয়া লই ; আধুনিক কালের রাজ-রাজরা বড় লোক বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে গো অশ্ব ও অন্ন আদায় করা বিশেষ অসম্ভব না-ও হইতে পারে। কেন-না, মদ্যপানে উন্মত্ত বিকৃতমস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ ধনী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দান আজিকালিকার দিনে একেবারে অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমরা ঐ গো অশ্ব প্রভৃতিকে সাধারণ গবাশ্বাদি বলিয়া মনে করি না। অথবা, সোমরসরূপ উগ্র মাদক দ্রব্যে দেবতার মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ধনবিত্তাদি গ্রহণের প্রসঙ্গও আমরা অনুমোদন করি না। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদের পরিগৃহীত তাৎপর্য্যের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। কি সূত্রে আমরা ঐ ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই যৌক্তিকতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিবে না।

মন্ত্রে ভগবানকে প্রথমে "যজ্ঞস্য পূর্ব্ব্যঃ আত্মা" বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। এই 'পূর্ব্ব্যঃ' এবং 'আত্মা' শব্দ-দ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'ভগবান নিত্যবিদ্যমান এবং পুরাণ পুরুষ।' ভগবান যজ্ঞে কিরূপে 'নিত্যবিদ্যমান' তাহা অনুধাবন করুন। গীতায় কর্ম্মমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥"

অর্থাৎ,—'ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও। ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।' অতএব বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্ম কর্ম্মময় এবং কর্ম্ম ব্রহ্মময়। সুতরাং ব্রহ্ম ও কর্ম্ম পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহা ব্রহ্ম-সম্বন্ধযুত। তদ্ভিন্ন আর সকলই কর্ম্ম পদবাচ্য নহে। সেই জন্যই সৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থে উপদেশ দেখিতে পাই। 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে' আছে—"অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ" অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রাণ বা ব্রহ্মের উৎপত্তি। প্রাণের—ব্রহ্মের চাঞ্চল্যই তাহার কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে বহিঃপ্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ হয়। যজ্ঞ হইতে মনের এবং মন হইতে শুক্রের ও শুক্র হইতে ভূতগণের সৃষ্টি। যোগবাশিষ্ঠে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্। তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

সুতরাং কর্ম্মই মূলীভূত, আর ব্রহ্মই অর্থাৎ পরমেশ্বরই সকল কর্ম্মের আদি বীজ। তাই সৎকর্ম্মে তাঁহার প্রীতি এবং অসৎকর্ম্মে তাঁহার বিরাগের পরিচয় পাই।

এখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ভগবান সৎস্বরূপ। তিনি যখন সকল কর্ম্মেই অধিষ্ঠিত অপিতু তাঁহা হইতেই যখন সকল কর্ম্ম সমুদ্ভূত, তখন আবার কর্ম্মের সু-কু বিভাগ হইল কেন? তাহা হইলে ভগবানকে কখনও সু, কখনও কু বলিতে হইবে! সমস্যা বড়ই জটিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অবতারণার যোগ্যস্থান এ নহে। তবে অধিকারী ভেদে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে, কর্ম্মের বিবিধ স্তরপর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র। নচেৎ, ভগবান যেমন অদ্বিতীয়, তিনি যেমন এক ভিন্ন দুই নহেন; তেমনি ব্রহ্ম-কর্ম্ম ভগবৎকর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নহে। তার পর মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোষা' 'বৃষা' 'অশ্বসাঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'গো' পদের জ্ঞানকিরণ বা 'জ্ঞানজ্যোতিঃ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। আমরা এখানে সেই অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'অশ্বসাঃ' পদের কর্ম্মশক্তি অর্থই সুসঙ্গত। এখানে উপমার ভাবও উপলব্ধি করা যায়। অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হইলে সেই কর্ম্মও তেমনই কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে গন্তব্য-স্থানে অর্থাৎ ভগবানের সন্নিকটে সংস্থাপিত করে। অশ্ব যেমন বাহক, কর্ম্মও সেইরূপ বাহক। কর্ম্ম ভগবানকে বহন করিয়া আনে, আবার কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে ভগবানের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। এই ভাবেই 'অশ্বসাঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। যিনি আত্মদর্শী ভগবচ্চরণে যিনি শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গো অশ্ব প্রভৃতি এই ভাবেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এইরূপ আলোচনায় এবং এইরূপ দৃষ্টিতে মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র ভগবন্মহিমা-প্রকাশক এবং প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিতে পারি। * (৭অ—১খ ৩প্র—৯সা)।

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া।

৩ ১ ২ ৩ ১

পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমা৺ ইব ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে পঞ্চম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্তের দশমী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব' (বর্ষবান মেঘঃ ইব, যথা—মেঘঃ যথা ধারয়া উদকং বর্ষতি রসঞ্চ সঞ্চরতি তদ্বৎ) ত্বং 'ইন্দ্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ যথা ভবসি তথা ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ' (আনন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'অস্মভ্যং' (শরণাগতানাং অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর—সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং সত্ত্বাবঃ ভগবৎপ্রাপকঃ ভবতু। ইতি প্রার্থনা॥ (৭অ—১খ—৩সূ ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় অর্থাৎ মেঘ যেমন পৃথিবীতে বারিবর্ষণ দ্বারা রসসঞ্চার করে, তুমিও সেইরূপ ভগবানের প্রীতিসাধক হইয়া, আনন্দদায়ক ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক হউন। (৭অ—১খ—৩সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'ইন্দ্রিয়ং' ইন্দ্রেণ জুষ্টং ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য বা বৰ্দ্ধকং রসং 'মধোঃ' মদকরস্য অমৃতস্য 'ধারয়া' 'পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব' যথা বর্ষবান পর্জ্জন্যো মেঘঃ তথা 'অস্মভ্যং' মেধাতিথিভ্যঃ 'পবস্ব' ক্ষর। (৭অ ১খ—৩সূ—১০সা)।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১॥

* * *

দশম (১০৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে যে উপমা বিদ্যমান, তাহাও সরলতা ব্যঞ্জক। এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যায়ও যে ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন নহে। প্রচলিত সেই ব্যাখ্যা,—"হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল, মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।" মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। বেদমন্ত্রের লক্ষ্য পরমার্থ-সাধন। স্তরের পর স্তরপর্য্যায়ে আত্মার উন্নতি সাধনে ভগবৎসম্মিলন লাভই প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই মন্ত্র-মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই। * (৭অ—১খ—৩সূ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত নবম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩   ২ ৩ ১ ২
সনা চ সোম জেসি চ পবমান মহিশ্রবঃ।
১ ২   ৩   ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহিশ্রবঃ' (বিশ্বস্য প্রাণস্বরূপ) 'পবমান' (পরিত্রাণসাধক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! ত্বং 'সনা চ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবভাবান্ সংজনয়); 'চ' (অপিচ) ত্বং 'জেষি' (কর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ অন্তঃশত্রূন্ জয় নাশয় ইতি যাবৎ); অথবা ত্বং 'সনা চ' (নিত্যমেব) 'জেষি চ' (অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয়সি ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, শত্রূন্ নাশয়িত্বা হৃদি দেবভাবান্ সংজনয়ন্ ইতি যাবৎ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদিগের এই কর্ম্মে দেবভাবসমূহ উৎপাদন করুন এবং কর্ম্মবিঘ্নকারী শত্রুগণকে বিনাশ করুন (অথবা আপনি নিত্যকাল অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করেন), অনন্তর (শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া এবং অন্তরে দেবভাব উপজিত করিয়া) আমাদিগকে পরম কল্যাণ দান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মহিশ্রবঃ' মহদন্ন! 'পবমান' সোম! 'সন' অস্মদ্যাগে যজনীয়ান দেবান্ ভজ 'জেষি চ' যাগবিঘ্নকারিণো রাক্ষসাংশ্চ জয়। 'অথ' দেবান্ প্রাপ্য রাক্ষসাংশ্চ জিত্বা অনন্তরং 'নঃ' অস্মান 'বস্যসঃ' শ্রেয়সঃ 'কৃধি' কুরু শ্রেয়োংশভাজং দেহীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (১০৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———: • :———

মন্ত্রের ভাব সরল ; প্রার্থনা সরলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে সদ্ভাবসঞ্চারে পরম কল্যাণ মোক্ষপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! মানসযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু সে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইতেছে—রাক্ষসরূপী অন্তঃশত্রু। তাহারা হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে—কর্ম্ম পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তাহারা বর্ত্তমান থাকিতে তো দেব, আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি না! যতবারই আপনাকে স্মরণ করিয়া, কর্ম্মসম্পাদনে অগ্রসর হইতেছি, তাহারা ততবারই অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে। তাই ডাকি দেব, কাতরে তাই প্রার্থনা জানাই 'হে প্রাণের দেবতা! আপনি আসুন! শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন। আপনার কৃপাকণা লাভে সমর্থ হইলেই আমার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। আমার একমাত্র লক্ষ্য—আপনি। আমি উপলক্ষ মাত্র; আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন না করাইলে, কে আর সে কার্য্য সফল করিবে প্রভো! আপনিই যে আমাদের একমাত্র ভরসা দেব! আপনি সত্বর আগমন করুন! অন্তর ছিন্ন ভিন্ন ; শত্রুর ভ্রূকুটি-কুটীল কটাক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আপনাকে ডাকিতেছি,—ভগবন! আপনি না আসিলে, আপনি সামর্থ্য সঞ্চার না করিলে, আমার সবই যে পণ্ড হইয়া যায় প্রভো!' এই আকুল প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

কর্ম্ম—ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বিশেষে তাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে ব্রহ্মকর্ম্ম ভগবৎকর্ম্ম, ভগবান সম্পাদন না করাইলে, সে কর্ম্মসাধনে সাধ্য কাহারও নাই। মানুষ উপলক্ষ মাত্র, কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

> "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্ত।
> ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
> তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম।
> ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"

অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কর্ত্তা অনন্ত কাল। লোক সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও ; যশোলাভ কর ; শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ইহারা সকলে পূর্ব্বেই আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচিন। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।" তবেই বুঝা গেল, তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। মানুষ নিমিত্তমাত্র হইয়া থাকে। ফলতঃ, আত্মার প্রকাশেই ইন্দ্রিয় ও তত্তৎপ্রবৃত্তিগণ আপনা আপনিই উপশান্ত হয়।

তাঁহার কর্ম্ম তিনিই যে সম্পাদন করাইয়া লন, ভগবানের উক্তিতে তাহাও বিশদীকৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।"

অর্থাৎ,—'হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরমপুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।' সুতরাং ভগবৎকর্ম্মই যে ভগবৎপ্রাপক, ভগবান তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মে যে অনন্যা-ভক্তি জন্মে, তাহাই মোক্ষপ্রাপক হয়।

এই ভাবে মোক্ষপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। সে ব্যাখ্যাটী—"হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! জয়না কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" * (৭ম ২থ ১সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ১ ৩ ১ ২
সনা জ্যোতিঃ সনাস্বা২ ৩ র্ব্বিশ্বা চ সোম সৌভগা।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সনা' (সম্যক্ প্রকারেণ অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'স্বঃ' (স্বর্গং, স্বর্গবৎউন্নতং শ্রেষ্ঠং—পরমস্থানং ইতি ভাবঃ) 'সনা' (অস্মভ্যং বিধেহি ইতি শেষঃ)। চ' (অপিচ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যানি, পরমকল্যাণানি) অস্মভ্যং বিধায়ত্ব ইতি ভাবঃ। 'অথা' (অথ, অনন্তরং, জ্ঞানজ্যোতিষা অস্মান্ উত্তালায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। সজ্জ্ঞানং লব্ধা বয়ং পরমপদং প্রাপ্নয়ামঃ ইতি ভাবঃ। (৭অ—২খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন ভগবন! আমাদিগকে সম্যক প্রকারে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করুন। অপিচ, আপনি আমাদিগের স্বর্গবৎ উন্নত শ্রেষ্ঠ পরমস্থানের বিধান করিয়া দিউন। এবং বিশ্বের যাবতীয় সৌভাগ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। অতঃপর, জ্ঞানজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সজ্জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন পরমপদ প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'সন্' অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। অপিচ 'স্বঃ' স্বর্গং 'সন্' অস্মভ্যং দেহি। 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'সৌভগা' সৌভাগ্যানি 'চ' সন। বিজ্ঞমস্তৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রও উচ্চভাবমূলক। এ মন্ত্রেও প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; এই মন্ত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ভগবৎকর্ম্ম সাধন করিতে সম্যক জ্ঞানের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে কর্ম্মের নানা স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই সকলের মধ্য হইতে প্রকৃত আত্মকর্ম্ম কোনটী, তাহা বাছিয়া লওয়া কঠিন। সেই জন্যই জ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন। জ্ঞান না জন্মিলে, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ না হইলে, কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি না হইলে—বৃথাই ঘুরিয়া মরিতে হয়।

অজ্ঞানতা মানুষের পরম শত্রু। অজ্ঞান-ঘোরেই মানুষ সদসৎ বিচারে অসমর্থ হয়। অজ্ঞানতার জন্যই সংসারে নানা অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলেই স্বরূপ-সম্বন্ধে উপলব্ধি জন্মে। অন্তরের শত্রুও নাশ-প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞান লাভে পরমপদ পাইবার প্রার্থনাই মন্ত্র-মধ্যে প্রকটিত দেখি।* (৭অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩   ১ ২ ৩ ২উ   ৩ ১ ২   ৩   ১ ২

সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি।

১ ২   ৩   ১ ২

অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'দক্ষং' (বলং—কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'সনা' (সম্যক্‌রূপেণ বিধেহি ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) ত্বং 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলং ইতি ভাবঃ) বিধায়তু ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'মৃধঃ' (হিংসকান্—কর্ম্মণঃ প্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'অপজহি' (বিশেষেণ মারয়, বিদূরয় ইতি যাবৎ)। 'অথা' (অনন্তরং, কর্ম্ম-সামর্থ্যাৎ সৎকর্ম্মণঃ সুফলং এবং অন্তঃশত্রুনাশং সাধয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ কর্ম্মশক্তিং সৎকর্ম্মণঃ সুফলং অপিচ অন্তঃশত্রুনাশং কাঙ্ক্ষতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম প্লবমিব ভবাব্ধিপারনয়নসমর্থং ভগবৎপ্রাপকং চ ভবতু। (৭অ – ২খ - ১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি (আমাদিগকে) কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং সৎকর্ম্মের সুফল বিধান করুন। অপিচ, কর্ম্মপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন। অনন্তর (কর্ম্মসামর্থ্য, সৎকর্ম্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুর বিনাশ সাধিত করিয়া) আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সাধক কর্ম্মশক্তি, সৎকর্ম্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুনাশের কামনা করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম প্লবের (অর্থাৎ ভেলার) ন্যায় ভবাব্ধি-পারনয়নসমর্থ এবং ভগবৎপ্রাপক হউক)। (৭অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'দক্ষং' বলং 'সন' অস্মভ্যং দেহি, 'উত' অপিচ 'ক্রতুং যজ্ঞং সন 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'অপ জহি' মারয়। সিদ্ধমন্যৎ॥ (৭অ—২খ-১সূ-৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (১০৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। প্রথম কর্ম্মশক্তিলাভের কামনা; দ্বিতীয়—সৎকর্ম্মে সুফল লাভের আকাঙ্ক্ষা; এবং তৃতীয়—কর্ম্মপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কর্ম্মই আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প আসুক, প্রথমে দেখিতে হয়, তৎসম্পাদনের সামর্থ্য আছে কিনা। শক্তি সঞ্চয় ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ভগবৎপ্রীতি-হেতুভূত কর্ম্মসম্পাদনে বিশেষ সামর্থ্যের প্রয়োজন। সে কর্ম্ম সম্পাদনের অন্তরায়—অন্তঃশত্রুসমূহ। তাহারাই বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মায়। সৎপ্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনে কর্ম্মে সাফল্য-লাভের আশা করা যায়। সেই শত্রুনাশের সামর্থ্য—ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন উপজিত হয় না। সেই শক্তিই কর্ম্মশক্তি; অর্থাৎ শত্রুনাশ-সামর্থ্য আসিলেই—শত্রুনাশে অন্তর নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলেই—সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপেই কর্ম্মশক্তির সঞ্চার হয়। শক্তি আসিলেই কর্ম্ম সুসম্পাদিত হয়; কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইলেই—কর্ম্মে ত্রুটিবিচ্যুতি না ঘটিলেই,—সে কর্ম্মে সুফললাভ হয়। মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রকটিত হইতেছে। ফলতঃ, স্তরের পর স্তরবিন্যাসে সাধনার এক উজ্জ্বল চিত্র মন্ত্র-মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে সোম, বল এবং কর্ম্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমাকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন। অন্তরের বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুকে দমন করিয়া, আমাদিগকে কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। কর্ম্মশক্তি লাভ করিলে আমরা ত্রুটিবিচ্যুতি পরিশূন্য আপনার প্রীতিকর শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইব। আর সেই কর্ম্মের উদ্‌যাপনে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইতে পারিব। হে ভগবন্, আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করুন।' মন্ত্রে এই প্রার্থনা পরিস্ফুট। ভগবান যে তাঁহার কর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করেন,—এই মন্ত্রেও তাহা বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইল। * (৭অ-২খ-১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত তৃতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবীতার পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবীতারঃ' (হে মোক্ষকামিন্ সৎকর্ম্মসাধক!) ত্বং 'পাতবে' (পাপনাশকায় পরিত্রাণসাধকায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (সর্ব্বশক্তিমতে ভগবতে তৎপ্রীতিসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সোমং (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পুনীতন' (পাবয়ত, সংজনয়ত - হৃদি ইতি ভাবঃ); 'অথা' (অনন্তরং) ত্বং 'নঃ' (মোক্ষকামিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'বস্যস' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইতি ভাবঃ) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়; ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ। মন্ত্রঃ সাধুসঙ্গমস্য মাহাত্ম্যং প্রদর্শয়তি। সাধকাঃ সদ্ভাবপ্রভাবেন অকিঞ্চনানাং অপি পরম-কল্যাণং সাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—২খ ১সূ ৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মোক্ষকামী সৎকর্ম্মসাধক! পাপনাশক পরিত্রাণকারক সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করুন। অনন্তর আপনারা মোক্ষকামী আমাদিগের নিমিত্ত পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকটিত। ভাব এই যে,—সাধকগণ সদ্ভাবপ্রভাবে অকিঞ্চনেরও পরম কল্যাণ সাধন করেন।)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবীতারঃ' সোমস্য শোধয়িতার ঋত্বিজঃ! 'সোমং' 'পুনীতন' পাবয়ত দশাপবিত্রেণ শোধয়ত। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায় পাতবে' ইন্দ্রস্য পানায়। গতমন্যৎ ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১০৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

———×‡*‡×———

এই মন্ত্রে সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—সৎপথাবলম্বী সাধুগণ আপনাদের সদ্ভাবপ্রভাবে অতি অভাজনকেও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। অতএব মন। তুমি সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আশ্রয় লও। পরমধন - মোক্ষধন প্রাপ্ত হইবে।

এই মন্ত্রের ভাষ্যসম্মত অর্থ,—"হে সোমাভিষবকারী ঋত্বিকগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানের জন্য সোম অভিষব কর। অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।' ব্যাখ্যায়ও এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ অর্থে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর কয়েকটী মন্ত্রে 'অথ' পদের ব্যাখ্যায়ও একটু সংশয়-সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। 'সোম অভিষব করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবার পর'—'অথ' পদে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এভাবে ইন্দ্রদেবতাকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়। মনে হয়, মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মদ্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন। বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত - যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য দেবতাকে আপনার ইষ্ট দেবতাকে - এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অন্য ভাবের আরোপ - অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' পদের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় ঐ 'অথ' পদের অর্থ হয় - আত্মদর্শিগণের সাহায্যে হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ হইলে।' অর্থাৎ তাঁহাদের সংসর্গে অন্তরকে উন্নত করিয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগতসম্বন্ধ হইবার পর।' এইরূপ অর্থই আমরা সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা; এখানেও সেই ত্যাগের ভাব - এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে, সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইলে - সুফল লাভের সম্ভাবনা। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সেই সামর্থ্য জন্মে। আত্মদর্শী সাধকগণ মানুষের সেই পরম কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সত্বর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার -

তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ-প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তাঃ ব্রহ্মিষ্ঠাঃ লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তেহ্যঘভিদ্ধরিঃ।"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধুসঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরমাশ্রয়; সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসারভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি ভাগ্যাকাশে সজ্জনরবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত

করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্ত-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্তচিত্তে তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী—শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারই তো সুবুদ্ধি-যুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরি-ব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা। আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব! আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি,—যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চির-জর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ তুমি; সদ্‌বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার

সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে - প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস—হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর - সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। প্রকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না! প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস - এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। (৭অ—২খ—১সূ - ৪সা)॥

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ত্ব৺ সূর্য্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৫॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন ভগবন্! ত্বং 'তব ক্রত্বা' (ভবৎসম্বন্ধিনা কর্ম্মণা) অপিচ তব 'উতিভিঃ' (ভবৎকর্তৃকাভিঃ রক্ষাভিঃ) 'আভজ' (মাং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'সূর্য্যে' (তব জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশরূপে ইত্যর্থঃ) 'আভজ' (সংস্থাপয় ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং; জ্ঞানজ্যোতিঃবিচ্ছুরণেন অস্মাকং রক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (বিধেহি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র আত্মসম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে! প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ চ কৃত্বা অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধেহি॥ (৭অ - ২খ - ১সূ—৫সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্! আপনি আপনার সম্বন্ধি কার্য্যের দ্বারা এবং আপনার কর্তৃক রক্ষার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। অপিচ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত চতুর্থ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদিগকে আপনার জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশরূপে সংস্থাপন করুন। অনন্তর (জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া) আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানসমন্বিত ও সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'তব ক্রত্বা তব উতিভিঃ' ত্বৎকর্ত্তৃকাভীরক্ষাভিশ্চ 'নঃ' অস্মান্ 'সূর্য্যো' 'অভজ' প্রাপয়! শিষ্টমস্পষ্টং। (৭অ-২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১০৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রে আত্মার আত্ম-সম্মিলনের ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই ভগবানের নিকট প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,---হে ভগবন! আপনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ আমাকে কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। অতি অকিঞ্চন আমি; আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, আপনার কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই। আপনি আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' দ্বিতীয় প্রার্থনা -'হে ভগবন্! আপনি আপনার কর্ত্তৃক রক্ষার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আপনি স্বয়ং আসিয়া আমার উদ্ধার করুন। এখানে ভগবানের রক্ষা বলিতে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই সূচিত হইতেছে। অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা যে রক্ষা, সেই রক্ষাই প্রকৃতভাবে রক্ষা করা। এখানে সেই পাপরূপ অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এই ভাবই সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—'হে ভগবন্, আমাকে আপনার জ্যোতিঃ-স্বরূপ প্রকাশরূপে স্থাপন করুন। অর্থাৎ আমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া, আপনার সহিত আমার সম্মিলন সাধন করুন। তার পর—শেষ প্রার্থনা—আমাকে মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ দান করুন; অর্থাৎ জন্মগতি রোধ করিয়া, আমাকে চিরতরে আপনার শ্রীচরণে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। প্রার্থনার পর প্রার্থনায় মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ব্যাখ্যায়ও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। ব্যাখ্যাটী এই,—"হে সোম! তুমি তোমারর কর্ম্ম ও রক্ষা দ্বারা আমাদিগকে সূর্য্যলাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" এখানে সেই পূর্ব্বমন্ত্রার্পিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে। ভগবানের কার্য্য ভগবানই সম্পন্ন করান; মানুষ

উপলক্ষমাত্র। তিনি জীবকে রক্ষণ ও পালন করেন, তিনিই তাহাকে কর্ম্মশক্তি প্রদানে সংসার-সাগর উত্তরণে সহায় হন। তবে চাই প্রাক্তন-চাই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বল। তাহা যাহার আছে, সে অনায়াসেই তাঁহার কৃপাকণা লাভে সমর্থ হয়; আর তাহা যাহার নাই, তাহার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসের প্রয়োজন হয়। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইতে পারিলে, পরম দয়াল ভগবান্ স্বয়ংই তাহার উদ্ধার সাধন করেন। 'সূর্য্যো আভজ' অংশে ভগবানে আত্মলীন করিবার ভাবই প্রাপ্ত হই। ভগবান্ জ্যোতির আধার, তাঁহার জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি আলোকিত। মন্ত্রান্তরের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত করিয়াছি। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, -'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।' 'সূর্য্যো আভজ' বলিতে সেই পরমজ্যোতিঃ লাভের প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। সূর্য্য ভগবানের প্রকাশরূপ মাত্র। সূর্য্যের জ্যোতিঃ লাভের তাৎপর্য্য—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়কে জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করিবার ভাবই এই অংশে প্রকটিত। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া, আমি যেন পরমাত্মায় আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। হে ভগবান্! কৃপা করিয়া আপনি সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমরা মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব পরম্পরাই উপলব্ধি করি। * (১অ-২খ-১সূ-৫য)॥

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২
তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যম্।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! 'তব ক্রত্বা' (ভবৎসম্বন্ধিকর্ম্মণা, প্রজ্ঞানেন বা) অপিচ 'তব উতিভিঃ' (ভবতাং স্বভূতৈঃ রক্ষাভিঃ পালনৈঃ বা) অস্মান্ প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ। 'চ' (অপিচ, জ্ঞানং লব্ধা ইতি ভাবঃ) 'জ্যোক্' (চিরায়) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, ভবতাং জ্যোতির্ম্ময়ং জ্ঞানস্বরূপং প্রকাশরূপং ইত্যর্থঃ) 'পশ্যেম' (দ্রষ্টুং সমর্থাঃ ভবাম ইতি শেষঃ)। 'অথা' (অনন্তরং) 'নঃ' (অস্মান্) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি)। মন্ত্রোঽয়ং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত পঞ্চমী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন! কর্ম্মণা পরাজ্ঞানং লব্ধ্বা বয়ং যেন চিরং সৎস্বরূপং বিন্দামঃ তদেব বিধেহি'॥ (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি কর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বারা এবং আপনার স্বভূত রক্ষার দ্বারা আপনি আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। অপিচ, সেই জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা যেন নিত্যকাল স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতে সমর্থ হই। অনন্তর আপনি যেন আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করিয়া যেন আমরা সৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তব 'ক্রত্বা' প্রজ্ঞানেন 'তব ঊতিভিঃ' পালনৈশ্চ 'জ্যোক্' চিরং পশ্যেম সূর্য্যং পশ্যাম দ্রক্ষ্যামঃ। সিদ্ধমন্যৎ॥ (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১০৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলে, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ না হইলে, ভগবৎ কর্ম্ম সংসাধিত হয় না। তাই মন্ত্রে দিব্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে বিশ্বহিত সাধনের ভাবও প্রত্যক্ষ করি। "জ্যোক পশ্যেম 'সূর্য্যং' অংশে সেই ভাব সংসূচিত হয়। 'সূর্য্যং' পদে সেই জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। ভাব এই যে—'আমি যেন সর্ব্বত্র আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আপনি অধিষ্ঠিত—এই দিব্য জ্ঞান যেন আমি লাভ করি। এই হইতেই আত্মদর্শনের—সর্ব্বজীবে সমদর্শনের ভাব প্রাপ্ত হই। যিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শনে সমর্থ, যিনি বিশ্বহিত সাধনে উদ্বুদ্ধ, তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদুক্তিতেই সে ভাব পরিস্ফুট। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

অর্থাৎ,—যোগ দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন;

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া (ভেদজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক) ভজনা করেন ; হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বভূতে সমান দেখেন এবং সুখ ও দুঃখে সমান দেখেন, সেই যোগীকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।' যোগদ্বারা স্থিরচিত্ত যিনি, যিনি অহংজ্ঞান পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই এই দিব্যজ্ঞান সম্ভব। ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন! যাহাতে আমার এই জ্ঞান জন্মে, আপনি তাহা করুন। ফলতঃ, সকল কর্ম্মেই ভগবানের কর্তৃত্ব প্রখ্যাপিত। 'যত্র জীব তত্র শিব'—এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি, ভগবান সর্ব্বভূতেই বিরাজমান রহিয়াছেন। পরহিত-সাধনে তাই প্রকারান্তরে তাঁহারই সেবা করা হয়—বিশ্বহিত-সাধনে সেই বিশ্বেশ্বরের প্রীতিকর কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। ভগবান যে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে ওতঃপ্রোত বিদ্যমান রহিয়াছেন,—এ জ্ঞান না জন্মিলে, বিশ্বহিত সাধনে ভগবৎপূজায় প্রবৃত্তি আসে কি? একটা স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। প্রায় প্রত্যহই আমরা শুনিতে পাই,—'বেলা গেল, আর ঘুমিও না; উঠ।' 'বেলা হইয়াছে; আর ঘুমিও না, উঠ।' কিন্তু এই যে চৈতন্যের সাড়া, ইহাতে আমাদের কয় জনের চৈতন্যের সঞ্চার হয়! কয় জন আমরা এই কথায় জাগিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার প্রাক্তন আছে, যিনি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, এই সামান্য কথায়ই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে; এই কথায়ই তিনি জাগিয়া উঠেন। তাই, সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানালোকে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিবার প্রয়োজন হয়। 'জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যং' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধি করি।

সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন, জ্ঞানধনে প্রবর্দ্ধিত করুন। দিব্যজ্ঞানসম্ভূত আপনার কর্ম্ম সাধন করিয়া, আপনাতেই লীন হইয়া যাই।' * (৭অ-২খ-১সূ-৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ক ২র   ৩   ১ ২ ৩ ১ ১   ৩ ২

অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্।

১ ২   ৩   ১ ২

অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্তে ষষ্ঠ ঋক) প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF ... LIBRARY

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বায়ুধ' (শোভন আয়ুধ, যদ্বা—শত্রূণাং ধর্ষক) 'সোম (শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'দ্বিবর্হসং' (ইহকালপরকালসম্বন্ধীং, যদ্বা – ইহলোকে শক্তিপ্রাণদায়কং পরলোকে মোক্ষপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'অভ্যর্ষ' (অধিগময়, প্রযচ্ছ)। 'অথ' (অনন্তরং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। অত্র সাধকঃ অন্তঃশত্রুনাশেন পরমসুখং কাঙ্ক্ষতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভগবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং পরমমঙ্গলং ভবতু। (৭অ-২খ-১সূ-৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভন আয়ুধ অর্থাৎ শত্রুধর্ষক শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ইহকাল পরকাল সম্বন্ধী পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে পরমধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার অনুগ্রহে আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হউক)। (৭অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'স্বায়ুধ' শোভনায়ুধ সোম! ত্বং 'দ্বিবর্হসং' দ্বয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্থানয়োঃ পরিবৃঢ়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষ' স্তোতৃন্ অভিগময়। সিদ্ধমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ-৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১০৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বায়ুধ' এবং 'দ্বিবর্হসং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। অন্তঃশত্রুনাশে পরমধন-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

'স্বায়ুধ' পদের অর্থ-'শোভন আয়ুধ, শত্রূণাং ধর্ষক'। 'শোভন আয়ুধ' বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে আয়ুধ শত্রুধর্ষণে সমর্থ, তাহাই সু আয়ুধ। আর যিনি সেই আয়ুধকে ধারণ করেন, তিনিই স্বায়ুধ। ভগবান শত্রুনাশকারী সেই শোভন আয়ুধকে ধারণ করেন বলিয়া, তাঁহাকে 'স্বায়ুধ' বলা হইয়াছে। এখন সেই শোভন আয়ুধ কি,—যদ্দ্বারা ভগবান শত্রু-সমূহকে সংহার করিয়া থাকেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। অন্তরের মানস-যজ্ঞে —ভগবানের পূজায় যাহারা বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহারাই প্রকৃত শত্রু। সাধারণ শত্রু যে আয়ুধে নিহত হইয়া থাকে, অন্তঃশত্রু নিধনের আয়ুধ তাহা হইতে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। সে শত্রু-নাশে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—এই ত্রিবিধ আয়ুধের উপযোগিতাই প্রত্যক্ষ করি। অন্তঃশত্রুনাশে তদপেক্ষা শোভন আয়ুধ আর কি হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ভক্তির সঞ্চার করেন, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই সকল জ্ঞানের, সকল কর্ম্মের এবং সকল ভক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। শত্রুনাশের এই অদ্বিতীয় অস্ত্র—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম তাঁহারই অনন্ত করুণার নিদর্শন। তোয়নিধি যেমন বিশ্বের সকল জলের আধার। ভগবানও তেমনি সকল কর্ম্মের এবং সকল ভক্তির আধার। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—এই ত্রিবিধ আয়ুধের সাহায্যে অন্তঃশত্রু জয় হয় বলিয়া, উৎসস্থানীয় ভগবানকে 'স্বায়ুধ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

'দ্বিবর্হসং' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'দ্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্থানীয়োঃ পরিদৃঢ়ং' অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী—এতদুভয় স্থানে পরিদৃঢ়।' এ অর্থে পার্থিব ধনের বিষয়ই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে ঐ পদে এক উচ্চভাব সূচনা করে। ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলপ্রদ পরমধন লাভের আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রস্ফুটিত হইয়া মনে করি। যে ধন প্রাপ্ত হইলে, ইহকালে এবং পরকালে প্রবর্দ্ধিত হইতে পার যায়, এখানে 'দ্বিবর্হসং রয়িং' পদে তাহাই বুঝাইতেছে ফলতঃ, ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্রই জয়যুক্ত হইবার কামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে! প্রার্থনা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।'

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধন দান কর; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" * ৭অ—২৭—১সূ ৭সা)।

—•—

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অভ্যাহত্যঽর্ষানপচ্যুতো বাজিন্‌ৎসমৎসু সাসহিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'অনপচ্যুতঃ' (শত্রুভিরনাহতঃ) অপিচ 'সাসহি' (শত্রূণাং অভিভবিতা) ত্বং 'অভ্যর্ষ' (অভিগচ্ছ, পরিক্ষর—অস্মাকং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, সপ্তম ঋক্) অন্তর্গত।

হৃদি ইতি ভাবঃ)। অতঃ (অনন্তরং, হৃদি অধিতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শত্রুনাশেন সদ্ভাবসংজননায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ – হে ভগবন্! অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা সদ্ভাবং সঞ্চারয়ন্ পরমকল্যাণং বিধেহি। (৭অ—২খ – ১সূ ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবন্! রিপুসংগ্রামে শত্রুগণ কর্তৃক অনাহত অপিচ শত্রুদিগের অভিভবিতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। শত্রুনাশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! হৃদয়ের অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করুন। (৭অ—২খ—১সু—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'অনপচ্যুতঃ' শত্রুভিরনাহতঃ 'সাসহিঃ' শত্রুণামভিভবিতা ত্বং 'অভ্যর্ষ' অভিগচ্ছ ক্ষর। গতমন্যৎ। (৭অ ২খ ১সূ ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১০৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত প্রমত্ত। অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত জর্জ্জরিত। আনন্দময় তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব, আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন। সৎ আপনি; সদবুদ্ধিশালী আপনি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান করুন যাহাতে সৎকে—আপনাকে জানিতে পারি, যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। আপনার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে আপনার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইবে। প্রভু! জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, আপনার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন। সুবুদ্ধি প্রদান করুন। আপনার অনন্ত মহিমা—অনন্ত খ্যাতি দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। অকৃতি

অধম আমি; হৃদয়মন্দিরে শূন্য সিংহাসন পড়িয়া আছে। আসুন আসুন দেব! তথায় অধিষ্ঠান করুন। হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হউক; সকল সংশয় দূরে যাউক; সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক সাহায্যে আলোক লাভ করি। হৃদয়ে অনন্ত শত্রু বর্ত্তমান। তাহাদের আক্রমণে অন্তর ছিন্ন ভিন্ন! জানি—আপনি অশেষ শক্তিসম্পন্ন। জানি দেব—শত্রু-সংহারে আপনার শক্তির অন্ত নাই। তাই কাতরে প্রার্থনা জানাই দেব! আমার হৃদয়ের শত্রু বিনাশ করুন। হৃদয়ে জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিয়া দিউন। আপনার জ্যোতিঃকণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' মন্ত্রে এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই প্রকটিত দেখি।

এখানে, এই মন্ত্রে, ভগবানের যে কয়টী গুণ বিশেষণ আছে, তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। অন্তরে অহরহ রিপুসংগ্রাম চলিয়াছে। কাম-ক্রোধাদি অন্তঃশত্রু সমূহ সৎকর্ম্মে বাধা প্রদান করিতেছে। অসতের প্রভাবে সতের বিলোপ সাধন হইতেছে। ভগবান অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। অর্থাৎ—অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই অসদ্ভাবরূপ অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়,—বিশেষণ সমূহে সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। শত্রুর বিনাশে যখন হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, সৎস্বরূপ ভগবানের প্রতি মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি যখন অনন্যাভক্তির উদয় হয়, তখনই তাঁহার সহিত সম্মিলন ঘটে। সেই সম্মিলনই—সেই পরমার্থ-লাভই 'বাজিনৎ'।

মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, (শত্রু-গণকে) অভিভব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" * ৭অ—২খ—১সূ—৮সা)।

—— · ——

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২　　৩　১ ২　　৩　　১ ২　৩　১ ২
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্ম্মণি।

১　২　৩　১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত অষ্টম ঋক) তৃতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন !) বিধর্ম্মণি' (বিশিষ্টফলসাধকে, মোক্ষফলপ্রাপকে ইত্যর্থঃ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ত্বাং' (মোক্ষদায়কং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (ভগবৎকর্ম্মসাধকৈঃ সত্ত্বাবাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'অবীবৃধন্' (প্রবর্দ্ধয়েম হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইত্যর্থঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বাগাঃ হি ভগবৎপ্রাপকাঃ। সত্ত্বাবেন সাধকঃ মোক্ষং অধিগচ্ছতি। তত ভাবঃ—মোক্ষলাভায় সত্ত্বাবসঞ্চয়িতুং প্রবুদ্ধঃ ভবানি ॥ (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্ম্মে আমরা আপনাকে (আপনার সম্বন্ধি কর্ম্মসাধক) সত্ত্বাবসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক। সত্ত্বাবপ্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের নিমিত্ত সত্ত্বাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম ! ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিবিধ ফলস্য ধারকে যজ্ঞে 'যজ্ঞৈঃ' যজ্ঞসাধনৈঃ 'স্তোত্রৈঃ' 'অবীবৃধন্' যজমানা বর্দ্ধয়ন্তি। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১০৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্ম সত্ত্বাব মোক্ষপ্রাপক। সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবৎপ্রীতিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। মানুষ কর্ম্মগুণে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎকর্ম্মের কুফল—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে, শাস্ত্রানুমোদিত সৎপথে চলিয়া যিনি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়।

বড় গোলের কথা আসিয়া পড়ে—শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের নির্ব্বাচন লইয়া। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মে

এবং অসৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখি না। তাই অনেক সময় সৎ ও অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া, মোহান্ধ মানব বিষম বিভ্রমে পতিত হয়। বিচার-বুদ্ধির বৈষম্য-বশতঃ মানুষ তাই সৎকর্ম্ম করিতে যাইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সদসৎ বিচারবুদ্ধির উন্মেষণে তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান-লাভে বিচারশক্তির পরিস্ফুরণ হইলে তখন সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ মানুষ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া, সেই কর্ম্মের সাধন-উদ্যাপনে সাধক আপনার পরম কল্যাণ বিধান করেন। ভগবৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধনে ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব সঞ্চারের প্রথম প্রয়োজনীয়তার বিষয় মন্ত্রের 'বিধর্ম্মণি' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

'যজ্ঞৈঃ' পদে যজ্ঞ সাধনভূত উপাদান সদ্ভাব প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র উপাদান। ঐ দুইটীর সাহায্যেই কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আকর্ষণ ভগবানের আসন টলে তিনি তখন জ্ঞানভক্তি রূপ অশ্ব সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে অধিরোহণ করিয়া ভক্তের পূজায় আগমন করেন। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান; ভক্তের সাহচর্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তি-সংযুত কর্ম্মই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। মন্ত্রে সেই ভক্তিসংযুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন, —"হে ভগবন! আমায় সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন; আমার কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত হউক। আর আপনি সেই কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার অনুগ্রহে আমি মোক্ষধনে সমৃদ্ধ হই।'

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন কর।" এ ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। * (৭অ—২খ ১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।]

৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং 'বিশ্বায়ুং' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং আয়ুঃ-স্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনং' (জ্ঞানময়ং, অক্ষয়ং ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, মোক্ষ-সাধকং ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, পরমধনং বিধায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। (৭অ—২খ ১সূ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্ ! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন)॥ (৭অ—২খ—১সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! যাগেষু ক্লিদ্যমান সোম! ত্বং 'চিত্রং' নানাবিধং 'অশ্বিনং' অশ্ববন্তং চ 'বিশ্বায়ুং' সর্ব্বগামিনং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। গতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (১০৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মায় আত্মসম্মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কহিতেছেন,—'হে দেব ! আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি চাই—মোক্ষ। এখন চাই—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ! পার্থিব ধনজনসম্পদে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এমন ধন চাই, যে ধন পাইলে চাহিবার আশা মিটিয়া যায়—সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দেব ! দয়া করিয়া আমাকে সেই পরম ধন মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রার্থনারও অবধি নাই। পর্য্যাপ্তেরও অতীত বিবিধ বিচিত্র ধনের অধিকারী হইলেও তাহার পাইবার আশা আর মিটে না। যতই

তাহার কামনার পূরণ হয়, নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। মানুষের কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে! শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—নিঃস্ব যিনি, তিনি শতপতি হইতে কামনা করেন; শতপতি সহস্রপতি, সহস্রপতি লক্ষপতি, লক্ষপতি কোটীপতি হইতে বাসনা করেন। যিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইতে চাহেন; যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, তিনি ইন্দ্রত্ব পাইবার কামনা করেন; যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন। এইরূপে উচ্চাবচক্রমে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। তাই, বিচিত্র পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তের অতীত ধনের অধিকারী হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না;—তাই সেই পর্য্যাপ্তেরও অনেক অতীত ধন পাইবার জন্য মানুষ নিযুক্ত হয়। যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকে না, সকল বাসনা কামনার অবসান হয়, সকল তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন সেই ধনের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি; সকল ধনই তাঁহার নিকট বর্ত্তমান। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট; যাচ্ঞা কর—তাঁহার দ্বারে; তিনি সকল কামনার অবসান করিয়া দিবেন।

সংসারী সাধারণ মানব ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া—ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন যে তাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সে যত ধনই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া যায়। আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া যে ভোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য ভোগের এই এক দিক। আর একদিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মন্ত্রে শেষোক্ত রূপ কর্ম্মাচরণেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ, একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে, এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার সেই সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। তবে প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট, প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার পর্য্যাপ্তের অতীত যে ধন, তাহাও তাঁহার নিকট পাইবে। এখানে একটা পর্য্যায়ের ভাব মনে আসে। এখানে, চাহিতে চাহিতে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইবার ইঙ্গিত আছে। মন্ত্র কহিতেছে যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনা পূরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের 'অশ্বিনং' পদে ভাষ্যকার 'অশ্বযুক্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর 'বিশ্বায়ুং' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বগামিনং।' * আমাদের পরিগৃহীত অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নানাবিধ অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন প্রদান কর।" যাহা হউক, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র, পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের লক্ষ্য পরম-ধন বা মোক্ষ ধন লাভ। সাধকের সেই আকুল প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। † (৭অ-২খ-১সূ ১০সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমা সাম।)

২৩ ২ ১ ২ ১ ১২ ৩১র ২র
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।
২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন তেষাং হৃদি প্রবহতি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄণাং পাপনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৭অ ২খ-১সূ—সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ

---

* এই 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোন্নতির বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হইতেন। 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' বলিলে সর্ব্বদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ অশ্বপৃষ্ঠে সংবাহনের ভাব উপলব্ধ করিতে পারি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, দশম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দী' দেবানাং হর্ষকরঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন্ পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরতি। তদেব দর্শয়তি। 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'অন্ধসঃ' দেবানামন্নাত্মকস্য সোমস্য ধারা ধাবতীতি। পুনরপি তদেবাহাত্যন্তাদরার্থং 'তরৎস মন্দী ধাবতি'-ইতি। যদ্বাস্যা ঋচো যাস্কেনোক্তোঽর্থো দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—তরতি স পাপং সর্ব্বং মন্দীয়ং স্তৌতি ধাবতি গচ্ছত্যূর্দ্ধাং গতিং ধারা সুতস্যান্ধসো ধারাভিষুতস্য সোমস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্য (নিরু০ ১৩।৬) ইতি॥ (৭অ ২খ ২স—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতা-দিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেই-খানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় পরমানন্দ লাভ করে। (৭অ-২খ-২সূ—১সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১　২ ৩ ১ ২ ৩　১ ২　৩ ১ ২
উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ।

২ ৩ ২　৩ ১　২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তে প্রথম ঋক্)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ-৪খ—৪সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় (৮৬ পৃষ্ঠা)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসূনাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'উস্রা' (প্রদাত্রী) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সজ্জ্ঞানপ্রদাত্রী ইত্যর্থঃ—ভক্তিরূপিণী দেবী ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলস্য অর্চ্চনাকারিণঃ—মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইত্যর্থঃ)। 'স' (সা ভক্তি ইতি ভাবঃ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন ইতি যাবৎ) 'মন্দী' (অস্মাকং পরমানন্দদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং ভক্তি সজ্জ্ঞানপ্রদাত্রী ভবতু ॥ (৭অ-২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

'উস্রা' (পয়স্বিনী গাভী যথা পয়ঃনিঃসারকং লোকরক্ষাকরং স্তনং ধারয়তি তদ্বৎ) অথবা 'উস্রা' (জ্ঞানকিরণঃ যথা পাপনিঃসারকং বলং ধারয়তি তদ্বৎ) 'দেবী' (দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী) 'বসূনাং' (ধনানাং, লোকহিতকরং শুদ্ধসত্বং সজ্জ্ঞানং চ, অথবা সজ্জ্ঞানসদ্ভাবরূপৌ পরমধনৌ ইতি ভাবঃ) ধারয়তি ইতি শেষঃ। 'স' (সা দেবী ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্তস্য' (মরণশীলস্য শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (সা দেবী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকা পরিত্রাণদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু ভক্তিপ্রবাহাঃ প্রবহন্তু। তেন বয়ং পরমধন প্রাপ্নুয়েম। (৭অ ২খ—২সূ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সজ্জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণধর্ম্মশীল অর্চ্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদিগের পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদিগকে সজ্জ্ঞান প্রদান করুন) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেইরূপ দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ব এবং সজ্জ্ঞান অথবা সদ্ভাব-সজ্জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা

সেই দেবী আমাদিগের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণসাধিকা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হউক। আর তাহাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—৮সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বস্বনাং' ধনানাং 'উস্রা' উৎসরণশীলা প্রদাত্রী 'দেবী' দ্যোতমানা ভূরমানা বা যস্ত সোমস্ত ধারা 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যং' যজমানং 'অবসঃ' রক্ষিতুং 'বেদ' জানাতি। সিদ্ধমন্তৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় অর্থের একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা এই,—"সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" এইরূপ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হইতে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,—সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়াইয়া যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়া, সম্ভাবের অধিকারী হইতে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোম মাদক-দ্রব্য হইতে পারে কি? আর যে সোম মাদকতা উৎপন্ন করে, তাহাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করা চলে কি? সে ভ্রান্ত ভাব অজ্ঞ-জনের হৃদয়েই উদয় হয়। কিন্তু বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করা বলিতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জনের ভাবই বুঝাইয়া থাকে। মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, মাদকদ্রব্য উন্মত্ততা জন্মাইয়া তাহার অনিষ্টই অধিক করিয়া থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী হয় তো, আপনার অজ্ঞতানিবন্ধন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু যত প্রমাণই প্রদর্শন করুন না কেন, বেদের সোম কখনই তথাকথিত মাদক দ্রব্য নহে। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভৃতি।

মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন ভগবৎসম্মিলন লাভে সমর্থ হই। আর সেই জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাদিগের

পরমার্থসাধক হয়।' এখানে 'উস্রা' পদে দ্বিতীয় অন্বয়ে আমরা একটী উপমার ভাব লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিকে সদ্ভাব-প্রদানে সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। এই ভাবে ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়—'পয়স্বিনী গাভী যেমন লোকরক্ষার নিমিত্ত পয়নিঃসারক স্তন ধারণ করেন, সেইরূপ ভক্তিরূপিণী দেবী ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হিতের জন্য সদ্ভাব প্রদান করেন।' আবার জ্ঞানকিরণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিলে, ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়,—'জ্ঞানকিরণ যেমন পাপ-তমোনিঃসারক বল ধারণ করে, ভক্তিরূপিণী দেবীও—হৃদয়ে সদ্ভাবাদি সঞ্চারে সেইরূপ অন্তরের পাপরূপ অন্ধকারকে সবলে নিঃসারণ করেন। 'উস্রা' পদের উপমার এই অভিন্ন ভাববোধক দ্বিবিধ সঙ্গত অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্যে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি—অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করে অনুসারী জনকে আশ্রয় দেয়। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কি অনুপম অত্যুত্তম সামগ্রী লাভ করিয়াছেন। যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সৎসরতা রূপ আনন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়—আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে মিলনের মধুরতা, জীবন জনম মধুময় করিয়া তুলে। তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হইয়া থাকে।

মানুষের পাপের অন্ত নাই। জ্ঞানবুদ্ধির ইতর বিশেষ জন্য সে জ্ঞানে অজ্ঞানে বিবিধ পাপাচরণ করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরে যদি বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়ে যদি ভক্তির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। তখন, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে সে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইয়া, পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার 'তরৎ' অর্থাৎ পাপসমুদ্র উত্তরণের অবস্থা। ভক্তি যখন অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হয়, আর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে যখন ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হই, তখনই সে ভক্তির পাপনাশিকা শক্তি প্রকাশ পায়। ভাব এই যে,—মানুষ যখন ভগবদনুসারী হয়, তাহার চিত্ত যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া সে পাপ পথ পরিহার করে। ভক্তির ইহাই পাপনাশিকা শক্তি। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। মানুষ জন্মজরামৃত্যুর অধীন। যাহাতে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন না হইতে হয়, যাহাতে জন্মগতি রোধ হইতে পারে এবং পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে 'মর্ত্তং' পদে এই ভাব দ্যোতনা করে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—২খ—২দ—২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপধ্বংসকরেণ জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (বহুনি ধনানি ইতি যাবৎ) 'আদদ্মহে' (প্রাপ্নুয়াম, বিন্দাম বয়ং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (সহস্র-সংখ্যাকানি, বহুনি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আদদ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। অনন্তর 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (জ্ঞানভক্তী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকে পরমার্থদায়িকে ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। জ্ঞানভক্তী পরমার্থদায়িকে ভবতাং ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ-২খ-২সূ-৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে বহু ধন প্রদান করুন। অনন্তর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' ধ্বস্রঃ কশ্চিদ্রাজা তথা পুরুষন্তিশ্চ। তয়োরুভয়োরন্যেতরযোগ-বিবক্ষয়া দ্বিবচনং দ্রষ্টব্যং। 'সহস্রাণি' ধনানাং সহস্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং প্রতিগৃহ্নীমঃ। তদস্মাভিঃ প্রতিগৃহীতং ধনমুত্তমমস্থিতি ঋষিঃ সোমং প্রার্থয়ত ইতি সোমস্তুতিঃ। সিদ্ধমন্তৎ

যথাবৎসায় এতয়োর্দ্ধনানি প্রতিজগ্রাহ এবং তরন্ত-পুরুমীঢ়ৌ প্রতিজগৃহতুঃ। তথা চ শাট্যায়নকং -"অথ হ বৈ তরন্তপুরুমীঢ়ৌ বৈদশ্বী ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ বহু প্রতিগৃহ্য গরগিরাবিব মেনাতে তৌ হ স্বাঙ্গুল্যা নাতং প্রতিমৃশাতে তাবকাময়েতামসাতমাবিবেদ নাভংস্থাদাস্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতমিতি ভাবে তচ্চতুর্থ্চমপশ্যতাস্তয়েণ প্রত্যৈতাং তয়োর্ব্বৈ-তয়োরসাতংসাতমভবদাস্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতং স যঃ প্রতিগৃহ্য কাময়েত" - ইত্যাদি। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব সরল। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা দেখি। ব্যাখ্যার ভাব এই -"ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট আমরা সহস্র ধন গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।' ভাষ্যেও ধ্বস্র এবং পুরুষন্তি নামক রাজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রাজার সহিত সোমের সম্বন্ধ খ্যাপনে এই বুঝিতে পারি যে, সোমরূপ মাদকদ্রব্য ভক্ষণে রাজাদের মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইয়াছে। আর সেই উত্তম ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঋষি সোমের স্তুতি করিতেছেন। অথবা ঋষিরা রাজাদিগের উত্তম মদ্য যোগাইতেন, আর সেই মদ্যের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করি না। বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্যসম্বন্ধ খ্যাপন শাস্ত্র-নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পার্থিব-সামগ্রীর সম্বন্ধ-সংস্রব কদাচ অনুমোদন করিবেন না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিল।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্যামূলক পদ দুইটী -'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ'। ঐ দুই পদের বিবরণকার 'পাপধ্বংসকরয়োঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি এবং তাঁহারই পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক যে জ্ঞানভক্তি, যে জ্ঞানভক্তি প্রভাবে পাপ ধ্বংস হয়, প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,-সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপ ধ্বংস করিয়া, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন। 'সহস্রাণি' পদে ধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও ঐ পদে সংখ্যার বহুত্ব বুঝায়; কিন্তু তথাপি ঐ বহুত্ব হইতেই শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে। জ্ঞান-ভক্তি যুগলই যে পাপনাশের প্রধান সহায়, তদ্বিষয় অনেকত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাপ আর কি? অজ্ঞানতাই মানুষের পাপ-পদবাচ্য। অজ্ঞানতা নষ্ট হইলেই সকল পাপ-প্রবৃত্তি তিরোধান হয়। এখানে পাপ বলিতে সেই অজ্ঞানতার প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে,-জ্ঞানভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হউক। অজ্ঞানতা রূপ মূল শত্রুনাশে কামনা-বাসনাদি রূপ অসুরের হীন প্রবৃত্তিগুলি তিরোহিত হউক। নির্ম্মল হৃদয়ে পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিচন্দন মিশ্রিত কুসুমাঞ্জলি

প্রদান করি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগের পাপমোচন করুন। তাঁহারই করুণায় তাঁহারই চরণে চিরতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই।০ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)।

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ১র ৩ ২৩ ১২ ৩১২ ৩ ১২
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।

২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পাপপ্রভাবেন বয়ং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' (অশেষাণি, বহূনি ইতি ভাবঃ) 'তনা' (জন্মানি ইত্যর্থঃ) 'আ দদ্মহে' (প্রতিগৃহ্নীমঃ, ধারিতবন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যয়োঃ' (পাপক্ষালনেন—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) তানি জন্মানি অস্মাভিঃ অপ্রতিগৃহীতানি ভবন্তু, যদ্বা—জন্মগতিনিরোধঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকে) 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতাং—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মাকং জন্মগতিং নিরোধয়ন ইতি ভাবঃ) 'মন্দী' (পরমানন্দহেতুভূতে) 'ধাবতি' (ভবতাং ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জন্মগতিরোধায় প্রার্থনাকারিণঃ সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। নরাঃ যদা জ্ঞানভক্ত্যনুসারিণঃ ভবন্তি তদা তেষাং পুনর্জ্জন্মং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন বয়ং পুনর্জ্জন্মানিরোধং সাধয়াম ইতি ভাবঃ (৭অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপপ্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে পাপক্ষালন দ্বারা আমাদিগের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হউক অর্থাৎ আমাদিগের জন্মগতি রোধ হউক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তী আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হউন। অথবা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল একোনষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)।

সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের জন্মগতি-নিরোধ করিয়া পরমানন্দহেতু-ভূত হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের নিমিত্ত এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জ্জন্ম-নিরোধে সমর্থ হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্য।

'যয়োঃ' ধ্বস্রপুরুষন্ত্যোঃ 'ত্রিংশতং' ত্রীণি শতানি 'সহস্রাণি' চ 'তনা' বস্ত্রাণি 'আদদ্মহে' বয়ং 'প্রতিগৃহ্ণীমঃ' তয়োরন্যাভিঃ প্রতিগৃহীতং তৎ সর্ব্বং অপ্রতিগৃহীতমস্থিতি সোমং ঋষি প্রার্থয়ত ইতি সোমস্যৈব স্তুতিঃ। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—৩স্থ—৪সা)॥

* . *

চতুর্থ (১০৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও বিশেষ জটিলতা সম্পন্ন। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-খ্যাপনেই সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সহিত বস্ত্রাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখিতে পাই। সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা সোমরস পান করাইয়া অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এক আধ খানি বস্ত্র নহে; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র বস্ত্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এইরূপ উপাখ্যানের অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণস্বরূপ। যিনি যে চিত্র দেখিবার সাধ করিবেন, সে দর্পণে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইবে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখিতে পাইলাম না। আমাদের মতে মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। মন্ত্রে জন্মগতি রোধের প্রার্থনা রহিয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা কয়েকটী পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়েও বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদ্বয় সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'তনা' পদে আমরা 'জন্মানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনু' বা 'তনা' পদের অপভ্রংশে ঐ 'তনা' পদ সিদ্ধ বলিয়া মনে

করি। 'আদদ্মহে' ক্রিয়াপদের যে অর্থ ভাষ্যে নিষ্প হইয়াছে, তাহাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া পদের সহিত 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি'। তাহার সহিত 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি।' 'যয়োঃ' পদের লক্ষ্য, ভাষ্যানুসারে, 'ধ্বস্র' ও 'পুরুষন্তি'। তাঁহারা সব—জন্মজরামরণশীল। মানুষ অনন্ত পাপের আধার। পুনরাবর্ত্তন সেই পাপের প্রতিক্রিয়া। পুনর্জ্জন্ম-রোধ করিতে হইলে—জন্মগতি নিবারণ করিতে হইলে, পাপের উৎসকে সমূলে নাশ করিতে হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিতে সেই পাপ ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' পদদ্বয়ের এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের 'যয়োঃ' পদের অর্থ এইভাবেই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হইয়াছে এই যে,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তির সহায়তায় আমরা সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া জন্মগতি রোধে উদবুদ্ধ হইতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ফলতঃ কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত হইলেই কর্ম্মবন্ধন - ভববন্ধন ছিন্ন হয়; সেই কর্ম্মই জন্মগতি-রোধে সহায় হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই সাধনার সামগ্রী, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। তাহাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। সেই কর্ম্মসাধনে, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনে, সংসারে গতাগতি নিরোধের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ ২খ ৩সূ ৫সা)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ২র ৩২

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে।

৩ ১ ৩ ৩ ১২

মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তমস্য' (পরমানন্দদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'এতে' (অস্মাভিঃ আকাঙ্ক্ষিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) গৃণানাঃ' (প্রার্থনাকারিণাং শরণাগতানাং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত, চতুর্থ ঋক)।

—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'মহে' (মহতে) 'শ্রবসে' (বলপ্রাণসংরক্ষণায়, সৎস্বরূপেণ সহ সম্মিলনায়, যদ্বা—অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'অসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু—হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ অস্মান্ পরমার্থসাধনসমর্থান্ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদিগের বলপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্ত (অথবা সৎস্বরূপের সহিত মিলনসাধনোদ্দেশ্যে) অথবা আমাদিগের পূজা সর্ব্ব-দেবগণকে প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত (আমাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমূহ আমাদিগকে পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদিন্তমস্য' দেবানাং মাদয়িতৃতমস্য রসস্য সম্বন্ধিন এতে সোমা অভিষুতাঃ স্বরূপাঃ 'গৃণানাঃ' স্তূয়মানাঃ 'মহে' মহতে 'শ্রবসে' অস্মাকং বলায় 'ধারয়া' 'অসৃক্ষত' গচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাবপ্রভাবে সৎস্বরূপে আত্মসম্মিলন জন্য উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত সদ্ভাব-সমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেন আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, এবং আনন্দময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ আছে, তাহা এই,—"ঋত্বিকগণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইঁহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।' বলা বাহুল, ব্যাখ্যার ভাষ্য সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত হয় নাই।* (৭অ—২খ-৩সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, বিষষ্টিতম সূক্ত, দ্বাবিংশ ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ১ ৩
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি।
৩১২ ৩ ১ ২
সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'নৃম্ণা' (বলেন, কর্ম্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) তথা 'গব্যানি' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'পুনানঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বীতয়ে' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, যদ্বা—কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি সংপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (অগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সনদ্বাজঃ' (সত্তাবজনকঃ ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'স্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা সমুদ্ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি ভবন্তু। অপিচ তানি কর্ম্মাণি অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু। (৭অ-২খ-৩সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! কর্ম্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সত্তাবজনক আপনি, দেবগণ-সমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হউক; অপিচ, সেই কর্ম্ম আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—২ম)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'নৃমণা' নৃমণানি ধনবৎ প্রিয়তরাণি 'গব্যানি' গো-সম্বন্ধীনি ক্ষীরাদীনি 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অভ্যর্যসি' অভিগচ্ছসি। হে সোম! 'সনদ্বাজঃ' দীয়মানান্নঃ ত্বং 'পরি' পরিতঃ 'স্রব' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষর॥ (৭অ ২খ—৩সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি - এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রেই ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক---তিন ভাব সমষ্টিভাবে ও পৃথকরূপে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় আমরা তাই ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের সহিত মত-পার্থক্যেরও তাহাই একমাত্র কারণ। শাস্ত্রবাক্যানুসরণে আমরা বেদমন্ত্রকে নিত্য অপৌরুষেয় মানিয়া লইয়া এবং বেদমন্ত্র পরমার্থ-সাধক তাহাই উপলব্ধি করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াছি। তাই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরুষসম্বন্ধখ্যাপক অনিত্য সামগ্রীর সমাবেশ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহা আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীরাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইয়াছে,—"হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক। সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।"

আমরা কোনও ব্যাখ্যাই অনুমোদন করি না। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞ পক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাহারা তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করাইবার নিমিত্ত যেন তাঁহাদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সনদ্বাজ' পদেও ঐরূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করে। আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, আবার প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন,

এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই। তিনিই কর্ম্মের প্রেরক, মানুষকে তিনিই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনিই সে কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। আবার তাঁহার কর্তৃকই কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে; তিনি কর্ম্মের প্রেরণা দেন, আবার তিনিই সেই কর্ম্মকে গ্রহণ করেন। সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এস, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর। আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। নির্ভর তোমারই উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সত্ত্বাবরূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করি। মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাব-সমন্বিত হইলে তাহাই পরমার্থসাধক হয়। সেই দেবভাব সঞ্চিত হইয়া ভগবৎকর্ম্মের সাধনে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনায় এখানে সাধক অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (১অ—২খ ৩সূ ২সা)॥

* ——

তৃতীয় সাম।

৩ ২ ৭ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে ভগবন্! 'জমদগ্নিনা' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেন সাধকেন ইতি ভাবঃ অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমানেন তন্নাম্না ঋষিণা ইতি যাবৎ) 'গৃণানঃ' (সম্পূজ্যমানঃ, অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোমতীঃ' (বিশুদ্ধজ্ঞানসমন্বিতানি) 'পরিষ্টুভঃ' (স্তোত্রানি—গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাং) 'ইষঃ' (অভীষ্টং) সম্পূরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ ভগবান অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ হে ভগবন্! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক কর্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুসৃত আপনি, আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযুত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, [illegible] সূক্ত, ত্রয়োবিংশী ঋক)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)"। (৭অ—২খ—২সূ—৩সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে সোম! 'জমদগ্নিনা' জমদগ্নিনাম্না ঋষিণা ময়া 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তানি 'পরিষ্ণুতঃ' পরিতঃ স্রোতব্যানি সর্ব্বাণি 'ইষঃ' অন্নানি দেহীত্যর্থঃ। (৭অ-২খ ৩সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১০৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡•‡×——

মন্ত্রটী জটিলতা-সম্পন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই অনিত্যবস্তুর সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—জমদগ্নি ঋষিই যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তিনিই যেন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আর তিনিই যেন অন্ন-ধনাদি প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহারই প্রসঙ্গে এই মন্ত্র উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সহিত জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত করিয়া যেন কহিতেছেন,—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে অন্ন এবং গোধন প্রদান কর।' ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ভাব হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যাখ্যাকারের সে ব্যাখ্যা এই,— "হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।"

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রমধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্ন ভাবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ নাই, নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্ত কাল হইতে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন, মন্ত্রে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। দুই একটী পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আমাদিগের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রথমেই 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু হইতে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তাহা হইতে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাহাকেই 'জমদগ্নি' বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্নি কি ভক্ষণ করেন?' লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নহে। এখানে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কলুষ-ক্লেদ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু। যাঁহারা

সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভস্মণের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়াগ্নিই কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছে। ফলতঃ, যিনি আত্মদর্শী—যাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 'জমদগ্নি' পদে সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন আত্মদর্শী সাধককেই বুঝাইতেছে। আত্মদর্শী যিনি, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাঁহার হৃদয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের পূজায় সমর্থ। তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদ্বয়ে তাই 'আত্মদর্শীদিগের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। ভাব এই যে,—'আত্মদর্শী যাঁহারা, ভগবান যখন তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন, সুতরাং সদ্‌জ্ঞান-লাভে আমরাও যেন তাঁহার পূজায় সমর্থ হই।'

ফলতঃ, সূক্ত-শেষে, মন্ত্র এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ, সদ্‌বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি, এবং সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলন, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবার এবং গুণ শুনিতে শুনিতে সেই গুণে গুণান্বিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অন্তরে উপজিত হয়, মন্ত্র সেই আদর্শই ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে করি—'হে ভগবন! আমাদিগকে আত্মদর্শনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া, আপনার সামীপ্য সাযুজ্য লাভের অধিকার প্রদান করুন। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক।'* (৭অ-২ধ-৩সূ-৩সা)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব

১ ২ ৩ ১ ২

সং মহেমা মনীষয়া।

২ ২উ ৩ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১র

ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র

মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডলে ষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজায়, সদৈব অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসে' (জাতপ্রজ্ঞায় দেবায়, জ্ঞানদেবায় ইত্যর্থঃ) 'রথমিব' (পরিত্রাণোপায়স্বরূপং, যদ্বা—ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব) 'ইমং' (বক্ষ্যমাণং শ্রেষ্ঠং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'মনীষয়া' (বুদ্ধ্যা সহ, বিচারপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সং মহেম' (সম্যক্ পূজয়াম, হৃদি অনুধ্যায়েম); জ্ঞানলাভায় বেদমন্ত্রানুধ্যানং অবশ্যকর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ; 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সংসদি' (সখ্যতায়াং, জ্ঞানানুসারিতায়াং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িকা) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানানুসারিতায়াং কল্যাণং অবশ্যম্ভাবিনং—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে, ত্বদ্ভাবসম্পন্নে সতি, ত্বদনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অনুসারিণঃ, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'মা রিষাম' (কেনাপি হিংসিতা মা ভবাম, সর্ব্বত্রৈব রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া জ্ঞানং হি অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা ॥ (৭অ-৩থ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক আমরা সম্যক্ পূজা করিব—হৃদয়ে অনুধ্যান করিব; (ভাব এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রানুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িকা হয়; (ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী); হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চ্চনাকারী আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—সর্ব্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানানুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩থ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাত-প্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং স্তোমং রথমিব যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সম্মহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্যাগ্নেঃ 'সংসদি' সম্ভজনে 'নঃ' অস্মাকং

'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা হি' কল্যাণী সমর্থা খলু অতএব যা বুদ্ধ্যা স্তুম ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' 'তব সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবামঃ অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ। অর্হতে—অর্হ পূজায়াং, (ভ্বাদি) অর্হঃ প্রশংসায়ামিতি (৩।২।১৩৩) শতৃঃ শত্রাদেশঃ, শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১।৪) শতুশ্চাহুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৮৬)। মহে মহ পূজায়াং (ভ্বা০ প০)। রিষাম রিষ হিংসায়াং (ভ্বাঃ প০)। ব্যত্যয়েন শঃ (৩।১।৮৫)। তব যুষ্মদস্মদোঙসি (৬।১।২১১) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ১।

* * *

প্রথম (১০৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

*

সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়ব-সমূহের একীকরণ-কার্য্যে এই ঋকটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটীতে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশমান। উহার প্রথম চরণটী সঙ্কল্পমূলক—আত্মোদ্বোধনা চক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশমান; এবং ঐ চরণের দ্বিতীয় পাদে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত। জ্ঞানের অনুসরণে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানানুসারিতার শুভফল প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক, জ্ঞানসংযোগে রিপুনাশের আত্মরক্ষার প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, তৎপক্ষে কি প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি প্রকারে সে অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথমিব' উপমা উপলক্ষে নানা জনের নানারূপ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ ঐ উপমার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 'তক্ষণকারী সূত্রধার যেমন রথের সংস্কার করে, সেইরূপে আমরা অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'রথের ন্যায়' মাত্র প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। * অপিচ, ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলের ব্যাখ্যাতেই 'রথের ন্যায়' এই

---

* গ্রিফিথ্ স লিখিয়াছেন "We frame with our mind their eulogy as it were a car." তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—"As it were a car:—as a carpenter constructs a car or wain." রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—"রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি।" ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে প্রকাশ,—"We have sent forward with thoughtful mind this song of praise like a chariot to the worthy Jatavedas." ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Let us build up this hymn of praise." কিন্তু গোল্‌ডিং রোথ মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন কল্পনা করেন। তাঁহার মতে—'সংমহেমা' স্থলে 'সম্যক' 'সম-অহেমা' পাঠ হওয়াই সমীচীন। এই উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ পূর্ব্বের একটী মন্ত্র। (১ম - ৬৪সূ - ৪ঋ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার

মন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি" এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের রচনা-উপলক্ষেই যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, এখানকার এই 'রথমিব' উপমায় 'পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপমা, এই ভাবে, এই অর্থেই পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। 'সংমহেম' পদে, 'সম্যক্ পূজা করিব সর্ব্বথা অনুসরণ করিব' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানলাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিব;—মন্ত্রের প্রথমাংশে ঐ বাক্যাংশে, এইরূপ লক্ষ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু ঐ 'রথমিব' পদের আরও এক সুষ্ঠু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ঐ পদের প্রতিবাক্য 'ভগবতোঽভীষ্টদেবস্ত চরণমিব' পদ গ্রহণ করা যায়। চরণার্থ গ্রহণের যুক্তি এই যে, শব্দমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তোত্রে তাঁহারই পাদবন্দনাভিব্যঞ্জক। স্তব, মন্ত্র, জপ, পূজা ও ধ্যানাদির দ্বারা মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়। দেবভাব প্রাপ্ত হইলে, মানবের আর হিংসার ভয় থাকে না অর্থাৎ কেহ তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রটী ভগবচ্চরণবন্দনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত ও হিংসাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনামূলক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনীষয়া', 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'মনীষয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক' অর্থ প্রাপ্ত হই। উহার ভাব এই যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল না; মন্ত্রোচ্চারণে আমরা যে সুফল প্রাপ্ত হই না, তাহার কারণ এই যে, মনীষার দ্বারা আমরা মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত নহি। এখানে তাই স্মরণ করান হইয়াছে,—মনীষার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক গুরূপদেশক্রমে বেদমন্ত্র অনুধ্যান করিবে। উহা হৃদয়ের সামগ্রী; উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই 'মনীষয়া' পদের তাৎপর্য্য। 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' পদদ্বয়ে, একই ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানের 'সংসদি' এবং 'সখ্যে' বলিতে, জ্ঞানের সহিত সখিত্ব আত্মীয়তা স্থাপনের ভাব আসে। সে আত্মীয়তা—সে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের সমাবেশে সমর্থ হইলে, সর্ব্বথা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন, কোনও শত্রুই আর হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; কামক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয়,—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমরা যেন মন্ত্রমাহাত্ম্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, এবং তাহার ফলে আমাদিগের শত্রুগণ যেন পর্য্যুদস্ত হয়। * (৭অ-৩খ-১সূ-১সা)।

অর্থে লিখিয়াছেন, "To him I send forward a song of praise as a carpenter (fits out) a chariot." যাহা হউক, 'এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেখানে (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) এবং এখানে উভয়ত্র আমরা 'রথমিব' উপমায় একই ভাব গ্রহণ করি। রথ যে পরিত্রাণোপায় অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বথা তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত (প্রথম মণ্ডল, ৯৪ সূক্ত, প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ২ ৩ ২　৪ ১ ২　৩ ১　২　৩ ১ ২ ৩
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীꣳষি তে চিতয়ন্তঃ

২ ২　৩ ২
পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।

৩ ১ ২　৩ ১　২　৩　১　২র　৩　১
জীবাতবে প্রতরꣳ সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে

২র　৩ ১র　২র
মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ইধ্মং' (ইন্ধনসাধনং জ্ঞানোদ্দীপকং উপকরণং ইত্যর্থঃ) 'ভরাম' (হৃদি সম্পাদয়াম, সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); 'পর্ব্বণাপর্ব্বণা' (প্রতিকর্ম্মানুষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ উদ্বোধয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং যেন) 'তে' (তুভ্যং) 'হবীꣳষি' (কর্ম্মাণি) 'কৃণবাম' (করবাম); 'জীবাতবে' (অস্মাকং জীবনৌষধায়, অস্মাসু চিরকালাবস্থানায়) 'ধিয়ঃ' (অস্মাকং কর্ম্মাণি) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং) 'সাধয়' (নিষ্পাদয়); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে সতি, জ্ঞানসংসর্গ-লাভে) 'বয়ং মা রিষাম' (কদাচ বয়ং শত্রুভিঃ হিংসিতা ন ভবাম, সদৈব রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্পপ্রার্থনামূলকঃ। ভাবঃ হি—বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় জ্ঞানানুমোদিতস্য কর্ম্মণঃ সম্পাদনায় চ প্রতিজ্ঞাবদ্ধাঃ ভবাম; সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (৭অ—৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞানোদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন করি—উৎপাদন করি; প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্ঞাপিত করিয়া—উদ্বোধিত করিয়া উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করি; আমাদিগের জীবনৌষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদিগের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিয়া দিউন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গ-

শাত্তে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই,—হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদন জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩খ—১সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে! 'ত্বদ্যাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একাবিংশতিদ্রব্যাত্মকং সমিৎসমূহং 'ভরাম' সম্ভরাম সম্পাদয়াম, তদনু 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদিলক্ষণান্যন্নানি বয়ং 'কৃণবাম' করবাম। কিং কুর্ব্বন্তঃ? 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতিপক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং॥ চিতয়ন্তঃ—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ পা০) সংজ্ঞাপূর্ব্বস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। পর্ব্বণা—'নিত্য-বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)' ইতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)'—ইতি পরস্যাম্রেড়িত-সংজ্ঞায়াং অনুদাত্তত্বং (৮।১।১৯)। প্রতরাং তরবন্তাৎ প্রশব্দাৎ ক্রিয়াপ্রকর্ষে বর্ত্তমানাৎ 'কিমেত্তিঙব্যয়াদাম্বদ্রব্যে (৫।৪।১১)'—ইত্যামুপ্রত্যয়ঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এইস্থানেরও 'ইধ্ম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আনয়ন করিয়াছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মন্ত্রটীতে যুগপৎ আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে পক্ষে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ "পর্ব্বণাপর্ব্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবাম" বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া জ্ঞানানুসারী কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখি। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুইটী অংশে সম্পূর্ণরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুই অংশ প্রার্থনা বা কামনা-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম প্রার্থনার মধ্যে 'জীবাতবে' পদ প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের প্রতিবাক্য—'জীবনৌষধায়।' ভাব এই যে,—জ্ঞান যেন আমাদিগের জীবনের ঔষধ-স্বরূপ হয়, জ্ঞান যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া থাকে, আমরা যেন কখনও জ্ঞানহারা হইয়া বিপথে বিভ্রান্ত না হই। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ধিয়ঃ'। ঐ পদে কর্ম্মসমূহকে বা বুদ্ধিসকলকে বুঝায়। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক, বুদ্ধি জ্ঞানহারা না হয়—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

উপসংহারে যথাপূর্ব্ব সেই একই কামনা—জ্ঞানাধিকারী হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই—শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * (৭অ-৩খ-১সূ—২সা)।

— • —

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ড। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২৩ ১
শকেম ত্বা সমিধঁ৺ সাধয়াধিয়স্ত্বে
৩ ২ ৩ ১২৩১ ২
দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।
১ ২ ৩ ১র ২র৩ ২ ১ ২র ৩ ১
ত্বমাদিত্যাঁ৺ আ বহ তান্হ্যুঃ৩ঽশ্মস্যগ্নে সখ্যে
২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধং' (সম্যক্‌প্রদীপ্তং কর্ত্তুং, হৃদি উদ্বোধয়িতুং ইত্যর্থঃ) শকেম' (বয়ং সমর্থাঃ ভবেম); হে দেব! 'ধিয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা) 'সাধয়' (সম্পাদয়, প্রবৃদ্ধয় বা); 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'আহুতং' (প্রদত্তং সম্মিলিতং ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং কর্ম্ম, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দীপ্তিদানাদিগুণাঃ দেবভাবাঃ বা) 'অদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি, তৎকর্ম্ম সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সকাশাৎ উৎপন্নান সর্ব্বান্ দেবভাবান, সকলান সদ্‌গুণান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (ত্বং অস্মান্ প্রাপয়, অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়); 'তান্' (দেবান্) 'হি' (সদৈব) 'উশ্মসি' (বয়ং কাময়েমহি); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণি সতি) 'বয়ং মা রিষামা' (বয়ং কেনাপি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম-৯৪সূ-৪ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

হিংসিতা ন ভবাম, সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারী জনঃ সকলদেবভাবস্য অধিকারী ভবতি সর্ব্বথা রক্ষাং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যেন আমরা সমর্থ হই; হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে আপনি সম্পাদন করিয়া দিউন অথবা আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া দিউন; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্ম্মকে—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হউক; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হইতে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সদ্‌গুণকে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্ব্বদা কামনা করি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানানুসারী হইয়া, আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হয়েন এবং সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সম্যগিন্ধং কর্ত্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। তথা 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয়। ত্বয়া হি সর্ব্বে নিষ্পদ্যন্তে যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্নাবাহুতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ দেবা 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি, তস্মাদেবং সাধয়েত্যর্থঃ। অপি চ ত্বং 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ দেবান্ 'আবহ' আবহ যজ্ঞার্থমানয়। তান্ হি ইদানীং বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ॥ শকেম শক্‌ল শক্তৌ—(ভ্বা০ প০) লিঙি আশিষ্যঙ্ (৩।১।৮৬) ঋদৃশোঽঙি গুণঃ (৭।৪।১৬) অত্র এব স্বরঃ শিষ্যতে। সাধয় — এতৈঃ দীপ্যৌ (কৃৎ) অস্মাৎ সম্পদাদি-লক্ষণকর্ম্মণি কিপ্। ত্বে সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) সপ্তম্যেকবচনস্য শে আদেশঃ। উশ্মসি—বশ কান্তৌ (অদা০ প০), ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬) অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্ (২।৪।৭২), গ্রহিজ্যে-ত্যাদিনা সম্প্রসারণং (৬।১।১৬)। (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রটীর সহিত সাংবেদ্দীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশক্তিকায় পরিলক্ষণ-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

সাধারণ অগ্নির উপলক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। তদনুসারে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমাকে যেন আমরা প্রজ্বলিত করিতে পারি; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেও; কেন-না, তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দেবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অদিতির পুত্র দেবগণকে তুমি আনিয়া দেও; আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করায়, শত্রুগণ রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে।' এই মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য পথে প্রধাবিত। মন্ত্রে আছে—'ত্বা সমিধং শকেম।' অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; অতএব, ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'হে অগ্নি, আপনাতে যেন সমিধ নিক্ষেপ করিতে পারি।' কিন্তু এ কি আর প্রার্থনা? সমিধ জ্বালানই কি প্রকৃষ্ট কার্য্য হইল? কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি, এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। 'সমিধং' পদে অগ্নি জ্বালাইবার ইন্ধন অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করার উপকরণ-পক্ষেই মন্ত্রার্থে আমরা সঙ্গতি দেখি। এইরূপে "ত্বা সমিধং শকেম" বাক্যাংশে ভাব পাই এই যে, 'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উদবুদ্ধ জাগরূক করিতে পারি।' তবে 'ধিয়ঃ সাধয়' পদদ্বয়ের ভাব-বিষয়ে ভাষ্যাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কোনই মতান্তর প্রকাশ করি না। কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে দেবতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিউন—ইহাই ঐ অংশের মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে "ত্বয়ি আহুতং হবিঃ দেবাঃ অদন্তি" এবং "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দুই বাক্যাংশে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মত পোষণ করি। ঐ দুই অংশ রূপকে দেবতত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানের সহিত মিলিত জ্ঞানে উৎসৃষ্ট—কর্ম্মই দেবগণ গ্রহণ করেন; সেইরূপ কর্ম্মই সকল দেবভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মই সকল সদ্গুণের প্রাপক হইয়া থাকে। তার পর, অদিতিই বা কে আর আদিত্যই বা কে—তাহা বুঝিলেই "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুভূত হয়। 'অদিতি' ও 'আদিত্য' শব্দের মর্ম্ম আমরা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মস্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার অঙ্গীভূত বিভূতিনিচয় যথাক্রমে অদিতি ও আদিত্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত কর্ম্ম সেই বিভূতি-সমূহকে দেবভাবনিবহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই মর্ম্মার্থ * (৭অ ৩খ ১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিশ বর্গের (১ম—৯৪সূ—৩ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান *

২১ র ২১২র র১ র২১ ৩ র র র
ইন্দ্র স্তোমমর্হতে জাতবেদসায়ি। রথমিবসম্মহে মামনীষয়া।
র ২ ১২ ১
ভদ্রাহা২ ০য়িনাঃ। প্রামতিরস্ত সংস। স্তগ্নায়ি॥ (১)
১র২র ১২১র২র ১র ২১ র
ভরামেধ্মঙ্কৃণবামাহবীংষিত্তায়ি। চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণাবয়াম্।
র র ২ ১ ২র র র১
জীবাতা ২ ৩ বায়ি। প্রাতরাং সাধয়াধি। যোগ্নায়ি॥
২১র ২র ২র১র৩১ ১রর র র
(২) শকেমত্বাসমিধং সাধয়াধিয়াঃ। ত্বদেবাহবিরদন্ত্যাহুতাম্।
২ ১ র২ র ১ ২A ৫র২
ত্বমা ২ ০দী। ত্যাং আবহতানুছাশ্ম। স্তগ্নায়ি সাখ্যাং। ঔহো
৩র২ ১র ২ ১২ ২
৩৪ বাহায়ি। মা। রায়িষা ২ ৩ মা ৩। হোবা ৩ হায়ি।
১ ২n ১
ষাস্তা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩। ঔ২৩৪৫ ই। ড (৩) ॥১৷২৷০॥

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২৩ ১২ ৩১ ২ ৩ ১২৩
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম।
৩ ১২ ২ ১২
অর্য্যমণং রিশাদসম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মন্ত্র সদসংচিত্তবৃত্তী! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদিতে প্রকাশিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং, মিত্রবৎপরমহিতাকাঙ্ক্ষণং ইত্যর্থঃ) 'রিশাদসং'

* প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। সেই গেয়-গানটীর নাম—'সমন্তং'।

(শত্রূণাং অভিভবিতারং।) 'বরুণং' (স্নেহকারুণ্যসম্পন্নং, পরমদয়ালং—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ইতি ভাবঃ) 'অর্য্যমণং' (শ্রেষ্ঠং—আত্মোৎকর্ষসাধকং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রত্যেকং (উভৌ ইত্যর্থঃ) 'গৃণীষে' (প্রার্থয়তং প্রতিষ্ঠাপয়তং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। যদা জ্ঞানসম্পন্নঃ ভবতি তদা নরঃ ভগবৎপূজায় সমর্থঃ ভবতি। জ্ঞানং বিনা ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং জ্ঞানলাভায় যতামহ। (৭অ-৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদ্ভাসিতে সতি) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং' (বরুণদেবং) 'বাং' (যুবাং) তথা 'অর্য্যমণং' (অর্য্যমাদেবং) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'গৃণীষে' (স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবৎপূজনায় বয়ং জ্ঞানসমন্বিতাঃ ভবাম। তেন ভগবৎকরুণালাভঃ সুগমঃ ভবতি। (৭অ-৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সদসৎচিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত হইলে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদিগের অভিভবকারী স্নেহ-করুণাসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও আত্মোদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবৎপূজাসম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! মিত্রদেব আপনি এবং শত্রুনাশক বরুণ দেব—আপনাদিগের উভয়কে এবং অর্য্যমা দেবতাকে প্রত্যেককে স্তুতি করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাঁহাকে যেন ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারি)। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'মিত্রং' স্বাং 'বরুণং' চ 'বাং' যুবাং 'রিশাদসং' শত্রূণামত্তারং 'অর্য্যমণং' চ 'প্রতি' প্রত্যেকং 'গৃণীষে' স্তবে। কদা? ইতি উচ্যতে 'সূরে' সূর্য্যে দেবে 'উদিতে' সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। (৭অ—৩খ—২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে ইহার অর্থ নিষ্কাশন করিবেন, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকার কর্ত্তৃক আর এক দৃষ্টিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে; আর ভক্ত সাধক মন্ত্রের মধ্যে অন্য ভাব প্রতিভাত দেখিবেন। ফলতঃ, অধিকারী ভেদে মন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে মিত্রের খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘসঞ্চার প্রতিভাত হইবে। আর সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুকর্ষণে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইতেছে। লৌকিক হিসাবে, মিত্র ও বরুণ উভয়ের সাহায্যে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়; আর অর্য্যমার প্রভাবে কর্ষণ ও শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিক যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি প্রদানে তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; ফলে, আকাশে মেঘসঞ্চারে সুবর্ষণ সুকর্ষণে ধরিত্রী ফলশস্য-সমন্বিতা হয়েন; তাঁহাদেরই কৃপায় যথাকালে বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে। পশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকারও ইহার অধিক উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না।' তাই তাঁহাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুইজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয়লাভ করে।"

কিন্তু ভক্ত সাধক এ মন্ত্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে—মন্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হইলেই মানুষ ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।' তাই জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করিতে পারিলে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দেবতা ও দেবভাবসমূহ সকলেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি মাত্র। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ—প্রথম অন্বয়ে সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মিত্ররূপে, বরুণরূপে, অর্য্যমারূপে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতি জগতে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইয়াছে—"হে মিত্রদেব ও বরুণদেব আপনারা উভয়েই প্রভূত বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুনাশক। আপনারা অর্য্যমা দেবতার সহিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন।' ভাব এই যে,—'আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ ভগবানের অনুধ্যানে নিরত থাকি।' ফলতঃ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের স্বরূপ; তাই মিত্রের সহিত জ্ঞানের, বরুণের সহিত ভক্তির এবং অর্য্যমার সহিত কর্ম্মের উপমার ভাব আমরা মন্ত্রে প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সেই উপমা লক্ষ্য

করিবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যরশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্য্যের উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব ও হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে সুবর্ষণের দ্বারা আপনারা যেমন জন-সমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার (ভগবানের)' সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি দানে সহায় হউন।'

মন্ত্রের 'সূরে উদিতে' পদের 'জ্ঞানোদয়ে' অর্থ হয়। তাহা হইতে 'জানা বুঝা' প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে (ভগবানকে) জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা কেমন জানা? আর সে বুঝাই বা কেমন বুঝা? তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর সত্ত্ব; এমনই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে, আর এমনি ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহার পূজায় অধিকার আসিবে। এখন বুঝিতে হইবে—সেই যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অন্তঃশত্রু নাশের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি অজ্ঞানতা-প্রসূত আসুরবৃত্তিসমূহ। সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া, ক্ষমা সত্য সরলতা, সদ্গুরুপরায়ণতা, বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি, স্থিরচিত্ততা, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, পুত্রকলত্রাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্মজরামৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি দুঃখে দোষদর্শন, অনন্য নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারিলেই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। ফলতঃ, নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ আত্মযোগ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই ভগবানের প্রতি অচঞ্চলভাবে ভক্তিকে (কর্ম্মকে) যুক্ত করা সম্ভবপর হয়। এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানও অধিগম্য হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি পরিহারে অনন্যনিষ্ঠার দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর অনুধ্যানে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন; আর বুঝিতে পারেন—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারেন—তিনিই পর—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ফলতঃ, তিনিই জ্ঞাতব্য; তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য কিছুই জানিবার নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬৷১৬) তাই বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ইন্তরোহয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধি-

পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' গীতায়ও এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার প্রসঙ্গে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশে সমর্থ হই। আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন যাহাতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'

'সূরে উদিতে' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"সূরে সূর্য্যদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ"; অর্থাৎ,—প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইলে। এ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। রজনীর অন্ধকারে ধরণীর ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন থাকে। উষাকালে সূর্য্যোদয়ে রজনীর অন্ধকার-বিনাশের ন্যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকারসমূহ বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উদয়ে ধরণী যেমন প্রফুল্লিতা মুখরিতা হয়েন, তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অন্তরের মলিনতা নাশ লইয়া অন্তর প্রফুল্ল হয়। সূর্য্যের উদয়ে সুপ্ত ধরণী যেমন জাগ্রত হয়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ও তেমনি জাগরিত হইয়া উঠে। অন্তঃশত্রুর নাশও এইরূপেই সাধিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রিশাদসং' পদের এই অর্থেই সার্থকতা। 'অর্য্যমণ' পদে আমরা আত্মোৎকর্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে, যে উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কৃষিকার্য্য প্রাপ্ত হয়—সেই অর্য্যমা। ধাতু নানা অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ঋ' ধাতু কর্ষণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ষণের দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়; তেমনি কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সাধনা উপাসনা-রূপ কর্ম্মই সেই কর্ষণ-পদবাচ্য। সাধনার দ্বারা—সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা যিনি আত্মার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'অর্য্যমণ' বা 'অর্য্যমা'। আমরা এই ভাবে 'অর্য্যমণং' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায়ই প্রকাশ

পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভগবৎপ্রেরণায় ভগবৎকর্ম্মে নিরত হইবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে বর্ত্তমান। * (৭অ—৩খ ২সূ—১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১　২ ৩ ২　৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২　১ ২
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।

৩ ১　১ ২র　৩ ১ ২
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'মতিঃ' (কর্ম্মং) রায়া (পরমধনলাভায়) 'অবৃকায়' (শত্রুনাশেন ইতি ভাবঃ) 'শবসে' (বলায়, কর্ম্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ভগবতি সমর্পয়তি ইতি শেষঃ। অতএব 'ইয়ং' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'মেধসাতয়ে' (যজ্ঞফললাভায়, যদ্বা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায়) বিনিযুক্তং ভবতু, ভবিতুমর্হতি বা ইতি ভাবঃ। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য সাধকস্য কর্ম্মফলং ভগবন্তং প্রতি স্বয়মেব গচ্ছতি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণেন বয়মপি ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণসামর্থ্যলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (৭অ ৩খ—২সূ—২সা॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম, পরমধনলাভের নিমিত্ত, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হউক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের কর্ম্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্)।

আমরাও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণের সামর্থ্যলাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছি)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিরণ্যয়া' হিতরমণীয়েন 'রায়া' ধনেন সহিতয়া 'অবৃকায়' অহিংস্রায় 'শবসে' অস্মাকং বলায় 'ইদং' ইদানীং ক্রিয়মাণা 'মতিঃ' স্তুতির্ভবাস্বিতি শেষঃ। হিরণ্যয়া—ইত্যত্র সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ৈকবচনস্য যাজাদেশঃ॥ কিঞ্চ হে 'সিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ! 'ইয়ং' এব স্তুতিঃ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞলাভায় চ ভবতু। (৭অ—৩খ ২সূ ২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১০৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আপনাদিগের সাধনা প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবান আপনিই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ মোক্ষধন তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরেও যাহাতে সদ্ভাব-সচ্চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে।' মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,-'আমরাই বা কেন পারিব না? আমরাই বা সে আদর্শের অনুবর্ত্তনে কেন সমর্থ হইব না? সম্মুখে এমন উচ্চ আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে; পরম দয়াল ভগবান আমাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, এমন উজ্জ্বল আলেখ্য সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার অনুবর্ত্তনে কেনই বা সমর্থ হইব না? আমরাও তো সেই মানুষ! মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের পক্ষেই বা তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন?' এইরূপ উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগের সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে

ভাষ্যের ভাব একরূপ, ব্যাখ্যার ভাব একরূপ, আর আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবা দিবা) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে। "কি হইতে কি ভাবে যে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু ভাষ্য হইতে ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি,—সম্ভবতঃ অন্য কোনও মন্ত্রের অর্থ ভ্রমবশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রার্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা

ব্যাখ্যাকারের—কাহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের ভাব 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদে পরিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক যাঁহারা—সাধনা প্রভাবে যাঁহাদের অন্তর কলুষ-কালিমা পরিশূন্য তাঁহাদের কর্ম্ম তো স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন প্রকৃতি যাহারা তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি তবে ভগবদনুগ্রহলাভে কদাচ সমর্থ হইবে না! তাহারা কি চিরকালই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়া যাইবে? কিন্তু তাহা তো নহে। আদর্শ তো সম্মুখেই বর্ত্তমান! সাধকগণই তো আপনাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন ক'রয়া থাকেন। তাহারা যদি সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সত্ত্বাদিভাবান্বিতচিত্তে সৎকর্ম্মের উদযাপনে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার উদ্বোধনা ও সঙ্কল্প দেখিতে পাই। মন্ত্র এই ভাবেই অনুপ্রাণিত।* (১অ-৩খ ২সূ ২সা)।

— • —

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয় সূক্তং। তৃতীয় সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।

২ ৩ক ২র

ইষ৺ স্বশ্চ ধীমহি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'বরুণ' (হে করুণাময় ভগবন!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তঃ, বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ); তথা হে 'মিত্র' (মিত্রদেব, অথবা পরমমঙ্গলময় ভগবন!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমুদ্ভাসিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম)। হে ভগবন! বয়ং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'স্বশ্চ' (পরাগতিং চ) 'ধীমহি' (যাচামহে)। প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (১অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন (অথবা হে বরুণদেব)! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। অপিচ, হে মিত্রদেব অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমকল্যাণময় হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পরাগতি বিধান করুন)। (৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব বরুণ'! 'তে' বয়ং তব স্তোতারঃ 'ত্বাং' সমৃদ্ধা ভবেম। ন কেবলং বয়মেব যজমানাঃ কিন্তু 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ; তথা 'মিত্র' দেব! 'তে' বয়ং 'সূরিভিঃ' সহ 'ত্বাং' ভবেম। কিঞ্চ ইষং অন্নং 'স্বশ্চ' রুচকঞ্চ 'ধীমহি' ধারয়ামহে॥ ৩॥

* . *

তৃতীয় (১০৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন করিয়া আমাদিগকে পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভে একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্র তাহা প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—যদি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, জ্ঞানধনে ধনী হও; যদি মোক্ষলাভের কামনা কর, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন, তিনি স্বয়ংই তো বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সে বিচার না করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লইলে তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিলে তাঁহাকেই যে পাওয়া যায়,—ভগবান প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিয়া, শেষ কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ (তাঁহাকে সমর্পণ) করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে। ভগবান স্বয়ং তাহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পরমস্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ভাবে শরণ গ্রহণেরই বিষয়ই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ ৩প্র—২সূ—৩সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ১ ২র

বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্ট্রীঃ, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান্) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং ত্বদীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমাগচ্ছেতি, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞাননবৃত্ত্যে সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোহজ্ঞানং সংপ্রকাশতে।' (৭অ-৩খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে নিদূরিত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। (ভাব এই—

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তার পর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়।)॥ (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয়। তথা 'বাধঃ' হিংসকান 'মৃধঃ' সংগ্রামান ত্বং 'পরি জহি' পরিভাবয়। হে সোম বাসকেন্দ্র! 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং দ্বেষ্ট্রীণাং 'বসু' ধনং যদস্তি 'তং' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা নিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের বৃত্তিগণ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক্ ধরিয়া মন্ত্রার্থ নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বহির্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক্ দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটি বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের "দ্বেষ্ট্রীঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ'

(হিংসিত্রীঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান্) 'জহী' (হিংস্তাঃ); অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয়? আমরা এক্ষেত্রে "জহী মৃধঃ" স্থলে 'জহি ই-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম সংগ্রাম-সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর; আবার বলা হইল সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ, একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন্' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহা' জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে ভাবটীও সঙ্গত মনে হয়। "বসু" সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয়? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা "বসু" পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি * (৭অ ৩খ ২সূ ১সা)।

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের এক-চত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ছন্দ আর্চ্চিকেও (২অ ২প্র ২দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি (৬।১।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত; যথা,—'অপ উপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহুরন্তে, অপেতা অস্মত্তঃ অপনীয়েতার্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধ,' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ দ্বেষকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমেঁ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য তে বিশ্বমানুষগ্ভূরের্দ্দত্তস্য বেদতি।

২ ৩ ১র ২র
বসুস্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব, ভবতঃ) 'দত্তস্য' (দত্তং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যদ্ধনং) 'বিশ্বং' (বিশ্বে সর্ব্বে) 'আনুষক্' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'বেদতি' (লভন্তে) তৎ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) বসু (ধনং) 'আভর' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং মোক্ষধনং চ প্রদেহি। (৭অ ৩খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠ ধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং। বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ (৩।১ ৮৫)। 'দত্তস্য' দত্তং 'ভূরি' বহু 'যস্য' যৎ ধনং সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বেদিতব্যা 'বিশ্বং' সর্ব্বঃ জনঃ 'আনুষক্' ইতি আনুপূর্ব্ব্যা সততং সর্ব্বো মনুষ্যো 'বেদতি' জানাতি তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব সরল সহজবোধ্য। সুতরাং ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাটী এই,—'হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।"

ভগবদনুসারী যাঁহারা, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে কি ধন লাভ করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়ই বা কি সামগ্রী হইয়া থাকে?' ইহলৌকিক ধনসম্পৎ কখনই তাঁহাদের প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—বন্ধনমোচন। সুতরাং যে অনিত্য ইহলৌকিক ধনসম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা বন্ধনমোচনের হেতুভূত সেই পরমার্থ ধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমোদরে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য ঐহিক সুখে সারা জীবন প্রমত্ত রহিলাম। তথাপি ভোগসুখের অবসান হইল না। এখন পারের উপায় কি? তাই ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি। কাতরকণ্ঠে তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে ভগবন। ঐহিক সুখসাধক পরিণামবিরস অনিত্য ধনের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নাই! আপনার ভক্ত সাধক আপনার নিকট হইতে যে শ্রেষ্ঠধন লাভ করিয়া থাকেন, যে ধন পাইলে তাঁহাদের চাহিবার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়, হে ভগবন্! আমায় সেই পরমধন প্রদান করুন। আমার ভোগসুখের অবসান হউক—আমার জন্মগতি নিরোধ হইয়া যাউক।' মন্ত্র এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে ভগবন! আপনি সকল ধনের অধিকারী। সে ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন! আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অনিত্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না। আপনি সেই মোক্ষ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে আপনার পাদ-পদ্মে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণে আমরা নানা স্থানে মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। 'বেদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ, আমাদের মতে হইয়াছে—'লভতে।' 'বিদ' ধাতু বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'লাভ' অর্থ অন্যতম। আমরা এখানে সেই অর্থেই সুসঙ্গতি দেখি। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে,—তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'আনুষক্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'সর্ব্বো মনুষ্যো' বলিয়াছেন। আমরা ঐ পদের 'ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ' অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান পাইবার অধিকারী হয়েন, 'আনুষক্ বেদতি' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করে, আর এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবান যে অশেষ ধনশালী, মানুষ তাহা জানিলে কি লাভ হইল—যদি সে ধন পাইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত না হয়! সেই ধন লাভের চেষ্টায়ই—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী এবং তাঁহার শরণপরায়ণ ব্যক্তিই সে ধন লাভ করে—বলিবার তাৎপর্য্য। * (৭অ-৩খ-৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিচত্বারিংশ ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২৩ ১ ২ ৩ ২৩ ৩ ১র ২র ৩ ১২
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্।
১ ২ ৩ ১র ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং' (নিহিতং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শাক্ষমে, অজ্ঞাত প্রদেশে) পরাভৃতং' 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি, অস্মভ্যং তৎ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ়-স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ে পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিসৃষ্টং 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্থিরমচলে পরাভৃতং, 'যৎ' চ 'বিপর্শানে' বিমর্শনক্ষমে পরাভৃতং তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আ ভর' আহর। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡•‡×——

এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এইরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিপর্শানে'—এইরূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আপনি ভিন্ন অন্তে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (বিপর্শানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন একমাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (৭অ—৩খ ৩সূ—৩সা) ।

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজা' (প্রজ্ঞাপকৌ, সম্পাদকৌ বা) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অতঃ 'সস্নী' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ যুবাং) 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফলদাতার,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একোনপঞ্চাশৎ বর্গে ষষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত একচত্বারিংশ ঋক্) ছন্দ আর্চ্চিকেও (প্রথম ভাগে ৩প্র—১প—১০সূ পরিদৃষ্ট হয়)।

অথবা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ কর্ম্মশক্তিং দিব্যজ্ঞানং চ প্রদেহি; অস্মাকং কর্ম্মক্ষয়ং ভবতু। (৭অ-৩খ-৪সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের প্রজ্ঞাপক ও সম্পাদক হয়েন। অতএব সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্ম্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হউক)। (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! যুবাং 'যজত্র' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ঋত্বিজা স্থঃ' ঋত্বিজৌঃ যজ্ঞে কালে কালে যষ্টব্যৌ ভবথঃ। অতো 'বাজেষু' সংগ্রামেষু কর্ম্মসু যজ্ঞাত্মকেষু চ 'সস্নী' সাস্নাতো শুদ্ধৌ সন্তৌ 'তস্য' তং মাং হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বোধতং' অথবা তস্য মম স্তুতিং জানীতং॥১॥

* * *

প্রথম (১০৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মার উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন! আপনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগের কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষফল প্রদান করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।" বলা বাহুল্য, এ অর্থ ভাষ্য হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'সস্নী' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'সস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ' অর্থাৎ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।' কিন্তু বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সাধনস্বভাবঃ'। আমরা তাহা হইতে 'সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান এবং শক্তি—সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করে। তাদের সাহায্যে কর্ম্মের সম্যক্ নিষ্পাদন

করিবার শক্তির উন্মেষ হয়। আর সেই শক্তিতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। * (৭অ ৩খ—৪সূ - ১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র

তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'তোশাসা' (বহিঃশত্রুনাশকৌ, পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্নৌ ইতি ভাবঃ) বৃত্রহনা' (অন্তঃশত্রুনাশকৌ) 'অপরাজিত' (সর্ব্বত্রজয়যুক্তৌ) 'রথযাবানা' (কর্ম্মরূপে যানে সঞ্চারৌ) যুবাং 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায় কিঞ্চ ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সদ্বৃত্তিসংরক্ষণায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন নাশয়। শত্রুনাশেন জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং সমুদ্ভাসয়ন অস্মান পরাগতিং বিধেহি। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন বহিরন্তঃশত্রু-নাশক সর্ব্বত্রজয়যুক্ত কর্ম্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সদ্বৃত্তিসংরক্ষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগকে পরাগতি প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের প্রথম ঋকে (ষষ্ঠ মণ্ডল অষ্টত্রিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'তোশাসা' শত্রূন্ হিংসন্তৌ, 'রথযাবনা' রথেন গচ্ছন্তৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য হন্তারৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যপরাজিতৌ 'তৎ' তং মাং 'বোধতং'। (৭অ—৩খ ৪সূ—২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে সতঃই প্রশ্নের উদয় হয়—নির্গুণ গুণাতীত যিনি, তাঁহাকে এ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার আবশ্যক হয় কেন? গুণাতীত যিনি, অনন্ত যিনি গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, অনর্থের সূচনা হয়। কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষগণ অনন্তের রূপগুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। তাই আমরা মনে করি, অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা নহে। তাঁহার রূপ অনন্ত; তাই তিনি অরূপ। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, তাহা নহে। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও—তাঁহাকে অনন্তরূপ অনন্তগুণ জানিয়াও তাঁহাতে যে রূপ বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য; তাই আবশ্যক অনুসারে অনন্তে গুণ-রূপের আরোপ। লক্ষ্য যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক সময় সেই অরূপে রূপের আরোপে, নির্গুণে গুণের সমাবেশে অনর্থের সূচনা হয় বলিয়া সাধক তাঁহাকে রূপগুণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

> "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

অর্থাৎ,—রূপবিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; তবে তোমায় গুণযুক্ত করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার কৃপায় বিকলতাসম্পাদন বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ নিরাকৃত হউক। তুমি ক্ষমা কর।

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—'যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই

তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীর মধ্য দিয়াই তোমায় আবদ্ধ দেখি। তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিকসমূহ, কি তরুলতা ফলমূল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।' ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন, এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে তাঁহাতেই ন্যস্তচিত্ত হন। অরূপে রূপের আরোপ নির্গুণে গুণের সমাবেশ—তাহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্মাতৃজগদ্ধাত্রী-কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই অনন্তকে সান্তরূপগুণে বিভূষিত করিয়া সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে সীমাবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা - এই কারণেই বিহিত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে 'তোশাসা', 'রথযাবানা' 'বৃত্রহণা' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সরল ও সহজবোধ্য হইয়া আসিবে। 'বৃত্রহণা' পদের বিশ্লেষণে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। অজ্ঞানতারূপ বৃত্রকে হনন করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রতিভাত করিয়া দেন—এই জন্যই ইন্দ্র ও অগ্নি 'বৃত্রহণা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের শত্রুনাশ-সামর্থ্যের বিচিত্রতা লোকপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনাশে সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে অজ্ঞানতা-রূপ বৃত্রের বধকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই 'বৃত্রহণা' পদের সার্থকতা। তার পর 'রথযাবানা' পদে 'যিনি রথে গমন করেন' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করেন। আমরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের সে রথ স্বতন্ত্র প্রকারের। 'তোশাসা' পদের সহিত 'রথযাবানা' পদের সংযোগে ভাষ্যকার সাধারণ লোকপ্রচলিত রথের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'রথযাবানা' পদে 'কর্ম্মরূপ যানে যিনি বা যাঁহারা গমন করেন' —এই ভাব উপলব্ধি করি। 'তোশাসা' পদের অর্থ, বিবরণকারের অনুসরণে, 'কর্ম্মরূপযানে গন্তারৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহণের সার্থকতাও আছে। জ্ঞান ভক্তি-কর্ম্মের প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয় হয়। সেই সদ্ভাবেই জ্ঞান-ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানভক্তি সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবপূর্ণ হৃদয়মন্দিরে ভগবান আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 'তোশাসা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কথঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। বিবরণগ্রন্থে ঐ পদের

অর্থ হইয়াছে 'দীপ্তিসম্পন্নৌ' তাহা হইতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা 'শত্রূন্ হিংসন্তৌ' হইতেও আমাদিগের এই অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি এবং রিপুশত্রু বিদূরিত হইলেই তাহাদের (কর্ম্মের ও ভক্তির) জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে অথবা তাহাদের বিমল জ্যোতিতে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়। 'বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়' বলিতে বিশ্বপ্রীতির উদয়ে শত্রু মিত্র সব সমান হইয়া যায়, তখন আর ভেদাভেদ কিছুই থাকে না এই ভাবই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক; বিশ্বপ্রীতির উদয় হউক। সৎকর্ম্মের শুভফলাতে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় সমুদ্ভাসিত হউক। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।* (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী!' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারৌ সৎকর্ম্মাণি নিয়োজকৌ বা নরান্ ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। যুবয়োঃ অনুগ্রহেণ 'অদ্রিভিঃ' (অদ্রিবৎপাপকঠোরহৃদয়াদপি ইতি ভাবঃ) 'মদিরং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'অধুক্ষন্' (ক্ষরন্তি)। অতঃ যুবাং 'ইদং তস্য' (পাপকলুষপূর্ণং বজ্রকঠোরহৃদয়ং মাং ইতি ভাবঃ) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সত্ত্বভাবসমন্বিতং কুরুতং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া পাপ্মানঃ অপি সাধুরেব মন্যতে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপকলুষপূর্ণং মম বজ্রকঠোরহৃদয়ং উদ্বিদ্যং কৃত্বা মাং সত্ত্বাভাবসমন্বিতং কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্ম-সমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক হও। তোমাদিগের অনুগ্রহে অদ্রিবৎ পাপ-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (ষষ্ঠ মণ্ডল, অষ্টত্রিংশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)।

কাঠোর হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সদ্ভাব-জনন জন্য) উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। ভগবৎকৃপায় পাপাত্মাও সাধু বলিয়া পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন করিয়া আমাকে সদ্ভাব-সমন্বিত করুন। (৭অ—৩খ—৪সূ—৩ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'বাং যুবাং উদ্দিশ্য 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমাত্মকং অমৃতং 'অধুক্ষন' অপূরয়ন। সিদ্ধমন্যৎ॥ (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। মানুষ যদি নিতান্ত পাপাত্মাও হয়, আর সে যদি একবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ-লাভে তাহার পাপকলুষিত পাষাণ হৃদয়েও সদ্ভাবের অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই। তিনি সাধক ভক্ত অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহ নাই। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি ভক্তি সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তাঁহাতেই থাকেন, ভগবানও সেই সকল ব্যক্তিতেই অবস্থান করেন। এমন কি, অতি কঠোরচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। ভগবানকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও।' ফলতঃ,

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে যে কেহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। কস্তুরী মৃগ যেমন আপনার নাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই গন্ধের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সাধনাহীন অজ্ঞান ব্যক্তি আপনার অন্তরেই ভগবান অবস্থিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করে। কিন্তু অনন্যভাক্ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিতে পারিলে, ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রত্নাকর এবং বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অতি দুরাচার হইলেও যে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের একনিষ্ঠতার প্রভাবে। সেইরূপ একনিষ্ঠ - সেইরূপ অনন্যভাক্ হইবার উপদেশই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা 'নরঃ' 'অদ্রিভিঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তিব্যত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি—সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদে পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আছে। পর্ব্বত যেমন সুকঠিন দুর্ভেদ্য; পাপকলুষিত হৃদয়ও তেমনি দুর্ভেদ্য। সারাজীবন যে পাপরত, তাহার অন্তর হইতে দয়া মায়া ভক্তি সরলতা প্রভৃতি চিরতরে নির্ব্বাসিত;—পর্ব্বতের ন্যায় তাহার হৃদয় কঠিনতাপ্রাপ্ত। তাই সেই হৃদয় বা অন্তর 'অদ্রি' বা পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হয়। পাষাণ হইতে যেমন বারিধারা সময় সময় নির্ঝররূপে নির্গত হয়; সেইরূপ পাপকঠোর হৃদয় হইতে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষও অসম্ভব নহে। তবে তৎপক্ষে ভগবানের করুণা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি দয়াপরবশ হইলে—অসাধুও সাধুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্। জানি আমি—আপনি সব; জানি আমি—আপনার কৃপায় পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়; শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাই জানিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রকৃতি অধম আমরা; সারাজীবন পাপাচরণে অন্তরের স্নেহসরলতাবরাশি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর পর্ব্বতবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে। আপনি দয়া করুন; কৃপা করিয়া পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিউন; হৃদয়ে সদ্ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হউক। আর সেই অমৃতধারা-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করি; এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই। * (৭অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হইবে। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

এই মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তর দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমারা আমাকে অবগত হও।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

১　২　　　　৩　১　২　৩　　১　২　২　　১　২
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ ।
৩　২　৩　　১　২　৩　১　২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিঃ' (উৎপত্তিমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) ; অপিচ, 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভীষ্টবর্ষকঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজাতঃ ভব ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং ভাবঃ—ভগবৎলাভায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও ; অপিচ ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্ট-পূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজাত হও । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক) ॥ (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'ইন্দো' সোম ! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ ত্বং 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৭অ - ৪খ - ১সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১০৭৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম । তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে । হৃদয়ই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থানীয় । হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয় । তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন

করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চালনার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" * (৭অ-৪খ-১সূ-১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তং' (শরণাগতপালকং) 'ধর্ণসিম্' (জগতাং ধারকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'বচোবিদঃ' (ভগবৎপূজায়াং অভিজ্ঞাঃ,-যদ্বা স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' (পরিচরন্তি, পূজায়াং শক্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। 'আয়বঃ' (অকিঞ্চনাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং-ভবতাং অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সম্মৃজন্তি' (কাময়মহে ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—বয়ং ভগবদনুগ্রহলাভায় সমুৎসুকাঃ ভবাম। (৭অ-৩খ-১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রাভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ, প্রার্থনা করিতেছি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ঊনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প্র-২অ-১খ ৬সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অস্যং ভাবঃ—আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের জন্য যেন উন্মুখ হই)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তং' পবমানং 'ত্বা' ত্বাং 'ধর্ণসিং' ধর্ত্তারং 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'বচোবিদঃ' স্তোতারঃ 'পরিস্কৃণ্বন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। অপিচ 'ত্বা' ত্বাং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'সম্মৃজন্তি' সম্যক্ শোধয়ন্তি। (৭অ-৩খ-১সূ—২স)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রও আত্মোদ্বোধক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, যাঁহারা সৎজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবৎপূজায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। ভগবানের পূজা করিতে হইলে, তাঁহার পূজায় সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, কি বলিয়া ডাকিলে ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহাতে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই। আমাদিগের ডাক তাঁহার নিকট যাহাতে পৌঁছিতে পারে,—আমরা সেই সামর্থ্য লাভে যেন উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অর্থাৎ,—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার পূজার সামর্থ্য লাভ করিয়া, আমরা যেন তাঁহারই সাযুজ্য লাভ করি,—এইরূপ কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ব্যাখ্যায় ভাষ্যের ভাবের একটু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। প্রথমে ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।' ব্যাখ্যার ভাবে স্তোত্র-মন্ত্র রচনার ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যে সে ভাব পরিব্যক্ত নহে। তাই আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসারী হয় নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে—ভাষ্যমতে 'স্তোতারঃ' এবং বিবরণমতে 'মন্ত্রজ্ঞঃ' অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি—এই পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই' বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা ডাকার মত তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, আমাদিগের মতে 'বচোবিদঃ' তাঁহারাই। কি ভাবে ডাকিলে, কি বলিয়া ডাকিলে কিরূপ স্তবস্তুতি করিলে—সে ডাক, সে স্তবস্তুতি তিনি শুনিতে পান,—ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনিই তাহা অবগত আছেন, এখানে 'বচোবিদঃ' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সেই ভাবেই

আমাদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিপ্রাঃ' পদে আমরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্রান্তপ্রজ্ঞদিগকেই বুঝি। কারণ, ভগবানের নিকট ডাক বা কর্ম্ম পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ যদি না বুঝিতে পারি, তিনি কেমন যদি না জানিতে পারি, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? যদি বুঝি, তাঁহার এই রূপ—এই গুণ, তবে তাঁহাকে সেই রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সেই ভাবে ডাকিতে সমর্থ হইব। তবেই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে। তাই দেবদেবীর পূজায় ধ্যানে রূপগুণের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে যদি না বুঝিলাম, তাঁহার স্বরূপ যদি অবগত না হইলাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে পারা যায় কি? আমাদের মতে তাই 'বিপ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ।' অর্থাৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'বিপ্রাঃ' নামে অভিহিত। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মরণধর্ম্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ ঐ 'আয়বঃ' পদে আমরা গ্রহণ করি।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমরা; আমরা ভজনপূজন কিছুই জানি না। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—সকলই আমাদের অবিদিত। তাই ডাকি, হে দেব! কৃপা করিয়া শিখাইয়া দেও—তোমাকে কি বলিয়া কেমন করিয়া ডাকিব? শিখাইয়া দেও প্রভু—কি দিয়া কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিব? সম্বল কিছুই নাই। আছে মাত্র তোমার শ্রীচরণ ভরসা। তাই কাতরে জানাইতেছি,—হে দেব! শিখাইয়া দেও, বুঝাইয়া দেও—দেখাইয়া দেও! তুমি তো দেব—সকলই জান! তুমি তো দেব সকলই দেখিতেছ! আর মোহঘোরে নিমজ্জিত রাখিও না—প্রভু! অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ কর দেব! আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' * (৭অ ৪খ ১সূ-২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, বিশ্বকর্ম্মন্ ইত্যর্থঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানস্য' (সম্ভাবসঞ্চারকস্য) 'তে' (তব) রসং' (অমৃতধারাং) 'মিত্রঃ' (পরমমঙ্গলদায়কঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (আত্মোৎকর্ষসাধকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যসঞ্চারকঃ বরুণদেবঃ) 'মরুতঃ' (বলপ্রাণসঞ্চারকঃ মরুদ্দেবঃ) সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা ইতি ভাবঃ 'পিবন্তু' (গৃহ্ণন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মান্ অনুগৃহ্ণন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ - ৪খ - ১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক্রান্তকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সম্ভাব-সঞ্চারক আপনার অমৃত-ধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্মোৎকর্ষসাধক অর্য্যমাদেবতা, স্নেহ-কারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুদ্দেবতা—সর্ব্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব রসং মিত্রঃ 'অর্য্যমা' চ 'বরুণঃ' চ 'মরুতঃ' চ এতে সর্ব্বে দেবাঃ 'পিবন্তু'। (৭অ—৪খ - ১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম প্রস্তুত হইলে সকল দেবতারা আসিয়া সেই সোমরস পান করুন',—মন্ত্রের সেইরূপ অর্থই দেখিতে পাই। 'সোম' বলিতে সোমলতার রসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থই তদনুসারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে—বেদমন্ত্র এমনই দর্পণ স্বরূপ। আমরা তাহা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রসরূপ মাদকদ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মন্ত্রের উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মত্ত রসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরসে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার কেহ ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন্

রস শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারেই প্রয়াস পান। 'সোম' শব্দে যে মাদক-দ্রব্য অর্থ প্রচলিত আছে, অসুরকুলের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার অপর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যিনি অধঃপাতের—ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হইতে চাহেন, 'সোম' শব্দে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অনুবর্তন করেন; আর যিনি শ্রেয়ঃ-অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, 'সোম' বলিতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহারই আহরণে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবগণ দেহধারী নহেন। তাঁহারা স্থূল উপাদানভূত তোমার আমার প্রদত্ত অন্নজল অথবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন না। অথবা উপস্থিত হয়েন না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন! তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপাবিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান বড়ই কঠিন। এক কথায়ও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। আবার যতই অধিক কথা কহিবে, ভাবগ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের মনে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্যে নহে—অনুধ্যানে—অনুভাবনায়; ভাষায় নহে—চিন্তায়।

দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহারা ওতপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণুরূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে। কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তোমার দেহ মন প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাববিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই সেই দেবাধিষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে সেই মাদক-দ্রব্য উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কখনই আসিতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ়জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন,—মাদক দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। তীর্থবিশেষে দ্রব্য-বিশেষ প্রদানে, সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়। মাদকদ্রব্য ভগবানকে দেওয়া বলিতে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। সেই দানই 'আত্যন্তিক দান।' তত্ত্বসাধক সেইরূপ দানের আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। দেবগণ অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সহিত স্থূলেরই মিলন সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? সেখানে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জ্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, বহির্জ্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। যে কার্য্যে দৈহিক বলের প্রয়োজন, তাহাতে মানসিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না; আবার, যে কার্য্যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক হয় না। তাই মানসিক বলের দ্বারা সূক্ষ্ম সামগ্রী এবং দৈহিক বলের দ্বারা স্থূল সামগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রখ্যাপিত। স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য প্রধানতঃ এই ভাবেই বোধগম্য হয়। অতএব সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব কদাচ লাভ করিতে পারা যায় না। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া,—সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধা ভক্তি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী। হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত এবং তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষণই সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন। সোম যে সেই সৎস্বরূপেরই বিভূতি-বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন,—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" অর্থাৎ রসময় সোমরূপে তিনি ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করেন। সুতরাং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সোমস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্ত্বভাব-সমূহেরই আবশ্যক হয়। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের মধ্যে মিত্রাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাহাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বুঝিতে পারি, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝিতে পারি,—তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। মিত্ররূপে, অর্য্যমারূপে, বরুণরূপে, মরুৎরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত।

সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। মন্ত্রে তাঁহারই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধ হয়; ভক্তসাধক সেই ভাবেই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন,—"হে ভগবন! আপনি আমার অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' * (৭অ—৪খ—১সূ - ৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ —
১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতাম্বি। পবস্বামা২। ধুমত্তমাঃ। অর্কগ্নায়ো ২।

১ র ১ A ৩ ৫ র র ২ র র ১
নিমা। স্বা২দা২৩৪ঔ.হাবা॥ (১) অস্বাবিপ্রাঃ। বচোবিদাঃ।

২ ১ — ১ ২ র ১ — ১ র n ৩
পরিস্কার্ষা২। স্তিধর্ণসাম্বিন। সত্বামার্জ্জা২। স্তিআ। যা২বা২৩৪

৫ র র ২' র র ১ ২ ১ — ১
ঔহোবা॥ (২) রসন্তেমায়ি। ত্রোঅর্য্যমা। পিবন্তু,বা২। রুণঃকবায়ি।

২ ১ — ১ n ৩ ৫ র র ৩ র ২
পবস্বানা২। স্তম। রু২ভা২৩৪ঔহোবা। ইযোবৃধে ১ (৩)॥

* * *

২ র র ২ S ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ s ২n
২। ইন্দ্রায়েন্দা১ঔ হো। মা৩রুত্বা২৩৪তাম্বি। পাবস্বামা। ধ৩ম।

৩ ৫ ১ s A ৩ ৫ ১ র
ত্তা২৩৪মাঃ। মাঃ। পবস্বমধুমা৩২। ত্তা২৩৪মাঃ। অর্কস্বযোনা

৪ ৫ ১ ৫র ৫
২৩ম্বিম। আ। বাহাম্বি। সা২৩৪দাম্। এহিয়া৬হা॥ (১)

২ র ২ s ২n ০ ৫ ১ ২ ১ ২
অস্ব বিপ্রা১ঔ হো। বা৩। চো। বী২৩৪দাঃ। পারিস্কার্ষা।

২n ৩ ৫ ১ s ৩ ৫
ত্তা৩ম্বিধা। ণা২৩৪সাম্বিম্। পরিস্কর্ষ্ণস্বধা৩২। ণা২৩৪সাম্বিণ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলে চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ,—"হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র অর্য্যমা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।"

১ র ৪ ৫ ১ ৫র ৫
সম্বামৃজন্তা ২ ৩ য়ি। অ। বাহায়ি। বা ২ ৩ ৪ বাঃ। এভিরা ৬ ভা॥ (২)

২ র ২ ৪ ২ ৩ ৫ ১ ২ . ২ ৪ ২n
রসদ্ধেমা ১ ঔ হো। ভ্রো ৩ অর্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পাবিবস্ত্বা। ক্র ৩ পঃ।

৩ ৫ ১ ৪ n ৩ ৫ ১ র
ক্বা ২ ৩ ৪ বায়ি। পিবস্তবরুণা ৩ ২ঃ কা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমানস্যা ২ ৩।

৪ ৫ ১ ৫র ৫ ৪
ম। বাহায়ি। রু ২ ৩ ৪ ভাঃ। এভিরা ৬ ভা। হো ৫ ঈ ডা (৩)॥

* * *

২ র ৩ ১ n ৩ ৫ ১ n ৩ ৫ ২ ১ —
৩। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু ২ ত্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবা ২ স্বা ২ ৩ ৪ মা। ধুমত্তা ২

১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
মাঃ। অ ২ ৩ র্ক। স্বা ২ যো। নিমো ২ ৩ ৪ ব। সা ৫ দো ৬ হায়ি॥

২ র ১ ^৩ ৫ ১ n ৩ ৫
(১) তস্মা বিপ্রাঃ। বচো ২ বা ২ ৩ ৪ দাঃ। পরা ২ য়িক্ষা ২ ৩ ৪ এর্ষ্যা।

২ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪
ত্রিধর্ম্মা ২ ণায়িম্। সা ২ ৩ স্বা। মা ২ র্জ্জা। ত্রিযো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫

৫ ২ র ১র n ৩ ৫ ১ n ৩
বো ৬ হায়ি॥ (২) রসদ্ধেমায়ি। ভ্রোণা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবা ২ স্তু

৫ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ ণা। রুণঃ কা ২ ণায়ি। পা ২ ৩ ণা। মা ২ না। স্তমো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
রু ৫ তো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২n৩র ৪ ৫ র র ২ ১ র ২রর৩র২ ২
৪। আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু। ত্বতে। ঐহীয়েহী ১। পাবস্ব-

১ ৩ র র২র১ — — ১ — ১ র
মধুমাত্তমঃ। ঐহীয়েহী ১। আ ২ য়ি। আর্ক্কা ২ স্বাযো ২। নিমা।

n৩ ৫র র ২n৩র ৪ ৫ র ২ ১
পা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) আঔহোবাহায়ি। তস্মাবিপ্রাঃ। বচো।

২রর৩র২ ২ ১ ২র র ২ র —
বিদঃ। ঐহীয়েহী ১। পারিক্ষণত্রিধর্ম্মণম্। ঐহীয়েহী ১। আ ২ য়ি।

১ — ১ — ১র n ৩ ৫র র ২৲৩র ৪
দাম্বা ২ মার্জ্জা ২। ত্রিঅ। বা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আওহোবা-

৫ র ২ র ১ র ২ররে৩র২ ১ ২ ১
হায়ি। রণন্তেমায়ি। ত্রোণা। ধামা। ঐহীয়হী ১। পায়িবন্তবরুণাঃ

র ২ররে৩র২ — ১ — ১ — ১ ৲
করে। ঐহীয়হী ১। আ ২ য়ি। পাবা ২ মানা ২। স্পন্ন। ত্র ২

৩ ৫র র ২ ১ ১২ ১ ১
তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রশাহৃতা ২ ৩ ৪ ৫ : (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ৩ — ১ ১ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায় ৩ য়িন্দোমরুত্বতায়ি। পবাবা ১ মা ২। ধুবা ২ ৩ ত্তমাঃ। অর্কসাবো

২ ২র ২ ১ ২ ১
নিমা ২ ৩ সদাউ। বা ৩। স্তোবে ৩ ৪ ৫ (১)॥

* * *

২ ১ র র — ১ ২১ —
৬। ইন্দ্রো। ইহা। যেন্দোমরু ২ ত্বতায়ি। ইহা। পবা। ইহা। স্বমধুমা ২

১ ২ ১ র — ১ ২
ত্তমাঃ। ইহা। অর্কা। ইহা। স্বয়োনিম্না ২ সদাম্। ইহা ১॥

২ ১ র — ১ ২ ২১ —
তবা। ইহা। বিপ্রাবচো ২ বিদাঃ। ইহা। পরায়ি। ইহা। কুর্বন্তিবা ২

১ ২ ১ — ১ ২
র্ণসায়িষ্। ইহা। সস্থা। ইহা। মৃজন্ত আ ২ যবাঃ। ইহা ১॥

২ ১ র র — ১ ৩ ১ —
রূপাম্। ইহা। তেমিন্দ্রো আ ২ ধামা। ইহা। পিবা। ইহা। ভুবরুণা ২ ঃ

১ ২ ১ র — ১ ২
কবায়ি। ইহা। পবা। ইহা। মানস্তমা ২ ক্রতাঃ। ইহা ১॥

* * *

২ র র র র ১ ২ n ৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দা ঔহোহায়ি। মাবস্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবাবা ২ ৩ ৪ হায়ি। মধুমত্তা

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
৩ ৪ ৫। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্

১ ২ ৩ ১ ২   ৩র৪র৫   ১ ৩   ৫   ৩র ২
যোনিমাপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্।

৫র   ৫   ২ র র র ১ ২   ৯ ৩   ৫   ২ ১
এহিয়া ৬ হা। তস্মাবিপ্রাঔহোহায়ি। গাচোগা ২ ৩ ৪ দাঃ। পরায়িষা

৫ ১ ২   ৩র৪র৫   ১ ৩   ৫   ২ ৩
২ ৩ ৪ হা। পুষ্টিপর্ণা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উছ্বা ২ ৩ ৪

৫   ২ ১ ২   ১ ২ র ২   ৩র৪র৫   ১ ৩   ৫   ৩র ২
সীম্। সম্বাম্। আয়িত্বমা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র   ৫   ২ র র   র ১ ২   ৩
৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা। রনম্ভেমা। ঔহোহায়ি। জোঅর্ষা।

৫   ২ ১   ৫   ১   ২   ৩র৪র৫   ১ ৩
২ ৩ ৪ মা। পিবাতু ২ ৩ ৪ হায়ি। বরুণঃ কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫   ২ ৩   ৫   ২১১র   ১ ২ ২   ৩র৪র৫   ১ ৩
হায়ি। উছ্বা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমা। নাম্বমরূ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫   ৩র ২   ৫র   ৫   ৪
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভাঃ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥

*

১ ২ র ১ র ২ র ১ ২   ১   —   ১ ২   ১ র   —
৮। তস্মাবিপ্রাবচোবিদঃ। ইহা। পরিক্রুস্তুস্বর্ণসা ২ য়িম্। ইহা। সম্বামৃতত্ব ২

১ ২   ১   ৫   ৫
য়ি। ইহা ৩। বা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥

*

২ র ১ ২   ১   ৩র ২ ৩   ৫   ১ ১   ১ ২
৯। রণোহোবা। ত্বেমা ২ য়ি। জো অর্ষ্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবন্তু। রূণাঃ কা ২

—   ১ র   ২   ২ন   ৩   ৫   ১ ৯ ৩   ৫ র র
বা ২ য়ি। পব। ঔ ৩ হোয়ি। মা ২ ৩ ৪ না। ভা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২   ১   ১ ১ ১ ১
এ ৩। ঋতা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১।২।৩॥ *

---

* প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। সেই গানকয়টীর নাম,—'ইষোবৃধীয়ং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবদাবয়ং', 'অশ্বসূক্তং', 'আসমহীয়ং', দাঢ়চ্যুতং, 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামদেব্যং', এবং মার্গীয়বাজং'।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ১র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সৎকর্ম্মণাং আধার হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাসাধকঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইন্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি); 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব!) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং, (শ্রেষ্ঠং) রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। সত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদপ্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণে সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুহস্ত্যা'—হস্তে ভবা হস্ত্যা অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং 'ইন্বসি' প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' 'পূয়মান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্যৈঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষসি' স্তোতৄণামভি ক্ষরসি প্রযচ্ছসি। ১॥

* * *

প্রথম (১০৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা। তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে

১ ২ ৩ ১ ২
বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

৩ ১ ২ ৩ ১র
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং

২র ৩ ১ ২
গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৫খ—৭সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

অর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অয়ং' (হৃদ্গতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যয়ে বারে' (সদ্ভাবাবরোধকানাং শত্রূণাং হৃদয়েঽপি) অপিচ 'বনে' (অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েঽপি) 'পবমানঃ' (ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (অত্যাড়য়ৎ, যথা তান্ পরিত্রায়তি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'উদকে' (উদকবৎস্রাবকে সদ্ভাবসমন্বিতে হৃদয়েঽপি স্বতঃ-ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (পরিত্রায়তি, রক্ষতি ইতি যাবৎ)। অথবা সদ্ভাবপ্রভাবেন অতিপাষাণ-কঠোরহৃদয়েঽপি 'উদকে' (উদকবৎস্রাবকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অচিক্রদৎ' (প্রক্ষরতি, প্রবহতি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'পবমান' (পবিত্রতাসাধক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ তথা ভক্তিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'অক্তানঃ' (মিশ্রণকারকঃ সংমিলনসাধকঃ বা, যথা—সঙ্গতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (নিত্যং, শাশ্বতং স্থানং) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অতিকঠিনহৃদয়ং অপি সদ্ভাবপ্রভাবেন বিগলিতং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং সদ্ভাবং লভেমহি ॥ (৭অ ৪খ - ২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাব-অবরোধক শত্রু-গণের হৃদয়েও এবং অরণ্যবৎ শুষ্কহৃদয়েও ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। অপিচ, উদকবৎস্রাবক সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। (অথবা সদ্ভাবপ্রভাবে অতিপাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকবৎস্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অতি কঠিন হৃদয়ও সদ্ভাবে বিগলিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চারে সমর্থ হই) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'বৃষঃ' বৃষভসদৃশঃ সন্ 'পুনানঃ' অভিষূয়মাণঃ সর্ব্বং শোধয়ন্তু 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'বারে' বালে পবিত্রে 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বনে' বননীয়ে 'উদকে' কাষ্ঠে কলশে বা 'অচিক্রদৎ' শব্দমকরোৎ। অথ প্রত্যক্ষবাদঃ। হে 'সোম'! পবমান! ত্বং 'গোভিঃ' গব্যৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অক্তানঃ' অজ্যমানঃ সন্ 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'দেবানাং' স্থানং 'অর্ষসি' গচ্ছসি। (৭অ ৪খ - ২সূ ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে একটু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহা এই,—"মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রসবর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর" জলের মধ্যে যে সোম শব্দ করেন, তিনি আবার দুগ্ধের সহিত দেবতাদিগের ভবনে গমন করেন। এই যে সোম, সে কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারে? তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দেবতা ও সোম একতৃতয়ের সম্বন্ধ খ্যাপনে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তদ্বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়; পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্ম্মলতা ধারণ করিতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অরণ্যবৎ নিবিড় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম স্থানে লইয়া যায়। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমাদিগকে পরম-স্থান প্রদান করুন।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ, মানুষ হইয়াও দেবত্ব—অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।* (৭অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১২ ৪ ৫ ২ ১২
। মৃগামামাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামৃ ৩ ব্রাম্বিবা। চমিষুসা ৩ ম্বি। রাম্বী ৩

৪ ৫ ২ ১ ৯ ৩ ৫ ১২র ১
স্পাম্বিশা। গবহুলা ৩ মৃ' পুরু ২ স্প ২ ৩৪ হাম্। পবমা। না।

২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র
ঔ ৩ হো। ভিরো ২৩৪ বা। বা ৫ সো ৬ ভারি। পবমানা।

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় যোড়শ বর্গের তীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক)।

১ ২ ৪ ৫ ২ ১২ ৪ ৫
ভিন্নর্বনা ৩ ম্রি। পাবা ৩ মানা। ভিন্নর্বনা ৩ ম্রি। পূনা ৩ মোবা।

২র ১র ^ ৩ ৫ ১ র ২ ১ ২ ২
রেপবমা ৩। মোআ ২ ব্যা ২ ৩ ৪ য়ারি। বৃষোঅ। চা। ঔ ৩ হো।

^ ৫ ৪ ৫ ২র
ক্রদো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি। বৃষোঅচায়ি। ক্রদঘনা ৩ ম্রি।

১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২
বার্ষো ৩ আচায়ি। ক্রদম্বনা ৩ ম্রি। দায়িবা ৩ না৮ গো। মপবমা ৩।

১ ^ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ২
অনা ২ ম্রিক্বা ২ ৩ ৪ র্ত্তাদ্। গোভির। অ্যা। ঔ ৩ হো।

১ ৫ ৪ ৫
অও ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি॥

* * *

২ ১ র র র র ১২ ১ ২ ১ ৭ ২ ২ ২
২। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিম্বগি। রায়িম্পিশা ৩। হা ৩ হা।

১ ২ র ২ ১ ২ ৬ ২ ২ ২ ১
গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। পবমানা ৩। হা ৩ হা। ভিন্নর্বা ২ ৩ ৪ ম্রি।

১ ২ র র ১ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ র র ২ ২ ২র
পবমানাভিন্নর্বনি। পবমানোবা। ভায়র্বনি। পূনামোবা ৩। হা ৩ হা।

র ২ র র ১ ৩র ১র ২ ২ ২ ১ ৩
রেপবমানোঅব্যয়ে। ষার্ষোঅচা ৩ ম্রি। হা ৩ হায়ি। ক্রদম্বা ২ ৩ সা

১ র ২ ১র ২ র ১ ২ ১ ২ র ১ র র ২
৩ ৪ ৩ রি॥ বৃষোঅচিক্রদম্বনে। বৃষোঅচোবা। ক্রাদম্বনে। দায়িবানা৮ গো ৩।

২ ২ ১ ২ র ১ র ২ ২ ২ র ৫
হা ৩ হা। মপবমানমিক্ষতন্। গোভায়িরজা ৩। হা ৩ হা। মোঅর্বা

২ ২
২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ রি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ র ২ ১ — ১ -- ১ র -- ১
৩। মৃজ্যমানঃসহ। ভিয়া ২। সমূ ২ হো। দ্রেবা ২ হো।

২র ১ — ১ — ১ ২ ১
চামিম্বসায়ি। রয়া ২ ম্রি৮ হোয়ি। পিশা ২ হো। গম্বহুলাম্।

২র ১ -- ১ র -- ১ ২ র ১ ' ২
পুরুস্পৃহাম্। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্বনা ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ ২র ২ ১ — ১ — ১ র ২র১
পবমা নাদিন্না। যন্না ২ দ্বি। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্বনায়ি। পুনা

— ১ র — ১ ২র১ ২র ১ — ১
২ হো। নোবা ২ হো। য়েপবমা। নো অধ্যরাদ্বি। বৃষো ২ হোয়ি।

— ১ ২র১ ২ ১ র ২ ১ —
অচা ২ য়িহোম্বি। ক্রান্দস্থনা ৩ ১ উবা ২ ৩॥ বৃষোঅচিক্রন্দৎ। যমা ২ য়ি।

১ — ১ — ১ ২র১ ২ র — ১ র
বৃষো ২ হোয়ি। অচা ২ য়িহোম্বি। ক্রান্দস্থনায়ি। দেবা ২ হো। মা৺ং

— ১ ২১ ২র১ র ১ — ১
সো ২ হো। মপবমা। নানিক্ষুতাম্। গোন্তা ২ য়িহোয়ি। অক্সা ২ হো।

২র ১ ২ ২র১র ২ ২
নোঅর্যনা ৩ ১ উবা ২ ৩। যাঔজিগী ৩ বা৺ ১॥

* * *

২ র ১ ২ ১২ ১ ২ র র ১ ২ — ১ ২
৪। মৃজ্যামানঃ সুহস্ত্যোবা। ওবা। সামুদ্রেবা। চমায়িবা ১ দী ২। রা ২ ৩ য়ীণ

১ ২ ১ ২১ ২ ১ ৪ ২ ১ ২র র ১ ২
পা ২ ৩ য়িশা। গন্বহুলম। পুরু ২ ৩ হায়ি। স্পৃহা ৩ মা। পবমানাভির-

১ ২ ১ র ২ ৪ ২ ৫ ৪
র্ষসি। পা ২ ৩ বা। মানাভয়ো ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫

৫ ২ র র ১২ ১২ ১ ২র র ১২ —
সো ৬ হায়ি॥ পবমানাভিরর্ষসোবা। ওবা। পাবমানা। ভিয়ার্বা ১ শা ২ য়ি।

১ ২ ১ ২ ১র ২ র ১র ২ ১ ৪
পূ ২ ৩ মা। সো ২ ৩ বা। য়েপবমা। নো আ ২ ৩ হায়ি। বায়া ৩

২ ১র ২ ১২ র ১ ২ ১ ২ ৪ ২
আ। বৃষোঅচিক্রন্দদ্বনে। বা ২ ৩ র্ষো। আচিক্রদো ৩। হো ৩ ১

৫ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১২ ১র
২ ৩ ৪। বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি॥ বৃষো অচিক্রন্দদ্বনোবা। ওবা। বার্ষো

২ ১ ২ — ১ ২ ১ ২ ১ ২র
অচি। ক্রদাবা ১ না ২ য়ি। দ্বা ২ ৩ য়িবা। না ২ ৩ ৮ সো। মপবমা।

১ ২ ১ ২ র ২ র ১র ২ ১ ২
মজা ২ ৩ হায়ি। কুক্তা ৩ মা। গোভিঃ রজ্জানো অর্ষসি। সো ২ ৩ ভায়িঃ ৮

১ র ২ ৪ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আন্ধান উ ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫ সো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র র র ১ ২ ১ ২n৩ ৫ ১র n ৩২
৭। মুঞ্জানানঃ সুহাহাউহোবা। স্তানাসা ২৩৪ মু। দ্রেবা ২। চমা ৩৪৫ মি।
৩ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ n ৩
ষা ২৩৪ সী। রয়া ৩৪। ঔহোবা। পিশঙ্গহুলা ২ ম। পুরু ৩৪৫।
৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ n ৩২
স্পৃ ২৩৪হাম। পবা ৩৪। ঔহোবা। মানা ২। ভিয়া ৩৪৫।
৫ ৫ ২ র র র র ১ ২ ১২n ৩ ৫
বা ২ ৩ ৪ সীঃ। পবমানাভিয়াহাউ হোবা। মানাপা ২ ৩ ৪ বা।
১র n ৩ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১র র র
মানা ২। ভিয়া ৩৪৫। বা ২৩৪ সী। পুনা ৩৪। ঔহোবা। নোবারে
n ৩র ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র ৪ ৫
পবমা ২। নোআ ৩৪৫। বা ২৩৪ রে। বৃষো ৩৪। ঔহোবা।
১ n ৩২ ৩ ৫ ২ র র ১ ২
আচা ৩ মি। ক্রদা ৩৪৫৭। বা ২৩৪ নে। বৃষো অচিক্রদম্ভাউহোবা।
১ ২n ৩ ৫ ১ n ৩২ ৩ ৫
বা। বানাম্বিবা ২৩র্ঘা। অচা ২ মি। ক্রদা ৩৪৫৭। বা ২৩৪ নে।
৪২ ৩র৪র৫ ১৫ র — ৩২ ৩
দেবা ৩৪। ঔহোবা। না৺সোমপবমা ২। ননা ৩৪৫ মিঃ। কা ২ ৩৪
৫ ১র ২ ৩র৪র৫ ১ n ৩২
শ্রম। গোভা ৩৪। ঔহোবা। অগ্ন ২। নৃপা ৩৪৫।
৩ ৫
বা ৩৪৫। বা ২৩৪ সী।

* * *

৫৪ ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ ২র র ১ ২ — ১ র র ২
৮। পবা ৩ মা ৩ নাহভিম্নর্ষসোবা। পাবমানা। ভিম্নর্ষা ১ সা ২ াম্ন। পূ নোবা
৩র ৪৫র ২র ১ ২ — ১ ২ n
৩ ১ ২ ৩ ৪। রেপবমা। নোআয়া ১ য়া ২ মি। বৃষোঅ ১ চা ২ মি।
৩২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ক্রদা ৩৫। বা ২৩৪৫। না ২৩৪৫ মি।

* * *

৫র ২ ৪৫৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩২১ ২র৩র র
৯। বৃষো অ ৩ চিক্রদদ্বনামি। বৃষো অচামি। ক্রদদ্বনা ২ ৩ মি। দেবানা৺
২ ১ ৩৪র ৫ ২ ২ ১র ৩ ২
সো ৩। মা ২ ৩ ৪। পবমানানঃ। ক্রা ৩ র্দ্রম। গোভামিরজো।
২ ৫ ৪র ৪
বা ৩৪৩। ৬৩৪ বা। নোআ ৫ র্ষামি। হো ৫ ই। ডা।

* * *

৫৪৫ ৪ ৩২ ৩২ ৪২ ৫ ১ ২ ১ ২র র ১ ২
১০। পবস্ব। নাত্ৰা ৩৪ ঔ হো বা। আর্ষসি। পবমানা। স্তিয়র্ষা ২৩ দারি॥

১২ র র ২ র ১ র ২
পুনানোবা। রে পবা ২৩ মা। ন্যো অবায়ারি। বৃবো আ২৩ চারি।

১ ১২ ১ ২২১১
ক্রন্দবা ২৩৪৫ না ৬৫৬ রি। দক্ষা ৩ য়া ২৩৪৫॥

* * *

২৫ ৫ র ১র র২র ১২র র ১ ২র ১ ৩১২
১১। হাউ হাউ হাউ বা। পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে। ইভা। উপা ২৩

১১ ১র ২ ১২র ১ ৩১১১১ ২র১রর ২র
৪৫। বৃষো অচিক্রদদ্বনে। ইভা। উপা ২৩৪৫। দেবানাম্‌ সোম

র ১ ৩১১১১ ২৫ ৫ ৫
পবমাননিষ্কৃতম্। ইভা। উপা ২৩৪৫। হাউহাউহাউ বা॥

১র ২র১র ২ ১ ৩১১১১
গোভিরক্তানো অর্ষসি। ইভা। উপা ২৩৪৫।

* * *

২র র২র ১২১ ২১র ২ ১২ ২ র র র র
১২। পাবমানাভিরর্ষসারি। পবমানা। আ ৩ য়ার্ষা ৩ সারি। পুনানোবারে

র র ৩ ৫র ২১র ৫ ২
পবমানোঅব্যয়া ২৩৪ ঔহো। বৃষো আ ২৩৪ চারি। ক্রন্দা ৩১

২ ২৩২
উবা ২৩। এ ৩। বল আ॥

* * *

২র ১র২ ১২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১৩। মার্জ্জ্যমানঃ সুহস্ত্যিয়া। সমুদ্রে বা। চা ৩ যারিয়া ৩ সারি। রয়িম্পিশঙ্গম্ব

৩ ৫র ২১ ৫ ২
হুলম্পুরুস্পৃহা ২৩৪ ঔহো। পবমা ২৩১ না। স্তিয়া

২ ২৩২
৩১ উবা ২৩। এ ৩। বল আ॥

* * *

২১র২ ১র ২র১ — ১র র ২ ১
১৪। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। হবারি। ঔহোবা ২। সমুদ্রেবাচমিন্বসি। হবারি।

২র ১ — ১২১২১২১২ ১ ২র ১ — ১২রর
ঔহোবা ২। রয়িম্পিশঙ্গবহুলম্পুরুস্পৃহম্। হবারি। ঔহোবা ২। পবমানা-

১২ ১ ২র র — ৩ ৫র র ১২র র
ভির্যর্ষসি। হবারি। ঔ। হো ২। বা ২৩৪। ঔহোবা। পবমানা-

১ ২ ১ ২র১ — র ১ররর২র১ ২র র ১ ৩র ১
ভিরর্ষসি। হুবায়ি। ঔহোবা ২। পুনানোবারেপবমানোঅবায়ে। হুবায়ি।

২র ১ — ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ ন ৩
ঔহোবা ২। বৃষাঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪।

৫র র ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ — ১ র ২ ১২র
ঔহোবা। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔহোবা ২। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে।

১ ২র ১ — র১রর ২র র ১ ২র ১ —
হুবায়ি। ঔহোবা ২। দেবানাংসোমপবমাননিষ্কৃতম্। হুবায়ি। ঔহোবা ২।

১র ২ র ১র ২ ১ ২র ১ ন ৩ ৫র র
গোভিরঞ্জানোঅর্ষসি। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২ র১র ২ ১র — ৩ ১ ১ ১ ১
অর্কপুদেবাঃ পরমেষ্ঠিয়ো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ নৃ। ৩ ॥

— • —

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।

১ ২ ৩ ১ ২
সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (তং) 'এতং' (মহামহিমান্বিতং সদ্ভাবপ্রেরকং ইতি ভাবঃ ভগবন্তং ইতি শেষঃ) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (পরিচরন্তি—অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। অপিচ, তং ভগবন্তং 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমখ্যত' (আত্মনা সহ সম্যক্ যোজয়ন্তি—তে অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সদ্ভাবসম্পন্নাঃ সাধবঃ জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংমিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৪খ ৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত ছয়টী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চতুর্দ্দশটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "ঔক্ষোরন্ধ্রম্" (২) "সারৈড়সৌক্ষোরন্ধ্রম্" (৩) "বাজজিৎ" (৪) "বরুণসাম" (৫) "অঙ্গিরসাঙ্গোষ্ঠম্" (৬) "সম্বতম্" (৭) "ত্রিণিধনমায়াস্যম্" (৮) "অভীবর্ত্তম্" (৯) "কালেয়ম্" (১০) "পৌরুমীঢ়ম্" (১১) "আঙ্গিরসাঙ্গোষ্ঠম্" (১২) "কশ্যপস্তুতম্" (১৩) "কশ্যপস্তুতম্" এবং (১৪) "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

অথবা

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকঃ ইতি ভাবঃ) 'তং' 'এতং' (মহামহিমান্বিতঃ সদ্ভাবপ্রেরকঃ সঃ ভগবান) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বভুবনং ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (সদ্ভাবেন পরিব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। স ভগবান্ 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমগচ্ছত' (সমুদ্ভাসয়তি—শরণাগতান ইতি ভাবঃ)। অথবা সঃ ভগবান 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'সমগচ্ছত' (সজ্জ্যোতি—সাধকৈঃ সহ ইতি ভাবঃ)। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সদ্ভাবপ্রেরক ভগবানকে অর্চ্চনাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করেন। অপিচ সেই অর্চ্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই ভগবানকে আপনাদিগের সহিত সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-নিত্যসত্যখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানপ্রভাবে ভগবানের সহিত আত্মসম্মিলন সাধন করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

অথবা

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সদ্ভাবপ্রেরক সেই ভগবান আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন; এবং সেই ভগবান জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা শরণপরায়ণদিগকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সিন্ধুমাতরং' যস্য সোমস্য সিন্ধবো নদ্যঃ মাতরো ভবন্তি। 'তং' তং 'এতং' ইমং সোমং 'দশক্ষিপঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। অপি চ সোঽয়ং 'আদিত্যেভিঃ' আদিত্যৈঃ 'সমগচ্ছত' সংগচ্ছতে॥ (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সোম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—"নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি আদিত্যের সহিত দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যার

অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তবে 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'অদিতির সন্তান' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। পরন্তু উহা যে ব্যাখ্যাকারেরই কল্পিত অর্থ; ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন্ পক্ষে মন্ত্রের কোন্ অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পদ—'সিন্ধুমাতরং' এবং দ্বিতীয় পদ 'দশক্ষিপঃ'। 'দশক্ষিপঃ' পদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বভুবন।' 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অর্থ উপলক্ষে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিঘণ্টু নিরুক্তে 'সিন্ধু' পদ নদী-সমূহের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে সিন্ধু পদে স্যন্দমান নদী-সমূহকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যানুসারে 'সিন্ধুমাতরং' পদে 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, আর্জ্জিকীয়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যের ভাবেই তাহাই উপলব্ধ হয়। নদীর স্যন্দমান জলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই 'সিন্ধুমাতরং' বলা হইয়াছে। অথবা জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, তদর্থেই উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নদীগণ সোমের মাতা' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের কি অর্থ সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন'—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বুঝাইতেছে। জননী যেমন স্নেহধারা-দানে সন্তানকে পালন করেন; সেইরূপ 'সিন্ধুমাতরং' পদে সেই স্নেহধারা-প্রদানের ভাব আসে। ভগবান, মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে পালন করেন ও রক্ষা করেন,—'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বভুবনাত্মক প্রাণিপর্য্যায়কে—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ জড় অজড় সকলকেই ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন,—'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদদ্বয়ে এই ভাবই উপলব্ধ করি। আর 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ' অর্থই আমাদিগের মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বহুবচনান্ত পদ বলিয়াই বোধ হয় ব্যাখ্যাকার 'অদিতির পুত্র দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় অনুধাবন করিলে ঐ 'আদিত্যোভিঃ' পদে 'সপ্তরশ্মিসমন্বিত সূর্য্যদেবকে' এবং তাহা হইতে 'অশেষশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন সংঘটন করিতে হইলে, জ্ঞানই তাহার একমাত্র অবলম্বন; জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই—জ্ঞানবিমিশ্র সৎকর্ম্মই সে অঘটন-সংঘটনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সদ্ভাবই যে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত, মন্ত্রে তাহাই উপলব্ধ হয়। তাই 'সমাদিত্যোভিরখ্যত' অংশের অর্থ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন,—নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রের যে দ্বিবিধ অন্বয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। আমরা মনে করি—সেই জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা। * (৭অ ৪খ-৩সূ-১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩২ ১২৩ ৩১ ২ ৩২৩ ২
অগ্নিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।
১ ২র ৩১ ২
সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুত' (অভিষুত, পবিত্রশুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (বিশুদ্ধে হৃদ্রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রেণ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সম্যক্‌-প্রকারেণ) 'আ এতি' (সঙ্গচ্ছতে, সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বায়ুনা' (পাবকত্বকারকেন জীবনস্বরূপেণ বায়ুদেবেন সহেতি যাবৎ) তথা 'সূর্য্যস্য' (স্বপ্রকাশস্য সূর্য্যদেবস্য) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ সহ,—যদ্বা, জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) সঙ্গচ্ছতু ইতি শেষঃ। (৭অ-৪খ—৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদ্রূপ আধারে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে সম্মিলিত হয় বা হউক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেবের কিরণসমূহের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির সহিত সঙ্গত হউক। (৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'পবিত্রে' 'ইন্দ্রেণ' 'সম্ এতি' সংগচ্ছতে। 'উত' অপিচ 'বায়ুনা' সমেতি 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' কিরণৈরপি সমেতি। (৭অ-৪খ-৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, সপ্তম ঋক্)।

দ্বিতীয় (১০৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্তা এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে সংস্বরূপ ভগবানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের মিলন—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই হইয়া থাকে। আর সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিভূতিসমূহ-ক্রমে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত মিলাইয়া দিউক, এই ভাবেই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মিলনের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।"

এস্থলে 'পবিত্রে' শব্দে কুশ অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎসাম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান। ইহাই আমাদের অর্থের তাৎপর্য্য। এখানে মানস-পূজার মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৪খ—৩দ্ব ২সা) ॥

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।

১ ২ ৩ ২র
চারুর্ম্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মধুমান' (পরমানন্দময়ঃ) 'চারুঃ' (পরমকল্যাণসাধকঃ) অসি ইতি ...ঃ। তথাবিধঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলায় ইতি ভাবঃ) 'ভগায়' (সৌভাগ্যবিধাতার ...দেবায়) 'বায়বে' (জীবনস্বরূপায় বায়ুদেবায়) 'পূষ্ণে' (পুষ্টিসাধকায় পূষাদেবতায়) ...ত্রে' (মিত্রবৎ পরমোপকারিণে মিত্রদেবায়) 'বরুণায়' (স্নেহকারুণ্যাদিগুণে বরুণদেবায়) ...দেবপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকর্ষেণ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় ...কের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, অষ্টম ঋক)।

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতয়ে বয়ং সদ্ভাবসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৪খ. ৩সূ -৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণদায়ক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্যবিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পুষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরমোপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্যস্বরূপ বরুণদেবতার— সর্ব্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত, আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সদ্ভাবসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমান্' মধুররসঃ 'চারুঃ' কল্যাণরূপশ্চ সোঽভিষুতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ভগায়' ভগাখ্যায় দেবায় 'বায়বে' 'পূষ্ণে' চ 'মিত্রে' মিত্রায় দেবায় 'বরুণায়' চ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ ৪খ -৩সূ—৩সা) ॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ৪ ॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দেবতা ও ভগবদ্বিভূতি যে অভিন্ন পূর্ববর্তী মন্ত্রবিশেষে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি - সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির বিকাশ। বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে সেই একেরই বিভিন্ন রূপের এবং তাঁহারই বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অনন্ত রূপগুণের আধার গুণাতীত রূপাতীত ভগবানের ধারণা মানুষ হৃদয়ে অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে নির্দিষ্ট রূপগুণে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, যিনিই ভগ, যিনিই বায়ু, যিনিই বরুণ, যিনিই মিত্র, যিনিই পুষা - তিনিই সেই বিশ্বদেবময় ভগবান।

দেবগণ অশরীরী - সূক্ষ্ম। তাঁহাদিগকে পাইতে হইলে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবানকে যদি পাইতে চাও—সদ্ভাব সঞ্চয় কর। সদ্ভাব প্রদানে বংধরূপের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত কর—মন্ত্রে এই উপদেশই প্রাপ্ত

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে; পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিসম্পন্নাঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দং অনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং) তাঃ 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমানাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামহে, তে সর্ব্বে সত্ত্বভাবাঃ ভগবতি বিনিযুক্তো ভবতু ইতি ভাবঃ। (৭অ - ৫খ ১সূ —১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবদ্ধ) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ যাভিঃ গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'॥ রেবতীঃ রয়ি-শব্দাৎ মতুপি রয়ের্ম্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৭ বা০) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং 'বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ, রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০) ইতি রে-শব্দাদুত্তরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে মদ তৃপ্তি যোগে চৌরাদিকঃ, সহ মাদয়তীতি

সধমাদঃ, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬) ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, থাথাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে, পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং. তুবিবাজাঃ—বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১)। ক্ষুমন্তঃ—ক্ষু ক্ষ্ণু শব্দে (অদা০ প০), অস্মাৎ ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ, হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। মদেম—মদী হর্ষে (দি০ প০) ব্যত্যয়েন শপ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। (১অ-২খ-১প্র-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ অধ্যয়ন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রায়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি-বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রগুলি গরু-ঘোড়া প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রায়' শব্দ ধনার্থ-বাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ' পদ। ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতি-যুক্ত' 'শ্রদ্ধাসমন্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে একসঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সম্ভাবনা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত)

যখন ঐ পদ বুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সংহত—শক্তির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'সুমন্তুঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'ভাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির বিদ্যমান রহুক ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূচিত হইয়াছে।* (৭অ-৫খ—১সূ—১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২৩ ১২ ৩২ ৩১২ ৩২

আ ঘ ত্বাবাং ত্মনা যুক্তস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র

ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব!) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ; 'চক্র্যোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধ্যংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তদ্বৎ, হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতি শেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুয়াসম্)। মন্ত্রাভ্যন্তরে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেন ভূমিং স্পৃশতি, তদ্বৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডল ত্রিংশৎ সূক্ত, ত্রয়োদশ ঋক্)।

স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালক সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, সেইরূপ ভগবানের অনুকম্পায় সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ধৃষ্ণো! ধাষ্ট্যযুক্তেন্দ্র! 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশো দেবতাবিশেষঃ, 'ত্মনা' আত্মনা অস্মদনুগ্রহবুদ্ধ্যা যুক্তঃ 'ঈয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৃণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'ঘ' অবশ্যং 'আ ঋণোঃ' আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'চক্র্যোঃ' রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ॥ ত্বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্ (৫।২।৩৯ বা) ইতি বতুপ্। 'প্রত্যয়োত্তর-পদয়োশ্চ (৭।২।৯৮) ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ; দা সর্ব্বনাম্নঃ (৬।৩।৯১) ইতি দকারস্যাত্বং বতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে (৩।১।৪) প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে। ত্মনা 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ (৬।৪।১৪১)—ইত্যাকার লোপঃ। ধৃষ্ণো—ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে 'ত্রসিগৃধি ধৃ ষ ক্ষিপেঃ ক্নুঃ, অমে'ন্নতাস্বদাত্তত্বং। ঈয়ানঃ—ঈং গতৌ (দি, আ) ছন্দসি লট্ (৩।২।১০৫) তস্য লিটঃ কানজ্ (৩।২।০৭)—ইতি কানজাদেশঃ অচিশ্নু ধাতু (৬।৪।৭৭) ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ চিতঃ (৬।১।১৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, ঋণোঃ—ঋণ-গতৌ (তনা-উ) লাঙি ব্যত্যয়েন তিপঃ লিপি (৩।১।৮৫) ইতশ্চ (৩।৪।৯৭)—ইতীকারলোপঃ তনাদি-কৃঞ্‌ভ্যঃ উঃ (৩।১।৭৯) সর্ব্বধাতুকগুণঃ (৭।৩।৮৫) বহুলশ্ছন্দস্যমাংযোগেঽপি' ইত্যড়াগমাভাবঃ, বিকরণস্বরেণাদ্যোদাত্তত্বং। অক্ষং অক্ষস্যাদেবনস্য (ফি ২১২)—ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যোঃ—মকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ (৩।১।৮৫)। (৭অ ৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জীব নিয়ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কিরূপে সুখ, কিরূপে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিয়তই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবন্! এই সংসাররূপ চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ কচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশে পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-লাভ তাহার পুনরাশ্রয় প্রাপ্ত অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমার প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত। আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্মগতি রোধ করিয়া দেন।* আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (৭অ—৫খ-১সূ ২সা)॥ †

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র   ২র   ৩ ১র   ২র   ৩ ২

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৃণাম্।

৩ ২উ ৩   ১র   ২র

ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ॥ ৩॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন লিখিয়াছেন,—

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolution of the wheels of a car turn upon the axle."—Wilson. ষ্টিভেন্সন লিখিয়াছেন, "That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোমার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—Roer. এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, চতুর্দ্দশী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'যৎ' (তৎসামীপ্যলাভরূপং) 'বসু' (ধনং) 'জরিতৄণাং' (প্রার্থনাকারিণাং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামনাযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণ্যমানং মাং) 'আ ভরো' (ত্বাং প্রাপয়)। হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিমিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ-৫খ-১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র! 'যৎ' 'বসু' ধনং কামিতার্থরূপং স্তোতৃভিঃ আপ্তব্যমস্তি তৎ কামং 'জরিতৄণাং' স্তোতৄণামনুগ্রহায় 'আ ভরোঃ' আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত-ব্যাপার-বিশেষৈঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। শচীভিঃ—শচী-শব্দঃ শাক্করবাদিবৎ (৪।১।৭৩) ঙীবন্তঃদাদ্যুদাত্তঃ (৩।১৪)॥৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে;—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্ত সাধক তাই জানাইতেছেন, —'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম তোমাতে সংযুক্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি

...A MISSION INSTI...

মান যশ প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই—পরম-ধন—তোমার সামীপ্যলাভরূপ পরম ধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো জ্ঞানাধার! আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্যলাভ পক্ষে আমার সহায় হউন।' * (১ম ৫খ—১.২ ওগা)।

— * —

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ ৱ ৱ ৱ ৱ ১ ২ ৩ ৫ ২ ২ ১ ৫ ১
রেবতীর্ণ ঔহোহাই। সাধামা ২ ৩ ৪ দাই। ইন্দ্রাস্না ২ ৩ ৪ হা। তুভ্য

২ ৩ৱ৪ৱ৫ ৩ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
বিবা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাই। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। ক্ষুমন্তঃ।

১ ৭ ২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ৩ ৫ ৩ৱ ২
যাভির্মদা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাই। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মা।

৫ৱ ৫ ২ৱ ৱ ৱ ৱ ১ ২ ৩ ৫ ২ৱ ১
এহিয়া ৬ হা। আঘহাবায় ঔহোহাই। স্তামায়ু ২ ৩ ৪ ক্তাঃ। স্তোতৃভ্যো

৫ ১ ৱ ২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হাই। ধৃষ্ণবীয়া ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাই। উহুবা

৫ ২ ১ৱ ২ ১ ৭ ২ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ সাঃ। ঋণোর। ক্ষামচক্রা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাই।

৩ৱ ২ ৫ৱ ৫ ২ৱ ৱ ৱ ১ ২ ৩
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। যোঃ। এহিয়া ৬ হা। আযদ্দ্যা ঔহোহাই। শতক্রা

৫ ২ৱ ১ ৫ ১ ১ ৩ৱ৪ৱ৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ তাউ। আকামা ২ ৩ ৪ ৬ হাই। অরিষ্ঠ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ৱ ২ ১ ৭ ২ ৩ৱ২ৱ৫
২ ৩ ৪ হাই। উহুবা ২ ৩ ৪ দাম। ঋণোর। ক্ষামশচা ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ৩ ৫ ৩ৱ ২
ইহা ২ ৩ ৪ হাই। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। জোঃ।

৫ৱ ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা ॥ ১১২৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, পঞ্চদশী ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;— "রৈবতীয়োত্তরম্।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

২ ৩ ২ ৩ ২
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবি-দ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভন-কর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষকং ভারং, কর্ম্মশ্রেষ্ঠতমকর্ত্তারং বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্র' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরসপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ-তামিতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোক-তৃপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব। (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদনযুক্ত) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্রকিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।)॥ (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'সুরূপকৃত্নুং' শোভন-রূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রং 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ॥ হ্বে-শব্দঃ প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ (ফি০ ১।১), 'নিত্যাং বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)'—ইতি দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২) 'অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩)'

— ইতি দ্বিতীয়স্যানুনাসিকত্বং। সুদুঘমসি—ইত্যত্র 'ইদন্তোমসি (৭।১।৪৬)'—ইতি ইকার আগমঃ, প্রত্যয়-স্বরেণ (৩।১।৩) ইকারউদাত্তঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'গোদুহে' গোধুগর্থং। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্; সৎসূ দ্বিষেত্যাদিনা (৩।২।৬১) ক্বিপ্, কৃত্তদ্ধিতপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। 'সুদুঘাং ইব' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব যথা লোকে যো দোগ্ধা তদর্থং তস্য আভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম হ্বয়েৎ তদ্বৎ। সুষ্ঠু দুগ্ধে ইতি সুদুঘা, 'দুহঃ কপ্ ঘশ্চ (৩।২।৭০)'—ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ হকারস্য চ ঘকারঃ, কিত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), কপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ (৬।১।১৬২)। (৭অ—৫খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই মন্ত্রের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে পৃথিবীকেও বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

> "দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
> সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—পৃথিবীর ধনসম্পদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

> "যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
> ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীং॥

অর্থাৎ,—'দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গোদোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'হে দেব! তুমি আপনিই করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি। পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সর্ব্বনির্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'।

তিনি স্বতঃস্নেহশীল। তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন ;—আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনায় ইহাই মর্ম্মার্থ। * (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

৩ ২উ ৩২ ৩ ১২
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনাঃ' (সবনানি, ত্রিসবনানি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রিকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ) ; 'সোমস্য' (ভক্তিসুধায়, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) ইতি শেষঃ ; 'রেবতঃ' (রয়িধনং অস্যাস্তীতি রেবান তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু ; অস্মভ্যং পরমার্থদানেন তব প্রীতিঃ ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ—২সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)। আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন ; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন ; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক ; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)। (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতরিন্দ্র! সোমং পাতুং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'সবনা' সবনানি ত্রীণি 'উপ' সমীপে 'আ গহি' আগচ্ছ। সবনা—সুয়তে সোম এম্বিতি সবনানি সুপো ডাদেশঃ (৭১৩৯) টিলোপশ্চ (৬৪১৪৩), 'লিতি (৬১১৯৩)-ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্য উদাত্তত্বং। গহি—ইত্যত্র গমেঃ 'বহুলংছন্দসি (২৪৭৩) ইতি শপো লুক্, হেডি 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (৬৪৩৭) মকার-লোপঃ, 'অতোহেঃ (৬৪১০৫)' ইত্যা হৈ-শাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬৪২২)' ইতি আভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকার-লোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। আগত্য চ 'সোমস্য' সোমং 'পিব', 'রেবতঃ' ধনবতঃ তব 'মদঃ' হর্ষঃ 'গোদা ইৎ' গো প্রদ 'এব' ভূয় হৃষ্টে সতি অস্মাভির্গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। (৭প্র-৫খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ মন্ত্র কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'হে সোমপায়ী মত্তপ ইন্দ্রদেব আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও হৃষ্ট বৈ তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অমৃত-পায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনামূলক এই এক অর্থ এ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ মন্ত্রে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন 'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তি-সুধা তোমার চরণে চির-সমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার; কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য

আমার সম্বন্ধে 'টং' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন।* (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা নো অতিখ্য আগহি॥ ৩॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্বা—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা তবানুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক্ লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান্) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যাঃ' (মা খ্যাতো ভব, ত্বংস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ); 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মৎসমীপং ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয়; সকাশং আগচ্ছ; মোক্ষঞ্চ দেহি,—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গের (প্রথম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত, দ্বিতীয়া ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অথ' সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'অস্মানাং' অন্তিকতমানামতিশয়েন তব সমীপবর্ত্তিনাং 'সুমতীনাং' শোভন-মতি-যুক্তানাং শোভন-প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা 'বিদ্যাম' বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা, সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং সাভাগেমিত্যধ্যাহারঃ বহুব্রীহৌ পক্ষে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদো 'নঞ্‌-সুভ্যাম্‌ (৬।২।১৭২)' ইত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়-পক্ষেঽপি অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরাপবাদ-কৃৎস্বরেণান্তো-দাত্তৈব (৬।২।১৩৯)। অতো মতুপ হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতি-শব্দাৎ পরস্য নামো 'নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)'—ইত্যুদাত্তত্বং। স্বর্মাপি 'নঃ' অস্মান্ 'অতি' অতিক্রম্য 'মা খ্যঃ' অন্যেষাং স্বস্বরূপং মা প্রকথয়ঃ। খ্যা প্রকথনে (অদা০ প০)—ইত্যস্য লুঙি 'অস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙ্‌ (৩।১।৫২)।' আগমঃ—যথেঃ শপো লুকি ভিবাদস্ত্বদাত্তোপদেশোক্ত (৬।৪।৩৭) মকারলোপস্যাসিদ্ধত্বাদাভাবিতি (৬।৪।২২) অনিদ্বানুদাত্তত্বাৎ 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)'—ইতি লুক্ ন ভবতি। (৭অ-৫খ—২সূ ৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সোমপানানন্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজাত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবতাকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অসদ্ভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ

'অথ' পদ পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় ঈশ্বর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসার

ভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি ভাগ্যাকাশে সজ্জন রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'অতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত "অনুমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধিযুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মন্ত্রে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্য"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি

উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ-শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চিরজর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্যশালী—তুমি। জানি আমি ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃকণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।* (১অ ৭খ-২সূ ৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, তৃতীয়া ঋক,) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি তদ্বৎ) 'যৎ' (যঃ, ত্বং) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি); ততঃ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ ইতি শেষঃ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি-লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ); 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ)। সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানোন্মেষিক বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধক-দিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে; দেবভাবোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন; মঙ্গলোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরম-মঙ্গল প্রদান করেন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'যৎ' যঃ ত্বং 'আপপ্রাথ' স্বতেজসা আপূরয়সি। প্রা পূরণে, আদাদিকঃ (৫০) ছান্দসো লিট্ (৩২।১০৫)। 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ ত্বং 'মহীনাং' মহতাং দেবতামপি। 'মহান্তং' আধকং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধু জনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা 'জাতা'। জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন্ (৩২।১৩৪), 'জনিতা মন্ত্রে (৬।৪।৫৩)'-ইতি ইড়াদৌ ণিলোপো নিপাত্যতে, ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ (৪।১।৫)। (৭অ ৫খ ৩সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্বের মন্ত্রে (৪অ ২খ—২দ ৮সা) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন—তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান, যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য, জগতের আদিশক্তি যাহা, মূলীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান জ্যোতিও ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ড মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন,—এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবভাবের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই। তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং।'

দেবভাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবভাবের উৎপাদিকা শক্তিও তেমন ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। (১অ ৫খ ৩সূ ১সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (৪অ—৩খ—৩দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২   ২ ৩ ১   ২ ৩   ২ ০   ১ ২

দীর্ঘ৺ হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ।

১ ২   ৩ ২   ৩ ২ ৩ ১র   ২র

পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ।

৩ ১র   ২র   ৩ ১র   ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন ইন্দ্রদেব !) 'দীর্ঘং' (আয়তং, বিস্তীর্ণং - দৃঢ়ং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্কুশং' (শাসকং—নিয়ামকং দণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) শক্তিং ধারয়তি, তদ্বৎ ত্বং 'শক্তিং' (পরাশক্তিং) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি) ; অথবা 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' 'সুদৃঢ়ং অঙ্কুশং যথা মত্তবারণস্য নিয়ামকং শক্তিং ধারয়তি তদ্বৎ) হে ইন্দ্র ! ত্বং 'শক্তিং' মত্তবারণসদৃশস্য দুর্দ্দমনীয়স্য মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারকং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিভর্ষি' ধারয়সি)। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ ইত্যর্থঃ হে 'মঘবন্' (প্রভূতধনবান ইন্দ্রদেব !) পূর্ব্বেণ' (দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন ইত্যর্থঃ) 'পদা' (পাদেন) 'অজঃ' (ছাগঃ) 'যথা' যদ্বৎ) 'বয়াং' (শাখাং) 'যম' (আকর্ষতি), তদ্বৎ বয়ং ত্বদাং পুরতঃ বর্ত্তমানেন জ্ঞানভক্তি-রূপেণ আকর্ষণী-সাহায্যেন ত্বাং আক্রমাম ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে ভগবন ইন্দ্রদেব ! দেবী' (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু—তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ, অস্মাসু ইতি যাবৎ) ; অপিচ, 'ভদ্রা' মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (শক্তেরুৎপাদিকা সা তব পরাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু—সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। মনশ্চাঞ্চল্যং হি সর্ব্বানিষ্টানাং মূলং। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ জ্ঞানভক্তিরূপ্মেষণেন ভগবতঃ প্রীতিসম্পাদনায় লক্ষ্যঃ অত্র বর্ত্ততে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন ! অস্মান্ ভাবসমন্বিতান্ জ্ঞানপ্রজ্ঞাংশ্চ কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন।

অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ নিয়ামক শক্তি ধারণ করে; সেই-রূপ, আপনি মত্তবারণ-সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূতধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনশ্চাঞ্চল্য-পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষ শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি। অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তদানাদিগুণযুক্ত দেবভাব উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)। (৭অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দীর্ঘং' আয়তং 'অঙ্কুশং' সৃণিং 'যথা বিভর্ষি' এবমায়তাং 'শক্তিং' হে 'মন্তমঃ' মত্ত জ্ঞানে, ভবন। 'মতুবসো রুঃ (৮।৩।১)'—ইতি সম্বুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। ঈদৃশেন্দ্র! বিভর্ষি ধারয়সি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ জৌহোত্যাদিকঃ, শ্লৌ 'ভৃঞামিৎ (৭।৪।৭৬)' ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! যথা 'পুরোধেন' দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন 'পদা' পাদেন 'অজঃ' ছাগঃ 'বয়াং' শাখাং আকর্ষতি তথা পুরোবর্ত্তিনা শক্ত্যা আক্রমিষঃ শত্রূন্॥ নিযচ্ছসি—যমেলে টাডাগমঃ, বহুলং ছন্দসি (১।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্। গতমন্যৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটীর বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের যে একটী ভাষ্যানুসারী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখাহৃত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব

করিয়াছেন।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করি নাই। 'তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—ভাষ্যেও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের লক্ষ্য যদি ইন্দ্রদেব হয়েন, তাহা হইলে 'কল্যাণময়ী' বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে এ বিশেষণ প্রযুক্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—এরূপ অর্থেরই বা তাৎপর্য্য কি? তাই এক বিষম সমস্যার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে সঙ্কল্পসঞ্চয়ে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। মনশ্চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপস্যাই সম্ভবপর নহে। সন্ধ্যাবই বল আর যাহাই বল, মনশ্চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত কিছুই সম্ভবপর হয় না। মত্তহস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি মানুষ নিয়ত বিপথগামী হইতেছে। মনশ্চাঞ্চল্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? সাধারণ মানুষ বলিয়া নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষেও এক দিন সেই মনশ্চাঞ্চল্য নিরোধ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও একদিন মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

অর্থাৎ,—হে ভগবন! আমি চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। মন অতীব চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ। বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে বশ করিতে পারিতেছি না। যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজের অনায়ত্ত কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি? কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুকে যেমন নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যখন চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত এতাদৃশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রারব্ধের কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের কম্পনসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না। অর্জ্জুনের এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

মন চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য—তাহা স্বীকার করিয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণার

দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য-প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে, যোগলাভে সক্ষম হন।' সুতরাং বুঝা গেল,—অভ্যাস-সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধি দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনকে বশীভূত করার নামই—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মানুষের সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মন্ত্রে সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সম্ভাবলক্ষ্যে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়েই প্রথমতঃ উপদেশ দেখিতে পাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমায় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মত্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত করিতে হয় সেইরূপ মনকেও বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ শক্তির সাহায্যে, বশীভূত করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গকে সংযত করিবার শক্তি যেমন অঙ্কুশে বর্তমান, সেইরূপ ভগবানও মানুষের চিত্ত বশীভূতকারী শক্তি ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট সেই শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে শক্তির দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়, সকল শক্তির আধার ভগবানের নিকট সেই শক্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমা বাক্যের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

তার পর দ্বিতীয় উপমার (পূর্বেণ পদা বয়ামজো যথা প্রভৃতি) সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করুন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব এই যে—ছাগ যেমন সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের পূর্বোক্ত শক্তির দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিবা আমাদিগের অর্থে স্থূলতঃ এই ভাব ব্যক্ত হইলেও মূলতঃ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এখানে অজের সম্মুখভাগস্থ দুইটী পদ বলিতে আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীদ্বয়কে উপলব্ধি করি। ভগবানকে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। আবার 'অজঃ' পদে যদি 'আত্মাকে' লক্ষ্য করি, আর 'বয়াং' পদে যদি 'ভগবানকে' বুঝি, তাহা হইলেও উপমার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং।" 'অজঃ' বলিতে সেই অনাদি আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বয়াং' বলিতে আমরা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করি। নদী বা সমুদ্রে 'বয়া' যেমন পোতাদির আশ্রয়, পরমাত্মা সেই আত্মার 'পদ'-স্বরূপ। এইরূপে উপমার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে! একবিধ অর্থে উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—'অজ যেমন তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা বৃক্ষ-শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্যবিধ অর্থে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আত্মা যেন পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারে।

তার পর মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে সন্তান প্রাপ্তির কামনা এবং সেই সন্তানের দ্বারা পরমমঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে পর পর দুর-

পর্য্যায়ে উচ্চাবচক্রমে এইরূপ বিভিন্ন ভাবের কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

—— * ——

তৃতীয় সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

অব স্ম দুর্হ্নণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'দুর্হ্নণায়তঃ' (উপক্ষয়িতৄণাং সত্ত্বাবহারকানাং ইতি ভাবঃ বহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'স্থিরং' (সুদৃঢ়ং বলং) 'অব তনুহি স্ম' (নিঃশেষেণ বিনাশয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, যঃ' (সত্ত্বাববরোধকঃ যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিভূতান করোতি ইতি ভাবঃ) 'অধস্পদং' (নীচৈনং পরাভূতং) 'কৃধি' (কুরু)। হে দেব! 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা—সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ—অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্ত্বোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু, সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সত্ত্বসংজননায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সত্ত্বাবলম্বিতান কুরু। সৎপথং চ প্রদর্শয়। (৭অ ৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের (আমাদিগের) উপক্ষয়িতা সত্ত্বাবহারক বাহিরন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্)।

অপিচ, সদ্ভাবাবরোধক যে শত্রু আমাদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বাহ্যান্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদানাদিযুক্ত দেবভাবোৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সদ্ভাবজনয়িত্রী শক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দুর্হণায়তঃ' দুঃখপ্রদহরণমাচরতঃ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য শত্রোঃ 'স্থিরং' দৃঢ়ং বলং 'অব তনুহি' অবততং নীচীনং কুরু। 'স্ম'—ইতি পূরকঃ। 'তং' শত্রুং 'ঈং' এনং 'অধস্পদং' পাদয়োরধস্তাদ্বর্ত্তমানং 'কৃধি' কুরু। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান্' 'অভিদাসতি' উপক্ষপতি। সমানমন্যৎ। (৭অ ৪খ ৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাব অবরোধ করে; তাহাদের বর্ত্তমানে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করিয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া দিউন। আর সেই সদ্ভাবের সাহায্যে যাহাতে আমরা আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্য্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিই তাহার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্যাদি দর্শনে, তাহা পাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তাহা অধিগত না হইলে তৎসহ যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হইলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রে সেই কামনা—সেই প্রার্থনাই বর্ত্তমান।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে অনুবাদটী এই,—"যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক হইলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দেও; যে আমাদিগের অনিষ্ট

চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।" * (৭অ ৫খ–৩সূ ৩সা)।

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃসঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধুনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব স্বতএব সঞ্চায়তে অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামহে; এবম্বিধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু–ইতি ভাবঃ। (৭অ-৬খ-১সূ–১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' দশাপবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। কীদৃশঃ সন্? 'স্বানঃ' শব্দায়মানঃ। 'সুবানঃ'—ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ। স্তূয়মানঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী গ্রাবসু বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে সোম! স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু সোতৃষু 'সর্ব্বধা অসি' সর্ব্বস্ব ধাতা দাতা চ ভবসি। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* • *

প্রথম (১০৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৩দ ১খ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিপ্রঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, জ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (কর্ম্মকুশলঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'অন্ধসঃ প্রজাতং' (সদ্ভাবসঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (পরমানন্দং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। অপিচ, ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সদ্ভাবপ্রভাবেন পরমানন্দলাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতান কুরু পরমানন্দং চ বিধেহি। (৭অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্ম্মকুশল হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সদ্ভাবপ্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। (৭অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' 'বিপ্রঃ' বিবিধং প্রীণয়িতা বিপ্রসদৃশো বা ত্বঞ্চ 'কবিঃ' মেধাবী, অতস্ত্বং 'অন্ধসঃ' অন্নাৎ জাতং 'মধু' মধুরসং প্রযচ্ছসীতি শেষঃ। (৭অ-৬খ—১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ প্রজাতং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উহার অর্থ হইয়াছে—'অন্ন হইতে সঞ্জাত।' সেই অন্ন হইতে উৎপন্ন 'মধু' মধুরস সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তার পরই বলা হইয়াছে—'মদেষু সর্ব্বধা অসি' অর্থাৎ মাদক পদার্থের মধ্যে সোম সকলের ধারক। অন্ন হইতে সোম সহযোগে মধুররসযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর সেই মাদক-দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সোমের যে সকল বিশেষণ পদ—'কবিঃ' 'বিপ্রঃ' প্রভৃতি—মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং 'অন্ধসঃ প্রজাতং মধু' মন্ত্রাংশে অন্ন হইতে

উৎপন্ন মধুররস অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে না। 'কবিঃ' এবং বিপ্রঃ' পদদ্বয়ের সহিত অর্থসঙ্গত রক্ষায়, আমাদের মতে উহার অর্থ হয়—সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ। 'অন্ধসঃ' পদের অন্ন অর্থ নিরুক্তসম্মত। কিন্তু যে অন্ন সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন, সে অন্ন সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিয়াছি তো—দেবগণ সূক্ষ্ম অশরীরী। স্থূল অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম অশরীরী, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য সেইরূপ সূক্ষ্ম সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানেরই আবশ্যক হয়। এখানে 'অন্ধসঃ' পদে সেই সদ্ভাবাদির প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'মধু' পদের পরমানন্দ অর্থই সমীচীন। সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে—হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সমাবেশ হয়। এখানে সেই আনন্দই 'মধু' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর সোমের বিশেষণ পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। সোমকে 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল বলা হইয়াছে। সোম যে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সে কোন্ কর্ম্ম? আমরা মনে করি, সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। দুর্দ্দম অশ্বকে যেমন রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয় সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মের দ্বারাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার নাই, যিনি আত্মায় আত্মসাম্মিলনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। 'বিপ্রঃ' পদের 'জ্ঞানদাতা' অর্থও এই ভাবেই সুসঙ্গত। জ্ঞানী যিনি—ভক্ত যিনি, তিনিই 'কবি' হইবার অধিকারী। ভগবান ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান, জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন; সত্ত্বের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত; জ্ঞানের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিভাত। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিপ্রঃ' বলা হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, 'হে দেব! আপনি কর্ম্মকুশল, আপনি জ্ঞানদাতা। আপনি আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। সর্ব্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আপনি একটু কৃপা করুন, একটু জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন, একটু কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন। ঊষার আলোকের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশ পাইয়া পাইয়া, সদ্ভাব উন্মেষের সহায়ক হউক। সদ্ভাবের উন্মেষণে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।' (৭অ-৬খ-১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই—"হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।"

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বে' (ত্বাং) 'পীতি' (পালনং গ্রহণং বা ইত্যর্থঃ) 'আশত' (কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব-ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবাঃ অস্মাকং রক্ষন্তু, অভীষ্টং পূরয়ন্তু ইতি প্রার্থনা। (৭অ—৬খ—১সূ ৩সা।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাব-সমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বে' ত্বয়ি পীতিং পানং 'বিশ্বেদেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'সজোষসঃ' সমানপ্রীতয়ঃ সন্ত 'আশত' প্রাপ্নুবন্। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাব-সমূহ আমাদিগের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ হউক।

'পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। উহাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু আমরা পান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গ্রহণ' বা পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। আর সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"সকল দেবগণ সমান-প্রীতযুক্ত হইয়া তোমাকে পালন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।" * (৭অ। ৬খ।-১সূ—৩সা।)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৩ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র১র ১র৩২১ ২ ১২র
১। পাহ৫রি। স্বানো ৩ গা ৩ য়িরিষ্ঠাঃ। পাবিত্রেসো। সোঅক্ষরাৎ। পবিত্রে।

১ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২১২১
সোমো ২ ৩। ক্ষারাৎ॥ তুহ্৫ বম্। বিপ্রা ৩ স্তু ৩ সক্ষায়িঃ। মধুপ্রজা।

২৩২১ ২১র ৪৫ ২ র ৪ ২
তমক্ষণাঃ। মধুপ্রজা। তমা ২ ৩। সাসাঃ॥ তুহ্৫বে। বিশ্বে ৩ সা ৩

৪র ৫ ২র১র২১ ২৩র২১ ২রর র ১ ৪৫
জোষসাঃ। দেবাসঃপায়। তিমাশতা। দেবেসঃপী। তিমা ২ ৩। সাতা।

১ ২ ২৯ ৫ ২১ ৩১র ৯১
ওয়। মদো। বা ৩৪৩ও৩৪বা। বুবা। সক্ষধাঃ। অসায়। মা২

৩ ৫রর ২ ২ ১র ৩১১১১
দা২৩৪উবোবা। এ৩। সুসবিধা অসী২৩৪৫।

* * *

১২ র র র ১ ৯ ৩ ৫ ২র১ —
২। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা ২ য়িত্রে ২৩৪সো। সোঅক্ষারা ২ ৫।

১২ ১ n ৩ ৫ ২১ — ১২
তুসাম্। বিপ্রস্তুক্কবিঃ। মধু ২ প্রা ২৩৪ জা। তমক্ষামাসা ২ঃ॥ তুবে।

র র ১র n৩ ৫ ২র১ — ১ ২
বিশ্বেসজোষসঃ। দেবা ২ সা ২৩৪ঃপী। তিমাশাতা ২। মদামিয়ূসা ৩।

S ২ ২১ ৫ ৪ ৫
ঈ৩য়া৩। র্বধো ২৩৪বা। আ৫সো৬হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

১ ১ র ২ র ১ ২র — ১ ২ ১ —
স্কামাঃ। ভুবোবিশ্বেস। জো২ যনাঃ। দেবা২। সা২৩ঃপী। ভিমা২

১ ২ —১ ৭ ২ ৫
শাতা। মা২৩দামি। বৃ২মা। র্ধসা২৩ঃ। হাউবা৩। অ২৩৪সী॥

* * *

২ ১ ২ ১ ২১ ২১ ২ র র ২
৬। পরিপ্রবোকা। নোগিরিষ্ঠাঃ। পবাগিত্রে২৩লো। মোঅক্ষারাৎ॥ ভুবৎ-

১২ ১২ ২১ ২ ১ ২র ১২
বিপ্রোবা। ভুবক্ষবাধিঃ। মধুপ্রা২৩ভা। তমঙ্কাসাঃ॥ ভুবেবিশ্বোবা।

১ র২১ ২র১ ২ র১ ২ ৪
সাজোষনাঃ। দেবানা২৩ঃপী। ভিমাশাতা। মদারিয়ু১সা২৩র্ধা।

৫র ৩২
ষাঃ। অসো৩৪৫ঔ। ডা॥

* * *

২ ১ — ১ ২র ১ — ১র —
৭। পরিপ্রবোহো২। ইয়া। নোগিরামিষ্ঠা২ঃ। পবিত্রেসোহো২। ইয়া

১ ২র১ -- ২ -- ১ ২১ — ১
মোঅক্ষারা২ৎ। ভুবংবিপ্রোহো২। ইয়া। ভুবঙ্কাবা২ষিঃ। মধুপ্রজো-

-- ১ ২১ - ২র১ — ১ ২র১ —
হো২। ইয়া। তমঙ্কাসা২ঃ। ভুবেবিশ্বোহো২। ইয়া। সজোষানা২ঃ।

র র১ — ১ ২র১ — র১ — ১ ২১র
দেবানঃপোহো২। ইয়া। ভিমাশাতা২। মদেয়ুসোহো২। ইয়া। রুধাক্ষ

২ ১
২৩সা৩৪৩য়ি। ও২৩৪৫ঔ। ডা॥

* * *

২র র র র ১র২ ১২৩ ৫ ২র
৮। হাউপরিপ্রবানোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবত্রেসো৩। মোঅক্ষা২৩৪রাৎ। হাউ

১২ ১২৩ ৫ ২র র র
ভুবংবিপ্রস্তবঙ্কবির্হাউ। মধুপ্রজা৩। তামন্ধা২৩৪সাঃ। হাউভুবেবিশ্বে-

র র ২র১র ২ ১ ২ঢ় ৩ ৫ —
সজোষসোহাউ। দেপাসঃপীত। ভারিমাণ্যা ২ ৩ ৪ ভা। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩
২ ১ ২ ২ ১র ঢ় ৩ ৫র র ২ ১ ৩১ ১ ১ ১
য়িহী। মদাম্বিষ্ ৩ না। র্কষাঃ। আ ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবষুন্তে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩ ৪ ৫ র র ২ঢ় ৩ ৫ ১ — — ১ ৪ ২ ১ র র র
৯। পরিস্বানঐ। হৌঐহী ২ ৩ ৪ য়া। গিরিষ্ঠাঐ ২ হৌঐ ২ হী ৩ য়া পবিত্রে সোমো
— ১ ৪ ২ ৩ ৪ ৫ র ২ ৩ ৫ ১
অক্ষরদৈ ২ হৌঐ ২ হী ৩ য়া॥ ভুবংবিপ্রস্তুঐ। হৌঐহী ২ ৩ ৪ য়া। বক্ষবরৈ
— ১ — ৪ ২ ১ র — ১ ২ ৩ ৪র৫ র র ২ঢ়
২ হৌঐ ২ হী ৩ য়া। মধুপ্রজাতমন্ধসঐ ২ হী ৩ য়া॥ ভুবেবিশ্বেসঐ। হৌঐ
৩ ৫ ১র — ৪ ২ ১রর র র — ১ ৪
হী ২ ৩ ৩ য়া। জোষসঐ ২ হী ৩ য়া। দেপাসঃপীতিমাপতঐ ২ হৌঐ ২ হী
২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪
৩ য়া। মাদাম্বিযুসা ৩ ১ ২ ৩। র্কষো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হারি॥

* * *

২ ১ ৪র র ৫ ১ ২র র র ১ ২
১০। পরিস্বা ২ ৩ নোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবিত্রেসো। মোআক্ষা ১ য়া ২ ৩ ৫।
১ ২ ২ ১ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
হোবা ৩ হারি॥ ভুবংবা ২ ৩ য়িপ্রস্তুপক্ষরহাউ। মাধুপ্রজা। তমান্ধা ১
১ ২ ২ ২ ১র ৪র র ১ র২র
সা ২ ৩ ঃ। হোবা ৩ হারি॥ ভুবেবা ২ ৩ য়িশ্বেসজোহাউ। দায়িপাসঃপী।
১র ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ভিমাশা ১ তা ২ ৩। হোবা ৩ হারি। মদাম্বিষ্ ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হা।
১র ৩ ৫র র ২ ২র১৩১ ১ ১ ১
র্কষাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবষু ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ র — ১ ২র র র ৩ ৭ ৩র ২
১১। পরিস্বানঃ। পা ২ য়িরিষ্ঠাঃ পাবিত্রেসো। মোআক্ষরা ২ ৩ ৪ ৫। হাহোয়ি॥
১ ২ — ১ ২ র ১ ৭ ৫র ২
ভুবিপ্রস্তু। বা ২ ক্ষাম্বিঃ। মাধুপ্রজা। তমান্ধসা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোয়ি॥

১ র২র — ১ র২ র ১ ৭ ৩র ২
তুর্বেবিশম। জো ২ বসাঃ। দাঁয়ানঃপী। তিমাপতা ২৩৪। হাহোয়ি।

১র ২ ২ ১ ২ ৪৫ ৪৫
মদেষু্যাস্ব ৩ ধাঃ। অসা। ঔ ৩ হোবা। ঈডা (৩)॥

* * *

২ রররর ১ ২ ১র র ২
১২। পরিস্বানোগাগাউরায়িষ্ঠাঃ। পবিত্রেসো। মোআক্কা ২ ৩ রাৎ॥ তুবং

র ১ ১ ১ ২ ২র র রর
বিপ্রস্ত ৬ ভাউকানাঃ মধুপ্রজা। তমক্কা ২ ৩ সাঃ॥ তুর্বেবিশেসজোহাউ-

১ ২ ২১র র ২ ১ -- ২
ষাসাঃ। দেবানাংপায়। তিমাপা ২ ৩ তা। মদা ২ হো ১ য়ি। ষ্ ২ ৩ সা।

১র ২৩ ৫রর ২ ১৩১১১১
স্বসাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হবিস্কৃতে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২র ২র র ২ ১ রর২ — ১
১৩। পরিস্বানোগো। হৌহোবাহায়ি। রিষ্ঠাঃ। পবিত্রেসোমঔ ২। হুবায়ি।

১ — ১ ৩ ১র র ২ ২
হুবা ২ য়ি। ক্কারা ২৫। তুবং বিপ্রস্তবো। হৌহোবাহায়ি। ভবায়িঃ।

র১ -- ১ -- ১ -- ১র৩র১র
মধুপজাতমৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। ধাসা ২ ঃ। তুর্বোবিশেসজো।

র ২ ১ রর র২ -- ১ — ১
হৌহোবাহায়ি। ষসাঃ। দেবানাংপীতমৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা

- ১র ২ ১ — ১ -- ১র ২ —
২। মদেষুসর্ব্বধৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা ২। মদেষুসর্ব্বধৌ ২।

১ -- ১ -- ১র ২ -- ১ — ১
হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা ২। মদেষুসর্ব্বধৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। আসা

১ ২৩ ৫র র ২১র২৩১১১১
২ ৩ বি হো ২ মা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। অগ্নিরাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩)॥১॥২॥৩॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ত্রয়োদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "তৃতীয়ংবৈদন্বতম্" (২) "বৈদন্বতাদ্যম্" (৩) "চতুর্থবৈদন্বতম্" (৪) "ঐন্দ্রাগ্নাদ্যম্" (৫) "সত্তহতম্" (৬) "অরাবোধীয়ম্" (৭) "স্বরূপোত্তরম্" (৮) "গাণিত্যতম্" (৯) "শাম্বরম্" (১০) "দানতুনিধনম্" (১১) "প্রত্যাচৌনেডক্কাশীতম্" (১২) "হাবিস্কৃতম্" এবং (১৩) "গৌষূক্তম্"॥

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　৩　১র　২র৩　২
স সুন্বে যো বসূনাং যো

৩ ১ ২ ১ ১র　২১
রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।

২ ৩　১　২　৩২
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইড়ানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুন্বে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ ৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।)। (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'সুন্বে' অভিষূয়তে ঋত্বিগ্‌ভিঃ, যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা', যশ্চ 'রায়াং' রাতি প্রযচ্ছতি ক্ষীরাদিকমিতি রায়ো গাবঃ তেষামানেতা, যশ্চ 'ইড়ানাং' অন্নানাঞ্চ, যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' সুনিবাসানাং শোভনমনুষ্যযুক্তানাং গৃহাণাং আনেতা বিদ্যতে, সোঽস্মাভিঃ সুতোঽভূদিতি। (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সত্ত্বভাব ধন প্রদান করেন, জ্ঞান দান করেন এবং সাধকদিগের রক্ষক হয়েন। এতদ্দ্বারা কি ভাব বুঝিতে পারি? যে সোম এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, তিনি কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ গুণশক্তিসম্পন্ন সোমকে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার মাদকদ্রব্য রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্যাখ্যাকার ঠিক সেই পন্থারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"যে সোম অন্ন, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থের কোনও সার্থকতা আমরা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহা হউক, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধনপ্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার জন্য যেন আত্ম-নিয়োগ করি। দস্যু তস্কর আর কি? সেই অজ্ঞানতাই—অজ্ঞানতা-সহচর সেই রিপু-শত্রুই তো অন্তরের মূল্যবান বিত্ত-সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়! তাহারাই তো যত কিছু অসৎকার্য্যের, যত কিছু পাপানুষ্ঠানের জনয়িতা। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে সেই সকল দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে। ভগবদধিষ্ঠানে অন্তর উপদ্রবহীন হয়।

ভাষ্যকার 'ইড়ানাং' পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। * (৭অ ৬খ ২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য বার্য্যমণা ভগঃ ।

১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যস্য' (সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুভূতং, গ্রহণীয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'পিবাৎ' (গৃহ্লাতি) ; অপিচ 'যস্য' (ত্বাং) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) গৃহ্লন্তি ইতি শেষঃ । 'অর্য্যমণা' (তন্নামকেন দেবেন সহেতি ভাবঃ) 'ভগঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'যস্য' (ত্বাং) গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ । 'যেন' (তথাবিধস্য তব প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) বাং 'মিত্রাবরুণৌ' (তন্নামকৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রভূতং স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অকরামহে' (আকৃষ্যাম) । অপিচ, 'মহে' (মহতে) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরমাশ্রয়লাভায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ । মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । সত্ত্বভাবপ্রভাবেন দেববিভূতিলাভায় তথা ভগবতি আত্মসম্মিলনায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে । (৭অ ৬খ—২সূ—২সা) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান গ্রহণ করেন। অপিচ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অর্য্যমাদেবের সাহচর্য্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি, এবং পরমাশ্রয়-লাভের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সত্ত্বভাবপ্রভাবে দেববিভূতিলাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান)। (৭অ—৬খ—২সূ—২সা) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'যস্য' প্রসিদ্ধস্য 'তে' তব রসং 'ইন্দ্রঃ' 'পিবাৎ' পিবতি। পা পানে (ভ্বা০ প০), লেটাডাগমঃ। 'যস্য' যস্য সোমং 'মরুতঃ' পিবন্তি, 'বা' অপিচ 'অর্য্যমণা' এতন্নামকেন দেবেন সহ 'ভগঃ' দেবঃ 'যস্য' যং সোমং পিবতি, 'যেন' সোমেন 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ বয়ং 'আকরামহে' আভিমুখীকুর্ম্মহে। তথা 'মহে' মহতে 'অবসে' রক্ষণায় যেন চ সোমেন 'ইন্দ্রং' অভিমুখীকুর্ম্মহে, তং সামাভিষুণোমীত্যর্থঃ। (১অ-৬খ-২সূ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১০৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। প্রথমে নিত্যসত্য-প্রকাশের সাথে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্র কহিতেছে,—'সদ্ভাব সকল দেবতারই গ্রহণীয়। সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের সদ্ভাবগ্রহণে ভগবান যেন প্রীতি লাভ করেন; আর প্রীত হইয়া তিনি যেন আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন মিশাইয়া লন।' লক্ষ্য—সদ্ভাব লক্ষ্য নয়; লক্ষ্যের পূর্ণ পরিণতি—তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে, মিত্র, বরুণ, ভগ, অর্য্যমা, মরুত প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। তাঁহারা সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন পার্থক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন নামে যে সকল দেবতার উল্লেখ বেদমন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলেই সেই একেরই বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশ। ব্যষ্টি যে বিভিন্ন দেবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও সমষ্টিভাবে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুদ্গণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায়, মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। বেদ-মন্ত্রে বৃহস্পতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্তী

কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সন্নিবেশিত হইল অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য, তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম ;—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ভগ ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিরিক্ত বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা ;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।" কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অনুরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা। পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩।৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা-সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে ভবেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পুরাণের যথাক্রম পার্থক্য যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে

নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাহার আভাস দিয়া লিখিয়াছেন,—"আদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিন দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, put the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky". Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, enternity or the enternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable principle......is the celestial light." —Roth, translated by Muir, "Sanskrit Texts" vol. V (1884) P. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনীসকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম-সংখ্যা উনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংখ্যার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয় প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়;—কুহেলিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে মন্ত্রের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে

প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাষ দেয়। অপিচ, তিনিই একত্র যে বহু, তাহাও বুঝা যায়। * (৭অ—৬অ—২সূ—২সা)।

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১র র ২ ১ —১ — র র ১ ২
১। সায়। যেযোবস্‌ ২৩ নাম। যোরা২ য়ামা২। নেতায়ইডা ২৩ নাম।

১ ২ ১ ২১ ৫ ৫ ১২ ১
সো ২৩মাঃ। যঃ সুক্ষিতা ২৩৪ য়িনো ৬ হায়ি। সোমাঃ। যঃসুক্ষিতা

২ ১ —১ — র ১ ২ ১ —১ —
২৩য়িনাম্। যাস্তা২ তাঈ২। দ্রঃপিবাস্তম্ভমরু ২৩ তাঃ। যাস্তা২ তাঈ২।

র ১ ২ ১ ২ ১র ২১র ৫
দ্রঃপিবাস্তম্ভমরু ২৩ তাঃ। যা২৩স্তা। বার্যামণাস্তা ২৩৪ গো ৬

৫ ১২ ১র র ২ ১ —১ — ১র র
হায়ি। যাস্তা। বার্যামণাস্তা ২৩গাঃ। আযে২ নামী ২। ব্রাবরুণা

২র ২ ১ ২ ১২র১ ৫ ৫
করামা ২৩হায়ি। আ ২৩য়িগ্রাম্। অবদেমা ২৩৪ হো ৬ হায়ি।

* * *

২১ ২ ৪ ২ ৩ ৫ ২র১ — র১ ২ ২
২। সমুযে ৩যঃ। বাসূ২৩৪নাম। যোরায়া ২ গ। আনায়িতা৩য়া ৩ঃ।

২ ৫ ২র১ ২ ৪
ইডা ৩২৩৪ নাম। সোনাঃ। যাঃ সূ ৩ক্ষী ৩।

২ ৫
তা৩৪৫ য়িনো ৬ হায়ি॥ ১২॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ২৩ ১ ২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"দৌর্ঘম" এবং "নকম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ); 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্ষীরাদিভিঃ তৃপ্যতি তদ্বৎ) 'হব্যৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনা-পরায়ণ হই।) (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং তং সোমং 'অভিগায়ত' অভিষ্টুত। 'তং' ইমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিব অলঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ স্বাদূকুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ 'হব্যৈ' হবির্ভিঃ মিশ্রণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ত' স্বাদূকুর্ব্বন্তি॥ ১॥

• • •

প্রথম (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

— • —

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান্ সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে, শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্ম আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৩সূ-১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাবীঃ' (দেবভাবানাং সংরক্ষকঃ, উৎপাদকঃ বা) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'হিন্বানঃ' (উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্ত্তুং কাময়মানঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মতিভিঃ' (মনীষিভিঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সমজ্যতে' (সম্যক্ যোজিতঃ ভবতি মনীষিভিঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সাধকাঃ এব সত্ত্বাধিকারিণঃ। আত্মোৎকর্ষেণ সাধকাঃ সত্ত্বাসান্ সমধিগচ্ছন্তি। তে সাধকাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়মপি সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ-২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসক-দিগের শৌর্য্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া, বৎসগণ যেরূপ তাহাদের মাতার সহিত সঙ্গত হয় সেইরূপভাবে, মনীষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌প্রকারে যোজিত

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—১০খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণই সদ্ভাবের অধিকারী। আত্মোৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সদ্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিন্বানঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ বসতীবরীভিঃ 'সমজ্যতে' সম্যক্ সিক্তো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎস ইব' বৎসো যথা 'মাতৃভিঃ' গোভিঃ সমক্তো ভবতি, তদ্বৎ। কীদৃশঃ? দেবাবীঃ' দেবানাং রক্ষকঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'পরিষ্কৃতঃ।' অলঙ্কৃতঃ। ভূষণার্থে সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬।১।৩৭) ইতি সুডাগমঃ, পরিনিবিভ্যঃ (৮৩।৭০) ইতি ষুটঃ সত্বঃ॥ (৭অ - ৬খ—৩সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১০৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা তাহা অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন। প্রথমে সেই ব্যাখ্যাটী নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্য-সহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় জলের প্রসঙ্গ নাই। দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিবার উল্লেখও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যায় সে ভাব টানিয়া আনা হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার—কাহারও অনুসরণ করি নাই। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিলে এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সামগ্রী বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, আর দেবতাকে মাদক-দ্রব্য-প্রদানের প্রবৃত্তি আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দুঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'সোমঃ।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য। 'মদঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মদকঃ' অর্থাৎ মত্ততাজনক। সুতরাং সোমরূপ মাদকদ্রব্য যে দেবগণের মত্ততা উৎপাদনের জন্য গমন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ 'ইন্দুঃ' পদের যে সকল বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অধ্যাহৃত অর্থ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আমরা মনে করি,—ঐ 'ইন্দুঃ' পদে বিবিধ প্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ। দেবগণ—ভগবান সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন, আর সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি

সাধিত হয়, - এরূপ অর্থ লইয়া ভ্রান্ত যাঁহারা, তাঁহারাই পরিতুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ অর্থ লইয়া জ্ঞানিগণ কখনই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দের 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। 'সোম' বা 'ইন্দু' বলিতে—জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সোম সুধা - সেই সুধা।

সোমের এইরূপ অর্থে বিশেষণ-পদগুলিরও সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আবার মন্ত্রান্তর্গত উপমা অংশের সুষ্ঠু অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে অনুপম অমৃতের উৎস ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সদ্ভাব-সমূহ সংরক্ষিত হয়; তাহাতেই অন্তরে বিমল আনন্দ জন্মে,—হৃদয় নির্ম্মলতা ধারণ করে। এই ভাবেই বিশেষণ-পদ-সমূহের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এইবার মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৎসং ইব মাতৃভিঃ' উপমা অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বৎসগণ যেমন গাভীদিগের সহিত সঙ্গত হয়, গাভীগণ যেমন স্তন্যাদি দানে বৎসের লালন-পালন করে; সেইরূপ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে সমুদ্ভূত সেই অনুপম সুধা, সাধকগণ ভগবানে ন্যস্ত করিয়া থাকেন। আর সেই সুধা-গ্রহণে অশেষ-কল্যাণ-সাধনে ভগবান সাধকগণকে রক্ষা করেন। ফলতঃ, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, আত্মার উৎকর্ষসাধনেই 'ইন্দুঃ' ভগবানে সমর্পিত হয়। এখানে সেই সদ্ভাবসঙ্ঘেরই উদ্বোধনা আছে। (৭অ ৬খ ৩সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র　২র ৩ ১ ২ ৩ ১　২র　৩ ১ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্দ্ধায় বীতয়ে।
৩ ১　৩ ২ ৩　১২　৩ ২
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ শুদ্ধসত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'দক্ষায়' (বলায়, কর্ম্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'সাধনঃ' (সাধকঃ, বিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। তথা 'অয়ং' (সঃ শুদ্ধসত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'শর্দ্ধায়' (বলায়, শত্রুনাশসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) তথা 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়—যদ্বা, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইতি ভাবঃ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ। 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অয়ং'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, ষড়ধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

(সঃ শুদ্ধসত্ত্ব) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং প্রীতয়ে) 'মধুমত্তরঃ'। (তেষাং পরমানন্দবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। সত্ত্বাবদানেন ভগবতঃ প্রীতিং সম্পাদয়াম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্ম্মশক্তি-বিধায়ক হউক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)। জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরমানন্দ-বিধায়ক হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, সত্ত্বাব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হই। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'দক্ষায়' বলায় বর্দ্ধনায় বা 'সাধনঃ' সাধয়িতা ভবতি, তথা 'অয়ং' সোমঃ 'শর্দ্ধায়' বলায় 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণার্থং চ ভবতি, 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ মধুমত্তরঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যযুক্তো ভবতি, অত্যন্তং মদকরো ভবতীতি বা। (৭অ-৬খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য্যাদির বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। কেহ আবার তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তি-সুধা-পান করাইবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার জন্যই এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক দীনতা জানাইয়া, ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! এস; আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। জানি—তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমি অনন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই—তুমি অসংখ্য অনন্তরূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও একমাত্র তুমিই

প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সদ্ভাব-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' ফলতঃ, কর্ম্মশক্তি লাভের কামনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাবমণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।" ব্যাখ্যাকারের গভীর গবেষণার বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। * (৭অ—৬খ—৩সূ—৩ম)।

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৩　　　৩　　৫　৩　　৫　২র১　　২　১র২
১। ত্বাং২৩৪বঃ। দা২৩৪খা। সা২৩৪খা। সোমদা২৩য়া। পুনানম।

র　　২　　১　২১২৮　৩র২১　　২৩র২
ভিগায়া২৩তা। শায়িশুন্নঃ। বাঃস্বদয়া২৩। ভগূর্ত্তিভা৩৪৩য়িঃ॥

৩　　৫　　৩　　৫　২১র　　২　　১　২র
সা২৩৪ব। ৫সা২৩৪ঈ। বমাতৃ২৩ভায়িঃ। আয়িন্দুর্হিয়া

র১　　২　　১　২র১র　২র৩২১　　২৩২
গোঅজ্যা২৩তায়ি। দাধিবাবীর্য্যা। সোমাতিভা২৩য়িঃ। পরিষ্কৃতা৩৪৩ঃ॥

৩　　৫　　৩　　৫　৩১র　　২　　১　২র　　১র
আ২৩৪সগ্। দা২৩৪শা। যশাধা২৩নাঃ। আরভ শক্তাং। যবীতা

২　　৩　২র১র　২র৩২১২৩　২
২৩য়ায়ি। আয়ন্দেবে। ভোমধুমাধতরঃসুতা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১　　　র　১র　　২র১　—　　র১　　২১　—
২। ত্বংবঃ সখা। য়োমদায়া। পুনানামা২। ভিগায়তা। শিশুন্নাহাহা২।

র　১　n　　৫রর　　১র২　　১৮১১১
বৈ্যাঃস্ব। দা২য়া২৩৪ঔহোবা। ভগূর্ত্তিভরে৩উপা২৩৪৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, পাঞ্চদিক শততম সূক্ত, তৃতীয় সাক)।

২ র ১ ২ র ১র ২
৩। ভংবঃসথা। য়োমদা ২ ৩ য়া ৩ ৪। পুনানমা। ভিগায়া ২ ৩ ভা ৩ ৪।

২ র ১র n ৩
শিশুমহা। বৈাঃশ্দয়স্তগূ। ভা ২ য়ি। ভা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা।। ১।২।৩। *

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ, সন্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ—সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু হৃদি ইতি যাবৎ); 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'স্বানাঃ (অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ -ভবন্তি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধন-প্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ -৪সূ —১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধন-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "কার্ণশ্রবসম্", (২) "সুজ্ঞানম্" এবং (৩) "কাশীতম্।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাঃ' 'পবন্তে অস্মভ্যং' অস্মদর্থং ক্ষরন্তি আগচ্ছন্তি বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ, 'স্বানাঃ' সূয়মানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ, অতএব 'স্বাধ্যঃ' শোভনধ্যানাঃ 'স্বর্বিদঃ' সর্বজ্ঞাঃ স্বর্গপ্রাপকা বা। (৭অ—৬খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সোম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না। তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সমধর্ম্মীলাভেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' - সন্মার্গপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই 'মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
সূরাসো না দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (জ্ঞানভক্তি-সহযুক্তেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং 'পূতাঃ' (সম্যক্ বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তী, – হৃদি উদ্দীপয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; এবম্প্রকারেণ প্রবুদ্ধঃ সন্ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ঘৃতে' (স্নেহসত্ত্বসমন্বিতে, জ্ঞানভক্তিসহযুতে ইতি ভাবঃ—হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জিগত্নবঃ' (গমনশীলঃ সন্ গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবাঃ' (স্থিরঃ অবিচলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। তদা 'তে' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়াঃ তে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাঃ) 'সূর্য্যাসঃ ন' (সূর্য্য ইব, সূর্য্যবৎ তেজঃসম্পন্ন ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'দর্শতাসঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং দ্রষ্টারঃ ইতি ভাবঃ পরমার্থ-প্রকাশকাঃ যদ্বা – জ্ঞানদায়কাঃ মুক্তিহেতবঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি সমুদিতঃ সন্ নরান্ জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসয়তি মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ - ৬খ ৪সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্বকে সম্যক্‌প্রকারে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানভক্তিসহযুত হৃদয়ে গমন করিয়া স্থির অবিচলিত হয়েন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের দর্শনীয় বা সকলের দ্রষ্টা ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হইয়া মানুষকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূতাঃ' পবিত্রেণ পরিপূতাঃ 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ, 'দধ্যাশিরঃ' দধ্যামিশ্রণাঃ, 'ঘৃতে' বসতীবর্য্যাখ্যে উদকে 'জিগত্নবঃ' গমনশীলাঃ 'ধ্রুবাঃ' তত্র স্থৈর্য্যেণ বর্ত্তমানাঃ 'তে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'সূরাসঃ ন' সূর্য্যা ইব 'দর্শতাসঃ' পাত্রেষু সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়া ভবন্তি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১০২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এই, "ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না।" এ অর্থ হইতে কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। 'ইহারা'

শব্দে ব্যাখ্যাকার কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। ভাষ্যেও যে অর্থ প্রকাশ আছে, ব্যাখ্যায় সে ভাবও পরিগৃহীত হয় নাই। সোম-সম্পর্ক মন্ত্র-প্রযুক্ত। সুতরাং সোমই মন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু বহুবচন প্রয়োগে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবে, সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং আত্মোদ্বোধনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব —মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, সত্ত্বের বীজ তাঁহার মধ্যে তাদৃশ প্রবর্দ্ধমান হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সংসারের মোহবন্ধন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁহার হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান পূর্ণ-রূপে বিরাজিত হন। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি তোমরা পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হও, তোমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও, সজ্জ্ঞান-লাভে প্রবুদ্ধ হও, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও। সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান, সত্ত্বভাবে সদ্ভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বন্ধযুত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্বভাবের উন্মেষণে উৎসৃষ্ট প্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদেরই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত। ভগবান্ তাঁহাদেরই প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎস্বরূপের সাযুজ্য লাভই পরম শ্রেয়ঃসাধক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত নানা বিষয়ে আমাদিগের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধ্যাশিরঃ' পদের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'দধ্যামিশ্রণাঃ' অর্থাৎ দধির সহিত মিশ্রিত। আমরা এই দধি শব্দে সেই সত্ত্বসমন্বিত জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎপ্রাপক হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধক ভগবানকে প্রদান করেন, ভগবানও তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'দধ্যাশিরঃ' পদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, সোম যেন কোনও নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মাদক দ্রব্য-বিশেষ। তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি ও অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সেই সুপ্রাচীন কালে মাদকাদির তীব্রতা হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায়

RAMAKRISHNA INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, একটু আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দধি' ও 'আশির পদদ্বয়ে, আমাদের মতে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ' এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম।' সোম বা ভক্তি-সুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে দেবতার 'আশীষঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর করিয়া না দেন, তিনি যদি ভববন্ধন মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে 'সোম' 'দধিমিশ্রিত' হইতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তি অনন্যা হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ 'দধ্যাশিরঃ' পদের অর্থ—'ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির হেতু স্নেহার্দ্র যে ভক্তিসুধা।' ভাব এই যে,—ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসুধা সমর্পণ কর। অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, প্রাণমন তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রখর-দীপ্তিসম্পন্ন এবং পরমার্থপ্রকাশক হইবে।'

এই ভাবেই 'ঘৃত' পদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘৃত' পদে আমরা তাই সত্ত্বভাবসংযুত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বসতীবরি' প্রভৃতি স্থূল পদার্থের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনই সংস্রব নাই। সূক্ষ্ম অপার্থিব সামগ্রী তদনুরূপ সামগ্রীর সহিতই সঙ্গত হইয়া থাকে। আর দধি বা ঘৃত প্রভৃতি বেদমন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও আমরা মনে করি না। 'দর্শতাস:' পদের 'সকলের প্রকাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—সকলের দর্শনীয়। প্রকাশিত না হইলে কোনও সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকাশক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্ব্বপ্রকাশক। পরমার্থ-পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ; শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই মন্ত্রে 'দর্শিতাসঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।* (৭অ–৬খ-৪সূ–২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতে' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অধিত্বচি' (হৃদ্রূপে অভিষবণক্ষেত্রে ইতি ভাবঃ) 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণানাং ইতি যাবৎ) 'চিত্তানা' (চেতয়িতারঃ) উদ্দীপকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। তস্মিন্ হৃদ্রূপে আধারে 'অদ্রিভিঃ' (স্থিরাভিঃ জ্ঞান-ভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুষাণাসঃ' (পরিস্রুতাঃ ভগবৎসম্বযুক্তাঃ সন্তঃ) তে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'বসুবিদঃ' (বসূনাং শ্রেষ্ঠধনানাং লম্ভকাঃ প্রাপকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু; অপিচ, অস্মান্ 'সমস্বরন্' (পরমানন্দদানেন উন্মাদয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ অস্মাকং পরমার্থলাভায় সহায়কাঃ ভবন্তু। (৭অ—৬খ—৪সূ - ৩য)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের হৃদ্রূপ অভিষবণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণ-সমূহের উদ্দীপক হউন। আর সেই হৃদ্রূপ আধার-ক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তিপ্রভৃতির দ্বারা পরিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রাপক হউন। অপিচ, আমাদিগকে পরমানন্দদানে উন্মাদিত করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের পারমার্থ-লাভের সহায় হউক)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩য)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গোঃ' অনুড্রূহঃ 'অধিত্বচি' অভিষবণ-চর্ম্মণি 'চিত্তানা' জ্ঞায়মানা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ বিবিধৈঃ 'সুষাণাসঃ' স্তূয়মানাঃ 'বসুবিদঃ' বসুনো লম্ভকাঃ 'এতে' সোমাঃ অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং অভিতঃ 'সমস্বরন্' সম্যক্ শব্দয়ন্তি প্রযচ্ছন্তীতি যাবৎ॥ (৭অ - ৬খ - ৪সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১১০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

*

ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মন্ত্রার্থে বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যায় প্রকাশ—"প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা শব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে। ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদের অন্ন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বুঝা যায়, 'সোমলতাকে প্রস্তরে ছেঁচিয়ে রস বাহির করা হইতেছে। আর

সেই প্রস্তর গোচর্ম্মের উপর স্থাপিত আছে। একটী প্রস্তরের উপরিভাগে সোমলতা রাখি অপর আর একটী প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আর সেই আঘাতে লতা হইতে রস নির্গত হইয়া সেই গোচর্ম্মের উপর পতিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হইল,—"ধন কোথায় আছে তাহা ইহা জানে" এবং "ইহাদের ঐ যে মধুর শব্দ তাহাই আমাদের অন্ন"; অমনি গোল বাধি গেল। পূর্ব্বের অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, এরূপ ব্যাখ্যা প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কুব্যাখ্যায়ই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ অপব্যাখ্যার ফলেই বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। সোম বলিতে আম সোমলতা উপলব্ধি করি না। 'সোম' শব্দে যেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে সুধার সঞ্চার হয়, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করি। তাহাই দেবতার উপভোগ্য। মন্ত্রে সহিত গোচর্ম্মের বা সোমলতার কোনই সংশ্রব নাই। ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। 'গো' এবং 'অধিত্বচি' শব্দদ্বয় হইতে ঐ গোচর্ম্ম অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মতে দুই পদে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অ নিরুক্ত-সম্মত। আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐরূ অর্থ পরিগ্রহের যুক্তি-পরম্পরাও প্রদর্শন করিয়াছি। 'অধিত্বচি' পদে আমরা 'হৃদয়রূ অভিষবণক্ষেত্রে' অর্থ গ্রহণ করি। 'গোঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ হৃদয়ের সামগ্রী; শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চৈতন্যের সাড়া পড়ি থাকে। এইরূপ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করি থাকেন। 'চিতানা' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকে উদ্দীপিত ও বিশুদ্ধীকৃ করেন।' অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের জনয়িতা, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরি হইয়া থাকে। 'অদ্রিভিঃ' পদের 'অভিষবণ-ফলক প্রস্তর' অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিগৃহী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অদ্রিভিঃ' পদে স্থির অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, জ্ঞান ভক্তি ও ক যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহারা অদ্রির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া থাকে। তখনই সাধ শ্রেষ্ঠধন পরমধন লাভের অধিকারী হন।

এই ভাবে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগে অন্তরে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত হউক, আর কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনের সংমিশ্রণে সেই শুদ্ধস আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ফলে, আমাদের অভীষ্ট-পূরণ রূপ পরমা প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গে প্রথ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্ত, একাদশ ঋক)।

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ৩২ ৪ ৫ ১ র ১ ১ র
১। সোমাঃ। পবা ৩। তইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গাতুবিত্তমা ২ ৩ঃ। মায়িত্রাস্-

র ২ ৪ ১র ২ ৪ ৫
স্বানা ৩ ১ ২ ৩ঃ। অরে ৫ পসাঃ। স্বাধিয়া ৩ ১ ২ ৩ঃ। স্বর্বোবা।

৫ ৫র র ৩র ২ ৪ ৫ ১র র র
বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি। তেপূ। তাসো ৩। বিপশ্চিতাঃ। সোমাসো-

র ১র র২ ৪ র ১ ২
দধ্যাশিরা ২ ৩ঃ। সুরাসোমা ৩ ১ ২ ৩। দশা ৫ তাসাঃ। আয়িগত্বা

৪ ৫ ৪ ৫ ৫র ৩র২ ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবোবা। ষা ৫ র্ত্তো ৬ হায়ি॥ সুষা। ণাসো ৩। বিয়স্রি-

১র র র ১ ২ ৪
তায়িঃ। চিত্তানাগোরধিত্বচা ২ ৩ য়ি। আয়িষমস্মা ৩ ১ ২ ৩। ভামা ৫ ভিতাঃ।

১ ৪ ৪
দামস্বরা ৩ ১ ২ ৩ ন্। স্বসোবা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

২র র ২ র৪ ১ ২ ২ ২ ৪
২। সোমাঃপবন্তইন্দবা ৩ এ। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ তুবিত্তমা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ -- র র র৪ ১র ২ ২ ২ ৪
হো ৩ বা। আয়িহী ২। মিত্রাসুস্বানা ৩ আরেপসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ -- র র ২ ২ ২ ৪ ২ ২
হো ৩ বা। আয়িহী ২। স্বাধিয়া ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ -- ১ n ৩ ৫র র র র র র ২
আয়িহী ২। স্বঃ। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তেপূতাসোবিপশ্চিতা ৩ এ।

র র র ১ র ২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ --
সোমাসোদা ৩ ধ্যাশিরা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

র র র ১ র২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ --
সুরাসোমা ৩ দার্শতাসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

১ ২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ -- ১র
আয়িগত্বা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। ধ্রুবাঃ।

n ৩ ৫র র ২র র র ২ র র র n ১
ষা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুষাণাসোবিয়স্রিতা ৩ য়িয়ে। চিত্তানাগো ৩ র।

১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১
বিশ্বচা ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। ইবমমা ৩ ত্যান-

২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ ২
ভিত্তা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। সামমরা ৩ ন্।

২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ ন ৩
হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। বয়ু। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। মধুশ্চ্যুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১ ২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ৫
৩। সোমাঃপাবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ন্তই। দবা ৩। অম্নভাঙ্গা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুবি।

৩ ২ ২ ১ ২ ৫ র ৩ ২ ২ ১ ২
ন্তমা ৩ঃ। মিত্রাস্বানা ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অয়ে। পসা ৩ঃ। স্ববাসীয়া

৪ ২র ১ ২ ৫ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ঃ। স্ববা ৫ বিদাউ। ত্তেপূত্তাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বিপঃ। চিত্তা ৩ঃ।

২র১র র ২ ৫র ৩ ২ ২র১ ২ ৫
সোমাসোদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দিয়া। শিরা ৩ঃ। সূরাসোনা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দর্শ।

৩র ২ ২ ১ ২ ৪ ২ ১ ২
তাসা ৩ঃ। জিগাত্নাবা ৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবা ৫ ঘৃতাউ॥ সুষ্বাণাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৩ ২ ২১র র ২ ৫ ৩ ২ ২ ১
বিয়। দ্রিভা ৩ য়িঃ। চিত্তানাগো ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অধি। ষচা ৩ য়ি। ইষা-

২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ৪
মাম্মা ৩ ১ ২ ৩ ৪। অম। ভিত্তা ৩ঃ। নমাম্বারা ৩ ১ ২ ৩ ন্। নস্ ৫ বিদাউ॥

* *

৫র র ৩২৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৫
৪। সোমাঃপবন্তইন্দবাঃ। অস্মাভাঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মারিত্রাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১র ২র১২ ১ ১ ১ ১ ৩ র ২ ১ ২ ১ ২
স্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। স্ববাধিয়াঃ। স্ববর্বা ২ ৩ য়িদা ৩ ৪ ৬ ঃ॥

৫রর৩র২র ৩ ৪ ৫ ২র১ ২র ১ ২৩র ২ ১ ৩ন ৩ ৫
ত্তেপূত্তাসোবিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরাঃ। সূরাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ২১র ২ ৫ র৩র
সোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। জিগন্নবাঃ। ধ্রুবাম্বা ২ ৩ ঋ্বা ৩ ৪ ৩ য়ি। সুষ্বাণা-

২র ৩৪ ৫ ২ ১২র ১ ২ ৩ ২ ১ ২৮৩ ৫ ২ ১
সোবিশ্বরিতারিঃ। চিত্তানাগোঃ। অধিষচাম্নি। আম্নিবাও ২ ৩ ৪ বা। অম-

২ ১৩১১১১ ৩ ২ ১ ২ ১ ২
ত্যামন্তিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সমস্বয়ান্। বমুবা ২ ৩ য়িদা ৩ ৪ ৩ ঃ।

২
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ঈ। ডা।

* * *

৩র ২ ২ ৪১ ৫ ২ ৫ ১ র
৫। সোমা ৩ ১ ঃ। পা ৩ বা। তই। দা ৩ বঃ। এহিয়া। আ। স্বভাঙ্গাতু

২ ১ — ১র — র ১র ২ ৪ ৫
বি। তমা ২ ঃ। এহিয়া ২। মিত্রাস্‌যানাআ ৩ রে ৩। পা ২ ৩ ৪ পাঃ।

২র — ১র -- র ১ ২ ৪ ২ ৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সুবাধিয়াঃস্ ৩ বা ৩ঃ। পা ৩ ৪ ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

৩র১ ২ ৪১ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র র
তেপূ ৩ ১। তা ৩ সো। বিপঃ। চ ৩ ম্নিতঃ। এহিয়া। সো। মাসো-

২র ১ — ১র -- র র১র ২ ৪
দধায়ি। আ। শিরা ২ ঃ। এহিয়া ২। সুরাসোনাদা ৩ র্শা ৩। তা ২ ৩ ৪

৫ ২র -- ১র — ১ ২ ৪ ২
দাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। জিগত্নবোক্স ৩ বা ৩ঃ। ষা ৩ ৪ ৫ র্স্তো-

৫ ৩ ২ ২ ৪১ ৫ ২ ৪ ৫ ১
৬ হায়ি। সুষা ৩ ১। পা ৩ সো। বিয়। ত্রা ৩ ম্নিভিঃ। এহিয়া। চায়ি।

র র র ২ ১ — ১র — ১ ২ ৪
তানাগোরা। ধি। ষচা ২ য়ি। এহিয়া ২। ইবমস্মাত্যা ৩ মা ৩। তা-

৫ ২র — ১র — ১ ২ ২
২ ৩ ৪ ম্নিতাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সমস্বরাষা ৩ সূ ৩। বা ৩ ৪ ৫

৫
য়িদো ৬ হায়ি॥

• • •

২রর ২ ১ র ২ ১
৬। সোমাঃ পবিত্র আ ১ মিন্দাবাঃ। অমত্যাস্। গাতু ২ ৩ ধা। তুর্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১র ২র১র ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১২ ২ — ১
তমামিত্রাস্‌বানাআয়েপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সুবা ৩ উবা। ধী ২ য়াঃ। সূ ২ ৩

২ ১ ২ ৪ ৫ ২রর র র ২ ১রর
বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥ তেপূতাসোবিপা ১ শ্চামিতাঃ। সোমাসঃ।

২ ১ — ১ র র২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১
দধা ২ ৩ আ। ত্বম্মা ২ ১ ২ ২। শিরঃ স্বরাসোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

১ ২ ২ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
অগ্নিগা ৩ উবা। ত্বা ২ বো। ধ্রু ২ ৩ গাঃ। ঘৃতা। ঔ ৩ হোবা॥

২র র র ২ ১ র র র ২ ১ —
সুষাণাসোবিন্না ১ দ্রায়িভারিঃ। চিতানাঃ। গোরা ২ ৩ ধা। ত্বম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১২ ১৩ ১ ১ ১ ১ ২২ ২ — ১ ২
শ্বচীবমশ্বত্যমভিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দাধা ৩ উবা। স্বা ২ রান্। বা ২ ৩ স্বং।

১ ২ ৪ ৫
বিদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
৭। সোমাঃপবন্তা ৩ ইন্দবাঃ। অস্মাভ্যঙ্গা। তুবিত্তমা ২ ঃ। ইহা ৩। মারিত্রা ৩

৪ ৫ ২^ ৩ ৩ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
স্বানাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। অরেপা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। স্বগা ৩ দীয়াঃ।

২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র র র র ২
হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্বুবা ৩ র্বা ৫ য়িদা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ তেপূতাসোবা ৩ য়িপ-

র ১ ২র ১ ২ র ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
শ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরা ২ ঃ। ইহা ৩। স্বরা ৩ সোন। হাহো

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
২ ৩ ৪ হা। দর্শতা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। জাগ্নিগা ৩ স্থাবাঃ। হাহো ২ ৩ ৪

৫ ৩ ২ ৪ ২ র র র ২ ১ ২র ১
হা। ধ্রুবা ৩ ষা ৫ র্ত্তা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ সুষাণাসোবা ৩ ব্রদ্রিভায়িঃ। চিতানাগোঃ।

২ ১ — ১২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ ১
অধিত্বচা ২ য়ি। ইহা ৩। আয়িষা ৩ মাস্মা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। আমন্তা

২ ১২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪
২ ৩ য়িতাঃ। ইহা ৩। দামা ৩ স্বরান্। হাহো ২ ৩ ৪ হা বসু ৩ বা ৫

৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ৬ ৫ ৬ ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ১ র ২র১ ১ ১ ২ ৪
৮। সোমাঃপবোহো। তাইন্দবাঃ। অস্মত্যঙ্গা ৩। তুবা ৩ য়িতা ৫ মা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২র ১ব র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
মিত্রাঃ স্বানোহো। আরেপসাঃ। স্বুবাধিয়া ৩ ঃ। স্বুবা ৩ য়ির্ব্বা ৫ য়িদা

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ২র ৩ ১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সরসি প্রধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
ব্রধ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া, ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এনানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ); 'প্রধন্বঃ' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ 'পুরুমেধাশ্চিৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ নঃ' (বায়ুতুল্যঃ আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি 'ব্রধ্নশ্চৎ' (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি) নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও; (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর॥ পবা পূঞ্ পবনে (ক্র্যাদি প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে: (৩।২।১৭৮) ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ, আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮)—ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং॥ তথা হে 'ইন্দো' ... 'মাংশ্চত্বে' মন্যমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বসতীরব্যাখ্যো 'প্রধন্ব' প্রগচ্ছ। 'যস্য' সোমস্য শোধনে সতি 'ব্রধ্নশ্চিৎ' সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকো মূলভূতো বা আদিত্যোঽপি 'বাতঃ ন' বায়ুরিব 'জূতিং' বেগং প্রাপ্তঃ সন্ কিঞ্চ 'পুরুমেধশ্চিৎ' বহুবিধযজ্ঞ ইন্দ্রোঽপি 'তকবে' ॥ তকতির্গতিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘং ২।১৪।৬৯), অস্মাদৌণাদিক উন্-প্রত্যয়ঃ। সোমং গচ্ছত; মহ্যং 'নরং' কর্ম্মনেতারং পুত্রং 'ধাৎ' দদাতু প্রযচ্ছতু। স ত্বং প্রধন্বেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'যস্য' 'অত্র' ইতি পাঠৌ, 'জূতি'—'জূতঃ' ইতি, 'ধাৎ' 'দাৎ'—ইতি চ॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁর মন্ত্রের শেষাংশের 'নরং ধাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্য' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্নশ্চিৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতিং' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)।*

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৭দ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একদ্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে সেই অনার্য্য দস্যুদিগের প্রতিই লক্ষ্য আছে। কিন্তু আমরা তাহা সমর্থন করি না। বেদমন্ত্র নিত্য। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য-সামগ্রীর কোনই সম্বন্ধ সূচনা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় আমরা ভাষ্যোক্ত ব্যাখ্যার কোনওভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

কি ভাবে কি অর্থে আমরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের পর্য্যালোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইবে। 'শ্রুতে' 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে'। ব্যাখ্যাকারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদের সহিত কোনও স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আমাদের অর্থ—'সদ্ভাবসমন্বিত পবিত্র হৃদয়ে।' সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়কেই 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' বলা চলিতে পারে। এখানে একটী উপমার ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তীর্থক্ষেত্র যেমন পুণ্যপূত পবিত্র, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। তীর্থে যেমন দেবতার অধিষ্ঠান হয়; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই তেমনি দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই তাহার মহিমা প্রখ্যাত হয়, তখনই তাহার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থেই এখানে 'শ্রুতে' ও 'তীর্থে' পদদ্বয়ের সার্থকতা। 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ঐরূপ অর্থে 'শ্রবায্যে' পদেরও এক সুষ্ঠু সঙ্গত হইতে পারে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তিনি কিরূপ? না, 'শ্রবায্যঃ' পরমধন-সমন্বিত অর্থাৎ পরমধনের দাতা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক সেই যজ্ঞে, ভগবানকে আগমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। কহিতেছেন,—'হে ভগবন! সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ই আপনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সৎকর্ম্মেই আপনার প্রীতি। আমরা মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সদ্ভাব-সঞ্চারে আপনি সেই যজ্ঞে আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

তার পর শত্রুনাশের প্রার্থনা। দ্বিতীয় অংশে সেই প্রার্থনারই বিকাশ হইয়াছে। 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে আমরা 'অসংখ্য অনন্ত-শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করি। সংখ্যাধিক্য শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, 'ষষ্টিং সহস্রা ধনানি' বলিতে 'শ্রেষ্ঠধন' 'পরমধন' বলিয়াই বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনের অপেক্ষা ইহপরকালে (ইহলোক-পরলোকে) শ্রেষ্ঠধন আর কি থাকিতে পারে? ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভোগ-সুখেরও অবসান হয়। আবার ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তিতে কেবল আকাঙ্ক্ষাই বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যে ধন ইহকালপরকালের শ্রেষ্ঠ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে; যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর চাহিবার আকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধন লাভেরই কামনাই মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা সহনি' পদত্রয়ে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে ধন তো সহজপ্রাপ্য নহে! সে যে এখন শত্রুদিগের করতলগত! 'নিশুভঃ' যে সে ধন ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারাই যে সে ধনলাভের অন্তরায় হইয়াছে! সুতরাং

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নৈশুত.' ও 'রণায়' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমরা কর্ম্মফলপ্রার্থী। হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া, আমাদিগকে সেই ফল প্রদান করুন। কিন্তু নাথ! হৃদয় যে অন্ধকারময়—শত্রুগণের লীলাভূমি! তাহারা যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধনকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আপনি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করিলে, তবেই আমরা সে ধনলাভে সমর্থ হইব। আমরা পার্থিব ধন চাহি নাই। আমরা সেই অনন্ত ফলের কামনা করি। আপনি অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন এবং আমাদের কর্ম্মফল—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। ফললাভে ফলদানে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।'

'বৃক্ষং ন পক্বং' উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—বৃক্ষ উপযুক্ত সময়েই ফল প্রদান করে; আর উপযুক্ত সময়েই সে ফল পরিপক্ক হয় এবং উপযুক্ত কালেই মানুষ সেই সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট কালেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে কর্ম্মের শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। স্তরের পর স্তরক্রমে কর্ম্ম এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখনই সেই কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। উপমায় স্তরের পর স্তরক্রমে সেই অবস্থায় উপনীত হইবারই উপদেশ আছে। যে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া যায়, আলোকপুঞ্জ আলোক-পুঞ্জে আত্মলীন করে,—এ সেই পরিপক্ক অবস্থা। ॥ (৭অ-৬-৫দ-২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
মহী মে অস্য বৃষনাম শূষে মাং৺শ্চত্বে

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বা পৃশনে বা বধত্রে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাং৺

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকনবতিতম সূক্ত, ত্রিপঞ্চাশৎ ঋক)।

শত্রূণাং হিংসনশীলে ভবতঃ। সোঽয়ং 'নিগুতঃ' নীচৈঃ শব্দায়মানান্ শত্রূন্ 'অপাপয়ৎ' অপগময়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' প্রাদ্রাবয়ৎ সংগ্রামাচ্ছত্রূন্। অথ প্রত্যক্ষঃ। হে সোম! স ত্বং 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপাচেত' অপগময়। তথাচ 'অপাচিতঃ' অগ্নিচয়নমকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ 'ইতঃ' অস্মচ্ছকাশাৎ অপাচেত অপগময়। অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাচ্যুতান্ ইত্যর্থঃ ॥ (৭অ-৬খ-৫সূ ৩সা) ॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

তৃতীয় (১১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের শত্রু দ্বিবিধ—অন্তঃশত্রু এবং বাহ্যশত্রু। অন্তঃশত্রু—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি, অন্তরেই অবস্থিত। কিন্তু বাহ্যশত্রু যাহারা—আমাদিগের দশেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত এই পার্থিব সামগ্রী। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মাইয়া অন্তরস্থ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে বহিঃশত্রুর সহায়তায় অন্তঃশত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যতদিন তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সদ্ভাব উন্মেষণে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়! এখানে, এ মন্ত্রে সেই দ্বিবিধ শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"ঐ সোমের দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর অর্থাৎ রসসেবন ও স্তুতি পাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন ও তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।" অনুবাদ এবং ভাষ্য হইতে যে পরস্পর-বিরোধী অসামঞ্জস্যমূলক মত-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমরা এরূপ অর্থ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এখানে সাধক আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন। যত দুশ্চিন্তা, যত কুটিলতা, যত মায়া-মমতা, যত হিংসা-প্রলোভন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। চারি দিক হইতে অন্ধকার আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! একবার জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হউন। আমার অন্তর বাহির চারিদিকের অন্ধকার দূর হউক। মায়া-মমতা প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন করুন তাহাদিগকে;—ধ্বংস করুন—তাহাদিগকে;—বিদূরিত করুন—তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব। হে দেব!

আপনি কৃপা পরবশ হইয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন;—আমার কর্ম্ম-শক্তির স্ফূরণ করিয়া দেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মময় আপনাতে মিশিয়া যাই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাচিতঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অগ্নিচয়নং অকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ।' বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'পতিতা চেতনা ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা চৈতন্যহীন-অজ্ঞান। আমাদের অর্থ বিবরণকারেরই অনুসারী। অজ্ঞানতাই কর্ম্মপ্রতিবন্ধক। অজ্ঞানতাই মানুষকে নাস্তিক করিয়া তুলে। অজ্ঞানতাই ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। এখানে সেই অজ্ঞানতা বিদূরণে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণের ভাব ঐ 'অপাচিতঃ' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানে আত্মলীন করার উপদেশই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৬খ—৫সূ ৩সা)।

—— * ——

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২ ১ ২ ১র র র২১ ২ S ২ ২২
১। ঔহোহায়ি। অয়োহায়ি। পবাপবৈস্বাবস্ব ২ ৩ না। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

S ১ র ১ র ২১ ২ S ২^ ৩২ S ২
ঈ ৩ য়া। মাভশ্চন্দ্রইন্দোনর'সপ্রথা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া।

র ১ র ২১ ২ S ২^ ৩২ S ২ ১
মাভশ্চন্দ্রইন্দোনরসিপ্রথা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। ত্রয়শ্চি-

র র২১ ২ S ২ ৩২ S ২ ১রর
ন্তবাতোনস্ ২ ৩ তীণ্। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরুমেধা-

র২১ ২ S ২ ৩২ ১^ ৩
শ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ধাৎ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪।

৫র র ২র১২ ১ ২ ১রর র২১ ২ S ২
ঔহোবা॥ ঔহোহায়ি। উত্তোহায়ি। নএনাপবয়াপবা ২ ৩ যা॥ ঔ ৩ হোয়ি।

৩২ S ২ ১ র র ২১ ২ S ২ ৩২
ইহা। ঈ ৩ য়া। অদিশ্রুতেশ্রবায়্যিস্তা ২ পরিবায়ি। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

S ২ ১ র র র২১ ২ S ২^ ৩২
ঈ ৩ য়া। বষ্টিঃসংস্রাণেগুভোবসু ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক নবতিতম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশৎ ঋক্)।

s ২ ১ র ২১ ২ s ২র ৩১ ১ ৩

ঈ ৩ য়া। বৃক্ষস্যপক্কং নংত্ৰণ। ২ ৩ য়া। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। যা

৫র র ২র১২ ১২ র ২

২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ ঔহোবায়ি। মহোবায়ি। মেঅস্তবৃষনামশূ ২ ৩ যায়ি।

s ২ʌ ৩২ s ২ ১র রর রর২১ ২ S

ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া ৩ মাৎ শচেষেবাপূশনেশাবধা ২ ৩ ত্রায়ি। ঔ ৩

২n ৩২ s ২ ১র র ২১ ২ s ২ʌ ৩২

হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। অস্বাপাগ্নিগুপ্তস্নেহয়া ২ ৩ চ্চা। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১র র র৽র২১ ২ s ২ ৩২

ঈ ৩ য়া। অপামিত্রাৎ অপাচিতোঅচা ২ ৩ ম্বিতাঃ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১ʌ ৩ ৫র র ২ ২র৩২

ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ ৩। দৌমিহী ১॥

* * *

১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র ২১ র ২৩৪৫ ২র ১

২। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অয়াপবা। পবস্ব। নাবসূনা। মাৎ শচত্বআয়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ২ ১র ২৩৪৫ ২১র

দো ৩ সর। নিপ্রধন্বা। ব্রম্মশ্চস্তু। শা ৩ না। তোনজূতীং। পুরুমেধাঃ।

২১ ২ ২ ৪ ২১ ২ ১

চিন্তক। বা ৩ ৪ ৩ য়ি। না ৩ রা ৫ হ্ম। ৬ ৫ ৬ ৫। উতনএ। না ৩ পন।

২৩৪৫ ১ ২১র ২৩৪৫ ২১ ২ ১র

য়াপবস্বা। অধিশ্রুতায়ি। শ্রবায়ি। যশ্চোয়িবর্ত্তায়ি। যষ্টিৎ পত্যা। স্রা ৩নৈস্তু।

২ ৩৪৫ ২n ৩১র ২ ২ ৪

তোবেস্থনী। বৃক্ষস্নপা। ক্কধুম। বা ৩ ৪ ৩ ৫। রা ৩ পা ৫ য়া ৬ ৫ ৬।

২১রর ২ ১ ২৩৪৫ ২র ১ র ২১ র ২৩৪৫

মহীমেশা। সা ৩ বুষ। নামশ্রুণায়ি। মাৎ শচেষেবা। পূশনে। বাবধত্রায়ি।

২১র ২১ ২৩৪৫ ১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র

অস্বাপয়াৎ। নিগুপ্তঃ। স্নেহয়চ্চা। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অপা-

২১র ২ ২ ৪

মিত্রাৎ। অপাচি। তো ৩ ৪ ৩। আ ৩ চা ৫ ম্বিতা ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

২র১২ ২রর ১ ২ ১র র ২১

৩। অয়াপবোবা। পাবস্বনা। বসু ২ ৩ মী। মাৎ শচত্বইন্দোসরসি। প্রধা

২ ১২১২ ১ ২n৩ ʌ ১ ২১

২ ৩ বা। ব্রম্মশ্চস্তু। বা। তোনাজ ২ ৩ ৪ তীং। পুরু। মায়ি। বাশ্চি-

১ ৪ ২র ৫ ২ ১২
স্তাকা২৩। বা২৩য়িনা৩। রা৩৪৫ধো৬হায়ি॥ উত্তমত্তবা।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১
নাপবয়া। পবা২৩বা। অভিশ্রুতেশ্রবায়িয়। স্তুতা২৩য়িবায়ি। বষ্ঠি৬.

২১২র১র ২৮৩ ৫ ১ ২১
সংস্রাবৈ। গূ। তোবায়২৩৪নী। বৃক্ষাণ। না। পাকস্কনা২৩।

১ ৪ ২র ৫ ২র১২ ১২র ১
বা২৩দ্রা৩। পা৩৪৫য়ো৬হায়ি। মচীমত্তবা। স্তাবৃষনা। মশূ২৩

২ ১র রর রব ১ ২ ১র২ ১২ ১
বায়ি। মা৬শচয়েবাপৃশনেবা। বধা২৩ত্রায়ি। অস্বাপৃন্নিগুডঃ। সে।

২র৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ৪
বায়া২৩৪চা। অপা। মায়ি। ত্রা৬অপাচা২৩য়ি। তো২৩আ৩।

২ ৫
চা৩৪৫য়িতো৬হায়ি॥১।২।৩॥ *

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ৩ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ উত ত্রাতা

৩ ১ ১ ৩ক ২র
শিবো ভুবো বরুথ্যঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরুথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ) অসি ইতি শেষঃ ; 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—(১) "শ্রৌতম্" (২) "হবিষ্যানিধনম্" এবং (৩) "বার্ত্রতুরম্।"

(অন্তিকতমঃ, প্রিয়তমঃ—বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভুব' (ভব)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদি রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৭অ - ৭থ - ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমাশ্রয়স্বরূপ পরমমঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।) ॥ (৭অ—৭খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'বরুণ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরুটৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভুবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। 'ভুবঃ'—'ভব' ইতি পাঠৌ। (৭অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'-তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবঃ'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্-দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্‌ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন। তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভববাধা দূর করেন। ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতে পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে, তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে! তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—"ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি, আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাতে আমি 'আমি-হারা' হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, 'কভু কাঁধে চড়ে, কভু বা চড়ায়', আমিও তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি! কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে নাথ! নহিলে পিপাসা মিটিবে না যে!"

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চ্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সম্বন্ধের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের 'বরুণ্যঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে 'বরুথং' পদে 'রোগনাশকং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে 'বরুথ্যং' বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'বরুথ্যং' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।* (৭অ—১খ—১৭—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—১১খ—১১দ—২সা) প্রাপ্তব্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের প্রথম সূক্তে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ১ ২
বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বসুঃ' (নিবাসকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বেষাং অগ্রণীঃ, সৎপথপ্রদর্শকঃ, নেতা বা ইত্যর্থঃ) 'বসুশ্রবাঃ' (সদ্ভাবানাং শ্রেষ্ঠধনানাঞ্চ আধারঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'অচ্ছ' (অস্মাকং অভিমুখ্যেন, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'নক্ষি' (ব্যাপ্নুহি—শ্রেষ্ঠধনেন সদ্ভাবেন চ ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্ পরমতেজঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (অস্মভ্যং দেহি)। অথবা 'রয়িন্দাঃ' (পরমধনদাতা ত্বং) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু পরমধনং চ প্রযচ্ছ। (৭অ-৭খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথ-প্রদর্শক এবং সদ্ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হয়েন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের এবং সদ্ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান পরমতেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। (৭অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসকঃ 'অগ্নিঃ' সর্ব্বেষামগ্রণীঃ 'বসুশ্রবাঃ' ব্যাপ্তান্নস্ত্বং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'নক্ষি' অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান ত্বং 'রয়িং' পশ্বাদিলক্ষণং ধনং 'দাঃ' অস্মভ্যং দেহি। 'দ্যুমত্তমঃ'—'দ্যুমত্তমং'—ইতি পাঠৌ। (৭অ - ৭অ - ১স্থ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক হও। হে গৃহদাতা ও অন্নদাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।"

মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নিঃ' পদে ভাষ্যকারের অর্থ এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। এখানে তিনি ঐ 'অগ্নিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বেষামগ্রণীঃ।' 'অগ্নিঃ'—জ্ঞানাগ্নি তো অগ্রণী বটেনই! জ্ঞানাগ্নি জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্ম্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক। জ্ঞানদৃষ্টির - বিচার-বুদ্ধির পরিস্ফুরণে সু-কু, সৎ অসৎ বাছিয়া লইতে পারিলে তো মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? তাই এখানে 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিকে, সকলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'রয়িং' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'পশ্বাদিলক্ষণং ধনং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—এ ধন (রয়িং) পশ্বাদিলক্ষণযুক্ত ধন নহে। 'অগ্নি' যে ধন প্রদান করেন, সে সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন; যে ধন পাইলে সাধকের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়! এ ধন - সেই পরমরমণীয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন।

মন্ত্রে 'বসুঃ', 'বসুশ্রবাঃ' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ পদ আছে, মানুষকে ভগবদভিমুখী করাই, তাহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিশেষণ-বিরহিতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য অন্য আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য এই মাত্র যে, - অনন্তকে সসীম অন্তরে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস পাই। আমি যদি বুঝিতে পারি—আমার ইষ্টদেবতা এই রূপগুণে বিভূষিত, তাঁহার অর্চ্চন-পূজনে এই ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমার চিত্ত সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে; তাঁহার ভজনপূজনে সহজেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। সকল কার্য্যেই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা করি। ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। তাই নানা গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই—অনন্তকে সান্তে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস; নির্গুণ গুণাতীতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানধন ও পরমাশ্রয় প্রদান করুন। আপনি পরমাশ্রয় পরমধনদাতা জানিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। (৭অ—৭খ—১স্থ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ বর্গ, প্রথম ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায়
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নূনমীমহে সখিভ্যঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শোচিষ্ঠ' (অতিশয়েন তেজঃসম্পন্ন, পরমশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'দীদিবঃ' (স্বজ্যোতিঃ স্বয়মেব দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ ইতি ভাবঃ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্! তং (প্রসিদ্ধং, শরণাগত-পালনায় মহামহিমান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অপিচ, 'সখিভ্যঃ' (ভবতাং সখ্যলাভায় চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ঈমহে' (যাচয়ামি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেন যথা জ্ঞানদৃষ্টিং ভবতাং সখিত্বং চ লভেম তথা বিধেহি। (৭অ—১খ—২সূ ৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতপালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, আপনার সখ্য-লাভের যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি তাহা বিধান করুন।)॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'শোচিষ্ঠ' অতিশয়েন শোচিষ্মন্! 'দীদিবঃ' স্বতেজোভির্দীপ্যমান! 'তং' 'ত্বা' ত্বাং 'সুম্নায়' সুখায়॥ সুম্নমিতি সুখনামৈতৎ (নিঘ০ ৩৬।১)॥ তদর্থং। 'সখিভ্যঃ' সমান-খ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ সুখার্থঞ্চ নূনং' 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৭অ ১খ—২সূ—৩সা)॥

তৃতীয় (১১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার সখিত্বের এবং পরমসুখলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখিভ্যঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'সমান-খ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ।' বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, 'সখিভ্যঃ' পদে ভগবানের সখিত্ব বা সখ্য কামনা করা হইয়াছে। সেইভাবেই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'ভবতাং সখ্যলাভায়' অর্থাৎ আমার সখ্যলাভের নিমিত্ত।

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।" আমরা মনে করি,—এখানে সুখ বলিতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখসাধক, সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় নহে। তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সহিত সখ্য-স্থাপনে পরমসুখ-লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রেরও এই উপদেশ বলিয়া মনে করি।* (৬অ-৭খ—১সূ-৩সা)।

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ২ ১২র১র২ ১র
১। ওগ্নায়ি। ত্বয়ো ২ ৩ আ। হুম্মা ২ ৩। তা ২ ৩ ৪ মাঃ। উত্তত্রাতাশিবো-

২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
ভুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। শিবোভুবা ২ ৩ ঃ। বরোবা। থা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ১ র ২
বাসূঃ। অ। গ্নায়িৰ্ব্বা ২ ৩ সূ। হুম্মা ২ ৩। শ্রা ২ ৩ ৪ বাঃ। অচ্ছানক্ষি-

১ ২৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ৪ ৫ ৪ ৫
দ্যুামত্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দ্যুামত্তমা ২ ৩ ঃ। রয়োবা। আ ৬ য়িন্দো ৬ হায়ি॥

১ ২ ১র ২ ১ ৫ ২১র
তাস্বা। শো। চায়িষ্ঠা ২ ৩ দী। হুম্মা ২ ৩ য়ি। দী ২ ৩ ৪ বাঃ। সুম্নায়-

২র১র২৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
মুনমীমহা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। নমীমহা ২ ৩ য়ি। সখোবা। ভা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋক)।

৩২ র ৫ ৫ ২১ — ১ — ১
২। অগ্না ৩ ৪ য়ি। স্বয়োঅন্তমঃ। ও ৬ বা। উত ত্রা ২ তা। শা ২ য়িবো।

২ ১ ৪ ২র ৩র২ ১ ৫ ৫
ভু ২ ৩ বাঃ। বরো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। থা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি।

৩২ র ৫ ৫ ২১র — ১ — ১
বসু ৩ ৪ঃ। অগ্নির্অসুশ্রবাঃ। ও ৬ বা। অচ্ছানা ২ ক্ষায়ি। দ্যু ২ মা।

২ ১ ৪ ২র৳ ৩র২ ১ ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ মাঃ। রয়ো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দো ৬ হায়ি।

৩২ র র ৫ র ২১র — ১ — ১
তন্ত্বা ৩ ৪। শোচিষ্ঠদীদিবঃ। ও ৬ বা। সুম্নায় ২ নূ। না ২ মায়ি।

২ ১ ৪ ২র৳ ৩র২
মা ২ ৩ হায়ি। সখো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ

১ ২ ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি—মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তি); ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তু। ভগবান হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে,—"গুর্দ্দম্" এবং "সত্রাসাহীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করুন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা।)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমা' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি ভুবনানি 'নু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়েম বশীকরবাম। 'কং' ইতি পূরকঃ। যদ্বা, ইমানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি অস্মভ্যং কং সুখং সীসধেম সাধয়ন্তু। পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে অন্যে 'দেবাঃ চ' স্তুতাঃ প্রীতাঃ 'ইমং' অর্থং সাধয়ন্তু। 'সীষধেম'—'সীষধাম' ইতি পাঠৌ। (৭অ ১খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে ভগ্নহৃদয়ে দ্বিগুণিত পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহ-প্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে,—"আমি করিতেছি কি? কেন বা কিসের জন্ম এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধানে ফিরিলাম। কিন্তু সুখ পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময় দুঃখপূর্ণ? তবে কি কেবল কাঁদাইতেই বিশ্বরচয়িতা মানুষকে সৃষ্টি করেন!

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে?

আছে, নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ মধুর সুখের—আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ? -কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দ-স্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে: সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্ত্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।* (৭প ১খ-২সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩　১　২　৩ক ২র　৩　১　২　৩　১র　২র

যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ।

৩　১　২

সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, যদ্বা—অন্তর্দৃষ্টিসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে নিয়োজিতং কর্ম্ম)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (২প-৪অ-৪দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

তথা 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইতি ভাবঃ) 'তন্বং' (শরীরং, সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) 'সীষধাতু' (সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবতি নির্ভরপরায়ণঃ ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন! অহং শরণং গচ্ছামি। মাং পরিত্রায়স্ব: শরণাগতঃ অহং তব করুণাং যাচে। (৭অ-১৭খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্ত-জ্ঞানরশ্মি-সঞ্চারে অর্থাৎ সম্যক্‌দৃষ্টি-সম্পাদন করিয়া ভগবান ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের সৎকর্ম্ম (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম), বিশ্বপ্রীতি--জনানুরাগ এবং সৎকর্ম্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার শরণ লইতেছি। আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করি)। (৭অ—১৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'যজ্ঞং' জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ যাগং 'তন্বং' শরীরঞ্চ 'প্রজাং' পুত্রাদিকাঞ্চ 'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈর্দ্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সীষধাতু'। সাধয়তু। 'সহসীষধাতু'—'সহচীকৃপাতি' ইতি পাঠৌ॥ (৭অ-১৭খ ২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

গীতায় যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ কর'-মন্ত্রের মধ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সেই সর্ব্বস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন হইয়া, সাধক যখন বুঝিলেন,—'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তিনিই তো সব! তাঁহার কর্ম্ম তো তিনিই করিতেছেন!' তখনই তিনি কহিলেন,--'হে ভগবন! আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়া লউন।' কি ভাবে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? সাধক কহিলেন,—জনানুরাগ-বর্দ্ধনে, বিশ্বপ্রেম দানে, আর সৎকর্ম্মশীল সাধুজীবন সম্পাদনে। প্রার্থনা হইল আপনি আমাদিগের জনানুরাগ বর্দ্ধন করুন এবং সৎকর্ম্ম—আপনার প্রীতিকর কর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বীতরাগ জন্মাইয়া, আপনার কার্য্যে অনুরাগ বর্দ্ধন করুন।

মানুষ যতদিন অহংজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন 'আমি আমার আমিত্ব' লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত হয়। সে মনে করে,-'আমার কার্য্য আমি করিতেছি। আমি ভিন্ন এ সংসারে

অন্য কেহ কর্ত্তা নাই।' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নানা লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার এই কর্তৃত্বাভিমান দূর হয়, ভগবানের অনুগ্রহে যখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে—'কি মোহপঙ্কেই সে এতদিন মজিয়া ছিল। কি ভ্রমে পতিত হইয়াই সে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছিল।' তাই যখনই সে কর্ত্তার সন্ধান পায়, তখনই তাঁহার শরণ গ্রহণে, তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া সে বলিতে সমর্থ হয়—

"ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপং॥"

তখনই সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ফলতঃ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান দৃষ্টিই মূলীভূত। অন্তর্দৃষ্টি-লাভেই মানুষ বুঝিতে পারে,—'তিনিই সব। তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"

অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলেই মানুষ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ' পদে - ভগবানের গুণ-বিশেষণে সেই অন্তর্দৃষ্টি-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এখানে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অহংজ্ঞানের তিরোধানে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণের ভাব সাধকের মনে জাগরিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যখন জ্ঞানপ্রভাবে বুঝিতে পারে - এই বিরাট বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ; এই বিশ্বের হিতসাধনেই সেই বিশ্বরূপের প্রীতিবর্দ্ধন হয়, তখনই সে প্রার্থনা জানাইতে পারে,—হে ভগবন্! আমাতে জনানুরাগ বিশ্বপ্রীতি বর্দ্ধিত হউক। জনহিত-সাধনে আমার প্রবৃত্তি আসুক। 'প্রজাং' এবং 'তন্বং' পদদ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যৈঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ', তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'আদিত্য' পদে সূর্য্যকে বুঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলিতে 'সূর্য্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তাহা হইতে জ্ঞানসূর্য্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য্য হইতে ভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্থ প্রাপ্ত হই। 'তন্বং' পদে ভোগসুখরত অনিত্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি না। সাধকের নিকট সে অকিঞ্চিৎকর জীবন অতি তুচ্ছ। যে জীবন এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, সংসারীর—বিষয়-প্রত্যাশীর তাহা জীবনের লক্ষ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি সে জীবন অপেক্ষা—বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনেরই প্রয়াসী হন। এখানে 'তন্বং' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৭খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩১ ২৩১২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং
৩১ ২
ভেষজাকরৎ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (সর্ব্বৈরেব দেবৈঃ সহেতি যাবৎ যদ্বা—অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, সহ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বলপ্রাণসংরক্ষণেন শক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ' 'সগণৈঃ' (অপরৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং (শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ভবব্যাধিনাশকানি ঔষধানি ইতি ভাবঃ—পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'করৎ' (করোতু, সম্পাদয়তু সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভববন্ধননাশায় সত্ত্বাবজননায় চ অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু সত্ত্বাবরূপং ভেষজং জনয়িত্বা ভববন্ধনং নাশয়তু। (৭অ—৭খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার সহিত অথবা অনন্ত জ্ঞানরশ্মিসকারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, মরুদ্দেবগণের সহিত অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক শক্তিরূপিণী দেববিভূতির সহিত অর্থাৎ বলপ্রাণসংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সহিত ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বাবরূপ ভেষজ উৎপন্ন করিয়া ভববন্ধন নাশ করুন)। (৭অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ মিত্রাদিভিঃ 'মরুদ্ভিঃ' চ 'সগণঃ' গণসহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মাকং' অস্মভ্যং 'ভেষজানি' ওষধানি 'করৎ' করোতু। 'ভেষজা করৎ'—'ভুবদিতা চনুনাং' ইতি পাঠৌ। (৭ম ৭থ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১১২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ স্থূলভাবে আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে, মন্ত্রের নানা অর্থ আমরা করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভবব্যাধিনাশের এবং তদুপযোগী ঔষধি লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধি-শোক তাপপূর্ণ সংসারে, সংসার-তাপ-তপ্ত জীব—সেই আধিব্যাধির পীড়নে নিষ্পীড়িত হইয়া ভগবানকে কহিতেছেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ভবব্যাধি দূর করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভেষজ অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রদান করিয়া আমাদিগের ভবব্যাধির নিবৃত্তি করুন।

এখন বিচার্য্য - সেই ভবব্যাধিনিবারক 'ভেষজ' কি সামগ্রী। তাহাই অনুধাবন করুন। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'আদিত্যৈঃ' পদের বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ' পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বুঝাইতেছে। মরুদ্গণ—বায়ু, জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতিবিশ্রুত। বায়ু সকলের পবিত্রতা-সাধন এবং প্রাণবায়ু সংরক্ষণ করেন,—এই অর্থে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি, 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণঃ' পদে কর্ম্মের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই ভবব্যাধি-মোচনের ভেষজ। সজ্‌জ্ঞান, অনন্যা-ভক্তি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম – এই তিনই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। ভগবানকে পাইতে হইলে—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, স্থূলতঃ ভববন্ধন-মোচন করিতে হইলে – এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভবপর নহে; জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না; আবার কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি জন্মে না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের সমাবেশে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষে ভবব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি – তাই ভবব্যাধিবিনাশে ভেষজ-স্বরূপ। মন্ত্রে ভগবানের সম্বোধনে, তাঁহার অনুগ্রহলাভে ভবব্যাধিনাশক ঐ ত্রিবিধ ভেষজ প্রাপ্তির প্রার্থনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া, সেই ভেষজ প্রদান করুন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রাভিঃ' ও 'আদিত্যাভিঃ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন-সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানাভাবে নানা-রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই; যদি বলি ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন! মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম রূপের লক্ষ্য ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম; যথা,—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন-মাত্র।

বসুর রুদ্রর বা ইন্দ্রের পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। * (১অ—১খ—৩সূ—৩সা।)॥

* * *

অথৈকর্গাত্মকং সূক্তং প্রবোহর্চ্চোপেতি, চতুরক্ষরাত্মিকা কাচিদিয়মৃগ্রূপা; যথা বহ্বৃচানাং 'ভদ্রো নো অপি বাতয় মনঃ'-ইত্যেক এব পাদ ঋগাত্মকশ্চ তদ্বৎ।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র

প্র বোহর্চ্চোপ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যূয়ং 'উপ' (সমীপে, যুষ্মাকং মানস-যজ্ঞে ইতি ভাবঃ) 'প্রার্চ্চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভগবন্তং পূজয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবৎপূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, তোমাদিগের মানসযজ্ঞে, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ভগবৎপূজার নিমিত্ত এখানে সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)। (১অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'উপ' সমীপে 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণেন্দ্রং পূজয়ত। ১॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী-স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।"

প্রথম (১১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অধ্যায়ের উপসংহারে সাধক আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'মন আর কেন মিছা মায়ায় মুগ্ধ থাক! ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় রত হও। দেখিতেছি—সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই। অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায়—ক্ষণিক জীবন উত্থিত হইয়াই বিলীন হইতেছে। সুতরাং আর কেন ভুলিয়া থাক। অগতির গতি যিনি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি;—সেই পরম-পিতা পরমেশ্বরের চরণ-সরোজ মধুপানে মত্ত হও। সে অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত হইলে, সেই নিত্য-উদ্যানের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলে, তোমাকে আর সংসার-তাপে বিদগ্ধ হইতে হইবে না। তাই বলি মন! উঠ, জাগ—পরম দয়াল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। একমাত্র তাঁহারই পূজার্চ্চনায় তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করিবেন।' মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনাই বিদ্যমান।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটী চতুরক্ষরা একপাদ খাক। ভাষ্যে ঋত্বিক্ য[illegible]মানের সম্বোধন আছে। আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। সেই পথেই মন্ত্রে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (৭অ—৭খ—২স্থ ১সা)।

তৃতীয়-সুক্তের গেয় গান।

২ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২ ১ ২
প্রগাঃ। আয়িন্দ্রায়বৃত্রহাস্তমা ২ ৩ য়া। বায়িপ্রায়গাথঙ্গা ১ য় ২ তা। যজ্ঞুজোবা ৩।

২ ১ ২ ১ ৭
উপ। যা ২ ২ তো২ ৩ ৬ ৫ হায়ি। অর্চ্চা। ।৷অর্কাম্মিকৃতাঃ পুবা

২ ১ র ২ ২ ১ ১s ২ ২
২ ৩ কাঃ। আস্তোভতি শ্রুতো ১ যু ৩ বা। ঙ্খা ৩ উবা ৩। উপ।

১n ২ ১ র ৭ ২ ১ র
আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫ হায়ি। উপা। প্রাক্ষে মধুমতায়িক্ষিয়া ২ ৩ স্বাঃ। পুষ্যেম-

২৪২ ২ ১ s ২ ২ ১A
রয়িন্ধা ১ ইন্মা ৩ হায়ি। ঙ্খা ৩ উবা ৩। উপ। আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫

২
হায়ি। ১।২।৩। *

* এই সুক্তান্তর্গত মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম—"উদ্বৃষপপূর্ণম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩র ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রবিবক্তি' (প্রকর্ষেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ) 'বরাহঃ' (অবিচলিতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মহিব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তবন, স্তুতিপরায়ণঃ সন) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি; তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রক্রবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (৮অ ১খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা-উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণসমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি-প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উশনেব' এতন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবি-কর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' উচ্চারয়ন 'দেবঃ' স্তোতা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' জন্মানি 'প্র বিবক্তি' প্রকর্ষেণ ব্রবীতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বাহুলকেন বিকরণস্য শ্লুঃ (৩।১।৩৯), বহুলংছন্দসি (৭।৪।৭৮) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। 'মহিব্রতঃ' প্রভূতকর্ম্মা, 'শুচিবন্ধুঃ'। বন্ধুস্তি শব্দোনাত বন্ধূনি তেজাংসি বলানি বা। দীপ্ততেজস্কঃ। 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ, 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ। রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ (৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ; তস্মিন্নহনি অভিষূয়মাণত্বেন তদ্বান; অর্শ আদিভ্যোঽজিত্যচ্ (৫।২।১২৭)। তাদৃশঃ সোমঃ 'রেভন্' রেভনং শব্দং কুর্ব্বন 'পদা' পদানি

পাত্রাণি 'অত্যেতি' অভিগচ্ছতি; যদ্বা, যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পাদেন ভূমিং বিক্রমমাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ ॥ (৮অ—১খ ১সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ ভগবান তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবানও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া নেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎকৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম-৫১সূ ১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মতিব্রতা' ও 'রেভন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১১৪সূ -৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কিভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য-লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। * (৮অ -১খ—১সূ ১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প-৫দ ৬খ-২সা)। পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ২উ ৩ ১২
প্র হংসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অঙ্গোষিণং পবমানং সখায়ো দুর্ম্মর্ষং

৩ ১র ২র ৩ ২
বাণং প্র বদন্তি সাকম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হংসাসঃ' (হংসাঃ ইব আচরন্তঃ, যদ্বা হংসাঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নাঃ প্রকাশিতা ভবতি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বাবাঃ ঘোরতামসাচ্ছন্নহৃদয়ে সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্ঞানরশ্মীন্ বিকীরন্তি ইত্যর্থঃ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষগণাঃ' (সংঘাতাঃ) 'অমাৎ' (শত্রোরা ক্রমণাৎ অজ্ঞান-রূপাৎ ইতি যাবৎ) 'তৃপলা' (লোকত্রয়স্য পালকাঃ ইতি ভাবঃ) ভবি ইতি শেষঃ। তে জ্ঞানরশ্ময়ঃ অস্মান 'বগ্নুং' (বলং-কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ (প্রযচ্ছতু) এবং 'অস্তং' (যজ্ঞগৃহং-হৃদ্‌রূপং ইতি যাবৎ) 'প্রায়াসুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নো ইতি ভাবঃ)। ত্বদনন্তরং 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বং কাময়ন্তঃ বয়ং প্রার্থনাকারিণঃ) 'অঙ্গোষিণং (স্বতেজসা প্রদীপ্তং) 'দুর্ম্মর্ষং' (শত্রুভিঃ দুঃসহং) 'পবমানং' (পবিত্রতাসাধকং শুদ্ধসত্ত্ব ইতি ভাবঃ) লাভায় 'সাকং' (প্রসিদ্ধং) 'বাণং' (শত্রুনাশকং সায়কং) 'প্রবদন্তি (প্রার্থয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রথমাংশঃ নিত্যসত্যং বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায় ভাবঃ-জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধা কর্ম্ম-প্রভাবেন শত্রূন বিনাশয়াম শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ লভয়াম। হে দেব কৃপয়া অস্মান তৎসামর্থ্যং বিধেহি-বিধেতি। (৮অ-১খ-১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমা আছেন। হংস যেমন উদক মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীর করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি-সংঘাত অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রু আক্রমণ হইতে তিন লোকের পালক হয়েন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূ

আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদ্রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হউন। তদনন্তর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, স্বতেজ-প্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যেন শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হংসাসঃ' শত্রুভির্হন্যমানা হংসা ইব আচরন্তো বা 'বৃষগণাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ 'অমাৎ' শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ 'তূপলা' তূপলং। সুপাং সুলুগিতি সোরাকারাদেশঃ (৭।১।৩৯)। তূপল-শব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তূপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী (নিরু॰ নৈ॰ ৫।১২)—ইতি। ক্ষিপ্রং প্রহারিণং 'বগ্নুং' অভিষব-শব্দং 'অচ্ছ' অভিলক্ষ্য 'অস্তং' যজ্ঞগৃহং 'প্রায়াসু' প্রায়াসিষুঃ প্রগচ্ছন্তি। ততঃ 'সখায়ঃ' স্তুত্য-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতাঃ স্তোতারঃ 'অঙ্গোষিণং' সর্ব্বৈরভিগন্তব্যং। যদ্বা, 'অঙ্গোষিণং' স্তোত্রার্হং, 'দুর্ম্মর্ষং' শত্রুভিঃ দুর্দ্ধরং দুঃসহং; এবংবিধং 'পবমানং' সোমং উদ্দিশ্য 'বাণং' বাদ্যবিশেষং 'সাকং' সহৈব 'প্রবদন্তি' প্রবাদয়ন্তি তদুপলক্ষিতং গানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। (৮অ-১খ—১সূ-২সা)॥

* * .

দ্বিতীয় (১১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক। ভাষ্যের পদ-বিন্যাসে এবং অর্থে অধিকন্তু ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায় মন্ত্রের জটিলতা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ভাব এই যে,—'শত্রুগণ কর্তৃক হন্যমান অথবা হংসের ন্যায় আচরণশীল বৃষগণা নামক ঋষিগণ শত্রুর বলে ভীত হইয়া, ক্ষিপ্র-প্রহারকারী অভিষব-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন। তদনন্তর সখিভূত স্তোতৃগণ সকলের অভিগন্তব্য শত্রুগণের দুঃসহ সোমকে উদ্দেশ করিয়া 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রবিশেষ সহ স্তুতিগান করিতেছে।' ব্যাখ্যার ভাব আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাখ্যাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহে বেগে প্রবেশ করিল। কারণ, দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে

একত্রে মিলিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।" কি হইতে কি অর্থ আসিল! ভাষ্যকার বলিলেন,—'বৃষগণা ঋষিরা শক্রভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন, আর বাদ্য-সহকারে সোমের স্তুতি আরম্ভ করিলেন; আর ব্যাখ্যাকার কহিলেন,—'সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে গমন করিল। আর বাদ্যবাদনকারী সোমের বর্ণনা বন্ধুগণ করিলেন।' ব্যাখ্যায় সোম কখনও সোমরস হইলেন, আবার কখনও সোমদেব হইলেন! সুতরাং মন্ত্রব্যাখ্যানে কিরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া গেল, দেখুন।

আমাদের মতে মন্ত্রের সহিত কোনও ঋষির বা 'বাণ' নামক বাদ্য-যন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনিত্য সামগ্রীর সহিত নিত্য বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার যে কারণে সঙ্গত নহে, ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঋষির সম্বন্ধে এই মাত্র বলা চলিতে পারে না, তাঁহারা কালচক্রে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিত্য; সুতরাং নিত্য সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এক হিসাবে কোনও দোষ হইতে পারে না। তবে, সে সকল সম্বন্ধও পরিবর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে নিত্যসত্যমূলক ভাব পরম্পরার সমাবেশই আমরা স্বীকার করি। সেই হিসাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সোমরসের সঙ্গে মন্ত্রের কোনই সংশ্রব নাই। সোমাভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এখানে মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ সত্ত্ব-মূলক। সত্ত্বাব-লম্বনে কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে; শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনি অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিয়া অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে বিদূরিত করিয়া দেয়। 'হংসাসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। হংস জলমধ্যে থাকিয়াও যেমন জলে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানও তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই ভাবেই আমরা উপমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'হংসাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং।' সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্ম হইতেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—এখানে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। সেই হিসাবেই 'বৃষগণাঃ' পদের অর্থ 'সংঘাতাঃ', 'অমাৎ' পদের অর্থ—'অজ্ঞানরূপশত্রোরাক্রমণাৎ' এবং 'তৃপলা' পদের অর্থ—'লোকত্রয়স্য পালকঃ' পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানের প্রেরণা অজ্ঞানরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রিলোককে রক্ষা করে।' নিত্যসত্যমূলক এতদুক্তির সার্থকতা বিষয়ে আর বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানই যে ত্রিলোককে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, জ্ঞানদৃষ্টিই যে পরমার্থ-পথে সকলকে অগ্রসর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—

'আমাদিগের মধ্যে যেন জ্ঞানদৃষ্টির—দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, আমরা যেন সেই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে মোহ-পঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি;—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যেন পরমার্থ লাভে সমর্থ হই।'

'বগ্নুং' পদে 'অভিষব-শব্দ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'কর্ম্মশক্তি' অর্থ আমনন করি। অভিধানে 'বগ্নু' পদ বাগ্মিতা-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাগ্মিতা—কর্ম্মশক্তিরই দ্যোতক। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ-সাধনই—বাগ্মিতার মূলীভূত। বাক্ কর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই কর্ম্মশক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সত্ত্বাবসঞ্চয় বা জ্ঞানোদয় কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই 'বগ্নুং অচ্ছ' অংশে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানসঞ্চয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই ভগবানের সান্নিধ্য সুগম হইয়া আসে। 'অজোষিণং' পদের 'উষ্' ধাতু দান ও দীপ্তি অর্থমূলক। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে 'স্বতেজসা স্বজ্যোতিষা বা প্রদীপ্তং।' শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানের আধার, শুদ্ধসত্ত্ব যে অমিততেজঃসম্পন্ন এবং আপনার জ্যোতিতে আপনিই প্রদীপ্ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'বাণং'—'বাদ্যবিশেষং'—ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণ শততন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যবিশেষ এবং তাহা হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হয়। সোমাভিষব সময়েও সোমরস নিঃসারণকালেও সেইরূপ শব্দ উত্থিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই 'বাণং' পদের সহিত বাণ-নামক বাদ্য যন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। * কিন্তু 'বাণ' বলিতে সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণের বাণকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরা সেই সাধারণ লৌকিক ভাব হইতেই 'বাণং' পদে 'শত্রুনাশকং সায়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে শত্রু-নাশের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'বাণং' বাদ্য-বাদনে শত্রুনাশ হয় না। শত্রুনাশে 'বাণ'-রূপ আয়ুধেরই আবশ্যক করে। আর অন্তঃশত্রু নাশে সে বাণ সাধারণ পশুপক্ষি বিদ্ধকারী বাণ নহে। সে বাণ অন্তঃশত্রু-বিদ্ধকারী শুদ্ধসত্ত্ব, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক অস্ত্রের প্রার্থনায়, সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রাপ্তির প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মশক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিয়া, আত্মার আত্মসম্মিলনই প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য। তাই তিনি তদুপযোগী আয়ুধাদি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে মন্ত্রের যে উচ্চভাব সূচিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মানুষকে সৎশিক্ষাদানই বেদ-মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথেই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। সোমরস বা মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত পরমার্থপ্রদ বেদ-মন্ত্রের কদাচ লক্ষ্যীভূত নহে। † (৮অ—১খ ১সূ ২সা)।

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাণং' বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবতঃ আধুনিক 'বীণ' হইবে। বাণেরই অপভ্রংশে 'বীণ' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। বীণও বহুতন্ত্রী-সমন্বিত।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং

৩ ১র ২র

মিমতে ন গাবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩

পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উরুগায়স্য' (বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য, যদ্বা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্‌, আত্মোৎকর্ষশীলান্‌ ইতি ভাবঃ) 'জূতিং' (গতিং, উর্দ্ধগমনং) 'যোজতে' (যুনক্তি, সম্পাদয়তি—ভগবতা সহ সংযোজয়তি ইতি ভাবঃ)। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' (সর্ব্বত্র গচ্ছতঃ স্বচ্ছন্দগমনেন সর্ব্বত্রগমনশীলঃ ইতি ভাবঃ) তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমানং 'গাবঃ' (আত্মদর্শিনঃ অপি) 'ন মিমতে' (পরিমাতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। 'তিগ্মশৃঙ্গঃ' (তীক্ষ্ণতেজস্কঃ, অমিততেজঃ ইতি ভাবঃ) 'পরীণসঃ' (জ্যোতিষাং আধারঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কৃণুতে' (সদ্ভাবসম্পন্নান্‌ পরমপদে স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দিবা' (অহনি, জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ এব) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে, প্রকাশতে), কিন্তু 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, পাপকলুষপূর্ণে জ্ঞানশূন্য-হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'ঋজ্রঃ' (নিস্পষ্টপ্রকাশযুক্তঃ, হীনতেজস্কঃ এব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিম্নঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানিনঃ অপি তস্য মহিমা বর্ণিতুং ন শক্নোতি। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগকে) ঊর্দ্ধগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দ-বিহারী সর্ব্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অমিত-

তেজো জ্যোতিঃসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হয়েন; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নাই। জ্ঞানিজনও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'উরুগায়স্য' বহুভিঃ স্তুতাস্য আত্মনঃ 'জূতিং' গতিং 'যোজতে' যুনক্তি অন্তরিক্ষে প্রেরয়তি। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' অনায়াসেন বিহরন্তং গচ্ছন্তং সোমং 'গাবঃ' অস্তো গন্তারঃ 'ন মিমন্তে' ন পরিচ্ছিন্দন্তি মাতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তিগ্মশৃঙ্গঃ'। শৃঙ্গন্তি হিংসন্তি তমাংসীতি শৃঙ্গাণি তেজাংসি। তীক্ষ্ণতেজস্কঃ 'পরীণসং'। বহুনামৈতৎ (নিঘং-৩।১৭)। বহুবিধং তেজঃ 'কৃণুতে' করোতু অন্তরিক্ষে বর্তমানো যঃ সোমঃ 'দিবা' অহনি 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দদৃশে' দৃশ্যতে ন প্রকাশত ইত্যর্থঃ, 'নক্তং' রাত্রৌ তু 'ঋজ্রঃ' ঋজুগামী নির্ণষ্টঃ প্রকাশযুক্তো দৃশ্যতে। দদৃশে - দৃশেঃ কর্ম্মণি লিটি রূপং। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোনও বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন জন ভগবানের সহিত সঙ্গত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত আত্মদর্শিগণও প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি অপরিসীম। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অন্তঃশত্রু বিদূরণ করে বলিয়া তাঁহার শক্তির তুলনা হয় না। অন্তঃশত্রুনাশ কামক্রোধাদির বিদূরণ চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন সংসাধিত হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন নিতান্ত দুরূহ। একদিন এই জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুদুষ্কর কার্য্য একমাত্র সদ্ভাবের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষমতা অসীম। জ্ঞানিজন যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সকল পাপকলুষ বিদূরিত হয়। তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার বিষয় কতক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান—হৃদয় যাহাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তাহারা ভগবানের মহিমা কিছুই অবগত হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের তাদৃশ বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, উৎকর্ষ-

সাধনই যে বিকাশের প্রধান সহায়, এখানে তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে তাই উপদেশ - আত্মোৎকর্ষ-সাধন কর। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। স্বরূপ বুঝিলেই সারূপ্য-সাযুজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রচেষ্টা আসিবে। এইভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিবা' এবং 'নক্তো' পদদ্বয় একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যে যথাক্রমে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে,—'অহনি' এবং 'রাত্রৌ'। আমাদের মতে অর্থ হয় - 'জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে' এবং 'পাপকলুষপূর্ণে অজ্ঞান-হৃদয়ে'। সূর্য্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া উষার অরুণচ্ছটার বিকাশ হয় এবং বিশ্বসংসার আলোকলাভে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হৃদয় জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে পারা যায়—শুদ্ধসত্ত্ব পাপরূপ অজ্ঞান-শত্রুকে বিনাশ করেন। তখনই অন্তর প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞানতাপূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে সে আলোক বিচ্ছুরণ সহজে সম্ভবপর হয় না। একটু অগ্রসর না হইলে আলোক লাভ ঘটে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম। আপনার প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। 'নক্তো' পদে সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি পাপহরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ'। 'সোম দিবাভাগে হরিদ্বর্ণ দেখায়, আর রাত্রিতে বিস্পষ্ট প্রকাশযুক্ত হয়'—ভাষ্যের এই ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যই অনুভব করি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যের অর্থ হইয়াছে 'অস্যো গন্তার'।' কিন্তু 'গো' শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ আমরা নিরুক্তাদির প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে 'গাবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে -'জ্ঞানকিরণসমূহ' ভাবে ঐ পদের অর্থ হয় প্রজ্ঞানসম্পন্ন আত্মদর্শী ব্যক্তি।

'উরুগায়স্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ 'বহুভিঃ স্তুতস্য আত্মনঃ'। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাষ্যানুসারী অর্থ হইয়াছে—'সোম বহুলোকের স্তুত আপনার গতিকে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করেন।' কিন্তু আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ 'উরুগায়স্য' পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্ আত্মোৎকর্ষশীলান্।' ভাব এই যে,—বহুসৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবানে আপনাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই সে মিলনকর্ত্তা। শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্ম-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ। সুতরাং সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য—এই উদ্বোধন-ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থে তাই মন্ত্রের কতকটী বিভিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদিগের মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—"তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন, তিনি

অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষ্যে বৃষের 'ন্যায় কলেবর স্ফীত করা' বোধক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। 'গাভী ইহার সহিত যাইতে পারে না' - এই ভাব বুঝাইবার মতও কোনও পদেরই সমাবেশ দেখি নাই। 'গাবঃ ন মিমিতে' অংশে সে অর্থ আসিতে পারে না। ভাষ্য হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা যে আদৌ গ্রহণীয় নহে, মন্ত্রের ও ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে এরূপ বিরোধমূলক অর্থ কদাচ গ্রহণীয় নহে; সোমের শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ-মূলেও এতাদৃশ অর্থ একেবারেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা আমাদেরই পন্থার অনুসরণে এ সকল ব্যাখ্যা একেবারেই পরিবর্জ্জন করিয়াছি। * (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

—*—

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (নাদরূপাঃ ব্রহ্মস্বরূপাঃ বা) 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'রথা ইব' (রথাঃ যথা আরোহিণং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি, তদ্বৎ রথবৎ সৎকর্ম্মসংবাহকাঃ) সন্তঃ অপিচ 'অর্ব্বন্তো ন' (অশ্বাঃ যথা আরোহিণং ক্ষিপ্রং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা অশ্ববৎ ক্ষিপ্রগামিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (পরমার্থধনাকাঙ্ক্ষিণাঃ) রায়ে (শ্রেষ্ঠধনসাধনায় — পরমার্থপ্রাপণায় ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রগচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন অভীষ্টং প্রাপ্নোতি মোক্ষাভিলাষী জনঃ ইতি ভাবঃ)। (৮অ—১খ ১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, সপ্তসপ্ততিতম সূক্তের নবম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নাদরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ) সুষ্ঠু-সংবাহক হইয়া, অপিচ (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপে) অশ্বের ন্যায় লক্ষ্যপ্রগামী হইয়া, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠধন সাধননিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। (৮অ—১খ—১সূ—৪সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্বন্তঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'রথা ইব' যথা শব্দং কুর্বন্তো রথাঃ তথা, 'অর্বন্তো ন' যথা শব্দং কুর্বন্তো অশ্বাঃ তথা, 'শ্রবস্যবঃ' শক্রন্তাঃ সকাশাদন্নমিচ্ছন্তো 'রায়ে' যজমানানাং ধনায় 'প্রাক্রমুঃ' প্রাগচ্ছন্তি। (৮অ ১খ - ১সূ ৪সা)।

চতুর্থ (১১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটী প্রণিধান-যোগ্য। ঐ উপমাদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'স্বানাসঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ 'স্বানাসঃ' পদে 'অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোম অভিষবকালে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই ঐ 'স্বানাসঃ' পদের প্রতিপাদ্য, ভাষ্যের অর্থে যেন তাহাই প্রকটিত। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ 'স্বানাসঃ' পদে পরব্রহ্মের প্রতিই যে লক্ষ্য আছে, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'স্বন্' পদ শব্দার্থক সন্ হইতে নিষ্পন্ন ব'লয়া মনে করি। শাস্ত্রমতে নাদ—শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই 'স্বানাসঃ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মই যদি ঐ পদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ 'স্বানাসঃ' পদে সোমকে বুঝান হইল কেন? তাহারও হেতু আছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি অভিন্ন নহেন। যিনিই ভগবান, তিনি আবার তাঁহার বিভূতি; আবার যিনিই ভগবদ্বিভূতি, তিনিই আবার ভগবান্। শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। সৎস্বরূপে সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি; সৎই সত্তের আধার। সৎস্বরূপ ভগবান্ নিখিল সদ্ভাবের আধার। তিনিই উৎপত্তিস্থানীয়। তাই তাঁহাকে এবং তাঁহার বিভূতিসমূহকে নাদরূপ বা ব্রহ্মরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (রথাঃ যথা গন্তারং প্রতি সংগচ্ছন্তি, যদ্বা—গন্তারং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'হিন্বানাসঃ' (সত্ত্বাবকাময়মানান্ জনান্ প্রতি, যদ্বা—তেষাং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) গচ্ছন্তি ইতি শেষঃ 'ভরাসঃ কারিণামিব' (রথবাহকাঃ ভারবাহকাঃ বা যথা হস্তদ্বয়েন রথং ভারং বা ধারয়ন্তি তদ্বৎ) সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং পরিচরন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সত্ত্বাবশীলাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেন সত্ত্বাবং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ-৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংগাহিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাদি সত্ত্বাব-কাময়মান ব্যক্তিগণের প্রতি অথবা তাহাদের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্তদ্বয়ের দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তি রূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্য্যা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাবার্থ—সত্ত্বাবশীল জন কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)। (৮অ—১খ—১সু—৫সা) ॥

এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।" ভাষ্যের সহিত এই অর্থের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রথা ইব' যুদ্ধদেশং প্রতি যথা রথাঃ তথা 'হিম্বানাসঃ' যাগদেশং প্রতি গচ্ছন্তঃ সোমাঃ ঋত্বিজাং 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধন্বিরে' ধীয়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভরাসঃ' ভরাঃ 'কারিণামিব' যথা ভারবাহানাং বাহ্বোর্দ্ধীয়ন্তে তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সদ্ভাবসম্পন্ন জন আপনাদের কর্ম্মপ্রভাবে সদ্ভাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় 'রথা ইব' এবং 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমাদ্বয়ে মন্ত্রের এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই ভাব অভিন্ন। রথ মানুষকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেয়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে ভগবানের সহিত সংযোজিত করে। 'ভরাসঃ কারিণামিব'—উপমায় শুদ্ধসত্ত্বধারণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার মস্তকস্থিত ভার ধারণ করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' রূপ দুই হস্ত ধারণ করে। 'গভস্ত্যোঃ' পদে সেই জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই হিসাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং'। সদ্ভাবকে হৃদয়ে ধারণ—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। যে কারণে 'গভস্ত্যোঃ' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করি, সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসান্নিধ্যলাভ। সে পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আবার জ্ঞান ও ভক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্মই সে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমা অংশের সহিত 'গভস্ত্যোঃ' পদের সমাবেশে মন্ত্রের ভাব হইয়াছে এই যে,—ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার ভারকে ধারণ করে; তেমনই মোক্ষকামী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সদ্ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সদ্ভাব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেইরূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা বোধগম্য হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যিনি, তাঁহার

শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করে। মন্ত্রের প্রথম উপমা বাক্য—'রাজানো ন'। উহার সহিত শেষাংশের সম্বন্ধ খ্যাপনে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—রাজা যেমন স্তুতিবন্দনাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; পরমপবিত্র অনন্তশক্তিসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি প্রবর্দ্ধিত হন। অতএব ভাব এই যে,—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভে শুদ্ধসত্ব সঞ্চয়ে মানুষের উদ্‌বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য। সঙ্কল্প—আমরা যেন তাহাই করিতে সমর্থ হই। * (৮অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।

১ ২ ৩ ১ ২

মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতঃ, ব্রহ্মস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বর্হণা গিরা' (স্তোত্রকর্ম্মণা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) প্রবর্দ্ধিত সন 'মদায়' (পরমানন্দদানায়—শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ ধারয়া' (মধুররসযুক্তেন প্রবাহেন, যদ্বা—অমৃতপ্রবাহেন ইতি ভাবঃ) 'পরি অর্ষন্তি' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, প্রকর্ষেণ তেষাং প্রার্থনাকারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। (৮অ-১খ—১সূ ৭সা)।

অথবা,

'মধোঃ' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হণা' (মহত্ত্বা, মহত্বাদিসম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যর্ষন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৮অ—১খ-১সূ-৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্)।

অমৃত প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপ ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। (৮অ—১খ—১সূ—৭সা)।

অথবা,

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৮অ—১খ—:সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' স্ববানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বর্হণা' মহত্যা 'গিরা' স্তুতি-রূপয়া বাচা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মদায়' মদার্থং 'মধোঃ' মধুর-রসস্য 'ধারয়া' 'পরি অর্ষন্তি' পরিতো গচ্ছন্তি। 'পরিস্বানাসঃ'—'পরিসুবানাসঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'সুতাঃ' ইতি চ। ৭।

* * *

সপ্তম (১১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়, সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে—হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা স্বানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন।

দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অণু-পরমাণুক্রমে সত্ত্বভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)। (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিবস্বতঃ' দীপ্তিমতঃ ইন্দ্রস্য 'অপানাসঃ' আপানভূতাঃ 'উষসঃ' 'ভগং' শোভাং 'জনয়ন্তঃ' প্রেরয়ন্তঃ 'সুরাঃ' সরন্তঃ সোমাঃ 'অণ্বং বি তন্বতে' অভিষব-বেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি। 'জিন্বন্তঃ'—'জনৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১প—১৭ ৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাই সে সমস্যার মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থ একরূপ, আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সমস্যা-সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ। ভাষ্যের অর্থ—'ইন্দ্রের পানযোগ্য উষার শোভাবর্দ্ধনকারী দ্রুতগমনশীল সোম অভিষবকালে শব্দ করেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রের আপানভূত উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করিতেছেন।'

আমাদিগের অর্থ আবার অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ পরমার্থলাভে সমর্থ হয়; সুতরাং সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে পরমার্থ-লাভে সকলেই যেন প্রযত্নপর হয়—মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় দুইটী বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'উষাকাল'—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে সে হিসাবে উষা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানোন্মেষঃ'। সূর্য্যের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নাই,—পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, 'উষসঃ' সেই অবস্থা। সূর্য্যের উদয়ে—জ্ঞানের উদয়ে, উষা অলঙ্কৃত হয়েন। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান হৃদয়ের শোভা প্রবর্দ্ধিত হয়। 'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছে। বিবরণকারের মতে 'সূরাঃ' পদে 'সূর্য্যা ইব দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

তার পর 'অণ্বং বিতন্বতে' মন্ত্রাংশের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে উহার অর্থ হয়,—'অভিষব-সময়ে উপরবে শব্দ করে।' সোমলতার রস নির্গমন মনে করিলে, হয় তো মন্ত্রাংশের এইরূপই অর্থ হয়। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'অণুপরমাণুক্রমে সত্ত্বভাবসংজনন করে।' ভাব এই যে,—সূক্ষ্মভাবে

ভগবানের নিকট পৌছান যায় না। তাই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুরূপে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষের সেরূপ একাগ্রতা থাকিলে, অণু-পরমাণুরূপে ভগবানই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণরেখাক্রমে বিশ্বের যাবতীয় অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েন, শুদ্ধসত্বও সেইভাবে মানুষের অন্তরে উপজিত হয়েন। মন্ত্রাংশে এই উচ্চভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। * (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)।

— • —

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণো হরস আয়ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মতীনাং কারবঃ' (সদ্বুদ্ধীনাং প্রজ্ঞাপকাঃ, প্রেরয়িতারঃ বা) শুদ্ধসত্বাদয়ঃ সদ্ভাবাঃ বা 'প্রত্নাঃ' (পুরাণাঃ ; যদ্বা—নিত্যাবস্থমানাঃ চিরনবীনাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তস্য শুদ্ধসত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, কাময়মানাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ) দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (সংরচয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি)। অয়মপি নিত্যসত্য-মূলকঃ। তত্ত্বদর্শিনঃ এব সদ্ভাবাঃ সংজনয়িতুং শক্নুবন্তি। তে খলু তেন সদ্ভাবেন পরমার্থং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

অথবা,

'মতীনাং' (সদ্বুদ্ধীনাং) 'কারবঃ' (প্রজ্ঞাপকানাং, প্রেরয়িতৃণাং বা) 'প্রত্নাঃ' (পুরাণানাং, নিত্যবিদ্যমানানাং, চিরনবীনানাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকানাং) শুদ্ধসত্বানাং 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, আকাঙ্ক্ষিনঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (জনয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ-১খ-১সূ-৯সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, পঞ্চমী ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বাদি, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য-বিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকামনাপর তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—তত্ত্বদর্শিগণই সদ্ভাবজননে সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই সেই সদ্ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত করিয়া থাকেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)॥

অথবা,

সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্ম্মসমূহই সম্পাদন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং

'মতীনাং কারবঃ' স্তুতীনাং কর্ত্তারঃ 'প্রত্নাঃ' পুরাণাঃ 'বৃষ্ণঃ' সেচকস্য সোমস্য 'চরণঃ' আবর্ত্তারঃ 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ বা... যজ্ঞস্য বা... 'পদ পান্তি' বিবৃণ্বন্তি॥ ৯॥

* * *

নবম (১১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 'মতীনাং কারবঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রের রচয়িত' এবং 'প্রত্না' পদের 'পুরাণাঃ' অর্থে সেই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাব হইয়াছে যেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেদের নানা স্থানে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য—ভগবন্মুখনিঃসৃত। যে কারণে এ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, তত্তৎস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমরা 'মতীনাং' পদের 'সদ্বুদ্ধিনাং' অর্থ পরিগ্রহ করি। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ করিয়া সংসারীকে সদ্বুদ্ধি দান করেন, তিনিই 'মতীনাং কারবঃ'। সত্যজ্ঞানই মানুষের সদ্বুদ্ধির উন্মেষকারী। সত্ত্ব-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-মানুষকে সেই সত্য-জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তাঁহাকে সদ্বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি 'পুরাণাঃ' অর্থাৎ চিরনবীন বা চিরনূতন। তিনি সত্যরূপে চিরবিদ্যমান—তিনি চিরনূতন—তাই

'পুরাণ'। এখানে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে 'পুরাণাঃ' পদে সেই পুরাণপুরুষ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। ভগবান যেমন চিরনূতন, তাঁহার বিভূতিও তেমনই চিরনূতন। তাই 'পুরাণাঃ' বিশেষণ-পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'দ্বারা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞস্য দ্বারাণি' অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বার-সমূহ। যজ্ঞের দ্বার বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে সকল উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকেই যজ্ঞের দ্বার বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে যে সকল উপায়পরম্পরা অবলম্বন করার আবশ্যক, যে কর্ম্মে অন্তরে সেই সত্ত্বভাবের উদয় হয়, আমরা 'দ্বারা' পদে সেই 'শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিজন সত্ত্বভাবপরিবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,—শেষাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। * (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

—— • ——

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমীচীনাসঃ' (সমীচীনাঃ—অভিজ্ঞাঃ, কর্ম্মাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ অর্চ্চকাঃ ইতি ভাবঃ) 'একস্য' (একমেবাদ্বিতীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানং, হৃদয়রূপং অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তি, উৎকর্ষসম্পন্নং করোতি ইতি যাবৎ)। তেন প্রীতিযুক্তঃ সন সঃ ভগবান 'সপ্তহোতারঃ' (সপ্তধামভিঃ, নিখিলবিশ্বব্যাপনাৎ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক্)। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।" মন্ত্রের 'হরনঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'আহারকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ আহরণকারী। তার পর, বিবরণকারের মতে ঐ পদে 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'হরতে দীপ্তৌ' এই অর্থে 'হরনঃ' পদের 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'আহারকারী' অর্থ কেহই অধ্যাহার করেন নাই। ব্যাখ্যাকার আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে একটা 'নূতন কিছু' করিয়া গিয়াছেন।

দেবতাবানাং আহ্বাতারং) 'আশত' (ব্যাপ্নোতি)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রীণনায় আত্মনঃ উৎকর্ষসাধনং বিধেয়ং। অতঃ আত্মোৎকর্ষসাধনায় বয়ং প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ-১খ-১সূ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমীচীন অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন অর্চ্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষ-সম্পন্ন করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই। (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমীচীনাসঃ' সমীচীনাঃ 'জানয়ঃ' জাতিসদৃশাঃ 'একস্য' সোমস্য 'পদং' স্থানং 'পিপ্রতঃ' পূরয়ন্তঃ 'সপ্ত হোতারঃ' যজ্ঞে 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তি। 'আশত'—'আসত'—ইতি পাঠৌ, 'জানয়ঃ'—'জামযঃ' ইতি চ। (৮অ-১খ ১সূ-১০সা)॥

* * *

দশম (১১২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জানয়ঃ', 'সপ্তহোতারঃ' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে ঐ দুই পদ প্রায় একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উহার অর্থ হইয়াছে—'জাতিসদৃশাঃ'; কিন্তু বিবরণগ্রন্থে 'সপ্তজানয়ঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া, সেই 'সপ্তজানয়ঃ' পদের পরিচয়ে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার হোতার নাম উল্লিখিত দেখি। কিন্তু 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে, যাঁহারা কর্ম্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সে হিসাবে, যাঁহারা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারাই 'জানয়ঃ'। তদনুসারে আমরা 'জানয়ঃ' পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় কি? কর্ম্মের কত বিভাগ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও সময় সময় মুহ্যমান হন। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া

যাঁহারা কর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই কর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হিসাবেই 'আনয়ঃ' পদে 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'সপ্তহোতারঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হোতারঃ' পদের অর্থ—'দেবভাবানাং আহ্বাতারং'। এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হইলেই সে হৃদয়ে দেবভাবের ও দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাহারাই দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এখন 'সপ্ত হোতারঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যাদির অভিমত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'সপ্ত', 'ত্রি' প্রভৃতি শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সপ্তপৃথিবী পদে 'সপ্তলোক'—বিশ্বভুবন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। তাই 'সপ্তহোতারঃ' পদে, যাঁহারা 'সপ্তভুবন হইতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।' এই ভাবে 'সপ্তহোতারঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'সপ্তনামভিঃ, যদ্বা নিখিলবিশ্বব্যাপিনাং দেবভাবানাং আহ্বাতারং।' তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অর্থ হয়—'সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান, নিখিলবিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন' অর্থাৎ যাঁহারা সদ্ভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

'একম্' পদের 'সোমম্' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোমকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে ঐ 'একম্' পদের সার্থকতা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ঐ 'একম্' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'সমীচীনাসঃ' এবং 'আনয়ঃ' পদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'একম্' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবন্তঃ' অর্থই সুসঙ্গত। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন।' অন্তরের উৎকর্ষ-সাধন একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আপনার অন্তরকে ভগবানের উপযুক্ত আসনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। উৎকর্ষসাধন না হইলে সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে 'ভগবানের উপযুক্ত আসন রূপে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বসহকারে ভগবচ্চরণে আত্মবলিদান করিতে পারি।' * (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' এই ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুসারী নহে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

একাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে।
৩ ১র ২ ৩ ১ ২
কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাভিং' (সৎকর্ম্মণঃ মূলং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নাভা' (সৎপ্রবৃত্তি-মূলে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'আদদে' (ধারয়াম); তস্মাৎ অহং 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং শক্নোমি)। কিঞ্চ 'কবেঃ' (ক্রান্তকর্ম্মণঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি ভাবঃ) 'অপত্যং' (অংশুং, সূক্ষ্মতমাংশং জ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদুহে' (সম্যক্ দোগ্ধুং শক্নোমি, সংজনয়াম ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবেন সজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তব্যং। অতঃ সজ্‌জ্ঞানলাভেন সৎস্বরূপস্য স্বরূপং বিজানীয়াং। (৮অ - ১খ—১সূ - ১১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মমূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি। তদ্দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। অপিচ ক্রান্তকর্ম্মী শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করিতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সজ্‌জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানিতে পারি)। (৮অ—১খ—১সূ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং' যজ্ঞস্য নাভিভূতং সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'নাভা' নাভৌ অহং 'আদদে' সোমং পীত্বা নাভিস্থানে করোমীত্যর্থঃ। কিমর্থং ? 'চক্ষুষা' 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং। কিঞ্চ, 'কবেঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মণঃ সোমস্য 'অপত্যং' অংশুং 'আ দুহে' আ পূরয়ামি। 'চক্ষুষা সূর্য্যাদৃশে'—'চক্ষুশ্চিৎ সূর্য্যে সচা'—ইতি পাঠৌ। (৮অ - ১খ—১সূ - ১১সা) ॥

* * *

একাদশ (১১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ব্যাখ্যার ভাবও তদনুরূপ। ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান করিয়া আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখিব। কি জন্য?—না, সূর্য্য দেখিবার জন্য। অপিতু ক্রান্তকর্ম্মা সোমের অংশু আমরা পূরণ করি।' এখানেও সোম-মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-হেতু সূর্য্য একরূপ অদর্শনই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এ সোমপানে সূর্য্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে; সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম। এ সোম আবার তবে কি পদার্থ? যে সোম পান করিলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করিলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, সে সোম অবশ্যই মাদক-দ্রব্য নহে। সে সোম অবশ্যই কোনও অপার্থিব সামগ্রী। তাই সেই সোম আমাদের ভগবদংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি—উন্মেষকারী সেই ভগবদ্বিভূতি। সদ্ভাবের উন্মেষক সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

এখন মন্ত্রে আমাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'নাভিকে' মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। নাভি কেন্দ্র-স্থানে; নাভিতেই প্রাণ অবস্থিত। "পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।" নাভির পুরোভাগে প্রাণ এবং পশ্চাদ্ভাগে অপান বায়ু বিদ্যমান। যে উভয়বিধ বায়ুর—প্রাণাপান বায়ুর সংরক্ষক—তাহাই নাভিতে সংরক্ষিত। সুতরাং এক হিসাবে নাভিকে মূল বলা চলিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাভিং' পদে ভাষ্যকার 'যজ্ঞস্য নাভিভূতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, 'নাভিং' পদে তাহাকেই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার কর্ম্মের মূল যেমন 'নাভি'; সদ্বৃত্তির মূলও সেই 'নাভি'। সদ্বৃত্তির মূল সেই 'নাভা' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে ব'লয়া মনে করি। এই ভাবে, 'নাভা নাভিম্ন আদদে' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাকে সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি।' 'সূর্য্যং দৃশে' বলিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

ফলতঃ, মন্ত্রে এক আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্বৃত্তির উন্মেষণ, সদ্বৃত্তিতে ভগবদ্বিভূতির করুণালাভে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষণ এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে প্রকটিত। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবেঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিবার কি আবশ্যক? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানের সন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে। সে পক্ষে সদ্গুণে গুণান্বিত ও সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি

প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে পৌঁছিতে পারিবে কিরূপে—কিসের সাহায্যে! তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণবিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবে! ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া যায়।' ভগবানের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। লৌকিক ব্যবহারে যেমন বৈজ্ঞানিকের নিকট বৈজ্ঞানিকের আদর, ধর্ম্মপরায়ণের নিকট যেমন ধার্ম্মিকের আদর, সর্ব্বত্রই তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—'আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপগুণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপগুণ-বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা তিনি তাহারই আদর করেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তাই তিনি সৎকর্ম্মশীলকে আদর করিয়া থাকেন; তিনি সত্য সৎস্বরূপ, তাই তাঁহার নিকট সত্যের ও সতের সমাদর; তিনি ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তাই তিনি ভক্তির ডোরে ভক্তের নিকট চির-আবদ্ধ। * (৮অ—১খ—১সূ ১১সা)।

—*—

দ্বাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্য্যুভির্গুহা হিতম্।
১ ২ ৩ ১ ২
সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, অষ্টমী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা, "আমি যজ্ঞের নাভিভূত (সোমকে; আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি। চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (শোভনবীর্য্যবন্তঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (গুহায়াং—হৃদরূপায়াং ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (নিহিতং, বিরাজমানং) দিবঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (আনন্দময়ং) 'পদং' (স্থানং—অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'অভিপশ্যন্তি' (দর্শন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ জ্ঞানপ্রভাবেন পরমাত্মানং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি অথবা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবেন হৃদি ভগবদধিষ্ঠানং পশ্যতি। (৮অ -১খ ১সূ—১২সা)।

অথবা,

'সূরঃ' (জ্যোতিরাধারঃ, যদ্বা—সূর্য্য ইব স্বপ্রকাশঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'হিতং' (নিহিতং) 'প্রিয়ং' (পরমানন্দদায়কং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শন্তি, গচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদয়ে স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎকৃপালাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়েম। (৮অ ১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, যদ্বা প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ)'দিবঃ' (দীপ্তস্য—আত্মদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ ইব) প্রতিভাসতে ইতি শেষঃ। অপিচ, সঃ ভগবান 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (তেষাং জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নানাং ইতি যাবৎ) 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়কং) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শন্তি, উদিতঃ ভবতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ—১খ—১ —১২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভন-বীর্য্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে (আপনার) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

জ্যোতির আধার অথবা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে

নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

* * *

অথবা,

জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নদিগের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহাদের হৃদয়ে) উদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বরঃ' সুবীর্য্যঃ ইন্দ্রঃ 'চক্ষসা' চক্ষুষা 'দিবঃ' দীপ্তস্য আত্মনঃ 'প্রিয়ং পদং' অধ্বর্য্যুভিঃ 'গুহা' গুহায়াং হৃদয়ে 'হিতং' নিহিতং পীতং সোমং 'অভি পশ্যতি'। 'প্রিয়ং'—'প্রিয়া' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)॥

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধ হইলে ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, আর সেই জ্যোতিঃ পরমপদ-প্রাপ্তির সহায়ভূত হইয়া থাকে,—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদৃষ্টি-লাভের এবং শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য্য ইন্দ্রদেব আপনার পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখিতেছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম-'গুহায়াং হিতং' পদের এরূপ অর্থও কেহ কেহ অধ্যাহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোম যে মাদক দ্রব্য এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মদ্যপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু দেবতা

কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, তৎসম্বন্ধে একটু দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, আমরা মনে করি, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড প্রবল; কর্ম্মকাণ্ডের প্রবল প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া, কর্ম্মকাণ্ডের অনুকূল সিদ্ধান্তই প্রকটিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দেবতা, সোম প্রভৃতির তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধভাবে বিবৃত করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ নহে। ভগবান বিশ্বরূপ। তাঁহার নাম রূপের অন্ত নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ গুণও তেমনই অনন্ত। তাঁহার অনন্ত নামরূপের মধ্যে 'ইন্দ্র' তাঁহার একটী নাম। তাঁহার নামরূপকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া, তিনি অনন্তকর্ম্মা বলিয়াই—অনন্ত রূপগুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি যাঁহারা 'ইন্দ্র' নামে সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ;" অর্থাৎ, - ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন। আবার যাঁহারা বিষ্ণু হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ কারণরূপে ধারণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ এবং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, -

"তুচ্ছাঽনির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এইরূপ মতবিরোধ, তখন যিনি বাক্য ও মনের অতীত অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমাদের শাস্ত্রসমূহ যে কঠিন কঠোর ভাবে অধিকারীর ও অনধিকারীর স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ মাত্র। আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমসুখসাধন। অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক, - শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও সাগরসম্মিলনই যেমন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশেরও সেইরূপ লক্ষ্যই বুঝিতে

হইবে। সাগরে মিলিত হইলে, যেমন নদীর নাম রূপ সমস্ত লোপ পায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই আত্মার আত্মসম্মিলন সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের এইরূপ লক্ষ্য হয়, শাস্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নামরূপ বিমুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে লীন হউক,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইন্দ্র বায়ু, বরুণ,—যে ভাবেই যে নামে যে রূপেই মানুষ তৃপ্তি লাভ করে,—তৎপ্রতি অনুকূল হয়, সেই নামে সেই ভাবেই ভগবদভিমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধিকারী সম্বন্ধে সেই অনন্তকে বিভিন্ন নাম রূপে প্রকটিত করা হয়। এই ভাবে বুঝিলেই ইন্দ্রকে আর মাদকদ্রব্য প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আসে না ; অথবা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়াও উপলব্ধি জন্মে না। তখন তাঁহাকে যে সোম প্রদান করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, সে সোম সেই মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস নহে। তখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, সে সোম তাহাই। সোম-সুধা সেই জ্ঞান-কর্ম্ম মিশ্রিত ভক্তি-সুধা।

'চক্ষসা' অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে যখন এই ভাব উপলব্ধ হয়, তখনই মনোমধুকর ভগবানের চরণ-কোকনদে মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে, সেই চরণই এ সংসারের সার-সামগ্রী। সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। তখন সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারের সকল মায়-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবধি নাই। তখন কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা—এমনই তীব্র—এমনই মহান্। ভক্ত সাধক যখন সৎস্বরূপের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহের যে কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কর্ম্মের—সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ, শুদ্ধসত্ত্বই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হৃদয়ে উপজিত হইলেই তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ফলতঃ, জ্ঞানই ভগবানকে এবং তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বরূপ বিভূতি-সমূহকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আনে ; জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' এবং 'চক্ষসা' পদদ্বয়ে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণই অন্তরে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন' ; পূর্ব্বোক্ত ভাব পরম্পরায়ই এতদুক্তির সার্থকতা বলিয়া

মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব প্রকটিত। তৃতীয় অন্বয়ের ভাবও অভিন্ন। সত্যবেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবান সেই সজ্জনের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া তথায় আগমন করেন।' ফলতঃ, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। * (৮অ-১খ-৫সূ-১২সা)।

—— • ——

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২ ২ ২ র ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ র র ১ র
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। প্রকাবিয়াম্। উশনে। স্ক্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১
না ৩ গ্নানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধূঃপবাকাঃ। পদাবরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১ র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িঙা ৬ ৫ ৬ ন্॥ প্রত্ম সাদাঃ।

২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১
তৃপলা। বর্ম মচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষপ। গাঅয়াশুঃ। অঙ্গোবিনাম্।

২ ১ র ৩ ৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ২ ৪
পবমা। নশ্চ সখায়াঃ। কুর্মর্ধংবা। গা ৩ স্প্রা। দা ৩ ৪ ৩। তী ৩ না ৫

২ র ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ র ২ ১
কা ৬ ৫ ৬ ন॥ সবোজভারি। উরুগা। যন্তজ্ ভীম্। বৃধাক্রীড়া। জা ৩ স্মিয়।

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২ ২ ২
স্তেনগাবাঃ। পরীণসাম্। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। ও ৩ হো ৩ হোয়ি।

র ১ ২ ১ র ২ ২ ৪
দিবাহরায়িঃ। দদৃশে। না ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ ভ্রা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* • *

২ র র ১ ২ ১ র ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ র ১ র র
২। হাউহাউ। হুপ। প্রকাবিয়াম। উশনে। স্ক্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২^ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ২^ ৩ ৪ ৫ ২ ২ র
না ৩ গ্নানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩। ধূঃপবাকাঃ। পদাবরা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, নবম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।"

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১ র
হো ৩ অস্তি। অা ৩ ৪ ৩ গ্নি। তা ৩ রা ৫ গ্নিতা ৬ ৪ ৬ ন। প্রহৎসানাঃ।

২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২১র ২১ ২n৩ ৪ ৫ ২ ১র ২
তৃপলা। বয়্মচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগ। ণাঅয়াস্তঃ। অঙ্গোর্দিণাম্। পবমা।

২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ^ ১ ২ ২ ৪
নৎসধায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণা ৩ প্রব। দা ৩ ৪ ৩। তা ৩ না ৫ কা ৬ ৫ ৬ ম॥

২ ১র ২১ র ২৩ ৪ ৫ ২১র র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫
সযোজতাগ্নি। উরুগা। যস্তজ্‌তাম্। বৃথাক্রীড়া। তা ৩ স্মিম। তেনগাদাঃ।

২১র ২ ১ র ২৩ ৪ ৫ ২র র ১ ২১র
পরাণদাম। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। হাউহাউ। হুপ। দিবাহরাগ্নিঃ।

২ ১ র২^ ২ ৪
দদৃশোনা ৩ ৪ ৩। স্তো ৩ মা ৫ জ্রা ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

২ র ১ ২ ১র — ১র ২র র১র ২র ১
৩। প্রকাবিয়াম্। উশনেবা। ব্রু ২ বাণাঃ। দেবোদেবা। নাঞ্জনিমা।

— ১ ২ ১ ২ ১ — ১র ২ র১
বা ২ বিবক্তারি। মাহব্রতাঃ। শুচিবন্ধুঃ। পা ২ বাকাঃ। পদাবরা।

২র ১ ১র ১ ২ ১র ২ ১ র —
হোআতিয়ারি। তা ২ রেভা ৩ নাউ। প্রহৎসানাঃ। তৃপলাবা। য়ু ২

১ ২ র১ ২১ —১র ২ র ১ ২ ১র
মচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগণাঃ। অা ২ য়াস্তঃ। অঙ্গোষণাম্। পবমানাম্।

—১র ২ ১ ২ ১ — ১র২ ১ ২ র ১
না ২ থায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণংপ্রবদাঃ। তা ২ নাকা ৩ মাউ। সযোজতাগ্নি।

২ ১ র —১র ২ র ১র ২ ১ — ১র
উরুগায়া। স্তা ২ কৃতাম্। বৃথাক্রীড়া। তস্মিমতে। না ২ গাবাঃ।

২ র১ ২ ১ র —১ ২ র১ ২১র —
পরাণসাম্। কৃণুতেতারি। গ্মা ২ শৃগাঃ। দিবাহরাগ্নিঃ। দদৃশেনা। স্তো ২

১ ২ ১ ১ ১ ১
মৃজ্রা ৩ ১ উ। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ২১র ২ ১ ২ ১ র ২৩ ৪ ৫
৪। হো ৪ বা। উহুবা ৩। হোবা। প্রকাবিয়াম্। উশনে। বক্রবাণাঃ।

২র১র ২র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২^ ৩৪ ৫
দেবোদেবা। না ৩ গ্নানি। মাবিবক্তা। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধুঃপবাকাঃ।

২১র১১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫ ২১ ১র১ ২ ১ র ২৩ ৪ ৫
সদাবরা। তো ৩ অভি। ঔতিরেভান্। প্রতম্লাসাঃ। ভূপলা। বম্বমচ্ছা।

২১র২ ১ ২১ ২৲৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫
স্মাদস্তাম্। বৃষগা। সারআসুঃ। অঙ্গোষিণাম্। পবমা। নম্লথায়াঃ।

২১ ২ ১ ২ ১ ২n ৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২n৩৪ ৫
ভুর্ম্মবংবা। ণা ৩ প্রব। দক্ষিসাকাম্। সযোজভারি। উক্রুগা। যস্তুজভীম্।

২ র২র১ ২ ১ ২৲৩৪ ৫ ২১র২১ ২ ১ র ২n৩৪ ৫
স্বপাক্রীড়া। ভা ৩ শ্মিম। ভেনগাবাঃ। পরীণসাম্। ক্রুণুভে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ।

২ র২১ ২১ র ২ ৩৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ২
দিবাচরাথি। দদৃশে। নক্তমৃজ্রাঃ। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৫ ৫
হোবা ৬ হাউবা। ১-১২। *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্ম্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য যোজনা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধর্ম্মন্' (ধারণগুণং, ধারণশক্তিং ইত্যর্থঃ, যদ্বা সত্যোৎপাদিকাশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ, যদ্বা -তেষু জ্ঞানবিশিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'অস্য' (সত্যস্য) 'যোজনাঃ' (প্রযোজকাঃ) 'সুশ্রিয়ঃ' (শোভনশ্রিয়ঃ, মঙ্গলদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (মার্গেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে —সাধকৈঃ ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং মার্গং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (বিজ্ঞাপয়ন্তি, প্রদর্শয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ); অথবা সত্ত্বভাবাঃ 'পথা' (সন্মার্গেণ) 'অসৃগ্রং' (পরিচালয়ন্তি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ।)। (৮অ ২খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দ্বাদটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে, (১) "পার্থং" (২) "বাহারং" (৩) "প্রবস্তার্গবং" এবং (৪) "কুৎসস্যারথীয়ং।"

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের ধারণ-শক্তি বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্যোৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রযোজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম সাধন-সমর্থ মার্গ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সন্মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অশ্ব' অনেন যজমানেন কৃতাব 'যোজনা' স্তদ্দেবতাযোগ্যান্ সধস্থান 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'সুশ্রিয়ঃ' শোভনশ্রয়ণাঃ 'অসৃগ্রং' হবির্দ্ধানাৎ সৃজ্যন্তে। 'যোজনা'—'যোজনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাহা ধারণ করে, যে শক্তির বলে বস্তু বিধৃত আছে, যে শক্তি না হইলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না, তাহাই উক্ত বস্তুর ধর্ম্ম। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মবলেই বস্তুর পৃথক সত্ত্বা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। উহাই বিশ্বের ধর্ম্মশক্তি। সে ধর্ম্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিই বিশেষ অনুস্যূত হইয়া আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ধর্ম্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি এই ধর্ম্মশক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। মন্ত্রে এই চিরন্তন সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সধস্থবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্যপথে সৃষ্ট হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ মিলন নাই। এই ব্যাখ্যায় কোন উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। "সোমের সধস্থবিৎ সোমসমূহ" বাক্যাংশের কোনও অর্থই হয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভাষ্য সারও অস্পষ্ট। ভাষ্যকার 'অশ্ব'

পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অনেন যজমানেন কৃতান্'। কিন্তু এই দুরার্থ যে কিরূপে সঙ্গতপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায়ও মূলমন্ত্রের ভাবের সহিত কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৮অ—২খ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
হবির্হবিষু বন্দ্যঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিঃষু' (ভগবৎপূজোপকরণেষু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং) এব 'বন্দ্যঃ' (শ্রেষ্ঠং, প্রার্থনীয়ং); 'হবিঃ' (ভগবৎপূজোপকরণং) 'প্র' (প্রবর্ত্ততে—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); তেন সহ 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'মহীঃ' (মহান্) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'বি গাহতে' (সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বেন অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-পূজোপকরণ-সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে; তাহার সহিত অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হবিঃষু' হবিষাং মধ্যে 'বন্দ্যাঃ' স্তুত্যঃ 'হবিঃষ্বিরামূকঃ যঃ সোমঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' মহতীঃ 'বিগাহতে' তস্য 'মধোঃ' সোমস্য 'অগ্রিয়ঃ' মুখ্যা ধারাঃ প্রপতন্তীত্যর্থঃ। 'মধোঃ' —'মধ্বঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ-১৭—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে ভগবৎপূজার উপকরণেরও পার্থক্য হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্য প্রতীকোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ভগবদারাধনার প্রণালী বর্ত্তমান আছে। সাধক তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। উদার আর্য্যধর্ম্মে তাই নিম্নশ্রেণীর পূজারও স্থান আছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে— শক্তির তারতম্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তাই মানুষের ভগবৎপূজাপ্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। এই বিভিন্নতার আরও একটী বড় কারণ—হৃদয়ভাবের বিভিন্নতা। বাহ্য অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়—পবিত্র হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই ভগ চরণ লাভ করিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—"হবিঃর্হবিঃষু বন্দ্যাঃ অপঃ" ভগবৎ পূজার উপকরণের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাবৃতই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বাহ্যানুষ্ঠান হৃদয়ভাবের সাহায্য করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাই সমগ্র বস্তু নয় বা হইতেও পারে না। হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সকল প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠানই সমান শ্রেণীর। হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবই বাহ্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মন্ত্রে এই হৃদ্‌ভাবেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি হৃদয়ের এই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মানুষের হৃদয়। হৃদয়ভাব যদি বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বর্গসুখ-লাভের—অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যখন পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—হৃদ্‌ভাবামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহ সম্মিলিত হয়। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহের সম্বন্ধ পরিকীর্ত্তনই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যাদিতেও সোমপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাৎপর্য্যও উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম হবোর মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎজলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারানমূহ পতিত হইতেছে'। মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমের উল্লেখ নাই—শুধু আছে "হবিঃর্হবিঃষু বন্দ্যাঃ"। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'হবিঃ' নিশ্চয়ই—সোমরস! আমাদের

ব্যাখ্যার সঙ্গতার্থ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অধ্বরঃ' (হিংসারহিতঃ, অহিংসকঃ) 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্মাভি' (গৃহং প্রতি, স্থানং প্রতি, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'যুজাঃ' (যুক্তাঃ উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং) 'বাচঃ অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে।)। (৮অ—২খ— সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রিয়ঃ' হবিষাং মধ্যে মুখ্যঃ সোমঃ 'যুজাঃ' যুক্তাঃ 'বাচঃ' প্রকরোতীত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়তি—'বৃষঃ' কামানাং বর্ষকঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অধ্বরঃ' হিংসা-বর্জ্জিতঃ সোমঃ 'সদ্ম' যজ্ঞগৃহং 'অভি' প্রতি 'বনে' উদকে অচিক্রদৎ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। 'বৃষো 'অচিক্রদৎ'—'বৃষাবচক্রদৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ ২খ—১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সত্ত্বভাব— অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের বাসনা কামনার যে পর্য্যন্ত অবসান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাসনা কামনারও অন্ত নাই। কাজেই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" মানুষের বাসনা বাড়িয়াই যায়, অথচ বাসনার ভোগে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। কামনার উপভোগে কামনা বাড়িয়াই চলে। কিন্তু কামনার শান্তি না হইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তবে কি মানব মুক্তি-লাভ করিবে না?—না তাহার মুক্তির উপায় আছে! সেই উপায় কামনার চরম কামনা যাহা তাহার পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয়—ভগবানের কৃপায়। তিনি যখন মানবকে অমৃতবিন্দু দান করেন, তখন মানবের চির-জীবনের সকল পিপাসা দূরীভূত হয়, হৃদয় পরাশান্তিতে পরিপ্লুত হয়। তখন জীবনের কোন দুঃখকষ্ট, বাসনা কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়। তাই ভগবান অভীষ্ট-বর্ষক। তাঁহার শক্তি— শুদ্ধসত্ত্বেও তাই এই অভীষ্টবর্ষক গুণ বর্ত্তমান।

যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনার অবসান হইয়াছে—তিনি পরম মঙ্গলের সন্ধান পান। হৃদয় মনের বিভ্রম উৎপাদনকারী কামনা না থাকাতে মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, জীবনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন"।* (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)॥

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি।
১র ৩ ১ ২
স্বর্ব্বাজী সিষাসতি॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, কর্ম্মকুশলঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (যদা) 'নৃম্ণা' (বলেন সহ, আত্মশক্তিযুতানি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যা' (স্তোত্রাণি) 'পরিঅর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকাৎ ইতি যাবৎ) তদা 'স্বর্বাজী' (ঐশীশক্তিসম্পন্নঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) সাধকং 'সিষাসতি' (ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ ১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা সোমঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'পুনানঃ' শোধয়ন 'কাব্যা' কাব্যানি কবিকর্ম্মাণি স্তোত্রাণি 'যৎ' যদা 'পরি অর্ষতি' পরিগচ্ছতি, তদা 'স্বঃ' স্বর্গে 'বাজী' বলবান্ অন্নবান্বেন্দ্রঃ 'সিষাসতি' যাগং প্রত্যাসন্তং স্বকীয়ং বলং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। 'পুনানঃ'—'বসানঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতেরও ঐক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান্ (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।" এই ব্যাখ্যা কিয়ৎ-পরিমাণে ভাষ্যানুসারী কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যের সহিতও ঐক্য নাই। ভাষ্যকার 'নৃম্ণা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বলেন'; কিন্তু অনুবাদকার উক্তপদে 'ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কিন্তু আমাদের ধারণা—বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার-সম্মত 'বল,' 'আত্মশক্তি' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। মন্ত্রের অন্যত্র 'স্বর্বাজী' পদ থাকায় আমাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি শক্তির অনুগামী। যাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ সম্ভবপর, সেখানেই শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সাধক আত্মশক্তি-লাভে সমুৎসুক, শক্তির আধার ভগবান্ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তাই মন্ত্রান্তর্গত শক্তিবাচক 'নৃম্ণা' এবং 'স্বর্বাজী' পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

সূচিত হইতেছে। 'নৃষণা' পদের ধনবাচক অর্থ গ্রহণ করিলেও উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের অর্থ পরিষ্কার হয় না "কবি সোম ধন গ্রহণ করত:" বাক্যাংশের কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। বিশেষতঃ সোম ধন গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে ইন্দ্র বল প্রকাশ করিবেন, ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'স্বর্ব্বাজী' 'সিষাসতি' পদদ্বয়ে মধ্যে 'বলপ্রকাশ করার' কোন ভাব পাওয়া যায় না। 'সিষাসতি' পদ ইচ্ছার্থক ধাতুমূলক। সুতরাং ইহার মধ্যে 'বল প্রকাশ করা' ভাব মোটেই আসে না। ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসারিগণ 'স্বর্ব্বাজী' পদে স্বর্গের বলবান ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রে ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা এখানে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ আনিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। 'স্বর্ব্বাজী' পদে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। 'স্বঃ' অর্থ স্বর্গ এবং 'বাজী' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় পদের একত্র অর্থ হয় - 'ঐশীশক্তিসম্পন্ন'। উহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত বিশেষণ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তাই আমরা মনে করি, উক্ত পদে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারকঃ' অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে 'শোধ্যমান' অর্থ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধক যখন আত্মশক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানকরতঃ সাধকের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। শক্তিস্বরূপ তিনি, প্রার্থনাকারীকে আত্মশক্তি প্রদান করে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয় ঐশীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য * (৮অ ২খ -১সূ ৪সা)॥

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২　　৩ ২উ　　৩　২ ৩　১　২
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।
১ ২ ৩ ১ ২　　৩ ১ ২
যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বেধসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'ঈং' (এনং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঋণ্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি) তদা 'রাজা ইব' (রাজা যথা প্রজানাং শত্রূন বিনাশয়তি

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভবঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্পৃধঃ বিশঃ' (স্পৰ্দ্ধমানান্ লোকান, সৎকৰ্ম্ম-বিঘাতকান রিপূন ইতি ভাবঃ) 'অভিসীদ'ত' (নাশয়িতুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদি পরাজ্ঞানে উৎপন্নে সতি তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ২খ ১সূ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সৎকৰ্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, তখন রাজা যেমন প্রজাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মঘাতক রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (৮অ—২খ—১সু—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যৎ' যদা 'ঈং' এনং সোমং 'বেধসঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ঋণ্বন্তি' প্রেরয়ন্তি, তদা 'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমঃ 'স্পৃধঃ' স্পৰ্দ্ধমানান যাগবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাদীন্ 'অভি সীদতি' নাশয়িতুমভিগচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ— বিশঃ রাজা ইব' যথা রাজা বিশঃ স্পৰ্দ্ধমানান্ মনুষ্যান্ নাশয়িতুম ভিগচ্ছতি তদ্বৎ। (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৩০) সামের মৰ্ম্মার্থ।

মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজের হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না তাহার মনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত সে রিপুদের অধীন থাকে। অন্ধকারেই ভূতের ভয় স্বাভাবিক। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেই চোর দস্যুগণ তাহাদের ধ্বংস-কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ-ভাবে সেই অন্ধকারের অনুসঙ্গী দস্যুতস্করগণও দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয়েও যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ সে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, কাঁচে কাঞ্চন-ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অজ্ঞান মানুষ আপাতঃ মনোহর সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি অসার কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজেকে হীন ও ঘৃণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। আলোকে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা সম্ভবপর হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ অন্ধকারে

হাতড়াইতে থাকে। জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই যে জ্ঞানালোক, তাহা পবিত্র হৃদয়েই আবির্ভূত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখনই হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উপজিত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, সুতরাং আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—"রাজা ইব" অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে জ্ঞানও মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের অন্তরস্থিত রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান এখানে মানবের হৃদয়রাজ্যের রাজা। সেই জ্ঞানই মানবের হৃদয় হইতে মানবের চিরন্তন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে—হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মানব রিপুজয়ী হয়। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন কর্ম্মকর্তৃগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন গমনশীল সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।" ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস শোধনের ধারণা এখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'ঈং' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যত্যয়ের কোন কারণ দেখি না। 'ঈং' পদে 'জ্ঞান' অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।* (৮অ-২থ ১সূ-৫সা)॥

—— * ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩　২ ৩ ১ ২　৩ ২উ　৩ ১ ২

অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্ব্বনেষু সীদতি।

৩ ১ ২　৩ ২

রেভো বনুষ্যতে মতী॥ ৬॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়ঃ' (লোকানাং পরমপ্রিয়ঃ, মঙ্গলসাধকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বনেষু' (জ্যোতিঃষু, জ্যোতির্ম্ময়ে ইতি ভাবঃ) 'অব্যা বারে' (অব্যয়ে জ্ঞানপ্রবাহে,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইত্যর্থঃ) 'পরিসীদতি' (নিষণ্ণো ভবতি, অধিতিষ্ঠতি); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'বসুয়্যতে' (সেব্যতে, প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'রেভঃ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাকারিভ্যঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিতং ভবতি। প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ নিত্যজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ২খ ১সূ—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকদিগের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ম্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া প্রার্থনা-কারীদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।) ॥ (৮অ—২খ—১সু—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রিয়তমঃ এব সোমঃ 'বনেষু' উদকেষু সম্পৃক্তঃ 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'পরি সীদতি'। কিঞ্চ 'রেভঃ' অভিষব-বেলায়াং উপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্ 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'বসুয়্যতে' সেব্যতে ॥ (৮অ - ২খ - ১সূ—৬সা) ॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার শক্তি অসীম। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'হরিনাম হইতে হরি বড়'। এই প্রচলিত বাক্যের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের নাম ভগবানের বাস্তব প্রতীক। সাধারণ মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহারা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন, নাম-স্মরণ বন্দনা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবানের পরিচয় লাভ করে। তাই সাধারণ মানবের নিকট ভগবান হইতে ভগবানের নাম বড়। এই নাম অথবা প্রার্থনাই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রার্থনা মানুষকে আত্মদৃষ্টি প্রদান করে, মানুষ আপনার ভুলভ্রান্তি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, কাজেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে। নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন হওয়ায় হৃদয় মন নম্র হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য সকলের প্রতি সমবেদনা জন্মে, জগতের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আপনার ভুলভ্রান্তি দর্শন করিয়া ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃর বিকাশ হয়। তাই বলা হইয়াছে—প্রার্থনাকারী নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিত্যজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জলসম্পৃক্ত হইয়া মেষ-লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ-করতঃ স্তুতি-সেবা করেন।" * (৮অ ২থ—১সূ-৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।
২৩ ১ ২৩ ১২
রণা যো অস্য ধর্ম্মণা ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধর্ম্মণা রণা' (ধারণশক্ত্যা সহ রমতে) রক্ষাশক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মদেন' (পরমানন্দেন) 'সাকং' (সহ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'ইন্দ্রং' (ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন লোকানাং সর্ব্বাভীষ্টং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ—২থ—১সূ—৭সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সহিত রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন সেই সাধক পরমানন্দের সহিত আশুমুক্তিদায়ক দেবতা ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।) ॥ (৮অ—২থ—১সূ—৭সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' যজমানঃ 'অস্য' সোমস্য 'ধর্মভিঃ' কর্মভিঃ ক্রয়ণাভিষবাদিভিঃ 'রণা' রমতে, 'সঃ' যজমানঃ 'বায়ুং' 'ইন্দ্রং' 'অশ্বিনা' 'অশ্বিনৌ চ 'মদেন' 'সাকং' সহ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১১৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ কাঙ্গাল, মনুষ দুর্ব্বল। ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সে সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়। তাই সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টাকরিয়া আসিতেছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ রহিয়াছে, সে চায়—পূর্ণ হইতে, পূর্ণত্বের আস্বাদ অনুভব করিতে। তাই যাহাতে তাহার পরম অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে তাহারই পশ্চাতে ছুটে। কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিবে সে তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত আছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের মনে এই অনুপ্রেরণা আছে। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের সার কথা জগৎ দুঃখময়; প্রত্যেক দর্শনের উদ্দেশ্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্তিদান।

কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। উচ্চাঙ্গের উপদেশ ধারণ করা, অথবা তদনুরূপ সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-জীবন উন্নত করা অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ নিম্নস্তরের সাধক ধর্ম্মসাধনাকে নিরস শুষ্ক জিনিষ বলিয়া মনে করে। মোক্ষলাভ ভগবৎ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বস্তু তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তাই স্বর্গ নরক প্রভৃতির কল্পনা। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে, বাসনা-কামনা বিজড়িত মনকে সাত্ত্বিক করিতে, মলিন হৃদয়কে পবিত্র, সংযত করিতে, এই উপায় খুবই প্রয়োজনীয়। পাপীকে নরকের ভয় দেখাইয়া পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করা হয়, সাধারণ মানুষকে স্বর্গের চিত্র দেখাইয়া সৎ পথে প্রণোদিত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। এমন কি স্বর্গকামনা করা উচ্চশ্রেণীর সাধকের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে স্বর্গভোগ কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিষ। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য—ভূমানন্দ। কিন্তু ভূমানন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই তাহার নিত্য-পরিচিত সুখ দুঃখের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষাশক্তি লাভ করেন তিনি বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। মানুষ ধনের ঐশ্বর্য্যের

কাঙ্গাল। একটা কাণাকড়ির জন্য সে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত। তাই তাহাকে বলা হইতেছে—মানুষ! তুমি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন কর দেখিবে তুমি পরমৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিতে পারিবে। অষ্টসিদ্ধি তোমার চরণতলে লুটাইবে। ধনলোভী মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করিবে। অবশেষে সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েন তখন দেখিতে পান যে সাধারণ ধনৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কাকবিষ্টার ন্যায় হেয় বস্তু। তখন পরমধন লাভের জন্য মানুষ আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করে ও তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের অশান্তির এক প্রধান কারণ—আধিব্যাধি। প্রাকৃতিক কারণে মানুষ রোগজ্বালায় জর্জ্জরিত। সে এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করে। তাই তাহাকে বলা হইতেছে রোগে শোকে মুহ্যমান মানব! তুমি হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার কর দেখিবে তোমার সর্ব্বব্যাধি নিবারিত হইবে, তুমি নিরোগ সুস্থ সবল শরীরে অটুট স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিবে। রোগ-জর্জ্জরিত মানবের নিকট এই আশার বাণী, আনন্দের বারতা আনিয়া দেয়। তাই সে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়—এ দেহ প্রকৃত 'আমির' একটা বাহ্য আবরণ মাত্র; ইহার দুঃখ প্রকৃত 'আমিকে' স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আত্মার রোগের জন্য মানুষ সত্যসত্যই দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়। সুতরাং সেই ভবব্যাধি নিবারণ করা চাই। সেই প্রেরণায় মানুষ সৎ পথে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। তাই ঐশ্বর্য লাভ ও রোগশান্তির সহিত মুক্তিলাভের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ যে মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে মানুষ ভুলিয়া না যায়, সেই জন্য ঐশ্বর্য্য লাভও রোগশান্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের কথাও বলা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জগতে শিশুস্থানীয়। ছোট শিশুকে যেমন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাভ্যাসে রত করান হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের শিশুদের জন্যও সেরূপ প্রলোভনের প্রয়োজন। শিশুর নিকট প্রথম পাঠাভ্যাস যেরূপ নিরস বলিয়া মনে হয় ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবও ধর্ম্মসাধনকে সেইরূপ নীরস বলিয়া মনে করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ এই নীরসতা দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিমল আনন্দে তাহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন "লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতির প্রলোভনের মতই অসার।

এই মন্ত্রে ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবকে ধর্ম্মসাধনে উদ্বোদ্ধ করা হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৮অ-২খ—১সূ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যে সাধকাঃ 'মিত্রে' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণে' (বরুণায়, অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগে' (ভগায়, পরমৈশ্বর্য্যদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবামৃতস্য) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ, প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তে' (বিশেষেণ ক্ষরন্তি, তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ, জ্ঞানিনঃ তে) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'শক্মভিঃ' (সুখৈঃ, পরমানন্দৈঃ সহ) সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ-১সূ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব পরমৈশ্বর্য্যদাতাদেবতাকে লাভ করিবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেষাং যজমানানাং 'মধোঃ' সোমস্য 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ 'ভগং' ভগাখ্যং দেবঞ্চ প্রতি 'পবন্তে' ক্ষরন্তি, তে যজমানাঃ 'অস্য' সোমস্য ইদং সোমং 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'শক্মভিঃ' সুখৈঃ সঙ্গচ্ছন্ত ইতি শেষঃ। (৮অ-২খ-১সূ-৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানালোকে সাধনমার্গের বিঘ্ন অজ্ঞানতার ঘনতমসা ভেদ করিয়া জীবনের সুদূর লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা আপাতমনোহর এই সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত না হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাই মায়া মরীচিকা লোভ মোহ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে না। তাঁহারা মানবের শত্রুদিগের কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্টদায়ক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য সাধকগণ ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় রত হয়েন।

শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে ভূমানন্দ প্রদান করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"(যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত "মিত্রে বরুণে ভগে" পদসমূহের ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে উক্ত পদত্রয়ে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাহাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বিবরণকারও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অন্ত' পদেও ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সোমস্ত, ইদং সোমং" এবং 'বিদানাঃ' পদকে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সোমকে জানিয়া সুখের সহিত মিলিত হয়েন। 'সোম' শব্দে যদি 'সোমরস' অর্থ করা হয় তাহা হইলে মন্ত্রের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে আবার জানিতে হইবে কিরূপে? মূল মন্ত্রে অবশ্য সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে যদি সোমরসনামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে 'বিদানাঃ' পদের ক্রিয়ার্থক 'জানন্তঃ' অর্থের কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তবুও এখানে 'অন্ত' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ রাখাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত 'মধোঃ' পদের সহিত 'অন্ত' পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। * (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মভ্যং৴ রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ!) যুবাং 'মধ্বঃ' (অমৃতস্য) তথা 'বাজস্য' (আত্মশক্ত্যাঃ) 'সাতয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' (পরমধনং) 'শ্রবঃ' (শ্রেয়ং, সুকীর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বসূনি' (ধনানি) 'সংজিতং' (সঞ্জয়স্তং, প্রযচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতপ্রাপকং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ—২খ-১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমধন সুকীর্ত্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! যুবাং 'মধ্বঃ' দেবানাং মাদয়িতুঃ 'বাজস্য' সোমাত্মকস্যান্নস্য 'সাতয়ে' লাভায় 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' ধনং 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'বসূনি' বাসকান্যন্যান্যপি পশ্বাদীনি 'সঞ্জিতং' সঞ্জয়স্তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। (৮অ—২খ-১সূ—৯সা) ॥

* * *

নবম (১১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট অমৃতস্বরূপ পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যুলোক-ভূলোক সমগ্র-বিশ্বের অথবা বিশ্ববাসী দেবতাগণের প্রতীক। অর্থাৎ বিশ্ব-স্বরূপ পরম-দেবতাকেই দ্যুলোক-ভূলোক

বলা হইয়াছে। তাই বেদের অন্যত্র আমরা দ্যুলোক-ভূলোককে সকল দেবতার পিতামাতা-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একটা প্রকাশ মাত্র। সাধারণতঃ দ্যাবাপৃথিবী পদে পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে পৃথিবী ও স্বর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার নিকট অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই মাটীর পৃথিবী, এই পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবী মানুষকে কিরূপে অমৃত দান করিতে পারে? আবার স্বর্গ বলিতে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় তাহা হইলে দ্যুলোক বা স্বর্গের নিকট প্রার্থনারও কোন অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয় একত্রে সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়, শুধু তাই নয়; এই বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও লক্ষ্য করে। জগতে যাহা কিছু আছে—'সু' 'কু' স্বর্গ নরক সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সংস্কার-বদ্ধ মানবের নিকট যাহা 'পাপ' 'পুণ্য' 'সু' 'কু' বলিয়া পরিচিত, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপুরুষে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্তই তিনি। পাপ-পুণ্য তিনি, স্বর্গ নরক তিনি, সুখ-দুঃখ তিনি। তাঁহাতেই সমস্ত বর্ত্তমান আছে, তাই দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোকভূলোক তাঁহার প্রতীক। এই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সেই প্রার্থনা—অমৃতলাভের জন্য। মানবের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্ত্তমান। মানব অমৃতময় পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাই তাহার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা এই স্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে। তাঁহারা জগতের সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া "হংসৈঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ বিনষ্টপ্রায় সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

সাধারণ মানুষের মনেও যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন, এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হউক, তাহার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগিবেই জাগিবে। মানুষ মোহমায়ার সংসারের প্রলোভনে যতই ডুবিয়া থাকুক মোহতমসাবিজড়িত জীবনের মধ্যেও অনন্তপুরুষের মোহন বাঁশীর অমৃত প্রবাহের সাড়া জাগে। মানুষ হয়তঃ তাহা অগ্রাহ্য করে, হয়তঃ বা জীবনসংগ্রামের তাড়নায় তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু সেই আহ্বান সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। মনে হয় কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, জীবনের মাঝে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লুক্কায়িত আছে। যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি সে শূন্যতাবোধের কারণ অনুসন্ধান করেন, এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফল—ভগবচ্চরণে অমৃত লাভের প্রার্থনা। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা হইলেও তাহা একটু দূরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতের অনুভূতি জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই যশঃ ও কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অমৃতের প্রার্থনা আসিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

হইল, "হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অমলাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বসু দান কর।" * (৮অ ২খ - ১সূ - ৯সা)।

— * —

দশমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।

২ ৩ ১ ২৩ ১২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং' (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যো রক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বহ্নিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ ১সূ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব সম্ভূতং 'দক্ষং' বলং 'অদ্য' অস্মিন যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবকং 'বহ্নিং' ধনাদীনাং প্রাপকং 'পান্তং' শত্রুভ্যো রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়াং কামানাং॥ ১॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দশম (১১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—ভগবৎপ্রাপ্তি। স্বরূপ-জ্ঞান ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোন মতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপকং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—১০সা)।

একাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩১র ২১ ২উ ৩১ ২৩ ১২

আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।

২৩১ ২৩ ১২

পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বরেণ্যং' (সর্ব্বৈষাং বরণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানস্বরূপং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি) 'মনীষিণং' (মনস ঈশ্বা ভবন্তং, স্তুতিমন্তং পরমপূজ্যং ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৬প্র ৫অ—৪খ—২সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হে দেব। 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ উদ্বোধনখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ ১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা করি)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মন্দ্রং' মদকরং স্তুত্যং বা ত্বাং 'আ বৃণীমহে' 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্বরণীয়ং সম্ভজনীয়ঞ্চ; কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং ত্বাং তথা 'মনীষিণং' মনস ঈশং মনীষা তদ্বন্তং স্তুতিমন্তং বা ত্বামাবৃণীমহে। প্রত্যেকং বিশেষণাপেক্ষয়া আ ইত্যুপসর্গঃ কৃতঃ; কিঞ্চ 'পান্তং' সর্ব্বেষাং রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং চ ত্বাং সম্ভজামহে। (৮অ ২খ ১সূ ১১সা)।

* * *

একাদশ (১১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যত প্রকার ভগবদ্বিভূতির কথা উদয় হইয়াছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

তিনি—'মন্দ্রং'—মদকর, আনন্দদায়ক। তাঁহার পরমানন্দের অনুভূতি যিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সেই নেশা কখনও নষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন সেই স্বর্গীয় নেশায় ভরপুর থাকেন। ভগবানের নিকট হইতেই সেই পরমানন্দধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষকে সেই ধারায় পরিপ্লাবিত করে। তাই তিনি 'মন্দ্রং'।

তিনি—বরেণ্য। জগতের সকলই তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বরেণ্য। মানুষের আশা কামনার একমাত্র পূর্ণকারী তিনি, তাই তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের পাইবার কিছু আর বাকী থাকে না। তাই সকলেই তাঁহাকে পাইতে চায়।

তিনি—বিপ্রং—জ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানের আধার তিনি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানাধার জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই জগতে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়। তিনি—মনীষি। তিনি—পান্তং—জগতের রক্ষক। তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। তিনি জগতের প্রাণস্বরূপ। জগতের শত্রুগণ হইতে দুর্ব্বল মানুষকে তিনিই রক্ষা করেন তাই তিনি 'পুরুস্পৃহং'—সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ ভগবানকে লক্ষ্য করে, আমরা ভগবদর্থেই মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি। * (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)।

—— • ——

দ্বাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ র ৩ ১ ২ ৩ ২

আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (হে শোভনপ্রজ্ঞ। হে জ্ঞান-স্বরূপ।) তব 'রয়িং' (পরমধনং) বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ); তব 'সুচেতুনং' (সুজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং) বয়ং 'আ' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ) তথা 'তনূষু' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু। তব পরমধনং পরাজ্ঞানঞ্চ 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং, রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ) বয়ং ইতি শেষঃ; 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বারাধনীয়ং) ত্বাং বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, সম্ভজামহে; প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ চ পরাজ্ঞানং পরমধনঞ্চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ—১২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞান-স্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বারাধনীয় আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—২খ—৩সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুক্রতো' শোভন-প্রজ্ঞ সোম! ত্বদীয়ং 'রয়িং' ধনং বয়ং 'আ' বৃণীমহে। কিঞ্চ, 'সু চেতুনং'। চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০) ভাবে ঔণাদিক উন প্রত্যয়ঃ। সুজ্ঞানঞ্চ। কিঞ্চ 'তনূষু' অস্মৎপুত্রেষু চ ধনং সুজ্ঞানঞ্চ ত্বং 'আ' বিধেহি যদ্বা পুত্রার্থং বয়মাবৃণীমহে। তথা 'পান্তং' সর্ব্বস্য রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভির্ষ্ষাজ্ঞিভিঃ কাম্যমানং ত্বাং সম্ভজামহে। ১২।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, সাধকের প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজেদের মঙ্গলের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা পুত্রপৌত্রাদির জন্যও বটে। কিসের জন্য এই প্রার্থনা? সাংসারিক ধনদৌলত ঐশ্বর্য্য বিলাসিতার জন্য কি? তাহা মোটেই নয়। পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে পরমধন লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মাতাপিতা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পার্থিব শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জন্ম অথবা জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইহজীবনে সেই চেষ্টার বিরাম হয় না। শুধু তাই নয়, ইহজীবনের পরে পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় রত থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান পিতামাতার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকে। ইহার কারণও আছে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'—মানুষ নিজেই পুত্ররূপে আবার জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্র মানুষের নিজেরই প্রতিরূপ। সেই জন্যই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতাপিতা এত উদগ্রীব থাকেন। সন্তানের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা মাতাপিতাকেও স্পর্শ করে—

সন্তানের অধঃপতনে তাঁহারাও পতিত হয়েন। এই জন্যও মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত।

এই গেল একদিকের কথা। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অমরত্ব সাধিত হয় এই সন্তানের মধ্য দিয়া। মানবজগৎ সন্তানের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া আছে। লোক-প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে এই সন্তানের দ্বারা। ইহা ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ভগবানের সামীপ্যলাভ করিবে,—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং সন্তান যদি সৎ মহৎ না হয় তাহা হইলে ভগবদিচ্ছার-বিশ্বমঙ্গলনীতির প্রতিকূলতা করা হয়। এই প্রতিকূলতাচরণের জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায়ে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে সন্তানের মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশেই মানুষ সন্তানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়—পশুজগৎও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষের মনে চিরজাগরুক থাকে, এবং সকলেই সন্তানের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন। রুগ্নসন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ মা হয়তো বিষতুল্য আপাতঃ-মুখরোচক কুপথ্য তাহার মুখে তুলিয়া দেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করেন সন্তান যদি সাময়িক একটু শান্তি ও তৃপ্ত পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই সাময়িক সুখাভাস মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ মাতাপিতা সন্তানের অধঃ-পতনের কারণ হয়েন। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারাই সন্তানকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারেন এবং তদনুরূপ প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে এইরূপ একটী প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁহার চরণেই আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা চাহেন—তাঁহাদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানের অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎ-পরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞানলাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অধম সন্তানদিগকে পরাজ্ঞান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে তাহারা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারে।" মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম্ম। * (৮অ-২খ—১৭-১২সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

তৃতীয়ঃ খণ্ড।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা
২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিঁ৺ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ
১ ২ ৩ ২
পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবাঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্তলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোহজনয়ন, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসহযুক্তেন সৎকর্ম্মণা অস্মাসু জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্তলোকের গতিকারক, বিশ্বনরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—

সত্ত্বভাবসমন্বিত সৎকার্য্যের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধানং' শিরোভূতং, কস্য? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ 'অরতিং' গন্তারং। যদ্বা, গন্তব্যং স্বামিনং। 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং, 'ঋতে'। ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম (নিঘ. ৩।১০।৬)। নিমিত্ত-সপ্তম্যেষা (২।৩।৩৬ বা.)। ঋতনিমিত্তং 'আ' আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং 'কবিং' ক্রান্তদর্শিনং 'সম্রাজং' সম্যগ্রাজমানং 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিং' হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা, অতিথিবৎ পূজ্যং 'আসন' আসনি। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী (৩।১।৮৫) অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। 'নঃ' অস্মাকং 'পাত্রং' পাতারং রক্ষকং বৈশ্বানরমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ দেবা এব বা 'অ জনয়ন্ত' যজ্ঞাভিমুখ্যেন অজীজনন অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপাদয়ন্। 'আসন্নঃ পাত্রং'—'আসন্নাপাত্রং'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে—জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। এ সামের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,—এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্তঃ' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাঁহারই বিষয়

ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে, ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্ম পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুত-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্রে যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি? মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন হয়। ইহাই এ সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ * (৮অ ৩খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৭দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মান৺ শিশুং

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ন দেবা অভি সং নবন্তে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ৩
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর

২ ৩ ১র ২র
যৎ পিত্রোরদীদেঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (হে অমৃতস্বরূপ দেব!) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা পিতরঃ আশ্রিয়ন্তে তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'জায়মানং' (প্রকাশমানং, বিশ্বস্য নিদানভূতং) 'ত্বাং' বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'অভিসংনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, তব সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'বৈশ্বানর' (হে বিশ্বজ্যোতিঃ!) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'পিত্রোঃ' (পালয়িত্রোঃ, তব বাহ্যপ্রকাশস্য আধারভূতয়োঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ মধ্যে) 'অদীদেঃ' (দীপ্যসে, প্রকাশিতঃ ভবসি) তদা 'তব' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) সাধকাঃ 'অমৃতত্বং' 'আয়ন' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ— ভগবান্ হি সর্ব্বদেবভাবানাং আধারভূতঃ ভবতি; তস্য আবির্ভাবাৎ লোকাঃ সৎকর্ম্ম-পরায়ণাঃ ভবন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ ২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তাহার সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেইরূপ প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাকে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সহিত সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বাহ্যপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবতাদের আধারভূত হয়েন; তাঁহার আবির্ভাবে লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণরহিতাগ্নে! 'বিশ্বে দেবাঃ' স্তোতারঃ 'জায়মানং' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপদ্যমানং ত্বাং 'শিশুং ন' পুত্রমিব 'অভি সং নবন্তে' অভিসংস্তুবন্তি। যদ্বা বিশ্বেদেবাঃ রশ্ময়ঃ তে সর্ব্বে জায়মানং ত্বামভিসন্নবন্তে অভিগচ্ছন্তি, যথা পিতরঃ পুত্রমভি গচ্ছন্তি। অপিচ হে বৈশ্বানর অগ্নে! 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' পালয়িত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে 'অদীদেঃ' দীপ্যসে, তদানীং 'তব' স্বকীয়ৈঃ 'ক্রতুভিঃ' কর্ম্মভিঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈঃ 'অমৃতত্বং' দেবত্বং 'আয়ন্' যজমানাঃ প্রাপ্নুবন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই ভগবানকে অমৃত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নিজে অমৃত, অমর। তিনি মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। 'অমৃত' শব্দের বহুব্যাপক অর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই এক শব্দের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ করা যায়। যাহা অমৃত তাহা চির-মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলাধার পরমপুরুষ, মানুষ তাঁহারই অপার করুণায় চির-মঙ্গলের পথে চলিতে পারে। যাহা অমৃত তাহা অক্ষয়। অমৃতত্বের অর্থ অবিনশ্বরত্ব। তিনি অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ তাঁহার কৃপাবলেই অমরত্ব লাভ করে। "স্পর্শমণি স্পর্শ করলে রাং হয় সোণা"—অমৃতস্বরূপ সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে মানবের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না—সেও অমৃতত্ব লাভ করে। লাল রংয়ের হ্রদে অবগাহন করিলে সকলই লাল হইয়া যায়। ভগবানও সেইরূপ অনন্তলাল হ্রদ,—তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের অন্তর বাহির লাল হইয়া যায়। অমৃতের সংস্পর্শে মরজগতের বিনশ্বর মানুষও অমর হইয়া যায়। তাই ভগবান অমৃত।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—'শিশুং ন'। এই উপমাটীও প্রণিধান যোগ্য। মানুষ আপনার সন্তান-সন্ততিকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও নয়। সন্তান পিতামাতার প্রতিরূপ, সন্তানের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। পিতামাতা সন্তানের সহিত একাত্মবোধ করেন। এই উপমা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জগতের সকল

দেবতাগণ ভগবানে সম্মিলিত হয়। ভগবান হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি হয়। অথবা 'বিশ্বেদেবাঃ' পদে যদি 'বিশ্বস্থিত সকল দেবতা' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই বুঝা যায় যে, বিশ্বের সকল দেবতা সেই পরমদেবতারই অংশ। তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিশুং ন' উপমায় সংহত মন্ত্রের "বিশ্বে দেবাঃ অভিসংনবন্ত" অংশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। অর্থাৎ শিশুর সহিত পিতামাতার যেমন একাত্মবোধ জন্মে ঠিক সেইরূপ সকল দেবতা ও পরমদেবতা ভগবানের সহিত একাত্মবোধ হয়। পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান হইতে সকল দেবতা অথবা দেবভাবের উৎপত্তি হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা যেমন একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েন, যেখানে সন্তান থাকে সেখানে তাঁহারা ছুটিয়া যাইতে চাহেন, ঠিক সেইরূপভাবে সকল দেবতার কেন্দ্রশক্তি ভগবানের দিকে বিশ্বদেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব সেখানে সকল দেবতার বিকশিত হয়। 'শিশুং ন' উপমার ইহাই তাৎপর্য্য।

'জায়মানং' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'উৎপদ্যমানং' অর্থাৎ অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাষ্যকার 'জায়মানং' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্র 'অমৃতকে' সম্বোধন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ 'অমৃত' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'জায়মানং' পদও সেই 'অমৃতকে' লক্ষ্য করে। তিনি উৎপন্ন হয়েন না—কারণ তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি কখনও আত্মসমাহিত স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতি করেন, কখনও বা জগতে অথবা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। এখানে 'জায়মানং' পদে এই প্রকাশিত অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন সকল দেবতাব জগতে বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রের অপরাংশে এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সারমর্ম্ম—ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন তখন মানুষ সৎ-কর্ম্মান্বিত পবিত্র হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুর রক্ষা, পাপীর বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি জগতে অবতীর্ণ হই। বর্ত্তমান বেদমন্ত্রে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। "তব ক্রতুভিঃ অমৃতত্বং আয়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোঃ অদীদেঃ।"—'যখন বিশ্বজ্যোতিঃ ভগবান জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।' জগতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয় তখন বিশ্ব পবিত্র হয়, মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়, পাপের বিনাশ হয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। বিশ্বজ্যোতির আগমনে অজ্ঞানতা পাপতাপ প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

'পিত্রোঃ' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,- 'পালয়িত্রোঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে'। কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী অগ্নির পালনকারী হবেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'পিত্রোঃ' পদে ভগবৎপক্ষে অর্থ করিয়াছি—তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোক। ভগবান্ এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, এই দ্যুলোকভূলোকই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধার অথবা অবলম্বন বলা যাইতে পারে। সেইদিক দিয়াই ভগবৎপক্ষে 'পিত্রোঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষিত হয়।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা তদীয় যাগ-কার্য্য দ্বারা অমরত্ব-প্রাপ্ত করেন।" * (৮অ-৩খ ১সূ—২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথম সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভিং যজ্ঞানা৺ সদন৺ রয়ীণাং

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
মহামাহাবমভি সং নবন্ত।

৩ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৈশ্বানর৺ রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য

৩ ১ ২ ৩ ২
কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞানাং নাভিং' (সৎকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানীয়ং) 'রয়ীণাং সদনং' (পরমধনানাং নিলয়ং, পরমধনস্য আধারভূতং, পরমধনদাতারং ইত্যর্থঃ) 'মহাং আহাবং' (পরমং আহবনীয়ং, পরমস্তুত্যং সর্ব্বজনারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং 'অভিসংনবন্ত' (স্তুবন্তি, অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তু—সাধকাঃ ইতি শেষঃ); 'অধ্বরাণাং' (অহিংসকানাং রিপুজয়িনাং যদ্বা সৎকর্ম্মণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) 'রথ্যং' (রথিনং, পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞাপকং, প্রবর্ত্তকং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বজ্যোতিঃ) 'দেবাঃ অজনয়ন্ত' (দেবভাবাঃ অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকাঃ তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং লভন্তে, তে পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্ব্বজনারাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন; রিপুজয়ীদিগের (অথবা সৎকর্ম্মের) পরিচালক, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয় (অথবা সৎকর্ম্মসাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৮অ-৩খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'সদনং রয়ীণাং' ধনানাং স্থানমেকনিলয়ং, 'মহাং' মহান্তং 'আহাবং' আহ্বয়ন্তে অস্মিন্ হবীংষি ইত্যাহাবঃ তাদৃশং। যথা, বৃষ্ট্যুদকধারাণামাধার-স্থানীয়মেবম্ভূতং অগ্নিং 'অভি সং নবন্ত' স্তোতারঃ সম্যক্ স্তুবন্তি। তথা 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং 'রথ্যং' রথিনং, যথা রথী স্ব-রথং নয়তি তদ্বন্নেতারং বোঢারং গময়িতারং 'যজ্ঞস্য' 'কেতুং' প্রজ্ঞাপকং এবংবিধমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতার ঋত্বিজো দেবা এব বা 'জনয়ন্ত' জনয়ন্তি মন্থনেনোৎপাদয়ন্তি॥ (৮অ-৩খ-১সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি উপলক্ষে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন আছে, এবং অপর অংশে বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটী বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সৎকর্ম্মের লক্ষ্য—আত্মত্রাণ, ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই মানুষ তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত হয়, আপনার সমগ্রশক্তি তাঁহার সেবায় লাগাইতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয়—'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ'। তিনিই যজ্ঞের অধিপতি। জগতের সকল কর্ম্মশক্তি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রধাবিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি যাহা করেন তাহা সৎ ব্যতীত অসৎ হয় না, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি আপনা-আপনি ভগবদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।" মুক্তিকামনা থাকিলে জগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

তিনি 'রয়ীণাং সদনং'—পরমধনের আধার। বিশ্বের যাবতীয় ধনরাশি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পরমধনদাতা। কল্পতরু, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই তিনি 'রয়ীণাং সদনং'।

তিনি সৎকর্ম্মের পরিচালক। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অধিপতি। জ্যোতিঃরূপে তিনিই আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তিনিই বিবেকজ্ঞান-রূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'অধ্বরাণাং রথ্যং' এবং 'যজ্ঞস্য কেতুং' এই তিনটী বাক্যাংশের দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যাহা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

এমন যে পরমদেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে—তপোবলে লাভ করেন। তাঁহারা বিশ্বজ্যোতিঃর, জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন। এই মন্ত্রে একাধারে ভগবৎ মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য এই উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীর অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"(স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত হব্যদাতৃগণের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) নমস্কাররূপে স্তব করেন, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।" (৮অ ৩খ ১সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২

মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'মিত্রায় '(মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বিপা' (ব্যাপ্তয়া, মহত্যা, ঐকান্তিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); 'মহিক্ষত্রৌ' (প্রভূতবলৌ, পরমশক্তিসম্পন্নৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'বৃহৎ ঋতং' (পরমসত্যং, নিত্যসত্যং) অস্মান্ পরিজ্ঞাপয়তং ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণা ভবেম, ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-২য়-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর; পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদিগকে পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৮অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়মিত্যর্থঃ। 'মিত্রায়' 'বরুণায়' 'বিপা' ব্যাপ্তয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স্তুত্যা স্তুতেত্যেতৎ পাকং পচতীতিবৎ। হে 'মহিক্ষত্রৌ' প্রভূতবলৌ যুবাং 'ঋতং' যজ্ঞং 'বৃহৎ' মহৎ অপি প্রশস্তং স্তুত্যর্থমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। অথবা 'মহৎ' প্রভূতং 'ঋতং' স্তোত্রং শৃণুতমিতি শেষঃ॥ (৮অ-৩খ—২য় ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। এই অংশে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। হে মন! জাগরিত হও, উঠ, সৎকার্য্যে আত্মনিবেশ কর। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। জীবনের চরম উদ্দেশ্য যদি সাধন করিতে চাও, তবে সেই একমাত্র পরম আশ্রয়কে তোমার জীবনের চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। তাঁহার আরাধনায়, গুণগানে রত হও। তাঁহার নামগান, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তাঁহার মহিমাখ্যাপনকে তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে করিতে তৎপ্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে, শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইলেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শুধু মুখে নাম উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ করিলেই হয় না। প্রার্থনার বা মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। ভাবহীন পূজা পূজাই নয়, উহা বাহ্যিক আচারমাত্র। ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। হৃদয় যদি নির্ম্মল পবিত্র না হয়, তাহা হইলে যতই কেন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ কর, আর বাহ্যপূজার আড়ম্বর কর, তাহাতে কোনও কাজই হইবে না। পূজার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয় মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান কর—স্তুতি পাঠ কর, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার আরাধনায় রত হও। তিনি মানবের মিত্রস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনি মানবকে মিত্রের ন্যায়, সুহৃদের ন্যায়, সন্মার্গে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানবের চরম অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টবর্ষক তিনি বরুণ। মানবের মঙ্গলসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে মানবের মস্তকে বর্ষিত হয়। জগতের যাহা কিছু মানবের মঙ্গলসাধন করে তাহা সমস্তই তাঁহার করুণার পরিচায়ক। বৃষ্টিধারা মানবের অশেষ মঙ্গলসাধন করে, তাঁহার করুণার এই দিক সাধারণ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে,—তিনি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন দেখিতে পায়, এই বৃষ্টিধারা—যাহাকে সাধারণ মানব আগ্রহের সহিত ভগবানের করুণাধারা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ভগবানের অনন্ত করুণাধারার তুলনায় অতি নগণ্য জিনিষ। কিন্তু তাঁহার করুণার এই বাহ্যচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে ভগবানের মিত্ররূপ ও অভীষ্টবর্ষকরূপেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আত্মোদ্বোধনের পর দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না; তাহা আয়ত্ত ক'রতে পারে কেবলমাত্র ভগবানের কৃপায়। তাই সেই মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক পরম দেবতার নিকট সেই অনন্ত নিত্যসত্য লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"(হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।" * (৮অ ৩খ ২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ র ২র
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
৩২ ৩ ১২ ৩ ২
দেবা দেবেষু প্রশস্তা॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতযোনী' (অমৃতোৎপাদকৌ, অমৃতস্বরূপৌ, যদ্বা—অমৃতদাতারৌ) 'সম্রাজা' (সর্ব্বাধীশৌ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে) 'প্রশস্তা' (শ্রেষ্ঠৌ, আরাধনীয়ৌ) 'যা' (যৌ) 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (মিত্রস্বরূপঃ তথা অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উভা' (উভৌ) 'দেবা' (দেবৌ) তৌ দেবৌ বয়ং আরাধয়াম - ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতস্বরূপং ভগবন্তঃ আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-২সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ (অথবা অমৃতদাতা) সর্ব্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা করি।)॥ (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'যা' যৌ 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ'। পরস্পরাপেক্ষয়া চ-শব্দঃ। 'উভা' উভৌ 'সম্রাজা' সম্রাজানৌ সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'ঘৃতযোনী' উদকস্যোৎপাদকৌ 'দেবা' দ্যোতমানৌ 'দেবেষু' মধ্যে 'প্রশস্তা' প্রকর্ষেণ স্তুত্যৌ তৌ স্তুতা গায়তেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ (৮অ—৩খ-২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন; এবং মনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথমে নামগান—গুণ-শ্রবণ। তৎপর

তাহা শ্রবণে কীর্ত্তনে নামে রতি জন্মে, হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়। নাম-শ্রবণে, গুণ-কীর্ত্তনে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাই সাধক আত্মোদ্বোধনকে সফল করিবার জন্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। 'নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি'—এই বাক্যের একটা সার্থকতা আছে। ভগবানের নামগান করিতে করিতে নামে রতি জন্মে, নামে রতি হইলে সেই নামধারীর পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখনই মনপ্রাণে প্রশ্ন জাগে,—'কেমনে পাইব সই তাঁরে?' তখন 'নাম' সাধকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই নাম হৃদয়ের পরতে পরতে আধিপত্য বিস্তার করে, নাম ও নামধারী এক হইয়া যায়। নামের সঙ্গে নামধারী হৃদয়মন্দিরে দেখা দেন। নাম ও গুণানুকীর্ত্তন তাই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। উদ্বোধনের সঙ্গেই গুণকীর্ত্তনও খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ভগবানের দুইটী রূপকেই এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই দুই ভাব—মানবের সহিত মিত্রভাব এবং মানবের অভীষ্টপূরণ গুণ। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মানুষকে শান্তি দিতে সমর্থ—একমাত্র ভগবান। মানুষ সু-সময়ে, উন্নতির দিনে, অনেক বন্ধুলাভ করে বটে; কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়—ভগবানের দিকে। সম্পদের বন্ধুও মানুষকে সকল সময় প্রকৃত সৎপথে পরিচালিত করে না, অধিকাংশ স্থলেই অধঃপতনের সহায় হয়। কিন্তু ভগবান মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান—যাহাতে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার পরিচালনে মানবের জীবনতরণী একটানা স্রোতে অনন্ত উন্নতির পথে চলে। সেই পরম কাণ্ডারীর হাতে পরিচালিত জীবনৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হয় না,—ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণে অতলতলে ডুবিয়া যায় না। তাই বলা হইয়াছে—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

শুধু তাই নয়। ভগবান্ মানবের পরম বন্ধু। মিত্রের ন্যায় তিনি মানবকে আলিঙ্গন করেন। এই মহতী ধারণা মানবের মনে অশেষ আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল মানব যেন তড়িৎশক্তি-প্রভাবে সতেজ সবল হইয়া উঠে। তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আলোকের আবির্ভাব হয়, আপনার সহায়হীনতা ভুলিয়া যায়, আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়-সম্পদবান্ মনে করে। ভগবান্ আমার মিত্র—এই ধারণাই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভগবান্ শুধু মিত্র নহেন, তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষকও বটেন। মানবের সর্ব্ববিধ বাসনা কামনা; যাহা মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়, সেই সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন। মানুষ বাসনা কামনার দাস। তাহার সেই অফুরন্ত কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, মানবের মন স্বভাবতঃই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাই ভগবানের মিত্র ও বরুণ অর্থাৎ মিত্র ও অভীষ্টবর্ষকরূপই দুর্ব্বল কামনাবাসনা-বিজড়িত মানবের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় আরাধনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বৃহদারণ্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাধক

এই দুই রূপের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াই নিজেকে ভগবৎপরায়ণ করিবার পক্ষে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল— "যে মিত্র ও বরুণ উভয়ই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্ ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ"। (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধস্য, ইহজন্মনঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিব্যস্য' (দিবিভবস্য, পরজন্মনঃ ইত্যর্থঃ—ইহকালপরকালয়োঃ ইতি ভাবঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'রায়ো' (ধনস্য—দানায় ইতি ভাবঃ) 'শক্তং' (সমর্থৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ)। হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'মহি' (মহান্তং) 'ক্ষত্রং' (শক্তিং) অপ্রমেয়ং ইতি ভাবঃ। অতঃ যুবাং অস্মান্ অনুগৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন জানাতি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদিগের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কাহারও বিদিত নহে)। (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মদর্থং 'পার্থিবস্য' পৃথিবী-সম্বন্ধস্য 'দিব্যস্য' দিবিভবস্য চ 'মহঃ' মহতঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'শক্তং' সমর্থং, ভবতং দাতুমিতি শেষঃ। হে দেবৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'মহি' মহৎ পূজ্যং 'ক্ষত্রং' বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং, অস্ম ইতি শেষঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা, "তাহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে - সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন, - তাই তিনি মহামহিমান্বিত। • (৮অ ৩খ--২সূ—৩সা)।

— * —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গে তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টষষ্টিতম-সূক্তের তৃতীয়া ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্ভিঃ' (অণু-পরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ত্বদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎসামীপ্যং লভন্তে। (৮অ—৩খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণু-পরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থসমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিত্রভানো' হে বিচিত্র-দীপ্তে 'ইন্দ্র'! অস্মিন্ কর্ম্মণি 'আয়াহি' আগচ্ছ। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'ত্বায়বঃ' ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। 'অণ্ভিঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।২) ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ, তে সোমাঃ 'তনা' নিত্যং 'পূতাসঃ' শুদ্ধাঃ ঊর্ণা-পবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। (৮অ-৩খ-৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক। অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পরিষ্কৃত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,- ইহার মর্ম্মার্থ ঋগ্বেদের বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী নূতন শব্দ —"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে— অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,- এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,- সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল, ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু'-শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুল অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অণু-পরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,- বিচিত্র জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি-নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,- তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার-প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্ম ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ-পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,— 'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত--তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম

অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাঁহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই শুদ্ধসত্ত্ব-পূর্ণ তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (৮অ-৩খ-৩সূ-১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গস্যানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ স্বতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। কিমর্থং? 'বাঘতঃ'। ঋত্বিঙ্নামৈতৎ (নিঘং ৩।১৮।৩)। ঋত্বিজঃ 'ব্রহ্মাণি' বেদ-রূপাণি স্তোত্রাণি 'উপ' এতুং। কীদৃশস্তং? 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া 'ইষিতঃ' প্রাপ্তঃ, অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। 'বিপ্রজূতঃ' যথা যজমান-ভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথাস্মৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য? 'বাঘতঃ' 'সুতাবতঃ' অভিষুত-সোম-যুক্তস্য॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;—এই সাম-মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই মন্ত্রে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজমান্ আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সত্ত্বের আশ্রয়-স্থান তিনি; সত্ত্বের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী শক্ত বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে

দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি-ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি-সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্বসংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,-ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—'বুঝিলাম,—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু

তাহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে, যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি সেই ভক্তিই অনন্যা—সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ মন্ত্র যেন বলিতেছে,—'ভক্তি! সেই জ্ঞানই জ্ঞান জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'। (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়া খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'তূতুজানঃ' (ত্বরমাণঃ সন) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (৮অ ৩খ-৩সূ ৩সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম মণ্ডল, প্রথম অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কার্য্যে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (৮অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরি-শব্দঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি০ ১।১৫।১২)' – ইতি তদীয়াশ্ব-নামস্বেন পঠিতত্বাৎ। হে 'হরিবঃ' অশ্ব-যুক্তেন্দ্র! ত্বং 'ব্রহ্মাণি' আনেতুং 'আযাহি'। কীদৃশস্ত্বং? 'তূতুজানঃ' ত্বরমাণঃ। আগত্য চ অস্মিন 'সুতে' সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদীয়ং 'চনঃ'। অন্ননামৈতৎ (নিরু০ নৈ০ ৬১৬)। হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিষ্ব' ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। (৮অ—৩খ—৭সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন';—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনইভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরতর তাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাদিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ব-বাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনি মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র যম-... সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি, কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরি' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আর ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন্‌! আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদয়ে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস গ্রহণ কর!' এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাব প্রকাশ পায়। (৮অ—৩খ—৩সূ ৩সা) ॥

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমীড়িষ যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্‌ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চিষা' (স্বতেজসা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বনা' (বনানি, যদ্বা অরণ্যসদৃশানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'পরিষ্বজৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) অপিচ যঃ ভগবান্‌ 'জিহ্বয়া' (জ্যোতিঃরূপাভিঃ রশ্মিভিঃ, যদ্বা তীব্রৈঃ জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) হৃদিস্থিতানি তানি অরণ্যানি দগ্ধ্বা 'কৃষ্ণা' (কৃষ্ণবর্ণানি যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণোতি' (করোতি), হে মম মনঃ! ত...

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্‌ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'ত্বং' (অশেষমহিমান্বিতং তং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'ইড়িষ্ব' (স্তুহি, শরণং কুণুহি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবান্ হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তস্য ভগবতঃ কৃপয়া অতিঅভাজনোঽপি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে। অত প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চনাঃ বয়ং ভবতাং অনুগ্রহং দিব্য-দৃষ্টিং চ যাচামহে। কৃপয়া অভীষ্টং পূরয়তু। (৮অ—৩খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান আপনার তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষমহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি কর অথবা তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রার্থনা করি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। (৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'ত্বং' অগ্নিং 'ঈড়িষ্ব' স্তুহি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'অর্চ্চিষা' জ্বালারূপেণ তেজসা 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বনা' বনান্তরণ্যানি 'পরিষ্বজৎ' পরিষ্বজতি পরিতো বেষ্টয়তি, যশ্চ তানি বনানি 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া দগ্ধা 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণানি 'কৃণোতি', তমীড়িষ্বেতি সম্বন্ধঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করেন।" শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে, মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে হিংস্র রিপু-

সমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর হৃদয় জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে বিদগ্ধ হইলে, সে হৃদয়ও তেমনি ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়।

ভাষ্যের ভাবে এখানে সাধারণ অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সেই অগ্নি বনসমূহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং দগ্ধীভূত বন ভস্মে পরিণত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত মন্ত্রে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় প্রখ্যাত আর সেই দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির উপাসনার বিষয়ই মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেইভাবেই ফললাভ করিবেন। যিনি জ্ঞানরাজ্যের দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; আবার যিনি জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সে অগ্নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ - স্তরের পর স্তরক্রমে, পদবীর পর পদবীক্রমে, মানুষকে উন্নত স্তরে উন্নতি করণ। জড় অগ্নির উপাসক প্রথম স্তরের অর্চ্চনাকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও একেবারে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐ প্রকারের পূজায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজাপদ্ধতিক্রমে তাঁহাদের মনে অগ্নিদেবের স্বরূপ-জ্ঞান জাগরূক হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কে তিনি, যাঁহার এই রূপ? কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নের নিরসনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে পারে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে স্বরূপ জ্ঞানলাভ হইয়া তন্ময়তা জন্মিতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। অগ্নি নামে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি জড় অগ্নির উপাসনা? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? কখনই নহে। হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও তাহার সে প্রতিমা-পূজার লক্ষ্য মহান্। সেই জড় পুত্তলিকার মধ্য দিয়াই হিন্দু সেই জগন্মাতার বা জগৎপিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং অগ্নি নামে সে সাধারণ জড় অগ্নির উপাসনা করে না। পরন্তু যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি সবিতা, যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; ফলতঃ, যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন - বিশ্বরূপে যিনি বিশ্বেশ্বর, অগ্নি নামে তাঁহাকেই উপাসনা করা হয়; অগ্নিরূপে তাঁহারই গুণমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার রূপের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ। গুণের অন্ত নাই; তাই তেজঃ তাঁহার একটী গুণ। তাঁহার শক্তির অন্ত নাই; তাই তাঁহার দাহিকা একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁহার একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত

অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার, তখন অগ্নিরূপে মর্ত্তালোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষলোকে এবং ইন্দ্রদেবরূপে স্বর্গলোকে তিনি বিরাজমান্ আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান। জাগরণে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখনই তিনি আদিত্য, তিনি বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি। অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার সেই যে 'বিভা' তাঁহার সেই যে দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতি-রূপে আলোক বিকীরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত? না তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত?—যেমন বহির্জ্জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। এই যে অগ্নি—এই অগ্নি, যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন, তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। যিনি বিশ্ব-প্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যিনি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন, মন্ত্রের উল্লিখিত অগ্নি—সেই অগ্নি—জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

এমন যে অগ্নিদেব, তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিব, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিব? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ অরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ।" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতির দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়। অগ্নি—তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির বিকাশ। অগ্নিকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই অগ্নির অলৌকিক মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাঁহার করুণা কত দিকে কত প্রকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যজনকে তিনি তো উদ্ধার করিবেনই; তাঁহারা তো আপনাদের সামর্থ্যেই আপনারা উদ্ধার হইবেন। সে আর তাঁহার মহিমার বিশেষ প্রকাশ নহে। কিন্তু পাপী-তাপীর উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকটিত। আমাদের ন্যায় পাপ-সন্তপ্তদিগকে উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। এইরূপভাবেই 'বনা' পদে হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল বন যেমন দুর্গম, সেইরূপ রিপুশত্রু-পরিবৃত অন্তরও ভগবানের সম্বন্ধে দুর্গম। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্! অগ্নি-রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি যেমন বনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন, সেইরূপ আপনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুশত্রুরূপ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়রূপ অরণ্যকে দগ্ধীভূত করিয়া, তাহার উৎকর্ষসাধনে তথায় অধিষ্ঠিত হউন।',

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত অনুবাদ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"(হে স্তবকারী)! যিনি শিখা দ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (আলারূপ) জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর।" বলা বাহুল্য, এখানেও ভাষ্যে লৌকিক অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাপিত। * (৮অ ৩খ ৪সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১র ২র৩ ১ ২
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মানবঃ) 'ইদ্ধে' (প্রজ্বলিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখকরং, প্রীতিজনকং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, সম্পাদয়তি) ভগবান্ তস্য জনস্য 'দ্যুম্নায়' (জ্যোতির্ম্ময়ায়, জ্যোতির্ম্ময়ায়, পরমানন্দায়) তং 'সুতরাঃ' (সুখেন তরণীয়াঃ, মোক্ষদায়কং ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং) প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানযুতেন সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, ভগবান্ সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দের জন্য তাহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (ষষ্ঠ মণ্ডল, ষষ্টিতম সূক্ত, দশমী ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'ইন্ধে' দীপ্তে অগ্নৌ 'সুম্নং' সুখকরং হবিঃ 'ইন্দ্রত্ত'। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২৩৬২)। ইন্দ্রায় 'আবিবাসতি' পরিচরতি প্রযচ্ছতি, তস্ম মর্ত্ত্যস্য 'দ্যুম্নায়' দ্যোতমানায়ান্নায় তদর্থং 'সুতরাঃ' সুখেন তরণীয়াঃ 'অপঃ' উদকানি বৃষ্ট্যাত্মকানি, ইন্দ্রঃ করোত্বিতি শেষঃ। (৮অ-৩খ—৪দ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান-দান করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইন্ধে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'দীপ্তে অগ্নৌ'। তাহাদিতে যজ্ঞার্থে ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—"যে ব্যক্তি ইন্দ্রে সুখজনক হব্যাদি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করে সে ব্যক্তির সুখের জন্য ইন্দ্র সুখে তরণীয় জল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্নিতে হব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করে সে ইন্দ্রের কৃপায় চাষবাসাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়।"

পাশ্চাত্য বেদব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বা সায়ণাচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ তাঁহাকে মানিতে মোটেই রাজী নহেন। তৃতীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যকে বিচারাধীন করিয়া যতটুকু মূলার্থের পরিপোষক, ততটুকু মানিতে রাজী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত মতবিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয় তাঁহাদের সুবিধানুসারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছেন। একটী বিষয় এই যে,—প্রাচীন হিন্দুগণ যে জমি চাষবাস করিতেন বেদে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন,—'ঐ দেখ, তোমাদের সায়ণাচার্য্যই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। কৃষি-কার্য্যের জন্যই জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এই মন্ত্র কৃষিকার্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।' এইরূপ দূরার্থ হইতেই বেদের নাম হইয়াছে—'চাষারগান'। কিন্তু বেদ সত্যসত্যই 'চাষারগান' কি না, এবং বৈদিক হিন্দুরা কেবলমাত্র চাষা ছিলেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করিবার পথে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার 'ইন্ধে' পদে প্রজ্বলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'অপঃ' পদে 'বৃষ্টিধারা' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে, মন্ত্রে যজ্ঞাদির সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে এবং বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যকার নিজ মনের ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিলেও 'অগ্নি' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ না ঘটাইয়াও আমাদের মর্ম্মানুসারিণীধৃত-ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু 'অপঃ' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর যে অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার ব্যত্যয় করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং অমৃত অর্থের ব্যত্যয় করিলে মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—"যে ব্যক্তি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভগবানের প্রীতিজনক কর্ম্ম করে"। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'অপঃ' পদের পূর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখাই অপরিহার্য্য। সুতরাং মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শেষাংশের অর্থ হইল,—'ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।' (৮অ-৩খ—৪সূ—২সা))

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ঐন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী হে দেবৌ! 'ইন্দ্রং অগ্নিঞ্চ' (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী দেবৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ) 'বোঢ়বে' (সমস্তাৎ বোঢ়ুং, সম্যক্রূপেণ পূজয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজবতীঃ' (আত্মশক্তিযুতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) তথা 'আশূন্ অর্ব্বতঃ' (আশুমুক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং) 'পিপৃতং' (পূরয়তং, প্রযচ্ছতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পূজাসাধনং শিক্ষয়; অস্মভ্যং তব আরাধনায় পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৩খ ৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্যক্রূপে পূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মশক্তিযুত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পূজা-সাধন শিক্ষা প্রদান করুন; আমাদিগকে আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'ত্বা' তৌ যুবাং 'বাজবতীঃ' অন্নবতীঃ 'ইষঃ' ইষ্যমাণা 'বৃষ্টীঃ'; যদ্বা, বাজী বলং তদ্বতীঃ ইষঃ অন্নানি। 'আশূন্' শীঘ্রগান 'অর্ব্বতঃ' অশ্বাংশ্চ 'নঃ' অস্মভ্যং 'পিপৃতং' পূরয়তং প্রযচ্ছতং। কিমর্থং? 'ইন্দ্রং' 'অগ্নিঞ্চ' 'বা বোঢ়বে' বা যমস্মাং বোঢ়ুং হবির্ভিঃ প্রাপয়ন্তু। (৮অ-৩খ—৪সূ-৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবানকে পূজা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু কামনার বস্তু তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে লাভ করা যায়। সেই পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি ব্যতীত জগতে আর কে আছে যে, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে! তিনি যদি মানবকে প্রার্থনা করিবার শক্তি না দেন তবে মানব সে শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মানুষ ভগবানকে আরাধনা করিতে চায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা পারে না। অথচ ভগবানকে তাহার আরাধনা করা চাই-ই। সে ভগবৎ-পূজার শক্তি কোথায় পাইবে? কে এমন আছে যে, তাহাকে সেই শক্তি দিতে পারে? জগতের শক্তির মূলাধার সেই পরম পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শক্তিদানে সমর্থ নয়। এখন বিষয়টী দাঁড়াইতেছে এই—ভগবানকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি লাভ করিবার জন্য মানুষ ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করে আর তিনিও মানুষকে সেই সাধনশক্তি প্রদান করেন। ইহার অর্থ কি? নিজে পূজা লাভ করিবার জন্যই কি ভগবান্ মানুষকে তাঁহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা দেন, আত্ম- মহিমা বিস্তারই কি ইহার উদ্দেশ্য?

না—তাহা নয়। পরম দয়াল জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে পরাশান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি জানেন, মানুষ তাঁহার কোল হইতে গিয়াছে, আবার তাঁহার কোলেই ফিরিয়া যাইবে। সেই ফিরিয়া আসিবার উপায়—তাঁহারই প্রতি

অনুরক্তি, তাঁহারই পূজা আরাধনা। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান সেই সাধনশক্তি-লাভে বঞ্চিত। কাজেই ভগবানকেই তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। মানবের, জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। তিনি ধরা না দিলে মানুষের সাধ্য নাই তাঁহাকে ধরিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন,—

"শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়া দেই রে জন্মভরার ডাকাডাকি॥"

—আমি যে তোমাকে ডাকিতে জানি না প্রভো, তাই তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি না। তুমিই আমাকে শিখাইয়া দাও কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়। চিরজীবন ধরে মানুষ কোন না কোন ভাবে তোমাকে ডাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কি ভাবে ডাকিতে হয় তাহা তো জানে না। ওগো অন্তর্যামী, তুমি তো মানুষের হৃদয় দেখ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। আমাদের চিরজীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাউক। "মিটাও আশ সব পিয়াস অমৃত-প্লাবনে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে,—এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও অনৈক্য আছে। সে অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে বলবান অন্ন এবং (অস্মদীয় হব্য) বলবান করিবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর।" (৮অ ৩খ—৪সূ-৩সা)। *

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা
২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কলশে শতযামনা পথা॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান্ প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি); 'মর্য্যঃ ইব' 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্‌প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাভিঃ সহ সম্যক্‌রূপেণ মিলিতঃ ভবতু - ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।)॥ (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রৈব গচ্ছতি; গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সমাগ্ গিরণাধারভূতং উদরং 'ন' 'প্র মিনাতি' হিনস্তি, কিঞ্চ 'মর্য্যা ইব যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যো যথা তরুণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বদয়মপি সোমো যুবতিভির্ম্মিশ্রণ-শীলাদিভির্ব্বসতীবরীভিরদ্ভিঃ সহ 'সমর্ষতে' সঙ্গচ্ছতে অভিষব-কাল-পশ্চাৎ সোমঃ 'শতযামনা' অনেক-যামন-সাধন-বিস্তোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্র-সম্বন্ধিনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যং—যথা মর্য্যো মর্ত্ত্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শত-যামনা পথা সঙ্গচ্ছতে। 'শতযামনা'—'শতযাম্না'—ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ১সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহা কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তা কবি বলিয়াছেন –

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃ হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরে কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মনস্যুবঃ সম্বরণেষক্রমুঃ।
২ ৩ ১ ২৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি
৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫দ-১খ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্বাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধ্যাতারঃ) 'মন্দ্রয়ুবঃ' (মদং, পরমানন্দং কাময়মানাঃ) 'সনস্যুবঃ' (স্তুতিং কাময়মানাঃ, স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ) 'বিপস্যুবঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সংবরণেষু' (যাগগৃহেষু, সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্ত্তাঃ ভবাম) ; 'স্তুভঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'ক্রীড়ন্তং' (ক্রীড়নশীলং, লীলাপরায়ণং) 'হরিং' (পাপহারকং দেবং) 'অভ্যানূষত' (অভিস্তুবন্তি, আরাধয়ন্তি) ; 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'ইৎ' (ইমং পরমদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অশিশ্রয়ুঃ' (অধিকং শ্রীণন্তি, প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবাম ; সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ; জ্ঞানিনঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (৮অ - ৪খ - ১সূ - ২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনা-পরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি ; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সহিত এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয় । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক । আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই ; সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন ; জ্ঞানিগণ ভগবানকে প্রাপ্ত করেন) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধিয়ঃ' ধ্যাতারঃ 'মন্দ্রয়ুবঃ' মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ 'সনস্যুবঃ' স্তুতিং কাময়মানাঃ 'বিপস্যুবঃ' । স্তোতৃনামৈতৎ । স্তোতারঃ 'সংবরণেষু' তৃণকটা-বরণো-পেতেষু যাগ-গৃহেষু 'প্রাক্রমুঃ' প্রক্রমন্তে । তদেবাহ—'স্তুভঃ' স্তোতারঃ 'হরিং' হরিতবর্ণং 'ক্রীড়ন্তং' ক্রীড়ন-শীলং সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি 'ধেনবঃ' অপি 'পয়সা' ক্ষীরেণ ক্ষীরেণৈব 'ইৎ' ইমং সোমং অভিলক্ষ্য 'অশিশ্রয়ুঃ' অধিকং শ্রীণন্তি । 'সংবরণেষু'—'সংবসনেষু'—ইতি পাঠৌ, 'হরিংক্রীড়ন্তং'—'সোমস্মনীবাং'—ইতি চ, 'পয়সেদশিশ্রয়ুঃ'—'পয়সেমবিশ্রয়ুঃ'—ইতি চ ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটী বিশিষ্ট ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু সমগ্র মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর একটা যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে—প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবই সমধিক প্রবল। শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধক বলিতেছেন,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, আমাদের প্রবৃত্তি যেন সৎকর্ম্মসাধনের দিকে প্রধাবিত হয়। আমরা পরমানন্দ-লাভ করিতে চাই. সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি জগতের আশ্রয়, কামনাকারীর কল্পতরু। তিনি আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, আমাদিগকে পরমানন্দের অধিকারী করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম লীলাপরায়ণ ভগবানকে আরাধনা করেন। মন্ত্রাংশের 'ক্রীড়ন্তং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপার ভগবানের 'বালকচেষ্টিতবৎ' লীলামাত্র। সান্ত মানুষের নিকট এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পুরুষের কার্য্যকলাপের কারণ জানিবার অধিকার নাই শক্তি নাই। কোন্ কারণ-বশে কার্য্য হইল, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সাধারণ মানব তাহার কি মীমাংসা করিবে? আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য অর্থহীন অথবা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির ফল। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই ভগবানের কার্য্যকলাপের কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে তাঁহার অপার শক্তির কথাই ভাবিতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জগতের জ্ঞানরাশি ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞানামৃত ভগবানেরই শক্তি, তাহা তাঁহার চরণতল হইতে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। সৌভাগ্যশালী সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন—তাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। যাঁহারা ভগবানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে তাহাদের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর-স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্র-সহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।" (৮অ ৪খ—১সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্ম্মিণা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্য্যাম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো সোম' (দীপ্তিমন্, জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'সংযতং' কৃত্বা ইতি যাবৎ 'পিপ্যুষীং' (প্রবৃদ্ধং, শক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ঊর্ম্মিণা' (প্রবাহেণ, ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রদেহি অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যা' (যা সিদ্ধিঃ) 'ত্রিরহন' (ত্রিকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চুষী' (অপ্রতিবন্ধী, আনুপূর্ব্ব্যেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'ক্ষুমৎ' (শব্দোপেতং, সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং, পরাজ্ঞানযুতং) 'বাজবৎ' (আত্মশক্তিযুতং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, অমৃতময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, পরমবলং ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (প্রযচ্ছতি) তাং সিদ্ধিং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতময়ং আত্মশক্তিযুতং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ -৪খ -১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তী-সমূহকে সংযত করিয়া শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল

প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' দীপ্ত! 'সোম'! 'পবমানঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'সংযতং' সংগৃহীতং 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধং 'ইষং' অন্নং 'উর্ম্মিণা' প্রবাহ-রূপেণ ত্বদীয়েন রসেন 'পবস্ব' প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'যা' ইট্ 'নঃ' অস্মাকং 'অহন্' অহনি অহ্নঃ 'ত্রিঃ' ত্রিষু সবনেষু 'অসশ্চুষী' অপ্রতিবদ্ধো 'দোহতে'। কিং? 'ক্ষুমৎ' শব্দোপেতং সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং 'বাজবৎ' বলবৎ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যং পুত্রং দোহতে। তামিষং পবস্বেতি সমন্বয়ঃ॥ 'উর্ম্মিণা'—'অস্রিয়ং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেই বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সাহায্যে সেই এক পরমশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! যে যুদ্ধ তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুবাদকার ইক্ষু, অন্ন, মধু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথায়ও এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। 'মধুমৎ' পদে মধু বুঝায় না। 'সুবীর্য্যং' পদে অনুবাদকার 'লোকজন (দাস)' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বীর্য্যবান পুত্র'। উভয় ব্যাখ্যাতেই জোর করিয়া একটী বিশেষ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুত্র বা দাসদাসীর কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'সুবীর্য্যং' পদে সেই পরমবীর্য্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে, যে শক্তি লাভ করিলে পার্থিব লোকবল, ধনবল তুচ্ছ জ্ঞান হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ সেই পরম শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করে, সেই সিদ্ধির জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের 'ত্রিরহন্' পদ হইতে ভাষ্যকার অর্থ আনিয়াছেন "অহন অহনি, অহ্নঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু" অনুবাদকার অর্থ করিলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ'। কিন্তু 'ত্রিরহন্'

পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নাই - উহা ত্রিকালের অর্থাৎ নিত্যকালের দ্যোতক। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনন্তকাল এই 'ত্রিরহন্' পদ প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদে নিত্যকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করিলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান আমাদিগকে সেই পরমসিদ্ধি প্রদান করুন। উহাতে যুদ্ধাদিরও কোন প্রসঙ্গ নাই, ইক্ষু, মধু প্রভৃতিরও কোন উল্লেখ নাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সংযতং' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল, তাহা নানাদিকে নানাভাবে চলিতে যায়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে শাসনাধীনে আনিয়া সৎপথে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয় - পবিত্র সত্ত্বভাবের সাহায্যে। হৃদয় যখন নির্ম্মল পবিত্র হয়, মনে যখন কোন প্রকার হীন কামনা-বাসনা থাকে না তখনই মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে মানবের মন আপনা-আপনি সংযত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে - 'আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া।' তাই প্রার্থনার ভাব,—"আমাদিগের হৃদয় মন পবিত্র হউক, আমরা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞান- পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারি।" (৮অ—৪খ-১সূ ৩সা)॥ *

প্রথম-সূক্ত গেয়-গান।

২র ১র ২ ১ ‥ ১ ২ র১ ২ ১
১ প্রোঅয়াসায়িৎ। ইন্দুরিন্দ্রা। স্যা ২ নিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা।

‥ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ‥ ২র ১
তা ২ য়িসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতিভিয়িঃ। সা ২ মর্ষতায়ি। সোমঃকলা।

২র১ ‥১র ২ ২ র ১ ২ ১
শেশতয়া। মা ২ নাপথা ৩ ১ উ। প্রবোসিয়ো। মঞ্জযুগো। বা ২

১ ২ ১ ২ ১ ‥ ১ ২ ১র
য়িপয়্যবাঃ। পনস্যুবাঃ। সংবরণায়ি। ষূ ২ বক্রমুঃ। হরিক্রীড়া।

২১ — ১ ২ ১র ২ ১ — ১ ২
তমস্তানু। বা ২ তস্তুতাঃ। অভিধেনা। বঃপয়সায়িৎ। আ ২ শিঅয়ু ৩

১ ২র ১র ২ ১ — ১র ২ র ১
রাউ। আনঃশোমা। সংযতম্পায়ি। পূ্য ২ বীমিষাম। ইন্দ্রোপবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ – ২ ২র র ১র ২র ১ — ১
স্বপবমা। না২ উর্ম্মিণা। যানোদোতা। তেজিরহান্। আ ২ সন্ধ্যাযি।

২ ১র ২ ১ — ২ ১ ১ ১ ১
ক্ষুমত্বাজাঃ। বন্নধুমাৎ। হু ২ বীম্রিরা ৩ মাউ। বা ২ ৩৪৫।

* * *

১ র র ২ ১ ‥ ১ র
২ প্রগো। অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রা। স্তনিক্কার্ত্তা ২ স্। নধ্যানথুর্মপ্রমিনা।

২ ১ — ১ ২ ১ ১ ২
তিসঙ্গারিরা ২ স। মর্যাইবমুবতিভায়িঃ। সমর্ষাতা ২ ৩ রি। সোমা ৩ঃ

৪ ৫ ২র ১ ১ ২ ৪ ২ ১
কালা। শেশতায়া ২ ৩। মানা ৩ পা ৫ থা ৬৫৬॥ প্রবোধা।

র ২ ১ — ১ ২ ১ —
ধিয়োমগ্রয়ুগো বিপন্যুবা ২ঃ। পনস্যাবঃসম্বরণাযি। বুষক্রামু ২ঃ।

১ র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১
হরিক্রীডন্তমত্যানু। যতস্তুভা ২ ৩ঃ। আভী ৩ ধেনা। বঃপয়াসা ২ ৩ শিৎ।

১ ২ ৪ ২র ২ র ১ র
আশা ৩ ম্রিশ্রা ৫ যু ৬ ৫ ৬। আনোবা। সোমসংযতম্পারি। প্যাবী-

১ ‥ ১ র ২র ১ — ১র র র র
মায়িষা ২ স। ইন্দ্রোপবস্বপবমা। নউর্ম্মারিণা ২ স। যানোদোহতেজিরহান।

২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২
অসশুষা ২ ৩ মি। ক্ষুমা ৩ দ্বাজা। বন্নধমা ২ ৩৭। স্বা ৩ মিরা ৫ মাথ ৫ ৬ স্।

* * *

৩র২৩র৫র ১ র ৪ ২২৫ ৩২র৩৫ ১
৩। প্রোঅয়াসীৎ। ইন্দুরিন্দ্রা ২ ৩। স্যা ৩ নিক্কৃতম্। সখ্যাসথুঃ। নপ্রমিনা ২ ৩।

৪ ২৪৫ ৩২৩৪ ১ ৪ ২৩৫ ৩র ৩৪
তী ৩ সঙ্গিরম্। মর্যাইব। যুবতিভা ২ ৩ রিঃ। সা ৩ মর্ষতি। সোমঃকলা।

১র ২ ৪ ৩২র৩৫ ১
শেশতয়া ২ ৩। মনা ৩ পা ৫ থা ৬৫৬। প্রবোধিয়ঃ। মত্রযুবো ২ ৩।

৪ ২৩৫ ৩২৩৫ ১ ৪ ২২৫ ৩ ২৩র৫
বা ৩ ম্রিপন্যুবঃ। পনস্যাসঃ। সবরণা ২ ৩ রি। বৃ ৩ ষক্রমুঃ। হরিক্রীড।

১ ৪ ২৩৫ ৩ ২৩রর ১ ২
তমত্যানু ২ ৩। বা ৩ ভস্তুভঃ। অভিধেনা। বঃপয়সা ২ ৩ শিৎ। অশা ৩

৪ ৩র ২৩র ৫ ১ ৪ ২র৩৫
ষিশ্রা৫যু৬৫৬ঃ। আনাঃসোম। সংসতপা২৩ষি। যু৩বীষিণ।

৩২র৩৫ ১ ৪ ২র২৫র ৩র২র৩র৫ ১র
ইন্দ্রোপব। স্বপবমা২৩। না৩উর্ম্মিণা। যানোদোহ। তেভ্রিবহা২৩ণ।

৪ র৩৫র ৩২n৩র৫ ১ ২
আ৩সশ্চু বী। ক্ষুমন্বাজা। বন্নধুমা২৩৭। সুবা৩-

৪ ২
ষিরা৫য়া৬৫৬ম্ (৩)॥

* * *

৩র ২n৩ ৫ ১ ৩ ৫ ১ ২ ১২ ১
৪। প্রোআয়া২৩৪সীৎ। ইন্দুরা২৩৪ষিন্দ্রা। স্যানিষ্কৃতা৩ম। হোষি।

৩২৲৩ ৩ ২n৩ ৫ ১২ ১২ ১
সখাসো২৩৪স্যুঃ। নপ্রামী২৩৪না। তাষিসজিরা৩ম। হোষি।

৩২৩ ৫ ২n৩ ৫ ১২১ ১
মর্য্যাঙ্গ২৩৪বা। যুনাতী২৩৪ভাষিঃ। সামর্ষতা৩ষি। হোষি।

৩র২n৩ ৫ ২র৲২ ৫ ১২র১২ ১
সোমাঃকা২৩৪সা। শেশাতা২৩৪য়া। মানাপথা৩। হো২৩৪৫ঈ।

৩২৲ ৫ ২৲৩ ৫ ১ ২১২ ১
প্রবোধী২৩৪য়ো। মন্ত্রায়ু২৩৪বো। বাষিপঙ্গাবা৩ঃ। হোষি।

৩২৲৩ ৫ ২৲৩ ৫ ১২১২ ১ ৩২n
পনাস্যা২৩৪বাঃ। সংবারা২৩৪গাষি। মুষক্রমূ৩ঃ। হোষি। হরা-

৩ ৫ ২৲২ ৫ ১২১২ ১
ষিঙ্ক্রা২৩৪ ষিডা। তমাস্তা২৩৪ নু। বাতস্তভা৩ঃ। হোষিপ

৩২n ৩ ৫ ২n৩ ৫ ১২১২ ১
অস্তাষিধে২৩৪মা। বঃপায়া২৩৪সাষিৎ। আশিশ্রযু৩ঃ। হো

৩র২n ৫ ২n৩ ৫ ১৩র১২
২৩৪৫ঈ। আনাঃসো২৩৪মা। সংঘাতা২৩৪স্পী। পুষীমিবা৩ম।

১ ৩২n৩ ৫ ১n৩ ৫ ১২র১২ ১
হোষি। ইন্দোপা২৩৪বা। স্বপাবা২৩৪মা। নাউর্ম্মিণা৩। হোষি।

৩২৩ ৫ ২র ৫ ১২১২ ১
যানোদো২৩৪হা। তেভ্রীরা২৩৪হান্। আসশ্চুবা৩ষি। হোষি।

৩২৩ ৫ ২ ৫ ৫ ১২র ১২
ক্ষুমাবা ২ ৩ ৪ জা। বন্মধু ২ ৩ ৪ মাৎ। সুবীরিয়া ৩ ম্।

১
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

২র র ১ ২র১র২ ২১ ২৩৪ ৪ ২১র
৫। হাউহাউ। হুপ্। প্রোআয়াসাম্নিৎ। ইন্দুরি। দ্রপ্রবিষ্কৃতাম্। সধাদশ্বঃ।

২১ ২র৩৪৫ ২১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
নপ্রমি। নাতিসঙ্গিরাম্। মর্য্যাইবা। যুবতি। ভিঃসমর্ষতারি। সোমঃকলা।

২র১ ২র৩২ ৪ ২১র ২১ ২র৩৪
শেশত। যা। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ো মন্দ্রযু। বোবিপস্যাপাঃ।

২১৩র ২১ ২র৩৪৫ ২১র ২১ ১র৩৪ ৫
পানস্যাবাঃ। সংবর। পেয়ুবক্রমুঃ। হরিঙ্কীড়া। তমতা। নুবতক্ষতাঃ।

২১র ২১ ২র ৩২ ৪ ২র১
অভিধেনা। বঃ পর। সেৎ। আশা ৩ ম্রিশ্রা ৫ যু ৬ ৫ ৬ঃ। আনঃ

র ২১ ২৩৪র ৫ ২১র ২১ ২র৩৪র ৫
সোমা সংযতম্। পিপ্যাষীমিষাম্। ইন্দোপবা। স্বপব। মানউর্ম্মিণা।

২র১র র ২র১ ২৩৪ ৫ ২র র ১ ২১র
যানো দোহা। তেত্রির। হরশ্চাঁরি। হাউহাউ। হুপ্। ক্ষুমদ্বাজা।

২১ ২ ৩২ ৪
বন্মধু। মৎ। সুবা ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২র১ ২রর ৪ ২৩৫ ২১ ২ ৪
৬। প্রোআ। য়াসীদিন্দুরিন্দ্রা ৩ স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখা। সখ্যুর্ন প্রমিনা ৩ তী ৩

২৩৫ ২১ ২ ৪ ২৩৫ ২র১ ২ র
সঙ্গিরম্। মর্য্যাঃ। ইবযুবতিভা ৩ ম্রিঃ সা ৩ মর্ষতি। সোমাঃ। কলশেশতযা।

৩২ ৪ ২১ ২র ৪ ২৩৫ ২২
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবো। ধিয়োমন্দ্রযুবো ৩ বা ৩ ম্রিপস্যাবঃ। পসা।

২ ৪ ২৩২ ২১ ২র ৪ ২৩৫
স্যাবঃসংবরণা ৩ ম্রিষূ ৩ বক্রমুঃ। হরাম্রিম্। ক্রীড়ন্তমভ্যাম্ ৩ বা ৩ তক্ষতঃ।

২১ ২র র ৩২ ৪ ২র১
অভারি। ধেনবঃ পয়সেৎ। আশা ৩ ম্রিশ্রা ৫ যু ৬ ৫ ৬। আমীঃ।

২র　　৪　২র৩৫　২ ১　২　২র ৩৫র
সোমসংস্বতম্পা ৩ রিপ্ৰ। ৩ যীমিযম্ । ইন্দো। পবস্বপবমা ৩ না ৩ উর্ম্মিণা।

২র ১　২র র　র ২৪৫　২ ১　২র ৫
যানো। দোহতে। ত্রিরহা ৩ না ৩ দশ্চূষী। ক্ষুমাৎ। বাজবন্মধুমৎ।

৩২　৪
ছুবা ৩ য়িয়া ৫ য়া ৬৫৬ম্ । ১২৩। *

——*——

প্রথমং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২　৩ ২　২র　৩ ২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২
ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
২ ৩　২ ৩ ২　৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ১　৩১র　২র
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ জনঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ, ভগবৎপ্রীতিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সদাবৃধং' (নিত্যবর্দ্ধমানং, চিরনবীনত্বসম্পন্নং, যদ্বা—প্রার্থনাকারিণাং নিত্য-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তং' (সর্ব্ববরেণ্যং, জগদারাধ্যং ইতি ভাবঃ) 'ঋভ্বসং' (মহান্তং) 'ধৃষ্ণুং' (শত্রূণাং ধর্ষকং, শত্রুনাশকং) 'ওজসা' (বলেন) 'অধৃষ্টং' (অশত্রুনাশিতভূতং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (স্বানুকূলং কৃতবান্ ইতি যাবৎ) 'তং' (তং জনং বিনা ইতি ভাবঃ, অথবা সঃ জনঃ) 'কর্ম্মণা' (স্বকীয়েন কৃতকর্ম্মণা) 'ন' (অন্য কোঽপি, অথবা কদাচিদপি) 'নকিঃ' (নৈব) 'নশৎ' ব্যাপ্নোতি, ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, অথবা আত্মানাং বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকশ্চ। যো জনঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন ভগবৎপ্রীতিং উপজয়তি অপিচ সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়তি, সঃ হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, অপিচ স্বকীয়েন কর্ম্মণা সঃ আত্মানং ন বিনাশয়তি অর্থাৎ তস্য কর্ম্মফলং বন্ধনমূলং ন ভবতি। অতঃ প্রার্থনাঃ,—সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তঃ প্রাপ্তুং সমর্থবন্তঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ ৪খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত তিনটী মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"প্রবত্তার্গবম্" "কারব" "সৌপাত্ত্ব" "যজ্ঞসারিথ" "বারাহ" এবং "অপামীব।"

সাম ৬৪ (৫৬)

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা নিত্য বর্দ্ধমান চিরযৌবনসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদিগের নিত্য-বর্দ্ধক, আরাধনীয়, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভবা অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, আপনার কর্ম্মের দ্বারা তিনি আপনি বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পারূঢ় হই)। (৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তং' জনং অন্যো মর্ত্ত্যো. জনঃ 'কর্ম্মণা' হননাদি-ব্যাপারেণ 'নকিঃ নশৎ' নৈব ব্যাপ্নোতি, 'যঃ' 'ইন্দ্রং চকার' ইন্দ্র মেবানুকূলং যজ্ঞৈঃ সাধনৈশ্চকার। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সদাবৃধং' সর্ব্বদা বর্দ্ধকং, 'বিশ্বগূর্ত্তং' সর্ব্বৈস্তুত্যং, 'ঋভ্বসং' মহান্তং 'ওজসা' স্বীয়েন বলেন 'অধৃষ্টং' শত্রুভিরনভিভূতং 'ধৃষ্ণুং' শত্রূণামভিভবনশীলং। 'ধৃষ্ণুমোজসা'— ধৃষ্ণবোজসং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীতে বিশেষ কোনও জটিলতার ভাব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রের জটিলতার বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্গত 'ন' পদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'সে যজমানকে হননাদি ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, যে ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করে। সেই ইন্দ্র কীদৃশ? সর্ব্বদা বর্দ্ধক, সকলের স্তুতির যোগ্য, মহান, বলের দ্বারা অন্যের অধর্ষিত, শত্রুগণের ধর্ষক, ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন,

তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।" ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত, ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য বোধগম্য হইবে।

ইন্দ্রদেবের বিশেষণ পদ কয়েকটীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে দুই একটী পদের অর্থে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় উপলব্ধি হইলে, ঐ সকল পদের অর্থের সমীচীনতা আপনিই বোধগম্য হইবে। আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সকল ব্যাখ্যায় কি যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রের প্রধান আলোচ্য—'ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈঃ।' মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণা' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'হননাদিব্যাপারেণ'; আর 'যজ্ঞৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ইন্দ্রমেবানুকুলযজ্ঞৈঃ সাধনৈঃ'। ইহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'যিনি ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করেন, তাঁহাকে হননাদিব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি কখনও হিংসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।' এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞ-কর্ম্মে অহিংসার প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা সিদ্ধান্ত করি। যদিও মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবমূলক, তথাপি এরূপ ভাব পরিগ্রহে একটু কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা 'তং ন কর্ম্মণা নকিঃ নশৎ' মন্ত্রাংশে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধি করি। 'তং' পদের এক অর্থ হয়,—তং জনং বিনা' (ভাষ্যকারের অর্থানুসারে), বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আর এক অর্থ হয়,—'সঃ জনঃ।' দ্বিতীয় 'ন' পদের কোনও অর্থ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। 'তং পদের অর্থের সহিত সমন্বয়ে ঐ 'ন' পদের এক অর্থ হইতে পারে—'কোঽপি', আর এক অর্থ হইতে পারে,—'কদাচিদপি' ('তং' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক 'সঃ জনঃ' অর্থের সমন্বয়ে)। আর 'নশৎ' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক অর্থ যথাক্রমে 'ভগবন্তং প্রাপ্নোতি' এবং 'আত্মানং বিনাশয়তি' হইতে পারে। এইরূপ দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের যে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না; এবং (২) যে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি কখনও আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনি বিনষ্ট হন না।' ইহার এক ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়েন। সৎকর্ম্মের দ্বারা, চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, মানুষের চরম গতি মোক্ষ অধিগত হয়। আর এক ভাব এই যে,—আপনার কর্ম্মের প্রভাবে যিনি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার মন কদাচ অসদভিমুখে প্রধাবিত হয় না।' সৎকর্ম্ম-সাধনেই মানুষ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 'আত্মাকে বিনষ্ট করার' তাৎপর্য্য 'পাপকর্ম্মযুক্ত

নিরয়গামী হওয়া।' 'পাপানুষ্ঠানে আত্মার অবনতি সাধন করাই' আত্মার বিনাশ-সাধন। এ অবস্থায় তাহার কর্ম্মই তখন তাহার বন্ধনের হেতুভূত হয়। এই অবস্থায়ই পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

অর্থাৎ,—'বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে, এই লোকে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।' 'অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্তৃক হোমও ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।' এখানে, এই সাম-মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মনে জাগাইয়া তুলিতেছে। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মে মোক্ষ অধিগত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং পুনঃপুনঃ গতাগতির কারণ হইয়া থাকে। যিনি এতদ্বিষয় জানিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসার-বন্ধনের ভয় থাকে না, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে যে আত্মোদ্বোধনার ভাব—প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী কাতরে বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন আপনার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই; আমার মন যেন এমন কর্ম্মে কদাচ প্রধাবিত না হয় যে কর্ম্মের দ্বারা আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।' * (৮অ ৪খ—২দ ১সা)॥

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ॥
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩
সম্বেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব
১ ২
ক্ষামীরনোনবুঃ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন' (যে দেবে) 'জায়মানে' (জাতে, প্রকাশমানে, অগতি প্রাদুর্ভূতে সতি) 'মহীঃ' (মহান্তঃ) 'উরুজ্রয়ঃ' (বহুবেগাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) সমনোনবুঃ' (সমস্তবন, তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবঃ ক্ষামীঃ' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইত্যর্থঃ) ('সমনোনবুঃ' (সমস্তবন, তন্মহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি); 'অষাঢ়ং' (অসহনীয়ং, অপরাজেয়ং) 'পৃতনাসু সাসহিং' (শক্রসেনাসু অভিভবিতারং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদ্‌গূর্ণবলং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) তং দেবং অহং আরাধয়ামি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকারাধনীয়ং পরমদেবং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হইলে মহান আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্ব্বলোক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা করি)॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অষাঢ়ং' অসোঢ়ং 'উগ্রং' উদ্‌গূর্ণবলং 'পৃতনাসু' শক্রসেনাসু 'সাসহিং' অভিভবিতারমিন্দ্রং স্তৌমীত্যর্থঃ। 'যস্মিন' ইন্দ্রে 'জায়মানে' 'মহীঃ' মহত্যঃ 'উরুজ্রয়ঃ' বহু-বেগাঃ 'ধেনবঃ' হবিরাদিনা প্রীণয়িত্র্যঃ অতা গাব এব বা 'সমনোনবুঃ' সমস্তুবন। ন কেবলং ধেনব এব অপি তু 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'ক্ষামীঃ' পৃথিব্যশ্চ সমনোনবুঃ তত্রত্যাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো নমস্ত ইত্যর্থঃ। 'ত্রিবৃতো লোকাঃ'—ইতি শ্রুতেঃ বহুবচনং। 'ক্ষামীঃ—'ক্ষামঃ' ইতি পাঠৌ॥ ২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ড।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অজেয় অসহ, উগ্র, শত্রু সেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগাবিশিষ্ট

ধেনুসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।" ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখিয়াছেন, "অজা গাব এব বা সমনৈনবুঃ সমস্তবন।" দেখা যাইতেছে—ভাষ্যানুসারে পশুগণ পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে অজা ছাগ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবিরোধ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ভগবান যখন বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন, তখন সর্ব্বজীব, অতি সাধারণ মানবও তাঁহার আবির্ভাবের মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারে। মহ প্লাবন আসিলে তাহা কাহারও অবিদিত থাকে না। সকলেই সেই পরম পুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন 'আমি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারি।' (৮অ ৫খ ২সূ-২সা)। *

— • —

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২ ১২র১ ২৩র২১ ২৩র ২ ১ ২ ১
নকিষ্টা ৩ কর্ম্মণানশাৎ। যশ্চাকারা। সদাবৃধা ২ ৩ ম্। সদাবৃধাম্। ইন্দ্রাস্নয়া।

৩ ২ ২১ ১ -- ১ ২৩ ২ ১ ২ ১ ২৩র২ ১
ঞ্জৈর্ব্বিশ্বগূ। ভমা ২ র্ভুসা ২ ৩ ম্। ভমৃভ্সাম্। অধাষ্টস্কা। ফুমোজসা

২৩র ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ ১২ ১ ২৩র ২১
২ ৩। ফুমোজসা ৩ ৪ ৩। অধৃষ্টা ৩ স্ক ফুমোজসা। অধাষ্টস্কা। ফুমোজসা

১ ৩র ২ ১ ২১ ২ ৩ ২ ২ ৭ -- ১
২ ৩। ফুমোজসা।। অপাচ্য়ম্। গ্রম্পৃতনা। স্থসা ২ সহা ২ ৩ য়িম।

২৩র ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ৫ ২
সুসাসহীম্। যস্মাস্মিস্মহারিঃ। উরুজ্রয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়া ৩ ৪ ৩ঃ। যস্মিন্না

৪ র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১
৩ হীরুরুজ্রয়াঃ। যস্মাস্মিস্মহারিঃ। উরুজয়া ২ ৩ঃ। উরুজ্রয়াঃ। সন্ধাস্নিনবো।

২র৩২র১ ৭ -- ১ ২ ২র ২ ২ ২র ১ ২ ৩র২১
আয়মানে। অনো ২ নবু ২ ৩ঃ। অনোনবুঃ স্তাবাক্ষামাহ্নি। অনোনবু

২ ৩র ২ ১
২ ৩ঃ। অনোনবু ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঔ। ডা॥ ১০২। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততীতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈশ্বানসং।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিষীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); শ্রিয়ে' শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণাঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সখীভূতাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ! 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত অর্চ্চিত্তুত। ততঃ অভিষ্টুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' যজনীয়ৈঃ হবির্ভির্মিশ্রণৈশ্চ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিতর আভরণৈরলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ॥ ১।

* * *

প্রথম (১১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

"জগৎ কে জয় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—"যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু কারণ, এই সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই পরমমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (৮অ-৫খ—১সূ-১সা)। •

— — • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সমী বৎসন্ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১র ২র

দেবাব্যাং৩ মদমভি দ্বিশবসম্॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতৃভিঃ' (মাতৃভিঃ যথা প্রেমেণ বৎসং উৎপাদ্যতে, আশ্রিয়তে চ তদ্বৎ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্বিশবসং' (দ্বিগুণবলং, প্রভূতবলসম্পন্নং) 'মদং' (মদকরং,

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

পরমানন্দদায়কং) 'দেবাব্যং' (দেবানাং, দেবভাবানাং রক্ষকং) 'সমসাধনং' (প্রাণভূতং, সাধকানাং প্রাণস্বরূপং 'ঈং' (এনং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অভি সংস্কৃণুত' (হৃদি সমুৎপাদয়ত) ॥ আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । বয়ং হৃদি পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুয়াম — ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ৫খ — - ১সূ — ২সা) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

মাতৃগণকর্ত্তৃক যেমন প্রেমের সহিত বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদিগের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে সমুৎপাদন কর । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক । ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই ।) । (৮অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ঋত্বিজঃ ! 'সম-সাধনং' গৃহস্য সাধনভূতং 'ঈং' এনং সোমং 'মাতৃভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সংস্কৃণুত' সম্যক্প্রয়ত, কথমিব ? 'বৎসম্' যথা বৎসং মাতৃভিঃ গোভিঃ সংযোজয়ন্তি তদ্বৎ । কীদৃশং ? 'দেবাব্যং' দেবানাং রক্ষকং 'মদং' মদন-হেতুং 'দ্বিশবসং' দ্বিগুণবেগং অতিশয়িত-বলং বা যদ্বা দ্যোলোকয়োস্তত্র স্থিতা দেবমনুষ্যা ইত্যর্থঃ । তেষাং হবির্দানপ্রদানেন প্রবর্দ্ধয়িতারং তং সোমং 'অভি' সংস্কৃণুত ॥ (৮অ—৫খ - ১সূ - ২সা) ॥

* . *

দ্বিতীয় (১১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

—— * ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক । এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে । সত্ত্বভাবের বিশেষণ কয়েকটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ।

মন্ত্রের প্রথম অংশেই একটী উপমা আছে—'বৎসং ন মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন, এবং আদর করেন ঠিক সেইরূপভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর এবং হৃদয়ের সহিত তাহা ভালবাস । এই উপমা দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির - ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হইতেছে ।

সত্ত্বভাব—'সমসাধনং' । ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহস্য সাধনভূতং' । কিন্তু বিবরণকার অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন—'সমঃ প্রাণাঃ দেবানাং প্রাণসাধনার্থং" আমাদের মতে বিবরণকারই অধিকতর সুষ্ঠু অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি ।

দেবাব্যং অর্থাৎ দেবভাবের রক্ষক—শুদ্ধসত্ত্ব। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে তাহার প্রবৃত্তি নির্ম্মল হয় দেবভাব উজ্জ্বল হয়। এই দেবভাবের বলেই মানুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব—পরমসাধনং মদং। সেই পরমমঙ্গলদায়ক চিদানন্দদায়ক সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করিবার জন্যই এই আত্মোদ্বোধন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্য অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে একটী নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন। ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।" (৮অ-৫খ-১সূ-২সা) ॥

—— • ——

তৃতীয়া সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১-২র ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'যথা' (যেন প্রকারেণ, 'শর্দ্ধায়' (বেগায়, আশুমুক্তিদানায়) তথা 'বীতয়ে' (পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায়—ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'দক্ষসাধনং' (বলস্যসাধনং, আত্মশক্তিদায়কং-সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পুনাতা' (পুনীত, পবিত্রং, বিশুদ্ধং কুরুত); 'মিত্রায় বরুণায়' (মিত্রভূতায় অভীষ্টবর্ষকদেবায়) 'যথা' (যেনপ্রকারেণ) 'শন্তমং' (সুখজনকং, প্রীতিজনকং-ভবতি ইতি যাবৎ) তথা কুরুতঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়াম—ইতি আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ ভাবঃ॥ (৮অ ৫খ—১সূ-৩সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে প্রকারে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেইরূপ ভাবে আত্মশক্তিদায়ক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর ; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষকদেবের যাহাতে প্রীতিজনক হয় সেইরূপ কর। (মন্ত্রটী আত্ম-উদ্বোধক। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনমূলক ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন করি।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনং' বলস্য সাধনং ধনানাং বৃদ্ধের্বা সাধকং সোমং 'পুনাতা' পবিত্রেণ পুনীত। পূঞ্ পবনে (উ০) ক্র্যাদিঃ ; তস্মাল্লোটি তপ্তনপ্তনথনাশ্চ, (৭।১।৪৫) ইতি তস্য তবাদেশঃ পিত্ত্বাদীর্ঘাভাবঃ 'শর্দ্ধায়' বেগার্থং 'বীতয়ে' দেবানাং পানার্থং যথা ভবতি তথা 'মিত্রায়' 'বরুণায়' চ 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখং যথা ভবতি তথা পুনীতেত্যর্থঃ। 'শন্তমং'—'শন্তমঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হইতে পারে সেইজন্য আত্মোদ্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। যাহাতে ভগবানকে লাভ করা যায়, যাহাতে মানব আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে তেমনি ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন ভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে হইবে ও তাহা ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন ভগবানের গ্রহণীয় হয়, প্রীতিজনক হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সেই ভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। হীরক খনিতে জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা খনিতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। মানুষের হৃদয়ও অমন্ত খনি। তাহার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই স্থান আছে। কিন্তু সেই সকলকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তি চাই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব দেবপ্রবৃত্তি সমস্তই সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে জাগরিত করিতে হইবে। মানুষই দেবতা হয়—সাধনা দ্বারা। সাধন প্রভাবে মানবের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়।

স্বরূপতঃ মানুষ অসীম, তাহার শক্তিও অসীম। কেবল মাত্র মায়ামোহাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া সে ভ্রমবশতঃ নিজকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করিতেছে। যখন তাঁহার চক্ষুর

উপর হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া যাইবে, তখন সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়, সেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে হইলে তদুপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে সোমরসের সহিত উহার কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের গ্রহণের উপযোগী জিনিষ মাতাল-ভোলা মদ্য নয়—উহা মানব হৃদয়ের অমৃত—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানবের শ্রেষ্ঠ পূজোপহার সেই শুদ্ধসত্ত্বই গ্রহণ করেন। সেই সত্ত্বভাবামৃত ভগবৎ-সেবার উপযোগী করিবার জন্যই প্রচেষ্টা মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। * (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা।)

— • —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ২^ ৩ ৫ ২
১। হাহ্। বো ৩ হা। বো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি।

n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২ ৫
পাবাস্বা ২ ৩ ৪ আ। নাবাদা ২ ৩ ৪ ভা। পুনানা ২ ৩ ৪ য়া। প্রা ২ ৩ ৪ পা।

৩ ২ ৩ ৫ ২র n৩ ৫ ৩ ৫
য়া ২ ৩ ৪ তা। শারিশুয়া ২ ৩ ৪ য়া। ঐন্দ্রঃ পায়া ২ ৩ ৪ য়িভু। যা ২ ৩ ৪ তা।

৩ ৫ ২n৩ ২ ২u৩ ৫ ২n৩
শ্রা ২ ৩ ৪ য়ায়। সামীগ ২ ৩ ৪ ৎপায়্। নামাস্তৃ ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সার্জ্জা ৩।

৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ n৩ ৫
২ ৩ ৪ পা। য ২ ৩ ৪ দা। ধা ২ ৩ ৪ নাম। দাবিবাসা ২ ৩ ৪ য়াম।

২n৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
মাদামা ২ ৩ ৪ ভী। ঘা ২ ৩ ৪ য়িশা। বা ২ ৩ ৪ সাম। পুনাতা ২ ৩ ৪ দা।

২n৩ ২n৩ ৩ ৫ ৩ ৫
ক্ষাদাধা ২ ৩ ৪ মাম্। যাথাদা ২ ৩ ৪ র্ব্বা। ম ২ ৩ ৪ বী। তা ২ ৩ ৪ যায়ি।

২ ৩ ৫ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
যথামা ২ ৩ ৪ ধিত্রা। যাবরু ২ ৩ ৪ ণা। যা ২ ৩ ৪ শ। তা ২ ৩ ৪ মাথ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ২ ২ ১ ৫ ২
হাং। বো৩হা। গো৩হা৩। হা। ও২৩৪বা। হা৩৪।

৫র র ২ ১২১২র ১র র৩১১১১
ঔহোবা। এ৩। অ'৩বিশ্বানিত্বরিতাভরেমা২৩৪৫।

* *

২র র১ ২র১ -- ২১ ১ ১-- র১
২। নথারশা। নিবীনন্তা। পুনানায়া২। প্রগায়ন্তা। শিশুয়ায়া২। জ্ঞৈংপ।

n ৩ ৫রর ১২ ২র র১
য়া২ ম্রি। ভূ২৩৪ঔহোবা। যতশ্রিয়এ৩। নমীবৎসাম। ম মাত জারি।

২ ১ -- র১ ২রর১ — ১ n ৩
সৃজতাগা২। ঘসাধনাম। দেবানায়া২ম। মদম। আ২ত্বা২৩৪

৫রর ১২ ২রর র১ ২র১ -- র
ঔ৩বা। দ্বিশবসমে৩। পুনাতাদা। ক্ষসাধনাম। যথাশার্দ্ধা২। যবীতয়ারি।

২র১ -- ১ n৩ ৫রর ১২ ১ ১১১১
যথামায়িত্রা২। যম। রূ২পা২৩৪ঔহোবা। যশস্তমমে৩উপা২৩৪৫।

* *

৩২ ৩২ ৫র ২ ২u ৩২ ৩র২
৩। নথা৩১। যশা৩১২৩৪। নিবী। দা৩ত্তা। পুনা৩১। নায়া

৫র ২ ২n ৩২ ৩২
৩১২৩৪। প্রগা। যা৩তা। শিশূ৩১মা। নয়া৩১২৩৪।

র ২ ২ ২n ৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২
জ্ঞৈংপ। রা৩য়িভূ। যতা৩১। শ্রিয়া৩। ও২৩৪বা॥ নমী৩১।

৩২ ৫র ২ ২n ৩২৭ ৫র
বৎসা৩১২৩৪ম। নমা। তূ৩৩ত্তায়িঃ। সৃজা৩১২৩৪। যসা।

৩ ২ ৩র২ ৩২ ৫ ২ ২
সা৩নাম্। দেবা৩১। নিয়া৩১২৩৪ম। মদম। আ৩ত্তারি।

৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২ ৩র২
দ্বিশা৩১। কসা৩ম। ও২৩৪বা॥ পুনা৩১। তাদা৩১২৩৪।

৫র ২ ২ ৩২ ৩২ ৫র ২ ২
ক্ষসা। ধা৩নাম্। যথা৩১শর্দ্ধা৩১২৩৪। যবী। তা৩যারি।

৩২ ৩২ ৫ ২ ২ ৩২ ৩২
যথা৩। মিত্রা৩১২৩৪। যশ। রূ৩পা। যশা৩১। তমা৩ম।

১ ৫ ৩ ৫
ও২৩৪বা। উ২৩৪পা॥

* *

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২১২র১ ২ৎ৩ ৫
৪। সখায়া ৩ আনি। ষীদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানায়া। প্রাগায়া ২ ৩ ৪ তা।

২ ১ ৭ ৫ n ৩ ২ ১৩১১১১
শিশুর্ন্নয়া। জৈ়ঃপা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ন্থিভূ ৬ ৫ ৬। যজ্ঞশ্রিয়ে ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১২র১ ২n৩ ৫
সমীগা ৩ বলয়। মাতৃ ২ ৩ ৪ ভারিঃ। সূক্তাভাগা। যাসাধা ২ ৩ ৪ নাম্।

২র১ ৭ ২ ১৩১১১১
দেবাবিয়াম। মদা ২ যা ২ ৩ ৪ ৫ ভা ৬ ৫ ৬ য়ি। বিশপদা ২ ৩৪ ৫ ম্।

২১র২ ৩ ৫ ২ৎ৩ ৫ ২ ১ ২১ ২^ ৩ ৫
পুনান্তা ৩ দক্ষ। সাপা ২ ৩ ৪ নাম্। যথাশর্দ্ধা। পাবীতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১ ৭ ৎ৩ ২^ ২ ১৩১১১১
যথামিত্রা। যবা ২ রু ২ ৩ ৪ ৫ পা ৬ ৫ ৬। যশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

৫ র ৩ ২n৩ ৫ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র১র ...
৫। সখা। যআও ২ ৩ ৪ বা। নিষাঘি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়প্রগা ২

৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ৫ ১ র ৬ ১ ১ ১ ১ ১ ২
য়তা ২ ৩ ৪ ৫। দারিরিশাও ২ ৩ ৪ বা। নযজৈঃপরিভূ ২ ৩ ৪ ৫। যাতা-

৩ ৫ ২ ৫র ৫ র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে। সমী। বৎসাও ২ ৩ ৪ বা। মমা। ভূতা-

৩ ৫ ২ ১র ২১র৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। সূক্তভাগয়সাধনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। দারিবা ও ২ ৩ ৪ বা।

১ ৩ ২ ১n৩ ৫ ২ ৫ র ৩র২n
দিয়শ্বদমত্তা ১ য়ি। ষারিশাও ২ ৩ ৪ বা। যদা ১ ম্। পুনা। ভাদা-

৩ ৫ ১ ১ ২n ৩ ৫ ১২র১ ২২র ১৩ ১ ১১১
ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষসা। ধানা। ও ২ ৩ ৪ বা। যথাশর্দ্ধায়বীতয়া ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

১২n৩ ৫ ২১র২১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২n৩ ৫
যাথাও ২ ৩ ৪ বা। মিত্রায়বরুণা ২ ৩ ৪ ৬। যাশাও ২ ৩ ৪ বা।

২
ভমা ১ ম্॥ ১·৩ ॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "পরম্", (২) "সুজ্ঞানম্", (৩) "দৈবোদাসম্", (৪) "পৌষ্কলম্" এবং (৫) "পৌক্তম্।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ক২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং

২উ ৩ ১ ২

বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিদায়কং) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (ব্যবধায়কং, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং বারমব্যয়ং' (অব্যয়ং জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি' (বিশেষরূপেণ) 'প্রাক্ষাঃ' (বিবিধং প্রক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অক্ষয়ং নিত্যজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি - ইতি ভাবঃ। (৮অ-৫খ—২সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সাধকদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান্ বেগবান্ বা 'সহস্রধারঃ' বহুধারায়ুক্তঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিতনং 'বারং' বালং পবিত্রং 'তিরঃ' ব্যবধায়কং কুর্ব্বন্ 'প্রাক্ষাঃ' বিবিধং প্রক্ষরতি। ক্ষরতেলু্ঙি রূপং। 'প্রবাজী'—'প্রসুবানঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন। সত্যটীর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই বলা যায়, কারণ সত্য

চিরদিনই পুরাতন, আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রভেদে তাহা চিরনূতন। সত্য নূতনত্ব ও প্রাচীনত্বের গণনার বাহিরে। কারণ উহা সনাতন অব্যয়, অনাদি। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, সুতরাং অনাদি অনন্ত পুরুষের শক্তিও অনাদি, অব্যয়, চিরনূতন চিরপুরাতন। তাই জ্ঞান প্রভৃতি ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না কেন, তাহাই অনন্তকালের সত্য, চির কালের সত্য। তাহা চিরকাল আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে।

নূতন ক্ষেত্রে, নূতন অবস্থায়, সেই চিরপুরাতন সত্যই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনন্ত মানবপ্রবাহ নূতন লোকের আগমনের দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। সত্য চিরদিন হিমাচলের মত অটল অচল ভাবে এক অবস্থায়ই আছে, কিন্তু যাহারা নূতন আসে তাহারা নূতন ভাবেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় সত্যকে নূতন বলিয়া মনে করে। তাই সত্য চিরনবীন। এই নূতনের জন্যই পুরাতনকে নূতনের বেশে সাজাইতে হয়, নূতন ভাবে নূতনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

বেদ মন্ত্র অনাদি অনন্ত। তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা ও অনন্ত চির পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ পুরাতন হইলেও ব্যবহারিক ভাবে নূতন। তাহারা এই বেদ মন্ত্রের মধ্যে সেই চির পুরাতন সত্যের সাক্ষাৎ পায়—'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন' কিন্তু এই সত্য ঘোষণার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করা, মানুষের মনে সত্যলাভের জন্য তথা সত্যসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। 'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন,' এই সত্যের দ্বারা মানবের মনে পরাজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা জাগিবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। অনুবাদটী এই, "প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ ৫খ ২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো

২র ৩ ২

গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সহস্ররেতাঃ' (বহুবীর্য্যোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদ্ভিঃ মৃজানঃ' (অমৃতৈঃ শুধ্যমানঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ শ্রীণানঃ' (জ্ঞানৈঃ শ্রীযুক্তঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (শক্তিমান, পরাশক্তিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।) ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সঃ' সোমঃ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। কীদৃশঃ ? 'সহস্ররেতাঃ' বহুরেতস্কঃ 'বহূদকঃ' 'অদ্ভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'মৃজানঃ' মৃজ্যমানঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণানঃ' শ্রয়মাণঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির প্রার্থনার ব্যপদেশে সত্ত্বভাবের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ সত্ত্বভাবলাভের জন্য কেন ব্যাকুল, তাহার আভাষও এই গুণবর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব—'সহস্ররেতাঃ'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। শুধু শক্তি থাকিলেই হয় না, শক্তির সদ্ব্যবহার করাও চাই। সত্ত্বভাব শুধু 'সহস্ররেতাঃ' নয়—তাহা শক্তিদাতাও বটে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইহাও একটী কারণ।

পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব ও পরাজ্ঞান পরস্পর অচ্ছিন্নসম্বন্ধযুত। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলে তৎসঙ্গে—পরাজ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান বলেই অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—'অদ্ভিঃ মৃজানঃ'—অমৃতপ্রাপক।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সেই

অনুবাদটী এই,—"জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ—৫খ—২সূ-২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো

২র ৩ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'যেমাণঃ' (নিয়ম্যমানঃ, উৎপদ্যমানঃ) তথা 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপঃসাধনৈঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কুক্ষা' (কুক্ষৌ, অন্তরে, সমীপে ইতি ভাবঃ) 'প্রযাহি' (প্রগচ্ছ, প্রকর্ষেণ গচ্ছ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং কঠোরতপোসাধনেন উৎপন্নেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং আরাধয়াম ইতি সঙ্কল্পমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ ২সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধক আমাদিগের দ্বারা উৎপদ্যমান ও কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোরতপোসাধনে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করি—ইহাই সঙ্কল্পমূলক ভাব)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—৩সা) ॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্ভিঃ 'যেমানঃ' নিয়ম্যমানঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কুক্ষা'। সপ্তম্যা ডাদেশঃ (৭৪৩৯)। কুক্ষৌ উদরভূতে কলশে বা 'প্রযাহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। সংহিতায়াং যেমান ইত্যত্র ণত্বং ॥ (৮অ - ৫খ - ২সূ - ৩সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী পবিত্র সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে—"আমরা যেন কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারি।" শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়াই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। আমরা যেন ভগবদারাধনার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। আগুনে যেমন আবর্জ্জনারাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, যাহা সারভূত, যাহা মহান, তাহাই বাকী থাকে। মানব-মনের মলিনতাও কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে দূরীভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বিনাশ হয়—তখন যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মহান, তাহাই মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে মানবের অন্তঃস্থলকে আলোকিত করে। সেই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বভাবের। মানব-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে তাহাতে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাহাতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন তাহার জন্যই এই প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস প্রস্তুতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্বর্য্যুগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" (৮অ—৫খ-২য়-৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১২র ১২ ১   ২ ১ র ২   ৫   ২ ১   ২১র
১। প্রবাজস্যক্সাঃ। সহস্রধারাস্তা ১ য়িরা ২ ৩ ৪ ঃ। হায়ি। পবিত্রাম্। বিবারা

৫   ৩   ৫   ৫   ১২র ১২ ১   ২ ১ র
২ ৩ ৪ ৮ হায়ি। আ ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি। সবাজস্যক্সাঃ। সহস্ররেতা-

৭   ৫   ২১র   ২র ১   ৫
অস্তা ২ ৩ ৪ য়িঃ। হায়ি। মৃজানাঃ। গোভায়িশ্রা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি।

১   ৫   ৫   ১র ২২ ১   ৭   ৫
পা ২ ৩ ৪ নো ৬ হায়ি। প্রাসোমযাহী। ইন্দ্রস্যকুক্ষানৃভা ২ ৩ ৪ য়ি। হায়ি।

২র১র   ২ ১   ৫   ১   ৫   ৫
যেমানাঃ। অদ্রিভা ২ ৩ ৪। য়িহায়ি। সু ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১২ ১ ২১ ২ র ১ ২
২। প্রবাজিযোবা। স্কাঃ। সহা ২ ৩ স্রা। ধারস্তাম্নিরাঃ। পবাম্নিত্রা ১

৪ ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
বা ২ ৩ ম্নিবা। রথ। অবো্যা ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। সবাজিযোবা। স্কাঃ।

২১ ২ র র ১ ২ ৪S ৫র ৩র ২
সহা ২ ৩ স্রা। রেতাঅস্নাম্নিঃ। মৃজানা ১ পো ২ ৩ তাম্নিঃ। শ্রী। গানো

২ র ১২ ১ ২১ ২ র ১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। প্রসোমযোবা। হাম্নি। ইন্দ্রাতা ২ ৩ কু। স্কানুতাম্নিঃ।

র ২ ৪s ৫ ৩ ২
যেমানো ১ আ ২ ৩ দ্রাম্নি। তিঃ। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১-৩। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) তথা 'যে' 'অর্ব্বাবতি' (অন্তিকদেশে, ভূলোকে ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) 'অদঃ' (অস্মিন্) 'শর্য্যণাবতি' (অন্ধকারময়ে দেশে—অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) বর্ত্তন্তে তে 'সুন্বিরে' (অভিষূয়ন্তে, বিশুদ্ধাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুযাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যাহা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"সোমবিষম্" এবং "জরাবোধীয়ম্।"

●

আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতদাদিত্যামৃগ্‌ত্যামিন্দ্রার্থং সর্ব্বত্র সোমাভিষবোহস্তীত্যাহ—'যে' 'সোমাসঃ' 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টেঽতিদূরে দেশে 'যে' বা 'অর্ব্বাবতি' অন্তিকে দেশে 'সুম্বিরে' অভিষূয়ন্তে 'যে বা' 'শর্য্যণাবতি'। কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে শর্য্যণাবৎসংজ্ঞাকং মধুর-রস-যুক্তং সোমাৎ সরোঽস্তি 'অদঃ' অস্মিন্ সরসি সুরসা যে সোমা ইন্দ্রায়াভিষূয়ন্তে। তে অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। (৮অ - ৫খ - ৩সূ—১সা)।

* . *

প্রথম (১১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:§:§:•——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র এই ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। ভগবান্ সত্ত্বময়, তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের হৃদয়েও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই সত্ত্বভাব সুপ্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। ভাগবতী শক্তি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। মানুষ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, তাহার মধ্যে কি মহতী শক্তি আছে। মেষধর্ম্মাচারী সিংহশাবকের মত সে আপনাকে হীন দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করে, মেষের ধর্ম্মপালন করাকেই সে আপনার স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে পর্য্যন্ত না সে আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার হীনবন্ধন মোচন হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কখনও তাহার এই মোহ নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে, তখনই সে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সিংহদলে আপনার স্থান করিয়া লয়, অজ্ঞানতাজনিত হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের মধ্যেও অনন্তশক্তির বীজ নিহিত আছে, সে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে হীন দুর্ব্বল ভাবে, অজ্ঞানতার বশে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। বস্তুতঃ মানুষ মেষ নয়,—সে সিংহ। ভগবানের কৃপায় যদি সে কখনও আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে তখনই আপনার মোহ—অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হইতেছে মানুষের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা হীনতা মলিনতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা সে আপনার

উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মধ্যেও সত্ত্বভাব আছে বটে; কিন্তু তাহার মলিন হৃদয়-আধারে স্থাপিত বলিয়া তাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে প্রেরণা দিতে পারে না। যখন মানুষ সাধনা দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে, যখন হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেইসঙ্গে মানব হৃদয়ের নিহিত সত্ত্বভাবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মুক্তিদায়ক করিতে হইবে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যকরী হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সুষিরে' অর্থাৎ অভিষুত, বিশুদ্ধ হইয়া। সত্ত্বভাব যখন পাপ মোহ প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সত্ত্বভাব কার্য্যকারী হয়। মন্ত্রের প্রার্থনাই তাই,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী যে সত্ত্বভাব আছে, আমাদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে, তাহা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'শর্য্যণাবতি' পদে আমরা "অন্ধকারময়ে দেশে, অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শর্য্যণাবতি' পদে অন্ধকারময় দেশকে লক্ষ্য করে। এই পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৪সূ—১৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্ধকারময় প্রদেশ বলিতে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় খনিস্বরূপ। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্নাদি বিরাজিত আছে। সেই মণি-রত্নাদি উপযুক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইলে তাহা বহু মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়। আমার অন্ধকার হৃদয়ে কোহিনুর-স্বরূপ সত্ত্বভাব-মণি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে আমরা সেই পরমরত্নকে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তিদায়ক করিতে পারি, মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের এবম্বিধ ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'পরাবতি' এবং 'অর্ব্বাবতি' পদদ্বয় দূরার্থক এবং নিকটার্থক দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যত্রও আমরা এই পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে স্বর্গ অতি দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। অজ্ঞানতা, পাপমোহ প্রভৃতির ব্যবধান থাকাবশতঃ মানুষ স্বর্গ হইতে দূরে অবস্থিতি করে। আর পাপতাপজীর্ণ এই মাটীর পৃথিবীই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান। তাই 'পরাবতি' ও 'অর্ব্বাবতি' এই দুই পদে দ্যুলোক ও ভূলোককে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ এই দুই পদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বই লক্ষিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বে যে সত্ত্বভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুক, মোক্ষলাভে সহায় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাব। বস্তুতঃ সত্ত্বভাব এক ও অখণ্ড; উহার বিভাগ নাই অংশ নাই। এক সত্ত্বভাবই বিশ্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান। উহা কখনও অবিশুদ্ধ নয়। উহা এক ও চিরবিশুদ্ধ। কিন্তু আধার-ভেদে উহা অবিশুদ্ধ ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই 'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনশ্চ—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এক বস্তুরই বিভিন্ন দিকমাত্র। সাধকের সাধনার স্তরভেদে এক বস্তুই স্বর্গ বা নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য এদেশ ওদেশ প্রভৃতি এক অখণ্ড দেশেরই বিভিন্ন নামমাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান মন্ত্রে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের কল্যাণে মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ক ৩ ২র
য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আর্জ্জীকেষু' (সরলেষু, অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু) তথা 'কৃত্বসু' (সৎকর্ম্মসাধকেষু) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, অপিচ 'পস্ত্যানাং মধ্যে' (সংহতচিত্তানাং, সংযতচিত্তানাং মধ্যে) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে 'বা' (অথবা, অপিচ) 'পঞ্চসু জনেষু' (চতুর্ব্বর্ণান্তর্গতেষু তথা তদ্বাহির্ভূতেষু জনেষু, সর্ব্বেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে তে অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অকুটিলহৃদয় জনে এবং সৎকর্ম্মসাধকে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' বা সোমাঃ 'আর্জ্জীকেষু' ঋজীকানামদূরভবাঃ আর্জ্জীকাদেশাস্তেষু তথা 'কৃত্বসু' কৃত্বান ইতি দেশাভিধানং, তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু চ; কিঞ্চ 'পস্ত্যানাং' সরস্বত্যাদীনাং নদীনাং 'মধ্যে' সমীপে চ যে সোমা অভিষূয়ন্তে। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতে' ত্যাদিষু নদীতীরে যজ্ঞকরণস্য শ্রবণাৎ; কিঞ্চ 'জনেষু পঞ্চসু' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা পঞ্চজনাস্তেষু। চ 'যে বা' সোমা অভিষুতাঃ। তে সোমা অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাবের কল্যাণে পরমার্থ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতির' উল্লেখ আছে, তদ্রূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে নানাবিধ লোকের কথা বলা হইয়াছে; যথা—'আর্জ্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। উহার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণ লোকের চির-পরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"কিম্বা যে সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনীও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"আর্জ্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখাতীরস্থ জনপদের (আধুনিক পাঞ্জাবপ্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। 'Five tribes'—Muir.

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোন কোন দেশে সোমরস প্রস্তুত হইত অথবা কোন কোন দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল তাহার একটা ছোটখাট তালিকা। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন। আবার বিবরণকার মন্ত্রান্তর্গত পদকয়েকটীর ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সকলের মতই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভাষ্যকার 'আর্জ্জীকেষু' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'ঋজীকানাং অদূরভবাঃ' আবার তাহাকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ঋজীক' নামে একটা প্রসিদ্ধ জাতি বা জনপদ ছিল, সেই জাতির বাসস্থান বা জনপদ হইতে 'আর্জীক' দেশ অধিক দূরে ছিল না। ভাষ্যকার সেই দেশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন 'ঋজুষু'। আমাদের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। আমরা অর্থ করিয়াছি —'অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু' অর্থাৎ যাঁহারা কুটিলতা পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সদ্ভাব সঞ্জাত হয় সেই সদ্ভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। 'আর্জ্জীকেষু' পদের লক্ষ্য তাহাই। 'কৃত্বসু' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কৃত্বান্ ইতি দেশাভিধানং তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' অনুবাদকারের ভাষায়—'কৃৎদেশে'। কিন্তু ভাষ্যকার ঠিক তাহা বলেন নাই। তাঁহার মনের ভিতর দুইটী ভাব খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয় প্রথম ভাব 'কৃত্ব' একটা দেশের নাম। কেবল এই কথা বলিলে শুধু দেশই বুঝাইত, কিন্তু ভাষ্যকার শেষাংশে বলিতেছেন -'তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'কৃত্ব' শুধু একটা নাম নয়—উহা কর্ম্মেরও সূচনা করে। উহা যেন কতকটা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উভয় অংশ একত্র করিলে, অর্থের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তবে উহা যে কেবলমাত্র নাম নয় ইহা সহজেই বুঝা যায় এবং এই ধারণা ভাষ্যকারের মনে ছিল বলিয়াই শেষে লিখিয়াছেন,—'কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' আমরা উক্ত পদে অর্থ করিয়াছি 'সৎকর্ম্মসাধকেষু'। উক্ত পদে কোন স্থানের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে করি নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতেষু স্থানেষু"। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

'পস্ত্যানাং মধ্যে' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত অর্থ এই যে,—সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী দেশ। ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন যে, এই দেশে সোমরস প্রস্তুত করিয়া ঋত্বিকগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং মন্ত্রে যে এই দেশকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকার তাহার এই মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'পস্ত্যানাং গৃহাণাং'। 'পস্ত্য' শব্দ সংহত করা অর্থমূলক 'স্ত্যৈ' ধাতু-নিষ্পন্ন। তাহা হইতে সংহত বা 'সংযত চিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সংযতচিত্ত পবিত্রহৃদয় সাধকগণের হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয় তাহাই প্রার্থনার লক্ষ্য। সুতরাং এই অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়।

'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয় লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন - চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত চারি জাতি এবং তদতিরিক্ত নিষাদ জাতি—এই পাঁচ জাতি। যদি এই পাঁচ জাতি দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহার কোন অনৈক্য নাই কিন্তু মনুসংহিতানুসারে আমাদের ধারণা এই যে,—'পঞ্চম জাতি' বলিয়া কিছু বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এই দিক দিয়া 'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু বিবরণকার অর্থ করিতেছেন,—'যজমানং

শচতারঃ ঋত্বিজঃ।' আমাদের ধারণা, ভাষ্যকারই এখানে অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু এই পদদ্বয় পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যানুসারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক তুমুল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন যে,—এই 'পাঁচ জাতি' বা 'পঞ্চজন' কে বা কাহারা। কাহারও মতে উহা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, আবার কাহারও মতে অন্য কোন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করে, যেমন মুর সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন - 'Five tribes' অর্থাৎ পাঁচজাতি। শুধু তাই নয়, এই পাঁচ জাতির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত নাই। এই গবেষণার কতক অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, এ সমস্ত পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (৮অ—২খ—৩সূ - ২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১২৩ ২ ৩১ ২

তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুবানাঃ, অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ, দেবভাবদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্বাঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'পবন্তাং' (প্রাপয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু - ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ - ৩সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক অমৃতপ্রবাহ সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'স্বানাঃ' সুবানাঃ তত্র চাত্র অভিষূয়মাণা 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপন-শীলাঃ স্তুত্যা বা 'ইন্দবঃ' 'গ্রহেষু' চমসেষু ক্ষরন্তঃ, 'তে' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দিবস্পরি' পরি-শব্দঃ পঞ্চমী-দ্যোতকঃ, অন্তরিক্ষাদাদিত্যাদ্বা 'বৃষ্টিং'। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ ৩অ০)" ইতি বৃষ্টি-কারণত্বাৎ। কিঞ্চ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রঞ্চ ধনাদিকং বা 'আ পবন্তাং' প্রাপয়ন্তু। যজমানঃ সোমেনাভিমতফলানি প্রাপ্নোতি খলু। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ ৩সূ - ৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত দুই মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্ব ও তজ্জনিত পরমকল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,-"সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।" ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার উভয়েই মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলকঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় ও ভাষ্যাদির প্রার্থনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যাৎ বা"- অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, আকাশ হইতে অথবা সূর্য্য হইতে। সূর্য্য হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ - অগ্নিতে যে সমস্ত আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সকল সূর্য্যে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়। এখানে একটা কথা দেখিতে হইবে যে,—ভাষ্যকার 'বৃষ্টি' পদে আকাশ হইতে যে জলধারা পতিত হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। এখানে কোন বৃষ্টিধারার কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান

...AKRIS... ...TE OF ... LIBRARY

মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থে মন্ত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। সত্ত্বভাব মানুষকে বৃষ্টি প্রদান করে না, আর সাধক ভাগবতী শক্তি—সত্ত্বভাবের নিকট হইতে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করেন না। প্রার্থিত বস্তু, ভগবানের করুণাধারা—অমৃত, যাহা লাভ করিলে মানুষ অমর হয়, মানুষের বাসনা কামনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই অমৃতপ্রবাহ লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দিবস্পরি' পদে তাই 'দ্যুলোককে' লক্ষ্য করে। আমরা সর্ব্বত্রই উক্ত পদে 'দ্যুলোক' 'স্বর্লোক' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই সঙ্গত অর্থ।

'সুবীর্য্যং' পদে পুত্র বা দাস-দাসী প্রভৃতি কোন বস্তুকে বুঝায় না—উহা দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—"হে ভগবন! আমাদিগকে আত্ম-শক্তিযুত অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।" (৮অ—৫খ—৩দ—৩সা)। *

—— * ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র ১ ২   ১ র ৩ ১   ২র ১   ২   ১   র ২
যেগোমাগোবা। পায়াবস্তায়ি। যেশার্শা ২ ৩ বা। তিসুষায়িরায়ি। যেবাদা ১

৪   ৫র   ৩ ২   ২ র র ১ ২   ১ ২ ১
শা ২ ৩ র্য্যা। পা। বতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ যঅর্জ্জীকোবা। যক্রন্থয়।

২র ১   ২   ১   র ২   ৪   ৫   ৩ ২
র্যোমাধ্যা ২ ৩ য়িপা। স্থিয়ানায়। যেণাজা ১ না ২ ৩ য়িষু। প। চস্যো-

২র র ১ ২   ১   ২ ১   ১   ২   র ১
৩ ৪ ৫ ঈ। তেনোবৃষ্টৌবা। দারিবস্পরায়ি। পবাস্বা ২ ৩ মা। সুবীরায়াম।

র ২   ৪   ৫   ৩ ২
স্বানাদা ১ য়িবা ২ ৩ দ্যাঃ। ই। দবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১-৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"সুরাবোধিয়ম্।"

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১ ২ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥ ১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃ চ ভবন্তি; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং; ত্বং হি করুণাময়ঃ; তৎ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। (৮অ-৬খ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৎসঃ' ঋষিঃ 'তে' তব 'মনঃ' পরমাচ্চিৎ' উৎকৃষ্টাদপি 'সধস্থাৎ' 'দ্যুলোকাৎ 'আ যমৎ' আযময়তি আগময়তি। কেন সাধনেন? 'ত্বাং' 'কাময়ে' কাময়া অভিলষন্ত্যা

'গিরা' স্তুত্যা 'কাময়ে' ইত্যাদীনি শে আদেশঃ পূর্ব্ববৎ। যথা ত্বাং কাময়ে অভিলষামি। 'কাময়ে'—'কাময়া' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথায়ও স্থির থাকিতে পারে না যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আদিভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না! তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়! এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর! তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে! তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আসুরক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত! তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি—চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমার প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংশ্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে—ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
৩ ১ ২
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চয়মেব) 'পুরুত্রা' (বহুদেশেষু—সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) 'সদৃঙ্' (সম্যকৃদৃষ্টিসম্পন্নঃ সমদর্শী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বিশ্বা দিশঃ' (সর্ব্বেষাং দিগ্ভাগানাং, বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ) 'প্রভুঃ' (ঈশ্বরঃ) 'অনু' (অনু অসি, ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু রক্ষালাভায় ইতি যাবৎ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্র সমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (৮অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'পুরুত্রা হি' বহুষু হি দেশেষু ত্বং 'সদৃঙ্ অসি' সমান-দ্রষ্টা ভবসি অতএব 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা দিশ 'অনু' লক্ষ্য 'প্রভুঃ' ঈশ্বরো ভবসি। ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'দিশঃ'—'বিদিশঃ' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবানের করুণালাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান্ 'পুরুত্রা' বহুদেশে অর্থাৎ সর্ব্বদেশে যিনি বিদ্যমান, অথবা যাঁহার নিকট কোন স্থানই দূরে নয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া তিনি আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিবিভ্রমকারী আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গভীর অরণ্যানি, অতল-স্পর্শী সমুদ্র, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব আছে। ভীষণ গিরিকান্তারে দুর্গম অরণ্যে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন পার্থিব কোন সাহায্যেরই আশা তাহার মনে থাকে না। তখন একমাত্র পরমপুরুষ করুণানিদান সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের কথাই তাহার মনে উদিত হয়—তাহাই তাহাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু কৈ, কোথায়ও তো কেহ নাই, কোথায়ও তো তাঁহার মন্দির দৃষ্ট হয় না, তিনি কোথায় আছেন তাহা তো মানুষের মনে উঠে না! শুধু হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হয়—মানব! ভয় নাই, ডাক সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভবভয়নিবারণ প্রভুকে। ভীত হইও না মানব! তিনি এই দুর্গম অরণ্যেও আছেন, তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই আছে, তাঁহার আবির্ভাব ছাড়া জগতের কোনও স্থান নাই। নাই বা বাজিল শঙ্খ ঘণ্টা, নাই বা উঠিল আরতির সুমহান্ স্বর, তাতে কিছু আসে যায় না। জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন মানব, বিশ্বের সেই মহাসঙ্গীতের নিকট মানবের সামান্য শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। সেই বিশ্বসঙ্গীতে যোগদান কর —যোগদান করিবার অধিকার লাভ কর। তবেই বুঝিতে পারিবে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মন্দির বিরাজিত আছে। চিন্তা করিয়া দেখ মানব, তোমার হৃদয়েও তাঁহার আসন স্থাপিত আছে। হৃদয় পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সেই মহাপ্রভুকে তোমার হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর, দেখিবে বিশ্বব্যাপী সেই পরমদেবতা তোমার হৃদয়সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন।

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে কেন? ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কি সেই সপ্ত আকাশ ভেদিয়া তাঁহার চরণতলে পৌঁছিতে পারে? মানুষের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি তো দু'দশ গজ দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যায়! তবে সে তাঁহাকে ডাকে কেন? মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে—ভগবান্ দূরে নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা-বশেই সে বুঝিতে পারে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। এই ধারণা লাভ করিবার জন্য উচ্চ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক করে না। ভগবান্ মানুষের মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন ও মায়ার বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সেই সহজ সিদ্ধান্ত ভুলিয়া যায়, সেই জন্যই জ্ঞানের

প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়ই অনন্ত জ্ঞানের খনি, কেবলমাত্র সেই খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কার নির্ম্মল করিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। মানুষ আপনার হৃদয়ের সহজ অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাই বেদ তাহাকে সচেতন করিবার জন্য বলিতেছেন -"পুরুত্রা হি"-তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়। তিনি 'সদৃঙ্'-সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার আপন পর ভেদ নাই-তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার রাগ নাই দ্বেষ নাই। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তো আপন পর কেহ থাকিতে পারে না। কারণ এই জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন্ অংশ আপন আর কোন্ অংশ পর হইবে?

তবে বেদ আবার যে বলিতেছেন,-'সমৎসু ত্বা হবামহে" রিপুযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আসিয়া আমাকে রিপুসংগ্রামে রক্ষা কর, আমার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইহার অর্থ কি? তিনি যদি সর্ব্বত্র-সমদর্শী তবে সাধকের রিপুকুল তিনি বিনাশ করিবেন কেন? পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মানুষের বটে, কিন্তু কোন অংশ যদি বিষাক্ত হয় তবে কি মানুষ সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে না? ইহাও যে তাই। জগতের মধ্যে যে বিষবীজ রহিয়াছে, যাহা জগৎকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিতে পারে তাহা তো বিনষ্ট করিতেই হইবে। রাজার নিকট সকল প্রজাই সমান বটে, কিন্তু রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিতা হয় না। ভগবানই ধর্ম্মের পরম ও একমাত্র রক্ষক তাই তিনি কেবল সাধককে রিপুযুদ্ধে সাহায্য করেন না, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন,-"সমৎসু ত্বা হবামহে" "ওগো বিপদের বন্ধু শত্রুনিসূদন! আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমি চারিদিকে ভীষণ রিপুকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল আমি আমার শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি। ওগো করুণাময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কেহই মানবকে বিপদের কবল হইতে, রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন অধর্ম্মের বিনাশের জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যেও যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, লোভ মোহাদি রিপুগণ মথা তুলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ওগো রাজাধিরাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ রিপুসংগ্রামে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।" মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনাই এই মন্ত্রমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাই॥ * (৮অ-৬থ ১সূ ২দা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।

১ ২ ৩ ১ ২
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (বলমিচ্ছন্তঃ, আত্মশক্তিং কাময়মানাঃ - বয়ং ইতি যাবৎ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে) 'অবসে' (রক্ষণার্থং, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ, প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ); 'বাজেষু' (আত্মশক্তিষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চিত্ররাধসম্' (বিচিত্রধনং, পরমধনং) প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিকামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। আত্মশক্তিলাভের জন্য পরমধন পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমৎসু' সমদেষু সংগ্রামেষু 'বাজয়ন্তঃ' বলমিচ্ছন্তো বয়ং 'অবসে' রক্ষণার্থং 'অগ্নিং' হবামহে। কীদৃশং? 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'চিত্ররাধসং' যাচনীয়-ধনং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে পরমধন পরাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ; উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞান।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—এই জ্ঞান। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু—জ্ঞান।

জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরা এবং অপরা। সাংসারিক মানবের দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে জ্ঞান, বস্তুর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহাকে অপরা জ্ঞান বলে; আর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান, যাহা চরমে পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে লইয়া যায়, যাহা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহাই পরাজ্ঞান। মানবের তাহাই চরম ও পরম কাম্যবস্তু। মন্ত্রে এই পরম বস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর 'অগ্নি' পদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—'সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য শক্তিকামী আমরা অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।' এখানে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ সংগ্রাম বলিতে কি বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বহুত্র বিশদ ভাবে বলিয়াছি যে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতে সু এবং কু, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ, তাহাই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সেই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেবতায় উন্নীত হইতে পারে, অথবা পশুত্বেও পরিণত হইতে পারে। মানুষ যদি সেই অন্তর্যুদ্ধে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নতুবা তাহাকে রিপুকবলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অধঃপতনের পথে চলিতে হয়। সেই সংগ্রাম কেই 'সমৎসু' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমৎসু' পদে সাধারণ যুদ্ধই বুঝায় তাহা হইলে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা গৃহস্থালীর কাজ চলে) মানুষকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অগ্নি' যুদ্ধের অস্ত্রও নয় সেনা বা সেনাপতিও নয়। সুতরাং যুদ্ধে 'অবসে' অর্থাৎ রক্ষা লাভের জন্য কিরূপে যে অগ্নি মানুষকে সাহায্য করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অন্যদিকে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। 'সংগ্রাম' বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে বাঁচিয়া থাকে—তাহার মধ্যে জ্ঞান থাকে বলিয়া। জ্ঞান না থাকিলে মানব জড়পিণ্ডে পরিণত হইত। সেই জন্যই মানুষের সত্যিকার প্রাণশক্তি জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়াছে।

যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, ভীষণ রিপুকুল তাণ্ডবনৃত্যে মানবের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। বিপদ হইতে-রিপুকবল হইতে—উদ্ধার লাভ করিবার জন্য মানুষ সেই ভগবৎশক্তি জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে পারে। জ্ঞানবলে অজ্ঞানতা পাপ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অজ্ঞান

সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়, তাই 'বাজয়ন্তঃ' অর্থাৎ শক্তিকামী সাধকগণ জানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)। *

* * *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২ ১ ২ ২
১। আস্তেবৎসাঃ। মনোয়মৎ। পরমাৎ। চিৎসধা ২৩ স্থাৎ। অয়ারিবা ৩ স্বা ৩।

৪ ৫ ৪ ৬ ২র ১২ ১র ২র
ময়োবা। গা ৫ য়িরো ৬ হায়ি। পুরুত্রাহী। সদৃঙ্ঙসি। দিশো। বিশ্বাঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
অনুপ্রা ২৩ ভূঃ। সমাৎস্থ ৩ ত্বা ৩। হবোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি।

২ ১২র ১র২ র ২ ১র ২
সমৎসুবা। য়িমবসে। বাজয়ন্তঃ হবামা ২৩ হায়ি। বাজায়িব্‌ ৩

২ ৪ ৫ ৪ ৫
চা ৩ য়ি। ত্ররোবা। ধা ৫ সো ৬ হায়ি (৩)॥ †

—•—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন্, বহুশক্তিশালিন, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসহং' (রিপূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা ;—"বাৎসম্"।

অভিভবিতারং, স্বাং) 'আ' (আহরেম, পূজেম—বয়ং ইতি শেষঃ); হে ভগবন! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি আমা-দিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৮অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্! 'বিচর্ষণে' বিদ্রষ্টঃ ইন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজঃ' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ 'আ ভর' আহর। 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' সচামহ ইতি শেষঃ। 'আভরওজঃ'-আরুতামোজঃ' ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে। তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতা লাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে-আত্মশক্তি। মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপাবস্থা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে

পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ—তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তিও জাগরিত থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্তৃক বৃহৎ 'আমি'র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্যান্ত ভেদ থাকে, সেই পর্যান্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে॥ (৮অ-৬খ—২সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ত্ব৺ হি নঃ পিতা বসো ত্ব৺ মাতা

২ ৩ ১
শতক্রতো বভূবিথ।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসপ্রদ, পরমাশ্রয় দেব!) 'ত্বং' 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' 'বভূবিথ' (ভবসি) তথা 'মাতা' ভবসি; 'অথ' (তদ্ধেতুনা) বয়ং 'তে' (তব) 'সুম্নং' (সুখং, পরমানন্দং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); তথা ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের একাদশী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতা হয়েন, এবং মাতা হয়েন; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পিতৃবৎ পালকো 'বভূবিথ' ভব 'ত্বং' 'মাতা' মাতৃবদ্ধারকশ্চ 'বভূবিথ'। অথ চ বয়ং 'তে' তব স্বভূতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে মানবের জন্য যে আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে সমর্থ। পরমধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে,—আমরা তো তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাঁহার পরমধন লাভ করিবার অধিকারী। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সহিত মানবের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, দুর্ব্বল হীন মানবকে যে পরমপুরুষের অতি নিকটতম স্নেহাস্পদ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাই মানবের পক্ষে পরম আশার কথা। ভগবানের সহিত মানবের এই নিকট সম্বন্ধের ধারণাই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে।

"ত্বং হি নঃ পিতা মাতা বভূবিথ—তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমি পালক, তুমি রক্ষক। তুমিই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এখানে পিতা ও মাতা উভয় শব্দই আছে। মাতা কেবল মাত্র আপনার স্নেহামৃত দানে সন্তানকে পরিতুষ্ট রাখেন। কিসে সন্তান সুখে থাকিবে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে অহর্নিশ জাগরূক থাকে। সামান্যমাত্র একটু বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলেই মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, কিসে সন্তানের গায়ে সামান্য মাত্র আঘাতও লাগিবে না, এই—চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। মাতৃহৃদয়—স্নেহ-কোমলতার আধার। সংসারমরুতে শান্ত-শীতল মন্দাকিনীধারার সৃষ্টি করে—মাতৃহৃদয়ের স্নেহামৃত। জগতে এই বস্তু আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানবের নিকট মাতৃহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর, মধুরতর আনন্দজনক ও শান্তিদায়ক জিনিষ আর নাই। তাই কোন মহান্ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয়

দিতে হইলেই তাহাকে মাতৃহৃদয়ের সহিত তুলনা করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রেও ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণ মানবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহ ভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভগবানের সেই পরমভাব বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার নিত্যপরিচিত পার্থিব মাতৃহৃদয়ের উদাহরণ দিতে হইল। বস্তুতঃ পার্থিব মাতৃহৃদয় সেই অসীম স্নেহপারাবারের আংশিক ছায়া মাত্র।

ভগবান্ মানবের কেবলমাত্র মাতা নহেন—পিতাও বটেন। কেবলমাত্র স্নেহসুধায় সন্তানের হৃদয়কে সরল কোমল করিয়া রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, সন্তান যাহাতে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, যাহাতে লোভ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী না হয় তাহার প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানকে কেবল মাত্র আদর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তিনি বজ্রকঠোর হস্তে শাসনও করেন। কারণ কেবলমাত্র স্নেহ প্রদর্শন, আদর করাই সমস্ত নয়, সত্যিকার মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহার চেষ্টা করাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাহাকে অপার করুণায় আপনার কোলে টানিয়া নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসনও করেন। সেই শাসন—ভগবৎদত্ত সেই শাস্তিই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনয়ন করে। ভগবান্ একাধারে মানবের পিতা ও মাতা।

শুধু তাই নয়। সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তির অধিকারী—মানুষও তেমনি ভগবানের পরমধন লাভের অধিকারী। তাঁহার সেই পরমধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি অকাম হইয়া যান। তাই সেই পরম ধন লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। "হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বেদ ভগবানকে কেবলমাত্র পিতা বলিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে মাতাও বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মে মানুষের সহিত ভগবানের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। বড়জোর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের ভাবটাই প্রবল। মানুষ ভৃত্যরূপে ভগবানের সেবা করিবে, তিনি প্রভুরূপে সেই সেবা গ্রহণ করিবেন, ভৃত্য যদি কোনরূপ অন্যায় করে তবে তিনি শাস্তি দিবেন, যদি কোন ভাল কাজ করে তবে পুরস্কার দিবেন—স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এই খানেই তৃপ্ত নয়। দাস্য-ভাবের স্থানও ভারতীয় সাধনায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান খুব উচ্চে নয়। ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সেবা ও আরাধনার সহিত একটু খানি

হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। দূর হইতে সেবা করিয়াই সাধক তৃপ্ত নহেন, তাঁহাকে আরও নিকটে, নিকটতম আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এই জগৎ—এই সংসার সাধনা পীঠ। এখানেই ভগবানের পূজা আরাধনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বে কোমলতার যে বিকাশ দেখে, সেই বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কোমলতার. স্নেহের মূর্ত্তি মাতাকে দেখিয়া মানব ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দেয়।' "ভগবান কেবল বজ্রধারী কঠোরহৃদয় শাস্তিদাতা নহেন, তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা মাতাও বটেন"-এই ধারণা মানুষকে আশ্বস্ত করে, সে নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা লইয়া ভগবৎচরণে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। শুধু তাই নয়, ভগবানে ও মানুষে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট হইবে, সাধনাও তত প্রগাঢ় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের সরসধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন?—তিনি পিতা আমরা সন্তান, সুতরাং তাঁহার দানের উপর আমাদের দাবী আছে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলে, সে 'দাবী' চলিত কি? আমাদের মতে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির এই পরিচয় মন্ত্রে পাওয়া যায়॥ (৮অ ৬খ—২সূ ২সা)।*

——— * ———

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ত্বা৺ শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।

১ ২ ৩ ১ ২

স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন যুক্ত, প্রভূতবলসম্পন্ন) 'পুরুহূত' (বহুভিঃ আরাধনীয়, সর্ব্বলোকারাধনীয়) 'শুষ্মিন্' (শোষক, পাপশোষক পাপনাশক হে দেব!) 'বাজয়ন্তং' (বলমিচ্ছন্তং, সাধকানাং আত্মশক্তিং কাময়মানং) 'ত্বাং' 'উপব্রুবে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রদেহি-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ ২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতবলসম্পন্ন, সর্ব্বলোকারাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদিগের আত্মশক্তিকামনাকারী আপনাকে আরাধনাকরিতেছি; সেই আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য

(সহসা বলেন স্তোতৃভির্যুক্তঃ কৃতঃ সহস্কৃতঃ) হে 'সংস্কৃত' ইন্দ্র! স্তুত্যা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে, তস্য সম্বোধনং। 'শুষ্মিন্' অতএব বলবন্! 'পুরুহূত' পুরুভির্বহুভির্যজমানৈ-রাহূতেন্দ্র! 'বাজয়ন্তং' বলমিচ্ছন্তং ত্বাং 'উপব্রুবে' উপ স্তৌমি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং সুবীর্য্যং ধনং 'রাস্ব' দেহি। 'সহস্কৃত'—'শতক্রতো ইতি পাঠৌ। (৮অ-৬খ ২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাপ্রখ্যাপক। ভগবান্ প্রভূতবলসম্পন্ন—তিনি সর্ব্ব শক্তিমান্। শুধু তাই নয়; তিনি যেমন শক্তিসম্পন্ন তেমনি 'বাজয়ন্তং'—তাঁহার সন্তানদিগকে শক্তি দিতেও ইচ্ছুক। দুর্ব্বল মানুষ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; তাই মানুষ তাঁহার নিকটে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। সকলই তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাই তিনি 'পুরুহূত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহার আরাধনা করে। এই 'পুরুহূত' পদের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ লুক্কায়িত আছে। "সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হই না? তাঁহার আরাধনা না করিলে তো শক্তি লাভের উপায় নাই! অতএব হে আমার মন! সেই পরমপুরুষের সেবায় রত হও।"—এবম্বিধ ভাব উক্তি পদের অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। তাঁহার করুণায়, তাঁহার আবির্ভাবে পাপ তিরোহিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি মানবহৃদয় হইতে পাপ শোষণ করিয়া লয়েন। তাঁহার নামগানে গুণকীর্ত্তনে পাপ পলায়ন করে। তাই তিনি শুষ্মিন্। তিনি পরমশক্তিশালী শক্তিপ্রদাতা, তাই তাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অধিগত হইবেন। (৮অ-৬খ—২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫র ১র র র ২র — —
তুবমা ৩ ইন্দ্রআভরা। ওজোনৃম্ন৬্ শতক্রতোবিচর্ষণাবি। আবৌ ২। হৌ ২।

১ ২ ৫ ২র১২ ৫র
হুবা ২ ৩ য়ি। রা ৩ ৪ পা। জনাসাহাম্। তুব৬্ হা ৩ য়িম্নঃ পিত্তাবসাউ।

১রর র র ২ — — ১ ৫
ত্বম্মাত্তাশতক্রতোবভূয়িয়া। অথৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ ৩ য়ি। ত্তা ৩ ৪

৫ ২র১২ ৫র ২ ৪ ৫র ১র র
য়িস্থ। ম্নমীমাহায়ি। তুবা৬্ শূ ৩ য়িগৎপুরূহুতা। বাজয়ন্তমুপক্রবেসহস্কৃতা।

২ — — ১ ২ ৫ ২র১২ র —
সনৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ ৩ য়ি। রা ৩ ৪ স্বা। স্তুবীরায়াম্। এ। হা ২

১ ২ ৫রর ২ ১২ ১১১১
এ ২ ৩। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫। *

— — * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ১ ৩২উ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।

২৩১ ২ ১ ৩ ১ ১
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব!) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং পরাজ্ঞানং চ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ—৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "উপগবায়ন।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, সর্বৈশ্বর্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ৮অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র! 'দাদাতং' ত্বয়া দাতব্যং যদ্ধনং 'মে' মম 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নাস্তি,' হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র! নঃ অস্মভ্যং 'উভয়া হস্তা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং তদ্ 'রাধঃ' 'আভর' আহর। 'মহিহ'—'মেহনা' ইতি ছন্দোগানাং বহ্বৃচানাং পাঠৌ॥ (৮অ ৬খ-৩সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১১৭০) সামের মর্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান! যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর। আমি ত সেই আশাতেই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি ত তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সব সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্ণেয় অস্বস্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে

থাকে। মানুষের ভিতরে ভগবান্ যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অশান্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায় সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অনন্তত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত—ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে!

সংসারের সুখদুঃখ—আশা নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই-ই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার চেয়ে কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছুই নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হঁ! নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমাময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।*

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২র ৩ ১ ২৩ ১২ ৩ ১ ২র

যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র২র ৩ ১ ২

বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্র-পর্ব্বেও দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'মন্যসে' (ধারয়সি) 'তৎ' 'দ্যুক্ষং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'আ ভর' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ); হে দেব! 'বয়ং' 'তে' (তব) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য তস্য) 'দাবনঃ' (দানস্য পাত্রাঃ, প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিদ্যাম' (স্যাম)। (প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধন শ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন প্রদান করুন)॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুক্ষং' অন্নং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'মন্যসে' 'তৎ' দ্যুক্ষং 'আভর' অস্মভ্যং। 'তে' তব সম্বন্ধিনো 'বয়ং' 'তস্য' তাদৃশস্তোকলক্ষণস্য 'অকূপারস্য' 'অকুৎসিতঃ' পারো অস্তো যস্য তাদৃশস্যান্নস্য 'দাবনঃ' দানস্য 'বিদ্যাম' স্যাম। 'দাবনঃ'—'দাবনে' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৬খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ সান্ত, তাহার জ্ঞানবুদ্ধিও সসীম। জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সে তাহার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। তাহার প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী সে চিনিয়া লইতে অক্ষম। ভিখারীকে যদি রাজভাণ্ডারের চাবি দিয়া তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বাছিয়া লইতে বলা হয়, তাহা হইলে ভিখারী কি তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? হয় তো সে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। সাধারণ মানুষও সেইরূপ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। একে তো তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তাহার উপর সে চারিদিকে মায়া-প্রলোভনের দ্বারা আক্রান্ত। আপাতঃমনোহর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। মোহ মায়া তাহাকে প্রকৃত পথে চলিতে দেয় না; মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে—পাপ প্রলোভন। তাই যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া অনন্তজ্ঞানময় মানবের পরমমঙ্গলকারী জগৎপিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই মানবকে হাতে ধরিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারেন। মানুষের ভুল হইতে পারে, তাঁহার ভুল হয় না। মানুষ মোহ-মায়ার বশীভূত হইয়া বিপথে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার তো ভ্রম হয় না, তিনি মায়া-মোহের অতীত। তাই জ্ঞানী সাধক ভগবানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাই তাহার প্রার্থনা,—"যৎ বরেণ্যং মন্যসে তৎ আভর"—যাহা তুমি আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে কর, যাহা আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে তাহাই আমাকে প্রদান কর। আমি অজ্ঞান,—কোন্ সামগ্রী পাইলে আমার অনন্ত পিপাসা মিটিবে, তাহা তো জানি না! তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষা শান্তির উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চল, আমি তো সেই পরম জ্যোতির্ময় মোক্ষমার্গ চিনি না। আমি যেন বিপথে না যাই, তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও, হাতে ধরিয়া লইয়া চল। দুর্ব্বল আমি; নতুবা পড়িয়া যাইতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, পরমধন-লাভে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।"

মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ভুল হয় না। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং তিনি মানবের জন্য যাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে তাহার চরম মঙ্গলই সাধিত হইবে। এই জন্যই একজন মহাপুরুষ বলিতেন,—'ভগবানের হাত ধরিয়া চলিও না, তিনি যেন তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে পরিচালিত করেন। ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ হয়তঃ একটা পাখী দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল এবং সেই জন্য আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বাবা যদি ছেলের হাত ধরিয়া চলেন। তবে তিনি ছেলের হাত ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। সুতরাং তাঁহার চরণে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই বোঝা নামাইয়া দিবার কথাই বলা হইয়াছে। সুখদুঃখ, আশানিরাশা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না; দেখিবে তিনিই তোমাকে চরম মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন! তুমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্র একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।" (৮অ—৬খ—৩সূ-২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব!) 'দিক্ষু' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, যথা সর্ব্বত্রবর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'প্ররাধ্যং' (প্রকর্ষেণ স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যং' 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) তেন (তেন মনসা) অস্মাকং 'সাতয়ে' লাভায়, প্রাপ্তয়ে—পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়মপি, প্রভূতপরিমাণং ইতি ভাবঃ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ দর্ষি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং তথা আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ - ৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদিগের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র। 'তে' তব 'দিক্ষু' 'প্ররাধ্যং' প্রকর্ষেণ স্তুত্যং 'শ্রুতং' 'বৃহৎ' মহৎ যৎ 'মনঃ' 'অস্তি' 'তেন' মনসা হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র। 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বাজং' অন্নং 'আ দর্ষি' আদারয়সি, 'সাতয়ে' অস্মৎ সম্ভজনায় লাভায় বা। 'দিক্ষু'—'দিবক্ষু' ইতি পাঠৌ॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ৮।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮।

* * *

তৃতীয় (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট আত্মশক্তি ও পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অদ্রিব' বলিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর বুঝায়; কিন্তু আমরা তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে ইচ্ছা করি! পিতৃরূপে তিনি শাসন করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতার কোমল মূর্ত্তিও তো ধ্যান করি! কিন্তু এ যে একেবারে পাষাণ, যাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দয়া নাই মায়া নাই—কেবলমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, এ যে আলোকবিহীন আগুন! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন বিশ্ব-শত্রুগণের প্রাদুর্ভাব হয়, যখন জগতে অধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন ভগবানের এই রুদ্রমূর্ত্তির আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ধ্বংসের আবশ্যকতাও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। বাগানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহার পার্শ্বে যে কণ্টকলতা দেখা দেয়, তাহা উৎপাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেইরূপ বিশ্বে যখন পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ করেন। এখানে পাষাণ-কঠোররূপ ধারণ না করিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে চলিবে। ভগবানের রুদ্ররূপের জন্যই মানব বিপদ আপদ ও শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ভগবানের রুদ্ররূপকেই এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহারই "দক্ষিণং মুখং" এর নিকট পরিত্রাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দক্ষিণং মুখং' অর্থাৎ মঙ্গলময় রূপ। যিনি ধ্বংসকারী;—প্রলয়ই যাঁহার কার্য্য। তিনি মঙ্গলময় হইবেন কিরূপে? উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আরও এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে 'অদ্রিব'—পাষাণ কঠোর দেবতাও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানকে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এই রুদ্র মূর্ত্তিতেই তিনি মানুষকে বিপদ ও পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, তেমনি বিশ্বমঙ্গলের জন্য সংহারকর্ত্তাও বটেন। তাই 'অদ্রিব' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে তাড়না করেন, তাহাকে শাসন করেন তাহার মঙ্গলের জন্য, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য; পরমপিতা ভগবানও তেমনি, আমরা বিপথে পরিচালিত হইলে, সেই কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন জন্য আমাদিগকে 'অদ্রিব' রূপে শাসন করিয়া থাকেন। পুত্রের শাসনে পিতার যে উগ্রমূর্ত্তি প্রকট হয়, মন্ত্রের 'অদ্রিব' পদে সেই উগ্র কঠোর মূর্ত্তির ভাবই উপলব্ধি করি।

মন্ত্রে আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আপনাকে বহুপরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবতাব

জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে বজ্রধর ইন্দ্র ! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।" (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥ *

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র ২

১। যদিন্দ্রচিত্তমই। হনা ৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা ২ ৩ন্নাঃ।

১ -- ১ ২ ১ ১ ২

বীবী ২। দদসা উ। উভয়া ২ ৩ হা। স্ত্যায়া ২ ৩। ভা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩।

৩ ৪৫র র ৩২ ৩ ৪ ৫ ১ র র

যমস্তসেবয়ে। পিয়া ৩ ম্। আয়িন্দ্রা। দ্যুক্ষস্তদাভর। বিভামা ২ ৩ তা।

১ — ১র র ২ ১ ১ ২

ভাতা ২। তেবয়াম্। অকুপা ২ ৩ রা। ভাদা ২ ৩। বা ২ ৩ সা

৩ ৪র৫ র ৩২ ৪ ৫ ১ র

৩ ৪ ৩ঃ॥ যত্তেদিক্সুপ্র রা। দিয়া ৩ ম্। মানাঃ। অস্তিশ্রুতম্ বৃহৎ। তেনদা।

২ ১ -- ১ র৪ ২ ২ ২

২ ৩ র্চা। চায়িবা ২ য়িৎ। অদ্রিবাঃ। আবাজা ২ ৩ দা। যায়িসা ২ ৩।

১ ২ ১

ভা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র৭র ১ ৭ -- র ১ ২

২। যদিন্দ্রা ২ ৩। চিত্রমইহ। নাস্তী। ত্বদা ৩ তামদ্রাদ্রিবো ২। রাধাস্তম্নো ৩।

১ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ৫

বিদা ২ বা ২ ৩ ৪ সাউ। উভা ও ২ ৩ ৪ বা। যাহাও ২ ৩ ৪ বা। ত্রিয়া ৫

২১ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ ১ ২ --

ভয়া॥ যমস্তা ২ ৩। সেবরেণিম। আ'য়ন্দ্রা। দ্যুক্ষা ৩ স্তাদা ১ ভারা ২।

১ ২ ১ ন ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩

বিভামস্তা ৩। স্ততা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ য়াম্। আকাও ২ ৩ ৪ বা। পারাও

৫ ৪ ২ ১ র ৪ ৫র ৪ ৫ ২

২ ৩ ৪ বা। স্তদা ৫ নাঃ॥ যত্তেদা ২ ৩ ক্ষুপ্ররাধিয়ম। মানাঃ। অস্তী ৩

১ ৭ -- র ১ ২ ১ ^ ৩ ৫ ১ ২ ৩

শ্রুতম্ বৃহা ২ ৎ। তেনাদৃচা ৩। চিদা ২ দ্রা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ। আবাও ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ন ৭ ৫ ৪

বা। জান্দাও ২ ৩ ৪ বা। যিসা ৫ ভয়ায়ি। তো ৫ ঈ। ডা। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,—'বিক্রম' এবং 'বশিষ্ঠাপ্রিয়ং'।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিক।—নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

* *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং জজ্ঞানং হর্য্যতং মৃজন্তি

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিশুং' (প্রশংসনীয়ং, উত্তমং) 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, সাধকানাং হৃদি উৎপাদ্যমানং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং, যদ্বা — পাপহারকং) শুদ্ধসত্ত্বং 'গণেন' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'মৃজন্তি'

(শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি), তথা 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, প্রাজ্ঞাঃ) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'শুম্ভন্তি' (পাবয়ন্তি, পবিত্রং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যেন' (স্তুত্যা) প্রীতঃ 'সন' 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) সঃ 'কবিঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'রেভন্' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অত্যেতি' (প্রাপ্নোতি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিবেকজ্ঞানে উৎপন্নে সতি সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধঃ ভবতি; অপিচ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশংসনীয় সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সহিত বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞানের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—১খ—১সূ—১সা) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শিশুং' ইদানীমুৎপন্নত্বাচ্ছিশুবদ্বর্ত্তমানং। যদ্বা, পাপানি তমকুর্ব্বন্তং বিনাশয়ন্তং। 'জজ্ঞানং' প্রাদুর্ভূতং অতএব 'হর্যতং'। হর্য গতিকান্ত্যোঃ (ভ্বা০ প০); ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা অতচ্। সর্ব্বৈঃ কাময়মানং সোমং 'মৃজন্তি' 'মরুতঃ' শোধয়ন্তি। কিঞ্চ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ সোমং 'গণেন' আত্মীয়েন সপ্তসংখ্যাকেন 'শুম্ভন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। ততঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'সোমঃ' 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণৈব 'কবিঃ' শব্দয়িতব্যঃ সন্ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ সহ 'পবিত্রং' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'বিপ্রাঃ'—ইতি ছন্দোগাঃ, 'বহ্নিঃ' ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি। ১।

* . *

প্রথম (১১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——§——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সাধকহৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাকে মোক্ষপথের সহায় করিতে হইলে, তাহার সহিত দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। সেই শক্তিই মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। সেই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয়, মানুষের বিবেক জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ আপনা হইতেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার হৃদয়ের হীনতা মলিনতা দূরীভূত হয়। মন নির্ম্মল হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। সুতরাং তাহার অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব ও দেবভাবসমূহ পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখা দেয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন'। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিবেক-শক্তি মানবের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তাহার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্মে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হয় না। হীনতা নীচতা তাঁহার জীবনে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না, কাজেই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহান—সে সমস্তেরই বিকাশ সাধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন।

এখানে কয়েকটী পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। সত্ত্বভাব 'জজ্ঞানং' উৎপাদ্যমান, অর্থাৎ সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে সকলের হৃদয়েই তো সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তবে সাধকদিগের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়েন, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? সকলের মধ্যে, এমন কি বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু তাহা সাধকের হৃদয়েই বিকাশ লাভ করে এবং সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেই তাহা মোক্ষযাত্রার প্রকৃত সহায় হয়। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি 'শিশুং' পদে শৈশবাবস্থার ভাব মনে আসে। শৈশবকালে অন্তরের সত্ত্বাবরাজি মৃত্তিক-প্রোথিত বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজে জলসেচন না হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না; উৎকর্ষাদিরূপ সেচনাভাবেও হৃদয়স্থিত সত্ত্বাদির বীজেরও সেইরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। 'শিশুং' পদে এখানে সেই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে, উপরেই বলা হইয়াছে।

'হর্য্যতং' পদে ভাষ্যকার "সর্ব্বৈঃ কাময়মানং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাও সঙ্গত নহে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অপরন্তু উক্ত পদে পাপহারক অর্থও প্রকাশ করে। আমরা সেই অর্থও প্রদান করিয়াছি। পাপহারক বস্তুও সাধকের পরম কাম্য; সুতরাং 'হর্য্যতং' পদের উভয় অর্থের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার "স্তুতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও কারণ প্রদান করে নাই। অন্যত্র উক্ত পদেই গরু গব্য, ইত্যাদি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন অর্থ সংযোজিত হইল। আমরা

পূর্ব্বাপরই উক্ত পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (৯ম-১খ ১সূ-১সা)॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩ ২
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ৎ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋষিমনা (সর্ব্বদ্রষ্টা মনঃ যস্য, সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ঋষিকৃৎ' (সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, সর্ব্বস্য জ্ঞানপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ষা' (সর্ব্বদা সম্ভক্তা, সর্ব্বেষাং মঙ্গলসাধকঃ) 'সহস্রনীথঃ' (বহুস্তোতৃকঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ঃ) 'কবীনাং' (মেধাবিনাং, সাধকানাং) 'পদবীঃ' (স্খলিতানাং পদানাং সংযোজয়িতা, বিপদাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—বিপথগামিনাং সৎপথি স্থাপয়িতা) 'তৃতীয়ং ধাম' (স্বর্লোকং) 'সিষাসন' (প্রাপ্তুং ইচ্ছন্, প্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্তুপ' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'বিরাজং' (বিশেষেণ রাজন্তং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুরাজতি' (প্রকাশয়তি—সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্বলোকারাধনীয়ং স্বর্গপ্রাপকং পরমমঙ্গলসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি।)॥ (৯অ-১খ-১সূ-২সা)॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদর্শনশীল সর্ব্বজ্ঞ, সকলের জ্ঞানপ্রদাতা সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্তৃক আরাধনীয়, সাধকদিগের (বিপদ হইতে) ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ বিপথগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকস্থাপক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হইয়া সাধকদিগের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে, সাধকগণ সর্ব্বলোকারাধনীয় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'ঋষিমনাঃ' সর্ব্বদর্শনশীলমনস্কঃ, অতএব ঋষিকৃৎ' সর্ব্বস্য দর্শনকর্ত্তা প্রকাশনস্য কর্ত্তা 'স্বর্ষাঃ' সর্ব্বস্য সূর্য্যাস্য বা সম্ভক্তঃ 'সহস্রণীথঃ' নীথা স্তুতিঃ॥ বহুবিধস্তুতিকঃ 'কবীনাঃ' ক্রান্ত-প্রজ্ঞানাং মধ্যে 'পদবীঃ' স্বাক্তানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা যঃ সোমো বিশুতে স 'মহিষঃ' মহান পূজ্যো বা সোমঃ তৃতীয়ং ধাম' দ্যুলোকং 'সিষাসন' সম্ভক্তুমিচ্ছন 'স্তুপ' স্তূয়মানঃ সন্ 'বিরাজং' বিশেষেণ রাজন্তং দীপ্যমানমিন্দ্রং 'অনুরাজতি' প্রকাশয়তি ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (১১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা 'ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে স্বাক্তানাং পাদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা' অর্থাৎ যিনি মানবকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যপথে স্থাপিত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই 'পদবীঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। মানবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎশক্তি বর্ত্তমান আছে। যখন সেই শক্তি জাগরিত হয়, তখন মানব আপনার ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে। কারণ আপনার নবজাগরিত শক্তি প্রভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করিতে পারে এবং তদনুসারে সে তখন আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান মানবের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সৎজ্ঞানরূপে বিরাজিত আছেন। বিবেকরূপে তিনি মানবকে সর্ব্বদাই মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানুষ সাংসারিক লোভ-মোহের মধ্যে থাকিয়া এবং মায়া-মোহের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেক সময় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে। নিজের অপকর্ম্মের ফলে অজ্ঞানতার বশে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান শিখা আছে, তাহা অজ্ঞানতারূপ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সৎকথন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই ভস্ম অপসারিত হয়। যখন জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতাকুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তখন সে সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষকে ঘেরিয়া আছে—অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সেই কাল পর্দ্দা মানুষের দৃষ্টিরোধ করিয়া রাখে, তাই তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হয়। দৃষ্টির উপর কাল পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় পথের সন্ধান পায় না। আবার কখনও সৌভাগ্যবশে সেই পথের আভাষ তাহার নেত্রে প্রতিফলিত হইলেও সেই পথে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। অন্ধকারে সেই পথে চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া যায় পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়। পথ জানিলেও সে পথে চলিবার শক্তি থাকে না। সাধকগণও এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অন্ধকারে তাঁহাদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু পদস্খলন হইলেই নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবরূপ পরম বস্তু দিয়াছেন। যখন মানুষ অন্ধকারে - মোহমায়ার চোরাগর্ত্তে পড়িয়া যায়, তখন হৃদয়ের সেই ঐশীশক্তি, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ যদি প্রজ্বলিত করিতে পারে, তবে অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। শুধু তাহা নয়, মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে চলে, তবে তাহার হৃদয়স্থিত সদ্ভাব তাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়, ভ্রান্তপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই যে হৃদয়ের সতর্ক বাণী, ইহাকেই সাধারণতঃ 'বিবেক-বাণী' বলা হয়। কোন কোন সৌভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে এই বিবেকশক্তি এত প্রখর যে, তাহারা কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে পারে না। কোনও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই ভাগবতী শক্তি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। তাঁহারাও সেই অনুশাসন শুনিয়া প্রকৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করেন। একজন ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত বালকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা হইতে বিবেকবাণীর শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। উক্ত বালক একদিন অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। এমন সময় বালকগণ কতকগুলি ভেক দেখিতে পায়। তাহারা আমোদ করিবার জন্য ঐ নিরীহ জীবগুলির উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে। ঢিলের আঘাত পাইয়া ভেকগুলি এদিক ওদিক লাফাইতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া বালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লাঠি দ্বারা ভেকগুলিকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বকথিত বালকটিও তাহার ক্রীড়াসঙ্গীদের দেখাদেখি ঢিল ছুড়িতে প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় সে স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নিজের অন্তর হইতে বলিতেছেন—"ঢিল ছুড়িও না, ওটা অন্যায়।" অমনি তাহার হাত হইতে ঢিল পড়িয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্রের হৃদয়ে ভাগবতী শক্তি বিবেকজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। তিনি আনন্দভরে বালককে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, উহা ভগবানের বাণী। তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তিনি সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার এই সতর্কবাণী অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিও - জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে না। জীবনধারণ সার্থক হইবে।" মাতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সেই বালক বিবেকবাণী অনুসারে চলিয়া পবিত্র ও মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকগণ এখানে বিবেক সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ ও তদ্ব্যটিত নানা সমস্যার উল্লেখ করিতে পারেন। দার্শনিকদের মধ্যে বহুবিধ মতের প্রচলন আছে এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও মতবাদই আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। আমরা বর্ত্তমানে সেই সকল তর্ক-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না; মোটামোটী ভাবে মানবের অন্তর্নিহিত এই ভাগবতীশক্তি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব মাত্র। দার্শনিকদিগের মধ্যে একশ্রেণীর পণ্ডিত 'বিবেক' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতের সমালোচনার প্রয়োজন নাই এবং বর্ত্তমান স্থলে আবশ্যকও বোধ করি না। অন্য একশ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'বিবেক' একটা 'সংস্কার মাত্র। মনুষ্য-সমাজের মধ্যে থাকিয়া, মানব-সমাজের রীতিনীতি আলোচনা করিয়া ব্যবহারিক ভাবে মানুষের মনে ভাল মন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে গিয়া যদি সেই প্রচলিত ধারণায় আঘাত পড়ে, তবেই মানুষ অভ্যাস বশে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সেই আঘাত জনিত যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই 'বিবেক' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং উহা কোনও দৈবীশক্তি নহে;—উহা মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল মাত্র।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের তর্কের মধ্যে যে সত্য নিহিত নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, মানুষ আদিতেই ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে? ভেককে ঢিল মারিলে সেও দুঃখ পায়, এবং ইতর প্রাণীকেও দুঃখ দেওয়া অন্যায় - এই মনোভাব কোথা হইতে প্রথমে বালকের মনে আসিল? দার্শনিকগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—ভগবানই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন; তিনি বিবেকরূপে মানবের হৃদয়ে বাস করেন।

শুধু তাই নয়। তিনি যে মানুষকে কেবল সতর্ক করিয়া দেন, তাহা নহে; মানুষ পথভ্রান্ত হইলে তাহাকে তিনি সুপথে আনয়ন করেন। তিনি 'পদবীঃ'; কেননা, কেহ যদি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ভ্রান্ত বিপথগামী তাঁহার সন্তানকে তিনি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথ প্রদর্শনে তাহাকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন। কেবল মাত্র সতর্ক করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার মহিমা নয়, তিনি পাপীকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। পাপের মলিন পথ হইতে তিনি মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যশালী বালকের ন্যায় হয়তো সকলের বিবেকজ্ঞান এত স্পষ্ট নয়, অথবা সেই বিবেকবাণী শুনিবার মত শক্তিও হয়তো সকলের নাই। কাজেই ভগবানের সেই সতর্ক-বাণী না শুনিয়া হয়তো অনেকে অধঃপতিত হয়। আবার অনেকে সেই বাণী শুনিতে পাইয়াও অজ্ঞানতা-বশে তাহা অবহেলা করে; সুতরাং বিপথগামী হইয়া, পদস্খলন হয়। তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিন পতিত থাকিবে? তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার

দুর্ব্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ প্রদান করিয়াছেন। যখন সেই জ্ঞান-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন অজ্ঞানতার কুহেলিকা দূরীভূত হইবে, মানুষ সত্যপথ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সত্যপথ দেখিতে পাইলেই কি সেই পথে চলা সম্ভবপর হয়? মানুষ—দুর্ব্বল; মানুষ পথের সন্ধান পাইলেই তো তাহা অবলম্বন করিতে পারে না! আবার সে যদি পথভ্রান্ত হয়, বা মোহমায়ার ফাঁদে পতিত হয়; তবে সেই মোহজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করা তো সহজ নয়! দুর্ব্বল মানুষের সে শক্তি কৈ? ভগবানই মানুষের মনে সেই শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে "পদবী" অর্থাৎ ভ্রান্ত পদস্খলিত মানুষকে বিপথ হইতে ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। যখন জ্ঞানবলে মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে এবং সত্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বের অপরিসীম শক্তিবলেই সে আপনার ভ্রমসংশোধন করিতে পারে, মায়ামোহের বেড়াজাল সবলে ছিন্ন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যেমন বিপদ আছে, তেমনি বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় বিধানও করা হইয়াছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'পদবীঃ' পদ মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল পতিত মানুষকে নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন, ভয় নাই মানব! তুমি যতই কেন দুর্ব্বল হও না, তোমারও বল আছে! ভগবান্ যে দুর্ব্বলের বল! তিনি তোমারও উদ্ধারের জন্য উপায় বিধান করিয়াছেন। ভীত হইও না মানব! তাঁহার প্রদত্ত শক্তির অনুধ্যান কর, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তুমিও শক্তি-লাভে সমর্থ হইবে। পতিত মানব! তোমারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যে পতিতপাবন! ভ্রান্তিবশে যদি তুমি বিপথে গিয়াই থাক, যদিই বা তোমার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনিই তোমার ভিতরে যে শক্তি-বীজ দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন কর, তাহাতেই তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহাই তোমাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবে—সেই শুদ্ধসত্ত্বই 'পদবীঃ'।

কিন্তু সত্ত্বভাবের দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? সত্ত্বভাব কিরূপে মানুষকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তাহার উত্তর-স্বরূপ যেন বলা হইতেছে, 'ঋষিমনা' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সমস্তই দর্শন করেন, সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং মানুষ কেন এবং কিরূপে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এবং কিরূপেই বা সে আবার উন্নীত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তিনি জানেন। রোগ নির্ণীত হইলে এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেলে তাহা প্রয়োগ করা কষ্টকর নয়। অধঃপতনের কারণ নির্ণীত হইলে, সেই কারণ দূরীভূত করা যায়; সুতরাং অধঃপতন নিবারিত হয়। অধঃপতন হইতে উদ্ধারের উপায় জানা থাকিলে পতিত জনকে আবার সন্মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহার পাপকালিমা দূরীভূত করা যায়। তাই 'ঋষিমনা' পদের সার্থকতা।

আপিচ, সত্ত্বভাব কেবল 'ঋষিমনা'—সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহা 'ঋষিকৃৎ'—সকলের জ্ঞানপ্রদাতাও বটে। অজ্ঞান মানবের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করে; সেই

জ্ঞান-বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত করিতে সমর্থ হয় ;—পরিষ্কারভাবে মানবজীবনের প্রকৃত কাম্যবস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হয়, যখন মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সে স্পষ্টভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে ; মানব-জীবনের উপর এই পাপ ও পুণ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাপ ও পুণ্য অথবা 'সু' ও 'কু'—ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিতেই আগ্রহান্বিত হয়। পতন ঘটিলেও তখন পুনরুত্থান তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া যায়। সুতরাং এই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সত্ত্বভাব আপনার 'পদবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা সাধন করিতে পারে।

সত্ত্বভাব সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'স্বর্ষা' অর্থাৎ সকলের মঙ্গলদায়ক। সত্ত্বভাবের বলে যে কেবল পতিত মানবই সৎপথে পুনরাগমন করিতে পারে তাহা নহে ; এই ঐশীশক্তিবলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্মার্গগামী হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করে। বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান এই শক্তি মানুষকে অনবরত মোক্ষমার্গের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবেক যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেয়, সত্ত্বভাব সেইরূপ বিশ্ব-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সেই মহাশক্তির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। জগতে যদি সত্ত্বভাবের ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব অচিরে ধ্বংসের পথে চলিত। বিশ্বশক্তির মূলে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছে।

এমন যে পরম মঙ্গলদায়ক সামগ্রী, তাহাকে পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই প্রার্থনা করিবে। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে যাহা সৎ পবিত্র, যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা মানুষ স্বভাবতঃই পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। মানুষের মনে যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহাই মানুষকে কল্যাণের সন্ধানে প্রেরণ করে। তাই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সহস্রনীথ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গমন করেন, এবং তাহার সঙ্গে লয়েন—পরাজ্ঞান। 'বিরাজং অনুরাজতি' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—স্বর্লোক'। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। সপ্তলোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে স্বর্লোক। সুতরাং 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে স্বর্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মহিষঃ' পদে ভাষ্যকার বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"মহান্ পূজ্যঃ"। কিন্তু অন্যত্র প্রায় সকল স্থলেই 'মহিষ' নামক পশুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মর্ম্মানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায় ; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব ; কবিদিগের পদস্থানিত

হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে। (৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)*।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং

১ ২ ৩ ১ ২
ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চমূষৎ' (চমসে স্থিতঃ, হৃদি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনঃ শকুনঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলপক্ষীবৎ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বিভৃত্বা' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু বিচরণশীলঃ) 'গোবিন্দুঃ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'দ্রপ্সঃ' (উদকসংমিশ্রঃ, অমৃতময়ঃ) 'আয়ুধানি বিভ্রৎ' (রক্ষাস্ত্রাণি ধারয়ন্, রক্ষাস্ত্রযুক্তঃ) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'সচমানঃ' (সেবমানঃ, প্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ পূজ্য—সঃ দেবঃ ইতি যাবৎ) 'তুরীয়ং ধাম' (পরমানন্দদায়কং স্থানং) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বিবক্তি' (সেবতে—সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদিস্থিত ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতপ্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দ দায়ক স্থান অমৃতসমুদ্র সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।)। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চমূষৎ' চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি চমবশ্চমসাস্তেষু সীদন্ যদ্বা, চম্বৌ অধিষবণফলকে তয়োবর্ত্তমানঃ 'শ্যেনঃ' শংসনীয়ঃ 'শকুনঃ' শক্তেঃ সামর্থ্যকারী 'বিভৃত্বা'। হরতেরাতোমানিন্নিত্যাদিনা (৩।২।৭৪) ক্বনিপ্। পাত্রেষু বিহরণশীলঃ 'গোবিন্দুঃ' যজমানানাং গবাং লম্ভকঃ। বিন্দুরিচ্ছুরিতি উ-প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতঃ। 'দ্রপ্সঃ' ধারয়ন্ 'অপাং' উদকানাং 'ঊর্ম্মিং' প্রেরকং 'সমুদ্রং'। অন্তরিক্ষনামৈতৎ (নিঘ০ ১।৩)। অন্তরিক্ষং 'সচমানঃ' সেবমানঃ 'মহিষঃ' মহান্ য এবংবিধঃ সোমঃ স 'তুরীয়ং' চতুর্থং ধাম চান্দ্রমসং স্থানং 'বিবক্তি' সেবতে সূর্য্যালোকস্যোপরি চন্দ্রমলোকো বিদ্যত ইতি যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ সমাবৃত্ত্যাদিত্যশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণামধিপতিঃ সপ্তমণ্ডবৈচিত্র্যস্তেন্দ্রৈস্ত্রৈক্যমিতে। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের অথবা তদীয় শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া মনে করি। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মন্ত্রের মধ্যে যে উচ্চ ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'চমূষৎ' অর্থাৎ হৃদিস্থিত, হৃদয়ে বর্ত্তমান। ভগবানকে হৃদয়ে বর্ত্তমান বলায় সাধকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, তেমনি বিশ্বসম্বন্ধীয় একটী সত্তার দার্শনিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যায়। মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভাবিয়া যে,—ভগবান্ তাহা হইলে আমা হইতে দূরে নহেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যে তাঁহার সন্ধানে সর্ব্বত্র ঘুরিতেছি! তিনি কোথায়, তাহার ঠিকানা তো পাইতেছি না! অনন্তকাল ধরিয়া মানবের মন সেই অনন্ত পুরুষের সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার কৃপা না হইলে সমগ্র বিশ্ব খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাইতেছে না। মানুষ অজ্ঞানতার বশে মনে করে—তিনি বুঝি কোনও সুদূর দেশে মহামহিমময় লোকে বিরাজিত আছেন। সেখানে দেব ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা-গীত গাহে, সমীরণ তাহার পুষ্পগন্ধ দিকে দিকে বিতরণ করে। তথায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেবভাবে বিভোর—তাঁহার চরণামৃত পানে মাতোয়ারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এ প্রশ্নও জাগে—কোথায় সেই দেশ? কোন সুদূরের নীলাম্বর ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়? তথায় যাইবার উপায় কি? আর সেখানে গেলে কি তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে? কে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে,—কে আমাকে তাঁহার সন্ধান দিবে?

মানুষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে। মানুষ যে তথা হইতে আসিয়াছে—আবার তাহাকে যে সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে পরিষ্কার-ভাবে জানে না—বুঝে না সত্য; কিন্তু তাহার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তাহার মনকে উতলা করিয়া তুলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাহাকে যাত্রা করিতেই হইবে! আজ হউক, কাল হউক, মানুষকে যে তাহার আদি বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙ্গিতে হইবে, এ ধারণা তো তাহার মনে চির বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাকে প্রবলতর পার্থিব বিষয়ের দ্বারা প্রতিহত করিতে পারে বটে; কিন্তু চিরদিনই সে তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। কোন-না-কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিবেই। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই পরম আবাসস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

কোথায় তিনি, কোথায় সেই পরমাশ্রয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানবের মন তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে সপ্তস্বর্গের উপরে বসাইল, কেহ বা তাঁহার জন্য আপনার মনোমত নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আর ঊর্ণনাভের মত আপনার বুনাজালে আপনি জড়িত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সন্ধানে কেহ বা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, আর কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিতে লাগিল। মানুষ তাঁহাকে খুঁজিবেই, না খুঁজিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

সেদ বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথম পদের দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন—'চমূষৎ'। তিনি সপ্তস্বর্গের পরপারে নহেন, পর্ব্বতে অরণ্যানীতে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর মহাসমুদ্রেও তাঁহাকে পাইবে না—যদি না তুমি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পার। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না! তোমার নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সেখানেই তাঁহাকে পাইবে। ভয় নাই মানব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায়ও যান নাই! 'চমূষৎ' পদে মানবের নিকট এই আশার বাণীই বহন করিয়া আনে।

'চমূষৎ' পদ আরও একটী দার্শনিক তথ্যের মীমাংসা করিতেছে। সেই দার্শনিক প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির স্বরূপ। ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান? না—জগতের বাহিরে অবস্থিত—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে—দার্শনিকদিগের মধ্যে—তর্কবিতর্ক বাদ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। কাহারও মতে তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত। স্বয়ং অবস্থিত আদিকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মহিমায় বিরাজিত আছেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অপূর্ব্ব ঐশী শিল্পকৌশল-বলে ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অনন্তকাল যাবৎ চলিতেছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত অবস্থায় আছেন অর্থাৎ জগতের সহিত ভগবানের কোনও সংশ্রব নাই; উহা অন্ধ প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জগতে ভগবানের জন্য কোন স্থান নাই, তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। এই মতবাদ মানুষকে একেবারে আশ্রয়হীন করিয়া দেয়। প্রকৃত

পক্ষে এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই মত যুক্তির যাতসহ নহে। কারণ, এই মতানুসারেও ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়। যদি আদিকারণ বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অনন্ত হইবেন কিরূপে? সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট করিবে,—তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবে। কাজেই ঈশ্বর সসীমে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক।

এই নাস্তিকতাতুল্য মতবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্যই, যাহাতে মানুষ এই সকল মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত পথে না যায়, সেই জন্যই যেন বেদ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন – 'চমূষৎ' তিনি মানবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়েই তিনি থাকেন না; তিনি 'বিভৃত্বা' সর্ব্বহৃদয়ে বিচরণশীল, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া মানুষকে তিনি পাপতাপ মোহঅজ্ঞানতার কবলে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাকে প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি বলা যায় না। আমাদের ভাষার দরিদ্রতার জন্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যদ্দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি নয়—বিকাশ। এই বিশ্ব সেই পরমপুরুষের বিকাশের একটা দিক মাত্র। বিশ্ব তাঁহাতেই ছিল, এবং আছে। তিনিও এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন—বিশ্ব তাঁহারই অংশ। সুতরাং বিশ্বের এই নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব আছে। বিশ্বের অংশীভূত মানবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন। বেদবাক্য ইহাই প্রমাণিত করিতেছেন যে, অসীম অনন্ত ভগবান বিশ্বের মানবের মঙ্গলের জন্য তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি মানবের মনে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আকাশ পাতাল অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও কিছু নাই। ভ্রান্ত মানব! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? তাঁহার মন্দির যে তোমার হৃদয়! এই সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই যে তাঁহার দান! তাঁহার দানের অবমাননা করিয়া কি তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহার দান গ্রহণ কর, তাঁহার দান বলিয়াই সংসার, আত্মীয়স্বজনের আদর; নতুবা এ সকলের কাণাকড়িরও মূল্য নাই! এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার দান উপভোগ কর। তাঁহার চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। দূরে যাইতে হইবে না, তোমার হৃদয়েই তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যাহা কর, যাহা ভাব, হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহা সমস্তই অবগত আছেন। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে পৌঁছাইয়া দিবেন।

ভগবান্ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন এই সত্যের মধ্যে উপরোক্ত দুইটী তথ্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

তিনি মানবকে তুরীয়ানন্দ প্রদান করেন—'তুরীয়ং ধাম বিবক্তি'। মানুষ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সাধনবলে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা চতুর্থ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাহাকে শাস্ত্রে তুরীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার জড়-জগতের পারিপার্শ্বিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ, ঘৃণা দ্বেষ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মানবের মন সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিমলানন্দ লাভ করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সেই অবস্থা সকলে সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে তাহার চারিদিকের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহা মানবজীবনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সেই অবস্থায় হাতে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাহা মানবকে চিরশান্তি প্রদান করে। তিনি তো সিন্ধু নহেন,—তিনি অমৃতের সিন্ধু। তিনি মানুষকে সেই আনন্দসিন্ধুতে—অমৃত-সমুদ্রে লইয়া যান। মানুষ সেই অমৃত-সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি নিজে অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনকে শান্ত মধুর রসে পূর্ণ করেন। 'দ্রপ্সঃ' এবং 'অপাং উর্ম্মিং সচমান.' পদসমূহে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের অনেকস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতে-ছেন; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থস্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।"

'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা উপরেই বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যকার যদিও মন্ত্রটীর সোমপক্ষে অর্থ করিয়াছেন; তথাপি অনুবাদকারের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থং ধাম, চান্দ্রমসং স্থানং' অর্থাৎ চন্দ্রলোক নামক স্থানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রলোক যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া গেলেও সোমরস নামক দ্রব্যবিশেষের সঙ্গে চন্দ্রলোকের যে কি সম্বন্ধ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রলোক বর্ত্তমান আছে এবং চন্দ্রমা নক্ষত্রদিগের অধিপতি। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রের কোনও অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। আর এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'তুরীয়ং ধাম' সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহেন, তাহাও স্পষ্ট হয় নাই।

'শ্যেনঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"শ্যেনঃ" পক্ষীবিশেষ; ভাষ্যকারও অন্যত্র এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শংসনীয়ঃ' অর্থাৎ

অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য। আবার 'শকুনঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"শক্তেঃ সামর্থ্যকারী"। এখানেও ভাষ্যকার তাঁহার চিরাচরিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। উক্ত দুই পদে আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

"চমূষৎ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার সোমপক্ষে অর্থ করিতে যাইয়া উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,- পানপাত্র, অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মদ্যপান করা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বহুত্র দেখিয়াছি যে, উক্ত পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে; এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ না থাকিলেও তাহা অধ্যাহার করিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক পদের নানাবিধ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে অন্তরীক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন যদিও তাহার স্বাভাবিক অর্থই সঙ্গত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই।

'দ্রপসং' পদের ভাষ্যসঙ্গত অর্থ -'ধারয়ন্'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'উদকসম্মিশ্রঃ" আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য। (৯ম -১খ -১সূ—৩সা)। *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩ ১
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। শিশুঞ্জ। না ৩ ৮ ্হর্য্যা। তম্মৃজন্ত্যায়ি। শুম্ভন্তিবায়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১র ২ ১ র ২৩৪৫
প্রাং ৩ মরু। তোগণেনা। কবিগীর্ভায়িঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকবিস্পান্।

২র ১ ২ ১ ২ ২ ৪
সোমঃপবায়ি। ত্রা ৩ মতি। অা ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ ন্॥

২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২ ১ ২৩৪
ঋষিমনাঃ। যা ৩ ঋষি। কুৎস্বর্ষাঃ। সহস্রনায়ি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবী

৫ ২র১ ২ ১ ২৩৪৫ ২র১র১ ২ ১
নাম। তৃতীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃসমাসান্। সোমোবিরা। জা ৩ মনু।

২ ২ ৪ ২র১ ২ ১ ২৩
বা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্ট ৬ ৫ ৬॥ ত্রিমূষচ্ছায়ি। না ৩। শকু। সোবি-

৪৫ ২র ১ ২ ১র ২র৩৪৫ ২১র১র ২১র
ভ্বা। গোবিন্দুদ্রা। প ্সা ৩ আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপামূর্ম্মায়িম্। সচমা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ২ র ১ ২ ২
মঃ সমুদ্রাম্। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। ভুরীয়ন্ধা। মা ৩ যহি। বো ৩ ৪ ৩,

২ ৪
বা ৩ য়িবা ৫ স্তো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
২। শাহ ৫ য়িশুম্। যজ্ঞা ৩ না ৩ ৮ হর্য্যতাম্। মা। অস্তিশুস্তিবিপ্রস্মক্রতো

র র র র র র ২ ১ ২ র ২ ১
গণেমকবি। শীর্ত্তঃকাব্যেনাকবিঃসন্‌সোমঃ। পা। ঔ ৩ হোহায়ি। বিভ্রা-

২n ৩র র ২ ১ — ১ ^ ৫
২ ৩ মতায়ি। এত্তো। হো ৩। হুম্মা ২। য়া ২ ২ য়িত্তো ৩ ৫ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র র
আহ ৫ যিং। মনা ৩ য়া ৩ ধাবকৃৎ। পূ। বর্যাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং

র র র র ৩ ১ ২ র ২ ১র ২n ৩র র
তৃতীয়ন্ধামমহিষঃসিষাসন্‌সোমঃ। বা। ঔ ৩ হোহায়ি। রাজা ২ ৩ মনু। রাজো

২ ১ -- ১ n ২ ৩ র ৪ ২
হো ৩। হুম্মা ২। ভাহ ২ যিষ্টো ৩ ৫ হায়ি॥ চা ২ ৫ মূ। বচ্ছা ৩ য়িনা ৩ঃ

৪ ৫ ১ র র র র র র র ২১র
শকুনাঃ। বায়ি। ভূত্বাগোবি স্দুর্দ্রপসআয়ুধানিবিভ্রদপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রস্তুরী।

২ ৩ ২ ১র ২^ ৩র র ২
য়া। ঔ ৩ হোহায়ি। ধামা ২ ৩ মহায়ি। বোবোহো ৩।

১ -- ১ ২
হুম্মা ২। বা ২ ২ স্তো ৩ ৫ হায়ি॥

* * *

২ ^ ৩ ২ ৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২৩
৩। হায়ি। উহুবায়ি। শিশা ৩ ৪ ঔ হোবা। অজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তম্মৃ-

৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫
জত্তায়ি। শুস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। ভিবায়ি। প্রা ৩ স্মরু। ভোপশেনা।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩ ৪ ৫ ৩র ২
স্ববা ৩ ৪ ঔহোবা। গীর্ভাবিঃ। কা ৩ বিয়। নাকবিঃসান্। সোমা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
ঔহোবা। পবায়ি। ত্রা ৩ মস্ত। অ্য ৩ ৪ ৩ য়ি। ভৌ ৩ য়া ৫ য়িতা ৬

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩
৫ ৬ ম্। ঋবা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুবর্ষাঃ। স-

৩ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র
হা ৩৪ ঔহোবা। প্রনাগ্নি। ধা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা ৩৪ ঔ

৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩১৪র৫ ১
হোবা। যন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা। বিরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫
জা ৩ মস্থু। রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ স্তিষ্টু ৬ ৫ ৬ প্। চমূ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
যচ্ছ্যাগ্নি। মা ৩ঃ শকু। নোবিভ্রূষা। সোনা ৩ ৪ ঔহোবা। দুর্গ্রা।

২ ১র ২রn৩ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১র
প্লা ৩ আয়ু। ধানির্বিভ্রাৎ। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। উম্মাগ্নিম্। সচমা।

২ ৩৪৫ ২ n ৩২ ৩র৪র৫ ১২
নঃ সমুদ্রাম্। হাগ্নি। উহুবাগ্নি। তুরা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ২ ৪
মা ৩ মহি। যো ৩ ৪ ৩। বা ৩ য়্বা ৫ স্কা ৬ ৫ ৬ গ্নি॥

* * *

৩ ২ʌ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫
৪। উহুবাগ্নি। শিশা ৩ ৪ ঔহোবা। অজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্ষ্য। ভংমৃজন্তাগ্নি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫ ৩২ ৩র
শুভা ৩ ৪ ঔহোবা। ভিবাগ্নি। প্রা ৩ স্মক্র। তোগপেনা। কবা ৩ ৪ ঔ

৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫
হোবা। গীর্ভাগ্নিঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকবিঃসান। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২n ২ ৪
পবাগ্নি। জ্বা ৩ মতি। আ ৩ ৪ ৩ গ্নি। ভী ৩ রা ৫ য়িস্তা ৬ ৫ ৬ ম্॥

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫
ঋবা ৩ ৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুবর্ষাঃ। সহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১
প্রনাগ্নি। ধা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা। বিরা। জা ৩ মস্থু।

২ন ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫ ১
রা৩৪৩। জা৩তা৫য়িষ্ট৬৫৬প। চমূ৩৪ঔহোবা। যচ্ছ্যোয়ি।

২ ১ ২ন৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১র
না৩ঃশকু। নোবিভৃত্বাম্। গাবা৩৪ঔহোবা। দূর্গ্রা। প্সা৩ আদ্ধু।

২র্ন৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র ২১র ২৩৪৫ ৩ ২ন
যানিবিভ্রাৎ। অপা৩৪ঔহোবা। উর্ম্মায়িম্। সচমা। নঃসমুদ্রাণ্। উক্ষবায়ি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২
ভুরা৩৪ঔহোবা। যন্ধা। মা৩মহি। যী৩৪৩।

২ ৪
বা৩য়ুবা৫ক্ষো৬৫৬য়ি॥

* * *

১ ১ ২ ১৫র ২২ ৩ ১
৫। শিশুঞ্জজ্ঞা২৩। নণ্ডহর্য্যাতা২৩ম্। মৃজন্তায়ি। শুম্ভন্তায়িনা২৩য়িঁ।

৩ ১ ২১র ২ ১ ২র ১
প্রস্মরুতো২৩। গণেনা। কবির্গীর্ভির্য়া২৩য়িঃ। কাবিংযনা২৩ঃ।

২১ ২র ১ ২ ১ ২১র২ ১
কবিঃসান্। সোমঃ পাবা২৩য়ি। ত্রমতায়িয়ে২৩। তিরেস্তা৩নাউ॥

২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ঋষিমানা২৩। ওয়ঋষীক্বৎ২৩২। স্বর্ষাঃ। সহস্রানা২৩য়ি। পঃ

১ ২১র ২র১ ২ ১ ৩১র
পদাবা২৩য়িঃ। কবীনাম্। তৃতীয়ান্ধা২৩। মমহায়িষা২৩ঃ। সিষাসান্।

২র র১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র১
সোমোবায়িরা২৩। জমনূরা২৩। জংতষ্ঠা৩১উ। চমূষাষ্টা২৩য়ি।

২ ১ ২১ ২র ১ ২র ২১
নঃশকুনো২৩। বিভৃত্বা। গোবিন্দুদ্রা২৩। প্সআয়ুধা২৩। নিবস্রাণৎ।

২র১ ২ ১ ২১ ২র ১
অপামূর্ম্মী২৩য়িম্। সচমানা২৩ঃ। সমুদ্রাণ্। তুরীয়ান্ধা২৩।

মমহায়িষো২৩। বিবক্তা৩২উবা২৩৪৫॥

* * *

২র র ২ র ১ ৭ ১১১১
৬। হাউ হোবা ৩হায়ি। শিশুঞ্জজ্ঞানাং ৮হর্য্যা ৩ তাংমৃজন্তা ২৩৪৫ য়ি।

২ ১ ৭ র ১১১১ ২ র র ১ ৭
শুম্ভন্তিবিপ্রস্মরুত ৩ তোগণেনা ২৩৪৫। কবিগীর্ভিঃকাব্যে ৩ না কবিঃ পা

১ ১ ১ ১ ২র ১ ৭ র ১ ১ ১ ১ ২ র
২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমঃ পবিত্রমতী ৩ য়ান্নিতিরেন্তা ২ ৩ ৪ ৫ ন্॥ পরিষনায়

১ ৭ ২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১
ঋষী ৩ কৃৎস্বর্ষা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। সহস্রনীথঃ পদা ৩ যান্নিঃ কবীনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১ ২র র র ১ ৭
তৃতীয়ন্ধামমহী ৩ ষাঃ সিষাসা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমোবিরাজমনু ৩ রাজতিষ্টু

১ ১ ১ ১ ২র র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ প্॥ চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনোবিভৃত্বা ২ ৩ ৪ ৫। গোবিন্দুদ্রপ্

র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২ র র ৪ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
সআয়ু ৩ ধানিবিভ্রা ২ ৩ ৪ ৫ৎ। অপামূর্ম্মিষ্ সচমা ৩ নাঃ সমুদ্রান্ ৩ ৪ ৫ ন্॥

২ র র ৩র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
তুরীয়ন্ধামমহী ৩ যোবিবক্তো ২ ৩ ৪ ৫ ম্নি। হাউ

র ২ ১ ১ ১
হোবা ৩ হায়ি। বা ৩ ৪ ৫। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্।

১ ২ ৩ ৩ক ২র
বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সাধকস্য) 'বীর্যাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধন্তঃ' (বর্দ্ধনকারিণঃ) 'এতে' (ইমে, প্রসিদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'কামং' (কাম্যং, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ং) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভ্যক্ষরন্' (অভিগবন্তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বম্ম্যম্বতঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯ম—১খ—২সূ—১সা)।

---

* প্রথম সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "পার্থম্", (২) "মহাবামদেব্যম্", (৩) "হাউউহ্বাগ্নির্বাসিষ্ঠম্", (৪) "উহ্বাগ্নির্বাসিষ্ঠম্", (৫) "উত্তরার্গবম্" এবং (৬) "ঐশজ্যোতিরাপ্তম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সাধকের আত্মশক্তিবর্দ্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতে' অভিষুতা ইমে সোমাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বীর্য্যং' শক্তিং 'বর্দ্ধন্তঃ' বর্দ্ধয়ন্তঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কাম্যং' কাম্যং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'সমভ্যক্ষরন্' অভ্যবর্ষন অভিসবস্তে। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই, "এই সোম-সমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমরস সম্বন্ধে দুইটী উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথমটী—সোমরস ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করেন; দ্বিতীয়টী—ইন্দ্রের প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। একটী একটী করিয়া উভয় উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ-সোম ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধন করেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্ব জীবন লাভ করে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান। তিনিই শক্তির উৎস। জগতে শক্তির যে খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সমস্ত ভগবানের শক্তি হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার শক্তি না পাইলে জগৎ মৃত অসাড় হইয়া যায়। জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সমস্তই তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। এক কথায়, বিশ্ব "সূত্রে মণিগণা ইব" তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। অর্থাৎ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহা ব্যতীত আর কোথায়ও শক্তির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এমন যে মহাশক্তি, সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস তাঁহার বীর্য্য বর্দ্ধন করিবে কিরূপে? মাদকদ্রব্য মানুষের শক্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি মদ্যাদি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ক্রমশঃই হীনশক্তি ক্ষীণতেজস্ক হয়। তাহার শারীরিক মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ সবল ব্যক্তিও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সাময়িক ভাবে যে কেবল দুর্ব্বল হয়, তাহা নহে; মদ্যপানজনিত নানাবিধ রোগের আক্রমণে সে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এমন কি, তাহার ফলে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্তিদান তো দূরের কথা, মদ্যের প্রভাবে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য।

এই তো মন্ত্রের শক্তি! অথচ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সোমরস ইন্দ্রের শক্তি বর্দ্ধন করে। এই ব্যাখ্যায় আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের শক্তি-নাশকারী শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য; অথচ, তাহাকে ভগবানেরও শক্তিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি কেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। ভগবানের শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা অতিশয়োক্তি হইতে পারে; শক্তিদানের প্রাধান্য খ্যাপনের জন্যই ভগবানেরও শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু মূলেই যে ভুল রহিয়াছে! মন্ত্র যে মূলেই শক্তিক্ষয়কারী! সুতরাং শক্তি-খ্যাপনের জন্য অতিশয়োক্তিও বলা যায় না। তাই মনে হয়, সোম-রসের অন্য কোনও বিশিষ্ট অর্থ আছে।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝায় না—উহা ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। এই শক্তি-বলেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বময়। সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি। সুতরাং সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি বর্দ্ধন করে,—এ কথা বলা যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অস্য' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেই এই ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মনে করি,—'অস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধকেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল। সাধনা দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়। মানবের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ হইলে মানুষ আপনাকে শক্তিশালী মনে করে; তখন তাহার সত্যিকার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সাধনা-প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিশ্বশক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই সত্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ" মন্ত্রাংশের তাই অর্থ,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের শক্তি বর্দ্ধন করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ এই,—"তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য ইন্দ্রের প্রীতিকর অন্য কোনও একটা রস প্রদান করেন। ইহার দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? সোমরস অন্য কি তরল পদার্থ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য প্রদান করিতে পারে? 'সোম' পদে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং 'অস্য' পদে 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিলে যে ভাব বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। মন্ত্রের অপরাংশেও এই অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং উহা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদত্রয় 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—"যে সত্ত্বভাব সাধকদিগের আত্মশক্তি বর্দ্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করিতেছি। আমরা সাধক নহি; সাধনার শক্তি আমাদের নাই। সাধকগণ তাঁহাদের কঠোর সাধনা-বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা

সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হইলে চলে না! একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তিনি কৃপা বিতরণে যদি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।" 'সাধক যে আত্মশক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রার্থিত বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাধকলভ্য বস্তু নিশ্চয়ই মহামূল্যবান্। সাধকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অসার বস্তুর কামনা করেন না। যাহা মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ আঁচলে বাধেন না। তাই এই বিশেষণের সার্থকতা।

মন্ত্রান্তর্গত 'কামং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও ভাষ্যের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদকে 'কামং' পদের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'ইন্দ্রের কাম্য' বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের কাম্য বা প্রার্থনীয় কিছুই নাই। তিনি অকাম, তাঁহার কোন অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং কোন বস্তুলাভের প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বের অধিপতি; অনন্ত কুবের ভাণ্ডার তাঁহারই। বিশ্বের অনন্ত রত্নভাণ্ডার তাঁহার করতলে। এই সামান্য নগণ্য ধনরত্ন তো অতি তুচ্ছ । দেব-বাঞ্ছিত পরম ধনের অধিকারী তিনি। তাঁহার কৃপায় দেবমানব ধনের অধিকারী হয়। তিনি আবার তাঁহার নিজের জন্য কি কামনা করিবেন? কামনা করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই বটে; তবে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতি কামনা করেন। তাঁহার নিজের জন্য কামনা নয়, কামনা তাঁহার সন্তানের জন্য। বিশ্ববাসিগণ তাঁহার সন্তান। তাহারা যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পায়, যাহাতে তাহারা পরম ধনের অধিকারী হয়, তিনি সেই ইচ্ছা করেন। বিশ্বমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাঁহার নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে কোন কারণেই তাঁহার যদি কামনা থাকিল, তাহা হইলেই তো তিনি পূর্ণ নহেন। কারণ যিনি পূর্ণ তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না। কামনা থাকার অর্থই অপূর্ণতা। অপূর্ণতা না থাকিলে কামনা করিবেন কিসের জন্য? অধিকন্তু কামনা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইতেও পারে, তজ্জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্ব-মঙ্গলের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, ভগবানের যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের কামনা আর মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কামনা থাকার জন্য মানুষকে অপূর্ণ বলা যায়, সেই কামনার জন্যই ভগবানকে অপূর্ণ বলা যায় না। মানুষ কামনা করে—তাহার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য; মানুষ কামনা করে যাহা সে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে তাহা পাইবার জন্য। অধিকন্তু মানুষ আপনার সসীম জ্ঞান লইয়া, বিশ্বসম্বন্ধে—নিজের চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপূর্ণ ধারণা লইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, নিজের কামনা জানায়। সেই প্রার্থিত বস্তু তাহার উপকার করিবে কি অপকার করিবে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে

কিন্তু ভগবানের কামনা সেরূপ নয়। তিনি আপনার অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি-বলে সমস্তই দর্শন করিতেছেন। কিসে বিশ্বে তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং যাহাতে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অপূর্ণতার জন্য তিনি কামনা করেন না; কারণ তিনি পূর্ণকাম, অকাম। বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। তাহাই সাধকগণের – মানবের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জন্য ভগবানের মঙ্গল কামনা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' বলিলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু মন্ত্রের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, এরূপ অন্বয় ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করিতেছেন না। তিনি নিজেই সত্ত্বভাবময়; সুতরাং তাঁহার সত্ত্বভাব কামনার কোন অর্থ থাকে না। সাধক কামনা করিতেছেন - ভগবানের প্রিয় সত্ত্বভাব। ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন, 'ইন্দ্রস্য কাম্যং প্রিয়ং' অর্থাৎ ইন্দ্রের কাম্য এবং প্রিয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত অংশের অন্বয় হইবে,—" (সাধকানাং) কাম্যং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং"—সাধকদিগের কাম্য এবং ভগবানের প্রিয়। 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' অন্বয় কেন হইতে পারে না তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্বয় সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই চলিবে যে,—সত্ত্বভাবের মহিমা সাধকগণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সাধারণ মানবও এই পরম বস্তু লাভ করিবার কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পাইবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানব শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপও অবগত নহে; উহা সাধকগণই জ্ঞান-প্রভাবে অবগত আছেন। সুতরাং সাধকদিগের কাম্য বলাতে বস্তুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। সাধকগণ আপনাদের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় অবগত আছেন। তাঁহারাই জীবনের চরম সার্থকতা-লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই – "হে ভগবন্! আমরা অবোধ, অজ্ঞান। আমরা ভাল মন্দ, নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে অক্ষম। সাধকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরাও আপনার পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। সাধকদিগের নিকট শুনিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্ব আপনার অতিশয় প্রিয় বস্তু – আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হউক। তৎপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে—সদ্‌বৃত্তি জাগরিত হইবে। আমরা যেন আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আপনার শক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন আমরা আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদের একত্র অনুসরণেই অনুভূত হইবে। (১অ—১খ ২প ১সা) ।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।

১ ২ ৩ ১ ২
তে নো ধন্ত সুবীর্য্যম্॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্বাদেঃ! 'পুনানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসেষু সীদন্তঃ, হৃদি অধিতিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা সাধকহৃদি উৎপদ্যমানাঃ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছন্তঃ' (প্রাপ্নুবন্তঃ প্রাপকাঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'ধন্ত' (প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্বপ্রভাবেন আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকহৃদয়ে উৎপদ্যমান), আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদিগকে শোভনবীর্য্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ব-প্রভাবে আত্ম-শক্তি লাভ করি)॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমঃ! 'পুনানাসঃ' পুনানা অভিষূয়মাণাঃ 'চমূষদঃ' চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'বায়ুং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'গচ্ছন্তঃ' প্রাপ্নুবন্তঃ তে যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং 'ধন্ত' প্রযচ্ছত। 'ধন্ত'—'ধাস্ত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ ২সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্বভাবসমন্বিত আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার

উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।"

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। তবে উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হইয়াছে। সোমরসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রটী যেন সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইবার সময় উচ্চারিত হইতেছে, এবং সেই সোমরসের নিকটই 'সুবীর্য্য' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদে গৃহীত অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ব্যাখ্যার প্রথম অংশ,—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।" 'সেই সোম' বলাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সোমরসের ভাব আসে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সোমের উল্লেখ নাই। মন্ত্রটীকে সোমার্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই শব্দের কোন সার্থকতা লক্ষিত হয় না। মূলে আছে—'পুনানাসঃ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অভিযূয়মাণাঃ'। পদটী এবং তাহার অর্থ স্পষ্টই অন্য কোনও পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বিতীয় কোন পদের উল্লেখ নাই। অনুবাদকার এই এই একটী-মাত্র পদ হইতে একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—"সেই সোম অভিযুত হইতেছেন।' মন্ত্রের অন্যান্য পদের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় অংশ—"চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছে।" ব্যাখ্যার এই অংশের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চমসের মধ্যে কে কাহাকে আহ্বান করিতেছে? প্রথম অংশের বিষয়—সোম অভিযুত হইতেছে। দ্বিতীয় অংশের সহিত যদি প্রথম অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে বলিতে হয় সোম আহ্বান করিতেছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—কাহাকে আহ্বান করিতেছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। অথবা বলা যায়,—সোমকে আহ্বান করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, কে আহ্বান করিতেছে। এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অথবা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। অপচ, কেবলমাত্র 'চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন' বাক্যাংশেরও কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন।" এবং থাকাতে এই অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, সুতরাং এই বাক্যের কর্ত্তা—সোম। সোম যদি মদ্য হয় তবে বায়ু বা অশ্বিদ্বয়ের নিকট কিরূপে গমন করিবে?

মন্ত্রের চতুর্থ অংশে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম্ম—উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য প্রদান করুন।" মোটের উপর এই প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, এবং ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য আছে।

এখন ভাষ্যের অনুসরণ করা যাউক। ভাষ্যকার 'পুনানাসঃ' 'চমূষদ' পদদ্বয়কে সোমের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত দুই পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যকার অনুবাদকারের

স্থায় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটী সোমরস নামক মন্থবিশেষের প্রস্তুত বিষয়ে উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে—ইহা ভাষ্যকারের ধারণা। তাই 'চমূষদঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন— 'চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ চমসনামক পানপাত্রে গমনকারী বিবরণকারও সোমপক্ষে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—"চমূষদঃ—ভক্ষণীয়েষু সীদন্তি চমূষদঃ"। কিন্তু 'চমস' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র বলিয়াছি। 'চমূষদঃ' পদেও সেই হৃদয়ের ভাব আসে। পবিত্র হৃদয়ের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মানবের হৃদয়েই সত্ত্বভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবানের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান্ তাহাই মানবের হৃদয় হইতে গ্রহণ করেন। তাই যাহা ভগবানের গ্রহণের জন্য 'চমসে' হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহাই 'চমূষদঃ'। সে কারণ এই বিশেষণ পদে শুদ্ধসত্ত্বকেই বিশেষিত করিতেছে।

ভাষ্যকার 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুবাদ এই হয় যে,—'চমূষদ বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।' বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট গমন করার অর্থ কি? 'বায়ু' ভগবানের একটী প্রতিরূপ, যে রূপে, যে ভাবে তিনি মানুষকে আশুমুক্তির পথে লইয়া যান। অশ্বিনীদ্বয় রূপে তিনি মানুষের আধিব্যাধি, ভবব্যাধি নিবারণ করেন - মানুষকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। মন্ত্রের এই অংশের দুই ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমরা অর্থ করিয়াছি—"আশুমুক্তিদায়ক দেব এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপক" বাক্যাংশ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, সত্ত্বভাব মানুষকে দেবতা সমীপে লইয়া যায়। এই অংশের মধ্যে আরও একটী ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনীদ্বয়' পদদ্বয়ে ভগবানের কোন কোন ভাবের প্রকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই ভাব হইতে ইহাই মনে করা যায়—'শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করে এবং আধিব্যাধি নিবারণ করে।' সত্ত্বভাবের প্রতি এই দুইটী গুণই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্তি দেবভাব শক্তিলাভ করে, তাহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহারা সহজেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহাদের ভবব্যাধি, ত্রিতাপ জ্বালাও নিবারিত হয়। যাঁহারা এই সংসারের মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন, যাঁহারা রিপুগণকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর ভবব্যাধির ভয় থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয় উন্নত পবিত্র হইলে, হীন কামনা বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না; সুতরাং বাসনা পূরণের অভাবজনিত নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তাহাদের ভবব্যাধির শান্তি হইয়া যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার প্রভৃত এখানে দাসদাসী পুত্রপৌত্র প্রভৃতি অর্থ না করিয়া 'শোভন-

বীর্য্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মশক্তিই সেই শোভনবীর্য্য। আত্মশক্তির মত শক্তি আর নাই। আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই নামান্তর বলিলেও চলে। কেবলমাত্র সসীম ও অসীম এই দুই দিক হইতে দেখায় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মশক্তিরই প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥ (৯অ- ৭খ ২সূ-২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (আরাধনায়) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ে, অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'চোদয়' (প্রেরয়, উপবিশ, আবির্ভব); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (স্থানং—অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আগচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদারাধনায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'রাধসে ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রস্য সংরাধনায় 'হার্দ্দি'—ইতি হৃদয়-সম্বন্ধি স্থানং 'চোদয়' প্রেরয়। অতমপি 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যোনিং' স্বর্গাখ্যং স্থানং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

'আনক্ষৎ' প্রাপ্তবান। যথা, দেবানাং যবন-সাধনং যজ্ঞাখ্যং স্থানং প্রাপ্তবানস্মি। 'দেবানাং' —'স্বরুপ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্ব ও তদানুসঙ্গিক দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা দেবভাব-প্রাপ্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—উহা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানবের প্রকৃত লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি—আপনার প্রকৃত আবাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মানুষ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই বিশ্ব সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা তাঁহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আদিতে সমস্তই সেই ভগবানের মধ্যে কারণাবস্থায় নিহিত ছিল। সেই একমাত্র পরম সত্তা আপনার শক্তি-প্রভাবে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত ছিলেন। তখন বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমণ্ডল, আকাশ বাতাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সমস্তই তাঁহার মধ্যে বীজরূপে, কারণাবস্থায় সুপ্ত ছিল। এই অবস্থাকেই পুরাণে অনন্তশয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি তখন ভগবানের শক্তিরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিলেন। প্রকৃতি তখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কারণ সমুদ্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহাতে তরঙ্গরেখা মাত্র নাই। ক্রমশঃ সেই মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের উদ্ভব হইলেন। পরম পুরুষ আপনাকে আপনি আস্বাদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায় না—সৃষ্টির বিকাশ হইতে লাগিল। জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ জন্মিল জীব সৃষ্টি হইল। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। আবার তাঁহাতেই বিধৃত রহিল। তাই শ্রুতি অন্যত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। শুধু তাই নয়, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমায় বিশ্ব বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রুতি-বাক্য—"যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ"—যাঁহার দ্বারা, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা নয়, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, যেখান হইতে আসিয়াছে, তথায় ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ চির-প্রবাসে কেহ থাকিবে না। এ যে খেলা-ঘর, মায়ার ছলনায় ভুলিয়া তুমি এটাকে নিজের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলিয়া মনে করিতেছ। এই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ-অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও। নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু কিরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আবার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়? মন্ত্রে বলিতেছেন,—ভগবানের আরাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের কি প্রয়োজন, এবং ভগবদারাধনার সহিত আমাদের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তিরই বা কি সম্বন্ধ।

মানুষ মুক্তি পাইতে চায় কেন? তাহার চারিদিকে বন্ধনের যন্ত্রণা, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া চাই। মানুষ তাহার আদি অবস্থায় দুঃখের উপরে ছিল, সেখানে মায়া মোহের আক্রমণ ছিল না। এখনও তাহার মনে সেই অবস্থার চিত্র জাগিয়া উঠে। সেই পূর্ণানন্দের কথা তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই পার্থিব জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মনে সেই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে; তাই এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মানুষের মধ্যে যদি একটা অপূর্ণতার ভাব জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে সে কোনও পরিবর্ত্তন কামনা করে না অথবা কোনও পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে, সে ধারণাও আসে না। মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, মুক্তি চায়, এই জন্য যে, তাহার মধ্যে একটা অপূর্ণতা রহিয়াছে, এবং অপূর্ণতা দূরীভূত করা যায় সে ধারণাও বর্ত্তমান আছে। তাই মানুষ এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহার উপায় খোঁজে। সে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। সেই উপায় বাহির করিতে গিয়া সে দেখে, আদি অবস্থায় সে যেমন পবিত্র বিশুদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন নাই—তাহার পতন ঘটিয়াছে। আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সুখ-শান্তির কোনও উপায় নাই। সেই পার্থক্যের কারণ—সত্ত্বভাব ও দেবভাবের অভাব।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। উহাই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন-সূত্র। কিন্তু পাপতাপ-জর্জ্জরিত পৃথিবীতে সেই সত্ত্বভাব মানুষের মধ্যে থাকিলেও তাহা এত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে যে, তাহা কার্য্যতঃ না থাকারই সমান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হয়, তখন মানুষ তাহার হীন অবস্থা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। মোহমায়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ আপনার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ, মানুষের আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের অভাবের জন্যই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এখন সেই অভাব পূরণ হওয়াতে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' —পবিত্রকারক বলা হইয়াছে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবদারাধনা সম্ভবপর হয় না। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে ভগবানের সহিত মানবের সম্যক মিলন সাধিত হয় না। তাই ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে,—ভগবানে ফিরিয়া যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। ভগবানের আরাধনার অর্থ—তাঁহার গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্ত্তন, তাঁহার কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা। অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করায় ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চরিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ

লাভ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁহাতেই সাধক বিলীন হইয়া যান। ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি - স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত "ইন্দ্রস্য রাধসে" পদদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যই বিবৃত। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি ? - ভগবৎপ্রাপ্তি, স্বরূপাবস্থায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। তৎসাধনের উপায় কি ?—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়। পুনশ্চ, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায় ? ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, এবং ভগবৎশক্তির অনুধ্যানে। তাই এই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দেবভাব-প্রাপ্তির প্রার্থনা বিবৃত হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইলেই ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হয়, মানব উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করে। মানুষ ও দেবতা একই বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ, উভয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান। তাই সেই পার্থক্য যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষই দেবতা হইতে পারে। তাই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, সোমকে ইন্দ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সোম ইন্দ্রের আরাধনা করিবে কিরূপে ? শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রকে প্রেরণ করিতেও বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রের মধ্যেই দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে—আরাধনা কর ; শেষে বলা হইতেছে—তাঁহাকে প্রেরণ কর। যাঁহাকে আরাধনা করা হয় তাঁহাকেই সোম প্রেরণ করিবে কিরূপে ?

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হে সোম! ইন্দ্রের আরাধনার জন্য হৃদয়-সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর ; আমিও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি (অথবা দেবতাদিগের যজনসাধন) স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভাষ্যার্থের প্রথম অংশ অপরিস্ফুট। এই অংশে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "হৃদয় সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর" এই অংশের দ্বারা হয় তো এই ভাব আসিতে পারে যে, 'ভগবানের আরাধনার জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত কর।' দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রথম অংশের প্রার্থনা নিরাকৃত হইয়াছে বলা যায়। কারণ দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' যিনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার প্রার্থনা কি, আর আত্মোদ্বোধনাই বা কেন ? সুতরাং অনুবাদকারের ন্যায় ভাষ্যকারও মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ—২দ—৩সা) । *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত) ।

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।
২৩ ১ ২
অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলাঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সপ্তধীতয়ঃ' (সপ্তরশ্ময়ঃ, সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি, বিশ্বজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, সাধকাঃ) 'অনু অমাদিষুঃ, (প্রমত্তাঃ ভবন্তি, পরমানন্দং লভন্তে ইত্যর্থঃ - ত্বাং প্রাপ্য ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন তথা পরাজ্ঞানেন সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ - ১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (৯অ—১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বা' ত্বাং 'দশ' সংখ্যাকাঃ। 'ক্ষিপঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (২.৫।৩)। অঙ্গুলয়ঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। ততঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' হোত্রকাশ্চ ত্বাং 'হিন্বন্তি' স্ব স্ব-ব্যাপারৈঃ প্রীণয়ন্তি। তথা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং 'অনু অমাদিষুঃ' অনুমাদয়ন্তি। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।"

ব্যাখ্যাটী সোমরস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অংশ "দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বর্ণিত হয় উহা সেই বর্ণনার অন্তর্গত এক অংশ। প্রচলিত বর্ণনা এই, 'সোমলতাকে প্রস্তরের উপর নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চট্‌কাইতে হয়। তারপর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পবিত্র নামক মেষলোম নির্ম্মিত ছাকুনি দ্বারা ছাঁকিতে হয়'—ইত্যাদি। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় সেই নিষ্পীড়িত সোমলতাকে চট্‌কাইবার প্রণালীর উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যায় তাই বলা হইতেছে,—'দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।'

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর কোনও উল্লেখ নাই অথবা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গও উঠে নাই। "দশক্ষিপঃ ত্বা মৃজন্তি" দশ-অঙ্গুলি আপনাকে পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত করে,—উৎপাদন করে,—শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়াছে। দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ দুই হস্ত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদিস্থিত অমার্জ্জিত সত্ত্বভাব পরিশুদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্মলাভ করে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাহায্যে বিশুদ্ধ না হইলে, তাহা মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। যখন সৎকর্ম্মবলে পবিত্রীকৃত হয়, তখন তাহাকে নূতনভাবে উৎপাদন করা হইল বলা যায়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব তো আপনা-আপনিই বর্ত্তমান আছে। তাহাকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। হীরকাদি মণি যেরূপ খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত না করিলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, সত্ত্বভাবাদি মহামূল্য বস্তুও সেইরূপ অজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারময় খনিতেই আবদ্ধ থাকে—যে পর্য্যন্ত না তাহার হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলা হয়, যে পর্য্যন্ত না সৎকর্ম্মের দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। এই মন্ত্রাংশে সেই পরিমার্জ্জনের কথাই আছে। খনিস্থিত রত্ন এবং ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কৃত কর্ত্তিত রত্নকে যেমন দুই পৃথক বস্তু বলা চলে, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে যেমন নূতন জন্মদান বলা চলে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবরাশি আছে তাহা উপযুক্ত চর্চ্চার অভাবে মৃতকল্প অবস্থায় থাকে, তাহা থাকিয়াও মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না। অন্ধকারে জন্ম লইয়া অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি সৌভাগ্য

বশে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করেন, আপনার অন্তরস্থিত ভাবরাশির সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি সাধনে যত্নবান হয়েন, তবেই উপযুক্ত সাধনা বলে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সেই ভাবকুসুমরাশি বিকশিত হয়, তাহার সৌরভে সাধকের—সমস্ত মানব জাতির মনঃপ্রাণ আমোদিত করে। সাধনার পূর্ব্বে, কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার পূর্ব্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, সাধন বলে কর্ম্মপ্রভাবে তাহা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে ঐ বস্তুর নবজন্ম বলা যায়। মানুষ এমনিভাবে নূতন জন্ম—দেবজন্ম লাভ করে।

কোনও ব্যক্তিকে আমরা হয় তো নিতান্ত হীন, পাপী বলিয়া জানি। কিন্তু সৌভাগ্য-বশে, ভগবানের কৃপায় যদি সেই ব্যক্তি আপনার চিরাভ্যস্ত পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে নিজকে পরিচালিত করে, সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন কি তাহাকে কেহ সেই পাপী বলিয়া মনে করিবে? বাল্মীকিকে কি কেহ রত্নাকর দস্যু বলিয়া মনে করে? না কেহই তাহা করে না। রত্নাকর মরিয়াছে, বাল্মীকি নামক ঋষি তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন জন্মলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত "দক্ষিণঃ মৃজন্তি" মন্ত্রাংশ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সৎভাব মানুষের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হইলে তাহা নূতন জন্মলাভ করে। তাই 'মৃজন্তি' পদের ব্যাখ্যায় আমরা "উৎপাদয়ন্তি" প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ,—"সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে।" সোম প্রস্তুত প্রণালী হইতে হঠাৎ এই মহিমা বর্ণনার কি কারণ ঘটিল বুঝা যায় না। আর সাতজন হোতাই বা আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রে আছে 'সপ্ত ধীতয়ঃ'। 'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন হোতা। এই হোতার সংখ্যা-সম্বন্ধেও নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। কোনও স্থলে হোতা তিন জন, কোথায়ও সাত জন আর কোথায়ও বা ষোল জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ঋত্বিকের কোনও উল্লেখ নাই। 'হিম্বন্তি' পদে ভাষ্যকার প্রীণয়ন্তি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু হিম্বন্তি পদে প্রীত করা অর্থ কিরূপে আসে তাহা বুঝা গেল না। আবার 'সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে' এই বাক্যাংশই বা কি ভাব প্রকাশ করে? সোমকে সাতজন হোতা প্রীত করিবে কেন এবং কিরূপে। 'সোম' বলিতে প্রচলিত মতানুসারে মদ্য-বিশেষ বুঝায়। সুতরাং সোমরসই হোতাকে বা অন্য কোনও মানুষকে প্রীত করিবে—ইহাই সঙ্গত ধারণা। তাহা না হইয়া এখানে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃবাচক। 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সপ্তরশ্মিকে লক্ষ্য করে। পার্থিব জ্যোতিঃ দ্বারা ঐশী জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে। সপ্তরশ্মি দ্বারা জ্যোতিঃমণ্ডল গঠিত। তাই 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সমগ্র জ্যোতিঃকে—বিশ্ব জ্যোতিঃকে বুঝায়। তাই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা 'বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ জ্ঞানই জ্যোতিঃর প্রকৃত আধার ও প্রতিরূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার তৃতীয়াংশ আরও বিস্ময়কর। তাহা এই,—"মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে"। মদ্যই মানুষকে প্রমত্ত করে। মদ্যপান করিয়াই মানুষ মাতাল হয়,

কিন্তু মানুষ আবার মন্ত্রকে মাতাল করিবে কিরূপে? মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যা সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকারও এবম্বিধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'অনুঅমাদিষুঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'অনুমাদয়ন্তি'। কিন্তু তাহা কিরূপ বিসদৃশ অর্থ তাহা আমরা উপরেই বলিয়াছি।

'বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষুঃ' পদদ্বয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি,—"সাধকাঃ ত্বাং প্রাপ্য পরমানন্দং লভন্তে"—সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকগণ আপনাদের কঠোর সাধনাবলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে তাঁহারা পরমানন্দ-লাভের অধিকারী হয়েন।

মুক্তির পথে, পরমানন্দের পথে লইয়া যাইতে পারে শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পবিত্র বস্তুর আবির্ভাব হইলে মানুষের মন হইতে সর্ব্ববিধ দীনতা হীনতা দূরে পলায়ন করে' হীন কামনা বাসনা মনে স্থান পায় না। আকাঙ্ক্ষা পবিত্র হয়, পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে। হীন বাসনা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়, দুঃখই সুখের—আনন্দের অন্তরায়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমানন্দ। বাসনা কামনা অপূর্ণ না থাকিলে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ থাকে না। পবিত্র বাসনা বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে পূর্ণ হয়, সুতরাং পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অধিকন্তু যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি-বলে মঙ্গলের পথ অবগত হয়েন, সুতরাং সেই পথে চলিয়া তাঁহার অনাবিল আনন্দই লাভ হয়। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষু"। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের পার্থক্য কোন্ স্থানে এবং কেন পার্থক্য হয় তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। (৯অ—১খ—২সূ ৪সা)।*

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র

দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ।

১র ২র

সং গোভির্ব্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'মেধ্যাঃ' (মেধধর্ম্মাজনাঃ, সরলহৃদয়াঃ লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'কং' (সুখভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অতিসৃজানং' (সম্যক্ উৎপাদয়ন্তি - তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ); বয়ং ত্বাং 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) 'সংবাসয়ামসি' (সংস্থাপয়াম - হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ) সরলান্তঃকরণাঃ জনাঃ পরমানন্দং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সুখভূত তোমাকে তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে পারি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,— সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দলাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'কং' সুখভূতং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মদায়' মদার্থং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'সংবাসয়ামঃ' সংস্থাপয়ামঃ। কীদৃশং? 'মেধ্যা' অবেরোমাণি দশাপবিত্ররূপেণ 'অতি সৃজানং' অত্যন্তং সৃজন্তং দশাপবিত্ররূপেষু অবেরোমসু বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। (৯অ ১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ ∘ §——

যাঁহাদের হৃদয় সরল, যাঁহারা সহজ পথে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহজে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সরল অন্তঃকরণে তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, সরলচিত্তে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতে প্রয়াস পান, সুতরাং ভগবান্ নিজেই পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র সরল ভাবই তাঁহাদিগের পরম সাহায্যকারী হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, কুটবুদ্ধি কম, কাজেই হৃদয়ের সেই বিশ্বাস-শক্তি-বলে সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটী উপদেশ-বাণী—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথমে দেখা যাউক, বিশ্বাস কি এবং কাহাদের হৃদয়ে

বিশ্বাস প্রবল ; এবং তর্কেই সে ভগবানকে দূরে রাখে কেন। আমরা দেখিতে পাইব সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়েই বিশ্বাস অতিশয় প্রবল এবং তাঁহাদের ভক্তিও অতিশয় প্রখরা। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও সরলতা পরস্পর পরস্পারের অনুগমনকারী। তাই সরলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—সরল-হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁহারা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি?

যাঁহাদের হৃদয় সরল তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অতি সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শিশুদের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা হীন কামনা বাসনা থাকে না, তাহাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের ন্যায় সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। কুটিলতার জন্ম হয়—সাংসারিক বাসনা কামনার এবং রিপুগণের আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে। যাহাদের হৃদয় সরল ও পবিত্র তাহাদের মধ্যে সাংসারিক কামনা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে রিপুগণেরও কোন স্থান নাই।

সরল হৃদয়ের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে,—তাহাতে পবিত্র উপদেশ অতি সহজেই কার্য্যকরী হয়। তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। জগতের কার্য্যাবলী ও ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শন করিয়া, ভগবানের চরণতলে তাঁহারা আপনাদিগকে বিলাইয়া দেয়, হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা অপবিত্রতা না থাকায় ভগবন্মহিমা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং সেই মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভগবানের করুণার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস অতিশয় প্রবল হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কুটিলতাজনিত কুট তর্কের স্থান নাই। কাজেই তাহাদের মনে ভগবন্মহিমার অনুভূতি-জনিত ভক্তির সঞ্চার হয়। পাপ-কালিমা হইতে, সাংসারিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত থাকায় সেই ভক্তি শক্তিশালিনী এবং অনন্তমুখী হয়।

ভালবাসার, ভক্তির ধর্ম্ম—আপনাকে প্রিয়তমের সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি আপনাকে আর নিজের বস্তু বলিয়া মনে করেন না— তিনি একান্তভাবে আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেন। এই আত্মবিসর্জ্জনেই ভক্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। নিজকে তিলতিল করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দেওয়াতেই মাতা আপনার মাতৃত্বের চরম সার্থকতা মনে করেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বস্ব তাহার প্রভুর কাজে, প্রভুর তৃপ্তির জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহা মানব-হৃদয়ের নিয়ম,—ইহা বিশ্বনীতি। সুতরাং যাঁহারা সরল-হৃদয় তাঁহারা বিশ্বনীতি-বশেই ভগবানেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। হৃদয়ের সরলতা তাহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করে।

তাহার মূলে বিশ্বনীতির আরও গূঢ়তর কারণ বর্ত্তমান আছে। বিশ্ব ভগবৎশক্তির প্রকাশ। তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন আবিলতা নাই। মানুষ মায়ামোহের বেড়াজালের মধ্যে পতিত হইয়া হীনতা মলিনতা-দুষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই মোহমায়ার আবর্ত্তে পতিত না হয়, সে

পর্য্যন্ত সে আপনার মূল পবিত্রতাস রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মে অথবা মূল ভক্তি-বিশ্বাস অব্যাহত থাকে। তাই শিশুদের সরলতা সাধক-মাত্রেরই প্রার্থনীয়। তাহাদের মধ্যে সংসারের কুটিলতা, মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে কুটিলতা, কুট তর্ক মানুষকে সরলতা পবিত্রতা হইতে দূরে লইয়া যায়। আপনার মনগড়া যুক্তিতর্ক-জালে আপনি পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। নিজের কাজের, নিজের ভালমন্দ মতের সমর্থন করিবার জন্য অহঙ্কার বশে যুক্তি জাল বিস্তার করে; অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে। নিজের গড়া যুক্তি-তর্কের সমর্থন করিতে করিতে তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং মাকড়সার মত সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। মুক্তি তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইয়া যায়।

বাস্তব জগতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যাহারা সরলবিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎকৃপায় কার্য্যে সফলতা লাভ করে, আর যাহারা যুক্তি-তর্কের পথে অগ্রসর হয়, তাহারা যুক্তি-তর্কের 'কসরৎই' শিখে, সত্যের সন্ধান পায় না। তাই ভক্ত সাধক বলেন,—"যদি এক কথায় বুঝিতে চাও, তবে এখানে এস;—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি যুক্তি-তর্ক করিতে চাও তবে দূরে চলিয়া যাও।"

মন্ত্রে বলা হইয়াছেন,—"মেষ্যঃ দেবেভ্যঃ মদায় কং ত্বা সৃজানমতি" অর্থাৎ মেষধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এখানে 'মেষ্যঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,— "অবেলোমানি দশাপবিত্ররূপেণ…।" ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোম-সম্বন্ধীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই 'মেষ্যঃ' পদে মেষলোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'মেষ্যঃ' পদে মেষধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। 'দশাপবিত্র' অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এমন বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে যে, তাহাতে সহজেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। প্রথমতঃ মন্ত্রটীতে কোনও সোমরসের উল্লেখ আদৌ নাই। তাই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, উক্ত পদে সরলহৃদয় নিরীহ স্বভাব ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা মেষের মত নিরীহ, যাঁহারা নিতান্ত সরল-হৃদয়, তাঁহারাই ভগবানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন। দার্শনিক কূট তর্ক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তজ্জনিত সংশয়ও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সরলতা ও নিরীহ প্রকৃতির উদাহরণ দিবার জন্যই মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অপরাংশে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমরা যেন পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমরা পাপে হীন, মলিনতায় পরিপূর্ণ; আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পদতলে স্থান দাও, প্রভো!" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।" ব্যাখ্যা সোমরস-সম্বন্ধীয়; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠে যে,—সোমরস মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয় কিরূপে? আমাদের পথ ভিন্ন এবং আমাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে॥ (৯অ—১৪খ—২সূ—৫সা)॥ *

—— * ——

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
২ ৩ ১ ২
পরি গব্যান্যব্যত॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কলশেষু আ' (পাত্রেষু আসিচ্যমানঃ, হৃদয়ে নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অরুষঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গব্যানি' (জ্ঞানযুতানি) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদনানি, পাপাবরোধকানি ভক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব্যত' (গচ্ছতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সাধকাঃ পাপনাশিকাং পরাভক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ১৪খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত, জ্যোতির্ম্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপাবরোধক ভক্ত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন।)॥ (৯অ—১৪খ—২সূ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'কলশেষু' দ্রোণকলশেষু আসিচ্যমানঃ 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'গব্যানি' গোসম্বন্ধীনি পয়ঃপ্রভৃতীনি 'বস্ত্রাণি' বাসাংসি 'পরি অব্যত' পর্য্যাচ্ছাদয়তি। (৯ম—১৪—২সূ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে একটী অনন্ত সত্য বিবৃত হইয়াছে। তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিযুত এবং কলশ মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।" 'কলশ' শব্দে ভাষ্যকার দ্রোণকলশ-নামক পাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরস-নামক মদ্য প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় একটী বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে,—সোমলতাকে ছেঁচিয়া চট্‌কাইয়া রস বাহির করতঃ তাহাকে জলসংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া একটী কলশে রাখা হয়—সেই কলশের নাম দ্রোণকলশ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'দ্রোণকলশের মধ্যে যে সোমরসকে রাখা হইয়াছে সেই সোমরস।' অনুবাদকারও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকারও সোমরস-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বলিয়া মন্ত্রটীকে স্বীকার করিয়া লইলেও 'কলশ' শব্দের অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কলশেষু' পদের অর্থ—"কলশ-সম্বন্ধিষু গ্রহচমসাদিষু।" তিনিও কলশকে একেবারে বাদ দেন নাই, তবে গৌণভাবে কলশকে ব্যাখ্যায় স্থান দিয়াছেন। সোমরস প্রস্তুত করিবার সময়কে ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সোমরস পান করিবার সময়কে বিবরণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্রই সোমরস বর্ত্তমান।

ইহার পরের অংশে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর আর এক অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা—সোমরসকে দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় পান করা হইত। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "গব্যানি পরি অব্যত বস্ত্রাণি" অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে,—সোমরস বস্ত্রের ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্রোণকলশে পূর্ব্বেই দুগ্ধাদি রাখা হইয়াছিল, এখন সোমরসকে ছাঁকিয়া দুগ্ধভাণ্ডে রাখা হইতেছে। এবং সেই সোমরস দুগ্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিতেছে, তাহা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন, দুগ্ধাদির উপর কাপড়ের একটা আবরণ দেওয়া হইতেছে। সোমরস-প্রস্তুত সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তদনুসারে বিবরণকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে ক সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আমাদের সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন

প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমাদের ধারণা এখানে সোমরস নামক কোন দ্রব পদার্থের প্রসঙ্গ আদৌ নাই—তাহার প্রস্তুত বা ভক্ষণ-প্রণালী থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মত কি তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্রে সোম-রসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'কলশেষু' পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'কলশেষু আ' পদদ্বয়ে 'হৃদ্গ্র-থিত' ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় পদ একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদ্গ্রথিত—মানুষের হৃদয়েই তাহা বর্ত্তমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব আছে এবং তাহার শক্তিতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা মানুষের মঙ্গল-সাধন করিতে পারে না। মন্ত্রের মোটামোটি ভাব, শুদ্ধভাব মানুষকে ভক্ত্যাদি দান করিয়া তাহার পরম মঙ্গল সাধন করে। সেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে। বাহির হইতে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে না। তবে সকল সময় কেন মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না? যদি মানুষের হৃদয়েই এই পরম মঙ্গলজনক বস্তু বর্ত্তমান আছে, তবে মানুষ বিপথে যায় কেন - কেন সে মঙ্গলের পথে চলে না? "কলশেষু আ' পদদ্বয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে—এই প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যে একটী।

মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাহাকে আপনার কাজে না খাটাইতে পারে তবে তদ্দ্বারা কোন কাজ হয় না। সিন্দুকের মধ্যে ধনরত্ন রাখিয়া দিলেই তাহা মানুষকে ধনী করিতে পারে না। সেই ধনরত্নের ব্যবহার না করিলে ধনের সার্থকতা নাই এবং ধনীরও ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। মানুষের হৃদয় বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মনুষ্য-হৃদয়ে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ জাগরিত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষই শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব জগতে মানুষ তাহা করে না অথবা করিতে পারে না। আর করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব চিরবর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা সিন্দুকের মধ্যস্থিত ধনরত্নের ন্যায় কাহারও কোন উপকারে আসে না—যে পর্য্যন্ত না তাহাকে বিশুদ্ধ পবিত্র করিয়া মোক্ষমার্গের সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে পর্য্যন্ত না সিন্দুকের তালা খুলিয়া ধনরত্নাদি ব্যবহার করা যায়। তাই "হৃদি'হত সত্ত্বভাব" দ্বারা ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, 'হে মানব! তোমার মধ্যেই অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর এই রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে পরমধনের অধিকারী হইতে পার। তোমার মধ্যে যে অমূল্য ধন আছে তাহাই তোমাকে পরাশক্তি দিতে পারে। তুমি সেই ধনের সংবাদ রাখ না মানব! তুমি "রাজার ছেলে কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরছো কোথায় কাহার দ্বারে?" তুমি রাজরাজেশ্বরীর আদরের সন্তান, অনন্ত ধনের অধিকারী, তুমি কি না নিজের হৃদয় ভাণ্ডারের সংবাদ না রাখিয়া ভিক্ষুকের মত দীন

ভাবে কালযাপন করিতেছ! নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, যে রত্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর, ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে।'

কিন্তু হৃদয়ে যে ধন আছে তাহা দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে? তাহাই বিশদী-কৃত করিবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন,—"গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অর্ষত" জ্ঞানযুক্ত ভক্ত্যাদি প্রদান করেন। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, যদি তাহার সম্যক ব্যবহার করা হয় তবে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং চরম উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় এবং তাহা হইতে পারে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য—ভগবৎপরায়ণতা। মানুষ যেমন আহার করে, খাদ্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সেই নিয়মের অধীন। পশুপক্ষীও আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষীর মত কেবল আহারাদি এবং একটুখানি শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপক্ষী হইতে মানুষের কি পার্থক্য রহিল? ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে বিশেষ কোন অতিরিক্ত শক্তি দিয়া বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পশুপক্ষী হইতে পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি বিশেষভাবে এই শক্তি ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের হৃদয়ের শক্তিই সেই শক্তি এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যই তাহার সেই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধন হয় কিরূপে? ভগবান নিজেই সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বিদ্যমান তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হইলে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ জাগরিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উপায়ের কথাই বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্বঃ "গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অর্ষত"—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন।

সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব এই সমস্তই একত্রগ্রথিত। জ্ঞানের বলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়। জ্ঞানালোকে মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, চরম পরিণতির সন্ধান পায়। সেই পরিণতি, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞান মানুষকে তাহা জানাইয়া দেয়।

মানুষ যখন জ্ঞানের বলে আপনার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, যখন ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয় অবগত হয়, তখন আপনা-আপনি তাহার মাথা ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, তাঁহার অপরিসীম করুণার নিদর্শন দর্শনে মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া কে না তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হয় ? তাঁহার নামই তাঁহার প্রতীকরূপে মানবের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকে তাঁহার সেই মোহন বাঁশরীর তান শুনিয়া মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে ? যাহার কা একবার সেই বাঁশরীর অমৃতময় আহ্বান প্রবেশ করিয়াছে, সেই ধনজনমান সর্ব্বস্ব পরিত্যা করিয়া সেই অপূর্ব্ব বংশীধারীর সন্ধানে চলিয়াছে। এখানে জ্ঞানও ভক্তির মিলন ঘটিয়াছে জ্ঞান সেই বংশীধারীর সংবাদ আনয়ন করে, আর ভক্তি তাঁহাকে ধরিবার জন্ম আপনহার হইয়া ছুটে। এই আপনহারা ব্যাকুলতাই মানুষকে তাঁহার নিকটে লইয়া যায়—ভক্তির কা এখানেই। জ্ঞান তাঁহাকে জানে, ভক্তি তাঁহাকে আপনার করে। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ব্ব মিলন হয়, সোনায় সোহাগা সংযোগ হয়, সেখানেই স্বর্গ। সেখানেই ভগবানে আবির্ভাব। মন্ত্রে এই অবস্থা-প্রাপ্তিরই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মে করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমের সম্বন্ধসূচক মে করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাতে সোমের কোন সংস্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এ উভয়বিধ ব্যাখ্যার জন্ম পার্থক্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং হইয়াছেও তাই। ভাষ্যকা সোমপ্রস্তুত প্রণালীর সহিত মিল রাখিতে গিয়া 'বস্ত্রাণি' পদে অর্থ করিয়াছেন, 'বাসাংসি' এখানের বহুবচনটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপড় অর্থে এখানে বহুবচন ব্যবহার করিবা কোন সার্থকতা নাই। বস্ত্র 'আবরণ করে' এই ভাবে আমরা 'পাপাবরোধকানি' অর্থ গ্রহ করিয়াছি। পাপাবরোধক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহকে বহুবচনান্ত 'বস্ত্রাণি' পদে লক্ষ্য করে। 'হরিঃ' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'পাপহারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ ১৭—২সূ ৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মঘোনঃ' (ধনবন্তঃ পরমধনপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ), ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন) 'অপজহি' (বিনাশয়সি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আ' (আভিমুখ্যেন, সম্যক্‌রূপেণ) তব ধনং 'পবস্ব' (প্রদেহি) তথা 'সখায়' (সখিত্বং, তব সখিত্বকাময়মানং মাং ইত্যর্থঃ) 'আ বিশ' (প্রাপ্নুহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি; তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন; তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'নঃ' অস্মান 'আ' আভিমুখ্যেন 'পবস্ব' ক্ষর 'বিশ্বা' বিশ্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্ট্রীন 'অপ জহি' মারয় চ 'সখায়ং' মিত্রভূতমিন্দ্রং 'আবিশ' প্রাপ্নুহি। (৯অ-১খ-২সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমানে আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে।

আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রু বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" এই অনুবাদ ভাষ্যানুসারী, সুতরাং এক সঙ্গে ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

'মঘোনঃ' পদকে ভাষ্যকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—'ধনবতঃ' অর্থাৎ ধনীর। আবার উক্ত পদকেই 'নঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,

...KRISHNA MISSION INSTITUTE OF ... LIBRARY

অথচ 'নঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—দ্বিতীয়ান্ত বহুবচন 'অস্মান'। ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ—'ধনবান আমাদিগের'। প্রথমতঃ বহুবচনান্ত 'নঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে একবচনান্ত 'মঘোনঃ'; আবার বিভক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয়ান্তের বিশেষণ করা হইয়াছে—ষষ্ঠ্যন্ত 'মঘোনঃ'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই পদের মধ্যে বচন ও বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে। এই রূপ-বিভক্তি ও বচন-ব্যত্যয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা ধনবান, আমাদিগের এই কাজ কর। প্রার্থনাটা যেন হুকুমের মতই শুনায় এবং তাহাতে "আমরা ধনবান্" বাক্য প্রার্থনার সহিত সামঞ্জস্যমূলক হয় নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রের ভাব তাহা নহে।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ "সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" ব্যাখ্যার মধ্যে 'সখা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রকে—ভগবান্‌কে সখারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সাধক ভগবানকে সখারূপে—বন্ধুরূপে পাইতে চাহেন; ইহা উচ্চ সাধনার পরিচায়ক বটে; কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। আমরা তাই 'মঘোনঃ' পদে ধনবতঃ, 'পরমধনপ্রাপকস্য সাধকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মঘোনঃ'—ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের পদ। মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাধকস্য' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। সাধকই প্রকৃত ধনবান্। তিনি সাধনার প্রভাবে ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মানুষ নিজে নিঃস্ব, ধনের কাঙ্গাল। আপনার বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে যদি ভগবানের কৃপায় ধনলাভ করে, তবেই সে ধনী হইতে পারে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—যাঁহারা প্রার্থনাশীল, তাঁহারাই ভগবানের পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন তাই মানব কিরূপে ধনলাভ করে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের মতে 'মঘোনঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, "পরমধন প্রাপকঃ" অর্থাৎ ভগবান পরমধনপ্রাপক হয়েন। যে সাধক সেই পরমধন প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী। যে ধনের দ্বারা মানুষের জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, তাহাই প্রকৃত ধন। অর্থ সম্পদের দ্বারা মানুষ অসার ভোগসুখে রত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। অসার ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ ভ্রান্তপথে চলিতে থাকে। তাই সেই নিত্যধনের কথা ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, মানুষ যাহাকে সাধারণতঃ 'ধন' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই ভ্রান্তির বশে কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করে। তাহাদিগকে—সেই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই 'মঘোনঃ' পদের সার্থকতা। 'মঘোনঃ' পদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত উপকারক ধনের উল্লেখ আছে। সেই নিত্যধনের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। তাঁহাদের সেই ধন তাঁহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের পথে,—জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে লইয়া যায়। তাঁহারা (পরমধন প্রাপ্ত সাধকগণ) সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। সেই সৌভাগ্য পার্থিব জগতের তথাকথিত উন্নতি নহে।

সেই সৌভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য 'বিশ্বা শত্রূন্

অপজহি'—অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের সকল শত্রু বিনাশ করেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের রিপুবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা রিপুনাশ ও পরমধন লাভ পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যাঁহারা ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের রিপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অথবা যাঁহারা রিপুজয়ী, তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের পরম দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই শক্তি জন্মে। ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। তাহা লাভ করিবার উপযুক্ততা থাকা চাই, এবং তাহা লাভ করিলে পর তাহা ধারণ করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই শক্তি লাভ হয়—রিপুজয়ের দ্বারা। রিপুগণ মানুষকে পদে পদে বাধা দিতে পারে না, সুতরাং সাধকের তজ্জনিত শক্তি ক্ষয়ও হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন মানুষকে তাঁহার ধনের অধিকারী করেন, তখন তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও দেন। তাই পরমধন দানের কথার পরই বলা হইতেছে,—তিনি সাধকের সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। এই দস্যুতস্কর-দিগকে বিনাশ না করিলে, তাহারা সাধকের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইবে। নিশ্চয় মোক্ষমার্গানুসারী পথিককে আলেয়ার আলো দেখাইয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। তাই ধনদান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও ভগবান করিয়া দেন।

ভগবানের এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে,—হে দয়াল প্রভো! অগতির গতি তুমি। আমরা নিঃস্ব কাঙ্গাল আমাদিগকে তোমার পরমধন দানে কৃতার্থ কর। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, সাধনা আরাধনার দ্বারা তোমার প্রীতিসাধন করিব। হে দয়াময় প্রভো! কৃপা করিয়া তোমার অনুভক্ত সন্তানকে তোমার পরমধন দান কর। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনা প্রভাবে তোমার কৃপা লাভ করেন; কিন্তু আমাদের তো সে শক্তি নাই!—তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'নঃ আ পবস্ব' আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পরমধন প্রদান কর।

মন্ত্রের শেষাংশ আরও একটু গভীর ভাবময়। "সখায়ং আবিশ"—আপনার সখিত্ব বন্ধুত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। জগতে যদি মানুষের কোনও প্রকৃত বন্ধু থাকে, তবে সেই জগবন্ধু—আপনি। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে সকল সময় সমভাবে মঙ্গলসাধন করা কেবল আপনারই কাজ। আপনি নিত্য সনাতন অব্যয় অক্ষর। আপনার মধ্যে অপবিত্রতা মিথ্যা নাই—আপনি নিরঞ্জন। আপনি যদি কাহাকেও বন্ধুরূপে—সখারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার আর বিপদের ভয় নাই। কারণ, আপনি জগতের বন্ধু, বিপদের বন্ধু জগবন্ধু। আপনার আশ্রিত বন্ধুকে কখনই আপনি বিপদের সময় পরিত্যাগ করেন না। শুধু তাই নয়। আপনার বন্ধুত্ব লাভ করিলে আর বিপদের কোনও ভয় থাকে না। রোগ শোক দুঃখ তাপ আপনার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। আপনার পুণ্যস্পর্শে পাপী পুণ্যাত্মা হয়, রত্নাকর বাল্মীক হয়। আমাদের মত হীন পাপীও আপনার পদস্পর্শ লাভ করিলে উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমরা যদি আপনার কৃপা লাভ করিতে পারি—আপনাকে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম ও পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের তো আর কোনও

ভাবনাই চিন্তা থাকিবে না। আমরা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তাই আপনার সখ্যত্ব কামনা করিতেছি। আপনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, সন্মার্গে পরিচালিত করুন; যেন মোহমায়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বিপথগামী না হই। আপনার বন্ধুত্বরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম যেন আমাকে ঘিরিয়া থাকে—পাপমোহের আক্রমণ যেন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। আপনি সখ্যরূপে আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরে যাইবে, ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইবে, দুঃখের চির-অবসান হইয়া বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই আপনার স্নেহ-করুণা প্রার্থনা করিতেছি। জগবন্ধু, আমাদের বন্ধুরূপে হৃদয়ের সখা-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের মানব-জীবন সার্থক হউক।"

মন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সাধনা-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রে ভগবানের সখিত্ব—বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে বন্ধুরূপে আপনার হৃদয়ে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের এবং উচ্চাঙ্গের সাধনার পরিচায়ক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালীতে শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি সাধনার স্তরভেদ আছে। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও ধর্ম্মমতে এই স্তর বিভাগ নাই এবং এত উচ্চাঙ্গের সাধন-প্রণালীও নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য, ক্বচিৎ কোথাও হয় তো বা শান্তরসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের কোনও ধারণাই নাই। একমাত্র ভারতই স্তর-ভেদে সাধকের সাধনার স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যেক রসকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে ভাবের ভাবুক, যে যে রসের সাধক, সে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। যার যতটুকু শক্তিতে কুলায়, সে ততটুকু করিবে,—স্তরবিভাগের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাধনার স্তর হিসাবে সখ্যরস শান্ত ও দাস্য রসের উপরে অবস্থিত। অবশ্য যে কোনও রসের সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন ভাব-প্রণালীর প্রয়োজন। শক্তি-বিকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্তরের সাধনার আবশ্যক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালী সেই উপায় বিধান করিয়াছেন। সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাবের সকল সাধককে এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। (১অ—১খ ২সূ—৭সা)। *

— — • — —

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্ব্বিদম্।
৩ ১ ২ ৩১র ২র
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বয়ং' 'নৃচক্ষসং' (নৃণাং দ্রষ্টারং, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'স্বর্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রপীতং' (ইন্দ্রেণ, ভগবতা পীতং, গৃহীতং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) তথা 'প্রজাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ভক্ষীমহি' (ভজেম, প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—১খ-২সূ-৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'নৃচক্ষসং' নৃণাং দ্রষ্টারং 'স্বর্ব্বিদং' সর্ব্বজ্ঞং 'ইন্দ্রপীতং' ত্বাং সেবমানা বয়ং 'প্রজাং' পুত্রাদিকাং 'ইষং' অন্নঞ্চ 'ভক্ষীমহি' ভজেম॥ (৯অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার ব্যপদেশে শুদ্ধসত্ত্বের - ভগবৎশক্তির মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষস' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক। মানুষের দুইটী দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের প্রেরণায় বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্তরই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্তা। অন্তর প্রভু, বাহির ভৃত্য, অন্তরের আজ্ঞামত—নির্দ্দেশ-মত বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার বা শক্তি তাহার নাই। অন্তরই মানুষের পরিচালক, প্রবৃত্তির রাজা। তাই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়-দিগের রাজা বলা হইয়াছে। সেই রাজার হুকুম-মত সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়।

কিন্তু এই মন বা সংস্কৃত-শাস্ত্রের 'মনস্'-ই একাধিপতি রাজা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট নহেন। তিনি রাজা-মাত্র, রাজার উপরেও সম্রাট্ আছেন—তিনি আত্মা। ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠান হয়—এই আত্মায়। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে দর্শন করেন পরিচালিত করেন।

ভাষ্যকার 'নৃচক্ষসং' পদে 'নৃণাং দ্রষ্টারং' অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থ অসঙ্গত নয়। তবে এই অর্থের মধ্যে আরও একটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে। হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করার অর্থই মানুষের কার্য্য পরিদর্শন করা, মানুষকে পরিচালনা করা। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। যাহাতে মানুষ কোনরূপ অন্যায় অপকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উজ্জিত হয়, তখন তাহা সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। অন্তর পবিত্র হইলে বাহিরও পবিত্র হয়। অন্তরের প্রেরণা-বশে, আত্মার স্পন্দনে মানুষ কর্ম্ম করে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে থাকিয়া যখন মানুষকে পরিচালিত করেন তখন মানুষ সৎপথেই চলে, কখনও বিপথে চলিতে সমর্থ হয় না। 'নৃচক্ষসং' পদের মধ্যে মানুষকে পরিচালনের এই ভাবটীও বর্ত্তমান আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি তাহা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের ভাগবতী-শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের সত্তায় শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তখন বিবেক-বাণীই মানবের একমাত্র পরিচালক হয়, অথবা তখন মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহা সমস্তই পবিত্র হয়। অপবিত্রতার পথে মানুষের পদক্ষেপ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সতর্ক প্রহরী-রূপে জাগরূক আছে সেই মহামূল্য ভাগবতী-শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাবে মানুষ স্বতঃই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে।

সত্ত্বভাব—'ইন্দ্রপীতং'—ভগবান এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন। মানবের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তাহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার। পূজা আরাধনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার। তাহাতে মনেরই প্রাধান্য। কেবলমাত্র মনকে সংযত করিবার জন্য, মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। নতুবা পুষ্প বিল্বদল অথবা নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথার্থ পূজা হয় না। প্রকৃত পূজার উপচার মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। সেই শুদ্ধভাবরূপকুসুমাঞ্জলিই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ভুলেন না। অন্তরের সংযোগ না থাকিলে বাহির নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। তাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য—হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব।

এক্ষণে এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'নৃচক্ষসং' অপরটী 'ইন্দ্রপীতং'। প্রথম বিশেষণে বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব ভাগবতী শক্তি, উহা মানুষকে সন্মার্গে পরিচালিত করে; আর দ্বিতীয় বিশেষণের মর্ম্ম সত্ত্বভাব ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার, ভগবান হৃদয়ের সত্ত্বভাব পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হয়েন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা ভাগবতী শক্তি, তাহাই তো ভগবৎপূজার উপচার! তবে তাহাতে মানুষের আর বাহাদুরী কি আছে! সত্যকথা মানুষের বাহাদুরী মোটেই নাই। তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা ব্যতীত উপায় নাই, অন্য জল তো কোথায়ও পাওয়া যায় না। সকলই যে তিনি! তাঁহার শক্তি, তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন।

তবে এ পূজার অর্থ কি? এ কি একটা প্রাণহীন নিয়ম মাত্র? না, প্রাণহীন—

নিয়ম মোটেই নয়। ভগবানের শক্তি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, মানুষ ক্রমশঃ ভগবদাভিমুখী হয়! মানুষের মধ্যে দেবভাব, ভগবন্মহিমা আধিপত্য বিস্তার করে। ভগবানই তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের পরমমঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি বিকীর্ণ করেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া মানুষকে সত্ত্বভাবময় করে, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে, সন্মার্গে প্রবর্তিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবদ্ভাবের বিকাশ ঘটে। তাহাই মানুষকে ভগবৎসাযুজ্য, ভগবৎসামীপ্য প্রদান করেন। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ভগবৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন মানুষই দেবতা হয়েন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন। সাধক ভগবানে আত্মলীন হয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্যই মানুষ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধসত্ত্বের আরও একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'স্বর্বিদং' অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহার আছে সর্ব্বজ্ঞ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, ভগবান হইতেই সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আগমন করে। হয় তো মানুষের কর্ম্মদোষে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত লুপ্ততেজ অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তাহা ভগবৎশক্তি এবং এই মলিনতা হইতে উদ্ধার পাইলে তাহা আবার পূর্ণশক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করে। তাহার মলিনতা কাটিয়া গেলে, তাহা আবার বিশুদ্ধ কাঞ্চন—কোনও ক্ষয়নাই হয় না। স্বর্লোক হইতে আগত, স্বর্লোকের অধিবাসী—সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া ধন্য করিতে সক্ষম। 'স্বর্ব্বিদং' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রার্থনার মধ্যে এই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং তদনুষঙ্গিক আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে এবং হৃদয়ে তাহা বিধৃত হইলে সাধকের আত্মশক্তি স্বতঃই লাভ হয়। পরমসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে মানুষের সকল সদ্বৃত্তিই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং তাহার শক্তির সর্ব্ববিধ উন্নত সাধিত হয়। আত্মশক্তি আত্মার কার্য্যকরী শক্তি। আত্মায় যখন ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাত্মা হইতে মানবাত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তাহার বলেই মানুষ শক্তিশালী হয়। সর্ব্ববিধ হীনতা দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। উহাই আত্মশক্তির ক্রিয়া। সেই আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ইষং' পদের অর্থ 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করা। যাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার আত্মশক্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি নেতাগণের দর্শক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোম-রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধক যেন সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটুকু সঙ্গত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশ— "তুমি নেতাগণের দর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ।" শব্দার্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু সোমরসের প্রসঙ্গে এই ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সোমরস 'সর্ব্বজ্ঞ' হয় কিরূপে? মদের আবার চেতনাচেতন কিরূপে সঙ্গত হয়? মদের আবার জ্ঞান থাকে কিরূপে? শুধু তাই নয়, তিনি নেতাগণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকগণের দর্শক। সোমরস নামক মত্ত সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণে সোমকে মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না কি?

তার পরের অংশ "ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমার পান করি।" মূলে আছে—'ইন্দ্রপীতং ভক্ষিমহী'। তাহা হইতেই অর্থ হইল—"ইন্দ্রপান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" 'ভক্ষীমহি' পদের যদি 'পান করি' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্রিয়া-পদের অন্য দুইটি কর্ম্মের 'প্রজাং' এবং 'ইষং' পদদ্বয়ের কি অর্থ করা হইবে? 'প্রজা' এবং 'ইষ' কে কি পান করা হইবে? একে তো সোমরসের প্রসঙ্গ, তার উপর ভক্ষণার্থক ধাতু; সুতরাং একেবারে সোমপান না করাইয়া থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত পদসমূহে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—১৭—২সূ-৮সা)। *

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।
১ ২ ৩ ১ ২
সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'পরিস্রব' (সম্যক্‌রূপেণ বর্ষয়); 'পৃথিব্যা অধি' (পৃথিব্যোপরি, যদ্বা—পৃথিব্যাং সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দিব্যজ্যোতিঃ, যদ্বা-পরমধনং, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ; 'পৃৎসু' (রিপুস

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

গ্রামেষু)'। 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধাঃ' (প্রদেহি)। প্রার্থন-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন দিব্যজ্যোতিঃ লভেম রিপুজয়িনঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হইতে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ কর; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান কর; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্য।

হে 'সোম'! ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'পরিস্রব' পরিতো বর্ষ, 'পৃথিব্যাং অধি'। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'দ্যুম্নং' অন্নঞ্চ উৎপাদয়েতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'সহঃ' বলং 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'ধাঃ' দেহি॥ (৯অ-১খ ২সূ—৯সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা আছে; তবে দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা - প্রার্থনার বিশ্বজনীন ভাব। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদটী এই, "হে সোম তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর; (ধন) উৎপাদন কর; সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।"

ভাষ্যকার প্রভৃতিও মন্ত্রটিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ "তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।" সোমকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথম কথা এই যে, সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। যজ্ঞাদির সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা সূর্য্যে নীত হয়; তার পর "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ততঃ অন্নং ততঃ প্রজা" অর্থাৎ আদিত্য - সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় অথবা বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা হইতে যে বিশেষ রকমের বাষ্প উদ্গত হয়, তদ্দ্বারা মেঘ সঞ্চারের সহায়তা করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তাহার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। "ততঃ অন্নং ততঃ প্রজা" এই বাক্যাংশের এরূপ অন্বয় করা হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। এই অন্বয় সত্য হইলে 'অন্ন' শব্দের একটী বিশেষ অর্থ (প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক্) দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'বৃষ্টি' হইতে 'অন্ন' হয় - এ কথারও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'বৃষ্টি' 'অন্ন' 'প্রজা' প্রভৃতি শব্দের গূঢ়ার্থ বাহির করা প্রয়োজন। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি সম্বন্ধে যেমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সোমের বৃষ্টি-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যামতে 'সোমকে' সোমলতানামক একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—সোম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রান্তর্গত এই পদসমূহের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদের অর্থ সোমরস নামক কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য নয়। সোমের এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান করিয়া বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সোমরস যে মদ নয়, তৎসম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ।

তবে সোমপানে মানুষ মাতাল হয় কিরূপে? শুধু মাতাল হয় না, ভগবানকেও তাহা নিবেদন করে। এই শেষের কথাটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। যে সোমপানে মানুষ মাতাল হয়, সেই সোম ভগবানকেও নিবেদন করে। মানুষ একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত না হইলে ভগবানকে ঘৃণ্য মদ্য পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না, এবং শতমুখে মদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় অতি হীন শ্রেণীর মাতালও বোধ হয় এ কথা বেশ বুঝিতে পারে যে, মদখাওয়া, মাতাল হওয়া অতিশয় হীন কাজ এবং মদও অতি হেয় পদার্থ। কিন্তু বেদে সোম-সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সোমকে মদ্য বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সোম

অমৃতস্বরূপ সোম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সোম জগৎকে ধারণ করিয়া আছে—ইত্যাদি সোম-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন বস্তু কি মদ্য ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমরস সাধারণ মদ্য নয়, তবে তাহা পান করিয়া যোগী ঋষিগণ মাতাল হইতেন, পরমানন্দে বিভোর হইতেন—এ কথা সত্য। এই পরম বস্তু, যাহা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর করিয়া দেয়, তাহা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমর হয়, তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূরে যায়, সে সত্য হয়। ভগবৎসাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধিত হইলে মন তদ্গতভাব অবলম্বন করে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবের নেশায় মানুষ আপনার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই পরমানন্দের অমৃত হ্রদে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে। বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না; সে সেই দেবভাবে বিভোর থাকে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় সে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়। মাতাল যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, সে কি করিতেছে তাহার জ্ঞান থাকে না, এই ভাবের পাগলদের বা মাতালদের অবস্থাও বাহ্যতঃ কতকটা একরূপই দেখায়। তাঁহারাও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যান, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম কি করিতেছেন বা না করিতেছেন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা সেই পরম স্বর্গীয় নেশায়ই ভরপুর থাকেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোম বলিতে সোমরস নামক কোনও মদ্য নয়। তাহা ভগবৎশক্তি, ভগবানের চরণামৃত।

'বৃষ্টিঃ' পদ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা বারিধারাকে, যাহা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য হয়, তাহাকে লক্ষ্য করে না। সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃত প্রদান করে, অমৃত বর্ষণে মানবের হৃদয় শান্ত শীতল হয়। মানুষ অমৃতই প্রার্থনা করে; সে অমৃত হইতে আসিয়াছে, নিজে অমৃত হইতে চায়। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির দ্বিতীয় অংশ "(ধন) উৎপাদন কর"। এই অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। তবে মন্ত্রের মূল ভাবের সহিত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রযচ্ছ" ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।" শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও মূলভাবের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে। 'সহঃ' পদে, শক্তিকে—আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শব্দের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে আত্মশক্তি প্রদান করে। আত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল। মানুষ যদি আত্মস্থ হয়, যদি তাঁহার নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে প্রকৃত বাসস্থান লাভ করে। সুতরাং আত্মশক্তিকে যদি বাসস্থান বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে 'সোমকে' সম্বোধন করিয়া যে সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা

স্পষ্ট হইবে যে, যেকোনও মন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মাতালও এই সকল প্রার্থনা করিতে পারে না। প্রার্থনার সার মর্ম্ম কি?—সোমরস যেন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করে। মদ্য অমৃত অমরত্ব প্রদান করিবে কিরূপে? সে যে নিজে মৃত্যুর দূত। তাহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতাও পতিত হয়েন, মানুষ পশুত্ব লাভ করে। এমন যে ভীষণ পদার্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'অমৃত'! সুতরাং অতি সাধারণ দৃষ্টি লইয়া বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সাধারণ মদ্যের কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠিতে পারে না। আর মদ্যের কোনও এখানে প্রসঙ্গও নাই।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বস্তু দিব্যজ্যোতিঃ এবং পরমধন। যে নিজে অন্ধকারের অধিবাসী, নারকীয় ব্যাপারের সহচর, সেই বস্তু কিরূপে যে মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন দিবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা নিজে পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই মানুষের হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে। সুতরাং এখানেও মদ্যের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রার্থনা—আবাসস্থান অথবা আত্মশক্তি। মদ্যের মত মানুষের শক্তি-নাশকারী কোনও বস্তু জগতে নাই। মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে পারে—মদ্য। সেই মদ্যের নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মশক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ৯।

—•—

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।
৩ ১র ২র ২
বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পাবকঃ, পবিত্রকারকঃ) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'অত্যবিঃ' (অতিজ্ঞানযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বায়োঃ' (আশুমুক্তিদায়কস্য দেবস্য) তথা 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং স্থানং, তয়োঃ সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৯অ ২খ—১সূ—১সা।)।

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং ইন্দ্রদেবের সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করান।)। (৯অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'পুনানঃ' পাবকঃ 'সোমঃ' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশোঽয়ং? 'সহস্রধারঃ' অপরিমিতধারঃ 'অত্যবিঃ' অবিশব্দেন তল্লোমান্যুচ্যন্তে; অবের্লোমভির্নিষ্পাদিতং দশাপবিত্রমিত্যর্থঃ, তদতিক্রম্য গচ্ছতীত্যত্যবিঃ। কিমর্থং? 'বায়োঃ' 'ইন্দ্রস্য' চ পানায়েতি শেষঃ। কিম্প্রতি? 'নিষ্কৃতং'। নিরিত্যেষঃ সমিত্যেতাস্মিন্নর্থে। সংস্কৃতং পাত্রং প্রতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব ভগবৎসামীপ্য লাভ করায় অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধকের ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"অপরিমিত ধারাবিশিষ্ট পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়েরই একত্র আলোচনা করা যাইবে।

'সহস্রধারঃ' পদে 'অপরিমিত ধারঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতও তাহাই। কিন্তু এই প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হয় নাই। 'সহস্রধারঃ' পদে অসীমশক্তিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাই উক্ত পদে 'প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্যবিঃ' পদে দুইটী শব্দ আছে 'অতি' এবং 'অবিঃ'। অবিঃ পদে,—'জ্যোতিঃ' 'জ্ঞান' অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অতি জ্ঞান' অর্থাৎ পরাজ্ঞানকেই 'অত্যবিঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে। 'নিষ্কৃতং' পদের অর্থ 'সংস্কৃতং স্থানং'। ভগবৎসামীপ্যের মত পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে? তাই বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'বায়ু ও ইন্দ্রদেবের সামীপ্যে লইয়া যায় অর্থাৎ সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের মূল মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই

গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয় তাঁহার চিন্তা ও ক[র্ম্ম] পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্রতা-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা যথায[থ] বিবৃত হইয়াছে॥ (৯অ—২খ-১সূ—১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত।
৩ ২ ৩ ১ ২
সুষ্বাণং দেববীতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবস্যবঃ' (রক্ষণকামাঃ, পরিত্রাণপ্রার্থিনঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'দেববীতয়ে' (দেব[ভাব] প্রাপ্তয়ে, দেবভাবং প্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং জ্ঞানিনং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'সুষ্বাণং' (অভিষূয়মাণং, পবিত্রং) পরমদেবং 'অভি' (আভি[মুখ্যেন]) মুখেন) 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্তুত) ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ। আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—২খ-১সূ-২সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব-প্রাপ্তির জ[ন্য] পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৯অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (স[প্তম]) অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

হে 'অবস্যবঃ' রক্ষণ-কামাঃ! উদ্গাত্রাদয়ো যূয়ং 'পবমানং' শোধকং 'বিপ্রং' বিশেষেণ দেবানাং প্রীণয়িতারং বিপ্রবদ্‌বুদ্ধং বা। অথবা বিপ্রইতি মেধাবিনামসু (নিঘ০ ৩।১৫।১) মেধাবিনং। 'দেববীতয়ে' দেবপানায় 'সুষ্বাণং' অভিষূয়মাণং সোমং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত। (৯অ-২খ-১সূ-২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। তবে ভাব খুব পরিষ্কার হয় নাই। 'অবস্যবঃ' পদে ব্যাখ্যাকার 'রক্ষণকামাঃ' অথবা 'রক্ষাভি-লাষীগণ' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। আমাদের মতে সাধক আপনার মনোবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিজের মনই আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই নিজের মনোবৃত্তিকেই 'অবস্যবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'দেববীতয়ে' পদের ভাষ্যার্থ,—'দেবপানায়'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন, "দেবানাং ভক্ষণায়।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্ত কিন্তু আমরা মনে করি এখানে দেবতা-দের ভক্ষণের কোন কথা নাই। 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণায়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ — 'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা। 'দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য' দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিতেছেন। ভগবানই সর্ব্বদেবভাবের উৎস। ভগবদারাধনার অর্থ ভগবৎবিভূতি লাভ করা, তাঁহার অনুসরণ করা। সুতরাং ভগবানের বা ভগবৎশক্তির অনুসরণ করিলে হৃদয়ে তাঁহার ভাব, তাঁহার শক্তি প্রতিফলিত হয় আরাধনার, পূজার অর্থই এই যে,—ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, হৃদয়ে আরাধ্য দেবতাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। 'পবমানং' 'বিপ্রং' পদদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যাদির সহিত উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মন্ত্রের ভাষ্যাদিতে সোমরসকে অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমরা মনে করি এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই; মন্ত্রটী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। (৯অ—২খ ১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রপাজসঃ' (বহুবলাঃ, সাধকানাং আত্মশক্তিপ্রদাতারঃ) 'গৃণানাঃ' (স্তূয়মানাঃ আরাধনীয়াঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবত্বলাভায়, অস্মাকং দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) তথা 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায়, আত্মশক্তি-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।) ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবন্তে' ক্ষরন্তি 'সোমাঃ'। কিমর্থং? 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায়। কীদৃশাঃ 'সহস্রপাজসঃ' বহুবলাঃ নৃণাং বলপ্রদা ইত্যর্থঃ। 'গৃণানাঃ'। কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয় (৩।১।৮৫)। স্তূয়মানাঃ। পুনঃ কিমর্থং? 'দেববীতয়ে'। দেবানাং বীতির্গতিঃ প্রাপ্তি লক্ষণং বা যস্মিন্ স দেববীতিঃ। যজ্ঞঃ, তদর্থং যজ্ঞসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজনং তদ্দ্বারা স্বর্গ-লাভ ইতি ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৩সা) ॥

• • •

তৃতীয় (১১৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজনের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।" ইহাতে সোমরস নামক তরল পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। 'সোমাঃ' পদের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মতেই সোম—'বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান' অর্থাৎ সোমরস মানুষকে বহুবল প্রদান করে এবং সেই জন্য সম্ভবতঃ মানুষ সোমরসের স্তুতি করে। একমাত্র মাতাল ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্য সোমরসের স্তুতি করে না। আর মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণ, যাঁহারা এই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা মাতাল ছিলেন না। সুতরাং মদ্য-সম্বন্ধে 'গৃণানাঃ' পদটী ব্যবহৃত হয় নাই নিশ্চয়। 'বহুবল-প্রদ' অর্থ সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মদ্য মানুষের শারীরিক মানসিক শক্তি নষ্ট করে! যে একবার এই ভীষণ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়, সে তাহার শেষ রক্তবিন্দু-পর্য্যন্ত না দিয়া রক্ষা পায় না। এ হেন বস্তুকে বলা হইয়াছে,—'সহস্রপাজসঃ' অর্থাৎ বহুবল-দায়ক! তাই আমাদের ধারণা মন্ত্রে 'সোম' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা সোমরস নামক মদ্য নয়—তাহা ভগবৎশক্তি, অমৃতস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব।

'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞার্থং' অথচ তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্তপদে 'দেবপানায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উভয়ত্রই একবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্যুমৎ' (দীপ্তিমৎ, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, শ্রেষ্ঠবলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ) ; 'উত' (অপিচ) 'বাজসাতয়ে' (অন্নলাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীং) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীং আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-২খ-১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় আত্মশক্তি প্রদান করুন; অপিচ, আত্মশক্তিলাভের জন্য মহতী সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমরা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি)॥ (৯অ—২খ—১সূ—৪সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' 'দ্যুমৎ' দীপ্তিমৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং সামর্থ্যাঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর, শোভনসামর্থ্যোপেতা ধারাঃ পবস্বেত্যর্থঃ। উৎ' অথবা 'নঃ' অস্মাকং 'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'বৃহতীঃ' 'ইষঃ' দ্যুমৎ সুবীর্য্যং সম্পাদয়িতুং পবস্বেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মশক্তিই উন্নতিলাভের মূল। যদি নিজের উন্নতি নিজে করিতে না পারা যায়, তবে বাহির হইতে আসিয়া কেহই মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। মানুষের মধ্যেই শক্তির বীজ রহিয়াছে। উপযুক্ত সাধনা-বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিলে মানুষ শক্তির অধীশ্বর হইতে পারে। শক্তি মানুষের ভিতরের জিনিষ, ভিতর হইতেই তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। নিজের আত্মার মধ্যে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়—সাধক আপনার সাধন-প্রভাবে অন্তরে যে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, তাহাই মানুষকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই আত্মশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে,—আত্মশক্তি যদি অন্তরের জিনিষই হয়, তবে তাহা প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা কেন? শক্তির বীজ মানুষের অন্তরে থাকে বটে, কিন্তু তাহা বিকশিত না হইলে মানুষকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়, সুপ্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী শক্তিলাভ করে। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের এই প্রার্থনা। সাধনার দ্বারা

যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন আত্মশক্তিও জাগরিত হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, আত্মশক্তি লাভ করিবার উপযোগীতাও প্রার্থনা সাধ্য। ইচ্ছা করিলেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। তাই মন্ত্রে এই প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আমাদের মত হইতে ভিন্ন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। "হে সোম! আমাদের অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।" (৯ম-২খ—১সূ—৪সা)। *

—— * ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশবঃ ন' (শীঘ্রগামিনঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'হেতৃভিঃ' (সাধকৈঃ) 'হিয়ানাঃ' (প্রেৰ্য্যমাণাঃ, উৎপাদিতাঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ সাধকানাং 'বাজসাতয়ে' (আত্মশক্তিপ্রাপ্তয়ে) 'বারমব্যং' (অব্যয়জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং ইত্যর্থঃ।) 'বি অত্যাসৃগ্রং' (ব্যতিসৃজন্তে, বিশেষেণ সৃজন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক দেবতার ন্যায়, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদিগের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সৃজন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন।) (৯অ—২খ—১সূ—৫সা।)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'হিয়ানাঃ' প্রের্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রং ধাবন্তি তদ্বৎ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ প্রের্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ 'বাজায়' অন্নলাভায় 'অব্যং' 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'বাভাস্থগ্রং' ব্যতিসৃজন্তে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" প্রচলিত মতানুসারে সোমরস প্রস্তুতের একটী বর্ণনা এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। সোমরসকে লতা হইতে বাহির করিয়া তাহা যেন ছাঁকা হইতেছে এবং সোমরসের তখনকার গমন-ভঙ্গীকেই লক্ষ্য করিয়া যেন এই বর্ণনাটী প্রস্তুত হইয়াছে। সোমরস স্রোতের বেগে যাইতেছে, তাই তাহাকে যুদ্ধাশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি 'আশবঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ'। যুদ্ধাশ্ব প্রভৃতি অনুবাদকারের কল্পনা।

সোমকেই ভাষ্যাদিতে 'অন্ন' বলা হইয়াছে। এখানে আবার দেখিতেছি এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'সোম অন্নলাভের জন্য যাইতেছেন।" সোমই যদি 'অন্ন' হয় তবে তাহার আবার অন্নলাভ কি হইতে পারে? সুতরাং ব্যাখ্যার এই অংশ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিল।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'হেতৃভিঃ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যা 'প্রেরকৈঃ', এই প্রেরক কে এবং কি প্রেরণ করিতেছেন? মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্তপদে 'সাধকৈঃ' এবং 'হিয়ানাঃ' পদে 'প্রের্যমাণাঃ উৎপাদিতাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বারমব্যং' পদের অর্থ-সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)। *

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তে নঃ সহস্রিণ৺ রয়িং পবন্তামা সুবীর্য্যম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'স্বানাঃ' (সুষ্বানাঃ, পবিত্রকারকাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবত্বপ্রাপকাঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ পবন্তাং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছন্তু) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । হে ভগবন্‌! অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তিদায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'তে' 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যা-যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'সুবীর্য্যং' চ 'আ পবন্তাং'। কীদৃশাস্তে? 'স্বানাঃ' সুষ্বানাঃ স্তূয়মানা 'দেবাসঃ' দ্যোতনাদিগুণকাঃ। 'স্বানাঃ'—'সুষ্বানাঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯০) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে বলিলাম এই জন্য যে, মন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সম্বোধন করা হয় নাই। অথচ, তাঁহারই শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রার্থিত বস্তু প্রদান করে—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির কেন্দ্রীভূত বিষয় সোমরস। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই—"সেই অভিযুত সোমদেব আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।" এই ব্যাখ্যাটী অসম্পূর্ণ। তাহাতে 'দেবাসঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ'। সোমরস নামক দ্রব্যবস্তুর মধ্যে দ্যোতনাদি-গুণও ছিল কি? যাহা হউক্‌ আরাধ্য বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের মতের প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, উক্ত পদের দ্বারা দেবত্বপ্রাপক বস্তুকে লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'দেবাসঃ' পদের 'দেবত্বপ্রাপকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছে। মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশসাধন

হইলে মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ হয়। মানুষই দেবতা। মানুষে ও দেবতায় প্রভেদ শক্তির বিকাশে। এক শক্তিই মানুষ ও দেবতার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। যাহার মধ্যে শক্তির যে পরিমাণ বিকাশ হয়, মানুষ সেই পরিমাণ উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তির বীজ আছে, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানবের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহকে পরিস্ফুট করিতে পারে। মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-২খ-১সূ-৬সা। *

— — • — —

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ।

৩ ১ ২র
দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতরঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃক্রোড়ং আশ্রয়তি, অথবা মাতৃভূতা গাবঃ যথা সস্নেহেন বৎসং স্বাঙ্কে ধারয়ন্তি, তদ্বৎ) 'বাশ্রাঃ' (বাসনশীলাঃ, যদ্বা—আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বাবাদয়ঃ) 'অভ্যর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, আশ্রয়ন্তি বা সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ); সাধকাঃ এব তং শুদ্ধসত্ত্বং 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সাধকহৃদয়ং এব সত্ত্বাবাধারং। তত্র শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতমেব সঞ্চরতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বৎস যেমন মাতৃক্রোড়কে আশ্রয় করে, অথবা মাতৃভূতা গাভী যেমন সস্নেহে বৎসকে স্বাঙ্কে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাবাদি সাধক হৃদয়কে আশ্রয় করে। সাধকও জ্ঞান এবং ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধক-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়ই সদ্ভাবের আধার। (সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব সতঃসঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাশ্রাঃ' শব্দবন্তঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভ্যর্ষন্তি' পাত্রং প্রতি গচ্ছন্তি। বাশ্রাঃ শব্দকারিণ্যো 'মাতরঃ' মাতৃভূতা গাবঃ 'বৎসং' ন' বৎসং যথা প্রত্যাগচ্ছন্তি তদ্বৎ তএব 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধিরে' ধ্রিয়ন্তে চ। 'মাতরঃ'—'ধেনবঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। কিন্তু ভাষ্যের প্রভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া বাছুরের অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিকগণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যা ভাষ্যেরই অনুসারী। সোমকে যদি সোমলতার রস বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলেও সে তরলপদার্থের শব্দের তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হয় না। বন্যার জলপ্রপাতের অথবা বর্ষার অবিরল বারিধারার জল-কল্লোল শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সোমকণ্ডনে সোমরসের পতন-শব্দ আমাদিগের অনুমানগম্য নহে। যদি তাহার পতন শব্দ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্যার জলপ্রপাতের ন্যায় অথবা প্রাবৃটের জলকল্লোলের অনুরূপ কিছু মনে করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্তূপাকার সোমলতা, এমন কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পেষিত হইত, যাহাতে জল-প্রপাত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে সে সোমরস পাত্রে পতিত হইত। আর সে পাত্রকে তড়াগ-পুষ্করিণীর ন্যায় বিশাল-আয়তন বলিয়াই মনে করিতে হয়। নচেৎ, দ্রোণকলসের ন্যায় অল্পপরিসর পাত্রে সে সোমরসের সে শব্দায়মান কল-কল্লোল নিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। আর সে রস নিষ্কাশনে সপ্তহোতা এবং যজমান ব্যতীত আরও বহু লোকের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে রস-নিঃসারণে সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ই মনে আসে। সুতরাং সোমের শব্দ অথবা শব্দায়মান সোম কি সামগ্রী, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। তার পর, বৎসের ন্যায় হাম্বা রব যে সোম করিতে পারে, সে সোম, লতা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। তবে অধুনা তরুগুল্মাদির জীবনী-শক্তির বিষয় বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা তরুলতাদিতে আত্মদর্শী মুনিঋষিগণ বাক্যকথন-শক্তির স্ফুরণ করিতে পারিতেন স্বীকার করিলে, হয় তো এ সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বৎসের হাম্বা শব্দের ন্যায় শব্দ সোমের করিবার কোনও তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহা হউক,

সোম দ্বারা সন্ধে পাত্রে নিবদ্ধ হইলে, কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, হউক; তাহাতে আপত্তির কারণ দেখি না। আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমাদিগের অর্থ যে ভাবে প্রকটিত হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছে।

মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'বৎসং ন মাতরঃ' উপমাবাক্য এবং 'ইন্দবঃ' পদ। এতদুভয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। উপমায় 'মাতরঃ' পদের সহিত সাধক-হৃদয়ের এবং 'বৎসং' পদের সহিত 'ইন্দবঃ' পদের অন্বয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'ইন্দবঃ' পদে আমরা স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করি। কি ভাবে এরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী;—হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয়। বৎস যেমন তাহার মাতা গাভী-সঞ্জাত; শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি হৃদি-সঞ্জাত। সুতরাং গাভী যেমন বৎসের জন্য ব্যাকুল হয়, নির্ম্মল হৃদয়ও তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবৎ-করুণা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। সেই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'বৎসকে যেমন মাতৃভূত গাভী সাক্ষে গ্রহণ করে, সেইরূপভাবে আত্মদর্শী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন; অথবা বৎস যেমন তাহার মাতা গাভীর নিকট গমন করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে গমন করিয়া থাকে; অর্থাৎ সাধকহৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় এবং সাধকহৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়।' উপমাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদে 'ইন্দু' (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা—অমৃত বুঝায়। আমরা মনে করি, সারল্য এই ভাবেই উঁহাকে সোমের পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ইন্দবঃ' পদের যে 'বাশ্রাঃ' বিশেষণ পদ আছে, তাহাতে ইন্দব যে পরমানন্দদায়ক, 'ইন্দবঃ' যে সত্তিমুক্তি-বিধায়ক, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'ইন্দবঃ' পদে তাই আমরা—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে সঞ্জাত ভক্তিসুধা সমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে সাধক-হৃদয়ে যে সুধা ক্ষরিত হয়, 'ইন্দবঃ' সেই সুধা—সেই অমৃত—সেই চিদানন্দ। সে সুধাপানে সাধক প্রমত্ত হয়েন, সে সুধার রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার মনোভৃঙ্গ সেই সুধাধার সুধাময়ের চরণ-কোকনদে নিত্য গুঞ্জরণ করে। 'ইন্দবঃ'—সেই সুধা-সমুদ্র। 'ইন্দবঃ'—সেই অমৃত-বারিধি। এইরূপ অর্থে 'গভস্ত্যোঃ' পদেরও সার্থকতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তিই হৃদয়ে সদ্ভাবসংরক্ষণের একমাত্র উপায়। হস্তদ্বয় যেমন দ্রব্যসম্ভার ধারণ করে এবং তাহাতে তাহার যেমন পতন নিবারণ হয়, জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ও তেমনি সদ্ভাবকে—অমৃত-সিন্ধুকে অন্তরে নিবদ্ধ রাখে। 'বাশ্রাঃ' পদেরও সে হিসাবে সার্থকপ্রয়োগ সপ্রমাণ হয়।

সদ্ভাব যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, কর্ম্ম যখন সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে! তখনই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; চিত্ত নির্ম্মল হউক; 'বাশ্রাঃ'—দিব্যজ্ঞান-সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্বকে সুসংস্কৃত কর; 'ইন্দবঃ' রূপে ভগবানের করুণাধারা আপনি বর্ষিত হইবে। ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে 'ইন্দবঃ' সঞ্জাত হইতে পারে কি? একাগ্রতা না থাকিলে—অন্য অন্য বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে—'ইন্দবঃ' অন্তরে উদয় হয় কি? মন্ত্রের তাই উপদেশ—

সংসারের আবিলতা দূর কর; অন্তর নির্ম্মল কর; তাঁহার শরণ লও; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও। তবেই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা তোমার অন্তরে উপজিত হইবে।' * (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' (ইন্দ্রলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পর্য্যাপ্তঃ, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ 'কনিক্রদৎ' (শব্দায়তে, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন শত্রূন) 'অপজহি' (বিনাশয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম —ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ ১সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; হে দেব! আমাদিগের সকল শত্রু বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; আমরা যেন রিপুজয়ী হই।)। (৯অ—২খ— সূ—,সা)।

* * *

সায়ণং ভাষ্যং।

'ইন্দ্রায়' 'জুষ্টঃ' পর্য্যাপ্তঃ সোমো ভবতীতি শেষঃ 'মৎসরঃ' সোমঃ। 'মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ'—ইতি নিরুক্তং। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ তাদৃশঃ সোমঃ 'কনিক্রদৎ' 'বিশ্বাঃ দ্বিষঃ' সর্ব্বানস্মাকং দ্বেষ্টৄন 'অপ জহি'। 'পবমানঃ'—'পবমানা'—ইতি পাঠৌ। ৮।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার-নবম অষ্টক অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল প্রথম সূক্ত নবম সাম)।

অষ্টম (১১৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম। তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।" ভাষ্যার্থ হইতে এই ব্যাখ্যা পৃথক্। আমাদের মন্ত্রের সহিতও এই অনুবাদের মিল নাই। আমরা সকল ব্যাখ্যাই ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

'জুষ্টঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"পর্য্যাপ্তঃ"। ইন্দ্রের জন্য পর্য্যাপ্ত ভাষ্যকার ও অনুবাদকারের দৃষ্টি সোমরসের দিকে। সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব সম্ভবতঃ এই যে,—ইন্দ্রদেবের পান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সোমরস। কিন্তু আমাদের ধারণা পৃথক্। আমরা মনে করি, শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী নিত্যসত্য মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাই, এই দুই পদের ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু। এই পরম বস্তুর প্রভাবেই মানুষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি পবিত্র নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে মানুষের মনে অতি সহজেই ভগবচ্ছায়া পতিত হয়। নির্ম্মল দর্পণে বস্তুর প্রতিচ্ছবি পতিত হয়; কিন্তু সেই দর্পণ যদি মলিন হয়, তাহা হইলে সেই ছবি পরিষ্কার হয় না। আবার তাহা যদি গাঢ় কালিমায় লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ছায়া আদৌ পড়ে না। সত্ত্বভাব মানব হৃদয়ের এই মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র স্বচ্ছ করে। তাই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া যায়। 'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' পদদ্বয়ে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী দুই পদে—'মৎসরঃ ও 'পবমান' এই দুই বিশেষণে সত্ত্বভাবের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব—'মৎসরঃ'। ভাষ্যকার সাধারণতঃ উক্ত পদে 'মদকরঃ' অর্থই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনও কারণে হঠাৎ নিরুক্তানুসারে অর্থ করিয়াছেন "মন্দতেঃ তৃপ্তিকর্ম্মণঃ"। অবশ্য তাহাতে মূলভাবের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কেবলমাত্র অর্থশক্তির হ্রাসতা ঘটিয়াছে। আমাদের অর্থ—'পরমানন্দদায়কঃ'। অবশ্য পরমানন্দ তৃপ্তিদায়ক নিশ্চয়ই; কিন্তু তৃপ্তিমাত্রেই পরমানন্দের পরিসমাপ্তি হয় না। আনন্দ তৃপ্তির বহু উচ্চে অবস্থিত। তৃপ্তিজনিত আনন্দলাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা পরমানন্দের অনেক নিম্নস্তরের জিনিষ। পরমানন্দ মানুষকে একেবারে সাধারণ পার্থিব কামনার বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তাহাতে মানুষ আনন্দস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তাহার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। আবার তৃপ্তিজনিত যে আনন্দ, তাহা অতি ক্ষণিক বস্তুও হইতে পারে। অতি হীন শ্রেণীর কামনার পূর্ণতাজনিত তৃপ্তিও হইতে পারে। তাহাতে অনেক

সময় মানুষ উচ্চগতির পরিবর্তে হীনগতি লাভ করিতে পারে, অধঃপতিত হইতে পারে। সুতরাং 'মৎসরঃ' পদের 'তৃপ্তিদায়কঃ' অর্থ করিলে মূলভাবের শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

'পবমানঃ' পদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থিত হইতেছে। 'পবমানঃ' পদে অনুবাদকার কোনও অর্থ করেন নাই। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'পূয়মানঃ' অর্থাৎ পবিত্র-কারক। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি হয়। সোমরস নামক মস্ত মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস নামক মস্ত সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে—ইহাই যদি মনে করা যায়, তবে ব্যাখ্যাতে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ-২খ—১সূ—৮সা)। *

—— • ——

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১২ ১২

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দ্দৃশঃ॥

১ ২৩ ১২

যোনাবৃতস্য সীদত॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরাব্ণঃ' (অদানান, সদ্বৃত্তিরোধকান রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অপঘ্নন্তঃ' (বিনাশয়ন্তঃ বিনাশকানি ইত্যর্থঃ) 'পবমানাঃ' (পবিত্রকারকাণি) 'স্বর্দ্দৃশঃ' (স্বর্লোকং যথা সর্ব্বস্য দর্শকানি হে সত্ত্বভাবানি ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য যথা সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সীদত' (উপবিশত, অধিতিষ্ঠত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং রিপুনাশকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিরোধক রিপুদিগকে বিনাশকারী পবিত্রকারক হে সত্ত্বভাবসমূহ! আপনারা সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

---

* এই সামমন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমানাঃ'! 'অরাবণঃ' অদানান্ যজমানান্ 'অপঘ্নন্তঃ' হিংসন্তঃ 'সদৃশঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারশ্চ যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' যজ্ঞস্য স্থানে 'সীদত'। অথ সোম-পানার্থমুক্তলক্ষণা দেবা ঋতস্য যোনৌ সীদতেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে পরাজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের নিকট এবং পরোক্ষভাবে সেই জ্ঞানময় পুরুষের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রত্যেকটী পদ হইতে জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়; মন্ত্রের এমন এক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে মন্ত্রের অনেক কদর্থ করা সম্ভবপর এবং অনেকেই তাহা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে দুই-একটী পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রের একটী পদ অরাবণঃ এবং উহার সহিত সংযুক্ত অন্য পদ অপঘ্নন্তঃ। এই উভয় পদের ভাষ্যার্থ—"অদানান্ যজমানান্ অপঘ্নন্তঃ হিংসন্তঃ" অর্থাৎ যে সকল যজমান (অবশ্য পুরোহিত বা ঋত্বিকদিগকে) দান করে না, তাহাদিগকে বিনাশকারী। এই পদের এই প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রাচীন ভারতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা এই চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন,—"যজ্ঞাদি কার্য্য করা একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় ছিল। তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ তাঁহারা অন্য লোকের নিকট হইতে যজ্ঞাদি কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাহাদের যজ্ঞাদি কার্য্য করা হইত তাঁহাদিগকে যজমান বলা যায়। এই যজমানদের প্রদত্ত অর্থের উপরই পুরোহিতগণ নির্ভর করিতেন। সাধারণতঃ যজমানগণ পুরোহিতগণকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাধারণ লোক এইরূপ করিয়া থাকে। এমন কি, পুরোহিতগণের অসন্তুষ্টিকে

যথেষ্ট ভয় করে, পুরোহিত অসন্তুষ্ট হইলে যজমান এবং তাহার পরিবারের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে ইহা বিশ্বাস করে। প্রাচীনযুগে এই ধারণা আরও বলবতী ছিল। তখন লোকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ঋত্বিক বা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি আছে, দেবতাগণ তাহাদের বশতাপন্ন ইত্যাদি নানা প্রকার ধারণা লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুরোহিতগণ চেষ্টা করিতেন এবং সেইযুগে তাঁহাদের এই চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এমন অনেক লোক ছিল, যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তাহাদিগকে শাসন অথবা ভয় প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্ত্রের এই দুই পদের সৃষ্টি। সাধারণ ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই ভয় প্রদর্শন অনেক অধিক কার্য্যকরী হইবার কথা। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'অরাব্‌ণঃ অপঘ্নন্তঃ'—অদাতা যজমানগণকে বিনাশকারী।"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,—মূলে মাত্র আছে 'অরাব্‌ণঃ' অর্থাৎ হিংসক। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ একেবারে যজমানকে টানিয়া আনিয়া কি পরিমাণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপভাবে অন্যত্রও বেদমন্ত্রের কদর্থ করা হইয়াছে এবং সেই জন্য প্রাচীন ভারতের উপর দোষারোপ করা হয়। যাহা হউক, আমরা যে অর্থে 'অরাব্‌ণঃ' পদটীকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

'স্বর্দৃশঃ' পদের দুইটী অর্থ হইতে পারে। উভয় অর্থই আমাদের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে, সত্য ও সৎকর্ম্ম বুঝায়। উভয়েরই উৎপত্তিস্থল হৃদয়। তাই এই উভয় ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)। *

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং,সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রাঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অমৃতময়াঃ) 'ইন্দবঃ সোমাঃ' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ) অস্মাকং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সত্যজ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে প্রবহন্তু অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞার্থং 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'ধারয়া' 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে। 'ধারয়া'—'সাদনে'—ইতি পাঠৌ॥ ১॥

প্রথম (১১৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব-সমন্বিত জ্ঞান আমরা যেন লাভ করিতে পারি, সেই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'ঋতস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'যজ্ঞার্থং' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য; কিন্তু অনুবাদকার উহার অর্থ করিয়াছেন "যজ্ঞগৃহে"। উভয়ত্রেই বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থানে চতুর্থী বিভক্তি করিয়াছেন এবং অনুবাদকার সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। 'ঋতস্য ধারয়া' পদদ্বয়ে সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারা অর্থাৎ প্রবাহকে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম এই উভয়কেই লক্ষ্য করে। বর্ত্তমান স্থলে 'ঋত' শব্দে সত্যকে, সত্যজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। তাই আমরা 'ঋতস্য' পদে সত্যজ্ঞানস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাষ্যকার সোমরস-নামক মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী অথবা স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রচলিত মতবাদ এই যে, প্রাচীনকালে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য যজ্ঞের জন্য এবং পান

করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। যজ্ঞের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত তাহার প্রস্তুতের উপযোগী কর্ম্ম-সমূহ যজ্ঞগৃহেই সম্পন্ন হইত। তাই এই মন্ত্রের 'ধারয়া' পদের 'সাদনং' এই একটী পাঠান্তর দেখা যায়। তাহাতে 'ঋতস্য সাদনং' পদদ্বয়ের একত্র অর্থ হয় যজ্ঞের স্থান। সম্ভবতঃ এই পাঠভেদ উপলক্ষেই অনুবাদকার 'যজ্ঞগৃহে' অর্থ করিয়াছেন। 'যজ্ঞগৃহে' অথবা 'যজ্ঞার্থং' এই উভয় অর্থেই যজ্ঞসূচক ব্যাখ্যা বুঝায়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যজ্ঞের জন্য যজ্ঞগৃহে সোমরস প্রস্তুত হইতেছে। কি জন্য সোমরস প্রস্তুত হইতেছে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন,—'ইন্দ্রায়'—ইন্দ্রার্থং অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্য। ইন্দ্র উপভোগ করিবেন, ভগবানের পূজায় লাগিবে—এই জন্যই সোমরসের প্রয়োজন। যদি প্রচলিত মতই গ্রহণ করা যায়, তবু দেখা যাইবে যে, সোমরস সাধারণের পানীয়রূপে প্রস্তুত হইত না। সোমরসের সহিত দেবতার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যেখানে সোমরসের প্রসঙ্গ সেইখানেই দেবতা। তাই মনে হয় যে, সোমরসের কোনও ঐশীশক্তি আছে যদ্দ্বারা ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, 'সোম' বলিতে সাধারণ মাদক দ্রব্য বুঝায় না। মাদকদ্রব্য ও সোমরসে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান—তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই বেদের অন্যত্রও প্রমাণিত হইয়াছে বিশেষতঃ যজ্ঞের জন্য, ভগবদারাধনার জন্য, মাদক-দ্রব্যের কি প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক 'ইন্দ্রায়' পদে আমরা অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রাপ্ত্যর্থে চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তাহা না হইলে অমৃতত্বলাভ অসম্ভব—ইহাই মন্ত্রের মূলভাব। মন্ত্রের মধ্যে যে 'ইন্দবঃ' বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাকে 'মধুমত্তমাঃ'—অমৃতময় অথবা অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই অমৃতময়, অমৃতস্বরূপ। উহাই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। মানুষের মনে যখন পবিত্রতা আসে, ভগবানের প্রতি অনন্যমুখী ভক্তি আসে, তখন মানুষের মন আপনিই অমৃতত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯অ ৩খ ১সূ-১সা)।*

— — * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র   ২র   ৩   ১   ২   ৩ ২উ   ৩ ১ ২

অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।

২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২

ইন্দ্রং৺ সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ ধেনবঃ ন বৎসং' (স্নেহপরায়ণাঃ ধেনবঃ যথা প্রেম্ণেণ তেষাং বৎসং প্রতি শব্দায়ন্তি, প্রধাবন্তি বা তদ্বৎ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ - সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমস্য পীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য পানায় গ্রহণায় বা, শুদ্ধসত্ত্বলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং) 'অভ্যানূষত' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ - ৩খ—১সূ – ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহপরায়ণা ধেনুগণ যেমন প্রেমের সহিত তাহাদের বৎসের প্রতি শব্দ করে, সেইরূপভাবে জ্ঞানী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানায় 'ইন্দ্রং' 'অভি অনুষত' অভিষ্টুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'বৎসং ন' বৎসং যথা পয়ঃপানায় অভিশব্দয়ন্তি তদ্বৎ। 'ধেনবঃ' 'মাতরঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৩খ - ১সূ ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জ্ঞানিগণ ভগবানের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য মানবের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে, মানুষ আপনা হইতেই সেই পরমপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান – ভগবৎশক্তি। ভগবানই জ্ঞানরূপে মানুষের মধ্যে বিরাজিত থাকেন। যখন হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝা যায় যে, ভগবানের শক্তি তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। যাঁহার কৃপায় জগৎ বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপাবলে মানুষ বাঁচিয়া আছে, যাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে, মুহূর্ত্তে জগৎ জড়পিণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই পরমপুরুষের প্রতি মানুষ ভক্তিপরায়ণ না হইয়া কি থাকিতে পারে? মানুষ যখন জানিতে পারে যে, মায়ের বুকে যে স্নেহামৃতনির্ঝরিণী আছে, যাহার সুধাধারা পাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যে স্নেহামৃত মানবকে এই মরজগতে দেবত্বের ছবি প্রদর্শন করায়, অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করায়, সেই

অমৃতনির্ঝরিণীর উৎস ভগবান। মানুষ যখন জানিতে পারে যে মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব সুষমায় সেই অমৃতস্বরূপের স্নেহের এক কণামাত্র প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি মানুষ সেই অমৃতের সিন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? মানুষ তখন এই বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয়,—সেই অমৃতসাগরে আপনার অনন্ত পিপাসা মিটাইতে চায়। মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই ভূমানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহার জীবনের প্রধান কথা— 'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পে সুখ নাই, বিন্দুতে পিপাসা মিটিবে না—সিন্ধু চাই, ভূমানন্দ চাই। মানুষের মনে পরিপূর্ণ পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেও যে অতৃপ্তির সুর বাজিতে থাকে, হাসির মধ্যেও যে কান্নার সুর ধ্বনিত হয়, সে আর কিছুই নয়, তাহা ভূমার আহ্বান। মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত ভূমার যে নিকটতম সম্বন্ধ আছে, এ তাহারই ক্রিয়া। সেই ভূমানন্দের, শাশ্বত সুখের ধ্বনি চিরকালই মানুষের মনে বাজিতেছে। কিন্তু মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়া মানুষ তাহা শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যখন মানুষ সেই আহ্বানকারীকে জানিতে পারে, তখনই তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। ভূমানন্দলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা জানিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করে। যখন সে সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন তাহার আর দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না; আকুল হইয়া সে সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য ছুটে;—আপনার হৃদয়ের ও মনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দিকে প্রেরণ করে।

হৃদয়ের এই ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটী উপমা দ্বারা। সেই উপমাটী এই "ধেনবঃ ন বৎসং" অর্থাৎ ধেনুগণ যেমন আগ্রহের সহিত ব্যাকুলতার সহিত স্নেহভরে তাহাদের বৎসের অভিমুখে যায়, সাধকগণও সেইরূপ প্রেমভরে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়,—তাঁহার আরাধনা করে। সাধকগণ, জ্ঞানীগণ যখন জানিতে পারেন যে, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তিনিই স্নেহপারাবার—অনন্ত করুণাসাগর; তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। মানুষকে একদিন তাঁহার চরণতলে যাইতেই হইবে। অজ্ঞানতার জন্য সে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এখানে 'জ্ঞানী সাধক' বলার উদ্দেশ্য এই যে,— ভগবানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাধকের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নাই;—তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর সেই জন্যই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমপুরুষের সন্ধানে বাহির হইতে পারেন। তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতার পরিচয় দিবার জন্যই "ধেনবঃ নঃ বৎসং" উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্তানের জন্য মায়ের যে ব্যাকুলতা ভগবানের জন্য সাধকের মনে যখন সেইরূপ ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে, তখনই তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। উপমার ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব

পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।" (৯অ-৩খ-১সূ-২সা)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১   ১ ৩ ১ ২ ৩   ১ ২ ৩ ১   ২ ৩ ২
মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।

১ ২   ৩ ১র   ২র   ৩ ২
সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদচ্যুৎ' (পরমানন্দদায়কস্য ভক্তিরসস্য স্রাবয়িতা ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সদনে' (যজ্ঞস্য স্থানে,—সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'ক্ষেতি' (নিবসতি)। অপিচ, 'সিন্ধোঃ ঊর্ম্মা' (ঊর্ম্ময়ঃ যথা সিন্ধোঃ হৃদি তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ, ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ ইত্যর্থঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গৌরী' (গিরিবৎ স্থিরে অবিচলিতে, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'শ্রিতঃ' (নিবসতি, যদ্বা তং হৃদয়ং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। (নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়তে; অপিচ স্থিরং অবিচলিতং ভক্তহৃদয়ং হি শুদ্ধসত্ত্বস্য আধারঃ ইতি ভাবঃ। (৯অ-৩খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক ভক্তিরসের স্রাবয়িতা শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকে। অপিচ, ঊর্ম্মিমালা যেমন সিন্ধুহৃদয়ে আশ্রিত থাকে; সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের প্রজ্ঞাপক সেই শুদ্ধসত্ত্ব গিরিবৎ স্থির অবিচলিত অথবা জ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় অথবা সেই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বিদ্যমান থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়; এবং স্থির অবিচলিত ভক্ত-হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ)। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদচ্যুৎ' মদকরস্য রসস্য চ্যাবয়িতা সোমঃ 'সদনে' গন্তব্য স্থানে 'ক্ষেতি' নিবসতি। এতদেব বিবৃণোতি 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'উর্ম্মা' উর্ম্মৌ তরঙ্গে 'বিপশ্চিৎ' বিদ্বান্ সোমঃ 'গৌরী অধি' গৌর্য্যামধি। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদঃ, মাধ্যমিকায়াং বাচি গৌরী গান্ধর্বীতি বাঙ্নামৈতৎ (নিঘং ১।১১।৫৬)। 'শ্রিতঃ' নিবসতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে ভক্তির উদয় হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে; আর স্থির অবিচলিত হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্ব উপাজত হয়। অর্থাৎ, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার অন্তরে অনন্যা ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্ব সত্তাবাদি সেই হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! আমরা নিম্নে ভাষ্যের অনুসারী একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— 'মদস্রাবী সোম নদী-তরঙ্গ-স্থলে বাস করেন। বিদ্বান্ সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন'। সমস্যা একটু জটিল হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সোম পর্ব্বতের সানুদেশে, প্রস্তরের 'ফাটালে' জন্মে এবং বৃষ্টির জলে তাহা প্রবর্দ্ধিত হয়। এখানে আবার বলা হইল—নদী-তরঙ্গ-স্থলে সোম বাস করেন অর্থাৎ নদীতরঙ্গে যে স্থান বিধৌত হয়, সোম সেই বারিবিধৌত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে সে প্রদেশের ভূমি সিক্ত হয় বলিয়া, তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য বৃষ্ট্যাদির আর আবশ্যক হয় না। তার পরই আবার বলা হইল, সেই সোম বিদ্বান্ আর তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। লতা হইতে শরীরী আবার শরীরী হইতে অশরীরী। তিনি বিদ্বান; সুতরাং তাঁহাকে শরীরী মনুষ্যাদি বলা যায় না; আবার তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে অশরীরী ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ, মাধ্যমিক বাক্য সূক্ষ্ম সামগ্রী; সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাই বাক্যকে আশ্রয় করিতে হইলে সোমের সূক্ষ্ম অশরীরী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই! সোম যখন 'নদীতরঙ্গস্থলে' রহিয়াছেন, তখন তাঁহার একরূপ প্রকট হইল; বিদ্বান-রূপে তাঁহার একরূপ প্রকাশ পাইল; মাধ্যমিক বাক্যে যখন তিনি অবস্থিত হইলেন, তখন আবার তিনি অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেন! জড় হইতে অজড়; তার পর একেবারেই সূক্ষ্মাবস্থা! বহুরূপ না হইলে, এরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় কি? আমরা এই বহুরূপেই

সোমকে দর্শন করি। তবে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় সেই বহুরূপের স্বরূপ যে ভা
প্রকটিত, তাহাতে ভাব ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। আর সেই ভিন্ন ভাবেই ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্র
হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সোমকে 'বহুরূপ' বলিয়া মনে করি; সেই জন্য আমাদের ব্যাখ্যায় সোমের যে
এক স্বরূপাবস্থাই প্রকটিত হইয়াছে। বহুরূপের একরূপত্বই আমরা ব্যাখ্যায় প্রদ
করিয়াছি। বহু হইয়াও সোমরূপী সেই ভগবান একভাবে ভক্ত সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে
ভক্তের চক্ষে যে তাঁহার বহুরূপ এক হইয়া সেই এক বিরাটরূপই প্রতিভাত হয়, আমাদে
ব্যাখ্যায় সেই বিশেষত্বই পরিদৃষ্ট হইবে। কি ভাবে আমরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই চরম লক্ষ্যে
উপনীত হইয়াছি, একে একে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের প্রদত্ত মর্ম্মা
সারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অংশে কর্ম্মের মধ্যেই যে শুদ্ধসত্ত্ব অধিষ্ঠি
থাকে; অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয় এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন, সে কর্ম্ম
এমন কোন্ কর্ম্ম, যদ্দ্বারা অন্তরে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইতে পারে? 'সদনে' পদে সেই কর্ম্মের
স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'যজ্ঞস্থানে।' আমরা
তাঁহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, 'সদনে' পদের অর্থ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মণি।' যজ্ঞ বলি
সৎকর্ম্মকে বুঝায়। দেবোদ্দেশ্যে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা যাউক, এক হিসাবে তাহাই য
পদবাচ্য। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে সত্ত্ব
সমাবেশ হয় কি প্রকারে! সৎকর্ম্মের সাধনে, সত্যের অনুধ্যানে, অন্তরে আপনা-আপ
সদ্ভাবের স্ফূরণ হইয়া থাকে। সৎস্বরূপের আরাধনা—সদ্ভাবের উন্মেষণ ভিন্ন সত্ত্বপর হয় কি
তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে সদ্ভাব সৎকর্ম্মে অবস্থিত। 'মদচ্যুৎ' পদের 'মদস্রাবী'
পরিগৃহীত হয়। ভাষ্যমতে 'মদ' পদে 'মদকর রস' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ,
রস পান করিলে মাদকতা জন্মে, সোম সেই রসের 'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবক। এখ
ভাষ্যকার সেই গতানুগতিক পন্থার অনুসরণেই মাদকতাগুণসম্পন্ন সোমরসকেই ল
করিয়াছেন; আর সেই ভাবেই তাঁহার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের 'সোম'
রস ক্ষরণ করেন, সে রসের গুণও মত্ততা উৎপাদন করা বটে; কিন্তু সে মত্ততা মদ্যপানে
মত্ততা অপেক্ষা একটু উচ্চ-প্রকৃতির। ভক্তি-রসের যে মত্ততা সে মত্ততার তুলনা অ
কি? সে রস পানে প্রাণের দেবতাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন; সে রস পানে তিনিও সেখান
নৃত্য করিতে থাকেন। আমাদের সোম সেইরূপ 'মদচ্যুৎ'; আমাদের সোম সেই ভক্তিরসে
'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবয়িতা। সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা—যে ভ
রসামৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, সে রসামৃত-পানে সাধক মত্ত হন, ইষ্টদেবকে—ভগবানকে মাতা
তুলেন। এইরূপ অর্থেই 'মদচ্যুৎ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

'সিন্ধোঃ উর্ম্মৌ'—মন্ত্রের অন্তর্গত এই উপমায় এক উচ্চভাবের দ্যোতনা করে। উর্ম্মি
যেমন সিন্ধুবক্ষে উত্থিত হইয়া সিন্ধুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, অপিচ উর্ম্মি যেমন সিন্ধুরই অংশীভূ
সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই উত্থিত হয়, আবার উর্ম্মির ন্যায় সেই হৃদয়েই আ

গ্রহণ করে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব সেই সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েরই অংশীভূত। তারপর 'গৌরী' পদের লক্ষ্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে 'গৌরী' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাধ্যমিকায়া বাচি'। আমরা 'গারি' শব্দ হইতে অপত্যার্থে গৌরী পদ নিষ্পন্ন করি। আবার 'গৌরী' পদে জ্ঞান-দীপ্তিও বুঝাইতে পারে। "গৌরী রোচতেজ্বলতিকর্ম্মণি"—নির্ঘণ্টু ভাষ্যে (৫১৫—৮০৮ পৃষ্ঠা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'সা দীপ্তিমতী' এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাই। এইরূপ অর্থ হইতেই 'গৌরী' পদের 'জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে'—এই দ্বিতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। অন্তর স্থির অবিচলিত হয় তখনই, যখন সে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। অজ্ঞানতা—রিপুশত্রুর উপদ্রবাদিই সে চিত্ত-বিক্ষোভের মূলীভূত। সেই বিক্ষোভ দূর হইয়া অন্তর যখন স্থির অটল অচল হয়, তখনই হৃদয়ে দেবভাবের—শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হইয়া থাকে। মন যখন সমুদায় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া অবস্থিত হয়, তখনই তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি অনুরাগ ক্রোধ ও ভয় শূন্য, সেই মুনি অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মে লীন হইয়াছে—তিনিই স্থিতধী বলিয়া অভিহিত হয়েন। ফলতঃ, যিনি সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ। গীতায় ভগবদুক্তিতে এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

ফলতঃ, জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না; সেইরূপ সংসারে নিমজ্জমান থাকিয়াও যিনি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত নহেন; অপিচ, ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল হইতে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গসঙ্কোচন করিতে সমর্থ, তাঁহারই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য-বিরাজমান। সেই হৃদয়ই জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে নিত্য-উদ্ভাসিত। স্থূলতঃ, চিত্তস্থৈর্য্যই সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির মূলীভূত। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির পরিস্ফুরণ হয়। এইরূপ ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১র　২র　৩ ২ ৩ ১ ৩

দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যা বারে মহীয়তে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (নবম মণ্ডল, প্রথম সূক্ত, তৃতীয় সাম)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (বিদ্রষ্টাঃ, বুদ্ধিমান ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানী) 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) তেন 'দিবঃ নাভা' (দ্যুলোকস্য নাভৌ, দ্যুলোকস্য মূলীভূতে ইত্যর্থঃ) 'অব্যাবারে' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে—অবস্থিতঃ ইতি যাবৎ) পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্বঃ) 'মহীয়তে' (পূজ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৩খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান্ সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার (অর্থাৎ সেই সাধকের) দ্বারা দ্যুলোকের মূলীভূত, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে অবস্থিত, অর্থাৎ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ব পূজিত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ব লাভ করেন।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'সুক্রতুঃ' সুপ্রজ্ঞঃ 'কবিঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মা 'বিচক্ষণঃ' বিদ্রষ্টা স 'সোমঃ' 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'নাভা' নাভৌ নাভিভূতে 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'মহীয়তে' পূজ্যতে॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (১১৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের মূল বস্তু সোমরস নামক মস্য। সেই মস্য পূজিত হয়েন, ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। এই সোমরসের মহিমা বিস্তার করিবার জন্য তাহার প্রতি কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

'দিবঃ নাভা' পদদ্বয় 'অব্যা বারে' পদদ্বয়ের বিশেষণরূপে ভাষ্যাদিতেও গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের অর্থ—"অন্তরীক্ষস্য নাভিভূতে"—অন্তরীক্ষলোকের, আকাশের (অপর বিবরণকারের মতে দ্যুলোকের) নাভিস্বরূপে, কেন্দ্রস্বরূপে অর্থাৎ আকাশের বা স্বর্গের

মূলীভূত কারণে। শেষোক্ত বিশেষ্য পদদ্বয়ের অর্থ—"মেষলোমে"। তাই এই উভয় অংশের অর্থ দাঁড়াইল এই—'আকাশের বা স্বর্গের নাভিস্বরূপ (অথবা কেন্দ্রস্বরূপ) মেষলোমে।" এখন ব্যাপারটা একটা হাস্যকর হইয়া উঠিল। 'মেষলোম অর্থাৎ ভেড়ার লোমকে (প্রচলিত-মতে যাহা দ্বারা দশাপবিত্র নামক সোমরসের ছাকুনি প্রস্তুত হয়) বলা হইতেছে, দ্যুলোকের নাভিভূত অর্থাৎ কেন্দ্র-স্বরূপ। 'নাভা' এবং 'বারে' পদদ্বয় সপ্তম্যন্ত এবং ভাষ্যকার কোনরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াই উভয়ের সপ্তম্যন্ত অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে 'নাভৌ, নাভিভূতে' এবং 'বালে'; আর এই দুইটিকে বিশেষ্য-বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যার ভাব-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মেষলোম হঠাৎ এত উচ্চস্থান লাভ করিল কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা যাইতেছে না। এখানে রূপক ব্যাখ্যারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা মোটেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব বুঝিতে পারি নাই, এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন সঙ্গত ভাব প্রকাশ হয় বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

শুধু তাই নয়। সোমরসকে 'বিচক্ষণঃ' 'সুক্রতুঃ' ও 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য খুব বুদ্ধিমান্ (অথবা বুদ্ধিদাতা) এবং তিনি 'সুক্রতুঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক ও 'কবিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীও বটে। অর্থাৎ একজন মাতালও মদ্যের যেরূপ প্রশংসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে, মন্ত্রে তার চেয়ে শতগুণ প্রশংসা করা হইয়াছে। মদ্য যে কিরূপে জ্ঞানী (অথবা জ্ঞানদাতা) ইত্যাদি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি যে, মদ্যের মত হেয়, ঘৃণিত জিনিষ আর নাই। মানুষকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে লইয়া যাইতে মদ্য অদ্বিতীয় সহায়কারী ও পথ-প্রদর্শক। সেই মদ্যের এবম্বিধ প্রশংসা মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে উপরোক্ত বিশেষণত্রয় 'সোমের' সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই। এই তিনটী বিশেষণ 'যঃ' পদকে বিশেষিত করিতেছে। অবশ্য 'সোম' শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করে। তথাপি মন্ত্রটীকে সম্পূর্ণভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত তিনটী বিশেষণপদ 'যঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই—"বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার দ্বারা...সোম পূজিত হয়েন"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই সত্য-পথ দর্শন করিতে পারেন এবং সেই পথে চলিতে পারেন। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অনায়াসেই সত্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞানকে দ্যুলোকের নাভিভূত, কেন্দ্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু দ্যুলোকের কেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। জ্ঞান-শক্তি-বলেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ৯অ—৩খ—১সূ—৪সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩২ ৩২ ৩ ২৩ ১ ২
যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ।
২উ ৩ ১ ২
তমিন্দুঃ পরিষস্বজে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'কলশেষু' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু, সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদয়েষু) 'আ' (আস্তে, বর্ত্তমানঃ ভবতি) সঃ 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে অন্তঃ' (পবিত্র-হৃদয়মধ্যে) 'আহিতঃ' (নিহিতঃ, অধিষ্ঠিতঃ ভবতি); ভগবান্ 'তং' (তং পবিত্রং হৃদয়ং) 'পরিষস্বজে' (প্রবিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং পবিত্রসাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব সর্ব্বলোকের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধীকৃত হইয়া পবিত্র-হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়; ভগবান সেই পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পবিত্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সোমঃ 'কলশেষু' কুম্ভেষু অস্তে; যশ্চ 'পবিত্রে' পবিত্রস্য 'অন্তঃ' মধ্যে 'আ হিতঃ' নিহিতঃ, 'তং' স্বামংশভূতং সোমং 'ইন্দুঃ' তদভিমানী দেবঃ 'পরিষস্বজে' প্রবিশতি ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাবের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপিয়া যে সত্ত্বভাব আছে, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে যে সত্ত্বভাব শক্তিরূপে বিরাজিত, তাহাই যখন

সাধন-বলে মানুষের হৃদয়ে বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র হইয়া উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির পথে চলিতে সমর্থ হয়। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, ঠিক তেমনিভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিত আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে সাধন-বলে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কোন শক্তির অস্তিত্ব-মাত্রই যথেষ্ট নহে, তাহা ব্যবহার করিবার যোগ্যতা থাকাও চাই, এবং সেই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগীও করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শক্তি যদি সকলের মধ্যেই থাকে তবে তদ্দ্বারা সকল লোক উন্নত হইতে পারে না কেন? সূর্য্যরশ্মি তো পৃথিবীর সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে কেবলমাত্র সূর্য্যকান্ত মণিই বা অগ্নি বিকীরণ করে কেন? কোন বস্তু বা শক্তি বাহির হইতে আসিলেই মানুষের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয় না। সেই শক্তি বা বস্তু ব্যবহার করিবার উপযোগী যোগ্যতা থাকাও চাই।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—যে সত্ত্বভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে, যাহার উপস্থিতিতে বস্তুর সত্তা সম্ভবপর হয়, সেই বস্তু যখন সাধন-বলে বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধক-হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েন। বীজের মধ্যে গাছ বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি বীজমাত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হয়, সেই অঙ্কুর বাৰ্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে সেই বীজের দ্বারা কাহারও কোনও লাভ হয় না। বীজের মধ্যে সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) থাকে মাত্র। সেই বীজকে যদি উপযুক্ত-ভাবে যত্নের সহিত অঙ্কুরিত করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর বাৰ্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে তাহা ফলফুলশোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। সত্ত্বভাবও শক্তির বীজ, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) বর্ত্তমান আছে। মানুষ সাধনার অভাবে এই শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। তাই শক্তির অধিকারী হইয়াও উন্নতিলাভে অসমর্থ হয়। যাহারা সাধন-শক্তিবলে সত্ত্বভাবের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারা ভগবচ্চরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"তং পরিষস্বজে"। অর্থাৎ ভগবানই সেই সৌভাগ্যশালী সাধককে প্রাপ্ত হয়েন।

নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শেষাংশ অর্থাৎ "সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন" এই অংশ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। এখানে দেখা যাইতেছে যে 'সোম' ও 'ইন্দু'—সোম ও সোমদেব দুই পৃথক সত্তা। এই নূতন সত্তা 'সোমদেব' কে? একটী হিন্দি ব্যাখ্যাতে এই অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"সোমমে চন্দ্রমাকা অভিমানী দেবতা প্রবেশ করতা হ্যায়।" এখানে দেখা যাইতেছে, 'সোম' বা 'ইন্দু' সোমরস হইতে একেবারে চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অন্যত্রও এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। একজন প্রচলিত ব্যাখ্যাতার

মত এই যে, 'সোম' শব্দে প্রথমতঃ 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্যকেই বুঝাইত। তারপর ক্রমশঃ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 'সোম' বলিতে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্রকে বুঝাইত। সোমকে অনেক স্থলে অমৃত বলা হইয়াছে। 'সোম' চন্দ্রে পরিবর্তিত হইলেও লোকে সে কথা ভুলে নাই, তাই চন্দ্রকে অমৃতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ভাব লইয়া চন্দ্র, অমৃত ও রাহুকেতুর উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। এখনও পর্যন্ত লোকে তাই চন্দ্রকে অমৃতাধিপতি বলিয়া কবিতা রচনা করে। আমরা এখানে সোম-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইলাম। অবশ্য তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মতাদির সারবত্তা প্রদর্শন করিবার জন্যই এতটুকু লিখিতে হইল। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।*

— — * — —

ষষ্ঠং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

২উ ৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২

প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

জিন্বন্ কোশং মধুশ্চ্যুতম্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সমুদ্রস্য' (সত্ত্বসমুদ্রস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অধিবিষ্টপি' (স্থানে—ভগবৎসমীপে ইতি ভাবঃ) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'প্রেষ্যতি' (প্রেরয়তি); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মধুশ্চ্যুতং' (মধুকামিনং, অমৃতকামিনং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (পাত্রং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'জিন্বন' (পূরয়ন্ পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ ভগবদারাধনয়া চ সাধকাঃ অমৃতত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্থানে অর্থাৎ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করে; সেই শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এবং ভগবদারাধনার দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্য।

'ইন্দুঃ' সোমঃ। উন্দী ক্লেদনে (রু০ প০)—ইত্যস্ম রূপং ক্লেদনবানন্তং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনশ্চ্যা-বকং দ্রোণকলশং 'জিম্বন' প্রীণয়ন্ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। সমুদ্রস্তান্তরিক্ষস্থ 'আধিবিষ্টাপ' নিষ্কে স্থানে 'বাচং' 'প্রেস্মতি' প্রেরয়তি; পবিত্রে পূয়মানঃ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। (৯অ—৩খ—১সূ ৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটীর একটী অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—"সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন"। ভাষ্যকার 'ইন্দুঃ' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে 'ক্লেদনবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ব মন্ত্রে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমদেব বা চন্দ্র'। আবার, অন্যান্য স্থলে এই 'ইন্দুঃ' পদের 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তাই তিনি বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কোনস্থানেই মন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। সেখানে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ, 'সোমঃ'; 'কোশং' পদের অর্থ 'মেঘং।' সামবেদে উক্ত পদের ভাষ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'জিম্বন' পদের ঋগ্বেদীয় অর্থ 'প্রীণয়ন'; কিন্তু সামবেদের ভাষ্যার্থ—ঐ 'প্রীণয়ণের' তাৎপর্য্যে 'পূরয়ন' গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উভয় বেদের ভাষ্যার্থ প্রভৃতির আলোচনা করিয়াও 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। ভাষ্যাদিতেও এরূপ কোনও ভাব পাওয়া যায় না; মন্ত্রে সে প্রসঙ্গ নাই। 'সোম বাক্য উচ্চারণ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা কি বুঝা যায়? 'সোম'—চন্দ্রই হউন আর সোমরসই হউন, কিরূপে বাক্য উচ্চারণ করিবেন? সেই বাক্য কি এবং কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে? তার পর—'সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করে'। মদস্রাবী মেঘ না হয় বুঝা গেল। যে আনন্দ বর্ষণ করে সেই মদস্রাবী মেঘ। কিন্তু সোমরস তাহাকে প্রীত করে কিরূপে? মন্ত্রের অপরাংশ—"অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে"। 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'ভগবৎ-সমীপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা প্রেরণ করে' অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করেন। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে; মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়। তাহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে সাধারণতঃ নানাবিধ বাসনা-কামনা থাকে। চারিদিকের নানাবিধ মায়ামোহের প্রলোভনে মানুষ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষের মন

হইতে অসার হীন কামনা দূরীভূত হইয়া যায়, পাপ মলিনতা দূরে পলায়ন করে। যাহা থাকে—তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব। মানুষের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই কর্ম্ম-শক্তিকে কোনও সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত না করিলে, তাহা অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। যখন মানুষের মধ্যে সদসৎ সমস্ত প্রেরণা থাকে, তখন মানুষ তাহার শক্তিকে সেই প্রেরণাবশে সদসৎকর্ম্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যদি মানুষের হৃদয় হইতে অসৎ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, অসৎ-প্রেরণা সমূলে ধ্বংস হয়, তখন তাহার কর্ম্মশক্তির জন্য একটা দিক খোলা থাকে, তাহা সৎকর্ম্মের দিক। মানুষের কর্ম্মশক্তি যেন কতকটা বাধ্য হইয়াই ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হয়। কারণ শক্তি ক্রিয়াশীল; ক্রিয়া ব্যতীত, গতি ব্যতীত, শক্তি আসিতে পারে না। সুতরাং কাহারও মধ্যে যদি কেবলমাত্র সৎপ্রবৃত্তি, সৎপ্রেরণা থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করেন। সুতরাং তাহার ফলে সাধক আপনার উন্নতি-সাধনেও সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনা, তাহা অনায়াসেই পূর্ণ হয়। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে।" (১অ—৩খ—১২—৬সা)।*

—— * ——

সপ্তমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধেনামন্তঃ সবর্দুঘাম্।

৩ ১র ২র ৩ ২

হিন্বানো মানুষা যুজা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নিত্যস্তোত্রঃ' (সততস্তোত্রঃ, নিত্যকালারাধিতঃ) 'বনস্পতিঃ' (বনানাং, জ্যোতিষাং স্বামী, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমদেবঃ) 'সবর্দুঘাং' (অমৃতদোগ্ধ্রীং, অমৃতদায়কং) 'ধেনাং' (জ্ঞানং) 'হিন্বানঃ' (প্রেরয়ন, প্রযচ্ছন্) 'মানুষা' (মানুষেণ) 'যুজা' (যুক্তঃ, আরাধিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) তেষাং 'অন্তঃ' (মধ্যে হৃদি ইত্যর্থঃ) আবির্ভূতঃ ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া আরাধনয়া ভগবৎকৃপাং লভন্তে —ইতি ভাবঃ। (১অ—৩খ—১৭—৭সা)॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকালারাধিত পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেব অমৃতদায়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া মানুষের দ্বারা আরাধিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করেন।) (৯অ—৩খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নিত্যস্তোত্রঃ' সন্ততস্তোত্রঃ 'বনস্পতিঃ' বনানাং স্বামী, সোমঃ 'মানুষা' মানুষাণি 'যুগা' যুগ্মানি অহোনৈকাত্মকানি 'হিন্বানঃ' প্রীণয়ন 'সর্ব্বজুষাং' অমৃতসদৃশাতিপ্রিয়বচনানি দোগ্ধ্রীং 'অন্তঃ' স্তোতৃণাং মধ্যে স্থিতাং 'ধেনাং' স্তুতিরূপাং বাচং গৃণাতীতি শেষঃ। 'ধেনামন্তঃসর্ব্বদুঘাং'—'ধীনামন্তস্সবর্দুঘসঃ'-ইতি পাঠৌ॥ (৯অ ৩খ-১সূ-৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১২০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিল-ভাবাপন্ন বটে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দু'একটী ব্যাখ্যা এমন আছে, যদ্দ্বারা মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি তো হইয়াছেই, অধিকন্তু মূলভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"নিত্যস্তোত্র-বিশিষ্ট, ক্ষীরপ্রসবকারী বনস্পতি (সোম-মনুষ্য) গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটী প্রথম বন্ধনী আছে, প্রথমটির মধ্যস্থিত 'মনুষ্য' শব্দ সম্ভবতঃ বন্ধনীর বাহিরে থাকিয়া 'গণ' এই বিভক্তির সহিত যুক্ত হইবে। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও কোন কোনও স্থলে অনৈক্য আছে। প্রথমতঃ আমরা উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের আলোচনা করিব।

'বনস্পতি' পদে ভাষ্যানুযায়ী 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শব্দার্থের দিক দিয়া না হয় প্রথম অংশ বুঝা গেল, যদিও 'বনস্পতি' পদে সোমকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ব্যাখ্যার পরের অংশ—"মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্ম্ম মধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" 'মনুষ্যগণের জন্য'-চতুর্থ্যন্ত পদ কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না। তারপর 'কর্ম্মমধ্যে' পদ অনুবাদকারের নিজস্ব আমদানী। মূলে আছে 'অন্তঃ'; তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে-"কর্ম্মমধ্যে" আমাদের ধারণা, 'অন্তঃ' পদ 'মানুষা' পদের সহিত অর্থের দিক দিয়া সম্বন্ধ-যুক্ত। উক্ত পদে সেই সাধনাপরায়ণ মানুষের হৃদয়কেই লক্ষ্য করে বলিয়া আমাদের ধারণা। তাই উক্ত পদে

আমরা 'তেষাং মধ্যে, হৃদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর "প্রীত-ভাবে বাস করেন" অংশ মন্ত্রের কোথায়ও নাই; এই বাক্যাংশ বর্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কিরূপে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতভেদ রহিয়াছে। নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"নিত্যপ্রশংসা কিয়া জানেওয়ালা বনোঁকা স্বামী সোম ঋত্বিজোঁকে যুগ্মরূপসে প্রেরণা করতা হুয়া অমৃতকী সমান প্রিয় বচনোঁকো প্রকাশিত করনেওয়ালা স্তোতাওকে মধ্যমে স্থিত স্তুতিকো স্বীকার করে।"

এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা হইতেই এই হিন্দি ব্যাখ্যারও ভাব অধিগত হইবে। ভাষ্যকার 'যুজা' পদে 'যুগ্মানি অহীনৈ-কাহাত্মকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার এই যজ্ঞার্থক ব্যাখ্যাটীকে আরও বিস্তৃত করিয়াছেন, "দিনৈকসম্পাদ্যমেকাহং, দ্বাদশদিনাতিরিক্তসম্পাদ্যং সত্রং অহীনমতঃ যাগকর্ম্ম।" এই একটী 'যুজা' পদ হইতে এত বড় ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনুবাদকার আবার নূতন ভাব সংযোজন করিয়াছেন, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। 'যুজা' পদে আমরা অর্থ করিয়াছি—'যুক্তঃ'। মানুষের সহিত ভগবান্ যুক্ত হন—সাধনা আরাধনা দ্বারা। এখানে 'যুজা' পদের 'যুক্তঃ' অর্থেই মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

'বনস্পতিঃ' পদের অর্থ 'বনানাং পতি'। 'বন' শব্দ জ্যোতিঃবাচক। জ্যোতির অধিপতি সেই পরমদেবতাকেই 'বনস্পতি' পদে লক্ষ্য করে। তিনিই নিত্য আরাধিত। অহর্নিশ সাধকগণ তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা প্রেরণ করেন। তিনি সাধক-হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমবস্তু অমৃতপ্রাপক জ্ঞান প্রদান করেন। 'বনস্পতিঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'সোম'; কিন্তু মন্ত্রটী বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করেন। তিনিই সাধকের সাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যিনি নিজে জ্যোতিঃ-স্বরূপ, জ্যোতির আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে পারেন। জগতে আমরা যে জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাই; তাহা সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়েরই ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। তাঁহার জ্যোতিঃ কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিলাভ করে, জগতে আলোক বিতরণে সমর্থ হয়। যিনি অমৃত-স্বরূপ, তিনিই মানবকে অমৃতদান করিয়া কৃতার্থ করিতে পারেন। ভগবানের সেই শক্তি ও মহিমাই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৯অ-৩খ—১সূ ৭সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ পবমান ধারয় রয়িꣳ সহস্রবর্চ্চসম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক!) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবর্চ্চসং' (বহুদীপ্তিং, পরমজ্যোতির্ম্ময়ং ইত্যর্থঃ) 'স্বাভুবং' (শোভন-ভবনং, শোভনাশ্রয়ং, পরমাশ্রয়দায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'ধারয়' (প্রাপয়, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং মোক্ষদায়কং পরমধনং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৩খ-১সূ-৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্রয়দায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মোক্ষদায়ক পরমধন লাভ করি।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' পূয়মান! পুনান! বা 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'সহস্রবর্চ্চসং' বহুদীপ্তিং 'স্বাভুবং' শোভন-ভবনং 'রয়িং' ধনং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধারয়' প্রক্ষিপেত্যর্থঃ॥ (৯অ—৩খ—১সূ-৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১২০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অধিগত হইতে পারিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহুদীপ্তিবিশিষ্ট,

সুন্দরগৃহবিশিষ্ট ধনদান কর।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী, সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের কয়েকটী মন্ত্রেও আমরা 'ইন্দো' পদ পাইয়াছি। তাহাতে কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে তৎস্থলেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে আবার 'ইন্দো' পদে 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের প্রার্থনা সোমরসের নিকট করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় মন্ত্রে ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বাভুবং' পদের ভাষ্যার্থ 'শোভনভবনং' অর্থাৎ সুন্দর ঘরবাড়ী। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় সাধক বুঝি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এখানে ঘরবাড়ীর কথা হইয়াছে বটে, তবে তাহা সাধারণ লোকের প্রার্থিত অট্টালিকাদি নয়। সাধক এখানে শোভনাশ্রয় চাহিয়াছেন, যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মানবের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সাধক সেই পরম আশ্রয় অনন্ত আশ্রয় লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, খড়কুটার ঘর বা ইষ্টক প্রস্তরের অট্টালিকা তাঁহারা চাহেন নাই।

সাধক জানেন, এই খড়কুটার বা ইটপাথরের ঘর মাত্র দুদিনের জন্য, তাহা ছাড়িতেই হইবে, মানুষকে একদিন সেই চরমাশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। যে স্থান হইতে কখন ভ্রষ্ট হইবে না, যে আশ্রয় হইতে পতন নাই, সেই পরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানেই সাধক আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত; তাহার অতৃপ্তির কারণ অপূর্ণতা। শুধু অপূর্ণতা বলিলে সত্যের একাংশমাত্র প্রকাশ করা হয়। অপূর্ণতার ধারণাই মানুষকে পূর্ণত্ব সম্বন্ধেও সজাগ করিয়া করিয়া তুলে। পূর্ণত্বের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অপূর্ণতার ধারণা জন্মিতেই পারে না। মানুষের মনে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেই ধারণাকে জীবনে সফল কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়াই মানুষের প্রাণে অতৃপ্তি জাগে। অতৃপ্তি খারাপ জিনিষ নয়, সে মানুষকে তৃপ্তি-লাভের পথে প্রেরণা দেয়।

এই যে পূর্ণ ও অপূর্ণের ধারণা তাহাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। তিনি দেখিতে পান যে, এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের সমস্ত জিনিষই অসার অস্থায়ী ঘরবাড়ী ধনদৌলত সমস্তই দুদিনের অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হয়। তাই তিনি সেই স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। "স্বাভুবং" পদে সেই পরমাশ্রয় নিত্যস্থানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই 'স্বাভুবং' পদের সহিত "সহস্রবর্চ্চসং" বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। সাধারণ ঘরবাড়ী সম্বন্ধে "সহস্রবর্চ্চস" বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১অ-৩খ-১সূ ৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, উনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২

অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ সধারয়া সুতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

সোমো হিন্বে পরাবতি ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা ইত্যর্থঃ) বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানী) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) অবস্থিতঃ সন্ ইতি যাবৎ 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি—ধনানি ইতি যাবৎ) পরমধনং ইত্যর্থঃ 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকান্ ইতি যাবৎ) 'হিন্বে' (প্রেরয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৩খ—১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিদাতা জ্ঞানী পবিত্র প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া প্রভূত-পরিমাণে দ্যুলোকের প্রিয়ধন অর্থাৎ পরমধন সাধককে লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা, 'সুতঃ' অভিষুতঃ, সোমঃ 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টে দেশে স্থিতঃ সন্ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'সধারয়া' স্বস্য ধারয়া 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'প্রিয়া' প্রিয়াণি স্থানানি 'অভি' লক্ষ্য 'হিন্বে' প্রেরয়তি। 'দিবঃকবিঃ'—'দিবস্পতিঃ'—ইতি পাঠৌ, 'হিন্বেপরাবতি'—'হিন্বেপরানো অর্ব্বাত' ইতি চ, 'সুতঃ'—'কাবিঃ'—ইতি চ। (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে গমন করেন।" "মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে" স্থলে "ধারারূপে মেধাবীগণের প্রিয়স্থানে" হইবে। সম্ভবতঃ মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই স্থানবিপর্য্যয় সংশোধিত হইলেও ব্যাখ্যায় অনেক গোলযোগ থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ 'হিষে' পদের অর্থ করা হইয়াছে -'প্রেরিত হইয়া'। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার উক্তপদের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'প্রেরয়তি' প্রেরণ করে। আমরাও সঙ্গত-বোধে এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছি।

ব্যাখ্যার মধ্যে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাহা—এই "কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া"। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই দেখা যাইতেছে যে, সোম দ্যুলোকবাসী অথবা দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য দ্যুলোকবাসী হইবে কিরূপে? আর যদি তাহা দ্যুলোকবাসীই হয় অর্থাৎ স্বর্গজাত বস্তু হয় তবে কি তাহা ভগবৎ-শক্তি বলিয়াই পরিগৃহীত হয় না? এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যাখ্যাকার যেন কতকটা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন যে, 'সোম' স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গেই তাহার উৎপত্তি আবার স্বর্গ হইতেই তাহা মেধাবীগণের, সাধকগণের নিকট প্রেরিত হয়। ব্যাখ্যাকারের পথ অনুসরণ করিলেও আমরা মোটামোটীভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি যে, 'সোম' নামে বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যাহার পরিচয়ই পাই, বেদে যাহার বহুবিধ মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোম' শব্দের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্রও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই আরও একটী সত্য লাভ করা যায়, তাহা এই যে, সাধকগণ সেই পরমবস্তু 'সোম' দ্যুলোক হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ 'সোম'এর উৎপত্তি-স্থান, দ্বিতীয়তঃ 'সোমের' গ্রহীতা। উৎপত্তিস্থান—স্বর্গ, ভগবচ্চরণ। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা ভগবানের চরণ হইতেই জগতে নামিয়া আসে। অথবা ভগবানের চরণ হইতে যাহা আসে, ভগবৎকৃপায় জগৎবাসী যাহা লাভ করে তাহা নিশ্চয়ই পবিত্র, মহান, সুন্দর; তাহা মানবের পরম মঙ্গলসাধন করে, তাহা মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণা দেয়।

অপরপক্ষে সেই ভগবৎকৃপা লাভের পাত্র, "কবি, মেধাবী"। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারাই সাধনাবলে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 'সোম'-এর উৎপত্তিস্থান

এবং 'সোমের' গ্রহীতা উভয়ই পবিত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পরম পবিত্র বস্তু—যাহা ভগবান্ হইতে আসিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহা কি মাদক-দ্রব্য "সোমরস" ? আমরা তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে যদি এমন পবিত্র বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে পবিত্রতার কোন অর্থ থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ব্যাখ্যাকার তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।

সে যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে, সাধকের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন সাধক স্বতঃই পবিত্রপথে আপনাকে চালিত করেন, সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার ফলে তিনি পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ (৯ম - ৩খ - ১২ - ৯সা) ॥

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্ম্মেরিব স্বনঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সিন্ধোঃ উর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব' (সমুদ্রতরঙ্গস্য শব্দবৎ, সমুদ্রতরঙ্গাৎ শব্দঃ যথা অহর্নিশং উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ) 'তে' (তব) 'শুষ্মাসঃ' (বেগবন্তং আশুমুক্তিদায়কং শব্দং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) নিত্যকালং 'উৎ ঈরতে' (উদ্গচ্ছতি, প্রবহতি, সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বাণস্য' (বীণাযন্ত্রস্য) 'পবিং' (শব্দং) ইব মধুরশব্দং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ 'চোদয়' (প্রেরয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ নিত্যকালং পরাজ্ঞানং লভন্তে; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম ইতি ভাবঃ। (৯অ—৪খ - ১সূ - ১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সমুদ্রতরঙ্গের শব্দবৎ অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ হইতে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় সেইরূপভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধকহৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাযন্ত্রের শব্দ-তুল্য মধুরশব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'শুষ্মাসঃ' শুষ্মা বেগাঃ 'উৎ ঈরতে' উদ্গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ-'সিন্ধোঃ' সমুদ্রস্য 'উর্ম্মেরিব' যথা তরঙ্গাৎ 'স্বনঃ' ধ্বনিঃ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ। স ত্বং 'বাণস্য' বিসৃষ্টস্য নাদস্য শততন্ত্রীকস্য বীণা-বিশেষস্য 'পবিং'। শব্দ-নামৈতৎ (নিঘ০ ১।১১)। শব্দং 'চোদয়' প্রেরয়, বেগেন স্যন্দমানস্ত্বং বিসৃষ্ট-বাণ-শব্দ-সদৃশং শব্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার হয় নাই, বরং দু'এক স্থলে মূলভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, —"হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুর্গুণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমপ্রস্তুত প্রণালীর একটা আভাষ পাওয়া যায়। যেন সোমরসকে ছাঁকা হইতেছে এবং বেগের সহিত সেই সোমরস ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে, তখন সোমরস পতিত হইবার সময় যে শব্দ করে সেই শব্দকে ধনুর্গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মোটের উপর উহা একটা সোমরস প্রস্তুতের ছবির একাংশ।

কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা নষ্ট হইয়া যায়। মূলে আছে—'স্বনঃ', উহার অর্থ 'ধ্বনি' 'শব্দ'। ভাষ্যকারও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং "সিন্ধোঃ উর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব" পদসমূহের অর্থ হয়—"সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের ন্যায়"। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'স্বনঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগ'। 'স্বনঃ' পদে কিছুতেই 'বেগ' অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। 'তোমার ধারা' ব্যাখ্যা মধ্যে কোথা হইতে

আসিল তাহা মোটেই বুঝা যায় না। ধারাস্রোতক কোন শব্দই মন্ত্রমধ্যে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সোমার্থকরূপে মন্ত্রটীকে পরিবর্তিত করিবার জন্য শব্দের মূলার্থেরও ব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের উপমা দ্বারা সোমরসের পতন-সময়ে যে শব্দ হয় তাহাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়েও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। আবার নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ব্যাখ্যাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহাতে নূতনভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! সমুদ্রকী তরঙ্গসে উঠ্‌তে শব্দকী সমান তেরে বেগ উঠ্‌তে হ্যয়, ওয়াণ তু বাণনামক বাজেকে শব্দকো প্রেরণা কর।"

ভাষ্যকার আবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা সায়ণভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বিবরণকারও 'বাণস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন—বীণাবিশেষস্য। ভাষ্যকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার গন্ধর্বাদের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমুদ্রে সর্ব্বদাই তরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই সঙ্গে তরঙ্গের শব্দ হইতেছে। এই শব্দের আদি নাই অন্ত নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, যেন অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তের প্রতিরূপ এই সাগরবক্ষে অনন্তের গান গাহিয়া যাইতেছে। 'সমুদ্র' সাধারণ-দৃষ্টিতে অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং পার্থিব চক্ষুর ক্ষুদ্র-শক্তির নিকট বিশাল সমুদ্র অসীম বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি, মানবের মনে অনন্তের সাড়া জাগাইয়া দেয়। আবার সেই অনন্তের বুকে মানবজ্ঞানের সীমার অতীতকাল হইতে যে অবিশ্রান্ত অবিরাম শব্দ তাহাও মানুষের মনে নিত্যকালের ভাব আনয়ন করে। তাই এই উপমার সাহায্যে দিক ও কালের ভিতর দিয়াই আমরা দিক-কালাতীতের সম্বন্ধে একটা ধারণালাভ করিতে পারি। তাই সেই অনন্ত দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—এই সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গশব্দ নিত্যকালই বর্তমান আছে, সেইরূপ আপনার মুক্তিদায়কবাণী,—পরাজ্ঞান নিত্যকাল সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও একটী উপমা দ্বারা পরাজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্গীত মানুষের অতি প্রিয় জিনিস। শুধু মানুষ কেন, পশু পক্ষীগণ ও ভীষণ হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের হিংস্রভাব পরিত্যাগ করে। যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বীণা। মহর্ষি নারদ এই যন্ত্রযোগেই হরিনামগানে ত্রিভুবন মোহিত করিতেন। পরাজ্ঞানকে সেই বীণা-শব্দবৎ মধুর বলা হইয়াছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষদায়ক তাহা নয়, উহা আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্‌ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যদ্' (যদা) 'সানবি' (উচ্ছ্রিতে, বিশুদ্ধে) 'অব্যে' (অব্যয়ে, নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'এষি' (গচ্ছসি, মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তে' (তব) 'প্রসবে' (উৎপাদনে, জন্মনি সতি) 'মখস্যুবঃ' (যজ্ঞমিচ্ছতঃ, সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'তিস্রঃ বাচঃ' (ঋগাদ্যুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি, বেদানুসারিণী প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছতি, উচ্চারিতা ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হৃদি শুদ্ধসত্ত্বে উৎপন্নে সতি সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৪খ-১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে আপনি মিলিত হয়েন, তখন আপনার জন্ম হইলে সৎকর্ম্মসাধকগণের বেদানুসারিণী প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'প্রসবে' সতি 'মখস্যুবঃ' যজ্ঞ-মিচ্ছতো যজমানস্য 'তিস্রো বাচঃ' ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি। কদেত্যত আহ—'যদ্' যদা 'সানবি' উচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবিময়ে পবিত্রে পবিত্রং 'এষি' গচ্ছসি॥ (৯অ ৪খ-১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" এই ব্যাখ্যাও ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর"—ইহা অবশ্য সোমরসকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এখন সোমরস তরল পদার্থ, তাহা উন্নত 'পবিত্রে' আরোহণ করিবে কিরূপে? অবশ্য যজ্ঞকর্ত্তা তাহাকে পবিত্রে বসাইবেন। কিন্তু অনুবাদকার 'পবিত্রের' আবার একটা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'কুশময়'। এতদিন পর্য্যন্ত ভাষ্যাদিতে মেষলোমময় দশাপবিত্রের' উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু 'কুশময় পবিত্র' অনুবাদকারের বর্ণনা। ভাষ্যেও কুশময় পবিত্রের কোন উল্লেখ নাই। তার পরের অংশই "তোমার উৎপত্তি-দর্শন......." ইত্যাদি। কিন্তু উৎপত্তি হইল কখন? 'পবিত্রে' আরোহণ করার পূর্ব্বেই নিশ্চয় জন্ম হইয়াছিল, অন্ততঃ প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালী হইতে ইহাই ধারণা হয়। অথচ এখানে বলা হইতেছে যে—পবিত্রের উপর আরোহণ করিলে উৎপত্তি হয়। সুতরাং এখানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যার শেষাংশ—"যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" ইহা "মখস্যুবঃ তিস্রবাচঃ" পদত্রয়ের অনুবাদ। এই "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয় পূর্ব্বে বহুবার পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার অর্থও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 'তিস্রঃ বাচঃ' অর্থাৎ ত্রয়ী বেদানুসারী প্রার্থনা। ভাষ্যকারও উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি" অর্থাৎ বেদানুসারী বাক্য ভগবন্মহিমাখ্যাপক বা প্রার্থনাদিমূলক। এখানে মন্ত্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত পদদ্বয়ে বেদানুসারী প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা এই অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। "তিন প্রকার বাক্য" এই বাক্যাংশ কোন ভাবই প্রকাশ করে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যজ্ঞার্থ সূচিত হইয়াছে, আমরাও তাহা স্বীকার করি। তবে ব্যাখ্যাকারগণ যেমন সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না, বরং আমাদের ধারণা এখানে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করায় মন্ত্রার্থের মূলভাব নষ্ট হইয়াছে।

যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন মানুষের জীবনে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন আসে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মিলনে যে অপূর্ব্ব বস্তু প্রস্তুত হয়, যে নূতন শক্তি জন্মলাভ করে—সেই শক্তিই এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে। 'প্রসবে' শব্দে এই নূতন শক্তির জন্মবার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। মানবের হৃদয়ে যখন জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র মিলন হয়

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF C...
LIBRARY

তখন মানুষ অপূর্ব্ব দেবভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের আরাধনায় রত হয়। সেই প্রার্থনা ভগবন্মার্গানুসারী,—বেদমার্গানুসারী হয়। সেই প্রার্থনায় পার্থিব কামনা বাসনার সম্বন্ধ নাই, তাহা নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্বর পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ থাকে। বেদমার্গানুসারী প্রার্থনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—বেদানুসারী আরাধনা প্রার্থনা দ্বারাই মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। বেদ জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রতীক, বেদই ভগবানের বাণী। একমাত্র বেদকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ ভব-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বেদই মানবের চরম ও পরম আশ্রয়স্থল, সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন তাঁহার সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা বেদমাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানং মধুশ্চ্যুতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'অব্যা বারৈঃ' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহেণ সহ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং, দেবানাং প্রীতিজনকং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'মধুশ্চ্যুতং' (অমৃতময়ং, অমৃতপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরিহিন্বন্তি' (পরিপ্রেরয়ন্তি, তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ কঠোরসাধনেন অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের সহিত দেবতাদিগের প্রীতিজনক, পাপহারক, অমৃতপ্রাপক, পবিত্রকারক

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতিকরং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অভিষুতং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনো রসস্য চ্যাবয়িতারং 'পবমানং' সোমং 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারৈঃ' বালৈঃ 'পরি হিন্বন্তি' ঋত্বিজঃ পরিপ্রেরয়ন্তি। (৯অ—৪খ—১স্—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়েন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতি-কর, যাঁহার বর্ণ দুর্ব্বাদলবৎ, যিনি প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইহাকে ঋত্বিক্‌গণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর একটী বর্ণনামাত্র এবং সেই সঙ্গে সোমরসের একটু মহিমাও খ্যাপিত হইয়াছে। সোমকে প্রস্তরফলকের দ্বারা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হইয়াছে। সেই রস দুর্ব্বার ন্যায় সবুজবর্ণ। সেই মধুর রস ক্ষরিত হইতেছে। সেই রসকে ছাঁকিবার জন্য মেষলোমের দ্বারা নির্ম্মিত ছাঁকুনির (অর্থাৎ দশাপবিত্রে) উপর ঢালিতেছেন। অর্থাৎ রস নিংড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া রস ছাঁকা পর্য্যন্ত সোমরস প্রস্তুতের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু মূলমন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের মধ্যে সোম-রসকে টানিয়া আনিয়া একটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সোমরস সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরস 'নবদুর্ব্বাদলবৎ' অর্থাৎ সবুজবর্ণ বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুমোদিত। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ত্রই সোমার্থক ব্যাখ্যা প্রবর্ত্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে, এখানে সোমরস প্রস্তুতের কোন প্রসঙ্গ নাই। সাধকের সাধন-প্রণালী এবং তাহার ফললাভের বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

'অদ্রিভিঃ' পদে ভাষ্যাদিতে অর্থ গৃহীত হইয়াছে—'গ্রাবভিঃ' অর্থাৎ প্রস্তরসমূহের দ্বারা। এই ব্যাখ্যা সোমার্থক বলিয়া 'অদ্রিভিঃ' পদকে ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অর্থ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে,—সোমলতাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত; 'অদ্রিভিঃ' পদের দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আমরা মনে করি, 'অদ্রিভিঃ' পদের সহিত 'পরিহিন্বন্তি' ক্রিয়া-

পদের অন্বয় হইতেছে এবং 'অদ্রিভিঃ' পদে সাধকের কঠোর তপস্যাকে লক্ষ্য করে। যে কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, যে কঠোর আরাধনা না হইলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সাধনা পাষাণের চেয়েও কঠোর বলিয়া মনে হয়। উহা যে শুধু কঠোর বলিয়া মনে হয় তাহা নয়, উহা বাস্তবিকই কঠোর। চারিদিকে রিপুগণের আক্রমণ, লোভমোহাদি রিপুগণের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। পর্ব্বতসদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। পাষাণভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, সেই পথ সহজ নয়, তাহা বিপদসঙ্কুল, প্রস্তরকঙ্করময়। যাহাকে শ্রুতি "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলিয়াছেন, সেই বিপদসঙ্কুল সাধনমার্গে সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার উপর রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন তো আছেই।

এই বাস্তব কঠোরতাকে নূতন সাধকের মনোবৃত্তি আরও কঠোর করিয়া তুলে। অনভ্যস্ত পথে চলিতে গিয়া সাধক নিজকে অত্যন্ত বিপন্ন ও অসুস্থ বোধ করেন, স্বভাব-কঠোর পথ আরও কঠোর বলিয়া মনে হয়। সেই কঠোর সাধনমার্গের মধ্য দিয়াই সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদ দ্বারা সেই কঠোর সাধনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'অব্যাবারৈঃ' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তৃতীয়ান্ত এই পদ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধক সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কঠোর সাধনের দ্বারা সাধক পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'অব্যাবারৈঃ' পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। 'হরিং' পদে 'পাপহারক যিনি পাপ হরণ করেন' অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষ্যাদিতে 'হরিদ্বর্ণ - নবদূর্ব্বাদলবৎ' প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'মধুশ্চ্যুতং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের সামান্য মতানৈক্য আছে মাত্র। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ - ৪খ — ১সূ - ৩সা)।*

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (পরমানন্দদায়ক) 'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'আ পবস্ব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) ; তথা 'অর্কস্য' (জ্যোতিষঃ) 'যোনিং' (স্থানং উৎপত্তিনিলয়ং পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (প্রাপয়, পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন ; এবং জ্যোতির উৎপত্তিনিলয়কে—পরাজ্ঞানকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম ! 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ ! সোম ! 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য ইন্দ্রস্য 'যোনিং' উদরভূতং স্থানং 'আসদং' প্রাপ্তুং 'পবিত্রং' অতীত্য 'ধারয়া' সম্পাতেন 'আ পবস্ব' আভিমুখ্যেন ক্ষর॥ (৯অ—৪খ—১সূ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দুই স্থলে পাওয়া যায়। প্রথমবার পাওয়া যায় নবম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তে এবং দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় ঐ মণ্ডলেরই পঞ্চাশৎ সূক্তে। কিন্তু প্রচলিত একটী বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেই একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম ! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" (৯ম—২৫সূ—৬ঋ)। পুনশ্চ ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যত্র,—"হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম ! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" (৯ম—৫০সূ—৪ঋ)।

এক ব্যাখ্যাকার একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য ! 'মদিন্তম কবে' পদদ্বয়ের প্রথম অর্থ,—"সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম !" এবং দ্বিতীয়

অর্থ,—"কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম।" দুই ব্যাখ্যাতেই 'সোম' অধ্যাহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষণগুলির অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'মদিন্তম' পদে 'মদপ্রদ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 'মদ' যে পরমানন্দরূপ মদ তাহারও একটু আভাষ ব্যাখ্যাতার মনে জাগিয়াছিল, তাই দ্বিতীয়বারের ব্যাখ্যায় মদিন্তম পদে 'আনন্দবিধাতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত ভাব প্রকাশ করিতেছে। সত্ত্বভাব হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দেয়। যথার্থ আনন্দ, বিমল দুঃখতাপহীন আনন্দ কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লাভ করা সম্ভবপর হয়। যাহার হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি সর্ব্বদাই বিমলানন্দের নেশায় ভরপুর থাকেন। এই দিক দিয়া 'মদিন্তম' পদকে 'মদপ্রদ', অর্থাৎ মাদক-দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একবার যিনি সেই নেশার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি জীবনে আর কখনও অন্য নেশায় আনন্দ পাইবেন না। তাঁহার নিকট অন্য সব বস্তুই অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই 'মদিন্তম' পদে আমরা পরমানন্দদায়ক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদদ্বয়ের মধ্যে আরও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য আছে। 'পবিত্রং' সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন, "পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়,—"কুশময় পবিত্রের চতুপার্শ্বে ক্ষরিত হও।" প্রথম ব্যাখ্যায় কুশের কোনও উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'কুশময়' পবিত্র বলা হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, "অতিক্রম করিয়া" ও "চতুঃপার্শ্বে" একার্থ জ্ঞাপন করে না। এই অংশেও অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য হইয়াছে নিম্নলিখিত অংশে। প্রথম ব্যাখ্যায়, "অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য" এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" এই অংশদ্বয় যে, এক মন্ত্রের একই অংশের ব্যাখ্যা তাহা অনুমান করাই কঠিন। "অর্কস্য যোনিং আসদং" পদসমূহের ব্যাখ্যাই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'ইন্দ্রের স্থান' অর্থই বা হয় কিরূপে অথবা "পূজনীয় দেবতার উদর" অর্থই বা পাওয়া যায় কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'উদর' শব্দ কোথা হইতে আসে তাহা বুঝা দুষ্কর। 'অর্কস্য' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা তাই উক্তপদে "জ্যোতিষঃ, পরাজ্ঞানস্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"অর্কঃ দ্রোণকলশঃ, অথবা অর্কঃ আদিত্যঃ, অথবা আদিত্যরশ্ময়োঽর্কাঃ অথবা অর্কাঃ মন্ত্রাস্তেষাং যোনিং স্থানং"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবরণকারের মতে অর্ক-শব্দ বহ্বর্থক। আমরা বরাবরই অর্ক-শব্দকে জ্যোতিঃবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্তমান স্থলেও তাহার কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। জ্যোতির উৎপত্তিস্থান—পরাজ্ঞান। জ্ঞানই জ্যোতির আদি প্রস্রবণ, সেই জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে সর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীরিত হয়। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ ৪খ ১সূ ৪সা)।*

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত) উহা উক্ত মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্‌ও বটে।

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
এন্দ্রস্য জঠরং বিশ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (মাদয়িতৃতম, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অক্তুভিঃ' (অঞ্জনসাধনভূতৈঃ, জ্যোতিঃদায়কৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অঞ্জানঃ' (সজ্জিতঃ, যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) ততঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরং' (উদরং, অন্তঃ, সামীপ্যং ইতি ভাবঃ) 'বিশ' (প্রবিশ, প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৪খ - ১সূ - ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! সোম! 'অক্তুভিঃ' অঞ্জনসাধন-ভূতৈঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সংস্তূয়মানঃ স ত্বং 'পবস্ব' ক্ষরত। অনন্তরং 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরং' উদরং 'আবিশ' প্রবিশ। 'এন্দ্রস্যজঠরংবিশ'—'ইন্দ্রইন্দ্রায়পীতয়ে'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৪খ - ১সূ—৫সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

পঞ্চম (১২০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর দুই একটী পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এন্দ্রস্য জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে'। প্রথম পাঠভেদে তো সোমরসকে সোজাসোজি ইন্দ্রদেবের উদরে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পাঠেও প্রায় তাহাই। যাঁহারা বেদে সোমরস নামক মদ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলিবেন—"ঐ তো বেদেই একেবারে উদরে প্রবেশ করিবার জন্য সোমরসকে বলা হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রদেব যে সোমরস পান করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইন্দ্রের সোমরস পান-সম্বন্ধে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। তবে সোমরস কি এবং ইন্দ্রের তাহা পান করিবার অর্থই বা কি তাহা আমাদের ভালরূপে বুঝা দরকার।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত প্রণালীই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে আনন্দবিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা হইতে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালীও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। কারণ প্রচলিত বর্ণনানুসারে সোমরসকে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করাই সর্ব্বশেষ কার্য্য। কিন্তু এখানে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করার পর বলা হইতেছে,—"তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হওয়ার একটা কোন বিশেষ অর্থ আছে এবং সোমরস প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ কোনও বস্তু নির্দ্দেশ করে। সেই বস্তু কি তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

'অক্তুভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঞ্জনসাধনভূতৈঃ'। অঞ্জন-শব্দ জ্যোতিঃবাচক। যাহা দ্বারা 'জ্যোতিঃ' পাওয়া যায় তাহাই 'অক্তু', তাই আমরা ভাষ্যার্থের অনুসরণেই 'অক্তুভিঃ' পদে "জ্যোতিঃদায়কৈঃ" অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসরণে অনুবাদকার "গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ হইয়াছে—"গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি।" তাই 'অক্তুভিঃ গোভিঃ' পদদ্বয়ের একত্র মিলিত অর্থ,—"অঞ্জনসাধনভূত অর্থাৎ সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদির সহিত।" কিন্তু এই উভয় পদের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই উভয় পদের অর্থ হয়—'জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণের সহিত'। জ্ঞানই জ্যোতির মূল উৎস। সর্ব্বজ্যোতির আধার, সকলের আলোক—জ্ঞান। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপেক্ষা মহত্তর জ্যোতির্ম্ময় আর কিছুই নাই। 'অজ্ঞানঃ' পদের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যাখ্যার এই অংশ আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'অক্তুভিঃ গোভিঃ অজ্ঞানঃ' পদত্রয় একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত"। উহা শুদ্ধসত্ত্বের উপযুক্ত বিশেষণ। যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন সাধকের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কেবলমাত্র জ্ঞান বা

শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একত্র মিলন ঘটিলে সাধক অনায়াসেই ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের সহগামী। একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সাধনার প্রণালী ও স্তরভেদ এই উভয়ের যে কোন একটী উপস্থিত হইতে পারে। জ্ঞান জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে মলিনতা হীনতা হইতে মুক্ত করে। তাই যখন এই উভয় ভাগবতী শক্তি একত্র মিলিত হয়, তখন সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবির্ভাবে পবিত্র হয়। মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারা আমাদের এই মত সমর্থিত হইতেছে। মন্ত্রের শেষাংশে—"ইন্দ্রস্য জঠরং বিশ" অর্থাৎ আমাদের হৃদয়োৎপন্ন অথবা হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবৎসমীপে গমন করে—ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের পবিত্র ভাব। ভগবান্ যখন আমাদের সেই পূজোপহার গ্রহণ করেন তখনই আমাদের আরাধনা সাধনা সার্থক হয়। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯ম ৪থ—১সূ ৫সা)। *

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২
অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'যঃ' (যা—দীপ্তিঃ ইতি যাবৎ) 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়, যদ্বা রিপুসংগ্রামেষু) 'নবতীর্নব' (অসংখ্যান্ রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'অবাহন্' (বিনাশয়তি) 'অয়া' (অমুয়া) 'বীতী' (বীত্যা, দীপ্ত্যা সহ) 'পরিস্রব' (প্রকৃষ্টেন পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দীপ্তিমন্তং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯ম-৫থ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দদানের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—.সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অয়া' অনেন রসেন 'বীতী' বীত্যৈ ইন্দ্রস্য ভক্ষণায় 'পরিস্রব' পরিক্ষর। কীদৃশেন রসেনেত্যত আহ—'তে' তব 'যঃ' রসঃ 'মদেষু' সংগ্রামেষু 'নবতীর্নব' নবনবতি-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ 'অবাহন' জঘান। ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্র উক্ত-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ জঘানেতি কৃত্বা রসো জঘানেত্যুপচারঃ॥ (৯অ-৫খ-১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১২০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক জন ব্যাখ্যাকার এই শম্বর শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—মেঘ, উদক, বল। কেহ আবার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে শম্বর নামে দৈত্য-বিশেষের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টানিয়া আনিবার কোনই সার্থকতা দেখি না। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন্' পদদ্বয়ে অসংখ্য শত্রু বিনাশ বুঝায়। চারিদিকে অসংখ্য-শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদিগকে জয় করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে এই সকল রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হইয়াছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা নাই। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'অসংখ্য-রিপু বিনাশ করে' এই অর্থ-ই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

'বীতী' পদ দীপ্ত্যর্থক। সত্ত্বভাবের যে জ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানতা প্রভৃতি মোক্ষমার্গের বিঘ্ন-শত্রুগণ পরাজিত হয়, 'বীতী' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিবরণকারও 'বীতী' পদে 'কান্তি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি ভাষ্যশেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান্ শম্বরপুরীর্জ্জঘানেতি।" অর্থাৎ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতা নবনবতি শম্বর পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভগবত্তাববিকাশে এরূপ ব্যাখ্যা

কোনও সার্থকতাই আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের অর্থ তাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আর 'সোম' বলিতে তাঁহারই বিভূতিরাজি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝি। মানুষকে ভগবদনুসারী করিবার জন্যই বেদ-মন্ত্রের অবতারণা। তাহাতে কোনও কুরুচির বা কুভাবের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। এই ভাবেই,—এই দৃষ্টিতেই আমরা পূর্ব্বাপর বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ভক্তিসুধা গ্রহণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; পাপ নাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'ইত্থাধিয়ে' (সত্যকর্ম্মণে) 'দিবোদাসায়' (ভগবদারাধনাপরায়ণায়, তস্য মুক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'শম্বরং' (শত্রুপুরাণাং স্বামিনং, প্রবলরিপুং) 'অধঃ' (ততঃ, তথা) 'তুর্ব্বশং যদুং পুরঃ' (জ্ঞানভক্তিবিঘাতকানি পুরাণি, জ্ঞানভক্তিনাশকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'সদ্য' (সপদেব, সদৈব) বিনাশয়সি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশং করোতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্যকর্ম্মা ভগবদারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তাঁহার মুক্তিলাভের জন্য, প্রসিদ্ধ প্রবল রিপু এবং জ্ঞানভক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫দ—৩খ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বিনাশক রিপুসমূহকে মুহূর্তমধ্যে (সর্ব্বদা) বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগের রিপুনাশ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সদ্যঃ' একস্মিন্নেবাহনি 'পুরঃ' শত্রূণাং পুরাণি সোমরসঃ অবাহন্। 'ইত্থাধিয়ে' সত্যকর্ম্মণে 'দিবোদাসায়' রাজ্ঞে 'শম্বরং' শত্রু-পুরাণাং স্বামিনং 'অধ' অথ অনন্তরং 'ত্যং' তং 'তুর্ব্বশং' তুর্ব্বশনামানং রাজানং দিবোদাসশত্রুং 'যদুং' যদুনামকঞ্চ রাজানমবাহন্। অত্রাপি সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ সর্ব্বমেতদকার্ষীদিতি সোমরসে কর্তৃত্বমুপচর্য্যতে। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যখন পার্থিব সাহায্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহা লাভ করিবার অথবা তৎসাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত মানবের প্রকৃত সখ্য অন্য কেহ নাই। তিনি মানবকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। মানুষের যাহা কিছুর প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে;—কেবল তাঁহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব! তুমি রিপুশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; তাঁহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি। যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাঁহার রিপুভয় থাকে না, কোন আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না।

তাই ধ্রুব যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামান্য পার্থিব রাজ্যসম্পদ পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও, যাঁহার কটাক্ষে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাঁহার নিকট পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যই হীনপ্রভ

হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হও। দেখিবে তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পৎ, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্র স্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্রাটের সম্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে! তবেই তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।"

সেই সতী-সাধ্বী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। ধ্রুব জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্য মুনীন্দ্রগণ চিরলালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বপ্নেরও অগোচর। পার্থিব সম্পৎ কামনা করিয়া ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভগবানের ধ্যানে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার সেবকের কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন সম্পদ চাও? তখন ধ্রুবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ করিয়াছেন; মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আশীর্ব্বচন! "তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান প্রাপ্ত হইবে,—যে স্থান তোমার পিতা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই!" ধ্রুব বুঝিলেন—মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম সম্পদের অধিকার হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—"আমার তো আর চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই! যখন আপনার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি, তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র সম্পদ। আমি যেন আপনার ক্রোড় হইতে দূরে না যাই।"

মোটের উপর যে কোনকারণেই মানুষ ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল, কল্যাণলাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাঁহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিলে মানুষ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটীই বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যকর্ম্মা, যাঁহারা ভগবদারাধনাপরায়ণ তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে তাঁহাদের রিপুনাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন। ভগবান্ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তিপথ সহজ সুগম করিয়া দেন। মন্ত্রে এই সত্যটীই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্ববিৎ' (ব্যাপকজ্ঞানস্য লম্ভকঃ, ব্যাপকজ্ঞানদায়কঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (জ্ঞানযুতং), 'সহস্রিণঃ' (প্রভূতপরিমাণং) 'হিরণ্যবৎ' (হিরণ্যযুত পরমধনযুতং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বং' (ব্যাপকজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'ইষঃ' (সিদ্ধিং 'পরিক্ষর' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৫খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ব্যাপকজ্ঞানদায়ক আপনি আমাদিগকে জ্ঞানযুত প্রভূতপরিমাণ, পরমধনযুক্ত পরাজ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রদান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অশ্ববিৎ' অশ্বস্য লম্ভকঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অশ্বং' 'গোমৎ' গোযুক্ত 'হিরণ্যবৎ' হিরণ্যোপেতং পশ্বাদিধনঞ্চ 'পরিক্ষর'। অপিচ 'সহস্রিণীঃ' বহূনি 'ইষঃ' অন্নানি ক্ষর। 'পরিনঃ'—'পরিণঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২১০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট জ্ঞান, পরমধন প্রভৃতি মোক্ষসাধনভূত বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়া ... কিন্তু আমাদের সহিত তাহার যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে

নিম্নে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণকর্ত্তা, তুমি অশ্ব, গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর! প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।"

মন্ত্রে একটী পদ আছে 'অশ্ববিৎ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অশ্বস্য লম্ভকঃ' অর্থাৎ (অনুবাদকারের মতে) অশ্ববিতরণকর্ত্তা, যিনি মানুষ ঘোড়া প্রভৃতি প্রদান করেন। 'ইন্দো' সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমরস প্রার্থনাকারীকে ঘোড়া প্রদান করিবে। শুধু ঘোড়া নয়, প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, সোমরসের নিকট গরু, ও সুবর্ণ বর্ষণ করিবার জন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য, যে ভীষণ বস্তুর কবলে পড়িলে মানুষের গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রভৃতি নষ্ট হয়, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়—সেই সোমরসই সাধককে গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রদান করিবে কিরূপে? তাই বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অনেক ব্যাখ্যাকার এই অসঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাই সোমরস সম্বন্ধে কতকটা রূপক ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'সোমরসকে' সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যই সেই প্রার্থনার লক্ষ্য। লক্ষ্য দেবতা নহেন। 'সোমরসের' অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হয়। 'অগ্নির' নিকট যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রজ্বলিত যে অগ্নি - যাহা সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনার লক্ষ্য স্থল ঐ প্রজ্বলিত অগ্নির পশ্চাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র এই অগ্নি, সেই শক্তির উদ্দেশেই প্রার্থনাদি উচ্চারিত হয়।

আমাদিগকে এই মতবাদটী ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সোমরস নামক বস্তুর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে? মাদক-দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিশ্চয়ই মাদক-দ্রব্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি কে? যদি মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন, তাহা হইলে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্যের নিকট প্রার্থনা করাও যাহা, আর তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট প্রার্থনা করাও সমান কথা। আর যদি সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা সর্ব্বশক্তির মূল উৎস সেই পরম বস্তুকে লক্ষ্য করে, যাঁহা হইতে সকল শক্তি বিকীর্ণ হয়, এই জগৎ যাঁহার বহিঃপ্রকাশ, সেই পরম দেবতাকেই যদি লক্ষ্য করে, তাহা হইলে সকল প্রার্থনাই সঙ্গত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কল্পনারও যে অসুবিধা ও অসঙ্গতি হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দে কোনও কোনও স্থলে 'সোমদেব' অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা আবার সেই সোমদেবকে 'চন্দ্র' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার আরও দূরে অগ্রসর হইয়া 'চন্দ্রকে' অমৃতকিরণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। চন্দ্র,—'সোম' বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুতরাং চন্দ্র 'অমৃতকিরণ'। এইরূপ নানাবিধ কল্পনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কোনরূপ কল্পনার সাহায্যেই মন্ত্রার্থ

প্রভৃতির সুমীমাংসা হইতেছে না। তবে মোটামুটীভাবে ইহাই দেখা যাইতেছে যে 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা হইয়াছে এবং মতভেদও আছে।

আমরা 'সোম' অর্থে সেই পরম মাদক-দ্রব্য শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'সোম' বা 'ইন্দু' ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং তাহার নিকট যে কোনও বস্তুই প্রার্থনা করা যায়। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) তথা 'অরাব্ণঃ' (লোভমোহাদিরিপূন্) 'অপ' (অপসার্য্য) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতি, উপজায়তি - সাধকস্য হৃদি ইতি যাবৎ); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তঃ সঃ জনঃ 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, সান্নিধ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); সত্ত্বভাবলাভেন জনাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি তথা ভগবৎপদং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, লোভমোহাদি অপসরণ করিয়া সত্ত্বভাব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবলাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়।)॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন 'অপঘ্নন্' মারয়ন্ 'অরাবণঃ' সক্তৌ সত্যাং ধনানামদাতৄংশ্চ 'অপ' ঘ্নন্ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং 'গচ্ছন্' প্রাপ্নুবন্ 'পবতে' ধারয়া ক্ষরতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২১১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

সত্ত্বভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয় পবিত্র হইতে থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কালিমা মলিনতা দূর হইতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ রিপুজয়ী হয়, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই রিপুনাশিকা শক্তিই প্রখ্যাত হইয়াছে।

'অরাবণঃ' পদে ভাষ্যকার বায়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবরণকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অনৃতাভিঃ শত্রারঃ." আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া "লোভমোহাদিরিপূন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩　১　২　৩ ১র　২র ৩　১ ২　৩ ১র　২র
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ।

১　২　৩ ২ ৩ ১ ২
রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মহঃ' (মহান্তি) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'আভর' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ); অস্মাকং 'মৃধঃ' (রিপূন্) 'জহী' (বিনাশয়); তথা অস্মভ্যং 'বীরবৎ' (বীরত্বযুতাং, আত্মশক্তিযুতাং ইত্যর্থঃ) 'যশঃ' (সুখ্যাতিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'রাস্ব' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া রিপুজয়িনঃ ভূত্বা আত্মশক্তিযুতং পরমধনং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৫খ - ২সূ - ২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৬খ - ১৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে মহান্ পরমধন প্রদা করুন; আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; এবং আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় রিপুজয়ী হইয়া আত্মশক্তিযুত পরমধন লাভ করি।)। (৯অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো' সোম! 'নঃ' অস্মাকং 'মহঃ' মহান্তি 'রায়ঃ' ধনানি 'আ ভর' আহর 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'জহি' মারয় 'বীরবৎ' পুত্রাদ্যুপেতং 'যশঃ' কীর্ত্তিঞ্চ 'রা অস্মভ্যং দেহি। (৯অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২১২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§*§:• ———

প্রার্থনমূলক এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয়ভাগে পরমধন, আত্মশক্তি প্রভৃতির জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা দিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একে একে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—"নঃ মহঃ রায়ঃ আভর"—আমাদিগকে মহৎ পরমধন প্রদান কর প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অর্থ,—"প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও।" অবশ্য এখানে 'ধন' শব্দে বি বস্তু বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যাখ্যা একত্র গ্রহণ করিলে এখানে 'ধন' শব্দে যে টাকাপয়সা প্রভৃতি পার্থিব সম্পদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহ স্পষ্টই বুঝা যায়। আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করি 'রায়ঃ' পদের 'পরমধন' অর্থ করিয়াছি। উক্ত পদে যে অপার্থিব ঐশী সম্পদকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সাধক ভগবানের অসীম সম্পদরাশি লাভ করিবা জন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিয়াছেন। মন্ত্রের অন্যান্য অংশের দ্বারাও বর্ত্তমান স্থলে ঐশী সম্পদ সূচিত হইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'মৃধঃ জহী"—আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন। পরমধ লাভ করিলেই তাহা রক্ষা করা যায় না। হীনশক্তি ধনাধিকারীর নিকট হইতে দস্যুতস্করগ তাহা অপহরণ করিয়া লইতে পারে। ধন লাভ করিলেই হয় না, তাহা রক্ষা করিবারও শক্তি থাকা চাই, উপায় থাকা চাই। তাই মানবের সর্ব্বস্বাপহরণকারী দস্যুতস্করগণে বিনাশসাধন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মৃধঃ' পদে রিপুশত্রু বুঝায়। আমাদের

অন্তরে যে মহাশত্রুগণ বর্ত্তমান আছে, যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সেই ভয়ানক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করা চাই, নতুবা মোক্ষলাভ অসম্ভব।

প্রার্থনার তৃতীয় অংশ—"বীরবৎ যশঃ রাষ"—আত্মশক্তিযুত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। যদি পরমধন লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়কে সবল করিতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা হীনশক্তি ক্ষীণপ্রাণ লোকের আত্মলাভ অসম্ভব "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। তাই শক্তিলাভের প্রার্থনা—হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তির উদ্বোধনের প্রচেষ্টা।

সৎকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই সৎকর্ম্ম সাধন করা যায় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। হৃদয়ে ভাগবতী শক্তির আবির্ভাব না হইলে কেহ সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয় না। কর্ম্মসাধন করিবার উপযোগী শক্তি সকলের থাকে না, কাহারও মনে ইচ্ছা থাকে,—কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি থাকে না, অথবা কর্ম্মসাধন করিবার উপায় জানে না। তাই বলা হইতেছে—আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন শক্তি প্রদান করুন।

এখন সমগ্র প্রার্থনাটী একত্র অনুধাবন করা যাউক। প্রথমতঃ পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; তারপর সেই ধনরক্ষার উপায়-স্বরূপ রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধনপ্রাপ্তি ও রিপুনাশই যথেষ্ট নয়—শক্তিলাভেরও প্রয়োজন আছে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" আত্মশক্তি ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই আত্মশক্তির উদ্বোধন—সৎকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টা। কর্ম্ম মানবজীবনের সঙ্গী। কর্ম্ম ব্যতীত মানুষ কখনও থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই যাহাতে সেই কর্ম্মকে মোক্ষসাধনের উপায়রূপে পরিণত করা যায় তাহারই প্রচেষ্টা মন্ত্রমধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর; আমাদিগকে ধন, অন্ন ও যশ বিতরণ কর।" (৯ম-৫প-২সূ ২সা)।*

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমামিনন্।
১ ২৩ ১ ২৩ ১ ২
যৎ পুনানো মখস্যসে ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষড়্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যৎ' (যদা) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মঘভ্যদে' (পরমধনং দাতুমিচ্ছসি—সাধকেভ্যঃ ইতি যাবৎ) তদা 'রাধঃ' (পরমধনং) 'দিৎসন্তং' (দাতুমিচ্ছন্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতঞ্চন' (বহবঃ অপি) 'হ্রুতঃ' (হিংসকাঃ রিপবঃ) 'ন আমিনন্' (ন হিংসন্তি, বারয়িতুং সমর্থাঃ ন ভবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বান্ রিপূন্ বারয়িত্বা সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যখন পবিত্রকারক আপনি সাধকদিগকে পরমধন দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পরমধনদানেচ্ছুক আপনাকে বহুরিপুও বারণ করিতে সমর্থ হয় না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। পরম শক্তিমান্ ভগবান্ সকল রিপুকে বারণ করিয়া সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

হে সোম। 'রাধঃ' ধনং 'দিৎসন্তং' আদাতুমিচ্ছন্তং 'ত্বা' ত্বাং 'শতঞ্চন' বহবোঽপি 'হ্রুতঃ' হিংসকাঃ শত্রবঃ 'ন আমিনন্' ন হিংসন্তি. কদা? ইত্যত্রাহ—'যদ্' যদা 'পুনানঃ' পূয়মানঃ ত্বং 'মঘভ্যদে' ধনং ধাতুমিচ্ছসি। (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন মানবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তখন কোন বিরুদ্ধশক্তিই মানুষকে মোক্ষমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। ভগবৎশক্তির নিকট মানবের সকলশক্তিই প্রতিহত হয়, সাধক অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় আপন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"ত্বা শতঞ্চন হ্রুতঃ ন আমিনন্"—শতশত শত্রুও আপনাকে বারণ করিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে রিপুশত্রু বারণ করিবে কিরূপে? তিনি তো অজাতশত্রু। এখানে এই পদসমূহের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে। ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহারা শত্রুজয়ী, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের সেই কৃপাকণালাভে সমর্থ হয়েন। ভগবানের কৃপায়, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে, মানুষ সেই রিপুগণের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে—মোক্ষলাভের পথে তাঁহাদের কোন বাধাবিঘ্ন

থাকে না। রিপুর আক্রমণে সাধকের শুভ প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে আপনার কৃপার অধিকারী করেন, তাঁহার নিকট শত্রুগণ পরাজিত হয়, তাঁহার নিকট হইতে তাহারা দূরে পলায়ন করে। সুতরাং সাধক অপ্রতিহতভাবে ভগবানের করুণাধারা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। মন্ত্রের এই পদসমূহে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আছে, তাহাতে এই ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি যখন শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধনদান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শতশত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্য হইতেও কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাখ্যাকার "খাদ্য-দ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর"—এই অংশ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। তারপর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যদিও মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা মনে করি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়াছে —উহাতে সোমরসের কোনও সম্পর্ক নাই। সোমরস আমাদিগকে ধন বা খাদ্য দিবে কিরূপে? আবার রিপুগণকে বারণ করিবার শক্তিই বা তাহার কোথায়? যাহা হউক, মন্ত্রের শব্দার্থ-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য আছে তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণভাষ্যের একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত মন্ত্রের ভাব-সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতেই আমাদের মত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (৯অ—৫খ ২সূ—৩সা)। *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্য্যমরোচয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২

হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'হিম্বানঃ' (সেব্যমান, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মানুষীঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-জনকেন) 'অপঃ' (অমৃতসম্বন্ধিনা) 'যয়া ধারয়া' (যেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানরশ্মিং) 'রোচয়ঃ' (প্রকাশয়সি) 'অয়া' (অনয়া, তেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অমৃতস্বরূপং জ্ঞানং অস্মাকং হৃদি উপজায়তু ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যদিগের হিতজনক অমৃত-সম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত কর, সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মানুষীঃ' মনুষ্যাণাং হিতানি 'অপঃ' উদকানি 'হিম্বানঃ' প্রেরয়ন ত্বং 'যয়া' 'ধারয়া' 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ঃ' প্রকাশয়সি তয়া 'অয়া' অনয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়। তাই হৃদয়ে জ্ঞান-সমম্বিত সত্ত্বভাবের উপজনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে সোম! সেই ধারা-সহকারে ক্ষরিত হও, যাহা দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে।" 'সোমকে' অবশ্য মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মাদকদ্রব্য কিরূপে মানুষের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ করিতে পারে? আর তাহা কিরূপেই বা সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে? এই ব্যাখ্যা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। আমরা যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য নয়, তাহা বহু উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ। তাহা সত্ত্বভাব। 'সূর্য্য' শব্দেও আমরা জ্ঞান,

জ্ঞানরশ্মি—যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সূর্য্যালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানালোকে তেমনই অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এই ভাবেই 'সূর্য্য' পদের অর্থের সার্থকতা। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্তরিক্ষেণ' (দ্যুলোকমার্গেণ, মোক্ষমার্গেণ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গন্তু') 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ দেবঃ) 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'এতশং' (ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং, মোক্ষপ্রাপকং) পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ 'মনাবধি' (মনুষ্যে, তস্য হৃদি—ইতি ভাবঃ) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকাঃ মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য পবিত্রকারক দেব জ্ঞানদেবের ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক, মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধকগণ মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'মনাবধি' মনুর্মনুষ্যস্তস্মিন্ মনুষ্য ইত্যর্থঃ। 'অন্তরিক্ষেণ' 'যাতবে' গন্তুং 'সূরঃ' প্রেরকস্যাদিত্যস্য 'এতশং'। অশ্বনামৈতৎ (নিঘ০ ১।১৪।১০)। অশ্বং অযুক্ত যুঙ্‌ক্তে। (৯অ—৫খ ৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৩দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১২১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য জগৎপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই সমুৎসুক। মানু আপনার সন্তানের মঙ্গল-কামনা করে। ভগবান এই বিশ্বের সকলের মাতা পিতা। তাঁহা মধ্যে একাধারে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা—এই উভয়েরই মিলন হইয়াছে তাঁহার সন্তানগণ কিরূপে মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়, কিরূপে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে তিনি তাহার উপায় বিধান করেন।

জ্ঞানই মানবের মুক্তিপথের প্রধান সহায়; জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার জীবনের লক্ষ দেখিতে পায়। দুরাবগাহী কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞানতার গাঢ়তমসা ভেদ করিয় ভবিষ্যৎ-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যিনি তাহ করিতে পারেন তিনি খুব সৌভাগ্যবান্। তাঁহার জীবনে ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত হইয়াছে—তাঁহার জীবন সফল হইয়াছে, ইহাই অনুমান করা যায়। সেই করুণাধারা জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকট হইতে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ মানবের হৃদয়কে আলোকিত করে সেই আলোকের সাহায্যেই মানব আপনার লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করিতে পারে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার উপযুক্ত পথও নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে।

জীবনের সেই চরম পরিণতি লাভ করিবার উপায়—জ্ঞান। তাই ভগবান্ আপনার সন্তানকে মঙ্গলপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সেই কৃপালাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও সফল করিতে পারেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"অন্তরীক্ষেণ যাতবে" অর্থাৎ মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য, গমন করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য। সামর্থ্যলাভের জন্য কি হয়? "মনীষি এতশং অযুক্ত"—মানুষের মধ্যে মোক্ষপ্রাপিকা জ্ঞানশক্তি প্রদান করেন। কে প্রদান করেন? "পবমানঃ"—পবিত্রকারক দেবতা, সেই পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা মোটামোটি এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই বুঝিলাম যে, ভগবানই মানুষকে মোক্ষদানের জন্য তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বহু পরিমাণ মিল আছে। সুতরাং এই অনুবাদকে অনেকাংশে ভাষ্যের সহিত একত্র আলোচনা করা যায়। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত করিতেছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সোমের আকাশে গতিবিধি আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তরল পদার্থ সোমরস কিরূপে যে আকাশে গমন করিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তরল পদার্থ সোম কিরূপে যে ঊর্দ্ধপথে, আকাশমার্গে উঠিতে পারে তাহা ভাষ্যকার পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই সুতরাং আমরাও তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। আবার পরের অং

লিখিয়াছেন,—"সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" সোমরস যোজনা করিতেছেন—সূর্য্যের অশ্ব। এই অংশও দুর্ব্বোধ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যা-মতেও সূর্য্য অশ্বযোজিত রথে আকাশ পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সোমরস সেই অশ্বকে রথে যোজনা করেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। 'পবমানঃ' পদে পবিত্রকারক ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন। মন্ত্রান্তর্গত 'এতশং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১২ সূ—১৩ঋ) দ্রষ্টব্য। (৯অ-৫খ ৩সূ—২সা)। •

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রঃ ইতি ব্রুবন্' (ইন্দ্রমেব উচ্চারয়ন্, ভগবন্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'ত্যাঃ' (তান্ প্রসিদ্ধান্) 'হরিতঃ' (হারকান্, পাপহারকান্—সদ্বৃত্তিনিবহান্ ইতি ভাবঃ) 'সূরঃ রথে' (সূর্য্যস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানদেবস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানযুতে সৎকর্ম্মণি) 'অযুক্ত' (সংযোজয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতাং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন; অপিচ সাধকদিগের ঊর্দ্ধগমনের জন্য প্রসিদ্ধ পাপহারক সদ্বৃত্তিনিবহকে জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মে

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি লাভ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্র ইতি ব্রুবন্' 'তাঃ' তান্ 'হরিতঃ' হরিতবর্ণান্ অশ্বান্ 'সূরঃ' সূর্য্যস্ত 'রথে' 'যাতবে' গন্তং 'অযুক্ত' যুনক্তি। 'রথে'—'দশ' ইতি পাঠৌ ৩॥

ইতি নবমস্তাধ্যায়স্ত পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে। অনুবাদটী এই, "অপিচ সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক দশদিকে গতিবিধির জন্ত সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যা, মন্ত্রের ভাবও প্রকাশ করিতেছে না, এবং ভাষ্যার্থের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইজন দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্র ও সূর্য্য। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যের রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন; অর্থাৎ মানুষ যেমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের বা ইষ্ট-দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সোমও যেন তেমনি তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবের নাম গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রকে ইষ্টদেব বলিয়া সোম মান্য করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, সোমরসের কর্ম্মটা কি? সে কর্ম্ম সোমরস "সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যাকারের মতানুসারে দেখা যায় যে,—'সোম' সূর্য্যের সহিস ছিল,—তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার এই প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রায় অভিন্ন। যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে 'সোমকে' কিরূপে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য বলিতে পারা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'সোম' একজন মানুষে—সহিসে পরিণত হইয়াছে। মত্ততাজনক মাদক-দ্রব্যের বিশেষণ তাহার প্রতি প্রযুক্ত নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—সোম কি? বস্তু—না ব্যক্তি? দেবতা—না মানুষ?

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই সমস্তার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ যখন যেমন সুবিধা বুঝিয়াছেন, তখনই তেমন অর্থ করিয়াছেন। তাই এক শব্দেরই বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে। এক 'সোম' শব্দেরই কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই! বর্ত্তমান

মন্ত্রে 'সোম' তরল মাদক-দ্রব্য হইতে একেবারে সূর্য্যের সহিসে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রেও আমরা প্রায় ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেখানে একটু বিশেষত্ব এই যে, 'সোমের' একটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তিনি আকাশে গতিবিধির জন্য রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও সোম সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সুতরাং সূর্য্য ও সোম প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাই আমরা মনে করি,—'সোম' পদে আদৌ কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যকে লক্ষ্য করে না। উহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন মানুষকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে—তখন মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। "শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন"—তাহার অর্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয় ভগবন্মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া যায়,—ভগবানের মহিমা করুণা তিনি জীবনে উপলব্ধি করেন। শুধু তাই নয়, তখন সাধকের অন্তরস্থিত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি উদ্বোধিত হয়, সদ্‌বৃত্তিনিবহ জাগরিত হয়। সাধক সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞান বিকশিত হয়, অবশেষে তিনি পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। (৯অ—৫খ ৩৮-৩সা) *

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
১র ২ ৩ ১ ২ ২ ৩
যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবিঋর্তাবা
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তপুর্মূর্দ্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুয়ং) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানতেজোভিঃ সহ) 'সজোষা' (মিলিতাঃ—ভবত ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু) 'নিধ্রুবিঃ' (নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি, ধ্রুবতারারূপেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) যঃ 'ঋতাবা' (সত্যবান্, সত্যপ্রাপকঃ) 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' (শ্রেষ্ঠ-তাপনশীলঃ, শ্রেষ্ঠপাপনাশকঃ পরমতেজোসম্পন্নঃ) 'ঘৃতান্নঃ' (অমৃতময়শক্তিযুতঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) তং যজিষ্ঠং' (যজনীয়ং, আরাধনীয়ং) 'অগ্নিং দেবং' (জ্ঞানদেবং) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' (কুরুত) আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানেন পরিচালিতাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ। (১অ—৬খ—১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানতেজের সহিত মিলিত হও; যে জ্ঞানদেব মানবের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরমতেজোসম্পন্ন, অমৃতময়শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্ম্মসাধনে দূত কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই।)। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'দেবং' দ্যোতমানং 'অগ্নিং' 'অধ্বরে' কৌটিল্য-রহিতে যজ্ঞে 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' কুরুত। কীদৃশং? 'অগ্নিভিঃ' অন্যৈঃ 'সজোষা' সজোষসং। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা (৩১৮৫)। 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'যঃ' অগ্নিঃ দেবোঽপি সন 'মর্ত্ত্যেষু' 'নিধ্রুবিঃ' নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ? 'ঋতাবা' যজ্ঞবান্ সত্যবান্ বা 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' তাপকং তেজঃ 'ঘৃতান্নঃ' পাবকঃ' শোধকং তমগ্নিং দূতং কৃণুধ্বমিতি যোজনা। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সকলকর্ম্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান কিরূপ? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করিতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। এই তিনটীই একত্র অবস্থিত আছে। সৎ যাহা, যাহা চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও যাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাই সত্য। সত্য অবিনশ্বর, এবং মানুষকে তাহা অবিনশ্বরত্বের পথে লইয়া যায়। সত্য ভগবানের বিভূতি বা শক্তি। যাহার সত্তা আছে, ধ্বংস নাই, তাহাই সত্য-পদবাচ্য। তাই গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—সতের কখনও বিনাশ নাই, অসতের সম্ভাব নাই। জগতের সত্তার উদ্ভব সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ হইতে। সত্যপ্রাপক বলিতে সেই বস্তুকে বুঝায় যে বস্তু আমাদিগকে পরম-সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌছাইয়া দেয়। জ্ঞান ও সত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, ভগবৎশক্তিরই দুইটী বিকাশ। জ্ঞান সত্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়, কারণ সত্য না থাকিলে যে বস্তুর যে ধর্ম্ম তাহা অব্যাহত থাকে না, বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সেই বস্তুসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভও সম্ভবপর নয়। তাই জ্ঞানের পূর্ব্বেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞানকে সত্যপ্রাপক বলাতে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আসিয়াছে।

জ্ঞান—'তপূর্ম্মূর্দ্ধা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরমতেজোসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে আসিলে হৃদয় হইতে পাপ-অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, সেইজন্যই জ্ঞানের নাম পাবক। জ্ঞান-বলে মানুষ আপনার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার উপায় জানিতে পারে। সুতরাং তদনুসারে মানুষ আপনার জীবনকে পরিচালিত করেন। অপবিত্রতা হীনতা দ্বারা অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হয়, জীবনকে সফল করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি সেই অপবিত্রতা ও হীনতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। মানুষ চারিদিকে যে হীনতা কালিমার মধ্যে আপনাকে বেষ্টিত দেখে, সেই হীনতা হইতে নিজকে উদ্ধার করিবার প্রেরণা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ আপনার পথে আপনি কাঁটা দেয়। যখন জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয় তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। যে সকল রিপু তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য, রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। জ্ঞানই শক্তি; সুতরাং সেই শক্তিবলে মানুষ আপনার হৃদয়কে পবিত্র করে। কারণ সে তখন দেখিতে পায় যে, পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। হৃদয়ে সেই পরম দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাই জ্ঞান পাবক—পবিত্রকারক।

সেই জ্ঞান মানবের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। মানুষ যে পর্য্যন্ত না সেই পরমশক্তির সন্ধান পায়, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার জীবনের চরম-লক্ষ্যকে একান্তভাবে বরণ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান হৃদয়ে থাকিয়া, ধ্রুবতারারূপে অভ্রান্তভাবে মানবের গতিপথ নির্দ্দেশ করে। নাবিকগণ যেমন অকূল সমুদ্রের মধ্যে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপভাবে এই ভবসাগরের মাঝে অসহায় নাবিকগণ

জ্ঞানরূপ ধ্রুবতারার সাহায্যে লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া অভ্রান্তভাবে আপনাদের জীবনতরণী বাহিয়া যাইতে সমর্থ হয়। যাহার জীবনে সেই ধ্রুবতারা উদিত হয় নাই, সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তি অকূল সমুদ্রে পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে, কখনও তাহার গন্তব্য-লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অভাবে তাহার লক্ষ্যই স্থিরীকৃত হয় নাই। জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে গতিনির্দ্দেশক ধ্রুবতারার কার্য্য করিয়া থাকে, তাই বেদ জ্ঞানকে 'নিধ্রুবঃ' বলিয়াছেন।

মন্ত্রের মধ্যে সেই পরম মঙ্গলদায়ক জ্ঞানকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সহায়রূপে—দূতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং'-জীবনের প্রত্যেক সৎকর্ম্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ কর। সেই জ্ঞানই তোমাকে সত্যবার্ত্তা আনয়ন করিয়া দিবে, ভগবানের সহিত তোমার সংযোগ বিধান করিবে। হে মন! তুমি প্রত্যেক কার্য্যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও। দূত যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করে, জ্ঞানও তেমনি তোমারও ভগবানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করুক। তুমি জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্যরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(হে দেবগণ!) যিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।" এখানে অগ্নির অনেকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু 'অগ্নি' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। এই ব্যাখ্যার শেষাংশ,—"(অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত"। এই অংশের অর্থ কি তাহা খুব পরিষ্কার নয়। তবে এই অংশ হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে যে,—'অগ্নি' শব্দে এখানে দুইটী পৃথক বস্তু বুঝাইতেছে। এক অগ্নি অন্য অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত হয় কিরূপে, আর সেই 'অগ্নিসমূহ'ই বা কি? এই ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয় যে, এখানে অনেকগুলি অগ্নির উল্লেখ আছে। কিন্তু অগ্নি কি বহু? ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সমস্যার কোন সমাধান না করিয়াই বহু অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার দেবগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মন্ত্রে কে দেবগণকে সম্বোধন করিতেছেন? আর দেবতাকে এই বিশিষ্ট উপদেশ দিবার অধিকারীই বা কে?

যজ্ঞে অগ্নিকে দূত করিবার জন্য দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এখানে দেবগণকে সম্বোধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, জ্ঞানের দ্বারা জীবনের সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিবার জন্য, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন মাত্র। দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে হৃদয়ে লাভ করা মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থায় দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া কি একটু অদ্ভুত রকমের বলিয়া মনে হয় না?

মন্ত্রান্তর্গত 'মর্ত্তোষু' পদে আমরা মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা মর্ত্ত্যলোকে থাকে, তাহারাই মর্ত্ত্য। এই পদে যদি এখানে পৃথিবীকে বুঝাইত তাহা হইলে বহুবচন ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবসমূহকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়াই 'মর্ত্ত্য' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঘৃতান্নঃ' এই বিশেষণটীর অর্থ ঘৃতময় অন্নযুক্ত অর্থাৎ অমৃতময় আত্মশক্তিযুক্ত। 'ঘৃত' ও 'অন্ন' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ—৬খ—১সূ-১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহঃ সম্বরণাদ্ ব্যস্থাৎ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১ ২র
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) পরমদেবঃ 'মহঃ' (মহতঃ, বৃহতঃ, ঘনকৃষ্ণাৎ ইত্যর্থঃ) 'ব্যস্থাৎ' (বিপর্য্যস্থাৎ) 'সংবরণাৎ' (অজ্ঞানাবরণাৎ) 'অশ্বঃ ন যবসে' (অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন, শীঘ্রং, আশুং ইত্যর্থঃ) 'প্রোথৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অবিষ্যন্' ((রক্ষতি—সাধকং ইতি যাবৎ) 'আৎ' (তদা) সাধকস্য 'কৃষ্ণং ব্রজনং' (অন্ধকারময়ঃ মার্গঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুবাতঃ' (অনুক্রমেণ) 'বাতি' (পরিচালিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'শোচিঃ' (দীপ্তিঃ, জ্যোতিঃ) 'অধ' (অধঃপতিতজনস্যোপরি অপি ইতি ভাবঃ) 'অস্তি স্ম' (বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া জ্ঞানং দত্বা সাধকং মোক্ষমার্গেণ পরিচালয়তি ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ—১সূ ২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্য্যস্থ অজ্ঞানাবরণ হইতে অশ্ববৎ শীঘ্রবেগে অর্থাৎ আশু জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত হয়; হে দেব! আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞান দান করিয়া সাধককে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন।)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'যবসে' ঘাসে 'অবিষ্যন্' ভক্ষয়ন্ 'প্রোথৎ' শব্দং কুর্ব্বন সঞ্চরন্ বা 'অশ্বো ন' অশ্ব ইব 'মহঃ' মহতঃ 'সংবরণাৎ' নিরোধাৎ দাবরূপোঽগ্নিঃ 'যদা' 'ব্যস্থাৎ' সম্বৃতেষু বৃক্ষেষু তিষ্ঠতে 'আৎ' তদা 'অস্য' অগ্নেঃ 'শোচিঃ' অর্চ্চিঃ 'অনু বাতঃ বাতি'। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—'অধ' অথানন্তরং হে অগ্নে! 'তে' তব 'ব্রজনং' বর্ত্ম 'কৃষ্ণমস্তি'। 'স্ম' ইতি পূরণং॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম সেই অনুবাদটি এই,—"যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণকরতঃ ও শব্দকরতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্রেই আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যকার যে প্রকৃতপক্ষে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। অশ্ব যেমনভাবে ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে তেমনিভাবে অগ্নি ও ঘাস ভক্ষণ করেন ও শব্দ করেন এই হইল মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম। হঠাৎ অগ্নিদেব ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন কেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং এই মন্ত্রে 'অগ্নি'ই বা আসিলেন কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা গেল না। আমরা এই মন্ত্রে অগ্নির কোনও উল্লেখ পাই নাই—ভাষ্যকার প্রভৃতি কেন যে অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। ভাষ্যের মধ্যে দেখিতেছি 'অগ্নি' শব্দ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের ভাবের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা যায়—'অগ্নি' ঘাস ভক্ষণ করে কিরূপে এবং অশ্বের ন্যায়ই বা হঠাৎ ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল কেন? শুধু অশ্বের ন্যায় ভক্ষণ করা নয়,

তাহার ন্যায় শব্দ করাও বটে। ইহার একটা ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, অগ্নি যখন বনজঙ্গল পোড়ায়, তখন সেই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘাস থাকে। অগ্নি সেই ঘাসকেও পোড়ায়। পোড়াইবার সময় আগুন হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে অশ্বের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই উপমা দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পাইল? উপমা হিসাবেও তাহা অতি নিম্নশ্রেণীর, কারণ অশ্বের ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনে ঘাস পোড়ানর কোন সমতা আছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার শব্দের সহিত আগুনের শব্দের মিল থাকা তো দূরের কথা। এই উপমা দ্বারা যে কোনও সদর্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। অথচ এই উপমার জন্যই অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনিতে হইয়াছে।

আবার মন্ত্রের এই অংশের 'যবসে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনৈক্য আছে। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন "ঘাসে।" বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'যবসে সন্নিধানভূতে'; 'যবসে' পদের সপ্তম্যন্ত অর্থ 'ঘাসে' পদ কিরূপে যে 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গৃহীত হইল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সপ্তম্যন্ত পদকেই 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যবসে' পদে আমরা শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। "অশ্ব ন যবসে" এই উপমার অর্থ "অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন শীঘ্রং আশুঃ ইত্যর্থঃ। 'যব' শব্দ শীঘ্রতাবাচক অর্থবোধক। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে উক্তরূপ শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তত্তৎস্থলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করি—"অশ্বঃ ন যবসে" উপমার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, অশ্ব যেমন অতি দ্রুতগতিতে চলে, ভগবান সেইরূপ দ্রুতগতিতে অর্থাৎ শীঘ্র সাধকের মঙ্গল সাধন করেন। অর্থাৎ সাধকগণ অবিশ্রান্তভাবেই ভগবানের কৃপা করুণা লাভ করিতেছেন। অথবা ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্তভাবে জগতের লোকের উপর বর্ষিত হইতেছে। যখন যিনি সেই করুণালাভের উপযোগিতা লাভ করিবেন, তখনই তিনি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের দিক হইতে করুণা বিতরণের কোন বাধা-বিঘ্ন বা অবহেলা নাই। মানুষ তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে না নিজেদের অক্ষমতার জন্য। যখনই সাধক উপযুক্ততা লাভ করিবেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তি, ভগবানের করুণাধারা আবির্ভূত হইবে। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। এই শীঘ্রতার ভাব প্রদর্শন করিবার জন্যই "অশ্বঃ ন যবসে" উপমা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনের ঘাস খাওয়া অথবা অশ্বের হ্রেষা রবের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে,—"আগুনের ঘাস খাওয়ার" কোন অর্থ নাই, এবং রূপক হিসাবেও তাহার কোন সদর্থ হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের অনুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মোটের উপর মন্ত্রের স্বাভাবিক জটিলতা এই সকল ব্যাখ্যা-দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের ইহার পরের অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে না আছে ব্যাকরণের মিল, অথবা না আছে ভাবের সামঞ্জস্য। 'মহং সংবরণাৎ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—

"মহস্তা নিরোধাৎ" বাংলা অনুবাদ "মহৎ নিরোধ হইতে"। এই পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি "ব্যস্থাৎ" পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে—"বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে" অবশ্য "বৃক্ষেষু" পদের কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না; উহা ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। তবুও এই অংশের অ দাঁড়াইয়াছে—"মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন"। পঞ্চম্যন্ত "মহ নিরোধাৎ" বিশেষণের সপ্তম্যন্ত 'বৃক্ষেষু' বিশেষ্য পদ কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আম বুঝিতে পরি নাই। অন্যত্রও এইরূপ গোলমাল পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই অংশের দ্বা যে কি ভাব প্রকাশিত হইল, তাহা অনুধাবন করা অসম্ভব। কারণ 'নিরোধ' বলি ব্যাখ্যাকারগণ কি বুঝিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন না। আবার এই নিরোধ হই বৃক্ষসমূহেই বা অবস্থান করেন কিরূপে তাহাও বুঝা গেল না। ঘোড়ার ন্যায় ঘা খাইতে খাইতে নিরোধে গিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আবার বৃক্ষে অবস্থান করিলেন সম্ভবতঃ অগ্নিদেবের এই ভ্রমণটুকু সমর্থন করিবার জন্যই "প্রোথন্" পদের "শব্দং কুর্ব সঞ্চরন্ বা" অর্থাৎ শব্দ করিয়া অথবা চরিয়া বেড়াইয়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কার্য সম্ভবতঃ নিরোধ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্তই সমাপ্ত হইয়াছিল।

ভাষ্যকার আরও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি দাবাগ্নিরূপ অগ্নির অধ্যাহা করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, অগ্নি ঘাস প্রভৃতি তৃণ ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি ভক্ষণে প্রবৃ হইয়াছেন। কারণ মন্ত্রের পরের অংশেরই বাংলা অনুবাদ 'তখন উহার দীপ্তি প্রকাশি হয়।" দাবাগ্নি দ্বারা যখন বন-জঙ্গল দগ্ধ হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ তৃণাদি দগ্ধ হ ক্রমশঃ বৃক্ষাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ হয়। বন-জঙ্গলাদি দগ্ধ হইবার সময় এক প্রকার শব্দ হইতে থাকে। যখন অগ্নি বৃক্ষাদি পোড়াইতে থাকে তখন উহার তেজ সম্যকরূপে প্রকাশি হয়। কারণ তৃণাদি পোড়াইবার সময় যে আগুন থাকে, বৃক্ষাদি পোড়াইবার সময় তাহা শ গুণে বর্দ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এইরূপই একটা চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন মন্ত্রের সঙ্গে সেই চিত্রের কোন যোগ থাকুক বা না থাকুক, সে পরের কথা; কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেও যে কি ভাব প্রকাশ পাইত তাহাও আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রত্যক্ষ-স্তুতি আছে। অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে— "হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।" সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের ধারণা এই যে, দাবাগ্নিতে বনজঙ্গল দগ্ধ হইয়া গেলে তখন কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার পড়িয়া থাকে, অথবা সমস্ত দগ্ধস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু ইহা দ্বারাও যে কি ভাব আসে তাহা বুঝাগেল না।

মোটের উপর সমগ্র মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাই জটিলতায় পূর্ণ এবং আমাদের ধারণা মন্ত্রের মূলভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক আমরা মনে করি মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবান্ যখন কৃপা করেন তখন সাধক অবিলম্বে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তখন সাধকের চক্ষুর সম্মুখে অজ্ঞানতার যে ঘনকৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত থাকে তাহা অবিলম্বে সরিয়া যায়, সাধক আপনার দিব্যদৃষ্টিবলে তখন অনন্ত ভবিষ্যৎ, অনন্ত দেশের বাস্তব দৃশ্য দেখিতে পান। ভগবান্ নিজে তাহাকে হাতে ধরিয়া

পাপমোহ অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে—"প্রোথং"—জ্ঞানদান করিয়া, জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞানতাই জগতের ভীষণতম অন্ধকার। বস্তুর স্বরূপকে লুক্কায়িত রাখিতে, বস্তু-সম্বন্ধে ভ্রম-জ্ঞান জন্মাইতে অজ্ঞানতা অদ্বিতীয়। সুতরাং যখন হৃদয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়া উঠে, যখন সাধক আপনার হৃদয়স্থ ভীষণতম অন্ধকাররাশি অপনীত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা আপনার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহার নিকট হইতে মোহমায়া দূরে পলায়ন করে, পাপ পরাজিত হয়। ভগবৎকৃপায় যিনি একবার হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য হয়, তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ভগবৎশক্তি অথবা ভগবানই জ্ঞানময়, সুতরাং হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক পাইলে মানুষ দেবতা হয়, তাঁহার অন্তরস্থ সমস্ত সদ্বৃত্তিরাজী শক্তি লাভ করে। মন ভগবন্মুখীন হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র বলিতেছেন,—"আৎ কৃষ্ণং ব্রজনং অস্য অনুবাতঃ বাতি" অর্থাৎ তখন সাধকের পথ ভগবানের অভিমুখী হয়। তাহার পূর্ব্বজীবনের অন্ধকারময় পথ জ্ঞানালোকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি অনায়াসেই জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন। তাঁহার অন্ধকারময় পথ ভগবৎকৃপায় দিব্যালোকিত রাজবর্ত্মে পরিণত হয়। সাধক তখন তাঁহার জীবনকে ভগবানের নির্দেশানুসারে পরিচালিত করেন, অথবা ভগবানই সাধকের জীবনকে নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করেন, তাঁহাকে আপনার নিজস্ব করিয়া লয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভগবানের মহিমাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি অধঃপতিত জনের পরম বন্ধু। তাঁহার হৃদয় হীনপতিত জনের দুঃখে বিগলিত হয়। তাঁহার যে দিব্যজ্যোতিঃ, তাহা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্যই নয়; পাপীতাপী দুর্ব্বল হীন পতিত সকলই তাহাতে একদিন না একদিন পতিত হইবে। ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। তাঁহার অপার করুণা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। হীন পাপীর প্রতিও তিনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহেন, তাহাদের প্রতিও তিনি স্নেহশীল।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যদি তিনি পাপীর প্রতিও সমান স্নেহশীল তবে পাপীর শাস্তি বিধান করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার করুণার দান—"সম্পদবিপদ তাঁহারি আশীষ, তাঁহারি স্নেহের দান।" তিনি শাস্তি বিধান করেন বলিয়াই পাপী পাপপথ পরিত্যাগ করে, পুণ্যের পথে, সৎকর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নতুবা নিরঙ্কুশ অবস্থায় সে পাপের অধঃপতনের অধস্তন স্তরে উপনীত হইবে। এই শাস্তি মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। তাই শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ। সমগ্র মন্ত্রেই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৬খ—১সূ ২সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১২ ৩ ২উ ৩
উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে

১২৩ ১২ ৩ ২
চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১ ২৩ ২ ৩ ১
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নবজাতস্য' (নবপ্রাদুর্ভূতস্য—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'যস্য' 'তে' (তব) 'অজরা' (নবীনাঃ, নিত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইধানাঃ' (ইধ্যমানাঃ, প্রজ্বলিতাঃ, ঐকান্তিকাঃ ইতি ভাবঃ) প্রার্থনাঃ 'উচ্চরন্তি' (উদ্গচ্ছন্তি, ভগবৎ-সামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) 'অধূমঃ' (ধূমরহিতঃ, অজ্ঞানতাশূন্যঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'দূতঃ' (দূতস্বরূপঃ সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'অরুষঃ' (আরোচমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ ত্বং 'দ্যাং অচ্ছ' (দ্যুলোকং প্রতি) 'সংএষি' (সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছসি); 'অগ্নে' (হে হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ঈয়সে' (প্রাপ্নোষি) নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; জ্ঞানেন লোকাঃ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ - ১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সাধকহৃদয়ে নবপ্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ষক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতানাশক সৎকর্ম্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। (৯অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নবজাতস্য' নূতন-প্রাদুর্ভূতস্য 'বৃষ্ণঃ' বর্ষিতুঃ 'যস্য' 'তে' তব 'অজরা' জরা-রহিতা জ্বালা 'ইধানাঃ' ইধ্যমানা যা 'উচ্চরন্তি' উদ্গচ্ছন্তি। হে 'অগ্নে'! 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'ধূমঃ' ধূমযুক্তঃ 'দূতঃ' ত্বং 'অচ্ছ' দ্যুলোকং প্রতি 'সমেষি' সম্যগ্‌ গচ্ছসি, পশ্চাৎ তত্রত্যান 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন 'ঈয়সে হি' প্রাপ্নোষি খলু। যদ্বা, হে অগ্নে! ত্বদীয়ো যো ধূমঃ দ্যুলোকং প্রতি এষি গচ্ছতি, পুরুষব্যত্যয়ঃ; ত্বমপি দেবান্‌ প্রাপ্নোষি। 'এষি'—'এতি'—ইতি পাঠৌ। ৩।

• • •

তৃতীয় (১২১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে জ্ঞান 'নবজাত' হইল কিরূপে? জ্ঞান চিরপুরাতন, জ্ঞান অনন্ত সত্য, কিন্তু বিশিষ্ট মানবজীবনের নিকট তাহা নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই পৃথিবী অতি পুরাতন সত্য, কিন্তু আজ যে নূতন অতিথি আসিয়া পৃথিবীর দ্বারদেশে আপনার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল তাহার নিকট পৃথিবী একেবারেই নূতন। তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্য্যন্ত, বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী, মানুষ ঘর-বাড়ী প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকলের কোন কিছুরই সহিত তাহার পরিচয় নাই। যে দিকে চক্ষু ফিরায়, সেই সমস্তই তাহার নিকট নূতন ঠেকে, অথচ এই সকল বস্তুই তাহার আগমনের বহুপূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। কোনও ব্যক্তি যদি দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়, তাহা হইলে ভ্রমণকারীর অজানিত কোন দেশের সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়, অথচ প্রত্যেকটী বস্তু তাহার দেশভ্রমণের বহুপূর্ব্ব হইতেই সেখানে আছে। তাহাদের একটীও নূতন নয়, নূতন—সেই বস্তুর সহিত ভ্রমণকারীর পরিচয়। ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞান নিত্য প্রাচীন হইলেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট তাহা নূতন, কারণ জ্ঞানের সহিত সেই ব্যক্তির পরিচয় নূতন।

তাই সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে সেই জ্ঞানকে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান মানুষকে নূতন জীবন প্রদান করে। জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ অনেক পরিমাণে পশুভাবের অধীন থাকে, পাপ-মোহ প্রভৃতির আধিপত্য তাহার জীবনে প্রবল হয়, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, জীবনে নূতন ভাবধারা নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ভাব ও চিন্তা তাহাকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তাহার পূর্ব্বজীবনের সহিত নূতন জীবনের অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মোটের উপর মানুষ নবজন্ম লাভ করে। সেই জ্ঞান মানুষকে সকল কার্য্যে পরিচালিত করে, জ্ঞানের প্রভাবে তাহার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান তাহার সত্তার মধ্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি যে কার্য্য করেন তাহা জ্ঞানেরই কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকেরই কার্য্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন। ভগবদারাধনা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞানই ভগবানের প্রতি প্রার্থনা প্রেরণ করে, জ্ঞানের প্রার্থনাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করে। "জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে"—এই বাক্যের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব নিহিত আছে। প্রার্থনা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হইলে, তাহা মানবের লক্ষ্যসাধনের, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত না হইতেও পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে কিরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের কৃপালাভ করা সম্ভবপর, কোন্ প্রার্থনা মোক্ষদায়ক। তাই তিনি সেই পরম অভীষ্ট সাধক প্রার্থনা দ্বারা আপনার মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ মানুষ হয় তো মোহ-বশে পার্থিব ধনসম্পৎ প্রভৃতি অসার বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তাহাতে মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে নিজকে আরও গভীরতর মায়াপাশে জড়িত করিয়া ফেলে। জ্ঞানের প্রভাবে সেই মোহপাশ কাটিয়া যায়, কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি অসার বাহ্যচকচিক্যময় কাচের প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া যথার্থ কাঞ্চন লাভের প্রার্থনা করেন, এবং তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয়েন না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রার্থনার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তাই জ্ঞানীর প্রার্থনার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে —"জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।"

প্রার্থনার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"নিত্যা ঐকান্তিকী" প্রার্থনা। প্রার্থনা সাধকের হৃদয়ে অহর্নিশ উত্থিত হইতেছে, বিরাম বিশ্রাম নাই, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সাধকের হৃদয়ে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানী সাধকের হৃদয় হইতে প্রার্থনা পরায়ণতা কখনও বিনষ্ট হয় না, উহা চির-জাগরূক থাকে, উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই—তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—'ঐকান্তিকী'। কেবলমাত্র মুখের দুইটী কথা উচ্চারণ করিলেই প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার সঙ্গে সাধকের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, সমগ্র সত্তার যোগ থাকা চাই। কর্ম্ম বাক্য মন সমস্ত সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলে তাহা 'ঐকান্তিকী' প্রার্থনা হয়, আর সেই প্রার্থনা দ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটে। নতুবা ভগবানের নিকট একটুখানি লোকদেখানো প্রার্থনা করিলেই কিছু হয় না। প্রার্থনার সহিত সাধকের সমগ্র সত্তা মিলিয়া যাইবে। যেন প্রার্থনা ব্যতীত তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ সমস্তই সেই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিবে। তবেই প্রার্থনা সফল হয়, মোক্ষদায়ক হয়। এরূপ প্রার্থনা সম্ভবপর হয়—হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—"সদজাতস্য তব অজরা ইধানাঃ উচ্চরন্তি।"

আচ্ছা এই রূপ প্রার্থনার ফল কি? তাহা মন্ত্রের পরের অংশে বর্ণিত হইয়াছে। "সেই জ্ঞান দ্যুলোকে গমন করেন" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। যাঁহার হৃদয়ে

জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত, যিনি ঐকান্তিক প্রার্থনা-নিরত, তাঁহার মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই ফলই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নি-পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদগত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।" যাহা হউক, আমরা কি ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ-৬খ-১সূ-৩সা)॥ *

—*—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র　　৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।

১ ২র ৩ ১ ২

স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! ত্বং 'মহে' (উৎসবে, আত্মোদ্বোধনরূপে মহতি যজ্ঞে) 'বৃত্রায়' (বৃত্রং—অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হন্তবে' (হন্তুং, বলি-প্রদানায়) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'তং' (ভগবন্তং) 'বাজয়ামসি' (আরাধয়); 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু)। অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান্ অস্মাকং পূজয়া তৃপ্তঃ সন্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! আত্মোদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হউন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদিগের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজমানা আহুঃ—'তং' পূর্ব্বোক্তং 'ইন্দ্রং' 'বাজয়ামসি' বাজয়ামঃ সোমেন স্তুতিভিঃ 'বাজবন্তং' বলবন্তং কুর্ম্মঃ। কিমর্থং ? 'মহে' মহান্তং 'বৃত্রায়' অপামাবরকং বৃত্রাসুরং 'হন্তবে' হন্তুং সোমপানেন মত্তঃ স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্ বৃত্রহন্তবে। বাজয়ামসি - বাজবন্তং করোতীত্যর্থে 'তৎকরোতীতি (৩।১।২৫ বা০) ণিচ্, সাবিষ্ঠবৎ (৩।১।২৫ বা০)' - ইতি সেবিষ্ঠবদ্ভাবাৎ 'টেঃ (৬।৪।১৬৫)'—ইতি টি-লোপঃ, 'বিন্মতোর্লুক্ (৫।৩।৬৫)'—ইতি মতুপো লুক। 'বৃষা' ধনানাং সেক্তা দাতা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃষভঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং সোমস্য দাতৄণাং ধনাদি-সেচকো দাতা 'ভুবৎ' ভবতু ॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২২০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—"যজমানগণ বলিতেছেন—এস, আমরা সেই পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা এবং স্তবের দ্বারা বলবান্ করি। কেন ? না—মহান্ জলের আবরক সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। সোমরস পানে মত্ত অথবা স্তবের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমাদিগের (স্তবকারীর ও সোমরস দান-কারিগণের) ধনাদি দাতা হউন।"

দেখিতেছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার "যজমানা আহুঃ" দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। তার পর, তাঁহারা (যজমানগণ) বলিতেছেন—'সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রকে বধ করা যাউক।'

অধ্যাহৃত পদদ্বয়-সম্পর্কে এবং মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মনে যে সকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে! প্রথমতঃ, কেন "যজমানা আহুঃ" পদদ্বয় আধ্যাহার করি ? পূর্ব্বে বা পরে কোনও সম্বন্ধ নাই ; হঠাৎ ঐ দুই পদ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন আছে ? আমরা বলি, পূর্ব্ব-মন্ত্রেরও যাহা সম্বোধ্য, এই মন্ত্রেও তাহারই সম্বোধন আছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সূচক ও প্রার্থনামূলক। এখানেও আপনাকে বা আপনার মনকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। তার পর, সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রবধে প্রোৎসাহিত করায়, মনে হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যেন বলবান্ নহেন ; আর মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-দানে তাঁহাকে যেন বলবান্ বা উত্তেজিত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যাখ্যায় ('সোমপানেন মত্তঃ'—এইরূপ প্রতিবাক্যে) মনে কলুষ-চিন্তারই উদয় হয়। পরম-পূজ্য বেদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু সায়ণের ভাষ্য হইতেই ঐ ভাব

পরিহারের উপাদান পাঠকগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেন-না, তিনি "সোমপানেন মত্তঃ" লিখিয়াই পরক্ষণেই "স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্" অর্থ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, বেদপুরুষ যেন আপনিই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদটি আছে মাত্র—'বাজয়ামসি।' ঐ পদের মূলীভূত ধাতুর একটী অর্থ 'বল' বা 'শক্তি'। তাহা হইতে কতদূর টানিয়া তাহার সহিত সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ আনয়ন করা হইয়াছে, ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। 'বাজ' পদ 'বজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ, 'বেগ' (বল) হয়, 'অন্ন' হয়, 'যজ্ঞ' হয়, 'পূজা-জপাদির সমাপক মন্ত্র' হয়; স্থল-বিশেষে এক প্রকার মন্থও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 'মন্থ' অর্থের ভাব এখানে কেন পরিগ্রহণ করি? ঐ পদে যখন পূজা-জপাদি অর্থ প্রাপ্ত হই, আর সেই অর্থেই যখন মন্ত্র সদ্ভাব দ্যোতনা করে এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে; তখন কেনই বা বেদগ্লানিকর ভগবন্মহিমা-খর্ব্বকর অর্থ গ্রহণ করিতে যাই?

'বৃত্র' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের বিষয় আমরা বহু ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু বুঝায়। * এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এ মন্ত্রে মনকে অজ্ঞানতা-নাশের জন্য (অজ্ঞানতার সহচর কামক্রোধাদিকে বিধ্বস্ত করার জন্য) ভগবানের শরণ লইতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, তদুদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃসাধক। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (৯অ-৬খ-২সূ-১সা)। †

---

* 'বৃত্র' পদে কত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে এবং কি ভাবে কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐন্দ্রসূক্ত-সমূহে লক্ষ্য করুন। এ পক্ষে মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি সূক্তের আলোচনা দেখুন। বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে যত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে, তাহার সার নিষ্কর্ষ ঐ সকল স্থলে দেখিতে পাইবেন।

১। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ৭ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—১খ-১দ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ঋষি—শ্রুতকক্ষ (মতান্তরে—সুকক্ষ)।

† মন্ত্রান্তর্গত 'বাজয়ামসি', 'মহে', 'বৃত্রায়', 'হন্তবে', 'বৃষভঃ', 'ভুবৎ' প্রভৃতি পদের ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা ভাষ্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'বাজয়িতি' ইতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-চতুর্দ্দশে পঞ্চত্রিংশত্তমং পদং। "ইদন্তোমসি" (৭।১।৪৬) ইতি মসইগাগমে রূপং। 'মহে' ও 'বৃত্রায়' পদদ্বয়ে—"দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী" (অঃ ৯৮); এবং 'হন্তবে' পদে— "তুমর্থে সেসেন" (৩.৪।৯) ইতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিরুক্ত (৯৩১) মতে "বর্ষণাদ্ বৃষভঃ" এই সূত্রে 'বৃষভঃ' পদের উৎপত্তি। 'ভুবৎ' পদ "লেটোরূপং"। 'বাজয়ামসি' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিরুক্ত-মতেরই অনুসারী।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'দামনে' (সাধকেভ্যঃ পরমধন দানায়) 'কৃতঃ' (বিহিতঃ, আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); 'ওজিষ্ঠঃ' (বলবত্তম সর্ব্বশক্তিমান্) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'বলে' (সাধকানাং আত্মশক্তৌ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, বর্ত্তমান ভবতি ইত্যর্থঃ); 'দ্যুম্নী' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'শ্লোকী' (শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'সোম্যঃ' (সোমৈঃ যঃ সম্ভজ্যতে, শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ সঃ দেবঃ শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা সাধকদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আরাধনীয় হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকদিগের আত্মশক্তিতে বর্ত্তমান থাকেন; জ্যোতির্ম্ময়, প্রার্থনীয় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন; জ্যোতির্ম্ময় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন।)। (৯অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দামনে' স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি-দানায়ৈব 'কৃতঃ' প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ। কিঞ্চ 'ওজিষ্ঠঃ' ওজস্বিতমঃ 'সঃ' এবেন্দ্রঃ 'বলে' বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ সোম-পানার্থঞ্চ নিহিত ইত্যর্থঃ। 'দ্যুম্নী'। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি (নিরু• নৈ• ৫।৫) যাস্কেনোক্তত্বাৎ। যশস্বী অন্নবান্ বা অতএব 'শ্লোকী' শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'সোম্যঃ' সোমার্হো ভবতি। 'বলে'—'মদে'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ আলোচ্য-মন্ত্রে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,-"সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিমান ও সোমার্হ।"

এই অনুবাদটী বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা দ্বারাই আমরা প্রচলিত মত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইব।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত এবং ভাষ্যাদিতেও উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ—"ইন্দ্রঃ দামনে কৃতঃ"। তাহার ভাষ্যার্থ,—"স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি দানায়ৈব প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ স্তোতাদিগকে ধনাদি দান করিবার জন্তই প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার ইন্দ্রকে ধনাদিপতি বলিয়াছেন আমরা পূর্ব্বাপরই 'ইন্দ্র' শব্দের 'বলৈশ্বর্য্যাধিপতি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ভগবান যে ভাবে যেরূপে সাধককে শক্তি ও পরমধন দান করেন, বেদে সেই ভাব বা রূপকেই 'ইন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকারও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রকে ঐশ্বর্য্যাধিপতি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন—"প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা বেদের অন্যত্রও 'প্রজাপতি' এবং 'ইন্দ্র' পদ পাইয়াছি। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তবে এখানে প্রজাপতি ইন্দ্রকে সৃষ্ট করিলেন কিরূপে? দেবতা কি তবে বহু? এক দেবতা কি অন্য দেবতাকে সৃষ্টি করেন? বেদ অন্যত্র বলিতেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"-তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এখানে তাঁহার বহু নামরূপের একটা কারণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভূতিকে সাধক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন রূপের কল্পনা করেন। সেই বিভিন্ন নাম ও রূপ বাস্তবিক-পক্ষে সেই এক অনন্ত নাম ও রূপের অন্তর্গত। অথবা দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়—তিনি অনাম, অরূপ।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—ভাষ্যকার যে এখানে এক নামরূপকে অন্য নামরূপের বা বিভূতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেন তাহার অর্থ কি? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ সাধক যে নামরূপের উপাসক, ভগবানের যে বিভূতি তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তিনি ঐকৈকতা লাভের জন্য সেই নামরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাঁহার উপাস্য-রূপই ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় তিনি এই এক নামরূপ ব্যতীত অন্য নামরূপ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে বিভূতি আছে, তাহা তাঁহার আরাধ্য-বিভূতির রূপান্তর অথবা তাহা দ্বারা সৃষ্ট, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ থাকে। এমন কি জ্ঞানী ভক্ত হনুমানও বলিয়াছেন,

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

অর্থাৎ আমি জানি যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ, তথাপি আমার একমাত্র ইষ্টদেব—শ্রীরামচন্দ্র। অন্য কাহাকেও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা ঐকৈকতা সাধনার উদাহরণ।

বর্ত্তমান মন্ত্রেও এই দিক হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট"—এই ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি দোষ হয় না। অথবা অন্যদিক দিয়াও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করা যাইতে পারে। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ—আত্মসৃষ্ট। তাঁহার এক বিভূতি দ্বারা অন্য বিভূতি সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলায় তাঁহার আত্মসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং "ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন" এই ব্যাখ্যায় বস্তুতঃ কোন দোষ হয় না।

কিন্তু আমরা এই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ মন্ত্রে সৃষ্ট হওয়ার কোনই প্রসঙ্গ নাই। মূলে আছে—"ইন্দ্রঃ সঃ দামনে কৃতঃ"। ইহা হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন"—এভাব আসিতে পারে না। ভগবান্ মানুষকে পরমধন প্রদান করিবার জন্য আরাধিত হয়েন—এই ভাবই আসে। মানুষ যাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার পায়, তাহার নিকটই কৃতজ্ঞতাবশে অবনতমস্তক হয়। ভগবানের নিকট হইতে মানুষ এমন রত্ন লাভ করে যাহা তাহার জীবনকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দেয় সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই ভগবানের নিকট প্রার্থনাপরায়ণ হয়। তিনিও আপনার অনন্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার প্রিয় সন্তানের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। মানুষ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"ওজিষ্ঠঃ সঃ বলে হিতঃ" এই অংশের 'বলে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ, সোমপানার্থঞ্চ নিহিতঃ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বলযুক্ত সোমের মধ্যে প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্টিকালে স্থাপিত এবং সোমপানের জন্যও স্থাপিত। ব্যাখ্যা হইতে এই বুঝা যায় যে,—সৃষ্টিকালে ইন্দ্রকে প্রজাপতি সোমের মধ্যে সোমপানের জন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের সৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রকে একেবারে সোমরসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—একথাটা ইন্দ্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য-সূচক বটে। 'সোম' বলিতে যদি প্রচলিত অর্থানুসারে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে বুঝায় তাহা হইলে মন্ত্রাংশের একটা বীভৎস-ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এই ইন্দ্র এত বড় মদ্যপ যে, জন্মমাত্র তাঁহাকে মদের মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বটে। সোম বলিতে যদি ঐশ্বরিক শক্তি বা শুদ্ধভাব বুঝায় তাহা হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার একটা অর্থ পাওয়া যায়। তাহা এই যে, ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভিন্ন ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহার শক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ তো দুরার্থ কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ মাত্র একটী শব্দ—'বলে'র উপর নির্ভর করিয়া ভাষ্যকার একেবারে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যাজাল বুনিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা তাহার কোন সার্থকতা দেখি না। আমাদের মতে শক্তির অধিপতি ভগবান্ সাধকদিগের আত্মশক্তির মধ্যে বিরাজিত থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবেই মানুষ শক্তিলাভ করে, তাঁহার শক্তির কণালাভ করিয়াই মানুষের মধ্যস্থিত সকল শক্তির বিকাশ হয়। অথবা মানুষের মধ্যেও যে শক্তির

বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, বস্তুতঃ উহা সেই শক্তিময়েরই শক্তিকণা। মানুষের মধ্যে, জগতে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই শক্তির বিকাশ, মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পারি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ,—"হ্রায়ী শ্লোকী সঃ সোমাঃ"। সেই পরম তেজস্বী দেবতাকে মানুষ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা আরাধনা করে অর্থাৎ আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রাংশে ভগবৎ-সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। আমাদের ধারণা মন্ত্রের শেষাংশে এই সাধন-প্রণালীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (৯অ-৬খ—২সূ—২সা)॥ *

——*——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র

ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রঃ ন' (বজ্রতুল্যঃ, কঠোররিপুনাশকঃ রক্ষাস্ত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'সবলঃ' (পরম-শক্তিশালী) 'অনপচ্যুতঃ' (অন্যৈঃ অপরাজিতঃ, অপরাজেয়ঃ) 'উগ্রঃ' (মহাতেজস্বী) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) সঃ পরমদেবঃ 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'সম্ভৃতঃ' (তৃপ্তঃ প্রীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'ববক্ষ' (দাতুং ইচ্ছতু, প্রযচ্ছতু—পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রতুল্য অর্থাৎ কঠোররিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী, অপরাজেয়, মহাতেজস্বী, অজাতশত্রু সেই পরমদেবতা প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরমধন দান করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরা' স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ 'সম্ভৃতঃ' উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বজ্রো ন' বজ্র আয়ুধং তৎকর্ত্তৃভিঃ শিতধারো যথা ভবতি তীক্ষ্ণীক্রিয়তে তদ্বৎ স্তোতৃভিঃ স্তুত্যা সম্ভৃতঃ, অতএব 'সবলঃ' বল-সহিতঃ তস্মাদ্ 'অনপচ্যুতঃ' পরৈরপ্রচ্যুতঃ অনভিগত ইত্যর্থঃ, তাদৃশঃ 'উগ্রঃ' মহান 'অস্তৃতঃ' যুদ্ধে শত্রুভিরহিংসিত ইন্দ্রঃ 'ববক্ষে' স্তোতৃভ্যো ধনাদিকং বোঢ়ুমিচ্ছতি। 'উগ্রঃ'-'ঋষঃ'-ইতি পাঠৌ। (৯অ-৬খ ২সূ-৩সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১২২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদেবতার নিকট পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"স্তুতিবাক্যের দ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত বল-সহিত অনভিভূত, মহান্ অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে একটী উপমা "বজ্রঃ ন" অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় রিপুনাশক। বজ্রই ভগবৎশক্তি, অথবা ভগবানের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে জগতের রিপুদিগকে বিনাশ করে। কিন্তু ভাষ্যকার এই উপমার একটী অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন; যথা,—"গিরা স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ সম্ভৃতঃ উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ"। অর্থাৎ স্তুতিলক্ষণ বাক্যের দ্বারা স্তোতাগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত—তীক্ষ্ণীকৃত। উৎপাদিত শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদনের সহিত তীক্ষ্ণ করার কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা মোটেই অনুধাবন করিতে পারি নাই। তারপর স্তুতি-দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করা যায় কিরূপে? অস্ত্রকেই তীক্ষ্ণ করা যায়, কিন্তু দেবতাকে যে তীক্ষ্ণ করা যায় তাহা একটু অদ্ভুত নয় কি? তবে তীক্ষ্ণ করার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমরা 'সম্ভৃতঃ' পদে 'তৃপ্তঃ', 'প্রীতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভরণার্থক ও তৃপ্ত্যর্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'সম্ভৃতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পদে তৃপ্ত, প্রীত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রের অর্থ-সৌষ্ঠবও সাধিত হয়। বজ্রের কঠোরতা লইয়া তিনি রিপুদিগকে শাসন করেন। আবার কুসুমের কোমলতা লইয়া মানবকে পালন করেন। আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থানদান করেন। এখানে 'বজ্র' পদে তাঁহার সেই কঠোরতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও তাহার মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'সবলঃ' অর্থাৎ পরমবলশালী। আমরা মনে করি,—'বজ্রঃ ন' উপমার লক্ষ্য হল 'সবলঃ' পদ। সুতরাং পূর্ণ উপমা হইল—"বজ্রঃ ন সবলঃ" অর্থাৎ রিপুনাশক কঠোর ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী। এই উপমা দ্বারা ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

'তিনি 'অনপচ্যুতঃ'—অপরাজেয়। তাঁহাকে পরাজয় করিবার কে থাকিতে পারে? তিনিই বিশ্বভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হয় সমস্ত জগৎ। সুতরাং কে তাঁহার সহিত শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে? তিনি শুধু অপরাজেয় নহেন, তিনি অজাতশত্রুও বটেন। বিশ্বের সকলই তাঁহার সন্তান। তাঁহার মঙ্গলময় ইঙ্গিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি তাহা তাঁহারই বিকাশ। সুতরাং জগতে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তাই সম্ভবপর নয়। তাঁহার শত্রু থাকিবে কে?

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহাকে রিপুনাশক বলা হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, মানুষ মায়ামোহ পাপ প্রভৃতি রিপুগণ দ্বারা চির আক্রান্ত, তাহাদিগকে এই সকল ভীষণ রিপুকুলের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার নিজের শত্রু নাই, কিন্তু বিশ্ববাসীর মোক্ষপথের অন্তরায় দূর করিতে হইলে তাঁহাকে রক্ষাস্ত্র ধারণ করিতে হয়। তাই তাঁহাকে বজ্রী রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়।

প্রার্থনা-আরাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। তিনি জগতের একমাত্র মোক্ষবিধাতা। তাই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার জন্য মানুষ তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক মানবকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তাই তাঁহার নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ববক্ষ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ধনা'দ বহন করিতে ইচ্ছা করেন' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্তোতৃদিগকে ধন বহন করার অর্থ মোটেই সুষ্ঠু নয়। আমরা অর্থ করিয়াছি—'প্রযচ্ছতু'—প্রদান করুন। মন্ত্রের মূলভাব প্রার্থনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৬ধ-২সূ—৩সা)। *

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ্বর্য্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম (বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত হে মম মনঃ!) ত্বং 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (পবিত্রং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পবিত্রে' (হৃদ্রূপে যজ্ঞাগারে ইতি ভাবঃ) 'আনয়ঃ' (প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং তং শুদ্ধসত্ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, উৎকর্ষং গময় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সত্ত্বভাবপ্রভাবেন ভগবৎ-প্রীতিসাধনায় যাজ্ঞিকং আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভাবার্থস্তু—সদ্ভাবপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং যেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম। (৯অ - ৭খ—১সূ - ১সা)।

অথবা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ!) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রে হৃদয়ে, হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'আনয়' (প্রাপয়); 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রস্য, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায়) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বলাভায় বয়ং কঠোরতপোপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৭খ - ১সূ - ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদ্রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত কর; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সদ্ভাবপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৭খ—১স—১সা)।

অথবা।

সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপো-পরায়ণ হই।)। (৯অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

হে 'অধ্বর্য্যো'! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পবিত্রে' 'আনয়' প্রাপয়। এবমেব দর্শয়ন্তি—'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানায় 'পুনাহি' পুনীহি পাবয়॥ 'নয়' -'আসৃজ'—ইতি পাঠৌ, 'পুনাহি'—'পুনীহি'—ইতি চ। ১।

* * *

প্রথম (১২২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মনই কর্ম্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই উভয়বিধ অন্বয়ে 'অধ্বর্য্যো' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ!' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কারণ, মনই সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মসম্পাদক। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সৎকর্ম্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপঃপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধক নিজ মনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাই।

সৎকর্ম্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর। বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে "কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন কঠোর, তাহা দূর করা-রূপ কর্ম্মও অতিশয় কঠোর। তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনপণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সফলতা লাভও অসম্ভব। সেই জন্য তপঃও কঠোর। সুতরাং সেই তপঃ অথবা সৎকর্ম্মকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৭খ-১৭-১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩২উ ৩ক ২র

তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্ব্যাশত।

১২ ৩ ১ ২

পবমানস্য মরুতঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—৫খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) তথা 'ত্যে দেবা.' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'অন্ধসঃ' (অন্নদায়কস্য, আত্মশক্তিদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তব' 'মধোঃ' (অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ব্যাশত' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য অমৃতেন সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ মিলিতাঃ ভবন্তু-ইতি ভাবঃ। (৯অ—৭খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ এবং সকল দেবভাব আত্মশক্তি-দায়ক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সহিত সকল দেবভাব মিলিত হয়)॥ (৯অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তব' সম্বন্ধিনং 'মধোঃ' মদকরস্য 'পবমানস্য' পূয়মানং 'অন্ধসঃ' অন্নং। তত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।২৫)। 'ত্যে' তে ইমে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ো 'মরুতশ্চ' এবম্ভূতমন্নং 'ব্যাশত' ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'ব্যাশত'—'বাশ্নুত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ—১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন তাহার হৃদয়স্থ সকল সদ্বৃত্তি-দেবভাব শক্তিলাভ করে, পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগীখ খাদ্যদ্রব্য সকল আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা ভাষ্যানুসারীও নহে এবং উহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অনুবাদকার উভয়েই সোমরসের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রে 'ইন্দো' 'সোমঃ' প্রভৃতি পদ দেখিলেই সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে বেশ একটা নিমন্ত্রণ-ভোজের চিত্র পাওয়া যায়। সোমরসকে পানোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও আছে। সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া সোমরস ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ইহাই হইল প্রচলিত বঙ্গানুবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—এই চিত্র হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে পারি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সমর্থন করিয়া যাহারা উহা হইতে অতীত ভারতের চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন, তাহাদের মত এই যে, মন্ত্রের এই চিত্র হইতে আমরা সোমপায়ীদের একটা চিত্র পাই। মন্ত্রে দেবতাদিগকে সোমের চারিদিকে স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ আসিয়া সোমপান করিতেন না। উহা মন্ত্র-রচয়িতাগণের নিজেদের চিত্র মাত্র। মানুষ যেমন, তাহার দেবতাও তেমন-ভাবেই চিত্রিত হয়েন। তাই একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশুগণের যদি ঈশ্বরজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে মহিষাদিরূপেই কল্পনা করিবে। ইহা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। মানুষও ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করে ইহা মানব-মনের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই আমরা বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে বিভিন্নরূপে ঈশ্বর-ধারণার পরিচয় পাই। যাহারা বন্য, অসভ্য, তাহারা তাহাদের ঈশ্বরকে তাহাদের মতই পশুবধকারী শিকারী-রূপে কল্পনা করে। নিজে যাহা ভালবাসে, তাহা ভগবানও ভালবাসেন বলিয়া মনে করে। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ একটা গাছের নীচে কোন পশু বা পাখী কাটিয়া তাহার রক্ত দিয়া তাহার উপর মদ ঢালিয়া দেয়। তাহারা মনে করে যে, ইহাতেই তাহাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। আবার নরমাংসভুক্ জাতি ভগবানের নিকট নরবলি দিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। মোটের উপর মানুষ আপনার ভাব ও ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের কল্পনা করে।

মানুষ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করে, উন্নত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তনও তাহার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। তাই সহজেই বলা যায় যে, মানুষ ঈশ্বর বা তাহার দেবতার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তাহা তাহার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

আলোচ্য-মন্ত্রে আমরা দেবগণের সম্বন্ধে যে চিত্র দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকপক্ষে তখনকার সময়ের সমাজেরই চিত্র। তখনকার লোক সোমরসের অতিশয় ভক্ত ছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্যেই সোমরসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই ভগবদারাধনার মধ্যেও সোমরসের স্থান অতি উচ্চে। তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তখনকার লোক সোমরসকে অতি প্রিয় বস্তু মনে করিত বলিয়া তাহা দেবতারও প্রিয়—এই ধারণা তাহাদের ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সোমপান রত, সকলেই সোমরসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমন কোন দেবতা নাই, যাঁহার নিকট সোমরস প্রিয় নহে।

শুধু তাই নয়। সোমরস তখনকার সমাজের অতি প্রিয় বস্তু ছিল বলিয়া তাহা অতি অসম্ভব রকমের পূর্ণ বর্ণনা আছে। এমন কি কোন কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, সোমরসই ইন্দ্রকে, বিষ্ণুকে, সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল আতিশয়োক্তি সোমরস প্রিয়তার ফল মাত্র।*

এই তো গেল—পণ্ডিতগণের গবেষণার কথা। উহা যে কেবল পাশ্চাত্য দেশেই নিবদ্ধ আছে তাহা নয়, এই চিন্তার মূল আমরা আমাদের দেশেরই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে পাইয়া থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যার্থের মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবগণ সোমপান করেন। তাহাতে সোমরসের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। আর এই সকল ব্যাখ্যার সূত্র অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাণ্ডিত্য গবেষণার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র কি সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত বা বেদ-সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য করা হয়, তৎসম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল। উপরোক্ত মতামতের কোন উত্তর দেওয়াও আমরা সঙ্গত মনে করি না। কারণ 'সোমরস' বলিয়া মাদক-দ্রব্য পান করিয়া তখনকার লোক বিভোর হইতেন এরূপ ধারণা আমাদের নাই এবং বেদে এরূপ কোন চিত্র আছে বলিয়াও মনে হয় না। আর সোম-কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় যদি বেদে থাকে তাহা হইলে সত্যকথাই আছে। অবশ্য 'সোম' বলিতে 'সোমরস' বুঝায় না। বেদে অতিরঞ্জন নাই, সত্যকথন আছে মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিধৃত আছে, উহাই নিত্যসত্য। বেদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তাহার অন্তরস্থ সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দ্দেশানুযায়ী আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবভাব মিলিত হইয়া সাধককে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়—ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, গ্রহণ করেন তাহার অর্থ এই যে,—মানুষের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, উহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়মানুসারে আমরা 'মধোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'অমৃতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ-১৭খ-১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবঃ পীযূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
৩ ২ ৩ ৩ ২
সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বজ্রিণে' (রক্ষাস্ত্রধারিণে) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'মধুমত্তমং' (মাধুর্য্যোপেতং) 'পীযূষং' (অমৃতং, অমৃতস্বরূপং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্বং, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইতি যাবৎ) 'সুনোত' (অভিষুণুত, বিশুদ্ধং কুরুত)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদিস্থিতং সত্বভাবং বিশুদ্ধং-ভগবদারাধনাযোগ্যং করবাম-ইতি ভাবঃ) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য্যোপেত, অমৃতস্বরূপ, আমাদিগের হৃদিস্থিত সত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ —ভগবদারাধনাযোগ্য করিতে পারি।) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! যূয়ং 'মধুমত্তমং' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পীযূষং' অমৃতভূতং 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠং 'সোমং' 'বজ্রিণে' বজ্রবতে 'ইন্দ্রায়' 'সুনোত' অভিষুণুত ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১২২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ ভগবানের চরণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তি বীজাবস্থায় নিহিত আছে। সাধনা দ্বারা যদি সেই শক্তিবীজকে মানুষ অঙ্কুরিত করিতে পারে, বৰ্দ্ধিত করিয়া তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই তৎস্বরূপ হইয়া

যায়। মানুষে ও সেই পরমপুরুষে ভেদ থাকে না। মানুষও ভগবানের মধ্যে আপাততঃপ্রতীয়মান যে প্রভেদ আছে সেই পার্থক্যকে বিনাশ করিয়া স্বরূপাবস্থা লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ নানাবিধ সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব দেবভাব প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলকে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা বিকশিত করিতে পারিলেই মানুষ আত্মস্থ হইতে পারে মোক্ষলাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সোমং সুনোত'—হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। এই বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের দুইটা উত্তর হইতে পারে, অথবা দুই উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর। আমরা একে একে নিম্নে তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ দ্বৈতভাবের দিক দিয়া আমরা আলোচনা করিব। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে মানুষ আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া তাঁহারই নিকট যাইবে। তাঁহার নিকট যাইবার উপায় সাধনার দ্বারা উপাসনার দ্বারা ভগবানের করুণালাভ করা—হৃদয়ে ভগবানের শক্তিলাভ করা। মানুষকে মায়ামোহের জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে হীনতা, কালিমা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, তবেই পবিত্রতা-স্বরূপ সেই পরমপুরুষ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আপনার দীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা অসম্ভব। যাঁহাকে পাওয়া চাই, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ কি? সে কি টাকাপয়সা প্রভৃতির মত কোনও বস্তু যে হাতে রাখা যায়, সিন্দুকে রাখা চলে? তাহা তো নয়। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ,—তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, তাঁহার আবির্ভাব হৃদয়ে লাভ করা। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'—অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে মলিনতা কালিমা নাই। তাঁহার প্রভায় জগৎ আলোকিত হয়, জগৎ দৃষ্টি-শক্তি লাভ করে। তাঁহার আবির্ভাবে জগৎ পবিত্র হয়—তিনি পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে পাইতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে, নিষ্পাপ হইতে হইবে। হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার জন্য হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিতে হইবে। পবিত্র তিনি, শুদ্ধ তিনি, তাই সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র ভাবরাশির দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। তিনি মানবের অন্তর-রাজ্যের দেবতা, অন্তরের পূজাই প্রকৃষ্ট পূজা। অন্তরের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মানবকে যদি তাঁহার নিকট যাইতে হয়, যদি কখনও সে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায় তবে তাহাকে ভগবৎভাবের অনুসারী হইতে হইবে। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানধারণা করিতে হইবে। যে যে ভাবের ধ্যান করে, সে সেই ভাবই লাভ করে—ইহাই ধ্যান-ধারণার অর্থ। মানুষ ভগবৎমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে—তাঁহার প্রতি অনন্যা ভক্তি লাভের জন্য। মাহাত্ম্যশ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হয়। সেই অনুরাগই মানুষকে ভগবানের প্রতি প্রেরণা দেয়। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পাইতে চায়, অতিনিকটে আপনার মধ্যে তাহাকে মিশাইয়া দিতে চায়—প্রিয়জনের ভাবানুবর্ত্তন করে। ক্রমশঃ দেখা যায় যে, সে তাহার প্রিয়জনের অনুসরণ করিতে করিতে

তাহারই ভাবসমূহ আয়ত্ত করিয়াছে। ধ্যানধারণা—গুণানুকীর্ত্তনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ভগবানের প্রতি যখন মানুষের আসক্তি জন্মে—রতি হয়, তখন তিনি ভগবানের ভাবরাশির অনুবর্ত্তন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধক তখন ভগবানের চরণে আত্মলীন হয়েন, অনন্তসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যায়, মানুষ নির্ব্বাণলাভ করে।

মানুষের আসল জিনিষ - ভাব। সেই ভাবরাশিকে বহন করিবার জন্য, আত্মার বাহন-রূপে শরীরের প্রয়োজন। সেই ভাবরাশি যখন ভাবসমুদ্র-রূপ ভগবানের অনুসারী হয় তখন ভাবসমুদ্রে মানুষের ক্ষুদ্র ভাবকণা মিশিয়া যায়। ইহাই মুক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

এ গেল—দ্বৈতভাবের কথা। কিন্তু অদ্বৈতভাবের সাধনায়ও মানুষ সেই এক অবস্থাই লাভ করে। ভগবান ও মানুষ স্বরূপতঃ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—মায়া। মায়া ঈশ্বরাতিরিক্ত কিছু নয়, কিছু আসিতে পারে না। সুতরাং সেই এক পরমসত্তাই আপনার মাধুর্য্য, আপনার শক্তি আপনি উপভোগ করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। সেই পরম ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়াশক্তি-প্রভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই বিশ্ব ও ভগবানের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্য দূরীভূত করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা মানুষের সসীম ব্রহ্মের সসীমতা দূরীভূত হইয়া সেই এক অসীমে আত্মলীন হয়। ঘটাকাশের ঘটের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মহাকাশে লীন হয়। সেইরূপ মানবের ক্ষুদ্রতা হীনতা মুছিয়া যাওয়ায় মানুষ স্বরূপাবস্থা লাভ করে। ইহাই অদ্বৈত-ভাবের সাধনা। কিন্তু দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়েরই পরিণাম এক। উভয়ের এক কথা—'সোমং সুনোত'—হৃদয়ের সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মার ভাবের অনুসারী হও।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, - "হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গবাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।"

আমাদের ধারণা মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সাধক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন - ইহাই আমাদের মত। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যায় পুরোহিতগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটীকে যেন উচ্চারিত হইয়াছে, এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—পুরোহিতগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে কে? আমাদের মনে হয়, এখানে পুরোহিতগণকে সম্বোধন করার কোন সঙ্গত অর্থ নাই। সাধক আপনার হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ, ভগবদারাধনার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য - ভগবৎপ্রাপ্তি। হৃদয়ের ভাবরাশি যখন বিশুদ্ধ হয় তখন তাহাই অমৃতস্বরূপ হয়, তাহাই মানবকে মোক্ষপ্রদান করিতে সমর্থ। মন্ত্রে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—৭খ -১সূ - ৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ৫ ২ ১ ২ ২ ১র n ৩ ৫ ১ ২

১। অধ্বর্য্যো ২ ৩ ৪ আ। দ্রিভান্নিঃসূ৩তাওস্। সোমাংপা ২ ৩ ৪ বী। ত্রাপা-

-- ১ র ২ ৫র র ২১র২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১

১ নায়া ২। পুনা ২ ৩। হীন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। যপান্তবে ২ ৩ ৪ ৫॥ স্তবত্যা

৫ ২র ১ ২ ২ ১রn ৩ ৫ ১ ২ --

২ ৩ ৪ ঈ। দোআন্ধা ৩ সা ৩ঃ। দেবা ২ মা ২ ৩ ৪ ধোঃ। বায়া ১ শাতা ২।

১ র ২ ৫র র ২ ১৩৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ৫

পবা ২ ৩। মানা ৩ ৪ ঔহোবা। স্পমকৃত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবঃপী ২ ৩ ৪ যূ।

২১ ২ ২র n ৩ ʌ ৫ ১ ৭ -- ১

যমুত্তা ৩ মা ৩ ম। সোমা ২ মা ২ ৩ ৪ ঈন্দ্রা। যাবজ্রাগ্নিণা ২ রি। সুনো ২ ৩।

র ২ ৫র র ২১২ ৩ ১ ১ ১ ১

ত্তামা ৩ ৪ ঔহোবা। ধুমন্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম॥

* . *

১ ২র ১ ২ ২ ১ ২ ১ n ৩ ৫

২। অধ্বর্য্যোঅদ্রি। ভিঃসূ৩তাম্। সোমম্পবা ৩ য়ি। ত্রাপা ২ না ২ ৩ ৪ মা।

১ ২ ʌ ৩ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১ র

পুনাহা ১ রিন্দ্রা ২। য়পা ৩। ত্তা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥ স্তবত্তাইন্দো।

২ ২ ১ র ২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ ʌ

অন্ধা ৩ সাঃ। দায়িবামধো ৩ ঃ। বায়া ২ শা ২ ৩ ৪ তা। পবা মা ১ না ২।

৩ ২ ১ ৫ ৫ ৩ ১২র১র ২ ২ ১

স্তামা ৩। কৃ ২ ৩ ৪ ত্তো ৬ হায়ি। দিবঃপীযূষম্। উত্তা ৩ মাম্। সোম-

২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ n ৩ ২

মিন্ত্রা ৩। য়াবা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ রিণারি। সুনোত্তা ১ মা ২। ধুমা ৩।

১ ৫ ৫

ত্তা ২ ৩ ৪ মো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র ১ ১ ১ n ৩ ২ ০ ৫ ১র ২ ১ ২

৩। অধ্বোহোবা। র্য্যোআ ২। দ্রিভায়িঃসূ ২ ৩ ৪ তাম্। সোমম্পবি। ত্রআনা

-- ১ র ২ ২n ৩ ৫ ১ n ৩

১ য়া ২। পুনা। হা। ঔ ৩ হোয়ি। হী ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। য়া ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২ ১ n ৩র ২ ৩

ঔহোবা। এ ৩। স্তবে ২ ৩ ৪ ৫। স্তবোহোবা। ত্যাপা ২ রি। দোঅন্ধা

৫ ১রর২ র ১ ২ -- ১র ২ ২

২ ৩ ৪ সাঃ। দেবামধোঃ। বিয়াশা ১ তা ২। পবা। হা। ঔ ৩ হোয়ি।

৩　৫　১ ম ৩　৫র র　২　১　১১১১
মা২৩৪না। স্তা২মা২৩৪ঔহো। বা। এ৩। ব্রূতা২৩৪৫।।

২র　১২　১ ম　৩২৩　৫　১র ২র　১২
দিবৌহোবা। পীযূ২। ষমুত্তা২৩৪মাপ। সোমমিন্দ্রা। যবাজ্রা১রিণা

··　১র　২　২n　৩　৫　১n৩
২রি। সুনো। হা। ঔ৩হোয়ি। তা২০৪মা। ধূ২মা২৩৪

৫র র　২　১　১১১১
ঔহোবা। এ৩তমা২৩৪৫প॥

* * *

২　র　২　১র ২র　··　২
৪। অধ্বর্যোঅদ্রিভিঃসুতা৩মে। সোমম্পবিত্রে। আ২১২৩। নয়া৩৪৩।

১　২　র　··১　৪　৫　৪　৫　২　র
পূ২৩না। হীন্দ্রা২৩২৩। য়পোবা। তা৫হো৬হায়ি। তবতাইন্দ্রো

২　ররর২ র　··　২　১　২
অন্ধপ৩এ। দেবামধোর্ব্বি। আ২১২৩। শতা৩৪৩। পা২৩পা।

র　··১　৪　৫　৪　৫　·২ রর　২
মাসা২৩২৩। সুনোবা। রু৫তো৬হায়ি। দিবঃপীযূষমুত্তমা৩মে।

১র ২২　—　২　১　২
সোমমিন্দ্রায়। বা২১২৩। জিপা৩৪৩য়ি। সু২৩সো।

র　··১　৪　৫　৪　৫
তামা২৩২৩। ধুমোবা। তা৫মো৬হায়ি।

* * *

১২　১　২　২　১ ^　৩　৫র র
৫। অধ্ব। এআধ্বা। র্য্যোঅদ্রি। ভা৩রিঃ। ত্রা২য়িত্বা২০৪ ঔহোবা।

৩　৫　২র n ৩　৫　৩২　২ n ৩
সু২৩৪তাম্। সোমাম্পা২৩৪বী। ত্রআ৩। ত্রা২আ২৩৪

৫র র　৩　৫　২n৬　৫　৩২　১n ০
ঔহোবা। না২০৪য়া। পুনাহা২৩৪য়িন্ত্রা। য়পা৩। যা২পা২৩৪

৫র র　৩　৫　১২　১　২　র　১ n ১
ঔহোবা। তা২৩৪দে। তব। এতাবা। তইন্দ্রো। আ৩　দো২আ

৫র র　৩　৫　২রn৩　৫　৩২　১n
২৩৪ঔহোবা। ধা২৩৪সাঃ। দেবামা২৩৪ধোঃ। বিয়া৩। বা২

৩　৫র র　৩　৫　২n৩　৫　৩২　১n
য়া২৩৪ঔহোবা। শা২৩৪তা। পবামা২৩৪না। স্তমা৩। স্তা২

৩ ৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ রর
মা২৩৪ঔহোবা। রু২৩৪তাঃ॥ দিবঃ। এদাগ্নিগাঃ। পীযূষম্। উ৫।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২
যা২যূ২৩৪ঔহোবা। তা২৩৪মাণ্। সোমাষা২৩৪য়িন্দ্রা। ষবা৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২
যা২গা২৩৪ঔহোবা। জ্রী২৩৪ণে। সুনোতা২৩৪মা। ধুগা৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
ধূ২মা২৩৪ঔহোবা। তা২৩৪মাণ্॥

* * *

১ র ২ ১ ২ ৪ ২
৬। অধ্বর্যোআ৩। হৌ৩হো৩১। দ্রিভিঃসুতাওম্। হৌ৩হো৩১য়ি।

র ২ ৪ ২ ১ র ২ ৪ ২
সোমম্পবা৩য়ি। হো৩হো৩১। ত্রআনযা৩। হৌ৩হো৩১য়ি।

র র ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
পুনাহীন্দ্রা৩। হো৩হো৩১। যপাতবা৩য়ি। হো৩হো৩১২৩৪৫ঈ।

১ ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
ডা। তবতাআ৩। হৌ৩হো৩১। দোঅন্ধসা৩ঃ। হৌ৩হো৩১য়ি।

র র ১ ২ র ২ ৪ ২
দেবামধো৩ঃ। হৌ৩হো৩১য়ি। বিয়াশতা৩। হৌ৩হো৩১য়ি।

র ৪ ২ ২ ৪ ২
পবমানা৩। হো৩হো৩১। স্তমরুতাঃ৩। হৌ৩হো৩১২৩৪৫ঈ।

১ র২ ৪ ৪ ২
ডা। দিবঃপীযু৩। হৌ৩হো৩১। মমুত্তমা৩ম। হৌ৩হো৩১য়ি।

র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সোমমিন্দ্রা৩। হো৩হো৩১। যবজ্রিণা৩য়ি। হৌ৩হো৩১য়ি।

র র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সুনোতামা৩। হৌ৩হো৩১। ধুমত্তমা৩ম। হৌ৩হো৩১২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩ ৪৫র ২ ২
৭। অধ্বর্যোঅদ্রিভিঃসুতম্। ঈয়ইয়াহায়ি। সোমম্পবিত্রআ। হা৩হা৩য়ি।

১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র ২র ৩
না২৩৪য়া। পুনা৩উবা৩। হা২য়িন্দ্রা২৩৪ঔহোবা। যপাতবে

১ ১ ১ ১ ১২ ১ ২ র ১ ২ ১২ ১ ২ ৪র৩র ৪র ৫ র ২
২৩৪৫। তবত্যইন্দোঅন্ধসঃ। ঈয়ঈয়াহায়ি। দেবামধোর্বিয়া। হা৩

২ ১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র
হা৩য়ি। সশা২৩৪তা। পাবা৩। উবা৩। মা২মা২৩৪ঔহোবা।

২ ৩ ১১১১ ২১২র১র২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩ র৫র
ষমক্রতা ২ ৩ ৪ ৫।। দিবঃপীযূষমুত্তমম্। ঈরইয়াহায়ি। সোমমিন্দ্রায়বা।

২ ২ ১ ৫ ১২ ১ ১n৩
জা৩হা৩। জ্রা ২ ৩ ৪ য়িণায়ি। সুনা ৩ উবা ৩। তা ২ মা ২ ৩ ৪

৫রর ২ ৩১১১১
ঔহোবা। ধুমত্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২ ১২ ১ ২৲ ৩ ৫ ২র১ ২১ ৭ n ৩
৮। অধ্বর্য্যওবা। য়াদ্রিভায়িঃসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোমাম্পবায়ি। ত্রআ ২ না

৫ ১—১ ২ ১২র ১ ২ ৪ ৫ ২
২ ৩ ৪ য়া। পু ২ না। হা ২ ৩ য়িন্দ্রা। যাপাতবা। ঔ ৩ হোবা। তবস্তা

১২ ১২৩ ৫ ২র১২১ ৭ n ৩ ৫ ১—১
ওবা। যোঅস্কা ২ ৩ ৪ স্যাঃ। দেবামদাঃ। বিয়া ২ শা ২ ৩ ৪ তা। পা ২ বা।

২ ১২ ১ ২ ৪ ৫ ২ র ১২ ১২৩ ৬
মা ২ ৩ না। ষ্মমক্রত্তা। ঔ ৩ হোবা। দিবঃপীয়োবা। যামুত্তা ২ ৩ ৪ মাম্।

২র১২১ ১ n ৩ ৫ ১—১ ২ ১২ ১
সোমামিন্দ্রা। য়বা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ য়িণায়ি। সু ২ নো। তা ২ ৩ মা। ধুমত্তমাম্।

৪ ৫ ৪
ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র১২১ ২ — ১র ২১র ২ ১ — ১
৯। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভায়িঃ সুতা ২ ম্। সোমম্পবিত্রআনা ২ ৩ য়া। পুনা ২ হায়িন্দ্রা

২১ ৫ ৪ ৫ ১২১ ২র১ ২ —
২১। য়পো ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ বো ৬ হায়ি। তবস্তাইন্দোআ। ধসা ২ ঃ।

১রর র ২১র ২ ১ —১ ২১ ৫ ৪
দেবামধোর্ব্বিয়াশা ২ ৩ তা। পাবা ২ মানা ২ ৩। স্তুমো ২ ৩ ৪ না। স্ন ৫ ত্তো

৫ ২ ১২র২১ ২ — ১র র২১ ২ ১
৬ হায়ি। দিবঃপীযূষম্। ত্তম ২ ম্। সোমমিন্দ্রায়বজ্রা ২ ৩ য়িণায়ি। সুনো

—১ ২১ ৫ ৪ ৫
২ তামা ২ ৩। ধুমো ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ বো ৬ হায়ি। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ; (১) "বৈরূপম্" (২) "আশুভার্গবম্" (৩) "মার্গীয়বম্" (৪) "সৌমিত্রম্" (৫) "ঐটতম্" (৬) "ধুরাসাকমশ্বম্" (৭) "বিলম্বসৌপর্ণম্" (৮) "সৌপর্ণম্" এবং (৯) "রোহিতকুলীয়োত্তরম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা

১ ২ ৩ ২
পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধর্ত্তা' (সর্ব্বস্য ধারণকর্ত্তা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (রসযুক্তঃ, অমৃতময়ঃ) 'কৃত্ব্যঃ' (শোধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ, বিশুদ্ধঃ) 'দেবানাং দক্ষঃ' (দেবভাবসম্পন্নানাং শক্তিদায়কঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ, সাধকানাং প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'অত্যঃ ন' (সৎকর্ম্ম যথা শক্তিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'সত্বভিঃ' (প্রাণিভিঃ মনুষ্যৈঃ, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সৃজানঃ' (উৎপদ্যমানঃ, উৎপন্নঃ সন) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অপ্রযত্নেন, স্বতমেব) 'নদীষু' (সত্ত্বাধারেষু, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'পাজাংসি' (বলানি) 'আকৃণুতে' (করোতি, শক্তিং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সত্ত্বভাবঃ পাপনাশকঃ তথা আত্মশক্তি-দায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের ধারণকর্ত্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদিগের শক্তিদায়ক, সাধকদিগের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্ব-ভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে,

সেইরূপ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পাপহারক সত্ত্বভাবই স্বতঃই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হয়েন।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধর্তা' সর্বস্য ধারকঃ সোমঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ অন্তরিক্ষস্থিতাৎ দশাপবিত্রাৎ 'পবতে' পূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ? 'কৃত্ব্যঃ' কর্তব্যঃ শোধ্য ইত্যর্থঃ। 'রসঃ' রসাত্মকঃ। 'দেবানাং' 'দক্ষঃ' বলপ্রদঃ। যদ্বা, দক্ষঃ প্রবর্দ্ধনীয়ো দেবানামর্থায়। তথা 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'অনুমাদ্যঃ' অনুমাদনীয়ঃ স্তুত্যো বা। শেষঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। 'সৃষ্টিঃ' প্রাণিভিঃ অস্মদাদিভিঃ 'সৃজানঃ' সৃজ্যমানঃ 'অত্যো ন' অশ্ব ইব। স যথা শিক্ষিতোঽনায়াসেন গচ্ছতি তদ্বৎ। 'বৃথা' অপ্রযত্নেন 'পাজাংসি' বলানি স্বীয়ান্ 'কৃণুষে' কুরুতে 'নদীষু' বসতীবরীষু তাভিরিত্যর্থঃ। 'কৃণুষে' 'কৃণুতে'-ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৭খ ২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১২২৬) সামের মর্ম্মার্থ

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটীর উভয় অংশেই সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমাংশে বিশেষভাবে সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব সকলের ধারণকর্তা। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সত্ত্ব-প্রভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সত্ত্বের গুণ—স্থিতি। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমগুণের জড়তা নাশ হইলে সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য লাভ হয়। 'যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যাহাতে অবস্থিত হইলে মানব কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়েন না, হৃদয়ের শান্ত স্থৈর্য্য অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের গুণেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'দিবঃ ধর্তা' পদদ্বয়ে 'দ্যুলোকের ধারণকারী' অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকের নহে, তাহা সর্ব্বলোকের ধারণকর্তা।

সত্ত্বভাবই অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। তাহার প্রভাবে মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, অমৃতত্ব-লাভ করে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করে। তাই সাধকগণ এই পরম কল্যাণকর শক্তিদায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা স্বতঃই মানুষকে দিব্যশক্তি প্রদান করে। সেই শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্য-পথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। যথা,—'বৃথা' 'সহস্তিঃ' অনুমাদনীয়। ঐ সকল পদে প্রধানতঃ আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি॥ (৯অ—৭খ ২স্থ—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২৩ ১২৩ ১২ ৩
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ

২ ১২ ৩ ১র ২র
স্বাঽঽঃসিষাসন্রথিনো গবিষ্টিষু।

১২৩ ১২৩১২ ৩২ ৩ ১২ ৩ ১
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো

২ ৩ ১২
অজ্যতে মনীষিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ ন' (বীরঃ যথা শত্রুনাশায় অস্ত্রশস্ত্রাদীনি ধারয়তি তদ্বৎ) 'স্বঃ সিষাসন্' (স্বর্গং কাময়মানঃ মোক্ষপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রথিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'গবিষ্টিষু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গভস্ত্যোঃ' (হস্তয়োঃ) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৩দ—৯খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'ধত্তে' (ধারয়তি); 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'শুষ্মং' (বলং, শক্তিং) 'ঈরয়ন' (প্রেরয়ন, ইচ্ছন, কাময়মানঃ ইত্যর্থঃ) 'অপস্যুভিঃ' (অমৃতকাময়মানৈঃ) 'মনীষিভিঃ' (মেধাবিভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিন্বানঃ' (প্রের্য্যমাণঃ, উৎপদ্যমানঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অজ্যতে' (ক্লিশ্যতে, সম্মিলিতঃ ভবতি—জ্ঞানেষু ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি, তে পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯স ৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বীরব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন, সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন, তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯স—৭খ—২সূ—২সা ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং সোমঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ 'আয়ুধা' আয়ুধানি 'শূরো ন' শূর ইব 'ধত্তে' ধারয়তি, 'স্বঃ' স্বর্গং সুখ-সাধনং যজ্ঞং বা 'সিষাসন্' সম্ভক্তুমিচ্ছন্ 'রথিনঃ' রথবান্। রথাদিন প্রত্যয়ঃ। 'গবিষ্টিষু' যজমানস্য গবামেষণেষু সৎসু যজমানোহয়ং গো-সম্ভজনায় রথবানিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রস্য' 'শুষ্মং' বলং 'ঈরয়ন' প্রেরয়ন 'ইন্দুঃ' সোমঃ দেবঃ 'অপস্যুভিঃ' কর্ম্মেচ্ছুভিঃ 'মনীষিভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিন্বনঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'অজ্যতে' গোভিঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রথমে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনুবাদটী এই,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্রধারণ করেন; ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ; ইনি গাভী উপার্জ্জনব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।"

মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহা অনেক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাটী সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয় যে, উহা যেন সোমরসের প্রশস্ত-

প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। ঋত্বিক্‌গণ যখন দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি হইতে চালনা করিয়া দেন তখন সোমরস কলশস্থিত দুগ্ধক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হয়। উহা পান করিয়া ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এতটুকু পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অসঙ্গতি আছে যাহার কোন অর্থই হয় না। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুইহস্তে অস্ত্র ধারণ করেন"; সোমরসকে এখানে মূর্ত্ত মানবের মত হস্তযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। অর্থাৎ বীরপুরুষ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে দুইহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন, শত্রুকে পরাজিত করেন, সেইরূপভাবে সোমরসও দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সোমরস নামক তরলদ্রব্য কিরূপেই বা দুই হস্ত লাভ করিল, এবং কিরূপেই বা অস্ত্রধারণ করিল তাহা বুঝা অসম্ভব। তাই ইহা মনে করা করা খুবই সঙ্গত যে, 'সোমরস' বলিতে ব্যাখ্যাকারও তরল-পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অথবা আদৌ সোমরসকে লক্ষ্য করেন নাই।

আমরা এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছি "বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন।" অবশ্য আমরাও এখানে রূপক-হিসাবে শুদ্ধসত্ত্বের দুইহস্ত কল্পনা করিয়াছি। দুই হস্তের দ্বারাই অস্ত্রধারণ করেন। ইহা দ্বারা বীরত্বই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হয়। কিন্তু এই রূপকের অথবা উপমার নিগূঢ় ভাব কি? যিনি বীর, যিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ দুই হস্ত দ্বারাই যিনি যুগপৎ অস্ত্রাদি চালনা করিতে পারেন, তাঁহার শত্রু-নাশিকা শক্তিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেও এই রূপকের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সেই রিপুনাশিকা শক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার প্রভাবে মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়। ভগবৎশক্তির মঙ্গলময় প্রেরণাবশে মানবের হৃদয়ের সুপ্ত সদ্বৃত্তিরাজী জাগরিত হয় তাহারাও যেন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া রিপুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎ-শক্তির বলে সেই সংগ্রামে সদ্বৃত্তিসমূহের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধসত্ত্ব দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন—ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অন্যদিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও ভক্তিই শুদ্ধসত্ত্বের সেই দুই অস্ত্র। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ভগবন্মহিমা মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাঁহার অসীম মহিমা, অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম শক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানবলে প্রতিভাত হয়। মানুষ জানিতে পারে যে, ভগবানই অনন্তশক্তির আধার, ভগবানই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শক্তিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। শুধু তাই নয়, মাতার স্নেহে তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, পিতার শাসনে তিনি আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, যাহাতে আমরা সৎভাবে

সৎপথে চলিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করেন। এই সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ভগবানের অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ করিলে তাঁহার অসীম মহিমার বিষয় জানিতে পারিলে মানবের মন আপনিই ভক্তিতে পূর্ণ হয়, মানুষ সেই বিশ্বপিতার চরণে লুটাইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন মানবের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহার আর শত্রুর ভয় থাকে না। জ্ঞানবলে হৃদয়ের অপবিত্রতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল ঠিক করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপযোগী পথে চলিতে সমর্থ হয়। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ সকল পাপকার্য্যে রত হয় ও আপনার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতিতে তাহার হৃদয় আলোকিত হয়, তখন সে তাহার নিজের হৃদয় পরিষ্কারভাবে দেখিতে পায়। হৃদয়-ক্ষেত্রের আনাচে কানাচে যেথায় যে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা আছে তাহা দূরীভূত করে। জ্ঞানের প্রভাবে তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি জাগরিত হয়, তাই অজ্ঞানাবস্থায় যাহা সে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, অথবা যাহাকে সে প্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাই এখন তাহার নিকট অসহ্য বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। তাই জ্ঞানালোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, আর ভগবৎশক্তি-বলে তাহাতে সফলতাও লাভ করে। তখন ভগবানের উপযোগী হৃদয়াসন প্রস্তুত হয়। সাধক ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে থাকেন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। ভগবানও তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, সব পাপতাপ, সব অপূর্ণতা তাঁহার পুণ্য-পরশে দূরীভূত হয়। ভগবানের পদস্পর্শ হৃদয়ে লাভ করিয়া সাধক ধন্য হয়েন, কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার মানবজীবন সফল হয়। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা তিনি লাভ করেন। শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র – জ্ঞান ও ভক্তি। তাহাদের প্রসাদেই মানব সতিকার জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যায় তার পরের অংশ—"ইনি গাভী উপার্জ্জন-ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন।" এ অংশটা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। আমাদের ব্যাখ্যার সহিতও অনৈক্য ঘটিয়াছে। গাভী উপার্জ্জনটা কিরূপ ব্যাপার তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য। এই অংশ হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, 'সোম' রথের রথীর ন্যায় গাভী-উপার্জ্জনে (হরণে) বাহির হইতেন। এখানেও মানুষরূপের কল্পনা অতিশয় প্রবল। সে যাহা হউক, আমরা মনে করি মন্ত্রের এই অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের অন্বয় সম্বন্ধে আমাদের সহিত ব্যাখ্যাকারের অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'গাবিষ্টিষু' পদে আমরা 'জ্ঞানকিরণেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই যে, সাধকের জ্ঞানে যে, সত্ত্বভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব 'স্বঃ সিষাসন্'—মোক্ষদায়ক হয়। যখন জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব একত্র মিলিত হয়, তখন সাধক মোক্ষলাভ করেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আবার মন্ত্রের পরের অংশেই বলা হইতেছে যে,—জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। কিরূপে মিলিত হয়? 'অপস্যুভিঃ মনীষিভিঃ হিয়ানঃ'—'অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হইয়া।' অর্থাৎ যাঁহারা অমৃতত্ব কামনা করেন, তাঁহারা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন

করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। তাহার ফলে সাধক মুক্তিলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম। (৯অ—৭খ-২সূ—২সা)। *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্ম্মিণা

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ধিয়া নো বাজাঁ উপ মাহি শশ্বতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অস্মাকং হৃদিস্থিত 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তবিষ্যমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধনীয়ঃ) ত্বং 'ঊর্ম্মিণা' (তরঙ্গরূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরেষু আবিশ' (উদরে প্রবিশ, সামীপ্যং প্রাপয় ইতি ভাবঃ); 'বিদ্যুৎ অভ্রেব' (বিদ্যুৎ যথা মেঘাৎ দীপ্তিং আহরন্তি তদ্বৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, তয়োঃ ইতি ভাবঃ) অমৃতং 'প্রপিন্ব' (ধুক্ষ, আহর); 'ধিয়া' (সদ্বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শশ্বতঃ' (বহুনি, প্রভূত-পরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্ত্যাদীনি, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'উপমাহি' (সমীপে প্রাপয়, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেণ অমৃতং প্রাপ্নুয়াম ভগবৎ-সামীপ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৭খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃৎস্থিত, পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি প্রভূত পরিমাণে ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হউন; বিদ্যুৎ যেমন মেঘ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতে দীপ্তি আহরণ করে, সেইরূপ আপনি আমাদিগের জন্য দ্যুলোক-ভূলোক হইতে অমৃত আহরণ করুন; অনুগ্রহ বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন অমৃত প্রাপ্ত হই—ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'পবমান' পূয়মান! ত্বং 'ভবিষ্যমাণো' বর্দ্ধিষ্যমাণঃ সন্ 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরেষু' 'উর্ম্মিণা' প্রভূতয়া ধারয়া 'আ বিশ' জঠর-প্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং 'নঃ' অস্মদর্থং 'বিদ্যুৎ 'অভ্রেণ' অভ্রাণীব সা যথা অভ্রাণি দোগ্ধি তদ্বৎ 'প্র পিন্ব' দুগ্ধ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ কিঞ্চ 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'সঃ' অস্মভ্যং 'শশ্বতঃ' বহুনামৈতৎ (নিঘ০ ৩১৫)। বহূন 'বাজান্' অন্নান 'উপ' সমীপে 'মাহি' নির্ম্মাহি। 'মাহি'—'মাসি'—ইতি পাঠৌ, 'নঃ'—'ন'—ইতি চ।৩॥

• • •

তৃতীয় (১২২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়া দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যমূলক। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাউক। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশে এক ভাব প্রকাশ পাইতেছে, দ্বিতীয় অংশে অন্যভাব প্রকাশিত দেখি। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—'হে সোমরস! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" সম্ভবতঃ ইহার ভাব এই যে, ইন্দ্রদেব সোমরস পান করুন। ইন্দ্রের সোমরস পানের জন্য ইন্দ্রকেই অনুরোধ করা সঙ্গত হইত। যাহা হউক, এই অংশের দ্বারা মোটামোটিভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রের সোমপান সম্বন্ধে মন্ত্রের এই অংশ বিনিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বলিয়া মনে করি। 'ভবিষ্যমাণঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"বর্দ্ধিষ্যমাণঃ"। বিবরণকার 'ভূয়মানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদে ইন্দ্রস্য সমীপে, ভগবানের সমীপে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সোমরসের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—ইন্দ্রের

উদরে প্রবেশ কর, অর্থাৎ ইন্দ্রদেব তোমাকে পান করুন। এখানে আমরা একটা কথা স্মরণ করিতেছি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে সোমরসকে ইন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে; অথচ এখানে বলা হইতেছে—সোমরস ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করুক। অপিচ, 'বর্দ্ধিষ্যমাণঃ' সোমরস কিরূপ তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা বর্ত্তমানস্থলে সাধক আপনার হৃৎস্থিত সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করিতেছেন। 'পবমান' পবিত্রকারক সত্ত্বভাবই মানুষের পরম আরাধনার বস্তু। তাহা দ্বারাই মানুষ আপনার চরমলক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যসাধনের, মোক্ষলাভের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পরম বস্তু লাভ করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারেন। তাই সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য সাধকের এত আগ্রহ। নৌকা যেমন নদীপারে যাইবার জন্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ এই ভবনদীর পারে যাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপ তরণীর প্রয়োজন। তাই এই পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুকে "তবিষ্যমাণঃ" স্তূয়মানঃ বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সেইরূপ কোন ঐশী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ 'তবিষ্যমাণঃ' বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভবপর নয়। আবার 'উর্ম্মিণা' পদে ভাষ্যকারও "প্রভূতয়া ধারয়া" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও 'প্রভূতপরিমাণ' এই অর্থ সূচীত হইতেছে, তরঙ্গাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন নয়, ইহার সঙ্গে একটা প্রার্থনাও আছে। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মূলে আছে,—"ইন্দ্রস্য জঠরেষু আবিশ।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার অর্থ "ইন্দ্রের উদরসমূহে প্রবেশ কর।" 'জঠরেষু' পদের বহুবচনের কৈফিয়ৎস্বরূপ ভাষ্যকার বলিতেছেন, 'জঠরপ্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং'। এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করা অসম্ভব জঠর প্রদেশ 'বহু' হয় কিরূপে? কাহারও কি বহু উদর থাকে? বিবরণকার উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,—'সপ্তম্যা বহুবচনমিদং একবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং'—অর্থাৎ এখানে সপ্তমীর বহুবচন স্থানে একবচনান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাখ্যা অনেকটা সঙ্গত। কিন্তু আমরা মনে করি এখানে 'জঠরেষু' পদে উদর বা পাকস্থলী প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট শরীর যন্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেবলমাত্র ভগবানের সামীপ্য অথবা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, সুতরাং বহুবচনান্ত পদ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় নাই। তাই উক্ত অংশের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হউন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটা উপমা আছে—'বিদ্যুৎ অভ্রেব' অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হইতে দীপ্তি আহরণ করে'। মেঘ হইতেই বিদ্যুতের জন্ম, অথবা মেঘ হইতেই বিদ্যুৎ তাহার আলোক্ তেজ সংগ্রহ করে। এই উপমার পরের অংশ—"নঃ রোদসী প্রপিব"—আমাদের জন্য দ্যুলোকভূলোক হইতে অমৃত আহরণ কর। ভগবানের কৃপামৃত বিশ্বের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, মানুষ যদি তাহা লাভ করিবার শক্তি লাভ করে, তবেই তাহা লাভ করিতে

পারে। সেই শক্তি, সেই উপযোগিতা লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—আমাদের জন্য অমৃত আহরণ কর। এখানে 'প্রপিন্ব' পদটির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের জন্য দোহন কর—অর্থাৎ জগতের সর্ব্বত্রই অমৃত আছে, তাহার দোহন করিবার শক্তি থাকিলেই তাহা লাভ করা যায়। সেই শক্তি লাভ হয় —শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তিনি অনায়াসেই অমৃত-লাভে সমর্থ হয়েন। বিদ্যুৎ দীপ্তিপুঞ্জ, তাই উপমায় সেই দীপ্তিপুঞ্জের মতই উজ্জ্বল ভাস্বর অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বাজান্' পদে ভাষ্যকার 'অন্নান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদে যে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তি। যাঁহার আত্মশক্তি জাগরিত হইয়াছে, যিনি নিজের মধ্যে শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনও দুর্ব্বলতা হীনতা থাকিতে পারে না মানবের হৃদয়ই অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে মানুষ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে—অবশ্য যদি সেই শক্তিলাভের উপযোগিতা থাকে। হৃদয়ের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। মানুষ যদি সেই হৃদয়শক্তি লাভ করে, যদি প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়, তাহার মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি-ভাণ্ডার আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তবে মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে আত্মশক্তি অন্যে প্রদান করিবে কিরূপে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আত্মশক্তি বাহির হইতে প্রদান করিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা হয় নাই। নিজের অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, উদ্বুদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি, ভগবান আমাদের মধ্যে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, তাহাকে যেন বিকশিত করিয়া আমরা পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তাঁহার দেওয়া শক্তি বলে যেন তাঁহারই চরণে উপনীত হইতে পারি। তিনি তো আমাদিগকে সমস্তই দিয়াছেন, কেবল তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই, সদ্ব্যবহার করিতে জানা চাই। আমরা যেন সেই আত্মশক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে উপস্থিত হইতে পারি।" (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র১ . ২ ১ ২র১র ১ র১
১। ধর্ত্তাদায়িবা ২ ৩ঃ। পবতায়িকা ২ ৩। বীয়োরসাঃ। দক্ষোদায়িবা ২ ৩।

২র ১ ২র১র ২ ১ ২র ১
সাখনুমা ২ ৩। দীয়োনুকায়িঃ। হরিঃ সার্জ্জা ২ ৩। নোঅত্তায়িয়ো ২ ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বট্ষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

২র১ ৫ ২র১ ২ ১ ২র র২ ২রর১
নানদ্ভ্যাস্বিঃ। বৃষাপাজা ২৩। সিন্ধুণ্বা ২৩স্বি নাবীবৃণা ৩১উ শুয়োনাথা

২র র১ র ২র১ ২১
২৩। স্তনয়ূণা ২৩। গাতস্তিয়োঃ। স্তুবঃ পাস্নিষা ২৩। সম্নপাস্বিয়ো

২র১ ২ ১ ২র১ ৩র১
২৩। গাবিষ্টিযু। ইন্দ্রস্তাশূ২৩। ষমমীয়ায়া ২৩ন্ আপন্ত্বাভাস্বিঃ।

২ ১ ২র ১ ২র২র ২ ১
ইন্দুর্হাস্বিষা২৩। নোঅজ্যাতা২৩স্বি। মানীষিতা৩১উ। ইন্দ্রোস্তানো২৩।

২ ১ ২র১র ১ ১ ২র ১ ২র১র
মপবামা২৩। নাউর্ম্মিণা। তবিষ্যামা২৩। পোজঠারা২৩স্বি। বৃষাবিণা।

২ ১ ২ ১ ২র১র ২র১
প্রনঃ পাস্বিষা২৩। বিদ্বাদাদ্রে২৩। বায়োদসাস্বি। দিয়ানো বা২৩।

২র ১ ২র১২ ১১১১
আ৮ উপামা২৩। হাশখতা৩১উবা২৩৪৫

* * *

২ ১ র ২র১ — ১র রর
২। ধর্ত্তাবা। দিবঃ পবতেকা। ত্বিয়োঃরা সা ২ ১। দক্ষোদেবানামস্তুমা।

২র১ — ১ রর ২ ১ ১২
দিয়োম্দ্ভা২স্বিঃ। হরিঃ সৃজানোঅত্যিয়ো। নপত্বাভা২৩স্বিঃ। বার্থা৩

৪৫ ২ ১ ১২ ৪ ২র১
পাজা। সিন্ধুষ২৩স্বি। নাদা ৩স্বিষ্৫বা ৬৫৬। শুয়োবা। নথস্ত-

র ২ ১ — ১ র ২ — ১
আয়ুধা। গভস্ত্যায়ো২১। স্বঃসিষাসন্নথিরো। গাবিষ্টাস্বিযু২। ইন্দ্রস্তশম-

র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১
মীরস্নাম্। অপস্থ্যাতা২৩স্বিঃ। আস্বিন্দ্ ৩হাস্বিষা। নোঅজ্যাতা২৩স্বি

১২ ৪ ২ ১ র ১
মানা৩স্বিষা৫স্বিতা ৬৫৬স্বিঃ। ইন্দ্রোবা। অসোমপবমা। নউর্ম্মা-

— ১ র২র ২র১ — ১
স্বিণা২। তবিষ্যমাণোজঠয়াস্বি। বৃষাবাস্বিশা২। প্রনঃপিষবিদ্বাদদ্রে

২র১ ১২ ৪৫ ২র ১ ১২৪
বয়োদাদা২৩স্বি। থায়া৩সোবা। আ৮উপামা২৩। হৌশাওঁ খা তা ৬৫৬।

* * *

৪ ৩　　৪　১　৪ র ৫　১ র　র　র ২ র
৩। ধর্ত্তাহ ৫ দি। বা ৩ঃ পা ৩ বক্তেকা। স্তীয়োরসোদক্ষোদেবানামস্তুমা। দী ৩

১২　২　১ — ১ র র　র　　৩　১
যোন্ ৩ ভায়িঃ। হরা ২ য়িঃসৃজানোঅত্যোসহ। ভিৰ্শ্বা ২ ৩ র্ষা। হুম্মায়ি।

২　২　১　র　ⁿ ৩২　১২　১র　র র　র
পা ৩ জা। সায়িক্রণুষেনদা ২ য়িববাউ। আশূ। রোনধক্ত আয়ুধাগভস্তোঃ-

র　২　১　২　১ — ১　র
স্বঃসিষাসন্নধিরো। পা ৩ বায়িষ্টা ৩ য়িযু। ইন্দ্রা ২ স্তগুষ্মমীরয়ন্নপস্থা।

২　১　২　২　১　র　^　৩২
ভিরা ২ ৩ য়িন্দঃ। হুম্মায়ি। হা ৩ য়িষা। নোঅত্যস্তেমনা ২ য়িবিভাউ।

১　২　১ র　র র　র　র র　২　১২　২
ভায়িরায়ি। প্রস্তসোমপবমানউর্ম্মিণাভবিস্তমাপোজায়ায়ি। যু ৩ আপা ৩ য়িশা।

১ — ১　র র　র　২　১　২　২
প্রনা ২ঃ পিস্থবিত্তানভ্রেরোদ। দীধা ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। নো ৩ বা।

১　র　ⁿ৩২　১১১
জা৶ উপমাহিশা ২ স্বভাউ বা ৩ ৪ ৫।

* * *

১　২　২　২　র　র　১৩২　১৩২
৪। হাউধার্ত্তা। দা ২ ৩ ৪ য়ি। বঃপবতেকৃত্বিয়োরসা। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪।

১　২　১　২রর　র　র　১৩২　১৩২
হাউদাক্ষাঃ। দা ২ ৩ ৪ য়ি। বানামস্তুমাদিয়োনৃভিঃ। এহিয়া। এহিয়া

১　২　৫　২র র　র　১৩২
৩ ৪। হাউহারীঃ। সা ২ ৩ ৪। জানোঅত্যোনপত্বভিঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২র　র র র　১৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাউবার্ধা। পা ২ ৩ ৪। জা৶ সিক্রণুষেনদীষুবা। এহিয়া।

১৩২　৫　২　১　১　২ র র　র　১৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাউ। হাউশূরাঃ। না ২ ৩ ৪। ধক্তআয়ুধাগভস্তোঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২র　র　১৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাউহবাঃ। দা ২ ৩ ৪ য়ি। ষাসন্নধিরোগবিষ্টিষু। এহিয়া।

১৩২　১　২　২　২ র　১৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাবাবিপ্রা। স্তা ২ ৩ ৪। শুষ্মমীরয়ন্নপস্থাভিঃ। এহিয়া।

১৩২　১　২　১　২র র　র র
এহিয়া ৩ ৪। হাবাপিন্দুঃ। হা ২ ৩ ৪ যি। ষানোঅত্যস্তেমনীষিভিঃ।

১৩২ ১৩২ ৫ ১ ২ ১ ২র র
এহিয়া। এহিয়া ৩৪। হাউ। হাবারিয়া। স্বা ২৩৪। সোমপবমান-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১ ২র র
উর্ম্মিণা। এহিয়া। এহিয়া ৩৪। হাউতাবারি। স্বা ২৩৪। মাপোজ-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ঠরেষাবিশ। এহিয়া। এহিয়া ৩৪। হাউপ্রানাঃ। পা ২৩৪ য়ি।

২ র র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ষবিন্দ্রাদন্ত্রেমবয়োদনী। এহিয়া। এহিয়া ৩৪ হাউধায়া। নো ২৩৪।

২রর র ১৩২ ১৩২ ৫ ৪
বাজা৬উপমাহিশশ্বতঃ। এহিয়া। এহিয়া ৩৪ হাউ। হো ৫ইঁ। ডা।

* * *

৩ ২১ ৩২ ৩র২র ৫ ১ ২১ র ২২ ৪র ৫
৫। উহুবায়ি। ধর্ত্তা ৩৪ ঔহোবা। দিবাঃ। পবতে। কৃত্বিয়োরসাঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
দক্ষা ৩৪ ঔহোবা। দেবা। না ৩ মমু। মাদিয়োনৃত্তায়িঃ। হরা ৩৪

৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫
ঔহোবা। সৃজা। নো ৩ অতি। যোনলম্বত্তায়িঃ। বৃথা ৩৪ ঔহোবা।

১র ২১ ২র ৩২ ৪ ৩র২ ৩র৪র৫
পাজা। সিক্বণু। বে। নদা ৩ য়িষ্ ৫ বা ৬৫৬। শূরা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২ ১র ২র৩৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মধা। তা ৩ আয়ু। ধাগচ্ছস্তিয়োঃ। সুবা ৩৪ ঔহোবা। সিষা। সাতনৃথি।

২র৩ ৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪ ৫
য়োগবিষ্টিব্। ইন্দ্রা ৩৪ ঔহোবা। শুশূ। মা ৩ মীর। মন্নপস্যুত্তায়িঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ২র ৩২ ৪
ইন্দূ ৩৪ ঔহোবা। হিষা। নোঅজা। তে। মনা ৩ য়িবা ৫ য়িত্তা

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
৬৫৬ য়িঃ। ইন্দ্রা ৩৪ ঔহোবা। শুনো। মা ৩ পব। মানউর্ম্মিণা। তবা

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪র ৫ ৩২ ৩র৪র ৫
৩৪ ঔহোবা। ষামা। পো ৩ অঠ। রেবুআবিশা। প্রনা ৩৪ ঔহোবা।

১ ২১ ২রn৩৪র ৫ ৩ ২n ৩২ ৩র৪র৫ ১র
পিষা। বিষ্ণদ। ভ্রেবয়োদসায়ি। উহুবায়ি। ধিয়া ৩৪ ঔহোবা। সোষ।

২ ১ ২রn ৩২৪
জা৬উপ। মা। হিশা ৩ খা ৫ ত্তা ৬৫৬ঃ॥

* * *

২১র ২১২ র ১২র ১ ২ ১র রর র র ২ ২
৬। যর্ত্তাদিবঃপবতেকৃত্বিয়ো। হোয়িয়াসাঃ। দক্ষোদেবানামনুমাদিয়ো ১ ম্ ৩

২ ১ র র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩
ভায়িঃ। হরিঃসৃজানোঅত্যিয়োনসা ১ ত্বা ৩ ভায়িঃ। বা ২ ৩ ৪ র্বা। পা-

৫ ১ ২ ৩২ ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ জা। সায়িকৃণুবা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। নদা ৩ য়িষ ৫ বা ৬ ৫ ৬॥

১র২র১ ২১র ২র১ ২র ১ ২ ১ র র ২ ২ ২
শূয়োনধত্তআয়ুধাগভো। হোস্তায়োঃ। স্বঃপিষাসনুথিরোগবা ১ য়িষ্টা ৩ য়িষ্।

১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
ইন্দ্রস্তুভ্যমধীরয়ন্নপা ১ স্য ৩ ভায়িঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দুঃ। হা ২ ৩ ৪ য়িধা।

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৪
নোআজ্যাতা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। মনা ৩ য়িষা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥

১২ র ১২র১২র ২ ২ ১ র র র ২ ২ ২
ইন্দ্রস্তসোমপবমানঊ। হোর্ম্মায়িণা তবিষ্যমাণোজঠরেষ্বা ১ বা ৩ য়িশা।

১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
প্রনঃপিম্ববিদ্যুদভ্রেবরো ১ দা ৩ সায়ি। ধা ২ ৩ ৪ য়া। নো ২ ৩ ৪ বা।

১ ২৩ ২ ১ ২ ৪
আ৮ উপমা ৩। হা ২ ৩। য়িশা ৩ খা ৫ ভা ৬ ৫ ৬ঃ॥ •

* * *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২৩ ২উ ৩ ২৩ক ২র ৩২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবে সিপ্রশর্দ্ধ তুর্ব্বশে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'যৎ বা' (যদ্যপি) ত্বং 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ন্যক্' (সর্ব্বাদিক্ষু, সর্ব্বত্র) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, লোকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি) তথাপি 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (সাধকৈঃ

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;–(১) "উদ্বংশীয়ম্" (২) "কাণ্বম্" (৩) "যজ্ঞায়জ্ঞীয়ম্" (৪) "পাজ্রম্" (৫) "বাসিষ্ঠম্" এবং (৬) "বায়োরভিক্রন্দন্"।

আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) খং 'আনবে' (লোকে, সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সিমা' (রিপূণাং প্রাধান্যাবরকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, প্রাদুর্ভবসি) তথা 'তুর্বশে' (সৎকর্ম্ম-প্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে—তস্য হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (প্রাদুর্ভবসি); যদ্যপি বহুভিঃ আরাধিতঃ তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'প্রাক্, অপাক্, উদক্, ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) খং 'নৃভিঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ) হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি); 'বা যৎ' (কিন্তু যদা) 'পুরু' (বহুলং প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ সাধকৈঃ আরাধিতঃ) 'অসি' (ভবসি); তদা 'সিম' (রিপুবশকারক হে দেব) 'তুর্বশে আনবে' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনস্য হিতায় ইত্যর্থঃ) খং তস্য 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'অসি' (ভবসি); বহুভিঃ আরাধিতঃ সন্ অপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৭খ-৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্ব্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; তথাপি ঐকান্তিকতার সহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হইলে, আপনি সাধক-হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্যাবরক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দ্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হয়েন তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।)।

অথবা।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সর্ব্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সহিত সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁহার রিপুবিমর্দ্দক হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হইলেও ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন।)। (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'যদ্' যদি 'প্রাক্' প্রাচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ। সপ্তম্যাং প্রাক্-শব্দাৎ বিহিতস্যাস্তাতেঃ অঞ্চের্লুগিতি (৫।৩।৩০) লুক্। যদি বা 'অপাক্' প্রতীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ, যদি বা 'উদক্' উদীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ যদ্বা 'ন্যক্' নীচ্যাং দিশি অধস্তাদ্বির্ত্তমানৈঃ। ন্যধী চ (৬।২।৫৩) — ইতি প্রকৃতিস্বরত্বং, উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ (৮।২।৪) — ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। এবম্ভূতৈঃ 'নৃভিঃ' স্তোতৃভিঃ ত্বং 'হূয়সে' স্ব-স্ব-কার্য্যায় আহূয়সে। হিংসিম-শ্রেষ্ঠেন্দ্রসিমইত্যৈনৈশ্রেষ্ঠমাচক্ষত ইতি বাজসনেয়কং। যদ্যপ্যেবং বহুভিরাহূয়সে তথাপি 'অনবে' অনুনামি রাজা তস্য পুত্রে রাজর্ষৌ 'পুরু' বহুলং 'নৃষুতঃ' নৃভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ 'অসি' ভবসি রাজ্ঞো হিতকরণে ত্বাং স্তোতারঃ প্রীণয়ন্তীত্যর্থঃ। ষু প্রেরণে, অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অপিচ হে 'প্রশর্দ্ধ' প্রকর্ষেণ শর্দ্ধয়িতরভিভবিতরিন্দ্র! 'তুর্ব্বশে' এতৎসংজ্ঞকে রাজনি নৃষুতোঽসি নৃভিঃ প্রেরিতোঽসি ভবসি॥ (৯অ ৭খ-৩সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১২২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মানুষকে মুক্তি-যাত্রায় সাহায্য করেন। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই তাঁহার কৃপা পায় সত্য, কিন্তু করুণা প্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকিলেই নিজকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা আসে এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে।

ভগবান সমদর্শী; তিনি অবারিতভাবে জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণ করিতেছেন। যাহার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশস্ত হয়, ভগবৎ-করুণা ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। আমরা অসৎকর্ম্মে অসচ্চিন্তায় নিজের শক্তি ক্ষয় করি, আর তাহার ফলভোগ করিবার সময় দোষ দেই ভগবানের। নিজের দোষে—'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি', আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন বলি দোষ ভগবানের!

তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা—তাঁহার নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন। ভুল করো না মানব, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইলেও 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটী ভুলিও না। সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর তুমিও ভগবানের কৃপা আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। (৯অ—৭খ-৩সূ-১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহাও ছন্দার্চ্চিকে (৩অ-৫খ—৫দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস

১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যাগহি ॥ ২ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! 'যদ্বা' (যদ্যপি) 'রুমে' (প্রার্থনাপরায়ণে) 'রুশমে' (দীপ্তিমতি, জ্যোতির্ম্ময়ে) 'শ্যাবকে' (ঊর্দ্ধগমনকারিণি, সাধনাপরায়ণে) 'কৃপে' (ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিজনে) ত্বং 'মাদয়সে' (আনন্দং লভসে, তৃপ্তঃ ভবসি) তথাপি 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব! হে ভগবন্!) 'ব্রহ্মবাহসঃ' (ব্রহ্মকামিনঃ, মোক্ষার্থিনঃ) 'কণ্বাসঃ' (ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ) 'স্তোমেভিঃ সচা' (প্রার্থনাভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আযচ্ছন্তি' (আযময়ন্তি. আহ্বয়ন্তে), কৃপয়া ত্বং 'আগহি' (তেষাং হৃদি আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ক্ষুদ্রশক্তিজনানাং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হয়েন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তিজন প্রার্থনা দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে; কৃপাপূর্ব্বক আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যথা' যদ্যপি 'রুমে' রুমাদিষু চতুর্ষু রাজসু হে 'ইন্দ্রঃ' ! ত্বং 'সচা' সহ 'মাদয়সে' মাদ্যসি তথাপি 'ব্রহ্মবাহসঃ' ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ 'কণ্বাসঃ' কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ স্তোত্রসমূহৈঃ সহ 'ইন্দ্র' ! ত্বাং 'আযচ্ছন্তি' আযময়ন্তি অতস্ত্বং 'আগহি' শীঘ্রমাগচ্ছ । গমের্লোটি ছান্দসঃ (২ ৪ ৭৩) শপো লুক্ । 'স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহসঃ'— 'ব্রহ্মভিঃস্তোমবাহসঃ'—ইতি পাঠৌ । (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩০) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলমর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তি। প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। আমরা তো তেমন সাধক নহি, আমরা কিরূপে তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব ? ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ। মন্ত্রে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপনের জন্য উত্তমপুরুষের পরিবর্ত্তে প্রথমপুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্ষার্থী সাধকগণ নিজেদের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের আত্মগোপনের ভাব হইতেই তৃতীয়পুরুষ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—'এই দীনহীন কাঙ্গালকে দয়া কর, সে আপনাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে।' এখানে বক্তা নিজকেই কাঙ্গাল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেও সেইরূপ প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ-যোগে সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! যদিও তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্রপ্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।" অনুবাদকার ভাষ্যকারের অনুকরণে 'রুমে' প্রভৃতি পদে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'রুম' প্রভৃতি নাম-ধারী কয়েকজন লোক যেন ইন্দ্রকে আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রও তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া থাকেন। আমরা মনে করি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্য সাংসারিক মানুষের নাম নাই। ভগবান্ এই নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোকের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েন একথার অর্থ কি ? তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক, তাঁহারা কে ? আমাদের ধারণা এই যে, 'রুমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে না, এই পদসমূহ সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করিতেছে মাত্র। কি ভাবে কোন পদে আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 'রুম' শব্দ শব্দকরার্থক রু-ধাতু নিষ্পন্ন। তাহা হইতে ভাব আসে, যে শব্দ করে, ভগবানকে ডাকে, প্রার্থনা করে অর্থাৎ প্রার্থনাপরায়ণ। 'রুশমে' পদে দীপ্তি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান জ্যোতির্ম্ময়। সাধনার প্রভাবে সাধক যে জ্যোতিঃ তেজঃ লাভ করেন

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

এখানে সেই জ্যোতির ইঙ্গিত আছে। তাই উক্ত পদে আমরা 'দীপ্তিমতি', 'জ্যোতির্ম্ময়ে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্যাবক' শব্দ গমনার্থক 'শৈ'-ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যিনি ঊর্দ্ধগমন করেন, ঊর্দ্ধগমনকারী। তাই সপ্তম্যন্ত উক্তপদে আমরা 'ঊর্দ্ধগমনকারিণি' অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'কৃপে' পদের অর্থ—কৃপাপ্রার্থিজনে, যিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাতে। সুতরাং উক্ত পদসমূহে একই ব্যক্তিকে সাধককে নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নাই। আর যদি 'রুমে' 'রুশমে' 'শ্যাবকে' 'কৃপে' পদ-চতুষ্টয়ে চারিজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে উক্ত পদসমূহে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই চারিপদে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই উক্ত পদসমূহের অর্থ হইয়াছে,—'প্রার্থনাকারী জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধগমনকারী অর্থাৎ সাধনাপরায়ণ ভগবৎকৃপাপ্রার্থী জনে' 'মাদয়সে'—আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী তাঁহারাই ভগবানের প্রীতিলাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়েন। সপ্তম্যন্ত পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

ভাষ্যকার সপ্তম্যন্ত উপরোক্ত চারিটী পদের সহিত সহার্থক 'সচা' পদ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তমীর সহিত সহার্থক 'সচা' পদ যোগ করিলে কি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। মন্ত্রের ঐ অংশের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ হইয়াছে 'তুমি রুম রুশম শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক' ভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের নয় কি? মোটের উপর মন্ত্রের অন্বয়ই ভিন্নরূপ হইবে। সপ্তম্যন্ত পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে না। সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে। তাহার অর্থ—প্রার্থনা দ্বারা। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই,—'যদিও আপনি সাধকের হৃদয়েই আনন্দবিহার করিয়া থাকেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। এই অংশের ব্যাখ্যার সহিত আমদের ব্যাখ্যার মূলভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় নাই। তবে দু'একটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের ভাষ্যাদির মতভেদ আছে। ভাষ্যকার 'কণ্বাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি—অপৌরুষেয় বেদে কোন গোত্রবিশেষের উল্লেখ নাই। 'কণ্ব'-শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে তদনুসারেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—"ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ"। এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দে ভাষ্যকার স্তোত্র অথবা অন্ন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' পদের ঐ সকল অর্থ সঙ্গত না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদে ব্রহ্মকামী, মোক্ষার্থী অর্থই অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যানুবাদ—স্তোত্রবাহক অথবা অন্নবাহক অর্থাৎ স্তোত্রকারিগণ স্তোত্রধারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে—এই ভাবই প্রকাশ করে। মন্ত্রের প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের খুব সামান্যই মতভেদ পরিলক্ষিত হইবে। 'সচা' পদ তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত অন্বিত হওয়ায় ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—প্রার্থনা-দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছি, অর্থাৎ আপনার আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

সমগ্র মন্ত্রটীতে একটী প্রার্থনার করুণ-সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই, —"প্রভো! সাধকগণ আপনাকে তাঁহাদের সাধনশক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে বিহার করিয়া থাকেন, আনন্দানুভব করেন। কিন্তু আমাদের তো সেই শক্তি নাই, তবে আমরা কি আপনার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব? শুনিয়াছি আপনি করুণানিদান, অগতির গতি, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, তবে আমরা কেন চির-পতিত থাকিব? ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন! পতিত হীনশক্তি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার করুণাবারি-দানে কৃতার্থ কর। তোমার আগমনে, তোমার পাদস্পর্শে এই হীন মলিন হৃদয় পবিত্র হউক তোমাকে আহ্বান করাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাহাও উপযুক্তভাবে করিবার শক্তি নাই। ওগো দুর্ব্বলের বল! দীনহীন এই কাঙ্গালদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আপনার দীনদয়াল নামের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষিত হউক, আমরা ধন্য কৃতার্থ হই॥" (৯অ—৭খ ৫সূ ২সা)। *

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২　র　র　　৩　১ ২রর　　১　২　　২^　৩র
১। যদিন্দ্র প্রাগপাগুদা ৩ গে। নাগ্বাহু। যসাগ্নিনৃভী ৩ঃ। হা। ঔহো

৫　১ -- ১ র ২র র ১　২১ ৭　　২^　৩র　　৫
২ ৩ ৪ হা। সিমা ২ পুরুনৃষ তোআ। সিয়ানবে ২ ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।

১　২　২ⁿ　৩র　　৫　১ ^ ৩　৫র র
অসাগ্নিপ্রাশা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ধা ২ তু ২ ৩ ৪ ঔহোবা। র্ব্বা

৫　২　　২　１ ২　　১　২　　২A
২ ৩ ৪ শে। অসিপ্রশর্দ্ধতুর্ব্বশা ৩ এ। আসিপ্রশ। ধতুর্ব্বশে ৩। হা।

৩র　　৫　১ -- ১২র১ ২ র১র　２ ১ ৭　　২ⁿ　৩র
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যদ্বা ২ রুমেরুশমেশ্যা। বকারিরুপা ২ ৩। হা। ঔহো

৫　১　২　２ⁿ　৩র　　৫　１ⁿ ৩　৫র
২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রামাদা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔ

৩　৫　২ র　র　　২　১　২র　১ ২
হোবা। সা ২ ২ ৪ চা॥ ইন্দ্রমাদয়সেসচা ৩ এ। আগ্নিন্দ্রমাদ। যসাগ্নিসচা ৩।

২ⁿ　৩র　　৫　১ -- র ১র র ২ ১　২ ১৭
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। কণ্বা ২ সস্বাস্তোমেভিত্র্ব। হ্মবাহসা ২ ৩ঃ।

২ⁿ　৩র　　১　২　２ⁿ　৩র　　৫　১^
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রায়াচ্ছা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। আ ২

৩　৫রর　০　৫
আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ হী (৩)॥ ‡

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

‡ এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"নৈপাতিথম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ২র
উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্ব্বাগিদং বচঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সত্রাচ্যা মঘবাংৎসোমপীতয়ে
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়ং' (কর্ম্মবাক্যাত্মিকাং) 'ইদং বচঃ' (ইমাং প্রার্থনাং) 'শৃণবৎ' (শৃণোতু); 'চ' (তথা) 'শবিষ্ঠঃ' (বলবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান) 'মঘবান' (শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ দেবঃ) 'সত্রাচ্যা ধিয়া' (সৎকর্ম্মসাধিকয়া বুদ্ধ্যা—অস্মান সৎকর্ম্মসাধকান কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবং আস্বাদনায়, অস্মভ্যং সত্ত্বভাবং প্রদাতুং ইত্যর্থঃ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু)। অস্মাকং সৎকর্ম্ম-সহযুতাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (৯অ-৭খ-৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, আমাদিগের অভিমুখী হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রেষ্ঠধন-সম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করিবার জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)। (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উভয়ং' স্তোত্রাত্মকং শস্ত্রাত্মকঞ্চোভয়বিধং 'ইদং' 'বচঃ' 'অর্ব্বাগ্' অস্মদভিমুখং ইন্দ্রঃ 'শৃণবৎ' শৃণোতু কিঞ্চ 'মঘবান্' ধনবান্ ইন্দ্রঃ 'সত্রাচ্যা' অস্মাকং সহ অঞ্চত্যা

'ধিয়া' যুক্তঃ সন্ 'শবিষ্ঠঃ' অতিশয়েন বলবান্ 'সোমপীতয়ে' সোমস্য পানায় 'আগমৎ' আগচ্ছতু ॥ (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা) ॥

• • •

প্রথম (১২৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মেও ভগবানের দয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। বেদের ব্যাখ্যাকালে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবানের দয়া অজস্রভাবে বর্ষিত হইলেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে সে দয়া মানুষের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধকও এখানে প্রথমতঃ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও তৎপরে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে হৃদয়কে সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানের দয়ালাভের উপযোগী করিতে হইবে, তার পর তাহাতে ভগবানের দয়া কার্য্যকরী হইবে।

তাই প্রার্থনা—"এস ভগবন্ দীনহীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল! আমরা দুর্ব্বল, তোমার দয়া গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই প্রভু! আমাদিগকে তোমার দয়া লাভ করিবার উপযুক্ত কর। এ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপমোহরূপ আগাছা উৎপাটিত করিয়া দাও; সৎকর্ম্মের দ্বারা এ হৃদয়কে তোমার করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযোগী কর! ওগো প্রভু! আমার মলিন হিয়ায় যে তোমার ছবি প্রতিফলিত হয় না—"নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে"

একজন কবি গাহিয়াছেন,—

বিশ্বপতি কর্ম্মময়, তাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।"

ভগবান্ আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহারই অপমান করা হয়। তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি কিরূপে? যতটুকু শক্তিতে কুলায়, ততটুকু কর, আন্তরিকতা প্রকাশ কর; ভগবান্ নিশ্চয়ই হাতে ধরিয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'উভয়ং ইদং বচঃ শৃণুবৎ'। হে দেব! কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা কিরূপ? হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার জন্য, রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য, যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' প্রার্থনা করিয়াছেন। সাধনার ইহাই ক্রম। এই মন্ত্রে এই সাধন-ক্রমই আমরা দেখিতে পাই ॥ (৯অ-৭খ—৪সূ-১সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (উহা ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৬খ—৭দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র
তঁ৺ হি স্বরাজং বৃষভং
২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র ৩
উতোপমানাং প্রথমো নিষীদসি
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমকামঁ৺ হি তে মনঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধিষণে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্ববাসীজনসমূহঃ, সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'তং' 'স্বরাজং' (স্বাধিরাজং, স্বতন্ত্রং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'তং হি' (প্রসিদ্ধং পরমদেবং এব) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা) 'নিষ্টতক্ষতু' (প্রাপ্নোতু); 'উত' (অপিচ) হে দেব! 'উপমানাং' (উপমানভূতানাং, শ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং 'নিষীদসি' (উপবিশ, আবির্ভব, অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সোমকামং' (সোমেচ্ছুকং সাধকানাং শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছুকং ইত্যর্থঃ) ত্বং হি মুক্তিদাতা ইতি ভাবঃ। ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! মুক্তিদাতা ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব; সর্ব্বে লোকাঃ তব কৃপয়া মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৭খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্ববাসীজনসমূহ অর্থাৎ সকললোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরমদেবতাকেই প্রাপ্ত হউক;- অপিচ, হে দেব! শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদিগের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তিদাতা। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—

হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সকললোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হউক। (৯অ—৭খ—৪সূ—২সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তং হি' তং খল্বিন্দ্রং 'স্বরাজং' স্বয়মেব রাজমানো 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃষভং' জগদুপকারকং বৃষ্টের্বর্ষকং 'ওজসা' বলেন 'নিষ্টতক্ষতুঃ' সঞ্চরতুঃ 'উত' অপিচ যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র! উপমানভূতানামন্যেষাং দেবানাং মধ্যে 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ সন 'নিষীদসি' বেষ্টাঃ সোমকামং 'হি' খলু তে মনঃ। 'ওজসা' - 'ওজসঃ' — ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ - ৪সূ - ২সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্তা প্রখ্যাপন আছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রের প্রথম অংশেই -"ধিষণে তং হি নিষ্টতক্ষতুঃ"—দ্যুলোকভূলোকস্থ সকলপ্রাণী তাঁহাকে সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হউক। এখানে কেবলমাত্র নিজের জন্য বা নিজের তথাকথিত আত্মীয় পরিজনের জন্য প্রার্থনা নয় - এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। "হে ভগবন! বিশ্ববাসী সকলে তোমার করুণালাভ করুক, তোমার করুণাধারায় তাঁহারা অভিষিক্ত হউক। বিশ্ববাসী সকলই তোমার সন্তান, আমাদের ভাই, আমরা সকলই যেন তোমার অপার করুণালাভ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া আত্মলীন হয়, সেইরূপভাবে আমরাও যেন তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সন্মার্গাবলম্বনে তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। বিশ্বের সকলই যেন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, কেহই যেন পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে। পাপতাপ জগৎ হইতে দূরীভূত হউক, দুঃখ-কষ্ট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করুক, তোমার স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা বিশ্ববাসী সকলে তোমার চরণতলে যেন সমবেত হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাবই নিহিত আছে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রার্থনা ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্বজনীনতা হিন্দুত্বের - হিন্দুজীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট হিন্দু বিশ্বকে আপনার আত্মার সহিত একসূত্রে গ্রথিত দেখে। তাঁহার ধারণা বিশ্ব ভগবান্ হইতেই আসিয়াছে, এবং

তাঁহাতেই আবার প্রতিনিবৃত্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকই মুক্তির অধিকারী, ভগবানের কৃপায় সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীনতা হিন্দুর নিকট জন্মগত সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই বিশ্বজনীনতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। হিন্দুর নিত্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞ একটী। বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলকামনা করা তাহার অন্তর্গত। হিন্দুর প্রণাম-মন্ত্র ভগবানকে 'জগদ্ধিতায়' বলিয়া প্রণাম করা হয়। এই ধারণার মূলে আছে—বেদের মহাবাণী।

কিন্তু এই বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বপ্রেমের মূলে কি আছে? উহা কি অন্যের প্রতি দয়া বা করুণা হইতে উৎপন্ন?—না, কেবলমাত্র দয়া বা করুণা হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের প্রতি, বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া খুব উচ্চস্তরের সাধকোচিত কর্ত্তব্য করিলাম, তাঁহাদের সেই ধারণা খুব সত্য নয়। বিশ্বপ্রেমের মূলে দয়া বা করুণা নাই। উহার মূলে আছে—দার্শনিক সত্য। মানুষ যখন সেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্বপ্রেমিক হইতে হয়। আবার যখন সেই জ্ঞান সমাজের সকলস্তরে বিস্তৃত হয়, সকলে যখন সেই সত্যের মহিমা উপলব্ধি করে তখনই সমাজগত বিশ্বপ্রেম সম্ভবপর হয়। সমাজ জ্ঞানের, সাধনার অতি উচ্চস্তরে না পৌঁছিলে এই ভাব লাভ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের সকল স্তরে বিসর্পিত এই ভাব সেই সমাজের অতি উচ্চ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

এই বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান হইতে আসিয়াছে, উহা তাঁহাতেই "সূত্রে মণিগণা ইব" বিধৃত আছে। বিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। এক অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই পশ্চাতের অংশ, অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানিবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অবনত হইয়া পড়িবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। নতুবা মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সমাজের সর্ব্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাই বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্বপ্রেম আজ সর্ব্বস্তরের হিন্দুর জন্মগত সম্পত্তি। তাঁহারা এই উচ্চভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাবের মূলে আছে—বেদের মহাবাণী, সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনা—"ধিষণে ত্বং নিষ্টতক্ষতুঃ।"

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা - ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। সাধক আপনার হৃদয়ে ভগবানের ছায়া, পদস্পর্শলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন তৃতীয় অংশে মন্ত্র বলিতেছে, "তে মনঃ সোমকামং"। আপনিই মানবের মোক্ষ-বিধাতা। আপনি সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করেন - গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধকের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ যখন সাধকের পূজা গ্রহণ

করেন, তখনই তাঁহার পূজা আরাধনা সার্থক হয়, সাধক মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—১খ—৫সূ—২সা)। *

—*—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

১। উত্তয়৮শূণবচ্ছনা ৩ এ। আগ্নিস্ত্রো ২ অর্বাগিদংবচা ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। সত্রাচিয়ামঘবা ২ ন। সো মাপা ৩ হায়ি। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। ধিয়াশবিষ্ঠআ ২ ৩ হোয়ি গমাৎ। ঔ ২ ৩ হোবা। ধিয়াশবিষ্ঠআগমাতদে। শায়া ২ শবিষ্ঠআগমা ২ ৩ ৎ। হোবা ৩ হায়ি। ত৮ভিস্বরাজা ২ বৃষভাস্। তামো ৩ হায়ি। জা ২ ৩ ৪ সা। ধিষণেনিষ্টতা ২ ৩ হোয়ি। ক্রতুঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। দিষণেনিষ্ঠতক্রতু ৩ রে। ধায়িষা ২ ণেনিষ্টতক্রতু ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। উভোপামা ২ প্রথমো। মায়িষা ৩ হায়ি। সা ২ ৩ ৪ সায়ি। সোমকাম৮হিতা ২ ৩ য়িহোয়ি। মনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* *

২। উত্তয়৮শা। শবাচ্চা ১ না ২ঃ। ইন্দ্রোঅর্ব্বাগিদাংবা ১ চা ২ঃ। সত্রা-চ্যামঘবাৎসোমপায়িতা ১ য়া ২ য়ি। ধিয়াশা ২ ৩ বা ৩ য়ি। ষ্ঠা ২ আ ২ ৩-৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ মাৎ। ধিয়াশবায়ি। ষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ধিয়াশ-বিষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ত৮ভিস্বরাজংবৃষভস্তামো ১ জানা ২। দিষণে ২ ৩ না ৩ য়িঃ। তা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্রা ২ ৩ ৪ তুঃ। ধিষণেনায়িঃ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ — ১ র ১ — ১ র র র র
ত্তাক্ষা ১ তু ২ঃ। ধিষণেনিষষ্টত্তাক্ষা ১ তু ২ঃ। উত্তোপমানাম্প্রথমোনিষা-

২ — র ১ ২ ১ n
ম্নিদা ১ দা ২ ম্নি। সোমকা ২ ৩ মা ৩ ণ্। হা ২

৩ ৫ র র ৩ ৫
রিত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ নাঃ॥

— * —

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।

৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২
বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দেবঃ (দ্যোতমানঃ দ্যুতিমান বা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষরঃ, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'মদঃ' (পরমানন্দঃ) 'আয়ুষক্ ইন্দ্রং' (আনন্দময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছতু' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); তথা ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' (বায়ুধর্ম্মণা, বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগমনেন ইতি ভাবঃ) 'আরোহ' (প্রাপ্নুহি—অস্মানিতি শেষঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধ্বা তৎসাহায্যেন ভগবল্লাভং করবাম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৮খ - ১সূ - ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভূত হও; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; এবং তুমি বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে—, আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৮খ—১সূ—১সা)॥

এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বৈয়শ্বম্" এবং (২) "বাসম্"।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। অপিচ 'তে' তব 'মদঃ' মদকরঃ রসঃ 'আয়ুষক্' তং 'ইন্দ্রং' প্রতি 'গচ্ছতু' অপিচ ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' ধারকেন রসেন 'আরোহ' প্রাপ্নুহি। 'দেবঃ'—'দেব' ইতি পাঠৌ। (৯ম—৮খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ধারণশক্তি-বিশিষ্ট। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। সেই শক্তিদ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব যখন মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন তাহা মানুষকে ভগবদভিমুখে পরিচালিত করে। পরিণামে সেই আদি সত্ত্বসমুদ্রে মানুষ আত্মলীন করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। সমজাতীয় বস্তুরই পরস্পর মিলন হয় এবং সমভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তাই মানুষ যখন সত্ত্বভাবান্বিত হয়েন, তখন তিনি স্বতঃই সেই মূল সত্ত্বময় ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন। পরস্পরের আকর্ষণের তীব্রতা হেতু গতিবেগও তীব্র হয়। সুতরাং সাধক অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। সত্ত্বভাব সাধককে ধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে বলিয়াও সাধক আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সত্ত্বভাব দ্যোতমান—পরম তেজোময় বস্তু। স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং মানুষকেও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়। পরমজ্যোতিঃলাভে সাধক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অজ্ঞানতাই পাপ, অজ্ঞানতাই দুঃখ। সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মন্ত্রে তাই সেই আনন্দদায়ক ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—"হে দীপ্তিশালী সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।" (৯ম—৮খ—১সূ—১সা)।

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্।
১ ২ ৩১র ২র
ইন্দো সমুদ্রমা বিশ ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'শ্রবায্যং' (শ্রবণীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নি তোশসে' (নিতরাং প্রযচ্ছ, সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'সোমঃ' (হে অস্মাকং হৃদিস্থিত সত্ত্বভাব!) ত্বং 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আ বিশ' (প্রবিশ, প্রাপ্নুহি, যদ্বা—অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন সম্যক্‌রূপে আমাদিগকে প্রদান করুন। হে আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব! আপনি অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো'! 'সোম'! ত্বং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং 'রয়িং' শত্রূণাং ধনং 'নি তোশসে' অতিতরাং পীড়য়সি স ত্বং 'সমুদ্রং' দ্রোণকলশং 'আ বিশ' প্রবিশ। 'ইন্দো'—'প্রিয়ঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরমধন এবং দ্বিতীয় অংশে অমৃত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও উহার ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল ধন সমস্ত নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর।" প্রার্থনার মধ্যে শত্রুর বিপুল ধন নাশের কথা আছে। সোমরসকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। সোমরস শত্রুর ধন নাশ করিবে কিরূপে? শত্রুকে মাতাল করিয়া? তাহা তো প্রার্থনাকারীর ভাগ্যেও ঘটিতে পারে! প্রচলিত এই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাই মনে হয় যে, প্রার্থনাকারীর শত্রুর যেন যথেষ্ট ধন

সম্পত্তি আছে, সোমরস যেন তাহাই ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহা ধ্বংস না করিয়া প্রার্থনাকারীকে প্রদান করিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, আমরা মনে করি, ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের মূলভাব রক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'নি তোশতে' পদের অর্থ করিয়াছেন -"অভিতরাং পীড়য়সি।" তাহার প্রচলিত অনুবাদ—'নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দেও।' কিন্তু বিবরণকার উক্ত 'তোশতে' পদে 'তংশ দানে দদাসি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকার 'তোশতে' পদে 'বিনাশ কর' অর্থ গ্রহণ করায় 'রয়িং' পদেরও বিকৃত অর্থ করিতে হইয়াছে। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ, -"শত্রূণাং ধনং" অর্থাৎ শত্রুদিগের ধন। ভাষ্যকার আপনার কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে গিয়া দুই তিনটী পদের অর্থ বিকৃত করিয়াছেন; অথচ এরূপ করার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের ধারণা এই যে,—উক্ত অংশে পরমধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'শ্রবায্যং' পদের অর্থ—যাহা শ্রবণযোগ্য, যাহা প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা আকাঙ্ক্ষণীয়। সে আকাঙ্ক্ষণীয় ধন বিনাশ না করিয়া প্রদান করার জন্য প্রার্থনাই সঙ্গত ও শোভন। আমাদের মনে হয়, তাহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব অমৃতসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে, তাহা সাধককে অমৃতসমুদ্রে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। তাহা যেন আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করে,—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১　২　৩　১২
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ০ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) 'পবসে' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋচঃ প্রতীকমিদং। সা চ ছন্দস্যাম্নাতা। (৬ ১১১৬১২৫৬৯পৃ) ব্যাখ্যাতা চ॥ ৩।

* * *

তৃতীয় (১২৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—ভগবানের করুণা-ধারা ক্ষরিত হয়। ভগবান তাঁহার সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত রাখেন না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিবশে অসৎপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে সত্য; কিন্তু সে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না। নিজের কর্ম্মের ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল-নীতির প্রভাবে সে আবার প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয়।

মানুষ যখন আপনার কর্ম্মফলে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, তখন ভগবানের করুণাদত্ত শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের পথ ত্যাগ করিয়া আবার মঙ্গলময় পথে চলিতে বাধ্য হয়; তখনই পাপীর বিনাশ ঘটে। যে পাপী ছিল, তখন সেই নবজীবন লাভ করে—ইহাই পাপীর মৃত্যু। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"আমি সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন পায়। তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"জগতের পাপীদিগকে দূর করিয়া দাও প্রভু! তোমার অমৃতময় সত্ত্বভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস করিয়া দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হউক।"

মন্ত্রে পাপরূপ শত্রুসমূহের বিনাশের প্রার্থনা আছে। 'পাপী ব্যক্তিকে দূর কর'—বলিতে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাবে আমাদিগকে পাপ সম্বন্ধ হইতে দূরে রক্ষা কর, আর এক ভাবে পাপীদিগের পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ -- ১ — ১ ২ র ১ — ১ — ২ — ১
১। পবস্বদা ২ য়ি। ইয়া ২ ইয়া। বজায়ুধা ২ কৃ। ইন্দ্রজচ্ছা ২। ইয়া ২ ত্রয়া।

২ র ১ — র ১র — ১ — ২১ ২
ভুক্তেমাদা ২ ঃ। বায়ুমারো ২। ইয়া ২ ইয়া। হুধর্ম্মা ২ ৩ ণা ৩ ৪ ৩।

২ ১র — ২ -- ২র ১ -- ১র — ১ ২ র ১ --
পবমানা ২। ইয়া ২ ইয়া। নিত্তোশাসা২রি। রয়িৼসোমা ২ ইয়া। শ্রবাআয়া ২।

র ১ -- ১ — ২ ২১র ২ ২ ১ — ১
ইন্দোসমু ২। ইয়া ২ ইয়া। ত্রমাবা ২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩। অপস্ত্বণা ২। ইয়া

-- ১ ২র ১ — ১ — ১ — ১ ২ ১ —
২ ইয়া। বসেমার্দ্ধা ২ ঃ। ক্রতুবিৎসো ২। ইয়া ২ ইয়া। মমৎসারা ২ ঃ।

১র — ১ — ১ ২ ২ ১
ন্নুদস্বাদা ২ য়ি। ইয়া ২ ইয়া। বয়ুস্রা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ -- ১ ২
২। পব। স্বা ৩ দায়ি। বাঃ। ঔয়া। আয়ু ১ বা ২ কৃ। আগিদ্রজচ্ছ। ভু।

৫ ২র ৩র২ ১ — ১র ১ ৩ ৫র র
ত্তো ৩ হো। বাহায়ি। মদা ২ ঃ। বায়ু ২ ৩ ম। আবরো ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ — ১
হুধর্ম্মণা ১। পব। মা ৩ না। নায়ি। ঔয়া। ত্তোশা ১ দা ২ য়ি। রায়ি

২র ৫ ২র ৩র২ ১ -- ১ ১ ৩
ৼসোম। প্রাণো ৩ হো। বাহায়ি। ঔয়া ২ ম্। ইন্দো ২ ৩। সা ২ মূ

৫র র ২র৩২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রমাবিশা ১। অপ। স্বা ৩ ত্বপা। বা। ঔয়া। সায়ি

২ — ১ ২ র ৫ ২র ৫র২ ১ —
মার্দ্ধা ২ ঃ। ক্রাতুবিৎসো। ম। মৌ ৩ হো। বাহা। ৎসরা ২ ঃ।

১ ১ ৩ র৫র ২৩২
স্নদা ২ ৩। স্বা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বয়ুস্রনা ১ ম্ (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫র ২ ১ ২ ২র ১s ২ ৩র ২
৩। পবস্বা ৩ দেবআয়ুষাক্। ইন্দ্রাঙ্গচ্ছ। তুতেমদা ৩ঃ। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১র ২ ৩র ২ ৩র ৫ ৪ ৫
বায়ুমা ২ ৩ রো। হধোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ পো ৬ হায়ি॥

৫২৪ ৫র ২১ ২র১ ২র ১s ২ ৩র ২
পবমাননিত্তোশণায়ি। রয়ায়ি৺সোম। শ্রবায়িয়া ৩ ম। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ৩ র ২ ৩র ১ ৫ ৪ ৫
ইন্দোসা ২ ৩ ম্ দ্রমৌহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ য়িশো ৬ হায়ি।

৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২ ১র ২ ১s ২ ৩র ২
অপঘ্না ৩ ন্ পবসেমৃধাঃ। ক্রতুর্বিৎসো। মমৎসরা ৩ ঃ। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ২ ৩র ২n ৩র ১ ৫ ৪ ৫
সুদাম্বা ২ ৩ দায়ি। বায়োহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ মো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৩৪ ৫ র৪৫র ২ ২ ১ ১ ২ ২ -- --
৪। পবস্বদেবআ। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। যুষাগিন্দ্রঙ্গচ্ছতুতৌ ২। হৌ ২।

১ — ১ -- ১র২ ১ র ২ ১ ২১ ২
হুবা ২ য়ি। মাদা ২ ঃ। বায়ু ৩ ৺হোয়ি। আরো ৩ হো। হুপর্মা ২ ৩ পা

৩৪৫র ৪ ৫র ২ ২ ৫ ১ র ২ —
৩ ৪ ৩॥ পবমাননিত্তৌ। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। শসায়িয়দি৺সোমশ্রবৌ ২।

— ১ — ১ —১ ২ ১ ২ ১ ২১র
হৌ ২। হুবা ২ য়ি। আয়া ২ ম্। ইন্দো ৩ হোয়ি। সমূ ৩ হো। দ্রমাবা

২ ৪ ৩ ৪ ৫ র ২ ২ ৫ ১
২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩॥ অপঘ্নন্পবসে। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। মৃধাঃক্রতুবিৎ

র -- -- ১ — ১ -- ১ ২ ১ র ২
সোমমৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ য়ি। ৎসারা ২ ঃ। সুদা ৩ হোয়ি। স্বাদা

১ ২১ ২ ১
৩ হো। বয়ুঞ্জা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২ ২ ২ র
৫। পবস্বদো। হায়ি। বআয়ু ২ ৩ ষাক্। ইন্দ্রঙ্গচ্ছতুতা ১ য়িমা ৩ দাঃ। বায়ু

রn ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১
মারো ২ ৩ ৪ হায়ি। হাধা ৩ হা। মণা। ঔ ৩ হোবা॥ পবমানো। হায়ি।

২ ১র ২ ১ র ২ ২ ২ র ৩ ৫
নিত্তোশা ২ ৩ দায়ি। রয়ি৺সোমশ্রবা ১ আ ৩ য়াম্। ইন্দোসমো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১২ ২ ১ ২ ৪৫ ১২১ ২১র ২
ত্রামা ৩ হারি। বিশা। ঔ৩হোবা॥ অপষন্তো। হারি। বসেমা ২৩ র্দ্ধাঃ।

১ র ২ ২ ২ ২র ৩ ৫ ১২ ২
ক্রতুবিৎলোমমা ১ ৎসা ৩ রাঃ। ভুদম্বাদো ২৩৪ হারি। বায়ু ৩৮ হারি।

১ ৪৫ ৪
অনাম্। ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা(৩)।

——:*:——

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২
অভী নো বাজসাতমম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজসাতমং' (শ্রেষ্ঠতমং ধনং, পরমধনং) 'অভি' (অভার্ষ, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৮খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সা চান্ত্রা (৮।২।১৬—২ ভা° ১৬১ পৃ) ব্যাখ্যাতা চ। (৯অ—৮খ-২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——*——

ভাল জিনিষটী সকলেই পাইতে চায়। যাহা দ্বারা মানুষ উপকার পায়, যাহা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষ আগ্রহের সহিত কামনা করে। সত্ত্বভাব মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে; কাজেই সকলে তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' পাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "সুরূপাত্তম্" (২) "ভাস্" (৩) "কাক্ষীবতম্" (৪) "গায়ত্রাদিত্তম্" (৫) "ঐড়নৈমুক্ষিতম্।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতের মিল আছে। পরমধন লাভ করাই মানবজীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কার্য্য, সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই এই মন্ত্রের বিশেষত্ব। (৯অ-৮থ ২সূ—১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩১ ১ ৩১ ২র ৩ ১২ ৩১ ২

বয়ং তে অস্য রধাবসো বসোর্ব্বসো পূরুস্পৃহঃ।

১ ২র ৩১ ২র ৩১

নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে

২

তে অধ্রিগো ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসয়িতঃ, পরমাশ্রয়, যদ্বা—পরমধনদাতঃ হে দেব!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'পুরুস্পৃহঃ' (বহুভিঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়স্য ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (আশ্রয়দাতুঃ, যদ্বা—পরমধনদাতুঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য, এবম্ভূতস্য) 'তে' (তব) 'রাধসঃ' (পরমধনস্য) 'নেদিষ্ঠতমাঃ' (অত্যন্তং সমীপবর্ত্তিনঃ) 'স্যাম' (ভবেম); বয়ং তব পরমধনং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'অধ্রিগো' (অনিবার্য্যবেগশালিন, উর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব!) 'তে' (তব) 'সুম্নে' (সুম্নায়, সুখলাভায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'নি' (নিতরাং—প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ।)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং তব পরমানন্দং পরমধনং চ লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮থ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় (অথবা পরমধনদাতা) হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা যেন সকলের আরাধনীয় আশ্রয়দাতা অথবা পরমধনদাতা প্রসিদ্ধ আপনার পরমধনের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হই; (ভাব এই যে,—আমরা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যেন আপনার পরমধন লাভ করি); ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব! আপনার পরমানন্দের জন্য আমরা যেন সিদ্ধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পরমানন্দ এবং পরমধন প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৮খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! সোম! 'অস্য' এতাদৃশস্য 'তে' তব 'রাধসঃ' ধনস্য 'পুরুস্পৃহঃ' বহুভিঃ স্পৃহণীয়স্য 'বসোঃ' বাসকস্য ত্বদীয়-দীয়মানস্য বয়ং নিতরাং 'নেদিষ্ঠতমাঃ' অত্যন্তমন্তিকতমাঃ 'স্যাম' ভবেম॥ (৯অ-৮খ-২য়—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎসমীপে পরমধন, পরাসিদ্ধি লাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"অধ্রিগো তে সুম্নে নি"—পদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই কেন তাহা বুঝা গেল না। যিনি পরমধনের অধীশ্বর, কুবেরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যাঁহার কৃপাধীন, তাঁহার নিকটই ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বসো' পদের দুইটী অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি। বসু শব্দ ধনার্থক। সুতরাং 'বসো' পদে ধনাধিপতিকেই লক্ষ্য করে। যিনি পরমধনের অধিপতি, যাঁহার করুণায় মানুষ সর্ব্ববিধ ধন প্রাপ্ত হয়, সেই পরমদেবতার চরণেই ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'বাসয়িতঃ' নিবাসপ্রদ। আমরা সেই অর্থও সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। তিনিই জগতের একমাত্র পরম আশ্রয়। মানুষ সেই চরমাশ্রয় লাভ করিবার জন্যই চিরলালায়িত।

"কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব'—এই প্রশ্ন যখন মানুষের মনে উদয় হয়, তখনই সে তাহার জীবনের চরম গন্তব্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যতই কেন মোহগ্রস্ত হউক না, যতই কেন সংসারের মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ুক না, কোন না কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিবেই। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য ব্যবধান, সেই ব্যবধান দূর হইলে মানুষ দেবতা হয়—ব্রহ্ম হয়। মানুষ সেই পরমদেবতার নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার মনে দেবত্বের একটা ছাপ থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে দেবত্বের, ব্রহ্মশক্তির বীজ বর্ত্তমান আছে। তাহার হৃদয়ে যে উচ্চতরলোকের, পবিত্রতর জীবনের অনুপ্রেরণা আছে তাহাই মানুষকে মাঝে মাঝে তাহার চরম পরিণতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ সৌভাগ্যবশে সেই পরিণতির

—চরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানে রত হইলে দেখিতে পায় যে, সেই পরমদেবতাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। তাহাকে সেই দেবতার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —তাঁহা হইতে জীবগণ আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এখানে সেই পরমাশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'বসো' সম্বোধন করা হইয়াছে।

জগৎ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে। তিনিই মানবের—বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়; জগৎ তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল। অপিচ, মানুষ যখন সংসারের দুঃখকষ্টে অভিষ্ঠ হইয়া উঠে, মায়ামোহের আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠে, তখনও সেই একমাত্র আশ্রয়ের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কেবলমাত্র সেই পরমপুরুষই মানুষকে বিপদ হইতে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাই জগতের দুঃখতাপে অতিষ্ঠ হইয়া মানুষ সেই পরমপিতারই আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে চায়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিপদের বন্ধু সেই পরম দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। "ওগো জীবনের জীবন আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান কর। তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সংসার-প্রবাসে দীনহীনের মত আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? আশ্রয় দাও প্রভো কোলে তুলিয়া লও, চারিদিকে রিপুর আক্রমণে, মায়ার প্রলোভনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি উদ্ধার কর, চিরশান্তি প্রদান কর। তোমার পরমধন দান করিয়া আমাদের হীন পতিত হৃদয়কে পবিত্র কর। আশ্রয় দান কর, কোলে তুলিয়া লও।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই এই সুরই নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—আমরা যেন পরমধনের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হই অর্থাৎ আমরা যেন পরমধন লাভ করি। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাও প্রথমাংশের ভাবের সহিত সংযুক্ত। সেই দেবতার নিকট পরাসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবদনুভূতির পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে সেই দয়াময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হয়। তিনিই মানুষকে সাধনমার্গে পরিচালিত করেন, মানুষ যাহাতে সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইতে পারে তিনি তাহারই উপায় বিধান করেন।

মন্ত্রে তাঁহাকে 'অধ্রিগুঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি অনিবার্য্যবেগশালী তাঁহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তিনি যদি কৃপা করিয়া সাধককে ঊর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার কৃপামাত্রই মানুষ ঊর্দ্ধগমনে সমর্থ হয়। 'অধ্রিগঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে সোমরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ব্যাপক সোম! অনেকোঁকে চাহনে যোগ্য আউর তেরে দিয়ে হএ ইস তেরে ধনকে অত্যন্ত সমীপ হেঁ; হে সোম! তেরে দিয়েহুএ অন্নকে সুখমে সমীপ হুঁ।" কোন কোনও ব্যাখ্যায় একটু ভিন্নমত প্রতিফলি

য়েছে। নিম্নের বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা অবগত হওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—
.....হে ধনস্বরূপ! হে অনিবার্য্যবেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয়
নের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।" (৯ম ৮খ—২সূ—২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১ ২
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ধারা য ঊর্দ্ধো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যয়ুঃ' (গোকামঃ, জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ জনঃ) 'ভ্রাজা ন' (যথা দীপ্ত্যা, দিব্যজ্যোতিষা সহ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (যজ্ঞস্থলে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রবৃত্তঃ ভবতি) তদ্বৎ 'যঃ' 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) 'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'স্বানঃ' (শুধানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ, পবিত্রঃ) 'স্যঃ' (সঃ, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ধারা' (ধারয়া, ধারারূপেণ) 'অব্যে' (নিত্য, নিত্যজ্ঞানে) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ। (৯ম ৮খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সেইরূপ যিনি ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধকারক, সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ধারারূপে নিত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গব্যয়ুঃ' গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদি কাময়মানঃ 'ঊর্দ্ধঃ' সমুচ্ছ্রিতঃ সর্ব্বেষাং মুখ্যো 'যঃ' সোমঃ 'ভ্রাজা ন' যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'ধারয়া' স্বকীয়য়া ধারয়া 'যাতি' গচ্ছতি। 'স্বানঃ' সুবানঃ অভিষূয়মাণঃ সঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'মদচ্যুতঃ' মদার্থং বেদৈঃ প্রেরিতঃ সন্ 'অবো' অবিভবে পবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। 'অক্ষরৎ'—'অক্ষাঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ-৮খ-২সূ-৩সা)॥

তৃতীয় (১২৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা ইহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল. তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"মাদকত শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে উর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।" ভাষ্যকারও সোম-রসের কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কল্পনায় ও অনুবাদের ভাবে অনেক পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার 'গব্যয়ুঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'গোকাম. যদ্বা ক্ষীরাদিকাময়মানঃ'—যিনি গরুকামনা করেন অথবা ক্ষীরাদি কামনা করেন। অর্থাৎ সোমরস এই দুইটীর একটী কামনা করিতে পারেন। 'সোম' অথবা 'ইন্দু' যদি সোমরস হয়, তাহা হইলে প্রচলিত মতানুসারে তাহা 'ক্ষীরাদি কাময়মানঃ' হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু 'গোকামঃ' বলাতে সোম বা ইন্দুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রচলিত মতানুসারে 'গো' অর্থে গরুকে বুঝায়। সুতরাং সোমরস গরুকে কামনা করে—এ কথার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না। কারণ সোমরসের সহিত গরুর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

আমাদের ভাবধারা স্বতন্ত্র। 'গব্যয়ুঃ' পদে আমরা 'জ্ঞানেচ্ছুকঃ', 'পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'গব্যয়ুঃ' পদের অর্থ 'গোকামঃ' সত্য. কিন্তু 'গো' শব্দের অর্থ—জ্ঞান, পরাজ্ঞান। সুতরাং যিনি সেই পরাজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, যাঁহার হৃদয়ে সেই পরমবস্তু লাভ করিবার আন্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা বর্ত্তমান. তাঁহাকেই 'গব্যয়ুঃ' বলা যায়। তিনি জ্ঞানকামী, তিনি সাধক। তিনি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার মোক্ষমার্গ পরিষ্কার করেন।

মন্ত্রের প্রথমাংশে একটী উপমা আছে,—'ভ্রাজা ন'। ভাষ্যকার এই উপমার অর্থ করিয়াছেন,—(সোমঃ) "যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ"। এখানে 'ভ্রাজা ন' উপমার সহিত সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'সোম যেমন উজ্জ্বল দীপ্তির সহিত অন্তরিক্ষলোকে গমন করে সেইরূপ।' এখানে আবার 'সোম' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে সংশয় আসে। সোমরস দীপ্তি পাইল কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের নিম্নগামী হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তাহা উপরে একেবারে

অন্তরিক্ষে কিরূপে চলিয়া গেল তাহা বুঝা দুষ্কর। ভাষ্যকার শুধু অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিতেছেন। সোমরসকে একবার বলিতেছেন, তরল মাদকদ্রব্য, আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন,—জ্যোতিঃর্ম্ময়, অন্তরিক্ষে গমনকারী। সুতরাং সোমরস বলিতে ভাষ্যকার কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করেন তাহা বুঝা যায় না, পরিষ্কারভাবে তাহা কোথায়ও বলা হয় নাই। বিভিন্ন স্থলে ভাষ্যকার বিভিন্নভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সকল ভাব পরস্পরবিরোধী। বর্ত্তমান মন্ত্রে একভাবের মধ্যেই অসঙ্গতি দোষ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা মনে করি যে. এখানে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই। 'ভ্রাজা ন' উপমার যে অর্থ তাহা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য। এই উপমা 'গব্যয়ুঃ' পদের সহিত অন্বিত। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই,—"পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন।" ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ যাঁহার মধ্যে বিকশিত হয়, তিনিই মোক্ষমার্গের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, মোক্ষলাভের উপযোগী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতা ও হীনতা ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে। উপমার প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। উপমার দ্বিতীয়াংশে সত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক যেমনভাবে ভগবৎশক্তির সাহায্যে আপনার মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়েন, অর্থাৎ দুইটী যেমন ধ্রুবসত্য, ঠিক সেইরূপ আরও একটী ধ্রুব সত্য এই যে,—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ব নিত্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র ৩র২ ৪ র ৫ ১ ১ র ২
১। অভী নোবা ৩। জসা৩মান্। রয়িমর্ষশতস্পৃহা ২ ৩ ম্। আয়িন্দোসহা

৪ ১ ২ ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩। স্রভা ৫ র্ণসান্। তুবিদ্যুম্না ৩ ১ ২ ৩ ম্। বিভোবা।

৪ ৫ ৫ ৩র ২ ৪ ৫ ১র র
সা ৫ হো ৬ হায়ি॥ বয়ম্। তেআ ৩। স্তরাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃহা ২ ৩ঃ।

১ র ২ ৪ ১ ২ ৪ ৫
নায়িনেদষ্ঠা ৩ ১ ২ ৩। ভমা ৫ ইষাঃ। স্তামসুম্না ৩ ১ ২ ৩ রি। ভস্তবা।

৪ ৫ ৫ ৩ ২ ৪র ৫ ১ র
ধ্রা ৫ য়িগো ৬ হায়ি॥ পরি। স্বস্বা ৩ নোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যেমদচ্যুতা ২ ৩ঃ।

১ র ২ ৪র ১ র ২ ৪ ৫
ধারায়ঊ ৩ ১ ২ ৩। ধেবোআ ৫ ধবরায়ি। ভ্রাজানয়া ৩ ১ ২ ৩। ভিগোবা।

৪ ৫
ব্যা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তে তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ র ২র১ ৪র র ৫ ২ ১ ১ ২ ১ র২
২। অভীহীমো ২ ৩। বাজনাস্তমমীয়া। রয়িমর্ষশতস্পৃহম্। আয়িন্দোসহ।

১ ২ ১২ ২ ১২ ২ ১র ২
স্রভর্ণা ২ ৩ সাম্। তুবা ৩ হায়ি। দ্যুয়া ৩ ৮ হায়ি। বিভাসা ২ ৩হা৩৪৩স্।

৩ ২র ১ ৪ ৫ ১রর ২ র ১২ ১ র ২
বয়৮হীতে ২ ৩। অন্ধরাধসঈয়া। বসোর্ব্বিসোপুরুস্পৃহঃ। সায়িসেদিষ্ঠ।

১র ২ ১২ ২ ১২ ২ র ১ ২
তমাআ ২ ৩য়িষাঃ। স্তামা ৩ হায়ি। সুয়া ৩ য়িহায়ি। তেজঅ্রা ২ ৩ য়িগা ৩ ৪ ৩ উ॥

৩র ২ ১ ৪র র ৫ ১ ২১২র১ ২ ১ র২ র
পরীহিস্তা ২ ৩ঃ। স্বানোঅক্ষরদীয়া। ইন্দুরব্যোমদচ্যুতঃ। ধারায়উ।

র ১ ২ ১২ ২ ১২ ২ ১ ২
ধ্বোঅধ্বা ২ ৩ রায়ি। স্ত্রাআ ৩ হা। নায়া ৩ হা। তিগব্যা ২ ৩ য়ু৩৪৩ঃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২১র র ২র১র ২১ ২১ ২ ১ র ২১ ২
৩। অভীনোবাজসাতমাম্। রয়িমর্ষশতস্পৃ ২ ৩ হাম্। ইন্দোসহস্রভর্ণা ২ ৩ সাম্।

১ ২ n ৩র২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
তুবাদ্যিম্ন্য ২ ৩য়া ৩ম্। গা ২ য়ি। ভামা ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২১ র ২ ১র২১ র র ২১ ২ ১ র ২১র ২
বয়ন্তেঅন্ধরাধসাঃ। বসোর্ব্বিসোপুরুস্পৃ ২ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাআ ২ ৩ য়িষাঃ।

র ১ ২ ১ n ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্তামস্ ২ ৩ য়া ৩ য়ি। তে ২। অস্রা ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ ৫ উ।

১ ২ ১২র১র ২ ১ র ২১ ২ ১রর র ২র১
পরিস্তস্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যোমদচ্যু ২ ৩ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বা ২ ৩

র র১র ৩ ১A ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
রায়ি। স্ত্রাআনা ২ ৩ য়া ৩। তা ২ য়ি। গব্যা ৩ ৪ ঔহোবা। যু ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২ র ১র র ২র১র ২ ১২ ৪
৪। অভীনোবৌহো। আসাতমাম। রয়িমর্ষা ৩। শাতা ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ র ১ র ২র ১ ২ ১ ৎ ৪
ইন্দোসহোহো। স্রাভর্ণসাম্। তুয়িদ্যুম্না ৩ ম্। বায়িভা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ ১ র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
বয়ন্তঔহো। স্তারাধসাঃ। বসোর্ব্বিসা ৩ উ। পুরু ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ র ১ র　২র১র　২র　১ ২　৪
নিনেদিষ্ঠৌহো। ত্তামাইবাঃ। স্তামঙ্গুয়া ৩ য়ি। তেজা ৩ গ্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ।

২　১র　২র১　২　১ ২
পরিস্তুবৌহো। নোজঙ্করাৎ। ইন্দুরব্যা ৩ য়ি। মাদা ৩ চু ৫ ত্তা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২রর২র　২র ১　২রর　১ ২ ৪
ধারায়ঔহো। ধ্বোঅধ্বরায়ি। ভ্রাজানর ৩। ভায়িগা ৩ ব্যা ৫ যূ ৬ ৫ ৬ ঃ (৩)।

• • •

২ র র　১ ২　২　৪ ২ ২　১ ২ ১ ৩
৫। অভীনোবা। অসাভা ৩ মান্　ঔ ৩ হো ৩ বা।　রয়িমর্ষশতস্পৃহা-

১ ১ ১ ১　২　১ ২ ২　৪ ২ ২　১ র ২১
২ ৩ ৪ ৫ ম। রয়িমর্ষা। শতাস্পৃ ৩ হাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দোসহস্র-

২ ৩ ১ ১ ১ ১　র　১ ২ ২　৪ ২ ২
ভর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ ম। ইন্দোসহা। স্রভার্ণা ৩ সাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১　২র১৩ ১ ১ ১ ১　২　১ ২ ২
তুবিদ্যু। ম্নংবিভাসহা ২ ৩ ৪ ৫ ম। তুবিদ্যুম্নাম। বিভাসা ৩ হাম্।

৪ ২ ২ ২ র　১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ র ২ র
ঔ ৩ হো ৩ বা ॥ বয়স্তেআ। স্তরাধা ৩ সাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। বলোর্ব্বিদো-

১ ৩ ১ ১ ১ ১　২ র　১ ২　২　৪ ২ ২
পুরুস্পৃহা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। বলোর্ব্বিদাউ পুরুস্পৃ ৩ হাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ র ২ র৲৩২　২ র　১ ২　২　৪ ২ ২
নিনেদিষ্ঠ ত্তমাইবা ১ ঃ। নিনেদিষ্ঠা। ত্তমাআ ৩ য়িবাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র ২রর র ২ ৩ ১ ১ ১ ১　২র　র ১ ২　২　৪
স্তামস্থুয়েতেজঅগ্রিগা ২ ৩ ৪ ৫ উ। স্তামঙ্গুয়ায়ি। তেজাগ্রা ৩ য়ি গা। ঔ ৩

২ ২ ২　র ১ ২　২　৪ ২ ২　১ ২১২র১
হো ৩ বা ॥ পরিস্তবা। নোআঙ্কা ৩ রাৎ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দুরব্যোমদ-

২৩ ১ ১ ১ ১　২　১ ২　২　৪ ২ ২
চ্যুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ইন্দুরব্যায়ি। মদাচু ৩ তা ঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২র১২র১র২৩২　২রর　র ১ ২　২　৪ ২ ২
ধারায়ঊর্জ্জাঅধ্বরা ১ য়ি। ধারায়উ। ধ্বোআধ্বা ৩ রায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

র১র র ২৩ ২　২রর　১ ২　২　৪ ২ ২
ভ্রাজানযাত্তিগব্যয়ু ১ ঃ। ভ্রাজানয়া। ত্তিগাব্যা ৩ য়ূঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

৪ ২ ২ ৪ ২ ৪ ২ ৫ ২ ২৲ ৫
ঔ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩ ৪। হা। হাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥

* * *

১২র র১ -- ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১২র
৬। অভীনোবা। জাদা ২ ভমাদ। রয়িমর্ষা ৩। শাতম্প ২ ৩ ৪ হাদ্। ইন্দো-

১ — ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২
দহা। স্রাভা ২ র্ষসাদ। তুবায়িদ্যু ২ ৩ য়া ৩ ম। বা ২ ৩ য়িভা ৩। সা ৩ ৪ ৫

৫ ১২ র ১ -- ১ ২১র ২ ১২ ৩
হো ৬ ৫ ৬ হায়ি। বয়স্তেআ। স্পারা ২ ধদাঃ। বসোর্ব্বিদা ৩ উ। পূরুম্প-

৫ ১ ২র ১ — ১ ২র১ ২
২ ৩ ৪ হাঃ। নিদেদিষ্ঠা। তামা ২ ইষাঃ। স্পামসূ ২ ৩ য়া ৩ য়ি।

১ ৪ ২ ৫ ১ ২ ১ — ১
তে ২ ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো। ৬ চায়ি॥ পবিম্বস্বা। নোআ ২ ক্ষরাং।

২ ১ ২ – ১ ২ ৩ ৫ ১র২র ১ — ১
ইন্দুরবা ৩ য়ি। মাদচ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। দারারউ। ধেবাআ ২ ধ্বরায়ি।

২র১র ২ ১ ৪ ২ ৫
ভ্রাজানা ২ ৩ য়া ৩। তা ২ ৩ য়িগা ৩ বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

৩ ২ ২ ৪র ৫র ২ ৪ ৫ ১
৭। অভা ৩ ১ য়ি। নো ৩ বা। জসা। তা ৩ ২ম। এহিয়া। রা। য়িমর্ষশা।

২ ১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
ত। স্পৃহা ২ ম। এহিয়া ২। ইন্দোসহাস্রা ৩ ভা ৩। ণা ২ ৩ ৪ সাদ।

২র -- ১র — ১ ২ ৪ ২^ ৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। তুবিদ্যুম্নাংবা ৩ য়িভা ৩। দা ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি॥

৩ ২ ২ ৪ ৫র ২ ৪ ৫ ১ র র ২
বয়া ৩ ১ ম। তে ৩ অ। স্তরা। ধা ৩ স ঃ। এহিয়া বা। সোর্ব্বিদোপূ। রু।

১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
স্পৃহা ২ ঃ। এহিয়া ২। নিদেদিষ্ঠাতা ৩ মা ৩ ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িষাঃ।

২র — ১র — র ১ ২ ৪ ২n
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। স্পামস্যুয়ারিতে ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো

৫ ৩ ২ ২ ৪র র৪ ২ ৪ ৫ ১
৬ হায়ি॥ পরা ৩ ১ য়ি। স্বা ৩ স্বা। নোঅ। ক্ষা ৩ রং। এহিয়া। আয়ি।

র ২ ১ — ১র — র র১ ২ ৪
ন্দুরবোমা। দ। চ্যুতা ২ ঃ। এহিয়া ২। ধারায়উর্দ্ধো ৩ অ ৩। ধা ২ ৩ ৪

৫ ২র — ১র — র র ১ ২
রায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। ভ্রাজানয়াতা ৩

৪ ২^ ৫
য়িগা ৩। বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র র র ২ ১ ২ ১ —
৮। অভীষোবজসা ১ ত্তামান্। রয়িম। যশা ২ ৩ স্তা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১ র ২১ ন১৩ ১ ১ ১ ১ ১২ ২ — ১
স্পৃৎমিন্দোসহস্রভর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ স্। তুবা ০ উবা। দ্যু ২ ম্নান্। বা ২ ৩

২ ১ ৪ ৪ ২ র ২ ১ র
য়িতা। মহান্। ঔ ২ ৩ হোবা॥ বয়স্তেঅস্তরা ১ ধাসাঃ। বসোর্ক্ষ।

র ২ ১ -- ১ র র ২ র৩২ ২
সোপূ ২ ৩ রূ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। স্পৃহোনিনেদিষ্ঠতমাইষা ১ ঃ। স্থামা ৩

২ --১ ২ ১ ২ন ৪ ৫ ২ র র
উবা। সূ ২ ম্নায়ি। স্তে ২ ৩ আ। ধ্রিগা। ঔ ৩ হোবা॥ পরিস্তবানোঅ ১

২ ১ র ২ ১ -- ১ র র২র১২র১র
ক্ষারাৎ। ইন্দুর। ব্যোমা ২ ৩ দা। হুম্মা ২ ১ ২। চ্যাভোধারায়উর্জ্জো-

২ন ৩ ২ ২ ২ -- ১
অধ্বরা ১ শ্রি। ভ্রাজা ৩ উবা। না ২ য়া। তা ২ ৩

২ ১ ৪ ৫ ৪
ম্নিগা। বায়ূঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র র র ২র ২ ১ ২১ ২ ১ — ১২
৯। অভীষোবাজা ৩ সাতমাম্। রয়ায়িমর্ষা। শতস্পৃহা ২ ম্। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ ১ ২ ১২
আমিন্দো ৩ সাহা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্রভর্ণা ২ ৩ সাম্। ইহা ৩।

১২ ৪ ৫ ২^ ৩ ৪ ৩২ ৪
তুরা ৩ য়িদ্যুম্নাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। বিস্তা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্॥

২ র ২র ১২১ ২ ১ — ১২
বয়স্তেঅস্যা ৩ রা ৩ ধসাঃ। বসোর্ব্বসাউ। পুরুস্পৃহা ২ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১২
মায়িমে ৩ দায়িষ্ঠা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। তমাআ ২ ৩ য়িবাঃ। ইহা ৩।

১২ ৪ ৫ ২ন ৩ ৫ ৩র ২ ৪
স্তামা ৩ সূয়ায়ি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। তেআ ০ প্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ।

২ র ২ ১২১ ২ ১ -- ১২ ১২ ৪ ৫
পরিস্তবানো ০ অক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যায়ি। মদচ্যুতা ২ঃ। ইহা ৩। ধারা ৩ রাউ।

২ন ৩ ৩ ২র ১ ২ ১২ ১২ ৪৫
হাহো ২ ৩ ৪ হা। ধেবো অধ্বা ২ ৩ রাগ্নি। ইহা ৩। ভ্রাজা ৩ আর্যা।

২ন ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৩১১১১
হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভিগা ৩ বা৷ ৫ যু ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫ র ২ ৪র৫৪র ৫ ২১ ২১ n ৩২ ৩ ৫
১০। অভীনো ৩ বাজসা তমাম্। রয়ীগ্নিমর্ষা ২। শতা ৩ ৪ ৫। স্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্।

৮ র২১ ২n৩ ১১১১ ১২n৩ ৫ ১২৪০ ৫
ইন্দোসিহস্রভর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। তুবাও ২ ৩ ৪ বা। দ্যুম্নাও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪ ৫৪র ৫ ২ ১ ২১n ৩২
বিভ্বা ৫ সহাম্। বয়স্তে ৩ অন্তরাধসাঃ। বসোর্বসা ২ উ। পুরূ ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ১ র ২ ২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n৩ ৫
স্পৃ ২ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাইষা ১ ঃ। আমাও ২ ৩ ৪ বা। স্বুম্নাও ২ ৩ ৪ বা।

৪র ৫ ২ ৪৫র৪ ৫ ২১২১A ৩২
ভেজা ৫ ধ্রিগাউ। পরিষ্ণা ৩ স্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যা ২ য়ি। মদা ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ১র২র১২র১র২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n
চ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বরা ১ য়ি। ভ্রাজাও ২ ৩ ৪ বা। নায়াও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৪
ভিগা ৫ বায়ূঃ। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৪৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ ১২২
১১। অভীং ৫ য়িনঃ। বা ৩ জা ৩ সাতামাম্। রায়িমর্ষা। শা ৩ তাস্পৃহাম্।

১ —১ ২ ১ ২ ২ ১ n ৩২
ইন্দো ২ স। হস্রা ২ ৩ ভা। হুম্মায়ি। ণা ৩ সাম্। তুবিদ্যুম্নংবিভ্বা ২ সহাউ।

১২ ১র র র র ২ ১৩ ২ ১ —১
হাবা। য়স্তেঅন্তরাধসোবসোর্বসাউ। পূ ৩ রুস্পৃ ৩ হাঃ। নিনে ২ দি।

২ ১ ২ ২ ১ র র n ৩২
ষ্ঠা ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩ য়িষাঃ। আমন্যুম্নেভজা ২ ধ্রিগাউ।

১২ র র র ২ ১২ ২ ১র —১
গোপা। রিস্বানোঅক্ষরদিন্দুরব্যায়ি। মা ৩ দচ্যু ৩ তাঃ। ধারা ২ য়াঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১র র A
উর্দ্ধে ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। ধ্বা ৩ রায়ি। ভ্রাজানয়াভিগা ই

৩২ n ১১১
বায়াউ। বা ৩ ৪ ৫।

২ র র র   ২র   ১   ২   ২   ২   র
১২। অভীনোবাজা ৩ সাতমাস্.। ররিমর্ষণতা ১ স্প্. ৩ হাস্.। ইন্দ্রোদহা ৩।

২ ১২ ২   ১   ৩   ৫   ৩২ ৩
স্রা ৩ ভার্ণা৩ সাম্.। আঃ ২ রি। তুবিহ্রায়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। বিত্তা ৩ সা ৫ হা ৬৫৬ য়॥

২ র ২র ১র র২ ২ ২ র
বয়ন্তেঅস্ত্যা ৩ রাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরু ১ স্প্. ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা ৩।

২ ১২ ২ ১ র ৩ ৫
তা ৩ মাআ ৩ রিবাঃ। আঃ ২ রি। স্তামস্তুয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৪   ২ র ২
তেআ ৩ গ্রা ৫ রিগা ৬ ৫ ৬ উ। পরিষ্টুবানো ৩ অঙ্করাৎ।

১ র ২ ২ ২ রর ২ ১২ ১ ১
ইন্দুরব্যোসদা ১ চ্যু৩ তাঃ। ধারারউ ৩। ধো৩ আধ্বা ৩ রায়ি। আঃ ২ রি।

র র ৩ ৫ ৩২ ৪
ভ্রাজানয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। ভিগা ৩ ব্যা ৫ যু ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২ র র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১ ২ ২
১৩। অভীহাহাউ। নো ২ ৩ ৪ বা। অসাও ৩ হো ৩ ভাসাম্.। রয়ায়িমৌ ৩ হো

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
৩ য়ি। আর্ষা ৬। হাউবা। শতস্পৃহা ২ ম্.। উপা। ইন্দোদহস্রভা ১ র্ণা ৩ সাম্.।

১২ ২   ৪৫   ৫   ২র১   ৩১১১১
তুবও ৩ হো ৩ রি। দ্যুমা ৬ ম্.। হাউবা। বিভাসহম্.। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২ র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
বয়৬.হাহাউ। তে ২ ৩ ৪ আ। স্তরাও ৩ হো ৩। ধাসাঃ। বসাও ৩ হো ৩ রি।

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
বাসা ৬ উ। হাউবা। পুরুস্পৃহা ২ঃ। উপা। নিনেদিষ্ঠতমা ১ আ ৩ রিবাঃ।

র১২ ২ ৪৫ ৫ ২র ১র ৩১১১১
তামাও ৩ হো ৩ রি। স্তুমা ৬ হায়ি। হাউবা। তেজস্রিগো। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২রর n ৩ ৫ ২র১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
পরীহাহাউ। স্যা ২ ৩ ৪ স্বা। নোআও ৩ হো ৩। ক্সারাৎ। ইন্দুরো ৩ হো ৩ রি।

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র র র র২ ২ ২
আব্যা ৬ রি। হাউবা। মদচ্যুতা ২ঃ। উপা। ধারারউর্দ্ধোআ ১ ধ্বা ৩ রায়ি।

র১২ ২ ৪৫ ৫ ২ ১ ৩১১১১
ভ্রাজাও ৩ হো ৩। সীয়া ৬। হাউবা। ভিগবদ্যুঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র র ২ ১ ২ ২ ২ ২৩২
১৪। অভীনোবা। অসা ৩ ত্তমাম্। রয়ারিমর্ষা ৩ শতা ৩। এ ৩। স্পৃহয়া।

১ ২ ২ ২ ২৩২ ১ ২ ২
ইন্দোসহা ৩ স্রভা ৩। এ ৩। সহসা। তুবাগ্নিহায়া ৩ বিভা ৩।

২ ২৩২
এ ৩। সহসা। ১।২।৩। *

—:*:—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩১ ২৩২ ৩২ ৩২৩
পবস্ব সোম মহাংৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং

২৩ ১র ২র
বিশ্বাভি ধাম॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহান্' (মহত্ত্বাদিসম্পন্নঃ) তথা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ, যদ্বা—সমুদ্রবৎ ক্ষরণশীলঃ ইত্যর্থঃ); ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পিতা' (জনকঃ, উৎপাদকঃ ইতি যাবৎ); ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ধাম' (স্থানানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (পরিক্ষর); সমগ্রঃ বিশ্বঃ সত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন, তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।)। (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের চতুর্দ্দশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;— (১) "গৌরীবিতম্" (২) "ঐড়কৌৎসম্" (৩) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়াত্তম্" (৪) "ক্রৌঞ্চোত্তম্" (৫) "রয়িষ্ঠম্" (৬) "ঔদলম্" (৭) "শ্যাবাশ্বম্" (৮) "আন্ধীগবম্" (৯) "নিধেধম্" (১০) "সাধ্রম্" (১১) "যজ্ঞায়জ্ঞীয়ম্" (১২) "দ্বারকৌৎসম্" (১৩) "কার্ত্তযশসম্" এবং (১৪) "শ্রীতশ্বাষ্ট্রীসাম"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'মহান্' 'দেবেভ্যো' দীপ্যমানেভ্যেন মহত্ত্বযুক্তঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনঃ যস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্তি তাদৃশঃ, 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালয়িতা ত্বং 'দেবানাং' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ধাম' ধামানি শরীরাণি 'অভি' লক্ষ্য 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

প্রথম (১২৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। বিশ্বে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হউক! নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হউক।

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের জনয়িতা। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সত্ত্বভাবের সঙ্গী দেবভাব-সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের গুণ অনন্ত; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হইলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ ত্বং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, দেবভাবলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫অ—৯খ—৯সূ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'দিবে পৃথিব্যৈ' (দ্যুলোকভূলোকাভ্যাং) তথা 'প্রজাভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ) 'শং' (সুখকরং ভব) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ দেবভাবং লভেমহি; বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জীবাঃ পরমসুখং লভন্ত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময় আপনি দেবভাবলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; অপিচ, দ্যুলোকভূলোকের এবং সকল লোকের সুখকর হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে দেবভাব লাভ করি; বিশ্ববাসী সকল জীব পরমসুখ লাভ করুক।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'শুক্রো' দীপ্তঃ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'পবস্ব' ক্ষর। কিঞ্চ 'দিবে পৃথিব্যৈ' চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঞ্চ ততঃ 'প্রজাভ্যঃ চ' 'শং' সুখং কুরু ॥ 'প্রজাভ্যঃ'—'প্রজায়ৈ'—ইতি পাঠৌ ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে হৃদয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বের নিকট দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কেন? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ স্বতঃই দেবভাবসমন্বিত হন, তাঁহার হৃদয়, আপনাআপনি পবিত্র হয়, উচ্চভাবসমূহ, সদ্বৃত্তিরাজী বিকশিত হয়। দেবভাবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, অথবা এই উভয়টী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুত বলাও যায়। যেখানে একটীর আবির্ভাব সেখানে অন্যটীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বের নিত্যসঙ্গীকে লাভ করিবার জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। মূলে আছে,—'দেবেভ্যঃ পবস্ব' অর্থাৎ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে, উচ্চতর জীবনের অধিকারী হয়। মানুষ তখন বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবের অধিকারী হয়, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ-কালিমা প্রভৃতি মানবের অনিষ্টকারক শত্রুসমূহ দূরীভূত হয়। দেবত্ব পশুত্বের বিরোধী বস্তু, অথবা একদিক দিয়া জীবনে পশুত্বের অভাবকেই দেবত্ব বলা যায়। মানুষ যখন সাধনাবলে সাংসারিক মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন, পাপের কালিমা যখন তাঁহার হৃদয়পট হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তখন

তিনিই দেবত্বলাভ করেন, মানুষই দেবতা হন। হৃদয়ের এই পরিবর্তন, উন্নয়ন সত্ত্বগুণের সাহায্যে। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র, পবিত্রকারক। তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই পবিত্র করে। মানুষের হৃদয়ে উপজিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। আগুন যেমন সমস্ত ময়লা ভস্মীভূত করিয়া সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে, ঠিক সেইরূপভাবে শুদ্ধসত্ত্ব নিজের পবিত্রকারক গুণে মানবহৃদয়স্থিত হীনতা, কালিমা দূরীভূত করিয়া তাহাকে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয়ই দেবত্ব-লাভের ভিত্তিভূমি। তাই দেবত্বলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ একটী লাভ করিলে তাহার নিত্যসঙ্গী অপরটীও লাভ করা যাইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। 'দিবে পৃথিব্যৈ' ও 'প্রজাভ্যঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র পৃথিবীর অধিবাসী জীববৃন্দের জন্য নয়,—বিশ্ববাসী সকলের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার নিজের মঙ্গলই দেখ না কেন? একেবারে পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজের মুক্তি প্রচেষ্টা কি সহজসাধ্য নয়? আর বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা কি তোমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা নয়?

আমরা বলি—না, বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা, যথার্থ প্রার্থনা। আমি জগতের বাহিরের কেহ নই, জগতেরই একজন। এই বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলে আমারই মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হয়। যে পর্য্যন্ত না এই বিশ্ব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত আমার একার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। কারণ বিশ্ব এক অখণ্ড নিয়মে একই সূত্রে গ্রথিত থাকায় এক অংশ অন্য অংশকে পেছনে ফেলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের মুক্তি প্রয়োজনীয়। সেই দিক হইতে বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করা আমার পক্ষে অন্যায় বা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্য দিক দিয়াও বিষয়টীর আলোচনা করা যায়। মানুষ কি এত ছোট, তাহার হৃদয় কি এত হীন যে, সে কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবে, আপনাকে ঘেরিয়া পলে পলে ঘুরিয়া মরিবে? ইহাই কি মহৎ জীবনের, উন্নত সত্তার চরম পরিণতি? মানুষ মহত্ত্বের সন্তান, মহত্ত্ব তাহার জীবনের অংশ, সে কি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ভাব, হীন চিন্তা লইয়া আসিতে পারে—না থাকা সঙ্গত? জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে কি চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সে আপনার অন্তরস্থিত মহত্ত্বের প্রেরণাতেই জগতের দুঃখ কষ্ট, পাপতাপের বিনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেই। এ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার অধিকার, মুক্তিলাভের জন্য তাহা করিতেই হইবে। যে পেছনে থাকিবে, সে অগ্রবর্ত্তীকে পশ্চাতে টানিবেই। সুতরাং নিজের মঙ্গলের জন্যও জগতের মঙ্গল কামনা করিতে হয়। এই সকল দিক দিয়া আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের বিশ্বজনীন ভাব ও তাহার মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীতে 'সোমরসের' কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রার্থনার মূলভাবও বর্ত্তমান আছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখসাধন কর।" ভাষ্যে 'শুক্রঃ' পদের 'দীপ্তঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান অনুবাদে উক্ত পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শুভ্রবর্ণ'। উভয় ব্যাখ্যাই সঙ্গত। এখানে আবার 'সোম'-কে শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র 'সোমরস' হরিৎবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। * (৯অ ৮খ-৩সূ—২সা)।

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে

২র ৩ ১ ২
বিধর্ম্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'শুক্রঃ' (দীপ্তঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'পীযূষঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'ধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি); 'বাজী' (বলবান, সর্ব্বশক্তিমান্) ত্বং কৃপয়া 'সত্যে' (সত্যভূতে, সত্যপ্রাপকে ইত্যর্থঃ) 'বিধর্ম্মন্' (বিধর্ম্মণি, ধারকে, সৎকর্ম্ম-সাধনে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—ভগবান্ বিশ্বস্য ধারকঃ রক্ষকশ্চ ভবতি; সৎকর্ম্মসাধনে সঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ আপনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি কৃপাপূর্ব্বক সত্যপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ইহার ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বের ধারক ও রক্ষক হয়েন; সৎকর্ম্মসাধনে তিনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশত্যুত্তরশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ 'পীযূষঃ' পাতব্যঃ ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ধর্ত্তা' ধারকঃ 'অসি', 'বাজী' বলবান্ স ত্বং 'সত্যে' সত্যভূতে 'বিধর্ম্মন্' বিধর্ম্মণি। বিবিধানি কর্ম্মাণি ঋত্বিজো কুর্ব্বন্তি যস্মিন্; যদ্বা, বিবিধং সোমাদি-হবিষাং ধারকেঽস্মিন্। যজ্ঞে 'পবস্ব' ক্ষর॥ ৩॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১২৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান অমৃতস্বরূপ. তিনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, তিনি জ্যোতির্ম্ময়। মানুষের মধ্যে যে অমৃতত্বের বীজ রহিয়াছে, তাহার মনে যে অমৃতলাভের প্রেরণা আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানই কৃপাবশে তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে সেই অমৃতের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। অমৃতই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, চরম প্রার্থনীয় বস্তু। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ অমৃতসাগর। মানুষ যে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করে, অমৃতের প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা বস্তুতঃ তাঁহাকে— সেই অমৃতস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা-মাত্র। অমৃত-পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ভগবান্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা বিধৃত আছে।

তিনি জ্যোতির আধার। তাঁহার জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিষ্মান হয়। তাঁহার তেজই বিশ্বকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং"-তাঁহার তেজ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্ববিধ জ্যোতির আধার। সকল আলোকের উৎস তিনি। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বিশ্ব বা মানবহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপাতে মানুষ বা জগৎ আলোকরশ্মি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মানুষ জ্ঞানালোকও লাভ করিতে পারে না। তাঁহার পূত চরণস্পর্শেই জ্ঞানশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপায় মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে—আবার সেই জ্ঞানবলেই তাঁহাকে জানিতে পারে। সূর্য্য যেমন জগতে আলোক প্রদান করিয়া সেই আলোকের কেন্দ্রস্বরূপরূপে জ্ঞাত হয়েন, ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানও আপনার দেওয়া জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা জ্ঞাত হয়েন। মন্ত্রে জ্যোতির আধার অমৃতস্বরূপ সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে—প্রার্থনা। সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে ভগবানের পদস্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হইলেই মানুষ সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন, তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সৎকর্ম্মকে, সত্যভূত অর্থাৎ সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হয়। পাপজনিত,

অসৎকর্ম্মজনিত যে হীনতা তাহা অপসৃত হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া পড়ে, সত্য প্রতিফলিত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় স্বচ্ছ নির্ম্মল হইলে তাহাতে সত্য যে স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে, সত্যলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন পর্য্যন্ত হয় না, তাহার প্রচুর উদাহরণ আমাদের দেশের - তথা জগতের সকল দেশেরই সাধকদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা পাইতে পারি। তাঁহারা বই পড়িয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন না,—জ্ঞান, সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই সৎকর্ম্মকে সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি পায় না, সুতরাং সৎকর্ম্মসাধন করিয়া সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ভাষ্যাদি অনুসারে কি ভাব পাওয়া যায়, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।" (৯অ—৮খ—৫সূ—৩সা)। *

—*—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ র ২ র ১ ⁿ ৩ ৫র ৫
১। ঔহো৩বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা।

১ ২ র ১র ৩২ ২১র --১র --১২র ১ র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমমহান্‌সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ বিশ্বা ঃ উভিবামাং ২ ৩ ৪ ৫॥

২ ১ ২ র ১র ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২ ১র ২১র ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপবস্বদেবেভ্যসোমা ২ ৩ ৪ ৫। দিবেপ্রথিব্যৈশঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২১র২১র ২ ১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১র ২ র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
দিবোধর্ত্তাসিশুক্রঃপীবুষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সত্যেবিধর্ম্মন্বাজীপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫॥

১ ২ র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৩ ২ ২১র --১র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমা ২ ৩ ৪ ৫। মহান্‌সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১র ২র৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বাভিধামা ২ ৩ ৪ ৫॥ শুক্রপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫। দেবেভ্যঃসোমা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ৩ ২ ২১র ১ ১ ১ ১ ২১র ২১র৩ ১ ১ ১ ১
দিবেপৃথিব্যা ১ মি। শঙ্কপ্রচাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবোধর্ত্তাসী ২ ৩ ৪ ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১২র১র ১ ১ ১ ১　　২ ১র ৩২　　২র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপীযুবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।　সত্যোবিধর্ম্মা ১ ন।　বাজীপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫।

২র　২　র ১ n ৩　৫র　৫　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহো ৩ বা ২। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা। এ ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২　২　১　২　১ --　১র　২ ১ ২১র২র১র৩
২। পা ১ বাম্বা।　লো ২ ৩ মা।　হুম্মা ২ ১ ২ ২।　মহান্ৎসমুদ্রঃপিতাদেবানা

১ ১ ১ ১　১ ২　২　১　২　১　২　৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ ম্।　বাম্রিষা ৩ উবা।　ভা ২ ৩ ম্রিধা।　মা।　ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ঈ।　ডা। ১২৩। *

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　৩　১ ২　৩ ২　৩ ১ ২　৩ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।

২ ৩　২ ৩　১র　২র
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বঃ' ('এক এব বহু স্যাম' যেন উক্তবান্ ত্বাং) 'প্রেষ্ঠং' (চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং) 'অতিথিং' (পূজনীয়ং, সর্ব্বদেবময়ং) 'মিত্রমিব' (সহায়মিব, সুহৃদমিব) 'প্রিয়ং' (প্রীতিহেতুভূতং) তথা 'রথং ন' (রথমিব, মোক্ষলাভায় যানমিব) 'বেদ্যং' (বিদ্যমানং জ্ঞাত্বা) 'স্তুষে' (স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ সুহৃদোপমঃ ভবসি; ত্বাং রথমিব বেত্ত পরিত্রাণলাভায় অর্চ্চয়ামি। (৯অ-৯খ ১সূ—১সা)' *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "ধর্ম্মম্" (২) "আঙ্গীগবম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! 'এক হইয়াও বহু হই'—যাঁহা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জানিয়া, স্তব করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্ব্বদেবময় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হয়েন; আপনাকে রথস্বরূপ জানিয়া, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। (৯অ—১৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বঃ' ত্বাং। পূজার্থে বহুবচনং। 'স্তুষে' স্তৌমি অহমুশনেতি শেষঃ। কীদৃশং? 'প্রেষ্ঠং' অস্মাকং স্তোতৃণাং ধনদানেন প্রিয়তমং। 'অতিথিং' সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা, অত সাতত্যগমনে (ভ্বা০ প০) অতত্তিথি (উ০ ৪।২)—ইত্যাদিনা অতেরিথিন্। সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং। 'মিত্রমিব' সখায়মিব 'প্রিয়ং' স্তোতুঃ প্রীণনকরং 'রথং ন' রথমিব 'বেদ্যং' বেদো ধনং ধনহিতং লাভহেতুং। যথা স্বাভিমতলাভায় আপ্রয়ন্তে ধনলাভহেতুং রথং; যদ্বা, যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারোঽনেন ধনং লভন্তে, তাদৃশ-ধনলাভ-কারণং। হে অগ্নে! তস্মৈ হিতং বেদ্যং ত্বাং কর্ম্মনিধার্থং অহং স্তোতা স্তৌমীতি সম্বন্ধঃ। 'অগ্নে'—'অগ্নিং' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯—১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১২৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা এই সাম-মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের বঙ্গদেশ-প্রচলিত অর্থ,—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।' এ অর্থ, অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসারী।

প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণের পক্ষ হইয়া অগ্নি ঋষি অসুরগণের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরগণ অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা তদুপলক্ষে অসুর সৈন্যগণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—"অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'; সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁহাকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁহাকে রথের অর্থাৎ বাহকের

ন্যায় জানিবে। কেনন্না, তিনি অপর পক্ষের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বার্ত্তাবহ বলিয়াই দূত অবধ্য।" এক দিক হইতে এ অর্থও বেশ সঙ্গত ও কৌতূহলপ্রদ।

এইরূপ বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের অর্থের অনুসরণে উশনা ঋষি যেন অগ্নিকে স্তব করিতেছেন; তিনি মন্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি দ্রষ্টা। তদনুসারে অগ্নি ধনদানে প্রিয়তম এবং অতিথিবৎ পূজনীয়। সায়ণ এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। "রথং ন" উপমার প্রতিবাক্যে 'রথমিব' পদ-গ্রহণে তাঁহার দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, 'ধনহিতং লাভহেতুং' ধন বা হিতলাভের হেতুভূত অর্থ গ্রহণে বলিয়াছেন যে,—'রথের সেইরূপ তাঁহার দ্বারা ধনলাভ হইয়া থাকে।' কিন্তু সে ধন যে কি প্রকার, তাহা তিনি বিশদভাবে কিছুই বলেন নাই। এ হিসাবে, সায়ণের অর্থে কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও থাকিতে পারে।

বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়,—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"স্তবে স্তৌমি অহমুশনা ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ,—'আমি উশনা ঋষি, আমি স্তব করিতেছি।' জন্মজরামরণশীল ঐ ঋষির (কবির পুত্র উশনার) সহিত সম্বন্ধযুত হইলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধ-সূচনার কোনও প্রয়োজনও দেখি না। আবহমানকাল যিনিই স্তব করিবেন, তাঁহারই স্তোতমন্ত্র-রূপে এই সাম ব্যবহৃত হইতে পারে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালের প্রার্থনাকারীই প্রার্থনার সময় বলিতে পারেন,-'স্তৌমি'। আমরা সেই অর্থ ই গ্রহণ করি।

যাঁহার স্তব করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ বিশেষণগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি 'প্রেষ্ঠং'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, -'ধনদানের দ্বারা তিনি প্রিয়তম।' অন্য অর্থে দেখিতেছি, -'সন্ধির জন্য সমাগত বলিয়া প্রিয়তম।' তিনি আর কেমন?—না, 'অতিথিং মিত্রমিব প্রিয়ং।' অর্থাৎ, অতিথি আর মিত্রের মত প্রিয়। আর তিনি—'রথমিব বেদ্যং'; রথের ন্যায় বহনকারী বলিয়া পরিচিত। এ সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্নিদেবে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। যখন 'প্রেষ্ঠং' শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক 'প্রিয়তম' অর্থ সূচনা করিতেছে, তখন বলিতে পারি,—অর্থাদি ধনদান দ্বারা অথবা সন্ধিকার্য্যে দৌত্যদ্বারা, সে প্রিয়তম পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রিয় হইতে পারে, প্রিয়তর হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়তম হইতে পারে না। প্রিয়তম হয় - কোন্ ধন দান করিলে? ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গধন যিনি দান করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন প্রিয়তম বিশেষণ প্রকৃতরূপে অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা তাই 'প্রেষ্ঠং' কিনা 'চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তার পর, 'অতিথিং' বিশেষণের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।' এখানে 'অতিথিং' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বদেবময়; অর্থাৎ, বলা হইতেছে যে, সকল দেবতাই একের মধ্যে আছেন;—সেই এককে জানিতে পারিলেই সকলকে জানিতে পারা যায়। অতিথি যে প্রিয় মিত্র হয়, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝি, তিনি সর্ব্বদেবময় পূজনীয়—আমার

চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তখনই তাঁহাকে প্রিয় মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি প্রীতিহেতুভূত হন তখনই—সুহৃৎ সহায় বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহাকে তখনই, যখন তিনি সর্ব্বদেবময়-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া আমায় মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। রথের সহিত যে তাঁহার তুলনা হইয়াছে, তাঁহাকে যে রথস্বরূপ জানিয়া স্তব করিতেছি বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য—তিনিই এই সংসার-পারাবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। প্রতিপক্ষের সংবাদ বহন জন্য নয়, অথবা রথে অর্ঘ্যাদি বহন করা হয় বলিয়া নহে; তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যানে মোক্ষের প্রতি সংবাহিত করিয়া লন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বেদে 'রথং ন বেদ্যং' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথং ন বেদ্যং' বাক্যে আর এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'রথ' শব্দে 'মনোরথকে' যদি কল্পনা করি, আর সেই মনোরথস্বরূপ তিনি বিদ্যমান আছেন—যদি দেখি, অর্থাৎ তাঁহারই অনুশীলনে তাঁহারই অনুচিন্তনে তাঁহারই কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে রথবৎ জানা হয়। তিনি হৃদয়ে আসিয়া, রথরূপে অবস্থিত হইয়া, গতিমুক্তির পথে লইয়া যান। এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। মন্ত্রের 'বঃ' পদে ব্যাখ্যাকারীদিগের অনেকেই 'তোমাদের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ বলিয়াছেন,—'বঃ, ত্বাং'—বহুবচনে একবচনের প্রয়োগ। আমরাও সেই সুরেই সুর মিশাইয়া বলি,—'কেবল বহুবচনে একবচন নয়, এক তিনি বহু হয়েন বলিয়াই বহুবচনের 'বঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশিষ্টতাজ্ঞাপনার্থ এ প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ প্রিয়তম পূজনীয়, তোমায় যেন সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে পারি,—তোমায় যেন আমার প্রীতিহেতুভূত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করি। আর তুমি যেন বহু হইয়াও একত্বের বিকাশে আমার মনোরথকে অধিকার করিয়া আমার গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বদেবময়! আমার পবিত্রতা রথ-জ্ঞানেই আমি তোমার অর্চ্চনা করিতেছি; তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। (৯অ ২খ-১সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা।

১র ২র ৩ ২
নি মর্ত্ত্যেষাদধুঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ) 'কবিমিব' (জ্ঞানিনং ইব, প্রজ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আরাধনীয়ং ইত্যর্থঃ; 'ইতি' (ইতোঽং, প্রসিদ্ধং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যং জ্ঞানদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানুষেষু, মানবহৃদয়েষু) 'দ্বিতা' (পরা তথা অপরা ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (বিভক্তং কৃতবন্তঃ) তং জ্ঞানদেবং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পূর্ণজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ, যদ্বা - দেবভাবাঃ) 'কবিমিব' (মেধাবিনং ইব, জ্ঞানস্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং, আরাধনীয়ং) 'ইতি' (ইতোঽং প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং পরমদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু, মানবজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'দ্বিতা' (প্রকৃতিঃ তথা পুরুষঃ ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (নিহিতবন্তঃ) তং পরমদেবং বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রকৃতিপুরুষরূপেণ দ্বিধাবিভক্তং ভগবন্তং বয়ং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ - ৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেবকে মানবহৃদয়ে পরা এবং অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পূর্ণজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা,

দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ জ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে পরমদেবতাকে মানবজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি তথা পুরুষ এই দুই ভাগে নিহিত করিয়াছেন, সেই পরমদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত ভগবানকে আমরা যেন আরাধনা করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ! 'যং' অগ্নিং 'মর্ত্ত্যেষু' মনুষ্যেষু 'ইতি' বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ 'দ্বিতা' দ্বিধা 'ন্যাদধুঃ' গার্হপত্যাহবনীয়াত্মকত্বেন দ্বিধা নিহিতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কবিমিব' 'প্রশংস্তং' প্রশংসনার্হং ক্রান্ত-কর্ম্মাণং পুরুষং যথা দ্বিধা কার্য্যদ্বয়ে অপ্যো

নিয়োজয়তি তদ্বৎ। যদ্বা দিবি পৃথিব্যাং চ নিহিতবন্তঃ, ভূমৌ তু হবিরাহরণার্থং দিবি তু হবিঃ প্রদানার্থমিতি দ্বৈধং নিধানং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তমগ্নিং স্তবে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'প্রশংস্যং'—'প্রচেতসং' - ইতিপাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে আমরা দুই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'যং' এবং 'দ্বিতা' এই দুই পদদ্বয় উপলক্ষেই দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। মূলতঃ উভয় অর্থে সেই এক পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থে 'যং' পদে জ্ঞানদেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। অপরাজ্ঞান বলিতে জাগতিক বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায়। যেমন ঘটী বাটী প্রভৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। এই সাংসারিক বা অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে পরাজ্ঞান—স্বরূপজ্ঞানে পৌছিতে হয়। প্রথমতঃ বস্তুকে দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা জানিতে হয়, তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হয়। তার পর সেই ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে অনুসন্ধিৎসায় প্রেরণায় মানুষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন আমি একটী ঘট দেখিতেছি। উহা কি, উহা কি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, উহার নির্ম্মাতা কে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা মনে আসে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিবার জন্য মানুষ ঘটের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। সেই অনুসন্ধান, সুপরিচালিত হইলে, মানুষকে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ ঘটের উদাহরণই গ্রহণ করা যাউক। এই ঘটের উপাদান-কারণ কোথা হইতে আসিল, কিরূপে এই উপাদান-কারণের সৃষ্টি হইল, জগতের অন্য বস্তুর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এই উপাদান-কারণের মূল কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হয়। যে এই ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে নির্ম্মাণকৌশল কিরূপে শিক্ষা করিল, তাহার অন্তরে সেই জ্ঞানশক্তি কোথা হইতে আসিল, এই জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্নও আসে। সুতরাং এক ঘটের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া মানুষ জগতের সম্বন্ধে—জগতের মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে,—অর্থাৎ অপরাজ্ঞান হইতে পরাজ্ঞানে পৌছায়। এই প্রণালীকে আরোহণ-প্রণালী বলে।

এই জগতের, জাগতিক বস্তুর মধ্য দিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। এই পরিচিত জগৎকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এই জগতের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এই জাগতিক বস্তুর জ্ঞানকেই অপরা-জ্ঞান বলে। এই অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া আবার পরাজ্ঞানে পৌছান যায়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু উহা বাহিরের জিনিষ, প্রকৃত বস্তুর খোলসমাত্র। মানুষ মোক্ষলাভ করে—পরাজ্ঞানের, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। সেই পরাজ্ঞানই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যাহা দ্বারা সে তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে। মানুষ যখন আপনার স্বরূপ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েন, যখন তিনি আত্মস্থ হয়েন;—তখন সকল জ্ঞানই তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশ্বসত্তায় যখন জ্ঞানবলে আপনার সত্তা মিশাইয়া দিতে পারেন, তখন তিনি অনন্তের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। বিশ্বের মধ্যে যে একত্ব আছে, বিশ্বের সহিত তাঁহার নিজের এবং ভগবানের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধকে তিনি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহার আরোহণ-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না। কারণ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বজ্ঞান নিহিত থাকে। মানুষ সেই জ্ঞানকে জীবনের চরম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। জগদ্বাসীর পক্ষে তাই পরা ও অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানই প্রয়োজন। এই দ্বিধা বিভক্ত সেই এক জ্ঞানদেবের নিকটই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'যং' পদে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, যিনি আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। তিনিই এক হইয়া সৃষ্ট্যর্থে দুই হইয়াছেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ-রূপে পরিবর্তিত, আর পুরুষ চৈতন্য সত্তা অথবা বিশ্বচৈতন্য। স্থূলকথায় বলা যায়,—জড় ও চৈতন্য একই সত্তার বিভিন্ন দিক-মাত্র। সেই দ্বিধাবিভক্ত 'একমেব অদ্বিতীয়ং' সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাবে মন্ত্রটী গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিলেন।" (৯অ-৯খ-১সূ-২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁ৺ পাহি শৃণুহী গিরঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
রক্ষা তোকমুত ত্মনা॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, নিত্যতরুণ হে দেব!) 'ত্বং' 'দাশুষঃ' (হবির্দ্দত্তবতঃ, প্রার্থনা-কারিণঃ) 'নৃন' (নরান্, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (রক্ষ—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ); 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাঃ, আরাধনাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুহি' (গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ), 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বশক্ত্যা) 'তোকং' (পুত্রভূতান্, পুত্রস্বরূপান্ ইত্যর্থঃ) অস্মান্ 'রক্ষ' (পালয়, রিপুকবলাৎ পরিত্রাহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ তথা অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আরাধনা গ্রহণ করুন; অপিচ, স্বশক্তিতে পুত্র রূপ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'যবিষ্ঠ' যুবতম! যদ্বা, যৌতেস্তৃজন্তস্য ইষ্ঠনি রূপং। দেবানাং হবিষাং মিশ্রয়িতৃতম! ইন্দ্র! ত্বং 'দাশুষঃ' হবির্দত্তবতঃ 'নৄন্' কর্ম্মণাং নেতৄন যজমানান্ 'পাহি' ধনানাং দানেন রক্ষ। নৄঃপাহীত্যত্র সংহিতায়াং 'নৄন্‌পে (৮।৩।১০)'-ইতি নকারস্য রুত্বং, 'অত্রানুনাসিক (৮।৩।২)'—ইতি পূর্ব্বস্যানুনাসিকঃ। কিঞ্চ, 'গিরঃ' ত্বদ্বিষয়াঃ স্তুতীঃ 'শৃণুহি' অবহিতঃ সন শৃণু। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'তোকং' অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং 'রক্ষ' পালয়। ত্মনেতি সর্ব্বত্র লক্ষোধ্যতে—আত্মনা স্বয়মেব রক্ষ, ত্বদন্যং পালয়িতারং ন বিন্দামঃ ত্বমেবাস্মদীয়ং। 'শৃণুহী'—'শৃণুধি'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম—বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ এবং পূজা গ্রহণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সর্ব্বকনিষ্ঠ! হব্যদায়ী লোক-সকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।" এই অনুবাদ অনেক পরিমাণে ভাষ্যানুসারী।

'যবিষ্ঠ' পদের ভাষ্যার্থ—'যুবতম', অনুবাদার্থ - 'সর্ব্বকনিষ্ঠ'। এই 'যবিষ্ঠ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভগবানকে 'যুবতম' বা 'যবিষ্ঠ' বলার অর্থ কি? ভগবান্ নিত্যতরুণ; তিনি কখনও পুরাতন হয়েন না, তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাকে বৃদ্ধাদপি বৃদ্ধও বলা যায়; আবার 'যবিষ্ঠ'ও তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ। তাই কোনও ভক্ত তাঁহাকে 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলিয়াছেন। সমস্তই তাঁহাতে সম্ভবে, তিনি সর্ব্ববিরোধের মীমাংসাভূমি। তাই 'যবিষ্ঠ' পদ তাঁহারই উপযুক্ত বিশেষণ।

রিপুকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই নিত্যতরুণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে 'যবিষ্ঠ' বা নিত্যতরুণ বলার আরও একটী নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তরুণত্বের মধ্যে জীবনের যে সাড়া, প্রাণের যে স্পন্দন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। রিপুদমন করিতে হইলে সজীব প্রাণের বিপুল শক্তির প্রয়োজন। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য, নবজীবনের নূতন কর্ম্মপ্রেরণা, অদম্য শক্তির খেলা মানুষকে চঞ্চল অধীর করিয়া তুলে। রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করিবার জন্য, রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই 'যবিষ্ঠ' পদের অন্তর্নিহিত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে আমাদের আরাধনা। যাহাতে ভগবান্ গ্রহণ করেন সেই জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা। মানুষ ভগবানের পূজা করে সত্য; কিন্তু সেই পূজা তাঁহার চরণে পৌঁছায় কি না, তাহা তো সে জানে না। ভগবান মানুষের পূজা গ্রহণ করিলেই তাহার আরাধনা সার্থক হইল। তাই ভগবানের নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম্মও রিপুকবল হইতে উদ্ধারলাভ। এই অংশের প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্রে সাধক নিজেকে ভগবানের পুত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রকে সর্ব্ববিধ আপদবিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ভগবানও যেন ঠিক সেইরূপভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'তোকং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং।" তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়—'আপনি আমাদের পুত্রকে রক্ষা করুন' এক দিক দিয়া এই অর্থ খুবই স্বাভাবিক। পিতা আপনার প্রতিরূপ সন্তানকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন—ইহা খুবই সঙ্গত। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ইহা মন্ত্রের লক্ষ্য নহে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই উপলব্ধ হইবে।* (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১র২ ১ ২ ১র র২ ১ ২ ১ ২
প্রেষ্ঠংবাঃ। অভা২৩য়িথীণ। স্তোষেমিত্রম্। ইবপ্রা২৩য়াণ। অগ্নবিয়া

২ ১ ২ ১ ৫ ৫ ১২ ১
৩ধা৩ম। নাবা২৩হা৩৪৩য়িদা২৩৪য়ো৬হায়ি॥ কবিমিবা।

২ ১ ২ ১ র২র ১ ২ ১ ২ ২
প্রশং৺সা২৩য়াম। যান্দেবাস। ইতিদ্বা২৩য়িতা। নিমাত্তী৩য়ে৩।

১ ২ ১ ৫ ৫ ১র ১ ২১র
মৃবা২৩হা৩৪৩য়ি। দা২৩৪যো৬হা॥ ভুবংযবায়ি। ঊর্দাশূ

২ ১ র২ ১র ২ ১ ২ ২ ১
২৩যাঃ। নৃড়পাহিশ্। গৃহীগা২৩য়িরাঃ। রক্ষাতো৩কা৩ম। উতা

২ ১ ৫ ৫
২৩হা৩৪৩য়ি। আ২৩৪নো৬হায়ি॥ ১২।৭॥ ০

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ১২
এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩ ২র ২
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দ্দিবঃ॥ ১॥*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়' (সর্ব্বেষাং প্রিয়তম) 'সত্রাজিৎ' (শত্রূণাং জেতঃ, রিপুজয়কারিন্) 'অগোহ্য' (অপরাজেয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'গিরিঃ ন' (পর্ব্বতঃ ইব স্থিরঃ) অপিচ 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ) 'পৃথুঃ' (বিস্তৃতঃ, বিশ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি ভাবঃ) 'পতিঃ' (অধিপতিঃ, স্বামী জগৎপতি ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; ত্বং 'আগধি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"সায়ন্ত্রৌশনম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল, অপিচ বিশ্বব্যাপী এবং সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯দ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'প্রিয়' স্তোতৄণাং প্রীণনকর! 'সত্রাজিৎ' মহতাং শত্রূণাং জেতঃ! হে 'অগোহ্য' কেনাপি গুহিতুমশক্য! 'ইন্দ্র'! 'গিরির্ন' পর্ব্বত ইব 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পৃথুঃ' পৃথুতমঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'পতিঃ' ঈশ্বরস্ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'আগহি' আগচ্ছ। 'প্রিয়সত্রাজিদগোহ্য'—'প্রিয়ঃসত্রাজিদগোহ্যঃ'—ইতি পাঠৌ, 'বিশ্বতঃ পৃথু' - 'বিশ্বতস্পৃথুঃ'—ইতি চ॥১॥

* * *

প্রথম (১২৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য ভগবানকে এই মন্ত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানের মধ্যে 'প্রিয়' পদটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে প্রিয়ভাবে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও মহান্ হইলেও তিনি আমাদিগের প্রিয়তম। কেবল আমাদিগের নহে; তিনি বিশ্ববাসী সকলেরই প্রিয়তম। ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তম, মানুষের জগৎবাসীর আর কে আছে? জগৎ তাঁহার নিকট হইতে জীবন পাইয়াছে, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছে, এবং চরমে তাঁহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করিবে। তিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণকারী। তাঁহার কৃপায় মানুষ, মোহ পাপ প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে, - চরমে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অপেক্ষা বন্ধুত্বের কাজ আর কি হইতে পারে! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার অনন্ত প্রেমরাশি নানা দিক দিয়া নানাভাবে মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতে আমরা যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা তাঁহার সেই অনন্ত প্রেমপারাবারের বিন্দুমাত্র। তাঁহার প্রেমেরই ছায়া পাইয়া বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা। ভগবানই মানুষের একমাত্র বন্ধু। জন্মজরামরণশীল মানুষের প্রেম—ক্ষণিক আনন্দদায়ক। অধিকাংশ স্থলেই তাহা আবার স্বার্থের সহিত বিজড়িত। নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা - মানুষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি? স্বার্থসাধনের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রেম-ভালবাসা চিরতরে বিনষ্ট হয়। স্থলবিশেষে আবার সে প্রীতির পরিণতি চিরশত্রুতায়

পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং স্বার্থ-বিজড়িত পার্থিব প্রেম-ভালবাসা, নশ্বর বন্ধুত্বের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন পরিণামে অমঙ্গলদায়ক। সে কেবল সংসার-বন্ধন দৃঢ় করে মাত্র। মন্ত্রে তাই ভগবৎপ্রেমে চিরশান্তি-লাভের চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন, যদি বন্ধুত্ব করিতে হয়, ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব কর; যদি প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, ভগবানের সহিত সে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হও। মানুষের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই নহে; উহা পরিণামবিরস অশেষ-ক্লেশদায়ক। মন্ত্রের 'প্রিয়' সম্বোধনে প্রেমভাবে ভগবানের উপাসনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

সাধক ভগবানকে বন্ধুরূপে আহ্বান করিতেছেন। দূরে থাকিয়া আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, নিকটে, আরও নিকটে,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁহাকে পাওয়া চাই। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রিয় নহেন, তিনি বিশ্ব-বন্ধু, বিশ্বের সকলের প্রিয়তম। সাধক সেই জগদ্বন্ধু ভগবানকে আপনার হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।* (৯অ-৯খ-২সূ-১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী।
১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধো পতির্দ্দিবঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্য' (সত্যস্বরূপ) 'সোমপা' (সোমস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য পাতঃ, শুদ্ধসত্ত্বপালকঃ, শুদ্ধসত্ত্বদাতঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ—সর্ব্বলোকস্য ইতি ভাবঃ) 'অভিভবসি' (অভিভূতৌ করোষি, স্বামী ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সুন্বতঃ' (পবিত্রস্য জনস্য, সাধকস্য) 'বৃধঃ' (বর্দ্ধকঃ, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'পতিঃ' (প্রভুঃ, স্বামী) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি বিশ্বস্য পতিঃ তথা লোকানাং মোক্ষদায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৯খ-২সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ-৫খ-৫দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

সত্যস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনিই দ্যুলোক-ভূলোককে অভিভূত করেন, অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকের স্বামী হয়েন; পবিত্রজনের—সাধকের মোক্ষদায়ক এবং স্বর্গের প্রভু হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই বিশ্বের স্বামী এবং লোকদিগের মোক্ষদায়ক হয়েন।)। (৯অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সত্য! 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতঃ। 'ইন্দ্র'! যস্ত্বং 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অভি বভূথ' সামর্থ্যেনাভিভবসি স ত্বং 'সুম্বতঃ' সোমাভিষবং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য 'বৃধঃ' বর্দ্ধকঃ 'অসি'। 'দিবঃ' স্বর্গস্যাপি 'পতিঃ' ঈশ্বরোঽসি॥ (৯অ-৯খ ২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি দ্যুলোক-ভূলোকের অধিপতি। দ্যুলোকভূলোক দ্বারা এখানে সমগ্র বিশ্বকে বুঝাইতেছে। বিশ্ব তাঁহা হইতে আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইবে। জগৎ তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 'সূত্রে মণিগণা ইব' এই বিশ্ব তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তিনি যে বিশ্বের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইবেন, তাহা তো সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

তিনি সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্বদাতা। তিনি অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর। তাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। তাই তিনি একমাত্র সত্য। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারই শক্তি। সেই শক্তি তিনি আপনার সন্তানগণের মধ্যে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রদান করেন। মানুষ যখন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়, যখন সে আপনার পবিত্র সত্তা ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করে তখন শুদ্ধসত্ত্বের আধার সেই পরমপুরুষ সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। দ্যুলোকভূলোক তাঁহার অধীন, তিনিই মানবের একমাত্র পরম গতি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহাই উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সত্যস্বরূপ সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করিয়াছ, অতএব তুমি সোমাভিষব-কারীর বর্দ্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও।" এই অনুবাদটীতে যেন ইন্দ্রকে কেহ আশীর্ব্বাদ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ-৯খ-২সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্ত্তা পুরামসি।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
হন্তা দস্যোর্ম্মনোর্ব্বৃধঃ পতির্দ্দিবঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব !) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'শশ্বতীনাং' (বহ্বীনাং) 'পুরাং' (শত্রুনগরীণাং) 'ধর্ত্তা' (নাশয়িতা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দস্যোঃ' (অসুরস্য, পাপস্য ইতি ভাবঃ) 'হন্তা' (নাশকঃ), 'মনোঃ' (মনুষ্যস্য, সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'বৃধঃ' (বর্দ্ধকঃ, উন্নয়নকারকঃ, মোক্ষদায়কঃ বা ইত্যর্থঃ), তথা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'পতিঃ' (স্বামী) ভবসি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বেষাং রিপূণাং নাশকঃ তথা লোকানাং মোক্ষদায়কঃ ভবতি—ইতি শেষঃ। (৯অ-৯খ-২সূ-৩সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনিই বহু শত্রুনগরীর নাশয়িতা হয়েন; আপনি অসুরের—পাপের নাশক, সাধকের বর্দ্ধক অর্থাৎ মোক্ষদায়ক এবং দ্যুলোকের স্বামী হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভগবানই সকলের সকল রিপুর নাশক এবং লোকদিগের মোক্ষ-দায়ক হয়েন ॥ (৯অ—৯খ—২সূ— সা)।

* . *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'শশ্বতীনাং' বহ্বীনাং 'পুরাং' শত্রুনগরীণাং 'ধর্ত্তা অসি হি' ধারয়িতা ভবসি খলু। কিঞ্চ, 'দস্যোঃ' বৃথাকালক্ষেপক্ষেপয়িতুরসুরস্য 'হন্তা' অসি ঘাতকো ভবসি 'মনোঃ' মনুষ্যস্য যাগাদি কুর্ব্বতো 'বৃধঃ' বর্দ্ধকশ্চাসি। 'দিবঃ' স্বর্গস্যাপি 'পতিঃ' ঈশ্বরোঽসি। (৯অ—৯খ—২সূ—৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১২৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ চারিদিক হইতে রিপুর আক্রমণে বিব্রত। তাহার নিজের অন্তরের মধ্যে রিপুকুল তাহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে। নিজের মনের মধ্যে যে শত্রুপুরী, শত্রুদুর্গ তাহা ধ্বংস না হইলে মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করা অসম্ভব। ভগবানের কৃপালাভ করিতে না পারিলে মানুষ নিজের শক্তিতে সেই রিপুকুলকে বিনাশ করিতে পারে না। মানুষ অক্ষম, দুর্ব্বল বলিয়াই শত্রুগণ তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিতে পারে। ভগবান্ মানুষের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যখন তাহার হৃদয়ে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার পরশের আগুনে রিপুকুল ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাদের নিবিড় দুর্ভেদ্য দুর্গ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মানুষের অন্তরে যেমন, বহির্জ্জগতেও তেমনি শত্রুগণের আবাসভূমি আছে যাহা হইতে তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা যোগ আছে, শত্রুগণ সেই যোগ-সূত্র অবলম্বন করিয়া মানুষের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করে। মায়ামোহ প্রভৃতি রিপুগণ মানুষকে বিপথগামী করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া আছে। অজ্ঞান দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞানতার বশে অথবা দুর্ব্বলতাহেতু সেই মোহজালে আবদ্ধ হয়। ভগবানের কৃপালাভ করিতে না পারিলে সেই জালে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ ক্রমশঃই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়। ভগবান্ দয়া করিয়া যখন মানুষের রিপুকুল নাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই সে রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে ভগবানের এই রিপুনাশক মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তিনি 'দস্যোঃ হন্তা'—অর্থাৎ অসুরের, পাপের নাশকারী। দস্যু যেমন মানুষের সাংসারিক ধনরত্ন হরণ করিয়া লয়, পাপ সেইরূপ মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্বল, পুণ্যও হরণ করে। জাগতিক সামান্য ধনরত্ন নাশ হইলে মানুষের অতি অল্পই ক্ষতি হয়; কিন্তু পুণ্যজীবন বিনষ্ট হইলে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া খুবই শক্ত।

ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া যাঁহাকে এই রিপুদিগের, পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন, তিনিই অনায়াসে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। তাই ভগবানকে 'মনোঃ বৃধঃ' মানুষের, সাধকের বর্দ্ধক বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের শেষ পদদ্বয় 'পতিঃ দিবঃ' অর্থাৎ আপনি দ্যুলোকের, স্বর্গের অধিপতি। এই পদদ্বয় ক্রমান্বয়ে এই তিনটী মন্ত্রে ব্যবহৃত হওয়াতে তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পবিত্রতার আধার, মন্ত্রের মধ্যে তাঁহার এই বিশেষ মহিমার প্রতি মানবের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহার ভাব উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র তুমি বহুপুরী ভেদ করিয়া থাক; তুমি

দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্দ্ধক, এবং দ্যুলোকের পতি।" নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদও প্রদত্ত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুহী বহুতসে শত্রুনগরোকা নষ্ট করনেওয়ালা, বৃথা সময় খোনেওয়ালে অসুরকা নাশক, যজ্ঞকর্ত্তা মনুষ্যকা বৃদ্ধিকর্ত্তা আউর স্বর্গকা স্বামী হ্যায়।" (৯অ—৯খ—২সূ—৩সা) ॥ *

* * *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১র — ১ র ২ ১ ২র ২ ১ ২র
১। এন্দ্রনো ৩ গধিপ্রায়া। সাত্রাজিৎ। অগোহায়্যো। হো ৩ বা। গিরাম্রিয়্রবো।

২ ১ ৹ ৩ ৫র র ১ — র ১
হো ৩ বা। ঋতাঃ। পা ২ র্ধ্ব ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ অভিহিসা ২ তাদোমায়াঃ।

র ২র ১ ২র ২ ১ ২র ২ ১
উভেবভু। থরোদাসৌ। হো ৩ বা। ইন্দ্রাসিসৌ। হো ৩ বা। ঋতঃ।

৹ ৩ ৫র র ১ — ১ ২র ১ ২র
বা ২ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ তুবণ্ডহিসা ২ ঋতায়িনাম্। আরিম্রদর্ত্তা। পুরামাসৌ)

১ ২র ২ ১র ৹ ৩ ৫র র
হো ৩ বা। হস্তাদস্যৌ। হো ৩ বা। মনোঃ। বা ২ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ৩ ২
পতির্দ্দিবা ১ঃ॥ ১।২.৩॥ †

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ১
পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা

৩ ১ ২ ৩ ২
বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"সাবর্ত্তম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (স ইন্দ্রদেবঃ) 'পুরাং' (শত্রূণাং দুর্গানাং, রিপুশত্রুপরিবৃতং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নং হৃদ্দেশং ইতি ভাবঃ) 'ভিন্দুঃ' (ভেত্তা) 'যুবা' (চিরনবীনঃ, কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্দ্ধক্য-রহিতঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'অমিতৌজাঃ' (প্রভূতবলঃ, অত্যধিকবলশালী) 'বিশ্বস্য' (জগতঃ, সর্ব্বস্য) 'কর্ম্মণঃ' (ইষ্টপূর্ত্তযজ্ঞাদিকসর্ব্ববিধসদনুষ্ঠানস্য) 'ধর্ত্তা' (পোষকঃ) 'বজ্রী' (প্রার্থনাকারিণাং রক্ষার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ) 'পুরুষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ) 'অজায়ত' (সৎকর্ম্মণা সহ প্রকাশিতবান্)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রদেবঃ বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেতঃ; স হি কর্ম্মার্থং স্তুতঃ সন কর্ম্মণা প্রকাশিতো ভবতি; তস্যার্চ্চনয়া নরস্তদ্‌গুণযুক্তো ভবতীতি শেষঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ-ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্ম্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বজ্রধারী, সর্ব্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্ম্মের সহিত প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেত; কর্ম্মার্থ স্তুত হইয়া কর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অর্চ্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁহার ন্যায় গুণযুত হয়।)। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'ইন্দ্রঃ' উচ্যমান-গুণযুক্তো 'অজায়ত' সম্পন্নঃ। কীদৃগ্‌গুণকঃ? ইতি তদুচ্যতে—'পুরাং' অসুর-পুরাণাং 'ভিন্দুঃ' ভেত্তা 'যুবা' কদাচিদপি বলী-পলিতাদি-বার্দ্ধক্য-রহিতঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অমিতৌজাঃ' প্রভূত-বলঃ বিশ্বস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ধর্ত্তা' পোষকঃ 'বজ্রী' যজমানরক্ষণার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ 'পুরুষ্টুতঃ' বহুবিধে তত্তৎকর্ম্মণি স্তুতঃ। ভিন্দুঃ—ভিদির্ বিদারণে (রু০ প০); কুরিত্যনুবৃত্তৌ 'পৃ-ভিদি-ব্যধি-গৃধি-ধৃষিভ্যঃ (উ০ ১।২৩)' —ইতি কু-প্রত্যয়ঃ, তস্য 'ছন্দস্যুভয়থা (৩।৪ ১১৭),—ইতি সার্ব্বধাতুক-সংজ্ঞায়াং রুধাদিভ্যঃ শ্নং (৩।১।৭৮) মিদচোঽন্ত্যাৎপরঃ ভবতি, শ্নসোরল্লোপঃ (৬ ৪।১১১) অনুস্বার-পরসবর্ণৌ অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ (১.১।৫৭) ইতি প্রাপ্তস্য স্থানিবদ্ভাবস্য ন পদান্তেত্যাদিনা (১।১।৫৮) নিষেধঃ। যুবা যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ (অদা০ প০) কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যু-প্রতিদিবঃ (উ০ ১।১৫৪) ইতি কনিন্ নিত্যাদির্নিত্যম্ (৬।১।১৯৭)। কবিঃ—কু শব্দে (অদা০ প০) অচইরিতি (উ০ ৪ ১৩৮) ইঃ প্রত্যয়স্বরঃ (৩।১ ৩)। অমিতঃ—অমিত-শব্দস্যাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১) বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। বিশ্বস্য—অশূপ্রুষী ত্যাদিনা (উ০ ১।১৪৯) ক্বন্, নিত্যাদির্নিত্যম্ (৬ ১।১৯৭)। কর্ম্মণা—অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে (৩.২ ৭৫) ইতি মনিন্ ঞিৎস্বরঃ (৬।১।১৯৭)। ধর্ত্তা টচ্, কিন্ত্বা-

দস্তোদাত্তঃ (৬।১।১৬৫) বজ্রী—মত্বর্থীয় ইনী (৫।২।১২২) প্রত্যয়স্বরঃ। পুরুষ্টুতঃ—স্তুতস্তোময়োশ্ছন্দসি (৮।৩।১০৫) ইতি ষত্বং বহুষু প্রদেশেষু স্তুতঃ থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাং (৬।২।১৪৪) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, তৃতীয়াসমাসে হি থাথাদিস্বরাপবাদঃ, তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুরাং ভিন্দুঃ' শব্দ দুইটী উপলক্ষে নানারূপ অর্থ কল্পনা করা হয়। কাহারও কাহারও মত এই যে, ভারতবর্ষে আগমনকালে আর্য্যগণের নেতৃস্থানীয় ইন্দ্রদেব অসুরদিগের দুর্গাদি উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন,—মন্ত্রে সেইরূপ ভাব প্রকাশমান্ আছে। অপিচ, দেবাসুরের সংগ্রামে অসুর-পক্ষের দুর্গ-ধ্বংসের বিষয়ও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ দুই মতের কোনও মতেই আস্থা স্থাপন করি না। মন্ত্রের সহিত পুরাবৃত্তের বা পুরাণকথিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-মাত্র। নচেৎ, মন্ত্রের মধ্যে তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ সংস্রবের প্রমাণ আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিত্যসত্য বেদবাক্যের সাধারণ-ভাবে সর্ব্বকালোপযোগী যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, আমরা তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়,—ইহার অপেক্ষা শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কি হইতে পারে? ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে, সে দুর্গ ভঙ্গ হয়। 'পুরাং ভিন্দুঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তিনি 'বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা'; একবাক্যে 'সকল সৎকর্ম্মের তিনি সহায়'—এই ভাব উপলব্ধ হয়। সাধু-সজ্জনের রক্ষার জন্য, তাঁহাদের শত্রুভয় দূর করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; এই জন্যই তাঁহাকে 'বজ্রী' বলা হইয়াছে।

লোকরক্ষাকর সজ্জন-পালন-রূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার স্তুতিবন্দনা প্রবর্ত্তিত হয়; আর, তাদৃশ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তিনি প্রকাশিত আছেন। কর্ম্মই প্রকাশক; কর্ম্মই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক; কর্ম্ম দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞাত হন। মানুষ! তুমি সৎকর্ম্ম কর; তিনি তোমার পৃষ্ঠপোষক হইবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি তোমার শত্রুনাশ করিবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর; তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে প্রযত্নপর হও; তোমার শ্রেয়োলাভ অবশ্যই হইবে।

ভগবানের গুণ-বিশেষণ-সম্বন্ধে ও তাঁহার সেবাপরায়ণতার জন্য যে সকল উপদেশ আছে, সকলেরই মূল লক্ষ্য তদনুসরণে আত্মোৎকর্ষ-সাধন। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের অন্য আর কিছুই লক্ষ্য নহে। মন্ত্রের পর মন্ত্রে, স্তরের পর স্তরে, সেই উদ্দেশ্যই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, একাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ত্বাং দেবা অভিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (শত্রূন্ প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবন্!) 'ত্বং' যদা 'বলস্য' (অস্মাকং, রিপুশত্রোঃ) 'বিলং' (গুহাং, পাপকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানং), 'অপ' (অপাবৃত্য, ভিত্ত্বা) 'গোমতঃ' (জ্ঞানকিরণান্বিতস্য) 'অবঃ' (রক্ষণং, রক্ষণোপায়ং) অস্মাকং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়তি, তদা 'তুজ্যমানাসঃ' (রিপুশত্রূণাং হিংসমানাঃ, পাপবিমর্দ্দকাঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বনিবহা) 'অভিভ্যঃ' (শত্রুভয়েনানভিভূতাঃ সন্তঃ) 'ত্বাং আবিষুঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি)। ভগবতঃ কৃপয়া অজ্ঞানান্ধকারো বিনশ্যতি, দিব্যজ্ঞাননিবহা হৃদ্দেশমধিকুর্ব্বন্তি, শত্রুভীতয়ো দূরং গচ্ছন্তি, ভগবন্তং প্রাপ্নবন্তো মনুষ্যাঃ পরাগতিং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদিগের রিপুশত্রুগণের গুহাকে অর্থাৎ পাপকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানকে ভেদ করিয়া জ্ঞানকিরণান্বিত রক্ষণোপায়কে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিপুশত্রুগণের নাশক (পাপ-বিমর্দ্দক) দেবভাব-নিবহ শত্রুভয়ে অভিভূত না হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ পায়, দিব্যজ্ঞানসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করে, শত্রুভয় দূরে যায়; তখন ভগবানকে পাইয়া মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়।)। (৯অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বলনামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসম্বন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্ বিলে গোপিতবান্ তদানীমিন্দ্রস্তদ্বিলং সমাবৃত্তা তস্মাদ্ বিলাদ্ গাঃ নিঃসারয়ামাস, তদিদমুপাখ্যানমিন্দ্রো বলস্য বলমৌর্ণোদিত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং, তদেতদ্ধৃদি নিধায়ায়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রযুক্তেন্দ্র! ত্বং 'গোমতঃ বলস্য' গোভির্যুক্তস্য বলনামকস্যাসুরস্য সম্বন্ধি 'বিলং' 'অপাবঃ' স্বসৈন্যমুখেনাপাহৃতবানসি। তদানীং 'তুজ্যমানাসঃ' বলেন হিংস্যমানাঃ 'দেবাঃ'

'অভিভূাষঃ' স্বন্দয়য়া রক্ষয়া বলাদভীতাঃ সন্তঃ 'আমাবিষুঃ' প্রাপ্তবন্তঃ। অপেত্যস্য নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং (ফি০ ৪।১২)। অবঃ—বৃঞ্ বরণে (স্বা০ উ০), লঙ্ সিপ্ ইতশ্চ লোপঃ (৩।৪।৯৭), স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ (৩.১ ৭৩), তস্য বহুলশ্ছন্দসি (২ ৪।৭৬), ইতি লুক্, গুণোরপরত্বং হল্ঙ্যাদি-লোপঃ, বিসর্জ্জনীয়ঃ, অডাগমঃ। অদ্রিনঃ—অদ্রিরস্যাস্তীতি মতুপ্ ছন্দসীরঃ (৮।২।১৮) ইতি বত্বং, সম্বোধনে উগিদচামিতি নুং (৭।১।৭০) হল্ঙ্যাপ্ সংযোগান্ত-লোপো মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি (৮।৩।১) ইতি রুত্বং। বিলং—নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং (ফি০ ২।৩)। অভিভূাষঃ—ঞি ভী ভয়ে (জুহো০ প০) লিট্, দ্বির্ভাবঃ, অভ্যাসস্য হ্রস্ব-জশত্বে, ভীহ্রীভৃহুবাং শ্লুবচ্চ '(৩।১।৩৯) ইতি লিটঃ কস্বাদেশঃ ক্র্যাদিনিয়মাৎ, প্রাপ্ত ইট্ বস্বেকাজাদ্ঘসাং (৭ ২।৬৭) ইতি নিয়মান্নিবর্ত্ততে জসি সর্ব্বনামস্থানেঽপি ব্যত্যয়েন ভত্বাদ্ বসোঃ সম্প্রসারণং, পর-পূর্ব্বত্বং, শাসিবসিঘসীনাঞ্চ (৮।৩।৬০) ইতি ষত্বং, অচি শ্নু ধাত্বিত্যাদিনা (৬।৪।৭৭) প্রাপ্তমিয়ঙাদেশং বাধিত্বা এরনেকাচ (৬ ৪.৮২) ইতি যণাদেশঃ, নঞ্ সমাসঃ, অব্যয়-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তুঞ্জামানাসঃ—তুজি হিংসার্থাৎ পরস্য কর্ম্মণি লটঃ স্থানে শানচ্, সার্ব্বধাতুকে যক্ (৩।১ ৬৭) ইতি যক্ তস্মাদনুপদেশাদুত্তরস্য লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বং (৬ ১।১৮৬) যক এব প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। আবিষুঃ—অব রক্ষণাদিষু, অস্মাদ্ গত্যর্থাল্লুঙো ঝিস্তস্য সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ (৩।৪।১০৯) ইতি জুস্, সিচ ইডাগমঃ, 'আড়জাদীনাং (৬ ৪।৭২)' ইত্যাড়াগমঃ, আদেশ-প্রত্যয়য়োঃ (৮ ৩।৫৯)—ইতি ষত্বং॥ (৯অ - ৯খ ৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বলস্য বিলং" শব্দদ্বয় লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। বলনামক অসুর দেবতাদিগের গাভী চুরি করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; ইন্দ্রদেব সেই গাভীর উদ্ধার-সাধন করেন। পৌরাণিক এই এক উপাখ্যান—এই মন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন। * প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কেহ আবার প্রতিপন্ন করেন যে, আসিরীয়-দেশের বল-গণের বিষয় এখানে লক্ষ্য আছে। 'অসর' বা 'অসুর' আসিরীয়দিগেরই নামান্তর। † অন্যমত এই যে, মেঘ ও বৃষ্টির বিষয় এখানে রূপকে পরিবর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন অর্থাৎ বৃষ্টি দান করেন।' ‡ কিন্তু এ সকল অর্থ যে পরবর্ত্তী কালে কল্পিত এবং দূর-অন্বয়-মূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

---

* সায়ণাদি এই মন্ত্রের (গাভীচুরি-রূপ পৌরাণিক উপাখ্যানের) সমর্থ করেন।

† রেঃ কৃষ্ণ বন্দ্যো তাঁহার বেদানুক্রমণিকায় এবং 'এরিয়ান্ উইট্‌নেস' পুস্তকে আসিরীয় সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, -'The Vala of the Rig Veda was the Belus or Bel of Inscriptions.'—Aryan Witness.

§ ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মত সমর্থন করেন।

পুরাণ অমান্য করি না। পুরাণের অভ্যন্তরে যে অনন্ত জ্ঞানরত্ন সঞ্জিত আছে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে পুরাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি—তাহা হৃদ্‌গম্য হইলে, এ সকল সংশয় আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। পুরাণে উপাখ্যানাদির ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে গভীর জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জনহিত-পরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি মানবের জ্ঞানোন্মেষ-কল্পে পুরাণের প্রবর্তনা করেন। পুরাণ-প্রবর্তনার কাল-নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু বেদ অনাদি নিত্য। সুতরাং অনিত্যকালঘটিত উপাখ্যানাদির সংস্রব কেন বেদ-ব্যাখ্যায় কল্পিত হয়, আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাই না। বিশেষতঃ সে পৌরাণিক কাহিনীর সম্বন্ধ-সংস্রব না ঘটাইলেও যখন অর্থোপলব্ধি হয়, তখন কেন একটা অবান্তর ভাব আকর্ষণ করিয়া আনি? কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'চক্রনেমির আবর্ত্তের ন্যায় কালচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাহাতে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য ধারা চিরবিদ্যমান রহিয়া যাইতেছে। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর - এইরূপ ক্রম-পদ্ধতি-অনুসারে সত্যাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্যবস্তু মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ, বলাদির গাভী অপহরণাদি ব্যাপারও কালচক্রের আবর্তনে পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং পুরোগোক্ত বর্ণনার সহিত সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে কোনও দোষ বর্ত্তিতে পারে না।' •

বিতর্কের মীমাংসা নাই। এ মত অস্বীকার করি না। তবে মন্ত্রটী পড়িবামাত্র স্বতঃপরতঃ যে অর্থ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহা লক্ষ্য করাই আমরা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

কেন বল অসুরকে টানিয়া আনিব? কেন গরু-চুরির উপাখ্যান কল্পনা করিব? যখন দেখিতেছি, আমার হৃদয় অসুরে আক্রমণ করিয়া আছে; যখন দেখিতেছি, অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার-রূপ প্রাচীর-বেষ্টনে তাহারা দৃঢ় দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছে; আর, যখন দেখিতেছি, তাহাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ আমার জ্ঞানকে সর্ব্বদা প্রতিহত করিতেছে; তখন, আমি অন্যত্র আবার কোন্ গো-চোরের অন্বেষণে ফিরিব? অন্তরের মধ্যে চোর; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব। তাহাদের দমনের উপায়-চিন্তা আগে না করিয়া, আমি কি বাহিরের চোর খুঁজিয়া বেড়াইব? ঘরের মটকায় আগুন লাগিয়াছে; নীচের দুই একটা খুঁটিতে জল ঢালিলে, কি ফল ফলিবে? মন্ত্র বলিতেছেন, 'হৃদয় পরিষ্কার কর; অন্তরের ময়লা দূর কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই তো তোমার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে! তবেই তো ভগবান্ তোমার রিপুশত্রুকে দমন করিয়া তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবেন! তবেই তো শত্রুর অধিকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গ-দ্বার বিমুক্ত হইবে! তবেই তো তোমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রবেশ করিবে!'

মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই পথই আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্র বুঝাইতেছেন,—'যতক্ষণ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবে, ততক্ষণ শ্রেয়ঃ নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই, শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে! হৃদয়ে সদ্ভাব

সঞ্জাত হইলেই ভগবানের অনুকম্পায় শত্রুভয় অপসৃত হইবে। হৃদয় ভগবদ্ভাবে ভাবুক হইতে পারিলেই ভগবানের সহিত হৃদয়ের সম্মিলন ঘটিবে।' * (৯অ-৯খ—৩সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (ধনদানকর্ম্মাণি) 'সহস্রং' (সহস্রসংখ্যোপেতানি) 'উত বা' (অথবা) 'ভূয়সীঃ' (সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকানি) 'সন্তি' (বিহিতানি ভবন্তি) তং 'ঈশানং' (জগতো নিয়ামকং) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং) 'স্তোমাঃ' (স্তোতারঃ) 'ওজসা' (বলেন, সাধনশক্তিপ্রভাবেন) 'অভ্যনূষত' (সর্ব্বতঃ—স্তুতবন্ত, স্তুতিমন্ত্রৈঃ তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। ইন্দ্রদেবঃ অশেষদানশীলঃ; স্তোতারঃ সাধনশক্তিপ্রভাবেন তদ্দানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, ধনদান-কর্ম্মসমূহ সহস্র সহস্র প্রকারে অথবা অশেষ প্রকারে বিহিত হয়, জগতের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ আপনাদের সাধনশক্তি প্রভাবে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব অশেষ দানশীল; স্তোতৃগণ সাধনশক্তিপ্রভাবে সেই দান লাভ করেন)। (৯অ—৯খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্তোতারঃ' 'ওজসা' বলেন 'ঈশানং' জগতো নিয়ামকং 'ইন্দ্রং' স্তোমৈঃ স্তুত্যাদিভিঃ 'অভ্যনূষত' সর্ব্বত্র স্তুবন্তি। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'রাতয়ঃ' ধন-দানানি 'সহস্রং' সহস্র-সংখ্যোপেতানি সন্তি 'উত বা' অথবা 'ভূয়সীঃ' সহস্র-সংখ্যাকাঃ অপ্যধিকাঃ 'সন্তি'। তমিন্দ্র-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মিতি পূর্ব্বত্রাধয়ঃ। 'স্তোমৈঃ'—'স্তোমাঃ' ইতি পাঠৌ। ইন্দ্রং—ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্ (উ° ২।২৮) নিপাতনাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। ঈশানং—লটঃ শানচ্ (৩।২।১২৪) 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ (২।৪।৭২) ইতি ধাতোরনুদাত্তেত্বাৎ তস্যানুদাত্তেত্যাদিনা (৬।১।১৮৬) শানচোঽনুদাত্তত্বং। ওজসা—নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ (ফি° ২।৩)। স্তোমৈঃ অর্ত্তি স্তুস্বিত্যাদিনা (উ° ১।১৩৭) মন্ প্রত্যয়ঃ, নিপাতনাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। অনুষত নু স্তৌ, ণো নঃ (৬।১।৬৫) লঙ্ ব্যত্যয়েন, ঝঃ, তস্য অদাদেশঃ, চ্লেঃ সিচ্ (৩।১।৪৪) অস্য ধাতোঃ কুটাদিত্বেন সিচো ঙিত্বাদ্ (১।২।১) গুণাভাবঃ, ইড়ভাবশ্ছান্দসঃ অড়াগমঃ। সহস্রং—কর্দ্দমাদীনাঞ্চ (ফি° ৩।১১) ইতি দ্বিতীয়াক্ষরমুদাত্তং। রাতয়ঃ মন্ত্রে বৃষেষেত্যাদিনা (৩।৩।৯৬) ক্তিন্ উদাত্তঃ। উত প্রাতিপদিক-স্বরঃ (ফি° ১১)। বা—চাদিরনুদাত্তঃ (ফি° ৪।৬)। সতি—প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং, (৩।১।৩) তিঙ্ঙতিঙঃ (৮।১।২৮) ইতি নিঘাতো ন ভবতি যদ্বৃত্তান্নিত্যং (৮।১।৬৬)-ইতি প্রতিষেধাৎ, নহি ব্যবহিতেঽপি ভবতীত্যুক্তং। ভূয়সীঃ—সংপ্রাদস্তিশব্দেন বহ্ব্যঃ ভূয়স্যঃ, অত্র বিভক্ত্যন্ত সহস্রসন্নিধবলাৎ উপপদস্য প্রতীতের্বিবচনং বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনাবিতি বহুশব্দাদীয়সুন্ বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ (৬।৪।১৫৮) ইতি ইকার-লোপঃ, বহোর্ভূ ইত্যাদেশশ্চ, ঈয়সুনো নিপাতনাদ্যুদাত্তশ্চ, উগিতশ্চ (৪।১।৬) ইতি ঙীপ্। (৯অ ৯খ-৩সূ—৩সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্। পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ।

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে নবমোঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় (১২৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার বিষয় অসংখ্য। প্রার্থীর সংখ্যাও অগণ্য। কত রকমের প্রার্থনা লইয়া কত ভাবে কত জন যে ভগবানের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

দানের পরিমাণ দানের প্রকার-ভেদ, তাই সহস্র—সহস্রের অধিক; তুমি কি চাও? কত চাও? তিনি ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা চাহিবার, চাহিয়া লও। যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বাস হইল না? চিত্ত সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইল? ফিরিয়া এস - কর্ম্মফল ভোগ কর। করুণা-দানের জন্য করুণাময় মুক্তহস্ত হইলেও, সে করুণা-লাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে কি? ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসী জন, স্বেচ্ছান্ধ-জনের দশা প্রাপ্ত হয়। এ মন্ত্র সেই সত্য ঘোষণা করিতেছে। তুমি অন্ধ সাজিয়া চক্ষু বুঁজিয়া চলিয়া যাইতেছ। সুতরাং তোমার অদৃষ্টে যে ফল-লাভ আছে, সে গতি কে রোধ করিবে? বৃথা ব্যাকুলতায় কোনই ফল নাই। ভগবান্ তোমায় দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, তোমার প্রাক্তন—তোমার

দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় বাধা দিবে। তোমার অতীত কর্ম্ম, তোমার পারিপার্শ্বিক শত্রুগণ, তোমার বর্ত্তমান শ্রেয়ঃসাধনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

'উপায়!' হতাশ হইয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতেছ—'উপায়!' উপায় অবশ্যই আছে। কর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সৎকর্ম্মের দ্বারা অপকর্ম্মের গতিকে প্রতিহত করিতে হইবে। যিনি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। সেই ঈশান (জগতের নিয়ামক) ভগবান্— তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার কার্য্যে প্রাণ বিনিয়োগ কর; তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই উপায় অধিগত হইবে, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তিনি উপায়-বিধান করিয়া দিবেন। ঐ দেখ, এই মন্ত্রই তোমার সংশয়-প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, সংশয় ভঞ্জন করিয়া কহিতেছেন, 'স্তোমাঃ' অর্থাৎ সাধকগণ 'ওজসা' অর্থাৎ সাধন-শক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন। (৯অ ৯খ ৩সূ—৩সা)। *

——:*:——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫র ৩২৩৫র৫ ১ র র ২১র ২ ১ র ২ ১ ২ ৩ ৫
১। পুরাম্ভিন্দুর্যুবাকবীঃ। অমিতৌজাঅজায়া ২ ৩ তা। আয়িন্দ্রোবিশ্বা ৩। স্যাকর্ম্মা২ ৩ ৪ ণাঃ।
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৫ ৩২৩৪র৫ ১র ২১র
ধর্ত্তা। বাজ্রোবাও ২ ৩ ৪ বা। পুরু ৫ ষ্টুতাঃ॥ তুবম্বলস্যগোমতাঃ। অপাবরদ্রিবোসা ২ ৩
২ ১ র র ২ ১ ২ ৫ ১ ২ n ৩ ৫
রিলাম্। তুবান্দেবা ৩ঃ। আবিভ্যু২ ৩ ৪ ষাঃ। তুজ্যা। মানোবাও ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫ ৩র২র৩৪র৫ ১ র র২১র ২ ১ ২ ১ ২ ৩
সস্থা ৫ বিবূঃ। ইন্দ্রমীশানমোজসা। অভিস্তোমৈরনূষা ২ ৩ তা। সাহস্রস্ধা ৩। স্যারাতা
৫ ১ ২ n ৩ ৫ ৪ ৪
২ ৩ ৪ য়াঃ। উতা। বাসোবাও ২ ৩ ৪ বা। তিভূ ৫ য়সীঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ৪ ৫ ৪৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
২। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩।
৪ ৫ ৪ ৫ ২ র n ৩২র ১ — র n ৩২র ১ - র n
ওহাওহা। পুরাম্ভিন্দুঃ। যুবাকাসী ২ঃ। অমিতৌজাঃ। অজায়াতা ২। ইন্দ্রোবিশ্বা।
৩ ২ ১ -- র n ৩ ২১ -- ২ ৩ ২র ১ -- র n
স্যকর্ম্মানা ২ঃ। ধর্ত্তাবজ্রী। পুরুষ্টুতা ২ঃ। তুবম্বলা। স্যগোমাতা ২ঃ। অপাবরা।
৩ ২র ১ -- র র n ৩ ২ ১ — র n ৩২র ১ -- ২ র ^
দ্রিবোবায়িলা ২ স্। তুবান্দেবাঃ। অবিভ্যুষা ২ঃ। তুজ্যামানা। সস্থাবায়িব্ ২। ইন্দ্রমীশ।
৩২র ১ — র ৩ ২র ১ -- n ৩২র ১ - র n ৩২র ১
নমোজাসা ২। অভিস্তোমৈঃ। অনুষাতা ২ সহস্রংযা। স্যরাতায়া ২ঃ। উতবাসা। তিভূয়াসী
- ৪ ৫ ৪৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
২ঃ। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩।
৪ ৫ ৪৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ৩
ওহাওহা। হো ৪ ঈডা। হো ৪ ইডা। হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১।২।৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "মারুতম্" এবং (২) "মহাবৈশ্বামিত্রম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ—পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্র সূচী।

ঈ।

উ।

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

গ।

চ।

জ।

ত।

পৃষ্ঠা।

ম।

— ঃ০ঃ—

য।

—:*:—

র।

শ।

স।

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা ॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব্ব।

(৬ষ্ঠ)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাত-সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-শিবপুরে

"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-[illegible]-শর্ম্মণা

মুদ্রিতা [illegible]

RMIC LIBRARY.
Acc No. 168278
Class No. 294.113 / সাবে
Date 11.3.93
St: Card
Class;
Cat.
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দশমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২
অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং জনয়ন্

৩ ১র ২র ৩ ২
প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎ

২র ৩ ১র ২র
সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভুবনস্য' (ত্রিলোকস্য, বিশ্বস্য) 'বিধর্ম্মন্' (ধারয়ন, ধারণকারী) 'গোপাঃ' (রক্ষকঃ, দেবঃ—সর্বস্ব ইতি যাবৎ) 'প্রজাঃ' (লোকান্) 'জনয়ন্' (জনয়তি, সৃজতি); 'প্রথমে' (প্রথমে আদ্যঃ, আদিভূতঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীমঃ) সঃ 'অক্রান্' (সর্বং অতিক্রামতি,

সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ ভগবান্ বিশ্বং সৃজতি রক্ষতি চ—ইতি ভাবঃ; 'অধিসানঃ' (অভিবিচামানঃ; বর্ষণশীলঃ, কামনাপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অদ্রিঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎকঠোরঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যে' (জ্ঞানযুক্তে) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ে বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ উপজয়তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-১খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকদিগকে সৃজন করেন; আদিভূত সমুদ্রবদসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন; (ভাব এই যে, সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন); কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণবৎ কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়)॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমুদ্রঃ'। যস্মাদাপঃ সম্রবন্তি স সমুদ্রঃ। অপাং বর্ষকঃ, 'গোপাঃ' স্বামিত্বেন সর্ব্বস্য রক্ষকঃ সোমঃ 'প্রথমে' বিস্তৃতে 'ভুবনস্য' উদকস্য 'বি ধর্ম্মন্' বিধারকেঽন্তরিক্ষে প্রজাঃ 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'অক্রান্' সর্ব্বমতিক্রামতি। ক্রমশ্চেলুঙি তিপীড়ভাবে বৃদ্ধৌ চ কৃতায়াং সিজ্‌লোপে মকারস্য 'মোনোধাতোঃ (৮।২।৬৪)'—ইতি নকারে রূপং। 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা, 'স্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ, 'অদ্রিঃ' আদরণশীলঃ, 'সঃ' সোমঃ অধিকং 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে অবিভবে পবিত্রে 'বৃহৎ' প্রভূতং 'ববৃধে' বর্দ্ধতে। 'গোপাঃ'—'রাজা'—ইতি পাঠৌ, 'অদ্রিঃ'—'ইন্দুঃ'—ইতি চ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§✱§:• ———

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আছে। তিনি বিশ্ব সৃজন করেন, এবং এই বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনি অনন্ত। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে—তিনি অতুলনীয়। তাঁহা হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ। অনন্ত অসীম তিনি—এই সান্ত বিশ্বের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বভাব মানুষের পরম অভীষ্ট প্রদান করে। মানবের চরম কাম্য বস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্ত্বভাবেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন আছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অনেক পদেরই কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, এবং যে সকল পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। নিরুক্তকার যাস্ক এবং বিবরণকার প্রত্যেকেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা অনেক স্থলেই বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। (১০অ ১খ ১সূ -১সা)॥*

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সত্ত্বভাব! অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং, অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়ুং' (বায়ুদেবং, আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'মৎসি' (মাদয়, তৃপ্তং কুরু); 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রভূতঃ তথা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫দ— ৬খ -৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

অভীষ্টবর্ষকৌ দেবৌ) 'মংসি' (আনন্দং প্রযচ্ছ, তর্পয়); 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেককেতনঞ্চ বলং, বিবেকশক্তিং) 'মংসি' (মাদয়, উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ) তথা 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'মংসি' (মাদয়, সঞ্জীবিতান্ কুরু); হে 'দেব'! 'রাধসে' (পরমধনলাভায়) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকস্থিতান্ সর্ব্বান্ ইতি ভাবঃ) 'মংসি' (মাদয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদিস্থিতেন সত্ত্বভাবেন বয়ং দেবত্বং লভেম—মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম; সর্ব্বে জীবাঃ পরমানন্দং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়স্থিত হে সত্ত্বভাব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তির জন্য আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে তৃপ্ত কর; মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়কে তর্পণ কর; বিবেকশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর; এবং দেবভাবসমূহকে সঞ্জীবিত কর; হে দেব! পরমধনলাভের জন্য দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলকে পরমানন্দ প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব লাভ করি—মোক্ষপ্রাপ্ত হই; সকলজীব পরমানন্দলাভ করুক।)। (১০অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং বায়ুং 'মংসি' মাদয়। কিমর্থং? 'নঃ' অস্মাকং 'ইষ্টয়ে' ঈপ্সিতায় অন্নায় 'রাধসে' ধনায় চ। তথা পবিত্রেণ পূয়মানস্ত্বং 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ চ 'মংসি' তর্পয়সি। কিঞ্চ 'মারুতং' মরুতাং স্বভূতং শর্দ্ধো বলঞ্চ মংসি। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'মংসি' হর্ষয়। হে 'দেব' স্তোতব্য! হে সোম! 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' চ 'মংসি' মাদয়। এতান্ হর্ষযুক্তান্ কৃত্বা অস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'রাধসেনঃ' - 'রাধসেচ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর; মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর; হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোকে মত্ত কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক অর্থাৎ সোমরস সম্বন্ধীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সমস্ত দেবতা তোমাকে পান করিয়া মত্ত হউন, দ্যুলোকভূলোকের

অর্থাৎ সমস্ত জীবের মত্ততা উৎপন্ন হউক। সোমরসের প্রভাবে সকলে মাতাল হইয়া যাউক, সমগ্রবিশ্ব সোমরসে ডুবিয়া যাউক! প্রার্থনাটা নিতান্ত মন্দ নয়। সমস্ত লোক মাতাল হউক,—এরূপ প্রার্থনা খুব অধঃপতিত মাতালের মুখ দিয়াও সম্ভবতঃ বাহির হইবে না। সমস্ত দেবতাকে ছাড়াইয়া একেবারে দ্যুলোকভূলোকবাসী সকলের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা যে অর্থে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাউক।

'সোম' অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের প্রার্থনা? সমস্ত দেবতাকে আনন্দিত, তৃপ্ত করিবার জন্ত। তাহার উদ্দেশ্য কি? 'ইষ্টয়ে', অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত। সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে কিরূপে? তাহার উত্তর এই প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে।

ভগবান্ এক, বহু তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। সেই বহুকেই এই মন্ত্রের মধ্যে আরাধনা করা হইয়াছে। "আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন ভগবানের পূজা করা হয়, তিনি যেন সেই পূজোপহার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। (১০অ—১খ—১সূ—২সা)।*

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র
মহত্তৎ সোমো মহিষশ্চকারাপাং

২র ৩ ২
যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।

১ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্য্যো

২ ৩ ১ ২
জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যঃ) 'মহৎ' (মহান্) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ, তেজঃসম্পন্নঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অপাং গর্ভঃ' (উদকানাং গর্ভভূতঃ জনয়িতৃত্বাৎ, অমৃতোৎপাদনং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (করোতি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'তৎ' (সঃ) সত্ত্বভাবঃ 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'অবৃণীত' (বৃণোতি, তৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) ; সত্ত্বভাবঃ অমৃতং তথা দেবভাবং সাধকস্য হৃদয়ে উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ ; 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'ইন্দ্রে' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতৌ দেবে, ভগবতি ইত্যর্থঃ) ; 'ওজঃ' (শক্তিং) 'অদধাৎ' (প্রযচ্ছতি, সত্ত্বভাবঃহি ভগবতঃ পরমশক্তিঃ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়তি ; সত্ত্বভাবাৎ জ্ঞানস্য শক্তিঃ বিকশিতা ভবতি ইত্যর্থঃ) ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বশক্তেঃ মূলকারণং—ইতি ভাবঃ (১০অ—১খ-১সূ—৩সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মহান্ তেজসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃতোৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সহিত মিলিত হয়েন ; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন) ; পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি ; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ।)। (১০অ—১খ—১সূ—৩সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ 'মহৎ' প্রভূতং তৎ কর্ম্ম 'চকার' অকরোৎ। কিম্বৎ কর্ম্ম ? 'অপাং গর্ভঃ' উদকানাং গর্ভভূতঃ। জনয়িতৃত্বাজ্জস্থাচ্চ। 'সঃ' সোমঃ 'দেবান্' 'আবৃণীত' সমভজত—ইতি যৎ তৎ কৃতবানিতি। কিঞ্চ, 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'ওজঃ' তৎপানেন জন্যং বলং 'ইন্দ্রে' 'অদধাৎ'। তথা 'ইন্দুঃ' 'সূর্য্যে' 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'অজনয়ৎ'। ৩।

* * *

তৃতীয় (১২৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা ভগবানের পরমশক্তি। এই শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন।

এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্ম্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—

তদ্দ্বারা তিনি আপনার চরমলক্ষ্য অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'মহিষঃ' পদে আমরা 'মহিমান্বিতঃ' 'তেজোসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'মহিষাঃ' পদে পূর্ব্বে (৩প ৫অ-২খ—২সা) 'মৃগাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'মহান্ পূজ্যঃ' অর্থই গৃহীত হইয়াছে॥ (১০অ—১খ-১সূ-৩সা)। *

— * —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ৩ ন ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ন৩৪৫
১। হারি। উহুবারি। অক্রা ৩ ৪ ঔহোবা। সমু। দ্রা ৩ঃ প্রথ। মেবিধর্ম্মান্।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫
জনা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্প্রা। জা ৩ ভুব। নস্তগোপাঃ। বৃষা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ন৩র ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র ৫ ১র
পবাগ্নি। ত্রে ৩ অধি। স্তানোঅব্যারি। বৃহা ৩ ৪ ঔহোবা। সোমো।

২র১র ২ ২ ৪ ৩ ২ ৩র ৪র৫
বাবৃধে। স্বা ৩ ৪ ৩। নো ৩ আ ৫ দ্রা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২ ১ র২ন৩৪৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২১র ২ন৩৪ ৫
বায়ুম্। ইষ্টয়েরাধসেনাঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। মিত্রা। বরুণা। পূয়মানাঃ।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ২ ৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫
মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। শর্দ্ধো। মারুতম্। মৎসিদেবান্। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২ ১ র ২ ২ ৪ ৩ ২ ৩র৪র৫
দ্যাবা। পৃথিবী। দা ৩ ৪ ৩ য়ি। বা ৩ সো ৫ মা ৬ ৫ ৬। মহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
ঋৎসো। মো ৩ রহি। বশ্চকারা। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। যদ্দা। ভো ৩ অবৃ।

২ন৩ ৪৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২ন৩৪ ৫
ণীতদেবান্। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। ধাদাগ্নি। দ্রে ৩ পবা মানওজাঃ।

২ ন ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র১র ২
হারি। উহুবারি। অজা ৩ ৪ ঔহোবা। নয়াৎ। সুরিয়ে। জ্যো ৩ ৪ ৩।

২ ৪
তী ৩ রা ৫ য়িম্ ৬ ৫ ৬ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৭খ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২র র ২ র ১ ২ ৪ ২৩১১১১
২। হাউহোবা ৩ হায়ি। আক্রান্‌সমুদ্রা ৩ প্রা। থমে ৩ বী ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্।

২ ৪র ১ ২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র ৪র ১
জনয়ন্‌ প্রজা ৩ ভু। বনা ৩ স্যা ৩। গোপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষাপবিত্রে ৩ আ।

২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র ৪র ১ ২ ৪
ধিনা ৩ নো ৩। অব্যা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বৃহৎসোমো ৩ বা। বৃধেন্দু ৩ বা ৩।

২র ২ র ২ ২র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১
নো অদ্রা ৩ ২ উ॥ মৎসিবায়ু৩ মায়ি। ইষেরা ৩ ধা ৩। দেনা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২ ৪র ১ ২ র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৪র ১
মৎসিমিত্রা ৩ বা। রুণাপূ ৩ য়া ৩। মানা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। মৎসিশর্দ্ধো ৩ মা।

২ ৪ ২র৩১ ১ ১ ১ ২ রু৪র ১ ২ র ৪
রু তস্মা ৩ ৎ দী ৩। দেবান্‌ ৩ ৪ ৫ ন্। মৎসিস্থাবা ৩ পা। থিবীদে ৩ বা ৩।

২র ২ র ৪র ১ ২ ৪ ২র৩ ১ ১ ১
সোমা ৩ ২ উ॥ মহত্তৎসোমো ৩ মা। হিবা ৩ শ্চা। কারা ২ ৩ ৪ ৫।

২ র ৪র ১ ১ ৪ ২র৩ ১ ১ ১ ১ ২ র ৪র ১
অপাংযদগর্ভো ৩ আ। বৃণী ৩ তা ৩। দেবা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। অদধাদিন্দ্রে ৩ পা।

২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ ৪র ১
বমা ৩ না ৩ ঃ। ওআ ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূ ৩ রী।

২র ৪ ১ ১ ১ ১
য়েজ্যো ৩ তী ৩ ঃ। ইন্দা ৩ ২ উবা ৩ ৪ ৫।

* • *

২র র ২ র ২৩৪ ২
৩। হাউহোবা ৩ হায়ি। অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃপ্রথমে ৩ ৪ ৩ বিধর্ম্মন্‌ * জনয়ন্‌-

র ২৩র৫রে ২ র র ২র ৩ ৫ ২
প্রজাভুবনা ৩ ৪ ৩ স্যগোপাঃ। বৃষাপবিত্রেঅধিনা ৩ ৪ ৩ নো অব্যায়ি। বৃহৎ-

র র র র ৩র ৩৫ ৪র ২ র র
সোমোবাবৃধেস্থবা ৩ ৪ ৩ নোঅদ্রায়ি। নোআ ৫ দ্রাউ। মৎসিবায়ুমিষ্টয়েরা

২৩র৫ ২ র র ২৩র৫ ২ র র
৩ ৪ ৩ ধসেনঃ। মৎসিমিত্রাবরুণাপূ ৩ ৪ ৩ য়মানঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্মা

২৩র৫রে ২ র র র ২৩র৫ ৪
৩ ৪ ৩ ৎ সিদেবান। মৎসিত্তাবাপৃথিবীদে ৩ ৪ ৩ বসোম। বসো ৫ মাউ।

২ র র ২৩র৫ র ২৩৫
মহত্তৎসোমোমহিষা ৩ ৪ ৩ শ্চকারম্। অপাংযদ্গর্ভোঽবৃণী ৩ ৪ ৩ তদেবান্।

২ র র ২৩র৫ ২র র ২ র র
অদধাদিন্দ্রেপবমা ৩ ন ৩ নওজাঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো।

২৩৫ ৪
৩ ৪ ৩ তিরিন্দুঃ। ভিয়া ৫ য়িদাউ। বা।

* * *

১ -- ১র ২ ১ ২ র ১ -- ১ --
৪। হোঈ ২। ৩। অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথ। মেবিধার্ম্মা ২ ন্। ধার্ম্মা ২ ন্।

১ ১ ২১র ২ ১ -- ১ -- ১২র ১২র
ধার্ম্মারন্। জনয়ন্প্রজাভুব। নস্যগোপা ২ ঃ। গোপা ২ ঃ। বৃষাপবিত্রে-

১২১র২র ১ — ১ — ১ — ২১ র র২র র র
অধিসানোআব্যা ২ য়ি। আব্যা ২ য়ি। আব্যা ২ য়ি। বৃহৎসোমোবাবৃধেসুবা।

র ১ — ১ — ১ — ১ ২র ১২১ র ২ ১ --
নোআদ্রা ২ য়ি। আদ্রা ২ য়ি। আর্দ্রা ২ য়ি। মৎসিবায়ুমিষ্টয়ে। রাধসেনা ২ ঃ।

১ — ১ -- ১ ২ ১র ২র র ১ -- ১ --
সেনা ২। সেনা ২ ঃ। মৎসিমিত্রাবরুণা। পূয়মানা ২ ঃ। মানা ২ ঃ।

১ -- ১ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ — ১ —
মানা ২ ঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্। মৎসিদেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্।

১ ২১র র২ ১র ২র ১ -- ১ — ১ — ২১ ২র ২
মৎসিদ্যাবাপৃথিবী। দেবসোমা ২। সোমা ২। সোমা ২। মহত্তৎসোমোমহি।

১ -- ১ -- ১ -- ২র ২ র র ১ —
যশ্চকারা ২। কারা ২। কারা ২। অপাযদ্গর্ভোঽবৃ ণীতদায়িবা ২ ন্।

১ — ১ — ১ ২র ২র ১ ২র ১ — ১ --
দায়িবা ২ ন্। দায়িবা ২ ন্। অদধাদিন্দ্রেপব। মানওজা ২ ঃ। ওজা ২ ঃ।

১ — ১ ২ ১র২র১র ২১ — ১ — ১
ওজা ২ ঃ। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো। তিরাবিন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দু ২ ঃ।

১ -- ১ n ২ ৫র র ৩১১১১
হোঈ ২। বা। হোয়া ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫। *

---

* এই পূক্তোত্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "কাউত্বপারিষাদিতম্" (২) "মহাদামরাজম্" (৩) "বৈষ্ণবপ্রতি-ষোড়শম্" এবং (৪) "বাৎসপ্রম্"।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ৫র ২র ৩১ ২
এষ দেবো অমর্ত্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে।
৩১র ২র ৩ ১২
অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ, নিত্যঃ) 'এষঃ' (অয়ং, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'পর্ণবীরিব' (পক্ষী যথা বেগেন গচ্ছতি তদ্বৎ শীঘ্রবেগেন) 'দ্রোণানি' (হৃদয়রূপ-পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'আসদং' (আগচ্ছতি অপিচ 'দীয়তে' (শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপ্নোতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ-১খ-১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, সেইরূপ শীঘ্রবেগে আমাদিগের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন।) ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণরহিতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ 'অভি' লক্ষ্য 'আসদং' আসত্তুং আসদনার্থং 'পর্ণবীরিব' যথা পক্ষী তথা বেগেন 'দীয়তে' গচ্ছতি। 'দীয়তে'—'দীয়তি'—ইতি পাঠৌ। (১০—১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১২৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:॰:———

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা দ্বারা সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর একটী আংশিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহা

এই,—"মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।" সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহির করা হইয়াছে, নীচে দ্রোণকলস স্থাপিত রহিয়াছে। ছাকুনির উপর সোমরস রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাকুনির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কলসের মধ্যে পতিত হইতেছে। পতনের এই বেগকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যেন 'পর্ণবীরিব' উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। পাখী যেমন দ্রুতবেগে আপনার আশ্রয়স্থল কুলায়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে সোমরস দ্রোণকলসের মধ্যে ধাবিত হইতেছে।

কিন্তু সোমরসকে মরণরহিত বলিবার তাৎপর্য্য কি? মরণরহিত অর্থাৎ নিত্য, অবিনশ্বর। জাগতিক ধ্বংসশীল বস্তু সোমরসকে নিত্য বলাতে অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রে এই অসঙ্গতি দোষ নাই। ভগবান্ নিত্য অবিনশ্বর। ভগবৎশক্তিরও কখনও ধ্বংস নাই, বিলয় নাই—উহা অনাদি অনন্ত। মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে,—তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, আমরা যেন তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করি - প্রার্থনায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমরা হীন পতিত বলিয়া কি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হইব? এস প্রভো, এস, আমাদের হৃদয়ে আগমন কর। তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক। তোমার জন্যই যেন হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিয়াছি। হয় তো বা তাহা তোমার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তুমিই দয়া করিয়া তাহা পবিত্র করিয়া দিবে, তোমার উপযুক্ত করিয়া লইবে বলিয়া যে কত আশায় বসিয়া আছি। ওগো প্রাণের দেবতা, আমাদের অসম্পূর্ণতা, দীনতা কি তোমার অপরিজ্ঞাত! অন্তর্য্যামী-রূপে তুমি তো সকলই অবগত আছ। আমাদের হীনতা-কালিমা দূরীভূত করিয়া দাও, তোমার অধম সন্তানকে তোমার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর। ওগো, দীনদয়াল, আমরা যে শক্তির অভাবে, সাধনার অভাবে তোমা হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। শীঘ্র এস দেব! আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও, আমাদিগকে আর দূরে রাখিও না। আমাদের হৃদয়কে তোমার আবাসভূমিতে পরিণত কর। এস, এস দেব! এই হীন পঙ্কিল হৃদয়ে আগমন কর, আমরা চিরদিনের জন্য পরাশান্তি লাভ করি।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অমর্ত্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁহার, ধ্বংস নাই। জগতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর সমস্ত ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্ত্যঃ এষঃ দেবঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিতে পারে। আমরা তাই 'দেবঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—ভগবান্। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—১খ—২সূ—১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রৈঃ' (মেধাবিভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'অভিষ্টুতঃ' (স্তুতঃ, আরাধিতঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'দধৎ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'অপঃ' (অমৃতং) 'বি গাহতে' (বিশেষেণ প্রাবিশয়তি, দয়াকুরূপেণ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহেণ সাধকাঃ পরমধনং তথা অমৃতং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ। (১০অ - ১খ - ২সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত ভগবান সাধককে পরমধন এবং অমৃত সম্যকরূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধকগণ পরমধন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রৈঃ' মেধাবিভিঃ স্তোতৃভিঃ 'অভিষ্টুতঃ' আভিমুখ্যেন স্তুতঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'দধৎ' ধারয়ন্ প্রযচ্ছন্। 'অপঃ' বসতীবরী 'বি গাহতে' প্রবিশতি॥ (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ দুইটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—"বিপ্রৈঃ অভিষ্টুতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ কি? জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন, অজ্ঞান লোক তাহার আরাধনা করে না, ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়?

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানিগণ জ্ঞানজ্যোতিতে আপনাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করিতে পারেন, অজ্ঞান ব্যক্তি কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানিগণ আপনাদের অন্তর্দৃষ্টিবলে জীবনের প্রকৃত চরম মঙ্গল জ্ঞাত হইয়া তৎসাধনার্থ ভগবদারাধনায় নিয়োজিত হয়েন।

ভগবৎ পূজা ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনাঙ্গ দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা তাঁহাদের সাধন-প্রভাবে মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এবং উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট হয়েন। 'জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন'—বলিলে ভগবানের মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় না। উহাতে জ্ঞানিগণের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিচয় কি ভাব প্রকাশ করে? ভগবানের পূজা আরাধনার দ্বারা মানুষ যে পবিত্রতা ও মহৎ ভাবের অধিকারী হয়, তাহাই তাহাকে উচ্চতর লোকে লইয়া যায়। ভগবানের মহত্ত্ব, তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা ধারণা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে। যাহার অথবা যে বস্তুর চিন্তা করা যায়, চিন্তাকারী সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত অবিরত মানসিক সান্নিধ্যবশতঃ তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; চিন্তাকারীর মানসিক গতি-প্রবৃত্তি চিন্তিত বিষয়ের অনুগামী হয়—ইহা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ভগবানের ধ্যানধারণা ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করাতে সাধকের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাব হয়, ভগবানের সহিত অন্তরের যোগ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যাহাতে মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, মানুষের সহিত যাহাতে মানুষের যোগ হয় অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। সাধকগণ সেই আরাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দ্বারা ভগবানের ভাবধারা মানবের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং সাধক তাঁহার আপনার সত্তা সেই বিশ্বসত্তা ভগবানের মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ হয়েন। এই যে মহতী প্রাপ্তি—এই যে আত্মবিলীন, তাহা ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবান্ সাধককে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনব্যাকুলতার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধি প্রদান করেন। জ্ঞানিগণ ভগবানের কৃপায় এই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

এই ভগবৎপ্রাপ্তিই অমৃতত্ব। সসীম মানুষ যখন আপনার ক্ষুদ্রসত্তা অনন্ত সত্তায় বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। নদী যখন মহাসমুদ্রে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তখন মহাসমুদ্রের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। তখন তাহার ধ্বংসের ভয় থাকে না। কারণ, মহাসমুদ্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই—উৎপত্তিকারণে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই—মহত্ত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ সেই অমৃতত্ব, অনন্তত্বই লাভ করেন। মন্ত্রে ইহাই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রার্থের মধ্যে একটী উদ্বোধনাও আছে। তাহা এই যে,—"হে মোহান্ধ মানব! সেই পরমদেবতাকে পাইবার জন্য তাঁহার চরণে আত্মবিলয়

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পাপহারক ভগবান্, সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সত্যকাম) স্তোতাগণের দ্বারা আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলকঃ। ভাব এই যে,—সাধকগণ আত্মশক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনা-পরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—৫সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' 'সোমঃ' 'দেবঃ' 'বিপন্যুভিঃ 'স্তোতৃভিঃ 'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞকামৈঃ সত্য কামৈর্ব্বা 'হরিঃ' অশ্বইব 'বাজায়' সংগ্রামার্থং 'মৃজ্যতে' স্তুতিভিরলংক্রিয়তে। ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১২৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§ ❀ §:• ———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকগণ—প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত জনগণ, ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাউক।

ভাষ্যকার প্রথমেই সোমরসকে মন্ত্রের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা সোমরসের কোনও সন্ধান পাই নাই। সোমরসের সঙ্গে 'হরিঃ' পদ থাকিলেই অন্যত্র ভাষ্যকার উহার অর্থ করেন 'হরিদ্বর্ণঃ' অথবা 'হারকঃ'। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন 'অশ্ব'। আবার এই অশ্বকে যুদ্ধাশ্বে পরিণত করিবার জন্য মন্ত্রান্তর্গত 'বাজায়' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'সংগ্রামার্থং' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধাশ্ব অসজ্জিত অবস্থায় সংগ্রামস্থলে যায় না। সুতরাং তাহার জন্য সাজসজ্জাও চাই। সেই জন্যই যেন 'মৃজ্যতে' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'অলঙ্ক্রিয়তে' অর্থাৎ অলঙ্কার দ্বারা সাজান হয়। মূলে আছে—কেবল মাত্র 'হরিঃ' পদ। কিন্তু তাহার অর্থ করা হইয়াছে—'অশ্বঃ ইব'। সোমরস তো আর অশ্ব নয়! সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য 'ইব' শব্দ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত গোলমাল করিয়া মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল,—"সোমরসকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" অর্থাৎ যুদ্ধাশ্ব যেমন সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে যায়, সোমও তেমনি অলঙ্কৃত হইয়া সংগ্রামার্থে যান! আচ্ছা, সোমরস কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? কেনই বা যুদ্ধ করিবে? তরল মাদকদ্রব্য কাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? যদি রূপক

বলিয়া ব্যাখ্যাটীকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই রূপকের মর্ম্ম কি? মাদকদ্রব্য যে মানবের কি উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে আমরা অসমর্থ। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ—১খ—২সূ ৫সা)॥

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এষ দেবো বিপা কৃতোঽতিহ্বরাꣳসি ধাবতি।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদাভ্যঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বিপা কৃতঃ' (স্তুতিভিঃ আরাধিতঃ সন্) 'হ্বরাংসি' (শত্রূন্) 'অতিধাবতি' (হন্তুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন্ লোকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ—২সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক অজাতশত্রু ভগবান্ স্তুতির দ্বারা আরাধিত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হইয়া লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপা' অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ২৫।৯)। অঙ্গুল্যা 'কৃতঃ' অভিষুতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'হ্বরাংসি' শত্রূন্ 'বি ধাবতি' হন্তুমভিগচ্ছতি। (১০অ ১খ—২সূ ৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (১২৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, মূলমন্ত্রের সহিত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,— "অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিযুত হইয়া গমন করেন।" ভাষ্যাদির সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে, কোন কোন পদের ব্যাখ্যা এই অনুবাদে প্রদত্ত হয় নাই। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

ভাষ্যকার পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'এষঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'সোমঃ' অর্থাৎ সোমরস। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের 'বিপস্থাভিঃ' পদে 'স্তোতৃভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রের 'বিপা' পদে 'অঙ্গুলি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সোমরসের' প্রস্তুত প্রণালীর সহিত ঐক্য রাখিবার জন্য 'বিপা' পদের অর্থব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। তাহাতে 'বিপা কৃতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত'। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই অভিষবণ ক্রিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হয় না। অথবা যদি বলা হয় যে, সোমরসের অভিষবণ ক্রিয়ার সময় অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সোমরস প্রস্তুতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াতেই অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে কোন একটা বিশেষ অর্থ নিষ্কাশন করিবার জন্যই ভাষ্যকার 'বিপা' পদের অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অর্থ—সোমরস প্রস্তুত কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং আমরা এখানে সোমরসাত্মক কোনও অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যাদিতে 'সোমরস' অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতির দিক হইতে বিরোধ ঘটিয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যার্থ এই যে, সোমরস অভিযুত হইয়া শত্রুনাশের জন্য গমন করেন, অর্থাৎ শত্রুনাশ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'হ্বরাংসি' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ 'গমন করেন' অর্থদ্বারা 'অতি ধাবতি' পদের ভাব পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুবাদকার মন্ত্রের প্রচলিত ভাবও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যাতেও মন্ত্রের ভাব রক্ষিত হয় নাই। 'এষঃ' পদের অর্থে যদি 'সোমকেই' গ্রহণ করা যায়, তবে সেই সোম শত্রুদিগকে হনন করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? সোমরসের শত্রু কে? তাহা কি পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা? মাদকদ্রব্যের শত্রু তাহাই হওয়া সম্ভবপর। যদি তাই হয়, তবে সেই পবিত্রতাও সৎবৃত্তিকে নাশ করিবার জন্যই কি সাধক মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন? আর যদি বলা হয় যে, মানুষের শত্রু নাশ করিতে যাইতেছেন, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—মদ্য মানুষের শত্রু নাশ করে কিরূপে? সে নিজেই যে মানুষের ভীষণ শত্রু! তাই আমাদের ধারণা সোমরস অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের মূলভাব নষ্ট করিয়াছেন।

168278
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE

আমরা মনে করি, 'এষঃ দেবঃ' পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই অহিংসিত—অজাতশত্রু। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, কিন্তু তিনিই মানবের শত্রুবিনাশ করেন, মানবকে রিপুজয়ী করেন। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)। *

— * —

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাᳩসি ধারয়া।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) লোকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (তিরস্কৃত্য, অপসৃত্য) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'দিবং' (দ্যুলোকং দ্যুলোকবৎ উন্নতহৃদয়ং) 'বি ধাবতি' (প্রধাবতি, গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন লোকাঃ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি—মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ ২সূ ৭সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞান প্রদান করতঃ লোকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া ধারারূপে দ্যুলোকের ন্যায় উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে।)। (১০অ—১খ—২সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধারয়া' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' অভিষূয়মাণঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ যজ্ঞাৎ 'দিবং' স্বর্গং প্রতি 'বি ধাবতি'। (১০অ—১খ—৩সূ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সপ্তম (১২৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মোক্ষপ্রাপক শক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি সাংসারিক রজোতমঃজনিত উদ্বেগজড়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উচ্চতর লোকে—দ্যুলোকে গমন করিতে পারেন। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" 'রজাংসি' পদে ভাষ্যকার 'লোকান্' অর্থাৎ 'মানুষ সকলকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'তিরঃ' পদের অর্থ 'তিরস্কুর্ব্বন্'। তাই এই দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্'—বাংলা প্রচলিত ব্যাখ্যা-"লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া"। সোমরস লোকসমূহের সহিত কেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, আর লোকসমূহ যে কিরূপে পরাভূত হইল, তাহা বুঝা যায় না। মানুষ মন্ত্রের প্রভাবে হতজ্ঞান হয়, আপনার মনুষ্যত্ব বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া পশুর অধম হইয়া পড়ে, ইহাই কি সোমরসের জয়লাভ? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ কি সোমরসের এই শক্তিই কীর্ত্তন করিতে চাহেন? তাহা যদি না হয় তবে 'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্' অথবা 'লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশ সমূহের অর্থই বা কি? আবার সোমরস লোকসমূহকে কেবলমাত্র পরাভূত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি নিজে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করেন। অবশ্য সেই সঙ্গে পরাভূত লোক-সমূহকেও স্বর্গে লইয়া যান কিনা তাহার কেন উল্লেখ নাই। এই তো গেল, বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা!

এখন আমরা মন্ত্রের কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই দেখা যাউক। 'রজাংসি' পদ 'রজঃ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। 'রজঃ' বলিতে মানবের অন্তরস্থিত রজোভাবকে লক্ষ্য করে। যে ভাবের প্রাবল্য হইলে মানুষ নানাবিধ কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যে ভাব রাগ-দ্বেষাদি-জনক, সেই ভাবই রজোভাব। সত্ত্বরজঃতমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে রজঃ ভাব তমোগুণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ রজের চাঞ্চল্য তমের মৃত্যুজনক জড়তার অপেক্ষা ভাল। রজোকে হয়তঃ সাংসারিক কাজে লাগান যাইতে পারে। কিন্তু তমঃ কেবলমাত্র অধঃপতনেরই সহায়। কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে যাইতে হইলে এই রজঃকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে "রজাংসি তিরঃ" অর্থাৎ "রজোভাবকে অপসৃত করিয়া"। শুদ্ধসত্ত্ব রজোভাবের অস্তিত্বও সহ্য করিতে পারে না। তমঃ ও রজঃ যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। 'শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকপ্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থই এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে দ্যুলোকে লইয়া যায়, মোক্ষপ্রদান করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১০অ—১খ—২সূ - ৭সা)। *

* এই—সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাংস্যস্তৃতঃ।

১ ২ ৩ ২
পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অস্তৃতঃ' কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'স্বধ্বরঃ' (সুযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সাধকানাং সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতা ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (অপসৃত্য) 'দিবং' (দ্যুলোকং তেষাং দ্যুলোকবদুন্নত হৃদয়ং) 'ব্যাসরত্তি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রকারকঃ অজাতশত্রুঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান্ মোক্ষং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ - ১খ - ২সূ - ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক, অজাতশত্রু, সাধকদিগের সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতা, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া, তাহাদিগের দ্যুলোক উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রকারক অজাতশত্রু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে মোক্ষ প্রাপ্ত করান।)। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'স্বধ্বরঃ' সুযজ্ঞঃ 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ বজ্রাৎ 'দিবং' প্রতি 'ব্যাসরৎ' বিসরতি গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (১২৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুরূপ। পূর্ব্ব মন্ত্রের "রজাংসি তিরঃ" পদদ্বয় বর্ত্তমান মন্ত্রে ও আছে, এবং মন্ত্রের এই দুই পদ উপলক্ষে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"ক্ষরণশীল

এই সোম সুন্দর বজ্রবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।" আবার সেই লোক-সমূহকে পরাভূত করা! এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রেই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি।* সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'স্বধ্বরঃ' পদের তাৎপর্য্য - 'সুযজ্ঞঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; তাই, শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্বধ্বরঃ' বলা হইয়াছে। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আলোচনা করা হইয়াছে। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

———:০:———

নবম সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২   ৩ ২৩   ১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

১ ২   ৩ ১ ২
হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নেন জন্মনা' (আদিভূতেন জন্মহেতুনা, সৃষ্টেঃ আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্য.' (দেবার্থং, ভগবৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অর্ষতি' (আরোচতে, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-১খ-২সূ-৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং ।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননেন 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'পবিত্রে' স্থাতুং 'অর্ষতি' গচ্ছতি। ৯। *

* * *

নবম (১২৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— • —— — —

সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। পবিত্রতা, পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করে। সাধকগণ সাধনাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অপবিত্রতা মলিনতা ভস্মীভূত করেন। তাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় সত্ত্বভাব—সাধক ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সেতু। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক ভগবানের চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারেন।

সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দুই দিক দিয়া এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি,—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং এই দিক্ দিয়া সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ সত্ত্বভাব।

ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক। ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ তাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই পরমধন সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন, তিনি অনায়াসেই এই পাপমোহ-প্রলোভনপূর্ণ সংসারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১০অ ১খ ২সূ - ৯সা)।

——:০:——

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২৩ ১২

এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।

১ ২৩ ৩ ২

ধারয়া পবতে সুতঃ॥ ১০॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (২অ—৩খ-১সূ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'পুরুব্রতঃ' (বহুকর্ম্মা) 'এষঃ স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'জনয়ন্' (উৎপাদয়ন্, প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'পবতে' (ক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ প্রভূতপরিমাণং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ পবিত্র বহুকর্ম্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করতঃ নিশ্চিতরূপে প্রভূতপরিমাণে সাধকদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রভূতপরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষ উ স্যঃ' এষ চ স সোমঃ 'পুরুব্রতঃ' বহুকর্ম্মা 'জজ্ঞানঃ' জায়মান এব 'ইষঃ' অন্নানি 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ধারয়া' 'পবতে' ক্ষরতি। (১০অ-১খ-২সূ-১০সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

দশম (১২৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন সেই শুদ্ধসত্ত্বের কয়েকটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সাধকের প্রাপ্তির স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হইব।

শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা। শুদ্ধসত্ত্ব বহুকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন কিরূপে? ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সেই শক্তি উন্মেষিত হয়, তিনি স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে সর্ব্ববিধ সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। সুতরাং 'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা বলাতে শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষণ—'সুতঃ' অর্থাৎ পবিত্র। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতার আধার। শুধু তাই নয়, পবিত্রস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। সত্ত্বভাব যাঁহার হৃদয়ে উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা কালিমা সমস্তই দূরীভূত হয়, ভস্মীভূত হয়। তাই সত্ত্বভাব—'সুতঃ' বা বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধকারক।

মন্ত্রান্তর্গত 'অজ্ঞানঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'যজ্ঞানঃ' পদের অর্থ— 'উৎপদ্যমানঃ', 'জায়মানঃ' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে— শুদ্ধসত্ত্ব উৎপদ্যমান হয় কিরূপে? তাহা তো স্বতঃবর্তমান। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের তো উৎপত্তি বিনাশ নাই, তবে তাহা আবার জন্মে কিরূপে? আরও একটা প্রশ্নের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। জ্ঞান তো অনাদি অনন্ত, উহাও তো স্বতঃবর্তমান। তবে কাহারও মধ্যে জ্ঞানসঞ্চারের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? সত্ত্বভাব অথবা জ্ঞান নিত্য বর্তমান আছে সত্য ; মানুষের হৃদয়েও তাহার বীজ নিহিত আছে সত্য ; কিন্তু যে পর্যন্ত না সেই জ্ঞানবীজ অথবা সত্ত্বভাব পরিস্ফুট হয়, যে পর্যন্ত না তাহা সাধকের হৃদয়ে বিকাশলাভ করে, সেই পর্যন্ত তাহা দ্বারা সাধকের কোন উপকারই সাধিত হয় না। সত্ত্বভাব সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও তাহা কোনও বিশিষ্ট সাধকের মনে নূতনভাবে বিকাশলাভ করে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে 'অজ্ঞানঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অনাদি অনন্ত হইলেও সত্ত্বভাব-সম্বন্ধে এই পদ অনন্ত ভবিষ্যৎকাল পর্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারিবে ; কারণ অনন্ত অতীতকাল হইতে লোক যেমন সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই এক ঘটনা, জ্ঞানোদয় সত্ত্বভাবোদয়, প্রাত্যহিকই সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং উহা যেমন নিত্যপুরাতন, তেমনি চিরনূতন। এখানেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে 'অজ্ঞান' পদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাববিপর্যায় ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"এই বহুকর্ম্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।" (১০অ-১খ-২সূ-১০সা) ।

— * —

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

৩২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ' (বিক্রান্তঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অণ্ব্যা' (সূক্ষ্মতয়া) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি যাবৎ); তথা 'আশুভিঃ' (আশুমুক্তিদায়কৈঃ) 'রথেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'ইন্দ্রস্য নিষ্কৃতং' (ভগবতঃ সামীপ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভতে, ততঃ তৎশুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তার পর সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবৎ সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন)॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ 'অণ্ব্যা' অঙ্গুল্যা অভিষুতঃ 'ধিয়া' কর্ম্মণা অভিগচ্ছতি। কীদৃশঃ? ইতি উচ্যতে—'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং বর্ণান্তং প্রতি 'আশুভিঃ' শীঘ্রগামিভিঃ 'রথেভিঃ' রথৈঃ 'গচ্ছন্' ইত্যেবং রথেঃ বহ্নানাং স্ব-স্থান-গমনাঙ্গুল্যা অভিষূয়মাণঃ সন্ দ্রোণ-কলশং গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা পৃথক্‌ভাবে এই উভয় অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। মন্ত্রের উভয় অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম্ম সাধন করে, অথবা ভগবৎসমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।

কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তজ্জন্য 'পূ
বিবায়ন্তে'—প্রভূত পরিমাণ সমৃদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেয় অর্থাৎ তাঁহাদের
প্রভাবেই সাধক সমৃদ্ধি লাভ করেন।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব
অবগত হওয়া যাইবে। "যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল
কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।" (১—২খ—১সূ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপ দ্রোণেষায়বঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র

প্রচক্রাণং মহীরিষঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'প্রচক্রাণং' (কুর্ব্বাণং, প্রাবিণং, দাতারং ইত্যর্থঃ) 'মর্জ্জ্যং' (শোধনীয়ং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং—সত্ত্বভাবং) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—সাধকাঃ) 'দ্রোণেষু' (হৃদয়রূপকলসেষু, হৃদয়েষু) 'উপমৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ধারয়ন্তি বা ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহতী সিদ্ধিদাতা, শোধনীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে সাধকগণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ (ধারণ) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদন করেন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ 'এতং' সোমং 'মর্জ্জ্যং' 'উপযুঞ্জন্তি' নিষ্পীড়য়ন্তীত্যর্থঃ। কুত্র? 'দ্রোণেষু' দ্রোণকলশেষু। কীদৃশং? 'মহীঃ ইষঃ' মহান্ত্যন্নানি 'প্রচক্রাণং' কুর্ব্বাণং প্রভূত-রস-প্রাবিণমিত্যর্থঃ॥ (১০অ - ২খ - ১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রে সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে একটা বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে—'মর্জ্জ্যং' অর্থাৎ মার্জ্জনীয়, শোধনীয়-যাহাকে শোধন করিতে হইবে অথবা যাহা শোধন করার যোগ্য। ভাষ্যকার এই বিশেষণটীকে সোমরসের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, -"মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূত রস প্রদান করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাতে একটী সমস্যার উদয় হইতেছে। ব্যাখ্যাকার স্পষ্টতঃই মন্ত্রকে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই সোমরস প্রস্তুতের যে প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বর্ণনার সহিত তাহার সঙ্গতি হইতেছে না। সোমকে প্রস্তরফলক দ্বয়ের মধ্যে নিষ্পীড়িত করা হয়, তাহার পর সেই নিষ্পীড়িত সোমলতা হইতে রস বাহির করা হয়, অবশেষে ছাঁকিয়া দ্রোণকলসে রক্ষিত হয়,—ইহাই মোটামোটী সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর সারকথা। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুবাদকার বলিতেছেন—"সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে।" দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিবে কিরূপে? কলসের ভিতর কি সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করা হয়? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রচলিত মতবাদের দিক দিয়াও মন্ত্রার্থ সঙ্গত হয় নাই। ভাষ্যকারও এক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। কাজে কাজেই উভয় ব্যাখ্যাতেই অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়।

এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমরসের অধ্যাহার। মূলে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং প্রকৃতপক্ষে কোন প্রসঙ্গ আসিতেও পারে না। তাই বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতানুসারেও অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়। সোমরসের অধ্যাহার করায় মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদেরও অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'মহীঃ ইষঃ' পদদ্বয়ে মহৎসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করিতেছে। যে সেই পরমবস্তু দান করিতে পারে, তাহাকেই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সোমরস কি মানুষকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে? 'দ্রোণেষু' পদে সাধকের হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত থাকে। সাধনা দ্বারা তাহাকে পরিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ করিতে হয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সত্ত্বভাবই থাকে

না, তাহার সহিত রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকে। সেই রজঃ ও তমঃকে সাধনবলে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করিতে পারিলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন। সাধকের সাধনার এই তত্ত্বই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ-৩সা)। *

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদী' (যদা) 'ভূর্ণয়ঃ' (ভরণশীলাঃ সাধনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'তুঞ্জন্তি' (গচ্ছন্তি, ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি), তদা 'শুন্ধ্যাবতা পথা' (শুদ্ধিগতা পথা, সন্মার্গেণ, সন্মার্গানুসরণেন, সৎকর্ম্মসাধনেন চ ইতি ভাবঃ) 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, পরমমঙ্গলসাধকঃ, যদ্বা—নিহিতঃ, বিশ্বে বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ) তৈঃ 'অন্তঃ' (অন্তরমধ্যে, হৃদি) 'বিনীয়তে' (প্রকৃষ্টরূপেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ)। (১০অ—২খ-১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগমন করেন, তখন সন্মার্গানুসরণের ও সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমমঙ্গলসাধক (অথবা বিশ্বে বর্ত্তমান) প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাদের কর্ত্তৃক অন্তরমধ্যে—হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'হিতঃ' নিহিতঃ হবির্দ্ধানে 'বি নীয়তে' তস্মাৎ স্থানাৎ আহবনীয়ং প্রতি 'অন্তঃ' তয়োর্মধ্যদেশে 'শুভ্রাবতা' শুদ্ধিমতা 'পথা' মার্গেণ 'যদি' যদা 'তুঞ্জন্তি' প্রযচ্ছন্তি দেবেভ্যঃ 'ভূর্ণয়ঃ' ভরণশীলাঃ অধ্বর্য্যাদয়ঃ; তদা বিনীয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। 'শুদ্ধ্যাবতা'— 'শুভ্রাবতা'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-২খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতার বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম (হবির্দ্ধানে) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহ্বনীয় দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" ব্যাখ্যাটী অধিকাংশস্থলেই ভাষ্যানুসারী। 'আহ্বনীয়' পদ-স্থলে ভাষ্যে 'আহবনীয়' পদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই সম্ভবতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে শুদ্ধ পদ। কিন্তু 'আহ্বানীয়' অথবা 'আহবনীয়' যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা কোনও ভাবই অধিগত হয় না। উপরে উদ্ধৃত বাংলা অনুবাদের যে কোন সঙ্গত অর্থ হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। মন্ত্রের এক একটী অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। "এই সোম হবির্দ্ধানে আহিত হইয়া, নীত হইয়া"—এই বাক্যাংশের কি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে? 'হবির্দ্ধানে আহিত' অথবা 'নীত' হওয়ার অর্থ কি? আবার ব্যাখ্যার পরের অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—"আহবনীয় দেশে যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন;" আহবনীয় দেশ না হয় বুঝা গেল। কিন্তু "মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথ" জিনিষটা কি? তাহাতে সোম প্রদত্ত হয় কিরূপে? আর কে কাহাকে পথের মধ্যে এই সোম প্রদান করে? এই বাক্যাংশের কোন একটা অংশেরও কোন সদর্থ পাওয়া যায় না, মনে হয়, কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যেন বাঙ্গালা অক্ষরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ভাষ্য-সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য। ব্যাখ্যার শেষাংশ এই,—"তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" কোথায় নীত হয়, কাহার দ্বারা এবং কেন নীত হয়? মন্ত্রের এক অংশের সহিত অন্য অংশের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে যথারীতি সোমরসের আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের আবির্ভাবে যে কোন অর্থ-সঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা তো নয়ই, অধিকন্তু ব্যাখ্যাদি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভূর্ণয়ঃ' পদে ভাষ্যানুসারে 'সাধকাঃ' অর্থ লাভ করা যায়। 'তুঞ্জন্তি' পদে গমন করা, সাধকগণ সাধনমার্গে ঊর্দ্ধপথে, উচ্চতরলোকেই গমন করিয়া থাকেন, তাই উক্ত পদের "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই জন্যই "যদা ভূর্ণয়ঃ তুঞ্জন্তি" পদসমূহের অর্থ

দাঁড়ায়—যখন সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমন করেন, অর্থাৎ যখন মোক্ষমার্গে গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন তাঁহারা কি করেন অথবা কিরূপে সেই সামর্থ্যলাভ করেন? 'শুক্রাবতা পথা অন্তঃ এবং বিনীয়তে'—তখন তাঁহারা সন্মার্গে সৎকর্ম্মসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদিত করেন, অর্থাৎ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমনে সমর্থ হয়েন। 'শুক্রাবতা পথা' পদ-দ্বয়ের ভাষ্যার্থ "শুদ্ধিমতা পথা"—সন্মার্গেণ অর্থাৎ সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিয়া, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। আমরা এই ভাবেই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই মানুষ মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়েন। তাই উর্দ্ধগমনের উপায়স্বরূপ বলা হইয়াছে—'শুক্রাবতা পথা।' মোক্ষপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবের স্বরূপ কি? তাহা 'হিতঃ'—বিশ্বে বর্ত্তমান অথবা বিশ্বে অনুস্যূত অবস্থায় আছে, অথবা 'হিতকারকঃ', 'পরমমঙ্গলসাধকঃ। সঙ্গতবোধে আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরমমঙ্গলসাধক এই শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, তবেই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রে এই নিত্যসত্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১ অ—২খ—১সূ-৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ. রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরং শুভিঃ।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধূনাং' (অমৃতসমুদ্রানাং) 'পতিঃ' (স্বামী) 'ভবন্' (ভবতি); 'বাজী' (শক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান্) সঃ দেবঃ 'রুক্মিভিঃ' (সাধকৈঃ) 'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' (নির্ম্মলজ্যোতির্ভিঃ, পরাজ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ঈয়তে' (লভ্যতে, লব্ধঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন অমৃতস্বরূপং ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ-২খ-১সূ-৫সা)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ অমৃতসমুদ্রের স্বামী হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকগণকর্ত্তৃক পরাজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (১০প—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'কৃষ্মিভিঃ' অধ্বর্য্যাদিভিঃ সহ 'ঈয়তে' গচ্ছতি। কীদৃশ এষঃ? 'বাজী' বেগবান্ 'শুভ্রেভিঃ' দীপ্তৈঃ অংশুভির্ব্বিশিষ্টঃ। অথবা কৃষ্মিভিরিত্যোতদপ্যংশু-বিশেষণং। 'সিন্ধূনাং' স্যন্দমানানাং রসানাং 'পতিঃ' 'ভবৎ' স্বীয়ন্ত ইতি॥ (১০প ২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১২৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের তদনুরূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয়া গমন করেন।" মন্ত্রে আছে 'এষঃ' পদ। ভাষ্যকার উক্তপদে সোমকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের অন্যান্য পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উক্তপদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। 'এষঃ' পদের বিশেষণস্বরূপ 'সিন্ধূনাং পতিঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের ভাষ্যার্থ "স্যন্দমানানাং রসানাং পতিঃ"—'স্যন্দমান রসের পতি' অর্থাৎ যে রস ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহার প্রভু। যদি এই অর্থ গৃহীত হয় তবে প্রশ্ন উঠে—এই রসের পতি কে? বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার উত্তর দিয়াছেন—'শুভ্রলতাবিশিষ্ট সোম' অর্থাৎ সোমলতা। কিন্তু মন্ত্রে 'শুভ্র লতাবিশিষ্ট' অর্থদ্যোতক কোন পদ নাই। যদি ধরাই যায় যে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' পদদ্বয় হইতে উক্ত অর্থ প্রাপ্ত করা যায়, তথাপি অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হয় না। কারণ তাহা হইলে সোমলতাই "গমন করেন" ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই 'সোমলতা' গমন করে না—গমন করে সোমরস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অংশে প্রচলিত অর্থেও ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

আমরা মনে করি—'এষঃ' পদে ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনিই 'সিন্ধূনাং পতিঃ'—অমৃতসমূহের স্বামী। অর্থাৎ ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁহার সম্বন্ধেই 'বাজী' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি 'বাজী' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশেষণ তাঁহারই উপযুক্ত। ভাষ্যাদিতে 'বাজী' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগবান্', কিন্তু 'বাজ' শব্দে শক্তি অর্থ প্রকাশ করে। আমরা সর্ব্বত্রই ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানস্থলেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। আর 'বাজী' পদে যদি 'বেগবান্' অর্থই গ্রহণ করা

হয়, তথাপি উক্ত অর্থও ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনিই তীক্ষ্ণাপেক্ষা

বেগবান্ গতিশীল আশুমুক্তিদায়ক। সুতরাং তাদৃশার্থ গ্রহণেও আমাদের আপত্তি নাই।

সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন, কিন্তু কিরূপে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—

'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ'—নির্ম্মলজ্যোতির সাহায্যে, পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম॥ (১০অ—২খ—১সূ—৫সা)। *

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ . ৩ ২ ১ ২

এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যুথ্যো৩ বৃষা।

৩ ১র ২র৩ ১ ২

নৃম্ণা দধান ওজসা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) সাধকায় 'শিশীতে' (তীক্ষ্ণে, তীক্ষ্ণাণি পরমশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শৃঙ্গাণি' (উৎকর্ষাণি, ঔৎকর্ষ্যং যথা শৃঙ্গবত্তুন্নতান্ অংশূন্, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'দোধুবং' (ধুনোতি, ধারয়তি, প্রযচ্ছতি); 'যূথ্যঃ' (যূথপতিঃ সর্ব্বেষাং পতিঃ বিশ্বপতিঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) সঃ পরমদেবঃ 'ওজসা' (শক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা সহ) সাধকায় 'নৃম্ণা' (নৃম্ণানি, পরমধনানি) 'দধানঃ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ সাধককে পরমশক্তিদায়ক ঔৎকর্ষ্য (অথবা ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক পরাজ্ঞান) প্রদান করেন; বিশ্বপতি অভীষ্টবর্ষক সেই পরমদেবতা আত্মশক্তির সহিত সাধককে পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শৃঙ্গাণি' শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্ অভিষবকালে 'দোধুবৎ' ধুনোতি 'যূথ্যঃ' যূথার্হো যূথপতিঃ 'বৃষা' বৃষভঃ যথা 'শিশীতে' তীক্ষ্ণে শৃঙ্গে ধুনোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ? 'ওজসা' বলেন 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি ধনানি 'দধানঃ' অস্মদর্থং ধারয়ন॥ (১০অ ২খ ১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১২৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উহার শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।" এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাদৃষ্টে আমরা বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়াছি। এখানে ব্যাখ্যাকার সোম বলিতে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সোম যদি তরল মাদক দ্রব্য হয়, তাহা হইলে তাহার শৃঙ্গ বা লেজ কিছুই থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় আমরা দেখিতেছি যে, সোমের শৃঙ্গ আছে এবং তিনি তাহা কম্পিতও করেন। এই সোম কে? আর তাহার শৃঙ্গই বা কি? শৃঙ্গ বলিতে যদি আমরা গো-মহিষাদির 'শিং' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে 'সোম' শব্দে তরল মাদকদ্রব্য সোমরসকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কারণ তরল-দ্রব্যের আকৃতিই নাই, তার আবার শৃঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে কিরূপে? বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে আমরা সোমরসের যে চিত্র পাইয়া আসিতেছি, সেই চিত্রের সহিত এই বর্ণনার কোন সাদৃশ্যই নাই। এখানে 'শৃঙ্গ' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ যদি থাকে তবে হয় তো কোন ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তাহার কোন ইঙ্গিতও নাই।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটুখানি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গাণি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্'। 'অংশু' শব্দে ভাষ্যকার 'লতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ মন্ত্রে সোমের প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি সোমের উপর শৃঙ্গের আরোপ করেন নাই। বিবরণকার আবার 'শৃঙ্গ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"বহুবচনং দ্বিবচনস্থ স্থানে দ্রষ্টব্যং শৃঙ্গে" অর্থাৎ পশ্বাদির দুইটী শৃঙ্গ থাকে, সুতরাং বহুবচনান্ত 'শৃঙ্গাণি' পদস্থলে দ্বিবচনান্ত 'শৃঙ্গে' পদ হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

কিন্তু প্রচলিত অর্থানুসারেই সোমের উপর শৃঙ্গ আরোপ করিলে যে ভাব-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা 'শৃঙ্গাণি' পদে দুইটী ভাব গ্রহণ করিয়াছি

'শৃঙ্গ' পদে আভিধানিক অর্থে ঔৎকর্ষ্য বুঝায়। সুতরাং আমরা সঙ্গতবোধে উক্তপদের 'ঔৎকর্ষ্যং' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ভাবার্থ অনুসারেও একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। উক্তপদের ভাবার্থ,—'শৃঙ্গবত্বুন্নতান্ অংশূন্'। 'অংশু' শব্দ কিরণ-বাচক। সুতরাং 'উন্নতকিরণ' বলিতে উর্দ্ধগতিদায়ক পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা এই শেষোক্ত অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। 'শিশীতে' পদের অর্থ 'তীক্ষ্ণে'। উহা হইতে পরমশক্তিদায়ক ভাব আসে। 'তীক্ষ্ণ' অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম্মসাধনসমর্থ। পরাজ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে উক্তপদে 'পরমশক্তিদায়ক' অর্থই সঙ্গত হয়। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"ভগবান্ পরমশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান অথবা ঔৎকর্ষ্য প্রদান করেন।"

'যূথ্যঃ' পদের অর্থ যূথপতি। 'যূথ' শব্দ সমূহার্থক। সুতরাং 'যূথপতি' শব্দে সকলের অধিপতি, বিশ্বপতিকে লক্ষ্য করে। তিনিই মানুষকে 'নৃম্ণা' অর্থাৎ পরমধন প্রদান করেন। ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক মানুষকে পরমধন, পরাজ্ঞান প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

এষ বস্থূনি পিব্দনঃ পরুষা যযিবাঁ অতি।

২ ৩ ১ ২

অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বস্থূনি' (পরমধনানি) 'পিব্দনঃ' (রোধকান্—শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'পরুষা' (পৌরুষেণ, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'অতিযযিবান্' (অতিগচ্ছন, অতিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ); 'শাদেষু' (শাতনীয়েষু রক্ষঃসু, বিনাশযোগ্যা রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অবগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি—তান্ বিনাশিতুং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকানাং শত্রূন্ বিনাশয়তি। (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ পরমধনরোধক শত্রুদিগকে স্বশক্তিতে বিনাশ করেন, বিনাশযোগ্য রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের শত্রুকে বিনাশ করেন;)। (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনি' আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি 'পিব্দনঃ' পীড়য়ন্ 'এষ' সোমঃ 'পরুষা' পর্ব্বণা 'অতি' অতিক্রম্য 'যবিষান' গচ্ছন্ 'শাদেষু' শাতনীয়েষু রক্ষঃসু 'অব গচ্ছতি'॥ 'পিব্দনঃ'-'পিব্দনা'-ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১২৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।" এই বাক্য দ্বারা যে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রচলিত মতানুসারেই মন্ত্রের ভাবপরিগ্রহের চেষ্টা করা যাউক। 'সোম' বলিতে সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য বুঝায়। এই সোমরস পর্ব্বতের দ্বারা রাক্ষসগণকে অতিক্রম করিবে কিরূপে এবং এই অতিক্রম করার অর্থ-ই বা কি? কেবল তাহাই নহে,—"পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন।" এখানে কোথায়ও কোন রূপক বা উপমা কিছুই নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদের কি অর্থ হইতে পারে। তরলদ্রব্য সোমরস পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করিবে কিরূপে। অবশ্য এখানে অতিক্রম করার দূরার্থক 'বিনাশ করা' প্রতিশব্দ গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাহা করিলেও সোমরস পর্ব্বত-দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিবে কিরূপে? অপিচ, 'রাক্ষসগণের' বিশেষণ 'পীড়িত' পদই বা আসিল কোথা হইতে? এতদ্ব্যতীত মন্ত্রের শেষাংশ —"তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন"-ইহার অর্থ-ই বা কি? ধ্বংস করিয়া কি অবগত হওয়া যায়? আর রাক্ষসদিগকে অবগত হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

ভাষ্যকারও ব্যাখ্যায় নানা গোলযোগ করিয়াছেন। 'বসূনি' পদে ভাষ্যকারও অন্যত্র অর্থ করিয়াছেন—'ধন'। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে অর্থ করিয়াছেন—"আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি"। কেন, কিরূপে যে এই অর্থ সাধিত হইল তাহা বুঝা যায় না। আবার, 'পরুষা' পদের অর্থ 'পর্ব্বণা' পদের দ্বারা ভাষ্যকার কি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও অবোধ্য।

আমরা 'বসূনি' পদে 'ধনানি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পরুষা' পদের অর্থ পৌরুষেণ,—শক্তিদ্বারা, স্বশক্তি দ্বারা। তাই উক্তপদে 'স্বশক্ত্যা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অব গচ্ছতি' পদের কোন প্রতিশব্দ ভাষ্যাদিতে নাই। অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা উক্ত

পদে "তাং বিনাশিতুং প্রাপ্নোতি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ-২খ—১সূ-৭সা)। *

——:০:——

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে

৩ ৩ ৩ ১ ২
স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলয়ঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'মদিন্তমং' (পরমানন্দদায়কং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং - শুদ্ধসত্বং ইতি যাবৎ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি - ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন মোক্ষদায়কঃ শুদ্ধসত্বঃ লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়।)॥ (১০অ—২খ—১স—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'হরিং' হরিতবর্ণং 'ত্যং' তং 'এতং' এতমেব সোমং 'দশ ক্ষিপঃ' দশ-সংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ 'যাতবে' গমনায় 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কীদৃশমেনং? 'স্বায়ুধং' শোভনায়ুধং 'মদিন্তমং' মাদয়িতৃতমং রক্ষোহনন-প্রদর্শনায় স্বায়ুধ-শব্দশ্রবণং॥ 'হরিংহিন্বন্তিযাতবে'—'মৃজন্তি সপ্তধীতয়ঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-২খ—১সূ—৮সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টম (১২৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্বই মোক্ষলাভের হেতু। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। অথবা ইহাও বলা যায় যে, মোক্ষলাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা চাই। সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা চাই। 'দশ ক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে সেই সৎকর্ম্মসাধনশক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

ভাষ্যাদিতে 'দশক্ষিপঃ' পদের 'দশ অঙ্গুলয়ঃ' অর্থাৎ হাতের দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা তাহা অসঙ্গত মনে করি না। দশ অঙ্গুলি দ্বারা দুই হস্তকেই বুঝায়। কিন্তু হস্তের সার্থকতা কি? জিহ্বা দ্বারা শব্দোচ্চারণ ও বস্তুর স্বাদগ্রহণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঠিক সেইরূপভাবে হাতের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য—সৎকর্ম্ম করা। সেই জন্য দুই হাতকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই 'দশক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে 'সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সৎকর্ম্মসাধনশক্তি কি করে? মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে প্রেরণা দেয়। শক্তি থাকিলে তাহার ক্রিয়া অনুভূত হইবেই। মানুষের মধ্যে যদি উপযুক্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি বহির্জগতে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। সুতরাং যে সাধকের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি বর্ত্তমান আছে, তিনিই স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহাই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যায়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-২খ—১সূ ৮সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যাবারেভিরব্যত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
গচ্ছন্বাজꣳ সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, সন্মার্গে বাহকঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যাবারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ, পরাজ্ঞানেন সহ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); 'উ' (তথা) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সহস্রিণং' (প্রভূতপরিমাণং) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছন্' (প্রাপয়ন, সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন সহ আত্মশক্তিং তথা শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ ৩খ—১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ প্রসিদ্ধঃ 'এষঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'বৃষা' বর্ষিতা 'রথঃ' রংহণ-স্বভাবঃ 'অব্যাবারেভিঃ' অবের্ব্বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অর্ষতি' দ্রোণকলশং প্রতি গচ্ছতি 'বাজং' অন্নং 'সহস্রিণং' সহস্র-সংখ্যাকং যজমানায় প্রদাতুং 'গচ্ছন্' দ্রোণকলশং প্রবিশন্নাস্তেত্যর্থঃ। 'অব্যাবারেভিরর্ষতি'—'অব্যোবারেভিরর্ষতি'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-৩খ ১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তিলাভ করেন, তিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বোধগম্য হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্র দ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে,—সোমরস নামক মদ্য দশাপবিত্র নামক ছাকুনির মধ্য দিয়া দ্রোণকলসে গমন করিলে যজমান বা সাধকের অন্নলাভ হয়। কিন্তু মন্ত্রে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। দশাপবিত্রেরও কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মন্ত্রে দশাপবিত্র বা দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা কি মন্ত্রের ভাব সঙ্গতি রক্ষিত হয়? সোমরস মাদকদ্রব্য। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, তাহা যজমানকে 'সহস্র অন্ন' দান করে। 'অন্ন' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি বলিতে চাহেন তাহা বুঝা যায় না। 'অন্ন' শব্দ 'শক্তি', 'ধন' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 'বাজং' পদের প্রতিশব্দ-রূপে 'অন্ন'-শব্দ গৃহীত হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তি' অর্থগ্রহণ করিয়াছি, এখানেও যে ঐ অর্থই সঙ্গত তাহাই আমাদের ধারণা। শক্তি বা ধন যে অর্থই প্রকাশ করুক না কেন, মদ্য তাহা মানুষকে কিরূপে প্রদান করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। সোমরস যে দ্রোণকলসে যাইতেছে তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য যজমানকে প্রভূতপরিমাণ অন্নদান করা। কিন্তু মদ্যদ্বারা 'বাজ' বা 'অন্ন' কিরূপে যে লাভ হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা মনে করি, মদ্য মানুষকে অধঃপতনের পথেই লইয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রের ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রদত্ত হয় নাই। 'বৃষা' পদের অর্থ অভিলাষপ্রদ বা অভীষ্টবর্ষক। ভাষ্যাদির সহিত এই অর্থ-সম্বন্ধে কোন পদের মতানৈক্য ঘটে নাই। 'রথঃ' শব্দের ভাষ্যানুসারে গৃহীত অর্থ 'রথস্বরূপঃ' কিন্তু সেই রথ কি করে? কাহাকে বহন করে। কোথায় লইয়া যায়? আমরা পূর্ব্বে বহুত্র এই 'রথ' শব্দ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাহা মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায় তাহাই 'রথ' পদবাচ্য। সৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে বহন করে তাহাই রথ। এখানে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এই 'রথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অব্যাবারেভিঃ' পদদ্বয়ে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে তাহার মর্ম্ম মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ৩খ—১সূ ১সা)॥ *

——:০:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিꣳ হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তস্য, ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'যোষণঃ' (ঋত্বিজঃ, সাধকাঃ) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসাধনৈঃ) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি—উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৩খ ১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রসিদ্ধ পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন)। (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ইন্দুং' 'হরিং' হরিতবর্ণং সোমং 'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ 'যোষণঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'অদ্রিভিঃ' অভিষব-পাষাণৈঃ 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায়॥ (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রিতস্য', 'যোষণঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'ত্রিতস্য' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"এতন্নামকস্য ঋষেঃ"—অর্থাৎ ত্রিতনামক ঋষির। 'যোষণঃ' পদে 'অঙ্গুলয়ঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'ত্রিতস্য যোষণঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—ত্রিতনামক ঋষির অঙ্গুলিসমূহ। মন্ত্রে 'ইন্দুং' পদ আছে, সুতরাং তাহাদিতে সোমরসের কল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই যে, সাধকগণ সোমরস ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছেন অথবা প্রেরণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। আমরা অনেক স্থলেই বলিয়াছি এবং এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামের বা ঘটনার উল্লেখ নাই, এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ত্রিতস্য' পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। 'ত্রিত' শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ যাঁহার বশীভূত, অর্থাৎ যিনি এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটীরই অধীন নহেন তাঁহাকেই 'ত্রিত' শব্দে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

'যোষণঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'ঋত্বিজঃ' অর্থাৎ সাধকগণ। 'ত্রিতস্য' পদ 'যোষণঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু 'হিম্বন্তি' পদ বহুবচনবাচক। তাই অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ে 'ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সাধকগণ কি করেন? তাঁহারা 'ইন্দ্রস্য পীতয়ে' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত' শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন। ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ের এই পবিত্র ভাবকুসুমই গ্রহণ করেন। সাধকগণ হৃদয়ে 'ইন্দুং হিম্বন্তি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি', শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন। কিন্তু কেন? শুদ্ধসত্ত্বলাভ করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য?—না, ধনলাভ করাই সব নয়, সেই ধনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই বলা হইতেছে,—'ইন্দ্রায় পীতয়ে' ইন্দ্রের পানের জন্য, ভগবানের গ্রহণের জন্য। ভগবান্ যাহাতে আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ইহা মন্ত্রের গূঢ় ইঙ্গিত। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ ৩খ—১সূ—২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২　　২র ৩ ২　　৩ ২উ　　৩ ১　　২
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি।
১ ২　　৩ ২উ　　৩ ১ ২
গচ্ছং জারো ন যোষিতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনঃ যথা শীঘ্রবেগেন কুলায়ং আগচ্ছতি, যদ্বা উর্দ্ধগতিসম্পন্নঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ শীঘ্রং) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ পরমদেবঃ, ভগবান ইতি ভাবঃ) 'মানুষীষু' (মনুষ্যমধ্যে, সাধকেষু, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি); 'জারঃ' (প্রবর্দ্ধকঃ, সদ্ভাববর্দ্ধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'ন' (যথা) 'যোষিতং' (সেবাং, ভগবৎসেবাং, ভগবৎপরায়ণতাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'স্যঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'বিক্ষু' (প্রজাসু, সাধকেষু ইতি ভাবঃ) 'আ' (আগচ্ছতি, অধিতিষ্ঠতি

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকহৃদয়ে আবির্ভবতি - ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রবেগে কুলায়ে আগমন করে, (অথবা ঊর্দ্ধ-গতিসম্পন্ন সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) সেইরূপ শীঘ্র সেই পরমদেব ভগবান্ সাধকদিগের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; সত্ত্বভাববর্দ্ধক শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎসেবা—ভগবৎপরায়ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই পরমদেব সাধকদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' সোমঃ 'মানুষীষু' 'বিক্ষু' প্রজাসু 'শ্যেনো ন' শ্যেনইব শীঘ্রমাগম্য যজমান-রূপাসু অনুগ্রহেণ 'আ' আগত্য 'সীদতি'। পুনঃ কইব? 'যোষিতং' 'গচ্ছন' অভিগচ্ছন 'জারো ন' জার ইব। স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়-গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ। (১০অ ৩খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে অপার করুণা বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে দুইটী উপমা দ্বারা ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম উপমা—শ্যেনঃ ন। তাহার এক ভাব এই যে,-শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রগতিতে আপনার কুলায়ে আগমন করে, সেইরূপভাবে ভগবানও আপনার আবাসস্থলরূপ সাধকহৃদয়ে আগমন করেন। শ্যেনপক্ষী অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন। সেই দ্রুতগতি অথবা শীঘ্রগামিতা বুঝাইবার জন্যই বিশেষভাবে এই উপমার সার্থকতা। অন্য আরও একটী ভাব এই যে, সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবাসস্থল। 'শ্যেনঃ ন' এই উপমাটীর আরও একটা অর্থ হয় এবং তাহাই অধিকতর সঙ্গত। 'শ্যেনঃ' পদে প্রকৃতপক্ষে ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধক যেমন দ্রুতগতিতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন, যেমন শীঘ্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের অভিমুখে আগমন করেন, সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান্ মানুষকে কৃপা না করিলে তাহার নিজের সাধ্য নাই যে, সে আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সাধককে মোক্ষদান করেন-ইহাই উপমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভগবন্মহিমা, ভগবানের করুণা প্রকটিত করিবার জন্য মন্ত্রে আরও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা—'আরঃ ন যোষিতং'। তাহার ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন সৎকর্ম্মের সহিত—ভগবদারাধনার সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধযুত, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবদারাধনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি-ভাবে ভগবানও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। 'আরঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৪৬সূ—৪ঋ) এবং 'যোষিতং' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১০১সূ—১ঋ) দ্রষ্টব্য। এই উপমার ভাব উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।" বাঃ! কি চমৎকার বেদ-ব্যাখ্যা! ভাষ্যকার আবার তাহার এক-ডিগ্রী উপরে গিয়া লিখিয়াছেন,—"যোষিতং গচ্ছন্ অভিগচ্ছন্ 'আরঃ ন' জার ইব ন যথা সংকেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" বেশ! এবার ভাষ্যকার আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। ভাষ্যের আর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না। কিন্তু 'গূঢ়গতিঃ' বিশেষণের সঙ্গে সোমরসের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি? আবার উপপতি উপপত্নীর প্রসঙ্গ আনিয়া সোমরসের সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি নূতন তথ্য প্রচার করিতে চাহেন। যেমন সোমরস নামক মদ্য, তদনুরূপ উপপতির উপমা! ইহাকেই বলে—'যোগোন যোগাং যোজয়েৎ।'

এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালেও বর্ত্তমান-কালের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপ বর্ত্তমান ছিল এবং বেদের মধ্যে উপপতি সম্বন্ধীয় উপমা থাকায় সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ গবেষণা করুন, আমরা মন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ॥ (১০অ.—৩খ—১সূ—৩সা) ॥ *

—•—

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র

এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২

য ইন্দুর্ব্বারমাবিশৎ ॥ ৪ ॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দুঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আবিশৎ' (আবিশতি, প্রবিশতি, প্রাপ্নোতি) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'মন্দ্রঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অবচষ্টে' (পশ্যতি, পবিত্রহৃদয়ং সাধকং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে— ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, প্রসিদ্ধ, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকের শিশুস্থানীয়, রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রহৃদয় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' 'মন্দ্রঃ' মদ-নিমিত্তঃ 'রসঃ' 'অবচষ্টে' সর্ব্বমেব পশ্যতি 'দিবঃ শিশুঃ' দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য। 'যঃ' 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সোমঃ 'বারং' দশাপবিত্রং 'আবিশৎ' আবিশতি স এব ইতি॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১২৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

যিনি যে ভাবের সাধনা করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সদ্ভাবে আপনার জীবনকে নিয়মিত করেন, যিনি সন্মার্গে থাকিয়া পবিত্রভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি পবিত্রতার আধার ভগবানের কৃপালাভ করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই সমের অনুসরণ করে। জাগতিক নিয়মেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক বস্তু—প্রাণী আপনার সদৃশ বস্তু বা প্রাণীর সহিত মিলিত হইতে চায়। যিনি সাধু, তিনি সাধুর, পবিত্রহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছুক, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী মনে করেন। আবার, অসৎ প্রকৃতির লোক সাধুসঙ্গে আপনাকে বিপন্ন মনে করে, সে আপনার সমধর্ম্মী লোক চায়। প্রাণীজগতে যেমন বস্তুজগতেও তেমনি বস্তু আপনার সমধর্ম্মী অন্বেষণ করে, নদী সাগরেই আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়।

ব্যবহারিক জগতে যেমন অধ্যাত্মজগতেও তেমনি এক নিয়মই বর্ত্তমান আছে। পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে, বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়।

ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব, পবিত্রস্বভাব সাধকের হৃদয়েই আপনার প্রকৃত আবাসস্থল নিরূপণ করেন যিনি মোক্ষকামী, ভগবান কৃপা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ পরাজ্ঞান-সমন্বিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রদান করেন মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই মত্তকর সকল পদার্থ-দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারের মত প্রায় একরূপ। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা যে এই মদের প্রতি কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। একটী বিশেষণ—'দিবঃ শিশুঃ'; উহার ভাষ্যার্থ—দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। এই অর্থকে পরিষ্কার করিতে গিয়া ভাষ্যকার তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, 'তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য' অর্থাৎ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার পুত্রত্ব। এখানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে স্বর্গোৎপন্ন সেই মদের স্বরূপ কি? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে মদপ্রস্তুতের বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমানন্দদায়ক মাদক-দ্রব্যেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'মন্দ্রঃ'—মদকর, মত্ততাজনক, এই অর্থ অসঙ্গত নয়, কিন্তু সে মত্ততা মানুষকে দেবত্বে পরিণত করে, মানুষ আপনহারা হইয়া যায়। ভগবানের চরণামৃতপানে যে আত্মহারা নেশা উপস্থিত হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য সাধক, যোগী-ঋষিগণ অনন্তকাল যাবৎ প্রার্থনা করেন। এখানে পরমানন্দ-দায়ক সেই পরমমদ্যেরই উল্লেখ আছে। তাহাই স্বর্গের শিশুস্থানীয়। স্বর্গে, ভগবচ্চরণে তাহা উৎপন্ন হয়, ভগবচ্চরণ হইতে তাহা পূত মন্দাকিনীধারায় ধরাতে মানবের অশেষ কল্যাণার্থ নামিয়া আসে। তাই তাহাকে 'দিবঃ শিশুঃ'—দ্যুলোকের শিশুস্থানীয় বলা হইয়াছে।

'বারং' পদে জ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥ *

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্॥ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায় - ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং) 'স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসিঃ' (ধারকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ, রক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ — সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ক্রন্দন্' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (তস্য প্রিয়স্থানং ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (স্থানং, আশ্রয়স্থলং, সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষতি' (অভিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমমঙ্গলদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে— ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার প্রিয়স্থান সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরমমঙ্গল-দায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' 'স্যঃ' সঃ সোমঃ 'পীতয়ে' পানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'ধর্ণসিঃ' ধারকঃ 'প্রিয়ং' স্বপ্রিয়ভূতং 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'ক্রন্দন্' শব্দয়ন্ 'অভ্যর্ষতি' অভিগচ্ছতি॥৫॥

* * *

পঞ্চম (১২৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতঃ প্রিয়স্থানে গমন করিতেছেন।" ভাষ্যকারও এই মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে দেখিলে উহার সহিত সোমরসের কোন সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভাষ্যার্থ-গ্রহণেই আলোচনা করিতেছি।

'এষঃ স্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সোমরসকে আনিবার কি সার্থকতা তাহা বুঝা যায় না। কারণ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। 'ধর্ণসিঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'ধারকঃ' অর্থাৎ যাহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে। প্রচলিত মতানুসারেই এই বিশেষণ কিরূপে মদ্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। মদ কি বস্তুজাতকে ধারণ করিয়া আছে,—তাহা কি বিশ্বের ধারক? বরং মদকে সমস্ত বস্তুর বিনাশক বলা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরস-নামক মদ্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত করায় ভাষ্যের

সমন্বিত ঘটিয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'এবঃ' পদে বিশ্বের ধারক, ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রে কেবল সোমরসের অধ্যাহার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"স্বপ্রিয়ভূতং দ্রোণ-কলশং"। কিন্তু এখানে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র সোমরস অধ্যাহারের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য দ্রোণকলসকেও ব্যাখ্যায় স্থান দিতে হইয়াছে। আমরা উক্ত 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রিয় আবাসস্থল সাধকহৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে ভাব-সঙ্গতি কিরূপ রক্ষিত হয় দেখা যাউক।

শুদ্ধসত্ত্বকে 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক বলা হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপস্থিত হয়, তাঁহার মনে কোন প্রকার পাপ কালিমা থাকিতে পারে না। তিনি অপাপ হইয়া যান। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ হীন বাসনা কামনা দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপহারক বলা হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'ধর্ণসিঃ' অর্থাৎ সকলের ধারক। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তাই সেই শক্তিকে 'ধর্ণসিঃ' বলা হইয়াছে।

সেই পরম বস্তু সাধকগণ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার দ্বারা যখন হৃদয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয় তখনই মানবের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদুপাসনায় তাহাই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই বলা হইয়াছে,—ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। ভগবানের উপাসনায় শ্রেষ্ঠ উপচার শুদ্ধসত্ত্ব। সাধকগণ সেই পরমবস্তু লাভ করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৩খ—১সূ-৫সা)। *

—:০:—

ষষ্ঠঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতং ত্যং হরিতো দশ মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যাভির্ম্মদায় শুম্ভতে ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকানাং 'অপস্যুবঃ' (কর্ম্মসাধকানি) 'হরিতঃ' (পাপহারকাণি) 'দশ' (দশেন্দ্রিয়াণি) 'এতং' (ইমং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) সত্ত্বভাবং 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি);

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'যাভিঃ' (যৈঃ, দশেন্দ্রিয়ৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শুম্ভতে' (দীপ্যতে, সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভন্তে - ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ - ৩খ—১সূ - ৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের সৎকর্ম্মসাধক পাপহারক দশেন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন; পরমানন্দলাভের জন্য দশেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ত্যং' তং সোমং অধ্বর্য্যোঃ 'দশ' 'হরিতঃ' হরণস্বভাবাঃ অঙ্গুলয়ঃ 'অপস্যুবঃ' কর্ম্মেচ্ছবঃ সত্যঃ 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' শোধয়ন্তি। 'যাভিঃ' অঙ্গুলিভিরিন্দ্রস্য 'মদায়' 'শুম্ভতে' দীপ্যতে শোধ্যত ইত্যর্থঃ; তমেতমিতি সম্বন্ধঃ ॥ (১০অ—৩খ—১সূ - ৬সা)।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,— "দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।"

ভাষ্যাদিতে 'দশ' পদের ব্যাখ্যায় দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করায় মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তদনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 'হরিতঃ' পদে ভাষ্যকার সাধারণতঃ হরিবর্ণ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'হরণস্বভাবাঃ'। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অঙ্গুলির প্রতি কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? অঙ্গুলিগুলি কি হরণ করে? আমরা মনে করি, 'দশ' শব্দে দশেন্দ্রিয়কেই লক্ষ্য করে। ঐ দশেন্দ্রিয় যখন সৎকর্ম্মসাধনে উন্মুখ হয়, প্রকৃতপক্ষে মোক্ষসাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারাই মানুষের পাপহারক হয়। বিশেষতঃ দশেন্দ্রিয় দ্বারা এখানে মানুষের সমস্ত সত্তাকে বুঝাইতেছে। আমাদের ধারণা—এই ভাবই মন্ত্রের সঙ্গতি

রক্ষা করে। মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন পদের অর্থের জন্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১০অ-৩খ-১সূ-৬সা)।*

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অব্যং বারং বিধাবতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিমান, শক্তিপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'মনসঃ পতিঃ' (অন্তঃকরণস্য স্বামী, সাধকানাং হৃদয়াধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অব্যং বারং' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহং) 'বিধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানযুতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিপ্রদায়ক, সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্ব্বজ্ঞ, সাধকদিগের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ, 'বাজী' বেজন-শীলঃ, 'হিতঃ' অধ্বর্য্যুণা পাত্রে নিহিতঃ ধৃতঃ, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞঃ, 'মনসঃ' স্তোত্রস্য 'পতিঃ' স্বামী। অথবা সোমস্য মনোঽভিমানিত্বাৎ মনসঃ স্বামিত্বং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং বা বিশৎ' — ইতি শ্রুতেঃ; তাদৃশোঽসৌ। 'অব্যং বারং' অবি- সম্বন্ধিনং বালং দশাপবিত্রং 'বিধাবতি' বিবিধং গচ্ছতি। 'অব্যং' — 'অব্যে' - ইতি পাঠৌ ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও তাহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে 'এষঃ' পদে সোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"এই সোম বেগবান পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিতও ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার ও অনুবাদকার উভয়েই 'এষঃ' পদে 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টায় অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'বাজী' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অন্যত্র, 'অন্নবান', 'শক্তিমান' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'বেজনশীলঃ' 'বেগবান্' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'হিতঃ' পদের অর্থ সোমপক্ষে করা হইয়াছে - 'পাত্রে নিহিতঃ'। 'বাজী' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তিমান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদদ্বয়ের ভাব-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, উক্ত পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী পদ আছে - 'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। মাদক-দ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে কি? সোমরস কি সর্ব্বজ্ঞ? অজ্ঞানতার আধার মাদক-দ্রব্য সর্ব্বজ্ঞ হইবে কিরূপে? আমরা তাই 'এষঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই এই শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা অধিকৃত আছে। যিনি হৃদয়ে সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। সেই জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, — 'অব্যং বারং বিধাবতি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের - পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তিনি পরাজ্ঞানও লাভ করেন। দুই দিক দিয়া এই ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমভাব এই যে, - শুদ্ধসত্ত্বের সহিত পরাজ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে, সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে তৎসঙ্গে পরাজ্ঞানও লাভ হয়। দ্বিতীয় ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, যেমন শুদ্ধসত্ত্বের 'বিশ্ববিৎ' বিশেষণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।

'মনসঃ পতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। 'মনসঃ' পদে 'স্তোত্রস্য' অর্থ করিয়াছেন, আবার সোমকে চন্দ্র কল্পনা করিয়া অন্য এক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছি। (১০অ—৪খ—১সূ - ১সা)॥*

——:•:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ২
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবলাভায় ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অক্ষরৎ' (ক্ষরতি, আবির্ভবতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ধামানি' (স্থানানি, আশ্রয়স্থানানি, সাধকহৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'আবিশন্' (আবিশতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব দেবভাবলাভের জন্য পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সকল সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ পবিত্রে 'অক্ষরন্' স্রবন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'ধামানি' দেব-শরীরাণি 'আ বিশন্' প্রবিশন্ প্রবেষ্টুমিত্যর্থঃ। (১০অ - ৪খ—১সূ - ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১২৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে। পবিত্রতার মূল উৎস ভগবানের শক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কেই অন্বেষণ করে, সাধকের পবিত্র হৃদয়কেই আপনার প্রকৃত আধার বলিয়া মনে করে এবং তাহাতেই আবির্ভূত হয়। সাধক ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনার শক্তি নিয়োজিত করেন, তাঁহার হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়েই অধিষ্ঠান করে। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব সকল সাধকের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।" সোমরসকে পবিত্র নামক ছাকুনি দ্বারা শোধন করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—সেই সোমরস সমস্ত দেবগণ পান করিবেন। খুব ভাল কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে বস্তু দেবগণের সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইবে, দেবতাদের শক্তিতে পরিণত হইবে সেই বস্তুটী কি? তাহা কি মাদকদ্রব্য সোমরস? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, দেবগণের বা দেবভাবের সহিত মাদকদ্রব্য সোমরসের কোন সম্পর্ক আছে? 'সোমরস' মত্ততাজনক বটে, তাহা পান করিলে মানুষ মাতাল হয় সত্য, কিন্তু তাহার নেশায় মানুষ চিরদিনের জন্য আপনহারা হইয়া যায়, অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে। সেই পরমসুধা পান করিবার জন্য সাধকগণ চিরলালায়িত, দেবগণ সেই সুধাপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'সহস্রার চ্যুতামৃত তাঁর পদ বিগলিত'—সেই পরমবস্তু পান করিবার জন্যই দেব নর কিন্নর উন্মুখ হইয়া আছে। মানুষ আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই অমৃত-পান করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। রাজাধিরাজ আপনার রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হয়—এই অমৃতলাভের আশায়। জগতের কোন বস্তু সেই অমৃত দিতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদারাধনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা মানুষ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শাস্ত্রবাক্য—দেবগণ অমর। এই অমরত্ব মানুষও লাভ করিতে পারে, মানুষও অমর হইতে পারে। সেই অমৃতত্ব লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বামৃত পানে। যাঁহার মধ্যে একবিন্দু সেই সুধা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনিই চিরদিনের জন্য মায়ামোহাদির আক্রমণ অতিক্রম করিয়া চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহার পার্থিব সত্তা নামে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

এই সেই 'সোমরস'—যাহার সম্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন, 'বিশ্বা ধামানি আবিশন্' সমগ্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। 'সোম' বলিতে যদি ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে, তাহা

হইলে তাহাদির সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)॥ *

— - * - —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২　৩১　২　৩২　৩　২৩১২
এষঃ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্ত্যঃ।
৩　১*　২৩১২
বৃত্রহা দেববীতমঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ' (অমরঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবানাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, দেবানাং অপি আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (পরমদেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অধিযোনৌ' (স্থানে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'শোভায়তে' (শোভতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, অমৃতস্বরূপ, দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয় এই প্রসিদ্ধ পরমদেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'শুভায়তে'। কুত্র? 'অধিযোনৌ' স্বীয়ে স্থানে। কীদৃশ এষঃ? 'অমর্ত্ত্যঃ' অমরণধর্ম্মা 'বৃত্রহা' শত্রুহন্তা 'দেববীতমঃ' অতিশয়েন দেবানাং কাময়িতা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১২৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শক্রহন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা', 'জ্ঞানাবরক রিপু' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভাষ্যাদিতে বহুস্থলে আমরা 'বৃত্র' নামক অসুরের গল্প পাইতেছি। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, 'বৃত্র' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল, সে জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিত, ইন্দ্র বজ্রনামক অস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে বিনাশ করেন। মন্ত্রে যখনই বৃত্রের উল্লেখ আছে, তখনই প্রায় সর্ব্বত্রই বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ভাষ্যাদিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। পুরাণের আখ্যানসমূহ যে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা বুঝাইবার স্থান এ নহে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী যে গল্পের অবতারণা করেন, তাহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থ বিকৃত হয় মাত্র। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ভাষ্যকার বৃত্রাসুরের কোনও গল্পের উল্লেখ না করিয়া, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবানই মানবের রিপুনাশক, পরমমঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ সর্ব্ববিধ মায়ামোহের আক্রমণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের পদছায়া পতিত হয়, তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ মলিনতা দূরীভূত হয়। ভগবানের 'চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে, স্তম্ভিত রিপুদলে বলে হোক্ তব জয়'। রিপুগণ তাঁহার মহিমায় বিধ্বস্ত হয়। তিনিই মানবের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক রিপুবিমর্দ্দক।

'দেববীতমঃ'—দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয়, দেবগণও তাঁহাকে পাইতে চাহেন। তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রক্ষক, মঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। সেই পরম মঙ্গলময় ভগবানের চরণেই সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতে-ছেন,—"হে ভগবন! হে দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক এই পতিত অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনি তো পতিতপাবন, কৃপা-বিতরণে এই পতিত অধমকে উদ্ধার করুন। আমি দুর্ব্বল, চারিদিকে শত্রুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। আমার এমন শক্তি নাই যে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি। ওগো বৃত্রঘ্ন, ওগো শত্রুনিসূদন! কৃপা করিয়া আমাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন। আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আমি ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রে সোমরসের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই মরুৎরক্ষিত, বৃত্রঘ্ন, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতে-ছেন।" (১০অ—৪খ ১সূ -৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । চতুর্থং সাম ।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
এস বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জ্জামিভির্য্যতঃ ।
৩ ১ ২র
অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'দশভিঃ জামিভিঃ' (মিত্রভূতৈঃ দশেন্দ্রিয়ৈঃ সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'বৃষ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধ', শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অভিদ্রোণানি' (হৃদ্রূপাণি পাত্রাণি অভিলক্ষ্য, সাধকানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'ধাবতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (১০অ—৪খ-১সূ—৪সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মিত্রভূত দশেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত হইয়া অভীষ্টবর্ষক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করতঃ সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক । ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ।) । (০অ—৪খ—১সূ—৪সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন 'দশভিঃ' 'জামিভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ 'যতঃ' ধৃতঃ দ্রোণানি' দ্রুময়ানি পাত্রাণি 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি । ৪ ।

* * *

চতুর্থ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক । সাধকগণ ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য । কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে ।

'জামিভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'অঙ্গুলিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, উক্ত পদে ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্য করে। 'দশভিঃ জামিভিঃ' পদদ্বয়ে দশেন্দ্রিয়কে বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। যখন তাহারা আমাদের মঙ্গলজনক মোক্ষ সাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পরম মিত্রের কার্য্য করে, আবার যখন সেই ইন্দ্রিয়ই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, যখন পাপপথে পরিচালিত হয়, তখন তাহারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম দ্বারা আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে উপনীত হই। সাধকের সমস্ত শক্তি প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, সুতরাং সাধকগণের ইন্দ্রিয় ও তাহার মিত্রস্বরূপ হয় ('জামি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সাহিতা (১ম ১০০সূ ১১ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জামি' শব্দের আরও একটী অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, তাহা - 'একত্রোৎপন্ন' অর্থাৎ জীবের সহিত একত্র জন্মে। মানুষ জন্ম হইতেই দশেন্দ্রিয় লাভ করে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বস্তু। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণা পরিদৃষ্ট হয়। এই দিক দিয়াও 'জামিভিঃ' পদে 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' অর্থ গৃহীত হইতে পারে।

উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতঃ পদের অর্থ করা হইয়াছে 'ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ, ভাষ্যকার ও 'ধৃতঃ' অর্থ করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার মন্ত্রের ভাবধারা বিভিন্ন হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল. তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।" (১০অ ৪খ - ১সূ—৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ সূর্য্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৎসরঃ' (পরমানন্দহেতুভূতঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অধি দ্যবি' (দ্যুলোকং অধিকৃত্য, দ্যুলোকাধিপতিঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পবিত্রে'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(পবিত্রহৃদয়ে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ ইত্যর্থঃ—'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, যদ্বা - জ্ঞানদেবং) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, উজ্জ্বলং করোতি, দীপ্তিসম্পন্নং করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎশক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ হি জগতঃ জ্ঞানালোকস্য মূলকারণং ; সাধকাঃ তং পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দের হেতুভূত, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকাধিপতি, পবিত্রকারক, পবিত্রহৃদয়ে বর্ত্তমান ভগবান্ সূর্য্যদেবকে (অথবা জ্ঞানদেবকে) দীপ্তিসম্পন্ন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বই জগতের জ্ঞানালোকের মূলকারণ ; সাধকগণ সেই পরমধনকে লাভ করেন)। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'এষ.' সোমঃ 'অধি দ্যবি' দ্যুলোকে স্থিতং 'সূর্য্যং' 'রোচয়ৎ' রোচয়তি। কীদৃশঃ ? 'পবিত্রে' স্বয়ং দশাপবিত্রে স্থিতঃ, 'মৎসরঃ' মদ-হেতুঃ প্রাপ্তঃ, 'মদঃ' হৃষ্টঃ। 'অপিস্থবি পবিত্রেমৎসরোমদঃ' 'বিচর্ষণি, বিশ্বা ধামানি বিশ্ববিৎ—ইতি পাঠৌ ॥ ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১২৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "স্বয়ং দশাপবিত্রমে স্থিত প্রসন্নতাদেনেওয়ালা আউর প্রসন্নরূপ ইয়াহ (এই) সংস্কার কিয়া জাতা হুয়া সোম দ্যুলোকমে স্থিত সূর্য্যকো দীপ্ত করতা হ্যায়।" সোমরস দশাপবিত্রের মধ্যেই আছে, অথচ তাহা সূর্য্যকে দীপ্তি দিতেছে—ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—সোমরস এই শক্তির অধিকারী হইল কিরূপে ? পৃথিবীস্থিত তরল মাদকদ্রব্য একেবারে দ্যুলোকস্থিত সূর্য্যকে তেজ দান করিতেছে—এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যার কি মূল্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রে অবশ্য সোমরসের কোন উল্লেখ নাই, ভাষ্যকার তাঁহার স্বকল্পিত ব্যাখ্যার জন্য এখানে সোমরসের অধ্যাহার করিয়াছেন। সেই জন্যই এরূপ অদ্ভুত অর্থ সম্ভবপর হইয়াছে।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের 'এষঃ' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনিই পরমানন্দের উৎস, পরমানন্দদাতা। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মানুষ অসীম অনন্ত সুখসম্পদের অধিকারী হইতে পারে। সেই আনন্দের বিরাম নাই, বিলয় নাই। তাই তিনি 'মৎসরঃ',

'মদঃ'। 'রস বৈ সঃ' রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তিনি। তাঁহাতে যাঁহার মন মজিয়াছে, সেই পরম পুরুষের চরণে যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখযন্ত্রণার ভয় নাই, তিনি চিরদিনের জন্য 'ত্রিবিধদুঃখং, হেয়ং'-এর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন : দুঃখের অত্যন্তাভাবই সুখ। সেই আনন্দসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিলে দুঃখের আর ছায়ামাত্রও থাকে না। তাই ভগবানকে পরমানন্দদায়ক বলা হইয়াছে।

'অধি দ্যবি' পদের তাত্পর্য 'দ্যুলোকে স্থিতং', এবং তাহা 'সূর্য্যাং' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি, উক্ত পদদ্বয় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এবং উহ ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। 'অধি দ্যবি' অর্থাৎ দ্যুলোক অধিকার করিয়া যিনি আছেন, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাবের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ভগবান্ স্বর্গের অধিপতি হইলে মানবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সাধকের পবিত্রহৃদয় তাঁহার প্রিয় আসন। মন্ত্রে তাই মানুষকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন, - "ভয় নাই মানব তিনি সপ্তস্বর্গের অধীশ্বর হইলেও তোমার হৃদয়েশ্বর হইতে পারেন। তিনি কেবলমাত্র আপনার মহিমায় বিরাজিত নহেন। তিনি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও আবির্ভূত হইতে পারেন তুমি হৃদয় পবিত্র কর, তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত কর, তিনি তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন না।'

মন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে—"সূর্য্যাং অরোচয়ৎ" পদদ্বয়ে। ভগবানের জ্যোতিঃ হইতেই বিশ্বের সমস্ত বস্তু দীপ্তি লাভ করে। তিনিই সর্ব্ববিধ আলোকের মূল উৎস। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)। *

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(চতুর্থ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।

৩ ১   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২

এষ সূর্য্যেণ হাসতে সম্বসানো বিবস্বতা।

১ ২ ৩ ১র ২র

পতির্ব্বাচো অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সংবসানঃ' (সর্ব্বাচ্ছাদকঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'বাচঃ পতিঃ' (স্তোত্রাণাং অধিপতিঃ; আরাধনীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'বিবস্বতা' (দীপ্তিমতা, জ্যোতির্ম্ময়েণ) 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানদেবেন) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসিতেভ্যঃ, রিপুজয়িভ্যঃ, রিপুজয়িনঃ ইত্যর্থঃ) 'হাসতে' (প্রদীয়তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুজয়িনঃ সাধকাঃ জ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ - ৪খ—১সূ—৬সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেবকর্ত্তৃক রিপুজয়ীদিগকে প্রদত্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'সংবসানঃ' সর্ব্বমপ্যাচ্ছাদয়ন্ 'বিবস্বতা' দীপ্তিমতা 'সূর্য্যেণ' 'হাসতে' পরিত্যজ্যতে পবিত্র ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ ? 'বাচঃ' স্তুতি-লক্ষণায়াঃ 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী বা 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংস্যঃ ॥ (১০অ - ৪খ—১সূ - ৬সা) ॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

ষষ্ঠ (১২৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই শোধনকালীন সোম, সূর্য্যকর্ত্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত বাক্য।" এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'সূর্য্যাং অরোচয়ৎ' পদদ্বয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, 'সোম সূর্য্যকে দীপ্তিমান্ করিয়াছিল'; আর এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—'সূর্য্যকর্ত্তৃক দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন'। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কারণ উহাতে 'বিবস্বতা' পদের অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারে সূর্য্য এবং সোম এই উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটা কি ? আর সূর্য্য এবং সোমই বা কে ? সোমকে বেদের কোন কোনও স্থলে "চন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহাই গ্রহণ করা যায়, তবে কি মনে করিতে হইবে, জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কথা লিখিত আছে ? 'সূর্য্যাং অরোচয়ৎ' - 'সোম অথবা চন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্তিমান করে'—এ তথ্য কি অবৈজ্ঞানিক নহে ? আবার বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখা যাইতেছে

যে, সূর্য্য সোমকে দ্যুলোকে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে পরিত্যাগ করেন। এখানে যদি সোম-শব্দে সোমদেব বা চন্দ্রকে বুঝায় তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় বটে, কিন্তু তাহাই মন্ত্রে মূলভাব বলিয়া মনে করি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ ও প্রকৃতত্ত্বানুসন্ধানকামী বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে একটা সৃষ্টিতত্ত্বের খুব বড় একটা সত্যের সাক্ষাৎ পান। তাহা এই যে,—সূর্য্য হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করেন। এই ধারণা যে ভ্রান্ত আমরা তাহা বলি না। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা) ॥

—:০:—

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে।
৩ ২উ ৩ ১ ২
পুনানো ঘ্নন্নপ দ্বিষঃ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ, সর্ব্বারাধনীয়ঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'এষঃ' (অয়ং শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অধিতোশতে' (অধিগচ্ছতি, সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছতি); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দ্বিষঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে; শুদ্ধসত্ত্বেন তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্‌রূপে গমন করেন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্ত্বমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অভিষ্টুতঃ' অভিতঃ স্তুতঃ 'পবিত্রে অধি' দশাপবিত্রে অধি দশাপবিত্রমতীত্য 'তোশতে'; যদ্যপি তোশতির্বধকর্ম্মা তথাহি হননে গতি-সম্ভাবাৎ অত্র গতিমাত্রে বর্ত্ততে। গচ্ছতীত্যর্থঃ। অথবা 'পবিত্রে অধি' কৃষ্ণাজিনে 'তোশতে' হন্যতে পীড্যত ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'অপঘ্নন্' অপগময়ন্। 'দ্বিষঃ'—'দ্বিষঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

যেমন রোগ তেমনি ঔষধ চাই। মানুষের ভবব্যাধির মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত মানুষের পাপতাপ জরাব্যাধির কারণ—অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা। অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতাই হৃদয়কে শত্রুপুরীতে পরিণত করে। মানুষ যখন অজ্ঞানতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, যখন তাঁহার হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সেই পবিত্র হৃদয় হইতে রিপুগণও বিতাড়িত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হইলে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংস হয়। সুতরাং রিপুগণও হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে থাকে। রিপুগণের এই পরাজয় সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয়, তখন হৃদয়ের আনাচে-কানাচেও যে মলিনতার, কালিমার অঙ্কুর থাকে, তাহাও বিনষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপঘ্নন্ দ্বিষঃ"—শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারও মন্ত্রে সোমরসকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু শোধিত অথবা অশোধিত সোমরস কিরূপে শত্রুনাশ করিবে? সোমরসের শত্রুনাশিকা কি শক্তি আছে? বরং আমরা মনে করি, মাদকদ্রব্য দ্বারা মানুষের শত্রুবৃদ্ধি হয়, অধঃপতন হয়। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক; অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জ্জিৎ পরি ষিচ্যতে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রে দক্ষসাধনঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দক্ষসাধনঃ' (শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তিবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্জ্জিৎ' (স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, তৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়বে' (আশুমুক্তিদায়কায় দেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'পরিষিচ্যতে' (পরিক্ষরতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০প্র—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিবিধায়ক, স্বর্গাধিপতি, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন।)। (১০প্র—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'এষঃ' সোমঃ 'স্বর্জ্জিৎ' স্বর্গস্য সর্ব্বস্য বা জেতা 'ইন্দ্রায়' 'বায়বে' চ 'পবিত্রে' 'পরিষিচ্যতে' পরিক্ষার্য্যতে। কীদৃশ এষঃ? 'দক্ষসাধনঃ' বলকারী। (১০প্র—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:০:—————

আলোচ্য-মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে উহাকে সোমরসের গুণকীর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।" 'স্বর্জ্জিৎ' পদে ভাষ্যকার 'স্বর্গস্য জেতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'সকলের জেতা'। এই 'জেতা' শব্দে কি ভাব দ্যোতনা করে? আমরা ভাষ্যেরই মূল ভাব রক্ষা করিয়া অর্থ করিয়াছি—"স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ"—স্বর্গকে জয় করিয়া যিনি স্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন। আমরা মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা-প্রখ্যাপক-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গের অথবা সকলের জেতা বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌ই স্বর্গের অধিপতি। জগতের সকলের হৃদয়াধিপতি। তাহার শক্তির প্রতি 'স্বর্জ্জিৎ' বিশেষণ উপযুক্তরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত বিশেষণ কি সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? সোমরস নামক মদ্য কি স্বর্গের অথবা লোকসমূহের অধিপতি? আমরা কিরূপে মনে করিতে পারি যে, একটা মাদক-দ্রব্যকে স্বর্গের অধিপতি বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে?

অধিকন্তু 'এষঃ' পদের 'দক্ষসাধনঃ' বিশেষণও আছে। 'দক্ষসাধনঃ' অর্থ বলকর। যাহা মানুষকে বল দেয়। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য কি সত্য সত্যই মানুষকে বল দেয়? অথবা ভাষ্যকার মদের সাময়িক উত্তেজক গুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন? কিন্তু তাহা তো প্রকৃত বল নয়, সে যে দুর্ব্বলতার চরমসীমা। ক্ষণিক উত্তেজনার পরেই যে মৃত্যুজনক অবসাদ আসে! সুতরাং সোমরসকে 'দক্ষসাধনঃ' অথবা বলকারক বলা যায় না। আর যদি ইহা স্বীকারই করা যায় যে, মদের দ্বারা শক্তিলাভ করা যায়, তবে প্রশ্ন উঠে—সে কি শক্তি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের একটু শক্তি-মাত্র। এ শক্তির মূল্য কি? দুদিনের শারীরিক শক্তি, শরীরের সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

প্রকৃত শক্তি তাহা, যাহা মানুষকে অবিনশ্বরত্ব দেয়, যাহা আত্মাকে উন্নত করে, মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যে শক্তি কখনও ক্ষয় হইবে না, যে শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া মানুষকে অনন্ত শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, যে শক্তির দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই শক্তিই মানুষের প্রকৃত কাম্যবস্তু। শুদ্ধসত্ত্বই সেই শক্তি, যাহা লাভ করিলে মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করায়। তাই বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্রায় বায়বে পরিষিচ্যতে'—ইন্দ্র ও বায়ুদেবের জন্য ক্ষরিত হয়েন, আবির্ভূত হয়েন। কোথায়? 'পবিত্রে'—সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই এই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

মন্ত্রে 'ইন্দ্রায়' ও 'বায়বে' দুইটী পদে প্রকৃতপক্ষে দুইজন দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে না—কারণ দেব বহু নহেন, দেবতা এক। সেই এক দেবতারই বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্ররূপে তিনি ধন ও শক্তির অধিপতি, আবার বায়ুরূপে তিনি আশুমুক্তিদাতা। মুক্তি ও শক্তিলাভের জন্য সাধক ভগবানের এই উভয়বিধ বিভূতির শরণ গ্রহণ করিতেছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করা প্রয়োজন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৫খ—১সূ—২সা)। •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১র ২র ৩ ২

এষ নৃভির্ব্বিনীয়তে দিবো মূর্দ্ধা বৃষা সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ, দ্যুলোকপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) তেষাং 'বনেষু' (বননীয়েষু. জ্যোতির্ম্ময়েষু—হৃদয়েষু ইতি যাবৎ) 'বিনীয়তে' (বিশেষেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টবর্ষকং, মোক্ষপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৫খ-১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম-সাধকগণের দ্বারা তাঁহাদিগের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টবর্ষক মোক্ষ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'বিনীয়তে' বিবিধং নীয়তে। কীদৃশঃ? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'মূর্দ্ধা' শিরোবৎ প্রধানভূতঃ 'বৃষা' অভিমতবর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ। কুত্র নীয়তে? 'বনেষু' বননীয়েষু পাত্রেষু বন-সম্ভূত-ক্রমবিকারেষু বা পাত্রেষু 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞ এষ ইন্দুঃ সমযন্নঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম মঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'দিবঃ মূর্দ্ধা'—অর্থাৎ দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ। জীবদেহের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মস্তকের আদেশানুসারেই পরিচালিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কাহার মস্তক?-দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গের। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক যাহা, তাহারই মস্তক। কিন্তু এই 'দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ' বলাতে কি ভাব প্রকাশিত হইতেছে? ত্রিলোকের মধ্যে দ্যুলোক সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রলোক। স্বর্লোক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই পবিত্রতার শীর্ষস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ"। আমরাও সেই অর্থ সঙ্গত মনে করি। কিন্তু 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে। সেই ভাবটী এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব মোক্ষপ্রদায়ক।

মানুষ মোক্ষলাভ করিতে চায়। কিন্তু কোন বস্তু চাহিলেই তো আর পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনা করা চাই, নিজেকে উপযুক্ত করা চাই। মোক্ষলাভের জন্য আন্তরিক সাধনা ও হৃদয়ের পবিত্রতা একান্তই প্রয়োজন। মোক্ষলাভের জন্য যে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সাধকের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বন্ধে 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ ধন, পরম সম্পদ। স্বর্গে যে রত্নরাজি আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ। মানুষ অতি সাধারণ তুচ্ছ ধনের জন্য লালায়িত। সে সামান্য একটী কাণাকড়ি পাইলে কত সন্তুষ্ট হয়, মনে করে বুঝি বা বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আমার করতলগত হইতে চলিয়াছে। এই মন্ত্রে মানুষকে প্রকৃত ধনের একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ! তুমি অতি তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল, সামান্য ধনরত্ন পাইলেই তুমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর। কিন্তু তুমি যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পার, অক্ষয় কুবের-ভাণ্ডার যে তোমার চরণতলে লুটাইতে পারে, তাহা কি তুমি জান? স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তুমি অনায়াসেই

লাভ করিতে পার, তোমার মধ্যে তাহা লাভ করিবার শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিকে বিকশিত কর; অনায়াসেই তুমি সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারিবে। সাধকগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন; তুমি পারিবে না কেন? দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠতম বস্তু তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে—তুমি সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।" মন্ত্রান্তর্গত 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাধকগণ 'দিবঃ মূর্দ্ধা'—এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন, সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রকারান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন—সাধকগণ। তাঁহারা সাধনাবলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারাও তো মানুষ! সুতরাং মানুষমাত্রেই সাধনা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই দিক দিয়াও মন্ত্রের মধ্যে উদ্বোধনের ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল—"এই সোম মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিযুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।" (১০ম-৫খ—১সূ—৩সা) ॥ *

———(*)———

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২ ৩১২ ৩ ১২ ৩২

এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ।

১২ ৩১র ২র

ইন্দুঃ সত্রাজিদাস্তৃতঃ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা।

'গব্যুঃ' (অস্মাকং গাঃ ইচ্ছন্, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হিরণ্যয়ুঃ' (অস্মাকং হিরণ্যং ইচ্ছন, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'সত্রাজিৎ' (সর্ব্বেষাং জেতা) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, শব্দং করোতি, সাধকেভ্যঃ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি —ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৪দা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক, পবিত্রকারক, পরমধনদাতা, সকলের জেতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৪দা)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি। কথম্ভূতঃ সন্? 'গব্যুঃ' অস্মাকং গা ইচ্ছন্, 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যানীচ্ছন্ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সন, 'সত্রাজিৎ' মহতঃ শত্রোরসুরাদের্জেতা, অস্তৃতঃ স্বয়মন্যৈরহিংসশ্চ সন। (১০অ ৫খ—১সূ—৪দা)।

* . *

চতুর্থ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন-প্রসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞান প্রদানও করেন। দুই দিক দিয়া এই ভাব-সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎ-শক্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান—এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত অথবা একটী অন্যটীর অনুগামী। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ সেখানে জ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানদায়ক বলা যায়। তাহা ছাড়াও অন্যদিক দিয়া বিষয়টী বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভগবৎশক্তি ভগবানেরই দ্যোতক; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবানই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং "ইন্দুঃ অচিক্রদৎ" বলাতে সেই ভগবন্মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান্ যে শুধু আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে পরমধনও প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি 'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ'। ভগবানের নিজের কোনও শত্রু নাই, তিনি অজাতশত্রু। তাহাই যদি হয় তবে তিনি কাহাকে জয় করেন? একথা বলা যাইতে পারে—'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ' পদদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয় কি? আপাততঃ পরস্পর বিরোধ দুষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়। ভগবান্ নিজে

অজাতশত্রু সত্তা, কিন্তু তিনি মানবের রিপুশত্রু নাশ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল মানুষ রিপুর আক্রমণে বিব্রত; সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান দয়া করিয়া আপনার অসম দুর্ব্বল সন্তানকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, তাহার রিপুনাশ করেন। তাই তিনি 'অস্তৃতঃ' হইয়াও 'সত্রাজিৎ'।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতেই প্রচলিত মত-সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যাইবে, — "এই সোম আমাদের গো-হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।" (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)॥

—•—

পঞ্চমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২   ৩ক ২র   ৩ ১   ২ ৩   ২ ৩   ১ ২

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ।

৩ ২উ   ৩ ২ ৩ ২

পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অন্তরিক্ষে' (দ্যুলোকে —স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ' (আভিমুখ্যেন) 'অসিষ্যদৎ' (স্যন্দতে—গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান্ ভগবন্তং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ - ৫খ—১সূ - ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে ভগবৎপ্রাপ্ত করান।) ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৫সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুষ্মী' বলবান্ সোমঃ 'অন্তরিক্ষে' দশাপবিত্রে 'অনিষ্যদৎ' স্যন্দতে। কীদৃশ এষঃ? 'বৃষা' বর্ষকঃ' 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ, 'পুনানঃ' পূয়মানঃ, 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ, স এব 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রঞ্চাপি; গচ্ছতীতি শেষঃ। 'আ'—ইতি চার্থে। (১০অ—৫খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্বপ্রভাবে সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়। মন্ত্রের যে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"এই বলবান্ সোম অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী মন্ত্রের অনুযায়ী তো নহেই, ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত এই অনুবাদের মিল নাই। ব্যাখ্যার শেষভাগ—"দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এখানে 'দীপ্ত' পদ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের কোথায়ও দীপ্তিবাচক কোনও পদ নাই। অনুবাদকার এই 'দীপ্ত' শব্দ কোথায় পাইলেন? এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতেও অনুবাদকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সোম অন্তরীক্ষে গমন করিবে কিরূপে? তরল পদার্থ কি ঊর্দ্ধপথে ধাবিত হয়? ভাষ্যকার মন্ত্রটিকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে সম্ভবতঃ সোমরসের ঊর্দ্ধমার্গে গমনের অসম্ভাব্যতার বিষয় তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল, তাই তিনি এখানে অন্তরীক্ষে পদের অর্থ করিয়াছেন—'দশাপবিত্রে', অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার প্রয়োজনমত সকল শব্দই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই এক 'অন্তরীক্ষ' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র' 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে দশাপবিত্রে পৌঁছিয়াছে! অবশ্য মন্ত্রের যখন সোমরসাত্মক অর্থ করিতে হইবে, তখন মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তো তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করা দরকার! প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতাই এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিম্নে এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"মনোরথপূরক আউর হরেবর্ণকা পবিত্র করনেওয়ালা দীপ্তিমান্ বলবান্ ইয়াহ সোম দশাপবিত্রমে টপ্‌কতা হ্যায়, ইন্দ্রকোভী আদরকে সাথ পহুঁচতা হ্যায়।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৫খ—১সূ—৫সা) *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।

৩ ১ ২ ৩ ২
দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং, দেবভাবানাং অবিতা, রক্ষকঃ, দেবভাববর্দ্ধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অঘশংসহা' (পাপপ্রবণতানাশকঃ, পাপনাশকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববর্দ্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি)। (১০অ—৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শুষ্মী' বলবান্ 'অদাভ্যঃ' অদম্ভনীয়ঃ অহিংসনীয়ঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অর্ষতি' গচ্ছতি 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা 'অঘশংসহা' অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রতি যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা উচিত।

শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে,—'দেবাবীঃ' এবং 'অঘশংসহা'। 'দেবাবীঃ' পদের তাৎপর্য—'দেবানাং অবিতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের রক্ষক। শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাদিগকে রক্ষা করে, ইহা হইতে ভাব আসে যে—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের প্রবর্দ্ধক। মানুষের মধ্যে যে দেবভাব সুপ্ত থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তাহা বর্দ্ধিত হয়। মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের পথে চলিতে থাকে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাববর্দ্ধক—'দেবাবীঃ'।

দেবত্ব ও অসুরত্ব, পাপ ও পুণ্য একত্র থাকিতে পারে না। আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকে না, দেবভাবও পাপ তেমনি একত্র থাকে না—থাকিতে পারে না। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবলমাত্র 'দেবাবীঃ' নয়, তাহা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। 'অঘশংসহা' পদের তাৎপর্য—'অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা' অর্থাৎ যাহা পাপের প্ররোচক, যাহা মানুষকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই অঘশংসা, অর্থাৎ পাপপ্রবর্ত্তক বা পাপপ্রবণতা। সেই পাপপ্রবণতা বা পাপপথের উত্তেজক মূলকারণ বিনষ্ট হইলে, পাপও দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপনাশক বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশকও বটে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের উদ্বোধক। দেবভাব জাগরিত হইলে পাপ দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ—৫খ ১সূ-৬সা)।*

— • —

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২　৩ ১　৩ ২ ৩　২ ৩　১র ২　৩ ১ ২

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি।

৩ ১র　২র　৩ ২

নিঘ্নন্ রক্ষাꣳসি দেবয়ুঃ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দেবয়ুঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়—ভগবতঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রক্ষাংসি' (রিপূন্) 'নিঘ্নন্' (বিনাশয়ন্) তেষাং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'অর্ষতি'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(গচ্ছতি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ রিপুনাশকং ভগবৎপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১০অ-৬খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ তাঁহাদিগের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'পীতয়ে' ইন্দ্রাদিপানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বৃষা' বর্ষণঃ সন 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'রক্ষাংসি' 'নিঘ্নন্'। 'দেবয়ুঃ' দেবকামঃ স ইত্যন্বয়ঃ। ১॥

* * *

প্রথম (১২৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।" 'পবিত্রে' শব্দের প্রচলিত অর্থ দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি। এই ছাঁকুনিতে সোমলতার রস ছাঁকা হইত বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সোমরসকে যেন সোমলতা হইতে বাহির করিয়া দশাপবিত্রে ছাঁকিবার জন্য ঢালা হইতেছে এবং তৎকালীন সোমরস দৃষ্টে যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

প্রচলিত মত-সম্বন্ধে এতটুকু না হয় বুঝা গেল। কিন্তু সেই সোমরস 'দেবয়ুঃ' অর্থাৎ 'দেবকামঃ' হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ হয় তো উত্তর দিবেন—সোমরস দেবতাদিগের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়, সুতরাং প্রস্তুতকারকের ভাবটা প্রস্তুত দ্রব্যের উপর আরোপিত হওয়ায় সোমরসকেই 'দেবকামঃ' বলা হইয়াছে। একথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলা যাইতে পারে, আচ্ছা তাহা না হয় গ্রহণ করা গেল, কিন্তু 'রক্ষাংসি নিঘ্নন্' পদদ্বয় সোমরস সম্বন্ধে কিরূপে প্রয়োগ করা যায়? সোমরস দেবতার জন্য না হয় প্রস্তুত হইল, দশাপবিত্রেও না হয় গেল; কিন্তু তাহা 'রাক্ষস' অথবা 'শত্রু' বিনাশ করে কিরূপে? সোমরস কি এত বড় প্রকাণ্ড যোদ্ধা যে, দশাপবিত্রে যাইতে যাইতে সে রাক্ষস প্রভৃতি বিনাশ করে? তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব শক্তি কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে?

তাই আমাদের মত এই যে, মন্ত্র এখানে মাতালভোগ্য কোন মাদকদ্রব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোমরসই মানুষকে পরমশক্তি দান করে - রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার করেন। ইহাই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১০অ - ৬খ - ১সূ ১সা) ॥

— * — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২

অভি যোনিং কনিক্রদৎ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (প্রাজ্ঞঃ, প্রজ্ঞাদায়কঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসি' (ধারকঃ, বিশ্বধারকঃ) 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ); সঃ পরমদেবঃ 'অভি যোনিং' (যোনিং, স্থানং অভিলক্ষ্য, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; সঃ পরমদেবঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ - ৬খ—১সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক পাপহারক বিশ্বধারক ভগবান্ সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সেই পরমদেব আমাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—২সা) ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বিচক্ষণঃ'। পশ্যতি-কর্ম্মৈতৎ (নিঘ• ৩,১১৩)। সর্ব্বস্য দ্রষ্টা। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'ধর্ণসিঃ' সর্ব্বস্য ধারকঃ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি, পশ্চাৎ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন্ 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'অভি' গচ্ছতি॥ (১০অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের অপার করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তারপর এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। সঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দকরতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন।" মন্ত্রটী প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এবার দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া সোমরস দ্রোণকলসে যাইতেছেন। সোমরস প্রচলিত মতানুসারেই সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইলেও এখানে ব্যাখ্যানুসারে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন! শুধু তাই নয়-সোমকে সর্ব্বদর্শী বলা হইয়াছে। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সর্ব্বদর্শী হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সোমরস সর্ব্বদর্শী হয় কিরূপে? কেবল যে সর্ব্বদর্শী তাহা নয়, সোমরস সকলের ধারকও বটে। অর্থাৎ সোমরসই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, অথবা সমগ্র বিশ্বই সোমরসের প্রভাবে বিধৃত আছে। একটা সামান্য মদ্য-সম্বন্ধে এতটা কল্পনার উচ্ছ্বাস আসে বলিয়া মনে হয় না আর সোমরস-সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রযুক্তও হইতে পারে না।

আমরা মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমার চিত্রই দেখিতে পাই। তিনি কৃপা করিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সেই পরমদয়াল দেবতার চরণেই পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ-৬খ—১সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি।
৩ ১র ২র৩ ১ ২
রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (৭ম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'রক্ষোহা' (রক্ষোনাশকঃ, রিপুনাশকঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'রোচনং' (রোচকং, দীপ্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বারমব্যয়ং' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি ধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ দিব্যজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ।)॥ (১০অ—৬খ-১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, রিপুনাশক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের দীপ্তিদায়ক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' 'বাজী' বেজনবান অশ্ব-স্থানীয়ঃ 'দিবঃ' 'রোচনং' রোচকঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'বিধাবতি'। কীদৃশঃ? 'রক্ষোহা' রক্ষসাং হন্তা, 'অব্যয়ং বারং' দশাপবিত্রং অতীত্য বিধাবতি বিবিধং গচ্ছতি। 'রোচনং'—'রোচনা' - ইতি পাঠো॥ (১০অ ৬খ ১সূ—৩সা)

* * *

তৃতীয় (১২৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রখ্যাপনই মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে জ্ঞান সেখানে সত্যের জ্যোতিঃ, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এই উভয়টী অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'বারমব্যয়ং' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এই জ্ঞানের একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক বা স্বর্গের দীপ্তিস্বরূপ। এই বিশেষণের ভাবার্থ কি তাহা একটু প্রণিধান করা যাউক।

'দিবঃ রোচনং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'দিবঃ রোচকঃ'। ভাষ্যকার এই পদদ্বয়কে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। অবশ্য এটী যে অসঙ্গত তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু পুংলিঙ্গ শুদ্ধসত্ত্বের ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগের কোন কারণ দেখা যায় না। ক্লীবলিঙ্গ জ্ঞান-শব্দেরই উহা উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই 'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক। সকল জ্যোতির মূল জ্ঞানজ্যোতিঃ। জ্ঞানই

বিশ্বে জ্যোতিঃ দান করে। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি—জ্ঞান। জ্ঞানবলেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানবলেই তাহা বিধৃত আছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ তাহা নয়, উহা সমগ্র বিশ্বের জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিতে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই পবমান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন॥ (১০অ ৬খ—১সূ—৩সা)॥ *

— * —

চতুর্থং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

জামিভিঃ সূর্য্যং সহ॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থা-প্রাপ্তস্য সাধকস্য) 'অধি সানবি' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'জামিভিঃ' (বন্ধুভূতৈঃ সদ্বৃত্তি-নিবহৈঃ—ইতি যাবৎ) 'সহ' 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, প্রকাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ তীক্ষ্ণং করোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কর্ম্ম-সাধনে বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিনিবহের সহিত জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানজ্যোতিকে তীক্ষ্ণ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'ত্রিতস্য' মহর্ষেঃ 'অধিসানবি' সমুচ্ছ্রিতে যজ্ঞে। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'জামিভিঃ' প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা স্বতেজোভিঃ সহ' সহিতঃ সন্ 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ৎ' প্রকাশিতবান্ ॥ (১০অ ৬খ—১সূ—৪সা) ॥

• • •

চতুর্থ (১২৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

উচ্চস্তরের ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের সৌভাগ্য বর্ত্তমান মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমে প্রচলিত মতের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া পরে আমাদের ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনা-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই, "সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।"

প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রের কোথায়ও সোমরসের কোন উল্লেখ নাই; এবং মন্ত্রের ভাব হইতেও সোমরসের কল্পনা আসিতে পারে না। প্রচলিত ব্যাখ্যাটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাখ্যায় সোমরসের অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার সোমরস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছেন। সেটা কি? তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সোমরস সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। কিরূপে? 'ত্রিত' নামক একজন ঋষির উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করিয়া। তারপর কেবলমাত্র তাহাই নয়—বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। এই বন্ধু কে, বা কাহার বন্ধু তাহা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'জামিভিঃ' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা স্বতেজোভিঃ" অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ অথবা বন্ধুভূত স্বতেজের সহিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তেজকেই ব্যাখ্যার 'বন্ধু' শব্দে লক্ষ্য করে। সুতরাং ব্যাখ্যার শেষাংশের মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে, সোমের দ্বারাই সূর্য্য ও সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন এই—সোমরস সূর্য্যকে অথবা সূর্য্যতেজকে প্রকাশিত করে—এই বাক্যের কোন সদর্থ পাওয়া সম্ভবপর কি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সোমরস এক-প্রকার তরল মাদকদ্রব্য। সোমলতা নামক লতাবিশেষের রস হইতে উহা প্রস্তুত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সোমরস প্রস্তুতের প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সোমরস কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তু বলিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকার-গণের ধারণা নয়। তাঁহাদের মত এই যে, সোমরস একটা মাদকদ্রব্য, হয়তো বা বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল মদ্য দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোনও মাদকদ্রব্য হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তাহা মাদকদ্রব্য নিশ্চয়। প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আচ্ছা; সোম বলিতে যদি মাদকদ্রব্য মদ্যকেই বুঝায় তবে তাহা

সূর্যাকে প্রকাশিত করে কিরূপে? পৃথিবীর চেয়ে মস্ত অন্তরীক্ষস্থ সূর্য্যকে কিরূপে তেজোবান করিতে পারে? মন্ত্রের সোমরসের এমন কি শক্তি থাকিতে পারে যে, সে সূর্য্যকে তাহার বন্ধুভূত তেজোরাশির সহিত জগতে প্রকাশিত করিবে? সোমরস প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি সূর্য্য তেজোবিহীন ছিলেন? সোমরস প্রস্তুত হইবার পরেই কি সূর্য্যদে তেজোসম্পন্ন হইলেন? এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ব্যাখ্যাকার হয়তো বলিবেন—'প্রকাশ করার' একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেই অর্থ এই নয় যে, সূর্য্য সোমরসের দ্বারা তেজোসম্পন্ন হইয়াছেন; বরং তাহার ভাব এই যে, সোমরসের দ্বারা সূর্য্য অধিকতর উজ্জ্বল হয়েন। কিন্তু এই বিশেষ অর্থদ্বারাও ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্যতা দোষ পরিহার করা যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মধ্যে ভাবের অসঙ্গতি দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার কোন সদর্থ পাওয়া যায় না। যদি 'সোম' বলিতে সোমরস ব্যতীত অন্য কোন ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে বুঝায়, অথবা সূর্য্যপদে যদি প্রচলিত ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে হয়তো বা উপরের উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের কোন সদর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

শুধু তাই নয়। মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'ত্রিত' নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ত্রিত নামক জনৈক ঋষির যজ্ঞে পবিত্র হইয়া যেন সোমের এই অপূর্ব্ব শক্তিলাভ হইয়াছে, অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, ত্রিত নামক ঋষি খুব বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে সোম পবিত্র হয়েন। অর্থ যাহাই হউক না কেন, নিত্য বেদমন্ত্রের মধ্যে অনিত্য অবিনশ্বর মানুষের বা তাহার কার্য্যকলাপের কোনও উল্লেখ সম্ভবপর নয়। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারণা এই যে, 'ত্রিত' নামক একজন ঋষি ছিলেন এবং মন্ত্রে তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ থাকা অসম্ভব।

আর বাস্তবিকপক্ষে মন্ত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ত্রিত' শব্দে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই—উক্ত শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধককে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেও এই 'ত্রিত' শব্দ পাইয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান স্থলেও ঐ শব্দ দ্বারা উচ্চস্তরের সাধককে লক্ষ্য করে। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যউক।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা সমগ্র বিশ্বে এই ত্রিগুণ অনুস্যূত আছে। জড়তা, অলসতা, হীনতা প্রভৃতি জড়গুণের পরিচায়ক। উদ্ধতা, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রজোগুণের ফল। আবার সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষের মধ্যে শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হয়। বাস্তব জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সাধারণ অবস্থায় এই ত্রিগুণের অধীন থাকে। সুতরাং এই ত্রিগুণজনিত বিভিন্ন ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

মানুষের মধ্যে ঐশীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তির প্রেরণায় মানুষ

আপনার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষ সাধনা দ্বারা নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণকেই সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তমঃই মানুষকে সংসার-পাশে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর পাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু অন্য দুইগুণও বন্ধনের পক্ষে কম কঠিন নয়। তবে সত্ত্বভাব যখন অন্য দুই গুণের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহা সাধককে উন্নতির পথে লইয়া যায়। কিন্তু তবুও শুদ্ধসত্ত্বের উপরেও আর একটা স্তর আছে। সেই স্তর ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ সাধক তখন ত্রিগুণের প্রকৃতির উপরে চলিয়া যান। তখন প্রকৃতি সাধককে আপনার মোহজালে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই উচ্চস্তরকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হইয়াছে। যিনি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 'ত্রিতঃ'। মন্ত্রের মধ্যে এই উন্নত সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'পবমানঃ' শব্দে পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত সাধক যখন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ে পরাজ্ঞান সমুদিত হয় ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। 'সূর্য্যং' পদে জ্যোতিষ্কসূর্য্যকে বুঝাইতেছে না। উক্ত পদের দ্বারা সর্ব্বতেজের আধার জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে জ্ঞানকেও আনয়ন করে— উজ্জ্বলতর করে। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১০অ-৬খ ১সূ-৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ।

২ ৩ ১ ২

সোমো বাজমিবাসরৎ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বরিবোবিৎ' (বহুঃ ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, অজাতশত্রুঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বাজমিব' (সংগ্রামাশ্বতুল্যঃ দ্রুতগতিসম্পন্নঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব, যদ্বা—আত্মশক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'অসরৎ' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ আশুং পরমধনদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১০অ-৬খ—১সূ ৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, পরমধনদাতা, অজ্ঞানশত্রু, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) দেবতার ন্যায় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ আশু পরমধনদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বৃত্রহা' শত্রূণাং হন্তা 'বৃষা' বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বরিবোবিৎ' যষ্টৃর্দ্ধনস্য লম্ভকঃ 'অদাভ্যঃ' অন্যৈরহিংসনীয়ঃ; এবংগুণঃ সন 'বাজমিব' সংগ্রামাশ্বইব 'অসরৎ' গচ্ছতি কলশং। (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১২৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— •:§*§:• ——

মন্ত্রের মধ্যে একটী 'সোমঃ' পদ আছে; সুতরাং ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই প্রচলিত মতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"(অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।"

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা আছে—'বাজমিব' অর্থাৎ সংগ্রামাশ্বতুল্য। এখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধের কোনও কথা নাই, সুতরাং এই তুলনার বিশেষ কোনও অর্থ আছে মনে করিতে হইবে। মন্ত্রের মূল শব্দ 'বাজং'। উহার সাধারণ অর্থ-শক্তি। প্রচলিত অর্থ সংগ্রামাশ্বও গৃহীত হইয়া থাকে যখন 'সংগ্রামাশ্ব' অর্থ গৃহীত হয়, তখন উহাদ্বারা গতিবেগকে লক্ষ্য করা হয়। সংগ্রামাশ্ব অতিশয় তীব্রগতির সহিত রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়, সেই তীব্রগতিই মন্ত্রের লক্ষ্য। এই গতির সহিতই শুদ্ধসত্ত্বের গতির তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব শীঘ্রগতিতে সাধককে প্রাপ্ত হয়—ইহাই উপমার লক্ষ্য। আমরা উক্ত উপমার দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজং' পদের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রামাশ্ব, এবং অন্য অর্থ শক্তি—আত্মশক্তি। এই উভয় ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে—উভয় অর্থেই উপমার সঙ্গতি লক্ষিত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সংগ্রামাশ্বতুল্য' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তাহাদ্বারা ভাষ্যকার সম্ভবতঃ সোমরসের গতিবেগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রূণাং হন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রচলিত মতে 'বৃত্র' শব্দে একটা অসুরের নাম বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকার তাঁহার অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না।

'বরিবোবিৎ' পদের ভাষ্যার্থই সঙ্গত-বোধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাদকদ্রব্য সোমরস

কিছুতেই মানুষকে ধনদান করিতে সমর্থ নয়—সে পার্থিব অথবা অপার্থিব ধন, যাহাই হউক না কেন। সুতরাং সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মূলেই ভুল রহিয়াছে। মন্ত্রে 'সোমঃ' পদ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা সোমরস প্রচলিত ব্যাখ্যাতাগণের কল্পনার ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পদে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, অর্থাৎ মানুষ যখন রজঃ ও তমের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় তখন তাঁহার হৃদয়দর্পণে সত্য প্রতিফলিত হয়। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে মানুষ তুচ্ছ কাচের মায়ায় প্রলুব্ধ না হইয়া কাঞ্চনলাভের চেষ্টা করে এবং আপনার সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাই সত্ত্বভাবকে 'বরিবোবিৎ' বলা হইয়াছে।

'অদাভ্যঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বহুস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে বিশেষতঃ উক্ত পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"শত্রুওকা নাশক আউর সর্ব্ব কর্ত্তা অভিষব কিয়াহুয়া আউর যজমানকো ধন দেনেবালা আউরসে হিংসিত ন হোনেবালা বহ সোম সংগ্রামকে ঘোড়েকী সমান বেগসে কলশমেঁ জাতা হ্যায়।" (১০অ-৬খ-১সূ ৫সা)।*

——:০:——

ষষ্ঠং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩　৩ ২　৩ ১ ২ ৩ ২　১　২র

স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি।

২ ৩ ১ ২　৩　৩ ২

ইন্দুরিন্দ্রায় মꣳহয়ন্ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিনা' (প্রাজ্ঞেন সাধকেন, জ্ঞানিনা সাধকেন ইত্যর্থঃ) 'ঊষিতঃ' (আহূতঃ, উদ্বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সঃ দেবঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ দেবঃ) 'দ্রোণানি' (কলশানি, পাত্রাণি, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অভিধাবতি' (অভিগচ্ছতি, আবির্ভবতি); 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মংহয়ন্' (পূজয়ন্—পূজাপরায়ণঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী সাধককর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন। (১০অ—৬খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'ইন্দুঃ' ক্লিন্নমানঃ 'কবিনা' আক্রান্ত-প্রজ্ঞেনাধ্বর্য্যুণা 'উষিতঃ' প্রেরিতঃ সন 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রং 'মংহান্' স্বকীয়-রসেন পূজয়ন। 'মংহয়ন্'—মংহনা—ইতি পাঠৌ। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ৬।

* * *

ষষ্ঠ (১২৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাবার্থ এই যে,—সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত করেন; দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই মহান, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট যে, তাহা কখনও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। সোমকে ব্যাখ্যার মধ্যে একনিশ্বাসেই বলা হইয়াছে 'মহান্' এবং 'ক্লেদযুক্ত'। আচ্ছা যাহা মহান্, তাহা ক্লেদযুক্ত হয় কি প্রকারে? ক্লেদযুক্ত মহত্ত্ব কিছু আছে নাকি? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাখ্যাকার এই সামান্য বিষয়টীও অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাটী যে সোমরস নামক মদ্য-সম্বন্ধে কল্পিত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রচলিত কি মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাই। প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাতেই উপরের উদ্ধৃত মত অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষভাবে ইহা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা গৃহীত মত বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও সেই পাশ্চাত্যমতবাদসমূহ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেইজন্য তাহাও আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

মন্ত্রের মধ্যে প্রধান বিষয়—সোমরস। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস নামক মদ্য সোমলতা নামক এক প্রকার লতা হইতে প্রস্তুত হয়। সোমলতাকে প্রথমতঃ প্রস্তরের উপর পেষণ করিয়া চটকাইয়া তাহা হইতে নিঙড়াইয়া রস বাহির করা হইত। সেই রসকে

মেষলোমের প্রস্তুত দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনির দ্বারা ছাঁকিয়া পবিত্র করা হইত। পবিত্রের দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইলে সেই সোমরসকে একটী কলসের মধ্যে রাখা হইত, সেই কলসের নাম 'দ্রোণ'। তাহার মধ্যে জল রাখা হইত, এবং পরিস্কৃত সোমরসের সহিত দুগ্ধাদি মিশ্রিত করা হইত। মোটামুটীভাবে ইহাই সোমরসের প্রস্তুত-প্রণালী। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোমরসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই সোমরস দিয়া দেবগণের পূজা করিতেন, দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিয়া ভক্তপ্রদত্ত সেই সোমরস পান করিতেন। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও দেখিতেছি, "সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করিবার জন্যই যেন সোমরস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ছাঁকিয়া তাহা দ্রোণকলসের মধ্যে রাখা হইতেছে। এই সোমরস সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, উহা মাদকদ্রব্য, এবং সমস্ত দেবতা এই মদ্যপানে আনন্দিত হয়েন।

আমরা না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, কোন সমাজে কোনও সময়ে সোমরস নামক মদ্যের প্রচলন ছিল এবং তাহা মানুষ পান করিয়া উন্মত্ত হইত, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিত, দেবতাগণও যজ্ঞস্থলে আগমন করতঃ সোমপান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু এই সকল স্বীকার করা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠে,—সোমরস নামক মদ্যের অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা কি মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? বেদের কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"সোম সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, কোথায়ও বা বলিয়াছেন, সোম বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। অতি সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষের মনেও স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিবে যে, অতি হেয় একটা মাদকদ্রব্যসম্বন্ধে কি মানুষ এত উচ্চধারণা পোষণ করিতে পারে? একটা অতি নিম্নশ্রেণীর মাতালও মদসম্বন্ধে এত অত্যুক্তি করিবে না। সকল বেদ, বিশেষভাবে সমগ্র সামবেদ-সংহিতা এই সোমরসের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর সেই প্রশংসা অতিশয়োক্তি-পূর্ণ। একমাত্র ভগবান্ অথবা ভগবৎশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে এই মহিমাকীর্ত্তন প্রযোজ্য হইতে পারে না।

তাই আমাদের ধারণা, বেদে 'সোম' বলিয়া যে বস্তুটীর উল্লেখ আমরা পাই, তাহা মদ্য নয়, এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করি, তাহাও সত্য নয়। প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কখনই এত অপদার্থ ছিলেন না যে, একটা অতি জঘন্য মাদক-দ্রব্যে এত উচ্চাঙ্গের মহিমা আরোপ করিয়াছেন। আমাদিগকে দুই পথের এক পথ বাছিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অবিসম্বাদীরূপে মানিয়া লই, তাহা হইলেই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাঁহারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা অতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আবার জাগতিক অতি সাধারণ বস্তু ও জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা পোষণ করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের পূজনীয় বলিয়াই যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে

উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা নয়, তাঁহাদের মহত্ত্বের, উচ্চসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমাদের মাথা নত হইয়া আসে কিন্তু আমরা যদি বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ন্যায় সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগকে 'কৃষক' এবং বেদকে 'চাষার গান' আখ্যা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়।

কিন্তু তাহাও সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাতাদের মতে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, বেদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত আছে। সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে যিনি যে রত্নের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সেই রত্নই লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি সমগ্র বেদকে একত্রভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটে যে, সমগ্র বেদকে এক জিনিষ বলিয়া মনে করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে মনে হয় যে, বেদের এক অংশের সাত্ত্বিকতা, বিশুদ্ধিতা বুঝি অন্য অংশের তামসিকতার প্রতিদ্বন্দীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেদের মধ্যে এই বৈষম্য নাই। উহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিবৈষম্যের ফলমাত্র।

তাই বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বেদের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা গভীরতর নিগূঢ় ভাব মন্ত্রে নিহিত আছে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করা হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু যাহাতে আমরা যতদূর সম্ভব সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ধারণা, মন্ত্রে সোমরস নামক কোন মদের উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে ভগবানের শক্তি, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। বেদে সোমকে 'মদঃ', 'মদকরঃ' প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা সেই মত্ততাকে লক্ষ্য করে, যে মত্ততা লাভ করিবার জন্য যোগী-ঋষি, ভক্তগণ দিবানিশি সাধনায় নিরত থাকেন। সেই মদসুধা পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা চিরতরে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। 'সোম' শব্দে তাহারই দ্যোতনা করে।

যখন 'সোম' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইল, তখন সেই সোম-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের ধারণাও পরিবর্তিত হইবে। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ের বস্তু, উহা সাধকের পবিত্র হৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়। তাই 'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কে লক্ষ্য করে। আমরা তাই সর্ব্বত্রই 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—"হৃদয়রূপপাত্রাণি, হৃদয়ানি"। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণেরই পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে আছে—"কবিনা উষিতঃ দ্রোণানি অভিধাবতি।" কবি পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে। জ্ঞানী সাধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই এই মন্ত্রাংশ প্রকাশ করিতেছে।

এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? "ইন্দ্রায় মৎহয়ন"—ভগবানের আরাধনার জন্য। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্যই ভগবানকে যথোপযুক্তরূপে আরাধনা করিবার শক্তিলাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥*

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সর্ব্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা॥ ১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ যঃ সাধকঃ) 'ঋষিভিঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'সম্ভৃতং' (কৃতং, দৃষ্টং) 'রসং' (রসযুক্তং, অমৃতময়ং—স্তোত্রং বেদমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অধ্যেতি' (পঠতি, উচ্চারয়তি) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মাতরিশ্বনা' (মাতৃভূতেন জ্ঞানেন, আদিজ্ঞানেন) 'স্বদিতং' (স্বাত্রকৃতং, বিশুদ্ধীকৃতং) 'পূতং' (পবিত্রং) 'সর্ব্বং' (সর্ব্ববস্তূনি) 'অশ্নাতি' (গৃহ্লাতি, লভতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বেদপাঠনিরতাঃ সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৭খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসম্পন্ন (অথবা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত) যে সাধক জ্ঞানিগণকর্তৃক দৃষ্ট অমৃতময় বেদমন্ত্র পাঠ করেন—উচ্চারণ করেন, সেই সাধক আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বেদপাঠনিরত সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন)॥ (১০অ—৭খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যঃ' জনঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকাঃ সর্ব্বাঋচঃ তদ্রূপং 'ঋষিভিঃ' সূক্তদ্রষ্টৃভিঃ মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ 'সম্ভৃতং' সম্পাদিতং 'রসং' বেদসারভূতং পাবমানং সূক্তসঙ্ঘং যঃ 'অধ্যেতি', 'সঃ' জনঃ 'সর্ব্বং' ভোজ্যজাতং 'পূতং' পরিশুদ্ধমেব 'অশ্নাতি' ভক্ষয়তি। কথমস্য পূতত্বং? তত্রাহ - অধ্যাপনাৎ প্রাগেব 'মাতরিশ্বনা'। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ, স চ পবিত্রমেব। পবিত্রেণ বায়ুনা 'স্বদিতং' স্বাদূকৃতং পরিপূতমেবান্নং পশ্চাৎ স নরোঽশ্নাতি। (১০অ - ১খ - ১সূ - ১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কোনও উন্নতিই সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিবা ইহলৌকিক উৎকর্ষসাধন, কিবা পারলৌকিক পরমধন অধিকরণ সকলই কর্ম্মসাপেক্ষ। মন্ত্র সেই তথ্যই নিরূপণ করিতেছে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ, বেদ-মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন - সকলই কর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত। বেদ নিত্য সামগ্রী; বেদ সত্যমূর্ত্তি। সুতরাং বেদমন্ত্রের পাঠ-রূপ কর্ম্মসম্পাদনে সেই নিত্য বস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধনপথে এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়। কর্ম্মহীনতা এ সংসারে সম্ভবপর নহে। কর্ম্মের মধ্যে আবার সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। এখানে, বেদমন্ত্রাধ্যয়নে সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসম্পাদনের উপদেশই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্র কহিতেছেন,—'যদি পরমধন লাভ করিতে চাও, বেদমন্ত্র-রূপ ভগবদ্বাণীর নিত্য উপাসক হও।'

কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক মন্ত্র, ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্ব্বং' পদের অর্থের ভাষ্যে এবং তদনুসরণে ব্যাখ্যায় এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদে 'ভোজ্যজাতং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তদনুসারে 'সর্ব্বং পূতং অশ্নাতি' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,-'সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন।' বেদমন্ত্রের এরূপ বিকৃত অর্থ যে কদাচ অভীষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র বিশুদ্ধ (ভেজালহীন) খাদ্য আহার করিলে সহসা স্বাস্থ্য হানি হয় না সত্য; কিন্তু তাহাতে পারলৌকিক কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তার্কিক কহিবেন,—শরীর নিরোগ হইলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; তাই পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য আহার করিবার আবশ্যকতা। এ যুক্তি কতকাংশে সত্য হইলেও পারলৌকিক কল্যাণসাধন বিষয়ে এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখি না। তাই আমরা ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যের অনুসরণে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"যে ব্যক্তি-পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্ব-প্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।" ভাবের বৈচিত্র্য একবার লক্ষ্য করুন। বায়ু যে পবিত্র খাদ্য আহার করিয়াছেন, বেদমন্ত্র পাঠকারী

সেই পবিত্র ভক্ষ্যবস্তু আহার করিয়া থাকেন। এখানে 'মাতরিশ্বনা' পদই 'পরিভ্রেণ বায়ুনা' অর্থে অধ্যাহৃত হওয়ায় এইরূপ ভাববিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে কহিয়াছেন,—"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ" অর্থাৎ অন্তরিক্ষে প্রবহমান বলিয়া 'মাতরিশ্বা' পদে বায়ু বুঝায়। এখানে 'মাতরি' পদে আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থ পরিকল্পিত। কিন্তু এরূপ অর্থ অধ্যাহারে কোনই হেতু দেখি না। 'মাতৃ' পদের সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ পরিগ্রহণে করিলেই, আমাদের মতে, অধিকতর সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমরা 'মাতরি' পদে 'মাতৃভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'মাতরিশ্বনা' পদে 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানকে মাতৃভূত বলিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাতা যেন আদিভূত, মাতা যেমন সন্তানের উৎপাদিকা; সেইরূপ সজ্জ্ঞানই সৎকর্ম্মের জনয়িতা এবং মাতৃস্থানীয়। এতদর্থেই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'মাতরিশ্বনা' পদে আমরা 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আদিভূত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও পরাজ্ঞানের দ্বারা সংসারের যাবতীয় সামগ্রী বিশুদ্ধীকৃত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া থাকে, আর সেই বিচার-সামর্থ্যের দ্বারা পবিত্র সামগ্রী বাছিয়া লইতে পারে। 'আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করে' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারা, সজ্জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিত্য পবিত্র পরমবস্তুর সন্ধান পায়; আর তাহার সন্ধান পাইয়া মানুষ তাহাই প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রধাবিত হয়। এই সদ্বস্তু লাভের উদ্বোধনা এবং সজ্জ্ঞানে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (১০—১খ—১সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র৩ ২
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ভগবতঃ শরণাগতঃ যঃ জনঃ) ঋষিভিঃ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ) সম্ভৃতং' (সেবিতং, ধৃতং—রক্ষিত ইতি ভাবঃ) 'পাবমানী' (পবিত্রতাসাধকং, পরিত্রাণকারকং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের একত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাবঃ) 'তস্মৈ' (তস্মৈ শরণাগতায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'সরস্বতী' (সর্ব্বত্র সর্পণশীলাঃ দেবতা—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ক্ষীরং' (সৎকর্ম্মসাধনভূতং প্রকৃষ্টং জ্ঞানং) 'সর্পিঃ' (কর্ম্মসামর্থ্যং) তথা 'মধু উদকং' (প্রাণোন্মাদকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিং চ) 'দুহে' (দুগ্ধে, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শরণপরায়ণঃ জনঃ জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিং চ লভতে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সংজনন জন্য আপনাকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম্মসাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্ম্মসামর্থ্য এবং প্রাণোন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি লাভ করেন)। (১০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' ব্রাহ্মণঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকা ঋচঃ 'ঋষিভিঃ' মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্মন্ত্র-দ্রষ্টৃভিঃ 'সম্ভৃতং রসং' বেদসারং সূক্তসজ্ঘং 'অধ্যেতি' অধীতে, 'তস্মৈ' পবমানাধ্যয়নং কুর্ব্বতে জনায় 'সরস্বতী' সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা 'ক্ষীরং' যজ্ঞ-সাধনং পয়ঃ, 'সর্পিঃ' তাদৃশং ঘৃতং 'মধু' মদকরং 'উদকং' সোমং 'দুহে' স্বয়মেব দুগ্ধে যাগাদি-পর-বেদশাস্ত্রং বিদং করোতীত্যর্থঃ। দুহ প্রপূরণে (অদা০ প০) কর্ম্মকর্ত্তরি 'ন দুহস্নু-নমাং (৩।১।৮৯)' ইত্যাদিনা যকঃ প্রতিষেধঃ 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১)' ইতি ত-লোপঃ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— - * - ——

ভাষ্যের ভাব এই যে,—মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সোমদেবতাবিষয়ক বেদসার সূক্তসমূহ যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন; পবমান অধ্যয়নকারী সেই ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সরণ-বতী বাগ্দেবতা যজ্ঞসাধন পয় ও ঘৃত এবং মদকর সোমকে দোহন করেন অর্থাৎ যাগাদিপর বেদশাস্ত্রবিৎ করিয়া থাকেন। ভাষ্যের ভাব আত্মোৎকর্ষতাসাপেক্ষ। এখানেও সাধনার একটী স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভাষ্যের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রাধ্যয়নে আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়, আর সেই আত্মোৎকর্ষের দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়,

এই ভাবই ভাষ্যে পরিস্ফুট। এখানেও সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়,—মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে, বেদমন্ত্রের পাঠে বেদবিৎ হওয়া যায় বলিতে তাহাই উপলব্ধি করি। ফলতঃ কর্ম্ম যে মূলীভূত এখানে সেই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি।

ভাষ্যের অনুসৃত ব্যাখ্যায় কিন্তু এ ভাব সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষির কথা বলিয়াছেন; ব্যাখ্যাকার মন্ত্ররচনাকারী ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব খ্যাপনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও মতই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা সেই প্রচলিত ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।" এখানে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—ভাষ্যের "মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ সম্ভৃতং বেদসারং শুক্লসত্ত্বং", আর ব্যাখ্যার 'রসময়ী রচনা' ভাষ্যকারও এখানে অভিসাবধানতা সহকারে 'মন্ত্রের রচনাকারী' বাক্য ব্যবহারে বিরত হইয়াছেন। বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষা করিতে গেলে মন্ত্র রচিত হওয়ার বিষয় এবং মন্ত্রের সহিত পুরুষসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের উক্তি যে, স্বকপোলকল্পিত পরন্তু তাহা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। তার পর ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঘৃত দুগ্ধ জল প্রভৃতি যজ্ঞসাধনভূত সামগ্রীর যে পরিকল্পনা, তাহাও আমরা মানিতে অসমর্থ।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এক অতি উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের পদাঙ্কের অনুসরণে অগ্রসর হইলে, আত্মোৎকর্ষলাভ হয়, আর তাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, মন্ত্র এই তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় 'ক্ষীরং', 'সর্পিঃ' এবং 'মধু উদকং' পদসমূহের লৌকিক যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যজ্ঞসাধনভূত দ্রব্য—সাধকের লক্ষীভূত নহে। এখানকার লক্ষ্য - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, যদ্দ্বারা সৎস্বরূপকে সর্ব্বথা অধিগত হয়। ক্ষীর, সর্পি এবং উদক - যেমন লৌকিক যজ্ঞের সাধক, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি এবং ভক্তি সেইরূপ মানসযজ্ঞের উদ্‌যাপক। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ যিনি, তিনি ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত সেই ত্রিবিধ সামগ্রী লাভের কামনাই করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লৌকিক সুখসাধক বা যজ্ঞসাধক সামগ্রী তাঁহার প্রার্থনীয় নহে।

তবে লৌকিক ক্রিয়াপদ্ধতিই যে অলৌকিক পরাগতি লাভের প্রধান সহায়, তাহা অস্বীকার করি না। লৌকিক কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে পারলৌকিক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে প্রকারান্তরে সে উপদেশও নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন মূল অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম সেইরূপ পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া মনে করি। মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। কর্ম্মফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়। তাই স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মে যাইবার উপদেশ বেদমন্ত্রের

অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। স্থূলের সাধনায় স্থূলকে পরিহার করিতে পারিলেই, সূক্ষ্মে উপনীত হওয়া যায়। তাই স্থূলের সাধনাও পরিহার্য্য নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রের উপদেশ—ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; সচ্চিন্তার সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও; কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানভক্তির উন্মেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। * (১০অ—৭খ—১সূ—২সা।)

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্ত্যয়নীঃ' (পরাশান্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণীদেবী ইত্যর্থঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকা, আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা ইত্যর্থঃ) 'সুদুঘা' (স্বতঃবর্ষীচন্দ্রসুধামিব শোভনফলদায়িকা) 'ঘৃতশ্চুতঃ' (সদ্ভাবসংজননয়িত্রী, শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'ঋষিভিঃ' (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতঃ' (সম্যকধৃতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ ভক্তিরসঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রাহ্মণেষু' (ব্রহ্মজ্ঞেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) উপস্থিতঃ সন অস্মৎসম্বন্ধে 'অমৃতং' (অমৃতপ্রাপকং, পরমার্থদায়কং বা ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (কল্যাণকরং) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং যথা সদ্ভাবাদিকারিণঃ ভবেম তথা সাধয়াম ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাশান্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণী দেবী আমাদিগের সম্বন্ধে পবিত্রতা-সাধিকা (আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা), স্বতঃবর্ষী চন্দ্রসুধার ন্যায় শোভনফল-দায়িকা, এবং সদ্ভাব-সংজননায়িত্রী শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা হউন। অপিচ, অন্তর্দৃষ্টি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে সপ্তষষ্টিতম সূক্তের দ্বাত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে ধৃত (উৎপাদিত) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিরস, ব্রহ্মজ্ঞ আমাদিগের মধ্যে উপজিত হইয়া, আমাদিগের অমৃতপ্রাপক পরমার্থদায়ক এবং পরমকল্যাণকর হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন সদ্ভাবাধিকারী হইতে পারি)। (১০ম—৭খ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণভাষ্যং।

যাঃ পাবমান্য ঋচঃ তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' ক্ষেম-প্রাপিকাঃ 'সুদুঘাঃ' সুষ্ঠু ফলং দুহানাঃ 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' ঘৃতং শ্চোতন্তি ক্ষারয়ন্তীতি ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঈদৃগভূতাঃ। অস্মানস্তুগৃহ্নান্বিতি শেষঃ। 'ঋষিভিঃ মন্ত্র-দর্শিভির্মুনিভিঃ 'রসঃ' ফলসারঃ 'সম্ভৃতঃ' অস্মাসু সম্পাদিতঃ। 'ব্রাহ্মণেষু' ব্রহ্মাণো মন্ত্রাঃ তৎপাঠকাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষস্মাসু 'অমৃতং' অবিনাশ-বলং 'হিতং' সম্পাদিতং। (১০ম—৭খ—১৭—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১২৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও সঙ্কল্পমূলক। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিভাব স্বতঃ সঞ্চারিত হয়; তাঁহাদের প্রভাবে আমাদিগের অন্তরেও সেই সদ্ভাব ভক্তিরস উপজিত হউক,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রকিরণ যেমন উচ্চনীচ-নির্বিশেষে নিপতিত হয়, ভক্তিও সেইরূপ উচ্চনীচ-নির্বিচারে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হউক, প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব সরল, প্রার্থনা সারল্যপূর্ণ। সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ যে আমরা নিষ্পন্ন করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। স্থানবিশেষে যে সামান্য ইতরবিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"পবমান দেবতাওয়ালী ঋচাএঁ কল্যাণপ্রাপ্ত করানেওয়ালী আউর শ্রেষ্ঠ ফল দেনেওয়ালী হমারে উপর অনুগ্রহরূপ ঘৃতকো টপকানেওয়ালী হ্যায়। মন্ত্রদ্রষ্টাওনে হমারে লিয়ে ফলোঁকা সার সার সম্পাদন কর দিয়া হ্যায়, হম বেদ পাঠিয়োঁমে অবিনাশী বল স্থাপন কর দিয়া হ্যায়।" মন্ত্রটী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ভাষ্যকার সেইভাবে বেদমন্ত্র পাঠে বেদাধিকারী হইবার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন; আর আমরা আমাদের পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সাধনে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছি। প্রভেদ এই মাত্র। (১০ম—৭খ—১সূ—৩সা)।

—*—

RISHNA MISSION INSTITUT

চতুর্থং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২
পাবমানীর্দ্দধন্তু ন ইমংল্লোকমথো অমুম্।
২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কামান্‌ৎসমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দ্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবৈঃ' (দেবভাবাদিভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমাহৃতাঃ' (সম্পাদিতাঃ, উৎপাদিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকাঃ, আত্মোৎকর্ষদায়িকাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবীঃ' (দ্যোতমানাঃ ভক্তিরূপিণ্যঃ দেব্যঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং অথো অমুং লোকং' (ঐহিকামুষ্মিকলোকয়োঃ, যদ্বা—ইহলোকপরলোকয়োঃ—কল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'দধন্তু' (ধারয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু) অপিচ 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং বা) 'কামান' (অভীষ্টান, অভিলষিতফলানি ইত্যর্থঃ) 'সমর্দ্ধয়ন্তু' (পূরয়ন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভক্তিপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন চ ভগবান্ অস্মাকং অভিলষিতফলানি প্রযচ্ছন্তু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ - ৭খ - ১সূ—৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের বা সত্ত্বভাবাদির দ্বারা উৎপন্ন, পবিত্রতাসাধক আত্মোৎকর্ষদায়ক দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবীগণ আমাদিগের ঐহিক আমুষ্মিক অথবা ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধী কল্যাণ প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিধ অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তিপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে ভগবান্ আমাদিগের অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবৈঃ' ইন্দ্রাদিভিঃ 'সমাহৃতাঃ' সম্পাদিতাঃ 'পাবমানীঃ দেবীঃ' পবমান-মন্ত্রাভিমানিনো দেব্যঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ইমং' ঈদৃগভূতং 'লোকং' ভূলোকং 'অথো' অপিচ 'অমুং' স্বর্গলোকং 'দধন্তু' প্রযচ্ছন্তু। তত্রত্যান্ 'কামান্' চ 'নঃ' অস্মদর্থং 'সমর্দ্ধয়ন্তু' সমৃদ্ধান্ কুর্ব্বন্তু ॥ ৪।

* * *

চতুর্থ (১২৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভক্তির সহায়তায়, সেই অভীষ্ট ফললাভ হয়,—মন্ত্রের প্রার্থনায় তাহাই সংসূচিত।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহারে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতানৈক্য নাই। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। ভক্তি স্বর্গাপবর্গপ্রদায়িকা, ভক্তি ভগবৎ-সাযুজ্যসাধিকা; সুতরাং সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষণের উদ্বোধনা মন্ত্রে অন্তর্নিহিত। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা)।

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ ॥ ৫ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন পবিত্রেণ' (যেন পবিত্রতাসাধকেন বস্তুনা, শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'আত্মানং' (স্বাত্মানং ইত্যর্থঃ) 'সদা' (নিত্যকালং) 'পুনতে' (পবিত্রং করোতি), 'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়কাঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—দেবভাবাঃ) 'তেন সহস্রধারেণ' (প্রভূতপরিমাণেন তেন—পবিত্রতাসাধকেন—তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন আত্মানং পবিত্রং করবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—৫সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক নিজের আত্মাকে নিত্যকাল পবিত্র করেন, শুদ্ধসত্ত্বদায়ক সকল দেবতা (অথবা দেবভাবসমূহ) প্রভূতপরিমাণ পবিত্রতাসাধক সেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা

আমাদিগকে পবিত্র করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে পারি।)॥ (১০অ—৭খ—১সু—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' ইন্দ্রাদ্যাঃ 'যেন' পবিত্রেণ শুদ্ধি-সাধনেন 'সদা' আত্মানং স্ব-দেহং পুনতে শোধয়ন্তি, 'সহস্রধারেণ' সহস্রাবান্তর-ভেদ-যুক্তেন 'তেন' সাধনেন 'পাবমানীঃ' পাবমান্য ঋচঃ 'নঃ' অস্মান্ 'পুনন্তু'॥ (১০অ-৭খ-১সু—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৩০০) সামের মর্ম্মার্থ।

——●:§ * §:●——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ; উহাকে আত্মোদ্বোধকরূপেও গ্রহণ করা যায়। যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক আপনার আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতঃ আপনার পবিত্রতাসাধন করিতে পারি - মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনমূলক এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। ভাষ্যাদির ভাব এই,—"ইন্দ্রাদি দেবতা যে উপায়ের দ্বারা তাঁহাদের আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, পাবমানী অর্থাৎ পবমানদেব-সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্রসমূহ সেই উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে শোধন করুন।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে,—ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বাহ্যবস্তু বা প্রক্রিয়া দ্বারা শোধনসাপেক্ষ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা যেন কোন কারণবশতঃ অশুদ্ধ অপবিত্র আছেন, তাঁহারা কোন বস্তুবিশেষের সাহায্যে আপনাকে পবিত্র করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে,—ব্যাখ্যার মূলভাবই অসঙ্গত। কারণ দেবতার মধ্যে কি অপবিত্রতা থাকিতে পারে? আর তাহা দূর করিবার উপায় বা কি? আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, দেবতা বহু নহেন - দেবতা এক। বহুনাম, বহুরূপ, সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ-মাত্র। সুতরাং সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমব্রহ্মের প্রতি অপবিত্রতার আরোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। যিনি পবিত্রতার আধার, যাঁহার পুণ্যছায়াস্পর্শে জগৎ পবিত্রতালাভ করে, তিনি কিরূপে অপবিত্র হইবেন? তিনি যদি অপবিত্র হয়েন তবে জগতে পবিত্র কি আছে বা থাকিতে পারে? সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গতবোধে আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যাদির অন্বয় হইতে আমাদের অন্বয় বিভিন্ন ধরণের তাহা ভাষ্য ও আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই

অবগত হওয়া যাইবে। 'পবিত্র' শব্দে ভাষ্যকার সাধারণতঃ 'ছাঁকুনি' অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উহার স্বাভাবিক অর্থ ই গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনা আছে, তাহার মূলভাব এই যে,—সাধকগণ যে উপায়ে আপনাদের হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই মহদুপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ॥ (১০অ ৭খ—১সূ—৫সা)॥

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩　২　৩ ১ ২ ৩ ১ ২　৩ ২
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্।

১ ২　৩ ১　২　৩ ১　২
পুণ্যাঁশ্চ ভক্ষান্ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়িকাঃ) 'স্বস্ত্যয়নীঃ' (অবিনাশীফলপ্রাপয়িত্র্যঃ, অমৃতত্বদায়িকাঃ) যাঃ দেবতাঃ 'তাভিঃ' (তাসাম্ অনুকম্পয়া ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'নান্দনং' (স্বর্গং) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি); 'চ' (অপিচ), 'পুণ্যান্' (পবিত্রান্) 'ভক্ষান্' (ভক্ষণীয়ানি, গ্রহণীয়ানি বস্তূনি) 'ভক্ষয়তি' (গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অমৃতত্বং' 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকঃ দ্যুলোকং গচ্ছতি, অমৃতত্বং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ-৭খ—১সূ-৬সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বদায়ক অবিনাশীফলপ্রাপক অমৃতত্বদায়ক যে দেবতাগণ—তাঁহাদের অনুকম্পায় সাধক স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, পবিত্র গ্রহণীয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন, এবং অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধক দ্যুলোকে গমন করেন, এবং অমৃতত্ব-প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—৭খ—১সূ—৬সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাবমানীঃ' পবমানঃ পাবকঃ পূয়মানো বা সোমঃ, তৎসম্বন্ধিন্যস্তদ্দেবত্যাকা ঋচঃ পাবমান্যস্তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' স্বস্তীতাবিনাশ-নাম, তথাবিধ-ফলস্য প্রাপয়িত্র্যঃ, 'তাভিঃ' উক্ত-লক্ষণাভিঃ পাবমানীভিঃ, তৎপাঠেন স্তোতা 'নান্দনং' নন্দয়তি সুকৃতিন ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ। স্বার্থিকস্তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ। তং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। কিঞ্চেহ লোকে 'পুণ্যান্' সুকৃত-সম্পাদিতান্, 'ভক্ষান্' ভক্ষণীয়ান্ ভোগান্ অন্ন-পানাদিলক্ষণান্ 'চ' ভক্ষয়তি। কিঞ্চ 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি' অমৃতত্বং নাম সোমস্তক্ষ প্রাপ্নোতি। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১৩০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। কেবল-মাত্র 'পাবমানীঃ' এবং 'স্বস্ত্যয়নী' পদদ্বয়ের লক্ষিত ভাব-সম্বন্ধে একটু মতভেদ জন্মিয়াছে। ভাষ্যকারের মতে উক্ত পদদ্বয় বেদমন্ত্রকে লক্ষ্য করে। আমরা মনে করি, উক্ত দুই পদের লক্ষ্যস্থল—দেবতা। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যের বা ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যার বিশেষ কোন মতভেদ ঘটে নাই! নিম্নে প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'অগ্নিদেবতাওয়ালী বা পূয়মান সোমসম্বন্ধী দেবতাওয়ালী ঋচায়েঁ অবিনাশী ফল দেনেওয়ালী হ্যায়। উন ঋচাওঁকে পাঠসে স্বর্গকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। ইস্ লোকসে পুণ্যপ্রাপ্ত খান-পানকে পদার্থোকো ভোগতা হ্যায়, আউর অমরভাবকোভী প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।"

মন্ত্রের প্রধানভাব এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় সাধকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই অমৃতত্বই মানুষের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। যখন ভগবানের করুণাধারা মানুষের মস্তকে বর্ষিত হয়, যখন মানুষ ভগবানের কৃপাকণা লাভ করিতে পারে, তখন তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। তখন তিনি যাহা করেন, যাহা ভাবেন—সকলেই পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাঁহার কর্ম্ম-মাত্রই ভগবদুপাসনায় পরিণত হয়। তাঁহার ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়।

'নান্দনং' 'স্বস্ত্যয়নী' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। নান্দন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "নন্দয়তি সুকৃতিনঃ ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ।" অর্থাৎ যাহা সুকৃতিগণকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে আনন্দ প্রদান করে তাহাই নন্দন। স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা 'নান্দনঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—স্বর্গ। সঙ্গতবোধে আমরাও উক্ত পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থই গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণে প্রচলিত 'নন্দনকাননের' ভাব বৈদিক নন্দন শব্দ হইতেই আহৃত হইয়াছে। (১০অ—খ—১সূ—৬সা)।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২
যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
চিত্রভানুঁ রোদসী অন্তরুর্ব্বী

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বে দুরোণে' (স্বস্থানে, স্বর্গে ইতি ভাবঃ) 'সমিদ্ধঃ' (দীপ্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'যঃ' (যা দেবতা) 'দীদায়' (দিপ্যতি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি) 'উর্ব্বী' (বিস্তীর্ণয়োঃ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে—স্থিতং ইতি যাবৎ) 'স্বাহুতং' (সুষ্ঠু আহুতং, আরাধিতং পরমারাধনীয়ং) 'চিত্রভানুং' (চিত্রোজ্জ্বলং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রত্যঞ্চং' (প্রতিগচ্ছন্তং, সর্ব্বত্রগমনশীলং, সর্ব্বত্রবিদ্যমানং ইত্যর্থঃ) তং 'যবিষ্ঠং' (যুবতমং, নিত্যতরুণং দেবং) বয়ং 'মহা নমসা' (মহতা নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা) 'অগন্ম' (প্রাপয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমজ্যোতির্ম্ময়ং পরমদেবং বয়ং ভক্ত্যা প্রার্থনয়া চ লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-৮খ—১সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গে দীপ্ত হইয়া যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরমারাধনীয়, জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনা দ্বারা লাভ করিতে পারি।)॥ (১০অ—৮খ—১সূ—১সা)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'স্বে দুরোণে' আহবনীয়াখ্যে স্বে স্থানে 'সমিদ্ধঃ' কাষ্ঠৈঃ সম্যগ্‌দীপ্তঃ সন্‌ 'দীদায়' দীপ্যতে, তমিমং 'যবিষ্ঠং' যুবতমং 'উর্বী' বিস্তীর্ণয়োঃ 'রোদসী' রোদস্যোঃ দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ 'অন্তঃ' মধ্যে অন্তরিক্ষে 'চিত্রভানুং' চিত্রকালং 'স্বাহুতং' সুষ্ঠু আহুতিভিহুতং সন্তং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'প্রত্যঞ্চং' প্রতিগচ্ছন্তমগ্নিং 'মহা' মহতা 'নমসা' নমস্কারেণ 'অগন্ম' বয়ং উপগচ্ছামঃ। (১০অ ৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩০২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পাওয়া যায়। উহা সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অন্তর্গত। সূক্তের প্রথমে অনুক্রমণিকায় অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ভাষ্যকার মন্ত্রটিকে অগ্নিদেবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও অগ্নির উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার সেই অগ্নিকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। নিম্নে প্রায় ভাষ্যানুযায়ী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তি পান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহূত ও সর্ব্বত্রগমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

'অগ্নি' শব্দে কি বুঝায় তাহা আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয় সূক্তে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। আমরা সেখানে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করে, উহা দ্বারা পরাজ্ঞান বুঝায়। মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ বর্ত্তমান আছে, বিশ্বে যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহা সমস্তই পরমজ্যোতির আধার অগ্নিরই বিকাশ-মাত্র। বেদের মধ্যে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে অগ্নির মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক মন্ত্রের সংখ্যাই বেশী। ইহার কারণ কি? যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যে অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য-রূপে পরিচিত, সেই অগ্নিকে এত উচ্চস্থান প্রদান করিবার কারণ কি? 'অগ্নি' শব্দে যে বস্তুকে বুঝায়, সেই বস্তুকে বেদে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে তাহা বেদের কয়েকটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নি-সম্বন্ধীয়। ব্রাহ্মণগণ আবহমানকাল হইতে ব্রহ্মযজ্ঞে যে চারিটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীতেই অগ্নির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে অগ্নির মাহাত্ম্যসূচক যে বিশেষণসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিলেই অগ্নির প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। সেই মন্ত্রে অগ্নিকে 'দেব', 'যজ্ঞের পুরোহিত', 'ঋত্বিক্‌' 'হোতা', 'রত্নধাতা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অগ্নি' শব্দে যদি সাধারণ অগ্নিকে বুঝায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই সকল বিশেষণ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? সর্ব্বভস্মীভূতকারী অগ্নি কিরূপে 'রত্নধাতা'

হইতে পারে? এ সমস্ত বিষয়ই আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি।

বেদে অগ্নির এই প্রাধান্য দর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুকরণকারী এদেশীয় অনেকে মনে করেন যে, আদিমকালে আর্য্যগণ অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না। তারপর যখন তাঁহারা এই অপূর্ব্ব বস্তুটী আবিষ্কার করিলেন, তখন ইহার সুখ্যাতিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এই অগ্নিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহার প্রিয় খাদ্য ঘৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইত। ক্রমশঃ তাহার চারিদিকে নানাবিধ আখ্যায়িকা সৃষ্ট হইতে লাগিল। বেদে আমরা আদিমজাতির অগ্নিপূজার এই চিত্রই দেখিতে পাই। শুধু তাই নয়, 'অগ্নি' সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যাকার নানাবিধ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা মনে করি, এই সকল কাল্পনিক ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও মূল্য নাই। নিত্যগ্রন্থ বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তুর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই। মন্ত্রে যে অগ্নির উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা - পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অগ্নিকে 'সুবত্তম' অথবা 'যবিষ্ঠ' বলা হয়। তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—অগ্নি প্রত্যেকবার অরণিকাষ্ঠের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে গবেষণার অন্ত নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, এই জ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তেই মানবের অন্তরে বিকশিত হইতেছে বলিয়াই তাঁহাকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এই মন্ত্রের ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ - ৮খ — ১সূ — ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ

২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ২ ৩ ১ ২৩ ২
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো মঘোনঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) অস্মাকং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'দুরিতানি' (পাপানি) 'সাহ্বান্' (অভিভবন দূরীকরোতু ইত্যর্থঃ); 'জাতবেদাঃ' (জাতধনঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'দমে' (যজ্ঞগৃহে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'আ স্তবে' (সাধকৈঃ স্তূয়তে); 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'দুরিতাৎ' (পাপাৎ) 'রক্ষিষৎ' (রক্ষতু) তথা 'অবদ্যাৎ' (নিন্দিতাৎ কর্ম্মণঃ, অসৎকর্ম্মণঃ) 'গৃণতঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ) অস্মান রক্ষতু ইতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ) 'মঘোনঃ' (হবিষ্মতঃ, পূজা-পরায়ণান) 'নঃ' (অস্মান্) রক্ষতু – ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদিগের সকল পাপ দূর করুন; জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্ম্মসাধনে সাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন; সেই দেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং অসৎকর্ম্ম হইতে প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ 'অগ্নিঃ' 'মহ্না' মহত্ত্বেন 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'দুরিতা' দুরিতানি 'সাহ্বান' অভিভবন 'জাত-বেদাঃ' জাতধনঃ জাতপ্রজ্ঞো বা 'দমে' যজ্ঞগৃহে 'স্তবে' অস্মাভিঃ স্তূয়তে, 'সঃ' অগ্নিঃ 'গৃণতঃ' স্তুবতঃ 'নঃ' অস্মান 'দুরিতাৎ' পাপাৎ 'অবদ্যাৎ' নিন্দিতাচ্চ কর্ম্মণঃ 'রক্ষিষৎ' রক্ষতু। 'উত' অপিচ 'মঘোনঃ' হবিষ্মতঃ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষতু। (১০অ-৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।"

ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব আরও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'জাতবেদাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"জাতধনা, জাতপ্রজ্ঞঃ।" সুতরাং ভাষ্যার্থ হইতেই আমরা মন্ত্রের দেবতার স্বরূপ জানিতে পারি। এই বিশেষণ কি জলন্ত অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? আগুন কি জ্ঞানের আধার? আবার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা কি অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? মন্ত্রের প্রার্থনা পাপনাশের জন্য অসৎকর্ম্ম হইতে, পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু সাধারণ অগ্নির কি সাধ্য আছে যে তাহা মানুষকে পাপের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে?

ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে। পাপ-কালিমা প্রভৃতি জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সেই ভগবৎ-শক্তির নিকটই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মসাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হইলেই সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি জন্মে, আবার সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে জন্য জনক সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটীর উপস্থিতিতে অন্যটী উপস্থিত হয়—মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। (১০অ—৮দ—১সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১

ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বর্দ্ধন্তি মতিভির্ব্বসিষ্ঠাঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত

৩ ২ ৩ ১ ২

স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'ত্বং' (ত্বমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উত' (অপিচ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ, মিত্রস্বরূপঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; 'বশিষ্ঠাঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'মতিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'ত্বাং' 'বর্দ্ধন্তি' (বর্দ্ধয়ন্তি, আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; 'ত্বে' (ত্বয়ি — বর্ত্তমানানি ইতি যাবৎ) 'বসু' (বসূনি পরমধনানি) অস্মাকং 'সুষণনানি' (সুসম্ভজনানি, প্রীতিদায়কানি, পরমমঙ্গলসাধকানি) 'সন্তু' (ভবন্তু) ; হে দেবাঃ ! যূয়ং' 'সদা' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মান্) 'স্বস্তিভিঃ' (ক্ষেমৈঃ, পরমমঙ্গলৈঃ সহ) 'পাত' (রক্ষত)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণাঃ ভবন্তি ; পরমমিত্রঃ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি ভাবঃ। (১০অ - ৮খ - ১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হয়েন ; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করেন—আরাধনা করেন ; আপনাতে বর্ত্তমান পরমধনসমূহ আমাদিগের পরম মঙ্গলসাধক হউক ; হে দেবগণ ! আপনারা নিত্যকাল আমাদিগকে পরম মঙ্গলের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণ হয়েন ; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে' ! 'ত্বং' 'বরুণঃ' অসি পাপানাং নিবারকো ভবসি 'উত' অপিচ 'মিত্রঃ' অসি, পুণ্য-প্রাপণে সখা ভবসি। 'বশিষ্ঠাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ হে অগ্নে ! 'ত্বাং' 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি 'ত্বে' ত্বয়ি বিদ্যমানানি 'বসু' বসূনি 'সুষণনানি' সুসম্ভজনানি 'সন্তু'। হে অগ্নে ! যূয়ং' ত্বদাত্মাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'স্বস্তিভিঃ' ক্ষেমৈঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত। (১০অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও অগ্নিসম্বন্ধসূচক। 'মন্ত্রে' অগ্নিকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার মূলভাব এই যে, জ্ঞানদেব অগ্নি আমাদের মঙ্গলসাধন করুন, আমাদিগকে বিপদ হইতে নিত্যকাল রক্ষা করুন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব অব্যাহত আছে, কেবল-

মাত্র দুই একটী পদের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটু মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে নিহমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।"

এই ব্যাখ্যা হইতেই ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, অগ্নিকে এখানে মিত্র ও বরুণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু অনর্থক তাঁহার প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বরুণঃ' পদে 'পাপানাং নিবারকঃ' এবং 'মিত্রঃ' পদে 'পুণ্যপ্রাপণে সখা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আমরা মনে করি বাঙ্গালা অনুবাদকার মন্ত্রের মূলভাব অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিয়াছেন। ভগবান্ এক, তাঁহার বিভিন্ন বিভূতিই বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই সত্যই মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই অর্য্যমা - সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই বিভূতি মাত্র। মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বসিষ্ঠ' শব্দে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে—আমরা তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। 'বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করেন' তাহার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়স্থ জ্ঞানরাশিকে বর্দ্ধিত করেন। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১০অ-৮খ-১সূ ৩সা)।*

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহাঁ॑ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ॑ ইব।

১ ২ ৩ ১ ২
স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্টিমান্' (বর্ষণশীলঃ, অভিষ্টপূরকঃ) 'পর্জ্জন্যঃ ইব' (রসানাং প্রার্জ্জয়িতা, অমৃতদায়কঃ দেবঃ ইব) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) সঃ তস্য 'বৎসস্য' (পুত্রভূতস্য, পুত্রস্থানীয়স্য সাধকস্য ইত্যর্থঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৮খ-২সূ ১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাহার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতিদ্বারা আরাধিত হয়েন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকগণের দ্বারা আরাধিত হয়েন।)॥ (১০অ- ৮খ—২সূ—১সা।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'ওজসা' বলেন 'মহান্' সর্ব্বেভ্যোঽধিকঃ। কইব? 'বৃষ্টিমানিব' যথা বৃষ্ট্যা যুক্তঃ 'পর্জ্জন্যঃ' রসানাং প্রার্জ্জয়িতা দেবঃ মহান্, স ইন্দ্রঃ 'বৎসস্য' পুত্র-স্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধে' প্রবর্দ্ধতে॥ (১০অ—৮খ ২সূ ১সা)॥

• • •

প্রথম (১৩০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে ভগবানেরই দুইটী বিভূতির একত্র তুলনা করা হইয়াছে। 'পর্জ্জন্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ভগবানের এই উভয় প্রকাশের মধ্যে একত্ব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বিভূতিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান অমৃতদায়ক, অভীষ্টপূরক। তিনি আপনার সন্তানগণকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। যিনি পর্জ্জন্যরূপে মানবকে অমৃতত্ব দানে কৃতার্থ করেন, তিনিই ইন্দ্র-রূপে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী করেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান। মন্ত্রান্তর্গত 'বৎসস্য' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বৎসস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"পুত্রস্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ"। অন্যত্র তিনি 'বৎস' পদে 'বৎস' নামক ঋষিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেও তাহার স্বাভাবিক অর্থও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা মনে করি, 'পুত্রস্থানীয়স্য' অর্থই সঙ্গত। মানুষ ভগবানেরই সন্তান। তিনিই মানবকে তাঁহার অপার স্নেহকরুণায় সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বাবৃধে' পদের অর্থ 'প্রবর্দ্ধতে' অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়েন কিরূপে? তিনি কি অপূর্ণ যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। মন্ত্রের এই অর্থই আপাততঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। সাধক সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধনপথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই ভগবন্মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং ভগবান স্তুতি দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন—এ কথা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা 'বাবৃধে' পদে "প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে ॥ ১ ॥ •

—— * ——

* দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২৩ ২৩ ১২

কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।

৩ ১ ২ ৩ ১২

জামি ব্রুবত আয়ুধা ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'কণ্বাঃ' (স্তোতারঃ, ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ বা) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞস্য সাধনং' (সৎকর্ম্মণঃ লক্ষীভূতং, সৎকর্ম্মণঃ চরমলক্ষ্যং) 'অক্রত' (কুর্ব্বন্তি) তদা সাধকাঃ 'আয়ুধা' (আয়ুধানি রক্ষাস্ত্রাণি) 'জামি' (অপ্রয়োজনানি, যদ্বা—বন্ধুস্বরূপাণি) 'ব্রুবতে' (বদন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ ভগবৎপরায়ণান্ সাধকান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ ২সূ ২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সহিত ভগবানকে সৎকর্ম্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরমলক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) বলিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।) ॥ (১০অ—৮খ—২সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্বাঃ'। স্তোতৃ-নামৈতৎ (নিঘ॰ ৩।১৫।৭) স্তোতারঃ কণ্বগোত্রা বা 'ইন্দ্রং' 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'যজ্ঞস্য' যাগস্য 'সাধনং' সাধয়িতারং নিষ্পাদকং 'যদ্' যদা 'অক্রত' অকুর্ব্বত। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি (২।৪।৮০) চ্লের্লুক্, তদানীং 'আয়ুধা' শত্রূণাং হিংসকানি

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

আপনদীনি 'জামি'। অতিরেকনামৈতৎ। আতিরিক্তং অধিকং প্রয়োজন-রহিতং 'কৃণবতে' কথয়ন্তি। 'আয়ুধা' আয়ুধস্ত সর্ব্বস্ত কার্য্যাক্ষেত্রেণ কৃতত্বাৎ আয়ুধানি নিষ্প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। যদ্বা, 'আয়ুধা' আয়ুধমায়োধনশীলমিন্দ্রং 'জামি' জামিং ভ্রাতরং 'কৃণবতে' বদন্তি॥ 'আয়ুধা' —'আয়ুধং'—ইতি পাঠৌ। (১০অ ৮খ ২সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৩০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এই যে,—সাধক যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন, তখন তাঁহার আর কোনও ভয় থাকে না। ভগবানই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের 'যজ্ঞস্য সাধনং' পদের অর্থ এই যে, ভগবান যখন সাধকের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের লক্ষ্যস্থলরূপে গৃহীত হয়েন, অর্থাৎ সাধক যখন কেবলমাত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যখন ভগবদুদ্দেশে পরিচালিত হয়, তখন ভগবানও সর্ব্বতোভাবে সেই সাধকের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভগবানে আত্মসমর্পিত হইলে, সাধকের আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। কাজেই রিপুশত্রুগণ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কারণ, তিনি অনায়াসেই তখন বলিতে পারেন— "যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা সমস্তই ভগবদারাধনায় নিয়োজিত হয়। সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই তাঁহার উন্নতিসাধক হয়। তাঁহার নিজের সত্তা যখন সেই পরমসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার প্রতি রিপুর আক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কারণ তখন সাধকের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না—আক্রমণ করিবে কাহাকে? তাই বলা হইয়াছে তখন অস্ত্রশস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়, অথবা বন্ধুরূপে পরিণত হয়। অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শত্রুনাশ হয়, কিন্তু যাঁহার শত্রু নাই, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাণনাশক, তাহাই সাধকের পক্ষে বন্ধুস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৮খ—২সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ২
বিপ্রা ঋতস্য বাহসা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'বহ্নয়ঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'ঋতস্য প্রজাং' (সত্যস্য সাধকং) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তঃ, জ্ঞানেন পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তদা তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'ঋতস্য বাহসা' (সত্যস্য প্রাপকেন–স্তোত্রেণ ইতি যাবৎ) 'প্রভরন্ত' (প্রকর্ষেণ ভরন্তি, ভগবন্তং পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সত্যস্য বা 'প্রজা' প্রকর্ষেণ জাতমিন্দ্রং 'পিপ্রতঃ' সভনঃ প্রদেশান্ পূরয়ন্তঃ 'বহ্নয়ঃ' বাহকা অশ্বা 'যদ্' যদা 'প্রভরন্ত' প্রকর্ষেণ ভরন্তি বহন্তি তদা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'বাহসা' প্রাপকেণ স্তোত্রেণ তং ইন্দ্রং স্তুবন্তীতি শেষঃ। ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

• • •

তৃতীয় (১৩০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব এই যে, মানুষ যখন হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিতে পারে তখন সেই আলোকের সাহায্যে আপনার জীবনের চরম অভীষ্ট সম্বন্ধে সত্য ধারণায় উপনীত হয়। যখন মানুষ আপনার নিজের অভাব অপূর্ণতার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তখন মানুষ সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে সে আপনার সকল অভীষ্টই সাধন করিতে পারে। সুতরাং যখন অভ্রান্তভাবে আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় এবং যখন সে আপনার চরম অভীষ্টের সন্ধান পায়, তখন সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎপরায়ণতা তাহা সে জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানু-

দ্বারা একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"যখন (সত্তোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতি দ্বারা স্তব করে)।" এই ব্যাখ্যান্তর্গত বন্ধনীমধ্যস্থিত শব্দগুলি মূলে নাই, ব্যাখ্যাকার অধ্যাহৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের পদগুলির অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'প্রজাং' পদের ভাষ্যার্থ,—'প্রকর্ষেণ জাতং ইন্দ্রং' এখানে ইন্দ্র কোথা হইতে আসিলেন? আবার 'বহ্নয়' পদের প্রচলিত অর্থ 'অগ্নি', কিন্তু এখানেই ভাষ্যার্থ—'বাহকাঃ অশ্বাঃ'। যাহা হউক মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৮খ ২সূ—৩সা)। *

——:০:——

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

জীরা অজিরশোচিষঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জিঘ্নতঃ' (পুনঃপুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ, অজ্ঞানতানাশকস্য) 'হরেঃ' (পাপহারকস্য) 'অজিরশোচিষঃ' (সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ, বিশ্বজ্যোতিষঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ) 'চন্দ্রাঃ' (দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ, দেবভাবপ্রাপিকাঃ) 'জীরাঃ' (ধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, উৎপাদিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পাপনাশকং দেবভাবপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক পাপহারক বিশ্বজ্যোতিঃ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের দেবভাবপ্রাপিকা ধারা সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পাপনাশক দেবভাবপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৯খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জিঘ্নত্ঃ' পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ 'হরেঃ' হরিতবর্ণস্য 'অজিরশোচিষঃ' সর্ব্বত্র-গমন-শীল-তেজসঃ 'পবমানস্য 'চন্দ্রাঃ'। চদি আহ্লাদে (ভ্বা০ প০)। দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ 'জীরাঃ' ক্ষিপ্রং ক্ষরণ-শীলাঃ ধারাঃ 'অসৃক্ষত' সৃজ্যন্তে পবিত্রান্নির্গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ 'জিঘ্নতঃ' 'অপঘ্নতঃ' - ইতি পাঠৌ। (১০অ - ৯খ—১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— •:§ * §:• ——————

সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। 'জিঘ্নতঃ' পদের ভাষ্যার্থ — 'পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ'। ইহা হইতে আমরা ভাব গ্রহণ করিয়াছি অজ্ঞানতা-নাশক। 'তমঃ' পদে এখানে অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অজ্ঞানতাই জগতের প্রগাঢ়-তম অন্ধকার। সেই অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলেই মানুষ আপনার প্রকৃত লক্ষ্য দেখিতে পায়। মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে তাঁহার হৃদয় পরিষ্কার নির্ম্মল হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে তমোনাশক বা অজ্ঞানতানাশক বলা হইয়াছে।

'অজিরশোচিষঃ' পদের ভাষ্যার্থ — 'সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ' অর্থাৎ যাঁহার তেজ সর্ব্বত্র গমন করে। শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানের জ্যোতিঃ সমগ্রবিশ্বে বিকীর্ণ হয়। উক্তপদে শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'হরেঃ' পদে ভাষ্যকার হরিৎবর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ভাবসঙ্গতির দিক দিয়াও উক্তপদের 'পাপহারক' অর্থই নিষ্পন্ন হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, - "এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাহার তেজ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিৎবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হই-তেছে।" অর্থাৎ সোমরসাত্মক অর্থই ভাষ্যকারগ্রহণ করিয়াছেন॥ (১০অ ৯খ - ১সূ — ১সা)॥

——§ ০ §——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ।

১ ২　　৩ ১ ২
হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথীতমঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ নির্ম্মলতমঃ, শ্রেষ্ঠতমঃ বিশুদ্ধিতাদায়কঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'চন্দ্রঃ' (আহ্লাদয়িতা, পরমানন্দদায়কঃ) 'মরুদ্গণাঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ যস্য সহায়ভূতাঃ, বিবেকজ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ—শুদ্ধসত্বঃ ইতি যাবৎ) অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং সৎকর্ম্মসাধকং শুদ্ধসত্বং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ - ৯খ—১সূ - ২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিতাদায়ক, পাপহারক, পরমানন্দদায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করি॥ (১০অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' দেবঃ 'রথীতমঃ' অতিশয়েন রথবান্। ইদ্রথিনঃ (৮২।১৭ বা০)—ইতীকারঃ। তথা 'শুভ্রেভিঃ' শোভাযুক্তেভ্যস্তেজোভ্যোঽপি 'শুভ্রশস্তমঃ' অত্যন্তং দীপ্যমানশ্চ। যদ্বা, নির্ম্মলতম-যশোযুক্তঃ। 'হরিশ্চন্দ্রঃ'। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে (৬।১।১৫১)—ইতি সাংহিতিকঃ সুট্। হরিতবর্ণ-দীপ্তিঃ হরিত-ধারা-যুক্তো বা 'মরুদ্গণাঃ' মরুতো যস্য গণাঃ সহায়-ভূতাঃ স তথোক্তঃ তাদৃশঃ সোমঃ সর্ব্বান্ স্বরশ্মিভিঃ ব্যাপ্নোতিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ॥২॥

• • •

দ্বিতীয় (১৩০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইঁহার ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা ইঁহার সহায়, ইনি তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।" একই মন্ত্রের মধ্যেই সোমকে হরিৎবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে! সোম তবে কোন্ বর্ণ? এক সময়ে একই বস্তু দুই বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতে পারে না। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস তরলবস্তু। সুতরাং উহা এক সময়ে শুভ্র ও হরিৎবর্ণ হইবে কিরূপে? মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে অধ্যাহার

করায় এবং 'হরিঃ' প্রভৃতি পদে বিকৃত অর্থ করায় এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যার এই অসঙ্গতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

মন্ত্রে যদি সোমরসেরই উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে 'রথীতমঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-পদ প্রয়োগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থে 'রথীতমঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"ইহার তুল্য রথী নাই।" সোমরস সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে এই বিশেষণের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত হইতে পারে তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—১সূ ২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়া সাম।)

১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২

পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বাজসাতমঃ' (সর্বশ্রেষ্ঠঃ শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তি-দায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'ব্যশ্নুহি' (অস্মান্ তথা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ); ত্বং 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাপরায়ণায় জনায়) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেণ সাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং পরমমঙ্গলদায়কং জ্যোতিঃ লভেম— ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃদ্বারা আমা-দিগকে এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্‌ষষ্টিতম সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ করি।)। (১০অ—১খ—১সূ—৩সা।)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! ত্বং 'রশ্মিভিঃ' স্ব-দীপ্তিভিঃ 'ব্যশ্নুহি' সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্নুহি। কীদৃশস্ত্বং? 'বাজসাতমঃ' অতিশয়েনান্নস্য দাতা বলস্য দাতা বা তথা 'স্তোত্রে' পবমানং স্তোত্রং কুর্ব্বতে জনায় 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রং ধনং বা 'দধৎ' বিদধৎ প্রযচ্ছৎ ব্যাপ্নুহি। 'পবমানব্যশ্নুহি'—'পবমানোব্যশ্নবৎ'—ইতি পাঠৌ। (১০অ—১খ—১সূ ৩সা।)।

* * *

তৃতীয় (১৩১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,— "এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন।" ইহার পূর্ব্ব-মন্ত্রে সোমকে 'রথীতম' বলা হইয়াছে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। এই একবচনের পরেই বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে,—"ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে।" এখন প্রশ্ন এই যে, এখানে 'ইহার' এবং 'ইহারা' এই পদদ্বয়ে কাহাকে বা কাহাদিগকে বুঝাইতেছে? এই পদদ্বয় এক না বহুকে লক্ষ্য করিতেছে? ব্যাখ্যা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার পুত্র ধনজন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুবীর্য্য—শোভনবীর্য্য কি? যাহা মানুষকে প্রকৃতশক্তি দিতে পারে, তাহাই সুবীর্য্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই শক্তি আত্মশক্তি। বাহির হইতে কেহ এই শক্তি মানুষকে দিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় মানুষের মধ্যে এই শক্তির স্ফুরণ হয়। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মানুষ এই শক্তির বিকাশ করিতে পারে, মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। আর হৃদয়ে সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। (১০অ—১খ ১সূ-৩সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্ঠিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২৩২ ৩ ২
পরীতো ষিঞ্চতা সুতঙ্ সোমো য উত্তমঙ্ হবিঃ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ২উ
দধন্বাঙ্ যো নর্য্যো অপ্স্বাহ৩ইন্তরা
৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সুষাব সোমমদ্রিভিঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (দেবপূজোপকরণং) তং 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (ইহ, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিষিঞ্চত' (উৎপাদয়); 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপোসাধনেন) 'সুষাব' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অপ্সু অন্তর' (অমৃতমধ্যে স্থিতঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'নর্য্যো' (নরাণাং হিতকারকঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) তং 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দধন্বান্' (গচ্ছন্, প্রাপয়ন্, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকানাং হিতসাধকং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'ইতঃ' অস্মাৎ কর্ম্মণ ঊর্দ্ধং অথবা অস্মাৎ প্রদেশাদূর্দ্ধং 'পরিষিঞ্চত' বসতীবরীভিঃ। ইতোসিঞ্চতেতি ইত্যত্র সংহিতায়াং ছান্দসং যোক্তং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। 'যঃ' 'সোমঃ' দেবানাং 'উত্তমং' প্রশস্তং 'হবিঃ' ভবতি 'অ' অপিচ 'নর্য্যঃ' মনুষ্য-হিতঃ 'যশ্চ' সোমঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু অন্তরিক্ষে

বা 'অস্তরং' দধধান, গচ্ছন্ ভবন্ ভবতি তং 'সোমং' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অধ্বর্য্যুং 'সুষাব' অভিষুতং চকার ; তং পরিষিঞ্চতেতি সম্বন্ধঃ। (১০অ ৯খ—২সূ –১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩১১) সামের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশেই সাধকের নিজ-হৃদয়ে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা—'উত্তমং হবিঃ'। সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে লাভ করা, দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন যদি সেই পূজা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সম্পন্ন করা হয়। সত্ত্বভাবময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সত্ত্বভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া লয়েন। ভগবান্ মানুষের বাহ্য পূজা উপাসনা অথবা প্রার্থনা দেখেন না, তিনি—দেখেন মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দিয়াই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তাই বলা হইয়াছে,–সোমঃ উত্তমং হবিঃ–সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ। তাই বলা হইতেছে, "হে আমার মন! যদি তুমি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, তবে হৃদয় পবিত্র কর, সত্ত্বভাবের অনুসরণ কর। কঠোর সংকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন কর। সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষকে সত্ত্বভাবের অর্ঘ্যই প্রদান করা চাই। তবেই তোমার জীবন সফল হইবে—ধন্য হইবে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। সুতরাং সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ করিবার জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই—মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—২সূ –১সা)। *

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১২

সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা

৩২ ৩ ২ ৩ ১২

শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২ ॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৩দে—৩খ ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরভিন্তরঃ' (সুগন্ধিতরঃ, অত্যন্তং সুগন্ধিঃ, পরমপ্রীতিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'অদব্ধঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ ত্বং) 'অবিভিঃ' (নিত্যৈঃ, নিত্যজ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'সুতে চিৎ' (অভিষুতে সতি, বিশুদ্ধে সতি) 'অপ্সা' (অন্নেন, শক্ত্যা) তথা 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'অপ্সু' (অমৃতে স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণন্তঃ' (মিশ্রয়ন্তঃ) বয়ং 'মদামঃ' (পরমানন্দং লভেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্বং তথা পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ ৯খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্ত সুগন্ধি অর্থাৎ পরমপ্রীতিদায়ক, অজাতশত্রু, পবিত্রকারক আপনি নিত্যজ্ঞানের সহিত নিশ্চিতরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশুদ্ধ হইলে শক্তি এবং জ্ঞানকিরণের সহিত শ্রেষ্ঠ অমৃতস্থিত আপনাকে মিশ্রণকারী আমরা যেন পরমানন্দলাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমানন্দ লাভ করি।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অদব্ধঃ' কৈশ্চিদপ্যহিংসিতঃ 'সুরভিন্তরঃ' অত্যন্তং সুগন্ধি ত্বং 'নূনং' ইদানীং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অবিভিঃ' অবি-বাল-কৃতৈঃ পবিত্রৈঃ 'পরিস্রব' পরিক্ষর 'সুতে চিৎ' অভিষুতে সতি 'অপ্সা' ভৎক-লক্ষণেনান্নেন 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণন্তঃ' মিশ্রয়ন্তঃ বয়ং 'উত্তরং' উদ্ভূততরং 'অপ্সু' বসতীবরীষু স্থিতং 'ত্বা' ত্বাং 'মদামঃ' মদয়েমহে॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩১২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত, এবং আহার-সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।" বা! প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটীর ভাব অতিশয় চমৎকার বলিতে হইবে। এবার আর সোমরসকে ভগবানের নিকট নিবেদন

করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, একেবারে নিজে ভক্ষণ করিবার জন্য যেন বক্তা উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর প্রত্যেক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে অনুমান করিয়া হয় তো বা বিরক্তও হইতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যার ভাবদৃষ্টে আমাদের মনে সাধারণ গৃহস্থালীর একটী চিত্র জাগরিত হয়। বাড়ীতে যেন মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতেছে, আর ছেলেমেয়েরা কিরূপে তাহা পূর্ণভাবে উপভোগ করিবে তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতেছে, কেহ কেহ হয়তো বা অধৈর্য্যভাবে রন্ধনগৃহের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতেছে। মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় বক্তা অধীর শিশুর ন্যায়ই আপনার লোভের ও আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মন্ত্রের ভাব তাহাই? ভাষ্যকারও এই ভাব প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! কিসিসে ভী হিংসা ন কিয়া হুআ অত্যন্ত সুগন্ধওয়ালা তু ইস্ সময় শোধাজাতা হুআ উনকে পবিত্রমেকো বরস; অভিষুত হোনে পর ভাতরূপ অন্নসে আউর গোঘৃতাদিসে মিলাতে হুয়ে হম অত্যন্ত প্রকট হুয়ে বসতীবরী জলোঁমে স্থিত তুঝকো প্রসন্ন করতে হ্যায়।"

ভাষ্যকারের সহিতও আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু অনুবাদকারের অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাহাতে নাই। ভাষ্যকার সোমরসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে কোন মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (১০অ—৯খ-২সূ-২সা)।*

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানঃ' (সুবানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ ইত্যর্থঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'দেবমাদন (দেবানাং তর্পয়িতা, দেবভাবোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুঃ' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'ইন্দু

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততমসূক্তের দ্বিতীয়া ঋ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'চক্ষসে' (দর্শনায়, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'পরি' (পরিস্রবতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ দেবভাবোৎপাদকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানদানায় অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ ৯খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধকারক, দেবভাবোৎপাদক, সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান দানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবোৎপাদক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানঃ' সুতঃ অভিষূয়মাণঃ সোমঃ 'চক্ষসে' সর্ব্বেষাং দর্শনায় 'পরি' স্রবতি। কীদৃশঃ? 'দেবমাদনঃ' দেবানাং তর্পয়িতা. 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা, 'ইন্দুঃ' পাত্রেষু ক্ষরণশীলঃ দীপ্তো বা, 'বিচক্ষণঃ' 'সর্ব্বস্য' দ্রষ্টা ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমরসার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, "সোম কর্ম্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদনকর্ত্তা তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।"

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'স্বানঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সুতঃ, অভিষূয়মাণঃ'। বিবরণকার উক্তপদে অর্থ করিয়াছেন 'সুবানঃ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ। আমরা বিবরণকারের অর্থই অনেকটা সঙ্গত মনে করি। তবে সোম অথবা শুদ্ধসত্ত্ব যে নিজেই কেবল বিশুদ্ধ, তাহা নয়, উহা মানবকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। তাই আমরা 'স্বানঃ' পদে 'বিশুদ্ধকারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন অনৈক্য হয় নাই। 'দেবমাদনঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'দেবানাং তর্পয়িতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—"দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদক।" এখানে 'মত্ততার' কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা, 'দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক' অর্থ হইতে ইহার নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেবতা এখানে দেবভাবের দ্যোতক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন সেই দেবভাব জাগরিত হয়, এবং তাহা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, তখন দেবভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাকেই দেবভাবের

অথবা দেবতাদের তৃপ্তি বলা হইয়াছে। 'চক্ষসে' পদের সাধারণ অর্থ 'দর্শনায়' অর্থাৎ দেখিবার জন্য। কাহার দর্শনের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর সাধকের দর্শনের জন্য। সাধক সত্যমিথ্যা দর্শন করিবেন, পাপপুণ্য দর্শন করিবেন। এক কথায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে—এই জন্যই প্রার্থনা। সুতরাং আমরা 'চক্ষসে' পদের 'দর্শনায়', 'পরাজ্ঞানদানায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (১০অ ৯খ—২সূ ৩সা)।

— — • — —

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪   ২র ৩৪ ৫   ১র র   ১   ২ ১র

১। পরা ৩ য়িতোবিঞ্চতাস্সুতান। সোমোযউত্ত মঙ্ হবা ২ ৩ য়িহীইয়া। দধম্বাঙ্-

ব র   ১   ২১র   ২   ১   ২

যোনর্য্যোঅপ্ স্বন্তরা ২ ৩ হোইয়া। সুযাবা ২ ৩ সো। মমদ্রা ২ ৩ য়িভা

৫ ৪   ২ ৩র   ৫   ১ র র   ১

৩ ৪ ৩ য়িঃ॥ সুবা ৩ বসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভা ২ ৩ য়িহোঁ ইয়া।

২র ১র র   ১   ২ ১   ২   ১

নূস্পুনানোঅবিভিঃ পরিস্রবা ২ ৩ হোইয়া। অদব্ধা ২ ৩ঃ সু। রভিস্তা ২ ৩

২   ৫ ৪   ২   ৩৪   ৫   ১   ১

রা ৩ ৪ ৩ ঃ॥ অদা ৩ ব্ধঃ সুরভিস্তরাঃ। অদব্ধ সুরভিস্তরা ২ ৩ হোইয়া।

২ ১র   র র   ১   ১র১   ২   ১

সুতেচিত্ত্বাপ্ সুমদামোঅন্ধসা ২ ৩হোইয়া। শ্রীণন্তো ২ ৩ গো। ভিরুত্তা ২ ৩

২   ১

রা ৩ ৪ ৩ ম। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৫৪   ২ ৪ ৫র ৫র   ১র র   -   ২ র

২। পরা ৩ য়িতো বিঞ্চতা সুতাম্। সোমোযউত্তমা ২ ঙ্ হোবা ২ ৩ ৪ য়িঃ। দধম্বাঙ্

র ১ ২ ২ ১   — ১   র র   ২   ১   ৫

যোনর্য্যোআ। এ হোয়ি। প স্ ২ অন্তরা। সুযাবসোম মোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪   ৫   ৫ ৪   ২   ৪র ৫   ১ ২ র —

দ্রা ৫ য়িভো ৬ হায়ি॥ সুযা ৩ বা ৩ সোমমদ্রিভায়িঃ। সুযাবসোমমা ২

১   ২র   র র ১ ২   র ১   — ১

দ্রায়িভা ২ ৩ ৪ য়িঃ। নূনম্পু নানোঅবায়িভায়িঃ। ঔহোয়ি। পা ২ রিস্রবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২　১　৫　৪　৫　৫ ৪　২
অদব্ধাংস্তরভোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদা ৩ ব্ধা ৩ঃ

৪　৫　১　১　২ র র　১ ২
স্থরভিস্তরাঃ। অদব্ধঃ স্থরভা ২ রিস্তারা ২ ৩ ৪ ঃ। স্থতেচিত্বাপ্সুমাদা।

১ র　—১　র র র ১ ২　১　৫
ঐহোয়ি। যো ২ অঙ্গসা। শ্রীণন্তোগোভিরোবা ৩ ও ২ ৪ বা।

৪　৫
ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১২র১র ২ র　১　১　১র২র১ ২১ ২১
৩। পরোতোবিঞ্চতাস্থতম্। হুবে ২ ৩। সোমোয়উত্তম৺হবিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র　র র ২১　২১র　২১র২১র২১　২　১
দধন্বা৺যোন র্যোঅপ্স্ব বন্তরা। হুবে ২ ৩। স্থযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র২১র২১　২　১　২১র২১র২১　২　১
স্থযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩। স্থযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২র১ ২র১র ২ ১ ২　১　১ ২　১ ২　১
নূনম্পুনানোবিভিঃপরিস্রব। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্থরভিস্তর হুবে ২ ৩।

২　১ ২　১　১ ১　১ ২　১
অদব্ধঃস্থরভিস্তরঃ। স্থরভিস্তরঃ। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্থরভিস্তরঃ। হুবে

২ ১র ২র ১ ২র র ১ ২র　১　২র১ ২র ১র ২১ র
২ ৩। স্থতেচিত্বাপ্সুমদামোঅঙ্গসা। হুবে ২ ৩। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম।

১　১　১ ২　২　৫র র
হুবে ২ ৩। হুবে ২ ৩। হোবা ৩ হাঁ ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১র র র　—　১র ২—৩ ১১১১
অর্কোদেবানা ২ স্পরমেবিযো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন॥

• • •

২র১র　র　র র র　২　১র১র১ ২১২১　S　২　S
৪। পরীতোষিঞ্চতাস্থতমোহাওহা ৩ এ। সোমোয় উত্তম৺হবিঃ। ও ৩ হা। ও ৩

২　২　৩২　৩র　২　১ ২　১　২　S　২
হা ৩ এ ৩ ৪। দধা ৩ ৪ ন্বা৺ যাঃ। নারিয়ঃ। অপ্স্ব অন্তরা। ও ৬ হা।

S　২　২　৩২　৩২　২　৫　৪
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। স্থবা ৩ ৪ বসো ৩। মগো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ রিভো ৬

৫　১র　র　র　র　র　২　২১র২১র২১　২　S
হায়ি॥ (১) স্থবাবসোমমদ্রিভিরোহা ও হা ৩ এ। স্থবাবসোমমদ্রিভিঃ। ও

২ s ২ — ২ ৩র২ ৩২ ১ ২ ১
৩হা। ঔ৩হা৩এ৩২। নূনা৩৪ম্পুনা। নো অবি। ভিঃপারিস্র-

২ s ২ s ২ ২ ৩২ ৩ ২ র ১ ৫
বা। ঔ৩হা। ঔ৩হা৩এ৩৪। অদা৩৪ব্ধঃ সু৩। রস্তো২৩৪বা।

৪ ৫ ২ র র র ১ ১ ২ ১ ২
তা৫রো৬হায়ি॥ (২) অদব্ধঃ সুরভিন্তরওহাওহা৩এ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৪ ২ s ২ ২ ৩ ২ ৩২ ১ ২ র ১
ঔ৩হা। ঔ৩হা৩এ৩৪। সুতা৩৪য়িচিত্বা। আপ্সুম। দাযো

২ s ২ s ২ ২ ৩র২ ৩র ২ ২ ১
অন্ধসা। ঔ৩হা। ঔ৩হা৩এ৩৪। শ্রীণা৩৪স্তোগো৩। ভিরো

১ ৪ ৫
২৩৪বা। তা৫রো৬হায়ি (৩)॥

* * *

২র র র ১ ২ র ১২ —
৫। পরীতোষিঞ্চতাসুতাম। সোমো। যউত্তম৺হবিঃ। দধাম্বা৺১যা২ঃ।

র র ২ — ১ ২
যর্যো অপ্সু বন্তরা। সুষাবা১সো২। মমদ্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ॥ (১)

২র র ১ ২ র ১ ২ — ২
সুষাবসোমমদ্রায়ি ভায়িঃ। সুষা। বসোমমদ্রিভিঃ। নূনাম্পূ১না২। নো

১২ — ১ ২
অবিভিঃপরিস্রব। অদাব্ধা১ঃস২। রভিস্তা২৩ রা৩৪৩ঃ॥ (২)

২ ১২ ১ ২ —
অদব্ধঃসুরভিস্তারাঃ। অদা। ব্ধঃ সুরভিন্তরঃ। সুতায়িচা১য়িত্বা২। অপ্

র র র র ১ ২ — ১ ২ ১
সুমদাযোঅন্ধসা। শ্রীণাস্তো১গো২। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও

২৩৪৫উ। ডা (৩)॥

• • •

২র র র র র ১ ৭ ২ ৩ ৫
৬॥ পরীতোষিঞ্চতাসুতম। এ। সোমোষউ৩ত্তাম৺হাবিঃ। দা২৩৪ধা।

২ ১র র র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
হায়ি। যা৺যোনর্যো অপ্সু স্তারা। সু২৩৪বা। হায়ি। বাসেমমো২৩৪

৫ ৪ ৫ ২র র ২র র s ১ ৭

২৴ ৩ ৫ ২ ১র র ৭ ২ ৩
ত্রিভায়িঃ। নু২৩৪নাম্। হায়ি। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা। অা২৩৪

৫ ২ ১ ২১ ৫ ৪ ৫ ২
দা। হায়ি। ক্রাঃ স্বরভো২৩৪বা। ভা৫রো ৬হায়ি।। (২) অদব্ধঃ

১ ৭ ২ ৩ ৫ ২ ১র
স্বরভিন্তর এ। অদব্ধঃ স্বু ৩ রাভিন্তারঃ। স্থ২৩৪তে। হায়ি। চিত্রাপ্ স্ব-

র ৭ ২ ৩ ৫ ২ ১ র২১ ৫ ৪
মদামোঅন্ধানা। শ্রা২৩৪য়িণ। হা। তোগোভিরো২৩৪ বা। ভা৫

৫
রো৬হায়ি (৩)।।

* * *

৩৪র৫র র ২ ৩৪র ৫ ৫ ২র১২১ ৩ ৫
৭।। পরীতোষা। হোয়িঃ। চতাস্থতা ৬মে। সোমা যউ। ভাম৮ ্হা২৩৪নীঃ।

২১র র র ২ ১ ২ ৩র২ ৫র২ ১ ২ ৩র২
দধযা৮যোনর্য্যো অ। প্স্বান্তারা ঔহো৩৪ বাগায়ি। স্থযাবাসো। ঔহো

৫র২ ১ ২ ১
৩৪বাহা। মমদ্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২১ ২১র র র২ ২১
৮।। আয়িপরায়ি। তোষায়ি। চতাস্থতাম্। সোমোযউ৩১। তম৮হবায়িঃ।

র ২ ২১র ২১ র ২ ২১
দাধযা৮যা ৩১ঃ। নর্য্যো আ। প্স্বন্তরা। স্বযাবসো ৩১। মমদ্রা২৩

২ ১ ২১ ২১ র ২
য়িভা৩৪৩ য়িঃ।। (১) আয়িন্দুষা। বাসো। মমত্রিভায়িঃ। স্থযাবসো

২১ ২ র ২১
৩১। মমত্রিভায়িঃ। নুনম্পুনা৩১। নো অবিভায়িঃ। পরিস্রবা। আদব্ধঃ

২ ২১ ২ ১২১ ২১
স্থ৩১। রভিন্তা২৩রা৩৪৩ঃ।। (২) আ অদা। ক্রাঃ স্থ। রভিন্তরাঃ।

২ ২১ র ২ ২র ১
আদব্ধঃ স্থ ৩ ১। রভিন্তরাঃ। স্থতেচিত্বা ৩ ১। প্স্বমদা। মো অন্ধসা।

র র ২১ ২ ১
শ্রায়িণন্তো গো৩১। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও২৩৪৫ঈ। ডা।।

* * *

২১ ৪র ৫ ১র২র১২১২১ ২
৯। পরাবিতো ২৩বিষ্ণুতাসুত৮ হাউ। সোমোযউত্তম৮ হবিঃ। দধন্বা৮ ১যা২৩ঃ।

১২ ২ ২ ২র ১২ ১২ ২
হোবা ৩ হায়ি। মারিয়োঅ। স্মু বাস্তা ১ রা ২৩। হোবা ৩ হায়ি।

২ ২ ১২ ১ ২ ১ ২
সুষাবা ১ সো ২৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২৩ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

২র র র র র ১৭ ২^ ৩ ৫
১০। পরীতোষিঞ্চতাসুতম এ। এ। সোমোযউ৩ত্তম৮ হাবিঃ। দা২৩৪ধা।

২ ২ র র র ৭ ১^ ৩ ৫ ২ ২
হা৩হারি। ন্বা৮ যোনর্যো অপ্স অন্তারা। সু২৩৪ষা। হা৩হারি।

১র ২১র ৫ ৪ ৫ ২র র
বাসোম মো২৩৪বা। স্রা৫রিভো৬হায়ি॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরে। এ।

র র S১৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১রর
সুষাবসো৩মামদ্রি। ভাদ্রিঃ। নূ২৩৪নান্। হা৩হারি। পুনানো

৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১২ ১ ৫
অবিভিঃ পারিস্রাবা। দা২৩৪দা। হা৩হারি। অদাঃসুরভো২৩৪বা।

৪ ৫ ২ ১ ৭ ২^
ভা৫রো৬হায়ি॥ অদব্ধঃ সুরভিন্তর এ। এ। অদব্ধঃ সু৩রাভিন্তারঃ।

৩ ৫ ২ ২ ১র র ৭ ২^ ৩ ৫
সু২৩৪তে। হা৩হারি। চিত্বাপ্সু মদামোঅন্ধাসা। শ্রী২৩৪রিণা।

২ ৩ ১র ২১ ৫ ৪ ৫
হা৩হা। ভোগোভিরো২৩৪বা। তা৫রো৬হায়ি।

* * *

১২র১র২১র২১ রর ২১ ২ ১
১১॥ পরীতোষিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউত্তম৮ হবায়িঃ। দধন্বা৮ ২৩য়াঃ। মারি-

২র ১ ২^ ৩র২ ৩র২ ১ ২
য়োঅ। অপ্সু বান্তারা। ঔহো৩৪বাহায়ি। সু। ষাবা২৩সো৩।

১ ২ ২ ১ ২ ২১র২১র২১২১ র
তো বা৩হা। মমদ্রা২৩য়িস্তা৩৪৩য়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাব-

২১ র ২ ১ ২ ১ ২^৩র ২
সোংমমদ্রিভায়িঃ। নূনম্পু২৩না। সো অবিভিঃ। পরায়িস্রাবা। ঔহো৩৪

৩র২ ১ ২ ১২ ২ ১ ২
বাহা য়ি ! অ । দাক্ষা ২ ৩ঃ স্ব ৩। হোবা ৩ হা। রভিস্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ঃ।

১ ২ ১২১ ২ র ২ ১ ২র
অদব্ধঃ সুরভিন্তরাঃ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরাঃ। সুতেচা ২ ৩ য়িবা। আপ্সু মদা।

র ১ ২ৎ ৩র২ ৩র২ ১র ২ ১২
মোআহ্বানা। ঔ হো ৩ ৪ বাহায়ি। শ্রী। পাস্তো ২ ৩ গো ভ। হোবা-

২ ১ ২ ১
৩ হায়ি। ভিরুস্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

৫ র ২ ৪৫৪র ৫ ২র ১২১ ২৩ ২১ ২৩র ২
১২। পরীতো ৩ ষিঞ্চতাসুতম্। সোমোযউ। ত্তমং হবিঃ ২ ৩ বিঃ। দধন্বাঁ যোনর-

১ ৩৪র ৫ ২ ২ ১৩২ ২
না ২ ৩ ৪। রিয়োঅপ্স্বন্তা ৩ রা। সুষাবসো। মা ৩ ৪ ৩ও

৫ ৪ ৪
-৩ ৪ বা। মমা ৫ দ্রিভায়িঃ। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২ র র ১ ৫ ১ র র র
১৩॥ পরীতোষিঞ্চা ৩ তাসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোহংমাযউত্তমংহবির্দধন্বা ৮ যোন-

র ৩২ ১২ ২ ১র র ২ ১২ ২
র্যোঅপ্সুনা ২ ন্তরা। ওহা ৩ উবা। সুষাবসোমমা ২ ৩ দ্রিভি। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ২র র ১ ৫
দ্রিভায়িঃ। ঔ ৩ হোবা। সুষাবসোমা ৩ মদ্রি ২ ৩ ৪ ভিভায়িঃ।

১র র র র র ৎ ৩২ ১২ ২
সুষাবসোমমদ্রিভিরন্নপ্সুনানোঅভিক্তিঃপরা ২ য়িস্রবা। ওহা ৩ উবা।

১ ২ ১২ ২ ১ ২ ৩৫
অদব্ধঃসুরভা ২ ৩ য়িহায়ি। ওহা ৩ উবা। ন্তরা। ঔ ৩ হোবা।

২ ১ ৫ ১ র র রর
অদব্ধঃসুরা ৩ ভিস্তা ২ ৩ ৪ রাঃ। আ। দব্ধঃসুরভিন্তরঃসুতেচিত্বাপ্সু মদা-

ৎ ৩২ ১২ ২ ১র রর ২ ১২ ২
মোআ ২ন্ধনা। ওহা ৩ উবা। শ্রীণন্তোগোভিরু ২ ৩ ত্তরা। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ৪
ত্তরাম। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১২র১র ২ র ১র২র১র ২ ২ ১র২র১ ২ ১
১৪। পরীতোষিঞ্চতাসুতঐয়াদো। হো ৩ বা। সোমোযউত্তমম্। হোবা ২৩ য়িঃ।

১র ১ ১র র র ২ ১
ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা। দধন্বা৴যোনর্য্যোঅপ্সূ ব। তারা ২৩।

১র ১ র ২ ১র২ ১র২ ১
ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা। সুষাবসোমম। দ্রাদ্রিভা ২৩ য়িঃ।

১র ১ র ২৯ ২১র২১র২১২ ১র২র১র
ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা ৩৪৩॥ সুষাবসোমমদ্রিভিঐয়াদো।

২ ২ ১র২১র২ ২ ১র ১ র ২
হো ৩ বা। সুষাবসোমম। দ্রাদ্রিভা ২৩ য়িঃ। ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা।

র১ ২র১র ২ ২ ১র ১ র র
নূনম্পূনানোবিভিঃপরি। স্রাবা ২৩। ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা।

১ ২ ১ ১র ১ র ২৯
অদব্ধঃসুরভি। তা ২৩৭। ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা ৩৪৩।

১ ২ ১ ২১র২র১র ২ ২ ১ ২ ১
অদব্ধঃসুরভিস্তরঐয়াদো। হো ৩ বা। অদব্ধঃসুরভি। তারা ২৩ঃ।

১র ১ র ২ ১র ২র ১ ২রর ১
ঐয়া ২৩৭। ঔ ২৩ হোবা। সুতেচিত্বাপ্সুমদামোঅ। ধাসা ২৩।

১র র১ ২র১র ২ ১ ১র
ঐয়া ২৩ হোবা। শ্রীণন্তোগোভিরু। তারা ২৩ম্। ঐয়া ২৩৭।

১ র ২৯ ১
ঔ ২৩ হোবা ৩৪৩। ও ২৩৪৫ ঈ। ডা॥

৩৪র৩র ৪ ৩র৪ ৫ র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
১৫ পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। সোমঃ। যউ ৩৪ ঔহোবা। তম৺হবাঽ ২ য়িঃ।

২n ৫ ৩২ ৪র ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২৩। উ ৩৪ পা। দধা ৩ স্বা৺যা। ঔহোবাহায়ি।

১ ২র১ ২ ১২র ২৯ ৫ ৩২ ৪র
মারিয়োঅ। অপ্‌সুবন্তারা। হা ৩ ১ উবা ২৩। অ ৩৪ পা। সুষা ৩ বসো।

৫র৪ ৫ ৩২ ৪ ৪৩র৪৩র৪৩ ৪ ৫
ঔহোবাহায়ি। মমা ৩ দ্রা ৫ য়িভা ৬৫৬ য়িঃ। সুষাবসোমমাদ্রিভিঃ।

র ৩২ ৩র৪র৫ ২১
সুষা। বসো ৩৪ ঔহোবা। মমাদ্রিভাঽ ২ য়িঃ। হা ৩ ১ উবা ২৩।

২র　৫　৩র২৲　৪র　৫র৪　৫　১　২১　২১১
উ ৩ ৪ পা। নুনা ৩ পুনা। ঔহোবাহায়ি। নোঅবিভায়িঃ। পরিস্রাব।

২৲　৫　৩২　৪　৫র৪　৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অদা ৩ ব্ধায়ু। ঔহোবাহায়ি।

৩২　৪　৩৪　৩৪৫　৩২　২র৪র৫
রস্তা ৩ রিস্তা ৫ রা ৬ ৫ ৬ঃ। অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। অদ। ব্ধঃসু ৩ ৪ ঔ হোবা।

২১　২৲　৫　৩২　৪
রভিন্তরাঽ ২ ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। সুতা ৩ য়িচিষা।

৫র৪　৫　১　২১　২র　১২র　২৲　৫
ঔহোবাহায়ি। আপ সুমদা। মোঅব্ধাসা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা।

৩র২　৪র৫　৫র৪　৫　৩২　৪
শ্রীণা ৩ স্তোগো। ঔহোবাহায়ি। ভিরু ৩ স্তা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২২　৪র　৫　১র২র　১　১১　২১　২
১৬। পরায়িস্তো ২ ৩ বিষ্ণুতাযুত ৺্হাউ। সোমো য উত্তম৺্ হবিঃ। দধাম্বা

১২　২　১　২র　১　২
৺্ ১ যা ২ ৩ ০। হোবা ৩ হায়ি। নারিয়োঅ। প্সবাস্তা ১ রা ২ ৩।

১২　২　১　২　১২　২　১　২　১
হোবা ৩ হায়ি। সুষা বা ১ লো ২ ৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২ ৩

২১　৪র　৫　২১র২১র২১　২　১র২
সুষা বা ২ ৩ সোমমাদ্রি' ভিঃহাউ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নূনাম্পু ১ না ২ ৩।

১২　২　১র　২　১　২　১২　২
হোবা ৩ হায়ি। নো অবিভিঃ। পরায়িস্রা ১ বা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১　২　১২　২　১　২　১　২১
অদাব্ধা ১ ঃসু ২ ৩। হোবা ৩ হা। রাভিস্তরঃ। ইডা ২ ৩। (২) অদাব্ধা

৪　র৫　১২　১　২　১　২
২ ৩ সুরভিন্তরোহাউ॥ (২) অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। সুতায়িচা ১ য়িষা ২ ৩।

১২　২　১　২র　র১২　১২　২　১র　২
হোবা ৩ হায়ি। অপ্সুমদা। মোআব্ধা ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। শ্রীণাস্তো

১২　২　১　২　১
১ গো ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। ভায়িরুস্তবম্। ইডা ২ ৩ (৩)।

* * *

৩৪র৩র ৪ ৫ র　২　২　১　৫　১র　—
১৭। পরীতোষিঞ্চতা। হা ৩ হা ৩ য়ি। সু ২ ৩ ৪। তঙ্সুতোবা। সোমোহো ২ য়ি।

১ — ১৭ — ১২র ১ ২৳ ৩২ ৳
যউহো ২ তামঙ্ঘাবা ২ য়িঃ। দাধষাঙ্খ। নরায়িযোআ। পঙ্ক্ষুবাউবা ৩।

২৳ ৫ ১ — ১ --১ -- ১ ৳ ৫র র
উ ৩ ৪ পা। ভয়া ২। শুষা ২ বাশো ২। মম। ত্রা ২ য়িতা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা॥

৪৩র৪৩র ৫৫র ২ ২ ১ ৫ ১ —
সুষাবসো মমা হা ৩ হায়ি। ত্রা ২ ৩ ৪ য়ি। ভির্দ্রিভোবাঃ সুষাহো ২ ঈ।

১ — ১৭ — ১ ২ র র ১ ২n ৩২
যদাহো ২। মামত্রায়িতাহয়িতা ২ য়িঃ। মনস্পুনা। নোআবায়িঙ্তায়িঃ। পরাউপা ৩।

২৳ ৫ ১ — ১ — ১ -- ১ ৳ ৩
উ ৩ ৪ পা। স্রবা ২। আদা ২ ক্কাঃ সু ২। রহি। তা ২ রা ২ ৩ ৪

৫রর ৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ৫
ঔহোবা। অদক্কঃ সুরভি। হা ৩ হা ৩ য়ি। তা ২ ৩ ৪। রস্তরোবা।

১ — ১ — ১৭ ১র২র ১২৳
অদাহো ২ য়ি। ক্কঃস্বহো ২। রাভিস্তারা ২ ঃ। স্বতেচিত্বা। শুমাদা।

৩২ ৳ ২৳ ৫ ১ -- ১ -- ১ -- ১
মআউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। ধদা ২। শ্রায়িণা ২ স্তোগো ২। ভিক্কু।

৳ ৩ ৫র র ২n ৫
তা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

* * *

৫ ২র১র ২র ১ র
১৮। হাপায়ি। পরীতোষিক্তাসুতম। হোপায়ি। সোমোযউত্তমঙ্খ হবিঃ।

৭২র ১ ৭ র২ ৭ n ৩ ৫ ২ ১ ২
দাধষাঙ্খ যঃ। নারিয়োআ ৩ ১ প্সুষা ২ স্বা ২ ৩ ৪ রা। সুষাবা ২ ৩ পো ৩।

১n৩ ৫রর ৩ ৫ ১ ২১র২১র২
মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দ্রা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ॥ হোপায়ি। সুষাবসোম-

১ ২ ১ র র ৭২র ১৭২ ৭
মদ্রিভিঃ। হোপায়ি সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নৃঃস্পুনা। নোঅবিতা ৩ ১ য়িঃ। পরা

n ৩ ৫ ২১ ২ ১n ৫রর ৩ ৫
২ য়িস্রা। ২ ৩ ৪ বা। অদাক্কা ২ ৩ঃ স্ব ৩। রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ রাঃ॥

১ ২ ১ ২ ১ ১
হোবায়ি। অদক্কঃ সুরভিস্তরঃ। হোবায়ি। আদক্কঃসুরভিস্তরঃ। হোবায়ি।

৭র২র ১৭২ ৭র ২ ৫
আদক্কঃসুরভিস্তরঃ। স্বতেচিত্বা। আপ্সুমদা ৩ ১। মোআ ২ ক্কা ২ ৩ ৪ সা।

২র১ ২ ১n৩ ৫রর ৩ ৫
শ্রীণাস্তো ২ ৩ গো ৩। তা ২ য়িত্র ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ৩ ২ ৩ ৪ রাম॥

* * *

২১ ২১ ২ ২ n ৩র২ ৩ ৫ ২র —
সুতাস্নিচিত্বা। অ। প্সু মদা ২। যোঋা ৩ ৪ ৫। ধা ২ ৩ ৪ সা। শ্রীণা ২।

১ n ৩২ ৩ ৫
ভোগো ২। ভিক্ক ৩ ৪ ৫। ভা ২ ৩ ৪ ম্রাদ।

* * *

৫র২ ৪৫৪র ৫ ১র২ ১ ২ n ৩২
২১। পরীতো ৩ বিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। ত্তমা৺ হা ১ মা ২ য়িঃ। দধা ৩।

১ ২ ২ ১র র র ৭ — ১ ১ n ৩
হো ৩ হো ৩ ধা। য়া৺ যোনর্যোঅপ্সু অন্তারা ২। সুষা ২। বা ২ সো

৫র র ২ ১ — ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ র২ ৪র৫
ম ৩ ৪ ঔহোবা। এত মমা ২ দ্রিভা ২ ৩ ৪ ৫ য়িঃ। সুষাবা ২ সোম

৪ ৫ ১র২র ১২ ৩র২ S ২
মদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো। মমাদ্রা ১ রিভা ২ য়িঃ। নূনা ২ ম্। হো ৩ হো

২ ১র র ৭ — ১ ১ ৩
৩ বা। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা ২। অদা ২ ৩। ব্ধা ২ঃ সূ ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১ — ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ২ ৪৫ ৪ ৫
ঔহোবা। এত। রভা ২ য়িষরা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। অদব্ধা ৩ঃ সুরভিন্তরাঃ।

১ ২ ১ ২ ৩ ২ ২ ২ ১র
আদব্ধঃ সূ। রভারিন্তা ১ রা ২ঃ। সুতা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ যা। চিত্বা-

র ২ ৭ — ১র ১ ৩ ৫র র ২
প্সু মদামো অন্ধাসা ২। শ্রীণ। ২ ৩। ভো ২ গো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত।

৩ — ৩ ১ ১ ১ ১
ভিক্ক ২ ন্তুরা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র র ১র ২ ১র১১s ২র ১র ২ ১ ২ ২
২২। পারীতোবিঞ্চতাসুতাম্। সোমোষউ। ত্তা ৩ মা ৺ হা ৩ বারি।

২ র র n৩ ৩র ২১র ৫
দদয়া৺ যোনর্যোঅপ্সু বন্তর। ২ ৩ ৪ ঐহী। সুষাবা ২ ৩ ৪ সো।

২ ২ ২ ৩ ২ রর ১২র ১ ২ ১ ২১র র
মমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। দ্রিভিরা। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো।

২ ১২ ২ র র র n৩ ৫র
মা ৩ মাদ্রা ৩ য়ি ভায়িঃ। নূনম্পুনানোঅবিভিঃপরিস্রবা ২ ৩ ৪ ঐহী।

২১ ৫ ২ ২ ২৩২
অদব্ধা ২ ৩ ৪ঃ সূ। সূ। রভা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ভরমা।

র ১ ২ ১২২ ২১ ২ ১ ২ ২ র র
আদব্ধঃস্বরভিস্তরাঃ। অদধ্বঃহ্। রা ৩ ভাস্বিস্থা ৩ রাঃ। স্বুতেচিত্তাপ্‌স্বম-

র র ন৩ ৫র ১র১ ৫ ২ ১
দামোঅব্ধসা ২ ৩ ৪ ঔহী। শ্রীণস্তো ২ ৩ ৪ গো। ভিন্ন ৩ আউবা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। ভরমা (৩)। ১২।৩ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ র ২উ ৩ ২৩ ১ ২
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব

৩ ২ ৩ ১র ২র
দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।

২ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুষঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'রাজেব দস্মঃ' (রাজতুল্যদর্শনীয়ঃ, পরমরমণীয়ঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'অসাবি' (অভিযুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন) 'অভি গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীন্ অভিলক্ষ্য জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, সম্মিলিতঃ ভবতু); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বারমব্যয়ং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অত্যেষি' (অতীত্য গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনবৎ,

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দ্বাবিংশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;- (১) "পৃষ্ঠম্" (২) "কৌল্মলবর্হিষম" (৩) "শর্ক পুষ্পাস্তম্" (৪) "দৈর্ঘশ্রবসম্" (৫) বাস্করোবৈয়শ্বম্" (৬) "আভীশবাস্তম্" (৭) "মাধুচ্ছন্দসম্" (৮) "ঐডমারাস্তম্" (৯) "পৃশ্নি" (১০) "অভীশবোত্তরম্" (১১) "সম্মতম্" (১২) "কালেয়ম্" (১৩) "রৌরবম্" (১৪) "আষ্টাদংষ্ট্রোত্তরম্" (১৫) "উৎসেদম্" (১৬) "পৃশ্নি" (১৭) "বাস্রম্" (১৮) "মানবোত্তরম্" (১৯) "আনুপং বাভ্রাশ্বম্" (২০) "যৌধাজয়ম্" (২১) "বৈগতম্" ও (২২) "কণ্বরথন্তরম্"।

ক্ষিপ্রগতিশীলঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) সত্ত্বভাবঃ 'যোনিং' (উৎপত্তি-স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতবন্তং' (উদকবন্তং, অমৃতময়ং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—৯খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হউন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে অমৃতময় করিয়া প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি। (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। কীদৃশঃ সোমঃ? 'অরুষঃ' আরোচমানঃ, 'বৃষা' বর্ষকঃ, 'হরিঃ' হরিৎবর্ণঃ; স চ রাজেব 'দস্মঃ' দর্শনীয়ঃ সন্ 'গাঃ' উদকানি 'অভি' লক্ষ্য 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি স্বরসনির্ম্মোক-সময়ে, পশ্চাৎ পুনানঃ 'অব্যয়ং' অবিময়ং 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'অত্যেষি' হে সোম! অতিক্রম্য গচ্ছসি। ততঃ 'শ্যেনো ন' শ্যেন ইব 'যোনিং' স্বীয়ং স্থানং 'ঘৃতবন্তং' উদকবন্তং 'আসদৎ' প্রবিশতি। 'অত্যেষি'—'পর্য্যেতি'—ইতি পাঠৌ, 'আসদন্'—'আসদং'—ইতি চ। (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নানাভাবাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।

'শ্যেনঃ ন' পদদ্বয়ের দ্বারা আমরা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারায় সন্ধান পাই। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্ম্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, 'ঊর্দ্ধগতিশীল সাধক যেমন তাঁহার চরণে শীঘ্রই আত্মবিলীন করেন, তেমনি-ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রগামিতার সহিত, অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক, আমাদিগের হৃদয়কে অমৃত-প্লাবনে অভিষিক্ত করুক' মন্ত্রের প্রার্থনার এই ভাবই

ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয় অমৃতময় হয়। সাধক তখন স্বতঃই ভগবানে আত্মবিলীন করেন।

জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তাহার জন্ম প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অভোষি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং 'অরুষঃ' পদে 'অহিংসিত' অর্থ তাঁহারই অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে॥ (১০অ-৯খ-৩সূ-১সা)॥

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ১   ২ ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা

৩ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।

১ ২ ৩   ১   ২   ৩ ২উ   ৩ ১ ২ ৩ ২র
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্‌ৎসং-

২র   ৩   ১ ২   ৩ ২
গ্রাবভির্ব্বসতে বীতে অধ্বরে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (অমৃতবর্ষকঃ, অমৃতপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'পিতা' (জনয়িতা, উৎপাদকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'মহিষস্য' (মহতঃ) 'পর্ণিনঃ' (পর্ণযুক্তস্য, ঊর্দ্ধগমনশীলস্য, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথিবীবাসিনাং জনানাং, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'নাভা' (নাভৌ, কেন্দ্রশক্তিস্বরূপেষু) 'গিরিষু' (পাষাণসদৃশেষু, কঠোরসাধনেষু) 'ক্ষয়ং' (নিবাসং, আশ্রয়ং) 'দধে' (ধারয়তি, গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ);

---

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (৩প-৫অ-৯খ ২সা) দ্রষ্টব্য।

'স্বসারঃ' (ভগিন্যঃ, পরস্পরং ভগিনীস্বরূপাঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'আপঃ অভি' (আপঃ অভিলক্ষ্য অপ্সু, অমৃতেষু) 'উদাসরন্' (উদ্গচ্ছন্তি, সম্মিলিতাঃ ভবন্তি); 'বীতে' (শ্রেষ্ঠে) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গ্রাবভিঃ' (পাষাণকঠোর-সাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সংবসতে' (সংগচ্ছতে, উৎপাদিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকানাং পরমমঙ্গলসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ কঠোরসাধনেন উৎপাদিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হয়েন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন)। (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্য 'মহিষস্য' মহতঃ 'পর্ণিনঃ' পর্ণসতঃ পতনবতো বা সোমস্য 'পর্জ্জন্যঃ' 'পিতা' জনকঃ 'সঃ' সোমঃ 'পৃথিব্যাঃ' 'নাভা' নাভৌ নাভিস্থানীয়ে হবির্দ্ধানে 'গিরিষু' গিরিসম্বন্ধিষু গ্রাবসু 'ক্ষয়ং' নিবাসং 'দধে' ধারয়তি অভিষব-সময়ে। তথা 'স্বসারঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'আপঃ' বসতীবর্য্যাঃ 'গাঃ' আশিরার্থাঃ স্তুতয়ো বা 'অভি' আভিমুখ্যেন 'উদাসরন্' উদগচ্ছন্তি গচ্ছন্ত, 'বসতে', 'সং' গচ্ছতে চ, 'গ্রাবভিঃ' সাকং। কুত্র? 'বীতে' কান্তে 'অধ্বরে' যজ্ঞে॥ 'উদাসরন্'—'উত্তাসরন্'—ইতি পাঠৌ, 'বীতে'—'বীথে'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা, সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপরে বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল।

তিনি সুন্দর যজ্ঞের মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।” অনুবাদকার ইহার সহিত একটী টীকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—“এই স্থানে... পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।” বৃষ্টিদ্বারা যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সকলকে যদি পর্জ্জন্যের পুত্র-রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সোমলতা কেন পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদকেই পর্জ্জন্যের পুত্র বলিতে হয়। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ দ্বারা পর্জ্জন্যের সোম-পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সোম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একটা আভাষ পাই। সোম পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতকে পৃথিবীর মধ্যস্থান বলা হইয়াছে, কোন কোনও স্থলে পুরাণাদিতে পর্ব্বতকে পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হয়। কোথায়ও আবার পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল ভাবকে কবিত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে এরূপ কবিত্বের স্থান নাই। ‘পৃথিবীর নাভি’ বলিতে আমরা পৃথিবীস্থিত জীববৃন্দের কেন্দ্রশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি। জনগণের কেন্দ্র-শক্তি—সৎকর্ম্মসাধন। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত শক্তি লাভ করে। সৎকর্ম্মই শক্তির উৎপত্তিস্থল, শক্তির কেন্দ্র। কঠোর সাধনের দ্বারা মানুষ সেই শক্তিলাভ করে। তাই সেই কঠোর সাধনকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করে। অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন করে তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে ‘গিরিষু ক্ষয়ং দধে’ - সেই কঠোর সাধনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

‘পর্ণিনঃ’ পদের অর্থ যাহার পাখা আছে, অর্থাৎ যে ঊর্দ্ধগমন করিতে সমর্থ। শুদ্ধসত্ত্ব ঊর্দ্ধগমনশীল নিশ্চয়ই। তাহা যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহাকেই ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, তাই ‘পর্ণিনঃ’ পদে আমরা ‘ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকস্য’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

‘স্বসারঃ’ পদের সাধারণ স্বাভাবিক অর্থ ‘ভগিনী’। কিন্তু মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে প্রচলিত করিবার জন্য ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—‘অঙ্গুলয়ঃ’। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের স্বাভাবিক অর্থেই এখানে ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে, জ্ঞান অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান দ্বারা মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সেই শক্তির স্ফুরণ হইলে, হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। ‘আপঃ’ শব্দে ভাষ্যকার ‘জল’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—“অপ্‌সু ভ্রাতৃরূপঃ”। আমাদের মতে, ‘আপঃ অভি’ পদদ্বয় একত্রে সপ্তম্যন্ত ভাবই প্রকাশ করে। তাই উক্তপদদ্বয়ে আমরা ‘অপ্‌সু, অমৃতেষু’ অর্থ সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতমসূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিৰ্ব্বেধস্যা পৰ্য্যেষি মাহিনমত্যো

২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ন মৃষ্টো অভি বাজমৰ্ষষি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপসেধং দুরিতা সোম নো মৃড়

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতাবসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ৩ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী, পরমজ্ঞানদাতা) ত্বং 'বেধস্যা' (যাগ বিধানেচ্ছয়া, সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছয়া) 'মাহিনং' (মহনীয়ং প্রশংসনীয়ং সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যেষি' (পরিগচ্ছসি প্রাপ্নোষি); 'মৃষ্টঃ' (প্রক্ষালিতঃ শোধিতঃ বিশুদ্ধঃ ত্বং) 'অত্যো ন' (অশ্বঃ ইব, শীঘ্রগামিতয়া শীঘ্রং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্তিং আত্মশক্তিং) 'অর্ষসি' (প্রাপ্নোষি); হে দেব! ত্বং অস্মাকং 'দুরিতা' (দুরিতানি, শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'অপসেধন্' (পরিহরন্, বিনাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) মৃড়' (সুখয় পরমানন্দং প্রযচ্ছ); 'ঘৃতাবসানঃ' (অমৃতযুক্তঃ ত্বং) 'নির্ণিজং' (পবিত্রতাং যদ্বা ঔজ্জ্বল্যং) 'পরিযাসি' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়ন পরমানন্দং প্রযচ্ছতু; আত্মশক্তিদায়কঃ রিপুনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং প্রাপ্নোতি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমজ্ঞানদাতা আপনি সৎকর্ম্মসাধনের ইচ্ছায় প্রশংসনীয় সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; বিশুদ্ধ আপনি শীঘ্র আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন; হে দেব! আপনি আমাদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; অমৃতযুক্ত আপনি পবিত্রতা

(অথবা ঔজ্জ্বল্য) প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের রিপু বিনাশ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করুক; আত্মশক্তিদায়ক রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে প্রাপ্ত হয়)। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সন 'বেধস্যা' যাগবিধানেচ্ছয়া 'মাহিনং' মংহনীয়ং পবিত্রং 'পর্য্যেষি' পরিগচ্ছসি পশ্চাৎ 'মৃষ্টঃ' প্রক্ষালিতঃ 'অত্যোন' অশ্ব ইব 'বাজং' সংগ্রামং 'অভ্যর্ষসি'। সোম! 'দুরিতা' অস্মদীয়ানি দুরিতানি 'অপসেধন্' পরিহরন 'নঃ' অস্মান 'মৃড' সুখয় 'ঘৃতাবসানঃ' ঘৃতানি উদকানি বসানঃ আচ্ছাদয়ন 'পরি যাসি' অভিগচ্ছসি। কিন্তৎ? 'নির্ণিজং' পবিত্রং। •'সোমনোমৃড়ঘৃতা'—'সোমমৃডয়ঘৃতং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ॥ ৯॥

• • •

তৃতীয় (১৩১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০০:—

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজাত হইলে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধতার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন তাঁহার হৃদয় হইতে অপবিত্রতা মলিনতা দূরীভূত হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হৃদয় পবিত্র না হইলে, শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়।

প্রার্থনার প্রধান ভাব রিপুনাশ এবং পরমানন্দলাভ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করে। রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরুপদ্রবে, শান্তভাবে সাধক আপনার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে পরাশান্তি বিরাজ করে, তিনি পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন। মন্ত্রে সেই পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ হইতে বুঝা যাইবে; এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পরস্পরের মধ্যে কি অনৈক্য আছে, তাহাও উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অশেষ অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া

নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।” হিন্দী অনুবাদটী এই,—“হে সোম! অনুভবী তূ যজ্ঞনিধানকো ইচ্ছাসে পবিত্রমে পহুঁচতা হ্যায়। ফির ঘোরে হুয়ে ঘোড়েকী সমান বেগসে সংগ্রামকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। হে সোম! হমারে পাপকো দূর করতা হুআ হমৈ সুখ দে, জলোকো আচ্ছাদন করতাহুয়া পবিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।” (১অ—১খ—৩সূ—৩সা।)॥*

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ২ র র S ১ ১ ৪ ২র ৩ ১ ১ ২
১। হাউহোবা ৩ হায়ি। অসাবিসোমো ৩ আ। রুযো ৩ বা ৩। যাহরা ২ ৩ ৪

১ ২র র র S ১ ২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
৫ য়ঃ। রাজেবদস্মো ৩ আ। ভিগা ৩। আ ৩। চিক্রদা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ।

২ র র র s ১ ২ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২র র
পুনানোধারা ৩ মা। ভিয়া ৩ য়িসী ৩। আয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্। শ্যেনোন-

র ১ ২ ৪ ২র ২ ২ ২ s ১
যোনী ৩ ষা। তবা ৩ স্বা ৩ ম্। আসদা ৩ দাউ। (১) পর্জ্জন্যঃ পিতা ৩ মা।

২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র র s ১ র ৪
হিষা ৩ স্যা ৩। পর্ণিনা ২ ৩ ৪ ৫ঃ নাভাপৃথিব্যা ৩ গায়ি। রিষ ৩ ক্ষা ৩।

২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র র ১ র ৪ ২র ৩
যন্দধা ২ ৩ ৪ ৫ রি স্বসার আযো ৩ আ। ভিগা ৩ উ ৩ ৎ। আসরা

১ ১ ১ ২ ২ র ১ ২র ৪ ২
২ ৩ ৪ ৫ ন। সঙ্গাণভির্ব্বা ৩ সা। তেবা ৩ য়িতে ৩। অধ্বরা ৩ ২ উ।

র র s ১ ২ ৪ ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
(২) কবির্ব্বেধস্যা ৩ পা। রিয়া ৩ য়িষী ৩ মাহিনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্যোন-

র s ১ ২ ৪ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ র র ১
মৃষ্টো ৩ আ। ভিবা ৩ জা ৩ ম্। অর্ষসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। অপসধন্দূ ৩ রায়ি।

২র ৪ ২র ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ ২ র ১
তাসো ৩ মা ৩। সোমমৃড়া ২ ৩ ৪ ৫। হাউহোবা ৩ হায়ি। ঘৃতাবসানা ৩ঃ পা।

২ ৪ ২ ২ ১ ১ ১ ১
রিয়া ৩ সী ৩। নির্ণিজা ৩ মা উবা ২ ৩ ৪ ৫ (৩)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

৩৪র ৩র৪র ৩র ৪ ৩র৪৫র ৩ ২ ৩ ১ ১ ১ ৩র র
২। অপাবি সোমো অরুষো বৃষোবৃষা। হরাযিঃ। হরা ২ ৩ ৪ য়িঃ। রাজে ৩ ১

২ র র ১ ২ ১ ২n ৩ ২
২ ৩ ৪। বদম্মো অভিগা অচি। ক্রন্দাৎ ক্রন্দাৎ। পুনা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র র র ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ২ র n
নোবারমত্যেত্যু। বায়াং ব্যয়াম্। শ্যেনো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নযোনিজ্বৃতব।

৩ ২ ৪ ১ ৪ ৩ ৪ ৩র৪ ৩৪ ৫ ৩২ ১ ১ ১ ১
ত্তমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৎ। পর্জ্জন্যঃ পিতামহিষস্যপ। পিনা ২ ৩ ৪ ৫ :।

৩র ২ ২ র ১ ২ ১রn ৩ ২
নাভা ৩ ১ ২ ৩ ৪। পৃথিব্যাগিরিষুক্ষয়ম্। দধাম্নি দধাম্নি। স্বসা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২ র র ১ র ১২ ১২n ৩২ ২ র র
রআপো অগ্নউদা। নরান্ নরান্। নঙ্ক্ষা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বভিবর্চসতেবী।

৩র ২ ৪ ৪ ৩র৪ র৩র ৪৫রর ৩ ২ ৩
তেআ ৩ ধবা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ কাবর্বেধস্যাপরিয়েষিমা। হিনাম্। হিনা

১ ১ ১ ১ ৩ ২ ২ র র ১ ২ ১২n
২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্যো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নমৃষ্টো অভিবাজম। যসায়ি যসায়ি।

৩ ২ ২র র র ১ ২১ ২ ৩ ২
অপা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সেধন্দুরিতাসোমনঃ। মৃডামৃডা। ঘৃতা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র ২n ৩ ২ ৪
বসানঃ পরিয়া। পিনা ৩ য়ির্ণা ৫ য়িজা ৬ ৫ ৬ ম্॥

* * *

২ র ১ ২র ১ ২ ২র ২র র
৩। অপাবাম্নিসো ২ ৩। গোঅরুষা ২ ৩ :। এ ৩। বৃষাবয়িরে ৩। রাজে-

১ ২র ২ ২ ২ ২ র ১
বাদা ২ ৩। ঘোজভাম্নিগা ২ ৩ :। এ ৩। অচিক্রদদে ৩। পুনানোবা ২ ৩।

২ ১ ২ ২ ২র র ১ ২ ১
রমত্তাম্নিয়ে ২ ৩। এ ৩। যিঅব্যয়মে ৩। শ্যেনোনাযো ২ ৩। নিজ্বৃত্তাপা

২ ২ র ২ ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। ত্তম্নাসদদে ৩ ৪ ৩। পর্জ্জন্যাঃপা ২ ৩ য়ি। তামহাম্নিষা

২ ২ র ২রর ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। স্তপর্ণিন এ ৩। নাভাপার্থা ২ ৩ য়ি। ব্যাগিরাম্নিষ ২ ৩।

ISHNA MISSION INSTI

২ ২ ২ র ১ ২র ১ ২
এ ৩। ক্ষয়ন্নধ এ ৩। স্বসারাআ ২ ৩। পোঅস্তারিগা ২ ৩ঃ। এ ৩।

২ র ২ র ৩ ২ ৩ ২
উদানরয়ে ৩। নক্ত্রাবাভা ২ ৩ রিঃ। বনতারিবা ২ ৩ য়ি। এ ৩। পো-

অস্তাস্থিগা ২ ৩ঃ। এ ৩। উদানরয়ে ৩। নক্তাবাভা ২ ৩ রিঃ। বনতারি-

২র n ২ ২ ২র ১
বা ২ ৩ য়ি। এ ৩। তেঅধ্বরএ ৩ ৪ ৩। কবির্ব্বায়িধা ২ ৩। স্বাপয়ারিয়ে

২ ২র ২ র ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। বিমাহিনমে ৩। অত্যোনামা ২ ৩। দ্যৌঅস্তারিবা ২ ৩।

২ ২ ১ ২ ১ ২
এ ৩। যমর্ষসি এ ৩। অপনারিধা ২ ৩ ম। ভুরিস্তানা ২ ৩। এ ৩।

২ র ১ র ১ ২ ১ ২ ২ n
মনোমুড় এ ৩। ঘৃতাবাসা ২ ৩। নঃপরারিয়া ২ ৩। এ ৩। সিনির্গিজমে

১
৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

• ৹ •

২ n ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪র
৪। হারি। উল্বারি। অনা ৩ ৪ ঔহোবা। বিসো। মো ৩ অরু। যোবুবা-

৪ ৩র ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫
হরারিঃ। রাজে ৩ ৪ ঔহোবা। নদা। স্মো ৩ অভি। গাঅচিক্রদাৎ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ২ ২n৩৪ ৫ ৩র ২
পুনা ৩ ৪ ঔহোবা। নোনা। বা ৩ মতি। এবিঅবায়াম্। শ্রেনো ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২১ ২n ৩ ২ ৩ ৩ ২
ঔহোবা। নয়ো। নিষৃত। ব। তমা ৩ সা ৫ দা ৬৫৬৭। পর্জ্জা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪ ৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা। ন্যঃপারি। তা ৩ মহি বস্তপর্ণিনাঃ। নাস্তা ৩ ৪ ঔহোবা! পৃথারি।

১ ১ ২৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
ব্যা ৩ গিরি। যুক্ষরন্দধারি। স্বনা ৩ ৪ ঔহোবা। রজা। পো ৩ অভি।

২^৩৪র ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২১ র ২n ৩র ২
গাউদাসরান্। নক্ত্রা ৩ ৪ ঔহোবা বস্তারিঃ। বনতে। বী। তে আ ৩

দশমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
১ ২ ২ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি
৩ ১র ২র
ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য, ইন্দ্রদেবস্য) 'বিশ্বেং' (বিশ্বানি, সমগ্রাণি) 'বসূনি' (ধনানি, বিভূতীঃ) 'সূর্য্যং শ্রায়ন্ত ইব' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং সমাশ্রিতঃ জ্ঞানিজনঃ ইব, যদ্বা—সূর্য্যরশ্ময়ঃ যথা সূর্য্যং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) 'ভক্ষত' (ভজত, অনুসরত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিজনা যথা জ্ঞানমুপাসন্তে তদ্বৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য দেবস্য বলৈশ্বর্য্যরূপাং বিভূতিং উপাধ্বং ইতি ভাবঃ; তেন 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'জাতঃ জনিমানি' (উৎপন্নে, প্রাপ্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'ভাগং ন প্রতিদীধিমঃ' (পিতৃসম্পত্তিং ইব প্রতিধারয়েম, অধিকারিণঃ ভবেম); অয়ং ভাবঃ পিতৃসম্পত্ত্যাং যথা পুত্রস্য অব্যাহতঃ অধিকারঃ অস্তি ভগবদ্বিভূতিষু বয়ং তদধিকারিণঃ ভবেম। (১০অ—১০খ ১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ, ভজনা কর—অনুসরণ কর; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, সেইরূপ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর); সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই; (ভাব এই যে,—

পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবদ্বিভূতিসমূহে আমরা যেন সেইরূপ অধিকারী হই ।) ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অস্মদীয়া জনাঃ ! 'শ্রায়ন্ত ইব' সূর্য্যং যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ সূর্য্যং ভজন্তে, তথা 'ইন্দ্রস্য' 'বিশ্বেৎ' বিশ্বান্যেব ধনানি 'ভক্ষত' ভজত। 'বসুজাতঃ' প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রঃ যানি 'বসূনি' ধনানি 'ওজসা' বলেন 'জনিমা' জনিষ্যমাণানি করোতি অতো 'ভাগং ন' পিত্র্যং ভাগমিব তানি ধনানি 'প্রতি দীধিমঃ' প্রতিধারয়েম। 'জাতোজনিমানি'—'জাতেজনিমানি' —ইতি পাঠৌ ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

প্রথম (১৩১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীতে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর। কিরূপে ভজনা করিবে ? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইরূপে।' মন্ত্রে 'সূর্য্যং' পদ আছে। আমরা সূর্য্যদেবকে আভ্যন্তর পক্ষে জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। বাহ্যতঃ সূর্য্যদেবতা যেরূপে জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস করিয়া জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানোদয়ে তেমনই, জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া, হৃৎপ্রদেশ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজন্মান্তর জ্ঞানারাধনায় তৎপর, স্বতঃই তাঁহারা জ্ঞানাধারে বিলীন হয়েন। এ স্থানে তাই উপদেশ আছে,—জ্ঞানী যেমন অনন্যচিত্ত হইয়া জ্ঞানের আশ্রয়েই আশ্রিত থাকে, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা সেইরূপ বলৈশ্বর্য্য-কামনায় বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার আরাধনাতে তৎপর হও ; এবং তাঁহার আশ্রয়ে চিরাশ্রিত হইয়া অপেক্ষা কর। তাহা হইলে, কোনও না কোনও শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার বিভূতিসকল তোমরা অধিকার করিয়া কৃতার্থমন্য হইবে ; তোমাদের লক্ষ্য সার্থক হইবে। এই শুভ প্রত্যাশায় সেই পরমদয়াল ইন্দ্রদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাক। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়াংশে এই ভাবকে আরও দৃঢ়তর করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুসরণের ফলেই ভগবানের সম্পত্তিতে—তাঁহার বিভূতিতে অধিকারী হইতে পারিবে ॥ (১ অ ১০খ—১সূ ১সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার একোনশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দআর্চ্চিকেও (৩অ ১খ ৩দ ৫সা) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অনর্বিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অনর্বিরাতিং' (অপাপকদানং, অপাপীজনস্য দাতারং) 'বসুদাং' (পরমধন দাতারং) দেবং 'উপস্তুহি' (সম্যক্‌রূপেণ আরাধয়); যতঃ 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (দানানি) 'ভদ্রাঃ' (ভদ্রাণি, কল্যাণদায়কানি ভবন্তি ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'দানায়' (দানলাভায়, পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) তস্য 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'চোদয়ন্' (চোদয়তি, প্রেরয়তি—ভগবন্তং অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) ভগবান 'অস্য' (তস্য) 'বিধতঃ' (পরিচরতঃ, আরাধনাপরায়ণস্য সাধকস্য) 'কামং' (প্রার্থনাং) 'ন রোষতি' (ন হিংসতি, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অপাপীজনের দাতা, পরমধনদাতা দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা কর; কারণ, ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার দান কল্যাণদায়ক হয়; যে সাধক পরমধনপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার অন্তঃকরণকে ভগবানের অভিমুখে প্রেরণ করেন, ভগবান্ সেই আরাধনাপরায়ণ সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'অনর্ব্বিরাতিং' অপাপক-দানং অপাপিষ্ঠস্য দাতার ইত্যর্থ। অনর্ব্বি-পদ সমানার্থমনর্শ-পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং—'অনর্শরাতিমনশ্লীল দানমশ্লীলং পাপকং' ইতি (নিরু০ নৈ০ ৬।২৩)। 'বসুদাং' ধনস্য দাতারমিন্দ্রং 'উপ স্তুহি' যতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'রাতয়ঃ' দানানি 'ভদ্রা' কল্যাণানি মহদৈশ্বর্য্যকারীণীত্যর্থঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ স্বকীয়ং 'মনঃ' 'দাশ্বষে' অভীষ্ট-প্রদানায় 'চোদয়ন্' প্রেরয়ন 'বিধতঃ' পরিচরতঃ 'অস্য' স্তোতুঃ 'কামং' ইচ্ছাং 'ন রোষতি' ন হিনস্তি। তমিন্দ্রমুপস্তুহীতি সম্বন্ধঃ। 'অনর্ব্বিরাতিং'—ইহ ছন্দোগাঃ পঠন্তি, 'অনর্শরাতিং'- ইতি বহ্বৃচাঃ; 'যো অস্য'—'সো অস্য'—ইতি চ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে। সেই আত্মোদ্বোধনের ভাব এই যে, সাধক আপনার মনকে ভগবদারাধনাপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই উদ্বোধনের মধ্যে যাঁহার আরাধনা করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। কাহাকে আরাধনা করিবে? 'অনর্ব্বিরাতিং' ইহার ভাষ্যার্থ - "অপাপকদানং অপাপিষ্ঠস্য দাতারং" - যে পাপী নয় তাহাকে যিনি দান করেন, অর্থাৎ সাধুসজ্জনকে দানকারী। এই একটা বিশেষণের দ্বারা দেবতার সম্বন্ধে যেমন আমরা কিছু জানিতে পারি, সেইরূপভাবে কে সেই দানের উপযুক্ত পাত্র তৎসম্বন্ধে আমরা আভাষ পাই। দেবতা কাহাকে দান করেন? যিনি নিষ্পাপ, যিনি সৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাহাকেই ভগবান আপনার পরমধনদানে কৃতার্থ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পাপী ব্যক্তি পরমধন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর কি উদ্ধার নাই? আছে বৈ কি! তিনিই তো পতিতপাবন পরম দয়াল! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। হৃদয়ের হীনতা কালিমা দূরীভূত করা চাই, সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা চাই, তবেই ভগবানের কৃপালাভ সম্ভবপর হইবে। নতুবা মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করে বটে, কিন্তু সেইজন্য নিজকেও প্রস্তুত করা চাই। মন্ত্রের এই অংশ যেন মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—মানুষ নিষ্পাপ হও, নিজের হৃদয় হইতে হীন কামনা বাসনা দূরীভূত করিয়া দাও। তুমি যাঁহার উপাসনায় রত হইতে চাও, যাঁহার নিকট হইতে পরমধন লাভ করিতে চাও 'তিনি অনর্ব্বিরাতিং' তিনি নিষ্পাপদিগকে পরমধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি যদি নিষ্পাপ না হও তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—নিষ্পাপ হও, সৎকর্ম্ম-

পরায়ণ হও, ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর—মুক্তিলাভ করিবে, তাঁহার অসীম কৃপার দান লাভ করিয়া ধন্ত ও কৃতার্থ হইবে'।

কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রার্থিত ধনলাভ হইবে? দুর্ব্বল মনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্তই বেদ বলিতেছেন, 'বসুদাং'—যাঁহাকে তুমি আরাধনা করিবে, তিনি পরমধন দাতা। সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ নাই, তুমি সেই পরমপুরুষের অনুগত হও, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাঁহার দান পরম কল্যাণের আধার। যিনি সেই পরমপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েন। তাই বেদ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ভদ্রা"—ভগবানের দান পরমকল্যাণের আকর।

যিনি ভগবানে আপনার হৃদয় মন সমর্পিত করেন, ভগবানও তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার সকল প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং'—"যে আমাকে যেরূপ আরাধনা করে আমি তাহাকে সেইরূপভাবে প্রাপ্ত হই, যে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আমি তাহাকে আত্মস্থ করিয়া লই, তাহার আর নিজের সুখ দুঃখ থাকে না। সে ব্যক্তি পরামুক্তি লাভ করে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোনও কোনও বিষয় সামান্য মতভেদ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই "পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছায় বাধা দেন না।" (১০অ—১০খ—১সূ ২সা)। *

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২র   ২   ১ — ১   ১ — ১   ২ ২ ২
১॥ প্রাবস্তইবদ্ ১ রায়ায়। বিশ্বা ২ রিদিন্দ্রা ২। স্তো ২ কাতা। বাজনিজাতো-

২র   ১ ২   —   ১ ২র১   —   ১   ২
জনিমা। নিযোজা ১ সা ২। প্রতিভাগন্নদো ২ ধিমঃ। প্রো ২ ৩ তো।

১র ২   ২   ১   ৩২   ১   ৫   ২ র
ভাগায়া ৩ দা। হন। ধিমা ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা। (১) প্রতিভাগন্নদা ১

২   ১ —   ১র —   ১ — ১   ২
ন্নি ধারিমাঃ। প্রতা ২ রি। ভাগা ২ ন। নদা ২ ন্নি ধারিমাঃ। আর্কাৰি-

র ১ ২ র   ১ ২   ২   ১র   ২ র ১ ২   ১   ২
রাতিবন্দাখ। উপাস্তু ১ হারি। ভদ্রা ইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। ভা ২ ৩ য়াঃ।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ২ ১ ৩২ ১ ৫ ২র
ইন্দ্রাভা ৩ রা। হুম্। ভয়া ৩ঃ। ও২৩৪বা॥ (২) ভত্রাইন্দ্রনায়া ১

২ ১ — ১ — ১ — ১ ২র ১২ ১২
ভায়াঃ। অত্রা ২ ইন্দ্রা ২। অরা ২ ভায়াঃ। বাজস্যকামন্বিধভঃ। নরোবা ১

— ১১র১রর২র১২ ১ ২ ১র২ ২ ১
ভা ২ রি। মনোদানায় চোদয়ন্। মা ২ ৩ নাঃ। দানায়া ৩ চো। হুম্।

৩২ ১ ৫ ৩ ১১১১
দয়া ৩। ও২৩৪মা। হে২৩৪৫(৩)॥

* * *

২র ২র ১২১ ২ ১ — ১২ ১১
২। প্রায়স্তইবা ৩ সূরিয়াম্। বিশ্বারিন্দ্রা। স্তভক্ষতা ২। ইহা ৩। বাসূ ৩

৪ ৫ ২৮ ৩ ৫ ১ ২১ ২র১ ২ ১২
নাম্রিজা। হাহৌ ২ ৩ ৪ হা। তো জনিমা। নিবোজা ২ ৩ দা। ইহা ৩।

১ ২ ৪৫ ২ন ৩ ৫ ৩২ ৪
প্রাতা ৩ ন্বিভাগাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নদা ৩ রিধা ৫ রি মা ৬৫৬ঃ।

৩১১১১
হে২৩৪৫(৩)॥ ১২॥ *

—:০:—

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি

১২ ৩২উ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'ভয়ামহে' (বয়ং ত্রাসপ্রাপ্তাঃ ভবামহে), 'ততঃ' (তস্মাৎ ত্রাসকারণাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অভয়ং' (ভয়শূন্যং) 'কৃধি' (কুরু), অস্মভ্যং

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "প্রায়স্তীয়ম্" এবং (২) "নিবেধম্"।

অমৃতরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হইয়া" ইত্যাদি। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী; সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-২সূ ১সা)।

——:০:——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তে

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অস্য পীত্বা স্বর্বিদঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীৎ

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ইষোঽচ্ছা বাজং ন এতশঃ॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য সাধকস্য) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অস্য' 'বৃষায়তে' (বর্ষয়তি, প্রযচ্ছতি—অভীষ্টং ইতিযাবৎ) হে সত্ত্বভাব! 'স্বর্বিদঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(সর্ব্বজ্ঞ) 'তে' (তব—তৎ অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পীত্বা' (লব্ধা) 'সুপ্রকেতঃ' (প্রাজ্ঞঃ, জ্ঞানবান্ সন্) 'এতশঃ ন বাজং' (মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং যথা আত্মশক্তিং লভতে তদ্বৎ) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং, আত্মশক্তিং) 'অচ্ছ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'অভ্যক্রমীৎ' (অভিক্রামতি, লভতে ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন মোক্ষং লভ্যতে - ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া অভীষ্টবর্ষক দেব উঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়।)। (১অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষকঃ ইন্দ্রঃ। হে সোম! 'যস্য' যং 'তে' ত্বাং 'পীত্বা' 'বৃষায়তে' বৃষভ ইবাচরতি কিঞ্চ স্বর্বিদঃ সর্ব্বং জানতঃ অস্য তব পীত্বা পানে সতি 'সুপ্রকেতঃ' শোভন-প্রজ্ঞঃ সঃ ইন্দ্রঃ বৃষভঃ শত্রূণাং অন্নানি অভ্যক্রমীৎ অভিক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নঃ' 'এতশঃ'—ইত্যশ্বনাম (নিঘ০ ১।১৪।১০) যথা অশ্বঃ 'বাজং' সংগ্রামং অভি গচ্ছতি তদ্বৎ। 'স্বর্ব্বিদঃ'—'স্বদৃশঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১অ ৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদদ্বয়ের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎবস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।"

আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সত্ত্বভাবঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই লুণ্ঠনাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতা শত্রু-

গণের গোমহিষাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন—এরূপ বর্ণনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হইয়া থাকে। অথচ মূলবেদে এই সকল অপকর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। যিনি চুরি প্রভৃতি বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই দেবতাই বা কেমন—আর তাঁহাদিগের উপাসকরাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক? এই সকল ব্যাখ্যা পড়িয়া যদি সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাখ্যাতাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে! একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ-৫খ—২সূ—২সা)॥*

—•—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১
১। (পৌষ্কলম্)॥ ইন্দ্রম্যা ৩ চ্ছসূ। তাঈ ২ ৩ ৪ মাই বৃষাণ্‌ংযা।

২ ৩ ৫ ২ ১ র ৭ ৩
তূহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ ১০ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ৪র ৫ ২ ৩ ৫
সুর্বিদা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। (১) অয়াম্ম্যা ৩ রায়। সানা ২ ৩ ৪ সাইঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র ১ র ৭ A
ইন্দ্রায়ণা। বাতাইসূ ২ ৩ ৪ তাঃ। গোমোতৈ। ত্রা। ঋচা ২

৩ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইতা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। যথাবিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১র২ ৪র ৫ ২A ৩ ৫ ২র১২ ১
(২) অগ্যোদী ৩ স্ত্রোম। দাইম্ ২ ৩ ৪ বা। গ্রাভঞ্জুভ্ণা।

২A৩ ৫ ২ ১ ৭ A ৩
ভাইগানা ২ ৩ ৪ সাইম্। বজ্রাঞ্চবা। মণা২ ভূ্মা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ৬ ৫ ৬ ৫। সমগ্নু জৌ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ (৩)॥

* * *

২ র ১ ২ ১ —
১॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণংষা ২।

১ ২ র ১ — ১ A ৩ ৫র র
তুহরয়াঃ। শ্রুস্টেজাতা ২। গই। দা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
সুবর্ব্বিদএ ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (১)।

* * *

১ ২ ১ ২ ১র র
৩। (রোহিতকুলীয়াস্ত্রম)। ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমে। বৃষণংযন্তুহরয়ঃ-

২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ৫
শ্রুষ্টেজা ২ ৩ তা। না ২ ৩ ঈ দানঃসুনা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ দঃ।

১ ২ ১ র র র ২র ১র
(১) অরাস্তুরা। যদানদিঃ। ইন্দ্রায়পবতেসুতঃসোমোজা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ২ ৫
য়ন্ত্রা। গ্যা ২ ৩ চে। ভাক্তিদখা ৩ ১ উবা ২ ৩ বা ২ ৩ ৪ দে॥

১ ২র ১ ২ র র ১ ২২
(২) অগ্যোদিন্দ্রাঃ। মদেষ্বা। গ্রাভঙ্গ্ভ্ণন্তিসানসিংবজ্রঞ্চা ২ ৩ বা।

১ ২ ১ ২ ৫
দা ২ ৩ ণাম্। ভারৎসমা ৩ ১ উবা ২ ৩। পসৃ ২ ৩ ৪ জৌং (৩)।

* * *

২ র ১ ২ ১ — ১
॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাংযা ২। তুহরয়াঃ।

২ র ১ — ১ A ৫র র ১ ২
শ্রুস্টেজাতা ২। গই। দা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্ব্বিদএ ৩॥

২ র ১ ২ র ১ — র ১ ২র র
(১) অয়ন্তরা। যসানেসায়িঃ। ইন্দ্রায়াপা ২ বক্তেসুতাঃ। সোমো-
১ — ৯র A ৩ ৫র র ১র ২
আয়িত্রো ২। গ্যচে। ভা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যথাবিদএ ॥
২ র র ১ ২র ১ — ২ ১
(২) অস্যেদিন্দ্রোঃ। মদেয়ুবা। গ্রাভন্দার্ভি ণা ২। ত্তিসান-
২ ১ — ১ A ৩ ৫র র
সায়িম্। বজ্রঞ্চা ২। যণম্। ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
১ ১ ১১ ১১
সমপ্সু জিদে ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১ — ৭ ১ ২১২১ ২৩র১
৫। (শুধ্যম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা ২ সু। তাইসোবা। বৃষণংযা। তুহরয়াঃ
র২র১র২১ ২১ ২ ১র —
শ্রুষ্টেআতাসইন্দবঃসু। বা ২ ৩ঃ। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২॥
১ — র ১ ২১২১ ২২র২১
(১) অয়ন্তরা ২ য়া। সানসোবা। ইন্দ্রায়পা। বক্তেসুতাঃ।
র ২র ১র ২ র ১ ২ ১র —
সোমোত্রৈত্রগ্যচেভতিয়। থা ২ ৩। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২।
১ র — র ১২ ২র১২ ১ ২৩র২
(২) অস্যেদিন্দ্রো ২ ম। দেয়ুবোবা। গ্রাভন্দ ভ্ণা। ত্তিসান-
১ ২১২ ১ ২
সায়িম্। বজ্রঞ্চবৃষণস্তরৎসম্। আ ২ ৩। প্সু জাউবা।
১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া ২। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

১২১ ২১র
৬। (ঐড়মায়াস্যম্)॥ আইন্দ্রায়। আচ্ছা। সুতাইমায়ি।
২ ২১ ২ ২র১
বার্ষণংযা ৩ ১। তুহরয়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। আতা।
২ ২১ ২
সাইন্দবা ৩ ঃ। সংবর্বা ২ ঃ য়িদা ৩ ৪ ৩ঃ (১)॥

* * *

২ ১র ২
৭॥ (ঔপগবাস্তম)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাং ২ ৩ য়া।

র ১র ২ ১ ২
তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সইন্দা ২ ৩ বাঃ। সুবর্ব্বা ২ ৩ য়িদাঃ॥

২ ১র র ২ র
(১) অয়ন্তরা। যশানসায়িঃ। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বস্তেসত্তঃ

র র ১র র ২ ১র ২
গোমোজৈত্রা। স্যচেন্তা ২ ৩ তায়ি। মধাবা ২ ৩ য়িদায়ি॥

র ১ র র ২
(২) অস্মেদিন্দ্রাঃ। মদেষুণা। গ্রাভঙ্‌গ্রা ২ ৩ র্ভ্‌ণা।

র ১ ২ ১
তিগানিসিংবজ্রক্ষবা। র্যণস্তা ২ ৩ রাৎ। সমপ্স ২ ৩

২ র ১ — ৩২ ৫র র
জীৎ। ঐ। হিয়া ২ য়ি। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১২ ১ ১ ১ ১
এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৩ ২ ৩ ২ ৫র
৮॥ (দৈবোদাসম)॥ ইন্দ্রা ৩ ১ ম্। অচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুত্তাঃ।

২ ২^ ৩ ২ ৩ ২ ৫ ২
আ ৩ য়িমায়ি। বৃষা ৩ ১। ণংষা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুহ। রা ৩

২A ৩ ২ ৩র ২ ৫ ২
য়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। জাত্তা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সই। দা ৩

২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২
বাঃ। সুবা ৩ ১। বিদা ৩ ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) অয়া

৩ ২ ৫র ২ ২A ৩ ২
৩ ১ ম্। ত্তরা ৩ ১ ২ ৩ ৪। রসাঃ। না ৩ সায়িঃ। ইন্দ্রা

৩ ২ ৫র ২ ২^ ৩র ২
৩ ১। য়পা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বস্তে। সূ ৩ তাঃ। গোমো

৩র ২ ৪ ৫র ২ ২
৩ ১। দৈত্রা। ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্থচে। তা ৩ তায়ি।

৩২ ৩২ ১ ৫ ৩ ২
যথা ৩ ১। বিদা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা ॥ (২) অন্ত্যে

৩ ২ ৫র ২ ২
৩ ১ ৫। ইন্দ্রো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মদে। ষ ৩ বা।

৩র ২ ২ ৫র
গ্রাভা ৩ ১ ম্। গৃর্ভ্ণা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভিগা।

২ ২৲ ৩ ২ ৩ ২
। ৩ গায়িম্। বজ্রা ৩ ১ ম্। চবা ৩ ১

৫ ২ ৫৲ ৩২
২ ৩ ৪। যণম্। ভা ৩ রাৎ। সমা

৩ ২ ১
৩ ১। প্‌গজৌ ৩ ৫। ও ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫
বা। উ ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

২ র ২র
৯। (বিশোবিশীয়ম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছহুম্। সু ৩ তাইমায়ি। বা ৩

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ধাগাং ৩ য়া। ভুহর। যঃ শ্রু ২ ৩ ষ্টায়ি। হুম্মায়ি। আ ৩ তা ৩।

১ ৫ ১ ৩ ২৲ ৫ ১
সা ২ ৩ ৪ ইহায়ি। ও। হুবায়ি। দা ২ ৩ ৪ বাঃ। হুম্মায়ি।

১ ২ ১ ৫র ৫
সু ৩ বা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪ য়িদাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ রর ২র ১ ২
অয়স্তরাহুম্। বা ৩ সানসায়িঃ। আ ৩ য়িন্দ্রায়া ৩

২ ১ র ২ ১ ২
পা। বতেহ্। তঃ সো ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩

২ ১ র৫ ১ ৩২ʌ
গিত্রা ৩। স্থা ২ ৩ ৪ চেহায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ১ ২ ২ ১
ভা ২ ৩ ৪ ভায়ি। হুম্মায়ি। যা ৩ থা ৩। বা

৫র ৫ ২ র
২ ৩ ৪ য়িদায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) আস্থ-

র র ২র ১ ২
দিন্দ্রোহুম্মা ৩ দেষুবা। গ্রা ৩ ভাঙ্গা ৩

২ ১ র ২
র্ভগা। ত্তিসান। গিংবা ২ ৩ জ্রাম্।

১ ২ ২ ১
হুম্মায়ি। চা ৩ বা ৩। মা ২ ৩ ৪

৫ ১ ৩২ʌ ৩
৫ হয়ি। ও। হুবায়ি। ভা

৫ ১ ২
২ ৩ ৪ রাৎ। হুম্মায়ি। গা ৩

২ ১
মা ৩। প্স ২ ৩ ৪ জীৎ।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা। হো ৫

ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২ʌ৩র৪র ৫ ২ ১
১০॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আওহোবাহায়ি। ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাঃ।

র ২র২A৩র২ʌ ২ ১ র ২ররA
ইমে। ঐহীয়েহী ১। বাসবং যস্তুহরয়ঃ শ্রেষ্টায়িজাতা। ঐহী-

৩র২ʌ — ১ — — ১ —
য়েহী ১। আ ২ য়ি। গাআ ২ য়িন্দাবা ২ ঃ। সুবঃ। বা ২

৩ ৫র র ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (১)॥

* * *

২ ১ ২ ১র ২১ ২১
১১। (অরাবোধীয়ম্) ॥ ইন্দ্রমাচ্ছা ২। সুতাইমায়ি। বৃষাণাং ২৩

২ র ১র ২ ৪S ৫
স্না। তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সআয়িন্দা ১ বা ২৩ঃ। সু। বঃ।

৩ ২ ২ ১ ২ ১র২১
বিদো ৩৪৫ঈ। ডা॥ (১) অয়ন্তুরোবা। যাসানসায়িঃ।

২১ ২ র র র ১র ২
ইন্দ্রায়া ২৩পা। বতেসুতঃ গোমোজৈত্রা। স্তচায়িতা ১

৪S ৫র ৩ ২
তা ২৩য়িয়া। থা। বিদো ৩৪৫ ঈ। ডা॥ (২)

২ র ১ ২ ১ র২১ ২র১ ২
অস্তেদিন্দ্রোবা। সাদেযুবা। ওাভাঙ্গা ২৩৪ ভূণা।

র ১ ২ ৪
তিসানসিংবজ্রকুবা। ষণাম্মা ১ রা ২৩৫ সাম্।

৫ ৩ ২
অ। প্সুজো ৩৪৫ ঈ। ডা (৩)॥

৫ ৩ ২ ৩র ৪ র ৪
১২। (আক্ষারম্)। ইন্দ্রম্। অচ্ছা ৩৪। ঔহো ৫ সুতাইমায়ি।

১ ২১ ২ ৩ ২ ৩র২ ১
বৃষণংযস্তুহরা ২৩য়া ৩৪ঃ। শ্রুষ্টা ৩৪ য়িজাতা। সইন্দবাঃ।

২ ৪৫ ৩১১১১ ৫ ৩২ ৩র ৪
সু ৩ বরি। দা ২৩৪৫ঃ॥ (১) অয়ম্। ভরা ৩৪। ঔহো ৫

র ৪ ১র ২১র ২ ৩র ২
যসানসায়িঃ। ইন্দ্রায়পবতেসু ২৩তা ৩৪ঃ। গোমো

৩র ২ র ১ ২ ৪র ৫ ৩১১১১
৩৪ জৈত্রা। স্তচেতায়ি। যা ৩ থাবি। দা ২৩৪৫

৫ র ৩ র ৩র ৪
য়ি॥ (২) অস্তেৎ। ইন্দ্রো ৩৪। ঔহো ৫

র ৪　　১র　　র ২১র　　২
মদেষুবা।　ঞাভঙ্গ্ভ্ণাতিসানা ২ ৩ সা ৩ ৪ য়িম্।

৩২　　৩২　　১　　৪　　৪ ৫
বজ্রা ৩ ৫ ঞ্চবা।　ষণস্তরাৎ।　সা ৩ মপস্থ।

৩ ১ ১ ১ ১
জী ২ ৩৪ ৫ ৯ (৩) ॥ ১।২।৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে জাতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিযুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং, ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্ত' (গচ্ছন্তু); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম–ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৫খ ৩সূ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) (১অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম (নিরু০ ৬।১২) ক্ষিপ্রং 'জাতাসঃ' জাতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিসুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারং 'ইন্দ্রং' 'অচ্ছ যন্ত' অভিগচ্ছন্তু। 'শ্রুষ্টে' 'শ্রুষ্টী ইতি পাঠৌ॥১॥

* * *

প্রথম (৬৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:o:—

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন [illegible]ক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। [illegible] সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ

পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য॥ (১অ—৫খ-৩সূ-১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২
অয়ং ভরায় সানসিঃ ইন্দ্রায় পবতে সুতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভরায়' (সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'সানসি' (ভজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ-সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, ভগবন্তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'যথা বিদে' (লোকঃ যথা বস্তুজ্ঞানং লভতে) তদ্বৎ 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'জৈত্রস্য' (জয়শীলং দেবং, জয়শীলং ভগবন্তং) 'চেততি' (জানাতি); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম, ততঃ সত্ত্বভাবসহায়েন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৩সূ-২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৫দ-১০খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বাদশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, তারপর সত্ত্বভাব-সহায়ে ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভরায়' সংগ্রামায় 'সানসিঃ' ভজনীয়ঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবতে' ক্ষরতি গ্রহাদিষু ক্ষরতি। ততঃ সোমঃ 'জৈত্রস্য' ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং (১,২,২৭৫ বা০)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানসংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (পা০ ৩।৩।৩৬) জয়শীলমিন্দ্রং 'চেতন্তি জানাতি যথা ইন্দ্রঃ 'বিদে' লোকৈর্জ্ঞায়তে তথা জানাতি॥ (১অ—৫খ-৩সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (৬৯৫ সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই সত্ত্বভাব মানবের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে মানুষ রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে—"ভরায় সানসি"। রিপুজয় মানবাকাঙ্ক্ষার একটী অংশ মাত্র। রিপুজয়ই চরম সিদ্ধি নয়। অবশ্য রিপুজয়ের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিস্কৃত হয়। সেই রিপুজয় করিবার প্রধান অস্ত্র—সত্ত্বভাব। তাই সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানব তেমনি পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি, মন্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১অ-৫খ-৩—২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্যেৎ ইন্দ্রো মদেষা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বজ্রঞ্চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেষু' (মদায়, পরমানন্দদানায় মোক্ষদানায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'অস্য' (সাধকস্য) 'সানসিং (সম্ভজনীয়ং) 'গ্রাভং' (গ্রহনীয়ং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'আগৃভ্ণাতি' (সম্যকৃরূপেণ গৃহ্নাতি) 'চ' (তথা) 'অপ্সুজিৎ' (অমৃতস্বামী, অমৃতপ্রাপকঃ সঃ দেবঃ) 'বৃষণং' (অভিষ্টবর্ষকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'সম্ভরৎ' (ধারয়তি —সাধকরক্ষায় ইতি যাবৎ); ভগবান্ সাধকস্য পূজাং গৃহীত্বা তং সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যকৃরূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভিষ্টবর্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন॥ (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্যেৎ' অস্য সোমস্যৈব 'মদেষু' 'সম্ভক্তেষু' 'সানসিং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'গ্রাভং' গৃহীতব্যং ধনুঃ 'গৃভ্ণাতি' গৃহ্নাতি 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছান্দসি'—ইতি ভত্বং কিঞ্চ 'অপ্সুজিৎ।' উদকার্থং বৃত্রস্য জেতা। যদ্বা, 'অপ্‌সস্তান্তরিক্ষনাম (নিঘ০ ১-৩৮) অন্তরিক্ষে অহিনামকস্য জেতা 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'বজ্রং চ' স্বকীয়মায়ুধং 'সম্ভরৎ' সম্বিভর্ত্তিং বিভর্ত্তেরড়াগমঃ। 'গৃভ্ণাতি-গৃহ্নীত'-ইতি পাঠৌ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

ভগবানের পূজার জন্যই মানবের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধনা জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বভাব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তিনি বাহ্য জপতপে তৃপ্ত নহেন। তিনি চাহেন

— মানবের অন্তরের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।"

তাই যখন তিনি সেই বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করেন, তখনই সাধকের জীবন ধন্য হয়। তখন আর তাঁহার দুঃখ তাপ, কামনাবাসনা কিছুই থাকেনা। কারণ তখন তিনি সিদ্ধার্থ। যিনি আপনাকে ভগবানের চরণে বিলাইয়া দিলেন, তাঁহার তো নিজের বলিতে আর কিছুই রহিল না! তিনি তখন বলিতে পারেন,—

"মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কিরে আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছে সকল ভার।"

তখন ভগবান্ সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥*

———•———

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ২ ৪ র ৫ ২ ৪
১। (শাবাশ্বম্)॥ পুরো ৩ ১। জো ৩ তী। বোঅ। ধা ৩ সঃ।
৫ ১ র র ২ ১ — ১র —
এহিয়া। সু। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২।
১র ২ ৪ ২র — ১র
অপশ্বানাং শ্না ৩ থী ৩। ষ্টা ২ ৩ ৪ না। ঔহা ২ ই। এহি
— র ১র ২ ৪ ২ ৫
য়া ২। সখায়োদাইর্ঘা ৩ জী ৩। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ (১)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিক শততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩ ২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
সখা ৩ ১। য়ো ৩ দী। ঘজি। হ্বা ৩ য়ম্। এহিয়া।

১ র র ২ ১ — ১র — ১
যো। ধারয়াপা। ব। কয়া ২। এহিয়া ২। পরিপ্র

২ ৪ ৫ ২র — ১র —
স্বান্দা ৩ তা ৩ ই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ৩ ২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ ক। ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই। (২) ইন্দ, ৩ ১ঃ।

২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র
আ ৩ খো। নক্ক। স্বা ৩ য়ঃ। এহিয়া। তাম্। ভুরোষমা।

২র ১ — ১র — র ১ ২ ৪
ভী। নরা ২ঃ। এহিয়া ২। সোমংবিশ্বাচী ৩ য়া ৩। ধা-

৫ ২র — ১র — র ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ য়া। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২। যজ্ঞায়দাস্ত্ ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই (৩)॥

* * *

২ র র ২ ১র র
২। (আঙ্গীগবম্)। পুরোজিতীবো ১ ন্ধাসাঃ। সুতায়। মাদা

২ ১ — ১ র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ য়া। হুম্মা ২ ১ হ ২। তুবেঅপশ্বান৺শ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ২ — ১ ২ ১
সাখা ৩ উবা। য়ো ২ দী। ঘা ২ ৩ জা। হ্বিয়াম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ ২ র র র ২ ১র র র
হোবা। (১) সখায়োদীর্ঘজাহ ১ য়িহ্বায়াম্। যোধার। য়াপা-

২ ১ — ১ র ২ ১ ২র ৩ ২
২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ হ ২। কয়াপরিপ্রস্বান্দতেসুতা ১ঃ।

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২
আইন্দা ৩ উবা। আ ২ খো। না ২ ৩ কা। ধিয়া। ঔ ৩

৪ ৫ ২ র ২ ১ র
হোবা। (২) ইন্দুরশ্বোনকাই ১ র্ষায়াঃ। তন্দুরো। বধা

২ — ১ র ২ ১র ২র৩২
২৩ভী। হুম্মা ২ হ ১ ২। নরঃ সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়াই ১।

২ ২ —১ ২ ১ ২ ৪৫
যাজ্ঞা ৩ উবা। যা ২ ন। ভূ ২৩ বা। ভ্রয়া। ঔ ৩ হোবা।

৪
হোই ৫ ই। ডা (৩)।

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩২ ৪ ১
॥ (নানন্দম্)। পুরোজিতীবোঅ। ধসা ৩ঃ। সূ২ ৩ ৪।

র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩র৪ ৫ ৩ ৫
তায়মাদস্নি। জ্বাবায়ি। অপশ্বানং শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৪ ৩র৪ ৫ ৩ ৫ ১২ ১২ ১
অপশ্বানং শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি। সাখায়োদী। ঘসো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৩৪র ৫র র ৩ ২
বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (১) সখায়োদীর্ঘজি। হ্বিয়া ৩

১ র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র
ম্। যো ২ ৩ ৪। ধারয়াপাব। কায়া। পরিপ্রস্যন্দতে।

৩ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫র ৩ ৫
সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি। পরিপ্রস্যন্দতে। সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আয়িন্দুরাশ্বাঃ। নকে। ২ ৩ ৪ বা। দ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২)

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ৩ ২ ১ র ৫ র
ইন্দুরশ্বোনক্। ত্বিয়া ৩ঃ। তা ২ ৩ ৪ ম্। ভুয়োষমস্তো।

৪ ৫ ৩র ৪ ৩ ৪র ৫ র ৩ ৫ ৪র ৩র
নারাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমবিশ্বা-

৪৫র ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৫
চিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। যাজ্ঞায়াস। ভুবো ২ ৩ ৪

৫ ৪
য়া। ত্র। ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৩ ৫ ১র ২১র ২র৩২ ২১র
য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১। যজ্ঞায়া২৩

২ ১ ২ ১
সা। ভুবস্ত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২ র ২র র১২১ — ৸
৭॥ (উর্দ্ধেড়ম্বাষ্ট্রীনাম)॥ পুরোজিতীবোঅন্ধসাঃ। সুতা২য়মা২।

৩২ ৩ ৫ ১২১র ২ ৩১১১১
দয়া৩৪৫য়ি। ত্বা২৩৪বে। অপশ্বানঙ্শ্নথিষ্টনা২৩৪৫।

৩র২র১ ২১ ২ ১র২র
সাখায়োদায়ি। যজিহ্বা২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) সখায়ো-

র১ ২১ —১ ৸ ৩র২ ৩
দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধা২য়ায়া২। পাবা৩৪৫। কা২৩৪

৫ ২ ৎ ২৩২ ৩ ২১ ২১
য়া। পরিপ্রস্তন্দতেসুতা১ঃ। ইন্দুরশ্বাঃ। নক্কৃত্বা২৩

২ ১২১২র১ ২১ —১র A
ত্বা৩৪৩ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তান্দ২রোষা২ম্।

৩২ ৩ ৫ ১র ২১র ২র ৩২
অভা৩৪৫য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১।

৩র২১২১ ২ ১
যজ্ঞায়গাভুবস্ত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা (৩)

* * *

২র রর ২ রর
৮॥ (মধুশ্চুযন্নিধনম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসা৩এ। সুতায়মা৩

১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ — র
দায়িত্বা৩। হা৩হা। ও৩হো বা। আয়িহী২। অপশ্বা-

১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ —
নাঙ্৩শ্নাথিষ্টনা৩। হা৩হায়ি। ও৩হো৩বা। আয়িহী২।

১ র র ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
সাখায়োদা ৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২।

১ A ৩ ৫ র র ২ র র র
ঘজি। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১) সখায়োদীর্ঘ জিহ্বিয়া ৩

২ র র Sর ১ ২ ২ ২ S ২ ২
যে। যোধারয়া ৩ পাবকয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ — ১ র ৩ ২ ২ S
আগ্নিহী ২। পরিপ্রস্যা ৩ ন্দাতেসুতা:। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ — ১ ২ ২ ২ S
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। আগিন্দুরশ্বা ৩:। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩

২ ২ ১ ১ A ৩ ৫ র র
হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। নক্ত। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

২ র ৫ ২ র ১ র ২
(২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ। ভন্দুয়োষা ৩ ঘাভীনরাঃ ৩:।

২ ২ S S ২ ১ — র র S
হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। গোমৎ বিশ্ব ৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — ১ র ২
চায়াধিয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। অয়াহী ২। বাজ্জায়সা

২ ২ S ৩ ২ ১ — ১ A ৩
৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। তুগা। হ্বা ২ য়া

৫ র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। মধুশ্চযতা ২ ৩ ৪ ৫: (৩) ॥

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
৯। (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ পুরোং ৫ জি। তা ৩ রিবো ৩ অন্ধাসাঃ। সুতারয়া।

২ ১ ২ ২ ১ —১র ২ ১ ২ ২
দা ৩ য়ারিত্না ৩ বে। অপা ২ খা। নচশ্না ২ ৩ খা। হুস্মারি। ষ্টা ৩ না।

১ র র র A ৩ ২ ১ ২ ১ র র র র
সাখাযোদীর্ঘজা ২ য়িহ্বিয়াউ॥ (১) সাখা। যোদীর্ঘজিহ্ব্যয়োধারয়া।

২২র ১ — ২ ২১র ২ ১২৩
১১। (ঔদলম্)। পুরোজিতীবো। যোঅ্না ২ ন্ধসঃ। সুতায়মা ৩। দাগিত্না-

৫ ১২র১ ১ ২২র. ২ ১
২৩৪ যাগি। অপশ্বানাম্। শ্নথা ২ য়িষ্টন। সথায়ো ২ ৩ দী ৩। ঘা ২ ৩

২ ২ ৫ ১২র ১ —
ঙ্খা ৩ য়ি। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সথায়োদায়ি। য়াজা ২

১ ২র১র ২ ১২৩ ৩ ১২১ — ১
য়িহ্বিরাম্। যোধাররা ৩। পাবকা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্থা। দাস্তা ২ য়িন্দুতাঃ।

২১২ ১ ৪ ২ ৫
ইন্দুরা ২ ৩ শ্বা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ঘা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২)

১২১ — ১ ২১র২ ১২৯ ৩ ৫
ইন্দুরশ্বাঃ। নাকা ২ স্থিপ্লাঃ। তন্দ্যোষা ৩ ম্। আজায়িমা ২ ৩ ৪ রাঃ।

১র২ ১ — ১ ২১র ২ ২ ৪
সোমংবিশ্বা। চায়া ২ ধিয়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ সা ৩। তু ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
য়া ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

১ ২১ ২র ১ র ২
১২। (ঐড়মাবাস্তম্)। আয়িপুরাঃ জায়িতায়ি। যো অন্ধসঃ। সুতায়মা ৩ ১।

২১ ২২ ১২ র র২ ২১
দয়িত্নবায়ি। আপশ্বানা ৩ ১ ম্। শ্নথিষ্টনা। সাখায়োদা ১ য়ি। ঘজিহ্বা

২ ১ ২১ ৩১ ২১ র ২
২৩য়া ৩ ৪ ৩ ন্॥ (১) আয়িনখা। যোদায়ি। ঘজিহ্বিরাম্। যোধাররা

২র১ ২ ২১র ২
৩ ১। পাবকয়া। পায়িপ্রস্থা ৩ ১। দস্তেন্দুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ঃ।

২১ ২ ১২১ ১২ র২
নক্বা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩। (২) আইন্দুঃ। আখো। নক্বিয়াঃ। তান্দুযোষা

২১র ২ ২১র র ২
৩ ১ ম্। অজীনয়াঃ। সোমংবিশ্বা ৩ ১। চিয়াবিয়া। যজ্ঞায়সা ৩ ১।

২১ ২ ১
তুবয়া ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা (৩)॥

২র র ২ ১২১ ২১ —
১৩। (নিষেধম্)॥ পুরোজিতীবো ৩ অন্ধসাঃ। সুতায়মা। দয়িত্নবা ২ য়ি।

১২ ১২ ৪৫ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২
ইহা ৩। আপা ৩ খানাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্নথিষ্টা ২ ৩ না।

১২ ১২ ৪৫ ২A ৩ ৫ ৩২ ৪
ইহা ৩। সাখা ৩ য়োদারি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। যজা ৩ য়িহ্বা ৫

২ররর ২ র১২১ ২র১ —
য়া ৬ ৫ ৬ ম॥ (১) সখায়োদীর্ঘা ৩ জিহ্বিয়াম। বোধায়য়া। পাবকয়া ২।

১২ ১২ ৪৫ ২A ৩ ৫ ২র১ ২ ১২
ইহা ৩। পায়া ৩ য়িপ্রাপ্তা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। দক্ষেস্থ ২ ৩ ত্তাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪৫ ২A ৩ ৫ ৩২ ৪
আয়িন্দ্ ৩ রাখাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নকা ৩ র্ষা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২)

২ র ২ ১২র১ ২র২ — ১২
ইন্দুরখোনা ৩ কুত্বিয়াঃ। তন্দুরোষাম্। অভীমরা ২ৎঃ। ইহা ৩।

১২ ৪ ৫ ২A ৩ ৫ ২র১ ১ ১২ ১২
সোমাস্তংবায়িখা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। চিয়াধা ২ ৩ য়া। ইহা ৩। যাজ্ঞা ৩

৪৫ ২A ৩ ৫ ৩২ ৪ ৩১১১১
য়াসা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভুবা ৩ ত্রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১২১২ র ৫র ১২ — ১র২র
১৪। (আনূপসাধ্রাখম্)॥ পুরাঃপুরাঃ। জিতীবো ৩ আন্ধা ১ সা ২ ঃ। সুতায়মা।

১ ২ — ১ — ৫ —১ — ১
দয়ায়িত্না ১ বা ২ য়ি। আপা ২ য়ি। আপা ২ খানা ২ ম্। শ্নথিষ্টা ২ ৩

২ ১ ২ র ২ ১ ৪ ২
না। সখায়ো ৩ দীত। খা ২ ৩ আ ৩ বি। হ্বা ৬ ৪ ৫ যো ৬

৫ ১২ ১২ র র ১ ২ — ১র২র
হায়ি॥ (১) সখাসখা। য়োদীর্ঘা ৩ জায়িহ্বা ১ য়া ২ ম। বোধায়মা।

র১২ — ১ — ১ — ১র ২ ১ ২
পাবাকা ১ য়া ২। পায়া ২ য়িপ্রাপ্তা ২। দক্ষেস্থ ২ ৩ ত্তাঃ। ইন্দ্রা ৩

২ ১ ৪ ২A ৫ ১২১২
খা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। যা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দুরিন্দুঃ।

র　১২　—　১ ২র　১২　=　১ =
অগোমা ৩ ক্বাই । ১ রা ২ ঃ । ত্বাঁদুরোবঽ । অভ্ভাহ্নিমা ১ রা ২ ঃ । গোমা ২ ১

১　—　১র　১　১ ২　২　১　৪
বাহ্নিখা ২ । চিরাধা ২ ৩ রা । বজ্জায়া ৩ রা ৩ । ত্তু ২ ৩ বা ৩ ।

২A　৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩　র　৪　২　৪ ৫
১৫ ॥ (বৈশ্বদেবায়োকোনিধনম্)। পূং ৫ রোজি । ত্তা ৩ য়িবো ৩ অক্ষণাঃ ।

১র　৭ ৷ ৩　৫　১ ৷ ৩　৫　২
সুত্তায়মা । দন্না ২ নিন্না ২ ৩ ৪ বায়ি । অপা ২ ষা ২ ৩ ৪ নাম্ । ম্না ৩

১ ২　২　১ র২র　১　A ৩　৫র র
থায়িহা ৩ না । দাধায়োদীর্ঘং । আয়ি । হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১)

৩　র　৪　২　৪ ৫　২ র　র A ৩
দাহ ৫ খায়ঃ । দা ৩ য়ির্বা ৩ জিহ্বিবাম্ । যোবায়বা । পাবা ২ কা ২ ৩ ৪

৫　৭ A ৩　৫　২　১ ২　২　১ ২ ১২র১
য়া । পরা ২ য়িপ্রা ২ ৩ ৪ ত্তা । দা ৩ ত্তায়িম ৩ ত্তাঃ । আয়িন্দুরখোম ।

১　A ৩　৫র র　৩　৪　২
কা । ম্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (২) আহ ৫ য়িন্দুর । খো ৩ না ৩

৪ ৫　১　র　৭ A ৩　৫　১র A ৩
রুত্বিয়াঃ । ত্বাঁদুরোবাম্ । অভ্ভা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ রাঃ । গোমা ২ ১ বা ২ ৩ ৪

৫　২　১২　২　১ র২　১　A ৩
য়িখা । চা ৩ রাধা ৩ রা । বাজ্জায়মস্তু । আ । ত্রা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা । ও ১ কা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩)॥

* * *

১ র　— র ১　— ১ — ১
১৬ ॥ (গোমদাম)॥ পুরোজিত্তা ২ য়িবোঅক্ষণাঃ । সুত্তা ২ য়ামা ২ । দয়িত্নবায়ি ।

— ১ —　১　— ১ —　১
আপা ২ খানা ২ ম্ । শ্নথিষ্টনা । সাখা ২ য়োদা ২ য়ি । ৰ্দ্বজিহ্বা ২ ৩

২A　১ র র　—　১　— ১ —
য়া ৩ ৪ ৩ ম্ ॥ (১) দধায়োদা ২ য়ির্ঘজিহ্বিয়াম্ । যোধা ২ য়ায়া ২ ।

৫র র ৩১১১১ ১র২র র১ ২১ র র র র ২ ১
ঔহোবা। য়া২৩৪৫ম্। (১) সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ান্। যোধারয়াপাবকা

২ ১ ২১র ২ ১ ২ ১ ক ৩২
২৩য়া। পরিপ্রস্যন্দতেস্২৩তাঃ। ইন্দুরা২৩খা৩ঃ। না২ক্বা

৫র র ৩১১১১ ১২১২র১ ২১ র ২১র
৩৪ঔহোবা। য়া২৩৪৫ঃ। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তন্দুরোষমভীনা

২ ১র র ১র ২ ১র ২ ১A ৩২
২৩রাঃ। সোমং বিশ্বচিয়াধা২৩য়া। যজ্ঞায়া২৩না৩। তূ২। অজ্রা

৫র র ৩১১১১
৩৪ঔহোবা। বা২৩৪৫ঃ (৩)।

* * *

২১র ৪র৫ ২৩ ৫ ১ —১
২১।। (আকূপারম্)। পুরোজা২৩ঈতীবঃ। অন্ধা২৩৪সাঃ। সুতা২য়মা।

২১ ২১ — ১ ২র১ ১
মবিত্নবায়ি। অপখানা২য়্। স্রুধিষ্টনা। সখায়োদী২৩। বা২৩

৪ ২ ৫ ২১র ৪র৫ ২৩
ওজা৩য়ি। হ্বা৩৪৫য়ো৬হায়ি। (১) সখায়ো৩দীর্ঘ। জিহ্বা২৩৪

৫ ১র —১ ২র১ ২১ — র১ ২
য়াম্। যোধা২রয়া। পাবকয়া। পরিপ্রস্তা২। দতেসুতাঃ। ইন্দু-

১ ১ ৪ ২ ৫ ২১৪র
রাখা২৩ঃ। না২৩কা৩। ত্বা৩৪৫য়ো৬হায়ি। (২) ইন্দুরা৩

৫ ২৩ ৫ ১ —১র ২র১ ২র
শ্বোন। কৃত্বা২৩৪য়াঃ। তন্দ্ ২রোষাম্। অভীনরাঃ। সোমং-

১ — র১ ২র১ ১ ৪
বারিখা২। চিয়াধিয়া। যজ্ঞাবানা২৩। তূ২৩বা৩।

২ ৫
ভ্রা৩৪৫য়ো৬হায়ি (৩)।

* * *

৫র২ ৪র৫র৪ ৫ ২১২১ক ৩২
২২। (সাঞ্জম্)। পুরোজা৩ত্রিতীবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা২। দয়া৩৪৫য়ি।

৩ ৫ ১২১র ২ক৩ ১১১১ ১২ক৩ ৫
য়া২৩৪৫বে। অপখানশ্রথিষ্টনা২৩৪৫। সাখাও২৩৪বা।

১ ২ৱ৩ ৫ ৪ ৫ র ২ ৪রু৫ ৪ ৫
যোনাও ২ ৩ ৪ বা। বর্ত্তা ৫ রিহিয়াম্। (১) সখায়ো ৩ দীর্ঘজিহ্বয়াম্।

২র১ ২১ A ৩র ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র ৩২
যোধারয়া ২। পাবা ৩ ৪ ৫। কা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা ১ ঃ।

২A৩ ৫ ১ ২A৩ ৫ ৪
আগ্নিন্দ্রাও ২ ৩ ৪ বা। আখাও ২ ৩ ৪ বা। নকা ৫ স্তিয়াঃ। (২)

৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২র১ A ৩ ২ ৩
ইন্দুরা ৩ খোমকৃত্বিয়াঃ। তন্দুরোষা ২ ম্। অক্তা ৩ ৪ ৫ প্লি। না ২ ৩ ৪

৫ ১র ২১র ২রA ৩ ২ ২ৱ৩ ৫ ১২ৱ৩
য়াঃ। সোতংবিশ্বাচিয়া। ধিয়া ১। বাজ্ঞাও ২ ৩ ৪ বা। বাসাও ২ ৩ ৫

৫ ৪ ৪
বা। ভুবা ৫ ত্রয়াঃ। হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* . *

২ র র ১ ২ র ১ A ৩
২৩। (ক্ষুল্লকবালেয়ম্)। পুরোজিতীবো ১ ন্ধানাঃ। সুতায়মাও। দয়া ২ রিত্নু

৫ ২ ১ ২ — ১র ২ ৱ৩ ২ ১ ১ ১
৩ ৩ ৪ বারি। অপা। অপা ৩ ১ উ। বা ২। শ্বানিংশ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ২ ১ ২ ১ ২ র র র
সখাহোয়িয়ো ২ ৩ দী। স্বাজিহ্বিয়ম্। ইডা ২ ৩॥ (১) সখায়োদীর্ঘজা

২ র র ১র ৱ ৩ ৫ ২ ১ ২
১ হ্বিয়াম্। যোধারয়া ৩। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪ য়া। পরারি। পরা

— ১ ২র৩ ২ ১ ১ ২ ১ ২
৩ ১ উ। বা ২। প্রস্যন্দতেসুতা ১ঃ। ইন্দুর্হোঅশ্বা ২ ৩ খাঃ। মার্কৃত্বিয়াঃ।

১ ২ র ২ র ১ A
ইডা ২ ৩। (২) ইন্দুরশ্বোনকা ১ ত্বিয়াঃ। তন্দুরোষা ৩ ম্। অক্তা ২

৩ ৫ ২র ১ ২র — ১র ২রA৩২
প্লিনা ২ ৩ ৪ য়াঃ। সোমাম্। সোমা ৩ ১ উ। বা ২। বিশ্বাচিয়াধিয়া ১।

২১র ২ ১ ২ ১ ১
বজ্ঞাহোয়িয়া ২ ৩ সা। ভুবত্রয়াঃ। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * * *

২ র   র ১   ২   ১ র২১র
২৬। (আগ্নেয়ম্)। পুরোজিতীবি। বোঅন্ধা ২ ৩ সাঃ। সুতায়মা।

২ ১   ২ ১   ১ র   ৭   ১ ২ ২
দরিম্না ২ ৩ বাষি। আপশ্বানম্। জ্ঞাথিষ্টানা ২। সখায়ো ৩ দী ৩।

৪ ৫ ৪ ৫   ২ র র   ১   ২
বক্তোবা। হ্বা ৫ ম্না ৬ হায়ি। (১) সখায়োদাষি। বাজহ্বা ২ ৩ য়াম।

১রপ২র১র   ২ ১   ২   ১   ৭র — ৬ ২
যোধাময়াপা। বকা ২ ৩ য়া। পায়প্রত্ন। দাকেশুতা ২ ঃ। ইন্দ্রূয়া ৩

২   ৪ ৫ ৪   ৫   ২   ১
খা ভঃ। মক্তোবা। ষা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২) ইন্দ্রূয়র্যাঃ। মক্রবা ২ ৩

২   ১ ২র১   ২১র   ২   ১র র   ৭র —
য়াঃ। তান্দ্রূয়োষম্। অভীমা ২ ৩ য়াঃ। সোমবিশ্বা। চায়াণায়া ২।

১ ২ ২   ৪ ৫ ৪   ৫
যজ্ঞায়া ৩ দা ৩। ভুবোনা। ত্রা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* • *

২ র   র র   ২   ১র ২
২৭। (অন্ধাতভীয়াভম্)। পুয়োজিতীবোঅন্ধা ৩ সাঃ। সুতায়মা। দরি।

১ —   ১ ২ ২   ১ ^ ৬   ৫   ২১র
ম্নাবা ২ রি। অপাখা ৩ মা ৩ ম্। ম্নখা ২ ম্নিষ্টা ২ ৩ ৪ মা। সখায়ো ২ ৩

২ ১ ২ ১   ২ র র র   ২   র ১র ২
দী। বাজিহ্নিয়ম। ইডা ২ ৩। (১) সখায়োদীষজিহ্ব ৩ য়াম্। যোধায়য়া।

র ১ — ১ ২ ২ ১ • ^ ৩   ৫ ২ ১
পাব। কায়া ২। পয়াম্নিপ্রা ৩ ভা ৩। দভা ২ ম্নিদ্ ২ ৩ ৪ ভাঃ। ইন্দুয়া ২ ৩

২   ১ ২   ১   ২ র   ২   ১ র ২
র্খাঃ। মাক্রাম্বয়ঃ। ইডা ২ ৩। (২) ইন্দুয়খোমক্রবা ৩ য়াঃ। তন্দ্রূয়োষাম্।

র ১ — ১র ২ ২   ১ ^ ৩   ৫ ২১র
অভী। মায়া ২ ঃ। সোমাংবা ৩ ম্নিখা ৩। চিয়া ২ খা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়া ২ ৩

২   ১ ২   ১   ২A   ১
মা। ভুগত্রয়ঃ। ইডা ২ ১ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)।

• • •

৫   ৩ ২   ২ ২ন   ৩র ২ ১
২৮॥ (বিরুতাভবাষ্ট্রীসাম)॥ পুরঃ। জিতা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। যোঅন্ধানা

৫র   ৩ ২   ২ ২ন   ৩ ২ ১   ৫
২ ৩ ৪ ঃ। সুতা। য়মা ৩। হা ৩ হা। দাবুম্নাবা ২ ৩ ৪ য়ি। অপ।

২ র১ ১৭ ৲ ৩২ ১ ৩ ৫ ১৲৬
ইন্দ্রখৌ ৩ নাক্রত্বায়া ২ ঃ। ইন্দু ৩ হোয়ি। অখো ২ ৩ ৪ হায়ি। না ২ কা ২-

৫রর ২ ১১১১১ ১২১২র১ ২ ১ ২
৩ ৪ ঔহোবা। খিয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫। (২) ইন্দ্রখোনক্রত্বিয়ঃ। তম্পুছাউ।

র র৫ ১২ ৲ ৩র২ ১ ৭ ৲ ৩ ৫
রো যা ৩ মাতী ১ নারা ২ ঃ। রোযা ৩ ৬ হোয়ি। অন্তা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

২র র৫ ১৭র ৲ ৩২ ১ ৭ ৲৩ ৫ ২
সোমংবিশ্বা ৩ চায়াধায়া ২। বিশ্বা ৩ হোয়ি। চি য়া ২ খা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়সা-

১৭ ৲ ৩২ ১ ৩ ৫ ১৲৬
৩ স্তু বয়ায়া ২ ঃ। যজ্ঞা ৩ হো য়ি। যশো ২ ৩ ৪ হা। ভূ ২ বা ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১১১১
ঔহোবা। দ্রয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)।

* * *

২ র র র র ১
৩০। (ক্রৌঞ্চম্)। সখায়োদায়ি। সখায়োদায়ি। ষজিহ্বিয়াম্।

র র ১ — র ১ ১ ১ — ১ ২
যোধারায়া ২। পাবকয়া। পরিপ্রাস্যা ২। ওস্দাত্তা ১

১ ২ ১ ২ ১
য়িসূতা ২ ঃ। ওইন্দুবা ২ ৩ খাঃ। নাক্রত্বিয়ঃ। ইড়া ২ ৩

২ ১
ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (২)।

* * *

৪ ৩ ৪ ২
৩১। (কক্রুব্রত্তরংযজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)। পুরো২ ৫ জি। ভা ৩ য়িবো ৩

৪ ৫ ১র ২ ১ ২ ২ ১ —১র
অন্ধাগাঃ। সুতায়মা। দা ৩ য়ায়িত্বা ৩ বে। অপা ২ খা।

২ ১ ২ ২ ১২রর র ৲
নও শ্না ২ ৩ থা। হুম্মায়ি। ষ্টা ৩ না। সখায়ো। দীর্ঘজা ২

৩২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ২
য়িহ্বিয়াউ। (১)। যাংয়াঃ। ধারয়া। পা ৩ বা কা ৩ য়া।

১ — ১ ২ ১ ২ ২
পরা ২ য়িপ্র। শুন্দা ২ ৩ তা। হুম্মায়ি। সূ ৩ তাঃ।

১ র ৩ ১ ২ ১ র ২
আয়িন্দুরশ্বোনকা ২ র্ষিয়াউ। (২) যান্তাম্। তুরোষাম্। আ ৩

১ ২ ২ ১র ১ র ২ ১
ভায়িনা ৩ রাঃ। দোষাং ২ বি। শ্বাচা ৩ য়া। হুম্মায়ি।

২ ২ ১র ৩২ ১ ১ ১
শ্বা ৩ য়া। যাজ্জায়ানন্তুণা ২ দেয়াউ। বা ৩ ৫ (৩)।

* *

৪ ৩র ৪ র র ৫ ১
৩২। (অভ্যাসাকূপারম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ। পূ ২ ৩ ৪।

র র র ৪ ৩ র ৪র ১র ১
রোজিতোহো ৫ য়িবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মাদয়িত্নবে। সূ ২ ৩ ৪।

র র ৪ ৩ ৪ ৩র ৪ ৫ ১
তায়ঔহো ৫ দয়িত্নবায়ি। অপশ্বানঔশ্নথিষ্টনম্। আ ২ ৩ ৪।

র র ৪ ৩ র ৪র র ৫ ১
পশ্বানৌহো ৫ শ্নথিষ্টনা। সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ম্। সা ২ ৩ ৪।

র র র ৪ ৫ ৩ র ১র র
খায়োদৌহো ৫ র্ঘজি। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (১) সখায়োদীর্ঘ-

৫ ১ র র র ৪
জিহ্বাম্। সা ২ ৩ ৪। খায়োদৌহো ৫ র্ঘজিহ্বয়াম।

৩র র ৪র র ৫র ১ র র র ৪
যোধারয়াপাবকয়া। যে ২ ৩ ৪। ধারয়োহো ৫ পাবকয়া।

৩ ৪ ৩ ৪ র ৫ ১ র র ৪
পরিপ্রস্যন্দতেসুতঃ। পঃ ২ ৩ ৪। রিপ্রঔহো ৫ ন্দতেসুতাঃ।

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ১ ২ র
ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়ি। দুরশ্বৌহো ৫ নকৃ।

৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৪ ৫ ১
ত্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়ি।

ওঁ
বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব্ব।

(১১১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

RMIC LIBRARY
Acc No. 168280
Class No: 294.113 VEV
Date 11.3.93
St: Card
Class;
Cat:
Bk; Card;
Checked

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১
আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো
২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সঙ্ক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ
৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশুঃ' (আশুমুক্তিদায়কঃ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'ভীমঃ ন শিশানঃ' (মৃত্যুজনকঃ ভয়ঙ্করঃ) ঘনাঘনঃ' (শত্রুনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং)

'ক্ষোভণঃ' (ক্ষোভয়িতৄণাং, রিপূণাং ইত্যর্থঃ) 'সংক্রন্দনঃ' (ক্রন্দয়িতা, বিনাশয়িতা ইত্যর্থঃ) 'অনিমিষঃ' (নিমেষরহিতঃ, অমলনঃ, চিরসতর্কঃ—চৈতন্যময়ঃ) 'একবীরঃ' (অদ্বিতীয়ঃ বীরঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'শতং সেনাঃ' (অসংখ্যসেনাঃ, সর্ব্বান্ রিপূন ইতি ভাবঃ) 'সাকং' (সহ, একেনৈব উদ্যোগেন, অপ্রতিহতপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অজয়ৎ (জয়তে, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (২১অ-১খ-১সূ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, মৃত্যুজনক ভয়ঙ্কর, শত্রুনাশক, আত্মোৎকর্ষসাধকদিগের রিপুগণের বিনাশক, চিরসতর্ক অর্থাৎ চৈতন্যময়, অদ্বিতীয় বীর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব সমস্ত রিপুকে অপ্রতিহতপ্রভাবে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন।)॥ (২১অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথ ঐন্দ্রঃ প্রতিরথঋষিঃ, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা সাংগ্রামিকো ক্রতৌ অস্যৌ প্রণীয়মানেঽয়মধ্যায়ো ব্রাহ্মণেন জাপ্যঃ। অয়মিন্দ্রঃ 'আশুঃ' শীঘ্রকারী ব্যাপকো বা 'শিশানঃ' নিশিতঃ শত্রুণাং ভয়জনক ইত্যর্থঃ। ক ইব? 'বৃষভো ন ভীম'। 'নিভেত্যস্মাদিতি ভীমঃ তাদৃশঃ'। ভীমঃ বৃষভো যথা স যথা তীক্ষ্ণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং ভীমো ভবতি তদ্বৎ। অথবা শিশানস্তীক্ষ্ণমিতি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। 'ঘনাঘনঃ' ঘাতকঃ শত্রুণাং হন্তা। পচাদ্যচি হন্তের্ঘত্বঞ্চেতি দ্বির্বচনং অভ্যাসস্যাডাগমঃ ঘত্বঞ্চ ধাত্বভ্যাসয়োঃ। 'চর্ষণীনাং' চর্ষণয়ো মনুষ্যাঃ মনুষ্যাণাং দ্বেষ্যাণাং 'ক্ষোভণঃ' ক্ষোভয়িতা, 'সংক্রন্দনঃ' সম্যক্ ক্রন্দয়িতা প্রাণিনাং আকর্ষণেন প্রহারেণ বা, 'অনিমিষঃ' চক্ষুর্নিমেষরহিতঃ সর্ব্বদা অবজ্ঞমানগণাদি-কার্যোষ্বনলস ইত্যর্থঃ, 'একবীরঃ'। বীরয়ত্যমিত্রান্ ইতি বীরঃ, একশ্চাসৌ বীরশ্চ; অথবা। এক এব বিক্রান্তঃ অসহায়েন কার্যাক্ষম ইত্যর্থঃ। ঈদৃশোঽয়মিন্দ্রঃ 'শতং সেনাঃ' 'সাকং' সহ একোদ্যোগেনৈব 'অজয়ৎ' জয়তি। (২১অ—১খ—১সূ ১সা)।

* . *

প্রথম (১৮৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। এই মাহাত্ম্য বর্ণনার মূল ভাব এই যে,—ভগবান সাধকগণের রিপু নাশ করে।

তিনি 'আশুঃ'—আশুমুক্তিদায়ক। ভগবান্ তাঁহার সন্তানকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে উদ্ধার

করেন। পিতা কি কখনও তাঁহার সন্তানের অমঙ্গল, দুঃখকষ্ট দেখিতে পারেন? তাই তাঁহার সন্তানকে বিপদ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব রক্ষা করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র থাকেন। তাই তাঁহাকে আশুমুক্তিদায়ক বলা হইয়াছে।

তিনি সাধকের পক্ষে যেমন পিতৃস্বরূপ, পাপের—রিপুর পক্ষে তেমনি যমস্বরূপ। তাই বলা হইয়াছে 'ভীমঃ বৃষভ শিশানঃ' মৃত্যুজনক ভয়ঙ্কর, অর্থাৎ তিনি পাপকে সমূলে বিনাশ করেন। 'ঘনাঘনঃ' পদে এই এক ভাবই বিবৃত হইয়াছে।

'চর্ষণীনাং ক্ষোভণঃ সংক্রন্দনঃ' পদত্রয়ের অর্থ এই যে, আত্মোৎকর্ষসাধকদিগের ক্ষোভ যাহারা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ যাহারা সাধকদিগের অনিষ্ট করে তাঁহাদের অমঙ্গলসাধন চেষ্টা করে, সেই রিপুগণকে তিনি বিনাশ করেন। 'সংক্রন্দনঃ' পদের সাধারণ অর্থ—কাঁদান। ভীষণ দুঃখ-কষ্টে পড়িলেই মানুষ কাঁদে। এখানে এই 'সংক্রন্দনঃ' পদের দ্বারা সেই দুঃখের অবস্থাই বিবৃত হইয়াছে। রিপুগণ ভীষণ দুঃখ অনুভব করে, তাহারা বিধ্বস্ত হয়,—ইহাই মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

'একবীরঃ' পদের অর্থ, অদ্বিতীয়, অপ্রতিহতপ্রভাব বীর—যাঁহার শক্তির নিকট সকলেই মস্তক অবনত করে। একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কাহার সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে? তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং।

তিনি বীর। কিন্তু তাঁহার বীরত্বের পরিচয় কোথায়? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—"সাকং শতং সেনাঃ অজয়ৎ" অর্থাৎ এক উদ্যোগেই তিনি শতসংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই 'শতং' পদে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতেছে না। সর্ব্ববিধ শত্রুকে বুঝাইতেছে। 'সাকং' পদের বিশেষ ভাব এই যে, যখনই তিনি ইচ্ছা করেন, তখনই শত্রুজয় করিতে সমর্থ হয়েন। কোনও শক্তিই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। সমগ্র মন্ত্রে ভগবানের অপার অপ্রতিহত শক্তি এবং মানবের প্রতি তাঁহার করুণার বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যাও এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল—"ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী শত্রুদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর, শত্রুনাশকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদিগকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকলদিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তার সৈন্য তিনি একাকী জয় করেন।"

অন্য একটী হিন্দী ব্যাখ্যা এই,—"শীঘ্রতা করনেওয়ালা সা ব্যাপক আউর, ভয়ানক বৃষভকী সমান শত্রুওঁকো ভয় দেনেওয়ালা, পাপিয়োঁকা নাশক আউর যোদ্ধোঁকো ক্ষোভিত করনেওয়ালা আউর অপনে যজ্ঞোমে জাগনে তথা যুদ্ধাদিমে আলস্য-রহিত অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্র সৈকড়োঁ সেনাওঁকো একহী উদ্যোগসে জীত লেতা হ্যায়।" (২অ—১খ-১সূ ১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা

৩ ১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২
যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুধঃ' (যোদ্ধারঃ, রিপুভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'নরঃ' (নেতারঃ, হে সৎকর্ম্মনেতারঃ মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) যুয়ং সংক্রন্দনেন' (শত্রুবিনাশকেন) 'অনিমিষেণ' (চিরসতর্কেণ, চৈতন্যময়েন ইত্যর্থঃ) 'জিষ্ণুনা' (জয়শীলেন, রিপুজয়িনা) 'যুৎকারেণ' (যুদ্ধকারিণা) 'দুশ্চ্যবনেন' (অন্যৈঃ অবিচালিতেন) 'ধৃষ্ণুনা' (ধর্ষকেণ, রিপুনাশকেন) 'ইষুহস্তেন' (বাণহস্তেন, রক্ষাস্ত্রধারিণা) 'বৃষ্ণা' (অভীষ্টবর্ষকেণ) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন, তৎসহায়েন, তৎকৃপয়া বা ইত্যর্থঃ) 'তৎ জয়ত' (রিপুসংগ্রামং জয়ত) 'তৎ সহধ্বম্' (তৎ প্রসিদ্ধং দুর্দ্ধর্ষং কৃপয়া রিপুজয়িনঃ ভবেম - আত্মোদ্বোধকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎ-রিপুং বিনাশয়ত ইত্যর্থঃ) ইতি ভাবঃ॥ (২১অ - ১খ ১সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুগণের সহিত যুদ্ধকারী বহু-সৎকর্ম্মনেতা হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা শত্রুবিনাশক চিরসতর্ক অর্থাৎ চৈতন্যময় রিপুজয়ী যুদ্ধকারী অন্য কর্তৃক অবিচালিত রিপুনাশক রক্ষাস্ত্রধারী অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার সহায়ে (অথবা তাঁহার কৃপায়) রিপুসংগ্রাম জয় কর, সেই প্রসিদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ রিপুকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় রিপুজয়ী হইতে পারি)॥ (২১অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ, ত্রিষ্টুপ্ ইন্দ্রঃ। অস্যামেব উক্তবিধঃ, তথাপ্যস্মাকং কিমপি চেৎ তত্রাহ—'সংক্রন্দনেন' 'অনিমিষেণ' চোক্তলক্ষণেন, 'জিষ্ণুনা' জয়শীলেন, 'যুৎকারেণ'। 'যোধনং যুৎ'। যুদ্ধকারিণা। কর্ম্মণ্যণ্ (২।২।১)। 'দুশ্চ্যবনেন' অবৈক্লব্যবচালোন। চ্যুঙ্, প্রুঙ্ গতৌ (ভ্বা॰ আ॰)। ছন্দসি গত্যর্থেভ্যঃ (৩।৩।১২৯) ইতি যুচ্। 'ধৃষ্ণুনা' ধর্ষকেণ। ঈদৃশেন 'ইন্দ্রেণ' 'তৎ' যুদ্ধং 'জয়ত'; 'তৎ' শত্রূণাং 'সহধ্বং' অভিভবত। হে 'যুধঃ' যোদ্ধারঃ! হে 'নরঃ' নেতারঃ। সামান্যবচনং বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং (৮।১।৭৪) ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বনিষেধাত্তত্ত্বং নিহন্যতে। পুনঃ কীদৃশেনেন্দ্রেণ? 'ইষুহস্তেন' 'বৃষ্ণ্যা' বর্ষকর্ত্রা চ। (২১অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮৪৭) সামের মন্ত্রার্থ।

প্রথমে আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই, "হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ! ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন। তাঁহাকে কেহ স্থান-ভ্রষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।"

ভাষ্যকারও মন্ত্রের প্রায় এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দী অনুবাদটী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে যোদ্ধা মনুষ্যোঁ! দেববৈরিয়োঁকো রুলানেওয়ালে আউর নিরালস জয়শীল আউর যুদ্ধকরনেওয়ালে দূসরোঁসে বিচলিত ন হোনেওয়ালে শত্রুওঁকো তর্জ্জনা দেনেওয়ালে হাথমেঁ বাণ লিয়ে আউর বর্ষা করনেওয়ালে ইন্দ্রকে দ্বারা উস যুদ্ধকো জীতো উস্ শত্রুওঁকো বলকা তিরস্কার করো।"

মূলতঃ মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে,—ভগবানের সাহায্যে ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুজয় করিতে পারি। মানুষ রিপুজয় করিতে সমর্থ হয় সত্য; কিন্তু তাহা ভগবানের কৃপায়। মানুষের নিজের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহার দ্বারা সে আপনার চারিদিকে রিপুকুলকে বিনষ্ট করিতে পারে। শুধু ভগবানের কৃপা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। মন্ত্রে সেই কৃপা অথবা ভগবৎসাহায্যের কথাই আলোচিত হইয়াছে।

তিনি রিপুগণের ক্রন্দনের হেতু, তাঁহার বর্ষণে রিপুগণ পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং এরূপ শক্তিশালী পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করাই সঙ্গত। তাঁহার দ্বারাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। আপিচ, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য প্রদানের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। সুতরাং তাঁহার কৃপাতেই আমাদের অভীষ্ট যেন সিদ্ধ করিতে পারি ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (২১অ-২খ-১সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা
২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩
সংসৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা
১ ২ ৩ ১ ২
প্রতিহিতাভিরস্তা॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ—অশেষমহিমান্বিতঃ সঃ দেবঃ) 'ইষুহস্তৈঃ' (শত্রুনাশকেন আয়ুধধারণেন, রক্ষাস্ত্রেণ ইত্যর্থঃ) 'বশী' (সর্ব্বং বশীভূতং করোতি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নিষঙ্গিভিঃ' (নিষঙ্গৈঃ, তূণীরৈঃ, বীরৈঃ, আত্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) বিশ্বং বশীকরোতি ইতি শেষঃ); 'যুধঃ' (যোদ্ধা) 'সঃ ইন্দ্রঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'গণেন' (স্বগণেন, স্বভক্তৈঃ সহ ইত্যর্থঃ, বিভূতিভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'সংস্রষ্টা' (সম্মিলিতঃ ভবতি); 'সংসৃষ্টজিৎ' (ভক্তেন সহ মিলিতঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমপা' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রহীতা ইত্যর্থঃ) 'বাহুশর্দ্ধী' (বাহুবলযুক্তঃ, পরমশক্তিসম্পন্নঃ) 'উগ্রধন্বা' (উগ্রধনুঃ, রক্ষাস্ত্রধারী, অমিততেজস্কঃ সঃ দেবঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রতিহিতাভিঃ' (প্রেরিতাভিঃ ইষুভিঃ, শত্রুনাশকৈঃ অস্ত্রৈঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্তা' (রিপূন নাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান সাধকৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি, তেষাং রিপূন বিনাশয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (২১অ—১খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ—অশেষমহিমান্বিত দেবতা শত্রুনাশক রক্ষাস্ত্ররূপ আয়ুধধারণের দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন। সেই দেবতা আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বকে বশীভূত করেন। যোদ্ধা প্রসিদ্ধ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব স্বভক্তের সহিত সম্মিলিত হয়েন; ভক্ত সহ মিলিত, ভক্তগণের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহীতা পরমশক্তিসম্পন্ন রক্ষাস্ত্রধারী অর্থাৎ অমিততেজঃ সেই দেবতা শত্রুনাশক অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে নাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব

এই যে,—ভগবান সাধকগণের সহিত মিলিত হয়েন; তাঁহাদের রিপু বিনাশ করেন।)। (২১অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ, ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রঃ। পূর্ব্বমন্ত্রে ইন্দ্রেণ জয়তেত্যুক্তং অস্ত্রেরস্য জয়সাধন-সামর্থ্যং প্রতিপাদয়তি। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'ইষুহস্তৈঃ' ভটৈঃ মরুদাদিভিঃ 'বশী' বশেন্দ্রস্থান্, তথা 'নিষঙ্গিভিঃ' যুক্তঃ (নিষঙ্গঃ খড়্গঃ, তদ্বদ্ভিঃ) 'বশী' সচেন্দ্রো 'যুধঃ' যুধ্যমানঃ সন। ইন্ত্রুপধলক্ষণঃ কঃ (৩।১।১৩৫)। অথবা 'যুধঃ' যুদ্ধহেতোঃ। 'গণেন' শত্রুসঙ্ঘেন সহ সংস্রষ্টা একীভবন-শীলঃ। যত এবাম্বনঃ অতঃ 'সংসৃষ্টজিৎ' যে পরস্পরৈকমত্যেন যুদ্ধায় সংসৃষ্টা ভবন্তি তেষাং জেতা স, 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতা, 'বাহুশর্দ্ধী' শর্দ্ধো বলং, বাহুবলং তদ্বান্। মত্বর্থীয় ইনিঃ (৫।২।১১৫)। যদ্বা, শৃধু প্রহসনে (ভ্বা০ আ০), বাহুভ্যাং শর্দ্ধয়ত্যতি ভবতীতি বাহুশর্দ্ধী 'সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছিল্যে (৩।২।৭৮) ইতি ণিনিঃ। 'উগ্রধন্বা' উদ্যতধন্বা, 'প্রতিহিতাভিঃ' শত্রুষু প্রেরিতাভিঃ ইষুভিঃ 'অস্তা' মারয়িতা, যদ্বেষুন মুঞ্চতি তত্র বৃথা ন ভবতীত্যর্থঃ। ঈদৃশেনেন্দ্রেণ জয়তেতি সম্বন্ধঃ। (২১অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৮৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে,—ভগবান অপরিমিত শক্তিশালী। তিনি মানবের সর্ব্ববিধ রিপু নাশ করেন, তিনি অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন, তাঁহার শক্তিবলে সমগ্র জগৎ তাঁহার বশীকৃত হয়। তাঁহার শক্তিই একমাত্র গুণ নহে; তাঁহার বিশেষত্ব তাঁহার মহত্ত্বে। তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়—মানবের প্রতি করুণায়। তিনি কেবলমাত্র অস্ত্রধারী নহেন, ধ্বংসেই তাঁহার কার্য্য পর্য্যবসিত নয়। তিনি মানবকে রক্ষা করেন এবং রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার অস্ত্রধারণ। গীতার তাই ভগবদুক্তি দেখিতে পাই,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শুধু তাই নয়, তিনি তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন,—ভক্তের সহিত মিলিত হয়েন। তাই তো ভক্ত সাধক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া যায়। তাঁহার মধুর বংশী-ধ্বনি শুনিয়া মানব আপনা ভুলিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া চলে। তিনি ডাকিতেছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

সমস্ত ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আইস, জগতের সকল কৃত্রিম বাধা, মোহজাল ছিন্ন কর, ঐ যে কৃত্রিমতা, ঐ যে আচারব্যবহারের গণ্ডী, ঐ যে গতানুগতিক ধর্ম্মকর্ম্ম, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে শরণ লও, সত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর; কোনও পাপতাপই তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এস এস, পাপতাপদগ্ধ নরনারী, শান্তিবারি গ্রহণ কর, ধন্য হও, কৃতার্থ হও।" তিনি আহ্বান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, আপনি আসিয়া সাধকের হৃদয়ে উপনীত হয়েন, ভক্তের সহিত মিলিত হয়েন—ইহাই মন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য।

এতৎসহ মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,— "বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাহারই অভিমুখে গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সোমপান করেন, তাঁহার বিলক্ষণ ভুজবল, ও ভয়ানক ধেনু সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু পাতিত করেন।" (২১অ—১খ—১সূ—৩সা) *

—— • ——

প্রথমং সাম :

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
রক্ষোহাঽমিত্রাঁ অপবাধমানঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র
প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা

২র৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃহস্পতে' (বৃহতাং পতে, বিশ্বপালক হে দেব!) 'রথেন' (অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনেন প্রীতঃ সন্, যদ্বা—অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'পরিদীয়' (আগচ্ছ); 'রক্ষোহা' (রাক্ষসনাশকঃ, রিপুনাশকঃ) 'অমিত্রান্' (শত্রূন্) 'অপবাধমানঃ' (সর্ব্বতোভাবেন নাশকারী) 'সেনাঃ'

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(রিপুসেনাঃ, রিপূন্) 'প্রভঞ্জন' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'প্রমৃণন্' (হিংসন্, বিনাশয়ন) 'যুধা' (রিপুসংগ্রামং) 'জয়ন্' (জয়ং কুর্ব্বন্) 'অস্মাকং' 'রথানাং' (সৎকর্ম্মণাং, যদ্বা হৃদয়াখ্যানাং রথানাং) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) 'এধি' (ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে বিশ্বপতে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়, তথা অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন সর্ব্ববিপদাং রক্ষ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বপালক দেব! আমাদের সৎকর্ম্মসাধনে প্রীত হইয়া (অথবা আমাদের হৃদয়রূপ রথে) আগমন করুন; আপনি রিপুনাশক—শত্রুদিগকে সর্ব্বতোভাবে নাশকারী, রিপুগণকে প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করিয়া, রিপুসংগ্রাম জয় করতঃ আমাদের সৎকর্ম্মের (অথবা হৃদয়রূপ রথের) রক্ষক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে বিশ্বপতি ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন।)॥ (২১অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ, ত্রিষ্টুপ্, বৃহস্পতিঃ। হে 'বৃহস্পতে' বৃহতাং পতে! পালয়িতঃ দেব! 'রথেন' 'পরিদীয়' পরিগচ্ছ। দীয়তি গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।৬১)। আগত্য চ 'রক্ষোহাঃ' রক্ষসাং হন্তা 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপ বাধমানঃ' সর্ব্বতো নাশয়ন তথা 'সেনাঃ' শত্রুসম্বন্ধিনীঃ 'প্রভঞ্জন' প্রকর্ষেন নাশয়ন 'প্রমৃণন' প্রকর্ষেণ হিংসন্। মৃণ হিংসায়াং (তু০প০), ইগুপধলক্ষণঃ কঃ (৩।১।১৩৫)। কেন হিংসন? 'যুধা' যুদ্ধেন। সাবেকাচ (৬।১।১৬৮) ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। 'জয়ন্' এবং সর্ব্বং জয়ং প্রতিপদ্যমানঃ। ঈদৃশস্ত্বং অস্মাকং রথানাং 'অবিতা' রক্ষিতা 'এধি' ভব। (২১অ—১খ—২সূ—১সা)

* * *

প্রথম (১৮৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

আমরা প্রথমেই এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদিগকে বধ করিতে করিতে এবং শত্রুদিগকে পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদিগের রথগুলি রক্ষা কর।"

এতৎসহ ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দি অনুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে বহুদেতাকে রক্ষক ইন্দ্র! রথপর চড়কর আও, আবার রাক্ষসোকো নাশকর্ত্তা আউর শত্রুওঁকো পীড়া দেতা হুআ শত্রুওকী সেনাওকো ছিন্ন ভিন্ন করতা হুআ নষ্ট কর যুদ্ধমে সর্ব্বত্র বিজয় পাতা হুআ হমারে রথোকা রক্ষক হো।"

মন্ত্রটীর এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার অনেকাংশে ঐক্য পরিদৃষ্ট হইবে। 'বৃহস্পতি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বৃহতাং পতি'। আমরাও অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যিনি মহতের অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের রক্ষক, যিনি বিশ্বের রক্ষক, তাঁহারই চরণে প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রধান ভাব—ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি রিপুনাশক, রিপুসংগ্রামে সমস্ত শত্রুকুলকে তিনি ধ্বংস করেন। তাঁহার কৃপাতেই আমরা রিপুকুলের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তিনি মানবের—সমগ্র বিশ্বের পালক ও রক্ষক। আলোচ্য মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই একটী মহত্ত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (২১অ—১খ ২সূ—১সা) ॥*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ, দ্বিতীয়ং সূক্তং, প্রথমং সামঃ)।

৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা

২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
জৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ২ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমন্ হে দেব!) 'বলবিজ্ঞায়ঃ, (সর্ব্বস্য বলভূতঃ, সর্ব্বদা শক্তিস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থবিরঃ' (অচঞ্চলঃ, গুণবৃদ্ধঃ বা) 'প্রবীরঃ' (প্রকর্ষেণ বীরঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'সহস্বান' (শক্রজয়ী) 'বাজী' (শক্তিমান) 'সহমানঃ' (রিপুনাশকঃ) 'উগ্রঃ' (উদ্গূর্ণবলঃ, তীব্রতেজঃসম্পন্নঃ) 'অভিবীরঃ' (বীরত্বসম্পন্নঃ) 'অভিসত্বা' (অভিগতসত্বা, সর্ব্বস্য প্রাণস্বরূপঃ) 'সহোজাঃ' (বলজাতঃ, শক্তিস্বরূপঃ) 'গোবিৎ' (জ্ঞানবান, সর্ব্বজ্ঞঃ) ত্বং 'জৈত্রং' (জয়শীলং, জয়দায়কং) 'রথং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অতিষ্ঠ' (অস্মভ্যং প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্বত্রং জয়শীলান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০অ-১খ-২সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ হে দেব! সকলের শক্তিস্বরূপ, অচঞ্চল প্রভূতশক্তি-সম্পন্ন, শক্রজয়ী শক্তিমান্ রিপুনাশক, তীব্রতেজঃসম্পন্ন বীরত্বসম্পন্ন, সকলের প্রাণস্বরূপ শক্তিস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ আপনি, জয়দায়ক সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বত্র জয়শীল করুন।)॥ (১২অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ ত্রিষ্টুপ, ইন্দ্রঃ। সর্ব্বদা বলং বিজানাতীতি 'বলবিজ্ঞায়ঃ'। যদ্বা। যমায়মিতি সর্ব্বৈর্বিজ্ঞায়তে ইতি বলবিজ্ঞায়ঃ সর্ব্বদা বলভূত ইত্যর্থঃ। 'স্থবিরঃ' মহান্ 'প্রবীরঃ' প্রকর্ষেণ বীরঃ, 'সহস্বান' পরাভিভব-সামর্থ্যবান, 'বাজী' বেগবান অন্নবান বা, 'সহমানঃ' শত্রূনামভিভবিতা, 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণবলঃ' 'অভিবীরঃ' অভিগতা বীরা বীর্য্যবন্তোহনুচরা যস্য চ তথোক্তঃ, 'অভিসত্বা' অভিগতসত্বা, 'সহোজাঃ' সহসো বলাজ্জাতঃ। এবং মহানুভাবস্ত্বং হে ইন্দ্র! 'জৈত্রং' জয়শীলং 'রথং' 'আ তিষ্ঠ' অস্মৎসহায়ার্থং আরোঢুমর্হসি। যদ্বা 'গোবিৎ' উদকস্য স্তোতৃণাং লব্ধা বেদিতা বা। (২০অ-২খ-২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের শক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'বলবিজ্ঞায়ঃ' অর্থাৎ সকলের শক্তির মূল উৎস। মানুষ বা অন্য যে কোনও প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবানেরই শক্তির বিকাশমাত্র। প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই অপ্রতিহতশক্তি প্রভঞ্জন, তাঁহারই নিশ্বাসমাত্র। সজলজলদে বিশ্বধ্বংসকারী যে বিদ্যুচ্চমক, তাহা তাঁহারই ক্রোধাগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। যেখানে যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারাই শক্তির কণা-বিকাশ মাত্র।

তাই তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'প্রবীরঃ', 'বাজী', 'অভিবীরঃ' অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশক। এই পদগুলির দ্বারা তাঁহার শক্তির পরিমাণ ঘোষণা করিতেছে মাত্র। কিন্তু সসীম মানুষের কি সাধ্য যে, অসীম তাঁহার মহিমাগাথা সম্যক্‌ভাবে গাহিতে পারে? তাই একার্থ-প্রকাশক বহুশব্দ সংযুক্ত হইয়াছে।

তিনি 'গোবিৎ' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"উদকস্য স্তুতের্বা লব্ধা বেদিতা বা"। বিবরণকার আরও অনেক অর্থ করিয়াছেন; যথা—"গোবিৎ—রশ্মিমান্। অথবা উদকবান্। অথবা গাবো যস্য বিদ্যন্তে স গোবিৎ। অথবা বিদ্‌জ্ঞানে—ইত্যস্যৈতদ্রূপং।" যাহা হউক, আমরা 'গো'শব্দে জ্ঞানকিরণ বুঝিয়া থাকি; বর্তমান স্থলেও তাহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের মধ্যে শেষভাগে একটী প্রার্থনা আছে। এই প্রার্থনার সঙ্গেই ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ পরমশক্তির আধার, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বত্র জয়শীল। তাঁহার কৃপায় আমরা যেন সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে পারি,—আমরা যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। ইহাই প্রার্থনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

এতৎসহ মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সে বঙ্গানুবাদ এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদিগের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদিগের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্রস্বরূপ। এতাদৃশ তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর।" (২১অ—১খ—২সূ—২সা)॥ *

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইম৺ সজাতা অনু বীরয়ধ্ব-

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মিন্দ্র৺ সখায়ো অনু স৺ রভধ্বম্॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সজাতাঃ' (সহোৎপন্নাঃ, জন্মসহজাতাঃ) 'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) যূয়ং 'গোত্রভিদং' (পাষাণসদৃশদুর্দ্ধর্ষরিপুনাশকং) 'গোবিদং' (পরাজ্ঞানযুতং, সর্ব্বজ্ঞং ইত্যর্থঃ) 'বজ্রবাহুং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'অজ্মজয়ন্তং' (রিপুসংগ্রামজয়কারিণং—রিপুজয়িনং) 'ওজসা প্রমৃণন্তং' (স্বশক্ত্যা রিপুনাশকং) 'ইমং' (ইমং প্রসিদ্ধং দেবং) 'অনুবীরয়ধ্বং' (অনুসরণং কৃত্বা রিপুজয়ং কুরুত) তথা 'অনু সংরভধ্বং' (তমেব অনুসরণং কৃত্বা শক্ত্যানুশীলনং কুরুত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! ভগবদনুসারিণঃ ভবত—ইতি ভাবঃ। (২১অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জন্মসহজাত মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাষাণসদৃশ-দুর্দ্ধর্ষরিপুনাশক পরাজ্ঞানযুক্ত সর্ব্বজ্ঞ রক্ষাস্ত্রধারী রিপুসংগ্রামজয়কারী, রিপুজয়ী স্বশক্তির দ্বারা রিপুনাশক এই প্রসিদ্ধ দেবকে অনুসরণ করিয়া রিপুজয় কর; এবং তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া শক্ত্যানুশীলন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবদনুসারী হও।)। (২১অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রঃ। 'গোত্রভিদং।' গা উদকানি ত্রায়ন্ত ইতি গোত্রা মেঘাঃ। যদ্বা, গৌর্ভূমিঃ তাং ত্রায়ন্ত ইতি। গোত্রাঃ পর্ব্বতাঃ, তেষাং ভেত্তারং 'গোবিদং' উদকস্য লব্ধারং, 'বজ্রবাহুং' বজ্রহস্তং। প্রহরণার্থেভ্যঃ (২।২।৩৭ বা০) ইতি সপ্তম্যাঃ পরনিপাতঃ। 'জয়ন্তং' জয়নশীলং, 'অজ্ম' গমনশীলং শত্রুবলং 'ওজসা' বলেন জয়ন্তং। যদ্বা, 'অজ্ম' আজিং 'জয়ন্তং' 'ওজসা' বলেন। 'প্রমৃণন্তং' শত্রূন্ হিংসন্তং। ঈদৃশং মহানুভাবং ইন্দ্রং হে 'সজাতাঃ' সহোৎপন্না যোদ্ধারো যূয়ং 'অনুবীরয়ধ্বং' এনমগ্রতঃ কৃত্বা 'অনু' পশ্চাৎ 'বীরয়ধ্বং' বীরকর্ম্ম যুদ্ধং কুরুধ্বং। বীর শূর বিক্রান্তৌ, বীর-শব্দাৎ তৎ করোতি তদাচষ্টে (সি০ কৌ০ তি০ চু০) ইতি ণিচ্। হে 'সখায়ঃ' পরস্পরং সখিভূতা যূয়ং 'ইমং ইন্দ্রং' 'সংরভমাণং' অনুসংরভধ্বং। (২১অ—১খ ২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৮৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। আমরা প্রথমে মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁহার হস্তে বজ্র

তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করে। হে আত্মীয়জন ইহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর; হে সখাগণ! ইহার অনুসারী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।"

ব্যাখ্যার প্রধান কথা এই যে,—ভগবানকে অনুসরণ কর। তিনি শক্তিশালী; তাঁহার অনুসরণে আমরাও শক্তি লাভ করিতে পারিব। তিনি শত্রুজয়ী; তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে আমরাও রিপুজয়ে সমর্থ হইব—ইহাই মন্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। যাহাতে আমরাও ভগবানের অনুসরণ করিতে পারি, যাহাতে আমাদের সমগ্রশক্তি ভগবদারাধনায় নিয়োজিত করিতে পারিব।

ভাষ্যকারও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। যথা,—"হে সাম উৎপন্ন হুয়ে বীরোঁ পর্ব্বতোঁকে তোড়নেওয়ালে আউর স্তুতিকো প্রাপ্ত হোনেওয়ালে বজ্রধারী আউর সংগ্রামকো জীতনেওয়ালে বলসে শত্রুওঁকো তিরস্কারকরনেওয়ালে ইস ইন্দ্রকো আগে করকে বীরকর্ম্ম যুদ্ধকো করো হে মিত্রো ইস ইন্দ্রকে শত্রুওঁ পর ক্রোধকরণে পর তুমভী ক্রোধসে ভরজাও।" (২১ ১খ ২স-১সা)।

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ড। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০ ২ ৩ ২ ৩ ১২৩
অভি গোত্রাণি সহসা

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষাড়যুধ্যোঽস্মাকং

২১ ৩ ২ ৩ ২
সেনা অবতু প্রযুৎসু॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোত্রাণি' (পর্ব্বতানি, পাষাণসদৃশকঠোররিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'সহসা' (বলেন, স্বশক্ত্যা) 'অভিগাহমানঃ' (প্রবিশন, ধ্বংসং কুর্ব্বন, ধ্বংসকারী) 'অদয়ঃ' (পাপনাশায় দয়াহীনঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'বীরঃ' (শক্তিসম্পন্নঃ) 'শতমন্যুঃ' (বহুকর্ম্মোপেতঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'দুশ্চ্যবনঃ' (অন্যৈঃ অচ্যাবঃ, অপ্রতিহতশক্তিঃ) 'পৃতনাষাট্' (রিপুনাশকঃ) 'অযুধ্যঃ' (সম্প্রহর্ত্তুমশক্যঃ, অপরাজেয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'যুৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'সেনাঃ' (অস্মাকং সেনাঃ, অস্মাকং রিপুজয়শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'প্রাবতু' (রক্ষতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। কৃপয়া ভগবান্ অস্মভ্যং রিপুনাশিকাং শক্তিং প্রযচ্ছতু তথা তাং শক্তিং রক্ষতু— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাষাণসদৃশ কঠোর রিপুদিগকে স্বশক্তিতে ধ্বংসকারী, পাপনাশে দয়াহীন, শক্তিসম্পন্ন বহুকর্ম্মোপেত, অপ্রতিহতশক্তি, রিপুনাশক, অপরাজেয় ভগবান্ ইন্দ্রদেব রিপু-সংগ্রামে আমাদের রিপুজয়শক্তিকে রক্ষা করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুনাশিকা শক্তি প্রদান করুন এবং সেই শক্তি রক্ষা করুন।)। (২১অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথ ত্রিষ্টুপ্ ইন্দ্রঃ। অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'গোত্রাণি' অভ্রাণি মেঘান্ 'সহসা' বলেন 'অভিগাহমানঃ' প্রবিশন্, 'অদয়ঃ' নির্দ্দয়ঃ, 'বীরঃ' বিক্রান্তঃ, 'শতমন্যুঃ' বহুযজ্ঞঃ বহু-ক্রোধো বা, 'দুশ্চ্যবনঃ' অন্যৈরচ্যাব্যঃ, 'পৃতনাষাট্' শত্রু-সেনানামভিভবিতা। ছন্দসি সহঃ (৩২।৬।৩) ইতি ণ্বিঃ সহেঃ সাড়ঃ সঃ (৮।৩।৫৬) ইতি মূর্দ্ধন্যাদেশঃ। 'অযুধ্যঃ' সম্প্রহর্ত্তুমশক্যঃ। যুধ সম্প্রহারে, ছান্দসঃ ক্যপ্ (৩।১।৮৫)। ঈদৃগিন্দ্রঃ অস্মাকং সেনা 'যুৎসু' সংগ্রামেষু 'প্রাবতু' প্রকর্ষেণ রক্ষতু॥ (২১অ—১খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৮৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব প্রার্থনা; সেই প্রার্থনার উদ্দেশ্য—আত্মরক্ষা, আত্মরক্ষা করিতে হইলে রিপুগণের—আক্রমণকারীর আক্রমণ ব্যর্থ করা চাই, সেইজন্য শক্তির প্রয়োজন। ভগবানের সেই শক্তির বিষয়ই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

'গোত্রাণি' পদের সাধারণ অর্থ পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতকে যিনি ছিন্নভিন্ন করিতে পারেন, তাহার নাম—গোত্রভিদ। 'গোত্র' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। একটী আখ্যায়িকা এই—পুরাকালে পর্ব্বতের পাখা ছিল এবং সেই পাখার সাহায্যে পর্ব্বতসমূহ উড়িয়া বেড়াইত। কিন্তু যেখানে নামিত, সেই জায়গার সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাতে প্রজাগণের অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে তাহারা ভগবান ইন্দ্রদেবের

নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি প্রজারক্ষার্থ বজ্রের দ্বারা সমস্ত পর্ব্বতের পাখা কাটিয়া দেন। সেই অবধি পর্ব্বতসমূহ স্থিরভাবে একস্থলে দণ্ডায়মান আছে।

এই আখ্যায়িকার উপর আর একটুখানি রং ফলাইয়া অন্য এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাতা বলেন যে, মেঘেরই অন্য নাম পর্ব্বত। মেঘগুলিকে পর্ব্বতের ন্যায় দেখায়, তাই রূপকচ্ছলে ইন্দ্রের মেঘের উপর আধিপত্য প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ ইন্দ্র মধ্য-আকাশের দেবতা – ইত্যাদি।

এই সকল মতের সহিত আমাদের কোনও সহানুভূতি নাই। 'গোত্র' শব্দের অর্থ পর্ব্বত। কিন্তু ভগবানের পাহাড় ভাঙ্গার কোন সদর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি, 'গোত্র' শব্দে এখানে পাষাণকঠোর দুর্দ্ধর্ষ রিপুগণকে লক্ষ্য করিতেছে। যিনি সেই ভীষণ শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই গোত্রভিদ্। পরের কয়েকটী পদেও ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তিরই মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'অদয়ঃ' পদবিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবান দয়ার সাগর, কিন্তু রিপুনাশের সময় জগতের মঙ্গলের জন্য দয়াহীনতাই দয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। তাই তিনি রিপুসংগ্রামে 'অদয়ঃ'।

যাহা হউক, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য এতৎসহ একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—শত যজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহার দয়া নাই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদিগের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন।" (২১অ-১খ—৩সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩
ইন্দ্র আসান্নেতা বৃহস্পতি-

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
র্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।

৩ ২ ৩ ১
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'দেবসেনানাং' 'নেতা' (পরিচালকঃ অথবা দেবভাবানাং নায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'বৃহস্পতিঃ' (বৃহতাং পতি, বিশ্বপতিঃ, যদ্বা - জ্ঞানাধিপতিঃ) 'আসাং' (আসাঃ দেবসেনানাং, যদ্বা –দেবভাবানাং) 'দক্ষিণা' (দক্ষিণভাগেন, শ্রেষ্ঠভাগেন) ভবতু; 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পুরঃ' (অগ্রতঃ) 'এতু' (গচ্ছতু) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ জ্ঞানদেবাঃ) 'অভিভঞ্জতীনাং' (অস্মদমিত্রাণাং মর্দ্দয়ন্তীনাং, রিপুনাশকানাং) 'জয়ন্তীনাং' (রিপুজয়িনাং) দেবভাবানাং 'অগ্রং' 'যন্তু' (গচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সর্ব্বতোভাবেন অস্মান্ পরিচালয়তু, অস্মাকং সদ্বৃত্তীন্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ - ১খ - ৩সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব দেবসেনাদিগের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের পরিচালক হয়েন; বিশ্বপতি অথবা জ্ঞানাধিপতিদেব এই দেবসেনাদিগের (অথবা দেবভাবসমূহের) দক্ষিণভাগে থাকুন; সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব অগ্রে গমন করুন; বিবেকরূপী জ্ঞানদেবগণ, রিপুনাশক রিপুজয়ী দেবভাবসমূহের অগ্রে গমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে পরিচালিত করুন, আমাদের সদ্বৃত্তিসমূহকে রক্ষা করুন।)॥ (২১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঃ, ত্রিষ্টুপ্, ইন্দ্রঃ। 'আসাং' অস্মৎসহায়ার্থমাগতানাং দেবসেনানাং অয়ং, 'ইন্দ্রঃ' 'নেতা' নায়কঃ অস্তু। তথা তস্য 'বৃহস্পতিঃ' 'পুর এতু' এবং 'দক্ষিণা যজ্ঞঃ সোমঃ' চ পুর এত্বিতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। তথা 'দেবসেনানাং' 'অভিভঞ্জতীনাং' অস্মদমিত্রাণামভিমুখেন মর্দ্দয়ন্তীনাং 'জয়ন্তীনাং'। ওয়াচ্ছন্দসি (৬।১।১৭৮) ইতি নুম উদাত্তত্বং। 'জয়ন্তীনাং'। ইত্যত্র বহুলবচনায় ভবতি। তাসাং 'অগ্রং' 'মরুতঃ' 'যন্তু' গচ্ছন্তু। (২১অ—১খ—৩সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী যুদ্ধ বর্ণনা আছে। যুদ্ধের সেনা ও সেনাপতির অবস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। কোন স্থলে কোন সেনাপতি বা তাঁহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী অবস্থান করিবেন, তাহা যথারীতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু সে কিরূপ যুদ্ধ? কাহার সহিত যুদ্ধ? যুধ্যমান উভয় পক্ষ কাহারা? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অনেকস্থলেই দেখা যায় যে, সেই যুদ্ধে যেন মানুষ ও অসুর অথবা দেবতা ও অসুর দুই পক্ষরূপে দণ্ডায়মান। সেই দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ চলে বা চলিতেছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে যে প্রকারে এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এই সকল ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় যে, অসুরাদি যেন আমাদের মতই হস্তপদাদি বিশিষ্ট। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করেন যে, এই যুদ্ধ আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল এবং বেদে সেই যুদ্ধের বর্ণনাই পাওয়া যায়। এই সূত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আর্য্য ও অনার্য্যের আদি-নিবাস, আর্য্যদের ভারতজয়, আর্য্য-অনার্য্য-যুদ্ধ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু এই মন্ত্র সেই সকল মতবাদকে নিরস্ত করিয়া দিয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে 'দেবসেনানাং' পদ থাকায় বেদোক্ত যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই যুদ্ধ দেবাসুরের যুদ্ধ নিশ্চয়। দেবভাবের সহিত পশুভাবের অথবা পাপের অবিরত সংগ্রাম চলিতেছে। মন্ত্রে সেই যুদ্ধেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ এমন বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে যে, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা সাধারণ যুদ্ধবর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে প্রকৃত বিষয় অধিগত হয়। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে যেমন স্পষ্টভাবে যুদ্ধের বর্ণনা আছে এবং যেরূপ স্পষ্টতররূপে যুদ্ধের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের গৃহীত অর্থের সার্থকতা সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। (২১অ-১প-৩সূ-২সা)॥ *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মরুতাং শর্দ্ধ উগ্রম্।

৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'রাজ্ঞঃ বরুণস্য' (সর্ব্বেষাং অধিপতিস্বরূপস্য করুণাশীলস্য দেবস্য) তথা 'আদিত্যানাং' (জ্ঞানদেবস্য) 'মরুতাং' (বিবেকরূপিণঃ দেবস্য ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং শর্দ্ধঃ' (উদ্গূর্ণং বলং, দিব্যশক্তিং ইত্যর্থঃ) বয়ং লভেমহি ইতি শেষঃ ; 'মহামনসাং' (উদারহৃদয়ানাং) 'ভুবনচ্যবানাং' (ভুবনানাং চ্যাবয়িতৄণাং, বিশ্বপালকানাং ইত্যর্থঃ) 'জয়তাং দেবানাং' (জয়শীলানাং দেবভাবানাং) 'ঘোষঃ' (জয়ধ্বনিঃ) 'উদস্থাৎ' (উত্তিষ্ঠতি)। প্রার্থনামূলকঃ তথা নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র তু সঙ্কল্পঃ দ্যোততে। বয়ং ভগবতঃ দিব্যশক্তিং লভেমহি ; সাধকাঃ—সর্ব্বে জীবাঃ ভগবন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্তি ইতি ভাবঃ (২১অ - ১খ - ৩সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, সকলের অধিপতিস্বরূপ করুণাশীল দেবতার এবং জ্ঞানদেবের, বিবেকরূপী দেবতার দিব্যশক্তি আমরা যেন লাভ করি ; উদারহৃদয় বিশ্বপালক জয়শীল দেবভাবসমূহের জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের দিব্যশক্তি লাভ করি ; বিশ্বের সকল জীব ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।)॥ (২১অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অপ্রতিরথোঽস্য দৃষ্টা ইন্দ্রঃ 'বৃষ্ণঃ' বর্ষকস্য 'ইন্দ্রস্য' 'রাজ্ঞঃ বরুণস্য' 'আদিত্যানাং' 'মরুতাং' চ 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং 'শর্দ্ধঃ' বলং অস্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ। কিঞ্চ 'মহামনসাং' উদারমনসাং 'ভুবনচ্যবানাং' ভুবনানাং চ্যাবয়িতৄণাং 'দেবানাং' ঘোষঃ' জয়শব্দঃ 'উদস্থাৎ' উত্তিষ্ঠতি। অনূর্দ্ধকর্ম্মণাদন্যনেপদাভাবঃ (১৩।২৪)॥ (২১অ -১খ—৩সূ -৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— — : • :————

মন্ত্রের মধ্যে দুইটী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে প্রথম অংশে ভগবৎশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির উদ্দেশে, বিভিন্ন বিভূতির প্রতি প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে। ইন্দ্রকে 'বৃষ্ণ' অর্থাৎ অভীষ্টবর্ষক বলা হইয়াছে। সেই ইন্দ্রদেবের এবং জ্ঞানদেবের ও বিবেকরূপী দেবতার শক্তি যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই

প্রার্থনাই দেখিতে পাই। অর্থাৎ আমরা যেন আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিবার শক্তি লাভ করি, জ্ঞান ও বিবেক যেন আমাদের পথ প্রদর্শন করেন - ইহাই প্রার্থনার ভাব।

সাধকগণ, জ্ঞানিগণ ভগবানের জয়ঘোষণা করেন। কেন? তিনি তো শাসন-কার্যেই ব্যাপৃত আছেন। এমন শাসকের জয়ধ্বনি কেন? মানুষ তো শাসন ইচ্ছা করে না, তবে সেই শাসকের জয়-ঘোষণার কারণ কি? মন্ত্রের একটী পদের দ্বারা সেই কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেই পদ - 'মহামনসাং'। মানবগণ সেই বিশ্বশাসকের জয়ঘোষণা করে, কারণ তিনি মহামনা উদার-হৃদয়। সেই জন্যই তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হয়।

মন্ত্রের, যে ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পাওয়া যায়, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, - "বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র' রাজা বরুণ আদিত্যগণ ও মরুদ্গণ ইহাদের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুদার দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উপস্থিত হইল।" (২১অ—১৭—৩সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
উর্দ্ধষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাম্মামকানাং মনাꣳসি।
১ ২ ৩ ২ ২ ১ ২ ৩
উদ্বৃত্রহন্‌ বাজিনাং বাজিনান্যু-
২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমধনবন, পরমধনদাতঃ হে দেব!) 'আয়ুধানি' (শস্ত্রানি, যদ্বা - অস্মাকং শত্রুনাশকানি প্রহরাণি) শক্তিসমন্বিতানি কুরু ইত্যর্থঃ। 'মামকানাং' (অস্মদীয়ানাং) 'সত্বনাং' (লোকানাং আত্মীয়বর্গানাং) 'মনাংসি' (মনোবৃত্ত্যাদীনি) 'উৎ' (উর্দ্ধ্বং, উর্দ্ধঃ স্থাপয়, মহান্তি কুরু ইত্যর্থঃ); 'বৃত্রহন্' (পাপনাশক, অজ্ঞানতানাশক হে দেব!) 'বাজিনাং' (দ্রুতগতিসম্পন্নানাং, তীব্রসাধনসম্পন্নানাং) বাজিনানি' (সাধনাঃ) 'উৎ' (উর্দ্ধ্বং, মুক্তিপ্রাপিকাঃ কুরু ইত্যর্থং); জয়তাং' (জয়শীলানাং জয়দায়কানাং) 'রথানাং' (সৎকর্ম্মণাং)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যাধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'ঘোষাঃ' (জয়ধ্বনয়ঃ) 'উত্তন্তু' (উদ্‌গচ্ছন্তু, উত্থিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মান্ মহদ্বৃত্তিসম্পন্নান্ রিপুজয়সমর্থান্ কুরু। (২১ ১খ ৪দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা হে দেব! আমাদের অস্ত্র অর্থাৎ শত্রুনাশক প্রহরণ-সমূহ শক্তিসমন্বিত করুন; আমাদের আত্মীয়বর্গের মনোবৃত্ত্যাদি মহৎ করুন; পাপনাশক অজ্ঞানতা নাশক হে দেব! তীব্রসাধনসম্পন্নলোক-সমূহের সাধনাকে মুক্তিপ্রাপিকা করুন; জয়দায়ক সৎকর্ম্মসমূহের জয়ধ্বনি উত্থিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মহদ্বৃত্তিসম্পন্ন রিপুজয়সমর্থ করুন।)। (২১অ—১খ—৪দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথশস্ত্রিষ্টুবিন্দ্রঃ। হে 'মঘবন্' ইন্দ্র! অস্মদীয়ানি 'আয়ুধানি' 'উদ্ধর্ষয়' উৎকৃষ্টং হর্ষয় প্রহরণেষু তীক্ষ্ণানি ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। 'মামকানাং' মদীয়ানাং 'সত্বনাং' প্রাণিনাং সৈনিকানাং 'মনাংসি' চ উদ্ধর্ষয়। হে 'বৃত্রহন্' ইন্দ্র 'বাজিনাং' অশ্বানাং 'বাজিনানি' বেগাঃ 'উদ্‌যন্তু'। তথা 'জয়তাং রথানাং 'ঘোষাঃ' 'উৎ' যন্তু। (২১অ—১খ—৩দ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৮৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

আমরা প্রথমে এখানে আলোচ্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদিগের বল উদ্রিক্ত হউক, জয়শীল রথের নির্ঘোষধ্বনি উত্থিত হউক।" এই ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, কোনও যুদ্ধের প্রারম্ভে যেন কেহ সেনাপতি ইন্দ্রদেবকে উপদেশ দিতেছে অথবা অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু সেই সেনাপতিকে কে উপদেশ দিতেছে বা অনুরোধ করিতেছে? এই অনুরোধের অর্থই কি?

এই মন্ত্রের ভাষ্যার্থ বঙ্গানুবাদ হইতে অনেকাংশে সহজবোধ্য। নিম্নে একটী হিন্দী ভাষ্যানুবাদ প্রদান করা যাইতেছে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! হমারে আয়ুধোকো উত্তম হর্ষযুক্ত কর, হমারে সৈনিকোকে মনোকো হর্ষযুক্ত করো; হে ইন্দ্র! অশ্বোকে বেগোকো প্রকট করো বিজয়পানেওয়ালে রথোকে শব্দ প্রকট হো।"

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ করিবার জন্য অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত রিপুনাশিকা শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবানের নিকট উপযুক্ত প্রার্থনাই করা হইয়াছে। 'উদ্ধর্ষয়' পদের

158280
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

সাধারণ অর্থ 'হর্ষযুক্ত করা'। কিন্তু অস্ত্রকে হর্ষযুক্ত করার অর্থ অস্ত্রকে শাণিত করা, তাহার রিপুনাশিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত করা।

মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মূলভাব এই যে,—আমাদের রিপুনাশিকা শক্তি যেন বর্দ্ধিত হয়, আমাদের সকলের হৃদয়মন যেন পবিত্র উন্নত হয়। আমাদের ভগবৎসাধনা যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়। দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনকারী সর্ব্বত্রেই জয়লাভ করেন। তাই সৎকর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। (২১অ—১খ ৪সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজে

৩ ১ ০ ১ ২র ৩ ১ ২
অস্মাকং যা ইষ বস্তা জয়ন্তু।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাং

২ ৩ ১ ২
উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) অস্মাকং' 'সমৃতেষু' (সরলেনাং সম্প্রাপ্তেষু, রিপুনাশকাণ) 'ধ্বজেষু' (সেনাসু) রক্ষকস্বরূপঃ ভবতু ইতি শেষঃ; 'অস্মাকং' 'যাঃ' (যানি) 'ইষবঃ' (রক্ষাস্ত্রাণি) 'তাঃ' (তানি) 'জয়ন্তু' (জয়ং লভন্তু); 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং) 'বীরাঃ' (বীরসৈন্যাঃ, আত্মরক্ষাকারিণঃ শক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'উত্তরে ভবন্তু' (উপরি ভবন্তু, জয়যুক্তাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'অস্মান উ' (অস্মান নিশ্চিতরূপেণ) 'হবেষুঃ (রিপুসংগ্রামেষু) 'অবত' (রক্ষত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতু অস্মাকং শক্তিঃ রিপুনাশিকা ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ ১খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদের রিপুনাশিকা সেনাতে রক্ষকস্বরূপ হউন; আমাদের যে রক্ষাস্ত্র তাহা জয়লাভ করুক; প্রার্থনাকারী আমাদের আত্মরক্ষাকারী শক্তি জয়যুক্তা হউক; দেবভাবসমূহ আমাদিগকে নিশ্চিত-রূপে রিপুসংগ্রামে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন, আমাদের শক্তি রিপুনাশিকা হউক।)। (২১অ—১খ—৪সূ—১সা)।

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

অপ্রতিরথদৃষ্টং বিন্দ্রঃ। 'অস্মাকং' সম্বন্ধেষেব 'সমৃতেষু' পরসেনাং সম্প্রাপ্তেষু 'ধ্বজেষু' ধ্বজবৎসু সৈনিকেষু 'ইন্দ্রঃ' অবিতা ভবতু। তথা 'অস্মাকং' 'যা ইষবঃ' সন্তি 'তাঃ' এব 'জয়ন্তু' ন শত্রূণাং। তথা 'অস্মাকং' 'বীরাঃ' ভটাঃ 'উত্তরে' উপরি 'ভবন্তু'। হে 'দেবাঃ'! 'অস্মাঁ উ' অস্মানেব 'অবত' রক্ষতাং 'হবেষু' সংগ্রামেষু। (২১অ—১খ—৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাটী কয়েক অংশে বিভক্ত। সকল অংশের মধ্যেই একটী ভাব সমানরূপে বর্ত্তমান আছে। সেই ভাব জয়লাভ করা। মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—ভগবান্ আমাদের সেনাসমূহের রক্ষক হউন। সেই সেনা কি এবং সেই সেনার আবশ্যকতাই বা কি? আমাদিগের চারিদিকে শত্রুকুল রহিয়াছে। সেই রিপুগণ আমাদিগকে সর্ব্বদাই বিপথে—পাপপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই প্রলোভন হইতে, পাপের সেই আকর্ষণী শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী কতকগুলি শক্তিও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু সেই শক্তি রক্ষা করা চাই। পাপশক্তির সহিত সংগ্রামে পুণ্যশক্তিও হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা যে পরিমাণে ক্ষয় পায় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ভগবানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হয়। এই যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব—যাহা দ্বারা পাপের আক্রমণ নিবারিত হয়, তাহাকেই ভগবানের রক্ষাশক্তি বলা হইয়াছে।

শুধু তাই নয়। আমাদের মধ্যে যে শক্তি—পুণ্যশক্তি আছে, তাহা যেন জয়যুক্ত হয়। পাপের আক্রমণ যেন আমাদিগকে বিচলিত করিতে না পারে। সর্ব্ববিধ দেবভাব আমাদের জীবনে প্রাধান্যলাভ করুক। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও এতৎসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদিগেরই দিকে থাকেন; আমাদিগের বাণগুলি যেন জয়ী হয়; আমাদিগের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়; দেবতাগণ যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা কর।" (২১অ—১খ—৪সূ ২সা) ॥ ০

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষা-

৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১ ২
মভ্যেতি ন ওজসা স্পর্দ্ধমানা।

১ ২ ৩ ২৩১ ২ ৩
তাং গূহত তমসাপব্রতেন

২ ৩ ১২৩ ২ ৩২ ৩ ২
যথৈতেষামন্যো অন্যন্ন জানাৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ!) 'যা অসৌ' (যঃ দুর্দ্ধর্ষঃ) 'স্পর্দ্ধমানা' (আক্রমণকারী) 'পরেষাং সেনা' (রিপুঃ ইত্যর্থঃ) 'ওজসা' (প্রবলশক্ত্যা) 'নঃ অভি' (অস্মান্ প্রতি, অস্মাকং অভিমুখী সন্ ইত্যর্থঃ) 'অপব্রতেন তমসা' (কর্ম্মনাশকেন তমোবলেন) 'গূহত' (নিবারয়ত, বিনাশয়ত); 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'এতেষাং' (এষাং রিপূণাং) সর্ব্বে 'অন্যঃ অন্যং ন জানাৎ' (পরস্পরঃ পরস্পরং ন জানাতি, আত্মবিস্মৃতাঃ ভবন্তু, শক্তিহীনাঃ ভবন্তু, ইতি ভাবঃ) তথা কুরুত ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১খ—৪সূ—৩সা) ॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে দেবগণ! যে দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণকারী রিপু প্রবলশক্তির সহিত আমাদের অভিমুখী হইয়া আগমন করে, সেই রিপুকে কর্ম্মনাশক তমোবলের দ্বারা বিনাশ করুন; যে প্রকারে এই রিপুগণের সকলে শক্তিহীন হয়, সেইরূপ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন।)॥ (২১অ—১খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথস্ত্রিষ্টুপ্মরুতঃ। 'অসৌ যা সেনাঃ' হে 'মরুতঃ!' 'পরেষাং' শত্রূণাং 'অভ্যেতি' অভিমুখা এতি 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'ওজসা' বলেন 'স্পর্দ্ধমানা', 'তাং' সেনাং 'গূহত' ব্যাপ্নুত 'তমসা' 'অপব্রতেন'। 'ব্রতমিতি কর্ম্মনাম (নিঘ০ ২।১।১)। অপগত-কর্ম্মণা। যেন তমসা। ব্যাপ্তা নশ্যন্তি কর্ম্মাণি তদপব্রতং তমঃ, তেনাপব্রতেন তমসা তথা গূহত 'যথা এতেষাং' যোদ্ধা 'অন্যোন্যং ন জানাৎ' পরস্পরং ন জানাতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৮৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রে মরুদ্গণকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। 'মরুৎ' বলিলে আমরা বিবেকরূপী দেবতাকে লক্ষ্য করিতে পারি। বিবেকের শক্তিতেই মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, এই বিবেকের অনুপ্রেরণাতেই মানুষ সৎপথে আপনাকে পরিচালিত করে, আবার যখন ভ্রান্তির বশে কেহ পাপের পথে পদার্পণ করে, তখন এই বিবেকের তাড়নাতেই আবার সন্মার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই বিবেক, সাত্ত্ব মানবহৃদয়ে অনন্ত ভগবানের প্রতিনিধি। এই বিবেকই মানবের প্রকৃত রক্ষক ও পরিচালক। এই বিবেকের নির্দ্দেশেই মানুষ আপাতঃমনোহর সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আপাতঃ-প্রতীয়মান কঠোর সাধকজীবন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। আলোচ্য মন্ত্রে রিপুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সেই বিবেকশক্তির শরণ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রার্থনার বিশেষ মর্ম্ম এই যে,—আমাদিগকে আক্রমণকারী রিপুসমূহ যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই মূলভাবটী নানা আকারে মন্ত্রে বিকাশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমরা নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব অধিগত হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে মরুতো জো যহ বলসে স্পর্দ্ধা করতী হুই শত্রুওঁকো সেনা হমারে ওঁরকো চঢ়কর আতী হ্যায়, উনকো জিসসে তুচ্ছ

কাম ন হো সকে; এ্যায়সে অন্ধকারসে ছাদো জ্যায়সে ইনসে এক দূসরে কো জান ভী ন সকে।" (২১অ—১খ-৪সূ-৩সা)।

— — • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ২ ১ ৩ ১ ২
অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অভি প্রেহি নির্দ্দহ হৃৎসু শোকৈ-

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্বে' (ভবব্যাধি হে ধ্বংসশক্তে!) ত্বং 'পরেহি' (পরাগচ্ছ, অস্মত্তঃ দূরং গচ্ছ); 'অমীষাং' (অস্মাকং রিপূণাং) 'চিত্তং' (মনঃ, শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'প্রতিলোভয়ন্তী' (বিমোহয়ন্তী, বিনাশয়ন্তী সতী) তেষাং 'অঙ্গানি' (অবয়বানি) 'গৃহাণ'; 'হৃৎসু' (রিপূণাং হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'অভিপ্রেহি' (অভিগচ্ছ), 'শোকৈঃ' (সর্ব্ববিধৈঃ দুঃখৈঃ) 'নির্দ্দহ' (নিঃশেষং দহ); 'অমিত্রাঃ' (রিপবঃ) 'অন্ধেন তমসা' (ঘনান্ধকারেণ, প্রলয়ঙ্কর্য্যা ধ্বংসশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'সচন্তাং' (সংগচ্ছন্তাং, যুক্তাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং রিপবঃ নিঃশেষং ধ্বংসাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ-১খ ৫সূ—১সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ধ্বংসশক্তি! তুমি আমাদের নিকট হইতে দূরে গমন কর; আমাদের রিপুগণের শক্তি বিনাশ করিয়া তাহাদের অবয়বসমূহ গ্রহণ কর; রিপুগণের হৃদয়ে অভিগমন কর, সর্ব্ববিধ দুঃখের দ্বারা নিঃশেষে দহন কর; রিপুগণ প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসশক্তির দ্বারা যুক্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের রিপুগণ নিঃশেষে ধ্বংস হউক।)। (২১অ—১খ—৫সূ—১সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপাভিরথস্ত্রিষ্টুব্বায়ুঃ। হে 'অপ্বে' পাপাভিমানি দেবতে! 'অমীষাং' যোদ্ধৃণাং 'চিত্তং' 'প্রতিলোভয়ন্তী' বিমোহয়ন্তী সতী 'অঙ্গানি' তেষামবয়বান্ শরাদিকান্ 'গৃহাণ' স্বীকুরু। তে 'অমিত্রাঃ' অপগচ্ছত্রবঃ 'অন্ধেন তমসা' 'সচন্তাং' সঙ্গচ্ছন্তাং। (২১অ—১খ—৫দ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৮৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব—রিপুনাশ। মানুষ চারিদিকেই রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। শত্রুগণ মানুষকে পদে পদে বিব্রত করিতেছে, সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিতেছে। তাই তাহাদের ধ্বংস সাধন না হইলে মানবের পরিত্রাণ লাভ করিবার উপায় নাই। সেই ধ্বংস সাধনের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের সম্বোধ্যপদ—'অপ্বে'। এই পদের ঋগ্বেদীয় পাঠ 'অপ্বে'; উভয়ের অর্থই সমান, উভয় পদই ব্যাধি, দুঃখ, ধ্বংসশক্তি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রে ধ্বংসশক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে। আমাদের নিকট হইতে ধ্বংসশক্তি দূরে গমন করুক, আমরা যেন অব্যাহত শক্তিতে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। কিন্তু জীবনকে সৎপথে—সৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে অসৎশক্তির অপসারণ করা—ধ্বংস করা প্রয়োজন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নয়। তাই এই প্রার্থনা।

আমরা নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে অপ্বে। তুমি চলিয়া যাও; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর; উহাদিগের দিকে যাও; শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সহিত একত্রে হউক।" (২১অ—১খ—৫দ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩　১ ২　৩　১　২　৩　১ ২
প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু।

৩　১　২　৩　১　২　৩　১র　২র
উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) যূয়ং 'প্রেত' (প্রকৃষ্টরূপেণ গচ্ছত, ঊর্দ্ধলোকং গচ্ছত) তথা 'জয়ত' (রিপূন্ জয়ত); 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'শর্ম্ম' (পরমমঙ্গলং) 'যচ্ছতু' (প্রযচ্ছতু); 'যথা' (যেন) যূয়ং 'অনাধৃষ্যাঃ' (অপ্রতিহতাঃ) 'অসথ' (ভবথ) তেন প্রকারেণ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বাহবঃ' (সাধনশক্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'উগ্রাঃ' (তীব্রতেজঃসম্পন্নাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণঃ রিপুজয়িনঃ ভবেম ; ভগবান্ অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতু — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (২১অ - ১খ - ৫সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মনেতা হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রকৃষ্টরূপে গমন কর, ঊর্দ্ধলোকে গমন কর এবং রিপুজয় কর; ভগবান্ ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে পরমমঙ্গল প্রদান করুন; যে প্রকারে তোমরা অপ্রতিহত হও সেই প্রকারে তোমাদের সাধনশক্তি তীব্রতেজঃসম্পন্ন হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী রিপুজয়ী হই ; ভগবান্ আমাদিগকে পরমমঙ্গল প্রদান করুন।) ॥ (২১অ—১খ—৫সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথোহস্যষ্টুপ্ ইন্দ্রো মরুতো বা। হে 'নরঃ' নেতারঃ! সংগ্রামস্য নির্ব্বোঢ়ারো যোদ্ধারঃ! 'প্রেত' প্রকর্ষেণ গচ্ছত। গত্বা চ 'জয়ত' তান্ প্রতিভটান্। তিঙ্-পরত্বাৎ তিঙ তিঙঃ (৮।১।২৮) — ইতি নিঘাতাভাবঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ইন্দ্রঃ' 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতু' প্রযচ্ছতু 'বঃ' বাহবঃ 'উগ্রাঃ' উদ্গূর্ণ-বলাঃ 'সন্তু' ভবন্তু। 'অনাধৃষ্যাঃ' অন্যৈরনভিভাব্যাঃ 'যথা' যূয়ং 'অসথ' ভবিষ্যথ তথা উগ্রাঃ সন্তু বো বাহবঃ ॥ (২১অ—১খ - ৫সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮৫৯) সামের মন্ত্রার্থ।

আমরা প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি তাহা এই, "হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও ; ইন্দ্র তোমাদিগকে সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্দ্ধর্ষ তোমাদিগের বাহুও তেমনি ভয়ঙ্কর হউক।"

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—কে কাহাকে এই কথা বলিতেছে? কে কাহাকে উদ্বোধিত করিতেছে? উপরোক্ত ব্যাখ্যার ভাব হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, কোন একজন বিশিষ্ট লোক যেন সমগ্র মানবজাতিকে সৎকর্ম্মশীল রিপুজয়ী হইবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন। কিন্তু এমন ব্যক্তি কে? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আছে—"ইন্দ্র তোমাদিগকে সুখী করুন।" বক্তা যেন ইন্দ্রের কৃপার; অতীত, তিনি অন্যের মঙ্গল দেখিলেই সুখী। কিন্তু বেদ-গ্রন্থাদির মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, উহাতে ব্যক্তিগত সাধন তত্ত্বই পরিব্যক্ত হইয়াছে। অনেক মন্ত্রের মধ্যেই যে বিশ্বজনীন উদার ভাব নিহিত আছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনার মধ্যে প্রার্থনাকারীর নিজের মঙ্গলও নিহিত আছে। আমরা এই স্থলে ইহাই বলিতে চাই যে, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সাধক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেছেন। অর্থাৎ সাধক নিজশক্তিকে উদ্বোধিত করিতেছেন। 'নরঃ' পদে সৎকর্ম্মাদির নেতা নিজের সুপ্রবৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আমরা নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে ভাষ্যের মর্ম্ম অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে হমারে যোধাও! চড়াই করকৈ জাও আউর জীতো। ইন্দ্র তুম্হেঁ সুখ দেয়। তুম্হারে ভুজদণ্ড উগ্র হোঁ, জিসসে কি—তুম কিসীসে তিরস্কার ন পাও।" (২১অ-১খ-৫সূ-২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং তৃতীয়ং সাম।)

৫ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মস৺শিতে।

২ ৩ ২ ০ ১ ২ ৩
গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
মামীষাং কঞ্চনোচ্ছিষঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মসংশিতে' (মন্ত্রযুত, প্রার্থনাপূত!) 'শরব্যে' (বাণ, হে রক্ষাস্ত্র!) ত্বং 'অবসৃষ্টা' (নিক্ষিপ্তঃ সন) 'পরাপতগচ্ছ' (পরা, দূরং গচ্ছ), দূরং গত্বা চ 'অমিত্রান' (রিপূন)

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'প্রপদ্যস্ব' (প্রাপ্নুহি); 'অমীষাং' (রিপূণাং) 'কঞ্চন' (কং একং অপি জনং) 'মা উচ্ছিষঃ' (অবশিষ্টং মা কুরু—সর্ব্বান রিপূন সমূলং বিনাশয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন সমূলং বিনাশয়িতুং শক্নুযাম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ-১খ—৫সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাপূত হে রক্ষাস্ত্র! তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গমন কর, এবং দূরে গমন করিয়া রিপুগণকে প্রাপ্ত হও; রিপুগণের কোন একজনকেও অবশিষ্ট রাখিও না অর্থাৎ সমস্তরিপুকে সমূলে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের সকল রিপুকে সমূলে বিনাশ করিতে যেন সমর্থ হই॥) (২১অ—১খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ পায়ুর্ব্বা ভারদ্বাজঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইষুর্দ্দেবতা। 'ব্রহ্মসংশিতে' মন্ত্রেণ তীক্ষ্ণীকৃতে হে 'শরব্যে' হিংসাকুশলে! ইষো। ত্বং 'অবসৃষ্টা' ক্ষিপ্তা 'পরা পত' পরাগচ্ছ। ইতো দেশাৎ গত্বা চ 'অমিত্রান' হিংসকান 'প্রপদ্যস্ব' প্রাপ্নুহি চ। 'অমীষাং' অমিত্রাণাং, মধ্যে 'কঞ্চন' কঞ্চিদপি 'মা উচ্ছিষঃ' অবশিষ্টং মা কুরু॥ (২১অ-১খ—৫সূ-৩সা)॥

168280

* * *

তৃতীয় (১৮৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রের দেবতা 'ইষু' অর্থাৎ বাণ। বাণকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল (ইষু)! তুমি বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকেও প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাহাকে অবশিষ্ট রাখিও না।"

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্ত হইতে গৃহীত। প্রচলিত মতানুসারে ঐ সমগ্র সূক্তটীই যুদ্ধের সাজসজ্জা ও তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান মন্ত্রটী উক্ত সূক্তান্তর্গত ষোড়শী ঋক্, উহার দেবতা অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু—'ইষু'। আধুনিক ব্যাখ্যাতাগণের মতে এই সূক্ত হইতে প্রাচীন যুগের যুদ্ধের সরঞ্জামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন যে, পরবর্ত্তীকালে পুরাণাদিতে ব্রহ্মাস্ত্র, মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রভৃতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার মূল ঐ মন্ত্রে নিহিত আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশ-'শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে' অর্থাৎ

'মন্ত্রপূত শর'। পরবর্ত্তীকালেও যুদ্ধের সময় বাণ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত। সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মসংশিতে' পদ হইতে পুরাণের 'ব্রহ্মাস্ত্রের' সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা এই সকল গবেষণা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি প্রার্থনাযুক্ত সাধনশক্তির প্রতিই ইঙ্গিত আছে। সেই শক্তি প্রভাবেই আমরা রিপুগণের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। যাহাতে আমরা রিপুগণকে সমূলে বিনাশ করিতে পারি। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই উচ্চারিত হইয়াছে॥ (২১অ-১খ ৫৭-৩সা)।*

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩

কঙ্কাঃ সুপর্ণা অনু যন্ত্বেনান্

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গৃধ্রাণামন্নমসাবস্তু সেনা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

মৈষাং মোচ্যঘহারশ্চনেন্দ্র

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বয়াꣳস্যেনাননুসংযন্তু সর্ব্বান্॥ ১॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুপর্ণাঃ' (শোভনপক্ষযুক্তাঃ, ঊর্দ্ধগতিদায়কাঃ হে দেবভাবাঃ!) 'কঙ্কাঃ' (মৃত্যুদূতাঃ) 'এনান' (অস্মাকং বাধমানান্ রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অনুযন্তু' (অনুগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ); 'অসৌ সেনা' (অসৌ রিপুসেনা) 'গৃধ্রাণাং' (গৃধ্রনামকানাং পক্ষিবিশেষাণাং) 'অন্নং অস্তু' (ভক্ষ্যা ভবতু) রিপবঃ বিনষ্টাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ; 'এষাং মা মোচি' ; এতেষাং মা কশ্চিৎ মুচ্যতাং, সর্ব্বে রিপবঃ বিনশ্যন্তু ইত্যর্থঃ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'অঘহারঃ চ' (যঃ রিপুঃ দুর্দ্ধর্ষঃ ন ভবতি, হীনশক্তিঃ রিপুঃ অপি ইত্যর্থঃ) 'ন' (ন মুচ্যতাং, বিনষ্টঃ ভবতু); 'বয়াংসি' (শক্তয়ঃ, সাধনশক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'এনান সর্ব্বান' (অস্মান্ সর্ব্বান) 'অনুসংযন্তু' (অনুগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং সর্ব্বে রিপবঃ বিনশ্যন্তু; বয়ং পরাশক্তিং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১খ—৬ষ্ঠ ১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

ঊর্দ্ধগতিদায়ক হে দেবভাবসমূহ! মৃত্যুদূত, আমাদিগের বাধাদানকারী রিপুগণকে প্রাপ্ত হউক; এই রিপুসেনা গৃধ্রনামক পক্ষিবিশেষের ভক্ষ্য হউক অর্থাৎ রিপুগণ বিনষ্ট হউক; ইহাদের মধ্যে কেহই যেন মুক্ত না হয়, অর্থাৎ সকল রিপু বিনষ্ট হউক; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! হীনশক্তি রিপুও বিনষ্ট হউক; সাধনশক্তি আমাদিগের সকলকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সকলরিপু বিনষ্ট হউক; আমরা যেন পরাশক্তি লাভ করি।)॥ (২১অ—১খ—৬সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ পায়ুর্ব্বা ভারদ্বাজ', ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা। 'কঙ্কাঃ' নাম পক্ষিণঃ ক্রব্যাদাঃ 'সুপর্ণাঃ' শোভনপতনাঃ 'অনু যন্তু' 'এতান্' শত্রূন্। 'গৃধ্রাণাং অন্নঃ' পক্ষিণাং ভক্ষভূতা 'অসৌ' 'অস্তু' সেনা। 'মা এষাং মোচি' এতেষাং মা কশ্চিৎ মুচ্যতাং। 'অঘহারশ্চনেন্দ্র' হে ইন্দ্র! যোঽপি নিতরাং পাপীয়ান্ অতিপ্রত্যবরঃ সোঽপি ন মুচ্যতাং মৃত্যোঃ। 'বয়াংস্যেনান্' বয়াংসি পক্ষিরূপাণি ক্রব্যাদাদীনি 'অনু সংযন্তু সর্ব্বান্' অনু পশ্চাৎ যন্তু সর্ব্বান্ শত্রূন্। (২১অ-১খ-৬সূ-১সা)॥

* . *

প্রথম (১৮৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের মূল ভাব—রিপুনাশ। ভগবানের কৃপায় আমরা যেন রিপুগণের আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম। প্রচলিত মতানুসারেও রিপুনাশই মন্ত্রের প্রধান ভাব। নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই, "সুন্দর পরোওয়ালে মাংসভক্ষী পক্ষী ইন শত্রুওকে পীছে লগেঁ; যহ শত্রুসেনা গৃধ্রপক্ষিয়োকী ভোজনরূপ হো ইন শত্রুওমেসে কোই ভী ন বচে; হে ইন্দ্র! জো অধিক পাপী ন হো বহ ভী ন ছুটে পক্ষীরূপ মাংসভক্ষী রাক্ষস ইন সবোকা পীছা লেঁ।"

এখানে মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'কঙ্কাঃ' পদের ভাষ্যার্থ উক্ত নামধেয় পক্ষীবিশেষ। হিন্দী অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'মাংসভক্ষী পক্ষী'। মাংস ভক্ষণকারী পক্ষী বিশেষের দ্বারা মৃত্যুকে বুঝায়। কারণ কোন জন্তু মরিয়া গেলেই তাহার মাংস ভক্ষিত হয়। তাই 'কঙ্ক' শব্দে আমরা 'মৃত্যুদূত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বিশেষতঃ 'কঙ্ক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'মৃত্যু'। এই অর্থই সঙ্গত। আমরা রিপুগণের মৃত্যুকামনা করি, অর্থাৎ তাহারা যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আমরা তাহাই ইচ্ছা

করি। সুতরাং 'মৃত্যুদূত রিপুগণকে প্রাপ্ত হউক'—একথা বলার অর্থ এই যে, রিপুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। সমগ্র মন্ত্রের মধ্যেই এই ভাব নিহিত আছে।

মন্ত্রের শেষভাগে একটী প্রার্থনা আছে, উহার মর্ম্ম—আমরা যেন পরমশক্তিলাভ করি। রিপুনাশের সঙ্গে শক্তিলাভের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাই রিপুনাশের প্রার্থনার পরেই শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (২১অ-১খ-৬সূ—১সা)॥

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মাং শত্রুয়তীমভি।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উভৌ তামিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (পরমধনদাতঃ!) 'বৃত্রহন্' (পাপনাশক!) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'চ' (তথা) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'উভৌ' (যুবাং উভৌ) 'অস্মান্ অভি' (অস্মান্ প্রতি) 'শত্রুয়তীং' (শত্রুভাবাপন্নাং) 'তাং' (প্রসিদ্ধাং) 'অমিত্রসেনাং' (রিপুসেনাং) 'প্রতি দহতং' (নিঃশেষং ভস্মীকুরুতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ-১খ-৬সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা পাপনাশক হে ভগবন্! আপনি এবং জ্ঞানদেব আপনারা উভয়ে আমাদিগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন প্রসিদ্ধ রিপুসেনাকে নিঃশেষে ভস্ম করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন।)॥ (২১অ—১খ—৬সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ অগ্নির্ব্বা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইন্দ্রাগ্নীদেবতে। 'অমিত্রসেনাং' হে 'মঘবন্'! 'অস্মান্' 'শত্রুয়তীমভি' শত্রুভিঃ পরিবারিতাং 'উভৌ' 'তাং' সেনাং হে 'ইন্দ্র'! 'বৃত্রহন্'! ত্বঞ্চ 'অগ্নিশ্চ' 'প্রতি দহতং' ভস্মীকুরুতমিত্যর্থঃ। (২১অ—১খ—৬সূ—৩সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

রিপুনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মঘবন্' 'বৃত্রহন্' এই দুইটী সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বৃত্রহন' পদের বিশেষত্ব এই যে,—এই পদের দ্বারাই প্রার্থনার ভাব অনেকপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 'বৃত্র' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানাবরক' অর্থাৎ পাপ। সেই বৃত্রকে যিনি হনন করেন তিনিই বৃত্রহন। সেই পাপনাশের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সুতরাং পাপনাশক বিভূতির উদ্বোধনই সঙ্গত। পাপই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, পাপের প্রলোভনেই আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকি, আপাতঃমনোহর বস্তুর লোভে চিরন্তন, শাশ্বত সুন্দরকে উপেক্ষা করি, এবং সেই পাপের প্রলোভনের জন্য অধঃপতন হয়। সুতরাং মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কামনা—পাপের, মোহের, রিপুগণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা। কারণ রিপুর আক্রমণ হইতে, মোহমায়ার বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইলেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। তাই মন্ত্রের মধ্যে প্রধান কথা—রিপুনাশ।

মানুষ শক্তিহীন, দুর্ব্বল। ভীষণরিপুকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এমন শক্তি তাহার নাই; তাই সেই শক্তিলাভের জন্য এবং রিপুগণের ধ্বংসের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (২১অ ১খ ৬সূ ২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১   ২ ৩ ১   ২

যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।

১ ২   ৩   ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩   ১ ২

তত্র নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম্ম যচ্ছতু।

৩ ২ ৩   ১ ২

বিশ্বাহা শর্ম্ম যচ্ছতু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কুমারাঃ বিশিখাঃ ইব' (অতিবালাঃ চপলাঃ কুমারাঃ যথা ইতস্ততঃ গচ্ছন্তি তদ্বৎ) 'যত্র' (যস্মিন্ সংগ্রামে) 'বাণাঃ' (অস্ত্রাণি) 'সম্পতন্তি' (নিক্ষিপ্তাঃ ভবন্তি) 'তত্র' (তস্মিন রিপুসংগ্রামে) 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (স্তোত্রাণাং পতিঃ, পরমারাধনীয়ঃ দেবঃ) 'শর্ম্ম' (পরমসুখং) 'যচ্ছতু' (প্রযচ্ছতু), 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপিণী দেবী) 'নঃ' (অস্মভ্যং)

'বিশ্বাহা' (সর্ব্বদা) 'শর্ম্ম (পরমকল্যাণং) 'যচ্ছতু' (প্রযচ্ছতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং রিপুজয়োৎপন্নং পরমকল্যাণং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২১অ-১খ-৬সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চপল কুমারগণ যেমন ইতস্ততঃ গমন করে সেইরূপভাবে যে সংগ্রামে অস্ত্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হয় সেই রিপুসংগ্রামে পরমারাধনীয় দেব পরমসুখ প্রদান করুন, অনন্তস্বরূপিণী দেবী আমাদিগকে সর্ব্বদা পরমকল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে রিপুজয়োৎপন্ন পরমকল্যাণ প্রদান করুন।)॥ (২১অ-১খ—৬সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ পায়ুর্ভারদ্বাজঃ, পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ, ব্রহ্মণস্পতিরদিতিশ্চ দেবতা। 'যত্র' সংগ্রামে 'কুমারা বিশিখা ইব' মুণ্ডিতা ইব। 'বাণাঃ সম্পতন্তি'। 'তত্র' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' 'শর্ম্ম' সুখং 'বিশ্বাহা' সর্ব্বদা 'যচ্ছতু'। 'অদিতিঃ' চ সর্ব্বদা 'শর্ম্ম যচ্ছতু'। যিক্লান্তেরাদরার্থা॥ (২১অ-১খ-৬সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

রিপুসংগ্রামে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন—ইহাই মন্ত্রের প্রধান ভাব। এই ভাবটী একটী উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিবার পক্ষে চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু নানা ব্যাখ্যাকার নানাভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; যথা,—"মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে (যুদ্ধভূমিতে) সম্পতিত হয়, তথায় ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ দান করুন। অদিতি সুখ দান করুন।" "কুমারাঃ বিশিখাঃ ইব" উপমার অর্থ সম্বন্ধে বহু বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, অনুবাদকারও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যে এবং অনুবাদে এই অংশ মোটেই স্পষ্ট হয় নাই। ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় এই অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—"কুমারাঃ বিশিখাঃ ইব-বিগতা শিখা যেষাং তে বিশিখাঃ শিখারহিতা মুণ্ডিতমুণ্ডা বিকীর্ণকবচা বা অতিবালাশ্চপলাঃ সন্তো যথা ইতস্ততঃ গচ্ছন্তি তদ্বৎ।" অর্থাৎ অতিশিশু বালকগণ যেমন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের

গতির বা লক্ষ্যস্থানের কোন স্থিরতা থাকে না তেমনিভাবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনবরত অস্ত্র-শস্ত্রাদি পতিত হইতেছে, অর্থাৎ যে যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় বিপদসঙ্কুল ও ভয়ানক সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান আমাদিগকে যেন পরম মঙ্গল প্রদান করেন, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই করা হইয়াছে। এরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপে মঙ্গলাশা করা যাইতে পারে? একমাত্র উপায়—জয়লাভের দ্বারা। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিলে, রিপুগণ পদানত হইলে মানুষ পরাশান্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে সেইজন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়॥ (২১অ—১৪খ—৬সূ—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'রক্ষঃ' (রাক্ষসভাবাপন্নান্, অসুরাদীন) 'বিজহি' (বিনাশয়); 'মৃধঃ' (রিপূন) 'বি' (বিনাশয়); 'বৃত্রস্য হনূ বিরুজ' (জ্ঞানাবরকস্য অসুরস্য কপোলপার্শ্বৌ ভগ্নৌ কুরু, তং বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বৃত্রহন' (পাপনাশক হে দেব!) 'অভিদাসতঃ' (অস্মানুপক্ষয়তঃ, অস্মাকং অনিষ্টকারিণঃ) 'অমিত্রস্য' (শত্রোঃ) 'বিমন্যুং' (ক্রোধং অপি, শক্তিং অপি) বিনাশয় ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন সমূলং বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১৪খ—৭সূ—১সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অসুরাদিকে বিনাশ করুন; রিপুদিগকে বিনাশ করুন; জ্ঞানাবরক অসুরের কপোলপ্রান্ত ভগ্ন করুন। অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করুন; পাপনাশক হে দেব! আমাদের অনিষ্টকারী শত্রুর শক্তিও বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের সকল রিপুকে সমূলে বিনাশ করুন।)। (২১অ—১খ—৭সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথ ঋষিঃ শাসো ভারদ্বাজো বা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা। হে 'ইন্দ্র!' 'রক্ষঃ' রাক্ষস-জাতং 'বিজহি' বিনাশয়। 'মৃধঃ' সংগ্রাম-কারিণঃ শত্রূংশ্চ 'বি' জহি। 'বৃত্রস্য' আবরকস্যাসুরস্য 'হনূ' কপোলপ্রান্তৌ 'বিরুজ' বিশেষেণ ভগ্নৌ কুরু। হে 'বৃত্রহন্ ইন্দ্র!' 'অভি দাসতঃ' অস্মানুপক্ষপয়তঃ 'অমিত্রস্য' শত্রোঃ 'বিমন্যুং' ক্রোধমপি বিনাশয় ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৮৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

আলোচ্য মন্ত্রটীতে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশ,—'রক্ষঃ বিজহি'—রাক্ষসাদিকে বিশেষরূপে বিনষ্ট করুন। এই রাক্ষস কাহারা? পুরাণাদিতে আমরা রাক্ষস প্রভৃতি জীবের যে বর্ণনা পাই, ইহারা কি তাহারা? বেদ হইতেই পুরাণাদিতে রাক্ষসাদির বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সহসা এই উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পুরাণাদিতে রাক্ষসাদির যে বর্ণনা আছে, তাহারা রক্তমাংসের জীব, কেবল কুপ্রবৃত্তির অধীন,—অন্য জীবেরসঙ্গে তাহাদের এই মাত্র প্রভেদ। বাস্তবিকপক্ষে রাক্ষস প্রভৃতি কোন বিশেষ জীব নহে। মায়া-মোহ পাপ প্রভৃতি মানবের চিরন্তন শত্রুসমূহকেই রাক্ষস অসুর প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের মধ্যেও আমরা রাক্ষসাদির যে পরিচয় পাই, তাহারা নরমাংসভোজী শরীরধারী কোন জীব নহে। আমাদের অন্তরস্থিত রিপুগণই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ রাক্ষস, তাহারাই আমাদের সমস্ত শক্তি ও সদ্বৃত্তিকে গ্রাস করে। সেই রাক্ষস নিধনের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পরের অংশে বলা হইয়াছে—'বৃত্রস্য হনূ বিরুজ'—বৃত্রের মুখ ভাঙ্গিয়া দাও। 'বৃত্র' বলিতে জ্ঞানাবরক অসুরকে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। সেই বৃত্রের চোয়াল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অর্থ—তাহার শক্তি নাশ করা, তাহাকে ধ্বংস করা। সমগ্র মন্ত্রেই একই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচলিত অর্থও এই ভাব সমর্থন করে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত মত উপলব্ধি হইবে। অনুবাদটী এই, "হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর; বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ করিয়া দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর। (২১অ ১খ ৭সূ ১সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যো অস্মা৺ অভিদাসত্যধরং গাময়া তমঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মৃধঃ' (রিপূন) 'বিজহি' (বিশেষেণ জয়ং কুরু); 'পৃতন্যতঃ' (সংগ্রামকারিণঃ অস্মাকং শত্রূন) 'নীচা যচ্ছ', অবাঙ্মুখং গময়, বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'যঃ' (যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিতঃ উপক্ষপয়তি, বিনাশয়িতুং ইচ্ছতি) তং শত্রুং 'অধরং তমঃ' (নিকৃষ্টং অন্ধকারং, মরণলক্ষণং, মৃত্যুং, চিরবিনাশং) 'গময়' (প্রাপয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন বিনাশয় - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ - ১খ - ৭সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আমাদের রিপুগণকে বিশেষরূপে জয় করুন; সংগ্রামকারী আমাদের শত্রুকে বিনাশ করুন; যে শত্রু আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে সেই শত্রুকে চিরবিনাশ প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের সর্ব্ব রিপু বিনাশ করুন।)। (২১অ—১খ—৭সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা। হে 'ইন্দ্র'! 'নঃ' অস্মাকং 'মৃধঃ' সংগ্রাম-কারিণঃ শত্রূন 'বিজহি' বিনাশয়। তথা 'পৃতন্যতঃ' পৃতনাঃ সেনা আত্মন ইচ্ছতঃ যুযুৎসমানানপি 'নীচা যচ্ছ' নীচীনমবাঙ্মুখং যচ্ছ গময়। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান' 'অভিদাসতি' অভিতঃ উপক্ষপয়তি, তং 'অধরং' নিকৃষ্টং 'তমঃ' অন্ধকারং মরণলক্ষণং 'গময়' প্রাপয়। (২১অ—১খ-৭সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটীও তৎপূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক এবং উভয় মন্ত্রের ভাবও প্রায় একরূপ। উভয় মন্ত্রেই রিপুবিনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানুষ চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত; তাহাদের আক্রমণের জন্য, তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিবন্ধকের জন্যই মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। মোহ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মায়াজাল তাহাকে আবদ্ধ করে। তাই সৎ সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও মানুষ রিপুগণের জন্য তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। কারণ দুর্ব্বল মানুষ অমিতবলশালী রিপুগণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু দুর্ব্বলের বল ভগবান্। তিনিই মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাই তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করা হইতেছে,—"হে দয়াল প্রভো! আমরা দুর্ব্বল, হীনশক্তি, চারিদিকে ভীষণ রিপুগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, আমাদের এমন শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করি। হে দুর্ব্বলের বল! বিপদের রক্ষক! একবার দয়া করিয়া আমাদিগকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন, রিপুগণকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করুন।"

মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যেও এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদের মন্দ করে তাহাকে অধস্ত অন্ধকারে নিমগ্ন কর।" (২১অ—১খ—৭সূ—২সা)॥ •

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ যুবানা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩
তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগ আগতে

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ৩ ২ ৩ ২
যাভ্যাং জিতমসুরাণাং সহো মহৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় দশম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'যাভ্যাং' (যাভ্যাং বাহুভ্যাং) 'অসুরাণাং' (রিপূণাং) 'মহৎ সহঃ' (ভীষণং বলং) 'জিতং' 'স্থবিরৌ' (সুদৃঢ়ৌ) 'যুবানৌ' (নিত্যতরুণৌ) 'অনাধৃষ্যৌ' (অপ্রতিহতবলৌ) 'সুপ্রতীকৌ' (শোভনপ্রতীকৌ, সুমনোহরৌ) 'অসহ্যৌ' (শক্রুভিঃ অসহনীয়ৌ) 'তৌ বাহূ' (প্রসিদ্ধৌ তৌ বাহু) যূয়ং 'যোগে আগতে' (সংগ্রামকালে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমে' (সর্ব্বাগ্রে) 'যুঞ্জীত' (যোজয়ত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সর্ব্বকর্ম্মণি ভগবতঃ সাহায্যং প্রার্থয়াম — ইতি ভাবঃ। (২১অ - ১খ ৭সূ — ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! ভগবান্ ইন্দ্রদেবের যে বাহুদ্বয় দ্বারা রিপুগণের ভীষণ বল জয় করা হয়, সুদৃঢ় নিত্যতরুণ অপ্রতিহতবল সুমনোহর শত্রুকর্তৃক অসহনীয় প্রসিদ্ধ সেই বাহুদ্বয়কে তোমরা সংগ্রামকালে সর্ব্বাগ্রে যোজনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্ব্বকর্ম্মে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করি।) ॥ (২১অ—১খ—৭সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ, ইন্দ্রো দেবতা, বিরাট্‌জগতীচ্ছন্দঃ। 'ইন্দ্রস্য বাহূ' 'স্থবিরৌ' স্থিররূপৌ। অথবা স্থবিরৌ স্থূলৌ। 'যুবানৌ' জরয়া ন গ্রসিতৌ, 'অনাধৃষ্যৌ' ন কেনচিদ্ধৃষ্টৌ, 'সুপ্রতীকৌ' স্বাকৃতী হস্তি-করাকারৌ, 'অসহ্যৌ' ন কশ্চিৎ সোঢ়ুং শক্তৌ, 'তৌ যুঞ্জীত, প্রথমে যোগে আগতে' যোগে সংগ্রামে যত্র নিযুজ্যেতে বাহবঃ, 'যাভ্যাং' 'জিতং' 'অসুরাণাং' স্বভূতং 'সহঃ' বলং 'মহৎ'। (২১অ - ১খ ৭সূ - ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৮৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষকে অনবরতই বিরুদ্ধশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় এবং হইতেছে। সংগ্রাম ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই বিরুদ্ধশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া যিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তিনিই উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে যেমন এই কথা সত্য, ঠিক তেমনিভাবে পারমার্থিক জীবনেও সত্য, বরং ধর্ম্মজীবনে রিপুসংগ্রামে আরও তীব্রতর হয়। মানুষকে প্রতিপদে বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। নতুবা অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

কিন্তু ক্ষুদ্র মানবের কতটুকু শক্তি আছে যে, সে ভীষণ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তাহার দুর্ব্বল বাহু সামান্য ভারেই অবনত হইয়া পড়ে, তাই পরমশক্তিশালী ভগবানের বিশাল বাহুর আশ্রয়লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যেন শক্তিলাভের জন্য, রিপুজয়ের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হই, তদনুরূপ মনোবৃত্তি যেন আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় – ইহাই মন্ত্রের বিশেষ ভাব, সেই জন্যই সাধক, আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। অবশ্য বাহু বলিতে হাতদুখানিই বুঝাইতেছে না, বাহুর মালিক সেই পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু 'বাহু' দুইখানি কেমন? 'যাভ্যাং অসুরাণাং মহৎ সহঃ জিতং' যে বাহুদ্বয়ের দ্বারা অসুরগণের মহৎ বল জয় করা হয়, অর্থাৎ সেই বাহু শত্রুজয়ে সিদ্ধহস্ত। আমরাও শত্রুজয় চাই। তাই শত্রুর নাশকারী সেই পরমশক্তিশালী হস্তের আশ্রয় যেন গ্রহণ করিতে পারি ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (২১অ—১খ—৭সূ—৩সা)॥

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　　৩　২　৩　　　৩
মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণা ছাদয়ামি
৩　২　৩　　২　৩　২　৩　১　২
সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
৩　১র　২র　৩　　১　২　　　৩
উরোর্ব্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু
১　২　৩　　১　২　　৩　১　　২
জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব) 'বর্ম্মণা' (রক্ষাশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'মর্ম্মাণি' (মম মর্ম্মস্থানানি, প্রাণকেন্দ্রাণি ইত্যর্থঃ) 'ছাদয়ামি' (সমাচ্ছাদয়ামি); হে মম মনঃ। 'রাজা সোমঃ' (লোকাধিপতিঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অমৃতেন' 'অনুবস্তাং' (আচ্ছাদয়তু); 'বরুণঃ' (করুণাপরায়ণঃ দেবঃ) 'তে' (তব) 'উরোর্ব্বরীয়ঃ' (উরুতুল্যাৎ সুখাৎ, মহৎ সুখং ইত্যর্থঃ) 'কৃণোতু' (সম্পাদয়তু); 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'জয়ন্তং' (জয়েচ্ছুকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুমদন্তু' (অনুগৃহ্ণন্তু, পরিগৃহ্ণন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ উদ্ধারয়; অস্মভ্যং পরমসুখং চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—৪খ—৮সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার রক্ষাশক্তির দ্বারা আমার মর্ম্মস্থানসমূহ (অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রসমূহ) যেন সমাচ্ছাদিত করিতে পারি; হে আমার মন! লোকাধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব তোমাকে অমৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন; করুণাপরায়ণ দেব তোমার মহৎ সুখ সম্পাদন করুন; দেবভাবসমূহ জয়েচ্ছু তোমাকে আনন্দিত করুন—পরিগ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার করুন, এবং আমাদিগকে পরমসুখ প্রদান করুন।) ॥ (২১অ—১খ—৮সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ, পায়ুর্বা ভারদ্বাজঃ; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সোমো দেবতা বরুণশ্চ দেবতা। হে রাজন্! 'তে' ত্বদীয়ানি 'মর্ম্মাণি'। যেষু স্থানেষু বিদ্ধঃ সন্তো ম্রিয়তে, তানি মর্ম্মাণি) 'বর্ম্মণা' কবচেন ছাদয়ামি 'সোমঃ রাজা' 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' ছাদনানন্তরং 'অমৃতেন' 'বস্তাং' আচ্ছাদয়তু। 'বরুণঃ' অপি 'তে' তুভ্যং 'উরোর্বরীয়ঃ' উরু-তুল্যং সুখং 'কৃণোতু' করোতু। 'জয়ন্তং' 'ত্বা' ত্বাং 'দেবাঃ' সর্ব্বেঽপি 'অনু মদন্তু' অনুহৃষ্যন্তু ॥ (২১অ—১খ—৮সূ—১সা।) ॥

* * *

প্রথম (১৮৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্। ঋগ্বেদে উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—সোম বরুণ ও কবচ অর্থাৎ বর্ম্মদেবতা। তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে,—"তোমার মর্ম্মস্থানসমূহ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব; অনন্তর সোম রাজা তোমাকে অমৃত দ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ (সুখ) দান করুন; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই স্পষ্ট হইতেছে যে, কেহ যেন অন্য কাহারও শরীরে বর্ম্ম পরাইয়া দিতে দিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতেছি। প্রচলিত মতও এই ভাবের অনুকূল। একজন ব্যাখ্যাকার ঋগ্বেদীয় মূল সূক্তটীর টীকায় লিখিয়াছেন—"যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম্মাদি পরিধান করাইবার সময় এই সূক্তোক্ত ঋক্গুলি উচ্চারণ করিতে হয়। এই সূক্ত হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।" এই দিক হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ রাজার যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার অনুচর যেন তাঁহাকে বর্ম্ম পরাইতেছে এবং মন্ত্রপাঠ করিতেছে। পৌরাণিক সাহিত্যে আমরা এই ভাবই প্রতিফলিত দেখি।

কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের ধারণা, এখানে যে সর্প ও সর্পের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে জড় কোন সত্বর সংশ্রব নাই। ভগবানের যে পরম মঙ্গলশক্তি আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, যে শক্তির প্রভাবে আমরা রিপুসঙ্কুল এই জগতে বাঁচিয়া আছি, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইতেছি, তাহাকেই আমরা প্রকৃত বর্ম্ম-বলিয়া মনে করি। 'মর্ম্ম' বলিতে প্রাণ-কেন্দ্রকেই বুঝায়, যে শক্তিকেন্দ্রে আঘাত লাগিলে, যাহা বিনষ্ট হইলে, মানুষের মৃত্যু অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাদৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (২১শ—১খ—৮ম ১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অন্ধা অমিত্রা ভবতাশীর্ষাণোঽহয় ইব।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
তেষাং বো অগ্নিনুন্নানামিন্দ্রো হন্তু বরং বরম্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমিত্রাঃ' (হে রিপবঃ) 'অশীর্ষাণঃ অহয়ঃ ইব' (মস্তকহীনাঃ সর্পাঃ ইব, বিষশূন্যাঃ সর্পাঃ যথা অনিষ্টং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি, তদ্বৎ) যূয়ং 'অন্ধাঃ ভবত' (অনিষ্টকারিণঃ ভবেত, অনিষ্টং মা কুর্য্যাৎ, অনিষ্টং সাধয়িতুং অসমর্থাঃ ভবেত); 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'তেষাং' (প্রসিদ্ধানাং, দুর্দ্ধর্ষাণাং যুষ্মাকং) 'অগ্নিনুন্নানাং' (অগ্নিবৎদাহকারিণাং) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বরং বরং' (শ্রেষ্ঠান্, নেতৃস্থানীয়ান সর্ব্বান) 'হন্তু' (বিনাশয়তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং সর্ব্বে রিপবঃ বিনষ্টাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২০শ-১খ ৮ম ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে রিপুগণ! বিষশূন্য সর্প যেমন অনিষ্ট করিতে পারে না সেইরূপ-ভাবে তোমরা অনিষ্ট সাধন করিতে অসমর্থ হও; ভগবান্ ইন্দ্রদেব দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিবৎদাহকারী তোমাদের নেতৃস্থানীয় সকলকে বিনাশ করুন (মন্ত্রটী

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের সকল রিপু বিনষ্ট হউক।)॥ (২১অ—১খ—৮সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, চন্দ্রো দেবতা। হে 'অমিত্রাঃ' শত্রবঃ। যূয়ং 'অন্ধাভবত'। কীদৃশা অন্ধাঃ? 'অশীর্ষাণঃ অহয় ইব' যথা সর্পাঃ শীর্ষচ্ছিন্না, অকিঞ্চিৎকরাঃ ভবন্তি তথা ভবত। 'তেষাং' 'বঃ' 'অগ্নিনুন্নানাং' অগ্নি-দগ্ধানাং শত্রূণাং 'ইন্দ্রঃ হন্তু বরং বরং' যো যো বরিষ্ঠস্তং তং হন্তু নাশয়তু। (২১অ—১খ—৮সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব—আমরা যেন রিপুবিনাশে সমর্থ হই, ভগবানের কৃপায় যেন আমাদের শত্রুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভাবই একটা অভিনব উপায়ে প্রকাশিত করা হইয়াছে। মন্ত্রে রিপুকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহার ভাব—রিপুগণ শক্তিহীন হউক, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক; অর্থাৎ শত্রুদিগকে যেন অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে—তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা শক্তিহীন হও। কিরূপ শক্তিহীন? মস্তকহীন সর্পের মত, অর্থাৎ বিষহীন সর্প যেমন মানবের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপভাবে শক্তিহীন রিপুকুলও মানবের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এই উপমাতে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম বিষয়—মস্তকহীন; মস্তক না থাকিলে কোন প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং মস্তকহীন বলায় একদিকে প্রকারান্তরে প্রাণহীন বলা হইয়াছে। অবশ্য বহির্জগতের দিক হইতে বিষের মধ্যেই, সর্পের সর্পত্ব, সুতরাং প্রাণহীন ও বিষহীন একার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উপমাতে সর্পের সহিত রিপুগণের তুলনা করা হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রিপুগণ সর্পের ন্যায়ই ক্রূর, সর্পের ন্যায়ই সাঙ্ঘাতিক জীব, সর্পের ন্যায়ই প্রাণসংহারক; বরং সর্প এই জড় দেহ নষ্ট করে, রিপুগণ মানুষের আত্মাকে নষ্ট করে। সুতরাং এই উপমা অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্যান্য অংশ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যা তুলনা করিবার জন্য নিম্নে ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল; যথা,—"হে শত্রুওঁ! তুম শির কটেহুএ সর্পোকী সমান অন্ধে হোজাও উন অগ্নিকে ভস্মীভূত কিয়েহুএ তুম শত্রুওঁমেঁসে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠকো ইন্দ্র নষ্ট করৈ"। (২১অ—১খ—৮সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যো নঃ স্বোঽরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাꣳসতি।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
দেবাস্তꣳ সর্ব্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম
১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
মমান্তরꣳ শর্ম্ম বর্ম্ম মমান্তরম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন! 'যঃ স্বঃ' (আত্মীয়বৎ প্রতীয়মানঃ যঃ জনঃ) 'অরণঃ' (শত্রুঃ) ভবতি 'চ' (তথা) 'নিষ্ট্যঃ' (তিরোভূতঃ, অন্তরস্থিত) 'যঃ' (যঃ রিপুঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'জিঘাংসতি' (হিংসতি, বিনাশয়িতুং ইচ্ছতি) 'সর্ব্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'তং' (তং অন্তঃশত্রুং) 'ধূর্ব্বন্তু' (বিনাশয়ন্তু); 'ব্রহ্ম' (পরমব্রহ্ম যদ্বা প্রার্থনা) 'মম' 'অন্তরং' (অস্ত্রপ্রতিষেধকং, রিপুবারকং ইত্যর্থঃ) 'বর্ম্ম' (রক্ষাকবচং) ভবতু ইতি শেষঃ; 'শর্ম্ম' (পরমকল্যাণং) এব 'মম' 'অন্তরং' (রিপুবারকং) 'বর্ম্ম' (রক্ষাকবচং) ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন্ বিনাশয়তু; সঃ হি অস্মাকং রক্ষকঃ ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ—১খ—৮সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আত্মীয়বৎপ্রতীয়মান যে জন শত্রু হয়, এবং অন্তরস্থিত যে রিপু আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে সকল দেবভাব সেই অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন; পরমব্রহ্ম (অথবা প্রার্থনা) আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হউন, পরমকল্যাণই আমার রিপুবারক রক্ষাকবচ হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের সর্ব্ব রিপুকে বিনাশ করুন; তিনিই আমাদের রক্ষক হউন।)। (২১অ—১খ—৮সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ, পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ, বিশ্বেদেবা দেবতাঃ। 'যঃ' 'স্বঃ' জ্ঞাতিঃ 'অরণঃ' অরমমাণঃ 'যশ্চ' 'নিষ্ট্যঃ' তিরোভূতঃ দূরেস্থিতঃ 'নঃ' অস্মান্ 'জিঘাংসতি' হন্তুমিচ্ছতি 'তং'

'দেবাঃ সর্ব্বে' 'ধূর্ব্বন্তু' হিংসন্তু। 'ব্রহ্ম' মন্ত্রঃ 'মম অন্তরং' শরাণাং নিবারকং 'বর্ম্ম' বিদ্যতে 'শর্ম্মবর্ম্ম' সম্বরণভূতঃ 'মম অন্তরং' অস্তু। (২১অ—১খ—৮সূ—৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১৮৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরাও প্রথমে মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি; যথা,—"যে জ্ঞাতি আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন, মন্ত্রই আমার (শর) নিবারক বর্ম্ম।" মন্ত্রান্তর্গত 'স্বঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'জ্ঞাতি'; তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ করা হইয়াছে—যে সকল জ্ঞাতি আমাদের শত্রু, কিন্তু 'স্বঃ' পদে আমাদের আপাতঃমধুর পাপ-প্রলোভনে মুগ্ধকারী রিপুদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাহারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম রিপু। তাহারা আত্মীয়তার বাহ্যাড়ম্বরে আমাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া পরে ছুরিকাঘাতে হৃৎপিণ্ড ছেদন করে। মায়া ও মোহের অনুচর এই ভীষণ রিপুগণের কথাই 'স্বঃ' পদে বলা হইয়াছে।

তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে 'নিষ্টাঃ' পদের অর্থ আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতেছে। 'নিষ্টাঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—'তিরোভূতঃ' অর্থাৎ লুক্কায়িত। তাহাদের স্বরূপ অবস্থা গোপন করিয়া অন্য অবস্থায় প্রকাশিত। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকিয়া আমাদের বন্ধুরূপেই তাহারা দেখা দেয়, এবং আমাদিগকে বিপথগামী করে। যাহাতে সেই সকল ভীষণ রিপু নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মন্ত্রে তাহার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (২১অ—১খ ৮সূ—৩সা)॥ *

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। নবমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ

২৩২৩ ১ ২ ৩ ১২

পরাবত আ জগন্থা পরস্যাঃ।

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

সৃকত্ত্ সত্ত্শায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং

২র ৩ ১র ২র

বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (ভগবন্ হে ইন্দ্রদেব !) ত্বং 'কুচরঃ' (কুৎসিতচরণঃ, তীক্ষ্ণায়ুধচরণঃ) 'গিরিষ্ঠাঃ' (পর্ব্বতনিবাসী, কঠোরস্বভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'মৃগঃ ন ভীমঃ' (সিংহঃ ইব ভয়ঙ্করঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; 'পরস্যাঃ পরাবতঃ' (দূরাৎ অপি দূরতরাৎ, দূরতমপ্রদেশাৎ, দ্যুলোকাৎ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'আ জগন্থ' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয়) ; আগত্য 'সৃকং' (সরণশীলং, সর্ব্বত্রগমনশীলং) 'তিগ্মং' (তীক্ষ্ণং) 'পবিং' (বজ্রং, রক্ষাস্ত্রং ইত্যর্থঃ) 'সংশায়' (সম্যক্ তীক্ষ্ণীকৃত্য, রিপুনাশোপযুক্তং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) তেন অস্ত্রেণ 'শত্রূন্' (রিপূন্) 'বিতাঢ়ি' (বিশেষেণ তাড়য়, বিনাশয় ইত্যর্থঃ) ; 'মৃধঃ' (অস্মাকং শত্রূন্) 'বি নুদস্ব' (বিশেষেণ তিরস্কুরু, সম্যক্ পরাজয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু ; সঃ পরমদয়ালঃ দেবঃ অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২১অ-১খ-৯সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবন্ হে ইন্দ্রদেব ! আপনি তীক্ষ্ণায়ুধচরণ কঠোরস্বভাব সিংহতুল্য ভয়ঙ্কর হয়েন ; দ্যুলোক হইতে আপনি আগমন করুন, আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; আগমন করিয়া সর্ব্বত্রগমনশীল তীক্ষ্ণ রক্ষাস্ত্রকে রিপুনাশোপযুক্ত করিয়া, সেই অস্ত্রের দ্বারা রিপুগণকে বিশেষরূপে বিনাশ করুন ; আমাদের শত্রুসমূহকে সম্যক্‌রূপে পরাজয় করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন ; সেই পরমদয়াল দেব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন)॥ (২১অ—১খ—৯সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ, ঐন্দ্রাবারুণঃ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা। 'কুচরঃ' কুৎসিতচরণঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' পর্ব্বত-নিবাসী 'মৃগঃ ন' সিংহ ইব। হে ইন্দ্র ! ত্বং 'ভীমঃ' ভয়ঙ্করঃ অসি। স ত্বং 'পরস্যাঃ' পরাবতঃ অতিশয়েন দূরাৎ দ্যুলোকাৎ 'আ জগন্থ' আগচ্ছ। গমেশ্ছান্দসে লিটি (৩।২।১০৫) ক্রাদি-নিয়ম-প্রাপ্তস্যেটঃ (৭।২।১৩) উপদেশেঽত্বতঃ (৭২৬২)-ইতি প্রতিষেধঃ। আগত্য চ 'সৃকং' সরণশীলং 'তিগ্মং' তীক্ষ্ণং 'পবিং' বজ্রং সংশায় সম্যক্ তীক্ষ্ণীকৃত্য 'শত্রূন্' অস্মদীয়ান্ বৈরিণঃ হে ইন্দ্র ! 'তে' তব বজ্রেণ 'বি তাঢ়ি' বিশেষেণ তাড়য়াতি নাশয়তীত্যর্থঃ। তড় আঘাতে (চু॰ প॰) অস্মাণ্যন্তাল্লোটি রূপমেতৎ। তথা 'মৃধঃ' সংগ্রামোদ্যুক্তান্ যুযুৎসূন্ অস্মানপি 'বি নুদস্ব' বিশেষেণ প্রেরয় তিরস্কুরু। ১॥

* * *

প্রথম (১৮৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম অংশে পাপনাশের জন্য ভগবান্ যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন একটী উপমার দ্বারা তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপমা—'কুচরঃ গিরিষ্ঠাঃ মৃগঃ ন ভীমঃ'—পর্ব্বতচারী ভীষণ দুর্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর তিনি। 'কুচরঃ' পদের অর্থ কুৎসিৎচরণ, অর্থাৎ যাহার পদ তীক্ষ্ণ নখরাদির জন্য কুৎসিৎ হইয়াছে। অথবা কুৎসিৎ ব্যবহার হয় বলিয়া পদকে 'কুচরঃ' বলা যায়। কারণ, পায়ের কার্য্য গমনাগমন; কিন্তু তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত পায়ের দ্বারা যখন আক্রমণ করা যায় তখন পদের কার্য্যের বিসদৃশ ব্যবহার হয়। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ পদের দ্বারা আক্রমণ আত্মরক্ষা প্রভৃতিও করে, তাই তাহাদিগকে 'কুচরঃ' বলা হয়। 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, যাহারা পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা কঠোরস্বভাব হয়; অধিকন্তু পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত ভগবানের কঠোরতার তুলনা করাও 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অন্য উদ্দেশ্য। সাধারণ হিংস্র জীবগণ পর্ব্বতবাসী হইলে তাহাদের স্বভাবজাত দুর্দ্দান্তভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। উপরোক্ত উপমা দ্বারা ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, করুণানিধান ভগবান্ নিখিলরিপুনাশের জন্য ভীষণাদপি ভীষণরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর ভাব পরিগ্রহণ করেন। কারণ তখন ধ্বংসই সৃষ্টির নামান্তর। পাপের বিনাশেই পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই প্রলয়ে সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় একসঙ্গেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে এবং বিশ্বরক্ষার জন্যই ধ্বংসের প্রয়োজন হয়।

গীতার একটী শ্লোকে এই ভাবটী আরও পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। যখন দুষ্কৃতগণের ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয় তখন রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করেন। এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার সেই ভাবই পরিস্ফুট হইতেছে।

ভগবানের এই ধ্বংসশক্তির পরিচয় দিয়াই মন্ত্র বলিতেছেন—"হে দয়াল প্রভু, আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। আমরা শত্রুকুল পরিবেষ্টিত, আমাদিগকে রক্ষা করুন, আপনার ভীষণ অস্ত্র ভীষণতর করুন, আমাদের রিপুকুলকে বিতাড়িত করুন।"

মন্ত্রের প্রথম অংশের নিত্যসত্যের সহিত শেষাংশের প্রার্থনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। প্রথম অংশে যে সত্য প্রকটিত হইয়াছে, সেই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (২১অ—১খ—৯সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টাশীত্যধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রটী অন্যান্য বেদেও পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—শুক্ল যজুর্ব্বেদের, অষ্টাদশ অধ্যায়ের একসপ্ততি কণ্ডিকা; অথর্ব্ববেদ সংহিতার ৭।৮৪।৩ মন্ত্র।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। নবমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ক
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
২র ৩ ১ ২ ২ ১ ২র
র্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণোপেতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, হে দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) যুষ্মৎপ্রসাদাৎ 'কর্ণেভিঃ' (অস্মদীয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ) 'ভদ্রং' (ভজনীয়ং কল্যাণবচনং, ভগবন্মহিমানং, ভগবৎকথাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুয়াম' (শ্রোতুং সমর্থাঃ স্যাম) ; দেবভাবপ্রভাবেন অস্মাকং শ্রোত্রঃ সদৈব ভগবৎকথামৃতশ্রবণপরঃ ভবতু ইতি আকাঙ্ক্ষা ; 'যজত্রাঃ' (হে যজনীয়াঃ আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ অনুসরণীয়াঃ বা দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যুষ্মৎপ্রসাদাৎ 'অক্ষভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) 'ভদ্রং' (সুশোভনং—ভগবদ্রূপং) 'পশ্যেম' (দ্রষ্টুং সমর্থাঃ স্যাম) ; দেবস্ব-প্রভাবেন অস্মাকং চক্ষুঃ সদৈব শোভনভগবন্মূর্ত্তিদর্শনসমর্থঃ ভবতু ইতি আকাঙ্ক্ষা। অপিচ, হে দেবাঃ! যুষ্মৎপ্রসাদাৎ 'স্থিরৈঃ' (অচঞ্চলৈঃ, ভগবৎপরায়ণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'অঙ্গৈঃ' (হস্তপাদাদিভিঃ বহিরবয়বৈঃ, স্থূলদেহৈঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'তনূভিঃ' (শরীরৈঃ—অন্তরাদিসমন্বিতৈঃ, আভ্যন্তরীদেহৈঃ, সূক্ষ্মশরীরৈঃ ইত্যর্থঃ) যুক্তাঃ সন্তঃ বয়ং 'তুষ্টুবাংসঃ' (ভগবন্তং স্তবন্তঃ, দেবভাবান্ অনুসরন্তঃ) 'দেবহিতং' (দেবকার্য্যে রতং, ভগবতি উৎসৃষ্টকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (শ্রেষ্ঠং, অভিলষিতং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'ব্যশেমহি' (প্রাপ্নুয়াম) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ! যুষ্মাকমনুকম্পয়া অস্মাকং জীবনং ভগবৎপরায়ণং ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতকর্ম্মপরং ভবতু—ইতি আকাঙ্ক্ষা। (২১অ—১খ—৯সূ - ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট সকল দেবগণ অর্থাৎ হে দেবভাবসমূহ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের কর্ণসমূহের দ্বারা আমরা যেন ভজনীয় কল্যাণবচন অর্থাৎ ভগবন্মহিমা শ্রবণ করিতে সমর্থ হই;

(আকাঙ্ক্ষা এই যে,—দেবভাবপ্রভাবে আমাদিগের শ্রোত্র সদাকাল যেন ভগবৎকথামৃত শ্রবণপরায়ণ হয়); যজনীয় আকাঙ্ক্ষণীয় অনুসরণীয় হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের চক্ষুসমূহের দ্বারা আমরা যেন সুশোভন ভগবানের রূপ দেখিতে সমর্থ হই; (আকাঙ্ক্ষা এই যে,—দেবত্বপ্রভাবে আমাদিগের চক্ষু সদাকাল শোভন ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হউক)। আর, হে দেবগণ! আপনাদিগের প্রসাদে আমাদিগের অচঞ্চল অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হস্তপাদাদিবহিরবয়ব-সমূহের দ্বারা (স্থূলদেহের দ্বারা) এবং অন্তরাদিসমন্বিত আভ্যন্তরীণ শরীরের দ্বারা (সূক্ষ্মদেহের দ্বারা) যুক্ত হইয়া, আমরা ভগবানের স্তব করিতে করিতে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের অনুসরণ করিতে করিতে, দেব-কর্ম্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উৎসৃষ্টকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অভিলষিত জীবন যেন প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আপনাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের জীবন ভগবৎ-পরায়ণ ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতকর্ম্মপর হউক—এই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (২১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সুপ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ রাহুগণো গৌতমো বা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, বিশ্বেদেবা দেবতাঃ। হে দেবাঃ! দানাদি-গুণ-যুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'কর্ণেভিঃ' অস্মদীয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ 'ভদ্রং' ভজনীয়ং কল্যাণং বচনং শৃণুয়াম যুষ্মৎপ্রসাদাৎ শ্রোতুং সমর্থাঃ স্যাম; অস্মাকং বাধির্য্যং কদাচিদপি মাভূৎ। 'হে যজত্রাঃ' যাগেষু চরুপুরোডাশাদিভিঃ যষ্টব্যাঃ দেবাঃ 'অক্ষভিঃ' অক্ষিভিঃ আত্মীয়ৈশ্চক্ষুর্ভিঃ 'ভদ্রং' শোভনং 'পশ্যেম' দ্রষ্টুং সমর্থাঃ স্যাম; অস্মাকং দৃষ্টিপ্রতিঘাতোঽপি মাভূৎ। 'স্থিরৈঃ' দৃঢ়ৈঃ 'অঙ্গৈঃ' হস্তপাদাদিভিঃ অবয়বৈঃ 'তনূভিঃ' শরীরৈশ্চ যুক্তা বয়ং 'তুষ্টুবাংসঃ' যুষ্মান্ স্তুবন্তঃ 'যদায়ুঃ' ষোড়শাধিক-শত-প্রমাণং বিংশত্যধিক-শত-প্রমাণং বা 'দেবহিতং' দেবেন প্রজাপতিনা স্থাপিতং তৎ 'ব্যশেমহি' প্রাপ্নুয়াম। কর্ণেভিঃ—বহুলং ছন্দসি (৭।১।১০) ইতি ভিসঐস্ভাবঃ। অক্ষভিঃ—ছন্দস্যপি দৃশ্যতে (৭।১।৭৬) ইত্যনঙ্ উদাত্তঃ। যজত্রা—অমনক্ষি (উ০ ৩।১০৫)—ইত্যাদিনা যজেরত্রন্ প্রত্যয়ঃ। তুষ্টুবাংসঃ—ষ্টুঞ্ স্তুতৌ (অদা০ প০), লিটঃ ক্বসুঃ (৩২।১০৭), শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ (৭।৪।৬১) ইতি তকারঃ শিষ্যতে। ব্যশেমহি—অশূ ব্যাপ্তৌ (স্বা০ আ০), লিঙ্যাশিষ্যঙ্ (৩।১।৮৬), যদি তু তত্র পরিগণনমস্তব্যাপ্ত্যর্থং তদানীং লিঙি বাহুলেন শপ্ (৩।১।৮৫)। দেবহিতং তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮)—ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (২১অ ১খ-৯সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৮৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি ভাষ্যাদির সহিত কোন কোন স্থলে আমাদিগের ব্যাখ্যায় একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে জটিলতা অপসৃত হইবে।

মন্ত্রে 'যৎ' ও 'আয়ুঃ' পদদ্বয় আছে। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে,—যে আয়ুঃ দেবগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই কথা এখানে বলা হইয়াছে। ভাষ্যের মত এই যে, দেবগণ মানুষের জন্য ১১৬ বৎসর বা ১২০ বৎসর পরমায়ুঃ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, এবং প্রার্থনাকারী সেই আয়ুঃ পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। এ পক্ষে 'দেবহিতং' পদে 'দেবগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, 'দেবহিতং যৎ আয়ুঃ' এই পদত্রয়ের ভাব অন্যরূপ। এখানে 'যৎ' পদে 'সেই শ্রেষ্ঠ অভিলষিত' অর্থ আসে। যে আয়ুঃ বা যে জীবন আকাঙ্ক্ষণীয়, এবং যে আয়ুঃ 'দেবহিতং' অর্থাৎ দেবতার কার্য্যে বিহিত ভগবানের কর্ম্মে বিনিযুক্ত, এখানে সেই আয়ুর কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

পর পর প্রার্থনার ভাব অনুধাবন করিলে, এই অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—দেবগণের কৃপায় আমরা যেন সেই কর্ণসকল প্রাপ্ত হই—যে কর্ণ-সমূহের দ্বারা 'ভদ্রং' অর্থাৎ মঙ্গলবচন ভগবৎকথা শুনিতে সামর্থ্য পাই। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—সেই চক্ষুঃসকল যেন আমরা প্রাপ্ত হই—যে চক্ষুঃসকলের দ্বারা 'ভদ্রং' অর্থাৎ শোভন ভগবানের রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য আসে। কর্ণের ও চক্ষুর বিষয় বলিতে বলিতে, ক্রমে সকল অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাহির ও অন্তর ভেদে দুই প্রকার অঙ্গের পরিকল্পনা করা যায়। প্রথমে তাই 'অঙ্গৈঃ' বলিয়াই পরে 'তনূভিঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। একের ভাব—বহিরঙ্গ, অন্যের ভাব—অন্তরঙ্গ। 'স্থিরৈঃ' পদে 'অবিচলিত একাগ্র' ভাব আসে। আমাদিগের দেহ-মনঃ-প্রাণ সমস্ত অবিচলিত-ভাবে ভগবানের সেবায় ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত হউক, "স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তনূভিঃ" পদত্রয়ে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল সমন্বিত "দেবহিতং যৎ আয়ুঃ" মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই কামনা করা হইয়াছে। ফলতঃ, চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি বহিরঙ্গ-সকল ও চিত্তাদি অন্তরঙ্গসমূহ ভগবৎকার্য্যে বিনিহিত হউক—এমন জীবন আমরাও যেন প্রাপ্ত হই;—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

যেন তাঁরই কথা শুনি, যেন তাঁরই রূপ দেখি, যেন তাঁরই কার্য্যে দেহ-মন সমর্পণ করিতে পারি,—আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগের সেইরূপ জীবন প্রস্ফুট হউক। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ। (২১অ—১খ—৯প্র—২সা)।*

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উননবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। নবমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃদ্ধশ্রবাঃ' (প্রভূতমঙ্গলনিলয়ঃ, প্রকৃষ্টধনোপেতঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সু অস্তি, সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতু); বিশ্ববেদাঃ (সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ, সর্ব্বধনাধিকারী) 'পূষা' (পোষকঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতু); 'তার্ক্ষ্যঃ' (সৎপথিগমনশীলঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ বা) 'অরিষ্টনেমিঃ' (অপ্রতিহতঃ অহিংসিতঃ অবিনাশী কালচক্রঃ, অবাধজীবনগতিঃ, অনন্তজীবনবিশিষ্টঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তি' (সুখকরঃ মঙ্গলপ্রদ ভবতু); 'বৃহস্পতিঃ' (দেবানাং পালয়িতা, প্রজ্ঞানরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'দধাতু' (ধারয়তু, রক্ষতু)। অয়ং ভাবঃ— সর্ব্বাসাং দেবতানাং রক্ষণং অস্মান প্রাপ্নোতু; জ্ঞানপ্রভাবেণ বয়ং তৎরক্ষণং প্রাপ্নুয়াম। (২১অ - ১খ—৯সূ—৩সা।)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতমঙ্গলনিলয় (প্রকৃষ্টধনোপেত) ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হউন; সর্ব্বজ্ঞানাধার (সকল ধনের অধিকারী) পোষক পূষাদেব আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হউন; সৎপথে গমনশীল বা

জ্যোতির্ম্ময়, অপ্রতিহত অহিংসিত অবিনাশী কালচক্র অথবা অবাধজীবন-গতি অর্থাৎ অনন্তজীবনবিশিষ্ট অরিষ্টনেমি দেবতা আমাদিগের সুখকর মঙ্গলপ্রদ হউন; দেবগণের পালয়িতা প্রজ্ঞানরূপ বৃহস্পতিদেব আমাদিগকে ধারণ করুন—রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—সকল দেবতার রক্ষা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; জ্ঞানপ্রভাবে আমরা যেন দেহ রক্ষা প্রাপ্ত হই।)॥ (২১অ—১খ—৯সূ—৩সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্রতিরথঋষিঃ রাহূগণো গৌতমো বা, স্বরাট্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, বিশ্বেদেবা দেবতাঃ॥ 'বৃদ্ধশ্রবাঃ'। 'বৃদ্ধং' প্রভূতং 'শ্রবঃ' শ্রবণং স্তোত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা যস্য তাদৃশঃ। 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং। স্বস্তীত্যাবনাশ-নাম। 'স্বস্তি' অবিনাশং 'দধাতু' বিদধাতু। 'বিশ্ববেদাঃ' বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ যদ্বা, বিশ্বানি সর্ব্ববেদাংসি জ্ঞানানি ধনানি বা যস্য তাদৃশঃ। 'পূষা' পোষকো দেবঃ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' বিদধাতু। 'অরিষ্টনেমিঃ' নেমিরত্যায়ুধনাম (নিঘ০ ২।২০।২) অরিষ্টো অহিংসিতো নেমির্যস্য; যদ্বা, রথচক্রস্য ধারা নেমিঃ, যং সর্ব্বদ্বিনো রথনেমির্ন হিংস্যতে সোঽরিষ্টনেমিঃ এবম্ভূতঃ। 'তার্ক্ষ্যঃ' তৃক্ষস্য পুত্রঃ গরুত্মান্ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' অবিনাশং বিদধাতু। তথা 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং পতিঃ পালয়িতা, 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' 'অবিনাশং' বিদধাতু। বৃদ্ধশ্রবাঃ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১)। বিশ্ববেদাঃ বিদ জ্ঞানে (অদা০ প০), বিদ্লৃ লাভে (তু০ উ০), অত্যাসুন প্রত্যয়ান্তো বেদস্-শব্দঃ বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং (৬।২।১০৬)—ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। তার্ক্ষ্যঃ তৃক্ষস্যাপত্যং গর্গাদিভ্যো যঞ্ (৪।১।১০৫) ঞিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৯৭)। অরিষ্টনেমিঃ—ন রিষ্টা অরিষ্টা, অব্যয় পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।২) অরিষ্টা নেমির্যস্য স তথোক্তঃ। বৃহস্পতিঃ—তদ্বৃহতোঃ করপত্যোঃ (৬।১।১৫৭ বা০) ইতি সুট্-তলোপৌ উভে বনস্পত্যাদিষু (৬।২।১৪০)—ইতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। (২১অ—১খ—৯সূ—৩সা)॥

ইতি উত্তরগ্রন্থস্যৈকবিংশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

• . •

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

• . •

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক শ্রীবীর-বুক্ক ভূপাল সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

• . •

তৃতীয় (১৮৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ, ক্রিয়াপদ বিষয়ে আমরা মতান্তর পোষণ করি। ভাষ্যে 'স্বস্তি'-পদকে কর্ম্মপদ-রূপে গ্রহণপূর্ব্বক 'দধাতু' ক্রিয়াপদকে চারিটি কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ স্বস্তি পদকে 'সু' ও 'অস্তি' শব্দদ্বয়ের সংযোগ বলিয়া মনে করি। 'সু' পদে শুভকর মঙ্গলপ্রদ অর্থ আমনন করা যায়; 'অস্তি' ক্রিয়াপদে 'ভব' অর্থে সঙ্গতি দেখি। অপিচ, ঐ 'অস্তি' পদের প্রতিবাক্যে লোটের পদ গ্রহণ করিলে, প্রার্থনাপক্ষে ভাব বেশ পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা তাই স্বস্তি-পদের প্রতিবাক্যে 'শুভকরঃ মঙ্গলপ্রদঃ ভবতু' প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিয়াছি। ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে একটি বিশেষ যুক্তি আছে। মন্ত্রে তিনটি 'স্বস্তি' পদ দৃষ্ট হয়; এবং একটি 'দধাতু' পদ আছে। আর মন্ত্রের মধ্যে চারিটি কর্ত্তৃপদ দেখিতে পাই। তাহাতেই বুঝা যায়, তিনটী 'স্বস্তি' ও একটি 'দধাতু' এই চারিটি পদ ঐ চারিটি কর্ত্তৃপদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

অতঃপর দেবগণের সম্বন্ধে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছি। 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' পদ ভগবান ইন্দ্রদেবের বিশেষণ-মধ্যে পরিগণিত। ভাষ্যে প্রকাশ — প্রভূত স্তোত্র বা হবিঃ ইন্দ্রদেব প্রাপ্ত হন বলিয়া তিনি 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে আরও বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। 'শ্রবস্' শব্দে মঙ্গল বুঝায়—ধন বুঝায়। প্রভূত প্রকৃষ্ট মঙ্গল বা ধন যাঁহাতে আছে, তিনিই 'বৃদ্ধশ্রবাঃ'। আমরা মনে করি—এই অর্থই সঙ্গত। এইরূপ 'বিশ্ববেদাঃ' পদে 'সকল-ধনের অধিকারী বা সকল জ্ঞানের আধার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। যিনি পোষণকারী পুষ্টিবিধায়ক দেবতা, তাঁহাতে যে সকল জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জ্ঞানের দ্বারা, সেই ধনের দ্বারা তিনি মনুষ্যকে পরিপুষ্ট করেন; তাই তিনি 'পূষা' অর্থাৎ পোষণকারী দেবতা। 'তার্ক্ষ্যঃ' ও 'অরিষ্টনেমিঃ' পদদ্বয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিগ্রহণ করি। 'তার্ক্ষ্যঃ' পদে ভাষ্যে তৃক্ষের পুত্র গরুত্মান অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অর্থ যে সঙ্গত, তাহা মনে হয় না। পরন্তু ভাষ্যানুসারে 'অরিষ্টনেমিঃ' পদ ঐ তার্ক্ষ্যের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'রথের চক্রধারাযুক্ত গরুড়'। বিষ্ণুর বাহন গরুড়,—তিনি যেন রথরূপে (রথচক্ররূপে) বিদ্যমান থাকিয়া বিষ্ণুকে বহন করেন। এইরূপ একটা কুহেলিকাপূর্ণ ভাব লইয়া ভাষ্যানুসারে ঐ দুই পদ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু আমরাও বলি, এখানে গত্যর্থক তৃক্ষ্ ধাতু হইতে 'তার্ক্ষ্যঃ' পদ ব্যুৎপন্ন। তাহাতে ঐ পদে 'সংপথে গমনশীল বা জ্যোতির্ম্ময়' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'অরিষ্টনেমিঃ' পদে 'অহিংসিত অপ্রতিহত অবিনাশী কালচক্র' অর্থ প্রাপ্ত হই। তাহাতে অনাদি জীবনগতি বা অনন্তজীবন যাঁহার, তিনিই 'অরিষ্টনেমিঃ' পদে অভিহিত হয়েন। এইরূপ 'বৃহস্পতি' পদে দেবগণের পালয়িতা অর্থাৎ দেবভাবের প্রবর্দ্ধক প্রজ্ঞান-রূপ দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। ফলতঃ, ভগবানের চতুর্ব্বিধ

বিভূতিকে সম্বোধন করিয়া আত্মরক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে—ইহাই এখানে প্রতিপন্ন হয়।

তিনি আদিদেব। সৃষ্টির আদিকালে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ। তাঁহা হইতেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি সকলের আদিভূত, তিনি পুরাণ—তিনি অনাদি। তিনি অজর অমর ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত। তিনি সকল জ্ঞানের—সকল শক্তির আধার। তিনি 'বিশ্ববেদাঃ'—সকল প্রজ্ঞানের আধার। তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমায় দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবেন। তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর;—একৈকশরণভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হও। তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে—তাহা হইলেই পরাগতিলাভে সমর্থ হইবে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অতএব, একমাত্র তাঁহারই শরণ লও তোমায় আর গত্যাগতির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।" (২১অ ১খ ৯সূ—৩সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊননবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

—•—

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বৰ্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ। পরিশিষ্টানি।

২ˢ র র র ১ ২র

১॥ বাশিষ্ঠঃ ককুবুত্তরাবৃহতীন্দ্রঃ॥ রথন্তরম্। অভিত্বাশূরনোনুমোবা। আদুগ্ধা-

র রর ১ ১ ১ র২১ ৪

ইবধেনবঈশানমস্যজগতঃ। সুবা ২ ৩ দৃশম্। আয়িশানমা ২ ৩ য়িন্দ্রা ৩।

র র৫ ৫ ২র১ ২ র রর

সুস্থু ২ ৩ ৪ ষা। ওবা ৬। হাউবা॥ ঈশোবা। নামিন্দ্রস্থুষোনত্বাবা৺-

র ১ ২ ১র২র১ ৪ ১

অন্যোদিব্যঃ। নপা ২ ৩ র্থিবাঃ। নজাতোনা ২ ৩ জা ৩। নায়িষ্যা ২ ৩ ৪

র র৫ ৫ ২১ ২ র র র ১

ভা। ওবা ৬। হাউবা॥ নজোবা। তোনজনিষ্যতেঅশ্বায়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবা ২ ৩

২ ১২১ ৪ ১ র ১৫ ৫

জিনাঃ। গব্যান্তস্থা ২ ৩ হা ৩। বামা ২ ৩ ৪ হা। ওবাই। হাউবা॥

* * *

২ˢ র র ১ র২

২। বশিষ্ঠঃ ককুবুত্তরাবৃহত্যগ্নিঃ॥ রথন্তরম্॥ আয়িনাবো অগ্নিমমনোবা। উর্জ্জোন-

র র র র ১ ২ ১ ২১ ৪

পাতমাহুবেগ্নিমগ্নেভিষ্ঠমরতিম্। সুবা ২ ৩ ধ্বারাম্। বায়িশ্বস্যদূ ২ ৩ তা ৩ ম।

১ র র৫ ৫ ২১ র২ র র

আমা ২ ৩ ৪ র্ত্তাম্। ওবা ৬। হাউবা। বিশোবা। স্যাদুতমমৃত৺ সয়োজতে-

১ র ১ ২ ১২১ ৪ ১ র

অরুষাবি। শ্বস্তা ২ ৩ জনা। দাহুত্রবা ২ ৩ ৎ দ ৩। আহু ২ ৩ ৪ ত্তা।

র র ১ ২ ১ ২ র র র ১
ওবা ৬। হাউবা॥ সদোবা। দ্রাবংস্থবা হুতসুম্বব্রহ্মাম্বজ্জসুম্বশমী। বস্থ ২ ৩

২ ২ ২র ১ ৪ ১ র র৫ ৫
নাপ। দায়িবভ্রাধো ২ ৩ আ। ৩। না ২ ৩ ৪ নাম্। ওবা ৬। হাউবা॥

* * *

২র র ১ ২র র
৩॥ বশিষ্ঠঃককুবুত্তরাবৃহত্যৌ॥ রথন্তরম্॥ প্রাত্বাপদর্শায়িতোবা। উচ্ছন্তীদুহিতা-

র র র র ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১
দিবোঅপোমহীবৃণুতেচ। ক্ষুষা ২ ৩ তমাঃ। জ্যোতিষ্কৃণো ২ ৩ তী ৩। সূনা

র র ১ ৫ ২র ১ র ২ র র র
২ ৩ ৪ রী। ওবা ৬। হাউবা॥ জ্যোতোবা। কার্ণীতসূনরীউষ্প্রিয়াস্-

র র ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১ র
সৃঙ্গতেস্ব। রিয়া ২ ৩ দ্সচা। উস্তন্নক্ষা ২ ৩ ত্রা ৩ ম্। আর্চ্চা ২ ৩ ৪ রিবাৎ।

র৫ ৫ ২ ১ ২ র র র ১
ওবা ৬। হাউবা॥ উচ্ছোবা। নাক্ষত্রমর্চ্চিবস্তবেতযোবিষুবিষ্। রিয়া ২ ৩

২ ১ ২র ১ ৪ ১ র র৫ ৫
স্বচা। সাস্তক্তেনা ২ ৩ গা ৩। মারিমা ২ ৩ ৪ কা। ওবা ৬। হাউবা॥

* * *

২র র র ১ র ২
৪॥ বসিষ্ঠঃককুবুত্তরাবশ্বিনৌ॥ রথন্তরম্॥ আয়িমাউবান্দিবিষ্টয়োবা। উস্রাহ-

র র র র র ১ ২ ১ ২ ১ র
বস্তে অশ্বিনাসয়ংষ্ণুবামহ্বেঅবসে। শচা ২ ৩ য়িবস্থ। বায়িশংবিশা ২ ৩ শ্ভী ৩।

১ র র৫ ৫ ২ ১ ২
গাচ্ছা ২ ৩ ৪ থা। ওবা ৬। হাউবা। বিশোবা। বায়িশঙ্‌বিগচ্ছ-

র র ১ ২ ১ র২র ১ ৪ ১
থোযুবঙ্কিত্রন্দদথুবর্ভো। জনা ২ ৩ ন্নয়া। চোদেথাশ্সূ ২ ৩ না ৩। তাবা-

র র র ৫ ২র ১ র ২ র র ১
২ ৩ ৪ তা। ওবা ৬। হাউবা॥ চোদোবা। থাশ্সূনৃতাবত্তে অর্কাগ্র-

র ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১
থশ্সমনসা। নিয়া ২ ২ ৩ চ্ছতাম্। পায়িবতশ্সো ২ ৩ মী ৩। যাস্মা-

১ র৫ ৫
২ ৩ ৪ ধা। ওবা ৬। হাউবা। অস্॥

* * *

২র র র র ২ র ১র
৫। ভরদ্বাজঃককুবুত্তরাবৃহতীন্দ্রঃ॥ বৃহৎ। ঔহোয়িহামিদ্ধিহবামহা ৩ এ। বাতো

র ২৮ ৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫ ২ ১
বাজা। স্তাকারা ২ ৩ ৪ বাঃ। ৎবা ৩ ৪। ঔহোবা। বৃত্রায়িষুবায়ি।

২ ২ ৩ ৫ ১র র ২ ৩র৪র৫ --
দ্রাণা ৩ ১ ৎ। পতিন্না ২ ৩ ৪ রাঃ। ত্বাঙ্কাষ্ঠা ৩ ৪। ঔহোবা। ষ্ব ২

১ ৫ ৫ ২র র ২ র ১
আর্ব্বা ২ ৩ ৪। তাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহোয়িউবা ৩ মে। কাম্না।

২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ১ ২
সূঅর্ব্বা ২ ৩ ৪ তাঃ। সন্বা ৩ ৪। ঔহোবা। নশ্চায়িত্রবা। জ্রাহা ৩ ১।

২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৩র৪র৫ -- ১
শুধ্বস্ত, ২ ৩ ৪ য়া। মহস্তবা ৩ ৪। ঔহোবা। নো ২ আদ্রা ২ ৩ ৪ রি।

৫ ৫ ২র র ২ ১ ২ ৩
বাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোহোয়িমহা ৩ এ। স্তবা। নোঅদ্রা

৫ ১র২ ৩র৪র ৫ ২ ১ ২
২ ৩ ৪ য়িবাঃ। গামা ৩ ৪। ঔহোবা। শুবা৺রথায়ি। যামা ৩ ১ য়ি।

২ ৩ ৫ ২১রর ২ ৩র৪র৫ -- ১ --
দ্রপক্বা ২ ৩ ৪ য়িরা। সত্রাবাজা ৩ ৪। ঔহোবা। না ২ জায়ি। না ২

১ ৫ ৫
জিগূ। ২ ৩ ৪ সায়ি। উহুবা ৬ হাউ। বা। হল্॥

* * *

২র র র ১ ২র র ১র
৬॥ প্রজাপতিবৃহতীন্দ্রঃ। অগ্নিক্রমম্। কাবাভিপোমা। পন্সায়। বা। ঔহোহো-

- ১ ২ ১ ২র১ ২ ১ ২ ১ ২র র ১র -- ১ ২
বা ২। ইহা। পবস্তেমদিয়ম্মদয়ম্ম। দাপ। ঔহোহোবা ২। ইহা।

১র ২ ১ র২ র ১ ২র র ১র -- ১ ২ ১ র ২র র
সমুদ্রশ্চাপিবিষ্টপেনীষি। পা। ঔহোহোবা ২। ইহা। মৎসরা। পা। ঔহো-

১র২ ১২ ১ ৮ ৩ ৫ র র ২র র ১
হোবা। ইহা। মদ। চু ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ হাউমৎসরাপাঃ। মদচু।

২র র ১র · ১ ২ ১র র ২ ১ ২র র ১র --
তা। ঔহোহোবা ২। ইহা। মৎসরাসোমদচু। তা। ঔহোহোবা ২।

১২ ১ ২ ১ ২র র ১ ২রর১র -- ১২ ২রর
ইডা। তরৎসমুদ্রম্পবমানঊর্ম্মি। ণা। ঔহোহোবা ২। ইডা। রাজাদে। বা।

২রর১র -- ১২ ১ ৩ ৫রর ২রর র
ঔহোহোবা ২। ইডা। ঋতম। বৃ২তা ২ ৩৪ ঔহোবা। হাউরাজা-

র ১ ২রর১র -- ১২ ১রর২র১২১
দেবাঃ। ঋতম্। হাৎ। ঔহোহোবা ২। ইডা। রাজাদেবঋতম্। হাৎ।

২রর১র -- ১২ ১র২১২ ১২ ১ ২রর১র --
ঔহোহোবা ২। ইডা। অর্ষামিত্রস্যবরুণস্যধর্ম্ম। ণা। ঔহোহোবা ২।

১২ ২ র ২রর১র -- ১২ ১ ৩
ইডা। প্রহিষা। না। ঔহোহোবা ২। ইডা। ঋতম্। বৃ২তা২৩৪

২রর ২১ রর ২ ১ ১১১১
ঔহোবা। ঋষ্টন্তঽস্তহোষাশশুগত্তা ৩ ন ইট্। ইড়া ২৩৪৫॥

* * *

১র ২ র ১ র ২১
৭। বিকপোবৃহতীন্দ্রঃ। পঞ্চনিধনবৈরূপম্। যদ্যাবইন্দ্রতেশতম্। এ। শত-

রর২১ র২ ২২ ১র২র১২
ভূমীরুত। স্তোবা। দিশংবিশশ্চ্ হস্। নত্বাবজ্রিন্সহস্রম্ সূর্য্যাঅনু।

১র ২র ১র ২১র২র ১ র ২১র২র ১র
অখাশিশুমতী। নজাতমষ্টরোদসী। ইট্। নজাতমষ্টরোদসী। এ।

২র র ১ ১র ২র ১র র ২
নজাতমষ্ট। রোদসোবা। দিশংবিশশ্চ্ হস্। আপপ্রাথমহিনাবৃষ্ণাবৃষন্।

১র ১র ১র২ ১২র র২ ১২র ১র ১র
অখাশিশুমতী। বিশ্বাশবিষ্ঠশবসা। ইট্। বিশ্বাশবিষ্ঠশবসা। এ। বিশ্বা

১ ২১র ২ ১র ২ ১র
শবিষ্ঠ। শবসোবা। দিশংবিশশ্চ্ হস্। অস্মাঁ্অবমঘবন্গোমতিব্রজে।

র ২র ১ ২১র২র ১১১১
অখাশিশুমতী। বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। ইট্। ইডা ২৩৪৫।

* * *

৩র ২র৩র ৪৫ ১
৮। প্রজাপতির্জগতীসোমঃ। অরিষ্টম। হাহ। হোইয়া। পাবী। ত্রস্তারি।

২ ১ ২৩ ৫ ৪৫ ১র ২ ১২১
বিভ্রাওস্ন। স্বাপ্সা২৩৪তারি। প্রাভুঃ। গাজা। বীওপারিয়ারি।

২৳ ৩ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ১২১র র ২৩

বিবাগ্নিশা ২ ৩ ৪ তাঃ। আভা। পুস্তা। নৃ ৩ র্মজদা। মোজশ্র ২ ৩।

৫ ৪ ৫ ১ ২ ২ ১র৩ ৩ ৪ ৫

ভাগ্নি। শার্দ্ধা। দক্ষাষিৎ। বহগুঃ। দম। তদাশা ২ ৩ ৪ তা। তাপোঃ

১ ২ ১২১ ২৩ ৫ ৪৫ ১র ২

পবাগ্নি। ভ্রা ৩ ষিত্তভগ। দিবস্পা ২ ৩ ৪ দাগ্নি। আর্চ্চি। তোআ। স্তা

১২১ ২৩ ৫ ৪৫ ১ ২ ১২১র ২র৳৩

৩ ভস্তবঃ। বিমুন্থা ২ ৩ ৪ গ্নিরান্। আবা। ভিমা। স্তা ৩ পবিভা। রমাশা

৫ ৪ ৫ ১ ২ ১র ২র৳১ ৫

২ ৩ ৪ বাঃ। দাগ্নিবাঃ। পৃষ্টাম। অধিরো। হ। ভিতেজা ২ ৩ ৪ দা।

৪৫ ১ ২১২১ ২৩ ৫ ৪৫ ১ ২

আরূ। রুচাৎ। উষসঃপৃ। শ্রিরগ্রা ২ ৩ ৪ ম্নাঃ। উক্ষা। মিমাগ্নি। তৌ

১২১র ২র৩ ৫ ৪৫ ১ ২১২র১ ২র৩

৩ ভুবনে। মুবাজা ২ ৩ ৪ যুঃ॥ মায়া। পিনো। মমিরেজ। স্তমায়া

৫ ৪৫ ১ ২১২ ১ ২র৳৩ ৫

২ ৩ ৪ রা। নার্চ্চা। ক্ষদাঃ। পিতরঃ। গ। স্তমাদা ২ ৩৪ ধুঃ।

হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* *

২ ররর ররর

৯। অপর্শ্বা গায়ত্রী দোমঃ। আথর্ব্বণম। উহুবাওহা। ঔহোবা। পবস্বদা।

ররর ১র ৩র২ ১২ ১র ২

উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবৎ। ক্ষপাধা ২ ৩ না ৩ঃ।

ররর ররর রর র রর ২র ৩র২

উহুবাওহা। ঔহোবা। দেবেভ্যঃপাগ্নি। উহুবা। ওহা। ঔহোবাহাউ। বা।

১২ ১র ২ ররর ররর র ররর

স্বনঃ। ভাম্নহা ২ ৩ রা ৩ গ্নি। উহুবাওহা। ঔহোবামক্ষস্তোবা। উহুবাওহা।

১র ২রর ১ ২ ১র ২ ২ররর

ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। যবেমা ২ ৩ দা ৩ঃ। উহুবাওহা।

১র ৩র২ ২ রর ররর রর ররর

ঔহোবাহাউ। বা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। সন্দেবৈশো। উহুবাওহা।

১র ৩র২ ১২ ১র ২ ২ র র র র র র
ঔহোবাহাউ বা। আবং। ভতেবা ২ ৩ র্ষা ৩। উহুবাওহা ঔহোবা।

র র র র ১র ৩র২ ১র ১
কবির্ষোনাউ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। স্বঃ। অধিপ্রা ২ ৩

২ র র র র র র র র র র ১র ৩র২
য়া ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবা। পবমানাঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ।

১ ২ ১র ২ ২ র র র ১র ৩র২
বা। জ্যোতিঃ। অদাভ্যা ২ ৩ য়া ৩ ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩।

২ র র র র র র র র র র ১র ৩র ১২
উহুবাওহা। ঔহোবা। পবমানা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং।

১র ২ ২ র র র র র র র র
ধিয়াহা ২ ৩ য়িতা ৩ ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবা। অভিযোনারিম। উহুবা-

র র ১র ৩র২ ১২ ১ ২ র র র
ওহা ঔহোবাহাউ। বা। স্বঃ। কনিক্রা ২ ৩ দা ৩ ৎ। উহুবাওহা।

র র র র র র র ১র ৩র২ ১ ২
ঔহোবা। ধর্ম্মণাবা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ।

১র ২ ২ র র র র ৩র২ ৩ ১ ১ ১
যুমাক্ষ ২ ৩ হা ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র র র র ২৩
১০॥ ইন্দ্রোবিরাড়িন্দ্রঃ॥ মহাবৈরাজম্॥ হোইয়াহোইয়াহোইয়া ৩ ॥ ৩ পিব।

১র ২ ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১র র ২
সোমাম্। ইন্দ্রমা। দতুত্বা। দতুত্বা। দতুত্বা। পিবাসোমাম্। ইন্দ্রমা।

১ ২র ১ ২র ১ ২র ১র র ২ ১ ২র ১ ২র
দতুত্বা। দতুত্বা। দতুত্বা। পিবাসোমাম্। ইন্দ্রমা। দতুত্বা। দতুত্বা।

১ ২র ১র ২১ ১ ১র ৪ ১র ৪ ১র
দতুত্বা। যস্তেসুষা। বাহরিয়া। খাদ্রী ২ ঃ। খাদ্রী ২ ঃ। খাদ্রিঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ১র ৪ ১র ৪ ১র ২ ১র
যস্তেসুষা। বাহরিয়া। খাদ্রী ২ ঃ। খাদ্রী ২ ঃ। খাদ্রিঃ। যস্তেসুষা।

২ ১ ২ ১র ৪ ১র ৪ ১র ২র ১ র ২ ১ ২
বাহরিয়া। খাদ্রী ২ ঃ। খাদ্রা ২। খাদ্রিঃ। সোতুর্ব্বাহু। ত্যা৮ সুয়তো।

১র ২ ৪ ১র র ৪ ১র র ২র১ র ৩ ১ ৩ ১র র ৪
নার্ব্বা ২। নার্ব্বা ২। নার্ব্বা। সোতুর্ব্বাহু। ত্যা৮ সুয়তো। নার্ব্বা ২।

১র র৪ ১র র ২র ১র ২ ১ ২ ১র র ৪ ১র র ৪
নার্ব্বা ২ নার্ব্বা। গোতুর্ব্বাহূ। স্ত্যা৮ স্বয়তো। নার্ব্বা ২। নার্ব্বা ২।

১র র ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২ ২র র
নার্ব্বা। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইর্যপিবমৎস্বা ৩। হাউবা ৩। হোইয়া-

র র র ২ ৩র ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২
হোইয়াহোইয়া ৩ ৪ ৩ যন্তে। মদো। যুজিয়শ্চা। রুরস্তি। রুপস্তি।

১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র
রুরস্তি। যন্তেমদো। যুজিয়শ্চা। রুরস্তি। রুরস্তি। রুরস্তি। যন্তেমমদো।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
যুজিয়শ্চা। রুরস্তি। রুরস্তি। যেনবৃত্রা। নীহরিয়া। খহ৮লি। খহ৮লি।

র১ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র১
যেনবৃত্রা। নীহরিয়া। খহ৮লি। খহ৮লি। খহ৮লি। যেনবৃত্রা।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২১র ২
নীহরিয়া। খহ৮সি। খহ৮সি। খহ৮লি। সম্বামিন্দ্রা। প্রভূবসাউ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২১র ২ ১ ২ ১ ২
মমস্তু। মমস্তু। মমস্তু। সম্বামিন্দ্রা। প্রভূবসাউ। মমস্তু। মমস্তু।

১ ২ ১র ২১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
মমস্তু। সম্বামিন্দ্রা। প্রভূবসাউ। মমস্তু। মমস্তু। মমস্তু।

১ ২ ১ ২ ১ র ৪ ২ ২র র র র
ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইয়য়স্তেমৎস্বা ৩। হাউবা ৩। হোইয়াহোইয়া-

র ২র৩ ১ ২১ ২ ১র২র ১র২র ১র২র
হোইয়া ৩ ৪ ৩ বোধ। সুমায়ি। মঘবন্বা। চমেমাম। চমেমাম। চমেমাম।

র১র ২ ১ ২ ১র২র ১র২র ১র২র র১র
বোধাসুমায়ি। মঘবন্বা। চমেমাম। চমেমাম। চমেমাম। বোধাসুমায়ি।

২১ ২ ১র২র ১র২র ১র২র র১র ২ ১ ২
মঘবন্বা। চমেমাম্। চমেমাম। চমেমাম্। যাস্তেবসায়ি। ছোঅর্চ্চতায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ২ র১র ২ ১ ২ ১ ২
প্রশস্তিম্। প্রশাস্তম্। প্রশস্তিম্। যাস্তেবসায়ি। ছোঅর্চ্চতায়ি। প্রশস্তিম্।

১ ২ ১ ২ র১র ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
প্রশস্তিম্। প্রশস্তিম্। যাস্তেবসায়ি। ছোঅর্চ্চতায়ি। প্রশস্তিম্। প্রশস্তিম্।

১ ২ ১র ২১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র
প্রশস্তিম্। ইমাব্রহ্মা। সধমাদায়ি। জুষস্ব। জুষস্ব। জুষস্ব। ইমাব্রহ্মা।

২১২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ১র২ ১ ২
সধমাদায়ি। জুষস্ব। জুষস্বা। জুষস্ব। ইমাব্রহ্মা। সধমাদায়ি। জুষস্ব।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র
জুষস্ব। জুষস্ব। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইয়বোধমংসা ৩।

২ ১১১১
হাউবা ৩। ঈ২৩৪৫।

* * *

১র২র ১ ২ — ১ র র ২
১১। প্রজাপতির্গায়ত্রীন্দ্রঃ। যগম্। অর্ষাসোমদ্যুমত্তমঃ। এ২। অভিদ্রোণানি।

র ১ ২র র র র র র র র র র র ১ ২ র ১ ২ র ১ ২
রোরুবোবা। ঔহোবাঔহোবাঔহোবা। ঔহোহায়ি। ঔহোহায়ি। ঔহোহায়ি।

র র র ১ ২ ৫ ২ র র ১
সীদন্যোনৌবনা ২ ৩ য়িষুবাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা॥ অপ্সাইন্দ্রায়বা-

২ ২ র ১ ২ ২র র ১ ২
২ ৩ য়বা ৩ য়ি। বরুণায়মরু ২ ৩ দ্ভ্যা ৩ঃ। সোমাঅর্ষন্তুবা ২ ৩ য়িষ্ণবাউ।

৩ ৫ ২ র র ১ ২ ২ র ১
বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। ইষন্তোকায়নো ২ ৩ দধা ৩ ৎ। অস্মভ্যৎসোমবা

২ ২র র র র র র র র র র ১ ২ র ১ ২
২ ৩ য়িশ্বতা ৩ঃ। ঔহোবাঔহোবা ঔহোবা। ঔহোহায়ি। ঔহোহায়ি।

র ১ ২ র ১ ২ ১ ১১১১
ঔহোহায়ি। আপবস্বসহা ২ ৩ স্রিণাউ। বা ৩। ইট্‌॰ ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ র ১র র র --
১২॥ বৃহদ্দিবারিঃ পথ্যাপঙ্‌ক্তিরিন্দ্রঃ। বার্হদ্দিবম্॥ ইন্দ্রোমদা। যবাবৃধেশবসেবৃত্রহা ২

১ ২ ২ ২ র ১ র ২ ৪ ৫
নৃভায়ি। অথা। তমিন্মহৎস্বা ১ জা ৩ য়ি। বৃ। উতিমর্ভেহবা ৩। মাহায়ি।

১র র ১ ২ ২ ১ র র
সবাজেষুপ্রনা ২ ৩ হোয়ি। বায়িষদা ৩ ১ উবা ২ ৩। অসিহিবী। রপেয্যোসি-

র -- ১ ২ ২ ২ ১ র র ২
ভূরিপরা ২ দদায়ি। অথা। অসিদভ্রস্তচা ১ য়িবা ৩ র্দাঃ। যজমানায়শা ৩ য়ি।

৪ ৫ ১ র র ১ ২ ২ র
ক্ষাসায়ি॥ সুষস্তেভূরিতা ২ ৩ য়িহোয়ি বাসুশা ৩ ১ উবা ২ ৩। বহূদীবা।

১র র রর -- ১ ২ ২ ২
ত্বআগ্নেয়োধ্রুক্ষবেধীরতা ২ ম্নিধনাম্। অথা। বৃত্ত্ক্ষামদচ্যুতা ১ হা ৩ রী।

১ ২ ৪ ৫ ১র ১ ২
কৎ্হনঃকর্ম্মণা ৩ উ। দাধাঃ। অস্মাৎ ইন্দ্রেবনা ২ ৩ উহোম্নি। দাধপা

৫
৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ অপা।

* * *

১ ২৮ ৩ ৫
১৩॥ পৃথুরশ্মিঃপথ্যাপঙ্ক্তিরিন্দ্রঃ॥ পার্থুরশ্মম্। এঈন্দ্রা। ও ২ ৩ ৪ বা।

২১র -- ২৮ ৩ ৫ ২র১ — ১
মদায়বা ২ বৃধাম্নি। অথা। এশানা। ও ২ ৩ ৪ বা। সেবুত্রহা ২ নৃত্যাম্নি। অথা।

৩৮ ৩ ৫ ২১ — ১ ২৮ ৩ ৫
এতামী। ও ২ ৩ ৪ বা। মহৎসুবা ২ জিষ্। অথা। এউগ্রঃ। ও ২ ৩ ৪ বা।

২১র -- ১ ২৮ ৩ ৫ ২র১ — ১
অর্ব্বহবা ২ মহাম্নি। অথা। এদাবা। ও ২ ৩ ৪ বা। জেষুপ্রনো ২ বিবাৎ। অথা।

২৮ ৩ ৫ ১র — ১ ২৮ ৩ ৫
এআদা। ও ২ ৩ ৪ বা। হিবীরদে ২ নিরাঃ। অথা। এআগা। ও ২ ৩ ৪ বা।

২র১ — ১ ২৮ ৩ ৫ ২ ১ — ১
ভরিপরা ২ দদাম্নি। অথা। এআদা। ও ২ ৩ ৪ বা। দত্রস্যচা ২ ম্নিষ্বাঃ।

২৮ ৩ ৫ ২র১র -- ১ ৩৮
অথা। এবাজা। ও ২ ৩ ৪ বা। মানাবশা ২ ম্নিক্ষসাম্নি। অথা। এশূবা।

৩ ৫ ২র১র — ১ ২৮ ৩ ৫ ২র১
ও ২ ৩ ৪ বা। তেভূরিতা ২ ম্নিবসাউ। অথা। এধাদু। ও ২ ৩ ৪ বা। ঈরতআ-

-- ১ ২৮ ৩ ৫ ২র — ১
২ ক্সাঃ। অথা। এধ্রুক্ষা। ও ২ ৩ ৪ বা। বেধীয়তা ২ ম্নিধনাম্। অথা।

২৮ ৩ ৫ ২১ — ১ ২৮
এবৃত্ত্ক্ষা। ও ২ ৩ ৪ বা। মদচ্যুতা ২ হরাম্নি। অথা। একাৎহা।

৩ ৫ ২ ১ — ১ ২৮ ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। দঃকর্ম্মণা ২ উদধাঃ। অথা। এঅস্মাৎ। ও ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ — ১ ১ ১ ১ ১
ইন্দ্রবনা ২ উদধাঃ। অথা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১র র
১৪ ॥ রায়োবাজঃপথ্যাপঙ্‌ক্তিরিন্দ্রঃ। রায়োবাজীয়ম্। এস্বাদোঃ। ইত্থাবিষ্‌,-

র র — ১ র র ১ ২ ২ ১র
বতোমধোঃ পিবস্তিগো ২ রিয়াঃ। ইডা। যাইন্দ্রেণসযা ১ বাওরীঃ। বৃষ্ণামদস্তি-

২ ৪৫ ১ ২ ১ র র র ১
শো ৩। ভাথা। এতাঅ। স্তপুশনাবুবস্মোমৎ শ্রীণস্তিপা ২ শ্ন্যাঃ। হুডা।

র ২ ২ ২ ১ ২ ৪৫ ১ ২
প্রিয়াইন্দ্রস্তধা ১ ম্নিনা ৩ নাঃ। ব্রহ্মৎ হিয়স্তিনা ৩। যাকাম্। এতাঅ।

১ র — ১ র ২ ২ ২
স্তনমদানহস্মপর্যাস্তিপ্রচা ২ মিতসাঃ। হুডা। ব্রতাম্নাস্তনা ১ শচা ৩ ম্নি য়াম্নি।

১র র ২ ৪৫ র ১ ২
পুরূণিপূর্বিচাওয়ি। তায়াম্নি। বস্বীরনুস্বরা ২ ৩ হোম্নি। আয়মা ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ ১ ১ ১
ইট্‌। ইডা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

২ র র র র র র র ১
১৫। ক্রন্দোহনুষ্টুপ্‌সোমঃ॥ শাকবর্ষভঃ। ও ৩ ১ ম্‌॥ পবাএস্বব এজনাএতয়অ।

২ ১র ২ ১র র র র র র র ২ ২ ১ র র র র র র ২ ১
শর্যো্যাঃ। শর্যোাঃ। পাএবা এজাএধা ১। হবিঃ। য়াএয়াএসূএতঅ। সুবঃ।

র র র র র র ২ ১ র র র র র র
সুবঃ। তম্মাএষদোএমবাএস্তনঅ। জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ। দেবাএভো।

র র র র ২ ১ র র র র র র ২ ১ ২ ১র ২ ১র
মাএধুমাএস্তরঅ। ইট্‌। ওসামেরিণাএস্তপাএতয়অ। শর্যোাঃ। শর্যো্যাঃ।

র র র র র র ১ ১ ২ ১ ২ ১ র র র র র র ২ ১ ১
হাএরাএস্যাএবিয়া। হাবঃ। হবিঃ। আএঅাএক্রএহঅ। সুবঃ। সুবঃ।

র র র র র র র ২ ১ র র র র র র র র
বৎসামেজাতামেনমা এতরঅ। জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ। পবাএমানাএবিধা-

র র১ র র র র র র ২ র১ ২ ১র ২ ১র
এর্মণিয়া। ইট্‌॥ ওবামেস্বাক্বাএমহ্যএত্রতঅ। শর্যোাঃ। শর্যোাঃ।

র র র র র র ২ ২ ১ ২ ১ র র র র র র ২ ১
পাএর্ষাএবাএক্ষা ১। হবিঃ। হবিঃ। আএতাএজাএস্রবঅ। সুবঃ। সুবঃ।

র র র র র র র ২র১ র র র র র র র র
প্রত্তা এত্রাপীমেষসূএক্ষণাঅ্যা। জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃ। পবাএমানাএমহা-

র ২ ১ ১ ১ ১
এঘনা ১। ইট্‌॰ ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১রর ২১র ২র র
১৬। প্রজাপতিরনুষ্টুপ্‌ সোমঃ॥ অষ্টেড়পদস্তোভঃ। ঈড়া। পবস্বৰাজসাতয়ে।

১রর রর ২১২র১র২র১ রর রর রর র ১ ২র
ঈড়া। ঈড়া। পবিত্রেধারয়াসুতঃ। ঈড়া। ঈড়া। ইন্দ্রায়সোমবিষ্ণবে।

১রর রর ২র১র২র১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২রর রর র ২
ঈড়া। ঈড়া। দেবেভ্যোমধুমত্তরা ২ ৩ ৪ ৫ :। ঈড়া॥ ঈড়া। ত্বা৺রিহ-

র১ রর রর ২ ১ র২১ রর রর
ন্তিধীতয়ঃ। ঈড়া। ঈড়া। হরিম্পবিত্রেঅদ্রুহঃ। ঈড়া। ঈড়া।

২ ১২র১ ২র১ ১রর রর ২র ১ ২৩১১১১ রর
বৎসঞ্জাতন্নমাতরঃ। ঈড়া। ঈড়া। পবমানবিধর্ম্মণী ২ ৩ ৪ ৫। ঈড়া।

রর র র ১রর রর ২ ১রর ২ র ১রর
ঈড়া। ত্বন্দ্যাঞ্চমহিব্রত। ঈড়া। ঈড়া। পৃথিবীঞ্চাতিজভ্রিষে। ঈড়া।

রর ২র১ ২ র ১রর রর ১ ২র ১ ২৩১১১১
ঈড়া। প্রতিদ্রাপিমমুঞ্চথাঃ। ঈড়া। ঈড়া। পবমানমহিত্বনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২র ৩২ রর
পবমানমহিত্বনা ১। ঈড়া।

* * *

১ ২ র১ ২১
১৭। প্রজাপতির্গায়ত্রীন্দ্রঃ। রেবত্যম্‌॥ হাবীত্রা। যেন্দাউ। ইহা। মরু-

S ২ ৫ ২ — ১ ২১
ত্বতা ২ রি। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ড়া। পবা ২ স্ব্যা। ইহা। ধুম-

S ২ ২ ৫ ২ — ১
ত্তমা ২ ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ড়া। অর্কা ২ স্বযো। ইহা।

২১র S ২ ৫ ১ ২ ১
নিমাসদা ২ ম। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ড়া। হাউতাস্বা। বিপ্রাঃ।

২১র — ২ ৫ ২ — ১
ইহা। বচোবিদা ২ঃ। হা ৩১ উবা ২৩। ঔ ৩৪ ড়া। পরা ২ স্নিক্বা।

২১ S ২ ২ ৫ ২ — ১
ইহা। তিদর্শনা ২ স্নিম॥ হা ৩১ উবা ২৩। ঔ ৩৪ ডা। সম্বা ২ মৃণা।

২১র S ২ ৫ ১ র২
ইহা। তিআয়বা ২ঃ। হা ৩১ উবা ২৩। ঔ ৩ ৪ ডা। হাউয়াণাম্।

র১ ২র১ S ২ ৫
তেষাম্নি। ইহা। ত্রোপর্ষামা ২। হা ৩ ১ উবা ২৩। ঔ ৩ ৪ ড়া।

২ — ১ ২১ S ২ ৫
পিবা ২ স্তুবা। ইহা। রূপঃস্বা ২ মি। হা ৩১ উবা ২৩। ঔ ৩৪ ড়া।

২ -- র১ ২১ S ২ ৫
পবা ২ মামা। ইহা। তমরুতা ২ঃ। হা ৩১ উবা ২৩। ঔ ২৪ ড়া॥

• • •

২র ১র র ২র ১র র
১৮। ক্রৌঞ্চোগারত্রীঞ্চঃ। রৈবতর্ষভঃ। স্বরূপকৃৎস্নূতয়ে। স্বরূপকৃৎস্নূতয়ে।

২র ১র র ২১র২ র১র ৩২ র১ ২
স্বরূপকৃৎস্নূতয়ে। সুদুঘামিবগোদুহে। জুহুমসাস্নি। তাবিস্তবাস্নি। তাবিস্ত-

২র১ ২ ১ ২১২১র১ ১ ২১২২র১
বাস্নি। তাবিস্তবা ৩১ উ। বা ২৩। উপনস্সবনাগহি। উপনস্সবনাগহি।

১ ২১২১র২ ১র ২ র র ১র ৩২ র১র ২র১র
উপনস্সবনাগহি। সোমস্যসোমপাঃপিব। গোদাইন্দ্র। বাতোমদাঃ। বাতো-

২র১র ২ ১র২র১২রর ১র২র
মদাঃ। বাতোমদা ৩১ উ। বা ২৩। অথাতেঅন্তমানাম্। অথাতে-

১ ২রর ১র২র১২রর ১র২ র১র ৩২
অন্তমানাম্। অথাতেঅন্তমানাম্। বিদ্যামসুমতীনাম্। মানোঅতাস্নি।

র১র ২র১র ২র১র ২
খ্যাআগহাস্নি। খ্যাআগহাস্নি। খ্যাআগহা ৩১ উ।

১ ১ ১
বা ২৩। উম্। উম্। উম্।

• • •

১২ ১ – ১
১৯। প্রজাপতিঃ ষট্পদাপি জগতীস্ত্রঃ। শ্রেনম্। উত্তামি। যদিন্দ্ররো ২ দদামি।

২ র ১ — S ১ ২ ১র — ১
ইডা। আপা। প্রাথউবা ২ য়িবা। ইডা। মাহা। তস্থামহা ২ য়িনাম্।

২ ১ — ১ ১২ ১ — ১
ইড়া। সাম্রা। অক্ষর্ষণা ২ য়িনাম্। ইড়া। দীর্ঘাম্। তিরস্থুণা ২ যথা।

১২ ১ — ১ ২ ১ — ১
ইড়া। শাক্তোম্। বিক্ষর্ষিয়া ২ স্তুমাঃ। ইড়া। পূর্ব্বে। গম্যষণা ২ নপদা। ইডা।

২ ১র — ১ ২ ১ — ১
বাধাণ। অজোষণা ২ যমাঃ। ইড়া। আবা। স্বজুহ্বণা ২ যতাঃ। ইডা।

২ ১ — ১ ২ ১ — ১
মার্ত্তা। সাতপস্থা ২ য়িস্থিরাম্। ইড়া। আধাঃ পদস্তমা ২ য়ন্থধাম্নি।

২ র ১ — ১ ২ ১ ২
ইড়া। যোআ। অথ্ অভিদা ২ সত্তামি। ইড়া। দেবী। অনিত্র্যোজা ২ য়িজনাৎ।

২ ১ — ২ ১ ১ ১ ১
ইড়া। ভাস্রা। অনিত্যজা ২ য়িজনাৎ। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২০। প্রজাপতিঃ দ্বিপদা বিষ্টারপঙ্ক্তিঃ বিরাড়েকর্ষাঃ তি ভুবনেভ্যো বিশ্বেদেবাঃ।

১র র ২১র ২র র র ১ ২ ১ র ২ র
ভদ্রম্। হোইহা। ইমান্নুকম্ভুবনাসীষধেমা ৩। ইহা। ইন্দ্রশ্চবিশ্বেচদেবা ৩ঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ র ২ ১ ২র ১র ২ ১র ২র ১
ইহা। যজ্ঞঞ্চনস্তন্বঞ্চ প্রজাঞ্চা ৩। ইহা। আদিত্যৈরিন্দ্রস্মহসীষধাতু ৩। ইহা।

২র ১র ২ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২র ১র ২
আদিত্যৈরিন্দ্রেসগণোমরুদ্ভী ৩ঃ। ইহা। অস্মভ্যস্তেষজাকরা ৩ ৎ।

১ ১ ১
ইহা। এ ৩। ভদ্রম্॥

ইত্যূহ্যগানে দশরাত্রপর্ব্বণ প্রথমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ।

* * *

২ র র ১ ২ — র র ১ ২
১। অগ্নেরর্কঃ। যস্তেমদোবাহ ৩ রাম্নিণা ১ য়া ২ ঃ। তেনাপবস্বা ৩ আন্ধা ১

— র র ১ — ১ ২ —
সা ২। দেবাবীরঘা ৩ শাশ্সা ১ হা ২। আম্বৰ্জ্জ্রমা ৩ মাসিত্রা ১ য়া ২ ম্।

র র ২ — র র ১ ২ —
দগ্নির্ব্বাজন্নিহ ৩ বায়িদা ১ য়িবা ২ য়ি। গোবাত্তিরশ্বাহ ৩ সা আ ১ সা ২ য়ি॥

র ১ ২ — র র ১ —
দগ্নিস্নোঅরুহ ৩ যোভূ ১ বা ২ ঃ। স্থপস্থাত্তিম্র্ ৩ ধায়িনূ ১ ত্তা ২ য়িঃ।

র র র ১ — র ১ ২র১র ২ ১
সীদহ্মোনোনা ৩ যোনা ১ য়িমা ২। এ। অগ্নির্মূর্দ্ধাস্তবদ্দিবঃ।

• • •

৩২র১ ২ ১ ∧
২। স্বাশিরঞ্জবরে গায়ত্রী সোমঃ। স্বাশিরামর্ক ম্। অয়ামায়াস। পবস্বদা ২ য়ি।

৩২∧৩ ৫ ১ ∧ ৩২∧ ৩ ৫ ১র র n
সস্বায়ূ ২ ৩ ৪ বকে। ইন্দ্রঙ্গচ্ছা ২। ওত্তায়িমা ২ ৩ ৪ দাঃ। বায়ুমারো ২।

৩২ ৩ ৫ ১র n ৩n৩ ৫ ১ র n
ত্বধ্ব্যা ২ ৩ ৪ ণা॥ পবমাণা ২। নিত্তোশা ২ ৩ ৪ দায়ি। রয়িঁ সোমা ২।

৩২n৩ ১ র ৫ ১ র n ৩২n৩ ৫ ১ n
শ্রবাষ্যা ২ ৩ ৪ য়াস। ইন্দোসমু ২। দ্রমাবা ২ ৩ ৪ য়িশা॥ অপন্নস্পা ২।

৩২n ৩ ৫ ১ — ৩২ ৩ ৫ ১ র
বসায়িমা ২ ৩ ৪ র্দ্ধাঃ। ক্রতুবিৎসা ২। মমৎদা ২ ৩ ৪ রাঃ। স্তদস্বাদ।

n ৩২n৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
২ য়ি। সয়ুঙ্গা ২ ৩ ৩ নাম্। ঔ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র র র ২র১২ ১
৩॥ দেবস্থানম॥ হাউপরীত্তোবায়ি। চত্তাস্থূতা ৩ স। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ১র২র১ ২১ ২ ১
হাউহাউহাউবা। সহোমরঃ। সোমোসউত্তমঁ হবা ৩ য়িঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ২ ১র র ১র ১
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। সত্তাযোজঃ। দধষাঁ যোনর্গোআ ৩। হোয়ি।

২ ১ র ২র ১ ২ ১
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। স্থবস্তরা ৩ য়ি। হোয়ি।

২ ২র১র ২র১র ২র১র
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম। এস্থাদিদম। এস্থাদিদম্।

২১র২১র২১ ২ ১ ১ ১র
স্থবাবসোমমন্দ্রিত্তা ৩ য়িঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। ত্তোঃ॥

২র র ২ ১২ ১ ২
হাউস্থষাবণো। মমত্রিহা ৩ য়িঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা।

১ র ২১র২ ১র২১ ২ ১
দহোনরঃ স্বষাবণোমমত্রিং ৩ য়ি। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ১র১ ২র১র ২ ১
হাউহাউহাউবা। সত্যমোজঃ। নূনম্পুনানোহবিতা ৩ য়িঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ২ ১২ ১
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। পরিস্রবা ৩। হোয়ি। হোয়ি।

২ র১র ২র১র ২র১র ১ ২
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। অদব্ধস্-

১ ২ ১ ২ ১র
স্বরাভিস্তরা ৩ঃ হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্তোঃ।

২র ১২ ১ ২
হাবদব্ধস্স্ব রভিস্তরা ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউ-

১ র ২ ১ ২ ১
হাউবা। দহোনরঃ অদব্ধস্স্বরাভিস্তরা ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ২ ১র২র ১ ২ ১
হাউহাউহাউবা। সত্যমোজঃ। স্বত্তেচিত্বাপস্থমদা ৩। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ র ২র ১ ২ ১
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। মোঅন্ধসা ৩। হোয়ি। হোয়ি।

২ র১র ২র১র ২র১র
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্।

২র১২র ১র ২ ১ ২ ১ ২
শ্রীণস্তোগোভিরুস্তরা ৩ ম্। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা।

১র ২র২র ২ ১ ২র ১ ১১১১
স্তোরক্রানভূমিরন্তনংসমুদ্রং নমচ্কুপৎ। ইট্ইডা ২ ৩ ৪ ৫।

• • •

১ ২ র ১ ১ ১
৪। দক্ষিণি। এপারী। তোবিক্ষতা ২ ৩ হো ২ ৩ য়িঃ সুতা ২ ৩ দ।

২র৩রর ১র২র১ ২১ ২১ ২ ১র র র ২ ১ ২ ১র ২১র২
হাওবা। সোমোবউত্তমং হবিঃ। দধন্বাং যোনর্য্যোঅ। প্সুবন্তরা। সুষাব

১র২১ ২ ১২ ১র ১ ১ ২র৩রর
সোমমদ্রিভিঃ। এহুষাবসোমমা ২ ৩ হো ২ ৩। দ্রিভা ২ ৩ য়িঃ। হাউবা।

২১র২২১ ২ র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নূনম্পুনানোবিভিঃ॥ পরিস্রব। অদব্ধসুরভিন্তর।

১ ২ ১ ১ ১ ২র১রর
এআদা। ব্ধসুরভা ২ ৩ য়িহো ২ ৩। ত্তরা ২ ৩ঃ। হাওবা।

১ ২ ১২ ১র ২র১ ২র র ২ র র২২র১র ২১ ২
অদব্ধসুরভিন্তরঃ। সুতেচিত্বাপ্সু মদা। মোঅন্ধসা। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম্।

২ ২ ১১১১
হৌ৩। আ৩। উ৩। ঈ২৩৪৫।

* * *

২ রর ১ ^৩ ৫ ২রর
৫॥ ভর্গম্। যৎ। পরীতাষি। চত্তা২সু২৩৪ভাগ্। সোমোষউ।

১ ^ ৩ ৫ ২র র র ১ ৷৷৩ ৫
ত্তমা২৺হা২৩৪বীঃ। দধন্বা৺যোনর্যোঅ। প্সু বা২স্তা২৩৩রা।

৩রর ১ ৷৷৩ ৫ ২র র ১ ৷৷৩
সুষাবসো। মমা২দ্রা২৩৪য়িভায়িঃ॥ সুষাবসো। মমা২দ্রা২৩৪

৫ ২র র ১ ৷৷৩ ৫ ২র র র
য়িভায়িঃ। সুষাবসো। মমা২দ্রা২৩৪য়িভায়িঃ। নূনম্পুনানোঅবিভিঃ।

১ ৷৷ ৩ ৫ ২ ১ ^ ৩ ৪ ২ ১
পরা২য়িস্রা২৩৪বা। অদব্ধসুরভা২য়িস্তা২৩৪রাঃ। অদব্ধসুর-

^ ৩ ৫ ২ ১ ^ ৩ ৫ ২র
ভা২য়িস্তা৩৪রাঃ। অদব্ধসু। রভা২য়িস্তা২৩৪রাঃ। সুতে-

র র ১র ৷৷৩ ৫ ২র র র ১ ৷৷৩
চিত্বাপ্সুমদা। মোঅ২ন্ধা২৩৪সা। শ্রীণন্তোগো। ভিরু২ত্তা২৩৪

৫ ২ ১ ১১১
রাম্। এ৩। ভর্গা২৩৪৫ঃ॥

* * *

১২র.র ২র ১ র ২র১ ২১ ২১
৬। প্রজাপতির্বৃহতী সোমঃ। যশঃ॥ পরীতোষিঞ্চতা সুতম্। সোমোযউত্তমম্৺হবিঃ।

২১র র র ২১২১র ২১র২১র২১ ২ ২১র২১র২১ ২
দধন্বা৺য়োনর্যোঅপ্সু বস্তরা। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ।

১র২১র২১ ২ র১ ২র১র ২১ ২ ১ ২ ১ ২
সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নূনম্পুনানোবিভিঃপরিস্রব। অদব্ধসুরভিন্তরঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র ১ ২র র ১ ২র ২র১২র
অদব্ধসৃস্বরশিস্তরঃ। অদব্ধসৃস্বরশিস্তরঃ স্ফুতেচিন্বাপ.সুপদামো অক্ষসা। শ্রীপন্তো-

১র ২ ১ ২ ১ র২র ১২র১ ৩ ১ ১ ১ ১
গোপ্তিরুস্তরং। শতজ্ঞীবেমশরদোবয়স্তে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১২ ১ র ২ ১ ২
৭। দীর্ঘতমা বহতী সোমঃ। দীর্ঘতমসোর্কং। সুষা। বাসোমম। দ্রিভায়ি-

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ২
র্দ্রিভায়িঃ। দ্রিভায়িঃ। সুষা। বাসোমম। দ্রিভায়ির্দ্রিভায়িঃ।

১ ২ ১ ২ ১ র ২র ১ ২ ১২ ১ ২ ১ ২
দ্রিভায়িঃ। নূনাম। পূনানোঅবিভিঃপরি। স্রবাস্রবা। স্রবা। আদা।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ক্কাস্সুরভি। তরাস্তরাঃ। তরাঃ।

* * *

১২ ২ ১২র র র
৮॥ দীর্ঘতমা জগতী সোমঃ। দীর্ঘতমসোর্কঃ॥ আপা। বায়িসোমো অক্রবোবৃষা।

১২ ১২ ১২ ১ ২ ১ ২র র ১ ২ ১২
হরায়িরীরায়িঃ। হরায়িঃ। রাজে। বাদস্মোঅভিগাঅচি। ক্রদাৎক্রদাৎ

১২ ১ ১ ১ র ২ র ১ ২ ১২ ১ ২ ১ ২ ১ র
ক্রদাৎ। পূনা। নোবারমত্যেষ্য। বায়াবায়াম্। বায়াম। শ্যায়িনো। নাযো-

২ র ১২ ১২ ১২ ১ ২ ১ ২র
নিত্বঘৃতবস্তুমা। সদাৎসদাৎ। সদাৎ। পার্জ্জা। ন্যাঃপিতামহিবস্তপ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র ১ ২ ১২ ১২
পিনাপিনাঃ। পিনাঃ। নাভা। পার্থিব্যাগিরিষুক্ষয়ম। দধায়িদধায়ি। দধায়ি।

১ ২ ১ র ২র র র ১ ১২ ১২ ১ ২ ১ ২
স্বাদা। রাআপোঅভিগাউদা। সরান্‌ৎসরান্। সরান্। সাস্তুগ্রাঃ। বাভির্ষ্বন-

র র র ১২ ১ ২ ১২ ১ ১ ২র ২ র
ন্তেবীতেজ। ধ্বরায়িধ্বরায়ি। ধ্বরায়ি। স্বাদীঃ। বায়িধন্যাপরিয়েষিমা।

১২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র র ১২ ১২
হিনাম্‌হিনাম্। হিনাম। আক্রো। মাসৃষৌঅক্তিবাজম্। বসায়িবসায়ি।

র ১ ২ ২র ১ ৪ ১
রূপংবা। জিয়া ২ ৩ র্ষসায়ি। নৃভির্দ্ধোতো ২ ৩ বা ৩ য়ি। চাক্ষা ২ ৩ ৪

র র৫ ৫ ১
পা। ওবা ৬। হাউবা। অস্।

* * *

২ র
১॥ বিরূপঃ প্রজাপতির্বৃহতী সোমঃ॥ সজোবৈরূপম্॥ অভিসোমা। সত্মা

৫ ১ র ২
৩ ১ উবা ২ ৩। যা ২ ৩ ৪ বাঃ। পবস্তেম। দিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। মা

৫ ২ ১ র র ২ ৫
২ ৩ ৪ দাম্। সমুদ্রস্যাধিবিষ্টপে। মনা ৩ ১ উবা ২ ৩ য়ি। সী ২ ৩ ৪ পাঃ।

২ ১র ২ ২ ৫ ২ র
মৎসরাসঃ। মদা ৩ ১ উবা ২ ৩। চ্যা ২ ৩ ৪ ভাঃ॥ মৎসরাসাঃ। মদা ৩ ১

৫ ২ ১র ২
উবা ২ ৩। চ্যা ২ ৩ ৪ ভাঃ। মৎসরাসঃ। মদা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৫ ১ ২ ১ র ২ ১
চ্যা ২ ৩ ৪ ভাঃ। তরৎসমুদ্রম্পবমা। সউ ০। আউবা ২ ৩। মী

৫ ১র র র ২ ৫ ২রর
২ ৩ ৪ পা। রাজাদেবঃ। ঋতা ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। রাজা-

র ৫ ১রর র ২
দেবাঃ। ঋতা ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। রাজাদেবঃ। ঋতা ৩ ১

৫ ১র ২ ১ ২
উবা ২ ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। অর্ষমিত্রস্যবরুণ। স্যধা ৩ ১ উবা ২ ৩।

৫ ১ র ২ ৫
মা ২ ৩ ৪ পা। প্রহিষ্বানঃ ঋতা ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ।

২র ১ ১ ১ ১ ১
হাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। হুট্‌০ ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ ররর ররর র র
২। অথর্ব্বা বৃহতী সোমঃ। আথর্ব্বণম্॥ উহুবাওহা। ঔহোবা। পরীতোষায়ি।

২ ররর ১র ৩র২ ১ ২ ১র ২ ২ র
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আরং। চতাসূ ২ ৩ তা ৩ য়। উহুবা-

র র   র র র   র র   র র র ১র ৩র২   ১২
ওহা। ঔহোবা। সোমোষউ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। স্বঃ।

১   র   র র   ২১   ২   ২ র র র   র র র
ত্বম৺হবির্দ্ধম্বা৺যোনর্যোঅপ্সুবন্তা ২ ৩ রা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা।

র   র র র ১র ৩র২   ১ ২ ১
সুষাবসো। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। মমন্ত্রা ২ ৩ য়ি-

২   ২ র র র ১র ৩র২   ২ র র র র র র
ন্তা ৩ য়িঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা।

র   র র র ১র ৩র২   ১২ ১   ২
সুষাবসো। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং। মমন্ত্রা ২ ৩ য়িন্তা-

২ র র র র র র র   র র র ১র ৩র২
৩ য়িঃ। উহুবাওহা। ঔহোবা। সুষাবসো। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ।

১২ ১ র র র   ২১   ২ ২ র র র
বা। স্বঃ। মমদ্ধি স্মিন্দপুনানো অবিভিঃ পরিস্রা ২ ৩ বা ৩। উহুবাওহা।

র র র   র র র ১র ৩র   ১ ২
ঔহোবা। অদব্ধস্সু। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ।

১ ২   র র র ১র ২   র র র র
রভিন্তা ২ ৩ রা ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। উহুবাওহা।

র র র s র র র ১র ৩র২   ১ ২
ঔহোবা। অদব্ধস্সু। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং। রভিন্তা

২   র র র র র র   র র র ১র ৩র
২ ৩ রা ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবা। অদব্ধস্সু। উহুবাওহা। ঔহোবা-

২ ১২ ২ র র র ২রর ২ ২ র
হাউ। বা। স্বঃ। রভিস্তরন্সুতোচম্বাপ্সুমদামোঅন্ধা ২ ৩ সা ৩। উহুবা-

র র র র র র র   র র র ১র ৩র২
ওহা। ঔহোবা। শ্রীণস্তোগো। উহুবাঔহো। ঔহোবাহাউ। বা।

১ ২ ১ ২ ২ র র র ১র ৩র২
জ্যোতিঃ। দিক্রুন্তা ২ ৩ রা ৩ স। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ।

১ ১ ১ ১
বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

২র র র র র র
১৩। প্রজাপতির্গায়ত্রী সোমঃ। অপত্যম্। হাউহাউহাউ। অর্ষাসোমদ্যুমা-

র ২ র র ১ ২ ২র র র ১
২ ৩ ত্তমা ৩ঃ। অভিদ্রোণানিরো ২ ৩ রুবা ৩ৎ। সীদঞ্ছ্যেনোনবনা ২ ৩

২ ৫ ২ র রর ২ ২ র
য়িবুবাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা। অপ্সাইন্দ্রায়বা ২ ৩ যবা ৩ য়ি। বরুণায়-

১ ২ ২রর ১ ২ ৩ ৫
মরু ২ ৩ দ্ভিয়া ৩ঃ। সোমাঅর্ষন্তবা ২ ৩ য়িষ্ণবাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ডা।

১ র র১ ২ ২ র১ ২ ২র র
ইষন্তোকায়নো ২ ৩ দধা ৩ৎ। অম্মভ্যম্‌সোমবা ২ ৩ য়িশ্বতা ৩ঃ। হাউবা-

র র ২ ১ ১১১১
উহাউ। আপবস্বসহা ২ ৩ স্রিণাউ। বা ৩। ইট্‌ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১র র
১৪। প্রজাপতির্গায়ত্রী সোমঃ। শাক্করবর্ণম্। এখার্বা। সোমদ্যুমত্তমোভি-

রর ১ র র র ২ ২ ১ ২
দ্রোণানিরো ২ রুবাং। ইডা। সীদঞ্ছ্যেনোবনা ১ য়িষ্ ৩ বা। অপ্সাঃ

১র র র ২ ১ রর ২ ২ ২
ইন্দ্রায়বায়বেবরুণায়মরু ২ দ্ভ্যঃ। ইডা। সোমাঅর্ষন্ত বা ১ য়িষ্ণা ৩ বারি।

১ ২ র১র র র — ১ র
আয়িষাম্। তোকায়নোদধদস্মভ্যম্‌সোমবা ২ য়িশ্বতাঃ। ইডা। আপবস্বসহা-

১ ২ ১ ১১১১
২ ৩ স্রোয়। স্রায়িণম্বা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্‌ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র র র ১ র ২র র
১৫। বশিষ্ঠঃ ককুবুত্তরা বৃহত্যগ্নিঃ। যজ্ঞানজ্ঞানোঅগ্নয়ো বা। আয়িরাইরাচদক্ষসে-

র র ১ ২ ১ ২১ ৪ ১
পর্বীশ্রমমৃতঞ্জা। তবা ২ ৩ য়িদসা। প্রায়শ্মিনা ২ ৩ ৮ স্ব ৩। শাষ্‌দা-

র র৫ ৫ ২ ১ ২ রর
২ ৩ ৪ য়িষাম্। ওবা ৬। হাউবা॥ প্রিয়োবা। মায়িত্রম্‌স্বশম্‌লিষমূর্জোন-

র র ১ ২ ১ র২১ ৪ ১ র
পাত্‌সংহিনা। যমা ২ ৩ ঙ্গুঃ। দাশেমহা ২ ৩ ব্যা ৩। দাতা ২ ৩ ৪ য়া।

২৫ ৫ ২র ১ ২র র র র র ১
ওবা ৬। হাউবা॥ দাশোবা। মাহবাদাতয়ে ভুবদ্বাজেষতা। ভুবা ২ ৩·

২ ১ ২র ১ ৪ ১ র র৫ ৫
ধ্বৃধায়ি। উভরাতা ২ ৩ ভাঁ ৩। নূ ২ ৩ ৪ নাম। ওবা ৬। হাউবা॥

* * *

২ র
১৬। বসিষ্ঠঃ প্রথমা দ্বিতীয়া চানুষ্টুভাবন্ত্যা। বৃহতীন্দ্রঃ। রথন্তরম্। যাজ্জায়·

র ১ ১ ২ র র ১ ২ ১ ২
পাঅপুর্ষিয়োবা। মাঘবনব্রত্রহত্যায়ভৎপৃথিবীগ। অপ্রা ২ ৩ থয়াঃ। তাদস্ত·

১ ৪ ১ র র৫ ৫ ২ ১
ভা ২ ৩ উ ৩। তোদা ২ ৩ ৪ য়িনাম। ওবা ৬। হাউবা॥ বয়োবা।

২র র ১ ২ ১ র ২ ১
হেষজ্যো অজায়ত তদক্ষ উতস্কৃতিস্তদ্বিশ্বম। ভিভূ ২ ৩ রসায়ি। যাজ্জাতথা

৪ ১ র র র ৫ ২ ১ ২
২ ৩ চ্চা ৩। অস্থ ২ ৩ ৪ বাম। ওবা ৬। হাউবা। বমোবা। মাসুপক্ষ·

র র র র র র র ১ ২ ১ ২ ১
মৈরয়আসূর্য্যও রোহয়োদিবিবৰ্দ্ধয়সামস্তপতা। সুবা ২ ৩ কিভায়িঃ। জয়ৎজিগা-

৪ ১ র র৫ ৫ ১
২ ৩ গা ৩। দায়িব ২ ৩ ৪ হাৎ। ওবা ৬। হাউবা। অস।

* * *

ইত্যূহগানে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ।

* * *

১। ভরদ্বাজো জুষ্কুপারিণী স্কন্দোগ্রীবোরো বৃহতী যাস্ক ইতি প্রথমাহনুষ্টুভাবুত্তরে

২র র ব র ২ র ১ র রn ৩
ইন্দ্রঃ। বৃহৎ। ঔহোয়িমৎস্তপায়িতেমহা ৩ এ। পাত্রস্তেবা। কারায়িবো-

৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ২ ৩
২ ৩ ৪ মা। ৎসরো ৩ ৪ ঔহোবা। মদোবৃষা। স্তেবা ৩ ১। স্তুঅ-

৫ ২র১র ২ ৩র৪র৫ -- ১
২ ৩ ৪ মিন্দ্ঃ। সাজীসহা ৩ ৪। ঔহোবা। স্রা ২ সাতা ২ ২ ৩ ৪। মাঃ।

৫ ২র র ২ ১র ২ ৩ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোয়িগআ ৩ এ। নস্তেগ। তুমৎপা ২ ৩ ৪ রাঃ।

১২ ৩র৪র৫ ২ ১ ১২ ১রর ২র১
যুষা ৩ ৪। ঔহোবা। মদোবরায়িং। ণাম্না ৩ ১ ৪। সহাবাৎ ইন্দ্রপানা-

৫ ২ ১র২ ৩র৪র৫ — ১
২ ৩ ৪ পায়িঃ। পৃতনাষা ৩ ৪। ঔহোবা। আ ২ মর্ত্তা ২ ৩ ৪। যাঃ।

৫ ৫ ২রর ২ ১র ২৲৩ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোয়িষস্তু ৩ এ। বৎ হিশুয়াম্না ২ ৩৪ য়িডা।

১র২ ৩র৪র৫ ২র১ ২ ১২র ২ ৩
চোদা ৩ ৪। ঔহোবা। যোমাস্তুষো। বাথা ৩ ১ ম্। সহাবান্দস্যামত্রা

৫ ২র১র২ ৩র৪র৫ — ১ ৫ — ১র
২ ৩ ৪ তাম্। ওষঃপাত্রা ৩ ৪। ঔহোবা। না ২ শো। না ২ শোচা-

৫ ১
২ ৩ ৪ য়ি। যা। উহুবা ৬ হাউ। বা। হস্॥

* * *

২ র
২। বশিষ্ঠঃ প্রথমা দ্বিতীয়া চাস্থুষ্টুভাবস্থ্যা পথ্যা বৃহতীছন্দঃ॥ রথন্তরম্। প্রত্যস্মৈ-

র ২ র ২ র র ১ ২ ১ ২র১
পিপীষতোবা। বায়িশ্বানিবিজুবেভরঅরঙ্গমা। যজ্ঞা ২ ৩ গ্যায়ি। আপশ্চাদা

৪ র র৫ ৫ ২ ১
২ ৩ ধ্বা ৩ নায়িনা ২ ৩ ৪ রা। ওবা ৬। হাউবা। রওবা। এনম্প্র-

র রর রর র ১ ২ ১
ত্যেতনসোমভিস্রোমেপাতমমমত্রেভিঃ। ঋজা ২ ৩ য়িষিণাম্। আয়িন্দ্রুৎ

১ ৪ ১ র র৫ ৫ ২ ১
সুতা ২ ৩ য়িভা ৩ য়িঃ। আয়িন্দূ ২ ৩ ৪ ভা। ওবা ৬। হাউবা॥ ভিরোবা।

২র র র র র ১ ২
স্বাস্যাইদম্ভসোন্ধর্যো প্রভরাসুতস্থুবিৎসমস্তুজেম্য়া। প্রুশা ২ ৩ দিতাঃ।

১ ২১ ৪ ১ র র৫ ৫ ১
আভিশস্তা ২ ৩ য়িরা ৩। বাস্বা ২ ৩ ৪ রাৎ। ওবা ৬। হাউবা। অস্॥

* * *

৩॥ বাযুরাদিত্যো বা প্রথমা দ্বিতীয়া চাস্থুষ্টুভাবস্থ্যা পথ্যা বৃহতীচ্ছন্দঃ॥ চতুর্থস্বরম্।

১২১২ ১র র ২ ২ — ১ ২ ২ ১
যাজ্ঞাযাজ্ঞা। যথা অপূর্ব্বিয়া ঔ ৩ হোহা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। মাঘবন্‌বৃত্র-

র ২ ২ —১ ২ ১ ১ র ২ ২
হত্যায়াঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। তাৎপৃথিবীম্প্রাথয়া ঔ ৩ হো।

—১ ২ ২ ১ র র ২ ২ —১
হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। তাদস্তভ্নাউতোদিবাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া।

২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ র র ২ ২
ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩। তাস্তেতাস্তে। যজ্ঞোঅজায়তা ঔ ৩ হো।

--১ ২ ১ ২ --১
হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। তাদর্কউতহস্কৃতামিরৌ ৩ হো। হা ২ ইয়া।

২ ১ র ২ ২ --১ ২ ২
ঔ ৩ হো। তাদ্বিশ্বমভিভূরসাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো।

১ র ২ ২ --১ ২ র র ২ ১ ২
যাজ্ঞাতস্মচ্ছজস্তবাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩॥ আমা-

১ ২ ১ র ২ ২ --১ ২ ২ ১ র
আমা। সুপকমৈরয়াঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। আসূর্য্যপ-

র র ২ ২ --১ ২ ২ ১ র র
রাৎযোদিবাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। যাস্মন্নামস্তপতাস্ম

২ --১ ২ -- ২ ১ র ২ ২
বৃক্তিতামিরৌ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। অ,ইন্দ্রবর্ষণমেবৃহাদো ৩ হো।

--১ ২ র র ২
হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩।

* * *

২ ১ ২ র র ২ ৩ ২
৪॥ বায়ুরাদিত্যো সাম্নঃ। চতুর্থস্বরম্॥ প্রা৴প্রাহ্ন স্বানায়অহ্মনাঔ ৩ হো।

—১ ২ ২ ১ র ২ ২ —১ ২
হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। মার্ত্তোনবষ্টতষচাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩

২ ১ র র ২ ২ —১ ২ ২ ১ র
হো। আপশ্যামমরাধনাঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। হাতামপম্-

২ ২ —১ ২ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ র
ভৃগবা ঔ ৩ হোহো ২ ইয়া। ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩॥ আজাআজা। মিরক্তে-

২ ২ --১ ২ ২ ১ র র ২ ২
অব্যক্তা ঔ ৩ হো। হা ২ ইয়া। ঔ ৩ হো। ভুজেনপুত্রওণিয়োয়ৌ ৩ হো।

--১ ২ ২ ১ ২ র, র ২ ২ —১
হা২ইয়া। ঔ৩হো। সারঙ্খারোনগোষণামৌ৩হো। হা২ইয়া।

২ ২ ১২ র র ২ ২ —১ ২ র র২
ঔ৩হো। বারোনযোনিবাসদামৌ৩হো। হা২ইয়া। ঔ৩হোবাহাউবা

১২১২ র র ২ ২ --১ ২ ২ ১
৩। দাবীসাবী। রোদক্ষণাদনা ঔ৩হো। হা২ইয়া। ঔ৩হো। বায়

র ২ ২ --১ ২ ২ ১ র র ২
স্তুস্তুরোদদাঔ৩হো। হা২ইয়া। ঔ৩হো। হাবিঃপবিত্রে অবাতাঔ

২ —১ ২ ২ ১ র র র ২ ২ —
হো। হা২ইয়া। ঔ৩হো। পাথধানযোনিমাসদামৌ৩হো। হা২

১ ২ র র২ ২ ১ ১১১১
ইয়া। ঔ৩হোবাহাউবা৩। এ৩। পয়া২৩৪৫॥

• • •

বায়ুরাদিত্যো বা স্তম্ভধারিণী স্কম্ভোগ্রীবীবোরো বৃহতী যাস্কইতি প্রথমাস্তুই-

২রর র র১
ভাবুত্তরে ইন্দ্রঃ। দ্বিতীয়স্বরম্॥ এহাউমৎসিয়াপা। য়িতেমহাঃ। হোয়ি।

২ র ১র ২
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। পাত্রস্থেবা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউ-

র র১ ২
হাউহাউ। হরিবোমৎসরোমদাঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউ-

র ১র ২ ২১
হাউ। বৃষাতেবা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। ষাইন্দুঃ।

২ র র র র ১২ র র ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। এঔহোবাদীশাঃ। সাজীনহা।

২ র ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। সপাতমাঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২ র র র ২র র র র ১
হোয়ি হাউহাউহাউ। এঔহোবা৩॥ এহাবানস্থেগা। ভুমৎসরাঃ। হোয়ি।

২ র ১
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। বৃষামদো। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ র ১ ২
হাউহাউহাউ। বরোণয়াঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ।

র ১র ২ ২ র ১
পহাবাঙ্আ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। ইসানসায়িঃ

২ র র র র ১ ২ ১র
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। এওহোবাদীশাঃ। পৃচনাবাট্।

২ ২ ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। অমর্ত্তিয়ঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২ ২রর র ২রর ১
হোয়ি। হাউহাউহাউ। এওহোবা ৩। এহাতুৎঙ্খিশূ। রসম্পানিতা।

২ র ১র
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। চোদয়োমা। হোয়ি। হোয়ি।

২ র ১
হোয়ি। হাউহাউহাউ। সুবোরথাম্। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ র ১র ২
হাউহাউহাউ। পহাবান্দা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ।

১ ২ ২রর র র ১ ২
সুাযব্রতাম। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। এওহোবাদীশাঃ।

র ১র ২ র
ওষঃপাত্রাম্। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। নশোচিষা।

২ র র র
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। এওহোবা ৩।

* * *

২রর র ১
৬। বায়ুরাদিত্যোবানুষ্টুপ্ সোমঃ। দ্বিতীয়স্বরম্। এহাবয়ম্পুষা। রয়ির্ভগাঃ।

২ র ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। সোমঃপুনা। হোয়ি। হোয়ি।

২ র ১ ২
হোয়ি। হাউহাউহাউ। সোঅর্ষভায়ি। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউ-

১ ২ র ১
হাউ। পতির্ব্বিশা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। উভূষমাঃ।

১ র র র র ১ ২ ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। এঔহোবাদীশাঃ। বিশ্বথাস্ত্রো। হোয়ি।

২ র ১ ২
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। দদীউভায়ি। হোয়ি হোয়ি। হোয়ি। হাউ-

র র র ২রর র ১
হাউহাউ। এঔহোবা ৩। এহাউসমুপ্রিয়া। অনুষত্তা। হোয়ি। হোয়ি।

২ র র ১ ২
হোয়ি। হাউহাউহাউ। গাবোমদা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউ-

১ ২ র র ১
হাউ। যঘ্নঘয়া হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। সোমাদঃক্বা।

২ র ১
হোয়ি। হোয়ি হোয়ি। হাউহাউহাউ। এবক্তেপণাঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২ র র র র র ২ ১র
হোয়ি। হাউহাউ উ। এঔহোবাদীশাঃ। পবমানু। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ ২
হোয়ি। হাউহাউহাউ। সইন্দবাঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউ-

র র র ২রর র র ১
হাউহাউ। এঔহোবা ৩। এহাউবত্তজিষ্ঠাঃ। ভমাজ্ঞয়া। হোয়ি। হোয়ি।

২ ১ ২
হোয়ি। হাউহাউহাউ পবমানা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউ-

র ১ ২
হাউহাউ। শ্রবায়িয়াম্ হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ।

১ ১ র ১
যঃপঞ্চচা। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। বণীরভায়ি।

২ র র র র ১।২ ১র
হোয়ি। হোয়ি হোয়ি। হাউহাউহাউ। এঔহোবাদীশাঃ। রয়িয়েনা।

২ র ১
হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। পনামহায়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২ র র র ১ ১ ১ ১ ১
হোয়ি। হাউহাউহাউ। এঔহোবা ৩। হস্‌ংপন্না ২ ৩ ৪ ৫ ::॥

• • •

৭। বায়ুরাদিত্যো বা ঋক্ষুনারিণী স্কন্ধোগ্রীবীবোরো বৃহতী বাষ্কইতি প্রথমাঋষ্টুভাবুত্তরে

২রর ১র — র ২র
ইন্দ্রঃ॥ তৃতীয়স্বরম্॥ এহাউ। ঔহো২। মৎসিয়াপা৩। য়িতেমহাঃ।

১ ১ র র র ১
হোববা২৩হোয়ি। পা। ত্রস্তৈবহয়িবোমৎসরোমদাঃ। হোববা২৩হোয়ি।

র র ১ ২রর র১১২ ১
বা। যাতেবৃষ্ণইন্দ্রঃ। হোববা২৩হোয়ি। এঔহোবাদীশাঃ। হোববা

১ র র ১ ১ ২ররর
২৩হোয়ি। বা। জীনহস্রসাত্তমাঃ। হোববা২৩হোয়ি। এঔহোবা৩।

২রর ১র — র র ২ ১ ১
এহাউ। ঔহো২। আনস্তেগা৩। তুমৎসরাঃ। হোববা২৩হোয়ি।

র র র ১ রর র
বা। যামদোনরেণিয়াঃ। হোববা২৩হোয়ি। দা। হাবাঙইন্দ্রনানসায়িঃ।

১ ১ ররর র১২ ১ ১
হোববা২৩হোয়ি। এঔহোবাদীশাঃ। হোববা২৩হোয়ি। পা।

রর ১ ২ররর ২রর ১র —
স্তনাবাভূমর্তিয়াঃ। হোববা২৩হোয়ি। এঔহোবা৩। এহাউ। ঔহো২।

২ ১ ১ র র
তুবঙ্ভিশূ৩। রস্পনিতা। হোববা২৩হোয়ি। চো। দয়োমস্কুবোরধাম্।

১ রর ১
হোববা২৩হোয়ি। দা। হাবান্দস্যাস্রতাম্। হোববা২৩হোয়ি।

২রর ররর১২ ১ ১ র র
এঔহোবাদীশাঃ। হোববা২৩হোয়ি। ঔ। যঃপাক্রমশোচিষা।

১ ২ররর
হোববা২৩হোয়ি। এঔহোবা৩॥

* * *

২রর ১র — র
৮। বায়ুঃস্মুইপ সোমঃ। তৃতীয়স্বরম্। এহাউ। ঔহো২। অয়ম্পূষ৩।

২ ১ ১ র র
রয়ির্ভগাঃ। হোববা২৩হোয়ি। সো। মঃপুনানোঅর্ষতায়ি। হোববা২৩

১ র ১ ২রর র র২২
হোয়ি। পা। তিরিশ্চক্ষুমনাঃ হোবা ২ ৩ হোয়ি। এঔহোবাদীশাঃ।

১ র র ১
হোবা ২ ৩ হোয়ি। বায়ি। অথাস্তোদসীউভায়ি। হোবা ২ ৩ হোয়ি।

২রর র ২রর ১র -- ২র
এঔহোবা ৩। এহাউ ঔহো ২ দমুপ্রিয়া ৩ঃ। অনুব্রতা।

১ ১ র ২ ১
হোবা ২ ৩ হোয়ি। গা। বোমদারঘৃন্বয়াঃ। হোবা ২ ৩ হোরি সো।

র ন ১ ২রর র র১২ ১
মাসঃকৃষ্ণদেশপঃ। হোবা ২ ৩ হোয়ি। এঔহোবাদীশাঃ। হোবা ২ ৩

র র ১ ১ ২রর র
হোয়ি। পা। বমানাসইন্দবাঃ। হোবা ২ ৩ হোয়ি। এঔহোবা ৩।

২রর ১র — র ২ র ১ ১
এহাউ। ঔহো ২। যস্তুজিষ্ঠা ৩ঃ। তমাক্তবা। হোবা ২ ৩ হোয়ি।

১ র ১ র
পা। বমানশ্রুণারিয়াস। হোবা ২ ৩ হোয়ি। যাঃ। পঞ্চচর্ষণীরভায়ি।

১ ২রর র র১২ ১ ১
হোবা ২ ৩ হোয়ি। এঔহোবাদীশাঃ। হোবা ২ ৩ হোয়ি। রা।

ন র ১ ১ ১রর র
বিযোনবনামতায়ি। হোবা ২ ৩ হোয়ি। এঔহোবা ৩।

১ র ১১১১
হস্‌। ইডাপয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* . .

১॥ বায়ুরাদিত্যো বা প্রথমা দ্বিতীয়া চান্দ্রঃ ত্র্যাবস্থা বৃহতীন্দ্রঃ॥ প্রথমস্বরম্।

২র র১ ২ র ২ র১
এপ্রতিগম্মা র। পিপীষতায়ি হাউ। বিশ্বানিবায়ি। হাউ। তদেভরা।

২ ১ ২ ১ ২ ররর র১২ ১র
হাউ। অরঙ্গমা। হাউ। যজ্ঞগ্মবায়ি। হাউ। এঔহোবাদীশাঃ। অপশ্চদা।

২ র১ ২ র র র ২রর র র১
হাউ। ধবনেনরাঃ। হাউ। এঔহোবা ৩। এএমেনপ্রা। ভিমেতনা।

২ র র১ ২ র১ ২ ১র ২
হাউ। সোমেভিম্মো। হাউ। মপাতমাম্। হাউ। অমত্রেতারিঃ। হাউ।

র১ ২ ররর র১২ ১ ২ ১
অজীবিণাম্। হাউ। এওহোবাদীশাঃ। ইন্দ্র৺স্তারি। হাউ। তিরিন্দু-

২ ররর ২র র র ১ ২
তারিঃ। হাউ। এওহোবা ৩। এঅস্মাঅস্মারি। ইদন্ধসাঃ। হাউ।

১র ২ র১ ২ ১ ২ র
অদ্ধর্যোপ্রা। হাউ। ভরাসুতাগ হাউ। তুবিৎসমা। হাউ। সাজেম্ন্যাস্য-

১ ২ ২রর র র১২ ১ ২ ১
শর্দ্ধতাঃ। হাউ। এওহোবাদীশাঃ। অভিশস্তারিঃ। হাউ। অবস্বরাৎ।

২ ২রর র
হাউ। এওহোবা ৩॥

* * *

২র র র ১
১০। বায়ুরাদিত্যো বাস্তুষ্টুপ্ সোমঃ॥ প্রথমস্বরং॥ এসুতাসোমা। ধুমত্তমাঃ।

২ রর১ ১ ১ ২ ১ ২
হাউ। সোমাইন্দ্রা। হাউ। সমুম্মিনাঃ। হাউ। পবিত্রবা। হাউ।

র ১ ২ রররর১২ রর১ ২ র১
তোঅক্ষরান্। হাউ। এওহোবাদীশাঃ। দেবানগচ্ছা। হাউ। তুবীমদাঃ।

২ রর ২র ১ ২ ১র
হাউ। ঐহোবা ৩। এইন্দুরিন্দ্রা। রূপবতারি। হাউ। ইতিহদেবা।

২ র ১ ২ র ১ ২ ১ ২
হাউ। সোমাক্রশান। হাউ। বাচস্পতারিঃ। হাউ। মখস্পতারি। হাউ।

রররর১২ ১র ২ র১ ২ ররর
এওহোবাদীশাঃ। বিশ্বস্যেশা। হাউ। নওজসাঃ। হাউ। এওহোবা ৩॥

২র ১ ২ ১র ২ র১
এসতস্ত্রশা। সঃশবতারি। হাউ। সমুদ্রোবা। হাউ। চমীঅরাঃ।

২ র ১ ২ ১র ২ ২ররর র১২ র
হাউ সোমস্তারি। হাউরয়ীণাম্। হাউ। এওহোবাদীশাঃ। সখে-

১ ২ র১ ২ ররর ১ ১১১১
ন্দ্রা। হাউ। দিবেদিবারি। হাউ। এওহোবা ৩। অস্ংপন্না ২৩৪৫॥

* * *

১২১র ২র ১র১ ১র ২ ১ র
১৪। মহাদিবাকীর্ত্যম্। বণ্মহাঁ৺ অসিসূর্য্য। বডাদিত্যমহাঁ৺ অসি। মহস্তে-

২১র ২১রর২ ১র রর২ ১র ২ ১র রর২ ১র ২ ১র রর২
সতোমহিমাপনিষ্টম। মহ্নাদেবমহাঁ৺ অসি। মহ্নাদেবমহাঁ৺ অসি। মহ্নাদেব-

১র ২ ১ র২১২র১র ২ ১র রর২১র ২ ১র
মহাঁ৺ অসি। বট্ সূর্য্যশ্রবসামহাঁ৺ অসি। সত্রাদেবমহাঁ৺ অসিঅসি। সত্রা-

২ররর১র ২ ১র র২১র ২ ১র২র১রর ২ ১
দেবমহাঁ৺ অসি। সত্রাদেবমহাঁ৺ অসি। মহ্নাদেবানামসুর্য্যঃ-

২১র ২ ১ র ২১র২
পুরোহিতঃ। বিভুজ্যোতিরদাভ্যম্॥

* * *

১২ ১২র১র২র ১ ২ ১ ২১র ২র১র
১৫। মহাদিবাকীর্ত্যম্॥ ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয়ে। ইন্দ্রম্প্রয়ত্যধ্বরে। ইন্দ্রঁ৺ সমীকে-

২১র২১র২র ১২১ ২র১র ২১২র১২র ১র১ ২র১র
বনিনোহবামহে। ইন্দ্রন্ধনস্যসাতয়ে। ইন্দ্রন্ধনস্যসাতয়ে। ইন্দ্রন্ধনস্যসাতয়ে।

র২১র ২র ১ ২ ১র২র ১২১র২র
ইন্দ্রোমহ্নারোদসী পপ্রথচ্ছবঃ। ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ॥ ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ।

১২ ১র২র ১র২১২১২র ১র২র ১২রর১র২১২
ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ। ইন্দ্রেহবিশ্বাভুবনানিয়েমিরে। ইন্দ্রেসানাসইন্দবঃ॥

* * *

১র২ ১র র ২ ১র২র১
১৬। মহাদিবাকীর্ত্যম্। প্রাযন্তুইবসূর্য্যম্। বিশ্বেদিন্দ্রস্যভক্ষত। বসূনিজাতো-

২ ২র১র২র ১ ২র১ র ২ ১ ২র১ র ২ ১ ২র১র
জনিমান্যোজসা। প্রতিভাগন্নদীধিমঃ। প্রতিভাগন্নদীধিমঃ। প্রতিভাগন্নদী-

২ ১ ২র১ ২১র ২ ১র ২র১ ২১র ২র১২
ধিমঃ। অনার্ধরাতি বসুদামুপস্তুহি। ভদ্রাইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। ভদ্রাইন্দ্রস্যরাতয়ঃ।

১র ২র১ র ২র১ ২১র র ২ ১২র১রর২র১
ভদ্রাইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। যোঅস্যকামবিধতোনরোষতি। মনোদানায়চোদয়ন্॥

৩ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

— র —১ — ১র র র —১ —
২ঃ। ভদ্রাইন্দ্রস্তয়া ২ ভায়া ২ঃ। যোঅস্তকামবিধতোনারো ২ যাতা ২ য়ি।

১ রর১ —১ —
মমোদানায়চো ২ দায়া ২ ন। ভ্রা ২ ট্॥

* * *

২ রর ১১২ — ররর২ ১২
২০॥ আভ্রাজম্। পরিস্বানো ৩ গায়িরা ১ য়িষ্ঠা ২ঃ। পাবত্রেসোমো ৩ আক্কা-

— ২ ২ ১২ — ২ র২ ১২ —
১ য়া ২ ৎ॥ তুবংবিপ্রস্ত ৩ বাক্কা ১ বা ২ য়িঃ। মধুপ্রজাত ৩ মাক্কা ১ সা ২ঃ।

র র ১২ — রর র২ ১২ — র ২
তুবোবিশ্বেদা ৩ জোষা ১ সা ২ঃ। দেবানঃপীতি ৩ মাশা ১ তা ২। মদেষুসর্ব্বা

১২ — ২র ১রর২
৩ ধাঅা ১ দা ২ য়ি॥ এ। আভ্রাজ॥

ইত্যুহ্যগানে দ্বিতীয়স্যার্দ্ধপ্রপাঠকঃ॥

* * *

২র রর ১২ — র ১২
১॥ অগ্নেব্র্বতম্। উচ্চাতেজাতা ৩ মান্ধা ১ সা ২ঃ। দিবিসস্তুমিহ ৩ য়াদা

— ১২ ২ র ২
১ দা ২ য়ি। উগ্রও শর্ম্মমা ৩ হায়িশ্রা ১ বা ২ ৩ঃ। মনইন্দ্রোয়া ৩ যাজা ১

— র ১২ র ১২
মা ২ য়ি। বরুণায়মাঃ ৩ রুদ্ভা ১ য়া ২ঃ। বরিবোবেৎপ ৩ রায়িস্রা ১ বা ২ ৩।

২রর র ১২ - র র২ ১২ - র র
এনাবিশ্বানিহ ৩ আর্যা ১ আ ২। দ্যুম্নানিমা ৩ নুষা ১ ণা ২ ম। সিষাসন্তোবা

১২ ২র ১২১ ১র১র ৩১১১১
৩ নামা ১ হা ২ ৩ য়ি। এ। বিশ্বস্তজগতোজ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

* * *

২র১র র ২১ ২ রর ১ রর২১
২॥ ভাসম্॥ মূর্দ্ধানন্দিবোঅরতিম্পৃথা ২ ৩ য়িব্যাঃ। বৈশ্বানরমৃতআজাতমা ২

২ ১ র ২১ ২ ১র র ২১
৩ গ্নীম্। কবিওসম্রাজমতিথিঞ্জনা ২ ৩ নাম। আসন্নঃপাত্রঞ্জনয়ন্তদা ২ ৩

২ ১র র র২১ ২ ১ রর ২১
য়িবা ৩ঃ॥ ত্বাংবিশ্ব অমৃতজায়মা ২ ৩ নাম্। শিশুন্নদেবাঅভিসন্নবা ২ ৩

২ ১ ২১ ২ ১র র২১ ২
স্তায়ি। তবক্রত্বাভিরমৃতত্বমা ২ ৩ মান্। বৈশ্বানরযৎপিত্রোরদা ২ ৩ য়িদা ৩

১র র র ২১ ২ ১ররর ২১
য়িঃ॥ নাভিং যজ্ঞানা৺ সদন৺ রয়া ২ ৩ য়িণাম্। মহামহাবমভিসম্ননা ২ ৩

২ রর ১ ২১ ২ ১ র ২১ ২
স্তা। বৈশ্বানর৺ রথামধ্বরা ২ ৩ ণাম্। যজ্ঞস্য কেতুঞ্জনয়ন্তদা ২ ৩ য়িবা ৩ঃ॥

* * *

১র র২র১ ২ ২র র২১ ২ ১
৩। ভাসম্॥ পুরোজিতীবোঅন্ধা ২ ৩ সাঃ। সুতায়মাদয়িত্না ২ ৩ বায়ি। অপ-

র ২১ ২ ১ররর২১ ২ ১ররর২১
শ্বান৺ শ্ন্থি য়িষ্টা ২ ৩ না। সখায়োদীর্ঘজিহ্বা ২ ৩য়া ৩ম্। সখায়োদীর্ঘাজিহ্বা-

২ ১রর রর২১ ২ ১ ২১র ২ ১
২ ৩ য়াম্। যোধারয়াপাবকা ২ ৩ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেস ২ ৩ তাঃ। ইন্দুর-

র২১ ২ ১ র২১ ২ ১ র ২১র ২
শ্বোনকৃত্বা ২ ৩ য়া ৩ঃ। ইন্দুরশ্বোনকৃত্বা ২ ৩ য়াঃ। তন্দুরোষমভীনা ২ ৩ রাঃ।

১র র ২১র ২ ১র ২১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
সোমাবস্থা চয়াসা ২ ৩ য়া। যজ্ঞায়সন্ত প্রা ২ ৩ য়া ৩॥ বা ২ ৩ ৪ ৫ স্।

* * *

২৫ র র ১ ২ র র র র র
৪। রথন্তর৺ ॥ ৩বাও৺ সোমরারপোবা। সাধাইন্দোমদেমদেপুরুমধব্রোমচর।

১ ২ ১ ২র ১ ৪ ১ র র৫
তিয়া ২ ৩ যবা। পারিদী৺ রা ২ ৩ তা ৩য়ি। তা৺ আ ২ ৩ ৪ য়িবা। ওবা ৬।

৫ ২১ ২র র র ১
হাউবা॥ পরোবা। সায়ি৺ রঁ ভক্তা৺ ইতিতবাতনক্রমৃতসো। মহা ২ ৩

২ ১র ২র১ ৪ ১ র র৫ ২
য়িদিবা। দৃতানোবা ২ ৩ শ্রো ৩। উসা ২ ৩ ৪ না। ওবা ৬। হাউবা॥

২১ ১ ২র র র ১ ২ ১ ২র১
দুহোবা। নোবত্রউর্ধানিস্থণাতপস্তমাতপ। রিয়া ২ ৩ স্পরাঃ। শাকুনাঅ্ ২ ৩

৪ ১ র র৫ ৫ ১
য়িবা ৩। পাস্যা ২ ৩ ৪ য়িমা। ওবা ৬। হাউবা। অস্।

* * *

১ ২ র ১ ২ ১রS
৭॥ রেবতীর্ন। হাউরেবা। তীর্নাঃ। ইহা। সধমাদা ২। হা ৩ ১ উবা

২ ৫ ২ — ১ ২১ ২ ১ র S
২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। ইন্দ্রা ২ য়িসন্তু। ইহা। তুবিবাজা ২ :। হা ৩১

২ ৫ ২ — র ১ ২ ১ র S
উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। ক্ষুমা ২ স্তোয়া। ইহা। ভির্ম্মদেমা ২। হা ৩ ১

২ ৫ ১ ২ র ১ ২১র S
উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা॥ আবান্তা। হাবান। ইহা। অনাযুক্তা ২ :।

২ ৫ ২র — র ১ ২১ররS
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। স্তোতৃ ২ ভ্যোধা। ইহা। ক্ষবীয়ানা ২ :।

২ ৫ ২ — ১ ২১ S
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ২ ড়া। ঋণো ২ রক্ষাণ। ইহা। নগক্রিয়ো

২ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ S
২ :। হা ৩ ১ বা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডাঃ॥ আবায়াৎ। স্তুনাঃ। ইহা। শতক্রতা

২ ৫ ২র — ১ ২১রS
২ উ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। অকা ২ মগ্না। ইহা। রিভূণা

২ ৫ ২
২ য়। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। ঋণো ২ রক্ষাণ। ইহা।

২১র S ২ ২ ৫
নশচীভা ২ রিঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা॥

• • •

২রর রর ২৸ ৩ ৫ ১ ১
৮। বৃহৎসাম॥ ওহোয়িত্বমদ্ধেযজ্ঞানা৬হে ৩ এ। ত্বা ২ ৩ ৪ নায়ি। শুবা

৩র৪র৫ ২ ৩ ৫ ২র১র ২
৩ ৪ ওহোবা। ষা ২ ১ য়া। হা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ। দেবেভির্ম্মা ৩ ৪।

৩র৪র — S ৫ ৫ ২র র র
ওহোবা। ত্ব ২ ষায়িজ্ঞা ২ ৩ ৪ নায়ি। উত্থবা ৬ হাউ বা। ওহোয়িনেমা

২ র ২ ২ ৩ ৫ ১ ৩ ৩র৪র৫ ৫
৩ এ। নোগচ্ছা। ত্বায়িরক্ষা ২ ৩ ৪ রায়ি। জিহ্বা ৩ ৪। ওহোবা। ত্বায়িঃ।

২ ৩ ৫ ২র১রর২ ৩র৪র৫ — ১
যাজা ৩ ১। মা ২ ৩ ৪ হাঃ। আদেবাষ্বা ৩ ৪। ওহোবা। ক্ষা ২ য়িয়াক্ষা

১ ২   ১ ২   র র ১ ২   ১ ২   ১ ২
তারা তারা। সুষাবসোমমদ্রাদ্রিভায়িঃ। দ্রাদ্রিভায়িঃ। দ্রাদ্রিভায়িঃ।

র র ১ ২   ১ ২   ১ ২   র র ১
সুষাবসোমমদ্রাদ্রিভায়িঃ দ্রাদ্রিভায়িঃ। দ্রাদ্রিভায়িঃ। সুষাবসোমমদ্রাদ্রি-

২   ১ ১   ১ ২   র র র   র ২   ১ ২
ভায়িঃ। দ্রাদ্রিভায়িঃ। দ্রাদ্রিভায়িঃ নূনম্পুনানোঅবিভিঃপরিস্রাবা। স্রাবা।

১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২
স্রাবা। অদব্ধসুরভিন্তারাঃ। তারাঃ। তারাঃ। অদব্ধসুরভিন্তারাঃ।

১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২   ১ ২   র র
তারাঃ। তারাঃ। অদব্ধসুরভিন্তারাঃ। তারাঃ। তারাঃ। সুতেচিত্বাপ্-

র র ১ ২   ১ ২   ১ ২   র র র ১ ২   ১ ২
সুমদামোঅন্ধাসা। ধাসা। ধাসা। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তারাম। তারাম্।

১ ২   ৩র র ৩   ৫র র   ৩ ১ ১ ১ ১
তারাম্॥ স্নোভানা ৩ ৪। ও৲হোবা। ঈ২৩৪৫॥

* * *

২ ১ র   ২র৩৪র৫   ২ ১র   ২ ১
১১। রাজনম। তাদদাসা। ভূব। নেযুজ্যেষ্ঠাম্। ৩। যতোজজ্ঞায়ি। উগ্রঃ।

২র৩৪ ৫   ২ ১র   ২ ১   ২র৩৪ ৫   ২ ১র
ত্বেষনৃম্ণাঃ। যতোজজ্ঞায়ি। উগ্রঃ। ত্বেষনৃম্ণাঃ। যতোজজ্ঞায়ি।

২ ১   ২র৩৪ ৫   ২ ১র   ২ ১   ২র ৪ ৫   ২ ১র
উগ্রঃ। ত্বেষনৃম্ণাঃ। সদ্যোজজ্ঞা। নো ৩ নির। শাত্রিশত্রূন। সদ্যোজজ্ঞা।

২ ২   ২র৩৪৫   ২ ১র   ২ ১   ২র৩৫
নো ৩ নির। শাত্রিশত্রূন্। সদ্যোজজ্ঞা। নো ৩ নির। শাত্রিশত্রূন।

২ ১   ২র১ ২৩৪র৫   ২ ১   ২র১ ২৩৪র৫   ২ ১
অনুযবারি। খেম। দস্তিযুমাঃ। অনুযবারি। খেম। দস্তিযুমাঃ। অনুযবারি।

২র১ ২৩৪র৫   ২ ১ র   ২ ১র   ২র৩৪র৫   ২র১র   ২ ১র
খেম। দস্তিযুমাঃ। বারুধানাঃ। শবসা। ভূরিযোজাঃ। বারুধানাঃ। শবসা।

২র৩৪র৫   ২র১র   ২ ১র   ২র৩৪র৫   ২ ১ র   ২ ১
ভূরিযোজাঃ। বারুধানাঃ। শবসা। ভূরিযোজাঃ। শক্রুর্দ্দাসা। রভিয়।

২৩৪র৫   ২ ১ র   ২ ১   ২৩৪র৫   ২ ১ র   ২ ১
সন্দধাতায়ি। শক্রুর্দ্দাসা। রভিয়। সন্দধাতাবি। শক্রুর্দ্দাসা। রভিয়।

২ ৩৪র৫ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ২ ১ ২ ১
সন্ধাতারি। অবিরমাৎ। চা ৩ বিয়। নচ্ছলম্মারি। অবিষনাৎ চা ৩ বিয়।

১৩৪ ৫ ২ ১র ২ ১ র৩৪র৫ ২ ১র ২ ১
নচ্ছলম্মারি। সন্স্তেনবা। তপ্রভু। ভামদেম্। সন্স্তেনবা। তপ্রভু।

২র৩৪র৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪র৫ ২ ১র ২ ১
ভামদেষ্। সন্স্তেনবা তপ্রভু। ভামদেম॥ ভূবেক্রতুম। অপির।

২ ৩৪৫ ২১র ২ ১ ২ ৩৪৫ ২ ১র ২ ১
অস্তিবিশ্বারি। ভূবেক্রতুম্। অপির অস্তিবিশ্বারি। ভূবেক্রতুম অপির।

২ ৩ ৪ ৫ ২১ ২র ১ ২ ৩৪র৫ ২ ১ ২র ১
অস্তিবিশ্বারি। দ্বির্য্যদারি। তেত্রির্ভ। নস্তিযুমাঃ। দ্বির্য্যদারি তেত্রির্ভ।

২ ৩৪র৫ ২ ১ ২র ১ ২ ৩৪র৫ ২র১র র ২ ১র
বস্তিযুমাঃ। দ্বির্য্যদারি। তেত্রির্ভ। নস্তিযুমাঃ স্বাদোঃস্বাদী। যঃস্বাদু।

২র৩৪র৫ ২র১র র ২ ১র ২র৩৪র৫ ২র১র র
নাস্বজাসাম্। স্বাদোঃ স্বাদী। যঃস্বাদু। নাস্বজাসাম্। স্বাদোঃ স্বাদী।

২ ১র ২র৩৪র৫ ২১ ২১ ২র৩৪র৫ ২১
যঃস্বাদু। নাস্বজানাম্। অদস্সুমা। ধুমধু। নাভিযোধীঃ। অদস্সুমা।

২১ ২র ৩ ৪র৫ ২ ১ ২ ১ ২র ৩ ৪র৫ ১ররররর
ধুমধু। নাভিযোধীঃ। অদস্সুমা। ধুমধু। নাভিযোধী। নাগীডাহবো

র২৩ ১ ১ ১ ১
বৃহদ্ভা ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

* * *

১ র র র ১
১২॥ পঞ্চনিধনংসামদেসাম্। ত্রিকদ্রুকেষুমহিষোযবাশিরাম্। তুসা ২

৩ ৫ ১ র র ১ ২ ৩
বিপূ ২ ৩ ৪ ম্বাঃ। তৃম্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনাসুতাম্। যথা ২ বা ২ ৩ ৪

৫ ১র র ১ ২ ৩ ৫ ১র র
শাম্। সঈম্মমাদমহিকর্ম্মকর্ত্তবারি। মহা ২ মু ২ ৩ ৪ রুম্॥ সাকঞ্জাতঃ-

র র র ১ ২ ৩ ৫ ১র র র র র
ক্রতুনাসাকমোজসা। ববা ২ ক্ষা ২ ৩ ৪ বিথা। সাকংবৃদ্ধোবীর্য্যৈঃসাসহির্ম্মৃধা।

১ ২ ৩ ৫ ১ররর রর ১ ২ ৩
বিচা ২ র্ষা ২ ৩ ৪ পারিঃ। দাতারাধঃস্তুবতেকাম্যংবসু। প্রচা ২ স্নিতা-

১র ২র ৫ ২
যেকাবে। হা৩১উবা২৩। ঘ২৩৪বাঃ। ইহ। হা৩১উবা২৩।

৫ ১ ২৩৪৫ ২ ১ র ১ ২
জ্যো২৩৪ভীঃ॥ পা। বাকবর্চ্চাঃ। কবর্চ্চা৩ঃ। কবর্চ্চাঃ। কবর্চ্চাঃ।

২৩৪র৫ ২র ১র র র
শূ। ক্রাবর্চ্চাআ। বর্চ্চাআ৩। বর্চ্চাঅ। বর্চ্চাপ। বর্চ্চাঅ। নু।

২৩৪র৫ ২র ১র র র ২ ২৩র৪৫
নাবর্চ্চাউ। বর্চ্চাউ৩। বর্চ্চাউ। বর্চ্চাউ। বর্চ্চাউৎ। ঈ। ষা৩। ষীভান্নুনা।

২র ১র র র র র র ২র ১র ২র ১
ভান্নুনা৩। ভান্নুনা। ভাণ্ণনা ভান্নুনা। এ। ব্রতমেস্বরেশকুনঃ॥

২ররর ৩ ১২ — রর১ ২ ১২ —
পুত্রাওহোহোহায়ি। মাতা১রা২। বিচাওহোহোহায়ি। রানূ১পা২।

রর১ ২ ১২ ২ ১২৩র২ ১ — ১
বলাওহোহোহায়ি॥ পার্ণা৩ক্ষী। রোদসোহো৩। হুম্মা২। উভা।

২ ৪৫ ১রর২রর ১র র ২র১২
ঔ৩হোবা॥ উর্জ্জোনপাজ্জা। ইড়া। স্তুবঃ। ইডা। তবেদস্তুশ।

১র র ২১২ ১র র ২র১ ২১
ইডা। স্তুবঃ। ইডা। তিভির্ম্মন্দস্ব। ইডা। স্তুবঃ। ইডা। ধীতিভীর্হিতঃ।

র র ২র১ ২ ২১র ২
ইড়া। স্তুবঃ। ইডা॥ ত্বুবে ক্রথাসুসম্। হা৩১উবা২৩ দধুর্ভুরাম্নিব।

১ ১ ২ ২রর১ ২র
হা৩১উবা২৩। দাশ্চহোত্র। হা৩১উবা২৩। যোবামজাতাঃ।

৫ ২
হা৩১উবা২৩। ঘ২৩৪বাঃ। ইহাহা৩১উবা২৩। জ্যো২৩৪

[illegible]

[illegible]

১রর ২৩৪৫ ১ ২র ১র
অস্মেরা যো আমত্রিয়া৩ মর্ত্তিয়। মর্ত্তিয়ঃ। মর্ত্তিয়। এ। ব্রতমেস্ব-

২র ১ ২রর১ ২ ১২ — রর১ ২
বরেশকুনঃ॥ দদাওহোহোহায়ি। শাতা১ন্তা২। বপুওহোহোহায়ি।

অথৈকাহপর্ব্বগানী প্রবর্ত্ততে ॥

২ র র র র র র র
১। অথর্ব্বিংস্তুপসোম। আপর্ব্বণম্। উহুবাওহা। ঔহোবা। পুরোজিতাগ্নি।

র র র ১র৩র২ ১ ২ র ১ ২ ২ র রর
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং। সোমন্ধা ২ ৩ সা ৩ ঃ। উহুবাওহা।

র র র র র র র ১র ৩র ১২ ১ র
ঔহোবা। শ্বুতামমা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। স্বঃ। দগ্নিস্রবে-

র ২ ১ ২ ২ র র র র র র র র
অপখ্যান৺শ্নথিষ্টা ২ ৩ না ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। সখায়োদাগ্নি।

র র র ১র ৩র২ ১ ২ ১ ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। ঘজিহ্বা ২ ৩ য়া ৩ ম্।

২ র র র ১র ৩র২ ২ র র র র র র র র
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩॥ উহুবাওহা। ঔহোবা। সখায়োদাগ্নি।

র র র ১র ৩র২ ১ ১ ১ ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং। ঘজিহ্ব ২ ৩ য়া ৩ ম্।

১ [illegible] র র র ১র ৩র২
[illegible] য়া। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা।

১ ২ র র র র র র
[illegible] ২ ৩ তা ৩ ঃ। উহুবাওহা। [illegible]হোবা।

[illegible] ১ ২ ১
ইন্দুরথাঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। নকুত্থা-

২ ২ র র র ১ ৩র ২ র র র র র র
২ ৩ য়া ৩ ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩॥ উহুবাওহা। ঔহোবা।

র র র ১র ৩র২ ১২ ১ ২
ইন্দুরথাঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবং। নকুত্থা ২ ৩ য়া ৩ ঃ।

র র র র র র র র র র ১র ৩র২ ১২
উহুবাওহা। ঔহোবা। তন্দুরোবাণ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। স্বঃ।

১র র র২১র ২ ২ র র র র র র র
অপীনরস্সোমবিশ্বাচিয়াধা ২ ৩ য়া ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। যজ্ঞায়না।

র র র ১র ৩র২ ১ ২ ১ ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। তুশস্রা ২ ৩ য়া ৩ ঃ।

২ র র র ১র ৩র২ ১ ১ ১ ১
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩॥ ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

৩২র১২ ১র ৲
২। স্বাশিরশ্বপয়ো গায়ত্রী সোমঃ। স্বাশিরামর্কম্। অয়াপাবাম্। স্বাদিষ্ঠয়া ২।

৩২৲৩ ৫ ১ ৲ ৩২৲৩ ৫ ১র ৲
মদায়িষ্ঠা ২ ৩ ৪ য়া। পবস্বসো ২। মধারা ২ ৩ ৪ য়া। ইন্দ্রায়পা ২।

৩২৲ ৩ ৫ ১রর ৲ ৩২৩ ৫ ১ র
তবায়িহ্ ২ ৩ ৪ তাঃ॥ রক্ষোহাবা ২ রি। শ্বচর্ষা ২ ৩ ৪ ণায়িঃ। অভিযোনা

u ৩২৲৩ ৫ ১র র ৲ ৩২৲৩ ৫
২ য়িম্। অয়োহা ২ ৩ ৪ তারি। দ্রোণেসধা ২। স্থমাসা ২ ৩ ৪ দাৎ॥

১ র ৲ ৩২৲৩ ৫ ১ র n ৩২৩ ৫
বরিবোধা ২। তমোভূ ২ ৩ ৪ বাঃ। মৗহিষ্ঠোবা ২। ত্রহন্তা ২ ৩ ৪ মাঃ।

১ ৲ ৩র২৲৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
পর্ষিরা ২। ধোমাঘো ২ ৩ ৪ নাং॥ ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র র র১র ২৩ ৫ ২১রর
৩। বার্ষাহরম্। হাবর্ষাসোমা। সোমসোমা। দ্যামত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। অভিদ্রোণা-

২ ২ ২ র১ ২ ১র ৲ ৫রর
নিয়ো ১ ক্র ৩ বাং। দীদস্তো ২ ৩ নৌ। বনে। ষ, ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

২র র ২ ২৲৩ ৫ ১র ২ ২ ২
হাবপ সাইন্দ্রা। ইন্দ্রইন্দ্রা। যাবায়া ২ ৩ ৩ বায়ি। শরুণায়মন্ত্র ১ স্ত্রা ৩ য়াঃ।

র১র ২ ১ ৲৩ ৫রর ২র র
সোমাআ ২ ৩ র্ষা। তুবি। ষ্ণা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ হাবিষস্তোকা।

র১র ২n৩ ৫ ২১ র২ ২ ২
তোকতোকা। য়ানোদা ২ ৩ ০ দাৎ। অপ্সচাৗ সোমগা ১ য়িশ্বা ৩ তাঃ।

র ২ ১ ৲ ৩ ৫রর
আপবা ২ ৩ স্বা। সহ। স্রা ২ য়িণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

* * *

২র র১ ২ ১
৪। বৃষাহরির্গায়ত্রো সোমঃ। দ্বিতীয়বার্ষাহরম্॥ যস্তেমদোহোহারি। হোয়ি।

১ — ১ ২ — ১ ৭ —
বারে ১ পায়া ২ ৪। ইহোয়ি। তায়িনা ১ পাবা ২। হো। স্বাঅন্ধাসা ২।

১ ২ — ১ ১ ৲৩ ৫রর
হোয়ি। দায়িযারেবায়িয়া ২। হোয়ি। ধন। সা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

২ . ১ ২ ১ ২ — ১ ২
অগ্নির্ব্বৃত্র৮ হোহায়ি । হোয়ি । আমা ১ য়িত্রাণ্য ২ ম । হোয়ি । দাস্যা ১

— ১ ২ — ১ ২
য়ির্ব্বাণ্যা ২ ম । হোয়ি । দায়িবে ১ দায়িনা ২ য়ি । হোয়ি । গোষা-

-- ১ ২১র ∧ ৩ ৫র র ২ র
১ তায়িরা ২ । হো । শ্বনাঃ । আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা । সম্মিদ্ধো-

১ ২ ১ ২ — ১ ৭ —
অহোহায়ি । হোয়ি । রুষো ১ ভূবা ২ ঃ । হোয়ি । সুপন্থাজা ২ য়িঃ ।

১ ২ -- ১ ২ -- ১
হোয়ি । নাধে ১ নূভা ২ য়িঃ । হোয়ি । দায়িদা ১ গ্ন্যায়িনা ২ ঃ । হোয়ি ।

২১র n ৩ ৫র র ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র২ র ১ র ২ ১ ২ ১
দযো । না ২ য়িগা ২ ৩ ৪ ঔহোবা । অভিস্ফূর্জ্জয়ন্দ্বিষ্মঃ । দযোষাভিস্ফূর্জ্জয়ন্দ্বিষ্মঃ ।

* * *

৫ । বসিষ্ঠো বৃহতী প্রথমা দ্বিপাদোত্তরে নিষ্টারপঙ্‌ক্তয়োর্শ্বিরাজএকেষামিতীন্দ্রঃ ।

২s র র র ১ ২র র র র
পরাচীষু রণন্তরম্ । আভিত্বাশূরনোনুমোনা । আক্রুগ্ধাইবধেনবঈশানমস্যজগতঃ ।

১ ২ ১ র ২ ১ ৪ ১ র র ৫
স্ব্দা ২ ৩ র্দ্দৃশাম্ । আয়িশানমা ২ ৩ য়িন্দ্রা ৩ । সুস্থ ২ ৩ ৪ ষা । ঔবা ৬ ।

৫ ২ ১ ২র ১ ২ ২ ১র ২র ১
হাউবা । নস্থোবা । বা৮ অজ্যোদিনিয়ঃ । নপা ২ ৩ র্দ্বিনাঃ । নস্মাভোনা

৪ ১ র র ৫ ৫ ২ ১ র
২ ৩ স্মা ৩ । নাবিষ্যা ২ ৩ ৪ তা । ঔবা ৬ । হাউবা । অশ্বোবা । যাস্মো-

২ ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১ র
মদবন্নি । দনা ২ ৩ জিনাঃ । গবাস্ত্ত্বা ২ ৩ ন্যা ৩ । বামা ২ ৩ ৪ হা ।

র ৫ ৫
ঔবা ৬ । হাউবা । অস ।

° ° °

৬ । ভরদ্বাজো বৃহতী প্রথমা দ্বিপাদোত্তরে নিষ্টারপঙ্‌ক্তয়োর্শ্বিরাজএকেষামিতীন্দ্রঃ ।

২র র র র ২ র ১র র ২n ৩
পরাচীষুবৃহৎ । ঔহোয়িত্বামিদ্ধিহবামহা ৩ এ । সাতৌবাজা । স্যাকারা

৫ ১ ২ ৩র৫র৫ ২ ১ ২ ২ ৩
২ ৩ ৪ বাঃ । ভূবা ৩ ৪ । ঔহোবা । বৃত্রাষিবুবায়ি । ত্রাসা ৩ ১ ২ । পত্তিনা

র ১রর২ ৩র৪র৫ — ১ ১
২ ৩ ৪ য়াঃ। ষ্বাঙ্কাষ্ঠা ৩ ৪। ঔহোবা। ষ্ব ২ আৰ্ব্বা ২ ৩ ৪। ভাঃ।

৫ ৫ ২রর ২ৎ ৩ ৫ ১২
উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহো য়িসবা ৩ যে। না ২ ৩ ৪ শচায়ি। ত্রবা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১২ ২৩ ৫ ২১ ২ ৩র৪র৫
ঔহোবা। জ্যা! ৩ ১। স্তধ্বষ্কু ২ ৩ ৪ য়া। মস্তবা ৩ ৪। ঔহোবা।

— ১ ১ ৫ ৫ ২রর র ২ৎ
নো ২ আদ্রা ২ ৩ ৪ য়ি। বাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহোয়িগামা ৩ এ।

৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫ ১২ ২ ৩ ৫
শূ ২ ৩ ৪ বাম্। রথা ২ ৩। ঔহোবা। যামা ৩ ১ য়ি। দ্রসঙ্কা ২ ৩ ৪ য়িরা।

১রর২ ৩র৪র৫ — ১
সত্রাবাজা ৩ ৪। ঔহোবা না ২ জিগ্যু ২ ৩ ৪।

৫ ৫ ১
ষাযি। উহুবা ৬ হাউ। বা॥ হল।

*

২র ১২
৭॥ মরুতঃ পিপীলিকমধ্যানুষ্টুপ্ সোমঃ॥ মরুতাং সপ্তোভোর্কঃ॥ পর্য্যুষুপ্রধন্বাবা।

১২ ১২ র র ১২ ১২ ১২ ১২
বাবা। বাবা। অপাতয়েপরিবাত্রা। বাত্রা। বাত্রা। পিসক্ষণির্দ্বিষস্তারা। তারা।

১২ র র র১২ ১২ ১২ র র ১২ ১২
তারা। দিয়াঋণয়ানঈরাদারি রাসায়ি। রাসায়ি। অজীজনো হপবাসা। সামা।

১২ র র১২ ১২ ১২ র র রর১২ ১২ ১২
বামা। নপ্তরিয়াবধারেশা। রেশা। রেশা। স্থনাপয়োগোজীবায়া। রায়া। রায়া।

র ১২ ১২ ১২ র ১২ ১২ ১২
রংহমাণঃ। পুরন্ধ্যায়া। ধায়া। ধায়া॥ অনুহিত্বাসুতং সোমা। সোমা। সোমা।

র র১২ ১২ ১২ র ররর ১২ ১২
মদামসিমহেসামা। সামা। সামা। যারাজিয়েবাজাং আভী। আভী।

১২ র র১২ ১২ ১২
আভী। পবমানপ্রগাহাসায়ি। হাসায়ি। হাসায়ি।

* * *

২ র ১২
৮। মরুতঃক্ষুদ্রপদোক্ষিক্‌সোমঃ। পঙ্‌স্তোভোর্কং। নদংব্বোঅদতীনাম্।

১২ ১২ ২ র ২ ১২ ১২ র
তীনাম্। তীনাম্। নদংয়োথবতীনাম্। তীনাম্। তীনাম্। পতিংগো-

১২ ১২ ১২ ররর ১ ২ ১২ ১২
অগ্রিয়ানাম্। য়ানাম্। য়ানাম। ধেনূনামিষুধ্যাসায়ি। ধ্যাসায়ি। ধ্যাসায়ি।

৩ ৫রর ৩১১১১
বায়িখ্যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

৩২১২ র১
৯। জমদগ্নির্ব্বৃহতীসোমঃ। সপ্তহম্। অয়ংব্বায়াউ। পুনানস্যো।

২র১র ২র১র ২র১র ২র১ ২র১ ২র১
মাধারয়া। মাধারয়া। মাধারয়া। পগাবনা। নোঅর্ষসায়ি। নোঅর্ষসায়ি।

২র ১ ২র ১ ২র১র ২র১র ২র১র
আরষ্কধাঃ। যোনিমৃতা। স্তাসীদসায়ি। স্তাসীদসায়ি। স্তাসীদসায়ি।

২ র১র ২র১ ২র১ ২র১ ২র ১ ২১
উৎসোদেবো। হীরণায়াঃ। হীরণায়াঃ। হীরণায়াঃ। এ। ত্রিবৃতস্প্রবৃতম্॥

১২ ১ ২র ১২
১০। দীর্ঘতমা জগতী সোমঃ। দীর্ঘতমসোর্কম্। ধার্ত্তা। দায়িবঃপবতেকৃত্বিয়ঃ।

১২১২ ১২ ১২ ১ র২র ১র ২ ১২১২ ১২
রসোরসো। রসঃ। দাক্ষাঃ। দায়িবানামমুমাদিয়ঃ। নভীর্নৃভীঃ। নৃভীঃ।

১২ ১র২র র ১২১২ ১২ ১২ ১র
হায়ীঃ। সার্জ্জাসোঅত্যোনস। কৃভীত্বভীঃ। কৃভীঃ। বার্থা। পাজাঙ্।

২ রর ১২১২ ১২ ১২ ২২রর ১২১১
সিক্ষুণুর্যেনদী। বৃষাবৃষা। বৃষা। শূরাঃ। নাধস্ত আয়ুঁধাগভ। স্তিয়োস্তিয়োঃ।

১২ ১২ ১ র২ র ১২১২ ১২ ১ ২
স্তিয়োঃ। স্ববাঃ। সায়িবাসন্নিরোগবি। ষ্টিব্‌ষ্টিব্। ষ্টিব্। আয়িগ্রা।

র ২র ১২ ১২ ১২ ১ ২ ১ র২র
স্তাশুম্মীরষন্নগ। স্বাভায়িস্বাভায়িঃ। স্বাভায়ি। আয়িন্দ্। হায়িষানো-

র র ২ ১২ ১২ ২ ২ ১র২রর
অজ্যাভেমনী। বিভায়িব্‌বিভায়িঃ। বিভায়িঃ। আয়িগ্রা। স্তাসোমপবমানউ।

২ র ৪ ৫ ২১র র ১ ২
পাপরিষাসিষা ৩। কাভীঃ। সপ্তাশ্বেভিরা ২ ৩ হো। কাভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩॥

১ ২ ১ র র র --
এ প্রাচীম্। অনুপ্রদিশংযাতিচেকিতৎসঙ্রশ্মিনর্যাভতেদর্শতো ২ রথোঃ। ইড়া।

র র ২ ২ ২ ১ ২ ১র -- ১
দৈব্যোদর্শতো ১ রা ৩ থাঃ। আগ্নান। উক্‌থানিশৌ ২ ঙ্‌সিষো। ইডা।

২ ১র -- ১ ২ ১র --
আগ্নান্। উক্‌থানিশৌ ২ ঙ্‌সিষা। অথা। আগ্নান্। উক্‌থানিশৌ ২

১ র র ২ ২ ২ র ২
ঙ্‌সিষা। ইডা। ইন্দ্রজৈত্রায়শ ১ র্ষা ৩ সান্। বজ্রশ্চয়স্তবথোঅসপা ৩।

২ ৫ ১ ১ ২ ১ ২
চ্যুতা। সমৎস্বনপা ২ ৩ হোয়ি। চ্যুতা ৩ ১ উবা ২ ৩। এরুবাম্।

র র র র • ১
হস্তাৎপর্ণীনাং বিশোবরুণস্তাতুভির্স্বর্জয়ানিস্বঅা ২ দমায়ি। ইডা। ধৃতস্ত-

র ২ ১ ২ ১ ২ ১র -- ১ ২
ধীভিস্তা ১ য়ির্দ্ধা ৩ মায়ি। পারা। বস্তোনসা ২ মস্তাৎ। ইডা। পারা।

১র -- ২ ১র -- ১ র
বস্তোনসা ২ মস্তাম্। অথা। পারা। বস্তোনসা ২ মস্তাৎ। ইডা। বস্ত্রা-

২ ২ ২ ১র র ২ ৪ ৫ ১রর র
য়ণস্থিধা ১ য়িতা ৩ য়া ৪। ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো ৩। দাধায়ি। রোচমানো-

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
বয়ো ২ ৩ হোয়ি। দাধআ ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট্‌। ইডা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২রর র র র
১৩। ভরদ্বাজঃ ককুবুত্তরা বৃহতী সোমঃ॥ বৃহৎসাম॥ ঔহোয়িমাভেমমাপ্রমিস্মা

২ ১ ২n ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২র
৩ এ। উগ্রস্তসা। ধীরায়িতা ২ ৩ ৪ বা। সহা ৩ ৪। ঔহোবা। ভেবা-

১ র ২ ২ ৩ ৫ ২১র ২ ৩র৪র৫
স্কোআ। ভায়িচা ৩ ১। ক্ষয়ক্ষা ২ ৩ ৪ র্তাস্। পশ্চেসস্তু ৩ ৪। ঔহোবা।

-- ১ ২ ৫ ৫ ৫ ২র র ২
বা ২ শাং বা ২ ৩ ৪। দস। উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহোয়িপস্তা ৩ এ।

১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ২
সভু। কাশংয্যা ২ ৩ ৪ দুস। সব্যা ৩ ৪। ঔহোবা। অনু ক্ষপায়ি। যাযা

২র৩ ৫ ২১র র২ ৩র৪র৫ ১
৩১। বসেনা ২৩৪র্বা। নদানোআ ২৩৪। ঔহোবা। স্বা৫রোবা

৫ ৫ ২র র ২ র১
২৩৪। ভারি। উহুবা ৬হাউ। বা [illegible] রিনদা ৩এ। নোআ।

২র৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫ ২১র ২
স্বারোবা ২৩৪ভারি। মধ্বা ৩৪। ঔহোবা। সম্পার্ত্তাঃ৭। রাবা ৩১

২র৩ ৫ ২র: র২ ৩র৪র৫ --১ --
য়ি। পধেনা ২৩৪বাঃ। তুয়ামেহা ৩৪। ঔহোবা। ত্রা ২ বা। ত্রা ২

১র ৫ ৫
বাপা ২৩৪ য়ি। বা। উহুবা ৬হাউ। বা। ৫স॥

* * *

৩২র১ ১র n
১৪। আশিরশ্বরো গায়ত্রী সোমঃ॥ আশিরামর্কঃ॥ অয়ামায়াম। যস্তেমদো ২।

৩২n৩ ৫ ১রর ^ ৩২১ ৫ ১ররর n
বরায়িণা ২৩৪ য়াঃ। তেনাপবা ২। স্বআন্ধো ৩৪দা। দেবাবীরা ২।

২২৩ ৫ ১ ^ ৩২u৩ ৫ ১র
ঘশন্‌সা ২৩৪হা। জয়ির্ব্রা ২মৃ। অমায়িত্রা ৩৪য়াম। সস্নির্ব্বাজা

V ৩২n৩ ৫ ১রর ^ ৩২n৩ ৫ ১
২৭দিবেদা ২৩৪য়িবায়ি। গোমাতিরা ২। শদাআ ২৩৪সায়ি॥ সস্মি-

র ^ ৩২n৩ ৫ ১রর n ৩২n৩ ৫
স্লোআ ২। ক্রুচবাভূ ২৩৪বা। সুপস্থাঙা ২য়িঃ। নদায়িনু ২৩৪ছায়িঃ।

১র র n ৩২n৩ ৫ ৩১১১১
সীদচ্ছ্যোনো ২। নযোনা ২৩৪য়িমা। ঈ ২৩৪৫।

* * *

২রর র র ২
১৫। ভরদ্বাজস্যার্ষং, 'ত্বমুঃ' বৃহৎসাম। ঔহোয়িকমস্তোশস্মো পরিচা ৩এ।

১র র ২n ৫ ১র২ ২র৪র৫ ২র১
ক্ষিনাম প্রযস্বতক্ষোপিপায়িক্ষো আ ২৩৪স্বা। মা৩৪। ঔহোবা। গোআসদা।

২ র ৩ ৫ ২র ১২ ৩র৪র৫ —
পগৃহা ৩১১। এতদাসদা ২৩৪স্বা। রূপসূপমা ৩৪। ঔহো৭ বা ২।

১২ ১ ২s s s ১ র ২ র
মৃতা ৩। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। স্বনী-

১ র ১ ২S s s ২র১র ২র১র
দশা ৩ য়ি। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্।

১র১র ১ র ২র র ১২১২ ১ ২s s s
এস্থাদিদম্ উৎসোদেবো। হিরণ্যয়া ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি হোয়ি। হাউহাউহাউবা।

২র ২র র র ১২ ১
স্তোঃ। হাউৎসোদেবাঃ। হিরণ্যয়া ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২s s s ১ র র ২র ১র ১২ ১
হাউহাউহাউবা। সহোনরঃ। উৎসো দেবোহিরণ্যয়া ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি।

২s s s ১ র ২র ১র২১২ ১
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। সত্যমোজঃ। ভুবানউর্দ্ধদিবিয়া ৩ ম। হোয়ি।

২s s s ১ র ২ ১২ ১
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। মধুপ্রিয়াম্। হোয়ি।

২s s s ২র১র ২র১র ২র১র ২১
হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। প্রত্ন৮-

২১২১র২ ১ ২s s s ১র
সধস্থমাসদা ৩ ৎ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউ। স্তোঃ।

২র র ১২ ১ ২s s
হাউপ্রত্ন৮সধা। স্থমাসদা ৩ ৎ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউ-

s ১ র ২১ ২১২১র ১
হাউবা। সহোনরঃ। প্রত্ন৮সধস্থমাসদা ৩ ৎ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২s s s ১ র ২র১২১ ২ ১
হাউহাউহাউবা। সত্যমোজঃ। আপৃচ্ছ্যন্ধরুণং বা ৩। হোয়ি। হোয়ি।

২s s s ১ র ১ ১২ ১
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্বর্জ্জ্যোতিঃ। জিয়ষণা ৩ য়ি। হোয়ি। হোয়ি।

২s s s র১র র১র র১র ২র
হোয়ি। হাউহাউহাউবা। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। এস্থাদিদম্। নৃভিঝৌ-

১র ২১২ ১ ২s s s ১র
তোনিচক্ষণা ৩ঃ। হোয়ি। হোয়ি। হোয়ি। হাউহাউহাউবা। স্তোর-

২র ১র ২র ১ ২ ১ ১১১১
ক্রানহুমিরত্তমৎসমুদ্র৮সমচুরুণং। ইট্‌। চুইডা ২৩৪৫॥

তৃতীয়স্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥

র র ৮ ৩ ৫র র
হোয়ি। হৌ। হোয়ি। হৌ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২র ১ ২১র২র৩ ১ ১ ১ ১ র র
দৰ্বাস্তাস্মনৃতু-াব তা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হৌ। হোয়ি। হৌ। হোয়ি।

র র ৮ ৩ ৫র র ২ ১২র র৩
হৌ। হোয়ি। হৌ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। অযোমেধা-

১ ১ ১ ১ ১৭ র র র
২ ৩ ৪ ৫ঃ। হৌ। হোয়ি। হৌ। হোয়ি। হৌ। হোয়ি। হৌ।

৮ ৩ ৫র র ১ ২১২র১১র ১র৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র
হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। পরিস্রযস্য স্বমৃজ্ঞাজজ্ঞানা ২ ৩ ৪ ৫। অপ সুরেভ-

২ র ১র৩ ১ ১ ১ ১ ১র ২ ১র ২১ ২র ১ ১ ১ ১
শিশুপ্রিয়েবিশ্বরূপা ২ ৩ ৪ ৫ ম। তেজঃপৃথিব্যামধিয়ৎসম্বভূবা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ১র১ ২১র২১র৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১২র১ ২ ১র
অন্তরিক্ষেস্বস্ব'হ্যমানস্বমানা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। ক'নক্রে'ত্বব্রুকো অশস্তবেতা

১ ১ ১ ১ ২১ ২১১র১ ২১র২র১ ১ ১ ১ ১ ১র ২ র১ ২ ১র২র৩
২ ৩ ৪ ৫ঃ। অভ লভস্রাপরিবৃকাবনানা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। দৰ্বাস্তাংগাজ্যোদাপারা

১ ১ ১ ১ ২ ১র ২১র র২১র ১ ১ ১ ১ ১র ২ ১র ১
২ ৩ ৪ ৫। সংস্রবাণ শতদা ভূ'রদানা ২ ৩ ৪ ৫। অর্ব্বাদিবোভূবনস্য

১৩ ১ ১ ১ ১ ১র র র র
বিশ্‌পতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হৌ। হোয়ি। হৌ। হোয়ি। হৌ। হোয়ি। হৌ।

৮ ৩ ৫র র ২ ১ ১৩ ১ ১ ১ ১
হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। স্বর্ব্বিদে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১০। ভূর্ব্বিতি গায়ত্ত্রিণাম পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ দৈবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা

৫ ১র র
অগ্ন্যাধানোপধানে বিনিয়োগঃ। ভূঃ। ভূঃ। হোয়ি। ভূঃ। হোয়ি।

র ২ — র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
ভূঃ। বা ৩ ১ উবা ২। এ। স্বর্জ্যোতী ২ ৩ ৪ ৫ঃ। ভুবর্ব্বিতি গায়ত্ত্রিণাম

পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ দৈব্যুষ্ণিক্ ছন্দঃ বায়ুর্দ্দেবতা তৃতীয়াগ্নিচিতৌ অগ্ন্যাধানো-

৫ ১ ২ —
পধানে বিনিয়োগ। ভুবঃ। ভুবঃ। হোয়ি ভুবঃ। বা ৩। উবা ২।

র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
এ। সুবর্জ্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥ স্বরিতি ব্যাহৃতিনাম পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ

দৈবানুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা পঞ্চমাহ্নিকে স্বয়মাতৃণোপধানে বিনিয়োগঃ।

৫ ৪ ১ ২ — র
স্বরাঃ। স্বঃ। হোয়ি। স্বঃ। হোয়ি। স্বঃ। হা৩১উবা২। এ।

১ র ৩ ১ ১ ১ ১
সুবর্জ্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥ সত্যমিতি ব্যাহৃতিনাম পরমেষ্ঠী প্রজাপতি-

র্ঋষিঃ দৈবানুষ্টুপ্ ছন্দঃ। সত্যং দেবতা প্রথমাহ্নিকে পুষ্করপর্ণোপধানে

৫ ৪ ১
বিনিয়োগঃ। সত্যম্। সত্যম্। হোয়ি। সত্যম্। হোয়ি। সত্যম্।

২ — র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
হা৩১উবা২। এ। সুবর্জ্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥ পুরুষইতি ব্যাহৃতিনাম

পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ। দৈবানুষ্টুপ্ছন্দঃ পুরুষো দেবতা প্রথমাহ্নিকে

৫ ৪ ১
হিরণ্ময়পুরুষোপধানে বিনিয়োগঃ। পুরুষাঃ। পুরুষ। হোয়ি। পুরুষ।

২ — র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
হোয়ি। পুরুষ। হা৩১উবা২। এ। সুবর্জ্জ্যোতী২৩৪৫ঃ॥

* * *

১ ২ ১র২
১। দীর্ঘতমা অনুষ্টুপ্সোমঃ। দীর্ঘতমসোঽর্কঃ॥ আয়াম্। পুষ্যায়িঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র ১ ১ ২ ১ ২
ভগাভগাঃ। ভগাঃ। সোমাঃ। পুনানোয়। যত্রাপ্রিয়ত্রাতি। যত্রাপ্রি।

১ ২ ১ ২র ১২ ২২ ১২ ১২ ১ র ২ র ১ ২ ১ ২
পাত্রীঃ। বাযিশস্তু। মনামনাঃ। মনাঃ। বাবা। পাত্রেদশী। উত্তাউত্তামি।

১১ন ৩ ১ ১ ১ ১
উত্তামি। ঈ২৩৪৫।

* * *

২। প্রজাপতির্জ্জগতী সোমঃ। চতুর্থঃ পদস্তোভঃ। দ্বাদশনিধনো ভবতি॥

১২৪৫১৪২ ১৪৫ ৪৫ ১ ২ ১৪২৫ ১ ৫ ২ ১৪৫
বৃষামত্তৌপাম্প। ঈডা। বস্তোবিচক্ষণঃ। সোমোঅক্কোম্প্রত। ঈডা।

২ ১৫ ২৫ ১ ২৫ ১৫ ২৫৫ ১৫৫ ২৫ ১ ২ ১ ২
স্তোত্রমান্দবঃ। প্রাপালিক্ষ্নাক্ষ। ঈডা। পশা৬ অচিক্রদৎ। ইপ্রস্থ

১৫ ২৫ ১৫৫ ২ ৫n৩২ ২ ৫ ১ ২ ১৫৫ ২৫
বার্দ্দিয়া। ঈডা। বিপশ্চনী ষতা ১ য়িঃ। মনীষিভিঃ পব। ঈডা। স্তে-

১৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১৫ ৫২৫ ১ ২ ১ ২১ ২
পুনিয়ঃ কবিঃ। নৃভির্যাতঃপার। ঈডা কোশা৬ অসিষ্যদৎ। তৃতস্যনামজ।

১৫৫ ২ ১ ২ ১ ২৫ ১ ২ ১৫৫ ২ ৫n৩২ ২ ১
ঈডা। নয়মধুক্ষন্। ইন্দ্রস্যবায়ু৬স। ঈডা। শ্রিয়ামবর্দ্ধযা ১ ন। অস্মপু-

২ ১২ ১৫৫ ২৫ ১ ৫ ২ ১ ২ ৫ ১৫৫ ২ ৫
নানষ্ট। ঈডা। যসোপরোচয়ৎ। অস৬ সিন্ধুস্তোজ। ঈডা। স্তবগ্নলোক-

১ ২১ ২ ১২ ১৫৫ ৫ ১ ৫ ১ ৫ ৫ ২১৫ ২ ১৫৫
কুৎ। অগ্নিস্পগপৃষ্ঠ। ঈডা। দুহানআশিরং। সোমোহ্বদেবা। ঈডা।

২৫ ৫ n৩২
স্তেচাক্রমৎসরা ১ঃ।

* * *

৩। প্রজাপতির্জ্জগতী সোমঃ। ষড়িডঃ পদস্তোভো দ্বাদশনিধনো ভবতি।

২ ১ ২৫ ১১ ১৫৫ ২ ১ ২ ৫ ১৫৫ ২২৩ ১৫ ১ ২৫
পাবত্রেস্তেবিত। ঈডা। ভস্মক্ষাপতে। ঈডা। প্রভুগাত্রাপপরিযোধ-

১ ৫ ৫ ২ ৫ ১৫৫ ২৫১৫ ২ ৫ ১৫৫ ২১৫৫ ১ ৩
বিশ্বতঃ। ঈড। অতপ্তত্নূর্ন। ঈডা। তদামোঅশ্নুতে ঈডা। শৃতাস ইদ্বহন্ত-

১ ৫ ২৫৩ ১ ১ ১ ১ ১৫৫ ৫ ২ ১ ২ ১৫৫ ২ ১ ২ ৫ ৫ ৫
সস্তদাশতা ২ ৩ ৪ ৫। ঈডা। তপোষ্পবিত্রং বি। ঈডা তত্তন্বিবম্পদে। ঈডা।

২৫ ১ ২৫ ১ ২ ১৫৫ ২ ১৫৫ ২৫৫২৫১ ৫ ৫
অর্চ্চন্তোঅস্যতন্তবোব্যাস্থিরন্। ঈড। অবস্তিপস্তুপ। ঈডা। বিতারমাপনঃ। ঈডা।

২ ১ ২১ ২৫ ২৫৩২ ৫ ৫ ৫২ ১ ৫ ৫ ২ ১ ২
দিবঃপৃষ্ঠমধিরোহন্তিতেজসা ১। ঈডা। অরুরুচদুষ। ঈডা। সঃপৃশ্নির-

১ র র র ২ র ১ ২র র ১ র র র র ২ র
প্রো২ঃ। ঈড়া। উক্ষামিমোং২ভূমনেষুনাজরু১ঃ। ঈড়া। মারাবিনোমমি।

১রর ২র১ ২র১র র র ২১ ২ ১ ২র১ র২৩১১১১ রর
ঈড়া। রেজশ্চমাম্মা। ঈড়া। নৃচক্ষসঃপিতরোগর্ভমদধু২৩৪৫ঃ। ঈড়া॥

• • •

১রর
৪॥ প্রজাপতিঃর্জ্জনী সোমোহ২ষ্টেড়ঃ পদাস্তাস্তো যাদশানিদনো ভবতি। ঈড়া।

১র ২ ১ ২র১২র১২ ১২র র র র ২র২রর১র ২র১২
দত্তাদিব২ঃপন্মতেকক্ষমোরসঃ। ঈড়া। ঈড়া। সঙ্কোদেবানামজুমাস্তোরভিঃ।

১রর রর ১ ২র ১র ২র২১ ২ ১রর র র ২২১রর
ঈড়া। ঈড়া। হরিসসৃজ নোঅত্যোনসঃ২ভিঃ। ঈড়া। ঈড়া। বৃথাপাজাং৬-

২ র ১র২ র র র র ২র১ ২১র২র১ ২র র র ১রর
সিরুণুকনদীবুবা১। ঈড়া। ঈড়া। শূরোনদত্তআয়ুধাগভস্ত্যোঃ ঈড়া ঈড়া।

২ ২ ১র ৩ ১রর র র ২১ ২র১২ ১ র র
অশ্বযান্‌পিরোগবিষ্টিষু। ঈড়া। ঈড়া। ইন্দ্রস্যশুষ্মমীরয়ন্নপস্যাভিঃ। ঈড়া।

র র ২র১র ২ র২৮৩২ ১রর র র ২ র
ঈড়া। ইন্দুর্হিন্বানোঅজ্যতেমনা২ষভঃ১য়ি। ঈড়া। ঈড়া। ইন্দ্রস্যসোম-

১২র১র ২র ১রর র র ২১ ১র২১ ২১১২ ১রর র র
পবমানঊর্ম্মিণা। ঈড়া। ঈড়া। তবিষ্যমণোজঠরেম্বাবিশ। ঈড়া ঈড়া।

২১ ২১ ২১র২১র১র ১রর র র ২১১২র র২র
প্রানঃপিম্বিতাদনোবরীদসা। ঈড়া। ঈড়া। দিবানোবাজ৬-

১ ২র ৮১ ২ র র
উপমা৬শ্বতা১ঃ। ঈড়া।

• • •

২ র র র র র র
৫। পবর্স্ব পবস্ব বৃহতী সোমঃ। আপরিণম। উহুবাওতা। ঔহোবা।

র র র র ১র ৩র২ ১ ২ ১র ২
পুনানস্যমা। উহুবাত্তহা। ঔহোবা৬উবা। আবহ। মদারা২৩রা৩।

২ র র র র র র র র র র ১র ২র১ ১২
উহুবাওবা। ঔহোবা। অপোবসা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। সুবা।

র ১ র র র ২১র ২ ২ র র র র র র
বোঅর্ষিজ্ঞারতুধাযোনিমৃতস্যসীদা২৩দা৩মি॥ উহুবাওতা। ঔহোবা।

র র র র র ১র ৩র২ ১ ২ ১
উৎসোদেবাঃ। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। হিরণ্যা-

১২ ১র২ র
১৯। দীর্ঘতমা বৃহতী সোমঃ। দীর্ঘতমসোঽর্কঃ। আভী। প্রীণানিপবত্তেচনঃ।

১২১২ ১২ ১২ ২৪ র ১২১২
হিতাহিতাঃ। হিতাঃ। নাম। নীযন্ত্বোঅ'ধযেষু। সতা'স্থতানি।

১২ ১২ ১২ র ১২১২ ১২ ১২
ঋতায়। আস্থ। রীয়স্তবৃহতোবৃহন্। অধাসদায়ি। অদায়ি। রাথা।

১৫২ ১২১২ ১২ ১২ ১২র র
বায়ুরঞ্জনকৃহবিচ। কণাঃকণাঃ। কণাঃ। আর্ত্তা। স্থাজন্থাপবত্তেমধু।

১২ ১২ ১ ২র র র ১২ : ২ ১২
প্রিয়াপ্রিয়াণ। বাক্তা। পাশিস্তিয়োঅস্যাঅদা। ভিয়াভিয়াঃ। ভিয়াঃ।

১২ ১ ২ র র ১২১২ ১২ ১২ ১র
দাদা। তাঙ্গিপুত্রাঃপিত্রোরপী। চিয়াক্রয়াম। চিয়াম্। নাম। তাত।

২ র ১২১২ ১২ ১২ ১র২ র ২১২
ষমধিরোচনশ। দিবাদিবাঃ। দিবাঃ॥ আভিজ্ঞানঃকলশাঽচি। ক্রদাৎক্রদাৎ।

১২ ১২ ১র২ র র ১২১২ ১২ ১২
ক্রদাৎ। নৃভীঃ। যেমানঃকোশআবির। পায়ায়িপায়ায়ি। পায়ায়। আভী।

১ ২৪১র র ১২১২ ১২ ১২ ১ ২ র র
আঞ্জুদোহনাপনূ। ষতাষতা। ষতা। আদী। জাযিপৃষ্ঠউষসোবিরা।

১২ ১২ ১২n ৩১১১১
অপায়িঅপায়ি। অপায়ি। ঔ ২ ৩ ৪ ৫।

* . *

২ র র ১n
০। প্রজাপতিঃ পদ্যা বৃহতী সোমঃ। স্বর্গঃ। ষৎ। উৎসোদেবাঃ। হিরা-

৩ ৫ ২ র র ১ n ৩ ৫ ২রর
২ ণ্যা২ ৩ য়াঃ। উৎসোদেবাঃ। হিরা২ণ্যা২ ৩ ৪ য়াঃ। গ্রহানউদর্দ্ধিবিয়দ।

২ n ০ ৫ ২ ১ n ৩
মধু২ প্রা২ ৩ ৪ য়ায়। প্রত্নঽপদ। স্বযা২ দা২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ১১১১
দাৎ। এ ৩। স্বর্গা২ ৩ ৪ ৫ঃ॥

ইত্যূহগানে চতুর্থস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ।

২ র র র র র র
১০। অথর্ব্বা পথ্যা বৃহতীস্ত্রঃ। আথর্ব্বণম্। উহুবাওহা। ঔহোবা। অভিপ্রবাঃ।

র র র ১র ৩র ২ ১ ২ ১র ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবৎ। সুরাধা ২ ৩ সা ৩ সূ।

র র র র র র র র র ১র ৩৫২
উহুবাওহা। ঔহোবা। ইন্দ্রমর্চ্চা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা।

১ ২ ১র র র র র ০১র ৩ র র র র র র র
সুবঃ। যথাবিদেয়োজ’য়ভূত্যাঃযবাপুরুবা ২ ৩ সূ ৩ঃ। উহুবাওহা। ঔহোবা।

র র র র ১র ৩র২ ১ ২ ১ ২
সহস্রেণাগ্নি। উহুবাওহা ঔহোবাহাউ বা। জ্যোতিঃ। বাপক্ষা ২ ৩ তা ৩ গ্নি।

৩ র র র ১র ৩র ২ ২ র র র র র র র
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। সহস্রেণাগ্নি।

র ২ র ১র ৩র ২ ১ ২ ১ ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবৎ। বাপক্ষা ২ ৩ তা ৩ গ্নি।

র র র র র র র র র র ১ ৩র২
উহুবাওহা। ঔহোবা। সহস্রেণাগ্নি। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা।

১ ২ ১ ২ র র র ১ ১ ২ ২ র র র র র র
সুবঃ। বাপক্ষাভিশতানীকে। প্রতিপাদ্বধুক্ষ ২ ৩ বা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা।

র র র ১র ৩র ২ ১ ২ ১র ২
হবিষ্কৃত। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। পিদাশূ ২ ৩ বা ৩ গ্নি।

২ র র র ১র ২র২ ২ র র র২ র র র ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। উহুবাওহা। ঔহোবা। হবিষ্কৃথা।

র র র ১র ৩৫২ ১ ২ ১র ২ ২ র র র
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। আবৎ। পিদাশূ ২ ৩ বা ৩ গ্নি। উহুবাওহা।

র র র র র র ১র ৩র ২ ১ ২ ১র র
ঔহোবা। হবিষ্কৃত্যা। উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। সুবঃ। পিদাশুবে-

র র ২ ২ ২ র র র র র র র
পিরোরিবপ্রণা অঙ্গপিথা ২ ৩ গ্নিরা ৩ গ্নি। উহুবাওহা। ঔহোবা। দত্ত্বাপিপূ।

র র র ১র ২র ২ ১ ২ ১র ২
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা। জ্যোতিঃ। রুত্তোপা ২ ৩ পা ৩ঃ।

র র র ১র ৩র২ ৩ ১ ১ ১ ১
উহুবাওহা। ঔহোবাহাউ। বা ৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

১ ১ ১র২ ১র২ ১র ২১র২র ১ ২ ১র২ র র ১র ২১রর
শিক্ষতি। এক৩ সমৈররষুধে। সহস্রেণেনশিক্ষতি। এক৩ সমৈররম্মহে। শতানী-

২র ১ ২র ১২র ১র২রর২র১র২ ১ ২১র ২র১র ২১র
কেরপ্রতিগাতিধৃষ্ণুয়া। একোবৃষাবিরাজতি। হস্তিবৃত্রাণিদাশুষে॥ হস্তিবৃত্রাণি-

২ ১২র১র২ ১র২ ১র ১ ২১র ২র১২র ১র২ ১র২ ১র ২১র ২
দাশুষেএক৩ সমৈররষুধে। হস্তিবৃত্রাণিদাশুষে। এক৩ সমৈররম্মহে। গিরেরিব-

২র২ ১২র ১র২র১২র১র২ ১র২ ১র ২৲ ৩১১১১
প্ররসাঅস্যপিম্বিরে। একোবৃষাবিরাজতি। দত্রাণিপুরুভোজসঃ। ঈ২৩৪৫।

• • •

২র র র র১২
১৩। অশ্বিনো যথা বৃহতী সোমঃ। অশ্বিনোর্ব্বৃতম্॥ পুনানস্সোমধারয়াওহাউ।

র র র র১২ র রর র র১২ র র র
অপোবসানোঅর্ষসাওহাউ। আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদসাওহাউ। উৎসোদেবো-

র১১ র র র র১২ র র র র১২
হিরণ্যয়াওহাউ। উৎসোদেবোহিরণ্যয়াওহাউ। উৎসোদেবোহিরণ্যয়াওহাউ।

র র র ১২ র র ১২
দুহানঊধর্দ্দিব্যম্মধুপ্রিয়মোহাউ। প্রত্ন৩ সধস্থমাসদাদোহাউ॥ প্রত্ন৩ সধস্থ-

র র ১২ র র১২ র র ২ র
মাসদাদোহাউ। প্রত্ন৩ সধস্থমাসদাদোহাউ। আপৃচ্ছ্যন্ধরুণংবাজ্যর্ষসা-

২২ র র র১১ ১
ওহাউ। নৃভির্যতোবিচক্ষণাওহাউ। ঈ২২২৫॥

• • •

২র র র১র১
১৪॥ অশ্বিনাবনুষ্টুপ্ সোমঃ। উত্তরমশ্বিনোরুত্তম। পুরোজিতীবোঅন্ধসো-

২ র র র১২ র র১২ র র র
হাউ। সুতায়মাদয়িত্নবাহোহাউ। অপশ্বান৩ শ্নথিষ্টনাহোহাউ। সখায়োদীর্ঘ-

র ২২ র র র র ১২র র২র র১২
জিহ্বিয়া৩ হোহাউ॥ সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়া৩ হোহাউ। যোধারয়াপাবকয়াহো-

র র ১২ র র১২ র
হাউ। পরিপ্রস্যন্দতেসুতাহোহাউ। ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াহোহাউ। ইন্দুরশ্বোন-

১ ২ র র র ১ ২ র রর র ১ ২ র
কৃষিয়াহোহাউ। তন্দুরোহমতীনরাহোহাউ। সোমংবিশ্বাচ্যাধিয়াহোহাউ।

র ১২ --
যজ্ঞায়সন্তুপ্রয়াহোহাউ। ঈ২॥

* * *

১ ২ র১ ১র ২
১৫। আপঃ পথ্যা বৃহতী সোমঃ। অপাংব্রতম্। পুনানয়সসোমধারা ২ ৩ য়া।

১ র র ২র ১ ২ ১র র র ২১র ২ ১ র
অপোবসানোঅর্ষা ২ ৩ সারি। আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদা ২ ৩ সারি। উৎসো-

র র রর ২ ১ র র র ২ ১ ২ ১ র র র
দেবোহিরণ্যা ২ ৩ য়া ৩ঃ। উৎসোদেবোহিরণ্যা ২ ৩ য়াঃ। উৎসোদেবো-

১ ২ ২ ১ র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ র
হিরণ্যা ২ ৩ য়াঃ। দুহানউধর্দিব্যম্মধুপ্রা ২ ৩ য়াম্। প্রত্ন৺সধস্থমাসা ২ ৩

র ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ৩ ১র
দাৎ। প্রত্ন৺সধস্থমাসা ২ ৩ দাৎ। প্রত্ন৺সধস্থমাসা ২ ৩ দাৎ। আপৃচ্ছ্যন্ধ-

র ১ ২ ২ ১ র র ৩ ১ ২
রুণংবাজ্যর্ষা ২ ৩ সারি। নৃভির্দ্ধৌতোবিচক্ষা ২ ৩ ণা ৩ঃ॥

২র ১ ১১
এ। অগ্নিঃশতক্রঃ॥

* * *

১ র র ২র ১ ২
১৬। আপাংহৈত্তুপ্‌সোমঃ। উত্তরমপাংব্রতম্। পুরোজিতীবোঅন্ধা ২ ৩ সা ৩ঃ।

১ ত র ২ ১ ২ ১ র ২ ২ ২ ১ র র র ২ ১
সুতায়মাদয়িত্না ২ ৩ বারি। অপশ্বানশ্নথিষ্টা ২ ৩ না। সখায়ো। দীর্ঘজিহ্বা

২ র র র র ২ ১ ২ ১ র র র র ১ ১ ২
২ ৩ য়া ৩ ম॥ সখায়োদীর্ঘজিহ্বা ২ ৩ য়াম্। যোধারয়াপাবকা ২ ৩ য়া।

১ ২ ১ র ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র র র
পরিপ্রস্যন্দতে৺ ২ ৩ তাঃ। ইন্দুরশ্বোনকৃত্বা ২ ৩ য়া ৩ঃ। ইন্দুরশ্বোনকৃত্বা

২ ১ র ২১ র ২ ১র র ২ ১ র ২ ২ ১ ২
২ ৩ য়াঃ। তন্দুরোষমতীনা ২ ৩ য়াঃ। সামবিশ্বাচিয়াণা ২ ৩ য়াঃ। যজ্ঞায়সন্ত-

১ ২ ১ ১ ১ ১
প্রা ২ ৩ য়া ৩ঃ। ঈ২৩৪৫ঃ॥

* * *

৫ ১২ ৩র৪র৫ ২১ ২ ২৩ ৫
রিবাৎ। তবে ৩৪। ঔহোবা। উবোবিয়ু। বামিশ্ব ৩১। রিরঙ্গা ২৩৪ চা

২১র২ ৩র৪র৫ ... ১
সস্তক্লেনা ৩৪। ঔহোবা। গা ২ মারিমা ২৩৪।

৪ ৫ ৫
হারি। উহুবা ৬ হাউ। বা॥

৩। ভরদ্বাজঃ পথ্যা বৃহতী বিশ্বেতাপরে ককুভাবুত্তরে অশ্বিনৌ বৃহৎবর্গকামায়

২র র র র ২ ১র ২৩
সৃদ্ধিকুর্য্যাৎ। বৃহৎ॥ ঔহোইমাউনান্দিবিরয়া ৩এ। উস্রাহ্বা। স্তেঅশ্বা-

৫ ১২ ৩র৪র৫ ২র১র ২
২৩৪ য়িমা। অয়া ৩৪। ঔহোবা। বামাহ্বেঅা। বাসা ৩১ রি।

২র৩ ৫ ২১ ২ ৩র৪র৫ ... ১
শচীবা ২৩৪ শ্ব। বিশংবিশা ৩৪। ঔহোবা। হা ২ য়িগাচ্ছা ২৩৪।

৪ ৫ ৫ ২র র ২ ১ ২৩
থাঃ। উহুবা ৬ হাউ বা॥ ঔহোয়িবিশা ৩মে। বিশাম্। হায়িগচ্ছা-

৫ ১২ ৩র৪র৫ ১ ২ ২৩
২৩৪ থাঃ। যুবা ৩৪। ঔহোবা। চিত্রান্দদা। থূর্ত্তো ৩১। জনয়া-

৫ র২১রর ২ ৩র৪র৫ ... ১ ৪
২৩৪ বা। চোদিথা৬ শ্ব ৩৪ ঔহোবা। না ২ স্তাবা ২৩৪। তারি।

৫ ৫ ২রর র ২ র ১ ২র৩ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহোয়িচোদা ৩এ। থা৬ শ্ব। নার্ত্তবা ২৩৪ তারি।

১২ ৩র৪র৫ ২১ ২ ২৩ ৫
অর্জ্জা ৩৪। ঔহোবা। রথা৬ সবা। নাধা ৩১। নিবচ্ছা ২৩৪ তাধ।

২২ ২ ৩র৪র৫ ... ১ ৪
পিবত৬ সো ৩৪। ঔহোবা। মা ২ ঘয়া ২৩৪। থাউ।

উহুবা ৬ হাউ। বা।

৪। ভরদ্বাজ পথ্যা বৃহতী নিহ্নোত্থাপরে ককুভাবুত্তরে অগ্নির্ক্কষাখিনৌ দেবতাঃ।

২র র র ২ ১ র ২ ৩ ৫
বৃহৎ। ঔহোঅগ্নেঽবিবস্বদুষদা ৩ এ। চিত্রং৺রাধো। আমর্ত্ত্যা ২ ৩ ৪ বা।

১র২ ৩র৪র৫ ২ ১ র ২ ১র০ ৫
আদা ৩ ৪। ঔহোবা। শুবেজাতাঃ। বাহিদো ৩ ১। বহাত্ব ২ ৩ ৪ বাম্।

১র র১ ৩র৪র৫ -- ১ s ৫ ৫
অত্তাদেবাং৺ ৩ ৪। ঔহোবা উ ২ ষাব্ধ ২ ৩ ৪ দুধাঃ উহুবা ৬ হাউ।

২র র ২ র ১ ২ ৩ ৫ ১ ২
বা॥ ঔহোঅস্তা ৩ এ। দেবাং৺। উষর্ব্ধ ২ ৩ ৪ দাঃ। জুষ্টো ৩ ৪।

৩র৪র৫ ২ ১ র ২ ১ ২ ৫ ২১র ২
ঔহোবা। হিদুতোঅা। দাহিহা ২ ১। বাবা ২ ৩ ৪ নাঃ। অগ্নেরথা ৩ ৪।

৩র৪র৫ -- s ৫ ৫ ২র র
ঔহোবা। অা ২ ধ্বারা ২ ৩ ৪। দাস্। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোঅগ্না-

২ ১ ১২ন র ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২১ র
৩ এ। রথাগ্নিঃ। আদ্ধারা ২ ৩ ৪ দাম্। দজ ৩ ৪। ঔহোবা। অশ্বীত্তাম।

২ ২র৩ ৫ ৩১রর২ ৩র৪র৫ -- ১র
যাদা ৩ ১। সুবীরা ২ ৩ ৪ রাধ। অমেধেহা ৪। ঔহোবা। শ্রা ২ গোর -

s ৫ ৫
২ ৩ ৪। হাৎ। উহুবা ৬ হাউ। বা॥

* . *

২র র র ৫ ১র
৫। ভরদ্বাজোঽষ্টিরিন্দ্রঃ। বৃহৎ॥ ঔহোয়িক্রিকক্রকেষু মহিষা ৩ এ। যবাশিরস্তু-

র ২ন৩ ৫ ১২
বিঞ্চম্ভুস্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনাসুত্তাম্। য়াথাবা ২ ৩ ৪ শাম্। সঈ ৩ ৪।

৩র৪র৫ ২১ ২ ১ র র র র২র৩
ঔহোবা। মমাদমা। হোবিকা ৩ ১। মকর্ত্তবেমহামুরুং৺ সেনং৺ সশ্চদ্দেবোদা

৫ ২র র ২ ১র র র র র
২ ৩ ৪ রিবাম্। ঔহোয়িদ্রং৺সা ৩ এ। বক্সাত্তঃ। ক্রতুনাদাকমোজসাব-

র র র র র ১৩ ৫ ১র২
বক্ষিথসাকবৃদ্ধোবীর্য্যৈসসাদাহিস্বঁবো। বারিচর্ষা ২ ৩ ৪ দাম্নিঃ। দাতা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ২র১ ২ র র রর২র৩
ঔহোবা। রাধাস্তবা। তামিকা ৩ ১। মিত্রবাসু প্রাচেতনদৈনং৺ সশ্চদ্বেবোদা

৫ ২র র ২ ১র র র র র র
২ ৩ ৪ য়িবাম ॥ ঔহোয়িগ্নয়া ৩এ। পরিবীমাসস্তোজসাক্রিবিযুধাস্তনদা-

র র ২৩ ২ ১ ২ ৩র৪র৫
রোদসীঅপৃণদস্তমযনা। প্রাবাবা ২ ৩ ৪ ন্ধারি। অধা ৩ ৪। ঔহোবা।

২র২ ২ র র র ২র৩
তাম্রাঞ্জঠা। রারিপ্রা ৩ . য়িগ। অরিচ্যস্তপ্রচেতরদৈনঁ সশ্চন্দেবোদা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ৩র৪র৫ —১ —১
য়িবাম্। সত্যইন্দ্রা ৩ ৪। ঔহোবা। সা ২ ত্যাম্। সা ২ ত্যমা ২ ৩ ৪

s ৫ ৫ ১
য়ি। দ্রাম্। উহুবা ৬ হাউ। বা। ৮স্।

* * *

৬। বশিষ্ঠঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতীসঙ্কোৎপরে ককুভাবৃত্তরে আগ্নরুবাশ্বিনৌ দেবতা ॥

২৪ র ১ ২র র র র র র র
রথন্তরম্ ॥ অগ্নেবিবস্বদুষসো বা। চায়িত্রঁ রাধো অমর্ত্তিয় আদাশুষেজাতবেদঃ।

১ ২ ১ র ৩র১ ৪ ১ র র২
বহা ২ ৩ তুবাম্। আত্মাদেবাঁ ২ ৩ র্বুউ ৩। ষার্ব্ব ২ ৩ ৪ ধা। ওবা ৬।

৫ ২ ১ র ২ র র র র ১
হাউবা ॥ অদ্যোবা। দায়িবাঁ উষর্ব্বুধো জুষ্টোহিদুতো অসিহ। বাবা ২ ৩

২ ১ র২১ ৪ ১ র র৫ ৫
হনাঃ। আগ্নেরথা ২ ৩ য়িরা ৩। ধ্বারা ২ ৪ ণাম্। ওবা ৬। হাউবা ॥

২ ১ র ২ র র র র র ১ ২ ১ র
অগ্নেবা। রাথীরদ্ধরাণাঁ সজূরশ্বিভ্যামুষসা। সুবা ২ ৩ য়িরিয়াম্। আগ্নে-

২র১ ৪ ১ র র৫ ৫ ১
ধেহা ২ ৩ য়িশ্রা ৩। বোব্ ২ ৩ ৪ হাৎ। ওবা ৬। হাউবা। অস্ ॥

* * *

৪ ২
৭॥ শ্রুতশ্রবাঃ পথ্যা বৃহতী সোমঃ। তৌরশ্রবসম্। প্রাহ ৫ স্থম্। সধাস্থা ৩

৪র ৫ ২ ১ — ১ ২ ^ ৩ ২ ১ ২
মাসাদাৎ। প্রস্তুঁ সধা ২। স্থমাসা ১ দা ২ ৎ। উবা ৩। ও ১ বা।

র ১ ২ — ১ ২ ॥ ১২ ২ ১২
আপাঙ্ক্ষি ১ য়া ২ স্। ধরুণা ১ ২ বা ২। উবা ৩। ও ৩ বা। জিয়ার্ষা ১ দা

১ ২ ৩১ ২ ৪ ৫
২ য়ি। নৃত্তাবিন্দো ১ ত্তা ২ ঃ। উবা। ও ৩ বা ৩। বিচোবা।

৪
ক্সা ৫ পৌ ৬ হায়ি॥

* * *

২র র র ১ ২
৮। ভূরশ্রবা অনুষ্টুপ্ সোমঃ॥ দ্বিতীয়স্তোত্রশ্রবণম॥ সথায়োদীর্ঘজিহ্বায়াম।

২র র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ n
যোধারয়াপা ৩ বা ২ ৩ কয়া। পা ২ ৩ রায়ি। প্রাজ্যা ১ ন্দা ২ ৩। স্তা ২

৩ ৫ ২ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ২
য়িসূ ৩ ১ ৪ স্তাঃ। ইন্দুরাখ্যা ৩ ৪। ঔহোবা। না ২ ৩ কা ৭।

১ n ৩ ৫র র নি৩ ১ ১ ১ ১
স্থা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ বা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১র র n ৩২৩
৯॥ যমো গায়ত্র্যাগ্নদেবতা॥ যমব্রতম্। আয়ম. গৌঃপা ২। শ্নিরক্রা

৫ ১ ৩২^ ৩২২ ৫ ২
২ ৩ ৪ মীৎ। অস। দম্মা ৩। তরস্পূ ২ ৩ ৪ রাঃ। পিত। রক্কা ২ ৩। প্রয়া

৪ ১ n ৩২n৭ ৫ ১
৩ ন্‌ৎ স্বঃ ৫ বা ৬ ৫ ৬। অন্তঃ। চয়া ২। তিরোচা ২ ৩ ৪ না। অস্য।

র n ৩২৫n ৫ ১ ২ ৪
প্রাণা। ২ ৎ। অপানা ২ ৩ ৫ তী'প। ব্যখ্যন্মা ২ ৩। হিষো ৩ দা ৫ ষিনা

১ র n ৩^৩ ৫ ১র
৬ ৫ ৬ ম্। ত্রিংশৎ। ধামা ২। বিরাজা ২ ৩ ৪ তায়ি। বাক্‌পা। তঙ্গা

^ ৫২n৩ ৫ ১ ২ ৪
২। য়ধীয়া ২ ৩ ৪ তায়ি। প্রতি। বস্তো ২ ৩ঃ। অহা ৩ দ্যু ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ভা ৬ ৫ ৬ ভিঃ। এ ৩। মহা ১ ৩ ৪ ৫ঃ॥

ইত্যূহ্যগানে প্রায়শ্চিত্ত-পর্ব্ব সমাপ্তম্॥

* * *

১০। ভরদ্বাজঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতী শিষ্টেত্যপরে ককুভাবুত্তরে অগ্নিঃ॥ বৃহৎ।

২র র র র র ২ ১র ২৩ ৫ ১২
ঔহোয়িযজ্ঞাযজ্ঞাবোঅগ্নয়া ৩ এ। ইরাইরা। চাদক্ষা ২৩৪ সাগ্নি। পত্রৌ ৩৪।

৩র৪র৫ ২১ ২ ২র৩ ৫ ২১ ২
ঔহোবা। বয়ামমা। তাঞ্চা ৩১। তবেদা ২৩৪ সাগ্। প্রিয়ম্মিত্রা ৩৫।

৩র৪র৫ --১ S ৫ ৫
ঔহোবা। স্ ২ শা৺সা ২৩৪ গ্নি। যাম্। উহুবা ৬ হাউ। বা।

২র র ২ ১ ২n ৩ ৫ ১র ২
ঔহোয়িপ্রিয়া ৩ মে। মিত্রাম্। স্বশ৺সঃ ২৩৪ য়িযাম্। ঊর্জ্জো ৩৪।

৩র৪র৫ ২১ ২ ২৩ ৫ ২র১র ২
ঔহোবা। নপাত৺সাঃ। কাগ্নিনা ৩১। যমস্থা ২৩৪ যুং। দাশেমকা ৩৪।

৩র৪র৫ --১ S ৫ ৫ ২র র
ঔহোবা। ব্যা ২ দাতা ২৩৪। যাগ্নি। উহুবাহাউ। বা॥ ঔহোয়ি-

র ২ ১ ২n৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫
দাশা ৩ এ। মহা। ব্যাদাতা ২৩৪ য়াগ্নি। ভূবা ৩৪। ঔহোবা।

২র১ ২ ২৩ ৫ ২২র২ ৩র৪র৫
বাজাগ্নিযুবা। বায়িতা ২১। ভুবদ্বা ২৩৪ ৰ্দ্ধাগ্নি। উতত্রাতা ৩৪। ঔহোবা।

—১ S ৫ ৫
তা ২ নূ ২৩৪। নাম॥ উহুবা ৬ হাউবা।

* * *

৩র র র ২ ১১
১১। ভরদ্বাজোঽনুষ্টুপ্ সোমঃ। বৃহৎ। ঔহোইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ। অস্মুয়ো-

২n ৩ ৫ ১র২ ৩র৪র৫ ২১
যাম্। আস্তাগ্নিনা ২৩৪ রাঃ। সোমা ৩৪। ঔহোবা। বিশ্বা।

২ ৩ ৫ ২১র ২ ৩র৪র৫ --
চায়া ৩১। ধা ২৩৪ য়া। যজ্ঞায়সা ৩৪। ঔহোবা। তূ ২

১ S ৫ ৫
স্যাত্রা ২৩৪। যাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা।

* * *

২র র র র র ২
১২। ভরদ্বাজোঽনুষ্টুপ্ সোমঃ। বৃহৎ। ঔহোয়িসখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়া ৩ মে।

১র র ২ ৩ ৫ ১র ২ ৩র৪র৫ ২ ১
সখায়োদায়ি। যাজিহ্বা ২ ৩ ৪ য়াম। সোমা ৩ ৪। ঔহোবা। রয়া।

২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ — ২
পাবা ৩ ১। কা ২ ৩ ৪ যা। পরিষ্পা ৩ ৪। ঔহোবা। দা ২ তায়ি।

s ৫ ৫ ২র র ২ ১
স্ব ২ ৩ ৪। তাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোয়িপরা ৩ এ। প্রপা।

২n ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ২
দাতায়িস্ব ২ ৩ ৪ তাঃ। পরা ৩ ৪। ঔহোবা। প্রপাস্যতায়ি। সুতা ৩ ১ঃ।

র ২ ৩ ৫ ২ ১ র ২ ৩র৪র৫ — ১
ইন্দুয়শ্বোনকৃত্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ। তন্দুরোবা ৩ ৪। ঔহোবা। আ ২ তায়িনা ২ ৩ ৪।

s ৫ ৫ ২র র ২ র ১ ২n ৩
য়াঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোয়িতন্দ্ ৩ এ। রোষাম্। আতায়িনা-

৫ ১ ২ ৩র।র৫ ২র ১ ২
২ ৩ ৪ য়াঃ। তন্দ্ ৩ ৪। ঔহোবা। রোষামতায়ি। সারা ৩ ১ঃ।

র র ২র৩ ৫ ২১র ২ ৩র৪র৫ ১
সোমংবিশ্রাচিয়াধা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞারসা ৩ ৪। ঔহোবা। ভূতআয়া ২ ৩ ৪।

s ৫ ৫
য়াঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা।

* * *

২র র র র র র ২ র ১র
১৩। ভরদ্বাজোঽনুষ্টুপ্ সোমঃ। বৃহৎ। ঔহোয়িসোমারয়াপাবকয়া ৩ এ। সোমারয়া।

২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ২
পাবকা ২ ৩ ৪ য়.। পরা ৩ ৪। ঔহোবা। পপা। দাতা ৩ ১ য়ি।

৩ ৫ ২ ১ ২ ৩র৪র৫ — ১ s
স্ব ২ ৩ ৪ তাঃ। পরিপ্রপা ৩ ৪। ঔহোবা। দা ২ তায়িস্ব ২ ৩ ৪। তাঃ।

৫ ৫ ২র র ২ ১ ২ ৩ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔহোইন্দ্ ৩ রে। আখা। নাকৃত্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ২ র ২র ৩
ইন্দ্ ৩ ৪। ঔহোবা। অশ্বোনকা। স্বারা ৩ ১ঃ। তন্দুরোষমতীনা-

৫ ২ ১ র ২ ৩র৪র৫ — ১ র
২ ৩ ৪ য়াঃ। ত্বম্পুরোবা ৩ ৪। ঔহোবা। আ ২ ভারিনা ২ ৩ ৪। য়াঃ।

৫ ৫ ২র র র ২ ১ ২৲৩ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা। ঔবোয়িসোমা ৩ মে। বিশ্বা। চায়াথা ২ ৩ ৪ য়া।

১র২ ৩র৪র৫ ২১ ২ ২ র ২৩ ৫
সোমা ৩ ৪। ঔবোবা। বিশ্বাচিয়া। থায়া ৩ ১। যজ্ঞায়সন্তুবদ্রা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

২১র ২ ৩র৪র৫ — ১ ১
যজ্ঞায়সা ৩ ৪। ঔহোবা। তু ২ আদ্রা ২ ৩ ৪। য়াঃ।

৫ ৫ ১
উহুবা ৬ হাউ। বা। হস্॥

* * *

১৭॥ বসিষ্ঠঃ পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেতাপবে সোমঃ সর্ব্ববৃহতী। রথন্তরম্।

২৫র র র ১ ২র র র র র ১
পুনানাস্সোমধারয়োবা। আপোবসানোঅর্ষস্থারত্নধাযোনিমৃত। আসা ২ ৩-

২ ১ র ২র ১ ৪ ১ র র ৫
(ই)দসায়ি। উৎসোদেবো ২ ৩ হা ৩ য়ি। রাণ্যা ২ ৩ ৪ য়া। ওবা ৬।

৫ ২ ১ র ২ র র র র র র
হাউবা। উৎসোবা। দারিবোহিরণ্যয়উৎসোদেবোহিরণ্যয়োদুহানউধ-

১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১ র
দ্দিবিয়ম। মধু ২ ৩ প্রিয়াম্। প্রাত্নৎসধা ২ ৩ স্থা ৩ ম্। আসা ২ ৩ দাৎ।

র ৫ ৫ ২ ১ ২ র র র র
ওবা ৬ হাউবা॥ প্রাত্নোবা। সধস্থমাসদৎপ্রাত্নৎসধস্থমাসদদাপৃচ্ছ্যন্ধরুণবা।

১ ২ ১ ২র ১ ৪ ১ র
জিয়া ২ ৩ র্ষণায়ি। নৃভির্ধৌতো ২ ৩ ব ৩ য়ি। চাক্ষা ২ ৩ ৪ ণা।

র ৫ ১
ওবা ৬। হাউবা। অস্।

* * *

২ ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ১ র
ষয়শ্চিত্রবজ্রাত। স্তপা ২ ৩ স্থ্বা। মাতস্তপা ২ ৩ নো ৩। আত্রা ২ ৩ ৪ য়িবা।

র৫ ৫ ২র র ২ ১ ২ ৩ ৫
ওবা ৬। হাউবা। ঔহোয়িমহা ৩ এ। স্তবা। নোঅত্রা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ।

১ ২ ১ ২ ১ র২র ১ ৪ ১
পামস্তবৎ রথিরমি। ত্রসা ২ ৩ ক্ষিরা। সাত্রাবাজা ২ ৩ মা ৩। আয়িগূ্য-

র র৫ ৫ ১
২ ৩ ৪ বা। ওবা ৬। হাউবা। অস্।

* * *

১৭। বৃকজস্তঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্যপরে ককুভাবুত্তরে ইন্দ্রঃ। বৃহন্নিধন-

২র র র ১ ২ ১র ১ র র ২ ১র
সার্কজস্তপ। হাউত্বামিদ্ধিহবামাহপি। সাতৌবাজস্থকারবাঃ। হাউ। ত্বাং

র ২ ১ ২ ২ ১ ২র র ১ ২
বৃত্রেষিন্দ্রণা। হাউ। যা ৩ তায়িন্নারা ৩ঃ। হাউ। তৃবাক্কাষ্ঠা। হাউ।

১ n ৩ ৫র র ২ ১ ২র র রর ১ ২ ১
সূ ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্বিতা ৩ হস্। হাউতুবাক্কাষ্ঠাসু অর্ব্বাতাঃ। সত্ব-

২ ১ ২ ১ ২ ২ ১২ ১
রশ্চারি। হাউ। এবজ্রগা। হাউ। স্তা ৩ ধাস্কুর্মা ৩। হাউ। মাহস্তবা।

২ ১ n ৩ ৫র র ২ ১ ২র র র ১ ২
হাউ। নো ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দ্রিপা ৩ হস্। হাউমহস্তবানোঅত্রায়িবাঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২
গামশ্বপান। হাউ। রথিরমায়ি। হাউ। দ্রা ৩ সাক্কায়িরা ৩। হাউ।

১২রর ১ ২ ১ n ৩ ৫র র ২ ১
সাত্রাবাজাম। হাউ। মা ২ স্বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গূ্যবা ৩ য়িহস্।

* * *

১৮। বৃকজস্তঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্যপরে ককুভাবুত্তরে ইন্দ্রঃ। বৃহন্নি-

২র র র ১ ২ ১র ২
ধনবার্কজস্তপ। হাউহৎ হুহিচেরাবায়ি। সিদাক্ষগবস্থরায়ি। হাউ।

১ র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২
উদ্বাবৃষস্বমঘবান্। হাউ। গা ৩ বারিষ্ঠায়া ৩ য়ি। হাউ। উদিন্দ্রশ্বা। হাউ।

১ n ৩ ৫র র ২ ২ ২র র ১ ২ ১
থা ২ যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ষ্টমা ৩ য়িহস্। হাউদিন্দ্রাধমিষ্টায়ায়ি। পস্পুর।

২ ১র ২ ১ ২ ২ ১২রর১ ২
হাউ। সহস্রাণারি। হাউ। শা ৩ তানারিচা ৩। হাউ। যূপাদানা। হাউ।

২ ৷৷ ৩ ৫রর ১ ২র ররর ১ ২
যা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বদা ৩ রিহস্॥ হাউযূপাদানারি ৺ ত্যানারি।

১র ২ ১ ২ ১ ২ ২
আপুরন্দরাণ। হাউ। চক্রমণায়ি। হাউ। প্রা ৩ বাচাদা ৩:। হাউ।

১ ২র১ ২ ১৷৷৩ ৫রর ২ ১
আরিন্দ্রস্বায়া। হাউত্তো ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বদা ৩ রিহস্।

* * *

১৯। বিরূপঃ প্রজাপতিঃ পথ্যা বৃহতী নিদ্ধেতাপরে ইন্দ্রঃ ঃ দ্রুস্বাবৈরূপবৃহদোপশা।

১র ২ র ১ র ২১রর২১ র ২ ১
যদ্যাবইন্দ্রতেশতম॥ এ। শতম্ভুমীরুতস্যোবা। নাহাবজ্রিন। সহস্র৺-

র ··১ ১ ·· ২ ২১র ৷৷ ৩ ৫রর
শুরিয়া ২ আনূ ২। নাজা ২ তমা। হুরো। দা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

১র ২১র২র ১র ২র র ১ ২র ১র
নজাতমষ্টরোদসী। এ নজাতমষ্ট। রোদসোবা। আপপ্রাথ। মহিনা-

··১ ·· ১ ·· ১ ২১ ৷৷৩ ৫রর
বৃষ্ণয়া ২ বার্ষা ২ ণ। বাস্ত্রিণা ২ শবারি। হুশ। বা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১র২ ১২র ১র ২র ১ ১র ২ ১
বিশ্বাশবিষ্ঠশবসা। এ। বিশ্বাশবিষ্ঠ। শবসোবা। আস্মা৺অব। মঘবন্-

র ·· ১ ·· ১ ·· ১ ২১র
গোমতা ২ রিব্রাজা ২ য়ি। বাজ্রা ২ রিঞ্চিত্রা। ভিরূ। তা

৷৷ ৩ ৫রর
২ ভিতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

* * *

২০। বিরূপঃ প্রজাপতিঃ পথ্যা বৃহতীনিদ্ধেতাপরে ইন্দ্রঃ। দ্রুস্বাবৈরূপবৃহদোপশা

১ ২১র ২১ র ২রর ররর১ ১ র২
বৈরূপম্। যদিন্দ্রাযাবতস্ত্বম্। এ। এতাবদহম। ঈশীয়োবা। স্তোতারমিৎ।

১ র ১ ·· ২র ২১ ·· ৩ ৫রর
দধিষেরদা ২ বাসা ৫ উ। নাপা ২ পত্বা। য়র। দা ২ য়িবা ২ ৪ ঔহোবা॥

২র২২রর ২র র ২রর ১ র২
নপাপত্বায়র৺সিষম্। এ। নপাপত্বায়। র৺সিষোবা। শারিষ্কেমমিৎ।

১ র র ৬ ১ -- ১ --র ১ ২১ --
মহরস্তস্তেদিবা ২ য়িদায়ি বা ২ য়ি। রায়া ২ আকু। হচিৎ। বা ২ য়িদা

৫র র ১র১ র ২ র ২র র ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ রায়আকুহচিদ্বিদে। এ। রায়আকুহচিৎ। বিদোবা।

২ ১ ১-- ২ ১র -- ৩ ৫র র --
নাহিত্বাদন্। যন্নঘবন্নআ ২ পায়া ২ ম। বাস্তো ২ অস্তোবি পিতা। চা ২

৩ ৫র র ১ ২ র ২
না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দিশং বিশ৮ তুস। অশ্বাশশুমতী ৩।

১ ১১১১
হট্‌ং ইড়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥

ইত্যুহগানে পঞ্চমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ ॥

* * *

২র র
১॥ প্রজাপতিঃ পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেতাপরে ইন্দ্রঃ। অগ্নিরক্ষাম। হাউবত্থানঙ্গ।

র ১ ২র র ১র -- ১ ২ ১র র২ ১ ২র র ১র
দ্রবেশ। তায়ঔহোহোবা ২। হহা। শতভুণীরু ৩। স্যুঃ। ঔহোহোবা

-- ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ১ ২র র ১র - ১২
২। ইহা। নত্বাবজ্রিন্‌ংসহস্র৮ পুর্ষ্যাঅ। নু। ঔহোহোবা ২। ইহ।

১র ॥ ৩ ৫র র ২র র ১র ২ র
ষ্টরো। দা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ হাউনজাতমা। ষ্টরোদ। সা। ঔহো-

১ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ২র১র ১ - ১ ২ ১র
হোবা ২। ইহা। নাজাতমষ্টরোদ। সা। ঔহোহোবা ২। ইহা। আপ-

২র ২ র ১ র১ ২র র ১র -- ১ ২ ১ র
প্রাথমমিনা বৃষ্ণিয়াবৃ। ষান। ঔহোহোবা ২। ইহা। বিশ্বাশ। বা।

২র র১র৩র -- ১২ ১ ॥ ৩ ৫র র র ৩র র
ঔহোহোবা ২। ইহা ষ্ঠশ। বা ২ সা ৩ ৪ ঔহোবা॥ হাউবিশ্বাশবায়ি।

১ ১র র১র -- ১২ ১ র ২ ১ ২র২র১র --
ষ্ঠশব। সা। ঔহোহোবা ২। ইহা। বিশ্বাশবিষ্ঠশব। সা ঔহোহোবা ২।

১ ২ ১র ২ র ১ ২র র ১র ১ ২
ইহা। অস্মা৮ অবমঘবনগোমতিব্র। জা। ঔহোহোবা ২। ইহা।

১ ৩ ৫র র র
চিত্র। তা ২ য়িতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

* * *

২র
২। প্রজাপতিঃ পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্যপরে ইন্দ্রঃ। অন্তরিক্ষম্। হাউবদিন্দ্রা।

১ ২রর১র ১২ র১র ২ র১র ২রর১র —
বতস্ত। ঔহোহোবা ২। ইহা। এতাবদহমীশী। যা। ঔহোহোবা ২।

১২ র১রর১ ২রর১১ ২রর১র — ১২ ১র
ইহা। স্তোতারমিদ্দধিষেরদাব। দা। ঔহোহোবা ২। ইহা। নপাপ।

২ররর — ১২ ১ ৩ ৫রর ২র
ত্বা। ঔহোহোবা ২। ইহা। যম। দা ২ য়িষা ২৩৪ঔহোবা॥ হাউ-

র ১ ২র২১র — ১২ ১র র২ ২
নপাপত্বা। নর৺সি। যাম্। ঔহোহোবা ২। ইহা। নপাপত্বায়র৺সি।

২রর১র ১২ ১র২১ ২ র ১ ২রর১র
যাম্। ঔহোহোবা। ইহা। শিক্ষেয়মিন্মহয়তেদিবেদি। বা। ঔহোহোবা

— ১২ ১র র ২রর১র — ১২ ১ ৫ ৩
২। ইহা। বায়ত্বা। ঔহোহোবা ২। ইহা। হচিৎ। বা ২ য়িদা

৫র ২রর র ১ ২রর১র— ১২ র
২৩৪ঔহোবা॥ হাউরায়আকু। হচিদ্বি। দা। ঔহোহো ২। ইহা। রায়-

১র২ ১ ২রর১র — ১২ ১২১ ২ র ১
আকুহচিদ্বি। দা। ঔহোহোবা ২। ইহা। নহিত্বদন্যান্মঘবন্নআপি। যাম।

২রর১র ১২ ১র ২রর১র — ১২ ১র
ঔহোহোবা ২। ইহা। বস্তোপ। ত্বা। ঔহোহোবা ২। ইহা। পিতা।

৫ ৩ ৫রর ২১ রর ২
চা ২ না ২৩৪ ঔহোবা॥ মৃষ্টুভগুভোত্বাশিগুমক্রা ৩ ন্।

১১ ১১১১
ইট্॰ ইডা ২৩৪৫॥

* * *

১২ ১রর
৩॥ কক্রোবিরাডিন্দ্রঃ। বৈরাজর্ষভম্। ইয়াহাউ। পিবাসোমাম্। ইন্দ্র।

২৩৪৫ ২১র ২ ১ ২৩৪৫ ২র১র ২
মন্দতুত্বা। যন্তেসুবা। বা ৩ হরি। অশ্বঅদ্রীঃ। সোতুর্বাহু। ভ্যা ৩

১ ২র৩ ৪৫ ২১র ২ ২র৩৪৫ ২র১
৺সুয। ত্তোন অর্ব্বা। যস্তেমদো। যুজিয়্যা। চারুরস্তো। যেনবৃত্রা।

২ ১ ২৩৪ ৫ ২১র ২১র ২র৩৪৫ ২র১র
নী ৩ হরি। অশ্বহ৮সী। সত্রামিন্দ্রা। প্রভূব। সোমমত্ত্। বোধাহমায়ি।

২১ ২র৩৪র৫ ২র ১র ২ ১ ২৩৪৫
মঘবন্। সাচমেমাম। যাস্তেবসায়ি। ষ্ঠৌ ৩ অর্চ্চ। তিপ্রশস্তীম।

২১র ২১র ২র৩৪৫
ইমাব্রহ্মা। সধমা। দেজুষস্বা।

* * *

২১র ২র৩৪র৫
৪। রুদ্রস্ত্রিপদাবিরাজইন্দ্রঃ॥ বৈরাজর্ষভম্॥ শ্রুধীহবাম্। বিপি। পানস্যাদ্রারিঃ।

২র১র ২ ১ ২র৩৪র৫ ২১র ২ ১ ২র
বোধাবিপ্র। স্যা ৩ অর্চ্চ। তোমনীষা। কৃষ্বাদুবা। সা ৩ অস্ত্ত। মাস-

৪র৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩
চেমা। নতেগিরো। অপিমৃ। ষ্যেতুরস্যা। নমস্তুতায়িম। অস্থ। র্যস্ত-

৪ ৫ ২ ১ র র ২ ২ ২র ৩৪ ৫ ২র ২১র
বিদ্বান্। সদাতেনা। মা ৩ ষয়। শোবিবক্সী॥ ভূরিহিতায়ি। সবনা।

২র ৩র৫ ২র ১ ২ ১ ২র ৩৪র৫ ২র ১র
মানুষেষু। ভূরিমনী। ষী ৩ হব। তেতুবামীৎ। মারেঅস্মাৎ। মঘ।

২৩র ৫ ২র১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
বঞ্জোকাঃ। মারেশ্যা। স্যা ৩ ম্মঘ। বঞ্জোকাঃ। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১ র
৫। প্রজাপতিরষ্টিঃবিষ্ণুর্নিপাতস্তাবিন্দ্রঃ। নিত্যবৎসাঃ। এ অায়িকা। ত্রুকেষু-

র র র ১ র ২ ২
মহিযোযবাশিনস্তাবিশুষ্মস্তৃম্পাৎসোমপিবা ২ ষ্বায়ি। ইড়া। স্তুনাস্মুতংযথা ১ বা

১ ১ ২ ১ — ১ ২ ১র — ২
৩ শাম্। সাঙ্গম্। মমাদমা ২ হিকা। ইড়া। সাঙ্গম্। মমাদমা ২ হিকা।

২ ১র -- ১ র ২ ২ ২
অথা। সাঙ্গম। মমাদমা ২ হিকা। ইড়া। মকর্ত্তবেমহা ১ মৃ ৩ রূম্।

র১ র ৪ ৫ ১ ২ ১র র ২ র র
দৈন৮স্রশ্চন্দেবো ৩। দারিবাম্। এসাকাম। জাতঃক্রতুনাসাকমোজসাব-

র র র -- ১ র ২ ২ ২
ক্ষিয়সাকবৃদ্ধোবীরিয়া ২ য়িসৃসা। ইড়া। সহির্মৃধোবিচা ১ র্বা ৩ পারিঃ।

১ ১ র ১ -- ১ ২ র ১ -- ১
দাতা। রাধস্তুবতা ২ য়িকা। ইড়া। দাতা। রাধস্তবতা ২ য়িকা। অথা।

২ র ১ -- ১ ২ ২ ২ র ১
দাতা। রাধস্তবতা ২ য়িকা। ইড়া। মিম্নংবস্তুপ্রচা ১ য়িতা ৩ না। দৈন৮-

র ২ ৪ ৫ ১ ২ ১ র র র র র র র
সশ্চন্দেবো ৩ দায়িবাম॥ এ আধা। ত্রিষীগা৮ অত্যোজসাক্রিবিং যুধাস্তবদা-

র -- ২ র ২ ২ ২ ১ ২
রোদসীঅপা ২ র্ণদা। ইড়া। স্তময্‌মনাপ্রবা ১ বা ৩ র্দ্ধায়ি। আধা।

র ১ -- ১ ২ র র -- ১ ২
তাস্তুস্তঠরা ২ য়িপ্রায়ি। ইড়া। আপাতাস্তুস্তঠরা ২ রিপ্রায়ি। অথা। আধা।

র ১ -- ১ ২ ২ ২ র ১ র
তাস্তুস্তঠরা ২ রি প্রায়ি। ইড়াঅরিচাত্তপ্রচা ১ য়ি তা ৩ য়া। দৈন৮ সশ্চন্দেবো

৪ ৫ ১ ১ ২
৩। দায়িবাম্॥ দতাইন্দুস্পত্যা ২ ৩ ৮ হোয়ি। আয়িন্দ্রমা ৩ ১ উবা ২ ৩॥

* * *

১ ২ ১ র র র
১। প্রজাপতিস্পক্করীন্দ্রঃ॥ নিত্যবৎসঃ। এপ্রোয়ু। অগ্নেপুরোরথমিত্রারশূসমা

-- ১ র র ২ ২ ২ ১ ২ ১ --
২ র্চতা। ইড়া। অভীকেচিহুলো ১ কা ৩ কৎ। দাক্ষে। সমৎস্থবা ২

১ ২ ১ -- ২ ২ ১ --
র্হা। ইড়া। দায়ি। সমৎসূবা ২ র্হা। অথা। সাক্ষা। সমৎসবা ২

২ র র ২ ২ ১ র ২ ৪
র্হা। ইড়া। অস্মাকবোধিচো ১ দা ৩ য়ি। নভস্থামনিয়া ৩। কারিষ্যাম্॥

১ ২ ১ র র র র -- ২ ২
এভুগাম্। সিন্ধ৮ রবাস্থজোদরাচোদতা ২ নহায়িম। ইডা। অশক্রারবেদা

২ ২ ২ ১ -- ১ ২
১ জ্জা ৩ য়িমায়ি। বায়িশ্চাম্। যুষ্যাসিবা ২ রিয়াম। ইড়া। বায়িশ্বাম্।

১ -- ১ ২ ১ -- ১ র
যুষ্যাসিবা ২ রিয়াম। অথা। বায়িশ্বাম। যুষ্যাসিবা ২ রিয়াম। ইড়া। ভস্মা-

২ ২ ২ ১ র ২ ৪ ৫ ১ ২ ১ র
পারিষজা। মা ৩ হায়ি। নভস্থামনিয়া ৩। কারিষ্যাম॥ এবায়ি। বিশ্চা-

র র র -- ১ ১ ১ ২ ২
অরাত্তারার্যোগশত্তবো ২ থিয়াঃ। ইড়া। অস্তাপিশত্রবা ১ য়িবা ৩ ধাম্।

১ ২ ১ -- ১ র র র ২ ২ ২
যোনাঃ। ইন্দ্রজিঘা ২ ৮ সন্তায়ি। ইড়া। যাত্তেরাতির্দ্দদা ১ য়ির্ব্বা ৩ সূ।

১ র ২ ৪ ৫ ১র র ১
নস্তামনিয়া ৩। কায়িষাম॥ জ্যাকাধিধা ২ ৩ হো।

২ ১ ১ ১ ১ ১
ঘায়ম্মা ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট৹ ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩র ১ র র র —
৭॥ ইন্দ্রোহনুষ্টুপ্‌ বা গায়ত্রী চেন্দ্রঃ॥ অতীষঙ্গ; এযদিন্দ্রচায়ি। ত্রমইহনাস্তিষাদাত্তামা ২

১ ১ ২ র ১ র ১ ২ ১ র
ত্রিবাঃ। ইড়া। আয়িন্দ্রা। যাহিচিত্রা ২ ভানাউ। অথা। সুতাঃ। ইমে-

— ১ ২ ১ র — র ১ র র
ত্বা ২ য়বাঃ। অথা। আয়ী। ভিস্তনাপূ ২ তাসাঃ। অথা। রাধন্তেন্নো-

২ ২ ২ ১ ১ ২
য়িদা ১ ষা ৩ সাউ। উভয়াহস্তিয়া ২ ৩ হোয়ি। ভারা ৩ ১ উবা ২ ৩॥

২র ১ র ১ ২ ১
এয়ম্মম্যসায়ি। বরেণ্যামিন্দ্রদ্যুক্ষমদা ২ ভরা। ইড়া। আয়িন্দ্রা। যাহিং

— ১ ৩ র ১ — ১ ১
ধিয়া ২ যিষিত্তাঃ। অথা। বায়িপ্রা। জুতসূত্তা ২ বত্তাঃ। অথা। উপা।

১র ২ — ১ র ২ ২ ২ ১র র
ব্রহ্মাণিবা ২ ঘতাঃ। অথা। বিশ্বামতস্তুতা ১ য়িবা ৩ য়াগ্। অকুপারস্তুদা ২ ৩

১ ১ ২র র ১র র —
হোয়ি বানআ ৩ ১ উবা ২ ৩। এযত্তেদিক্ষু। প্ররাদ্দ্যস্মনোঅস্তিশ্রুতা ২ স্বহাং।

২ র ১ র — র ১ ১র —
ইড়া। আয়িন্দ্রা। যাহিতূতূ ২ জানাঃ। অথা। উপা। ব্রহ্মাণিহা ২ রিবাঃ।

র ১ — র র র ২ ২ ২
অথা। সুতায়ি। দাদিস্বনা ২ শচনাঃ। অথা তেনদৃঢ়াচিদা ১ দ্রা ৩ য়িবাঃ।

১রর ১ ২ ১ ১ ১ ১
আবাজন্দর্ষিণা ২ ৩ হোয়ি। ভায়আ ৩ ১ উবা ২ ৩। ইট৹ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র
৮॥ বৃকজস্তঃ পথ্যা বৃহতী নিধেত্যাপরে সোমঃ॥ বৃহন্নিধ নবার্কঃজস্তম॥ হাউ-

র রর১২ ১ র র র ২ ১র র র
পুনানস্সোমধারয়া। অপোবসানো অর্ষসায়ি। হাউ। আরত্নধায়োনিমৃত।।

২র ১ ২ ২ ১ ২রর র ৩ ২র ১ ৯
হাউ। স্যা ৩ সীরিদাসা ৩ রি। হাউ। উৎসোদেবো। হাউ। হাউহা২

৩ ৫রর র ২ ১ ১র র র র ১ ২ ১ র
রিরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ণ্যয়া ৩ হস॥ হাউৎসোদেবোহিরণ্যয়াঃ। উৎসো-

র র ২ ২র র ২ ২র ২
দেবোহিরণ্যয়াঃ। হাউ। দুহানউধর্দিবিয়ায। হাউ। দুহানউ। হাউ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ২
ধর্দ্দিবিয়াম্। হাউ। মা ৩ ধ প্রায়া ৩ ম্। হাউ। প্রাত্ন৺সধা। হাউ।

১ ৩ ৫র র ২ ২র ১২ র ২ ২ ১ ২
স্থা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সদা ৩ হস। হাউপ্রত্ন৺সধস্থমাসদাৎ। প্রত্ন৺-

র ২ ১র ২ ১র ২
সধস্থমাসদাৎ। হাউ। আপৃচ্ছ্যান্ধরু ণংক্ত।। হাউ। আপৃচ্ছিয়াস। হাউ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ র ১ ২
ধরুণংক্কা॥ হাউ। জা ৩ মার্যাসা ৩ রি। হাউ। নৃভির্দ্ধৌতো। হাউ।

১ ৷৷ ৩ ৫র র ২ ১
বা ২ রিচা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষণা ৩ হস॥

* . *

২ র র ১ ২
৯। বৃকজস্তোৎনুষ্টুপ্ সোমঃ। বৃহন্নিধনবার্কজস্তম্। হাবরসপুষারন্নির্ভাগাঃ।

১র র র ২ ১ ২ ১ ২
সোমঃপুনানোঅর্ষতায়ি। হাউ। পতির্ব্বিশ্বা। হাউ। স্যা ৩ ভুমানা ৩ঃ।

২ ১ ২ ১ ২ ১ n ৩ ৫র র ২ ১
হাউ। বায়ত্থ্যস্রো। হাউ। দা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উক্তা ৩ রিহস্।

২র র র১২ ১র র ১ ২ ১রর ২
হাউসমুপ্রিয়াঃনূসাত্তা। গাবোমদায়ঘৃষয়াঃ। হাউ। সোমাসঃকা। হাউ।

১ ২ ২ ১ ২ র ১ ২ ১ n ৩
এবা ৩ তায়িপাথা ৩ঃ। হাউ। পাবমানা। হাউ। দা ২ আ ২ ৩ ৪·

৫র র ১ ২র র র১২ ১র র
ঔহোবা। দবা ৩ হস্॥ হাউযস্তজিষ্ঠস্তমাভায়া। পবমানশ্রবায়িয়াম্।

২ ২ ১ ২ ২ ১ ২ র ১
হাউ। যঃপঞ্চচা। হাউ। ধা ৩ ণায়িরাভা ৩ য়ি। হাউ। রায়িংবোনা।

২ ১ ৬ ৫র র ২ ১
হাউ। বা ২ না ২ ৩। ঔহোবা। মহা ৩ য়িহন্॥

* * *

১০। বিরূপঃ প্রজাপতিঃ। পথ্যা বৃহতী বিশ্বেত্যাপরে সোমঃ। হ্রস্বাবৃহদোপশাবৈ-

২ ১ র র র র১২ ১র ২ র ১ ২ র
রূপম্। অভিসোমাসআয়বঃ। এ। পবন্তেমদিয়ম্। মদোবা। পাবৃত্রস্বা।

১ র — ১ ২ — র ১ ১ ৩
থিবিষ্টপেমনা ২ য়িষায়িণা ২ ঃ। মৎসা ২ রাসাঃ। মদ। চ্যু ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ২ র র ১২ ১র ২ র র ১ ২
ঔহোবা॥ মৎসরাসোমদচ্যুতঃ। এ। মৎসরাসোমদ। চ্যুতোবাঃ। তারৎসমু।

১ ২ —১ — ১র২র — র ১ ২১ ৩ ৫র র
দ্রপ্সবমাবউ ২ র্ম্মায়িণা ২। রাজা ২ দেবাঃ। ঋতম্। বৃ ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১র র ২১২১২১ র ২রর র ১ র ২ ১
রাজাদেবঋতম্বৃহৎ। এ। রাজাদেবঋতম্। বৃহোবা। আর্ষামিত্র। সাবরুণ-

— ১ — ১ — র ১ ২১ ৩ ৫র র
স্যাধা ২ র্ম্মাণা ২। প্রহা ২ য়িথানাঃ। ঋতম্। বৃ ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

* * *

২১র২র
১১। বিরূপঃ প্রজাপতিরনুষ্টুপ্ সোমঃ॥ হ্রস্বাবৃহদোপশাবৈরূপম্। স্বুতাসো-

১ ২ র ১র ২রর র ১ ২ র
মধুমত্তমঃ। এ। সোমাইন্দ্রায়। মন্দিনোবা। পাবিত্রব। ন্তোআ-

—১ — ১ — ১ ১২ ৩ ৫র র
২ ক্ষারা ২। দায়িবা ২ ন্গচ্ছা। ন্তুবঃ। মা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

১২ ১১২ ২র ২ র রর ১ ২
ইন্দুরিন্দ্রায়পবতে। এ। ইতিদেবাসঃ। অব্রুবোবা। বাচস্পতিঃ। মখা-

—১ — ১ — র ১ ২১র ৩ ৫র র
২ স্যাতা ২ য়ি। বায়িশ্বা ২ সোশা। নও। জা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

২র২র র র রর র ১ ২ —১
সহস্রধারঃপবতে। সমুদ্রোবাচম্। ঈঙ্খয়োবা। সোমস্পতিঃ। রা২ য়িণ

—১ ২১র ৩ ৫র র ১ র
২ স্যা। দিবে। দা২ দ্বিবা২৩ঔহোবা। দিশংবিশংহল্। অখাশিশু-

২ ১ ১১১১
মতী৩। ইট্‌ইড়া২৩৪৫ঃ।

* * *

২র রর ১
১২। প্রজাপতিরনুষ্টুপ্ সোমঃ॥ অন্তরিক্ষম্। হাউম্নুতসোনা। ধুনস্তু। মা।

২র২১র — ১২ ১র২র১র২২ ২রর১র — ১২
ঔহোহোবা২। ইহা। সোমাইন্দ্রায়মন্দি। না। ঔহোহোবা২। ইহা।

১২র র ২রর১র — ১২ ১রর
পবিত্রবন্তোঅক্ষ। বান্। ঔহোহোবা২। ইহা। দেবান্‌গ। চ্ছা।

২রর১র ১২ ১ ∧ ৩ ৫রর ২র
ঔহোহোবা২। ইহা। স্বঃ। মা২দা২৩৪ঔহোবা। হাবিন্দুরিন্দ্রা।

১ ২রর১র ১২ ১ ২র১রর২১ ৫রর
যপব। তা। ঔহোহো২। ইহা। ইতিদেবাসোঅব্র। বান্। ঔহো-

১র ১২ র১ ২১ ২রর১র — ১২
হোবা২। ইহা। বাচস্পতির্মখস্য। তা। ঔহোহোবা২। ইহা।

১র ২রর১র — ১২ ১র ২রর১র —
বিশ্বস্য। শা। ঔহোহোবা২। ইহা। বিশ্বস্তে। শা। ঔহোহোবা২।

১র ঢর ৫রর ২র ১ ২রর১র —
নও। জা২দা২৩৪ঔহোবা। হাউসহস্রধা। রঃপব। ঔহোহোবা২।

১২ ১রর২র১ ২রর১র ১২ ১র২রর১র
ইহা। সমুদ্রোবাচমীঙ্খ। য়া। ঔহোহোবা২। ইহা। সোমস্পতীরয়ীণাম্।

২রর১র ১র ২রর১র ১২ ১র —
ঔহোহোবা২ সখেন্দ্র। স্যা। ঔহোহোবা। ইহা। দিবে। দা২

৩ ৫রর ২২ রর ১ ১ ১১১১
দ্বিবা২৩৪ঔহোবা। স্বষ্টুভস্তোখাশিশুমত্রা৩ম্। ইট্‌ইড়া২৩৪৫॥

* * *

১২ ১র
১৩। কুত্রঃ পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্থাপরে সোমঃ॥ বৈরাজষভম্। ইয়াহাউ। তবাহ৮-

ঢ ৩২ ৫ ১ র রর র র ∧ ৩২৩
সো২। ময়া২৩৪সা। পথ্যইন্দো দিবেদিবেপুরূণিবভ্রোনিচরা২। ত্তিমামা

২ র ৩২ⁿ ৩ ৫ ২ র
২ ৩ ৪ বা। পরিধীং৮রাং৮রা২। তিতাং৮আ ২ ৩ ৪ রিৱাগ্নি। পরিধীং৮-

রর র ⁿ ৩২র ৩ ৫ ১রর ⁿ
রতিতাং৮ইহিতবাহমন্ত্রকমুতসো ২। মতাগ্নিদা ২ ৩ ৪ ম্রিবা। তুহানো বা ২।

৩২র৩ ৫ রর ১ ২৩ ৫ ১রর র র
ভ্রউধা ২ ৩ ৪ নাগ্নি। তুহানোবা ২। ভ্রউধা ২ ৩ ৪ নাগ্নি। তুহানোবভ্রউধনিৱ্বণা

৩২ⁿ৩ ৫ ১ র ৩২৩ ৫
তপস্তমতিস্থ ২। রিয়াম্পা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শকুনাপা ২ গ্নি। বপপ্তা ২ ৩ ৪ য়িমা।

* * *

১ র ৩র ২৩
১৪। ক্রুদ্রোংশুষ্টুপ্ সোমঃ। বৈরাজর্ষভম্। পুরোজিতা ২ গ্নি। বোঅন্ধা ২ ৩ ৪

৫ ১র র'য়াি র র ⁿ ৩ ২ ৩ ৫ ১র র ^
সাঃ। সুতাসমাদরিত্ববেঅপশ্বানা ২ ম্। শ্নথাগ্নিষ্ঠ ২ ৩ ৪ না। সখায়োদা ২ গ্নি

২২৩ ৫ ১রর রর র ৩২ ৩ ৫
ঘজিহ্বা ২ ৩ ৪ য়াম্। যোধারয়াপাবকয়াপরিস্তা ২। দতাগ্নি স্ব ২ ৩ ৪ তাঃ।

১ ৩২৩ ৫ ১ ৩২৩ ৫
ইন্দুবখো ২। নকুম্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ। ইন্দুরখো ২। নকুম্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১ র র র ৩২৩ ৫ ১র
তন্দুরোষমস্তীনরসোমঃ বিশ্বা ২। চিয়াধা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়সা ২।

৩২৩ ৫ ১১১১
তুবদ্রা ২ ৩ ৪ য়াঃ ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

ইত্যুহগানে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ॥

* * *

১ ২ ২১র
১। প্রজাপতিঃ পথ্যাবৃহতী সিদ্ধেতাপরে সোমঃ। নিতাবৎসাঃ। এসোমাঃ। উস্বাপ।

—১ ২ ২ ২ ১২ —১
সলো ২ নূভারিঃ। ইড়া। অথা ১ রিস্ক ৩ ভাগ্নিঃ। আবী। না ২ মা। ইড়া।

১২ ১ ১২ ১২ —১ ২ ২ ২
আবী। না ২ ভা। অথা। আবী। না ২ মা। ইড়া। অথা ১ য়ে ৩ বা।

১রর ৪৫ ১ র র ১ ২
হরিতায়াতিধা ৩। য়ায়া। মন্দয়া যাতিধা ২ ৩ হাগ্নি। রায়া ৩ ১ উবা ২ ৩

১ ২ র১র --১ ১২ ২ ২ ১ ২ —
এমান্দা। বাষাতিষা ২ রয়া। ইডা। মাপ্পা ১ য়া ৩ য়া। ভাঈষা। য়া ২

১ ২ —১ ২ —১
য়া। ইডা। ভায়িষা। য়া ২ য়া। অপা। ভায়িষা। য়া ২ য়া। ইডা।

১২ ২ ২ ১র র২ ৪৫ ১রর র ১
অনু ১ পে ৩ গো। মাবগোস্তা ৩ রিঃ। আক্ষাঃ। সোমোচুক্ষভিরা ২ ৩ হোয়ি।

২ ১ ২ ১র —১ র ২
আক্ষা ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪। এসোমাঃ। চুক্ষভিরা ২ ক্ষাঃ। ইডা। সোমো

২ ১ ২ ১ ২ —১
১ দূ ৩ ক্ষ। ভায়িরা। আ ২ ক্ষাঃ। ইড়া। ভায়িরা। আ ২ ক্ষাঃ। অথা।

২ —১ ২ ২ ১ র ২ ৪ ৫
ভায়িরা। আ ২ ক্ষাঃ। ইডা। সমু ১ দ্রা ৩ য়া। সংস্বরণানরা ৩। আগ্মান।

১ র র ১ ২
মন্দীমদায়তো ২ ৩ হোয়ি। শাভআ ৩ ১ উবা।

* * *

১ ২ ১র --১
২। প্রজাপতিরনুষ্টুপ্‌ [illegible]মঃ। নেতাংহণাঃ। এপাবা। স্বৰাজনা ২ ভয়ায়ি।

২ : ২ ১২ --১ ১ --
ইড়া। পবা ১ য়িত্রে ৩ ধা। রায়া। স্ব ২ তাঃ। ইড়া। রায়া। স্ব ২

১ ২ --১ ২ ২ ২ ১২
তাঃ। অথায়োয়া। স্ব ২ তাঃ। ইড়া। ইন্দ্রা ১ য়া ৩ সো। মবা ৩ য়ি।

৪ ৫ ১র র র ২ ১ ২
ক্ষাবায়ি। দেবেভ্যোমধুমা ২ ৩ কো। ভায়আ ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪। এত্বাম্।

১ -- ১ ২ ২ ২ ১২ --১
রিহস্থিধা ২ রিতয়াঃ। ইড়া। হরা ১ য়িম্পা ৩ বায়ি। ত্রেআ। ক্র ২ তাঃ।

২ -- ১ ২ --১ ২ ২
ইড়া। ত্রেআ ক্র ২ : তাঃ। অথা। ত্রেআ। ক্র ২ তাঃ। ইড়া। বৎসা ১ প্পা ৩

২ ১২ ৪৫ ১র ১ ২
তাম্। ইমা ৩ [illegible]রাঃ। পবমানবিধা ২ ৩ হো। সাপিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ ২ র১ -- ১ ২ ২ ৪ ১২
এত্বুশাম্। স্তাক্ষমতা ২ মিত্রতা। ইডা। পৃথা ১ য়িবী ৩ প্পা। আতো।

-- ১ ১ ২ -- ১ ২ --
অগ্নৌ ২ যায়ি। ঈড়া। আভৌ। অগ্নৌ ২ যায়ি। অথা। আপ্তৌ। অগ্নৌ ২

১ ২ ২ ২ ১ ১ ৪ ৫ ১ র
যায়ি। ইড়া। প্রতা ১ য়িত্রা ৩ যায়িষ। অমৃ ৩। চাথাঃ। পবমানমহা ২ ৩

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
হোয়ি। ষানা ৩ ১ উবা ২ ৩॥ ইট্। ইড়া ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র
৩। ইন্দ্রঃ পথ্যা বৃহতী সিন্ধৈত্যপরে সোমঃ॥ অতীষঙ্গঃ॥ এসোমউম্বা।

— ১ র — ১ ২
পস্‌লো ২ তৃভাঃ ইড়া। আধায়ি। ক্ষ ২ ভায়িঃ। অথা। আবৌ।

—১ ২ — ১ র র ২ ২ ২
মা ২ ম। অথা। আখা। যে ২ বা। অথা। হরিতোয়াভিধা ১ য়া ৩ য়া।

১ র র ১ ২ ২র র র — ১
মন্দ্রয়াষাভিধা ২ ৩ হোয়ি। য়ায়া ৩ ১ উবা ২ ৩। এমন্দ্রয়ায়া। ভিধা ২ য়য়া।

২ —১ ২ —১ —
ইড়া। মাঙ্গ্রা। যা ২ য়া। অথা। ভায়িধা। য়া ২ য়া। অথা। আনু। গো ২

১ র র ২ ২ ১ ১র র র ১
গো। অথা। মানুগোভা ১ য়িরা ৩ ক্ষাঃ। সোমোহৃষ্কাভিরা ২ ৩ হোয়ি।

২ ২র র র — ১ ২
আক্ষআ ৩ ১ উবা ২ ৩॥ এসোমোহৃষ্কা। ভিরা ২ ক্ষাঃ। ইড়া। সোমাঃ।

— ১ ২ — ১ ২ — ১
হৃ ২ ষ্ক। অথা। ভায়িরা। আ ২ ক্ষাঃ। অথা। সামু। ত্রা ২ য়া। অথা।

র ২ ২ ২ ১ র র ১
সংস্বরণায়িয়া ১ আ ৩ আন্। মন্দীমদায়তো ২ ৩ হোয়ি।

১ ২
শাস্তআ ৩ ১ উবা ২ ৩॥

* * *

২র — ১
৪। ইন্দ্রোহুষ্টুপ্ সোমঃ॥ অতীষঙ্গঃ। এপবস্ববা। অসা ২ ভায়ায়ি। ইড়া।

১ ২ — ১ ২ — ১ ২
গাবায়ি। ত্রে ২ ণা। অথা। ড়ায়া। জ ২ ড়াঃ। অথা আয়িষ্ক্রা।

— ১ ২ ২ ২ ১র র র ১
যা ২ গো। অথা। মবা ১ রিক্কা ৩ বারি। দেবেভ্যোমধুমা ২ ৩ গো।

২ ২র র — ১ ২
ত্তারআ ৩ ১ উবা ২ ৩॥ এতুবা৺রিহাঃ। ইড়া। ভিধা ২ য়িতয়াঃ। হারারিম।

—১ ২ —১ ১ ২ —১
গা ২ যারি। অথা। ত্রেআ। ক্র ২ হাঃ। অথা। বাৎসাগ। জা ২ ত্তাম। অথা।

২ ২ ২ ১ র ১ ২ ২র
নমা ১ ত্তা ৩ রাঃ। পবমাননিধা ২ ৩ হো। স্নাপিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩॥ এতু-

র — ১ ২ — ১
বদ্দাক্ষা। মহা ২ য়ি ব্রত্তা। ইড়া। পার্থারি। বা ২ য়িক্ষা। অথা।

২ —১ ২ — ১ ২
প্রাত্তী। অত্রী ২ যারি। অথা। প্রাত্তারি। ত্রা ২ পারিষ। অথা। অমৃ

২ ২ ১ র ১ ২
১ ক্ষা ৩ থাঃ। পবমানমহা ২ ৩ হোয়ি। ম্বানা ৩ ১ উবা ২ ৩॥

১ ১ ১ ২ ১
ইট্‌। ইড়া ২ ৩৪ ৫।

॥ বসিষ্ঠঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্তাপবে ককুভাবুত্তরে সোমঃ॥ রথন্তরম্॥

২ র র র ১ ২ র র র র ১
পাসোমদেবনীতয়োবা। সাম্বিন্দুর্পিপো অর্ণসা৺শোঃপয়সামদিরঃ। নআ ২ ৩

২ ১ র ২র১ ৪ ১ র র৫ ৫
গৃবারিঃ। আচ্ছাকোশা ২ ৩ ম্মা ৩। ধুশ্চ ২ ৩ ৪ ত্তাম্। ওবা ৬। হাউবা।

১ ১ ২ র র র ১র ২ ১
আচ্ছাবা। কোশম্মধুশ্চমাচর্ষাত্তো অক্ষ্র্যোঅ। ৎকেআ ২ ৩ সাত্তা। পারস-

২র১ ৪ ১ র৫ ৫ ২ ১ ১ ২
স্নূ ২ ৩ না ৩। মার্জ্জ্য ২ ৩ ৪ যা। ওবা ৬ হাউবা। মিস্নাবা। স্নুম্ন-

র ১ ২ ১র২১ ৪ ১
মর্জ্জিয়ন্তমী৺ভিষন্তাপসঃ। যথা ২ ৩ রথাম। নাদীষুবা ২ ৩ গা ৩। ভাস্না

র র৫ ৫
২ ৩ ৪ যোঃ॥ ওবা ৬। হাউবা॥

২৪ র র ১ র ২
৬ । দাসিষ্ঠোহস্তুপসোমঃ । রণস্থরণ । পান্থযানারক্ষন্দো'বা । মার্ত্তোনবষ্টত ৩

র র ১ ২ ১ র ২১ ৪ র
ষতোঅপখানগ্ । পরা ২ ৩ বদাগ । হাত্তামথা ২ ৩ মা ৩ । ভগা ২ ৩ ৪ বা ।

৫ র ৫ ২১ ২ র র র র র
ওবা ৬ । হাউবা । বওবা । আমিরস্তে অব্যত ভুজেপুত্রওণ্যোসূপরজারঃ ।

১ ২ ১ র ২ ১ ৪ ১ ৫ র ৫
মযো ২ ৩ ষণাম্ । বারোসূপনো ২ ৩ না ৩ য়িম্ । আসা ২ ৩ ৪ দাগ । ওবা ৬

৫ ২ ১ র ২ র র র র ১ র
হাউবা । দ৺ সোবা । বায়িরোদক্ষসাধনোবিয়ন্তস্তুরোদদীহরিঃপবী । ত্রপ ২ ৩

২ ১ র ২ ১ ৪ ১ ৪
দাতা । বারিধানয়ো ২ ৩ না ৩ রিম্ । আসা ২ ৩ ৪ দাগ ।

র ৫ ৫ ১
ওবা ৬ । হাউবা । অস্ ।

* * *

৭ । ভরদ্বাজঃ প্রথমা পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেত্তাপরে ককুভাবুষরে সোমঃ ॥ বৃহৎসামঃ ।

২ র র র র র ২ ১ র ২ ৩ ৫
ঔহোয়িপুনানস্সোমধারয়া ৩ এ । অপোবসা । নোঅর্ষা ২ ৩ ৪ সারি ।

১ র ২ ৩ র ৪ র ৫ ২ ১ র ২ ২ র ৩ ৫
আরা ৩ ৪ । ঔহোবা । ভুদাযোনারিদ্ । আর্ত্তা ৩ ১ । সুদীদা ২ ৩ ৪ দারি ।

২ ১ র র ২ ৩ র ৪ র ৫ — ১ S ৫ ৫
উৎসোদেবা ৩ ৪ । ঔহোবা । হা ২ য়িরাণ্যা ২ ৩ ৪ । যাঃ । উহুবা ৬ হাউ ।

২ র র ২ র ১ ২৩ ৫ ১ ২ ৩ র ৪ র ৫
বা । ঔহোউংসা ৩ এ । দেবী । কারিরণ্যা ২ ৩ ৪ যাঃ । দুহা ৩ ৪ । ঔহোবা ।

২ ১ ২ ২ ৩ ৫ ২ ১ ৩
সউপর্দ্দায়ি । বাযা ৩ ১ ম্ । মধুপা ২ ৩ ৪ সাম্ । প্রস্থ৺ সধা ৩ ৪ ।

৩ র ৪ র ৫ — ১ ৪ ৪ র ৫ ২ র র
ঔহোবা । স্বা ২ মাসা ২ ৩ ৪ । দাৎ । উহুবা ৬ হাউ । বা ॥ ঔহোয়ি-

২ ১ ২ ১ ৩ ৫ ১ র ২ ৩ র ৪ র ৫ ২ ১
প্রত্না ৩ মে । সধা । স্বামাসা ২ ৩ ৪ দাৎ । আপা ৩ ৪ । ঔহোবা । ছিয়াঙ্কয় ।

২ ২৩ ৫ ২ ১ র ২ ৩র৪র৫ --
পাংবা ৩ ১। জিঘর্ষা ২ ৩ ৪ সারি। নৃভিৰ্দ্ধৌতা ৩ ৪। ঔ৩োবা। বা ২

১ ৫ ৫ ৫
য়ি চাক্ষা ২ ৩ ৪। পাঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা॥

* * *

২র র র র ২ র ১
৮॥ তরষাজোত্যুষ্ট্ পলোগঃ। ঔহোঅয়ম্পূষারয়ির্ভগা ৩ এ। সোমঃপুনা। নো-

২ ৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ২ ১ ১ ৩
অর্ষা ২ ৩ ৪ তারি। পতা ৩ ৪। ঔহোবা। বিশ্বা। স্যাভূ ৩ ১। মা ২

৩ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ — ১ ৫
পা ২ ২ ৪ নাঃ। বিষণ্যত্রো ৩ ৪। ঔহোবা। দা ২ সীউ ২ ৩ ৪॥ তারি।

৫ ৫ ২র র র ২ ১ ২n৩
উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ঔহোরিভেসা ৩ গে। উপ্রিয়াঃ। আনুষা ২ ৩ ৪

৫ ১র ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ২ ১রর ২র৩
ক্যা। গানো ৩ ৪। ঔহোবা। মদারষ্যা। ষায়া ৩ ১ঃ। সোমাসঃ কৃণ্বতেপা

৫ ২১ র ২ ৩র৪র৫ -- ১ ৫ ৫
২ ৩ ৪ থাঃ। পবমানা ৩ ৪। ঔহোবা। দা ২ আয়িষা ২ ৩ ৪ বাঃ। উহুবা

৫ ২র র ১ র ১ ২n৩ ৫ ১ ২
৬ হাউ। বা॥ ঔহোয়িবয়া ৩ এ। ওজিষ্ঠাঃ। তামাভা ২ ৩ ৪ য়া। পবা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ২র ১ ২ ১ ২র৩ ৫ ২
ঔহোবা। মানাশ্রবা। আয়া ৩ ১ ম্। যঃপঞ্চচর্ষণীরা ২ ৩ ৪ ভারি। রয়ি-

র ২ ৩র৪র৫ — ১ ৫ ৫ ৫ ১
যোনা ৩ ৪। ঔহোবা। বা ২ নামা ২ ৩ ৪। তারি। উহুবা ৬ হাউ। বা॥ ৮৩॥

* * *

২ ১
৯। বিরূপঃ পথ্যা বৃহত্যাম্‌নিদ্ধেত্যাপরে সোমঃ॥ পঞ্চনিধনং বৈরূপম্। অভি-

র র ২ র১ ২ ১র ২ র ১ ১ ২ ১
সো৩াসআয়বঃ। এ। পবন্তেমদিয়ম্। মদোবা। দিশংবিশ৮হুম্। সমুদ্র-

র ২ ১ র ১ র ২ র ১র র২ ১ ২ ১ ২ ১র০র২
স্যাধিবিষ্টপে। অথাশিগুমস্তী। মৎসরাসোমদচ্যুতঃ। ইট্॥ মৎসরাসোমদ-

১ ২ ১র ২ র ১ ২ ১
চ্যুতঃ। এ। মৎসরাসোমদ। চ্যুতোবা। বিশংবিশ৮হুম্। অয়ংসমুদ্রম্পব-

২র ১র ২র   ১ র   ২ র   ১র র২র১২১১১   র র২র১২১ ২১
মানউর্শ্মিণা। অশ্বাশিশুমতী। রাজাদেবঋতম্বৃহৎ। ইট্। রাজাদেবঋতম্বৃহৎ।

র ২র র র   ১   র ২ ১ ২   ২ ১ ২র
এ। রাজাদেবঋতম্বৃহোবা। দিশংবিশ৺হস্। অর্ষামিত্রস্য বরুণস্য ধর্ম্মণা।

১ র   ২ র   ১ ২র১২১ ২১
অশ্বাশিশুমতী। প্রাহিষানঋতম্বৃহৎ। ইট্॥

* * *

২১র ২র১ ২ র
১০। বিরূপঃ প্রজাপতিরনুষ্টুপ্ সোমঃ॥ পঞ্চনিধনংবৈরূপম্॥ সুতাসোমধুমত্তমাঃ।

১র ২র র র   ১   ২ ১ ২ র   র   ১ র
এ। সোমাইন্দ্রায়। মন্দিনোবা দিশংবিশ৺হস্। পবিত্রবন্তোঅক্ষরন্। অশ্বা-

২ র   র১র ২ র১র   ২ ১ র২   র   ১র   ২
শিশুমতী। দেবান্গচ্ছন্তুবোমদাঃ। ইট্॥ ইন্দুরিন্দ্রায়পবতে। এ। ইতি-

র র   ২র১ ২ র ১র
দেবাসঃ। অব্রাবোবা। বিশংবিশ৺হস্। বাচস্পতির্ম্মখস্যতে। অশ্বাশিশু-

২ র   ১২১রর২১র ২   ১   ২ ১ ২র   র   ১র ২ র র
মতী। বিশ্বস্যেশানওজসাঃ। ইট্। সহস্রধারঃপবতে। এ। সমুদ্রোবাচম্।

র ১   র ২ ১র ২র১র   র ২ র
ঈঙ্খয়োবা। দিশংবিশ৺হস। সোমস্পতীরয়ীণাম্। অশ্বাশিশুমতী।

১ র ২   ১র১২র   ১   ১ ১ ১ ১
সখেন্দ্রস্যদিবেদিবে। ইট্। ইডা ২৩৪৫।

* * *

২র র র র র
১১॥ ইন্দ্রঃ পথ্যা বৃহতী সিদ্ধেস্তাপরে সোমঃ॥ মহাবৈরাজম্ হোইয়াহোইয়াহোইয়া

২৩   ২ ১   ২র১   র ২   ১র২   ১র ২   ১র   র
৩ ৩ ৩ ভব। অহাম্। সোমা। রারণ। রারণ। রারণ। ভবাহ৺সো।

২ র ২   ১র২   ১র ২   ১ র   র   ২   ১র ২   ১র ২
মা। রারণা। রারণ। রারণ। ভবাহ৺সো। মা। রারণ। রারণ।

১র র   ১   র র ২ র   ২   ১র ২   ১র ২
রারণ। সখ্যাইন্দোদিবেদিবেপুরূণিবভ্রোনিচর। ভামি। মামব। মামব।

১র ২   ১ র র র র র   ২   ১র ২   ১র ২
মামব। সখ্যাইন্দোদিবেদিবেপুরূণিবভ্রোণিচর। ভামি। মামব। মামব।

১র ২ ১ র ৰ র র র ২ ১র ২ ১র ২

মামব। সখ্যাইন্দোদিবেদিবেপুরুণিবভ্রোণচর। ভারি। মামব। মামব।

১র ২ ২র ২ ১র ২ ১র ২ ১র ২

মামব। পরিধী৺র। ভারি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি।

২র ২ ১র ২ ১র ২ ১র ২ ১ র

পরিধী৺র। ভারি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। পরিধী৺র।

২ ১র ২ ১র ২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১

ভারি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইয়-

২ ২র র র র র ২ ৩ ১

ভবমৎস্বা ৩। হাউবা। হোইয়াহোইয়াহোইয়া। ৩ ৪ ৩ পরি। পারিঃ।

২ ১ ১র র ১র ২ ১র ২ ১ র ২ ১র

অভারি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। পরিধী৺র। ভারি। ভা৺-

২ ১র ২ ১র ২ ১ র ২ র ২ ১র

ইহি। ভা৺ইহি। ভা৺ইহি। পরিধী৺র। ভারি। ভা৺ইহি। ভা৺-

২ ১র ২ ১ র র র র র ১র ২র

ইহি। ভা৺ইহি। পরিধী৺রভিভা৺ইহিভবাহস্রক্রমুতসো। ম। ভেদিবা।

১র ২র ১র ২র ১ র র র র ২ ১র ২র

ভেদিবা। ভেদিবা। পরিধী৺রভিভা৺ইহিভবাহস্রক্রমুতসো। মা। ভেদিবা।

১র ২ ১র ২র ১ র র র র র ১র ২র

ভেদিবা। ভেদিবা। পরিধী৺রভিভা৺ইহিভবাহস্রক্রমুতসো। মা। ভেদিবা।

১র ২র ১র ২র ১ ২ র ২ ১র ২ ১র ২ ১র ২ ১২ র

ভেদিবা। ভেদিবা। হুহানেবো। ভ্রাউ। উধনি। উধনি। উধনি। হুহানোব।

২ ১র ২ ১র ২ ১র ২ ১ র র ২ ১র ২ ১ ২

ভ্রাউ। উধনি। উধনি। উধনি। হুহানোব। ভ্রাউ। উধনি। উধনি।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র র র

উধনি। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইয়পরিমৎস্বা ৩। হাউবা॥ হোইয়াহোইয়া ৩ ৪ ৩

২৩র ১ ২ ১ র ২ ১র ২ ১র ২ ১ র র ২

হুহা। নো। বভ্রোউ। উধনি। উধনি। উধনি। হুহানোব। ভ্রোউ।

১র ২ ১র ২ ১র ২ ১ র র ২ ১র ২ ১র ২ ১র ২

উধনি। উধনি। উধনি। হুহানোব। ভ্রোউ। উধনি। উধনি। উধনি।

১র ১ র র র র র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২

উধনি। হুহানোবভ্রোউধনিঘৃণাভপস্তমভিগ্ৰা। যম্পরঃ। যম্পরঃ। যথারঃ।

১ র র র র র ২ ১ ২ ১২২ ১ র ১ র র
হুহানোবভ্রউপনিম্বুণাতপস্তমতিস্থ। রা। যম্পরঃ। যম্পরঃ। যম্পরঃ। হুহানোব-

র র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র
ভ্রউপনিম্বুণাতপস্তমতিস্থ। রা। যম্পরঃ। যম্পরঃ। যম্পরঃ। শকুনাই।

২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
বা। পপ্তিম। পপ্তিম। পপ্তিম। শকুনাই। বা। পপ্তিম। পপ্তিম। পপ্তিম।

১ র ২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
শকুনাই। বা। পপ্তিম। পপ্তিম। পপ্তিম। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ।

১ ২
ইয়হুহমৎস্বা ৩। হাউবা। ৩।

• • •

১র র র ২ ৩
১২। ইন্দ্রোহপৃষ্ট্,প. সোমঃ। হাবৈরাজম্। হোইয়াহোইয়োহোইয়া ৩৪। পুরুঃ

১ ১র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২
জায়ি। তীবো। অন্ধসঃ। অন্ধসঃ। অন্ধসঃ। পুরৌজিতায়ি। বো।

২ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ র
অন্ধসঃ। অন্ধরুঃ। অন্ধসঃ। পুরোজিতায়ি। বো। অন্ধসঃ। অন্ধসঃ।

১ ১ ১ র র র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
অন্ধসঃ। সুতায়মাদয়িত্নাবেঅপশ্বানম্। শ্না। থিষ্টন। থিষ্টন। থিষ্টন।

১১ র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১১ র
সুতাবমাদয়িত্নাবেঅপ্নাশ্বানম্। শ্না। থিষ্টন। থিষ্টন। থিষ্টন। সতায়মাদ-

র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র র র ২
য়িত্নাবেঅপশ্বানম্। শ্না। থিষ্টন। থিষ্টন। থিষ্টন। সথায়োবী। যা।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র র র ২ ১ ২
জিহ্বিরম্। জিহ্বিরম। জিহ্বিরম্। সথায়োদী। যা। জিহ্বিরম্।

১ ২ ১ ২ ১র র র ২ ১ ২ ১ ২
জিহ্বিরম্। জিহ্বিরম্। সথায়োদী। যা। জিহ্বিরম্। জিহ্বিরম্।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২
জিহ্বিরম্। ইয়াহাউ। ইয়াহাউ। ইহপুরমৎস্বা ৩। হাউবা ৩।

২র র র র র ২৩র ১ ২র১ ২
হোইয়াহোইয়াহোইয়া ৩ ৪ ৩ সথা। য়ো। দীর্ঘা। জিহ্বিরম্।

১ ১ ২ র
৫। দীর্ঘতমাস্থিস্তুণসোমঃ। দীর্ঘতমসোহর্কঃ। আক্রাণ। সামুদ্রপ্রথমোর।

১ ২ ২ ১ ১ ১ ১র ২ ১র ২ ১র র
দর্শ্যাস্কর্ষ্যাণ। ধর্ষ্যাণ্। আনা। যামগ্রজভুানস্ত। গোপাগোপাঃ। গোপাঃ।

১ ২ ১ ২র র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র২র র
বার্ষা। পবিত্রেঅধিসানো। অব্যাঅব্যাগ্নি। অব্যাগ্নি। বৃত্রাংসোমোবাবৃধে-

র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ র ২ ১র ২১র র
স্তবানঃ। অজ্রাঅজ্রাগ্নি। অজ্রাভিঃ। মাংসী। বাযু মইমেরাধরসেনাসুসেনাঃ।

১র ২ ১ ২ ১ র ২ র র ১র ১২২ ১র ১ ১ ২
সেনাঃ। মাংসী। মামিত্রাবরুণপূ। মানামানাঃ। দানাঃ। মাংসা।

১ র২র ১র২১র২ ১র২ ১ ২ ১ র ২ র র ১১২
আর্দ্ধোমারুতশ্বংসি। বান্দেবান্। দেবান। মাংসী। দাবাপৃথবীদেব। সোমাসু-

১র ২ ১র ২ ১ ১ ২ ২র ১র ২১র২
সোমাঃ। সোমাঃ॥ মাহাং। ভাংসোমোমহিষশ্চা। স্বারাকারা।

১র ২ ১ ২ ১ ২র র ১র২ ১র ২ ১র ২ ১ ২
করা। আপাঁং। যাদ্গার্ভোঅবৃণীত। দেবান্দেবান্। দেবান্। অদা।

১ ২র র ১র২১র ২ ১র ২ ১ র ১ ২র র ২
দধাদেন্দ্রেপবমানঃ। ওজাওজাঃ। ওজাঃ। আজা। নাদংস্থরিয়েজ্যোতী।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ইন্দুরিন্দুঃ। ইন্দুঃ। ঈ২৩৪৫।

— ১র ২র১ র২১ ২
৬। দীমানেদে। এ২। সোমউষ্ণঃসোতৃভাঈঃ। অথা৩১উবা২৩।

২ ২ ১ ২ ৫ ১ ১ —১
ঈ৩৪ডা। স্থান্ডা৩১উবা২৩। ঈ৩৪৫ডা। আবী। মা২মা।

২ —২ ২ —১ ২
ইডা। আবী। মা২মা। অথা। আবী। না২মা। ইডা। অথা-

২ ২ ১র র ৪ ৫ ১ র র ১ ২
১মে৩বা। কবিত্ভারাদিবা৩। রায়ামগ্রয়াবাভিবা২৩হোঈ। রায়া-

— ১২র২র ১র২১ ২ ২ ৫
৩১বা২৩। এ২। মগ্রয়াবাভিবারয়া। মগ্রা৩১উবা২৩। ঈ৩৪ডা।

২ ১ ২ ৫ ১ র র
১৪। দ্বিতিকারং বামদেবাম্। প্রতিস্বা ২ ৩ নশ্বতস্বৃভাং। শাহিস্বানশ্বতস্বৃহস্ত্রৃভির্যো-

র র ২৩র ২ ১ — ১ ২ ১র র র ২৩র ২
মাণোহর্যাতোহবিচোহ্না ৩। হুম্মা ২। স্কা ২ ৩ ণাঃ। রাজাদেণাঃসমোচো ৩।

১ — ১ ২ ৪ ৫ ৪
হুম্মা ২। ভ্রিম্না। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ড়া॥

• • •

৫ ২ ২ ১ ৩ ৫ ১ ২র ১ ২ —
১৫॥ পৌরুহন্মনম্। প্রহিস্বা ৩ নশ্বতস্বৃতাং। প্রাহিস্বানঃ। স্তুতাস্ব ১ হা ২ ৎ।

১ — ১ ২র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩
বৃহা ২ ৎ। নৃভির্যোমা। গো। হর্যাতো ৩। হর্যাতো ৩। বায়িচক্ষা ২ ৩ ৪

৫ ১২র র ১ ২ ৩ ৫ ৪ ৪
ণাঃ। রাজাদেবাঃ। সামুদ্রা ২ ৩ ৪ য়াঃ। সমু ৫ দ্রিয়াঃ। হো ৫ ঈ॥

• • •

২ র ৫
১৬। অচ্ছিদ্রম্। প্রাহিস্বানাঃ। শাতা ৩ ১ উবা ২ ৩। ব ২ ৩ ৪ তাং।

১ ২র ২ ১ ২ ২ ৫
প্রাহিস্বানশ্বতস্বহা ২ ৎ। প্রাহিস্বানাঃ। শাতা ৩ ১ উবা ২ ৩। ব ২ ৩ ৪ তাং।

১ ২র র ১র ২ ২ ১ ২ ২ র ১ ২
নৃভির্যোমাণোহর্যাতোবিচক্ষা ১ ঃ। নৃভির্যোমা। গোহর্যা। তঃ। বিচা

৫ ১র র ২র ১ ২ ৩ ২ ২র র র
৩ ১ উবা ২ ৩ ক্ষা ২ ৩ ৪ ণাঃ। রাজাদেবসমুদ্রিয়া ১ ঃ। রাজাদেবাঃ। সমু

১
৩ আউবা ২ ৩। দ্রী ২ ৩ ৪ য়াঃ॥

• • •

১ ২ ১ র ২ ৫ ১র ২র ১
১৭। সন্তনি। বয়া৮ হাউ। ঘাম্বাসুতা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ স্বাঃ। আপোন-

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২র ৩ ১ ২ ১ র ২
স্বরহিষঃ পবিত্রস্ব প্রস্রবণেষুরুক্তা ২ ৩ ৪ ৫ ন। পরায়িহাউ। স্তোতারস্বা

৫ ১ ২ র ১র ২র ১ র ২ র ১ ২ ১ ২১র
৩ ১ উবা ২ ৩। ণা ২ ৩ ৪ ভে। স্বরস্থিত্বাস্বস্তেনরোণিণোনিরেকউচ্ছস্নঃকদা-

২ ১ ২র ১র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২
স্বতস্বৃষাণণ্ডকআগমা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ইন্দ্রাহাউ। সাদ্ধাবনা ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১
১। পশ্বিহিতম্। অচিক্রন্দদ্বৃ। ষা ২ হরায়িঃ। মহা ২ ন্। মা ২ ৩ রিত্রোনদা-

— ১ ২ — ১ ৭ ২ n
২ র্শাহাঃ। সা ২ ৩ ৮শ্। রী ২ রে। পদা ২ ৩। হাউবা ৩।

৫ ১ ২ র — ১ ২ — ১ ২
দ্বা ২ ৩ ৪ তে। গিরস্তইন্দ্রো। ও ২ জসা। মর্ষ ২। জ্যা ২ ৩ ত্বায়ি।

১ — ১ ২ — ১ ৭ ২ n
অপা ২ স্যাবাঃ। যা ২ ৩ তীঃ। মা ২ দা। পশূ ২ ৩। হাউবা ৩।

৫ ১ র২র — ১ ২ — ১ ২
ত্বা ২ ৩ ৪ সে। তত্বামদায়। ষা ২ র্ষ্বায়ি। উলো ২। কা ২ ৩ ক্র।

১ — ১ ২ — ১ ৭
ক্রমী ২ মাতায়ি। ত্তা ২ ৩ শা। প্রা ২ শা। স্বমা ২ ৩।

২ n ৫
হাউবা ৩। মা ২ ৩ ৪ হে।

* * *

৩ র ৪ ২ ৪র৫ ১
২। মাহাবামদেব্যং। রেহ ৫ য। তীর্য়া ৩ ঃ দা ৩ ষমাদায়ি। আয়ি।

র ২ ১ র ২ র ২ ১ র ২n ৩ র ২
প্রেশস্তভূবিনা। জা। ঔ ৩ হোহায়ি। ক্ষমাস্তোয়া। ভিয়ৈর্যাহো ৩।

১ — ১ n ২ ৩ র ৪ ২ ৪র ৫
হুম্মা ২। দা ২ য়িমো ৩ ৫ হায়ি। আহ ৫ ঘ। স্বাবা ৩ স্যা ৩ মাবুক্তোঃ।

১ র র ২র ১ ২ র ২ ১ ২n
স্তো। তক্ষোয়াধুষঙ্গীয়া। না। ঔ ৩ হোহায়ি। অণো ২ ৩ র্ক্ষাণ্।

৩ র ২ ১ — ১ n ২ ৩ ৪
নচোহো ৩। হুম্মা ২। ক্রোহ ২ য়ো ৩ ৫ হায়ি। আহ ৫ মৎ। দ্রূণা ৩ ঃ-

২ ৪ ৫ ১ র ১ র ২
শা ৩ তক্রতাউ। আ। কাহস্তরিত্তৃ। ণাম। ঔ ২ ৩ হোহায়ি।

১ ২n ৩ র ২ ১ — ১ ২
অণো ২ ৩ র্ক্ষাণ্। নশোহো ৩। হুম্মা ২। চাহ ২ য়িতো ৩ ৫ হায়ি।

* * *

২ র র ১ ২ ৫ ৩ ৫
৩। বায়বন্তীয়োত্তরম্। পরিসুবাওহোহায়ি। সোপায়িরা ২ ৩ ৪ য়িন্তাঃ।

২ ১ ৫ ১র র ২ ৩র ৪র৫ ১ ৩ ৫
পবায়িত্রে ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমোঅক্কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

২ ৩ ৫ ২ র র র ৩ ৫ ২১
উহবা ২ ৩ ৪ রাৎ। ভুবংবিশ্রাওহোহায়ি। ভুবক্কা ২ ৩ ৪ বীঃ। মধুপ্রা-

৫ ১র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ হা। জাতমন্ধা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহবা ২ ৩ ৪ পাঃ।

২ র র র ১ ২ ৪ ৩ ৫ ২রর ৫ ১র র ২
ভুবেবিশ্বাওহোয়ি। পাজোবা ২ ৩ ৪ সাঃ। দেবাপা ২ ৩ ৪ হায়ি। পীতিমাপা-

৩র৪র৫ ১ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র২
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহবা ২ ৩ ৪ তা। মদেষু।

১ ৭র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
সার্কধাআ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ৫
সায়ি। এরিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥

• • •

১ -- ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২৩২২১ ২১২ র
৪। শ্রধ্যন্। তবঃসখা ২ র ঃ। মদায়োজ। পুনা নমা। ভিগায়ন্তা। শিশুন্নহবৈাঃ

২ ১ ২ ১র — ১ ২ ১
স্বদয়ন্ত গূ ২ ৩। ভিভ উবা। শ্রধিয়া ২। এ ২ ৩ িবয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডু॥

• • •

১ — র ১ ২১র২ ১ ২৩র ২১
৫। শ্রধ্যম্ তবঃসখা ২ রঃ। মদায়োবা। পুনানমা। ভিগায়ন্তী।

২১২ ১র ২ ১ ২ ১র — ১ —
শিশুন্নবৈাঃস্বদয়ন্ত। গূ ২ ৩। ভিভাউবা। শ্রধিয়া ২। সম্বৎসা ২ ইব।

র ১ ২ ১ ২ ১ ২র ৩২ ১ ২রর১র র ২ ২ ১
মাতৃভোবা। ইন্দুর্হিবা। নোঅজাতায়ি। দেবাবীর্মদোমতিভিঃপ। রা ২ ৩ য়ি।

২ ১র — ১ — র ১ ২ ১ ২ ১
কৃত্তাউবা। শ্রধিয়া ২। অবন্দক্ষা ২ য়। পাধনোবা অমৃশর্দ্ধা।

২৩র২১ ২ ১ ২র১র২র১ ২ ১ ২ ১র —
যবীত্তরারি। আয়ন্দেদেস্তোমধুমন্ত। রা ২ ৩ঃ। সুত্তাউবা। শ্রুধিয়া ২।

১ ২৷ ১
এ ২ ০ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড়া॥

* *

২১র ৪র৫ ২ ৩ ৫ ১ — ১র
৬॥ আকুপারম্॥ সুষ্বাণা ২ ৩ সোপি। অদ্রা ২ ৩ ৪ য়িভায়িঃ। চিত্তা ২ না গোঃ।

১ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
অধ্বচায়ি। ইবমাশ্বা ২। ত্যমভিতাঃ। সমশ্বারা ২ ৩ ণ।

১ ৪ ২
বা ২ শ ৩। বা ৩ ৪ ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

৫র২ র৫৪র৫ ১ ২ ১
৭॥ মহাকালেরম্॥ ইন্দ্রয়া ৩ হিধিয়েষিতাঃ। বিপ্রা ২ ৩। জু ৩। তা ২ ৩ ৪ঃ।

৫র ২ ২ ১ ৪ ২ ৷ ২৷ ৫ ৪
সুতা। বা ৩ তাঃ। উপব্রহ্মো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। শিবা ৫ ঘতাঃ॥

৫র২ ৪ র৫ ১ ২ ১
ইন্দ্রায়া ৩ হিচিত্রভানাউ। সুতা ২ ৩ঃ। আ ৩ য়ি। মা ২ ৩ ৪ য়ি।

৫র ২ ২ ২ ২ ২ ৷ ২৷ ৫ ৪র১ র
তুবা যা ৩ বা। অগ্নীভিস্তৌ। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। নাপূ ৫ তাসাঃ॥

৫র২ ৪র র৫ ১ ২ ১ ৫ ২
ইন্দ্রায়া ৩ হিতূতুজানাঃ। উপা ২ ৩। ব্রা ৩। ক্ষা ২ ৩ ৪। পিহ। ন্না ৩

২ ১ ৩ ২ ২ ২ৎ ৫
য়িরাঃ। সুতাগ্নিদধো। বা ৩ ৪ ৩ ও ২ ৩ বা। খনা ৫ খনাঃ॥

* * *

৫ র ৩২র৩ ৫ ২ ১ ২ ৫ ৫
৮॥ শোক্তম্॥ লখা। গজাও ২ ৩ ৪ বা। নিষাদ্মি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা।

২ র১র — ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ৎ ৩ ৫ ১ র ৩
পুনানায়প্রগা ২ স্বতী ২ ৩ ৪ ৫। শারিশা ও ২ ৩ ৪ বা। নরকৈঃ পরিভূ

১ ১ ১ ১ ১২ৎ ৫ ২
২ ৩ ৪ ৫। যাতাও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে ১॥

* * *

২র র — র ১ — ১ র র —
৯। আদারসৎ। হাউপবমানা। স্তম্ভা ২ যিয়াভা ২ ঃ। হরেশ্চন্দ্রা অসা ২

১ — র — ১ -- ১র ৩ Λ ৫ র র
স্ক্ৰা ভা ২। জীরা ২ আজা ২ রি। রশো। চা ২ য়িসা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২র র -- ১ -- ১ র -- ১ —
হাউপবমানাঃ। রথা ২ য়িভাসা ২ ঃ। শুভ্রেভিঃ শুভ্রসা ২ স্মতাসা ২ ঃ।

— ১ — ১ ॥ ৩ ৫ র র ২র র
হরা ২ য়িশ্চান্দ্রা ২ ঃ। মরুৎ। গা ২ ণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাউপবমানা।

—১ — র — ১ — ১ —
বিয়া ২ শ্নুহা ২ রি। রশ্মিভির্বাজসা ২ তাসা ২ ঃ দধা ২ স্তোত্রা ২ রি।

১র ৩ ৫ র র ১ ২ ২ র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
সুণী। রা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। অসভ্যাজাতু বিস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম॥

* * *

২ ১র — ১ ২ ১ — র ১
১০। সুরূপোত্তমম্। পবমানোহো ২। ইয়া। স্তজিম্নাতা ২ ঃ। হরেশ্চন্দ্রোহো

— ১ ২ ১ — র র ১ — ১ ২ ১র ২
২। ইয়া। অসৃক্ষাতা ২। জীরাঅজোহো ২। ইয়া। রশ্মেচা ২ ৩ য়িষা

২১র — ১ ১ র ১ — র ১ —
৩ ৪ ৩। পবমানোহো ২। ইয়া। রথীভামা ২ ঃ। শুভ্রেভিঃশোহো ২।

১ — — ১
ইয়া। ভ্রশস্তামা ২ ঃ। হরিশ্চন্দ্রোহো ২। ইয়া। মরুদ্ভা ২ ৩ ণা ২ ৪ ৩ ঃ।

২ ১র — ১ ২ — ১ — ২
পবমানোহো ২। ইয়া। বিয়শ্নুহা ২ য়ি। রশ্মির্ভির্বোহো ২। ইয়া।

২ র ১ — ১র — ১ ২১র ২
ইয়া। অসাতামা ২ ঃ। দধৎস্তোত্রোহো ২। ইয়া। সুবীরা ২ ৩ য়া

১
৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ১ ২ ১ ২র ২ ২ —
১১। হরিশ্রীনিধনম্। পবমানস্তজিয়ন্তঃ। পবমানা। স্তজিম্নতা ২ ঃ।

১ র র ২ ১ — ২ ১র ৩ ১র
হরেশ্চন্দ্রাঅসাহো ২। স্কাভা ২ ৩ হাউবা। জীরাসা ২ ৩ জারি। রশো।

৪ ৩ ৫র্র ১২র্র ১র ২ ১২র১ র —
চা২ য়িবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। পবমানোরথীতমঃ। পবমানাঃ। রথীতমা ২ ঃ।

১র ২১ — ১ ২ ১ ২
শুভ্রেভিঃশুভ্রশাহো ২। স্তামা ২ ৩ঃ। হাউবা। করারিশ্চা ২ ৩ ন্নাঃ।

১ ৩ ৫র্র ১২র ১২ ১২র১
মরুৎ। গা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ পবমানবিরাড়্‌ভি। পবমানা। বিরায়ুভা

— ১ র ২১ — ১ ২ ১
২ য়ি। রশ্মিভির্ব্বাজসাহো ২। তামা ২ ৩ঃ। হাউবা। দধাৎরো ২ ৩

২ ১র ৪৩ ৫র ২ ১ ১ ১ ১ ১
জারি। সুবী। রা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হরী ৩ শ্রী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

১২র১ ২১ ২ ১র র ২
২॥ ঐড়ৈর্দ্ধ্বক্ষভ্য পবমানো। হারি। শুজিস্মা ২ ৩ ভাঃ। হরেশ্চন্দ্রা অসা

২ ২ র র র ৫ ১ ২ ২ ১ ২
১ র্ধা ৩ ভা। জীরাজো ২ ৩ ৪ হারি। রাশো ৩ হারি। চিষা। ঔ ৩

৪ ৫ ১২র১ ১র ২ ১র ২ ২
হোবা॥ পবমানো। হারি। রথীতা ২ ৩ মাঃ। শুভ্রেভিঃশুভ্রশা ১ স্তা ৩

৩ ৫ ১২ ২ ১ ২ ৪৫
মাঃ। হরিশ্চন্দ্রো ২ ৩ ৪ হারি। মারু ৩ দ্ধারি। গণা। ঔ ৩ হোবা।

১২র১ ২১ ২ ১ ২ ২ ২ ২
পবমানো। হারি। বিয়ন্ন ২ ৩ হারি। রশ্মিভির্ব্বাজসা ১ ভা ৩ মাঃ। দধৎ-

র ৩ ৫ ১২ ১ ১
স্তোত্রো ২ ৩ ৪ হারি। সুবা ৩ হারি। রিয়াম্।

২ ৪৫
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র ১ ২ ১র র র ১
৩॥ ঘাভিনিধনম্॥ পবমানা। শুজিস্মা ২ ৩ ভাঃ। হরেশ্চন্দ্রাঃ। অসৃক্ষা ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১২ ২ ৩২ ১ ৩
ভা। জারিরা ৩ হারি। আজা ৩ য়িহারি। যশো ৩ হোরি। চা ২ য়িবা

৫র্র ২র ১র ২ ১র২ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ পবমানাঃ। রথীতা ২ ৩ মাঃ। শুভ্রেভিঃশু। ভ্রশস্ত

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF ... LIBRARY

১ ১২ ৷৷ ১ ২৷৷ ২ ১ ৷৷৩
২ ৩ মাঃ। হারা ৩ য়িহারি। চান্দ্রো ৩ হায়ি। মন্দ্র ৩ হ্মোরি। গা ২ পা

৫র র ২ র ১ ২ ১ ২ র ১র
২ ৩ ৪ ঔহোবা। পবমান। বিষম্ন ২ ৩ হারি। রাশ্মাস্বর্বা। জলাতা ২ ৩

২ ১২ ২ ১ ২ ২৷৷ ৩ ২ ১ ৷৷ ৩
মাঃ। দাধা ৩ হ্মারি। স্তোত্রে ৩ হারি। সুবা ৩ হোরি। রা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ ভীঃ॥

* * *

২৫ র ১ ১ র ৪ ২ ৩ ৫
১৪॥ ইড়ানাম্‌ দজ্ঞ্কারম্‌॥ ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। পবমানা ৩ স্বা ৩ জিম্নতঃ।

২ র ৪ ২ ৩ ৫ ৩রর৷৷৩ ২১র ২ ১
হরেশ্চন্দ্রা ৩ আ ৩ সৃক্ষত। জীরাআ ২ ৩ ৪ জারি। রশোচিষঃ। ইড়া ২ ৩।

২ র ৪ ২র৩৪ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ৩২ ৩ ৫
পবমানো ৩ রা ৩ ধীতমঃ। শুভ্রেভিঃশূ ৩ ভ্রা ৩ শস্তমঃ। হরাশ্চা ২ ৩ ৪ ন্দ্রাঃ।

২ ১ ২ ১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ৪
মরুদ্গণঃ। ইড়া ২ ৩। পবমানা ৩ গী ৩ য়ন্নু হি। রাশ্মাস্বর্বা ৩ আ ৩

১র৩৫ ২র র ১ ৩২৷৷ ৩ ৫ ২ ১র২
সাতমঃ। ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। দধাৎস্তো ২ ৩ ৪ ত্রায়ি। সুবীরিয়ম্।

১ ২ ৪ ৫ ৪
ইড়া ২ ৩ ভা ৩। এহীড়া। হো ৫ ই। ডা।

* * *

২রর র ২ ১ ৷৷ ৩
১৫। ঋষভঃ পাবমানম্‌। হাহাউপবমানা। হা ৩। হা ৩ রি। স্বাজা ২ রিম্না

৫ ১ র র ২ ২ ২ র র৷৷৩ ৫ ২
২ ৩ ৪ স্তাঃ। হরেশ্চন্দ্রাঋসা ১ ক্ষ্বা৷৩ স্তা। জীরাআ ২ ৩ ৪ জারি। ওমো ৩।

১ ৫ ৪ ৫ ২রর র ২ ২
রশোবা৷। চা ৫ রিবো ৬ হায়ি। হাহাউপবমানাঃ। হা ৩। হা ৩ রি।

১ ৷৷ ৩ ৫ ১ র ২ ২ ২ ২ ৩
রাধা ২ রিতা ২ ৩ ৪ মাঃ। শুভ্রেভিঃশুভ্রশা ১ স্তা ৩ মাঃ। হরিশ্চা ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২রর র
ন্দ্রাঃ। ওমো ৩। মরোবা। গা ৫ গো ৬ হায়ি। হাহাউপবমানা। হা ৩।

২ ১ন ৩ ৫ ১ র ২ ২ ২ ৩
০া ৩ য়ি। বায়া ২ শ্ব ২ ৩ ৪ হায়ি। রশ্মিভির্বাজসা ১ তা ৩ মাঃ। দধৎস্তো-

৫ ১২ ৪ ৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ ত্রায়ি। ত্রমো ৩। সুবোবা। বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

৫ ২ ৪ ৫ ২১ ২ — ১
১৬। আমহীয়বম্। পবমা ৩ নস্তজিয়তাঃ। হরায়িশ্চা ১ জ্রা ২ঃ। অসা ২ ৩

২ র১র২ ১ ২ ন ৫ ২ ৫র
র্ক্তা। জীরাঞ্জায়ি। রশো ২ ৩ চিষাউ। বা ৩। পবমা ৩ নোরণীতমাঃ।

২২ ২ — ১ ২ ১২১ ২
শুক্রায়িস্তা ১ য়িঃশ ২। ভ্রশা ২ ৩ স্তমাঃ। হরিশ্চন্দ্রা। মরু ২ ৩ দ্গণাউ।

ন ৫ ২ ৪ ৫ ২১ ২ — ১ ২
বা ৩। পবমা ৩ নবিয়গ্ন হায়ি। রশ্মায়িস্তা ১ য়ির্ব্বা ২। জসা ২ ৩ তমাঃ।

১ ২র ১ ২ ন ২র ন ১১১
দধৎস্তোত্রায়। সুবা ২ ৩ য়িরিয়াউ। বা ৩। স্তোষে ৩ ৪ ৫।

* * *

২ র ১২ ১ ২৩ ৫ ২১ ২১
১৭॥ ঐড়গৌপর্ণম্। পবমানোবা। সাজিয়া ২ ৩ ৪ তাঃ। হরায়িশ্চন্দ্রাঃ।

৭ ন ৩ ৫ ১ ১ ২ ১ ২র ১
অসা ২ র্ক্তা ২ ৩ ৪ ৫ আ ২ য়িরাঃ। আ ২ ৩ জায়ি। রাশোচিষা।

২ ৪৫ ২ র ১ ২ ১২ ৩ ৫ ২১ ২১
ঔ ৩ হোবা॥ পবমানো॥। রাণায়িতা ২ ৩ ৪ সাঃ। শুভ্রায়িস্তিঃশৃ।

৭ ন ৩ ৫ —১ ২ ১২ ১
ভ্রশা ২ স্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। হা ২ রায়ি। চা ২ ৩ স্রাঃ। মারুদ্গণা।

২ ৪৫ ২ র ১ ২ ১২৩ ৫ ২১ ২১
ঔ ৩ হোবা। পবমানোবা। বায়শ্ন ২ ৩ ৪ হায়ি। রশ্মায়িভির্ব্বা।

৭ ন ৩ ৫ —১ ২
জসা ২ তা ২ ৩ ৪ মাঃ। দা ২ ধাৎ। স্তো ২ ৩ ত্রায়ি।

১২র ১ ৪৫ ৪
সুবীরিয়াম্। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ১ ২ — ১ র ৪ ২
১৮। রোহিতকুলীয়ন্। পবমানস্যজাগ্নি। ঘ্নতা ২ঃ। হরেশ্চন্দ্রাঅসৃক্ষা ২ ৩ তা।

১ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আগিরা ২। আজা ২ ৩ রি। রশো ২ ৩ ৪ বা। চা ৫ য়িসো ৬ হারি॥

১ ২র র ১ ২ — ১ র ২ ১ ২ ১ —
পবমানোরথাগি। তমা ২ঃ। শুভ্রেভিঃশুভ্রশস্তা ২ ৩ মাঃ। হারা ২-

১ ২ ৫ ৪ ৪ ১ ২র ১
গিশ্চান্দ্রা ২ ৩ঃ। মরো ২ ৩ ৪ বা। গা ৫ সো ৬ হায়ি॥ পবমানবিশ্বা।

২ — ১ র ২১র ২ ১ — ১
যু হা ২ য়ি। রশ্মিভির্বাজসাতা ২ ৩ মাঃ। দাধা ২ ২স্তোত্রা ২ ৩ য়ি।

২ ১ ৫ ৪ ৫
শুবো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

১ ২ ১ ২ ৫ ১ র ২ র
১৯। নস্তমি। পবাহাউ। মানস্যজা ৩১ উবা ২ ৩ য়ি। ঘ্না ২ ৩ ৪ তোঃ। হরেশ্চন্দ্রা-

১১৳৩১১১১ ১র ২ ১ ২ ১
অসৃক্ষতা ২ ৩ ৪ ৫। জীরাহাউ। আজিরশো ৩ আউবা ২ ৩। চী ২ ৩ ৪

৫ ১ ২র র ১র ২ ১র ২ ১ ২ন৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২
ষাঃ। পবমানোরথীতমঃশুভ্রেভিঃশুভ্রশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। হরঃম্নিহাউ।

১ র ২ ১ ৫ ১ ২র ১ ২ ১ ২র
চাস্ত্রোমরু ৩ আউবা ২ ৩। গা ২ ৩ ৪ গাঃ॥ পবমানবিশ্বা হিরশ্মিভির্বাজ-

১র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র ২
সাতমা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। দধাহাউ। স্তোত্রেসুবা ৩, উবা

৫
২ ৩ য়ি। রী ২ ৩ ৪ যাম্॥

* * *

১র র — ১ ২র১ র ২ ১ ১
২০। ঐড়বাসিষ্ঠং। শ্রীণস্তোগো ২ ভিরুত্তরাম্। শ্রীণস্তোগো ৩ রুত্তরাম্। পরি-

২ ১ ২রর ২১২ — — — ১
সুবা ২ ৩ নাঃ। চারুসদে। বসানা ১ সা ২ঃ। ঔ ২। হো ২। হুবায়ি।

২ ৫ ২১ ২ ১ ২
ঔ৩হো২৩৪বা। ক্রতুরা২৩রিন্দুঃ। বিচক্ষা২৩ণা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ই। ডা॥

• • •

২র র ২ রর ১২ ১২n৩ ৫
২১॥ ত্রিণিধনমায়াস্যম্। শ্রীণন্তোগোভিরুহাউহোবা। তারৎ৶শ্রা২৩৪য়িণা।

১র ʌ ৩২ ৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫
স্তোগো২। ভিরু ৩৪৫। তা২৩৪রাম্। পরা৩৪। ঔহোবা।

২র১ র n ৩২ ৩ ৫ ১২ ৩র৪র৫
স্যানশ্চক্ষসেদা২রি। বসা৩৪৫। দা২৩৪নাঃ। ক্রতু৩৪। ঔহোবা।

১ ৩২ ২ ৫
আরিন্দুঃ২ঃ। বিচা৩৪৫। ক্ষা২৩৪ণাঃ॥

* * *

৩র২ ২ ৪ ৫ ২৩ ৫
২২। যৌধাজয়ম্। শ্রীণা৩১। স্তো৩গো। ভিঃ। উস্তা২৩৪রাম।

১ ২ ১র ʌ ৫২n ৩ ৫ ২১ ২র১
শ্রায়িণা৩। স্তোগো২। ভিরু৩৪৫। তা২৩৪রাম। পরারিণামাঃ।

২ ১র n ৩২ ৩ ৫ ২ —
চ। ক্ষসেদা২রি। বসা৩৪৫। দা২৩৪নাঃ। ক্রতু২ঃ।

১ n ২৩ ৩ ৫
অরিন্দু২ঃ। বিচা৩৪৫। ক্ষা২৩৪ণাঃ।

* * *

১২র১র২ — ১ র র ২১
২৩। বার্হদুক্থম। পরীতোষিঞ্চ। তা২সুতাম। সোমোয়উত্তমৎ৶হা২৩

২ ১৭ — ১৭ — ১ র
বা৺য়ঃ। দাধন্বা৶য়া২ঃ। নারিয়োআ২। প্সু৲বন্তরা। সুষাব২৩সো।

১ ২ ২nর২১র২ — ১ র র ২
মমদ্রা২৩য়িক্ষা৩৪৩য়িঃ। সুষাবসোমম্। আ২দ্রিভায়িঃ। সুষাবসোম-

১ ২ ১৭ — ১৭ — ১
মদ্রা২৩য়িভায়িঃ। নূনম্পুনা২। নোঅবায়িভা২য়িঃ। পরিস্রবা।

২ ১ ২ ১S ২ ১ ২ ১ ২ ১
অবিভিঃ। পরা ২ ৩ হায়ি। স্রবা ৩ আ। অদব্ধঃ স্থরভিস্তরঃ। আ ২ ৩

২ ১ ২ S ২ ৫ ৪ ৫
দা। ব্ধাঃ সুরভৌ ৩। হো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি।

২ ১২ ১২ ১ ২ ১ ২ — ১
অদব্ধঃস্থরভিস্তরোবা। ওবা। আদব্ধঃস্থ। রভায়িষ্ণা ১ রা ২ ঃ। স্থ ২ ৩

২ ১ ২ ১ ২র ১র ২ ১s ২ র ১ ২র
ভে। চা ২ ৩ য়িষা। অপ্সুমদা। গোআ ২ ৩ হা। দসা ৩ আ। শ্রীণস্তো-

১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ s ২
গোভিরুত্তরম্। শ্রা ২ ৩ য়িণা। তোগোভিরো ৩। হো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫
বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি।

* * *

৪র৩৪র ৩র৪র ৪৫ র ৩র ২ ৩র ৪ ৫
২৬॥ উৎদেশম্। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম্। শ্রীণ। তোগো ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ৫ ৩২ ৪র ৫র ৪
ভিরুত্তরা ই ২ ম্। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। ৩ ৪ পা। পরা ৩ য়িযানা। ঔহোবা-

৫ ১ ২র১ ২র ১ ২র ২ৱ
হায়ি। চাক্ষসেদায়ি। বসাদানাঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা।

৩ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১
ক্রতু ৩ বিন্দুঃ। ঔহোবাহায়ি। পিচা ৩ ক্ষা ৫ পা ৬ ৫ ৬ঃ। উ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র১ ৪র ৫ ২র১ ২র১র ২ ১ ২
২৭। ইড়ানা৮সক্ষারম্। শ্রীণান্তো ২ ৩ গোভিরুত্তর৮ হাউ। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম্।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২রর ১ ২
পরায়িষা ১ না ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। চাক্ষসেদে। বসাদা ১ না ২ ৩ঃ।

১ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২
হোবা ৩ হায়ি। ক্রতুরা ১ বিন্দূ ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। বায়িচক্ষণঃ।

১ ২n ১
ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

২র র n ৩ ৫ ২র১ র র ২
২৮॥ অগ্নেস্ত্রিণিধনম্॥ শ্রীণস্তোগো। ত্যাগ্নিরুস্তা ২ ৩ ৪ রাম। শ্রীণস্তোগোভিরু ৩

১ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ র র২
আউবা ২ ৩। ত্তা ২ ৩ ৪ রাম। পারিস্বা ২ ৩ ৪ নাঃ। চক্ষসেদেবমা ৩ ১

৫ ২n ৩ ৫
উবা ২ ৩। দা ২ ৩ ৪ নাঃ। ক্রতুরা ২ ৩ ৪ যিন্দূ।

২ ৫
বিচা ৩ ১ উবা ২ ৩ ক্ষা ২ ৩ ৪ ণাঃ॥

* * *

৫র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ১ ২র র ১ ২
২৯॥ পৌরুহন্মনম্॥ শ্রীণস্তো ৩ গোভিরুস্তরাম্। শ্রাগ্নিণস্তোগো। ভিরুস্তা ১

— — ২ ২র ১ র ২ ১ র ২
রা ২ ম। ত্তারা ২ ম। পারিস্বানঃ। চা। ক্ষসেদা ৩ রি। ক্ষসেদা ৩ রি।

১ ২^৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৩ ৫
২। বামাদা ২ ৩ ৪ নাঃ। ক্রাতুরিন্দুঃ। বাগ্নিচক্ষা ২ ৩ ৪ ণাঃ।

৪ ৪
বিচা ৫ ক্ষণাঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র ১ ২র১র ২ ১ ৩
৩০॥ প্রস্তোদগোষ্ঠম্। হাহউহাহউহাউবা। শ্রীণস্তোগোভিরুস্তরম্। উপা-

১ ১ ১ ১ ২র১২র ১র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র১ ২র র
২ ৩ ৪ ৫। শ্রীণস্তোগোভিরুস্তরম্। উপা ২ ৩ ৪ ৫। পরিস্বানশ্চক্ষসেদেব-

১র ৩ ১ ১ ১ ১ ২
মাদনঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫। হাহউহাহউহাউবা।

১ ২ ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ক্রতুরিন্দুর্ব্বিচক্ষণঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৬॥

* * *

৫র ৪ ৩ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র র র র
৩১। সৌরভম্। শ্রায়া ৩ স্তা ৩ ইবদূরিয়োবা। বিশ্বেদিঅস্তক্ষতবদূনিজাতো-

— ১ ৭ ১ ৩ ৫ ১ র S ২
জনা ২ রিমানিয়ো ২ ৩। হো। জা ২ ৩ ৪ দা। প্রতিভাগম্। নদা ৩ হা ৩ রি।

১র ৩ ২ n ২n ৫ ৪ ২ র ২ ৪র ৫
যুধেনবো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। স্কুয়ে ৫ অভারি। যুঞ্জক্ষাহা ৩ য়িকেশি-

৪র ৫ ২১২র ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৫র
নাহরায়ি। বৃষাণাকা। ক্ষিয়প্রা ২ ৩। অপা ৩। না ২ ৩ ৪ ঃ। ইন্দ্রসো।

২ ২ ১ ৩ ২ ^ ২n ৫
মা ৩ পাঃ। গিরামুপো। বা ৩ ৪ ৩ ৪ ৩ ৪ বা।

৪ ৪
শ্রুতা ৫ য়িক্ষয়া। হো ৫ ঈ। ডা॥

• • •

৫র ৪ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২২র র ১ ২ —
৩৪॥ অভীবর্ত্তং॥ মাচায়িদা ৩ স্থাবিশ৬ সভোবা। গাথায়ামা। য়িবাণা ১ ভা ২।

১ ২ ৩র ৪ ৫ ২ ১ ২ — ১ ২
আয়িন্দ্রমিংস্তো ৩ ১ ২ ৩ ৪। তাবৃষণং। সচাশ্চ ১ ৩া ২ য়ি। মুহুরু ১

^ ৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ২ ২ ৪ ৫
কৃথা ২। চশা ৪। না ২ ৩ ৪ ৫। তা ২ ৩ ৪ ৫। মুহু ৩ রু ৩ কৃথাচশ৬

৪ ৫ ১ ২ ১ ২ — ১ ২
সভোবা। মুহুরুকৃথা। চশা৬ না ১ তা ২। আবক্রুক্ষা ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়ি।

৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ — ১ ২ n ৩ ২ ১
গায়ত্রম। যথাজ ১ বা ২ ম। গায়া ১ চা ২। যণা ৩ য়ি। না ২ ৩ ৪ ৫।

৩ ১ ১ ১ ১ ৫র৪ ৩ ৪৫র ৫ ৫ ১ ২ ৩ ২ —
হা ২ ৩ ৪ ৫। গায়া ৩ চা ৩ র্ষনীসভোবা। গায়চ। যণায়িনা ১ হা ২ ম।

১ র ২ ২ ৪ ৫ ২ ২ — ১ ২
বায়িষেষণা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম। সংবননমু। ভয়াঙ্কা ১ রা ২ ম। মৎ৬ হায়িষ্ঠা ১

n ৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
মু ২। ভয়া ৩। ব ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। না ২ ৩ ৪ ৫ ম॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১
৩৫। বিরাড্ বামদেব্যম্। আহয়িম্। নয়ো ৩ দা ৩ য়িধীতিভায়িঃ। আ।

২র ১ ২ ১২১র২র ১ ২ র ২ ১ র
রণ্যোর্হন্তচ্যুতঞ্জনয়ত্প্রশস্তন্দুরে। দ। ঔ ৩ হোহায়ি। আ। রণ্যোর্হন্ত-

র ২র ১ ২ র ২ ১ ২^ ৩ র ২
চ্যুতঞ্জনয়ত্প্রশস্তন্দুরে। দু। ঔ ৩ হোহায়ি। শক্সা ২ ৩ হূপা। তিমোহো ৩।

১ — ১ ৳ ২ ৩ ৪ ২ ৪ ৫
হুম্মা ২। থাহ ২ যো। ৩ ৫ হায়ি॥ ভাহ্ ৫ য। ধিয়া ৩ স্তা ৩ য়িবসবাঃ।

১ ২ ১ ২ র ১ ২ ১২র ১ ২ র ২
সায়ি। অর্ধ্বংহসু প্রতিচক্ষমবসে। কুতশ্চিদক্ষায়ি। থা। ঔ ৩ হোবায়ি।

১র ২৳ ৩ র ২ ১ — ১ ২ ৩
যোদা ২ ৩ মঅা। সনোহো ৩। হুম্মা ২। তাহ ২ যো ৩ ৫ হায়ি॥ প্রেহ ৫ হঃ।

৪ ২ ৪র ৫ ১ র২র১ ২র ১র ২ ১র ২
অা ৩ গ্রা ৩ য়িদীদিহায়ি। পূ। রোনোঅজস্রয়ানম্মীযবিষ্ঠ্যাব। শা। ঔ ৩

র ২ ১ র র র র র ২১র ২ র ২ ১
হোবায়ি। পূরোনোঅজস্রয়াম্মর্ম্ম্যাযবিষ্ঠ্যাব। শা। ঔ ৩ হোহায়ি। খন্তা ২ ৩

২n ^ র ২ ১ — ১ ২
উপাধি প্সাইো ৩। হুম্মা ২। বাহ ২ জো ৩ ৫ হহায়ি॥

* * *

১ ১ ২র১র ২ ১২ ১ ২ ১ ২র ১
১৮। বৃহদাগ্নেয়ম্॥ অগ্নিয়রোদীদিভিভিঃ। ঈয়ইয়াহায়ি। অারশো॥। হু।

১ ৩ ৫ ১ ১ ৫ ৪ ৫ ১
স্তচ্যা তা ২ ৩ ৪ শ্বা। অাঔ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। নয়াতপ। শা।

S n ৩ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ২
স্তম্মূ ২ রে ২ ৩ ৪ দ্দূ। অাঔ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। শাদা ৩ উবা। হ।

১ ২n⁰ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২র১ ২
পা। তাগ্নিনাথা ২ ৩ ৫ বৃাম্। অাঔ ৩ ৪ হো। ইয়াহা॥ তমগ্নিমস্তেবসবঃ।

১২১ ২ ১ ২ ১ ২৳৩ ৫ ১ ২ ৫
ঈয়ইয়াহায়ি। নায়র্ষ্বংন। স্থ। প্রতিচা ২ ৩ ৪ ক্ষাম্। অাঔ ৩ ৪ হো।

৪ ৫ ১ ১ S n ৩ ৫ ১ ২ ৫
ইয়াহায়ি। অগসেকু। তাঃ। চিদ্দা ২ ক্ষা ২ ৩ ৪ য়িষাঃ। অাঔ ৩ ৪ হো।

৪ ৫ ১ ২ ২ র ১ ৩ ৫
ইয়াহায়ি। যোদা ৩ উবা। যে। অা। দানা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ।

১ ২ ৫ ৪ ৫ ১র র ২ র র ১ ২ ১ ২ ১ র ২
অাঔ ৩ ৪ হো। ইয়াহা॥ প্রেদ্ধোঅগ্নেদীদিহি। ইয়ইয়াহায়ি। পুরোনঃ।

১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৫ ১র
অ। অজস্রয়া ২ ৩ ৪ দ্দূ। অাঔ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। য্যায়। বায়ি।

S n ৩ ৪ ১ ২ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ২
ইতূ ২ বা ২ ৩ ৪ ৬ শা। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহায়ি। খাম্ভা ৩ উবা। উ।

১ ২n ৩ ৫ ১ ২ ৫ ৪ ৪ ৪
পা। যাস্তায়িবা ২ ৩ ৪ আঃ। আওঁ ৩ ৪ হো। ইয়াহা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২র র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ র
৩৭। মরায়ম্॥ হাউ৩াউহাউ। আগ্নীম্। নবাঃ। দীংধিতি। ভিররণ্যো।

র র ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ র ১
গো। গোঃ। হাস্তাঃ। চুতাগ্। জনয়। তপ্রশস্তম্। দূরায়ি। দৃশাম্।

২১ ২ ১ ২ ১ র ২ র
গৃহপ। তিমথবুাম্। বুাম্। বুাম্॥ তাম্। গ্নিম্। স্তেবসবোন্যাথন।

১ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ২
থন। থন। শ্প্রা। ক্রিচা। ক্ষমা। সেকৃতশ্চিৎ। চিৎ। দাক্ষা।

র র ২ র ১ ২ ১ র২র ১ ২
গোযোদমআশনিত্যাঃ। ত্যাঃ। ত্যাঃ॥ প্রেঙ্খো। আযেনীদিহিহিহি। পুরো।

১ ২ র র ১ ২ ১ ২ র র র র
মোঅজস্রয়াস্থ্যাবিষ্ঠষ্ঠ। ভুবাম্। আথস্মউপযস্থিবাজ্ঞাঃ। জাঃ। জাঃ।

S S S ১ ১ ১ ১
হাউহাউহাউ। বা৩। ঈ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২ ১ -- ১ র র
৩৮। অনিত্রাণ্যম্॥ ইন্দ্রক্রা ৩ তুন্নআভরা। হুবেহো ২ য়ি। পিতাপুত্রেভি-

২ -- ১ র র ^ ৩২n৩ ৫ র২
যোযা ১ থা ২। শিক্ষাণোঅস্মিন্পুরুহূ ২। তযামা ২ ৩ ৪ নী। জীবা ৩

১ র ২ ১ ২১ ^ ৩ ৫ র র ৫র র ২
হোয়ি। জ্যোতা ৩ য়িহেঁ। অশী। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জীবাজ্যো

৪৫৪র৫ ২ ১ — ১র র র ২ — ১ র
৩ তিরশীমহায়ি। হুবেহো ২ য়ি। জীবাজ্যোতিরশাযিমা ১ হা ২ য়ি। মানো-

র র ^ ৩n২৩ ৫ ১র২ ১ র ২ ১
অজ্ঞাতাবৃজনাঃ ২। দুরাধা ২ ৩ ৪ যাঃ। মাশা ৩ য়িহোয়ি। বাসা ৩ হো।

২১ n ৩ ৫রর ৫র ২ ৪র৫৪ ৫ ২ ১ —
অব। ক্রা ২ মূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মাশিবা ৩ সোঅবক্রমুঃ। হুবেহো ২ য়ি।

১র র র   ২   —   ১র   n   ৩২n   ৩   ৫
মাশিবাসোঅবাক্রা ১ মৃ ২ ঃ । ষথাবয়ং প্রবতঃশা ২ । খতাশ্বিরা ২ ৩ ৪ পাঃ ।

১২   ১   র২   ১   ২১র   n ৩
অতা ৩ রি হোয়ি । শূরা ৩ হো । তরা । মা ২ সা ২ ৩ ৪

৫র২   ২১   ১১১১
ঔহোবা । অমিত্রা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥

* * *

২র   র র   ২   ১র   ২
১ । নিশোবিশীয়ম্ ॥ বিশোবিশোহুম্ । শো ৩ অতিথামিম্ । বাজয়ন্তঃ । গ ৩

১২   ২   ১   —   ১   ২   ১   ২   ২   ১
রুগ্রী ৩ য়াম্ । অগ্নিংবো ২ । দুরা ২ ৩ য়াম্ । হুম্মায়ি । বা ৩ চা ৩ঃ । স্তু

র৫   ১   ৩২n   ৩   ৫   ১   ২   ২
২ ৩ ৪ ষেহায়ি । ওঁ । হুবায়ি । শূ ২ ৩ ৪ ষা । হুম্মা । স্তা ৩ মা ৩ ।

১   ৫র   ৫   ২ র র র   ২   ১
ন্মা ২ ৩ ৪ ভায়ি । এহিয়া ৬ হা । ষবেশূষহুম্ । স্থা ৩ মন্মভায়িঃ । যজ-

র   ২   ১   ২   ২   ১   —১   ২   ১
নাদো । বা ৩ বায়িস্মা ৩ স্বাঃ । মিত্রো ২ ন্ন । দর্পা ২ ৩ য়িরা । হুম্মায়ি ।

২   ২   ১   ৫   ৫   ৩২n   ৩   ৫   ১
স্ব ৩ স্তা ৩ য়িম্ । প্রা ২ ৩ ৪ শসায়ি । ওঁ । হুবায়ি । দা ২ ৩ ৪ স্তো । হুম্মায়ি ।

২   ২   ১   ৫র   ৫   ২   র
প্রা ৩ শা ৩ । স্তা ২ ৩ ৪ মিভায়ি । এহিয়া ৬ হা । প্রশংস্দক্ষিহুম্ । প্রা

২   ১র   ২   ১   ২   ২   ১র   —১   র
৩ শস্তিভায়িঃ । পক্ষা ৬ সঞ্জা । তা ৩ বায়িদা ৩ সাম্ । যোদে ২ ব । ভাতা

২   ১   ২   ২   ১   ৫   ১   ৩২n
২ ৩ উ । হুম্মায়ি । যা ৩ তা ৩ । বা ২ ৩ ৪ নাহায়ি । ওঁ । হুবায়ি ।

৩   ৫   ১   ২   ২   ১
না ২ ৩ ঙ্কা । হুম্মায়ি । রা ৩ য়া ৩ ৎ । দা ২ ৩ ৪ যিবায়ি ।

৫র   ৫   ৪
এ'হিয়া ৬ হা । হো ৫ ঈ । ডা ॥

* * *

১২   ১৫২   ৫   ২র১র
২ । গায়ত্রমার্শিষ । ঘোষ । স্বাধ্যঘতা ৩ ১ উবা ২ ৩ । চা ২ ৩ ৪ না । আরে-

২১   র২র১র   রর২১র২১র   ৩   ১১১১   ২১২   n   ৩২
অগ্নিরীরমন্নারাজারামধ্যাদত্রআগহো ২ ৩ ৪ ৫ । ইহাবা ১ দা ২ ম । উপা ৩ ।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF
LIBRARY.

র র ২র১ র২ ১ ২n
ভবপ্রণীভীংর্যাখন্দুরি। ভারি:। ঔ২৩ হোহারি। নিখা২৩ ভরারি।

৩র২ ১ — ১ n ২
মদোহো৩। হুম্মা২। আহ২ য়িভো৩৫ হারি॥

৫র র২ ৪৫৪র৫ ২১২১ ২৩র২১
৫। কালেয়ম্॥ আম্বারা৩ থংযথোতমারি। পুম্রায়না। ভমামদা২৩ রি:

২ ১ ৫র ২ ২ ১ ৩২
ভুবা৩ য়ি। কূ২৩৪। মিমৃতী। বা৩ হাম। ইন্দ্রা৬ শবো।

২n ৫ ৪ ৫ ২ ৪৫৪ ৫ ২১
বা৩৪৩ও৩৪ বা। উসাজংপভারিণ। ভুনিশূ৩ ঋভুনিক্রংডাউ। শচা২৩ রি।

২ ১ ৫র ২ ২ ১র ৩র২
বো৩। বা২৩৪ রি। খরা। গা৩ ভারি। আপাপ্রাপৌ। বা৩৪৩

২n ৫ ৪ ৫ ২ ৪৫৪র৫ ২১ ২
ও৩৪ বা। মহা৫ য়িষনা। যস্তুতে৩ মহিনামহা:। পরা২৩। স্তা৩।

১র ৫র ২ ২ ১ ৩২ ২n ৫
যা২৩ন। হমী। বা৩ ভুঃ ৩স্তাপাঞ্জী। ব৩৪৩ও৩৪ বা।

৪ ৪
হিরা৫ প্যারাম্। হো৫ ঈ। ডা॥

৪৩৪র৩ ৪৫র র২ ৪র৫৪র৫ ২র
৬। বষট্কারনিধনং॥ বিধুমদ্রাণং সমনে। বহুনা৩ মনেবহুনাম্। যুবানং সন্তং-

র ১ — ১ ২র ১২ র র
পালিভোজা৩ গারা২। রা২৩। ওমো৩ বা। দেবস্তপশ্চকাবাম্মা৩

১ — ১২ ১র ১২ র র
হারিষা২। বিরম্মাহা১ রিষা২৩। ওমো৩ বা। অন্তামমারসব্যঃসা৩

১ — ১ ১র n ৩ ৫র র
মামা২। না২৩। ৩ম্। ও২। না২৩৪। ঔহোবা॥

৪র ৩র৪র৩র ৪৫ ৫৪৫ ২র র র র
শাল্পনাপাকো অরুণ:। সুপর্ণা৩ রুপ: সুপর্ণা:। আয়োমহ:শূর:সনাদা৩

১ — ১ ১র ১২ র ১ —
নারিডা২:। ডা২৩:। ওমো৩ বা। যচ্চিকেভদভামিত্তমা৩ মোঘা২ ম।

১ ২ ১র ১২ র র র ১ —
ইন্তমা মো১ বা২৩ ম্। ওমো৩ বা। বসুভাইমুভজেভোভা৩ দাভা২।

১ ১র ৩ ৫র র ৩র ৪ র র
তা ২ ৩। ওম্। ও ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। ঐতির্দ্দেবুষ্টা-

র ৫ ৩র২ ৪র র ৫৪র৫ ২র র র ১ —
পো৺্নি। যানা ৩ য়িষ্যাপৌ৺্সিষানায়ি। যোভিরৌক্ষদ্ এহত্যায়া ৩ বাহ্না ২

১ ১র ১ ২ র র ১ —
য়ি। আ ২ ৩ য়ি। ওও ৩ বা। যেকর্ম্মণঃ। ক্রিয়মাণস্যা ৩ মাহ্না ২।

র ১ ২ ১র S ২ র র ১ — ১
মানস্যাম্যা ১ হ্না ২ ৩। ওমো ৩ বা। ঋতেকর্ম্মমুদজায়ন্তা ৩ দায়িবা ২ ঃ। ১।

১র n ৩ ৫র র ৩ ৫
২ ৩ঃ। ওম্। ও ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঊ ২ ৩ ৪ পা।

* * *

২ র ৪ ২ ১র ২ ১ ২
৭। নৈপাতিথম্। বম্নহা৺্ আ নস্ত্রিয়া ৩ এ। বাডাবিতা। মহা৺্অসা ৩ য়ি।

২A ৩র ৫ ২১ র২১র ২১র ২১ S ২A
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। মহস্তেনতোমহিমা। পনাষ্টিমা ২ ৩। হা।

৩র ৫ ২ ১ ২ ২n ৩র ৫ ১n
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। মহ্নাদাবিবা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। মা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ র র র ২ ১ র ২র
হা৺্২ ৩ ৪ ঔহোবা। আ ২ ৩ ৪ দী। মহ্নাদেবমহা৺্অসা ৩ এ। মহ্নাদেব।

১ ২ ২n ৩র ৫ র ২ ২ ২র ১
মহা৺্অসা ৩ য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। বট্সূর্য্যশ্রবসা। মহা৺্-

S ২n ৩র ৫ ১ ৩A ৩র
অসা ২ ৩ য়ি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। মজ্রদাষিবা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪

৫ ১ A ৫র র ৩ ৫ ২ র র
হা। মা ২ হা৺্২ ৩ ৪ ঔহোবা। আ ২ ৩ ৪ দী। মজ্রাদেবমহা৺্-

২ ১ ২২র ১ ২ ২A ৩র ৫
অসা ৩ এ। মজ্রাদেব। মহা৺্অসা ৩ সি। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।

২১র২র১রর ২ ১ ২ ১ S ২n ৩র ৫ ১
মহ্নাদেবানামসুর্য্যঃ। পুরোহিতা ২ ৩ঃ। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। বিমুজো-

২ ২n ৩র ৫ ১ n ৩
তা ৩ য়িঃ। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। আ ২ দা ২ ৩ ৪

৫র র ৩
ঔহাবা। ভী ২ ৩ ৪ সাম।

* * *

১ ২ ১ ২ ১২ ১ র২ ১ ২

৮। যহাবৈষ্টম্। যমিন্দ্রয়োহা। বতস্কোবা। শায়িতাবদ। হমায়িশা ১ য়া ২ ৩।

১২ ২ র১র২১ ২র ১২ ১২ ২

হোবা ৩ হায়ি। স্তোতারমিদ্ধিষে। রদানা ১ শা ২ ৩ উ। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২ ১২ ২ ১ ৮ ৩ ৫র র

নপাপা ১ ষা ২ ৩ হোবা ৩ হা। যর। গা ২ য়িমা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১র২১ ২ ১২ ১র২র ১ ২

নপাপহোহা। যর৺সিহোবা। নাপাপত্বা। গরা৺লা ১ য়িমা ২ ৩ য়।

১২ ২ ১র২২ ২ র ১ ২ ১২

হোবা ৩ হায়ি। শিক্ষেয়মিমন্মহরতে। দিবাযিবা ১ য়িবা ২ ৩ য়ি। হোবা-

২ র১২ ১২ ২ ১ ৮ ৩

৩ হায়ি। বায়াশা ১ কু ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। হচিৎ। বা ২ য়িদা-

৫র র ২র১র ২ ১২ ১ ২র ১ ২

২ ৩ ৪ ঔহোবা। রায়আকোহায়ি। হচিদ্বিদোবা। রায়শাকু। হচায়িষা-

১২ ৩ ১২১ ২ ১২

১ য়িদা ২ ৩ য়ি। হোবা ৩ হায়ি। নহিত্বদন্যমযবন্। নষাপা ১ য়া ২ ৩ য।

১২ ২ ১ ২ ১১ ২ ১র

হোবা ৩ হায়ি। বস্যোআ ১ স্তা ২ ৩ য়ি। হোবা ৩ হায়ি। পিতা।

১ ৫র র ৩ ৫

চা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দী ২ ৩ ৪ শাঃ।

* * *

২রর র র১২ ৩ ৫

৯। বারস্তীয়োত্তরম্। রেবা৺ইন্দ্রাঔহোহায়ি। বাতস্তো ২ ৩ ৪ তা।

২র১ ৫ ১র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫

দ্যাত্বাবা ২ ৩ ৪ হায়ি। তোমঘা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

২ ৩ ৫ ২র১২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫

উহুবা ২ ৩ ৪ নাঃ। প্রেদুহ। রাধিবঃসুতা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র২ ৫র ৫ ২ রর১২

ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৫। দ্যা। এহিয়া ৬ হা। উকৃপক্ষাঔহোহায়ি।

৮৩ ৫ ২র১ ৫ ১র ২ ৩র৪র৫

শাসায়া ২ ৩ ৪ মাম্। মাগোরা ২ ৩ ৪ হা। ম্নিরাচিকা ৩ ৪। ঔহোবা।

১৩ ৫ ২৩ ৫ ২১২ ১র ২ ৩র৪র৫

ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ তা। নগায়। আজ্ঞীয়মা ৩ ৪। ঔহোবা।

১৩ ৫ ৩র ২ ৫র ৫ ২র র
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৪। নাম। এহিয়া ৬ হা। মানইন্দ্রা-

র ১২ ৩ ৫ ২র১ ৫ ১র ২
ঔহোহায়ি। পায়িয়ন্তা ২ ৩ ৪ বায়ি। মাশার্দ্ধা ২ ৩ ৪ হা। তেপরা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২ ১ ৭ ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ দাঃ। শিক্ষাশ। চায়িবঃশচা ৩ ৪।

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২.৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২র ১র র ২র১ ২ ১ ২ ৪
১০। ক্রৌঞ্চাস্থম্। এজ্রয়াহোহো। হীহরিভায়িঃ। উপকণ্বা ৩। স্যাস্থ ৩ ষ্টু-

২ র ১ র ২১র ২ র ১২ ৪
৫ তা ৬ ৫ ৬ য়িম্। অত্রাবিনোহো। মিয়েষাম্। উরাস্নধূ ৩। নুতা ৩ য়িবা-

২র র১র র ২র১ ২রর র ১২
৫ কাঁ। ৬ ৫ ৬ঃ। আত্বাগ্রাণোহো। বাদস্নিহা। সোমীবোবৈ ০। শাবা ৩

৪ ২ র ১ র ২র১র ২
স্কা। ৫ তূ ৬ ৫ ৬। দিবোঅমোহো। ষ্যাশালতাঃ। দিবংষয়া ৩।

১ ২ ৪
দায়িবা ৩ বা ৫ সা ৬ ৫ ৬ উ।

* * *

৫র ৩র ২ ৪ ৫ ১
১১। গৌরীবিতম্। এন্দ্র। য়াহা ৩ য়ি। হরিভায়িঃ। উপকণ্বন্যাস্তুষ্টত। ২ ৩ য়িম্।

৫ র ৩ ২ ৪ র ২ ১ র র র ৫র র
অত্রা। বিনা ৩ য়ি। মিয়েষাম্। উরাম্নধূস্তেবুকা ২ ৩ঃ। আত্বা।

৩র ২ ৪ ৫ ১রর র র ১ র ২
গ্রাবা ৩। বদন্নিহা। সোমীঘোষেণবক্ষতু ২ ৩। দায়িবোঅমূ ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
ষ্যশা ৫ লতাঃ। দায়িবংযয়া ৩ ১ ২ ৩। দিবোবা। বা ৫ সো ৬ হায়ি।

ইতি উত্তরার্চ্চিকে পরিশিষ্টানি॥

সামবেদসংহিতা সমাপ্তা।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

মন্ত্র-সূচী।

অ

—— • ——

আ।

ই।

ঈ ।

উ ।

ঊ

গ।

ঘ।

চ।

দ।

ধ।

ন।

— —৫— —

প ।

মন্ত্র-সূচী।

ব

ভ।

ম।

য।

র।

শ।

—— ০ ——

স

— — • —

হ।

— — • — —

মন্ত্র-সূচী সমাপ্তঃ।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

বেদঃ

সামবেদ-সংহিতা।

(নবমঃ খণ্ডঃ।)

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-
সায়ণভাষ্য-টীপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩৪ সালাব্দাঃ।